১২৯৩ সাল। ৭ ই বৈশাখ।

DIAMOND DROPS (হীরক বিন্দু)

STOMACHIC

PILLS

হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী।

ও হইবে না। এ বিষয়ে দাতাগণের যদি কোন সন্দেহ না থাকে এবং আমার প্রতি প্রবঞ্চনার অপবাদ ও দোষারোপ না হয় তজ্জন্য আমি প্রার্থনা করি এ বিষয়ে একটী কমিটি স্থাপিত করাইয়া ঐ কমিটির হস্তে টাকা রাখি। আমি কার্য্যাধ্যক্ষ মাত্র থাকিয়া কার্য্য সমাধা করি, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি এবং কমিটি স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছি। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়ায়, সম্প্রতি মহামান্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের হুজুরে আবেদন করিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুরীর শ্রীযুক্ত কালেক্টার সাহেব মহোদয়কে অনুমতি করুন সংগৃহীত টাকা ইঁহার দ্বারা সেবিংব্যাঙ্কে (আবশ্যক মতে লইতে পারিবার সত্ত্বে) জমা থাকিবে, যখন যে সংস্কার কার্য্য হইতে থাকিবে তাহার ইষ্টিমিট পূর্ত্ত বিভাগের কর্ম্মচারী দ্বারা হইয়া ঐ ইষ্টিমিটীস্থ টাকা আমি কালেক্টার মহোদয়ের অনুমতি ক্রমে লইয়া সংস্কার কার্য্য করিতে থাকিব। আমার কৃত কার্য্য মধ্যে মধ্যে তদন্ত হইতে থাকিবে। যদি গবর্ণমেণ্ট এ কার্য্য ভার কোন কারণ বশত কালেক্টার সাহেবের হস্তে দিতে অনিচ্ছুক হয়েন, তবে কালেক্টার সাহেবের মনোনীত একটী কমিটি স্থাপনের আদেশ হইলে ঐ কমিটি কালেক্টার সাহেব মহোদয়ের স্থলে কার্য্য করিতে পারেন এইমত প্রার্থনা করিতেছি। পরে ঐ দরখাস্তের নকল মহাশয়ের নিকট পাঠাইব এবং উহাতে যাহা আদেশ হয় জানাইব।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীনারায়ণ প্রসাদ আচার্য্য
মন্দির সংস্কারক।
পুরীক্ষেত্র।

শান্তিপুর নিবাসী পণ্ডিত নন্দগোপাল গোস্বামী হরিভক্তি বিষয়িনী বক্তৃতা।

মহাশয়! গত চৈত্র মাসের ৮ই এখানকার হরিসভার সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে উল্লিখিত গোস্বামী মহাশয় এখানে দুই দিন বক্তৃতা ও ভাগবৎ ব্যাখ্যাদি করিয়া সর্ব্বসাধারণের বড়ই মনোরঞ্জন করিয়া গিয়াছেন। উৎসবের কয়দিন জামালপুর ধর্ম্মভাবে বিভোর হইয়াছিল। একে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা তাহার উপর গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় পরম ভাগবতের শুভাগমন। তাহার উপর গোস্বামী মহাশয়ের হরিভক্তি বিষয়িণী সুমধুর বক্তৃতা। তাঁহার বক্তৃতা প্রত্যেক শ্রোতাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল সন্দেহ নাই। উনবিংশ শতাব্দীর সংশয়বাদীতার মধ্যে যত ভক্তি ও প্রেমের প্রচার হয় ততই মঙ্গল। বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। তবে তৎসাধনের উপায় সম্বন্ধে মতভেদ অপরিহার্য্য। গোস্বামী মহাশয়ের প্রথম বক্তৃতা "ভক্তি কি?" ভক্তির আভিধানিক অর্থ, শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা যাহা কিছু তিনি জানিতেন, তাহা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই। অবশেষে সহজ যুক্তি অবলম্বন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন জগতের কার্য্য কলাপ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে এক প্রীতিই জগতে প্রভুত্ব করিতেছে। রাজার প্রজায় প্রীতি, স্বামী স্ত্রীতে প্রীতি, পিতা পুত্রে প্রীতি। এই প্রীতি আছে বলিয়াই জগৎ চলিতেছে, এই প্রীতির যেদিন অভাব হইবে, সেদিন জগৎ উৎসন্ন যাইবে" তাহার পর বলিলেন প্রীতি দুই প্রকার স্বার্থ এবং পরার্থ।" বোধ হয় গোস্বামী মহাশয় স্বামী স্ত্রীর প্রীতি, বা পিতা পুত্রের প্রীতিকে স্বার্থ এবং ঈশ্বরে প্রীতি বা অন্য জীবে প্রীতিকে পরার্থ মনে করেন। তাহার পর বলিলেন স্বার্থ প্রীতি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরমাত্মায় উপনীত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে বলিয়াছেন যেমন কোন শীতার্ত্ত ব্যক্তির অঙ্গে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে সে সেই কিরণকে ... করে। কিন্তু সে যখন সূর্য্যকে সমস্ত কিরণের আধার বলিয়া জানিতে পারে তখন তাহার কিরণস্থিত প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হইয়া সেই ... উপনীত হয়। সেইরূপ মানুষের স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনগত স্বার্থ প্রীতি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া সেই পরমাত্মায় উপনীত হয়। তাহার পর প্রকারান্তরে বলিয়াছেন এই প্রীতি বা "ভক্তি গোস্বামী মহাশয়ের মতে" সাধারণের জন্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, যোগাভ্যাস ইত্যাদির বিশেষ আবশ্যক নাই।" প্রথম দিনকার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই, তবে বক্তৃতার মধ্যে সম্প্রদায় বিশেষকে যেসকল কটু কাটব্য বলিয়াছেন তাহা বক্তৃতার অসার ভাগ বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল। এবং ভরসা করি গোস্বামী ঠাকুর ধর্ম্মপ্রচারকগণ যে গুরুতর ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে স্বভাবের ঐ নিকৃষ্ট ভাব সংশোধিত করিয়া লইবেন। গোস্বামী মহাশয়ের প্রথম কথা জগতে "প্রীতির রাজ্য প্রীতিরই প্রভুত্ব কিন্তু ইতিহাস ও সংসারের প্রাত্যহিক ঘটনা ইহার বিপরীত বলিতেছে। যদি জগতে প্রীতির প্রভুত্ব থাকিত তাহা হইলে প্যাটানদিগের মধ্যে হেন্ট মুসলমানদিগের মধ্যে ক্রীতদাস, রোমানদিগের মধ্যে ফ্যারেণ্ট ইংলণ্ডীয়দিগের মধ্যে সর্ফ। হিন্দুদিগের মধ্যে শূদ্রের এত দুর্দ্দশা হইত না। তাহা হইলে মানুষ মানুষকে হত্যা ও বলবান দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিত না। যদি স্বামী স্ত্রী পিতা পুত্র, উভয়ে উভয়ের প্রীতির এ প্রীতি অবস্থা (absolute and unchangable,) অক্ষয় হইত, তাহা হইলে একের বিয়োগে অপরের অপ্রীতি বা দুঃখের উদয় হইত না। গোস্বামী মহাশয়ের দ্বিতীয় কথা। প্রীতি দুই প্রকার স্বার্থ ও পরার্থ। প্রথমে প্রীতি পদার্থটা কি সাব্যস্ত না করিয়া প্রীতি দুই প্রকার কি রূপ প্রকারে বলা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। এতৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার উপসংহারে বলিব এখন কেবল প্রীতি স্বার্থ কি পরার্থ তাহাই দেখা যাউক। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন মানুষ যাহা কিছু করে তাহা তাহার নিজের জন্য। মানুষ জ্ঞান লাভ করে তাহার আত্মার তৃপ্তির জন্য, মানুষ ধর্ম্ম কর্ম্ম করে তাহার পরকালের সদ্গতির জন্য। মানুষ স্ত্রী পুত্রকে প্রীতি করে তাহার ভালবাসা বৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্য মানুষ অপর মানুষকে প্রীতি করে তাহার স্বজাতীয় জীব বলিয়া. মানুষ সকল জীবে প্রীতি করে তাহার স্রষ্টার সৃষ্ট বলিয়া এইরূপ যাহা কিছু আলোচনা করা যাইবে সকল বিষয়েই "আমার" ছড়াছড়ি এবং স্বার্থভাবে পরিপূর্ণ তাই বলি প্রীতি স্বার্থ। গোস্বামী মহাশয়ের তৃতীয় কথা স্বার্থ প্রীতি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরমাত্মায় উপনীত হয়। আমরা বলি এই স্বার্থ প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হইলে মানুষ নিজেই পরমাত্মা হইয়া দাঁড়ায়। দার্শনিক সময়ে এই স্বার্থ. প্রীতি এত প্রসরতা লাভ করিয়াছিল যে তদানীন্তন পণ্ডিতগণ জীবাত্মায় পরমাত্মায় অভেদ জ্ঞান করিয়া "সোহং তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মোহ মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক পরম ভাগবত গোস্বামী মহাশয় কখন সে পথের পথিক হইতে উপদেশ দিবেন না। ১৮৩০ হইতে ১৮৫৪ এই ২৪ বৎসর ধরিয়া ইউরোপের অসাধারণ পণ্ডিত মহাত্মা কমট জগতের প্রীতির রাজ্য সংস্থাপন করিবার জন্য যে প্রামাণিক গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহার ফল দেখিয়া ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ ব্যথিত হইয়াছেন। গোস্বামী মহাশয়ের চতুর্থ কথা "প্রীতি বা (ভক্তি গোস্বামী মহাশয়ের মতে) সাধনের জন্য জ্ঞান, বিজ্ঞান বা যোগের বিশেষ আবশ্যক করে না।" আমরা বলি খুব আবশ্যক করে, এমন কি এগুলি সহন করিতে না পারিলেও পথে অগ্রসর হওয়া দুষ্কর হয়। প্রথমতঃ প্রীতির বস্তু স্থির করিতে হইবে, তাহা জ্ঞানের কার্য্য

তাহার পর সেই বস্তুর মহিমা বুঝিতে হইবে, তাহা বিজ্ঞানের কার্য্য, তাহার পর সেই বস্তুতে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে তাহা যোগের কার্য্য। গোস্বামী মহাশয়ের দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতা ভক্তি সাধনের প্রকৃত উপায় কি? তিনি বলিলেন শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনং অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং। ইতি পুংসা-র্পিতা বিষ্ণোঃ ভক্তিশ্চেন্নব লক্ষণা। ইহার মধ্যে শ্রবণ এবং কীর্ত্তন ভক্তি সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। এটী সর্ব্ববাদী সম্মত। শ্রবণ কীর্ত্তণ ব্যতীত বিষয়াভিমুখ জীবকে ঈশ্বরাভিমুখে লইয়া যাইবার অন্য উপায় নাই। গোস্বামী মহাশয়ের এ বক্তৃতাটী অতি সুন্দর হইয়াছিল। তবে তিনি নামাপরাধ সম্বন্ধে যে বিভীষিকা দেখাইয়াছেন তাহা যুক্তি সঙ্গত নহে। তিনি বলিয়াছেন যে ব্যক্তি হরিনাম শুনিতে অনিচ্ছুক সে ব্যক্তির নিকট নাম গান করিলে নামাপরাধ হয়। এ কথার কোন সারবত্তা নাই এবং বিশ্বাস যোগ্যও নহে। কেননা মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে একস্থলে লিখিত হইয়াছে "

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি স্থানা স্থান।
যথা তথা মহাপ্রভু করেন হরিনাম গান॥

গৌরাঙ্গ দেব যে উদার ভাবে নাম প্রচার করিয়াছেন, তদ্বিরুদ্ধাচরণ দেখিলে মনে বড় কষ্ট হয়। গোস্বামী মহাশয় নাম সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং প্রতি কথায় হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলং কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ বাস্তবিকই নাম সাধন ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই। তবে এ সাধনটীকে তিনি যত সহজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, একটু নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে ঠিক্ তাহার বিপরীত বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন "নাম ও নামীতে পার্থক্য নাই।" আমরা স্বীকার করি ইহা দার্শনিক সত্য বটে কিন্তু ইহা জ্ঞান সাপেক্ষ বলিতে হইবে। বস্তু জ্ঞান না জন্মিলে নাম জ্ঞান জন্মায় না, বস্তুতে প্রেম না হইলে নামে প্রেম হইবে কিরূপে? আবার নাম ছাড়া বস্তু নাই, বস্তু ছাড়া নাম নাই। কাযেই নাম সাধন করিবার পূর্ব্বে, বস্তু ও নাম উভয়ের গূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হইবে। তাই বলি গোস্বামী মহাশয় যে বিজ্ঞানকে দুই তিনটী "কেন" কথা দ্বারা উড়াইয়া দিবার আস্ফালন করিয়াছেন তাহা তাঁহার মস্ত ভুল। ভক্ত চূড়ামণি কবীর নাম সাধন সম্বন্ধে বলিয়াছেন। পণ্ডিতেরা যে বাদানুবাদ করেন তাহা মিথ্যা। রাম বলিলেই যদি লোকে পরিত্রাণ পায়, তবে খাঁড় বলিলেই মুখ মিষ্ট হইতে পারে। যদি অগ্নি বলিলে পা দগ্ধ হয় আর জল বলিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়, আর যদি ভোজন বলিলে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, তবে রাম বলিলেই লোকে নিস্তার পাইবে। দর্শন ও স্পর্শন না করিয়া কেবল নামোচ্চারণ করিলে কি হয়? ধন বলিলেই যদি ধনী হয় তবে আর কেহ নির্ধন থাকে না। মনুষ্যের সঙ্গে শুক পক্ষি হরিনাম করে কিন্তু সে হরির মহিমা জানে না। যদি কখন সে জঙ্গলে উড়িয়া যায় তবে আর হরিনাম করে না। অতএব নাম সাধনের পূর্ব্বে বস্তু তত্ত্ব জানা আবশ্যক।

উপসংহারে গোস্বামী মহাশয় ভক্তি বিষয়ক বক্তৃতা করিতে যাইয়া প্রীতি ভক্তি ও ভাবুকতা এই তিনটী বিষয় একত্রিত করিয়া একটী খেচরান্ন প্রস্তুত করিয়াছেন। বাস্তবিক যথার্থ ভক্তি কি ও তাহার স্বরূপ কি? তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রধান ভ্রম তিনি প্রীতি ও ভক্তিকে একচক্ষে দেখিয়াছেন, কিন্তু প্রীতি ও ভক্তির মধ্যে পার্থক্য অনেক। শাস্ত্রে আছে 'প্রীতি ভক্তিদ্বয়োর্মধ্যে ভক্তি মাতা গরিয়সী।" প্রীতি প্রবৃত্তি। ভক্তি নিবৃত্তি, প্রীতির কার্য্য বাহিরে, ভক্তির কার্য্য অন্তরে। প্রীতি প্রবৃত্তি কাযে কাযেই বাহ্য, ভক্তি নিবৃত্তি বহির্ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্তরে জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়। প্রীতির আকর্ষণ বাহিরে, ভক্তির আকর্ষণ অন্তরে। প্রীতি রাজ্যে স্বামী, স্ত্রী, পিতা পুত্র, স্বজন, বন্ধু, সকলে অবস্থান করে। কিন্তু ভক্তি রাজ্যে কেবল ভক্তের হৃদয়, ও ভক্তবৎসল ভগবান বিরাজ করেন। প্রীতি বলে আমার স্ত্রী চাই, পুত্র চাই, বন্ধু বান্ধব চাই, ধন ঐশ্বর্য্য চাই, পুণ্য চাই, স্বর্গ চাই, ভগবানকে চাই। ভক্তি বলে আমি কিছুই চাই না, আমি "আমিত্ব" বিশ্বাস করিয়া ঐ ভক্তবৎসল হরিপদে আপনাকে বিলাইয়া দিই। দূরবীক্ষণের দুই দিকের কাচে যেমন নিকট ও দূরের পদার্থ ছোট ও বড় দেখায়, ভক্তির মধ্য দিয়া দেখিলে ছোট দেখায়। যেমন ভক্তি ও প্রীতির মধ্যে প্রভেদ তেমনি ভক্তি ও ভাবুকতার মধ্যে প্রভেদ। এ সম্বন্ধে সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

বশম্বদ
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন
জামালপুর।

—◆◆—

সোমপ্রকাশ

৭ ই বৈশাখ সোমবার।

একদিকে কাশীর আর্য্য সভা ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সভা বঙ্গবাসী ও উত্তর পশ্চিম বাসী হিন্দুগণের সম্মিলন কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। অন্যদিকে চতুর গবর্ণমেণ্ট পার্থক্যনীতির পোষকতা করিয়া এই দুই উন্নতিশীল জাতির একতাবন্ধন অল্পে অল্পে ছেদন করিতেছেন। একদিকে সুরেন্দ্র বাবু ও বাবু নরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি সুশিক্ষিত উদার নৈতিক সম্প্রদায় উত্তর পশ্চিমের সহিত বিজাতীয় বাঙ্গালা দেশের রাজনৈতিক সম্মিলন কার্য্যে সতত:পরতঃ চেষ্টা করিতেছেন—অপর দিকে গবর্ণমেণ্টের পোষকতায় সিভিলিয়ান কর্ম্মচারিগণ ভিতরে ভিতরে এই দুইজাতির মধ্যে বিদ্বেষ বহ্নি জ্বালাইয়া দিয়া দুটী জাতিরই উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। গত বৎসরে পাটনা বিভাগে ৫৭৩টী সরকারী কার্য্য খালি ছিল—রেভিনিউ মাজিষ্ট্রেটের আফিসে ৩৩টী বোর্ডসেস ও মিউনিসিপাল আফিসে ৪টী রেজিষ্টারি বিভাগে ৩১টী ও পুলিশ বিভাগে ৬৩টী। ইহার মধ্যে ৪৮৮টী কর্ম্ম বেহারবাসী ২৭টী মাত্র বঙ্গবাসীকে দিয়াছেন। এই ১৫টী বাঙ্গালির মধ্যে অনেকে দুই এক পুরুষ বেহারে বসবাস করিয়া হিন্দুস্থানী হইয়া গিয়াছেন। পাঠকের মধ্যে অনেকে জ্ঞাত আছেন, ভাগলপুর ও পাটনা অঞ্চলে অনেক বাঙ্গালী বাল্যকাল হইতে হিন্দুস্থানীর সহিত থাকিয়া, হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া বিদ্যালয়ে উর্দ্দু, হিন্দি, রীতিমত শিক্ষা করিয়া একপ্রকার হিন্দুস্থানী ভাষায় অভ্যস্ত হইয়াছেন এবং অভ্যাস দোষে রবিনসন ক্রুশোর ন্যায় প্রায়ই দেশীয় ভাষা ভুলিয়া গিয়াছেন—এই প্রকার লোকের দুই পাঁচ জনকে সরকারি কার্য্যে নিযুক্ত করিলে উভয় জাতির সম্মিলনের পোষকতা করা হয় না। এই ভাবিয়া গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে বড় একটা আপত্তি করেন নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি বেহারগণকে উন্নত করা না বাঙ্গালীকে জব্দ করা? যদি প্রথম উদ্দেশ্যই ইহার কারণ হয় তবে আমরা বলি বিহারীরা বাঙ্গালীর মত যাহাতে শিক্ষিত ও উপযুক্ত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অগ্রে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিহারী ভ্রাতাগণ যদি উপযুক্ত হইয়া তাঁহাদের দেশের কল কার্য্যগুলিই একে একে অধিকার

করেন তাহাতে আমরা তথা নই দুঃখিত হইব না, কিন্তু বাঙ্গালী হউন আর বোম্বাইবাসীই হউন বাঙ্গালাতে উক্ত পদের গুণের অবনত হয় আমরা এরূপ ব্যবস্থার কখনই পক্ষপাতি নহি। যদি দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটী এরূপ পার্থক্যের কারণ হয় তবে আমরা গবর্ণমেণ্টকে বলি গবর্ণমেণ্টের সে চেষ্টা বৃথা। বাঙ্গালী ইউরোপ আমেরিকা কোথায় না প্রাধান্য পাইতেছেন? কাশ্মীরে বাঙ্গালী, ব্রহ্মে বাঙ্গালী চীনে বাঙ্গালী, রুসে বাঙ্গালী, বিলাতে বাঙ্গালী জর্ম্মণী ও ফ্রান্সে বাঙ্গালী ইংরাজের অনুগ্রহে দেশ বিদেশে কোথায় বাঙ্গালী জাতীয় প্রতিপত্তি প্রচারে বাকি আছে? ভারতের এঙ্গলোইণ্ডিয়ানগণ সহস্র বাধা পাইলেও স্বীয় বুদ্ধিমত্তার গুণে যেখানে সেখানে আদর পাইবেন এটী যেন গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় জানিয়া রাখেন। আর বাঙ্গালীর সহিত অপর জাতির ঘনিষ্ঠতা কমাইয়া দিয়া পরস্পরের ভেদ সাধন করিবার কল্পনাই যদি গবর্ণমেণ্টের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিগণের মস্তিষ্কে উদয় হইয়া থাকে তবে এটীও তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন যে বাঙ্গালী এখন ভারতের সকল জাতির সহিত সৌহার্দ্দ বন্ধন দৃঢ় করিবার নিমিত্ত অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন; বোম্বাই, মান্দ্রাজ পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম, ইঁহারাও দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার গুণের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছেন। আজ এ দুঃখের দিনে অভাবের দিনে রাজনৈতিক বিজয়ার দিনে মুসলমানের সহিত হিন্দুর হিন্দুর বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের ঘৃণা বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া শত্রু মিত্রে সকলেই কোলাকুলি করিয়া কাঁদিতেছেন— এ ঘোর দুর্দ্দশা ঘুচাইবার নিমিত্ত সকলেই বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন গবর্ণমেণ্ট কিসে তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিবেন?

— ** —

বাঙ্গালা দেশের কুৎসিৎ বারোয়ারী প্রথা ক্রমে গৌরবশীল রাজনৈতিক বারোয়ারীতে পর্য্যবসিত হইতেছে। খিকারগাছার ন্যায় বঙ্গীয় হাট—সবর্ডিভিজনে ডাহুড়িয়ায় আর একটী রাজনৈতিক বারোয়ারী হইয়া গিয়াছে। সেখানেও প্রায় ৮।১০ হাজার লোক সংগৃহীত হইয়া আমাদের অনেকগুলি রাজনৈতিক অভাব একটী একটী করিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। স্বদেশহিতৈষী রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়ের যত্ন ও উৎসাহে রাজসাহিতে আর একটী রাজনৈতিক বারোয়ারী হইবে। অল্পে অল্পে আমাদের বল বাড়িতেছে। আশা বাড়িতেছে দেশের আপামর সাধারণ সক্লেই যখন নিজের অভাব বুঝিতেছেন তখন পূর্ব্ব কালের নাচ তামাসার বারয়ারী গুলির জীর্ণসংস্কার করিয়া এখনকার অভিনব বারয়ারীতে পরিণত করিবার জন্য সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক পল্লীতে বারয়ারী কার্য্যের ভিতর শিক্ষিত ও উন্নত সম্প্রদায় প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে খিকারগাছা ও ডাহুড়িয়ার নূতনত্ব প্রদান করুন। সহস্র সহস্র মুদ্রা যে অকারণে নাচ তামাসায় অপব্যয়িত হই তেছে তাহা যদি রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক অভাব পূরণ কার্য্যে অর্পণ করা হয় তাহা হইলে একবারে ভারতবর্ষে একটী নূতন যুগের আবির্ভাব হয়। কলিকাতার বড়বাজারের মাড়োয়ারী আড়তদার দোকানদার মনকরা আধ পয়সা সিকি পয়সা করিয়া ক্রেতার নিকট যে বার য়ারীর চাঁদা আদায় করে তাহা হইতে কোটী কোটী মুদ্রা সংগৃহীত হইতে পারে। সুরেন্দ্র বাবু কি নরেন্দ্র বাবু অথবা কলিকাতাস্থ স্বদেশহিতৈষী অপর কোন ভদ্রলোক বড়বাজারের ভিতর এই পরিবর্ত্তনটী করিবার চেষ্টা করুন। পল্লীগ্রামের হাটে বাজারে যেখানে বারয়ারী হয় সেইখানে তত্রত্য কোন শিক্ষিত ব্যক্তি এই পরিবর্ত্তন কার্য্যে নিযুক্ত হউন। শুদ্ধ লিখিলে বলিলে আর বড় কিছু হইবে না। এখন কার্য্য করিবার সময় আসিয়াছে। এই পুরাতন বারয়ারী গুলি হইতে যে টাকা আদায় হইতে পারে, জাতীয় ধন ভাণ্ডার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বা অপর কোন সভা সমিতিতে এতাবৎকাল তত অর্থ সংগৃহীত হয় নাই, অতি অল্পায়াসে এই কার্য্যটী সুসিদ্ধ হইতে পারে। কয়েকদিন ধরিয়া দোকানদার আড়তদারগণের সহিত মিলিয়া যদি তাঁহাদিগকে প্রকৃত অভাবজ্ঞাত করান যায় তাহা হইলে কার্য্য সাধনের জন্য কোন কষ্টই পাইতে হয় না। ইনকম ট্যাক্সের কালেক্টার গুডরিক সাহেবের অত্যাচারে কলিকাতায় মাড়ওয়ারী ও আড়তদারগণের ভিতর ইতিমধ্যেই আন্দোলন উঠিয়াছে। এই সময় মনোযোগ করিলে কলিকাতার ব্যবসায়ীবর্গের ভিতর হইতে আমরা আর একটী নূতন অস্ত্র ও নূতন বল পাপ্ত হইব। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষিত সম্প্রদায় এই গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হউন। নিদ্রিত থাকিবার এ সময় নয়।

—**—

বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে ভারত প্রত্যাগত এঙ্গলো ইণ্ডিয়ানগণ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকেন। বিলাতবাসী কয়েকজন এদেশীয় ব্যক্তিও ইহার সভ্য হইয়াছেন। হলকারের মহারাজ এই সভায় ৫০,০০০ টাকা দিয়াছেন। মিঃ দাদা ভাই নওরোজির যত্নে ও উৎসাহে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু হলকার রাজ ও দাদা ভাই যে উদ্দেশে ইহার জন্ম দিয়া প্রতিপালন করিতেছেন—এঙ্গলো ইণ্ডিয়ানগণ সে উদ্দেশ্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সভার বিগত অধিবেশনে মিঃ জে, এন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্যক্তি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কতকটী বিশেষ বিশেষ দোষোল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন—যখন দোষগুলি সভাপতি মহাশয়ের অসহ্য হইল তখন তিনি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে বাধা দিলেন। সভার অন্যান্য এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান সভ্য দ্বিগুণ চতুর্গুণ সময় লইয়া বৃথা বকিয়াছেন চেয়ারম্যান নিজের অন্যায় এক ঘণ্টা কাল প্রলাপ বকিয়াছেন—সেসব দোষ তাঁহার চক্ষে ঠেকিল না। এ ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভায় এঙ্গলো ইণ্ডিয়ানগণের স্বার্থপরতায় প্রশ্রয় দিবার আবশ্যক কি? হলকার রাজ তাঁহার দান ফিরাইয়া লউন—দাদাভাই নওরোজি বিলাতে যাইতেছেন, এবার গিয়া এই সভার সপিণ্ডীকরণ করিয়া আসুন।

—**—

ভারতবর্ষীয় আইন কানুন ও ব্যবস্থাপক সভা।

সরকারপক্ষের খাজনার আইন জমীদারগণকে ক্ষতি গ্রস্ত করিয়াছে কিন্তু প্রজাবর্গকে লাভবান করিতে পারে নাই। একবার যে ভূমিতে প্রজা স্পর্শ করিয়াছে আর তাহা প্রজার নিকট ফিরাইয়া লওয়া যায় না। প্রজার মৃত্যু বংশলোপ বা অন্য কোন কারণে ভূমির প্রজাই সত্ব জমীদারে বর্ত্তাইলে জমীদার তাহার দুইটী সত্ব স্বতন্ত্ররূপে বিক্রয় করিতে পারিবেন না। কিন্তু প্রজাই সত্ববান প্রজা জমীদারের মালিকান সত্ব ক্রয় করিলে তাহার দুইটী সত্বই জন্মিবে; দুইবার সে স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে এই দুইটী সত্ব বিক্রয় করিতে পারিবে। প্রজা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন ভূমি ত্যাগ করিয়া পলাইলে—জমীদারকে এক বৎসর কাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। ইতিমধ্যে আর কাহাকেও তিনি নিজের ভূমি বিলি করিতে পারিবেন না। প্রজা ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন একটা ছল ধরিয়া জমীদারের নিকট দাখিলা লইতে না চাহিলে জমীদারের আর খাজনা আদায় হয় না। প্রকৃতপক্ষে এই কারণেই বঙ্গদেশের জমীদারগণের

ইংরাজ দিলীপের সাহায্য করিতে আসিয়া বালক রাজার নিকট হইতে রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া সন্মান রক্ষা করিতে আসিয়া পঞ্চনদের যুবরাজ দলীপ বিশাল সাম্রাজ্যের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কবল কবলে গ্রহণ করিয়া বসেন, তখন সেই অর্দ্ধ বর্ষের সার ভূমি ব্রহ্মাবর্ত্তের পুণ্যভূমি বেদবেদান্তের জন্ম ক্ষেত্র পবিত্র তীর্থ পঞ্জাবের অদৃষ্টে কি এক ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল, এতদিনের কথা যাঁহাদের স্মরণ নাই অথবা যাঁহারা অনুতাপী ইংরাজের ইতিহাসে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের বিবরণ মাত্র পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট আছেন তাঁহাদের জন্য আমরা হতভাগ্য দিলীপের স্বহস্ত লিখিত, ইতিহাস খানি পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া দিব। পঞ্জাব রাজ্য ইংরাজ করকবলিত হইলে শিশুরাজ দিলীপকে ইংরাজ স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে রাখিয়া বিলাতে লইয়া যান— সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত ইংরাজের হস্তে সিংহের সন্তান দিলীপের কি দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছে তাহাও পাঠক দিলীপের দুঃখের কাহিনীতে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন। এ দুঃখের কাহিনী তিনি বিলাতের প্রধান সচিব মর্কুইস অব সালিসবরির নিকট যে আবেদন পত্র লিখিয়াছেন তাহাতেই স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত আছে।

বিলাতে লর্ড সালিসবরির নিকট
দিলীপের পত্র—(সংক্ষিপ্ত)

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সহিত কোন কোন বিষয়ে আমরা অনৈক্য এতাবৎকাল যেরূপ হয় কেহই তাহা আপনাকে অবগত করে নাই। আজ এই আবেদনে আমি আপনাকে সেই সকল বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞাত করিব। বিলাতেই চিরকাল বসবাস করিব ইহাই আমার আশা ছিল। এখন বাধ্য হইয়া দেশে যাইতেছি—এসময়ে আমার উপর সুবিচার করা হইবে এই ভরসাতেই আমি আবেদন করিতেছি।

অনেক দিনের পুরাতন কথা পাড়িতে হইতেছে আমার পিতা রণজিৎ সিংহ প্রথমে পঞ্জাবের এক জন সর্দ্দার মাত্র ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি তাঁহার পিতামহের পরিত্যক্ত অনেক ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান গুজরাণওয়ালা রামনগর এবং পিণ্ড দাদন খাঁ, সাহিবে এবং উজিরাবাদের নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহ তন্মধ্যে প্রধান। এতদ্ব্যতীত ঐ সময়ে আমার পিতা স্বর্ণ রৌপ্যাদি মাণিক্যাদি বহুল অস্থাবর সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। রণজিৎ কোন কোন কার্য্যে কাবুল রাজের বিশেষ সাহায্য করায় সন্তুষ্ট হইয়া কাবুলাধিপতি তাঁহাকে লাহোরনগর দান করেন এবং সমগ্র পঞ্জাবের শাসন কর্তৃত্বে নিয়োজিত করেন। কয়েক বৎসর পরেই আমার পিতা স্বাধীনরাজ বলিয়া গৃহীত হন। ১৮০৯ অব্দে ইংরাজের সহিত তাঁহার যে সন্ধি হয় তদ্দ্বারে ইংরাজ পঞ্জাবের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন সন্ধির মর্ম্মানুসারে রণজিৎকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করা হয় মাত্র। পিতাও বহুদিন ধরিয়া ইংরাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার প্রতাপে শত্রুপক্ষ ইংরাজ রাজ্যে ঘেঁসিতে পারে নাই। বহুদিন ধরিয়া ইংরাজের সাহায্য ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া ৪০ বৎসর রাজত্বের পর আমার পিতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালীন রণজিৎ তাঁহার স্থাবর, অস্থাবর, সমস্ত ভূসম্পত্তি এবং বিশাল পঞ্জাব সাম্রাজ্য তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। খড়্গ সিংহ ও সের সিংহ ক্রমান্বয়ে তাঁহার দায়াদ্য গ্রহণ করিয়া পঞ্জাবরাজ্য শাসন করেন। ১৮৪৩ অব্দে পঞ্চবর্ষ বয়সে আমি পিতার সিংহাসনে অধিরোহণ করি। পিতার মৃত্যুর পর হইতে পঞ্জাবরাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে। শিখগণ পঞ্জাব সীমান্তে ইংরাজকে দেখিতে পাইয়া মনে করে ইংরাজ আমাদের রাজ্য গ্রহণের চেষ্টায় আছেন। সুতরাং আত্মরক্ষার আয়োজন না করিয়া শত্রুর দেশে শত্রুকে আক্রমণ করিতে যান। ইংরাজের সহিত শিখের অনেকগুলি যুদ্ধ হয়। শিখ তাহাতে পরাস্ত হইয়া যান। ১৮৪৬ অব্দে পঞ্জাব বাস্তবিক পক্ষে ইংরাজের হস্তে আসে। কিন্তু গবর্ণর ডাল হাউসি তখন পঞ্জাবকে স্বরাজ্যভুক্ত করেন নাই। ঐ বৎসরে আমার সহিত ইংরাজের দুইটী সন্ধিপত্র লেখা হয়। তাহার সর্ত্তানুসারে লাহোর দরবার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ২২ লক্ষ টাকা দেন। ইংরাজ আমার অভিভাবক নিযুক্ত হন, এবং পঞ্জাবে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট রাখা হয়। পঞ্জাবের শান্তিরক্ষা ও আমার প্রতিপালনের ভার ইংরাজ স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমে আমার বয়ঃপ্রাপ্তি হয়। উক্ত সময়ে দেশীয় রীত্যনুসারে আমি রাজ্যভার প্রাপ্ত হইব। ইংরাজ ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার সহিত যে সন্ধিতে আবদ্ধ ছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত করিয়া বসিলেন। ১৮৪৮ অব্দে মূলতানে একটু গোলযোগ ঘটায় ইংরাজ ও আমার মন্ত্রীগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ডাল হাউসি তখন নিশ্চেষ্ট ছিলেন। বিদ্রোহ ক্রমে প্রবল হইল তথাপি তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল না অবশেষে যখন বিদ্রোহবহ্নি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল তখন তাঁহারা বুঝিতে আসিলেন। আমার সর্দ্দারগণ ও বিপুল সৈন্যের সাহায্যে ইংরাজ এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। চিলিনওয়ালা ও গুজরাটের সময়ে ইংরাজ কোথায়?—কেবল শিখই শিখের রক্ত পান করেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজের অধীনে আমারই সৈন্য দেশে শান্তি স্থাপন করিয়া ইংরাজের জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন।

এই সহায়তার ফল কি হইল?—ডাল হাউসি আমারই বিরুদ্ধে ঘোষণা করিলেন যে পঞ্জাবে বহু যুদ্ধ নিবারণের জন্য ইংরাজ তাহা নিজে গ্রাস করিলেন। ইংরাজ দীর্ঘ বক্তৃতা দেখাইয়া বহু যুদ্ধের কারণ হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার রাজ্য তাঁহাদিগের উদরসাৎ হইল। রক্ষক হইয়া তাঁহারা আমার ভক্ষক হইলেন। সন্ধি ভাঙ্গিয়া ডাল হাউসি একবার লোক দেখানে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু পঞ্জাবের ন্যায় সোনার খান প্রাপ্তির লোভে সে দুঃখকে নিবারণ করিল।

যুদ্ধ আমার অহিত হইল না বরং আমার সৈন্যের সাহায্যে যুদ্ধ নিবারণ হইল, অথচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য আমার সমুদায় "রাজসম্পত্তি" দখল করিলেন। সাধের কহিনূর ও আমি ইংলণ্ডেশ্বরীকে দিতে বাধ্য হই। তখন আমার সালিয়ানা ৫ লক্ষ টাকা দিবার বন্দোবস্ত হয়। যদি গবর্ণর জেনারলের অধীন থাকিয়া তিনি যেখানে থাকিতে বলিবেন সেই খানেই থাকি তবে আমার বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা দিবার কথা হয়।

আমার রাজ্য ও কহিনূর ব্যতীত আমার নিজ সম্পত্তি ইংরাজকে দিবার কোন কথাই সন্ধিপত্রে ছিল না। আমার নিজ সম্পত্তি মধ্যে অপর কিছু লইবার উদ্দেশ্য যদি সন্ধিপত্রে থাকিত তবে অবশ্যই কহিনূরের মত সেসকল বস্তুরও বিশেষ উল্লেখ থাকিত।

আমার কোন দোষে যুদ্ধ বাঁধে নাই। সে যুদ্ধের জন্য আমি দায়ী নহি, বরং আমি ইংরাজকে বিধিমতে সাহায্য করিলাম, কিন্তু ইংরাজ আমার অভিভাবক হইয়া আমার রাজ্য হরণ করিলেন। অবশেষে সামান্য বৃত্তির জন্য আমাকে তাঁহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইল।

রাজ্য গেল—তথাপি ইংরাজের হস্তে বিশ্বাস করিয়া আত্ম সমর্পণ করিলাম। মনে করিয়াছিলাম আমার পিতার নিজসম্পত্তি আমারই অধিকারে থাকিবে, ক্রমে সে আশা বিলুপ্ত হইল। ডাল হাউসি আমার পিতার অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়া পঞ্জাবে নিলাম

লাভবান হইতে লাগিলেন। ইংরাজ আমার অস্থাবর মণি মাণিক্য দি বহুমূল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কি করিলেন আজ পর্য্যন্তও তাহার একটা হিসাব আমি পাইলাম না।

এইরূপ কীয়ৎদিন অতিবাহিত হইলে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ আসিল। আমার শীখ সৈন্য প্রাণ দিয়া ইংরাজের সাহায্য করিল। শীখ যদি বিদ্রোহ কালে ইংরাজের সাহায্য সম্বন্ধে না হইত তবে ইংরাজকে কবে ভারত ছাড়িয়া সিন্ধু পরপারে ফিরিয়া যাইতে হইত। এই শীখই বিগত অভ্যুদয়ে ইংরাজের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এ শীখের রাজার প্রতি সুবিচার করা কি ইংরাজের কর্ত্তব্য নহে?

আজ ৩৬ বৎসর ধরিয়া ইংরাজ আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহাও আপনাকে জানাইব। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারতবর্ষের সহিত আমারও প্রতিপালনাদি সমস্ত ভার মহারাজ্ঞীর হস্তে যায়। তখন আমার ২০ বৎসর বয়ঃক্রম। লাহোর এবং ভইরোয়ালের সন্ধির সময় আমার বয়স ৮ বৎসর মাত্র ছিল। ইংরাজ যখন আমার রাজ্য গ্রাস করেন তখন আমার বয়স একাদশ বৎসর। এই অল্প বয়সে ইংরাজ আমাকে মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বার্ষিক একলক্ষ ২০ হাজার টাকায় আমার ভরণ পোষণ রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার সমস্ত ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া আমাকে বিলাতে লইয়া যান। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কিশোর বয়সে আমায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়।

আমার রাজ্য গেল ধন গেল জাতি গেল ধর্ম্ম গেল, এই সকল গুলির মাথা খাইয়া ইংরাজ আমার অছি, অভিভাবক, অধর্ম্ম, ও অবশেষে আমার বিচারকের পদ গ্রহণ করেন। শৈশবে ইংরাজের কল্যে আমি যেরূপ মর্য্যাদা পাইয়াছিলাম ভাবিলাম বুঝি সেইরূপ মর্য্যাদায় আমার জীবন কাটিবে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১ লক্ষ ২০ হাজারের উপর আমার আরও ৩০ হাজার টাকা বৃত্তি বাড়িল। কিন্তু আমার নিজ সম্পত্তির কিছুই আমি ফিরিয়া পাই নাই না। আগে ভাবিয়াছিলাম বিলাতে আমি চিরদিন থাকিব না, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উৎসাহেও প্রলোভনে আমাকে এইখানেই থাকিতে হয়। বিশেষতঃ সিপাহি বিদ্রোহের গোলযোগে আর আমার দেশে যাওয়া হয় নাই। ক্রমে আমার মর্য্যাদার ত্রুটি হইতে লাগিল। যে অর্থ ভবিষ্যতে পাইবার আশা করিয়াছিলাম তা আর আমি পাইলাম না। আমার ভবিষ্যতের আশা যে অতিরঞ্জিত তাহাও আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই। বিলাতে আমি এমন কোন অপরাধ করি নাই যাহাতে আমার প্রাপ্য অর্থ হইতে বঞ্চিত হইব। ইংরাজ আমার যেমন রাখিয়াছেন আমি তেমনি আছি। স্বরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছি বটে তথাপি আমি এখনও রাজা।

আমি যেমন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ওয়ার্ড আমার পরিবারও আত্মীয়বর্গও ইংরাজের তেমনি প্রতিপাল্য। ১৮৪৯ অব্দ হইতে ৭ বৎসর কাল আমাকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করিয়া দেওয়া হয়। তার পর দুই বৎসর ১ লক্ষ ৫০ হাজার করিয়া পাই। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে মাম মাত্র ২ লক্ষ ৫০ হাজার করিয়া আমায় দেওয়া হইয়াছে। আমার অ ও অধীন ব্যক্তিগণকে এতদ্ভিন্ন ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দেওয়া হইত। ইহাদের মধ্যে অনেকে মরিয়া যাওয়ায় সেই টাকার অধিকাংশ আমারই প্রাপ্য হইতেছে। কিন্তু এতাবৎকাল গবর্ণমেণ্ট উদ্বৃত্ত টাকা স্বীয় ভাণ্ডারগত করিতেছেন। বিলাতে কিছু সম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আমাকে কিছু ঋণ দিয়াছিলেন—তাহার সুদ আমি প্রতিবৎসর গণিয়া দিতেছি। গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে আমার জীবন বীমা করায় সেজন্য বর্ষে বর্ষে আমার কতক টাকা ব্যয়িত হয়। এই টাকা গুলি প্রায় ৭০ হাজার হইবে। বাদ দিলে হিসাবমত আমি কেবল বার্ষিক ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা পাই মাত্র। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ আমার নিকট অনেক টাকার জন্য ঋণী থাকেন। সে ঋণ কেন এখনও পরিশোধ করিতেছেন না বলিতে পারি না। পঞ্জাবের রাজস্ব হইতে আমায় ৪লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পেন্সন দিবার কথা ছিল। পঞ্জাবের রাজস্ব কমে নাই। তথাপি আমি এতাবৎকাল আমার পেন্সন পাইতেছি না। আমার মৃত্যুর পর আমার বিধবা পত্নী ও সন্তান সন্ততি যে কি খাইবে তাহাই আমার চিন্তা! আমার বিমার টাকা ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টকের টাকায় যে কয় লক্ষ হয় তাহাতেই কি এক রাজ পরিবারের ভরণ পোষণ চলে?

পঞ্জাবে আমার নিজ ভূসম্পত্তিগুলির বার্ষিক উপস্বত্ব অন্যূন আড়াই লক্ষ টাকা হইবে। আমার রাজ্যকে যে লবণের খনি আছে তাহার বার্ষিক সত্ত্ব লক্ষ ৪০ লক্ষ টাকা। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে আমার সম্পত্তির যে তালিকা প্রস্তুত হয় তাহার দুইখানি মাত্র আমার নিকট আছে, তোষখানা এবং অন্যান্য দ্রব্য, কুখাস, হীরা জহরত কি হিসাবে বিক্রীত হইল তাহা আমায় জ্ঞাত করা হয় নাই। বিক্রীত দ্রব্য সকলের নিতান্ত অল্প মূল্য ধরিলেও এক কোটী টাকার উপর হইবে। গবর্ণমেণ্ট তাহা আমাকে দেন নাই। আমার আসবাবও আরও কিছু শোভন সামগ্রী গবর্ণমেণ্ট সিপাহি বিদ্রোহের সময় নষ্ট করেন। উহার মূল্য অন্যূন দুই লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ইহাতেও গবর্ণমেণ্ট আমাকে বঞ্চিত করিতেছেন। ইণ্ডিয়া আফিসে এই টাকার জন্য আবেদন করি কিন্তু তাঁহারা ৩০ হাজার টাকা মাত্র দিতে চাহায় আমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছি।

আমার এই সকল ন্যায়সঙ্গত দাবী ইংলণ্ডের অনেক মান্য গণ্য লোক স্বীকার করিয়াছেন। কার্য্যে তাহার কোন ফলই ফলে নাই। এখন আমার খরচের অকুলান হইয়াছে। অর্থাভাবে সন্তানবর্গের শিক্ষা কার্য্য স্থগিত রাখিয়া অগত্যা আমায় দেশে ফিরিতে হইতেছে।

অধিক দুঃখ জানাইয়া আর আপনাকে বিরক্ত করিতে চাহি না। সংসারের কতকগুলি অন্যায় কার্য্যের প্রতিবিধান করা যাইতে পারে। কতকগুলি অপ্রতিবিধেয়। পঞ্জাবের সিংহাসনে বসিয়া আবার যে আমি রাজত্ব করিব সে আশা আর নাই। ন্যায্য বলিয়া যেসকল দাবী করিয়াছি সকল গুলিই যে গ্রাহ্য হইবে সে আশাও করি না। আমার দাবীগুলি ন্যায়ানুগত কিনা তা পাই আপনাকে দেখাইবার নিমিত্ত এত কথা বলিলাম।

ভারত সম্পর্কে আপনার কোন হাত নাই তা আমি জানি কিন্তু আপনি সমগ্র ইংলণ্ডের প্রধান সচিব। এককালে যে বিষয় পৃথিবীর সকল জাতির বিবেচ্য ছিল তাহা আজ আপনার বিবেচনাধীন করিলাম। সাধারণ লোকের নালিস আদালতে চলে কিন্তু শুনিতে পাই এদেশের রাজদ্বারে এরূপ গুরুতর রাজকীয় প্রশ্নের বিচার হয় না।

আমার এই সকল বিষয়ের একটা তদারকের জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। লর্ড সভার সভ্যগণ যাহাতে এ বিষয়ে মনোযোগী হন সে জন্য আমার দ্বিতীয় অনুনয়। আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিও যে ইংরাজের নিকট অবিচারে মারা যাইবে গবর্ণমেণ্টের এ কলঙ্কে আপনি কখনও সুখী হইবেন না। তাই আমার তৃতীয় প্রার্থনা লর্ড সভা হইতে সালিস নিযুক্ত করিয়া আমার দাবী সম্বন্ধে তদন্ত করা হউক। সালিসগণের রায় আমি যথেষ্ট মান্য করিব। বিচার আমার প্রতিকূল হইলে তাহাতেও আমি ক্ষুব্ধ হইব না।

ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এই আমার শেষ প্রার্থনা।

ইতি

মহারাজা দিলীপ সিংহ।

মার্কুইস অব সালিসবরির আদেশানুসারে পত্রান্তরে দিলীপকে লেখা হইয়াছে যে ভারত বর্ষের শাসনকার্য্য ও খরচ পত্র সকলই ভার ইণ্ডিয়া কাউন্সিল এবং ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারির হস্তে ন্যস্ত আছে। আর কাহারও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। দিলীপ উচিত বিবেচনা করিলে আদালতে যাইতে পারেন।

সন্ধিপত্র এবং "রাজসম্পত্তি" সম্বন্ধে যে সকল কথা লেখা হইয়াছে তাহার মীমাংসা করা এ দেশীয় কোন আইন আদালতের সাধ্যায়ত্ত নহে। ইচ্ছা করিলে ষ্টেট সেক্রেটরি ও ইণ্ডিয়া কাউন্সিলই তাহার মীমাংসা করিতে পারেন।

পাঠক কি শুনিলেন? বীরাগ্রগণ্য রণজিৎ পুত্রের দুঃখের কাহিনী শুনিলেন—বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, বিপুল ধনরত্নের অধিপতি দিলীপের দুঃখের গান শুনিলেন? হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত এক দিন যাঁহার ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল, ইংরাজ এককালে যাহার প্রতাপে অবনতশীর হইয়াছিলেন, ভারতের রাজন্যবর্গ এককালে যে কেশরীর রাজদণ্ডের ভীষণ তাড়নে সন্ত্রাসিত হইয়াছিলেন, দুর্দ্ধর্ষ উজবেগ জাতি পরাজিত হইয়া যাঁহার পদে অবনত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহার বহু যত্নের এক আদরের পুত্র দিলীপের গভীর আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিলেন? রাজার পুত্র আজ তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের জন্য চিন্তিত।—রণজিতের পুত্র আজ অর্থের দায়ে সন্তানগণের শিক্ষা দিতে অক্ষম, নিজের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য লালায়িত। নিজের ধন নিজের রক্ত দিয়া দিলীপ ইংরাজের সহায়তা করিলেন, স্বদেশীয়ের রক্তে পুণ্যভূমি প্লাবিত করিয়া ইংরাজকে বন্ধুতার পরিচয় দিলেন। সে বন্ধুতার পরিণামে হতভাগ্যের রাজ্য গেল, ধন গেল, জাতি গেল, ধর্ম্ম গেল। এখন কয়েকটী টাকার জন্য দিলীপ কি না ইংরাজ মন্ত্রীর পদতলে অবনতশীর। এ দৃশ্য দেখিয়া কাহার না বুক ফাটিয়া যায়? কেনা নিজের সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিয়া রণজিৎ পুত্রের সহায়তা করিতে চায়? পঞ্জাববাসী শিখ। কাঁদিবার কি এখনও সময় আসে নাই? ঐ যে তোমার রাজপুত্র বহুদিনের পর গৃহে আসিতেছেন—যবনী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হতসর্ব্বস্ব রাজার সন্তান ভিখারীর বেশে ঘরে আসিতেছেন—কাঁদিবার কি এখনও সময় আসে নাই? বিলাতকর্ত্তৃক পদাঘাত হইয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে উৎপীড়িত হইয়া আর বিলাতে তাঁহার মন টেঁকিল না, আর তিনি গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না—তাই আজ দিলীপ কাঁদিতে আসিতেছেন স্বদেশবাসীর গলা জড়াইয়া প্রাণের বেদনা জানাইতে আসিতেছেন। ইংরাজ। এ নৃশংস নীতি কোথা হইতে শিখিলে? এ সর্ব্বগ্রাসী বিশ্বাসঘাতক স্বার্থ নীতি কোথা হইতে পাইলে? ধর্ম্মের কি ভয় নাই? পরকালের কি চিন্তা নাই? ষড়যন্ত্র করিয়া অনাথ অনাথা বালক বিধবার বিত্তসম্পত্তি রাক্ষসের ন্যায় গ্রাস করিয়া ফেলিতেছ এ পাপের কি প্রতিফল নাই? তোমার পৈশাচিক সমরনীতির সর্ব্বগ্রাসী ব্যবস্থায় কি এ কথা লেখা আছে যে যে যত তোমার পূজা অর্চ্চনা করিবে, যত তোমায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে ততই তুমি তাহাকে চাপিয়া ধরিবে, ততই তাহার গ্রীবা ভাজিয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকের ন্যায় রক্ত শোষণ করিবে—এ ঘৃণিত ব্যবহারে, আর ভারতবাসীকে উত্যক্ত করিও না। একবার দয়ার চক্ষে দেখ স্নেহের কথায় সম্ভাষণকর—ভারত তোমার চির দিনের কেনা হইয়া থাকিবে। কঠোর নীতির শাসন করিয়া দেখিলেও, এইবার একবার দয়ানীতির শাসন প্রণালী প্রচলিত করিয়া দেখ—ঠকিবে না—ঐ যে ভিখারীর বেশে রাজার তনয় তোমার গ্রাসে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া শূন্য হস্তে দেশে আসিতেছেন উহারই উপর একটু সদয় দৃষ্টিপাত কর দেখি? ভারতের রাজভক্তি চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইবে, দুই হস্ত তুলিয়া সমগ্র ভারত তোমার আশীর্ব্বাদ করিবে, প্রাণ দিয়া তোমার সাহায্য করিবে—না, চাহিতে টাক্সের উপর ট্যাক্স দিয়া তোমার বিলাসের সামগ্রী যোগাইয়া দিবে—অধিকন্তু ভারতে তোমার সাম্রাজ্য প্রজাবর্গের অনুরাগ ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া চিরকাল অপ্রতিহত থাকিয়া ইংরাজ মাহাত্ম্য দিগদিগন্তর প্রকাশিত করিবে।

এই দুঃখের কাহিনী লিখিতে লিখিতে আমরা বিলাত হইতে মহারাজ দিলীপ সিংহের একখানি পত্র পাইয়া সম্মানিত হইয়াছি। পত্রখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

Carlton Club

Pall Mall S W,

The moharja Duleep Sing presents his complements to the Editor "Someprokash" and requests him kindly to publish a translations of the accompanying document in the above influential Journal,

The moharaja will quit England for India on the 31st instant,

march 20 1886,

এই পত্রের মধ্যে স্বদেশবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি যে উদার পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রিয় স্বদেশবাসিগণ!

ভারতবর্ষে আর যে প্রত্যাগমন করিব এরূপ আমার অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু এই পাপী মানবের ক্ষমতাতীত বিশ্বনিয়ন্তার অদৃষ্ট লিপিকা সদগুরুদেব আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থাচক্রে এরূপ ঘটাইয়াছেন যে আমি ভারতবর্ষে দরিদ্রভাবে দিনাতিপাত করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ভগবান যাহা ঘটাইলেন সকলই মঙ্গলের জন্য এই বিশ্বাসে আমি তাঁহার ইচ্ছায় আত্ম সমর্পণ করিলাম।

আমি যে আমার পৈতৃকধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈদেশিকধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি তজ্জন্য খালসাজী (পবিত্র) আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু যদি শৈশবকালেই আমি খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি।

বোম্বাই নগরে উত্তীর্ণ হইয়া আমি আবার পাহল গ্রহণ করিব ইহা আমার প্রাণের বাসনা। আমার বড় আশা সকলেই আপনারা তদুপলক্ষে আমার জন্য সদগুরুর নিকট প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু আপনারা সকলেই জানিবেন প্রকৃতপক্ষে যে সকল ব্যক্তি শীখ নামের যোগ্য নহেন পবিত্র শীখধর্ম্মে তাঁহারা যে ভ্রম ও কুসংস্কারপূর্ণ ব্যবস্থা সকল প্রবিষ্ট করাইয়াছেন আমি তাহার অনুবর্ত্তী হইতে কখনই স্বীকৃত নহি। সদগুরুর বিধান যে মনুষ্যজাতি মদ্য মাংস কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিবে। জাতিবিচার রাখিবে না। আমি সেই বিধানকে শিরোধার্য্য করিব। বাবা নানকের পবিত্র এবং সুন্দর নীতিও গুরুগোবিন্দ সিংহের ধর্ম্মবিধান সকল অন্তরের সহিত চিরকাল পূজা করিব।

বড় আশা ছিল পঞ্জাবে আপনাদের সাক্ষাৎকার লাভ করিব, কিন্তু পঞ্জাবে আমি যাইতে পাইব না তাই এই পত্র সম্ভাষণ করিতে বাধ্য হইলাম। আমি যে ভারতেশ্বরীর উপর অচলা ভক্তি

অর্পণ করিয়াছি তাহার যথার্থ পুরস্কার পাই-লাম।

"ওয়া গুরুজীকি ফতে সে"
আমার প্রিয় স্বদেশবাসী
আপনাদের নিজের
রক্ত মাংস
দিলীপ সিংহ।

ভারতবাসী। এই শুভ সমাচারে আনন্দিত হউন। স্বধর্ম্মত্যাগী দিলীপ দেশে আসিয়া আবার স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এত দুঃখের ভিতর এই আনন্দে কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্ত হউন। পঞ্জাব-বাসি। তোমাদের উৎসবের দিন নিকটে আসি-তেছে। একে একে বোম্বাই নগরে গিয়া সমবেত হও। একদিনে আনন্দ ও বিষাদের উৎসব করিয়া দুর্গত মহারাজের অন্তঃকরণে একটুও শান্তি প্রদান কর। মহারাজ মদ্য মাংস পরিত্যাগ করিবেন না। সে দিকে তত দূর দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যক নাই। চিরাভ্যস্ত ব্যবহার একদিনে দূরীকৃত হইবার নহে। একদিন মহারাজ ভারতকে ঘৃণা করিতেন কালের পরিবর্ত্তনে তিনিই আবার আজ ভারতকে আলিঙ্গন করিতে আসি-তেছেন। কালে মদ্য মাংসের প্রতিও তাঁহার যে ঘৃণা জন্মিবে এরূপ আশা করিতে পারা যায়।

গত ৩১ এ মার্চ্চ তাঁহার বিলাত হইতে যাত্রা করিবার কথা। এত দিনে হয় ত প্রায় আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। আমরা প্রস্তাব করি কেবল পঞ্জাবী কেন, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মান্দ্রাজী, মহারাষ্ট্রী, সকলেই তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বোম্বাই নগরে প্রতিনিধি প্রেরণ করুন। দিলীপ যেন বুঝিতে পারেন সমগ্র দেশটা তাঁহার জন্য কাঁদিয়াছে।

আমরা সোমপ্রকাশের গ্রাহক ও পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি তাঁহারা এই প্রস্তাবটী বিশেষতঃ এই পত্রিকাখানি তাঁহাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলকেই দেখাইবেন, পাঠ করিয়া শুনাই-বেন, এবং সকলকে অবগত করিয়া মহারাজ দিলীপ সিংহের বাসনা চরিতার্থ করিবেন।

—●●—

আদালতের সমন নোটিস ও নিলামি ইস্তাহার জারি।

ঢাকাপ্রকাশ কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত গুরুগঙ্গা প্রসাদ চৌধুরী লিখিয়াছেন :—

" সবিনয় নিবেদনম—

গত ২৬এ অগ্রহায়ণের ঢাকাপ্রকাশে একটি হিত-কর প্রস্তাব শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, কাছারীর পদাতিগণ দ্বারা সমন নোটিসাদি রীতিমত জারি হয় না। জারি না হওয়ায় অনেকের ভয়ানক ক্ষতি হয় এবং এরূপ জারিতে অনর্থক অতিরিক্ত ব্যয় হইয়া থাকে। সেই সমস্ত নোটিসাদি ডাকে দিলে উত্তমরূপে জারী হইতে পারে অথচ তাহায় ব্যয় ও সামান্য লাগে। আর গবর্ণমেণ্টের নীলামী বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রচার করিলে খুব উপকার হয়। খাজনা পথকর ডাকটেক্স প্রভৃতির জন্য প্রতিদিন হাজারে হাজারে কত সম্পত্তি নীলাম হইতেছে অকারণে অনেকের বহুমূল্য সম্পত্তি সামান্য মূল্যে বিকিয়া যাইতেছে। সার্টি-ফিকেট নোটিশ প্রভৃতি জারী করার দোষে এই নীলাম সংবাদ না জানেন সম্পত্তির প্রকৃত মালিক, না জানেন উপযুক্ত খরিদদার। সংবাদপত্রে বিজ্ঞা-পন প্রকাশ পাইলে দেনদার কি উপযুক্ত খরিদার সকলেরই জানিবার সুযোগ হয়। এখন অনেকেই সংবাদপত্র দেখেন. আর যাঁহারা না দেখেন তাঁহারাও ঐ মফস্বলের আশায় সংবাদপত্র দেখিতে বাধ্য হইবেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যয়ও অতি সামান্য পড়িবে। এইরূপ সুযোগে অধিক লোকে সংবাদপত্র দেখিবেন এবং সংবাদপত্র পাঠের উপকারিতা বিশেষরূপে প্রাপ্ত হইবেন। এতদ্দ্বারা সংবাদপত্র বিশেষ লাভবান হইবে তদ্দ্বারা দেশের লাভই অধিকতর হইবে। অতএব এমন হিতকর বিষয়টী যাহাতে বিধিবদ্ধ হয়, তাহার জন্য সকলেরই উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত।"

যিনি কখনও মামলা মকদ্দমা করিয়াছেন, অথবা আদালতের সহিত যাঁহার কোনও প্রকার সম্পর্ক আছে, তিনিই জানেন নোটিশ ও সমন জারি করিতে হইলে কত কষ্ট পাইতে হয়। কাছা-রীর পেয়াদারা সমনাদি লইয়া নিমন্ত্রিতের ন্যায় প্রথমে নোটিশ বা সমনদাতার বাটীতে যায়। কোন দিন কোন সময়ে তাঁহার বাটীতে পেয়াদার পদা-র্পণ হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা থাকে না।

ক্রমশঃ

ইউরোপীয় সমাচার।

বুলগেরিয়ার রাজা আলেক জাণ্ডার পাঁচবৎসর মিয়াদে রুমেলিয়ার শাসনকর্ত্তা হইতে সম্মত হইয়াছেন। গ্রীস কিন্তু এখনও সমর সজ্জা পরিত্যাগ করেন নাই গ্রীসের মন্ত্রিবর্গ যেরূপ রাজনীতি অনুসরণ করিতেছেন, গ্রীক গবর্ণমেণ্ট খুব তর্ক বিতর্ক বাদ প্রতিবাদের পর, তাহার সমর্থন করিয়াছেন। গ্রীসে যখন সকল দেশের ফুরস্থের মতন মার স্থির থাকিতে পারেন না তুরস্ক সীমায় গ্রীস যেরূপ যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছেন, তাহার নিবৃত্ত করা উচিত. এই বলিয়া প্রধান সকল ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পত্র লিখিয়াছেন। গ্রীসের যুদ্ধ দেখিয়া দাঙ্গাহাঙ্গাম উদ্বেগ হওয়ায় কথা।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সার জন ওয়ালশাম্‌কে দূতরূপে নিযুক্ত করিয়া চীনে পাঠাইয়াছেন যাহাতে চীন ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ভিতর সদ্ভাব বজায় থাকে তাহার জন্য মহারাণী চীন সম্রাটকে পত্র লিখিয়াছেন। রাজদূত সেই পত্র লইয়া যাইতেছেন। সম্রাটের জন্য মহারাণী যে বহুমূল্য রত্নখচিত উপাধি ভূষণ পাঠাইবেন, তাহা লইয়া যাবে একজন দূত যাইবেন।

কোম্পানির কাগজের দর।

৪ টাকা সুদের কাগজ	৯০।৵০—৯৸০
৪।০ ১৮০১ (১৮৮)	৯৮৸০—
৪৸০ ১৮৭।৯ (১৯৩)	১০১—
৪॥০ ১৮৭৯।৭৯ (১৯৩)	ঐ ঐ

বিবিধ সংবাদ

রংপুর মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত গঞ্জের জমিদার বংশীয় পরলোকগত গোপীকান্ত সেনের বাটীতে প্রতি বর্ষে গোষ্ঠবিহার পর্ব্ব উপলক্ষে নিকটস্থলের বহুলোকের সমাগম হয়। এবার এই মেলায় একব্যক্তি একটি মদের দোকান খুলিবে ও ৩০ টাকা ভাড়া দিবে বলিয়া উক্ত পরলোকগত মহোদয়ের পুত্র বাবু সুরেন্দ্রনাথের নিকট প্রস্তাব করে। আমরা শুনিলাম সুরেন্দ্র বাবু মদ্য ব্যবসায়ীর কথা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন ৩০, টাকা দিলেও এত বড় মেলায় সুরা পানের প্রশ্রয় দিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিব না। মদ্য ব্যবসায়ী সুরেন্দ্র বাবুর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া হরিনাথপুর একজন প্রবীন জমীদারের নিকট তাঁহার বাসাপথকে নিজ অধিকারে মদের দোকান বসা-ইবার প্রস্তাব করে। প্রবীন জমিদার এই ব্যব-সায়ীকে ৫০ টাকা ভাড়ায় বসাইয়াছেন। ঐ স্থান দিয়া গ্রামের স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বদা গঙ্গা স্নান করিতে গমনাগমন করেন। জমিদার বাবু সামান্য লাভের প্রত্যাশায় যে ভয়ানক পাপের প্রশ্রয় দিতেছেন তাহার বিবেচনায় আসিল না। বড় লোকগণ যদি এইরূপে সর্ব্বনাশের পথ খুলিয়া দেন গবর্ণমেণ্ট একসাইস কমিশন বসাইয়া তাহার কি প্রতিবিধান করিবেন?

কলিকাতা চাঁদনি হাঁসপাতালের ডাক্তার এ গাব্রিএল একজন সর্প দষ্ট রোগীকে এক দিনে আরোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। জানবাজারে একজনকে বিষাক্ত সর্পে দংশন করে। লোকটী

যন্ত্রণায় বড় কাতর হওয়ায় পুলিশ তাহাকে চাঁদনি হাসপাতালে লইয়া যায়। দুই ব্যক্তি পর দিন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আইসে।

লেডম্যান সাহেব ছুটি লইয়া ঘর যাইতেছেন, তিনি এখন পীড়িত। মেডিকেল সার্টিফিকেটে তাঁহার এক বৎসরের ছুটির প্রয়োজন লেখা আছে। আমাদের বোধ হয় উকলিগণ ইহার ভিতর চতুরতা দেখিতেছেন। আর তাঁহাকে লেডম্যান ছিয়াসের মকদ্দমার বিচার করিতে হইবে না।

জগদ্দল নিবাসী বাবু শ্যামকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন। "প্রায় বৎসরাধিক হইল জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত জগদ্দল গ্রামে "জগদ্দল ছাত্র পুস্তকালয়" নামে একটী পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। গত বৎসর সিটী কলেজাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ও কল্পনা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কতকগুলি পুস্তক দান করিয়া আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। আর মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজ রচিত গ্রন্থগুলি প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা আশা করি যে স্বদেশহিতৈষী মহোদয়গণ কিছু কিছু সাহায্য প্রদানে আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

ভূপালেশ্বরী কলিকাতায় আসিয়া অনেকগুলি সৎকার্য্যে অর্থদান স্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি প্রিন্সিপ্যাল জন্য ভাণ্ডার ফণ্ডে ১০ হাজার টাকা, গ্রামীয় দাতব্য সভায় ১৭০০ টাকা এবং আইন কিম্বা চিকিৎসা শিক্ষার্থে একজন মুসলমান ছাত্রকে বিলাত পাঠাইবার জন্য শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট ৭২০০ টাকা দান করিয়াছেন। অপর অনেক দরিদ্র মুসলমান ছাত্র রাণীর নিকট সাহায্য পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। ভূপালরাজ্ঞী সধবা হইয়াও কার্য্যতঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে বিধবা; ধর্ম্ম কর্ত্তব্য ব্রহ্মচর্য্যব্রত মুসলমান বেগম সিদ্দিক হ... দের পাত্রী হইয়াছেন। আমরা তাঁহার দুঃখে দুঃখিত। সুখিনী হইয়া তিনি রাজকার্য্যে প্রজার মনোরঞ্জন করিতে পারেন ইহাই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

ভারত গবর্ণমেণ্ট আবার একটী নূতন দায় স্কন্ধে করিয়া লইতেছেন। সিন্ধু পঞ্জাব, দিল্লি রেলওয়ে ক্রয় করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় ষ্টেট সেক্রেটারী এক বন্দোবস্ত করেন। গত বৎসর ইহার জন্য ১৮০০০২৪ পাউণ্ড দিবার কথা ছিল। এক্ষণে এই টাকা দিবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটারী এই বৎসর হইতে ১৯৫৮ অব্দ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বার্ষিক কিস্তিতে ৫৭১৮২৮ পাউণ্ড পরিশোধ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ভারতীয় রাজকোষ হইতে ইহার অ সুবিধা দিতে হইবে। আমাদের প্রপৌত্রেরাও ঋণগ্রস্ত থাকিবে। রেলওয়েটী কি লাভজনক, না ধারে হাতি কিনিয়া ষ্টেট সেক্রেটারী নবাবি দেখাইতেছেন?

বিলাতের টাইমস বলেন ভারতীয় অণ্ডার সেক্রেটরী অবহেটে কমন্স সভায় রোপার লেথব্রিজের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন পাটোয়ারী বিল শুদ্ধ বাঙ্গালা বিভাগেই কার্য্য করিবে আর কোন স্থানে নয়। ইহাতে ভারতবাসী সাধারণের স্কন্ধে কোন ভার পড়িবে না। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধীনে আরও দুইটী প্রদেশ আছে সেক্রেটারী নবীন কি তাহা অবগত নহেন? পার্লিয়ামেণ্ট সভার জনৈক সভ্য একবার ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময় বলিয়াছিলেন "সুযোগ্য শ্রোতা মহোদয়গণ। ভারতবর্ষ হয় একটী দেশ যাহা আমরা জয় করিয়াছি এবং যাহাতে টাকা পাঠাবার বন্দোবস্ত আছে।" এইরূপ বক্তৃতা দিতে পারিলেই ভারতীয় অণ্ডার সেক্রেটরীর উপযুক্ত হওয়া যায় তাহাতে আর সন্দেহ কি? পাটোয়ারী বিল লোকের ভার ও অত্যাচারের কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। পাঠক দেখিবেন অণ্ডার সেক্রেটারী বিলাতে বসিয়া কেমন লোকের ভাবাভার চিন্তা করিতেছেন।

শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু বি, এ এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। মিরার বলেন স্ত্রীলোকদিগের জন্য পরীক্ষা কিছু সহজ হওয়া আবশ্যক। নিম্ন পরীক্ষা গুলিতে স্ত্রীলোকগণকে অধিক অনুগ্রহ করা হয় বলিয়া উচ্চ পরীক্ষাতেও সেইরূপ করিতে হইবে তাহার কোন কথা নাই। বাস্তবিক উচ্চ শিক্ষায় স্ত্রীলোকদিগের উপর এত অধিক অনুগ্রহ দেখাইলে পর সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক অল্পই মিলিবে।

লর্ড রিপন ভারতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া এক দিন কমন্স সভায় বলিয়াছিলেন ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষ ছিল এখন আর সে ভারতবর্ষ নাই। ভারতের এতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে বর্ত্তমানকালে অনুসন্ধান কমিটী স্থগিত রাখিলে বা একেবারে বন্ধ করিলে নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করা হইবে।

গত ৯ ই এপ্রেল রাত্রে থাটন রেলওয়ের ডোমজিক ষ্টেশনে বড় একটা ডাকাইতি হইয়াছে, ম্যানেজার হিরাট আহত হইয়াছে। হপকিন্স সাহেবের ৫০০ টাকা ও অনেকগুলি বন্দুক যায়া গিয়াছে।

লাহোরের অনেকগুলি পণ্ডিতে মিলিয়া আগ্রামান সংস্কৃত বিদ্যালয়ের আনুসঙ্গিক আর একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই বিদ্যালয়টীতে কেবল বেদ পাঠ না হইবে।

রেঙ্গুন গেজেটের জনৈক পত্রপ্রেরক বলেন:— পেগু ডিষ্ট্রিক্টে দুইটী গ্রামে বিদ্রোহীরা হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের সহিত কামান বন্দুক ইত্যাদি বর্ত্তমান ছিল। পেগু অঞ্চলের সকলেই সশঙ্কিত হইয়াছে। ১৬ নং বেঙ্গল ইনফ্যান্টীর ৫০ জন সিপাহি পেগু অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। থারাওআদিতে বিদ্রোহীগণ কাহাকেও মারিতেছে না, অথবা কাহারও কোন দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইতেছে না। তাহারা কেবল অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া সাধারণকে এই বলিতেছে যে তাহাদিগের হস্তে ব্রহ্মরাজ্য আসিবে--সেই রাজ্য রক্ষার জন্য এই সকল অস্ত্রের প্রয়োজন। লেপ্টেনাণ্ট পিচ ১০ জন বিদ্রোহীকে ধরিয়া আনিয়াছেন। কর্ণেল নেপিয়ার আর এক দলকে ধরিতে যান বিদ্রোহীরা পলাইয়াছে। থানথা ওয়াডিতে ... ন ডাকাইত ধরা পড়িয়াছে।

প্যারীসের একজন ভিখারিণী ৫ কোটী টাকা সঞ্চিত রাখিয়া মরিয়াছেন।

নববিধানী বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পুনায় থাকিয়া বক্তৃতাদি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

কেহ কেহ বলেন আমাদের বিলাতের বন্ধু ডাক্তার হণ্টারকে নাকি কলিকাতায় একটী জজিয়তি দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। একজন উদার চেতা তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোককে বিদায় করিয়া দিয়া বিলাতের এংলোইণ্ডিয়ান প্রভুরা বোধ হয় নিষ্কণ্টক হইবার চেষ্টায় আছেন। অথবা হণ্টারকে ভারতে পাঠাইয়া দিয়া মহাপ্রভুগণ তাঁহাকে আপন দেশ করতলস্থ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এইরূপ জনশ্রুতি আরও দুই একবার উঠিয়াছিল। আমরা নিশ্চয় জানি হণ্টারের ন্যায় উপযুক্ত লোক কলিকাতায় একটী ক্ষুদ্র চাকিরী পাইবার প্রত্যাশী নহেন। ঈশ্বর তাঁহাকে আরও মহান কার্য্যে মনোনীত করিবেন বলিয়া পালিয়ামেণ্টে প্রবিষ্ট করিয়াছেন।

বোম্বাই ইউনিভার্সিটিতে ফরাসি ভাষা দ্বিতীয় ভাষা স্বরূপ গৃহীত হইবার সম্ভাবনা আছে। উদারতা বটে।

নেপালের মহারাজের সহিত একজন পাদ্রী

ভীয় রাজকন্যার শুভ বিবাহ হইবে। কাটামুণ্ডুতে বিবাহের জন্য অনেক ইংরাজ সাক্ষিওয়ালা গিয়াছে নেপালের বিদ্রোহী রাণারা এইবার রাজার শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

পাইওনিয়ার বলেন ইণ্ডিয়া আফিস উঠাইয়া দিলে ভারতবর্ষের অনেক উপকার হইবে। সহযোগীর এ সুমতি কবে হইল?

পার্লিয়ামেণ্টের অনেক সভ্য রয়েল কমিটির পক্ষপাতী হইয়াছেন "হোমনিউস" বলেন হয় ত দেশীয় সংবাদপত্র ও দেশীয় লোকের প্রার্থনা সফল হইলেও হইতে পারে।

ইজিপ্টে বুঝি ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের একটা বিবাদ বাঁধে। মোক্তার পাসা ইজিপ্ট হইতে ইংরাজদিগকে তাড়াইবার চেষ্টায় আছেন। কায়রো নগরে ফরাসীর বড় প্রতাপ বাড়িয়াছে।

কনসাল মেকলের পেকিন যাইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে। মেকলের সহিত মিঃ পেন সেক্রেটারী হইয়া যাইবেন। সঙ্গে ৭০ জন শিক সৈন্য থাকিবে।

আমেরিকায় পুস্তকের গ্রাহক সংগ্রহ করিবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। পুস্তক খানি গ্রন্থকর্তার নাম না দিয়া প্রকাশিত হয়, তারপর গ্রন্থকর্তাকে ইহা জানিবার জন্য সংবাদপত্রে লেখা লেখি হয়। গ্রন্থকারের মিত্রদলের একজন লোক হয় ত একজনের নাম আন্দাজ করিয়া সংবাদপত্রিকায় দেন। আর একজন ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহার প্রতিবাদ করেন। কখনও অনুমানে একজন গ্রন্থকারের নাম করিয়া কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির নিকট তৎসম্বন্ধে তাঁহার অনুমান কি জানিবার নিমিত্ত লিখিয়া পাঠান হয়। এই সকল সংবাদও আবার সংবাদপত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। তারপর যে ব্যক্তি গ্রন্থাদি পড়িয়া গ্রন্থকারের নাম বলিতে পারিবেন তাঁহাকে অনেক টাকা পারিতোষিক দিবার ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের দুই একজন সহযোগীও এই রূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সম্প্রতি জাপানে বৌদ্ধ মতাবলম্বিগণের একটী সভা হয়। সভায় স্থির হইয়াছে আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিকায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত প্রচারক প্রেরিত হইবে।

ভূপালের মহারাণী স্বামী অনুসন্ধানে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন বলিয়া পাইওনিয়ার বড়ই ক্ষেপিয়াছেন—তিনি বলেন রাণীর এরূপ অর্থ ক্ষয় করা উচিত ছিল না। অতএব রাণী রাজ্যের বিশৃঙ্খলা করিতেছেন বলিয়া তাঁহার রাজ্য যে ইংরাজ গ্রাস করিবেন একি তাহার পূর্ব্ব সূচনা?

কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর সেনেটগণ মৃত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ সেনেট হাউসে তাঁহার একখানি চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি রাখিবেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্মান পাইবার উপযুক্ত।

যষ্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর আইন বিভাগের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন।

মান্দ্রাজের লাট গ্রাণ্টডফ গত ১৬ই এপ্রেল যখন কাউন্সিলে যাইতেছিলেন প্রায় ৩০০ রজক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া মিউনিসিপলটীর অত্যাচার জ্ঞাপক একখানি আবেদন করিয়াছে। গ্রাণ্টডফ এখন দেখুন ইংরাজী শিক্ষিত বাবুগণই যে কেবল আন্দোলন করে তাহা নহে অত্যাচার হইলে ভারতের নিরক্ষর প্রজাবর্গও আজকাল তাহার প্রতিবিধানে যত্নবান হয়।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে টঙ্গা দ্বীপ আভ্যন্তরিক উত্তাপের গুণে সহসা ৩০০ ফিট উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে।

বিলাতে তুলসিদাস নামক জনৈক হিন্দু মহারাণীকে দেখিবার জন্য বড় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। সে একদিন "রাণী রাণী" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকায় অনেক লোকে তাহার নিকট একত্র হইল। একজন কনষ্টেবল সন্দেহ করিয়া বৃদ্ধ তুলসিদাসকে লণ্ডন টেমস পুলিশ কোর্টে লইয়া যায় বিচারে বৃদ্ধের কারখানাবাসের হুকুম হইয়াছে।

ব্রিটীশ দূত স্যর জন ও আলসকের হস্তে মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরী চীন সম্রাটের নিকট একখানি সখ্যপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। চীনরাজ্যের সহিত ইংরাজগবর্ণমেণ্টের বিশেষ আত্মীয়তা জানাইবার জন্য ওয়ালসামকে বলা হইয়াছে। মহারাজ্ঞী নাকি বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ সম্রাটকে হীরক একখানি রত্ন খচিত বহুমূল্য রাজকীয় উপাধি পদক প্রেরণ করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

প্রথম সেক্রেটারী পেপক সাহেব তিন মাসের ছুটী লওয়ায়, অণ্ডর সেক্রেটারী বীথ সাহেব তাঁহার প্রতিনিধি করিতে নিযুক্ত হইলেন, আর, পূর্ণিয়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ফালসন সাহেব আপাততঃ বীথ সাহেবের পদে কাজ করিবেন। ছুটী-প্রাপ্ত অস্থায়ী ডেপুটী ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু চণ্ডিদাস ঘোষ যশোহরের সদরে, স্থানীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী এক্রাম হোসেন বর্দ্ধমানের সদরে পূর্ব্বকার আদেশ মত [illegible] হইয়া যাইবেন অস্থায়ী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গঙ্গানারায়ণ রায় [illegible] এবং [illegible]মারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু চন্দ্রকুমার মিত্র হুগলীর সদরে বদলী হইলেন। মেদিনীপুরের জজ চাপ্‌মান সাহেব ১লা মে হইতে ১ বৎসর ৮ দিনের ছুটী লইলে সারণের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] সাহেব তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইবেন। বাগেরহাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৃষ্ণকুমার সেন [illegible] এবং [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কালীকৃষ্ণ সেন তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

পুনশ্চ—বাগেরহাটের ডেপুটী [illegible] সাহেব ১৫ই মার্চ হইতে তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

রাজসাহীর সব জজ বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তিন মাসের অতিরিক্ত ছুটী পাইলেন। [illegible] সব জজ বাবু দীনেশচন্দ্র রায় ১ মাস ২০ দিনের ছুটী লওয়ায়, মুঙ্গেরের মুন্সেফ বাবু যদুনাথ [illegible] অস্থায়ী [illegible] নিযুক্ত হইলেন। (২৪ পরগণা) বারুইপুরের মুন্সেফ বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ ত্রিপুরার সব ডেপুটী জজ নিযুক্ত হইলেন। [illegible] মুন্সেফ বাবু ব্রজদাস চট্টোপাধ্যায় আলিপুরে অতুল বাবুর কাজে যাইলেন। সাঁওতালের সব ডেপুটী জজ বাবু কেদারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেড় মাসের ছুটী লওয়ায়, রাণীগঞ্জের মুন্সেফ বাবু নীলরতন দাস তাঁহার কাজে অস্থায়ী রূপে নিযুক্ত হইলেন, আর, রাণীগঞ্জের অতিরিক্ত ১ম মুন্সেফ বাবু সুরেন্দ্রনাথ [illegible] রাণীগঞ্জে আসিলেন। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [illegible] নিযুক্ত হইলেন। [illegible] ১ম মুন্সেফ বাবু [illegible] তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

বিলাতের পত্র।

আমরা আমাদের বিলাতের পত্রখানি রূপান্তর না করিয়া পত্রপ্রেরকের নিজ ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকি। পাঠক! ইহাতে বিরক্ত হইবেন না। পত্রখানিতে জানিবার বিষয় অনেক আছে।

রাইট অনারেবল ব্রাইট সাহেবের বক্তৃতা।

হাউস অব কমন্স।

যুদ্ধ সম্বন্ধে নীতি বিষয়ের পর্য্যালোচনার প্রস্তাব হয় নাই এবং আর একটী প্রশ্নেরও মীমাংসা হয় নাই। স্যর আলেকজাণ্ডার বারনেস কি লর্ড অকলাণ্ড গবর্ণর জেনরল ছিলেন তাহা বলা হয় নাই। আমরা জানি লর্ড অকলাণ্ড গবর্ণর জেনেরল ছিলেন, কিন্তু আমরা ইহাও জানি যে গবর্ণর জেনারল যিনি শত শত মাইল দূরে কিম্বা ভারতবর্ষে অবস্থান করেন সম্ভবতঃ যিনি ২০০০ মাইল দূরে অবস্থান করেন, তাঁহাকে অবশ্যই ঘটনাস্থল পলিটিকাল এজেণ্টের প্রেরিত

সভাপতির উপর নির্ভর করিতে হয়। যদি তাহাই হইল, তবে সার আলেকজাণ্ডার গার্ডন যাহা লিখিয়াছিলেন এবং তিনি যাহা বলিয়াছিলেন বা লিখিয়াছিলেন তাহাই বিশেষ আবশ্যক। অন্ততঃ কমন্সসভায় যদি কিছু সাক্ষ্য অরূপ থাকে, তাহা হইলে মাননীয় লর্ড অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে এরূপ তাৎকালিক মহান প্রশ্ন (যদিও বর্তমান সময়ের পক্ষে নহে) মীমাংসার্থে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। আরও একটী বিষয় আছে যাহা আমরা অনুসন্ধান করিতে প্রস্তাব করি না। উহা তাৎকালিক রুশসাম্রাজ্যের রাজনীতি। আমি উহা বুঝিতে পারি না যে মাননীয় লর্ড এ বিষয়ে কোন পথ অবলম্বন করিয়াছেন, কেন না আমি বেশ বুঝিতেছি যে ডিসপ্যাচ লিখিত হওয়ার প্রায় ১২ মাস পরে সাগর অভ্যন্তরের বিষয় একণে বিচারার্থ উপস্থিত হইয়াছে, মাননীয় লর্ড রুশ মন্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন। তাহার প্রত্যুত্তরে রুশমন্ত্রী প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ভাইকভিসের নিকট যে আদেশ করা হইয়াছে, তাহাতে ইংলণ্ড সহ বিবাদের আদৌ কোন কথাই নাই। তিনি বলেন,— "

"ইংরাজরাজ্যের সহিত বিরুদ্ধ চরণের আদৌ কোন কল্পনা নাই কিম্বা ভারতবর্ষে ব্রিটন অধিকারের শান্তিভঙ্গ করিবারও কোন কল্পনা নাই"

মাননীয় লর্ড ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সার আলেকজাণ্ডার গার্ডনের লিখিত ডিসপাচের এক বৎসর পরে লিখিয়াছিলেন,—

"শ্রীশ্রীমতীর রাজ্য রুশসাম্রাজ্যের ঘোষণা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলিয়া গ্রাহ্য করেন যে ব্রাটনীয় ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে কোন বিবাদ ঘটনার নাই।"

আমি এ পথ একেবারেই পরিত্যাগ করিলাম। কেননা আমি মাননীয় লর্ডকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে আমার মাননীয় ও সুযোগ্য বন্ধুর এরূপ মনোগত ভাব কদাচই নহে (উ তার বক্তৃতা হইতেই বুঝিতে পারি) যে গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় নীতির বাদ প্রতিবাদার্থে কাহাকে আহ্বান করেন, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ ঘটিয়াছিল। আমি ইহাও বিবেচনা করি না যে, যে নীতিতে ২০০০০ প্রাণীর জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছে তন্নিমিত্ত কাহাকেও অভিযোগ করেন — ২০০০০ প্রাণ, ইংলণ্ডের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজাবৃন্দের। কিম্বা ইহাও উদ্দেশ্য নহে যে ভারত রাজস্ব ১৫০০০০০০ টাকা শিলিংয়ের অপব্যয় সম্বন্ধে (যাহার ফল ভাবী কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইতেছে) অনুসন্ধান করা হয়। এ সমস্ত বাস্তবিক গুরুতর দোষ— সম্পূর্ণ নীতিই একটী মহাপাপ এরূপ বিষয়ে এই গৃহের কোন কমিটীই প্রকৃতরূপে এ বিষয়ের দোষীগণকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে পারেন না। না মহাশয়! আমার মাননীয় বন্ধুর এরূপ অভিপ্রায় কদাচই নহে যে তিনি বিগত ২০ বৎসরের সময়ে উপস্থিত হইয়া মাননীয় লর্ড কিম্বা তাঁহার আত্মসঙ্গিককেই যাহারা এই মহাপাপে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদের কাহাকেও এই কমিটীর সাধারণ মতের দরবারে বিচারার্থে উপস্থিত করাইতে সংকল্প করেন।

কিন্তু ইহাও বলা কর্তব্য যে সভার অবগত জাত থাকা উচিত যে, যে গবর্ণমেণ্টের উপর তৎকালে তাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদিগের উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন বাস্তবিক তাঁহারা সেইরূপ বিশ্বাস স্থাপনের যোগ্য কি না? এবং তাৎকালিক কথিত বিষয়ের সংশ্লিষ্ট কোন রাজকর্মচারী এখনও আছে কি না? ইহা অবশ্যই জ্ঞাতব্য যে এখানে কিম্বা ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের উচ্চ পদে এরূপ কোন ব্যক্তি ছিলেন কিম্বা আছেন কি না। যদি আত্মমর্য্যাদ শূন্য এরূপ নীচ প্রকৃতির লোক যে তিনি অনায়াসেই এরূপ সভায় এরূপ অঙ্গচ্ছেদী মিথ্যা এবং জাল ডিসপাচ ও রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে এরূপ মত উপস্থিত করিতে পারেন, যিনি কর্তব্য কার্য্যের অনুরোধে আপন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। এমন কোন ব্যক্তির বিষয় চিন্তা করুন যিনি এখন ভারতবর্ষে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন—২। ৩ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ কোন বিপদসঙ্কুল পদে নিযুক্ত ছিলেন—চিন্তা করুন আগত কল্য বা আগত সপ্তাহে কিম্বা বৎসরের কোন সময়ে যখন তিনি সেই দূরদেশের মৃত্তিকায় অস্থিপুঞ্জ মিশাইবেন এবং তাহার ৬ মাস পরে গবর্ণমেণ্টের উচ্চ স্থানীয় এরূপ মাননীয় লর্ড দ্বারা কিম্বা ভারত সেক্রেটরী দ্বারা এই গৃহের টেবিলে তাহার লিখিত চিঠি বা ডিসপাচ রক্ষিত হইবেক, যাহাতে লিখিত পদ কাটা এবং যাহা লিখা হয় নাই এরূপ পদ পূরণ এবং এরূপ বাক্য তাহাতে সংযোগ হইবেক যে তাঁহার কথিত বিষয়ের অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবেক। আমি ইহা অপেক্ষা তীক্ষ্ণ বা কষ্টকর আর কিছুই চিন্তা করিতে সক্ষম নহি। বাস্তবিক পক্ষে যাঁহারা স্বদেশের পরিচর্য্যার্থে দূরদেশে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা অতীব হৃদয়বিদারক।

—❋❋— ক্রমশঃ

ভ্রমণকারির পত্র

আমরা কয়েকদিন হইল আসাম ত্যাগ করিয়া রঙ্গপুরে আসিয়াছি। রঙ্গপুর নগরী দুইভাগে বিভক্ত। পশ্চিমাংশে নাম ও নবাবগঞ্জ পূর্ব্বাংশ মাহিগঞ্জ, মধ্যস্থল দিয়া বাণীরপকট গভাভার ষ্টেষণ হইতে উভয় স্থানই দুই মাইল মধ্যে ধাপ নামক স্থলে জেলার কর্তৃপক্ষদিগের বিচারাগার ও বাসস্থান ও তৎসংলগ্ন বাজারটীকে নবাবগঞ্জ বলে। মাহিগঞ্জ পুরাতন নগরী রঙ্গপুর মধ্যে প্রধান ব্যবসায়ের স্থান। যৎকালে রঙ্গপুর কুচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল সেই সময়াবধি মাহিগঞ্জ বন্দর সংস্থাপিত ব্রিটীশাধিকারের পত্তন ধাপে জেলা স্থাপন ও নবাবগঞ্জে নবীন বন্দরের সূত্রপাতাবধি মাহিগঞ্জের অবনতির সূত্রপাত। যদিও নবাবগঞ্জে নব বন্দর হইয়াছে কিন্তু পূর্ব্ব হইতে কুঠীয়ালগণের কুঠী মাহিগঞ্জে থাকায় তাঁহারা অদ্যাপি মাহিগঞ্জেই আছেন। বড় বড় মহাজন মাত্রেই এইস্থানে ধনপৎ লক্ষ্মীপৎ বাবুর কুঠীও এখানে আছে কিন্তু আজকাল রেলপথে বাণিজ্য বিস্তার হওয়ায় কুঠীয়ালদিগের কার্য্য ভাল চলিতেছে না।

জেলায় মকদ্দমার সংখ্যা ক্রমিক বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা ৮।৯ বর্ষ পূর্ব্বে বিষয়কার্য্য উপলক্ষে রঙ্গপুরে আসিয়া যাহা দেখিয়া গিয়াছিলাম, এক্ষণ তাহার সমস্তই ভাবান্তর লক্ষিত হইতেছে। বিশিক্ষা বিস্তারের ফলে নিরক্ষর কৃষকগণেরা কথঞ্চিৎ লিখিতে পড়িতে সক্ষম হইয়া মকদ্দমার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে কিন্তু তাহাদের উন্নতির মূল কৃষির কোন উৎকর্ষসাধন করিবার চেষ্টা নাই। চেষ্টা না থাকার অপর কারণ এই যে বসুমতি অল্প কর্ষণেই প্রচুর শস্য প্রদান করেন, এক ইঞ্চি প্রশস্ত লাঙ্গলের ফলাগ্র এদেশে কর্ষণকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। আর এক বিশেষ সুবিধা এই ফাল্গুন, চৈত্র বৈশাখ মাসে বর্ষণ না হইলেও আউস ধান্যের আবাদের ক্ষতি হয় না। বালুকাময় ভূমি প্রায় সরস থাকে তবে ধান্য ফুলিবার সময় জৈষ্ঠ আষাঢ়ে যদি জল না পায় তাহা হইলে শুষ্ক হইয়া যায়। নমাপক র আউস জন্মে। কৈবর্ত্তিকও নহে ইহা ছাড়া প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন রাবশস্য সামান্য রকম সকল প্রকার তামাকের ও ইক্ষুর আবাদ মন্দ হয় না, ব্রহ্মদেশীয়েরা এই রঙ্গপুর ও কুচবিহার হইতে চুরুটের বহুতর তামাক লইয়া যান। ভিন্ন দেশে রপ্তানী উপযোগী আদার আবাদও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

প্রায়ই পাট প্রস্তুত করিয়া বিদেশে পাঠাইয়া থাকে। আম্র কাঁঠাল প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় সকল প্রকার ফল এস্থলে সুলভ। বিশেষ আম্র কাঁটাল অপরিমিত, কাঁটাল ও আনারস প্রায় বারমাস পাওয়া যায় চৈত্র মাসের কয়েকদিন থাকিতে এখানে আসিয়া অবধি আমরা প্রায়ই সুপক্ক কাঁঠাল খাইতেছি। কয়েকবৎসর যাবৎ গোল আলুর আবাদের ক্রমোন্নতি হইতেছে। এক্ষণে বাজারে একপয়সা সের আলু বিক্রয় হইতেছে, সরিষার বিশিষ্টরূপ আবাদ হইয়া বিদেশে প্রেরিত হয়, সর্ষপ তৈল অতি উত্তম এস্থানে সকল সময় ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

মোটের উপর বলিতে হইলে রঙ্গপুরের প্রজার অবস্থা ভাল প্রায়ই অঙ্গসৌষ্ঠব আছে কিন্তু স্বাস্থ্য ভালনয় তবে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল হইয়াছে বোধ হয় জলে অসুবিধা ও অধিক বাঁসের আবাদ বশতঃ এরূপ ঘটে। পুষ্করিণী দীঘি কি নদী প্রায়ই নাই, কেবল মাত্র ত্রিস্রোতা নদী আছে। অতি অল্প মৃত্তিকা উত্তোলন করিলেই কুয়াতে জল পাওয়া যায়। ইহার কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি এস্থানে ভূমি অতিশয় সরস। এই অধিক সরস তাই অস্বাস্থ্যের অন্যতম কারণ কেননা প্রায়ই কেহ মৃত্তিকায় শয়ন করিতে পারে না। গরিব লোকের তক্তাপোষ ইত্যাদি প্রস্তুতের সংস্থান নাই একারণ বাঁসের নির্ম্মিত মাচায় সকলে শয়ণ করে। বাঁস প্রতি পল্লীর প্রতিবাসীদ্বার ভদ্রাসন বাটী ও বাগান বাটী সকল স্থলেই বাঁস পাওয়া যায়। আবার ইহাও বিবেচনা করিতে হয় যে বাঁসের আবাদ এস্থানে অধিক না হইলেই বা চলে কই। গৃহের চালেতো লাগেই ত স্তম্ভ বাদ্যি জানিতে মাটীর দেওয়াল হয় না। কাজেই বাঁসের দরমার বেড়াই ছোট বড় সকল লোকের গৃহের আবরণ। বাঁসের মাচায় শয়ন, বাঁসের জ্বালে রন্ধন, যদিও অন্য বৃক্ষ বহুতর আছে তাহা কাটিতে কষ্ট বলিয়া বাঁস দ্বারাই পাককার্য্য সমাধা হয়, ইহা ভিন্ন বাঁসের চটী তুলিয়া দপ, চৌকি কেদারা হয়। তৈল ঘৃত মাপিবার পোয়া ছটাক প্রভৃতি বাঁসের চোং দ্বারা নির্ম্মিত হয়, অনেক গরিব গৃহস্থের বাঁসের চোংই জলাধার। এস্থলে প্রায়ই দুগ্ধ প্রচুর করিতে পারে না, কলিকাতা প্রভৃতি ভিন্ন স্থানের আমদানী দুগ্ধে দেশের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, দুগ্ধ যদিও পাওয়া যায় মূল্য অধিক প্রায় দুই পয়সা সেরের কম পাওয়া যায় না বরং বেশী লাগে।

ক্রমশঃ

—••—

সংবাদদাতার পত্র।

নিম্ন আসাম।

নিম্ন আসামের মধ্যে ধুবড়ি জেলার অন্তঃর্গত বিলাশীপাড়া একটী জমিদারের বাসস্থান ৺কীর্ত্তি নারায়ণ চৌধুরী পরগণে চাপড়ের ভূম্যাধিকারী ছিলেন, জাতীতে রাঢ়ি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তিনি অত্যন্ত দয়াশীল, সদ্গুণপন্ন, সৎস্বভাবের লোক ছিলেন।

বিগত ১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন, তিনি একটী সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয় ও একটী পোষ্টাফিস স্থাপন করিয়া সাধারণ হিতকর কার্য্য করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার দুটী বিধবা স্ত্রী মাতঙ্গিনী দেবী চৌধুরাণী ও সারদা প্রসন্না দেবী চৌধুরাণী জমিদার মহোদয়াদ্বয় উভয়ে ঐক্য হইয়া সুচারুরূপে জমিদারী কার্য্য চালাইতেছেন, তাঁহাদের দয়া, ও দানশীলতা গুণ যথেষ্ট আছে।

কতিপয় দিবস হইল এখানে ও ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইয়া চিকিৎসক অভাবে অনেক লোকের জীবন নষ্ট হইতেছে। সময় সময় নানা প্রকার সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইয়া কত লোকের জীবন নষ্ট হয় তাহা বলা যায় না। এই স্থানে কোন চিকিৎসক নাই ও চিকিৎসালয় নাই, জমিদার মহোদয়া দ্বয় তৎপ্রতি বিশেষ কোন দৃষ্টি করিতেছেন না, যেমন ৺ জমিদার মহাশয় লোকের হিতকর কার্য্য করিয়াছেন সেইরূপ তিনি একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া সর্ব্ব সাধারণের জীবন রক্ষার উপায় করিয়া চিরস্মরণীয় হন। বোধ হয় জমিদার মহোদয়া দ্বয় সত্বরেই এই সৎকার্য্যটীর প্রতি হস্তক্ষেপণ করিবেন এই আমাদের আশা ও প্রার্থনা।

যদিও তাঁহাদের জমিদারিতে একজন বেতনভোগী শাস্ত্রীক চিকিৎসক আছে তাহা দ্বারায় সর্ব্বসাধারণের বিশেষ কি উপকার হইতেছে তাহা আমরা কিছুই দেখিতেছি না।

আমাদের সুযোগ্য দেওয়ান মহাশয়ের লোকের হিতকর কার্য্যের প্রতি মনোযোগ আছে অতএব তিনি পরলোকগত কীর্ত্তিনারায়ণ চৌধুরী মহোদয়ের বণিতা মহোদয়াদিগকে উৎসাহিত করিয়া অবিলম্বে যাহাতে এই কার্য্যটী শীঘ্র সম্পাদন হইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ চেষ্টিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট ধন্যবাদের পাত্র হন এইটী আমাদের বাঞ্ছা।

—••—

স্ত্রীলোকের শ্বেত প্রদর, গৃহিণী, ক্ষীণ ধাতু, সাধক ও ঋতুশক্ষ প্রভৃতি রোগসমূহ আশ্চর্য্যরূপে আরাম হইয়া দিন দিন দেহের কান্তিবৃদ্ধি করত শরীর পুষ্ট করিতে থাকে।

আজ কাল নানাপ্রকার ঔষধি ধাতুনির্ম্মিতরূপ কবচ ও অঙ্গুরী ইত্যাদি বাহা অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে তাহা যে কতদূর সত্য আমরা তুলনা করিতে চাহি না কিন্তু মহোদয় যত্ন এ কাঁচ ক্রয় করিবেন না।

ছোট ও বড় প্রত্যেক "অনন্তর" মূল্য ২ ডজন ১৮ টাকা। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬টী ৵০ ৭হইতে ১২টী ।৶০ আনা। অর্ডার পাইলে ভালুপেয়েবল পার্শেলে মাল পাঠান যাইবে। অত্র বিদেশীয় মহোদয়গণ "অনন্তঅজ্ঞানকালীন অক্ষরত্ব করিয়া হস্তস্থিত মাপ পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন এবং সকলের নাম ও ধাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিবেন।

*"অনন্তর যেসকল স্থানেধাতু পরিচয় হই য়াছে তাহা এক একটী করিয়া মিলাইয়া লইবেন পরে উক্ত সন্ন্যাসী আদেশমত প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে ফটকিরির জল দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন।

—◆◆—

সুলভ মূল্যে অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ।

সরল পদ্যানুবাদিত।

শ্রীমদ্ভাগবত।

প্রথম স্কন্দ হইতে দ্বাদশ স্কন্দ সম্পূর্ণ।

পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহিত কলিকাতা ও মফস্বল সর্ব্বত্র ৩, তিন টাকা অগ্রিম মূল্য না পাইলে পুস্তক প্রেরিত হয় না।

শ্রীবিপিনবিহারী শীল।

২৫ ৬ কলিকাতা ১১৮ অপার চিৎপুর রোড।

—◆◆—

PHARMACEUTICAL CHEMISTS,

PARIS RUE VIVIENNE,PARIS 8

লক্ষপাড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানির সিরাফ অব হাইপোফসফাইট অব লাইম।

এই ঔষধ ব্যবহারে সর্দ্দি, কাশি, যক্ষ্মা, হৃৎপিণ্ডের পীড়া আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়। এই ঔষধের উপকারিতা শক্তি দর্শনে সর্ব্বস্থানের সুচিকিৎসকগণ উপরি উক্ত পীড়ায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। রোগীগণ ইহা দ্বারা প্রকৃত উপকার লাভ করিয়াছেন।

এই সিরাফ ব্যবহারে পীড়িত ব্যক্তির কাশি ও রাত্রিতে স্বেদবর্ষণ ক্রমে আহার নিবারণ হয় এবং তৎসঙ্গে ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, দৈহিক উন্নতি দর্শনে ঔষধের উপকারিতা সপ্রমাণ হয়। এই ঔষধ লালবর্ণের গোলাকৃতি শিশির ভিতর থাকে।

ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস এবং পিচকারী দিবার ঔষধ।

সুবিখ্যাত চিকিৎসকগণ গ্রিমল্টের ম্যাটিকো নামক ঔষধ তরুণ ও পুরাতন রোগে ব্যবস্থা করেন। কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। তরুণ রোগে পিচকারি দিবার ঔষধ এবং পুরাতন রোগে ক্যাপসিউল ব্যবস্থা।

ডসার্টের সিরাফ অব ল্যাক্টো ফসফাইট অব লাইম।

এই ঔষধ সেবন করিলে শরীরে রক্ত হয় ও বলাধান করে। ইহা মনুষ্য জীবনের বিশেষ উপকারী। ইহা দ্বারা দেহের অস্থিসমূহ দৃঢ় হয় এবং আহার করিলে উত্তমরূপ পরিপাক করিয়া দেহকে সুস্থ করে। যাহাদের অস্থিগত ফসফেট অব লাইম হ্রাস হয় এই ঔষধ তাহারা সেবন না করিলে উত্তরোত্তর আক্রান্ত হইতে থাকে। দুর্ব্বল যুবক ও যেসকল বালকের অস্থি কোমল ইহা তাহাদিগের বিশেষ উপকারী। ইহা দ্বারা দুগ্ধপোষ্য বালকের দূষিত স্তনদুগ্ধ পানে যে উদরাময় হয় তাহাও আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানী, দূষিত কাশী, গলা সুরসুরি, স্বরভঙ্গ, স্নায়ুরোগ ও কাশের স্নায়বিক পীড়া ক্রমে শান্তি হইয়া থাকে।

Peptone Wine of Chapoteaut,

প্রথম শ্রেণীর ঔষধ।

পারিশ।

ইহা দ্বারা রোগীর এবং সুস্থ লোকের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয় অথচ পাকস্থলীর কোন ক্লেশ হয় না, ইহা দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে দশ গ্রাম গোমাংসের কাথ আছে। ইহা হইতে অজীর্ণ জনক সমুদয় অংশ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। পাকস্থলীর যে কোন পীড়ায়, যকৃত এবং উদরাময় রোগে, কঠিন অজীর্ণ রোগ অরুচি এনিমিয়া রোগে, ক্ষোটক জন্য দৌর্ব্বল্য, যত রোগ আমাশয় জ্বর এবং মূত্র রোগে উহা বিশেষ উপকার জনক। কোনরূপ কাথ কিম্বা বীফটী দ্বারা যাহাদিগের উপকার হয় না তাহাদিগের, সাধারণ রোগীর এবং কাশরোগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারক এবং বলাধায়ক। পেপেটোর মদ্য, বৃদ্ধ এবং বালক উভয়েরই পক্ষে প্রধান উপকারক। ইহা দ্বারা ধাত্রীদিগের স্তনের উৎকৃষ্টতা সাধন করে। ইহা সমুদয় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

—◆◆—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট কেস, থার্ম্মমিটার, ৩৩ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ১২ শিশি কর্ক, চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাক মাশুলসহ ১৶১০ এক টাকা আধ আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১ড্রামের মূল্য ।০ এবং বহুমূত্রপীড়ার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১।০ দেড় টাকা ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পুরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১ আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত ভালুপেয়েবল পার্শেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—◆◆—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

জে, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

এখানে ক্রমাগত কয়েকখানি জাহাজ লণ্ডন, আমেরিকা ও জর্ম্মণি হইতে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, কক শিশি ও যন্ত্রাদি আনীত হইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এলেন এনসাইক্লোপিডিয়া মূল্য ১৮০ হানিমান মেং পিডরা মূল্য ২৪ প্রভৃতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০ ক্রম ১।০ মাদার টিং ।৵০ নিম্নক্রম ।০ এবং ২ড্রাম ।৵০ হিসাবে বিক্রয় হয়। ১২ শিশির ওলাউঠার বাক্স মায় পুস্তক ৪॥ ঐ ক্যাম্ফরসহ ৫ ও সাধারণ চিকিৎসার পুস্তক সহ ২৪ শিশির ৮॥, ৩০ শিশির ১০॥০ ৪০ শিশির ১৪,৪৪ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ১৬ ৭২ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ২৫।২০০ শিশির উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও থার্ম্মমিটার সহ ৮০ থার্ম্মমিটার ৪।০ ও ৫ (ক্যাটেলগ বিতরণীয়।) (সমস্ত বাক্সের সহিত পুস্তক ও ফোটা ঢালিবার যন্ত্র পাওয়া যায়) ঠিকানা ১১৭ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার।

—●●—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহা মেলায় এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—●●—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা প্রকার কার্য্য হইয়া থাকে। অত্যল্প মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে নূতন অক্ষরে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অমরেন্দ্র কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩॥০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

—●●—

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৶০	৴১০
২ য় ভাগ	৶০	৴১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৶০	৴১০
২ য় ভাগ	৶০	
৩ য় ভাগ	৶০	৴১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	৴০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ৴১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কতিপয় বিশেষ নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাক মাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩॥০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, কাউন্সিল বরাত চিঠি, মণি অর্ডার ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, প্রবন্ধকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রোপ্রাইটার দায়ী নহেন।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

প্রেরিতপত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোম প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

রবিবাসরীয় সংস্কৃত বিদ্যালয় ও জামালপুরের সংবাদদাতা।

মহাশয়। গত ১৮ ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে জামালপুরের সংবাদদাতা অত্রস্থ রবিবাসরীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের কথা বলিতে গিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয় ও সংস্কৃত [illegible] চৌবের বিষয়ও কিছু কিছু বলিয়াছেন। বলিয়াছেন তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দুই একটী ভদ্র ব্যক্তির প্রতি [illegible] প্রকাশ করিবার জন্য সেই সঙ্গে [illegible] দিয়া আরোপ করিয়াছেন। সংবাদপত্র এ বিষয় [illegible] দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে।

তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, "শিশুদিগের পাঠ করিবার জন্য এখানে কোন পাঠশালা নাই। আমরা আশ্চর্য্য হইলাম এখানকার [illegible] ব্যক্তি একটী রবিবাসরীয় সংস্কৃত পাঠশালা সংস্থাপিত করিবার জন্য সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহারা উক্ত পাঠশালার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন"। আমরা জিজ্ঞাসা করি সাপ্তাহিক সংস্কৃত পাঠশালা অপেক্ষা কি একটী বাঙ্গালা পাঠশালা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে? এই উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যে তিনটী অন্যায় আরোপ হইয়াছে। প্রথম এই যে রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝেন না; দ্বিতীয় এই যে রবিবাসরীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সময় বাঙ্গালা বিদ্যালয়টী উঠিয়া গিয়াছিল এবং তৃতীয় এই যে এই বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য প্রতিষ্ঠাতারা সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন। বস্তুতঃ এ তিনটীর একটীও প্রকৃত কথা নহে। রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা বিলক্ষণ বুঝেন। কিন্তু তাঁহারা যখন এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন বাঙ্গালা বিদ্যালয় উঠিয়া যায় নাই; বরং যে তাঁহারা অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন তাহা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নহে; বিদ্যালয়ের বালকদিগকে পারিতোষিক দিবার জন্য।

রবিবাসরীয় পাঠশালার উপরই যে সংবাদদাতা মহাশয়ের কেবল কোপ তাহা নহে। কিন্তু সংস্কৃত মাত্রই তিনি চটা। এখানে অনেকগুলি বাঙ্গালী ও বিহারী হিন্দু বাস করেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নাই। এই অভাব দূরীকরণার্থে মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] প্রভৃতি মহাশয় ও অপর কয়েক জন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি [illegible] হরিসভাগৃহে একটী চতুষ্পাঠী বা টোল স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সংবাদদাতা মহাশয় সেই জন্য অবশ্যই বিশেষ কুপিত হইয়াছেন ও কুপিত হইয়া তিনি এমনি আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন, যে সাপ্তাহিক হইলেও রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের কথা বলিতে বলিতে হরিসভার টোলের কথা অভিজ্ঞতার উত্থাপন করিয়া রাখাল বাবুকে [illegible] বলিয়া গালি দিয়াছেন। রাখাল বাবু রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং হরিসভার টোলের প্রতিষ্ঠাতা। এই তাঁহার অপরাধ, ইহারই জন্য কি তাঁহার প্রতি এত কটাক্ষ। সংবাদদাতা মহাশয় কি সংস্কৃত চর্চা মহোদয় দেশে না হয়, তাহাই করিতে চাহেন? কি সাধু উদ্দেশ্য।

সংবাদদাতা মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞতার [illegible] ও অপার নহে। তিনি লিখিয়াছেন "শুনিলাম উক্ত পাঠশালার একজন অধ্যাপক (রাখাল বাবু) আবার যাজ্ঞবল্ক্য মনুসংহিতা ইত্যাদি গভীর আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ গ্রন্থসমূহ হইতে শিশুদিগকে আচার ব্যবহার [illegible] শিক্ষা দিবেন। উক্ত সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করি যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুসংহিতার অর্থ কি? [illegible] যে যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুসংহিতা কেবল আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ? তাল যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তাহা হইতে আচার ব্যবহার কেমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায়। আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ গ্রন্থে কি আচার ব্যবহারের কথা থাকে? পরে সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুসংহিতার অর্থ কি? এ জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য কি? সম্পাদক মহাশয় যদি যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুসংহিতার অর্থ বলিতে পারেন তাহা হইলেই কি গ্রন্থদ্বয়ের আধ্যাত্মিকত্ব ও সম্পাদকের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় হইবে? পাঠকবর্গ সংবাদদাতার যুক্তিটী দেখিবেন। শেষোক্ত উদ্ধৃত অংশে প্রথমে অধ্যাপকের প্রতি কটাক্ষ বুঝিয়াছি। কিন্তু শেষে সম্পাদককে লইয়া টানাটানি, সংবাদদাতা মহাশয়ের গালাগালি দিবার সময় আর জ্ঞান থাকে না। বিদ্বেষভাব মনুষ্যকে এইরূপই করিয়া থাকে বটে।

সংবাদদাতা মহাশয় বুঝিতে পারেন নাই যে "কুলি মজুরে যাহারা সমস্তদিন খাটিয়া ৵০ আনা রোজগার করে তাহাদিগের নিকট চাঁদা আদায় করিয়া সংস্কৃত টোল স্থাপন করিবার তাৎপর্য্য কি? সংস্কৃত টোলের দ্বারা তাহাদের কি উপকার হইবে"? এ জিনিষ তাঁহাকে [illegible] দেখাইতে হইবে। [illegible] তিনি বুঝিবেন যে তাঁহাদের নিকট [illegible] হইতে হরিসভার টোল স্থাপিত হইয়াছে।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে সংবাদদাতা মহাশয় যদি সংবাদদাতা হইয়া দেশের সকল [illegible] উপর নির্ভর করিয়া লোকের [illegible] না করিয়া আবশ্যকীয় বিষয়েই [illegible] করেন।

জামালপুর } [illegible]
৩রা বৈশাখ ১২৯৬ } [illegible] গুপ্ত।

[illegible]

ভণ্ড [illegible]

মহাশয়। অনুকম্পা পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত [illegible] আপনার [illegible] পত্রিকার এক পার্শ্বে স্থানদান করিয়া মুদ্রিত করিবেন।

আজকাল প্রায়ই সংবাদপত্রিকা প্রভৃতিতে দেখিতে পাই যে অনেকেই সংবাদপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখিয়া ভদ্রলোকের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া বিজ্ঞাপনানুসারে টাকাকড়ি পাঠাইয়া প্রতারিত হইয়াছেন। সেই সকল বিষয়ে সকল অংশ [illegible] হইলেও তাঁহারা আর তাহার কিছুই ফল পান নাই। ইহাতেই বোধ হয় যে কতকগুলি লোকের ঐরূপ জুয়াচুরি করা একপ্রকার ব্যবসায় হইয়াছে। এরূপ করিলে লোকের মান সম্ভ্রম কত দিন থাকে? পরিশেষে তাহাদিগকে অপদস্থ হইতেও দেখা গিয়াছে। লেখাপড়া শিখিয়া যাঁহারা এরূপ হন। চাতুরি ও কৌশল প্রভৃতি নানা বিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাদিগের অর্থোন্নতির চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে তাঁহাদিগের উন্নতির পরিবর্ত্তে অবশ্যই অবনতি, অপযশ, অপমান বই আর কিছুই লাভ নাই।

এইত গেল টাকা দিয়া দ্রব্যাদি না পাইবার কথা। এক্ষণে জিনিস পাঠাইয়া টাকা না পাইবার ও কথাটী না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। জিনিস পাঠাইয়া টাকা না পাইবার বিষয় কদাচিৎ শুনা যায়, কিন্তু এক্ষণে তদ্বিষয়ে অন্যের কথা আর কি লিখিব আপনারই কথাটা সোমপ্রকাশের পাঠকবর্গের বিদিতার্থ লিখিতে বাধ্য হইলাম। মহাশয়! আমি "অদ্ভুত সমাজ রহস্য বনজ পাগলিনী নামক পুস্তকের প্রকাশক।" আমরা লিখিত

ভদ্রলোকের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া থাকি। ভদ্রলোক যে পুস্তক লইয়া তাহার মূল্য দিবেন না ইহা এ পথের অগোচর। সেই নিমিত্ত যে কোন ভদ্রলোককে পত্রিকা পাঠাইবা মাত্রেই তাঁহার পত্রের উপর নির্ভর করিয়া আমরা পুস্তক পাঠাইয়া থাকি। পুস্তক পড়িতে যিনি শিখিয়াছেন তিনি যে পুস্তক লইয়া মূল্য দিবেন না, ইহা আমাদের কখনই ধারণা ছিল না। কিন্তু ক্ষীরোদনাথ গিরি মহাশয় ভবিষ্যতে আমাদিগকে দিব্য জ্ঞান দিয়াছেন। তিনি উক্ত পুস্তক পাইবার জন্য আমাকে যে পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলেন তাহার অবিকল নকল সাধারণের গোচরার্থ নিম্নে লিখিত হইল। দেখুন কেমন ভদ্রতা!!!

"মহাশয়! সোমপ্রকাশ পাঠে অবগত হইলাম যে "বসন্তপাগলিনী নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পুস্তকখানি পাঠাইবেন। পশ্চাৎ মূল্য যে নিয়মে পাঠাইব তাহাও লিখিবেন। পুস্তকখানি শীঘ্র পাঠাইবেন মূল্যের কোন সন্দেহ করিবেন না।"

সন ১২৯১।৫ই আশ্বিন   শ্রীক্ষীরোদনাথ গিরি
জেলা মেদিনীপুর পোষ্ট দেভোগ।

উক্ত পত্রিকার মর্ম্ম অনুসারে আমি গত ৮ ই আশ্বিন মূল্য পাঠাইবার পত্রিকা সহ পুস্তক পাঠাই পুনরায় ১৮ ই আশ্বিন, ১৩ ই কার্ত্তিক দুই খান পত্র লেখা হয় কিন্তু অদ্য এই ৬।৭ মাসের মধ্যে তাঁহার আর কোন চিঠি পত্র বা মূল্য আমার হস্তগত না হওয়াতে গত ১৮ ই মার্চ্চ একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহাকে জানাইয়া প্রকাশ্য সংবাদ পত্রিকাতে গিরি মহাশয়ের ভদ্রতা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। পরিশেষে বক্তব্য এই যে অতঃপর আর কেহ যেন এইরূপ ভদ্রতায় মুগ্ধ হইয়া প্রতারিত না হন।

ইন্দ্রপুর	}	শ্রীসীতানাথ ভট্টাচার্য্য
নগবাহাট পোঃ	}	বসন্তপাগলিনী প্রকাশক।

—••—

মহাত্মন্! স্বর্গং গতস্যাস্মদগুরোঃ শ্রীমতো রামনারায়ণস্য বহুগুণসম্বিতা ভারতী প্রকাশিতা ভবদ্ভিঃ। তথাপি মন্দভাগ্যস্য সামান্য কবিতা রচনয়া যদি কিঞ্চিৎ ঋণ মোচনং স্যাদিতি বিভাব্য কিঞ্চিৎ লিখিতং ময়া। ভবতাং সাদরগ্রহণং যে সুখপ্রদং বাঞ্ছিতঞ্চানাবং মন্যে।

ক সোঽস্মাকং গুরুঃ শ্রীমান্ রামনারায়ণো দ্বিজঃ।
নাম প্রকীর্ত্তনেনাস্য পাপেভ্যো মুচ্যতে নরঃ॥ ১॥
আত্মবিদ্যাদানেন কৃতার্থ ভাবা
শ্চাত্রাস্তদীয়া গুণমুগ্ধমানবতি।
আগতা কর্ম্ম প্রসাদাত্তু যাচং
সেবার্থ মুক্তাং চিত্তকারিণীঞ্চ॥ ২
অতঃপরং কিমস্ত্যাশ্চর্য জগতি প্রথিতং যশঃ।
ভবতা সাধিতং যচ্চ পরত্রেহ চ শর্ম্মণে॥ ৩
সংস্কৃতি প্রথিতা যাচ পটুতাস্ত গরীয়সী।
অতো মহামতিঃ সর্ব্বৈঃ স্বয়ংকাচিত সংস্তুতঃ॥ ৪
যোহয়ং প্রতীয়তে যস্য স্বস্থাংশনৈবেদ্যমেব চ।
ক গতোঽসিদি দৃষ্টাস্ত আয়ত্তমূর্ত্তিমানিব॥ ৫
কালিদাসদ্বিতীয়েন রচিতং পুস্তকং বরং।
যথার্থ্যাশতকৈবং তথা দণ্ডাদবং কৃতা॥ ৬
কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকা রচিতা পুরা।
এতত্তে গৌরবং দৃষ্ট্বা লোকস্যানন্দবর্দ্ধতে॥ ৭
অধিকং কিং প্রবন্ধানি লেখনীতস্ত্বমন্যথা।
বাঙ্গপূরিত বেত্তাভাং দ্রষ্টুং কিঞ্চিৎপ্রকাশতে॥ ৮
অতঃপরতি পীযূষ কবিতা তে সদা প্রিয়া।
সেবায়ামত্তা বিবেচ্য মহামবৈঃ সহ॥ ৯
শীঘ্রতাং তৌ বিদিত যশসোমস্তেজসঃ কির্ত্তিসংহতা—
যাপারোং বৌ যদয়কমলে পুত্ৰনানাকরাদি।
ব্যাপ্তা ব্যাপ্তা চিরমভিমতং বাপ্যতাং যোরকালঃ
বংশাবলীং ইথমবিমলং তস্য মন্যাস্তি কীর্ত্তিঃ॥ ১০
কুলনাথ নাম্নঃ কস্যচিৎ
ছাত্রস্য।

সোমপ্রকাশ

১৪ ই বৈশাখ সোমবার।

হইদ্রাবাদের নিজাম প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহার রাজ্যে কেবল উপযুক্ত দেশীয় ব্যক্তিগণই সরকারী কার্য্য পাইবেন। দেশের উপযুক্ত লোক থাকিতে বিদেশী ব্যক্তি কখনই গৃহীত হইবেন না। নিজাম ইতিপূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান প্রজাগণকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। তিনি যে সুন্দর নিয়মনীতি অবলম্বন করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছেন তাহাতে হাইদ্রাবাদের প্রজাবর্গ সকলেই সন্তুষ্ট। এই নূতন আদেশে তিনি ভারতবাসী মাত্রেরই আদরণীয় হইয়াছেন। নিজাম আকবরের শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। আকবরের ন্যায় তিনি লোকসমাজে যশস্বীও হইতে পারিবেন।

—••—

বর্দ্ধমান রাজবাটীতে আবার একি কাণ্ড শুনা যায়? আমাদের স্বযোগ্য সহযোগী ষ্টেটসম্যান বলেন বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে ৪ লক্ষ টাকা চুরি গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজপরিবারবর্গের কিঞ্চিৎ জহরতনির্ম্মিত অলঙ্কারও পাওয়া যাইতেছে না। যেসকল হিসাব পুস্তকে ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত টাকার হিসাব থাকিত তাহাও মিলে নাই। এ সব সন্ধানে চোর কে? ষ্টেটসম্যান বলিতেছেন—কোর্ট অব ওয়ার্ডস—রক্ষক নামধারী ভক্ষক, আর তাঁহাদের নিযুক্ত একজন বর্দ্ধমান রাজের ম্যানেজার মিঃ মিলার। যখন ছোটলাট টমসন বর্দ্ধমানের মৃত মহারাজকে খেলাত দিয়া সিংহাসনে বসাইতে যান তখন এই টাকাটা আত্মসাৎ করা হইয়াছে। উল্লিখিত হিসাব পুস্তকগুলি কালেক্টারিতে তলব হওয়ায় তাহাদের স্থানে কতকগুলি জাল করা পুস্তক দাখিল করা হইয়াছে। কালেক্টার সাহেব তাহাদিগকে জাল বলিয়া স্পষ্টই প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ এ জালের জন্য জালকারীর অনুসন্ধান হইল না। পুস্তকগুলি বাতিল করা হইল না, আসল পুস্তক দাখিল করিবার জন্য হুকুমও হইল না। এইসকল দেখিয়া সহযোগীর বিশ্বাস যে এই অপহরণ কার্য্য কোর্টঅব ওয়ার্ডের হস্তে আছে। আমরাও এইরূপ গাজা খুরা অনেকদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। ঘটনাটি যদি সত্য হয় তবে আর উমদন রাজ্যে বালক ও বিধবার সম্পত্তি রক্ষা পাওয়া ভার হইয়া পড়িল। দেশের লোকের এ বিষয়ে একটু বিশেষ মনোযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যদি ছোটলাটের নিকট কোন প্রতীকার না পাওয়া যায় তবে বড়লাটের নিকট যাওয়া উচিত। গিয়াই বা আর কি হইবে? আমাদের ছোটটীও যেমন বড়টীও তেমনি। আবার ফিরিঙ্গী আথ-রঞ্জিনী সভা ও সিভিলিয়ান সম্প্রদায় পাবনে চথে দুই একবার আবদার করিলেই হয়ত কালেক্টার সাহেব ও মিলের সকলেই অব্যাহতি পাইবেন, চুরীর আর অনুসন্ধান হইবে না—বর্দ্ধমানরাজের এতটা সম্পত্তি নিরাপদে লুপ্ত হইয়া যাইবে। আবার শুনিতে পাই ম্যানেজার মিলেস সাহেব নাকি এইসকল কথা প্রচারের জন্য মানহানীর দাবীতে ষ্টেটসম্যান সম্পাদকের বিরুদ্ধে নালিস করিয়াছেন। যদিও আমরা সহযোগীকে বিপদগ্রস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি না তথাপি আমাদের বোধ হয় বিলাসের মকদ্দমায় কোর্টঅবওয়ার্ডের অনেক গুণের কথা প্রকাশ পাইবে, বর্দ্ধমানরাজ্যের এই ঘটনাটির যাথার্থ্য নির্দ্দিষ্ট হইবে, সত্যবাদী সংবাদদাতা ষ্টেটসম্যানও সসম্মানে কাটিয়া উঠিবেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সহযোগী কাহারও সাহায্যার্থী নহেন, কিন্তু আবশ্যক হইলে দেশের লোকের সকলেরই তাঁহাকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। জাতীয় ধনভাণ্ডার সহ-

তবে আমি বলিতে চাই যে কমিটির উদ্দেশ্য কেবল যিনি এই অনুচিত কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাকে বাহির করা—যিনি এই সূত্রের বর্ত্তমানে ঐ সমস্ত সংবাদ রাখিয়াছেন, যাহা মিথ্যা বলিয়া তিনি অবগত আছেন এবং ঐ সমস্ত ডিস্প্যাচ বাস্তবিক জাল ভিন্ন কিছুই নহে—কেননা যদি কেহ যোগ বিয়োগ করিয়া মুদ্রা, নোট বা দলিলের এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন করেন যাহাতে আসল বা প্রকৃতার্থের বিপরীতার্থ বুঝায়, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি এরূপ কার্য্যের নিমিত্ত দোষী সাব্যস্ত হয়েন,—এবং ইহাও স্থির নিশ্চয় যে আমরা যে ডিসপ্যাচ সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেছি তাহাও কোন ব্যক্তি দ্বারা বিকৃত করা হইয়াছে। আমি বলি ইহা এই বৈঠকের এবং সভ্যতার বিরুদ্ধে অতীব ঘৃণিত অপরাধ করা হইয়াছে।

একণে কি মাননীয় লর্ড কিছু সরল হইবেন? তিনি বিবেচনা করেন না যে ইহা অন্যায় হইয়াছে তিনি বলেন ইহা অযৌক্তিক নহে—ইহা অসাবধান—সার আলেকজাণ্ডার ডার্ফের মতামত কোন কাজেরই নহে।—আচ্ছা, ইহা স্বীকার করিয়া লইলাম।—যদি তাহা কোন কাজেরই নহে তবে কি মাননীয় লর্ড আমাদিগকে সরলভাবে বলিবেন যে কে একার্য্য করিয়াছিলেন?—কয়েক বৎসর গত হইল যখন লর্ড ব্রাউটন অফিসিয়াল সেলারি কমিটির সম্মুখে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন, মাননীয় লর্ড ইহা অবশ্যই অবগত আছেন যে, তিনি, বলিয়াছিলেন যে কনট্রোল বোর্ডের সভাপতি স্বরূপ তিনি আফগান যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব আপন শিরে লইয়াছিলেন। মাননীয় লর্ড এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থানীয়, তখন তাঁহার বোর্ডের একজন মেম্বর ছিলেন এবং লণ্ডন মহানগরের মেম্বর মহামান্য লর্ডও তাহাই ছিলেন, আমি এইরূপ বিশ্বাস করি, কিন্তু যে মাননীয় লর্ড এইক্ষণে গবর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থানীয় তিনিই আবার বিদেশীয় বিষয়ের সেক্রেটারী ছিলেন। সুতরাং ইহা বিবেচনা করা অযৌক্তিক নহে যে এ প্রশ্ন প্রধান মন্ত্রী মাননীয় লর্ড এবং লর্ড ব্রাউটন যিনি ইতিপূর্ব্বে এই বৈঠকের একজন মেম্বর ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যেই স্থিত আছে।

ক্রমশঃ—

সংবাদদাতার পত্র।

রামপুর হাট।

নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এবং কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করায় আপনার পাঠকবর্গকে অনেকদিন এ প্রদেশের কোন সংবাদ দিতে পারি নাই। ভরসা করি তাঁহারা এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এখানকার ব্রাহ্মসমাজের চৈত্রোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য কতিপয় মহাত্মা কলিকাতা হইতে আগমন পূর্ব্বক বক্তৃতা করিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করিয়াছিলেন। এ অঞ্চলে অদ্যাপি বিসূচিকা হয় নাই, গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় গত বৎসরের ন্যায় রোগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই। এখানকার স্কুলটী উচ্চশ্রেণীতে পরিণত হইবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্টও মাসিক ৬০ টাকা সাহায্য দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, কিন্তু জানি না কিজন্য, এখনও নূতন স্কুল খুলিল না। সংবাদ শুনিয়া আসিতেছিলাম যে ১লা এপ্রেল হইতে নূতন স্কুল খুলিবে, গৃহাদির সংস্কারও সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু আজ ১৮ ই এপ্রেল অথচ সমুদয় নীরব। শুনিতেছি গ্রীষ্মাবকাশের বেতনটী লাভ করিবার জন্য অপেক্ষা করা হইতেছে। সত্য হইলে বড় দুঃখের বিষয়। নূতন স্কুল, যদি পুরা এক বৎসর পড়া না হয় তাহা হইলে ফল কখনই ভাল হইবে না। ফল ভাল না হইলে স্কুলের স্থায়িত্ব বিষয়েও সন্দেহ। বিশেষতঃ প্রথম হইতেই লোকে অর্থ কৃপণতা প্রদর্শন করিলে অমঙ্গলের সম্ভাবনা। ভরসা করি সুযোগ্য ও বিদ্যোৎসাহী সম্পাদক যদু বাবু বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিবেন।

অগ্নিভয় এ অঞ্চলে সাময়িক হইয়া উঠিয়াছে। এমন দিন নাই যে কোন না কোন স্থানে ১০।২০ খান ঘর না পুড়িতেছে। নিজ রামপুর হাট ও সন্নিকট গ্রাম সমূহে প্রতিবৎসরই এইরূপ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া থাকে। নিকটস্থ মাড়গ্রামে দুই মাসের মধ্যে ৯।১০ দিন অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ঝুজাপাড়া দেখুরা সাহাপুর, কবির চন্দ্রপুর, প্রভৃতি গ্রামে কত গৃহস্থ যে নিরাশ্রয় হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এই অগ্নিদাহ যে গৃহস্থের অসাবধানতা কিম্বা দৈবাধীনে ঘটিয়া থাকে তাহা বলিবার কোন কারণ নাই, কারণ অগ্নি প্রায়ই নিশীথ রাত্রিতে বাটীর বহির্দেশ হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে, কিন্তু সদরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং আমাদের পুলিশ ইহার খোজ রাখেন না, অথচ বাৎসরিক রিপোর্টে নির্ভয়ে লেখা হইবে—"সবডিবিজন এবার বড় সুখে ছিল। কোনরূপ অন্যায় কিম্বা অনর্থপাত উপস্থিত হয় নাই, আমরা গ্রামে গ্রামে স্বয়ং ভ্রমণপূর্ব্বক প্রজাগণের অবস্থা স্বচক্ষে পর্য্যালোচনা করিয়াছি।" কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন সকলেই জানেন যে মফস্বল ভ্রমণের অর্থ—সাঁওতাল সঙ্গ করিয়া বনে বনে মৃগয়া করা। মধ্যে একবার বনে বাঘ আসিয়াছে শুনিয়া গবর্ণমেণ্টের টাকায় বাঘ তাড়াইবার জন্য স্থানে স্থানে আতসবাজী পোঁতান হইয়াছিল, কিন্তু বাঘ তাহারো বুদ্ধিমান, আতসবাজীতে ডরাইবে কেন? গোলগুলি ও বন্দুক লইয়াই লোকে বাঘ শিকার করিয়া থাকে, আতসবাজীতে বাঘ তাড়ান রামপুর হাটের নূতন তামাসা শুনিতে পাওয়া যায়। একটী ক্ষুদ্র বাঘের গর্জ্জন শুনিয়া আমাদের বীর পুরুষ হস্ত হইতে একদিন বন্দুক খসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু বাঘের তাহাতেও ভয় পায় নাই, তাঁহার চির প্রিয় সাঁওতাল সাথীগণকে লইয়া বন্য জন্তুর খোজ বাহির করিয়াছিলেন। হঠাৎ আমাদের প্রজাদের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক আমলাদের রাম রাজত্ব। উপরে মুরব্বী থাকিলে গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহাদের সাত খুন মাপ। মধ্যে একবার জনরব শুনা গিয়াছিল সাহেব বাহাদুর শীঘ্র বদলী হইবেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহা রহিত হইয়া গেল।

বসোয়া বিষ্ণুপুর এ অঞ্চলের একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এখানে সে দিবস হঠাৎ অগ্নি লাগিয়া প্রায় ৮।৯ হাজার টাকার দ্রব্যাদি ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। এ রোগের কি কোন ঔষধ নাই?

—●●—

এলাহাবাদ।

গত সপ্তাহে এলাহাবাদে বড় ধুম গিয়াছে। গত ৭ই এপ্রেল অপরাহ্নে রাজ প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ডফরিণ সাহেব এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এখানকার বড় বড় লোক ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। পরদিন অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় এখানকার মেওর কালেজ খুলিবার এবং মিওর সাহেবের প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিবার জন্য তথায় গিয়াছিলেন। উক্ত কলেজে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। যথাসময়ে কলেজ কমিটির সভাপতি মাননীয় জজ ষ্ট্রেট সাহেব মিওর কলেজের বিবরণ পাঠ করিলেন। এতদঞ্চলের একজন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার উইলিয়ম মিওর সাহেবের যত্নে এই কালেজটী সংস্থাপিত হয়। তিনি যখন এখানে একটী প্রথম দরবার করেন, সেই সময়ে এ প্রদেশে উচ্চ শিক্ষার অত্যন্ত অভাবের কথা ব্যক্ত করেন। এবং যাহাতে এ অভাব মোচন হয় তাহার যত্ন করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই বাক্যে সকলে প্রোৎসাহিত হইয়া চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য ১৮৬৯ অব্দ

এখানে একটী কমিটী স্থাপিত করেন। অল্প সময়ের মধ্যে দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইল। তন্মধ্যে বিজনগ্রামের মহারাজাই একেবারে এক লক্ষ টাকা প্রদান করিলেন। তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কলেজের চূড়ায় তাঁহার নাম লেখা রহিয়াছে। যদিও কালেজ গৃহ সে দিবস খোলা হইল বটে কিন্তু ইহার কার্য্য ১৮৭৮ সালের জুলাই মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই সময়ে ছাত্রদের সংখ্যা ১৩ জন ছিল। গত বৎসরের শেষে সর্ব্বশুদ্ধ ১২৭ জন ছাত্র হইয়াছে। এই ৫।৬ বৎসরের মধ্যে ৮০ জন ছাত্র বি, এ ও আর্টসের এবং ৬৭ জন এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই কালেজের ছাত্রেরা দুইবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণ এবং রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছিল। গত বৎসরে একজন গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পাইয়া অধ্যয়নার্থ বিলাত গিয়াছে। উক্ত কালেজের অধ্যক্ষ হ্যারিসন সাহেবের মৃত্যুতে শোকস্থলে এবং কালেজের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। গত ১৮৮৩ অব্দের ডিসেম্বর মাসে লর্ড নর্থব্রুক এই কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন আর সেদিন লর্ড ডফরিণ সাহেব মিওর কালেজ খুলিলেন এবং সার উইলিয়ম মিওর সাহেবের প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মুক্ত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে এ প্রদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনান্ট গবর্ণর সার আলফ্রেড লায়েল সাহেব সার উইলিয়ম মিওর এবং বিজনগ্রামের মহারাজার প্রতিনিধি এই তিন জনে কলেজের শেষ কার্য্যের সময় উপস্থিত ছিলেন বলিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান মনে করিলেন। এখানকার কলেজ কমিটির ইচ্ছা এলাহাবাদে একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এবিষয়ের জন্য বড়লাটকেও মনোযোগ করিতে অনুরোধ করা হইল। সেদিন লর্ডডফরিণ সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছেন যে আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে তাহাদের জন্য যে কি করা হইবে তাহাই গবর্ণমেণ্টের ভাবনার বিষয় হইয়াছে। তিনি সে দিবস কাশীতে গিয়াছিলেন সেখানকার কলেজের এক জন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তাহার অধ্যয়ন শেষ হইলে কোন পথ অবলম্বন করিবে। ছাত্রটী তাহার উত্তরে বলিয়াছিল, গবর্ণমেণ্টের নিকট চাকরী করিব। কি সর্ব্বনাশের কথা!! বড়লাট যাহাই ভয় করিয়াছিলেন ছাত্রটী তাহাই বলিয়াছে। এখন বড়লাট মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের ধুয়া ধরিয়াছেন লেখাপড়া শিখিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট চাকরী পাইবে না তোমাদের আপন আপন পথ দেখিতে হইবে। এক একাদতী স্বাধীন বৃত্তি আছে, কিন্তু যেখানে "ন স্থানং তিল ধারয়েৎ" একথাও বলিয়াছেন, তবে গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের কথায় সায় দিয়া বলিয়াছেন —there are a great number of other careers which in Europe are thought eminently worthy to be followed by gentlemen of birth and breeding, but which can scarcely be said to exist in India, principally for the reason that they require a previous technical education for their successful and remunerative pursuit. "

এখন হইতে ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিবেন দেখা যাউক পরিণাম কি হয়। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সময় মত বিবেচনা করিয়া বলিবেন বলিয়াছেন। লর্ড ডফরিণ সাহেব তাহার পরদিন মধ্যাহ্নে এস্থান ত্যাগ করিয়া কাণপুরে গিয়াছেন। তাঁহার ভারতবর্ষে অবস্থান কালীন মিওর কলেজের জন্য স্বর্ণ একটী পদক প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

আজকাল মান্যবর জজ ষ্ট্রেট সাহেব এখানকার হাইকোর্টের প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি রূপে কাজ করিতেছেন। আর এই সময়ের জন্য শ্রীযুক্ত মামুদ সাহেব এখানকার একজন ডি পিউটি জজ হইলেন। তিনি গত সোমবার হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহার মধ্যে এখানে বেশ গরম পড়িয়াছে। লুও চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এই কয়েক মাস এখানে বড় কষ্টদায়ক।

থাছে তাহা এক একটী করিয়া বিক্রয় করা যায় না। উক্ত সন্ন্যাসী আবেদন অতি অল্পই এ পর্য্যন্ত কৰ্তিৰিব জন্য কিছু ব্যয় করিয়া লইবেন।

—০—

—০—

—০০—

সোমপ্রকাশ

৩০ শ ভাগ। ... ২৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মফস্বল ... ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০

১২৯৩ সাল। ২১ এ বৈশাখ। ইং ১৮৮৬। ৩ রা মে।

৭ রিপনমেল। ৩১ এ বৈশাখ।

অসমর্থ ... অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ... ৬॥০ টাকা।

সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। কলেরার বাক্স ১২ শিশির তাং রুবিনীর কর্পূরের আরক ও পুস্তক সহ মায় প্যাকিং ৫৲ গার্হস্থ চিকিৎসার, পুস্তক সহ ৩০ শিশির বাক্স মায় প্যাকিং ১২৲।

হোমিওপ্যাথিক প্রচারক এবং ডিজি ও উর্দ্দু গাইড প্রণেতা এবং ভূতপূর্ব্ব ইণ্ডিয়ান হোমিও-প্যাথিক স্কুলের শিক্ষক সুযোগ্য ডাং বিপিন-বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকেন। মফঃস্বলস্থ রোগীদিগের সুবিধার্থে রোগ নির্ণয়ের এক নির্দিষ্ট তালিকা আছে। অর্দ্ধ আনা ষ্টাম্পসহ পত্র লিখিলে তালিকা পাঠান যায়। সেই তালিকা পূরণ করিয়া তৎসহিত ১।০ পোষ্টে পাঠাইলে বহু সহকারে ব্যবস্থা ও ঔষধ পাঠান যায়। আমাদিগের ক্রেতাগণকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ঔষধের মূল্য ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।০ আনা ৩০ পর্য্যন্ত ।৴০ উচ্চক্রম বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। দাতব্য চিকিৎসক ও ডাক্তার-গণের পক্ষে মূল্যের বিশেষ তারতম্য আছে।

সপেটা সাহেবের পেপসিন পারলস্।

সপেটা সাহেবের প্রত্যেক বটিকাতে ৪ গ্রেণ করিয়া পেপসিন আছে। যে পরিমাণে অম্লযুক্ত আহার করা যায় তাহার ১৫০ গুণ পরিপাক শক্তি ইহা প্রদান করে। এই ঔষধ সেবন করিলে পাক স্থলে জ্বালা অরুচি, উদরাধ্মান, বমনেচ্ছা বা নিদ্রা-কর্ষণ নমুকে রক্তসঞ্চার, বায়ু বৃদ্ধি পাকস্থলির অম্ল-রস বমন, শিরঃপীড়া এবং অসম্পূর্ণ পাকক্রিয়া ঘটিত যে সমস্ত পীড়া উৎপন্ন হয় তাহা এক মাত্রা ঔষধ সেবনে প্রশমিত হয়।

সপেটা সাহেবের মোরল

এই ঔষধ কডলিভার তৈলের সার হইতে প্রস্তুত। ইহার একটী একটী বটিকা ২৫ গুণ কডলিভার তৈলের সমান। ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে, বহুদিনের কাসী, রাত্রে ঘর্ম, বুকে ব্যথা, গলায় ব্যথা, ক্ষয় কাশ প্রভৃতি পীড়ায় কডলিভার অপেক্ষা বিশেষ উপকারি। কডলিবার অয়েল সংক্রান্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ইহাতে কোন কষ্ট নাই। দুর্ব্বল শিশুদের ক্ষুধামান্দ্য হইলে এবং অপুষ্ট, সর্ব্বদা স্বল্প রোগাক্রান্ত ও গলা কোমল, ও যাহার সর্ব্বদা সর্দ্দির ধাত ও সুমায় বা তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইলে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

পেলটিয়ার সাহেবের কুইনাইন বটিকা।

ইহাতে ২ গ্রেণ করিয়া শুদ্ধ কুইনাইন আছে, এই বটিকা অতি মন্ত্র সহজেই পাক হয়। ইহা সেবনে জ্বর, সবিরাম জ্বর, পালাজ্বর এবং সর্ব্ব-প্রকার জ্বর ম্যালেরিয়া যাবতীয় জ্বর প্রভৃতি আরোগ্য হয়। প্রত্যেক বটিকার উপর পেলিটিয়ার নাম দেখিয়া লইবেন।

জুলিয়ানকর্ট—

ইহা ফ্রান্স দেশের একপ্রকার ফল হইতে প্রস্তুত। ইহা জলমুদের মত মিষ্ট ইহা সেবনে কোন প্রকার কষ্ট হয় না। কোষ্ঠ বদ্ধ, শিরঃপীড়া, আমাশা, অন্ত্রের ব্যথা, যকৃতের পীড়া, অজীর্ণ, রক্তস্রাব, গাত্রে দাদ চুলকনা প্রভৃতি হইলে এবং পিত্তাধিক্য মূর্চ্ছা এবং বালকদিগের তড়কা প্রভৃতিতে এই জোলাপ বিশেষ উপকারি।

মেডি সাহেবের চন্দন বটিকা।

এই বটিকাতে ৫ ফোটা করিয়া শুদ্ধ চন্দনের তৈল আছে, ইহা সেবনে ৪৮ঘণ্টার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার স্রাব নিবারণ হয়। কোপেবা বা কিউবেবের মত অনিষ্টকারি নহে।—মেহ বা অন্য যে কোন প্রকার ধাতুর পীড়া হইলে এই বটিকা ব্যবহারে সত্বর আরোগ্য হয়।

রিমস—ক্যামেলা অল ক্যাপাম।

ক্যামেলা পমাটার হিতকারক ইহা ব্যবহার করিলে চর্ম্মের চিক্কণতা বৃদ্ধি করে এবং খাদ্যকে সমস্ত মুক্ত করে। এই সমস্ত ঔষধ ভারতবর্ষের প্রায় সকল ঔষধালয়ে পাও য়া যায়।

"ধাতুদৌর্ব্বল্যের প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত

সুধাবিন্দু সুধাবিন্দু।"

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ জননে-ন্দ্রিয়ের শৈথিল্য, শুক্রমেহ, অল্প উত্তেজনায় শুক্রপাত ও অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় এবং তজ্জনিত শিরঃপীড়া, শারীরিক দুর্ব্বলতা, স্মরণশক্তিহীনতা, মানসিক বিষণ্ণতা, হাত পা জ্বালা ও শুক্রের তারল্য প্রভৃতি এক মাস মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া শুক্র অত্যন্ত গাঢ় ও ধারণাশক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি ইহা সেবনে সাধনার সমস্ত উপকার হর্ষে। ইহা যে সর্ব্ব-প্রকার ধাতুর পীড়ার একমাত্র মহৌষধ তাহার অনেক প্রশংসাপত্র রহিয়াছে এবং এই ঔষধে আরোগ্য হইয়া অনেকে পুরস্কার দিয়াছেন। এক মাসের ঔষধ এক শিশি ২ টাকা ডাক মাশুল ।৵ আনা।

দাদের মহৌষধ।

"ক্ষত ও চর্ম্মরোগের মহোপকারী।"

এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই, অথচ যে প্রকারের দাদ হউক না কেন ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। দাদ, কোস্কাদ, বিখাউজ, দুষ্ট-ক্ষত, চুলি (কোষ) পায়ার ঘা, খোস, পাঁচড়া গরমীর ঘা ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষত রোগ তিন দিবসের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা ক্ষত ও চর্ম্ম রোগের যথার্থ মহৌষধ। এই ঔষধে পারা নাই ইহা সার্জ্জন মেজর কর্ত্তৃক পরীক্ষিত। দৃঢ়-তার সহিত বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই নিরাশ হইবেন না। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা, তিন কৌটা ১।০ আনা, ছয় কৌটা ২।০ ডজন ৪।০ টাকা।

শ্রীশরৎকুমার চক্রবর্ত্তী।
ডাক্তার পাবনা।

প্রেরিতপত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত শনিবার রাত্রিতে মুঙ্গেরে সতী নাটক ও বিবাহ বিভ্রাট অভিনয় হইল গিয়াছে। মুঙ্গের অপেক্ষা স্বল্প সংখ্যা ইহার অভিনেতা। অভিনয় কার্য্য অতি সুন্দর হইয়াছিল এবং নাটকের দৃশ্যাংশগুলিও অতি রমনীয় হইয়াছিল। সতী নাটক অতি উত্তম গ্রন্থ, ইহাতে ন্যায় ও নীতি, পতিপ্রেম ও পিতৃভক্তি অপত্য স্নেহ ও মাতৃভক্তি এবং সতীর আদর্শ চরিত্র ও সংসারী ব্যক্তির মনোভাবের চিত্র অতি উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত আছে। অভিনেতৃগণও এই চিত্র সুন্দর-রূপে অভিনয় করিয়া সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। নারদ, শান্তিরাম, সতী ও দক্ষ সতী-নাট-কের প্রধান ব্যক্তি। এই কয়েকজনের অংশই বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। অভিনেতৃগণ এবার এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি নির্ব্বা-চন করিয়া সাধারণের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। যে অভিনয় দর্শনে লোকের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতির প্রতি আস্থা হয় তাহাই জনসমাজে

জানি না। যাহা হউক হরিবাবুর অনুমান সত্য হইলে গোবিন্দপুর পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপুরের প্রধান শিক্ষককেই আহ্বান করা হইত। বিশেষতঃ শিক্ষকগণের বয়োধিক্যানুসারে আহ্বান হইয়া থাকিলে তাজনহাট এবং কুড়ুলগাছীর শিক্ষকগণের আহ্বান হইত না। কেন না তাঁহাদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত মহাশয় কেবল দুই বৎসর এবং শেষোক্ত মহাশয় এক বৎসর মাত্র শিক্ষা বিভাগে কর্ম করিতেছেন। অতএব ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর ও কাদিহাটী পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দপুরকে আহ্বান করায় গোবিন্দপুর হইতে অধিক সংখ্যক বালক বৃত্তিপ্রাপ্ত হওয়ায় আর তাজনহাট এবং কুড়ুলগাছীর শিক্ষক মহাশয়গণ তাদৃশ বহুদর্শী না হইলেও পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনী সভায় আহূত হওয়ায় উক্ত আহ্বান যে শিক্ষকের বহুদর্শিতানুসারী না হইয়া বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্টতানুযায়ী হইয়াছিল তাহা সিদ্ধান্ত করা কোন মতে অসঙ্গত নহে। তবে হরি বাবু যে কেবল এক কুলিয়ার বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে এরূপ মনে করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। হয়ত উক্ত বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক অন্য কোন উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি স্থানান্তরিত হইয়াছেন অথবা উক্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল তাদৃশ উত্তম না হইলেও ইন্সপেক্টারগণের পরিদর্শন কালের পরীক্ষিত ফল আবহমান উৎকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহারা উক্ত বিদ্যালয়ের অনুকূলে রিপোর্ট লিখিয়া থাকিবেন। কুলিয়া পরিত্যাগ করিয়া এরূপ স্বভাব গ্রহণ করায় আন্তরিক সংকীর্ণতা প্রকাশ পায় না। আর যদি উক্ত আহ্বান শিক্ষকগণের বহুদর্শিতানুসারেই হইয়া থাকে। তাহা হইলে বিবেচনা করা উচিত বহুদর্শী প্রধান শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানাধীন বিদ্যালয় সকলই উৎকৃষ্ট হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। উপস্থিত প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়ায় হরি বাবুর অন্যান্য অসঙ্গত আপত্তির খণ্ডন করা হইল না। সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এটী প্রকাশ করিলে আগামী বারে সেই সকল আপত্তিদের অসঙ্গতি প্রতিপন্ন করিব।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মৈত্র
মালদহ।

আমাদের বোধ হয় কেবল যে বিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকগণকে পুস্তক নির্ব্বাচনী সভায় নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিক্ষক সাধারণের মত গ্রহণ করাও সভার উদ্দেশ্য ছিল। কেবল এই প্রস্তাব লইয়া বিবাদ করিবার আর কোন আবশ্যকতা নাই। সোঃ সঃ

সোমপ্রকাশ।

২১এ বৈশাখ সোমবার

এল্ফিন আরনল্ড বিলাতে যাইবার সময় বলিয়া গেল ভারতে আর দুইটী নীতির শাসন চলিবে না ইহাই আমার বিশ্বাস। ভারতকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি বলিয়া আমার এ বিশ্বাসের কারণ হইতে পারে। ভারতের দিকে আমার মন পড়িয়া রহিল — ভারতবাসীর শান্তভাব উদার চরিত্র, সরলতা, প্রেম, আধ্যাত্মিকত্ব কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা আন্তরিক রাজভক্তি এবং অন্তরের গভীরতাই আমার শিক্ষাগুরু।

—⁂—

এমন গুণগ্রাহী সার্ব্বজনীন বন্ধু আর আমরা কোথায় পাইব। এল্ফিন আরনল্ড দুই বৎসর পূর্ব্বে পুনা কালেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি "ডেলি টেলিগ্রাফ" নামে একখানি সংবাদ পত্র বাহির করেন। বিলাতে আরনল্ড এদেশীয় ছাত্র ও রাজনৈতিক শিক্ষার্থিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। এখন হইতেই ভারতবাসীর উপর তাহার স্নেহ বৃদ্ধি। আরনল্ডের ন্যায় যথার্থ খাঁটী সাধু পুরুষ যদি ভারতীয় রাজনৈতিক জগতে স্থান লাভ করিতে পান তবেই ভারতের মঙ্গল। একদেশদর্শী ইংলিসম্যান ও পাইওনিয়ারের ন্যায় ভারত গবর্ণমেণ্টের নেতা হইলে কখনই গবর্ণমেণ্ট প্রজার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিবেন না। এল্ফিন আরনল্ডের পার্শ্বে আমরা আর একজন ইংরাজ বন্ধুকে রাখিতে পারি। ইনি ষ্টেটসম্যান সম্পাদক সংসাহসী নির্ভীক অবসরপ্রাপ্ত নাইট সাহেব। ইংলিসম্যান ও পাইওনিয়ার যেমন তোষামোদকারীর ন্যায় গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক কার্য্যের ভালমন্দ সমর্থন করিয়া থাকেন, ষ্টেটসম্যান তেমনি স্বদেশীয়ের সুখ্যাতি ও অখ্যাতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া যাহা সত্য ন্যায়ানুগত ও যুক্তি যুক্ত গবর্ণমেণ্টের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া সেইগুলিই নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বিরুদ্ধ মতাবলম্বী স্বজন আত্মীয় বন্ধুর বিরাগভাজন করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া ষ্টেটসম্যান যে ভাবে ভারতের দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, ভারতের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বারবার স্বাধীনভাবে উপদেশ দিয়া স্বদেশীয়ের বিরাগভাজন সহ্য করিয়া থাকেন, এরূপ কয় উদারতা? স্বদেশীয়ের স্নেহ মমতা মায়া দাক্ষিণ্য ও আত্মীয়তাকে বলিদান দিয়া যিনি ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করেন, কি সাধারণ স্বার্থ ত্যাগ? কর্ত্তব্যপরায়ণ এল্ফিন আরনল্ড ও মহাত্মা নাইটের পবিত্র মূর্ত্তি চিরদিনই কৃতজ্ঞ ভারতবাসীর অন্তরে দেদীপ্যমান থাকিবে।

—⁂—

দিলিপ সিংহ বোম্বাই আসিবার পথে এডেনে ধরিয়া গেলেন। আপনার তাঁহাকে ছাড়িবা বোম্বাই আসিল। কারণটা কি কেহই এখনও জানিতে পারিতেছেন না। দিলিপ কি জন্য এবং কেন যে তাঁহাদের সহিত যাত্রী আসিতেছেন না যে পথিমধ্যে স্থানে স্থানে অবতরণ করিয়া দেশভ্রমণ করিয়া আসিবেন। এডেনের রিজেণ্টের সহিত পূর্ব্বে তাঁহার এমন কোন পরিচয় ছিল না যে তিনি সমুদ্রের তীরে জাহাজ হইতে নামিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইবেন, দেখা করিতে গেলেও জাহাজ চলিয়া আসিবে কেন? তাহারই বা সেখানে এত বিলম্ব হইবে কেন? তিনি কবে কোন জাহাজে এডেন হইতে রওনা হইবেন তাহাই বা স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে না কেন? — আমাদের বিলক্ষণ অনুমান হয় কুচক্রী ভবলিন ইহার ভিতর কুরপাক খেলিতেছেন। দিলিপের যে শেষ পত্রখানি আমরা প্রকাশ করিলাম সহযোগী এ প্রত্যেকেই প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই বোধ হয় দুত বড়কে আর একটী কিছু উদয় হইয়াছে। এডেন দিলিপকে পঞ্জাবে আসিতে দেওয়া হইল না পঞ্জাবে আসিতে দিলে যে কাহারও কোন অসন্তোষের কারণ থাকিত না, দিলিপ তাঁহার ন্যায়সঙ্গত দাবী গুলির জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিরক্ত না করিলেও না করিতে পারিতেন। তাঁহার ইংরাজভক্ত শিখ প্রজা যে অত্যাচারিত রাজাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজকে যে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত একথা বিবেচনাও ডফরিণের ঘটে ঘটিল না। সংকীর্ণ ও সন্দিগ্ধচিত্ত গবর্ণমেণ্ট দিলিপের পঞ্জাবে আসা নিবারণ করিলেন — তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া লর্ড ডফরিণ হতভাগ্য দিলিপের জন্য আবার কত কি নূতন যন্ত্রণা গড়িতেছেন। আমাদের কোন সহযোগী একবার ডেলহাউসের সহিত ডফরিণকে সমতুলনা করিতে গিয়াছিলেন। একজনের হস্তে দিলিপের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল আর একজনের হস্তে বুঝি তাঁহার সর্ব্বনাশ হয়। পাঠক কি বিবেচনা করেন — এডেন কি সেণ্ট হেলেনা?

নিলেট কমিটী লইয়া বিলাতে খুব আন্দোলন উঠিয়াছে। আমাদের বিলাতের বন্ধুগণ বলিতে—

হেন এরূপ গুরুতর বিষয় লইয়া ভারতবর্ষে যতদূর আন্দোলন হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না। বাস্তবিকই আমরা পাঁচ দিক রক্ষা করিতে গিয়া সিলেক্ট কমিটী লইয়া আশানুরূপ আন্দোলন করিতে পারিতেছি না। ইণ্ডিয়ান টেলিগ্রাফিক ইউনিয়ন ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং আর দুই একটী সভা ব্যতীত কেহই সিলেক্ট কমিটী সম্বন্ধে ভারতবর্ষের অভিপ্রায় বিলাতে জ্ঞাপন করেন নাই। অল্পসংখ্যক ভারতবাসী আমাদের অভাব জানাইবার জন্য বিলাতে গিয়াছেন, তাঁহাদের চেষ্টাতেই বা কি হইবে? আমরা বলি সমগ্র দেশটা এই বিষয় লইয়া একবার আন্দোলন করুন, শুনিয়াছিলাম সিলেক্ট কমিটী আপাততঃ স্থগিত হইবে, আবার শুনা যাইতেছে এক মাসের মধ্যে পার্লিয়ামেণ্ট আইরিস প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া ভারতের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। পার্লিয়ামেণ্ট কমিটি বসাইবার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষীয়গণের চেষ্টা। গ্লাডষ্টোনও তাহাতে মত করেন নাই, কিন্তু লিবারেল সম্প্রদায়ের অনেকেই আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমাদের অনেক আশা। সম্প্রতি মন্ত্রী পরিবর্ত্তনের কথা উঠিতেছে। শাসনভার উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে রক্ষণশীলের হস্তে গেলে আমাদের সে আশা একেবারে নির্মূল হইবে। এই উপযুক্ত সময়ে ভারতবাসী জাগ্রত হউন। যেখানে যত সভা আছে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক অথবা ধর্ম্মনৈতিক যত সমিতি ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছে—সকলেই পার্লিয়ামেণ্ট সভায় টেলিগ্রাফ করিয়া সিলেক্ট কমিটী সম্বন্ধে ভারতের অভিপ্রায় জ্ঞাত করুন। নিশ্চিন্ত থাকিবার এ সময় নয়। সংবাদ পত্রিকার লেখক ও সম্পাদকগণ! শুদ্ধ কাগজে লিখিলে কিছু হইবেনা। দেশীয় কাগজ পত্রে গবর্ণমেণ্টের অভক্তি, বলাতেও আমাদের মতামত লইয়া বড় একটা আন্দোলন হয়না, কাগজের লেখা কাগজেই থাকে। এ সময় আমাদের একটী কার্য্য আছে। চতুর্দ্দিকে নূতন নূতন সভা গঠিত হইতেছে, আমাদের কর্ত্তব্য সকল সম্বাদ পত্রের লেখক ও সম্পাদকগণ একত্র হইয়া "নেটিভ প্রেস এসোসিএসন" অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সমিতি নামে একটী সমিতি স্থাপিত করা। অবিলম্বেই তাহার একটী অধিবেশন হইয়া বাঙ্গালাদেশের ইংরাজি বাঙ্গালা সকল সম্বাদ পত্রের সম্পাদক বা প্রতিনিধি গণ একত্রিত হউন। সিলেক্ট কমিটী সম্বন্ধে সকলেরই মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া বিলাতে প্রেরণ করা হউক। সুযোগ্য "মিরার" "বেঙ্গলি" ও "হিন্দু পেট্রিয়ট" সম্পাদক প্রথমেই উদ্যোগী হইয়া এই সভার আয়োজন করুন। বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার সকল সংবাদ পত্রিকায় এই সমাচার প্রেরিত হউক। বোম্বাই মান্দ্রাজ, উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব ও মধ্যদেশে এইরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মুদ্রাযন্ত্র সমিতি স্থাপন ও সিলেক্ট কমিটী সম্বন্ধে সকলেরই মতামত সংগ্রহ করিয়া সেইসকল বিভাগ হইতে বিলাতে প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। এরূপ সমিতি স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ কোন খরচ পত্র নাই। থাকিলেও তাহা ভিক্ষা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সে ভিক্ষা আমাদের গৌরব ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিলাতের সামান্য আন্দোলনে আমরা কখনই রয়েল কমিটী প্রাপ্ত হইব না। "রয়েল কমিটী রয়েল কমিটী" বলিয়া ২৫ কোটী ভারতবাসী যদি সমস্বরে চীৎকার করিতে থাকে, সে চীৎকার যদি পার্লিয়ামেণ্টের কর্ণে প্রবেশ লাভ করে তবেই যৎকিঞ্চিৎ আশা! নচেৎ কাহারও উপর নির্ভর করিয়া রাখিলে চলিবে না। লিবারেল সম্প্রদায়ের উপর বিশ্বাস করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। উদারনৈতিক গণের মধ্যে অনেকের উদারনীতি ক্রমশই কুটিলত্বে পরিণত হইতেছে। ভারত উদ্যোগী হইয়া তাঁহাদের চৈতন্যোদয় করিয়া দিন।

—:০:—

রাজ বন্দী।

মহারাজ দলীপ সিংহ ডফরিণের চরিত্র বুঝিতে না পারিয়া ভারতবর্ষে এক পত্র লিখিয়া বসিলেন। সেই পত্রে তাঁহার দুই কূল গেল। যে ইংলণ্ডে তাঁহার বাল্যযৌবন অতিবাহিত হইয়াছে, যেখানে বিদেশী হইয়াও তাঁহার ইংরাজ বন্ধুবান্ধব তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইতে শিখিয়াছে, সে ইংলণ্ডে আর তিনি তিষ্ঠিতে পারিলেন না—আর যে ভারতবর্ষ তাঁহার মাতৃভূমি, যেখানে সিংহশাল রণজিতের ক্রোড়ে তিনি পরিপুষ্ট ও প্রতিপালিত হইয়াছেন, যেখানে তাঁহার বিশাল রাজত্ব, বিপুল ঐশ্বর্য্য, অসংখ্য প্রজা ইংরাজ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে জননীর স্নেহ ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইংরাজ যেখান হইতে তাঁহাকে লইয়া গিয়া জাতিচ্যুত, ধর্ম্মভ্রষ্ট ও হৃত-সর্ব্বস্ব করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন—সে ভারতবর্ষ—সে সোণার রাজ্যে আর তিনি ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না—ইউরোপ ও আসিয়া প্রান্তে আত্মীয় হীন, বন্ধুহীন, জনপ্রাণিহীন আরব মরুর পাদদেশে নির্ব্বাসিতের ন্যায় আজ তিনি ইংরাজের হস্তে বন্দী হইয়া রহিলেন। ইংরাজ যে তাঁহার সর্ব্বস্ব লইয়াছেন তাহাতেও তিনি কাতর হইতেন না, দয়া করিয়া ইংরাজ তাঁহাকে যে এক বৃত্তি দান দিতেছেন তাহাই লইয়া দলীপ সন্তুষ্ট চিত্তে কালাতিপাত করিবেন ভাবিয়াছিলেন; পঞ্জাবে লাট ডফরিণ তাঁহাকে পেন্সন-বিহার দিলেন না, ভারতের বিশালভূমির এক প্রান্তে পড়িয়া থাকিয়া তিনি সুখী হইবেন ভাবিয়াছিলেন—সেসুখে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট বাদ সাধিলেন, পথে আসিতে আসিতে ডফরিণ মন্ত্রণার জাল বিস্তার করিয়া হতভাগ্যকে খাঁচায় হইতে টানিয়া আনিয়া এডেনে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। দলীপ যদি খাঁচায় আবদ্ধ না হইতেন তাহা হইলে আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখিতে পাইতেন মাতৃক্রোড়ে স্তন্য পান করিতে করিতে কেহ তাঁহাকে কাড়িয়া লইত না—নিরপরাধে নির্ব্বাসিত হইয়া আজ তাঁহাকে মরুভূমে হতমান হইতে হইত না।

কেন যে দলীপ পথের মাঝে অবরুদ্ধ হইলেন আমরা পাঠকগণকে তাহার বিস্তারিত বিবরণ শুনাইতেছি। বিলাত পরিত্যাগ করিবার অনতি পূর্ব্বে দলীপ তাঁহার স্বদেশীয়ের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন বিলাত পরিত্যাগ করিবার পর তাহা ভারতের বড় লাটের নিকট উপস্থিত হইয়াছে দলীপ যখন জলপথে লাট ডফরিণ তখনই তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ডেলিনিউসের জনৈক পত্রপ্রেরক বলেন দলীপের বিলাত পরিত্যাগ করিবার পর তিনি যে একখানি ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। সুতরাং যতদিন না একটা সন্তোষ জনক বন্দোবস্ত হয় ততদিন তাঁহাকে আটক করিয়া রাখা হইবে।

উক্তিক্ত পত্রের একখানি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং যথাসময়ে তাহার অনুবাদও পাঠক সমীপে উপস্থিত করিয়াছি। পত্র খানিতে বিদ্রোহের ক বা দূরে থাকু, যাহাতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্তি প্রকাশ পায়, এমন একটী কথাও বর্ত্তমান নাই। ইহাকেই যদি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহোৎপাদক পত্র বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা হইলে দেশীয় রাজগণের আত্মীয়গণকে আর কোন পত্রাদি লিখিবার উপায় নাই। যে বিবেচনায় এই পত্রখানিকে বিদ্রোহসূচক পত্র বলিয়া ধরা হইল সেই বিবেচনায় যদি ভারতের রাজভক্তির বিচার করা হয় তবে সাম্যবাদী ইংরাজের হস্তে আমাদের রাজনৈতিক

অভাবগুলি মোচন করিবার আর কোন আশাই থাকে না।

দলীপের অপরাধ কি? বহু দিন বিদেশে থাকিয়া স্বদেশের দিকে আবার তাঁহার প্রাণ ছুটিয়াছে, তাই তিনি ভারতবাসীর নিকট স্বদেশে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বাল্যকালে যখন তাঁহার জ্ঞানের উদয় হয় নাই তখন তাঁহাকে নানকের পবিত্র ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া খ্রীষ্টধর্মে দিক্ষিত করা হইয়াছে। তাই তিনি দেশে আসিয়া আবার গুরুজীর ধর্ম গ্রহণ করিবেন—যাহাতে তাঁহার দেশের লোকে বোম্বাই নগরে আসিয়া শুভ্পলক্ষে তাঁহার জন্য প্রার্থনা করেন ইহারই জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন। আর শেষে কি?—একটু অভিমান—জননীর নিকট সন্তানে যে অভিমান করিতে পারে, রাজার নিকট প্রজার যে অভিমান শোভাপায় সেই অভিমান—"এত দিন ধরিয়া মহানাজ মহারাণীর যে পূজা করিয়া আসিলাম তাহার যথেষ্ট প্রতিফল পাইয়াছি।" এইগুলি ঘোর অপরাধ। বিদেশ হইতে স্বদেশে আসিবার আন্তরিক ইচ্ছা দোষ, ধর্মভ্রষ্ট হইয়া আবার স্বধর্ম গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করা দোষ, এবং প্রকৃত সত্ত্ব যথার্থ অধিকারে বঞ্চিত হইয়া ভক্তিভাবে রাজার উপর একটু অভিমান করাও দোষ। আর সর্ব্বাপেক্ষা মহাদোষ কি? স্বদেশীয় আত্মীয় বান্ধবের নিকট প্রার্থনা করা যে তোমরা আসিয়া আমার ধর্ম্মগ্রহণোৎসবে আমার জন্য প্রার্থনা কর। এই শেষ অপরাধটীই মহাপরাধ—লোকে বলে পাছে দলীপ ভারতে আসিয়া রাজভক্ত শীখ সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিয়া তুলেন, পাছে সিপাহিবিদ্রোহের ন্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া দলীপকে আবার পিতৃ সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করা হয়, পাছে ইংরাজের সমগ্র শীখ সৈন্য সামরিক বিভাগে ইংরাজকে বল হীন করিয়া একযোগে কার্য্যত্যাগ করে, এই ভয়ে ডফরিণ দলীপকে আর ঘরে আসিতে দিলেন না। বাস্তবিক ডফরিণের মনে এই ভয় ও সন্দেহের উদয় হইয়াছে কি না এখনও কেহ তাহা জানিতে পারে নাই। এখনও ডফরিণ দলীপকে বন্দী করিবার কোন কারণই নির্দ্দেশ করেন নাই। কোন রাজনৈতিক ব্যাপারের কারণ নির্দ্দেশ করা ডফরিণনীতির একাংশ মধ্যে গণ্য নহে।

দলীপ কোন্ দোষে দোষী, কোন্ অপরাধে তাঁহার দ্বীপান্তর বাসের দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে তাহা তাঁহাকেও পর্য্যন্ত জ্ঞাত করা হয় নাই। খ্রীষ্টান ধর্ম্মানুসারে ঈশ্বর যেমন আদমকে স্বীয় নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন ইংরাজ ডেমিধর্ম্মের সেই উক্ত নীতি অবলম্বন করিয়া বিচারালয়ে অপরাধী মাত্রকেই স্বীয় অপরাধহীনতা প্রমাণ করিবার জন্য অবসর দিয়া থাকেন। সকলের ভাগ্যে যে বিধি কার্য্যকরী হয়, দলীপের ভাগ্যে তাহা হইল না। অসভ্য বর্ব্বরজাতিও অপরাধীর উপর যে দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, সুসভ্য সুনীতি পরায়ণ ন্যায়বাদী ইংরাজের হস্তে দলীপ সে দয়ারও পাত্র হইলেন না। অপরাধ প্রমাণিত হইল না, অপরাধী কি অপরাধ করিয়াছে তাহাও তিনি জ্ঞাত হইলেন না, অথচ ওহাবির ন্যায় দণ্ডনীয় হইয়া দলীপ এডেনবিশাখে আবদ্ধ হইলেন। একেই কি বলে রাজনীতি? যাহা আইন মানে না, মনুষ্যত্ব মানে না, ধর্ম্ম মানে না; নিরপরাধীকে অপরাধী করে, অপরাধী বলবান হইলে তাহার দোষ গুণ করিয়া সন্মুখে প্রশংসা করে, তাহাকে কি রাজনীতি বলিতে পারি? সে যে বিষম রাজনীতি সয়তান নীতি। ডফরিণ যে এইরূপ নীতির বশবর্ত্তী হইয়া বড় গৌরবের ইংরাজ নামে কলঙ্ক ঢালিয়া দিতেছেন তাহা বিশ্বাস করিতেও আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

ডফরিণের কিন্তু ভিতরে বজ্র আঁটুনি বাহিরে শিথিল বন্ধনী। ভয়ে ভয়ে ডফরিণ দেশীয় যুবক বৃন্দকে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবার অনুমতি দিতেছেন না, যাহাদের ভারতের চতুঃপার্শ্ব শত্রু শ্রেণীতে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। ভিতরে কেবল সন্দেহ, কেবল অবিশ্বাস করিয়া ডফরিণ ভারতবাসীকে কঠোর শাসনে চাপিয়া রাখিতেছেন, বাহিরে তোষামোদ করিয়া রুশ ভল্লুককে তোতাবাক্যে শান্ত করিতেছেন। যাঁহার বহিঃশত্রু এত অধিক তাঁহার কি প্রজার সহিত অসদ্ভাব করিয়া চলিলে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে? যে জাতির বল লইয়া ইংরাজ দিগদিগন্তর জয়যুক্ত হইয়া আসিতেছেন তাহার রাজাকে বিনাপরাধে, কেবল সন্দেহ নিবন্ধন নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া ইংরাজ কি দেশীয় সৈন্যের সাহায্য চিরকাল অক্ষুণ্ণভাবে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন? আমরা বলি দেশীয় রাজাগণের সহিত সদ্ব্যবহারই দেশ রক্ষার প্রধান উপায়। শীখের রাজাকে অন্যায়রূপে উৎপীড়িত না করিয়া তাহার সত্বাধিকার নির্ব্বিবাদে তাঁহারই হস্তে দেওয়াই শীখগণের রাজভক্তি দৃঢ় করিবার সহজ পথ। অষ্টবর্ষ বয়সের সময় রাজাকে হারাইয়া শীখ ইংরাজকেই রাজা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দলীপের কথা একপ্রকার তাঁহারা ভুলিয়াছিলেন সসম্মানে দলীপকে বাটীতে আসিতে দিলে—তাঁহার উপর শীখের বড় একটা টান থাকিত না। এক্ষণে দলীপের দুঃখের সমাচার ও তাঁহার অবরোধের কথা শুনিয়া শীখ একটা আন্দোলন তুলিলেও তুলিতে পারেন।

এই সকল না দেখিয়া শুনিয়া গবর্ণমেণ্ট নিরপরাধী দলীপকে আবদ্ধ করিলেন এসমাচারে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। দলীপের কি আর মুক্তি হইবে না? আমরা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করি দলীপকে তাঁহারা শীঘ্র মুক্ত করিয়া শীখ ও ভারতবাসী সাধারণের আশীর্ব্বাদ লাভ করুন।

আবার পিটিশন অপার্ডন

আমরা ইতিপূর্ব্বে টিকারির রাণীর সহিত কোর্ট অব ওয়ার্ডস কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গকে অবগত করিয়াছি। কুচবিহার রাজ্য লইয়া তাঁহারা কি খেলা খেলিয়াছেন তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। লক্ষ লক্ষ মুদ্রা রাজধনাগার হইতে কোথায় উড়িয়াগেল কেহই তাহার সন্ধান রাখিল না। দিন দিন নাচ তামাসা গান বাদ্য পশুশিকারে ওয়ার্ড ম্যানেজার সদাহুবে কুচবিহারে বিহার করিতে লাগিলেন, দরিদ্র প্রজা দারিদ্রপেষণে পেষিত হইয়া অরাজক রাজ্যে উৎপীড়িত হইতে লাগিল। রাজার সমস্ত ঐশ্বর্য্য অল্পে অল্পে ওয়ার্ড ম্যানেজারের বন্ধু বান্ধবগণের উপভোগ্য হইতে লাগিল। গাড়ি ঘোড়া রাজ্যের আর কোন কার্য্যে লাগিতে পারে না, রাজার আত্মীয় স্বজন ব্যবহার করিতে পায় না, বিলাস প্রিয় কয়েকজন ইংরাজ সে সমস্তই অধিকার করিয়া বসিলেন। প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের প্রকোষ্ঠগুলি অল্পে অল্পে মহারাজের ইংরাজ বান্ধবগণ দখল করিয়া ফেলিলেন। রাজ কর্ম্মচারিগণের কথা দূরে থাকুক, মহারাণীও যে একটী ঘর নিজস্ব করিয়া রাখিবেন তাহাও তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। আর মহারাজ! তিনিও ইংরাজের নিকট বিলাতি চালচলন, ভাবভঙ্গি শিক্ষা করিয়া বিলাতি রুচিতে স্বীয় রাজরুচি কলুষিত করিয়া আজ "ডিনর," কাল "পিকনিক," পরশ্ব পর্ব্বত শিকার এইরূপ করিয়া প্রজাবর্গের অসন্তোষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। প্রজার নিকট কর আদায় করিতে ত্রুটী হয় না, অথচ রাজধনাগারে অভাব ভিন্ন আর কথা নাই। কোর্ট অব ওয়ার্ডস কুচবিহার

রাজ্যের সুব্যবস্থায় নিযুক্ত রাজার মস্তকে বজ্র তুলিয়া ইংরাজকর্ম্মচারিগণের ভয়ের ঘর পাতিয়াছিলেন, অথচ কুচবিহারের প্রজারই দুঃখ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কুচবিহারের ন্যায় দরিদ্র দেশ বুঝি আর ভূভারতে নাই। ইংরাজ রাজ্যের সীমাদেশে দণ্ডায়মান হইয়া যদি কোন ব্যক্তি ইংরাজ ও কুচবিহারের প্রজাবর্গের অবস্থা অবলোকন করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন আমাদের কৃষক ও কুচবিহারের কৃষকের অবস্থায় স্বর্গ নরক প্রভেদ। আমাদের শ্রমজীবী ও ব্যবসায়ী লোকের সহিত কুচবিহারের শ্রমজীবীদিগের তুলনাই হয় না। কুচবিহারের চতুর্দ্দিকেই কেবল অন্যায়, অত্যাচার, উৎপীড়ন ও অরাজকতা। তথাপি কুচবিহার রাজ্য কাহার হস্তে?—অনাথ বাল বিধবা রক্ষক অনাথপ্রতিপালক কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে। একি লজ্জার কথা নহে?

কুচবিহার ছাড়িয়া বর্দ্ধমানে কোর্ট অব ওয়ার্ডের একটুও সৎকার্য্য অনুসন্ধান করিতে নাই। সেখানেও ভীষণ অত্যাচার। কুচবিহারে নিঃশঙ্কে শোষণ কার্য্য চলিতেছে বর্দ্ধমান রাজ্যে প্রকাশ্যে দস্যুর বলে বিধবার ধনৈশ্বর্য্য অপহৃত হইতেছে। ষ্টেটসম্যান যে ৪ লক্ষ টাকা এবং রাণীজীউদের তৈজসাদির নির্দ্দিষ্ট যেসকল পুস্তকে ছিল তাহার অপহরণের কথা নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ করিয়া আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন তাহা কি অমূলক? আমরা ইহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাই নাই, কিন্তু ওয়ার্ড ম্যানেজার মিলারের সহিত মহাত্মা নাইটের পূর্ব্বে যে কোন মনোবাদ ছিল তাহাও নহে। তবে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে ষ্টেটসম্যান যে মিলার বন্দেহারী ও ছোটলাটের অপবাদ ঘোষণা করিলেন তাহার উদ্দেশ্য কি? কথাটী যেন আদালতে বিচার না হইলে ভাল বুঝা যাইবে না, কিন্তু পরলোকগত বর্দ্ধমানাধিপের কটক ও মেদিনীপুর অঞ্চলের তালুক সমুদায়ের অপহরণ চেষ্টা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হইতে কি আর বাকি আছে? কটক ডিষ্ট্রিক্টে কুজং বলিয়া বর্দ্ধমানের রাণীর একটী তালুক আছে। কটকের মাজিষ্ট্রেট কারি সাহেবের প্ররোচনায় এই তালুক সম্বন্ধে সরকারের সেরেস্তা হইতে মহারাণীর নাম খারিজ করা হয়। মহারাণীর কারপরদাজগণের নামে কারি সাহেব দাঙ্গা হাঙ্গামার যোযোল্লেখ করিয়া সেস্যার বিজ্ঞ আদালতে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন—ইচ্ছা যে নিজে তাহাদের দণ্ডবিধান করিয়া মহারাণীর দুষ্টতার প্রতিফল দিবেন। ফল ফলিল না—হাইকোর্ট বিচার করিয়া স্থির করিলেন তালুকটী সম্বন্ধে বর্দ্ধমানের মহারাণীর নাম খারিজ করা নিতান্ত অযুক্তি যুক্ত কার্য্য হইয়াছে এবং দাঙ্গা হাঙ্গামার অপরাধে মহারাণীর কারপরদাজগণকে ফৌজদারী সোপরদ করিবার কোন কারণই নাই। কারি সাহেবের ইহাতে কোপ বৃদ্ধি হইল। তিনি হুকুমজারি করিলেন—এই তালুক হইতে মহারাণীর নায়েব গোমস্তারা খাজনাদি আদায় করিতে পারিবেন না। মহারাণীর বিরুদ্ধে তাহাদিগকে বিশিষ্ট প্রহরীরূপে—নিযুক্ত করা হইল। নায়েব গোমস্তারা কনষ্টেবলের কার্য্য করিতে অস্বীকার করিয়া এই আইন বিরুদ্ধ স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবিধান জন্য আবেদন করায় হুজুর তাহাদিগের প্রত্যেককে অবরোধ করিলেন। যতক্ষণ না পরিষেরা হুজুরে পুনরায় হাজির হইবার জন্য মুচলেকা লিখিয়া দিল ততক্ষণ দুরাত্মার হস্তে অব্যাহতি পাইল না। মহারাণী স্বীয় ভৃত্যগণের উপর এই ভয়ানক অত্যাচারের কথা হাইকোর্টে—নিবেদন করিলেন। হাইকোর্ট পুনরায় কারির কার্য্যের দোষোল্লেখ করিয়া ভৃত্যগণের নিরপরাধ সাব্যস্ত করিলেন।

কটকাঞ্চলে বর্দ্ধমান রাণীর অনুকম্পায় তথাকার কোর্ট অব ওয়ার্ড ম্যানেজার বর্দ্ধিতভার কারির হস্তে। পাঠক দেখিলেন কোর্ট অব ওয়ার্ড বাছিয়া বাছিয়া কিরূপ নংযাদর, পরগ্রাহী—ম্যানেজারগণকে শিশু ও অবলার বিত্ত সম্পত্তি রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা বহুকাল হইতে কোর্ট অব ওয়ার্ডের কার্য্য পরম্পরা আলোচনা করিয়া আসিতেছি। দুঃখের বিষয় একটীতে ম্যানেজারগণের উৎপীড়ন নীতির অভাব দেখিতে পাই না।

অবলার সম্পত্তি লইয়া মেদিনীপুরেও লুটপাট পড়িয়া গিয়াছে। সেখানেও বর্দ্ধমানের রাণীর মুজামুঠার তালুক কাড়িয়া লইবার জন্য অনেক দিন হইতে কোর্ট অব ওয়ার্ড ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া কাঁথির ম্যানেজার সাহেব রাণীকে এই তালুক হইতে বেদখল করিয়াছিলেন মহারাণী আদালতে সত্ত্বসাব্যস্ত পূর্ব্বক সেই সকল ভূম্যাদি দখল করিতে যাওয়ায় কাঁথির মাজিষ্ট্রেট তাঁহার ২৫ জন কারপরদাজকে চুরী, মারপিট ও অনধিকার প্রবেশের দাবীতে অপরাধী করিয়াছেন। অপরাধ—দেওয়ানী আদালতের পেয়াদা লইয়া দেওয়ানী ডিক্রীর জারি করিতে যাওয়া। দেনদার প্রবল হইলে ডিক্রীদার যেরূপ ভূমি দখল করিতে গিয়া তৎকর্তৃক প্রতিহত হইয়া থাকেন, প্রবলপরাক্রান্ত কোর্ট অব ওয়ার্ড তেমনি মহারাণীর ডিক্রীজারিতে প্রকাশ্য ভাবে আদালতের ডিক্রীর অবমাননা করিয়া বল পূর্ব্বক জারিকার্য্যে বাধা জন্মাইতে [illegible] না, কিন্তু বিপক্ষদিগের ডিক্রীদারের কারপরদাজগণকে দণ্ডনীয় করিয়া আদালতে উপনীত করিলেন। যাহার যতদূর ক্ষমতা সে ততদূর প্রকাশ করিয়া শত্রুর অপকার করিয়া থাকে। কোর্ট অব ওয়ার্ড রক্ষক না হইয়া মহারাণীর শত্রুভাবেই মহারাণীকে বিবিধ প্রকারে বিপদগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা শুনিলাম এই—ব্যাপারটীও হাইকোর্টে অর্পণ করা হইয়াছে। কাঁথির মাজিষ্ট্রেট এই সকল কল্পিত অপরাধ কেন অগ্রাহ্য করিবেন না তজ্জন্য তাঁহাকে কারণ দর্শাইতে বলা হইয়াছে।

কতবার এইরূপ অত্যাচার সংঘটিত হইল, কতবার কারণ দর্শাইবার জন্য ওয়ার্ড ম্যানেজার মাজিষ্ট্রেটগণের কৈফিয়ত তলব করা হইল তথাপি ছোটলাট উদাসীন হইয়া এই সকল দুর্নীতিপরায়ণ বিচারাসনের অযোগ্য ওয়ার্ড ম্যানেজারগণকে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিতে দিলেন। এতে কি আর প্রজার ধন সম্পত্তি রক্ষা পাইবার কথা? ওয়ার্ড ম্যানেজারগণ আইন কানুনের দিকে দৃক্পাত করেন না, বালাবলার ধন সম্পত্তি রক্ষার ভার পাইয়া বিশ্বাসঘাতকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেও লজ্জিত হন না—সাহস অবশ্য বিশ্বকর্ম্মা ছোটলাট। কথায় বলে "খোঁটার জোরে মেড়া লড়ে"—রেভিনিউ বোর্ড এই খোঁটার জোর পাইয়া নিশ্চিন্ত আছেন। কর্ম্মচারিগণকে যথেচ্ছাচার নীতির অনুবর্ত্তন করিতে নিষেধ করিতেছেন না, হাইকোর্ট ও ব্যবস্থাপক সভার ব্যবস্থা সকল দুই পদে দলন করিয়া ম্যানেজার ও মাজিষ্ট্রেটগণ যে শিশু ও অবলার উপর দস্যুবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। এরূপে আর কত দিন চলিবে? কত দিন আর অপরাধী ও অত্যাচারী ব্যক্তি বিচারকের আসন গ্রহণ করিয়া দেশের লোকের সর্ব্বনাশ করিতে থাকিবে? আর ছোট লাটই বা কতকাল নীচমনা প্রভুত্বপ্রয়াসী বিচারকগণকে প্রশ্রয় দিয়া প্রজার নিকট কলঙ্কের ভাগি হইবেন? আমরা বলি যদি একই অত্যাচার সহিতে হয় তবে আমাদের এরক্ষকে প্রয়োজন নাই। রক্ষকভাবে শিশু ও অবলার ধন যদি জাতি বন্ধুও অপহরণ করে তাহাও আমাদের প্রার্থনীয় অথচ রাজা যদি অনাথের রক্ষক হইয়া বলহীনের ধন গ্রাস করিয়া বসেন তবে আমাদের আর মাথা রাখিবার স্থান কোথায়?

আমরা ছোট লাটের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা

করি পীড়ন না করিয়া রক্ষণ করা যদি গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হয় তবে কালি ও ক্রিমির মাজিষ্ট্রেটের মত অযোগ্য ব্যক্তিগণকে কোর্ট অবওয়ার্ডের ম্যানেজারি ও ম্যাজিষ্ট্রেটারি পদ হইতে একেবারে মুক্তচ্যুত করিয়া দিন। দেশের লোকের সম্মতি লইয়া উপযুক্ত ও সদাশয় ব্যক্তিগণকে ম্যানেজার পদে অভিষিক্ত করুন। কোন জেলার মাজিষ্ট্রেটের হস্তে ওয়ার্ডগণের রক্ষণ ভার না থাকিয়া অন্য কোন কর্ম্মচারী অথবা স্বাধীনবৃত্তি ব্যক্তিগণের হস্তে যাহাতে ম্যানেজারি কার্য্য অর্পিত হয় তাহার বিধান করুন। যাহার হস্তে বিচারের ভার, কোন বিষয়ের কার্য্যভার তাহার হস্তে অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। স্বাধীনবৃত্তি ব্যক্তিগণ ম্যানেজারি কার্য্যে অবহেলা কি কোনরূপ অত্যাচার করিলে আদালতে তাহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে। স্বয়ং বিচারক সেরূপ করিলে প্রতিকারের আর কোন উপায়ই নাই। যাহাতে ম্যানেজারগণ অন্ততঃ একটু আইনের বাধ্য থাকেন, এবং যাহাতে তাঁহারা যথেচ্ছাচার করিয়া সহজেই অব্যাহতি না পাইতে পারেন কোর্ট অবওয়ার্ড আইনে তাহার দুই একটী বিশেষ বিধি লিপিবদ্ধ করিবারও প্রয়োজন হইয়াছে।

—◆◆—

আবগারি কমিসন।

১৮৮৩ অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর গবর্ণমেণ্ট আবগারি কমিসন নিযুক্ত করেন। কমিসনর নিয়োগের উদ্দেশ্য বাঙ্গালা দেশে আবগারি বন্দোবস্তে কি কি দোষ আছে, দিশি মদ্যের ব্যবহার সম্বন্ধে কিরূপ বিধি করা কর্ত্তব্য অনুসন্ধান করিয়া তৎসম্বন্ধে মতামত জ্ঞাপন করা। বি. জে. ওয়ার এডগার সি এস, আই, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন এম, এ মিঃ এচ, আর রাইলি, ও বাবু অভয়চন্দ্র দাস এই কমিশনের সভ্য নিযুক্ত হন। সভ্যগণ সুবিজ্ঞ সদ্বৎসাহী ও সাধু চরিত্র। তাঁহারা যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাও সন্তোষজনক। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম গবর্ণমেণ্ট কমিসনরগণের অনেকগুলি উপদেশ গ্রাহ্য করিয়া যাহাতে দেশের লোকে মদ্যপায়ী হইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সহায়তা না পায় তৎপক্ষে যত্নশীল হইয়াছেন। ১৮৭১।৭৮ অব্দ হইতে ৮৩।৮৪ অব্দ পর্য্যন্ত এই বৎসরের মধ্যে দিশি মদ্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের আয় ২৬ লক্ষ হইতে ৫২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। সুতরাং মদ্যপায়ীর সংখ্যা ও পানের পরিমাণও যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে হিসাব দেখিলে তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইবে। আবগারিকমিসনারগণ ২১৬টী মদের ভাঁটি পর্য্যবেক্ষণ ও ৩২০ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া এই বৃদ্ধির নিম্নলিখিত হেতুগুলি নির্ণয় করিয়াছেন।

১। প্রত্যেক ভাঁটিকলে কি পরিমাণে মদ্য চুয়াইবে পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে একটী আইন ছিল। ১৮৭৬ অব্দে সেই বন্দোবস্ত উঠিয়া যাওয়ায় প্রত্যেক ভাঁটিতেই অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে মদ্য উৎপন্ন হইতেছে এবং মদের মূল্যও যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে।

২। লাইসেন্স লইয়া এক্ষণে অনেক স্থানে দোকান বসিতেছে।

৩ যে স্থানে মদের দোকান খুলিলে বিশেষ অনিষ্ট হয় বিবেচনা পূর্ব্বক সেগুলি পরিত্যাগ না করিয়া সকল স্থানেই দোকান বসিতেছে।

এই তিনটী কারণের উপর কমিশনারগণ আরও একটী বিশেষ কারণ দর্শাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন লোকের ধর্ম্ম ও সমাজশাসন ক্রমেই শিথিল হইয়া স্বাধীনতা ও যথেচ্ছাচারিতার বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাস্তবিকই পূর্ব্বে যে জাতি গোপনেও সুরা স্পর্শ করিলে সমাজে ও ধর্ম্মে পতিত হইত, স্বজাতির সহিত কর্ম্ম আরম্ভ থাকিত না এখন তাহার মধ্যে কত লোকে প্রকাশ্যে মদ্যসেবন করিয়া পংক্তি ভোজে পরিবেশন করিতে পারিতেছে, স্বজাতির সহিত একত্রে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিতেছে। মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ গুরু পুরোহিতের কার্য্য চালাইতে পারিতেছেন, পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেছেন। সুরাপান আজকাল প্রায় একটা দোষের মধ্যে ধরা হয় না। এই শিথিলতাই পান বৃদ্ধির প্রধান কারণ। কিন্তু কালের বশে সমাজে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় গবর্ণমেণ্টের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই লোকেরও সহসা তাহার প্রতিবিধান করিবার ক্ষমতা নাই।

গবর্ণমেণ্টের অধিকারে যতটুকু প্রতিবিধান করা যাইতে পারে ছোটলাট তাহার চেষ্টা করিতেছেন। আবগারি কমিশনারগণ উল্লিখিত তিনটী হেতু নিবারণ করিবার জন্য যে যে ব্যবস্থা দিয়াছেন সার রিভার্স তাহার কয়েকটী গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং অপর কয়েকটীর উপর রেভিনিউ বোর্ডের মতামত চাহিয়াছেন। ব্যবস্থাগুলি এই।—

১। ভাঁটিতে কি পরিমাণ মদ্যের উপর আর অধিক মদ্য উৎপন্ন করা হইবে না তাহার নির্দ্দেশ করা।

২। প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টের অবস্থানুসারে মদ্যের মূল্যের নিম্নতম হার নিরূপণ করা। (বাবু কৃষ্ণ সাহেবের ইহাতে মত নাই)।

৩। বৃহৎ বৃহৎ নগর যেখানে মদ্যের খরচ অধিক সেখানে কতকগুলি ডিষ্টিলারি স্থাপন করা।

৪। অন্যান্য স্থানের ভাঁটিগুলি যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিতে পায় তাহার বিধান করা। এইসকল ভাঁটি হইতে যে যে দোকানে মদ্য যোগান হয় সেগুলি কোন নির্দ্দিষ্টস্থানে স্থাপন করিবার আজ্ঞা প্রচার করা।

৫। প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টের ভিন্ন ভিন্ন ভাঁটিতে কি পরিমাণ মদ্য উৎপন্ন হইবে তাহার একটা সীমা স্থির করা। যে সকল ভাঁটির কলে ১০ সেরের উপর মদ্য ধরিতে পারে সে সমুদায় যাহাতে ধাতু নির্ম্মিত হয়, এবং তাহাদিগের উপর আবগারি কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের মোহর ও রেজিষ্টারি চিহ্ন থাকে এবং প্রত্যেক ভাঁটিকলের মূল্য উৎপন্ন মদ্যের পরিমাণ অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয় সেরূপ ব্যবস্থা করা।

৬। সাধারণতঃ আবগারি বিভাগে কর্ম্মচারিগণের বেতন ও কর্ম্মচারীর সংখ্যা বর্দ্ধিত করা।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তৃতীয় ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়া ইতিমধ্যেই বাঙ্গালা ও বেহারে ১৩টী ডিষ্টিলারি স্থাপিত করিয়াছেন। কমিসনরগণ গ্রামের বাহিরে মদের দোকান স্থাপিত করিবার জন্য যে ব্যবস্থা দিয়াছেন ছোটলাট বলেন তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মিউনিসিপাল কমিসনরগণের মতামত লইয়া কার্য্য করা আবশ্যক। ৫ম ও ষষ্ঠ ব্যবস্থাটী তিনি প্রথমে পাটনা ডিষ্ট্রিক্টে কার্য্যে পরিণত করিয়া তাহার ফল দেখিতে চাহিয়াছেন। মোটামোটী সকল ব্যবস্থাগুলির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া রেজোলিউসান বাহির করিবার জন্য ছোটলাট দেড় বৎসরের সময় লইয়াছেন।

কমিসনরগণের আর কয়েকটী ব্যবস্থা আছে। সেগুলিও বড় সামান্য নহে। মদের দোকানের স্থান নির্দ্দেশ। যাহাতে দোকানগুলি বাজার হাট, নদী ও পুষ্করিণির ঘাট ইত্যাদি যে সকল সাধারণ স্থানে লোকে সচরাচর গমনাগমন করে সেখানে না থাকিতে পায়, সন্ধ্যার পর মদের দোকান যাহাতে খোলা না থাকে, বালকগণকে যাহাতে কোন দোকানদার মদ্য বিক্রয় না করে. কমিশনরগণের এই উপদেশগুলি টমসন সাহেব শিরোধার্য্য করিয়াছেন।

শেষোক্ত এই কয়টী বিধির আবশ্যকীয়তা

পাঠকগণকে আর বুঝাইতে হইবে না। ইহাতে দেশের যে সমূহ মঙ্গল সাধিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমাদের স্মরণ হয় কোন সময়ে একজন সিভিলিয়ান প্রভু তাঁহার শাসনবিবরণীতে খাদ্যেদ্রব্যের সুলভ হইয়া মনের স্ফূর্তি স্থাপন করিবার ও মদ্যের মূল্য কমাইবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন এদেশের দরিদ্র লোকে মৎস্য মাংস, দুগ্ধ, কিছুই খাইতে পায় না। কেবল অন্নের উপর তাহাদের জীবন। শুদ্ধ ভাত খাইয়া তাহারা জীর্ণশীর্ণ ও অপদার্থ হইয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় সামান্য মূল্যে যাহাতে তাহারা একটু একটু মদ্যপান করিতে পায় সেদিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যেমন গবর্ণমেণ্ট এই সকল কেবল কেবলার [illegible] কার্য্য না করিয়া দেশের যে প্রকৃত মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন ইহাতে আমরা তাঁহার নিকট বাধ্য হইলাম। ছোটলাট যদি তাঁহার শাসনের শেষভাগে আবগারি কমিসনরগণের এই [illegible] কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন তাহা হইলে বাঙ্গালা ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে অপনোদিত হইতে পারে।

—০০—

কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল।

কলিকাতার নূতন মিউনিসিপাল বিল সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকবর্গকে দুই চারিটী কথা বলিয়াছি। বিলখানি এত দীর্ঘ যে তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া কোন স্থলে কি অভাব আছে তাহা একেবারেই আলোচনা করা সময় ও অধিক স্থান সাপেক্ষ। তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ বিলখানির মূল উদ্দেশ্যের সহিত আমাদিগকে বিভিন্নমত প্রকাশ করিতে হইল। কলিকাতা ও সহরতলী একত্র করিবার জন্য আমরা কোন আবশ্যকতাই দেখি না। আমরা জানি ইতিপূর্ব্বে ভবানীপুরবাসী কয়েক জন সাহেব সেখানে লোক কলিকাতার ন্যায় গ্যাসের আলো ও কলের জল পাইবার জন্য এতদুদ্দেশে ছোটলাটের নিকট এক খানি আবেদন করিয়াছিলেন। টমসন সাহেবের ভিন্ন রক্ষার পক্ষে এই আবেদন খানি বেশ সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু টমসনের বুঝা উচিত দুই চারিজন ধনীর ইচ্ছা অনিচ্ছা সুখাসুখের উপর সাধারণ লোকের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে না। আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ কালিঘাট, আলিপুর বা ভবানীপুরের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত প্রজা মাত্রই কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর সহিত সুবার্ব্বন মিউনিসিপালিটীর সংযোগ কার্য্যে সম্মতি দিবেন না। অম্লত লোকের কথাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইবে না. দুই চারিজন ধনীর কথা শুনিয়া সেরূপ ব্যবস্থা করিতে যাওয়া কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি এই সংযোগে উক্ত মিউনিসিপালিটীর অধিবাসিগণই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। বিলকর্ত্তা হ্যারিসন সাহেবও তাহা কতক বুঝিয়াছেন। এই ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য তিনি কলিকাতা পুলিস হইতে বার্ষিক কয়েক লক্ষ টাকা উঠাইয়া লইয়া সহরতলীর রাস্তা ঘাটের উন্নতিকল্পে প্রদান করিবেন। সুবার্ব্বন পুলিস হইতেও কতক টাকা লইয়া এই উদ্দেশে খরচ করা হইবে। আমাদের বিবেচনায় পুলিস হইতে যে টাকা লওয়া হইবে, সেই টাকার পরিমাণ টাক্স করদাতাগণের কর হইতে বাদ দিয়া অবশিষ্ট মিউনিসিপাল টাক্স ধার্য্য করিলে তবে করদাতাগণ ক্ষতিপূরণ অনুভব করিতে পারিবেন। তাহা যখন করা হইবে না, সুবার্ব্বন মিউনিসিপালিটীর করদাতাগণকে যখন ঐ হারে কলিকাতার সমতুল্য টাক্স দিতে হইবে তখন আর এরূপ করায় তাঁহাদের লাভ কি?

আমরা দেখিতেছি নূতন মিউনিসিপাল আইনে সহরতলীর করদাতাকেই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত করা হইয়াছে। হ্যারিসন সাহেব কলিকাতার কমিশনর অর্থাৎ টাউন কাউন্সিলের সভ্যগণকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বেতন দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন ইঁহাদের মধ্যে অনেকের সময়ের মূল্য অধিক। তাঁহারা যে সাধারণের হিতের জন্য মিউনিসিপাল সভায় সময় কাটাইতে আসিবেন তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রত্যেক সভায় উপস্থিত হইবার ফি ২০ টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। সহরতলীর সভ্যগণের সম্বন্ধে এরূপ কোন বেতনের বন্দোবস্ত হইল না। আমরা জিজ্ঞাসা করি সহরতলীর কমিশনরগণের কি সময়ের মূল্য কম? তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা উকীল, কেহ বা ব্যবসায়ী, ইঁহাদিগের কি সময় মূল্যবান নহে? বাবু আশুতোষ ধর, বাবু প্রিয়নাথ মল্লিকের মত কমিশনরগণকে যদি সপ্তাহে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন করিয়াও মিউনিসিপাল সভায় আসিতে হয় তবে সে এক দিনের মূল্য কি ২০ টাকা কি তাহার অধিক হইতে পারে না? সুবার্ব্বন মিউনিসিপালিটীর অধিবাসিগণই বা কেন অপর স্থানের কমিশনরগণের বেতন দিতে যাইবেন? নিজের মিউনিসিপালিটী নিজের সভ্য রহিল, পরের মিউনিসিপালিটী ও পরের সভ্যের বেতন দিতে হইবে এটী কি তাঁহাদের পক্ষে ক্ষতিজনক ব্যবস্থা নহে?

সভ্যগণের বেতন দিবার ব্যবস্থাটী আমরা মন্দ বলি না। হ্যারিসন সাহেব বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন কমিশনরগণের কিছু কিছু ফি দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা জিজ্ঞাসা করি যখন বোম্বাইয়ের অনুসরণ করা হইল তখন বোম্বাইয়ের ন্যায় চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতাটী কমিশনরগণের হস্তে দেওয়া হইল না কেন? হ্যারিসন সাহেব একজন বহুদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি যে এত দিনের পর স্বায়ত্তশাসনের মূলে আঘাত করিতে বসিবেন তাহা আমরা কখনও ভাবি নাই। যদি উক্ত মিউনিসিপালিটীর সংযোগ কল্পনা পরিত্যক্ত না হয় তবে আমরা আশা করি আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময় কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতে অফিসিয়েল চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থাটী আইনের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইবে না।

হ্যারিসন সাহেব ভোট দিবার ব্যবস্থারও একটু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর জন্ম হইতে ভোটারগণ কাগজে লিখিয়া ভোট দিতেন। হ্যারিসন সাহেব বলেন মফস্বলের ন্যায় কলিকাতারও ভোটারগণকে নির্ব্বাচনস্থানে উপস্থিত হইয়া মুখে মুখে ভোট দিতে হইবে। আমরা হ্যারিসনের এই ব্যবস্থাটীকে প্রশংসা করিতে পারি। কোন কোন মিউনিসিপাল কমিশনর এবং আমাদের দুই একজন সহযোগী ক্রমের এই ব্যবস্থাটী কলিকাতার সকল স্থানে প্রয়োগ না করিয়া দুই এক স্থানে প্রয়োগ দ্বারা ইহার উপকারিতা কি হইবে পরীক্ষা করা উচিত। আমরা এরূপ পরীক্ষা করিয়া সময় নষ্ট করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখি না। মুখে ভোট দেওয়া অপেক্ষা কাগজে লিখিয়া দিবার ব্যবস্থাটী ভাল নহে। প্রথমটী অপেক্ষা দ্বিতীয়টীতে অনেক অনুরোধ উপরোধ চলে। আমরা যতদূর জানি তাহাতে কলিকাতার ভোটগ্রহণ কার্য্য যেরূপ নীচভাবে সম্পন্ন হয় এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অর্থ দিয়াও অনেককে ভোট ক্রয় করিতে দেখা গিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই চারিজন লোক এক পদের জন্য প্রার্থী হইলে ভোটের নিলাম হইয়া থাকে। ভোটের মূল্যের জন্য অনেক ভোটারেরা প্রজার নিকট হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। এইরূপ কুৎসিৎ ব্যবহার কাগজে স্বাক্ষর লইবার সময় যত হয়, ভোটিং আফিসে উপস্থিত হইয়া ভোট দিবার বিধি থাকিলে ততদূর হইতে পারে না। আমরা সেইজন্য বলি হ্যারিসন সাহেব উচি-

খিত বিধিটী বিলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া কলিকাতার মিউনিসিপাল আইনের প্রতিবিধি ব্যবস্থা পরিপুষ্ট করিয়াছেন।

পুস্তক সমালোচনা।

আর্য্য বংশাবলী—প্রথম খণ্ড। শ্রীতিনকড়ি ঘোষ প্রণীত।—এই পুস্তকখানিতে "আর্য্যবংশ" "বৌদ্ধধর্ম্ম" ও "সেনবংশ" নামক তিনটী প্রবন্ধ আছে। প্রথম প্রবন্ধটিতে আর্য্য শব্দের ব্যাখ্যা ও আর্য্য জাতীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দ্বিতীয় প্রবন্ধে বৌদ্ধের জীবনী ও তাঁহার প্রধান প্রধান ধর্ম্মমত, এবং শেষ প্রবন্ধটীতে সেনবংশীয় রাজগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা হইয়াছে। উপসংহারে গৌড়ীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের আগমন সংবাদ আদিশূর কর্ত্তৃক তাঁহাদের বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এইসময় হইতে লেখকের বাঙ্গালার ইতিহাস আরম্ভ করিবার ইচ্ছা। তিনকড়িবাবুর ইচ্ছানুরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লেখা অধিক শ্রম ও অনুসন্ধান সাপেক্ষ।—সক্ষম হইলে তিনি আমাদের প্রশংসার পাত্র হইবেন ও দেশের সমূহ উপকার সাধন করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

আর্টিষ্ট প্রেসের সচিত্র পকেট পঞ্জিকা—এই পঞ্জিকাখানিতে পঞ্জিকার বিষয় ব্যতীত অনেক গুলি ঔষধাদির বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে। এখানির ছাপাই ভাল। দেখিতে সুশ্রী ও পকেটে রাখিবার উপযোগী।

ইউরোপীয় সমাচার।

কায়রো ২০এ এপ্রেল—বিদ্রোহীদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিবার জন্য মিসরবাসী হাবসার একজন প্রতিনিধি পাঠাইবেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

এথেন্স ২০এ এপ্রেল—এখানকার সৈন্যগণকে সীমা প্রদেশে অগ্রসর হইতে আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।

এডেন ২১এ এপ্রেল—মহারাজা দলীপ সিংহ এখানে অবতরণ করিয়াছেন এবং তিনি রেসিডেন্সীতে অবস্থিতি করিতেছেন।

লণ্ডন ২২এ এপ্রেল—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে গ্রীসকে আট দিনের মধ্যে অস্ত্রত্যাগ করিতে হইবে, এই প্রস্তাব করিয়া একখানি শেষ পত্র লেখা যাইবে। রাজন্যবর্গ এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন।

এথেন্স ২৩এ এপ্রেল—সীমান্ত প্রদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে অগ্রগামী দুই দল তুরস্ক ও গ্রীক সৈন্যের মধ্যে গোলাগুলি চালাইয়াছিল কিন্তু কেহ খুন হয় নাই।

লণ্ডন ২৫এ এপ্রেল—ইতিপূর্ব্বে কমন্স সভায় গ্লেডষ্টোন সাহেব একটী প্রস্তাব উপস্থিত করিবার বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। সে প্রস্তাবটী এই যে ভারতবর্ষে ব্যক্তির স্বাধীন অনুসন্ধান ব্যতীত পার্লিয়ামেণ্টের অনুমান মোকদ্দমা সম্পূর্ণ হইবে না। লর্ড র্যাণ্ডল্ফ চার্চ্চিল সাহেব উক্ত কমিটি সম্বন্ধে আর একটী প্রস্তাব করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে গ্লেডষ্টোন সাহেব আপন প্রস্তাব উঠাইয়া লইয়াছেন। কিন্তু মহাসভা উহা উঠাইতে দেন নাই।

গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান-কমিটি হইতে লর্ড র্যাণ্ডল্ফ চার্চ্চিল, লর্ড জর্জ হামিল্টন, সার জেমস ফার্গুসন এবং মেঃ বেকেট, এই কয়জনের নাম খারিজ করিয়া দিয়াছেন এবং মেঃ জেমস ম্যাকলিন সাহেবের নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

আগামী ৩ই মে তারিখে এ বিষয়ের তর্ক হইবে।

এথেন্স ২৩এ এপ্রেল—সীমা প্রদেশে তুরস্ক এবং গ্রীক সেনার মধ্যে যেগুলি চলিয়াছিল তাহা অবশ্যতঃ ঘটে। তৎপরে উভয় পক্ষই ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন।

এথেন্স ২৫এ এপ্রেল—সুদা উপসাগরে সমবেত রণতরীর মধ্য হইতে ৪ খানি ব্রিটিশ লৌহতরী এবং অষ্ট্রিয়া, জর্ম্মন, এবং ইটালীর একখানি করিয়া ও খানি রণতরী পাইরিউসের সন্নিকটে নঙ্গর করিয়াছে।

পারিস ২৪এ এপ্রেল—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে গ্রীসের নিকট শেষ পত্র প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে ফ্রান্স বন্ধুভাবে গ্রীসকে রাজন্যবর্গের কথামত অস্ত্রত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

লণ্ডন ২৩এ এপ্রেল—ফ্রান্সের কথা মতে গ্রীস অস্ত্রত্যাগে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

এডেন ২৫এ এপ্রেল—বিগত ২৭এ মার্চ্চ তারিখে যে ইটালীয় কমিশনর ও বৈজ্ঞানিক যাত্রীগণ সোমালী উপকূলে গিয়াছিলেন আমীর আবদাল্লা জামী হারার নামক স্থানে তাঁহাদিগের সকলকেই হত্যা করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এপ্রেল—মার্কুইস হার্টিংটন প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি অনুদারনৈতিকদিগের সহিত মিলিত হইবেন না। ব্রাইট সাহেব গ্লাডষ্টোনের হোমরুল এবং জমীদার সম্বন্ধীয় বিলের বিপক্ষে মত দিয়াছেন।

এথেন্স ২৩ এপ্রেল—গ্রীক মন্ত্রি ডেলিয়ানিস অস্ত্রত্যাগ করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

পাইরিউসের সম্মুখে যে ইউরোপীয়ের রণতরী একত্রিত হইয়াছিল তাহা পুনরায় সুদা উপসাগরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

কোম্পানির কাগজের দর

৪ টাকা সুদের কাগজ		৯৭৸০—৯৭৷৵০
৪৷০	১৮৭৯ (১৮৮)	৯৯৷০—৯৯৸০
৪৸০	১৮৭৮।৭৯ (১৮৯৩)	১০১—১০১৵০
৪৷০	১৮৭৯ (১০৯৩)	ঐ ঐ

ব্রহ্ম সংবাদ।

১৬ই এপ্রেল লেফ্‌টেনেণ্ট উইলিয়মস ওড় কোর্ডে ১৬০ জন বিদ্রোহীকে পরাজিত করিয়াছেন এক ঘণ্টাকাল যুদ্ধ হইয়াছিল বিদ্রোহীরা পলাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ১৯জন হত ২জন আহত ও ১১জন বন্দীকৃত হইয়াছে। ইংরাজের কেবল এক জন সিপাহি মাত্র আহত হইয়াছে। যুদ্ধে তিনটী বিদ্রোহীদিগের একটী কামান এবং কয়েকটী ঘোড়ার জিন পাওয়া গিয়াছে।

টঙ্গু হইতে মান্দালে পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে লাইন খোলা হইবে। গবর্ণমেণ্ট তাহার জন্য এককালে ৪০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। গর্ডন সাহেব কণ্ট্রাক্ট লইতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাকে মাসিক ১০০০ টাকা বেতনে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার কথা হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের স্ত্রীলোকগণ যেমন স্বাধীন এসিয়া খণ্ডের আর কোথাও তেমন দেখা যায় না। ইহারা স্বেচ্ছায় বিবাহ করে। ইচ্ছা করিলে দেশের মণ্ডলগণের নিকটে গিয়া সেই বিবাহ ভঙ্গ করে। কৃষক পত্নী ধান চাল লইয়া ব্যবসা করে এবং কারবারে স্বামীর অপেক্ষা অধিক লাভ করিয়া থাকে। চৌকিদারপত্নী চৌকিদারের অনুপস্থিতিকালে গ্রামের কনষ্টেবলগণকে একত্র করিয়া অপরাধীকে ধরিয়া কয়েদ করিয়া রাখে।

যে সকল ডাকাইত কেবল ঘরে আগুন লাগাইয়া বেড়াইতেছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিকে অমরাপুরে ধরা পড়িয়াছে।

মান্দালয়নগরে থিবর যে সমস্ত আসবাব পাওয়া গিয়াছে তাহা সিমলা শৈলে বড়লাটের সেবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

২২ এপ্রেল—রেঙ্গুন টাইম্‌স বলেন মান্দালয়নগরে দস্যুর অত্যাচার বাড়িয়াছে নগরের দুইটী স্থান তাহারা আগুন দিয়া পুড়াইয়াছে। দস্যুদল সবল হইয়া চতুর্দ্দিকে অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছে। মান্দালের হাট বাজার সব বন্ধ হইয়াছে।

কলিকাতা

১৭ই এপ্রেল যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতার মৃত্যুসংখ্যা ১৭৮। পূর্ব্বের দুই সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যা ১৭৬ ও ২০৩। গত বৎসর এপ্রেল মাসের উক্ত সপ্তাহে যত লোক মরিয়াছিল এবার তাহার অনেক ন্যূন। কলেরায় কিছু অধিক মরিয়াছে কিন্তু পূর্ব্ববর্ষের অপেক্ষা অনেক কম।

৩রা এপ্রেল যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে সহরতলীর মৃত্যু সংখ্যা ১২৮, হাবড়ার মৃত্যুসংখ্যা ৭২ পূর্ব্বসপ্তাহে অপেক্ষা এসপ্তাহে উভয় স্থানেরই মৃত্যুসংখ্যা অল্প।

কলিকাতার মিউনিসিপাল কমিসনারগণ বাঙ্গালী টোলার ভিতর কসাইখানা বসাইবার প্রস্তাব করিতেছেন। হিন্দু কমিসনারগণের এই কি হিন্দুয়ানী?

কলিকাতার ৮ বেহারী লাল সেনের বিধবা পত্নী আপনী লোকে গঙ্গার জলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, পুলিস একবার মাত্র অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন সেদিন স্ত্রীলোকটীর মৃতদেহটী না কি বরাহনগরে একখানি জাহাজের নিকট ভাসিয়া উঠিয়াছিল। মেটে-বুরুজের সুতার কলের লোকেরা দেহটীকে তুলিয়া পুলিসে সমাচার দেয়। সমস্ত দিবস পুলিসের দর্শন না পাওয়াতে অগত্যা সন্ধ্যাকালে আবার গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। এই সর্ব্ব-দেশে পুলিসের উপর কি আর আসন হইবেনা?

তারকেশ্বরের মহান্তের নামে আবার একটী গুরুতর অভিযোগ উঠিয়াছে। ত্রিগুণাচরণ গিরি নামক জনৈক ব্যক্তি মহান্তের নামে শ্রীরামপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে মাধব গিরি মহান্ত তাঁহাদের গুরু। ত্রিগুণাগিরির স্ত্রী অপর একজন দাসীর সহিত মহান্তের নিকট গুরুদীক্ষা লইতে যায়। মাধব দীক্ষার মন্ত্র দিবার উপলক্ষে তাহাকে নিভৃত গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার সতীত্ব নাশের জন্য বল প্রকাশ করে। কথাটী বড় বিষম, মাধব গিরি দূষিত ব্যক্তি বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত। গবর্ণমেণ্ট আবার তাঁহাকে গদি দিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

শিবপুর পাঠশালার জনৈক শিক্ষক একজন ছাত্রকে এরূপে প্রহার করেন যে তিন দিবস ছাত্র শয্যাশায়ী হইয়া থাকে ছাত্রের অভিভাবক পুলিস কোর্টে অভিযোগ করায় শিক্ষকের ১৬টাকা দণ্ড হইয়াছে। না দিতে পারিলে দুই দিনের কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস। আর একজন শিক্ষক একবার ছাত্রগণের শাসনের জন্য একখানি দণ্ড বিধির আইন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের হস্তে ছাত্রগণের শিক্ষা না প্রাণবধ।

সিংহল দেশের লোকেরা কর্ণেল অলকটকে দেবতা জ্ঞান করিতেছে, ইতিমধ্যেই তাহারা অলক-টের প্রস্তরমূর্ত্তি সিংহলে স্থাপিত করিতে চায়। অলকট বলিয়াছেন সিংহল বাসিগণ যদি তাঁহাকে স্মরণ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন তবে তাঁহার মৃত্যুর পরে সেরূপ করিলে ভাল হয়।

বাঙ্গালায় যেমন কাদম্বিনী বসু বি, এ, পরি-ক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন মান্দ্রাজে তেমনি আর এক জন মান্দ্রাজী রমণী বৈজ্ঞানিক সভার স্ত্রীবিদ্যালয় হইতে পরীক্ষা দিয়া গণনীয়া হইয়াছেন।

মান্দ্রাজ মহাজন সভা হইতে মন্ত্রীবর গ্লাডষ্টো-নকে লেখা হইয়াছিল যে সিলেক্ট কমিটী রয়াল কমিসন দ্বারা গঠিত হয় এবং উহাতে কোন এংলোইণ্ডিয়ান সভ্য নিযুক্ত না হয় ইহাই মহাজন সভার অভিমত। প্রত্যুত্তরে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট গ্লাডষ্টোনের বক্তব্য লিখিয়াছেন যে রয়াল কমিটী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পার্লিয়ামেণ্ট কমিটীই বসিবে স্থির হইয়াছে।

বঙ্গদেশের ন্যায় মান্দ্রাজেও বড় বড় রায়তি সভা আহূত হইতেছে। গত ১৭ই এপ্রেল বেঙ্গা-পাটমে প্রায় তিন সহস্র লোক একত্রিত হইয়া তত্রত্য রেভিনিউবোর্ডের অত্যাচারের কথা লইয়া আন্দোলন করিয়াছিল। মান্দ্রাজ বাসনহলে যেসকল কিস্তির অনাদায়ী খাজনার দাবী গবর্ণমেণ্ট একবার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন রেভিনিউবোর্ড তাহা বল পূর্ব্বক আদায় করিয়া লইতেছে। একবার যেসকল বর্দ্ধিত প্রজার খাজনার হার কমাইয়া দেওয়া হই-য়াছে রেভিনিউবোর্ড পরিষদের ঘটী বাটী গরু বাছুর বিক্রয় করিয়া সেই পরিত্যক্ত টাকা আদায় করিতেছেন।

মুন্সী প্যারিলালের পর দিলিকোর্টের উকিল লালা মদন গোপালও আইন শিক্ষার জন্য বিলাতে যাইতেছেন।

ডেভীসাহেব কলিকাতার সওদাগর অক্‌টেভি-য়াস ষ্টীলের নামে ক্ষতিপূরণের নালিস করিয়া নিম্ন আদালতে জিতিয়াছিলেন। আপিল আদালত নিম্ন আদালতের রায় নামঞ্জুর করিয়া ডেভীকে খরচার দায়ী করিয়াছেন। অধ্যাপক ডেভী এবার কেবল আদালত হইতেই সর্ব্বস্ব হারাইলেন।

গোয়ালিয়ার অঞ্চলে ডাকাইতি দমন করিবার জন্য খুব চেষ্টা করা হইতেছে। কয়েকজন ডাকা-ইত ধরা পড়িয়াছে। বাপির প্রান্তদেশে এখনও তাহাদিগের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব। শাসনের বিশৃঙ্খলাই কি এই উৎপাতের কারণ নহে।

শুনা যাইতেছে চিকিৎসা শিক্ষার্থিদিগের শিক্ষা বিভাগে প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে প্রোফেসার রো এবং ম্যাকডোনেল্ড তাহার পরীক্ষক নিযুক্ত হইবেন।

গত এপ্রেল মাসের মধ্যে পুনা নগরে ১০০ বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

গ্রীকগণ প্রান্তদেশে রণসজ্জা করিতেছেন কাহারও কথা না শুনিয়া গ্রীস যে যুদ্ধে সাজিতে-ছেন ইহার কারণ কি? বোধ হয় পশ্চাতে কেহ আছে। থাসালোনিয়ার প্রান্তে গ্রীক তুর্কীর ন হত একটী সামান্য রকমের হাতাহাতি করিয়া-ছেন। কেবল গুলি ছোড়া সার হইয়াছে। কাহা-রও কোন অনিষ্ট ঘটে নাই।

মহারাজ দলীপ সিংহ ডেবোনা জাহাজে আসিয়া এডেনে অবতরণ করিয়াছেন সে খানে এখন ইংরাজ রেসিডেণ্টের বাটীতে বাস করিতেছেন ইংরাজ এ রূপে দলীপকে আটক রাখিয়াছেন। বোধ হয় সেই খানেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইবে।

ষ্টেটসম্যানের জনৈক সংবাদদাতা বলেন বারাসতের নিকটবর্ত্তী দত্তপুকুরে একজন বিধবা ও তাহার দুইটী কন্যা বাস করে। একদিন জন কয়েক লোক পুলিস সাজিয়া বিধবার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল।

তাহুই গ্রামে নাকি বড় মারের ভয় হইয়াছে মাজিষ্ট্রেটের তদন্ত করা কর্ত্তব্য।

তারকেশ্বর রাইয়ত সভায় প্রায় ২০ হাজার লোক সংগৃহীত হইয়াছিল।

আয়র্লণ্ডের সমাজপত্র সকল বলিতেছে গ্লাড-ষ্টোনের আইরিস নীতি পরিত্যক্ত হইলে দেশে অরাজকতার বৃদ্ধি পাইবে, গৃহ বিবাদে অনর্থও উৎসন্ন যাইবে।

উত্তর আসাম সভা আসামের ডেপুটী কমি-সনারের হস্ত দিয়া চীফ কমিসনরের নিকট এক খানি মেমোরিয়াল পাঠাইতেছেন। ডেপুটী কমি-সনার সাহেব বিলক্ষণ ভদ্রতা প্রকাশ করিয়া চীফ কমিসনরের নিকট মেমোরীয়াল পাঠাইতে প্রতি-জ্ঞ হইয়াছেন উক্ত। সভার সভাপতি স্কট ক্যাম্বল সাহেব যেরূপ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে-ছেন তাহাতে বোধ হয় আসাম বাসীর চির কাল সতুক সত্ত্ব বিফল না হইলে ও না হইতে পারে।

আমাদের নব সহযোগী বিভার কর্ত্রী বাহিরের এক চিত্র দিয়াছেন। একদিকে রুক্মীবাইয়ের স্বামী তাঁহার একহস্ত ধরিয়া আর একদিকে তাঁহার সংস্কার প্রার্থি বন্ধুগণ রুক্মীবাইয়ের আর এক হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন। সংস্কারপ্রার্থী বাবুগণকে বানর সাজান হইয়াছে। আমরা জানি বোম্বাই অঞ্চলের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই বন্ধু-গণের পক্ষাবলম্বী। তাঁহারা যে জন্য এরূপ মতের পক্ষপাতী তাহা তাঁহাদিগকে ধীরভাবে বুঝাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। এরূপ চিত্র দিয়া অপমানিত করায় সহযোগীর বালকত্ব প্রকাশ পাইয়াছে এই চিত্রটীর নিন্দা করিবার পর সহযোগীর আর একটী চিত্রের প্রশংসা করা আমাদের কর্ত্তব্য। গত ২৪ এ এপ্রেল বিভারে পীড়িত ভারতমাতার একখানি চিত্র

আছে, জরাজীর্ণ শীর্ণ দেহ মলিনবসন শঙ্করবসনা ধূলি শয়নে গা ঢালিয়া ভারত মাতা মৃত্যু শয্যায় পড়িয়া আছেন, অন্তর স্থানে স্থানে ক্ষত একটী আবগামবদ্ধ একটী উপদেশ, ম্যাঞ্চেষ্টার জিনাবপুল (হোম চার্জ্জ) অর্থাৎ বিলাতের জন্য খরচ আর তিনটী, পারবেশে বন্দোবস্তিক ও সামরিক, এতদ্ভিন্ন আর ও দুই চারিটী ক্ষত, ও তাহার জমবুল প্রলেপ দিতেছেন। চিত্রটি হৃদয় গ্রাহী। আমরা সহযোগীর এইরূপ চিত্তর পক্ষপাতী।

ইউরোপীয় বাজারবর্গ গ্রীসকে অলটিমেটম পাঠাইয়াছেন যে গ্রীস যেন আট দিনের মধ্যে অস্ত্রত্যাগ করে।

মিঃ চম্বারলেন গ্লাডষ্টোনের সহায়তা করিয়া বাবনিংহামের মত তা করিয়াছেন। আইরিসগণ এদের বৃদ্ধ গ্লাডষ্টোন আর কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে উঁহাদের ভরসার বিষয় বটে। নচেৎ আনিদ্যবর্নর সকলেই বিষ হইবে।

কয়েক মাস পূর্ব্বে ভদ্রেশ্বরে গঙ্গার ঘাটে এক দিন জনৈক পুলিষ সবইন্সপেক্টার ও আর একজন ভদ্র লোক স্নান করিতে ছিলেন পুলিস সবইন্সপেক্টার কতকগুলি স্ত্রীলোককে উদ্দেশ করিয়া কুৎসিৎ বিদ্রূপোক্তি করায় ভদ্রলোকটী তাহার প্রতিবাদ করেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ মুখামুখি হয়, পুলিষ ইনস্পেক্টার অবশেষে কনষ্টেবল ডাকাইয়া ভদ্রলোকটীকে থানায় লইয়া গিয়া মাতাল বলিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট প্রহার করে। ভদ্রলোকটী আদালতের বিচারে মুক্তিলাভ করিয়া ইনস্পেক্টারের নামে অভিযোগ করেন বিচারে সবইনস্পেক্টারের ২৫ টাকা ও তাঁহার দুইজন কনষ্টেবলের ১২টাকা ও ৫টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইয়াছে। এই দুরাচারকে দূর করিয়া দেওয়া হইলনা কেন?

গত ২২ এ এপ্রেল মান্দ্রাজ হাইকোর্টে একটী চমৎকার অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অভিযোক্তা একজন কৃতবিদ্য শৈব সব রেজিষ্ট্রার, একজন ধনবান শৈব সওদাগরের পুত্র, ও আর একজন বৈষ্ণব সওদাগরের সন্তান। তাঁহারা রুক্মাবেকমাল নাম্নী দশমবর্ষীয়া একটী কন্যার বিবাহার্থী, কন্যাটীর পিতা মাতা বা অন্য কোন অভিভাবক না থাকায় কোর্ট অব ওয়ার্ডের কর্তৃত্বাধীনে আছে। তাঁহার পিতামহী অভিভাবক হইবারজন্য আদালতে প্রার্থনা করায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে কন্যা যদি শীঘ্রই বিবাহিতা হয় তবে অপর কোন অভিভাবক নিযুক্ত করিবার আবশ্যক নাই। বিবাহার্থিগণ এই বালিকাটীর পাণি গ্রহণ করিবার জন্য পরস্পরে বিবাদ করিয়া আদালতে আসিয়াছেন। প্রথম ব্যক্তি একজন মান্দ্রাজ কালেজের বি, এ উপাধিধারী। তাঁহার অর্থ দিবার ক্ষমতা নাই। দ্বিতীয় ব্যক্তি কন্যাকে ৬০ হাজার টাকা দিতে চায়। তৃতীয় ব্যক্তি ১০ হাজার টাকা দিবার কথা বলে। আদালত স্থির করিয়েন দ্বিতীয় ব্যক্তির একবার বিবাহ হইয়াছিল। এবং তাঁহার একটী কন্যা সন্তানও বর্ত্তমান আছে। অতএব অবস্থায় কন্যা তাঁহার হস্তে সুখী হইতে পারিবেন না। তৃতীয় ব্যক্তি বৈষ্ণব সুতরাং তাঁহার হস্তে পড়িলে কন্যার ধর্ম্মের হানি হইবে। প্রথম ব্যক্তি কোন অর্থোপহার না দিলেও অপর দুই ব্যক্তির ন্যায় কোন বিশেষ দোষ না থাকায় কন্যা বিচার মত তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। এখন সওদাগর পুত্রদ্বয় সকল বাক্যেয় সব রেজিষ্টারের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হন।

মনসা বৃক্ষের মূল সূতায় বাঁধিয়া গলায় দিলে গণ্ডমালা ও গলা ফুলা আরোগ্য হয়। ইহার পত্র পোড়াবাটী বা গোল মরিচ সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাহু জানু বা গ্রেধা প্রভৃতি বেদনা সত্বরে আরাম হয় এবং চাবের পোকার কষ্ট কুলিলে ইহার পাতা লবণের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে এক রাত্রি মধ্যে সারিয়া যায় ইহার মূল ও সবুক তন্ত্র এবং ভূমি কুষ্মাণ্ড সমভাগে মর্দ্দন করিয়া বটি প্রস্তুত সেবন করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও যুবার ন্যায় রতি শক্তি প্রাপ্ত হয়। ইহা গৃহে রাখিলে সে ঘরে সর্প ভয় থাকে না। সাধারণী—

জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার ধূমকেতু উঠিবে। ধূমকেতু ভারতে পদার্পণ করিতে না করিতে যদি এরূপ কিছু দেখিতাম তবে পূর্ব্ব হইতেই আমরা আমাদের দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া রাখিতাম। এখন এত যন্ত্রণা হইত না।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজে অধিকার করিবার সময় রাজধানীতে একখানি পত্র পাইয়া ছিলেন। পত্র খানিতে কোন বিলাতের সওদাগর ব্রহ্মদেশের অধ্যবহিত পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজকে কতক গুলি হটি কোর্টের কামান ও গুলি গোলা পাঠাইবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। পত্রপ্রেরক আপনাকে গবর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টার বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। এই ঘটনাটীর সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য পার্লিয়ামেণ্ট সভায় জনৈক সভ্য ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করিয়েন।

জুন মাসের পূর্ব্বেই মিসরের সৈন্যসংখ্যা অনেক কমান হইবে। নোবার পাসা বলেন এখন সৈন্যসংখ্যা কমাইলে আরাবীয়েরা আবার উৎপাত আরম্ভ করিবে।

সোয়াকিন ও পূর্ব্ব সুদানে ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়া আসিবে। মিসর সৈন্য আবাদের স্থান অধিকার করিবে। আফ্রিকায় এখন তিনটী মাত্র ভারতীয় সৈন্যের রেজিমেণ্ট আছে। দুইটী বাঙ্গালা ও একটী বোম্বাই রেজেমর।

১৭ই এপ্রেল আফগান সীমান্তে ইংরাজ ও রুশ সীমা কমিশনারগণের একটী সভা হয়। পর দিন উভয় পক্ষের কমিশনারগণ স্বদেশের দিকে ফিরিয়াছেন।

সীমা কমিশনরগণ প্রায়ই তাঁহাদের কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। আর একটী স্তম্ভমাত্র গাঁথিতে বাকি আছে। ১৪ ইমার্চ হইতে সে স্তম্ভটির গাঁথুনি আরম্ভ হইয়াছে।

লণ্ডনের একটী ভোজে একজন রমণী টাইমস পত্রিকার পোষাক পরিয়া আসিয়া ছিল। মুদ্রাঙ্কিত কাগজের প্রান্তভাগ যে যে স্থানে ছিল সেই সেই স্থানে অবিকল রেসমের কাপড়ের মত দেখাইয়াছিল। ছিটের কাপড়ের ন্যায় সংবাদ পত্রিকায় টেলিগ্রাম বিজ্ঞাপিত ছুরি, কাঁচি, ঘড়ি, দোয়াত, কলম, ইত্যাদি চিত্র সকল পোষাকের উপর শোভা পাইয়াছিল। মাথার মাথা খাইয়া, বিদ্যের রূপ নষ্ট করিয়া স্ত্রীলোকে যে এমন সং সাজিতে পারে উহা আমরা জানিতাম না?

গত ১০ই মার্চ বিলাতে একটী নাবিক সভা হইয়া গিয়াছে। বিলাতি জাহাজে ভিন্ন জাতীয় লোক সকল অধিকাংশ কার্য্যাই করিতেছে। নাবিকগণ তাই পথে পথে চিৎকার করিয়া বেড়াইতেছিল। "আমরা অনাহারে মরি, আর বিদেশীয়েরা স্ফূর্ত্তি পায়।" অবশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডকে ইহাদের সভা হয়। তাহারা আর কোনও গোলযোগ করে নাই।

মরিসসের সুপ্রীমকোর্টে একজন জুরি জুরির কার্য্য করিতে অস্বীকার করেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল মাতামহের আমি ইংরাজের অধীনে ছিলাম। ইংরাজ বরং আমাকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া আসিয়াছে। তাহাদিগকে সহায়তা করিতে নাই।

আমাদের কোন সহযোগী বলেন গ্রাণ্ট ডফের পর মান্দ্রাজে কে গবর্ণর হইবে তাহা এখন শীঘ্র প্রকাশ করা হইবে না। আরল অব ডেলহাউসীর এই পদ গ্রহণ করিবার কথা শুনা গিয়াছে। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন আরল এখন আসিতেছেন না। ডালহাউসি নাম শুনিলে আমাদের ভয় হয়।

হলকারের মহারাণী পাঞ্জাসপুর মন্দিরে দেব দর্শন করিতে গিয়া যথাবিধি দেবতার পূজা —

সোমপ্রকাশ

৩০ শ ভাগ। " উৎপত্তিরিন্দোরপি নিষ্ফলৈব দৃষ্টা বিনিদ্রা নলিনী ন যেন।" ২৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷।

১২৯৩ সাল। ২৮ এ বৈশাখ। ইং ১৮৮৬। ১০ ই মে।

৭ ত্রিপনাব্দ ২৮ এ বৈশাখ।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুলসমেত ৩৷৹ টাকা।

প্রেরিতপত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

প্রতিবাদ।

এখানকার রবিবাসরীয় সংস্কৃত পাঠশালা, শিশুদিগের পাঠশালা এবং হরিসভার টোল সম্বন্ধে গত ১৮ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য আপনার ১৪ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে একজন পত্রপ্রেরক কতকগুলি স্বকপোল কল্পিত অসত্যপূর্ণ বাক্য বিন্যাস করিয়া আপনার বহুমাননীয় পত্রের গুভ্র কলঙ্কিত করিয়াছেন। এরূপ পত্রের প্রতিবাদের আবশ্যক নাই তবে আমার সংবাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলির প্রতি লক্ষ করিলেই সাধারণে বুঝিতে পারিবেন।

প্রথম। রবিবাসরীয় সংস্কৃত পাঠশালা সংস্থাপিত হইবার অনেক পূর্ব্বে শিশুদিগের পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয়। উক্ত পাঠশালার জন্য নানাবিধ কৌশলে লোকের নিকট হইতে অর্থ লইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।

তৃতীয়। উক্ত পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতাগণ

নিক্ষেপের ন্যায় বাহির করিবার জন্য শিক্ষকদিগের পাঠশালার প্রতি উপেক্ষা করিয়া সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন।

চতুর্থ। শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ সেনের সহিত কবিসভার টোলের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। অত এব পত্রপ্রেরক সে বিষয়ের অবতারণা করিয়া প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন। ১৮ ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশ পড়িয়া কি প্রতিবাদ করা হইয়াছে?

পঞ্চম। যাজ্ঞবল্ক্য মনুসংহিতা আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ কি না তাহা বুঝিবার জন্য কিছু পড়া শুনা আবশ্যক।

ষষ্ঠ। ১৮ ই ফাল্গুনের সংবাদের প্রতিবাদ ১৪ ই বৈশাখে প্রকাশ করিয়া পত্রপ্রেরক আপনাকে খুব বিবেচনার পরিবর্জ্জিত প্রমাণ করিয়াছেন?

একান্ত বশম্বদ
শ্রী—জ্ঞানাঞ্জনপুরের—
সংবাদদাতা।

— ● —

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতা ও নগেন্দ্রবাবুর প্রেরিত পত্র।

মহাশয়! আপনার ৭ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে নগেন্দ্র বাবুর এক দীর্ঘ পত্র পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন "উঁহার (গোস্বামী মহাশয়ের) প্রধান ভ্রম তিনি প্রীতি ও ভক্তিকে এক চক্ষে দেখিয়াছেন"। কি আশ্চর্য্য!!! কে তাঁহাকে বলিল গোস্বামী মহাশয় প্রীতি ও ভক্তিকে এক চক্ষে দেখিয়াছেন? তিনি এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিয়াছিলেন "আমাদিগের অন্তঃকরণে যে অনির্ব্বচনীয় ভাব নিহিত থাকায় আমরা স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা ও বন্ধুদিগের সহিত সন্তোষে কালযাপন করি, তাহার নাম প্রীতি, আবার যে প্রীতি থাকায় আমরা পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের অথবা দেবতাগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকি সেই প্রীতির নাম ভক্তি এবং যে ভক্তি দ্বারা মহাত্মাগণ ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করেন সেই ভক্তির নাম প্রেম। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে হৃদয় নিহিত সেই এক অনির্ব্বচনীয় ভাব পাত্র বিশেষে প্রযুক্ত হইয়া কোথাও প্রীতি, কোথাও ভক্তি এবং কোথাও বা প্রেম বলিয়া অভিহিত হইতেছে"। এখানে ভক্তি ও প্রীতির যথাযথ বর্ণনাই করা হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু বুঝিতে না পারিয়া নিজেই এই বর্ণনাটিকে "খেচরান্ন" স্বরূপে পরিণত করিয়াছেন।

গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন "প্রীতি ভক্তি অথবা প্রেম সাধনের নিমিত্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান বা যোগের বিশেষ আবশ্যক করে না"। কিন্তু নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন "খুব আবশ্যক করে, এমন কি এগুলি সম্বল করিতে না পারিলে ও-পথে অগ্রসর হওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। প্রথমতঃ প্রীতির বস্তু স্থির করিতে হইবে। তাহা জ্ঞানের কার্য্য; তাহার পর সেই বস্তুর মহিমা বুঝিতে হইবে। তাহা বিজ্ঞানের কার্য্য, তাহার পর সেই বস্তুতে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে তাহা যোগের কার্য্য"। এস্থলে যে বস্তুর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, বৈশেষিক দর্শন (Philosophy) শাস্ত্রোক্ত অনুভূতি (Perception) স্মৃতি (Memary) নির্ব্বাচন প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ (Technicalities) অনুসারে যেমন তাহার বিচার করিতে পারা যায়, প্রীতি যদি সেই বস্তু হইত, তাহা হইলে নগেন্দ্র বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঠিক। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় সেই অসম্পূর্ণ দর্শনের অনুসরণ করেন নাই। পাঠকবর্গ মনে করুন কোন বালকের হস্ত হইতে একটা ঘট মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। বালক কাঁদিয়া উঠিল। যে পদার্থে ঘটটী প্রস্তুত হইয়াছিল সে পদার্থ চূর্ণাবস্থায় তাহার সম্মুখে পড়িয়া রহিল, কিন্তু কৈ তাহাতেত বালক ভুলিল না। তবে কিসে তাহার প্রীতি ছিল? ঘটে, না ঘটের ঘটত্বে! এস্থলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ঘটের ঘটত্বেই বালকের প্রীতি ছিল। স্বীকার করিলাম এই ঘটত্বরূপ অদৃশ্য বস্তু স্থির করিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, স্বীকার করিলাম এই অদৃশ্য বস্তুর মহিমা বুঝিতে হইলে বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, স্বীকার করিলাম এই অদৃশ্য বস্তুতে আত্মোৎসর্গ করিতে হইলে যোগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু নগেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করি ঘটের ঘটত্বে বালকের যে প্রীতি জন্মিয়াছিল এবং সেই প্রীতি সাধনের নিমিত্ত বালকের যে জ্ঞান, যে বিজ্ঞান এবং যে যোগের প্রয়োজন হইয়াছিল গোস্বামী মহাশয় কি সেই জ্ঞান, সেই বিজ্ঞান এবং সেই যোগের কথা বলিয়াছিলেন? কখনই নহে। কেন না ইহার জন্য কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে হয় না। ইহা স্বতঃই মনুষ্যের হৃদয়ে উদ্ভাবিত হয়। এ সম্বন্ধে আমাদিগের আর অধিক কিছু বক্তব্য নাই; তবে আক্ষেপের বিষয় এই যে নগেন্দ্রবাবু এই গভীর পরমার্থ তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া গোস্বামী মহাশয়কে সাধারণ্যে উপহসিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র।

তিনি আরও এক স্থলে লিখিয়াছেন "তিনি (গোস্বামী মহাশয়) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি হরিনাম শুনিতে অনিচ্ছুক সে ব্যক্তির নিকট নাম গান করিলে নামাপরাধ হয়। এ কথায় কোন সারবত্তা নাই এবং বিশ্বাসযোগ্যও নহে"। আমরা স্বীকার করিলাম যে এ কথাটিকে নগেন্দ্র বাবু যে ভাবে গ্রহণ করিলেন তাহাতে ইহার কোন সারবত্তাই অনুভূত হয় না; কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ত নামাপরাধের এরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন মহাত্মগণ হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া বলিয়া গিয়াছেন, যে মধুর হরিনাম যিনি একবার মাত্র ভক্তিভাবে মুখে উচ্চারণ করিবেন, তাঁহার সকল পাপ কাটিয়া যাইবে। আমি সেই নাম সহস্রবার জপ করিলাম, কিন্তু কৈ তাহাতে আমার কিছুইত হইল না। হরিনামে আমার কিছুই হইল না এই কথা বলায় হরিনামের নিকট আমার যে অপরাধ হইল,—সে অপরাধের নামও নামাপরাধ। এস্থলে আমি হরিনামের প্রতি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলাম। আবার কোন ভক্ত আমাকে হরিনাম শুনাইলেন, আমি তাঁহাকে কত কটূক্তি বলিলাম আমার মুখে হরিনামের নিন্দা শুনিয়া তিনি হৃদয়ে আঘাত পাইলেন। তিনি ভাবিলেন না জানি আমা হইতে আজ হরির কতই অপমান হইল। যে ব্যক্তি হরি নাম শুনিতে অনিচ্ছুক আজ হইতে আমি—সে ব্যক্তির নিকট আর সে নাম গান করিব না। এস্থলে আমিও পূর্ব্বেই অপরাধী হইয়াছি এবং এক্ষণে যিনি আমাকে হরিনাম শুনাইলেন তিনিও অপরাধী হইলেন; সুতরাং এস্থলে তাঁহারও অপরাধ হইল। নগেন্দ্র বাবু নামাপরাধের এইরূপ গূঢ় অর্থের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া দেখুন দেখি গোস্বামী—মহাশয়ের কথায় কোন সারবত্তা আছে কি না?

গোস্বামী মহাশয় নাম সাধন সম্বন্ধে এক স্থল লিখিয়াছিলেন "নাম ও নামীতে পার্থক্য নাই"। অর্থাৎ ভক্তিভাবে তাঁহার নাম গান করিলেই তাঁহার উপাসনা করা হইল। কিন্তু নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "বস্তু জ্ঞান না জন্মিলে নাম জ্ঞান জন্মায় না; বস্তুতে প্রেম না হইলে নামে প্রেম হইবে কিরূপে"? গোস্বামী মহাশয়ের কথারও সহিত নগেন্দ্রবাবুর এই কথার কিছুই সামঞ্জস্য দেখিতেছি না। কেন না নগেন্দ্রবাবু যে বস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পার্থিব বস্তু; আর গোস্বামী মহাশয়ের নামীতে যে বস্তু বুঝাইতেছে তাহা এক অদ্বিতীয় বস্তু অর্থাৎ সর্ব্বভূতের কারণ

রূপ বন্ধু। এ কথা বোধ হয় নগেন্দ্রবাবু অস্বীকার করিবেন না এবং সেই মায়ী বন্ধুর বিজ্ঞতা সম্বন্ধেও বোধ হয় তাঁহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই এবং বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য জাতি অনন্তকাল হইতে সেই মায়ী বন্ধুরই নাম গান করিয়া আসিতেছে, ইহাতেও বোধ হয় তিনি কোন দ্বিরুক্তি করিবেন না। এখন বোধ হয় নগেন্দ্র বাবু বুঝিতে পারিবেন নাম ও নামীতে কোন পার্থক্য নাই; এবং একাগ্রচিত্তে তাঁহার নাম কীর্তন করিলেও জীবের মুক্তিলাভ হয়। অতএব স্বতন্ত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগের আবশ্যক না হইলেও হইতে পারে।

নগেন্দ্রবাবু আর একস্থলে শুক পক্ষীর হরিনাম সম্বন্ধে যে এক উপাখ্যান লিখিয়াছেন তাহাতেও কোন সারবত্তা দেখিতে পাইলাম না. কেন না কার্য্য দেখিয়া বুদ্ধি বিশিষ্ট মনুষ্য যেরূপ কারণ স্থির করিতে পারে পক্ষীর সে ক্ষমতা কোথায়? আবার হরিনামে পক্ষীর কিছুই হইবেনা ইহাই বা তিনি কেমন করিয়া বুঝিলেন? বলিতে গেলে অনেক কথা হইয়া পড়িবে। সুতরাং এ সম্বন্ধে এখন আর অধিক কিছু বলিতে চাহিনা তবে এইমাত্র জিজ্ঞাস্য যে এত পক্ষী থাকিতে সেই পক্ষীটীই কেন মানবের গৃহে আসিয়া হরিনাম করে?

উপসংহারে বক্তব্য এই যে বক্তার মর্ম্মানুধাবন করিতে না পারিয়া মান্যবর শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় একজন ভক্তাগ্রগণ্য সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া নগেন্দ্রবাবুর মত ব্যক্তির কখনই উচিত হয় নাই। যাহার যাহাতে অধিকার আছে তাঁহার তাহাতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেই শোভা পায়। আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিতেছি আর্য্য ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া এখানে যিনিই বক্তৃতা করেন নগেন্দ্রবাবু অমনি কোমর বাঁধিয়া এমনি ভাবে তাঁহার নিন্দা করিতে রত হন যে তৎকালে তাঁহার আর গুরু লঘু জ্ঞান থাকে না। যাহা হউক আমরা বন্ধুভাবে তাঁহাকে উপদেশ দিতেছি যে এখন হইতে তিনি তাঁহার লেখাগুলি সাধারণে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে একজন সুশিক্ষিত ধীর প্রকৃতির লোকদ্বারা সংশোধন করাইয়া লইবেন।

জামালপুর ১৮ই বৈশাখ } একান্ত বশম্বদ শ্রীভোলা নাথ গুপ্ত

—:০:—

সোমপ্রকাশ।

১৮ এ বৈশাখ সোমবার।

খাজনার খাজনার আইনের উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম সাধারণ প্রজাবর্গ কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। দাখিলার যে অংশে জমার বিবরণ বলিয়া লেখা আছে প্রজারা সেই খানে তাহাদের সত্বাদি লিখাইয়া লইতে চায়। জমিদার লিখিয়া দিতে অস্বীকার করিলে প্রজারা খাজনা বন্ধ করে। দিন দিন রেভিনিউবোর্ডে এই মর্ম্মে আবেদনের উপর আবেদন প্রেরিত হইতেছে। রেভিনিউবোর্ড কালেক্টারগণের উপর সার্কিউলার জারির করিয়াছেন যে তাঁহারা যেন সাধারণ প্রজাবর্গকে বুঝাইয়া দেন যে জমার বিবরণে প্রজার জমা নগদান কি ভাউলি তাহাই লিখিয়া দিতে হইবে। প্রজারা না বুঝিয়া যেন ইহার জন্য জমিদারের খাজনা দিতে কোন গোল যোগ না করে। খাজনার আইনে এরূপ অনেক গুলি ক্রুট এবং আছে যে নিরক্ষর প্রজার মস্তিষ্কে তাহা প্রবিষ্ট হওয়া অসম্ভব। ব্যবস্থাপকসভা সাধারণ লোকের অবোধগম্য বিচিত্র আইন কানুন প্রস্তুত করিয়া লোকের ঘাড়ে চাপাইয়া দেন, শেষে তাল রাখিতে না পারিয়া প্রতিসপ্তাহের গেজেটে সংশোধনের উপর সংশোধন জারির করিতে থাকেন। খাজনার আইনের একবার মাত্র সংশোধন হইয়াছে। এখন দিন দিন আরও কত হইতে থাকিবে সাধারণ কি উকিল মোক্তারগণ পর্য্যন্তও সকল সময় তাহা স্মরণ রাখিতে পারিবেন না।

—:০:—

কমন্স সভায় মন্ত্রীবর গ্লাডষ্টোন এইবার আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য কমন্স সভা লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, প্রাতে ছয়টার পূর্ব্ব হইতে লোক আসিতে আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্নে অতবড় সভায় একটী মাত্র ও বসিবার স্থান বাকি ছিল না। বেলা চারিটার সময় মন্ত্রীবরের বক্তৃতা আরম্ভ হয়, তাঁহার প্রথম প্রস্তাব আয়র্লণ্ডের জন্য ডবলিনে একটী স্বতন্ত্র পার্লিয়ামেণ্ট সভা স্থাপিত করা। উক্ত পার্লিয়ামেণ্টে কেবল আয়র্লণ্ড সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সকলের মীমাংসা হইবে। রাজকীয় প্রশ্নাদির কিছুই সেখানে উত্থিত হইবে না। আয়র্লণ্ড যে কয়েক বৎসর ধরিয়া অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছেন ইহাতেই তাহার যথেষ্ট প্রতিবিধান করা হইবে।

—:০:—

আয়র্লণ্ড ও বাসিগণ অনেক দিন হইতে আত্মশাসন প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন আত্মশাসনে আয়র্লণ্ডে সুফল ফলিবে, আইরিসগণ এবং ইংরাজও স্কটলণ্ডবাসীর ন্যায় রাজভক্ত হইতে পারিবে।

—:০:—

উপসংহারে গ্লাডষ্টোন বলেন আয়র্লণ্ড যে তাঁহার প্রস্তাবে সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্ট হইবেন তিনি সাহস করিয়া সে কথা বলিতে চাহেন না। আয়র্লণ্ড যদি ইচ্ছা না করেন তাহা হইলে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কখনই কোন বিষয় আয়র্লণ্ডের মঙ্গলজনক হইলেও তাহাতে আয়র্লণ্ডকে বাধ্য করিতে পারেন না কিন্তু এতদিনের অভিজ্ঞতায় তিনি এটী বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন যে আত্মশাসনে আয়র্লণ্ডের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে, তিনি পার্লিয়ামেণ্ট সভাকে আরও অনুরোধ করেন যে যাহাতে ইংরাজ ও আইরিসগণের হৃদয়ের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন তাহারই চেষ্টা করা উচিত। আয়র্লণ্ডের দৃঢ় ভিত্তির উপর রাজত্ব করিলে উভয় রাজ্যেরই সমূহ মঙ্গল সাধিত হইবে ইংরাজেরও সুযশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

—:০:—

ডফরিণ চরিত্র বিচিত্র। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য বিলাতে সুখ্যাতি লাভ করা। ভারতবাসীর ক্রন্দনে তিনি বধির। ভারতবাসীর উপর যে সমুদায় শ্বেতকায় নরপিশাচ ঘোর অত্যাচার করিতে থাকে তিনি তাহাদিগের অপরাধ ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। নিজ হস্তে ভারতের সর্ব্বনাশ করিতেও তিনি ক্রটী করেন না। যদি কোন সহৃদয় ইংরাজ আমাদের দুঃখে দুঃখিত হন ডফরিণ তখনই তাহাকে দ্বিতীয় কথা না কহিতে দিয়া দেশান্তরিত করেন। পাঠক কি রূপদূতের এরূপ গুণের এক একটী কার্য্য দেখিতে চান? লর্ড চর্চ্চিলের মতানুসরণ করিয়া বিলাতের অধিকাংশ লর্ড পার্লিয়ামেণ্টের কমিটীর জন্য প্রস্তাব করিলেন লর্ড ডফরিণ অমনি পার্লিয়ামেণ্ট কমিটীর পক্ষপাতী হইয়া দাড়াইলেন। ভিনকর্ষ্ট পালের জীবনের জন্য স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত সৈন্য রূপে নিযুক্ত হইবার জন্য, ভারতের সহিত ব্রহ্ম রাজ্য সংযুক্ত না করিবার জন্য, দেশের লোক আবেদন করিল ডফরিণ তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। ব্রহ্মবাসিগণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়া বন্দী হইলেন ব্রহ্মের সামরিক কর্তৃপক্ষীয়গণ নির্দ্দয়চিত্তে বর্ব্বরের ন্যায় তাহাদের প্রাণদণ্ড করিতে আরম্ভ করিলেন। ডফরিণ তাহাদের অপরাধ গোপন করিয়া বলিলেন ব্রহ্মে ইংরাজ কর্তৃক কোন নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই।

ধারার আর একটী ব্যবস্থায় হ্যারিসন বাস্তবিক মিউনিসিপাল আইনের একটী বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছেন। কোন মৃতব্যক্তির স্মরণচিহ্ন রক্ষা করা উচিত বিবেচনা হইলে কমিশনারগণ ছোটলাটের অনুমতি লইয়া মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে তাহার ব্যয় সঙ্কুলন করিতে পারিবেন। এই নূতন বিধিটী আইনে রক্ষিত হওয়া উচিত, কিন্তু ছোটলাটের অনুমতি লইবার আবশ্যক কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

যোলআনা বিচার করিতে গেলে সকল কথাই বলিতে হয়। হ্যারিসন সাহেব নিজে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সভাপতি। সভাপতি ও সহকারী সভাপতির বেতন এবং অফিসিয়াল চেয়ারম্যানের বেতনের ব্যবস্থা করিতে গিয়া তিনি বড়ই স্বার্থপরতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। ৩৬ ধারার একাংশে বলা হইয়াছে চেয়ারম্যানের বেতন ২৫০০ টাকার ন্যূন হইবে না, তিন হাজার টাকার ঊর্দ্ধও হইবে না। আর ভাইসচেয়ারম্যানের বেতন ১২০০ টাকার অধিক হইবে না। ন্যূন সংখ্যায় তাঁহার কত বেতন হইতে পারিবে তাহার কিছুই নির্দ্দেশ করা হইল না। এটী ঘোর আত্মম্ভরিতা। হ্যারিসন কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর শীর্ষস্থানে চিরকালই বসিয়া থাকিবেন এইরূপ তাঁহার ইচ্ছা। চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের ভার যদি কমিশনরগণের হস্তে দেওয়া হয় তাহা হইলে তাঁহার সভাপতিত্ব কয়েকজন কমিসনরের মতামতের উপর দোদুল্যমান হইতে থাকে। অনিশ্চিত অবস্থায় থাকা স্বার্থপর লোকের পক্ষে কষ্টকর, তাই অফিসিয়াল চেয়ারম্যানের বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে। যদি হ্যারিসন ছোটলাটকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন তবে সেপক্ষে আর বিশেষ চিন্তার কারণ থাকে না। হ্যারিসন যে এই স্বার্থনীতির বশবর্ত্তী হইয়া আইন প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা তাঁহার ব্যবহারেই প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বে ছোটলাটের সহিত সময়ে তাঁহার অনেক অনৈক্য হইত। এক্ষণে তিনি বিবেচনা পূর্ব্বক সেই সকল অনৈক্য ঘুচাইয়া দিয়া ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য শ্রেণিভুক্ত হইয়াছেন। পরেও তিনি ছোটলাটের মতের বিরুদ্ধে আর যে কোন কথা কহিবেন তাহাও বোধহয় না। নিজের বেতনের উপর হ্যারিসন বিলক্ষণ আঁটাসাঁটি করিয়াছেন, কিন্তু ভাইসচেয়ারম্যানের বেতন সম্বন্ধে তাঁহার একেবারে ঔদাসিন্য। ভাইসচেয়ারম্যানের বেতন যত কমাও তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই। হ্যারিসনের স্বার্থপরতার এই দ্বিতীয় নিদর্শন। আমরা [illegible] ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে যেমন ব্যবস্থাপক সভার ভার দেওয়া হয় না, মিউনিসিপাল কমিশনার কি সভাপতিকেও সেইরূপ ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশাধিকার দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। ব্যবস্থাপক সভায় যদি নিতান্ত পক্ষে এই সকল কর্ম্মচারীর অভিজ্ঞতার সাহায্য পাওয়া আবশ্যক বোধ হয় তবে তাঁহাদিগকে অবৈতনিক সভ্য করা উচিত। আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার ভার তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

—●●—

ইংরাজ শাসন ও কঠোর নীতির শাসন প্রণালী।

টানিতে টানিতে ছিঁড়িয়া না যায়। লর্ড ডফরিণ যে নীতির উপর ভারতের শাসনপ্রণালী গঠিত করিয়াছেন সে নীতির উপর ভারতের শাসন কার্য্য এখন আর চলিতে পারে না। পূর্ব্বের সে কাল গিয়াছে। ইংরাজ দেখিলে দেশের লোকে যখন ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিত, ইংরাজী শিক্ষার যখন লোকের অভাব ছিল, ইংরাজী রীতি নীতি আচার ব্যবহার, ইংরাজের সাহিত্য বিজ্ঞান, রাজনীতি ও ধর্ম্মের কথা ভারতবাসী যখন কিছুই জানিতেন না, তখন সে এক সময় গিয়াছে। ইংলণ্ডের অনুগ্রহে এক্ষণে আমরা ইংরাজের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস জ্ঞাত হইতেছি। আমাদের শাসনকর্ত্তাগণের রাজনীতি যে ভিত্তির উপর স্থাপিত তাহা যে ন্যায় সাম্য ও স্বাধীনতার প্রস্তরে গঠিত হইয়াছে ইহাও আমাদের জানিতে আর বাকি নাই। ইংলণ্ডের হস্তে ভারতের যে সমূহ মঙ্গল সাধিত হইয়াছে তাহার জন্য ভারতবাসীর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইংলণ্ডেশ্বরীর দেবীমূর্ত্তি চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভয় না করিয়া ভারতবাসী এখন ইংরাজকে ভালবাসিতে শিখিয়াছেন, মহারাণীর চক্ষে ভারতের ইংরাজ ও দেশীয় প্রজা যে অভিন্নরূপে লক্ষিত হইবে এ আশাও আমরা বহুদিন হইতে পাইয়াছি। ইংরাজ প্রজা যাহা পায় দেশীয় প্রজা কেন তাহা পাইবে না ইহাই আমাদের বিবাদ। যে চক্ষে মহারাণীর প্রতিনিধি ইংরাজকে দেখিয়া থাকেন সে চক্ষে ভারতকে কেন দেখিতে পান না ইহাই আমাদের আক্ষেপ। আমরা ইংরাজকে ভাল বাসি বলিয়াই ইংরাজকে তাঁহার দোষ দেখাইতে যাই। ইংরাজ না হইয়া রুশ যদি আমাদের রাজা হইতেন তাহা হইলে কখনই আমরা এরূপ স্বচ্ছন্দ ভাবে রুশকে আমাদের অভাব জানাইতাম না। সভয় পূর্ব্বক রুশের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া রাজার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দেখাইয়া দিতাম না, রুশের হস্তে আমাদিগকে স্বতন্ত্র উপায় দেখিতে হইত। ইংরাজ সম্পূর্ণ সাম্যবাদী, ইংরাজ যে গায়ে যোগ্যের বিচার করিয়া থাকেন [illegible] ব্যবহার করেন। ইংরাজ সর্ব্বদাও প্রজা পালন করেন বলিয়া ইতিহাসে তাঁহার স্বভাব—তাই আমরা বলিতে যাই আমাদের স্বার্থের দিকে এক বার, আমাদের গুণের পুরস্কার প্রতি আমাদের অত্যাচার গুলি নিরীক্ষণ কর। তাই যখনই যে ব্যক্তি ভারতের শাসনদণ্ড হস্তে লইয়া ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হন তখনই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে আনিবার সময় যোড় হস্তে নিবেদন করি—দেখিও ভারতের রাজভক্ত দরিদ্র প্রজার সমূহ অভাব সমূহ বিপদ মোচন করিতে অবহেলা করিও না—আমাদের যে ভক্তি পূর্ণ কুসুম তাহা কাহারও বা হৃদয়ে আঘাত করে কাহারও বা অবশ পদতলে প্রতিহত হইয়া পদের সহিত ফিরিয়া আসে। লর্ড রিপনের হৃদয় যে কথা শুনিয়া গলিয়াছিল, লর্ড ডফরিণের হৃদয় মধ্যে সে উপদেশের সারবত্তা অনুভূত না হইয়া ফিরিয়া আসিল। লর্ড রিপন কথায় তাঁহার হৃদয়ের ভাব ভাঙ্গিলেন না, কার্য্যে তাঁহার উদারতা ও পরোপকারিতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া ভারতবাসীর পূজার পাত্র হইলেন। লর্ড ডফরিণ কথা সরিৎ সাগরের প্রবাহ বহাইয়া ভারতবাসীকে সহজ আশায় আশান্বিত করিলেন; কার্য্যে তাঁহার ক্রূরতা ও স্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ভারতবাসীর হৃদয় হইতে অল্পে অল্পে অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। লর্ড রিপন উদার নীতির শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া আমাদিগকে ইংরাজ শাসনের উচ্চ নীতির আদর্শ দেখাইয়া গেলেন, লর্ড ডফরিণ কঠোর নীতির বশবর্ত্তী হইয়া ইংরাজ ও ইংলণ্ডের নামে কলঙ্ক ঢালিতে বসিলেন। একবার অমৃতের আস্বাদ পাইয়া তিক্তাস্বাদনে কাহার রুচি জন্মে? ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা কতটুকু পাইতে পারি মহাত্মা রিপন তাহা দেখাইয়াছেন, মহাত্মা ব্রাইট যাহা দেখাইতেছেন। ভারতবাসীও কৃতবিদ্য হইয়া স্বীয় স্বার্থাধিকার বুঝিয়াছেন। এখন কি কঠোর নীতির শাসনে তাঁহাদের আর চাপিয়া রাখিতে চলে? লর্ড ডফরিণ এই সকল কৃতবিদ্য রাজভক্ত ভারতীয় প্রজাকে কঠোর শাসনের রজ্জু দিয়া কেবল বাঁধিতেছেন কেবল আঁটিতেছেন। তাই—আমরা বলিতেছিলাম টানিতে টানিতে ছিঁড়িয়া না যায়।

লর্ড ডফরিণ যে নীতির দ্বারা ভারত শাসন করিতেছেন, সার লিপিল গ্রিফিণ বলেন তদপেক্ষা

গিয়াছিলেন, বাবু জগদ্বন্ধু মিত্র তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়াছেন। আর কেহ নয় কি?

দুই বৎসর হইল মদনলাল চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি চন্দ্রনাথ দেয়ের নামে সেয়ালদহ পুলিস আদালতে এই বলিয়া নালিশ করে যে চন্দ্রনাথ তাঁহার বাটী হইতে তাহার স্ত্রীকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। অবশেষে আবদুল লতিফের নিকট মকদ্দমা ডিসমিস হওয়ায় মদনলাল সিয়ালদহে মুন্সেফী আদালতে স্ত্রী পাইবার নালিশ করে, মুনসেফ ডিক্রি দেওয়ায় চন্দ্রনাথ আলিপুরের জজ আদালতে তাহার বিরুদ্ধে আপিল করে। আপিল ডিসমিস হইলে যে ব্যক্তি উক্ত স্ত্রীর জামিন ছিল মুন্সেফ বাবু স্ত্রীলোকটিকে উপস্থিত করিবার জন্য তাহাকে আদেশ করেন। স্ত্রীর নাম মনোমোহিনী। সে আদালতে উপস্থিত হইলে মদনলাল বলে মনোমোহিনী যদি একাকিনী তাহার সঙ্গে যায় তাহা হইলে চন্দ্রনাথ লোকজনে পথের মধ্যে তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। মুন্সেফ বাবু তাহার সহিত দুই জন পেয়াদা দিয়া মনোমোহিনীকে মদনলালের বাটীতে পঁহুছাইয়া আসিতে বলেন। আদালতের নিকট রাস্তার ধারে এক খানি গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার ভিতরে এক জন লোক ছিল, মনোমোহিনী দৌড়িয়া গিয়া সেই গাড়িতে উঠিতে যায়। এক পা গাড়ির রেকাবে দিয়া উঠিতে না উঠিতেই গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকাইয়া দেয়। এক জন যুবক ঘোড়ার মুখ ধরিয়া গাড়ি বন্ধ করে। পেয়াদারা মনোমোহিনী ও গাড়ির ভিতরের বাবুটীকে ধরিয়া আদালতে লইয়া যায়। সেখানে মুন্সেফ বাবু তাহাদের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া দুই জনকেই ফৌজদারী সোপরদ্দ করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

সার চারলস ম্যাক্‌গ্রেগর বিলাতে যাইতেছেন। এইবার বোধ হয় ব্যবস্থাপক সভার খবি কাটিবে।

বিলাতে পার্লিয়ামেণ্ট কমিটিতে র‍্যাণ্ডল্ফ চর্চিল লর্ড জর্জ হ্যামিলটন, স্যারজেম্স ফার্গুসন ও মিঃ ব্রুকের নাম সভ্যের তালিকা হইতে উঠাইয়া দিয়া— আর্জওয়ালী ক্রেম্স, এক্সেলির নাম নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ব্রুক কেমন লোক তাহা আমরা জানিনা।

পঞ্চ কোটের রাজার পরলোক হইয়াছে। তাঁহার পোলিটিকাল এজেন্ট মিঃ কারনাক রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় অনবরত অশ্রুপাত করিয়াছেন। কারনাকের ন্যায় পোলিটিকাল এজেন্ট দেশীয় রাজগণের আদরের সামগ্রী। তিনি রাজাকে খুব ভাল বাসিতেন। রাজাও তাঁহার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। পোলিটিকাল এজেন্টগণ কারনাকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে সকলেই প্রীতির পাত্র হইতে পারেন।

বোম্বাইয়ের বড়লাট লর্ড রিয়াইকে পাইয়া বোম্বাই বাসিগণ পরম সুখে দিন যাপন করিতেছেন। রিয়াই একণে সার উইলিয়াম ওএডার বরণকে সেক্রেটারি নিযুক্ত করিয়াছেন। ওএডার বরণ তাঁহাদের পরম বন্ধু। রিয়াই ও ওএডার বর্ণের ন্যায় শাসন কর্ত্তা ও সেক্রেটারি কি বঙ্গদেশের ভাগ্যে ঘটিবেনা?

মিঃ রেণ্ডিক্ গ্রীফলের বড় প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার দেশের যে রন্ধনে অনেকের অজীর্ণ ও উদরাময় আরোগ্য হইতেছে।

১লা এপ্রেল মেলবর্নে একব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত ইহজগত পরিত্যাগ করিতে চায়। উভয়ে স্থির করিল একজন আর একজনকে হনন করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। একি দারিদ্রের ফল না বিবাদ?

মান্দ্রাজ টাইম্স বলেন আজলামালী নাম্নী একটী পঞ্চদশ বর্ষীয়া হিন্দু বালিকা মিস্ গর্ডনের মিসন বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিত। সম্প্রতি তাহার বিবাহ হইয়াছে। একমাত্র খুড়ী তাহার অভিভাবক। একদিন আজলামালী বাটীতে আসিল না। অনুসন্ধানে জানা গেল যে মিস গর্ডনের বাটীতে গিয়াছেন পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিস মিস গর্ডনের গৃহে বালিকাটীকে দেখিতে পায়। মিস গর্ডন বলেন উহাকে যাইতে দিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। তিনি বালিকাকে আটক করিয়া রাখেন নাই। আজলামালী বলে সে হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, আর সে ঘরে যাইবে না। পুলিস আর কিছুই করিতে পারিল না। হাইকোর্টে নাকি আবেদন করা হইবে। কালে কালে কি হইতে চলিল?

এবার বাঙ্গালা সম্মিলনী সভার এতদ্দকার্য্য অতীব প্রশংসনীয়।

নিউ অর্লিন্সে দুইজন সাহেবের ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির দিন দেখা গেল তাহারা বিষ খাইয়া মরিয়াছে। হুকুম তামিল করিবার জন্য দুইটী শবকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ের একজন চিত্রকর নাকি যমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে এক হাসপাতালে মরিয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তারেরা চিত্রকরের বন্ধুবান্ধবকে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিতে বলায় তাহারা সন্ধ্যার সময় শব লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। সহসা মৃতব্যক্তি জাগিয়া উঠিয়া নিজের বিছানার উপর বসিল। সে নাকি বাঁচিয়া গিয়াছে।

আমাদের জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন "বিশেষ আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে তমলুক সবডিভিজনের অন্তঃপাতি মহিষাদল রাজবাটীর নব ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি দত্ত মহাশয় বিগত ৫ঠা বৈশাখ শুক্রবার বিশেষ সমারোহের সহিত 'তুলাদান' করিয়াছেন। এই সৎকার্য্যে তাঁহার খরচ অনুমান ১২ হাজার মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। এরূপ কার্য্য বাস্তবিক প্রশংসনীয়। কারণ এই উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যে অত্যন্ত সহিত বহু আয়াস লব্ধ ধনরাশী ব্যয় করিতে কয় জন ধনশালী ব্যক্তির প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়? নীলমণি বাবু সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গৌরব সংরক্ষণ ও তৎসঙ্গেই সংস্কৃত শাস্ত্রানুরাগী বিপ্রমণ্ডলীর উৎসাহ বর্দ্ধন ও দীন হীন জনের দুঃখ দূরীকরণে যেরূপ মুক্তহস্ত হইয়াছেন তাহাতে তিনি অবশ্যই প্রশংসনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রার্থনা করি তিনি মধ্যে মধ্যে এইরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা নিজ বংশের গৌরব বর্দ্ধন ও দেশের উন্নতি সাধনে নিয়তই যত্নবান থাকিবেন।"

তিনি অর্থের যেরূপ সদ্ব্যয় করিতে যত্নবান তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ আশা করি যে, তিনি যে সবডিভিজনে বাস করেন তাহার সদর মহকুমা তমোলুকের উন্নতি সাধন পক্ষেও নিজ দানশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়া সকলকে আহ্লাদিত করিবেন। এই তুলাদানের ন্যায় অন্য সৎকার্য্য সাধনে সমধিক বদান্যতা প্রদর্শন করিলে এখানকার সমস্ত ভদ্রমণ্ডলী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

এখানকার অনেক ধনশালী ব্যক্তি বিদেশে মুক্তহস্ত হন কিন্তু নিজ মহকুমার দুর্দশার উপর কৃপাদৃষ্টি রাখেন না। তমলুক সবডিভিজনের অভাব অনেক। নীলমণি বাবু সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন তাহার সন্দেহ নাই। জেলার কালেক্টার শ্রীল শ্রীযুক্ত মে উইলসন কর্ণীষ ও অন্যান্য রাজপুরুষেরা তমলুক মেদিনীপুরের নিমিত্ত একটী বিশিষ্ট কৃতবিদ্য জনপদ বলিয়া মধ্যে মধ্যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন।

দেওয়া ক্রমীতার অনুসন্ধেও জ.ম, বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন আপনারা কি জন্য উপস্থিত নিয়মের পরিবর্ত্তন করিবেন? ইহা উত্তমরূপ জানা আছে যে গবর্ণর জেনারেল দুই সপ্তাহের সামরিক কার্য্য দ্বারায় ফ্রান্সদেশের মত বৃহৎ সাম্রাজ্যকে কাড়িয়া লইতে পারেন। উপস্থিত অবস্থা হইতে আর কি ভাল অবস্থা হইতে পারে? ইহাকে আমাদিগের দেশের যুবকদিগকে—আমি বলি না প্রতি বৎসর কত কুড়ি?—ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে মধ্যেই তাহাদিগের জীবীকা উপার্জ্জনের, সুন্দর বেতনের এবং পেন্সনের—এবং অনেককে ইহার বিনিময়ে মহৎকার্য্য করিবার সুবিধা প্রদান করে না? কি কারণে আপনারা এ সমস্ত পরিবর্ত্তন করিবেন? আমি বিবেচনা করি যতদূর কার্য্য ততদূর ভবিষ্যত দর্শন রাজনীতিজ্ঞতার বর্ত্তমান আছে। (অতি উচ্চ করতালি) আপনারা ভাবেন কি যদি এই দেশের লোকের শিক্ষিত দেশ আর্য্যও তাঁহাদিগের শাসনপ্রণালীর কি ফল হইবে। একশত কিম্বা দুই শত বৎসর পূর্ব্বে দেখিতে পাইত তাহা হইলে উপস্থিত সময়ে আমাদিগের রাজপণ্ডিতগণ এবং পার্লিয়ামেণ্টকে যে আশ্চর্য্যপূর্ণ এবং অসম্ভব বিপদ দেখিতে হইতেছে তাহা কি আর দেখিতে হইত? আমি বলিয়াছি রাজজ্ঞান যতদূর কার্য্য ততদূর ভবিষ্যতে দর্শনে বর্ত্তমান আছে এবং আমি বিবেচনা করি—আমি রাজজ্ঞানী হইতে ছলনা করি না এবং ছলনাও করি নাই। (হাস্য এবং উচ্চ করতালি) তথাচ আমি আমাকে সর্ব্বদাই সামান্য দেশবাসী মনে করিয়াছি। (করতালি) ইহা বলা যাইতে পারে "এই বৃহৎ ভারত প্রশ্ন আপনা হইতেই উত্তম হইবে আমরা ইহা পরিত্যাগ করিয়াছি"। ভাল পরিত্যাগ করুন ইহা আপনা হইতে উত্তম হইবে। আমার সন্দেহ নাই ভারতের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় এবং ইংলণ্ডের চিরস্থায়ী অপমানে ইহা আপনা আপনিই উত্তম হইবে। (করতালি) এই মহাপ্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত এবং ইহাকে অস্বীকার করা যাইতে পারে না। পদে পদে ইহা আমাদের নিকট বলে হইতেছে। আমাদের নিকট যেমন এই মহাপ্রশ্ন আমাদের প্রতি অগ্রসর হইতেছে আমাদের দেশের লোকের মধ্যে কি এতদূর বুদ্ধি আছে, আমাদের রাজপণ্ডিতগণের মধ্যে কি এতদূর জ্ঞান আছে যে তাঁহারা ইহার সম্মুখবান হবেন? আমাদের লোকদিগের মধ্যে সে জ্ঞান আছে কি না আমি বলিব না কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে [illegible] আমাদের রাজপণ্ডিতদিগের মধ্যে এতদূর জ্ঞান আছে কি না আমি বলিব না। কিন্তু থাকুক বা না থাকুক এ প্রশ্নের আর ছাড়াইবার যো নাই। অনেক দিন হইতে ক্রমে ক্রমে আমাদের নিকট বলবান হইতেছে এবং তাহাকে অবশ্যই ইহার প্রতিউত্তর দিতে হইবে। (অতি উচ্চ এবং পুনঃ পুনঃ করতালির মধ্যে পূজনীয় ব্রাইট সাহেব আসন গ্রহণ করিলেন।) ক্রমশঃ

ভ্রমণকারীর পত্র

নাটোর।

বহু দিনের সাধ প্রাতস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীদেবীর বাসস্থান রাজা রামকৃষ্ণের লীলাস্থলী ও দেবীর সংস্থাপিত ৺ দেবীমূর্ত্তিসমূহ সন্দর্শন করিব। এ কারণ আমরা রঙ্গপুর পরিত্যাগ করিয়া ৩ ঠা বৈশাখ প্রাতঃকালে রেল ট্রেণে নাটোর ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইলাম। ষ্টেশন হইতে রাজবাটী ও সন্নিকটস্থ দুই মাইল হইবে। উত্তম পথ দিয়া আমরা প্রথমে রাজবাটী উদ্দেশে গমন করিলাম। দুইটী জলের খাত দ্বারা গড়বাটী বেষ্টিত। তোরণের সম্মুখে একটী মাত্র প্রবেশের পথ। উহা ভিন্ন গড় প্রবেশের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। জলের খাত দুইটী উত্তীর্ণ হইয়া সুদীর্ঘ তোরণ অতিক্রম পূর্ব্বক যাইতে হয়। তোরণটী দর্শনযোগ্য বটে। কোন দেশীয় রাজা কি জমীদারের এরূপ জলের পরিখা কি এত বড় বিস্তীর্ণ সিংহদ্বার দৃষ্ট হয় না। কেবল মেদিনীপুর জেলায় ময়নার গড় এইরূপ জলের পরিখায় বেষ্টিত কিন্তু আয়তনে এত দীর্ঘ নয়। শুনিলাম এইরূপ পরিখার শেষ প্রান্তে ক্রমান্বয়ে তিনটী তোরণ ছিল দুইটী পূর্ব্বে লয় পাইয়াছে। উপস্থিতটী বিগত আষাঢ়ে ভূমিকম্পে ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। কেবল কটক কেন রাজধানীর অধিকাংশ অট্টালিকাই ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ করিয়াছে। জ্যেষ্ঠা রাণী ও রাজা পরিবারগণ গৃহ পতনের আশঙ্কায় একেবারে প্রাসাদসমূহ পরিত্যাগ করিয়া তৃণাচ্ছাদিত গৃহে বাস করিতেছেন। রাজবাটী শ্রীহীন হইয়াছে এবং ঐ ভূকম্পে কয়েকটী জীবন নাশেরও সংবাদ পাইলাম।

যদিও জলের খাত রাজবাটী বেষ্টিত তন্মধ্যে ভিতর দীর্ঘ সরোবরও ৪। ৫ টী আছে। প্রথম প্রবেশেই দৃষ্ট হয়, স্বর্গীয়া ভবানীশ্বরী তারাদেবীর প্রতিষ্ঠিত নিজ নামাঙ্কিত ৺ ভবানীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত ও তাহারই পার্শ্বে তাঁহার [illegible]। প্রতিপদের কারক বিষ পরেই তারাদেবী বিধবা হন। তাঁহাকে চিরচিন্ত রাখিবার জন্য রাজা ওরাণী বিজিত হইয়া সমগ্র রাজ্যে তাঁহাকেই অধিকারিণী করেন। রাজা রামকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সমুদায় জমিদারী অর্পণ করেন ও কনিষ্ঠকে দেবোত্তর সম্পত্তিসমূহ প্রদান করেন। এই স্থান হইতে রাণী ভবানী ও তারাদেবীর রাজ্য বিভাগ হইয়া ভিন্নভাবে ৪। ৫ পুরুষ চলিয়া আসিতেছে। কনিষ্ঠবংশীয় রাজা চন্দ্রনাথ অনেকেরই পরিচিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তৃতীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা একণে অধিকারী। তিনি ও তাঁহার আমলাবর্গ নিতান্ত নাস্তিক। কাহারও সহিত তাহারা কথা কহিতে চাহেন না। জ্যেষ্ঠ পক্ষীয় রাজা নাবালক। তাঁহার জননীর হস্তে রাজ্যভার। রাণী মহোদয়ার দানবাদি আছে শুনিলাম। বড় দুঃখের বিষয় যে এত বড় দুইটী রাজবাটী মধ্যে ভদ্র লোকের সহিত সদালাপ করি এমত একটী লোকও দৃষ্ট হইল না। কেবল জ্যেষ্ঠ জামাতা বাবু বরদাকান্ত রায় চৌধুরীর নিকটই আমরা তত্রকার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলাম। ইনি অল্প বয়স্ক কিন্তু অতি ধীর, নম্রপ্রকৃতি ও সদালাপী। ইনি বিশেষ রঙ্গপুর জেলার একজন বনিয়াদী জমীদার, নাটোর রাজ্যে রাজকার্য্যের যে বিশেষ একটা শৃঙ্খলা আছে এরূপ বোধ হয় না।

নাটোরে দেবদেবীর অভাব নাই। প্রবাদ আছে নাটোরের ২১ লক্ষ টাকার দেবোত্তর ছিল। এখন তাহার এক লক্ষও আছে কিনা সন্দেহ কিন্তু সব লোপ পায় নাই। প্রধান মূর্ত্তি দেবী জয়কালীর। তার পর দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি এক বাটীতে স্থাপিত। তদ্ভিন্ন একটী প্রস্তরের বিগ্রহ মূর্ত্তি বিগত ভূমিকম্পে ভগ্ন হইয়াছে। ঐ মূর্ত্তিটী পুনর্নির্ম্মাণার্থ মহারাণী নানা স্থান হইতে কারিকর আনাইয়াছিলেন। শিল্পকারগণ ৭৫ হাজার টাকা মূল্য প্রার্থনা করায় অর্থাভাবে মূর্ত্তি প্রস্তুত হয় নাই। আবার বাহিরে লোক প্রবাদ শুনা যায় ভূকম্পে অট্টালিকা ভগ্ন হওয়ায় একটী ঘর হইতে বহুই মোহর বাহির হইয়াছে। কতদূর সত্য জানি না। এতদ্ভিন্ন নানা স্থলে অনেক দেব প্রতিমা স্থাপিত আছে। আমরা সকলগুলি দেখিবার অবসর পাই নাই।

নাটোর সন্নিকটস্থ দেখিয়া বড় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এরূপ দীর্ঘ আয়তন বিশিষ্ট সাধারণ সন্নিকটস্থ প্রায় দৃষ্ট হয় না। এখানকার মিউনিসিপালিটীর বন্দোবস্ত ভাল বলিয়া বোধ

হইল। একটী দিঘির চারি ধারে গড় অপর দিকে গান্ধর্ব্ব পরিবার এক পার্শ্বে বাজার। বাজারটীও বেশ পরিষ্কার। কোথাও ময়লা দৃষ্ট হয় না। দোকান ঘরগুলি অধিকাংশ ইষ্টক নির্ম্মিত। কলিকাতার আমদানী প্রায় সমুদায় দ্রব্যাদি এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এক্ষণে এই বাজারের মধ্যস্থলেই ৺জয়কালী দেবীর বাটী। বাটীর দৈর্ঘ্য তোরণটী ভূকম্পে ভূতলশায়ী হইয়াছে।

দুগ্ধ দধি সন্দেশ যেরূপ অলভ মূল্যে এখানে বিক্রয় হয় এরূপ কোথাও কম না, তিন পয়সা দুধের সের। মৎস্য যথেষ্ট মূল্যও অল্প, তরকারির অনটন নাই চাউলও ভাল। খেশারি প্রভৃতি কায়কটী কলাই জন্মে। ফলে দেশে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় দেশের খরচেই যায়। এখান হইতে কোন দ্রব্যই প্রায় রপ্তানি হইতে দেখা যায় না। নানা দ্রব্য আমদানী হইয়া সাপ্তাহের বাজারে বিক্রয় হয়। চাউল টাকায় কুড়ি বাইস সের পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর।

গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসর এখানে অগ্নিকাণ্ড হইয়া অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে আবার এ বৎসর ও চারিদিকে আগুন লাগিতে আরম্ভ হইয়াছে। গত দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ৩।৪ দিন পল্লীতে আগুন লাগিয়া ২।৩ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে এ সকল আগুন প্রথমে এদেশীয় দিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খড়ের ঘর লাগে তাহার পর নিকটবর্ত্তী খোলার ঘরে আসিয়া পড়ে। শুনা গেল সাধারণে মিউনিসিপালিটির নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে জামালপুরের মধ্যে যেন কেহ খড়ের ঘর রাখিতে না পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মিউনিসিপালিটি সে বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করেন নাই।

আজ ১০।১২ দিন হইল হটাৎ পয়সার মূল্য এক টাকায় ।৶১০ হয় বাজারের পয়সা বিক্রেতাগণকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলে যে পয়সার আমদানি নাই। এখানকার যুবক সভা এই বিষয়ে মুঙ্গের কালেক্টর সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন গত কল্য কালেক্টর সাহেব সেই পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছেন যে কালেক্টরি হইতে যদি লোকে পয়সা লইয়া যায় তাহা হইলে টাকায় পুরা ষোল আনা পয়সা পাইবে।

“গুঁড়া গোল” এখানকার একশ্রেণীর গোয়ালা গরুর চোনায় একরকম রং প্রস্তুত করিবার জন্য তাহাদিগের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে। এই চৈত্র বৈশাখ মাসে তাহাদিগকে সমস্ত দিন শুষ্ক আম পাতা খাওয়ায় এবং অতি অল্প পরিমাণে জল পান করিতে দেয় তাহাতে বোধ হয় গরুগুলির প্রস্রাবের কিছু ইতর বিশেষ হয় সেই প্রস্রাব একটি ভাণ্ডে করিয়া রাখিয়া দেয়। তাহার পর তাহাতে অন্য মসলা দিয়া রং প্রস্তুত করে, শুনিয়াছি এ রং কলিকাতায় বহুমূল্যে বিক্রয় হয় যাহারা হিন্দুয়ানি হিন্দুয়ানি করিয়া চীৎকার করেন তাঁহারা এই ভগবতীদিগের প্রতি যাহাতে এরূপ পৈশাচিক ব্যবহার না হয় তজ্জন্য কি কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন না? আহা এই চৈত্র বৈশাখ মাসের দারুণ পিপাসায় গরুগুলি প্রাণভরে জলপান করিতে পায় না। আমরা এখানকার হরিসভা ও স্থানে স্থানে হিন্দু সভাকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন এ বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করেন।

আজ কএক মাস হইল এখানকার বাঙ্গালা পাঠশালা উঠিয়া যাওয়ায় সাধারণের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল কিন্তু এখানকার ইংরাজী স্কুলের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহোদয়গণের বিশেষ যত্নে ও চেষ্টায় ২টী বাঙ্গালা পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে আপাততঃ ঐ দুটি পাঠশালার খরচ ইংরাজী স্কুলের ফণ্ডে যে টাকা সঞ্চিত আছে তাহা হইতে দেওয়া হইবে এবং ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট এড লওয়া হইবে। পূর্ব্বে এই বাঙ্গালা পাঠশালায় গবর্ণমেণ্ট ২০ কুড়ি টাকা দিতেন আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট এবার ঐ দুইটি পাঠশালায় এড কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

হরিসভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় ও অন্যতম তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রগোপাল মজুমদার মহোদয়গণের বিশেষ যত্নে এখানকার হরিসভায় একটী টোল সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী হইবে কি না বলা যায় না। ইহাদ্বারা সাধারণের যে কোন উপকার হইবে তাহা তো বিশ্বাস হয় না।

একজন ফিটার সাহেবের বাড়িতে একটি গরু প্রবেশ করিয়াছিল সাহেবজীর সেই গোরুটির একটি পা কাটিয়া লইয়াছেন।

—::—

পারিশ ।

ইহা দ্বারা রোগীর এবং স্বস্থ লোকের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয় অথচ পাকস্থলীর কোন ক্লেশ হয় না, ইহা দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে দশ গ্রাম গোমাংসের সার আছে। ইহা হইতে অজীর্ণজনক সমুদয় অংশ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। পাকস্থলীর যেকোন পীড়ায়, যকৃত এবং উদরাময় রোগে, কঠিন অজীর্ণ রোগে অরুচ এন্ফ্লুয়েঞ্জা রোগে, কোষ্ঠক জন্য দৌর্ব্বল্য, বাত রোগ, আমাশয়, জ্বর এবং যক্ষ্মা রোগে উহা বিশেষ উপকার জনক। কোনরূপ কাথ কিম্বা বিফটী দ্বারা যাহাদিগের উপকার হয় না তাহাদিগের, সাধারণ রোগীর এবং কাশগ্রস্তের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারক এবং বলাধায়ক। পপেটোর এলা, বৃদ্ধ এবং বালক উভয়েরই পক্ষে প্রধান উপকারক। ইহা দ্বারা ধাত্রীদিগের স্তন্যের উৎকৃষ্টতা সাধন করে। ইহা সমুদয় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

—◆◆—

অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত অমোঘ "অনন্ত" ।

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও প্রকাশিত ।

৩৭ নং কোমটোলা লেন পটলডাঙ্গা, —কলিকাতা

এই "অনন্ত" জনৈক মহামহোপাধ্যায় সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। উক্ত মহাত্মা আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ পুরঃসর অষ্ট ধাতু দ্বারা নির্ম্মাণ, ও বিদ্যুতীয় গুণসংলগ্নকরণ প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করাইয়াছেন। আমি ঐ সকল কার্য্য শিক্ষা করিয়া, অষ্ট ধাতুর দ্বারা কয়েকটী "অনন্ত" নির্ম্মাণকরতঃ চিরব্যাধিগ্রস্ত কয়েকজন ব্যক্তিকে ধারণ করাইয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহারা অতি অল্পকাল মধ্যেই শরীরস্থ সমস্ত ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, সেই জন্যই সাধারণের উপকারার্থে স্বদেশের শুভ কামনায় আবার এই অষ্টধাতু নির্ম্মিত "অনন্ত" প্রচার করিলাম।

এই "অনন্ত" স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র সীসা, রাং দস্তা, লৌহ, পারদ, এই অষ্ট ধাতুতে নির্ম্মিত ও ইহা ক্রমান্বয়ে তাম্র ধাতুর উপর অপর সাতটী ধাতু খচিত হইয়াছে। এতদ্বারা প্রথম তুত্থিয়া ও দস্তে তরল পারদ স্থাপিত আছে, এতদ্বারাই বিদ্যুতীয় কার্য্য উৎপাদন করিয়া অষ্ট ধাতুর গুণ ক্রমশঃ শরীরে প্রবেশ করাইতে থাকে। ইহাতেই শরীরে রক্ত পরিষ্কার করতঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ পূর্ব্বক ক্রমশঃ বেশ স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। এই "অনন্তকে" জীবন রক্ষার মূল ঔষধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি মুক্তকণ্ঠে বিশ্বস্তরূপে বলিতেছি যে এই সন্ন্যাসী প্রদত্ত আমার এই অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত "অনন্ত" ধারণ করিলে পর শরীর সম্বন্ধীয় নানা প্রকার ব্যাধি বিনাশ ও ভবিষ্যতে কোন ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে হইবে না।

ইহা ধারণে বাত, অম্লরোগ, শীরঃপীড়া, মেহ, ধাতু দুর্ব্বলতা, রক্তামাশয়, নিদ্রাহীনতা, পুরাতন জ্বর রক্তপিত্ত হাঁপানী অর্শ, শ্বাসকাশ, স্বপ্নদোষ স্ত্রীলোকের শ্বেত প্রদর, মৃগিনী ক্ষীণ ধাতু, বাধক ও বহুমূত্র প্রভৃতি রোগসমূহ আশ্চর্য্যরূপে আরাম হইয়া দিন দিন দেহের কান্তিবৃদ্ধি করত শরীর পুষ্ট করিতে থাকে।

আজ কাল নানাপ্রকার ঔষধি ধাতুনির্ম্মিতরক্ষা কবজ ও অঙ্গুরী ইত্যাদি যাহা অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে তাহা যে কতদূর সত্য আমরা তুলনা করিতে চাহি না কিন্তু মহোদয় রত্ন ভ্রমে কাঁচ ক্রয় করিবেন না।

ছোট ও বড় প্রত্যেক "অনন্তের" মূল্য ২, ডজন ২০ টাকা। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬টী ।/০ ৭হইতে ১২টী ।৶০ আনা। অর্ডার পাইলে ভ্যালুপেয়েবল পার্শ্বেলে মাল পাঠান যাইবে। আর বিদেশীয় মহোদয়গণ "অনন্ত" ক্রয়কালীন অনুগ্রহ করিয়া হস্তস্থিত মাপ পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন এবং সকলেই নাম ও ধাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিবেন।

*"অনন্তের যেসকল স্থানে ধাতু খচিত হইয়াছে তাহা এক একটী করিয়া মিলাইয়া লইবেন আর উক্ত সন্ন্যাসী আদেশমত প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে কটীতিরির জল দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন।

—◆◆—

ধাতুর বৈদ্যুতিক আংটী।

অলৌকিক মতের বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক অপূর্ব্ব রহস্য।

যাঁহারা মনে করেন বৈদ্যুতিক চিকিৎসা ইংরাজী মত তাঁহারা একবার দেখুন, ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কি স্ত্রী কি পুরুষের যত কিছু দুশ্চিকিৎস্য মূলীভূত রোগ আছে, সমস্ত নির্দ্দোষে আরোগ্য হইয়াছে। এমন রোগ নাই যাহা ইহাতে আরোগ্য না হয়। স্বস্থ শরীরে ধারণ করিলে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয় ইহা ধারণে স্নায়ু শিরাসকলের সামঞ্জস্য অতি আশ্চর্য্যরূপে রক্ষিত হয়। শত শত প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা স্প্রেশ্য ক্রুরে খাঁটী ও দেখিতে অতি সুশ্রী, সখ করিয়া পরিবার উপযুক্ত অলঙ্কার। মূল্য ২ প্যাকিং ৶০ এক প্যাকে ৫টী যায় ও একত্র পাঁচটী লইলে ১ টাকা কমিশন দেওয়া যায়। একণে আমরাই ইহার একমাত্র এজেন্ট হইয়াছি। অঙ্গুলির মাপ পাঠাইবেন কারণ সকল মাপেরই প্রস্তুত থাকে।

ভারতবর্ষের একমাত্র এজেন্ট —শর্ম্মা ব্রাদার্স।
নং ৬ নহেন্দ্রবসুর গলি, শ্যামবাজার—কলিকাতা।

—◆◆—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

ট টকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট কেস, থারমমিটার, ৩৩ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ১২ শিশি কর্ক, চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাক মাশুলসহ ১৵১০ এক টাকা আধ আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১ড্রামের মূল্য ৷৹ এবং বহুমূত্রপীড়ার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১, আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডর মূল্যের সহিত ভ্যালুপেয়েবল পার্শ্বেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—◆◆—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

জে এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

এখানে অল্পদরে কয়েকখানি জাহাজের প্রথম আমেরিকা ও জর্ম্মণি হইতে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, কর্ক, শিশি ও যন্ত্রাদি আনীত হইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এলেন এনসাইক্লোপিডিয়া মূল্য ১৮০ হানিমান নেঃ পিট্রা মূল্য ২৪ প্রভৃতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০ ক্রম ১৷০ ড্রাম ৩X ।৵০ নিম্নক্রম ।০ এবং ২৪ ড্রাম ।৵০ হিসাবে বিক্রয় হয়। ১২ শিশির ওলাউঠার বাক্স ও পুস্তক ৪॥ ঐ ক্যাম্ফরসহ ৫, ও সাধারণ চিকিৎসার পুস্তক সহ ২৪ শিশির ৮॥, ৩০ শিশির ১০॥০ ৪০ শিশির ১৪,৪৪ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ১৬, ৭২ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ২৫, ।২০০ শিশির উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও থার্ম্মমিটার সহ ৮০, থার্ম্মমিটার ৪॥০ ও ৫ (ক্যাটেলগ বিতরণীয়।) (সমস্ত বাক্সের সহিত পুস্তক ও কোটা চালিবার যন্ত্র পাওয়া যায়) ঠিকানা ১১১ নং বহুবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার।

—●●—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা নক্সা মেলায় এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—●●—

বিশেষ বিজ্ঞাপনা।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা প্রকার কার্য্য ও মুদ্রাঙ্কণ হইতেছে। সকল প্রকার কার্য্য অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দর অক্ষরে পরিষ্কাররূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অনরেবল কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩॥০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

—●●—

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৶১০
২ য় ভাগ	৵০	৶১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৶১০
২ য় ভাগ	৶০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ৶১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০, টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩॥০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট কিম্বা বরাত চিঠি, মনি অর্ডার কিম্বা অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, অনুষ্ঠানকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় অন্য স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইতে চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

৩০ শ ভাগ। প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্। ২৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৵০

১২৯৩ সাল। ৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮৬। ১৭ ই মে

৭ বিপন্নম্ব। ৩ রা জ্যৈষ্ঠ।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৬৷০ টাকা।

প্রেরিতপত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়। বিগত ১লা মে শনিবার বেলা ৫২ ঘটিকার সময় ইটালীর মিউনিসিপাল সাহায্যকৃত বালিকা বিদ্যালয় ও গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বালক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণকার্য্য আরম্ভ হয়। বেলা ২৪ পরগণার জজ মহামুভব এচ বিভারিজ সাহেব সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভায় অনেক সুবিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত মহোদয়ের সমাগম হইয়াছিল। প্রথমতঃ দুই বিদ্যালয়ের সম্পাদকদ্বয় ক্রমান্বয়ে স্বীয় স্বীয় বিদ্যালয়ের রিপোর্ট পাঠ করিলেন। তাহাতে বালিকা-বিদ্যালয়ের সম্পাদকের মহানুভবতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। তৎপরে মিসেস জে, সি, বস্তু ও জি, টউন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলাদ্বয় স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। বালিকা-বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষোত্তীর্ণা দুইটী বালিকা ও নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষোত্তীর্ণা তিনটী বালিকার প্রত্যেককে এবং বালক বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু তারিকানাথ সিংহ মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষোত্তীর্ণ দুইটী বালকের প্রত্যেককে এক একটী রৌপ্যপদক পুরস্কার করিলেন। অবশেষে মহামান্য বিভারিজ সন্তুষ্ট হইয়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ২০ টাকা পুরস্কার দিলেন, এবং বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তৎপরে মাননীয় ও ব্রাইন সাহেব উল্লিখিত বিষয়ে কিছু বলিয়া সভাস্থ লোকদিগের বিদ্যোৎসাহ সম্যক পরিবর্দ্ধিত করিলেন। পরিশেষে প্রেসিডেন্সি সার্কেলের সহকারী স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমাধব মজুমদার সভাস্থলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, প্রেসিডেন্সি সার্কেলের মধ্যে যত গুলি বালিকা বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে এই ইটালী বালিকা বিদ্যালয়টী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপে ৬২ ঘটিকার সময় সানন্দে সভা ভঙ্গ হইল।

বশম্বদ
শ্রীহরিমোহন ঘোষ।

—⁂—

গাঁতি।

গাঁতিগ্রামে জলকষ্টের একশেষ হইয়াছে। পানীয় জলের জন্য একক্রোশ দূরে গৌরীপুর গ্রামে যাইতে হয়। রাস্তা গুলির অবস্থা সুতরাং দোহনীয়, অসূর্য্যম্পশ্যা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এই একক্রোশ রাস্তা পথ অতিক্রম করিয়া গৌরীপুর হইতে জল আনিতে যাওয়া কিরূপ ক্লেশদায়ক তাহা চিন্তিতে গেলে চক্ষে জল আসে। গাঁতিগ্রামের ন্যায় একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের অধিবাসিগণ জলাভাবে হাহাকার করিতেছে অথচ দেশের মধ্যে যাহাতে একটী ভাল জলাশয় খনন হইয়া সাধারণের উপকার হয় তদ্বিষয়ে কেহই মনোযোগী হইতেছেন না। একি সামান্য পরিতাপের বিষয়! প্রতি বৎসর বারোয়ারি উপলক্ষে এখানে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হয়, কিন্তু জলাশয় খনন উপলক্ষে কেহই এক কপর্দ্দক ও সাহায্য করিতে অগ্রসর নহেন!!! যে গ্রামে লোকের এমন প্রবৃত্তি সে গ্রামের যে এরূপ দুরবস্থা ঘটিবে তাহা আর বিচিত্র কি? জানিনা গ্রামবাসিগণ আর কত দিন জাড্যবৎ নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিবেন।

আমরা আমাদের খ্যাতনামা দানশীল ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের নিকট সাদরে অনুরোধ করি যে, আর কালবিলম্ব না করিয়া যাহাতে দেশের মধ্যে একটী ভাল জলাশয় খনন হয় তদ্বিষয়ে তিনি যত্নবান হউন। অতুল উপায়ান্তর নাই। স্বদেশ হিতৈষী বৈকুণ্ঠ বাবু— আপনি আমাদের দেশের নেতা—আপনার কাছে কাঁদিব না তো আর কাহার কাছে কাঁদিব?

শ্রীভবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

—⁂—

মহাশয়। দুঃখের সহিত জানাইতেছি আমাদের হুগলী বিভাগের সুযোগ্য ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত্রিপুরায় বদলী হইতেছেন। মহিম বাবুর ন্যায় হিতকারী, বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষ কর্ম্মচারী হারাইয়া হুগলী জেলার স্কুল গুলি যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

একে ত বাঙ্গালা স্কুলের মা বাপ নাই, ইহার দিকে সহজে কেহ ফিরিয়াও চায় না, তাহার উপর আবার যদি কেহ দৈবাৎ তাহার হিতৈষী হইয়া দেখা দেন ত ভাগ্যক্রমে আবার তাঁহাকেও দুই দিন স্থায়ী হইয়া স্বীয় কর্ম্মসম্পাদন করিতে দেখিতে পাই না। হাবড়ার স্কুলবাগান স্কুলগুলির কতই না উন্নতি করিয়া এই সেদিন মহিম বাবু হুগলীতে আসিয়াছেন। আমরা তাঁহার ন্যায় শিক্ষা বিভাগের হিতৈষী বন্ধু পাইয়া কতই না আশা করিয়া তাঁহার মুখ চাহিয়া আছি, আর তাঁহাকে ত্রিপুরায় পাঠাইবার জন্য স্থির করা হইয়াছে। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ত্রিপুরা অভিমুখে [illegible] শিক্ষাবিভাগের উপযুক্ত কর্ম্মচারিগণকে অল্প সময়ে এরূপ ক্রমাগত চালাচালি করাতে শিক্ষা-বিভাগের বিশেষ উন্নতি হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। তাবড়া জেলায় মহিমবাবু যেরূপ কার্য্যকুশলতা দেখাইয়া আসিয়াছেন, আমরা সকলেই তাহাতে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহার মুখ চাহিয়া আছি, হুগলীর স্কুল গুলির সংস্কারেরও অনেক বাকি আছে, এমন সময় তাঁহাকে বদলী করিলে আমরা বড়ই ব্যথা পাইব। আমাদের বাঙ্গালী জাতীর গৌরবস্বরূপ সম্বন্ধ ইনস্পেক্টর প্রাতঃস্মরণীয় বাবু [illegible] আরও কিছু দিন এই বিভাগে রাখিয়া সাধারণের [illegible] ভাজন হন, ইহাই তাঁহার নিকট [illegible] সবিনয় প্রার্থনা। * ইতি—

২১এ বৈশাখ } সন ১২৯৩ } হটে-ক[illegible]

* পুলিস ইনস্পেক্টর, দারগা, মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফগণকে যেমন ২/৩ বৎসর অন্তর বদলী করা হয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষক কি বিদ্যালয়সমূহের ইনস্পেক্টর, ডেপুটী ইনস্পেক্টর ও সব ইনস্পেক্টরগণকে সেরূপ শীঘ্র শীঘ্র স্থানান্তর করায় দেশের অনিষ্ট ভিন্ন কখনই ইষ্ট সাধিত হয় না। বিচার ও শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণকে যে উদ্দেশে বহুদিন এক স্থানে থাকিতে দেওয়া হয় না, শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে স্থানান্তর করিবার পক্ষে সেরূপ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না।

প্রথমোক্ত কর্ম্মচারিগণ বহুদিন একস্থানে থাকিলে পাছে তাঁহারা উৎকোচগ্রাহী হইয়া উঠেন অথবা লোকের সহিত বন্ধুতা জন্মাইয়া পাছে বিচারকার্য্যে পক্ষপাত করিতে থাকেন, অথবা কাহারও সহিত শত্রুতা করিয়া পাছে লোকের অনিষ্ট করিয়া বসেন ইহারই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে দুই এক বৎসরের মধ্যেই স্থানান্তর করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের ইনস্পেক্টরগণ অধিকাদিন এক বিভাগে থাকিলে তাঁহাদিগের হস্তে উল্লিখিত কোন প্রকার অনিষ্টেরই আশঙ্কা নাই। বরং সেখানকার বিদ্যালয়গুলির অবস্থা বিলক্ষণ জ্ঞাত হওয়ায় তাহাদের হস্তে দেশের অনেক উন্নতির আশা করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে এত শীঘ্র স্থানান্তর করিবার ব্যবস্থাটী না করিলে ভাল হয়।

সোঃ সঃ

সোমপ্রকাশ।

৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ সোমবার

আমরা পূর্ব্বে ভকরিগের এক অমানুষিক কাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছি। পাঠক তাহার বিস্তারিত বিবরণ শ্রবণ করুন। স্বদেশে গিয়া তুপান রাণী যে অবস্থায় দিন যাপন করিতেছেন দেখিলে পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও চক্ষে জল আসে। রাণী আর রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করেন না, রাজ্যের মধ্যে কোথায় কি হইতেছে তাহার সমাচার রাখেন না নিজের সুখ সচ্ছন্দের দিকে তাঁহার আর দৃষ্টি নাই, সংসার বিরাগী উদাসী সন্ন্যাসীর ন্যায় নিরন্তর তিনি আপনার দুঃখে আপনি মৃয়মাণ হইয়া থাকেন। নির্দ্দয় ভকরিগের নিকট স্বামীধন যাচিয়া লইতে গিয়া যেমন ব্যর্থকাম হইলেন, ঘরে আসিয়া স্বামী বিরহ তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল—তাই নীরবে নির্জ্জনে বসিয়া মহারাণী অশ্রুপাত করেন আর নিজের মরণের দিন গণিয়া গণিয়া দিবা রাত্র অতিবাহিত করেন। তাঁহার একান্তমুখ তাঁহার জন্য কাঁদিতেছে, স্বদেশী হউন, বিদেশী হউন, যিনি যখনই তুপানে গিয়া রাণীর দুর্দ্দশা দেখিয়া আসিয়াছেন তখনই তিনি দীনরাগিণী দুঃখিনীর মর্ম্মের বেদনা অনুভব করিয়া ভকরিগের কঠোর নীতির পরাকাষ্ঠা উপলব্ধি করিতেছেন। ডাক্তার কারি একজন ইংরাজ। তুপানে গিয়া তিনি নীচ অমানুষিকতা ও পাষাণকারিতা গুণে তুপানের প্রজাবর্গের আদরণীয় হইয়াছেন। রাণীর দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে একদিন দয়ার সঞ্চার হইল—তিনি রাণীর দুঃখমোচনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া একদিন বড়লাটের নিকট একখানি আবেদন করিলেন। আবেদনে কারি সাহেব তুপানরাণীর মনোবেদনা ও তাঁহার স্বামীর নিরপরাধের কথা বিনীত ভাবে নিবেদন করিয়া যাহাতে ভকরিগ তাঁহাকে স্বামীভিক্ষা প্রদান করেন তাহারই জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে অনুরোধের ফল কি হইল? তুপানের মন্ত্রী সার লিপিন গ্রিফিন একদিন কারিকে ডাকাইয়া তিরস্কার করিয়া বলেন "তুমি এখনই তুপান হইতে দূর হইয়া যাও"। ডাক্তার বলিলেন কেবল মুখের কথায় তিনি কখনই যাইবেন না। গ্রিফিন তাঁহাকে এই কথা লিখিয়া দিন। সার লিপিন গ্রিফিন তখনি কালি কলম লইয়া কারির নির্ব্বাসনের পত্র লিখিয়া দিলেন। কারি এই পত্র খানি পাইয়া বড়লাটের নিকট এক দীর্ঘ টেলিগ্রাফ করিলেন এবং টেলিগ্রাফে উত্তরের জন্য দুই টাকা অগ্রিম ফি দিয়া পাঠাইলেন। ভকরিগের উত্তর কি?—সে দুই টাকা ফিরিয়া আসিল, আর আবদুল লতিফের স্বাক্ষরীকৃত এক খানি পত্রে কারিকে জানান হইল তুমি অদ্য হইতে কোন দেশীয় রাজার রাজ্যে ডাক্তারি করিতে পারিবে না। অধিকন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তুমি তুপান পরিত্যাগ করিয়া আসিবে!! পাঠক বিস্মিত হইবেন না; ইহাই ভকরিগের নির্ম্মমতার পরিচয়। যে ইংরাজ ভারতের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহার নিকট কোন কথা বলিতে যান, তিনি এমনিই লাটের বিরাগে পতিত হন। ভারতের প্রজার জন্য যদি কোন ইংরাজ মহাত্মার চক্ষে একবিন্দুও অশ্রুপতিত হয় তবে তাঁহার চক্ষের জল চক্ষে থাকিতে হইবে। যেহেতু ভকরিগের আজ্ঞায় দেশত্যাগী হইয়া তাঁহাকে পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইবে।

—◆◆—

ব্রোচ সেসন আদালতে ৫২ জন টাকাতিদার মধ্যে ৫১ জনের দ্বীপান্তর বাস ও একজনের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। আদালতে তাহারা অসদুদ্দেশে সশস্ত্র হইয়া জটলা করিবার অপরাধে বিচারাধীন হয়। জজ স্থির করিয়াছেন তাহারা কালেক্টারকে ভয় দেখাইয়া ধনাগার লুঠ করিয়া তাহাদের অধিনায়ক লক্ষ খোসামকে সিংহাসনে অধিরোহণ করাইবার প্রয়াস পাইয়াছিল। এসকল কথার সত্যাসত্যের বিশেষ অনুসন্ধান করা হয় নাই কেন? পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—ইন্‌স্পেক্টর হত্যা করিবার ও হত্যাকার্য্যে লিপ্ত থাকিবার অপরাধেও তাহারা অপরাধী হইয়াছে। প্রকৃত অপরাধ কি তিলক না করিলে বলা যাইতে পারে যে টাকাতিদেরা উল্লিখিত কোন অসদুদ্দেশ্যে একত্রিত হয় নাই। তাহাদের অপর কি উদ্দেশ্য জানি না কিন্তু সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাহাদের উপর দিয়া গাড়ি চালাইয়া যাইতেছিলেন। দুই একজনকে চাবুক মারিয়াও তাহাদের কোপবৃদ্ধি করেন। ইতিপূর্ব্বে অকারণে পুলিসের কনেষ্টবলগণ গুলি করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে বধ করে। এই সকল কারণে উত্তেজিত হইয়া তাহারা প্রসেকটরকে মারিয়া ফেলিয়াছে সত্য কিন্তু কে তাঁহার জীবন হরিয়াছে—সকলের তাহার প্রমাণ হয় নাই। বিশেষতঃ কালেক্টরি লুঠ করিয়া কালেক্টারকে ভয় দেখাইয়া ব্রোচে একজন অধিনায়ককে রাজ্য দিবার জন্য তাহারা অভিপ্রায়ে প্রকাশ পায় নাই।

ফাঁসির কোন প্রতিবাদ হওয়া উচিত নাই। তাহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। ব্রোচের সেসন জজের নিকট সকল যে আবেদন করে তাহাতে সে বলিয়াছে আমি একজন দরিদ্র সন্ন্যাসী ভক্ত। আমি টাকাতিদিগের অবৈধ জনতা বা হত্যাকার্য্যে লিপ্ত ছিলাম না। হত্যার পর পুলিষ যাহাকেই পায় তাহাকেই ধরিতে আরম্ভ করে। সকলেই পলাইতেছিল, আমিও সেই ভয়ে পলাইয়াছি। পুলিষ গিয়া আমাকে ধৃত করে। তাহারা বলে তুমি কালেক্টরের নিকট একখানি আবেদন করিয়াছ, তাহার উত্তর পাওয়াই বলিয়া কালেক্টারকে নিধন করিবার চেষ্টায় আছ। আমি এই মিথ্যাপবাদ অস্বীকার করি। তাহারা আমাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে থাকে। প্রহার খাইয়া আমার জীবন মাত্রই অবশিষ্ট ছিল। প্রহার করিতে করিতে তাহারা আমায় বলে হয় স্বীকার কর, না হয় তোমায় মারিয়া ফেলিব। আমি অগত্যা আমার জীবন বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা কথা স্বীকার করিয়াছি। তারপর ব্রোচের মাজিষ্ট্রেটের নিকট আমাকে লইয়া যাওয়া হয়। মাজিষ্ট্রেট আমার জবানবন্দী গ্রহণ করেন নাই। কেবল পুলিষে উৎপীড়িত হইয়া আমি যে মিথ্যাকথা স্বীকার করিয়াছি সেই কথাগুলি আমায় পড়িয়া শুনান হয়। তারপর মাজিষ্ট্রেট আমায় সেসন আদালতে সোপরদ করেন। সেসন জজও আমার কোন জবানবন্দী না শুনিয়া আমার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন। আমি নিরীহ, দেবীর পূজা ও ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। প্রাণের দায়ে আমাকে মিথ্যা অপরাধ স্বীকার করিয়া অবিচারে দণ্ডনীয় হইতে হইয়াছে। হাইকোর্ট আমার ন্যায় বিচার করিয়া আমাকে অব্যাহতি দেন ইহাই আমার প্রার্থনা। আমার মত দরিদ্র ভিক্ষুকের পক্ষে ব্রোচের রাজত্ব প্রয়াসী হওয়া কতদূর সম্ভব তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

—◆◆—

গত বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাদের দেশের লোকে যেদেরবাদ কালেক্টার সাহেবের নিকট একখানি আবেদন করে। তাহাতে লেখা আছে যে ৯ বৎসর পূর্ব্বে পাঁচবৎসরের বন্দোবস্ত বলিয়া আমাদের কিয়ৎপরিমাণ ভূমি দান করা হয়। সেখানকার জমীদারগণ অত্যাচার করায় আমা-

দিগকে উক্ত ভূমি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। তাবপর আমরা উক্ত ভূমি পুনঃ প্রাপ্তির জন্য কালেক্টার সাহেবের নিকট আবেদন করি। প্রত্যুত্তরে আমাদিগকে বলা হয় যে আবেদনের পূর্ব্বেই উক্ত ভূমি বিক্রয় হইয়া গেল না বলিয়া আমাদিগকে আর [illegible] জন পাঠাইতে হইবে। তখন এখানে খুব বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। সেই কারণে পত্রের প্রত্যুত্তর পাঠান হয় নাই। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষগণ বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবিয়াছেন আমরা কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর আদেশ অমান্য করিতেছি। এই ভাবিয়া তাঁহারা প্রবঞ্চনা করিয়া টীনডিবাগণকে আটক করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রতি অত্যাচার হওয়াতে হইয়াছে।

—◆◆—

আমরা লক্ষার এই আবেদন খানি শুনিয়া কি করিব বুঝিতে পারি না। আদালতে লক্ষার জবানবন্দী গ্রহণ করা হয় নাই কেন? লক্ষার এ সম্বন্ধে অপরাধ কি হইয়াছে, পুলিসে তাহার উপর কি অত্যাচার করিয়াছে, পুলিস টীনাডিগণকে কোন অপরাধ করিবার পূর্ব্বে বন্দি করিয়া রাখিয়াছিল কেন? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব টীনাডিদিগের বুকের উপর দিয়া গাড়ি চালাইতেছিলেন, চাবুক মারিয়া নিজের বীরত্ব প্রকাশ করিতেছিলেন তাহার কারণ কি? তাহারা যে কালেক্টারকে ভীত দেখাইয়া ধনাগার লুণ্ঠন করিতে গিয়াছিল তাবপর একজন দণ্ডধারী ভিক্ষুককে বোচের রাজা করিবার চেষ্টা করিতেছিল এসকল কথার সত্যাসত্যের বিশেষ অনুসন্ধান করা হয় নাই কেন? একি সিরাজদৌলার রাজত্ব না ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট? বোচের দণ্ডধরগণ স্বজাতীয় এক ব্যক্তির হত্যায় একবারে এতই ক্ষেপিয়া উঠিলেন যে আইন কানুন বলিদান দিয়া, ন্যায় যুক্তির মস্তকে পদাঘাত করিয়া একেবারে ৫১ জন লোকের দ্বীপান্তর বাস ও অপর একজনের জীবন নাশের দণ্ডাজ্ঞা দিলেন। ইহারা কি দোসা মাছি যে উত্তক্ত হইলে ইহাদের আর কোন কথাটি কহিবার যো নাই। আমরা লক্ষার আবেদনের ফল জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া আছি। হাইকোর্টের এই একটী বিচারেই বুঝা যাইবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টে কোন আইনের আদর আছে কি না। "আপৎকি ওঅফ্তি" পাপ স্বেচ্ছাচার করিয়া ভারতবাসীকে বধ করিতে পারে কিনা? বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সংবাদপত্র কেন যে নির্ব্বাক হইয়াছেন তাহা বলা যায় না। তাঁহারা হয়ত আমাদের অপেক্ষা প্রকৃত বিষয় অধিক জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের স্পষ্ট করিয়া সকল কথা বলা উচিত যদি লক্ষার কথা সত্য হয় — তবে নির্ব্বাক ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে ভারতবাসী মাত্রেরই স্বদেশীয়ত্বের পরিচয় পাইবে।

—◆◆—

সার কোমার পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন আদালতের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইতেছেন। সার রিচার্ড গার্থের পদে একজন দেশীয় জজ নিযুক্ত না হওয়ায় আমাদের যে অসন্তোষ হইয়াছিল, স্যর কোমারের গুণগ্রামে আমরা তাহা ক্রমে ক্রমে ভুলিতে পারিতেছি। সার কোমার—ন্যায়দর্শী, অপক্ষপাতি ও উদারচিত্ত। ইতি মধ্যেই তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিশেষ বিশেষ দোষগুলি সংশোধন করিবার চেষ্টায় আছেন। হাইকোর্টে জজের সংখ্যা হ্রাস করা তাঁহার অভিপ্রেত। বিচারকগণ শনিবার আদালতে আসিয়া কার্য্য করেন না কেন তিনি তদ্বিষয় তাঁহাদের নিকট কৈফিয়ত চাহিয়াছেন। তিনি বলেন যখন শনিবার অবকাশবার নহে তখন সে দিনের জন্য বেতন পাইয়াও তাঁহারা যে আদালতে আসেন না ইহাতে সাধারণের অর্থ বৃথা অপব্যয়িত হয়। বাস্তবিকই একেত বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের ছয় মাসের অধিক অবকাশ। তার পর প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া কার্য্য বন্ধ দিলে চলিবে কেন? এই এক দিনের জন্য তাঁহাদের বেতন তাঁহাদের পক্ষে সামান্য হইতে পারে কিন্তু আমাদের তাহা দিতে অনেক কষ্ট সহিতে হয়। জষ্টিস রমেশচন্দ্র মিত্র নাকি উত্তর দিয়াছেন যে শনিবার ডিক্রি সহি করিবার দিন, সেই সে দিন আদালতে আসিবার কোন আবশ্যক নাই। বাটীতে বসিয়া সে কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমরা এই কথাটী শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। ডিক্রি সাক্ষর করাই হউক আর যাহাই হউক কার্য্য যখন আদালতের তখন আদালতে আসিয়াই তাহা করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের অনুপস্থিত বশতঃ আদালতের অপরাপর কার্য্যের কত ক্ষতি হইতে পারে। আমরা আশা করি সারকোমার এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া শনিবার বিচারকগণ যাহাতে আদালতে আসেন তাহার বিধান করিবেন।

—◆◆—

আর একটী বিষয়ে সারকোমারের উদারতা ও অপক্ষপাতিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলেন মহিম মিত্র ও ঘোষ অন্যান্য জজগণের ন্যায় কেন সেসনে বসিতে পান না? আমরাও জানিনা কোন আইন অনুসারে সার রিচার্ড গার্থ দেশীয় জজগণকে সেসন আদালত হইতে তাড়াইয়াছেন। যে আদালতের উচ্চকক্ষে জাতিবর্ণের এত পার্থক্য তাহাতে সুবিচার পাওয়া যায় একথা কে কখনো বিশ্বাস করিবে? ইতিহাসে যদি এরূপ পার্থক্যের কথা লেখা থাকে তবে ভবিষ্যত বংশীয়গণের চক্ষে ইংরাজের উচ্চতম আদালতের কোন আদরই থাকিবেনা। সারকোমার প্রেষিয়ান মহিম রমেশচন্দ্র ও চন্দ্রমাধবকে সেসনে বসাইলে আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন।

—◆◆—

লাহোর ট্রাইবিউনপত্র ফকিরের দৈনিক জীবনী হইতে নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন—লর্ড ডফরিণ ও রঙ্গালয় বর্ণন করিয়া নিম্ন লিখিত মর্ম্মে প্রকাশ করিয়াছেন।

—◆◆—

দ্বারভাঙ্গা ১লা এপ্রেল—মহারাজা একজন প্রকৃত ভদ্রলোক। ইঁ বিকারগাছার [illegible] পুজা হইয়াছে তিনি একজন ইউরোপীয় ম্যানেজার কেন রাখিয়াছেন ইহাই আমার বিস্ময়ের কারণ। দেশীয় সংবাদ পত্র সকল দেশীয় লোককে উচ্চপদে নিযুক্ত করা হয়না বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করে। আমার বোধ হয় আগে তাহাদের মহারাজার উপর আক্রমণ করা উচিত। মিঃ ম্যাকেঞ্জি কথাটী উড়াইয়া দিতে চান। তিনি বলেন এই সকল ইউরোপীয় ম্যানেজার বিপদের সময় কাযে লাগে। দেশীয় ম্যানেজারের অর্থ কলিকাতার পরামর্শ, ইউরোপীয় ম্যানেজারের অর্থ কলিকাতার পত্রাদি। মহারাজা আমাকে একজন ভদ্রলোক ও রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন সিরিয়া, ক্যানেডা, রুষ, টুর্কি ও ইজিপ্টে আমি বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছি। ভারতে আমি কিরূপ কার্য্য করিয়াছি তৎসম্বন্ধে মহারাজ একটীও প্রশংসার কথা বলেন নাই। বোধ হয় বিকারগাছার অধিবাসীগণ মহারাজকে এসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে নিষেধ করিয়া থাকিবেন। তারপর মহারাজ একজন জমিদার; সে হিসাবে তিনি যে ইনকম ট্যাক্সের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন তজ্জন্য আমার নিকট তাঁহার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমার ভুল হইতেছে, তিনিও একজন মহাজন। দ্বারভাঙ্গার কালেক্টার অনেকবার লিখিয়াছেন যে মহারাজ লাইসেন্স ট্যাক্স এড়াইবার চেষ্টায় আছেন। এইবারে আর পলা-

হইবার যো নাই। তার পর তাঁহার হাঁসপাতালও এক প্রকার উঠিল কিন্তু মহারাজ একজন ধনী ব্যক্তি। এখন আমি আর কোথাও লেডিডফরিণকে সঙ্গে লইয়া যাইব না। যেখানে সেখানে এদেশের লোকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হয়। আমার যেন কোন অস্তিত্ব নাই। আমার অস্তিত্ব না থাকিলে লেডি ডফরিণ কোথায় থাকেন ?

—●●—

এই কথাগুলির ভিতর ঘৃণা আছে, দ্বেষ আছে, তাচ্ছিল্য আছে অভিমান আছে। তিনি যে দরভাঙ্গার রাজার উপর দয়া করিয়াছেন তজ্জন্য যে মহারাজ কৃতজ্ঞ নহেন একথাটি তিনি প্রকারান্তরে প্রকাশ করিয়াছেন। শেষে স্ত্রীর যদি তার উপর একটু আমোদের বিদ্রূপ ও একটু আদরের আক্ষেপ করিয়া বন্ধুদের সমাপন করিয়াছেন। পাঠক! দেখিতেছেন বিকারগ্রাহ্য সভার উপর কেমন তাঁহার বিতৃষ্ণা। এদেশীয়েরা উচ্চপদের অনুপযুক্ত বলিয়া কেমন তাঁহার বিশ্বাস। কলিকাতার স্বদেশহিতৈষী বাঙ্গালীদের উপর কেমন তাঁহার ঘৃণা। দেশীয় সংবাদপত্রের উপর কেমন তাঁহার বৈরী ভাব। লাটের আর এ সকল কথা আমাদিগকে জানাইবার অপেক্ষা নাই। সকলেই তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়াছেন। এখন শীঘ্রই তিনি ভারতবর্ষ হইতে বিদায় হইয়া গেলে আমাদের হাড়ে বাতাস লাগে। লাটের বড় ইচ্ছা কার্য্যে তিনি সুখ্যাতির উপযুক্ত না হউন—দেশের শাসনকর্ত্তা বলিয়া ভয়ে লোকে তাঁহার সুখ্যাতি করে। তাই লেডি ডফরিণকে লইয়া তিনি যেখানে সেখানে সুখ্যাতি কুড়াইতে যান। তিনি যেন একটা বিরূপ সরল রাখেন লেডি ডফরিণ আমাদের রমণীগণকে চিকিৎসা শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিয়া আমাদিগকে একেবারে উদ্ধার করিয়া দেন নাই। আমাদের কত গুরুতর অভাব আছে সেগুলির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল লোকের নিকট অর্থভিক্ষা করিয়া একটা বড় সভার আড়ম্বর করায় আমাদের কোন বিশেষ লাভ নাই।

—●●—

তিব্বতে বাণিজ্য যাত্রা।

পূর্ব্বকালে কোন রাজা কাহারও রাজ্য গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিলে তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই যুদ্ধযাত্রা করিতেন। সভ্যতার গুণে সে প্রকাশ্য যুদ্ধ যাত্রা আর নাই। এখনও যদি কোন রাজার রাজ্যাধিকার গ্রাস করিবার জন্য সভ্যতাভিমানী প্রাচ্য জাতির জিহ্বা লোলুপ হয়, তবে কোন নূতন দেশ বা নূতন পদার্থের আবিষ্ক্রিয়া বাণিজ্য যাত্রা, কৃষি যাত্রা, বৈজ্ঞানিক যাত্রা অথবা ধর্ম্মপ্রচার এইসকল বিভিন্ন উপায় দ্বারাই অবলম্বন করিতে হয়। ক্রমে ক্রমে এইসকল বিষয়ের একটী একটী প্রশ্ন উঠে। এগুলি বড়ই অত্যাবশ্যকীয় হউক না কেন তদ্দেশীয় রাজা যদি তাহাতে মনোযোগী না হন অথবা মনোযোগী হইয়া এরূপ কার্য্য করেন যাহাতে আমাদের বাণিজ্য বৈজ্ঞানিক বা ধর্ম্মপ্রচারকের কোন প্রকার স্বার্থের ব্যাঘাত হয় অমনি তারস্বরে একটা আর্ত্তনাদ উঠে "আমাদের সর্ব্বস্ব যায় এরাজ্য করতলস্থ না করিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়।" সুতরাং যুদ্ধ। এইরূপ করিয়া ইংরাজ, রুশ, ফরাসি সকল সভ্যতাভিমানী জাতিই এসিয়া ও আফরিকা খণ্ডে কেবল পরের রাজ্য উদরস্থ করিতেছেন। ইংরাজ এক বাণিজ্য যাত্রার বদৌলতে ভারত ভূমি লাভ করিয়াছেন। এত বড় লাভ কেহ কখনও করিতে পারে নাই। সুতরাং এই যাত্রাই ইংরাজের লক্ষ্মী। পররাষ্ট্র গ্রাস করিবার সময় সেই জন্য প্রথমত ইংরাজের একটা যাত্রার আবশ্যক হইয়া পড়ে।

কর্ণেল লকার্টের ব্রহ্ম যাত্রার ফল কি হইয়াছে পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। ইজিপ্ট ও আফগান সীমান্তেও প্রথমতঃ দুই একটা সামান্য রকমের 'যাত্রা' হইয়াছিল। এক্ষণে যাত্রাপ্রিয় ইংরাজ তিব্বতে বাণিজ্য যাত্রার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। মিঃ মেকলে এই যাত্রার অধিকারী হইয়া অনেক সাহেব সঙ্গে ও সৈন্য সামন্তের সহিত তিব্বতে যাইতেছেন। দার্জ্জিলিং হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। দার্জ্জিলিং হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত হইয়াছে। আমিনেরা তিব্বতের অধিকাংশ স্থান মাপিয়া জুকিয়া তাহার নক্সা প্রস্তুত করিয়াছেন। এখন কেবল যাত্রা আরম্ভ হইলেই হইল। এই বাণিজ্য যাত্রার উদ্দেশ্য তিব্বতের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করা নহে। তিব্বতের পর্ব্বতময় প্রদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়া ইংরাজ বড় যে লাভবান হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। রুশ তিব্বতের প্রান্তে আসিয়া সাড়া দিয়াছেন, তাই তিব্বত যাত্রার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। কুটিল রুশের অভিপ্রায় ভারতের সীমা প্রদেশ মধ্যে কোনপ্রকারে পদস্থাপন করা আর ইংরাজকে ব্যতিব্যস্ত করা। সতর্ক থাকিলে সে অভিপ্রায় কতদূর সিদ্ধ হইবে তাহা বলা যায় না। তিব্বত যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য রুশের প্রতিরোধ। কিন্তু এতদ্ভিন্ন ইহার আর দুই একটী গৌণ উদ্দেশ্যও আছে। ফরাসির গতিরোধ করিবার জন্য বহু যুদ্ধ অবশেষে রক্ত সংযোগ করা হয়। ইহাও তিব্বতের এক বৈজ্ঞানিক যাত্রার ফল। উপস্থিত বাণিজ্য যাত্রায় যে ব্রহ্মের ন্যায় তিব্বতেরও সর্ব্বনাশ করা হইবে সকলেই তাহা অনুমান করিতে পারেন।

কিন্তু কথা হইতেছে তিব্বতে ইংরাজ প্রবেশাধিকার পাইবেন কিনা। পূর্ব্বে ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে তিব্বতে একবার বাণিজ্য যাত্রা করা হয়। তাহাতে ইংরাজ তিব্বতবাসীর বিরাগভাজন হন। তিব্বতে যাইয়া ইংরাজ স্বীয় ব্যবহারে তিব্বতবাসীর নিকট অবিশ্বাসী হইয়াছেন। এখন তাহারা আর ইংরাজকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। এক্ষণে বিদেশীয় কোন জাতীয় ব্যক্তির তিব্বতে প্রবেশ করিবার অনুমতি নাই। তিব্বতের শাসনকর্ত্তার বিশেষ নিষেধ আছে যাহাতে ইংরাজ তাঁহার রাজ্য মধ্যে প্রবেশাধিকার না পায়। এরূপ অবস্থায় মিঃ মেকলে কেবল এক চীনের সাহায্য ভরসা করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। তিব্বত এককালে চীনরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সেই অবধি চীন অহঙ্কার করেন তিব্বত তাঁহার অধীন। সুতরাং চীনের কথা তিব্বতকে শুনিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে তিব্বত বহুদিন হইতে স্বাধীনভাবে চলিতেছেন। এক্ষণে চীনের কথায় তিব্বত যে অবিশ্বাসী ইংরাজকে নিরাপদে পর্ব্বত দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া প্রবেশ করিতে দিবেন কে একথা বিশ্বাস করিবেন? চীন ইংরাজকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন বটে কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা কতদূর রক্ষিত হইবে বলা যায় না।

ফরাসীর সহিত চীনের একটু গোলযোগ বাধিয়াছে। শীঘ্রই এই দুই জাতির মধ্যে একটা যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা। কবর প্রভৃত চীন জাতি যে ইংরাজকে তিব্বতে যাইবার নিমিত্ত সৈন্যাদি দিয়া সাহায্য করিতে আসিবেন সে কথাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। সুতরাং ইংরাজ যদি কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন তবে নিজেই তাঁহাকে দুর্গম গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে।

ভারতের ধন শোষণ করিবার এই আর একটী উপায় বাহির হইয়াছে। দার্জ্জিলিং হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ, গিরিসঙ্কট তিব্বতের আবশ্যক রাস্তার প্রতিষ্ঠা পরীক্ষা তৎপরে তিব্বতের সহিত সন্ধিবন্ধন। এইসকল কার্য্যে সামরিক বিভাগ রাজকোষ হইতে প্রচুর অর্থ গ্রাস করিয়া ভারতবাসীকে বিবিধ প্রকারে উৎপীড়িত করিবেন ইহাই আমাদের ভয়। রুশ যদি

সমস্তই তাঁহার অর্থগত পরিত্যাগ করুন, তবে আফগান যুদ্ধে আমীরকে লইয়া একদা রুশ ও ইংরাজ দাবাক্রীড়া করিয়াছিলেন, তিব্বতকে লইয়া সেইরূপ তাঁহারা ক্রীড়া আরম্ভ করুন। তিব্বত আমীরের ন্যায় নিতান্ত ক্ষমতাহীন নহে। বলিতে কি তিব্বতবাসী এখনও বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই পার্ব্বতীয় জাতির সহিত বিরুদ্ধ সম্বন্ধ পাতাইয়া পেত্রো রুশ তিব্বতের সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারেন? আর একটী জনপ্রবাদী সমরক্ষেত্রের উৎপত্তি হইয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাহার তীর্থস্থান হইয়া দাঁড়াইতে পারেন। আমরা বলি এ বৈবাহিক ব্যাপারে এখন বিশেষ প্রয়োজন নাই। ইংরাজ যদি তিব্বত প্রান্তে রুশের ভয় করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিব্বতের সহিত অগ্রে সখ্য স্থাপন করাই ইংরাজের কর্ত্তব্য। চীনের সহিত সীমান্তের ও চুক্তি প্রভৃতি দ্বারা ইংরাজ যেমন আপাততঃ চীনের সহিত মৈত্রীকরণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেই রূপ তিব্বতের সহিত ও মৈত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিলে ইংরাজ রুশকে কিয়ৎ পরিমাণে দূরে রাখিতে সমর্থ হইবেন। রুশের চতুরতায় তিব্বত যাহাতে ভুলিয়া না যায় ইংরাজ প্রথমে তাহারই চেষ্টা করুন। নচেৎ পামিরা যাত্রার ন্যায় অনর্থক যুদ্ধ সজ্জা করিয়া ভাবী বিপদ নিকটবর্ত্তী করায় ইংরাজ কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন মাত্র।

আমাদের সুযোগ্য সহযোগী মিরার বলেন— তিব্বতে অনেক ঋষি তপস্বীও মহাত্মার বাসস্থান। ভারতে মুসলমান ও ইংরাজের অধিকার কালে যখন রাষ্ট্র বিপ্লব অরাজকতার সমপ্রবেশে অশান্তিময় হইয়া উঠে, তখন আর্য্যধর্ম্মের এক একটী স্তম্ভ স্বরূপ মহাত্মাগণ ভারতকে পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের নিবীড় কাননে, গিরিগহ্বরে পলায়ন করেন। আজ পর্য্যন্ত ও সেখানে তাঁহাদের প্রভূত প্রতাপ। তিব্বতবাসী তাঁহাদের যোগ সাধনে ব্যাঘাত করেন না, বরং হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সারতত্ত্বজ্ঞ তপস্বী ও সন্ন্যাসী গণকে তাঁহারা হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন। তিব্বতেও চিরশান্তি বিরাজিত। এই রমণীয় শান্তিভূমির শান্তিনাশ করিয়া আমাদের নিভৃতবাসী তপস্বিগণকে উত্যক্ত করিতে যাওয়া ইংরাজের কর্ত্তব্য নহে। আমরাও সহযোগীর সহিত একমত হইয়া বলি আমরা যেমন বিত্ত সম্পত্তি সকলই ইংরাজের চরণে উৎসর্গ করিয়া ভারতের অমূল্য রত্নগুলিকে ভয়ে ভয়ে বনের ভিতরে পর্ব্বতের গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়াছি ইংরাজ তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া ভারতকে আর পরের ভিখারী করিবেন না।

—:০:—

রুশ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে আফগানিস্থানের রুশের সহিত সীমা নির্দ্দেশের সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। সীমা কমিশনরগণ আপনাদের কার্য্য শেষ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। মীমাংসা যে উভয় পক্ষের সন্তোষজনক হয় নাই তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই সন্দেহ করিয়া আসিতেছি। রুশ চিরপ্রতিজ্ঞ, অসত্যবাদী ও রাজ্যগ্রাসী। ইংরাজের সহিত রুশ একবার যে বন্দোবস্ত স্বীকার করিলেন তাহা যে তিনি রক্ষা করিবেন ইহা আমাদের বিশ্বাস ছিল না। এখন দেখা যাইতেছে আমাদের সন্দেহ অমূলক নহে। যে দিন ইংরাজের সীমা কমিশনরগণ কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া আসিলেন সেই দিন হইতেই রুশ রেলওয়ে বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন, দিবারাত্র অবিশ্রান্ত ভাবে লোক খাটাইয়া রুশ প্রায় হিরাটের নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া এতদূর রেল বিস্তার করিবার উদ্দেশ্য কি? প্রথমতঃ হিরাট গ্রহণ। হিরাট গ্রহণ করিলে ইংরাজের সহিত রুশের বিলক্ষণ বিবাদ বাঁধিবার সম্ভাবনা। এই বিবাদের জন্য রুশ লালায়িত। ইংরাজ যতই ত্যাগ স্বীকার করিয়া রুশকে শান্ত করিতেছেন, রুশ ততই অশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভারতের দিকে লোলুপনেত্রে চাহিয়া দেখিতেছেন।

রেলওয়ে বিস্তার যুদ্ধের অভিযাচন। রুশ এই অভিযাচনে তুর্কমান জাতির বিলক্ষণ সাহায্য পাইয়াছেন। মধ্যদেশের অন্যান্য জাতীও রুশের সহিত একপ্রকার বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার সহায়তা করিতেছেন। সুতরাং মধ্যএসিয়ায় রুশের প্রতাপ নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এখন সম্মুখে অগ্রসর হইবার পক্ষে পশ্চাৎ হইতে বাধা পাইবার কোন ভয় নাই। ইংরাজ নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় রুশের অন্যায় দাবী স্বীকার করিলেন। রুশ বিবাদের সুবিধা পাইলেন না। তিনি যে ইংরাজের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে। সন্ধিতে সম্মত হইলে সীমা কমিশনরগণ কার্য্য শেষ করিতে থাকিবেন, সেই অবসরে রুশ রেল বিস্তারের আয়োজন করিবেন। এখন সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। রুশের কার্য্যকুশলতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন, প্রকৃত বড় ভয় নাই। আফগানের ইংরাজের স্বার্থ বিবাদের মধ্যে পড়িতে চলিল। রুশ সীমা লঙ্ঘন করিয়া ইংরাজ ফ্রান্সকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিব্বত রুশের গন্ধ পাইয়া যেরূপে সেখানে দৌড়িতেছেন, কিন্তু আফগানস্থানে ইংরাজের সতর্কতা কোথায়? এত অর্থব্যয় এত পরিশ্রম সকলই বোধ হয় পণ্ড হইল। আবার আমাদের মনে রুশ ভীতির সঞ্চার হইল।

আমরা একবার ইংরাজকে উপদেশ দিয়াছি আফগানস্থানে তাঁহাদের কোন স্বার্থ রক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। ভারতরাজ্যের প্রকৃত সীমা সিন্ধুনদ। অনাবশ্যক সিন্ধু কূলে ফিরিয়া আসিয়া ইংরাজ সেখানেই আপনাদের সমবীর্য্য সংগ্রহ করুন। বৃথা বিবাদে কত দিন আর রুশের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। রাজ্যশাসন করিতে আসিয়া এক শত ২৭ বৎসর কাল যদি যুদ্ধ বিগ্রহেই চলিয়া গেল, আর ও শতবর্ষ ব্যাপী বিবাদের, যখন চারি দিকেই সূত্রপাত করা হইতেছে, তখন ইংরাজের হাতে ভারতে আর শান্তি স্থাপন কবে হইবে? কবে আর ভারতবাসী স্বোপার্জ্জিত অন্ন উদর পুরিয়া খাইতে পারিবে? আমাদের বিশ্বাস রুশ যদি আফগান রাজ্যের কিয়দংশ পাইয়া সন্তুষ্ট হন এবং ইউরোপের রাজাগণকে সাক্ষ রাখিয়া ইংরাজের সহিত একটা স্থায়ী সন্ধিসম্বন্ধ স্থাপন করেন তাহা হইলে ইংরাজের সিন্ধুপারে ফিরিয়া আসাই কর্ত্তব্য। আফগানস্থানে রুশকে পাঁচহাত অধিকার করিতে দিয়া ইংরাজ যে কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছেন, সিন্ধুতীরে ফিরিয়া আসিলে তাহার অপেক্ষা কিছু অধিক কাপুরুষতা প্রকাশ পাইবে না।

আমাদের আরও একটী উপদেশ আছে। ভারত গবর্ণমেন্ট এখনও সুবিবেচনা করুন। ভারতবাসীর যাহাতে সহানুভূতি পাইতে পারেন ইংরাজ তাহাতে বিশেষ চেষ্টা করুন। আমরা বাস্তবিকই ইংরাজভক্ত। আমাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইংরাজ এইবার তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন। সমগ্র ভারতপ্রজার সহানুভূতি ও সহায়তা লাভ করিতে পারিলে রুশ কখনই ভারতের দিকে দৌড়িতে পারিবে না। কতবার আমরা এই কথাটি বলিয়া আসিতেছি। ইংরাজ তথাপি আমাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। আর কোন পরীক্ষায় ইংরাজ যদি আমাদের রাজভক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ মিটাইতে চাহেন তাহাতেও আমরা প্রস্তুত আছি। ইংরাজকে এত আদর করিয়াও যে আমরা এই

তাঁহার বিশ্বাস লাভ করিতে পারিলাম না ইহা আমাদের সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে।

—০০—

মান্দ্রাজের দুর্দ্দশা।

উফ্রিদের শাসনাধীনে বঙ্গদেশের যেমন দুর্দ্দশা, মান্দ্রাজের ও তেমনি। একরূপ অদৃষ্ট করিয়া মান্দ্রাজ ও বঙ্গদেশ যথাক্রমে টম্সন ও গ্রাণ্ট ডফকে শাসনকর্ত্তারূপে লাভ করিয়াছেন। টমসন শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াই নীচগুণের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রাণ্টডফ কিছু বুদ্ধিমান, তাই তিনি ভিতরে ভিতরে অত্যাচারের অন্তঃসলিলা বহাইয়া মান্দ্রাজবাসীর চক্ষে ধূলি দিতে লাগিলেন। বস্ত্র দিয়া অগ্নি আর কতদিন ঢাকিয়া রাখা যায়। লাট গ্রাণ্টডফের অত্যাচারী প্রবৃত্তি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাজ্য মধ্যে তিনি নিজে উৎপীড়ন কার্য্যে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিলেন না, কিন্তু অত্যাচারী—দুর্নীতিপরায়ণ কর্ম্মচারিগণকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রজাপীড়নে বিলক্ষণ অনুমোদন করিতে লাগিলেন। একজন সামান্য কালেক্টর উৎপীড়ন কার্য্যে কিঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়া শীঘ্রই গ্রাণ্টডফের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন। শীঘ্রই গ্রাণ্টডফ সার টমাস্‌কে কালেক্টরের আসন হইতে উঠাইয়া লইয়া একজন বিশিষ্ট কমিশনরের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কমিশনরের কার্য্য কি? মান্দ্রাজে ইতিপূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবনে বহুলোকের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। সে দারুণ অন্নকষ্টের সময়ে চক্ষুলজ্জার ভয়ে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট অনেক লোককে ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি দেন। গ্রাণ্টডফ কিন্তু দেবীদিগকে অব্যাহতি দিবার লোক নহেন। শীঘ্রই তিনি তাহার একটা অনুসন্ধান করিতে সঙ্কল্প করিলেন। টমাস্ সেই অনুসন্ধান কার্য্যের কমিশনার। সার টমাস্ যখন টাঞ্জোরের কালেক্টার ছিলেন তখন তিনি দরিদ্র প্রজাবর্গের উৎপীড়ন কার্য্যের বিলক্ষণ পারকতা দেখাইয়াছিলেন। মান্দ্রাজবাসী কেহই তাঁহাকে গালি না দিয়া জলগণ্ডূষ গ্রহণ করিত না। কমিশনার হইয়া তাঁহার উৎপীড়ন ক্ষমতা বৃদ্ধি হইল, তিনি শত শত ব্যক্তির দারিদ্র্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পরিত্যক্ত করভারে আবার তাহাদিগকে চাপিয়া ধরিলেন, এবং একখানি লম্বা রিপোর্টে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ আয় দেখাইয়া গ্রাণ্টডফের নিকট প্রেরণ করিলেন। গ্রাণ্টডফ তাহাতে খুব সন্তুষ্ট। রিপোর্টখানি সাধারণে প্রকাশিত হইল না—গ্রাণ্টডফ কেবল বলিলেন—টমাসের রিপোর্ট অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে। অনেকে বলেন টমাসের রিপোর্টে মান্দ্রাজী কর্ম্মচারিগণের ব্যবহার চরিত্রের দোষের কথা লেখা হইয়াছে। তাহাদিগকে এক প্রকারে রাজদ্রোহী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রাণ্টডফও তাহা বিশ্বাস করিয়াছেন। মান্দ্রাজ মহাজন সভার উপর তাঁহার বিষ দৃষ্টি। স্থানে স্থানে রাজনীতির আন্দোলন করিবার জন্য যে সমুদায় সভা স্থাপিত হয় গ্রাণ্টডফ তাহাদের উপর বাজপক্ষীর ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া থাকেন। ভারতবাসীর মুখে রাজনীতির কথা শুনিলে তিনি বড়ই বিরক্ত হইয়া থাকেন তাহার উপর আবার বঙ্গদেশের মত মান্দ্রাজ সাধারণ শ্রমজীবী ও কৃষকগণ একত্র হইয়া যে গ্রাণ্টডফের কার্য্যের সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছে ইহাতে তাঁহার আর কোপের সীমা নাই। সুতরাং উৎপীড়ক টমাসের কার্য্য বিবরণীতে তিনি বড়ই সন্তুষ্ট।

গুণপনা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। এই গ্রাণ্টডফ একদিন বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন—কোন কোন ইংরাজ যে ভারতবাসীকে "নিগার" বলিয়া গালি দেন সে কিছু ততদূর দোষাবহ নহে। কেন না সংস্কৃত পণ্ডিতগণ সিন্ধু পরপারের অধিবাসিদিগকে সুতরাং ইংরাজগণকেও "বর্ব্বর" বলিয়া গিয়াছেন। পাঠক দেখিলেন গ্রাণ্টডফ ও ভারতবাসীকে "নিগার" বলিতে প্রস্তুত। শাখামৃগ "নিগার" বলিলে দেবতার পুত্রের তাহাতে অবমাননা হয় না, কিন্তু কপি যখন আঁচড় কামড় আরম্ভ করিয়া ভদ্রলোককে জ্বালাতন করে তখনই তাহাদের দমন করিবার আবশ্যক হয়। টমাসকে ও তেমনি দমন করিবার আবশ্যক হইয়াছে। গ্রাণ্টডফকেও বিলাতে বিচার করিয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। যে সকল ভারত বিদ্বেষী অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা আমাদের পিষিয়া মারিতে থাকেন বিলাতে গিয়া হেষ্টিংসের ন্যায় কমন্স সভায় তাঁহাদের যে আর বিচার হয় না কেন ইহা আমরা স্থির করিতে পারি না।

টমাস কি রিপোর্ট দিয়াছেন সাধারণের তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কোন্ আইন অনুসারে তিনি রিপোর্ট প্রকাশ করিতে বাধ্য নহেন? একি তাঁহার ইচ্ছাধীন? রাজ্যের—শাসন বিবরণী গোপন করিয়া রাখা কি গ্রাণ্টডফের ন্যায় সামান্য একজন গবর্ণরের ইচ্ছাধীন? শাসন বিবরণী চোরের ন্যায় গোপন করিয়া রাখিলে কি গ্রাণ্টডফের ব্রিটিশ রাজ্য অব্যাহতি পাওয়া উচিত? গ্রাণ্টডফ যদি বিবেচক হন তবে টমাসের কলঙ্কিত মিথ্যা অপবাদপূর্ণ বর্ণনাখানি এখনই সাধারণ্যে প্রকাশ করুন, নচেৎ আমরা উপদেশ দি বিলাতে এই বিষয় লইয়া মান্দ্রাজবাসী আন্দোলন করুন, কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের কর্ণে যাহাতে এই ঘৃণিত ব্যবহারের কথা উঠে তাহারা তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন।

সার অত্যাচারী টমাস তিনিও বা আর প্রভুর অধীনে কতকাল উৎপীড়ন করিতে থাকিবেন? ইলবার্ট বিলের যখন আন্দোলন হয় তখন ইঁহার কলম হইতে যে গরল বিনির্গত হইয়াছিল, আজিও আমরা তাহা ভুলি নাই। যে অবধি আজ পর্য্যন্ত অপ্রতিহতভাবে টমাস দেওয়ানীকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আমাদের ও মান্দ্রাজবাসীর অভক্তি ভাজন হইয়াছেন। তিনিই বা আর কতকাল আমাদিগকে যন্ত্রণা দিবেন।

গাজির ডাকাইতি দমনে ও পিতৃব্য বিধবা ভক্তির সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য সার টমাস মান্দ্রাজে এক দরবার খুলিয়া বসিয়াছেন। সেখানে তাঁহার যোগ্যতা প্রতাপ দেখে কে? লোকে তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবহারে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট। গাজিদের টমাসের সহিত নাকি শোণিত সম্পর্ক আছে। প্রবাদ যে তিনি জাতির পক্ষ হইলে প্রতিপক্ষদিগের একান্ত বিরুদ্ধে লাগিয়াছেন। এই সকল সিভিলিয়ান মহাত্মার জন্য দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। ইংরাজের মধ্যে কেহ কি আমাদের উদ্ধার কর্ত্তা নাই!

—০০—

ভারতবর্ষের দাতা, দান, ও দারিদ্র্য।

আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রথমে যখন "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা প্রকাশিত হইবার কথা হয় তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন একদিন একটী মহতী সভায় "তত্ত্ববোধিনী" প্রকাশের জন্য সভা মণ্ডলীর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করেন। তখন উন্নতির প্রথম মুখ, [illegible], ইংরাজী সভ্যতার নূতন আবির্ভাব। সুতরাং উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রই যথাসাধ্য ও যথাভিরুচি এই সদুদ্দেশে দান করিলেন। একপার্শ্বে কলিকাতার ৺ মতিলাল শীল বসিয়াছিলেন। পাঠককে এই মহাত্মার কথা আর কিছু বলিতে হইবে না। মতিলালকে যখন কিঞ্চিৎ দান করিবার জন্য অনুরোধ করা হয় তখন তিনি বলেন আমি মূর্খ। কখনও লেখা পড়া শিখি নাই। [illegible] কি ফল, "তত্ত্ববোধিনী" প্রকাশ করিয়া কি হইবে, তত্ত্বানুসন্ধানে লোকের কি উপকার দর্শিবে, আমার দুর্ভেদ্য মস্তিষ্কে তাহা প্রবেশ করে না। তোমরা আমাকে ইহার জন্য কিছু টাকা দিতে বলিতেছ, আমিও তাহা দিতেছি। কিন্তু তোমরা যে দেশের

উপকার করিয়া বেড়াইতেছে, যখন কর্ম্মনিকাতায় একব্যক্তির স্ত্রী ও কতকগুলি অপগণ্ড শিশু আছে। লোকটী অল্পবেতনে চাকরি করিয়া কথঞ্চিৎরূপে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই চাকরি ব্যতীত তাহাদের জীবনযাত্রার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। হঠাৎ একদিন সে ব্যক্তির মৃত্যু হইল। একদিনেই শিশু ও বিধবার গৃহে অন্ন ভাবের করালমূর্ত্তি দেখা দিল। বল দেখি, এই সকল অনাথ অনাথার মুখে এক মুষ্টি অন্ন তুলিয়া দিলে কি সকল "তত্ত্ববোধিনী" প্রকাশের ফল হয় না? কলিকাতার ভিতর, বাঙ্গালার ভিতর, সমগ্র ভারতের ভিতর এমন যে কত দরিদ্র পরিবার অন্নাভাবে হাহাকার করে, তোমরা কয়জনে তাহার অনুসন্ধান রাখিতে যাও? এস দেখি, এই অনাথ অবলার জন্ত একবারও যদি কাঁদিতে পার এস তাহাদের একটা উপায় করি; অর্থ চাও আমি দিতেছি, কাহারও নিকট ভিক্ষা করিতে হইবে না। এই কথাগুলি বলিতে বলিতে মতিলাল কাঁদিয়া ফেলেন। প্রবল করুণার স্রোতে তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া যায়; নয়ন দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু পড়িতে থাকে। কাঁদিয়াই কি দয়ার অবতার মতিলাল নিশ্চিন্ত হন? পরদিনেই তাঁহার অনাথ আশ্রমের ভিত্তিস্থাপনা হয়। পরদিনেই কলিকাতায় দাতব্য সভা (ডিষ্ট্রিক্ট চারিটেবল সোসাইটীর) সৃষ্টি হয়। মতিলাল ভূরি ভূরি অর্থদান করিয়া তাহার সূত্র হইতে এ পর্য্যন্ত শত শত দুঃখী পরিবারের জীবিকার উপায় করিয়াছেন। এই না দেশহিতৈষণা? এই না প্রকৃত পরোপকার? সভার উপর সভা, বক্তৃতার উপর বক্তৃতা, একি আর দরিদ্রের শুনিতে ভাল লাগে? যে প্রাতঃকালে উঠিয়া করতলে কপোল রাখিয়া ভাবে তাহার পরিবারবর্গের অন্নের সংস্থান আজ কিরূপে হইবে, সে কি কখনও অনুসন্ধান সমিতির অনুসন্ধান লইতে ব্যস্ত হয়? শত শত শিক্ষিত সম্প্রদায় কেবল সভা আর বক্তৃতা লইয়া আছেন, কেবল বিলাত ও ভারত গবর্ণমেণ্ট লইয়া আছেন শত শত জমিদার কেবল বিলাত লইয়া আছেন, কেবল আপনাদের আমোদ প্রমোদ লইয়া আছেন; দান করিতে যাঁহার ইচ্ছা হয় তিনি লেডি ডফরিণ ফণ্ডে অজস্র অর্থ প্রদান করিয়া সুনাম কিনিতে ব্যস্ত আছেন, কিন্তু মতিলালের ন্যায় কয়জন ব্যক্তি অনাথা বিধবার অশ্রুজল মুছাইতে যান, অন্নাভাবে শীর্ণদেহ বালককে ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখে অন্নের গ্রাস তুলিয়া দিতে যান? দেশের সর্ব্বত্র কোথাও জল কষ্ট। জমিদার ইচ্ছা করিলে ২০০ পুষ্করিণী কাটাইয়া দিতে পারেন কিন্তু সৌধে বসিয়া পুড়িতে, জলে ভিজিতে ভিজিতে, এক ক্রোশ দূর হইতে গ্রামের রমণীগণকে পানীয় ও স্নানীয় জল আনিতে হয়। আর জমিদার হয়ত ছোটলাটকে সম্ভাষণ করিবার জন্ত সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া মহা আড়ম্বরে ব্যস্ত থাকেন।

ভারত দিন দিন দরিদ্র হইয়া যাইতেছে। তিনভাগ লোকে যখন উদরের দায়ে কাতর, তখন ভারতের মত দরিদ্র রাজ্য আর কোথায় আছে? সিভিলিয়ান প্রভুগণের বেতন, অন্যায় করের কঠোর পীড়ন, সাময়িক দায়ে দেশ শোষণে দিন দিন ভারতের অস্থিমজ্জা বাহির হইয়া যাইতেছে। এ মুষ্টি অন্ন মিলিলে অসভ্য অবস্থাও আমাদের সুখের। ইংরাজ বিবিধ প্রকারে আমাদের উপকার করিতেছেন সত্য, কিন্তু সেই উপকারগুলির বিনিময়ে আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছেন। শুষ্ক উদরে ক্ষুধায় কাতর হইয়া কে কাচের বাসন কিনিতে যায় কেলে চড়িয়া স্ফূর্ত্তি পায়, আর স্বায়ত্ত শাসন ও স্বাধীন তন্ত্র লইয়া মনে করে আমরা সুখী ও সভ্য? পেট ভরিয়া এসকল কিছুই আমাদের ভাল লাগে না। তাহার উপর "উঠ জাগ" "উঠ জাগ" বলিয়া দেশের লোকে ফুকার দিলে মানুষ জাগ্রত হইবে তা আর কি হইবে?

ধনবান! দেশের দরিদ্রের দিকে না চাহিলে কিসেতে তোমার দয়া ও দানের পরিচয় পাইবে? উপযুক্ত পাত্রে দান না করিলে দাতার পুণ্য হয় না, প্রতিদানেও সম্ভব হয় না। "তেলা মাথায় তেল" দিলে আর দয়া প্রকাশ পায় না ঘরের লোকে অন্ন বিহনে রোদন করিতে থাকে, আর আমেরিকার দাতব্য চিকিৎসালয়ে দান করিয়া জমীদার সুনাম কিনিতে ব্যস্ত থাকেন। দেশের লোকের জলকষ্টে প্রাণ যায় আর বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধার জন্ত কোথাও নদীর গতি ফিরাইয়া দিবার আবশ্যক হইলে ধনীর ধন ভাণ্ডার হইতে অজস্র অর্থ বাহির হইতে থাকে। ইহাকে কি দান বলে? এ দানে আমাদের যে উপকার হয়, ধনীর ধনাগারে অর্থ জমা থাকিলে তাহাতে আমাদের অধিক উপকারের সম্ভাবনা। ধনীর উত্তরাধিকারীর নিকট ও দরিদ্র ভারত ভিক্ষা পাইবার আশা করিতে পারে।

কেহ কেহ বলেন ভিক্ষা দিলে ভিক্ষুকের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, দরিদ্রের দল বৃদ্ধি করা হয়। এ কথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু কে তোমায় ভিক্ষা দিতে বলে? ইংরাজ সাত সমুদ্র পার হইয়া এদেশে আসিয়া বাণিজ্য করিতেছেন, তোমরা দেশে থাকিয়া সওদাগরী কার্য্যের অবতারণা কর না কেন? তোমাদের তাহাতে লাভ হইবে। দেশের লোকেরও এক মুষ্টি অন্ন জুটিবে। দিন দিন কত শত কেরাণী মুহুরী কম্পোজিটার বা চাকরী যো চাকরী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে অন্নের দায়ে বিদেশীয়ের পদরেণু লেহন করিতেছে, কত শিক্ষিত ব্যক্তি সামান্য একটু কর্ম্মের দায়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে হাঁকাইয়া দিয়া বলিতেছেন—কর্ম্ম নাই. দুরবস্থায় কর্ম্মকারের বৃত্তি অবলম্বন কর—ইহাদিগকে বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্ত তোমাদের বিলক্ষণ ক্ষমতা ও উপায় আছে। দেশে দেশে দরিদ্র রাইয়ত এক তিল পরিমাণ ভূমি লাভের জন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তোমাদের পতিত ভূমি গুলি, জঙ্গল পূর্ণ আবাদ গুলি তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া বিলি করিতে পার। শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, ব্যবসায়জীবী, ও শিল্পজীবী সকলকেই তোমরা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পার—ইহাতেই আমাদের যথেষ্ট উপকার হইবে, অনেকের প্রাণও বাঁচিয়া যাইবে।

তার পর একেবারে যাহারা নিরুপায়, জাতীয় ও সামাজিক প্রথানুসারে উক্তবিধ উপায়গুলি অবলম্বন করিতে অসমর্থ, অপগণ্ড বালক যাহারা প্রথম হইতেই দারিদ্র পেষণে পেষিত হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে, অসহায়া বালিকা প্রথম হইতেই অন্নের দায়ে যাহাদিগকে কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া ধর্ম্ম ও পরকালের নামে জলাঞ্জলি দিতে হয়, অনাথা বিধবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাহাদিগকে ধর্ম্ম কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া উদরের দায়ে অন্যের অসদ্বৃত্তি চরিতার্থ করিবার প্রশ্রয় পাইতে হয়, ইহাদিগকে ভিক্ষা দিলে দারিদ্রের বৃদ্ধি করা হয় না, পাপের স্রোত কমাইয়া দেওয়া হয়। তার পর দুর্ভিক্ষ, জলকষ্ট বন্যাপ্রপীড়ন এ গুলি নিবারণ করিবার জন্ত ভিক্ষা দিলেও ভিক্ষুকের দল পরিপুষ্ট হয় না, দেশের লোকের যথার্থ উপকার করা হয়। অনাহারে কত অনাথা বিধবা সাদরে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতেছেন তথাপি অন্যের দারস্থ হইয়া স্বীয় মর্য্যাদা নষ্ট করিতে পারিতেছেন না, কত অনাথ বালক বালিকা ক্ষুধার জ্বালায় ভাই ভগ্নীতে গলা জড়াইয়া কাঁদিতেছে, তথাপি অভ্যাসের গুণে পরের নিকট ভিক্ষার্থী হইতে পারিতেছে না। ইহাদের মুখ এড়াইয়া যদি ডফরিণ ফণ্ডে দান করিতে ইচ্ছা হয় তবে সে দান কখনই দয়ার দান নহে।

ব্রহ্ম সংবাদ।

গত ২৬ এ এপ্রেল বিনকুলনগরে বিদ্রোহাগ্নি হইয়াছে। তিনখানি ঘর ব্যতীত নগরের আর সমস্ত ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। দেশের যত ঘোড়া ও গাড়ি ছিল ডাকাইতেরা লুটিয়া লইয়াছে। ইংরাজ পুলিস সকল স্থানেই তাল ভুড়াইয়া বৃক্ষের ন্যায় দিবা থাকেন। ডাকাইতেরা পলায়ন করিলে তবে তাহাদের অনুসরণ করা হয়। বিদ্রোহীরা জলে জঙ্গলে, গাঁয়ের কান্দ বসিয়া অলক্ষিত ভাবে গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করিল। গোলন্দাজ কাপ্তেন এলড্‌ওয়ার্থ ডাকাইত না মারিয়া স্বীয় ভৃত্যের প্রাণ লইয়া বসিয়াছেন। দুই জন আহত হইয়াছে, ডাকাইতেরা সেতু ভাঙ্গিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ইংরাজগণের পরস্পর সংবাদ প্রেরণ বন্ধ করিয়াছে।

গত ১৪ ই এপ্রেল মান্দালেনগরে আর একটী ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। নববর্ষারম্ভে সকলেই আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন এমন সময় ২৫।৩০ জন ডাকাইত নগরের প্রান্তদেশে দেখা দিয়া অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ করে। খোড়োচালের ঘরগুলি অগ্নিময় হইতে বিলম্ব হইল না, ক্রমে নগরের দক্ষিণভাগ ভস্মস্তূপ হইয়া গেল। কালেক্টরি পোষ্ট আফিস, সৈন্যদিগের রসদ গুদম, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি রাখিবার ঘর ক্রমে চিহ্নহীন হইল। এক জন ইংরাজ ডাক্তার জ্বরের রোগে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। রাজার বাজার রাজবাটী ইংরাজের ভয়ানক ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে। সন্ধ্যাকালের অব্যবহিত কাল ইয়ামেথিনে ৩০০ ডাকাইত দেখা দেয়। তাহারা ১০০ মান্দ্রাজী সৈন্যের মধ্যে ৩।৪ জন হত করিয়া চলিয়া যায়। রাবণের চিতাগ্নির মত ইংরাজ যত দিন ব্রহ্মের অগ্নি ততদিনই কি জ্বলিতে না থাকে?

ব্রহ্মদেশে ডাকাইতেরা যেমন দেশ নাশ করিতেছে, ইংরাজেরাও তেমনি ডাকাইতি দমন করিবার জন্য গ্রাম নগর পুড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ডাকাইতের দোষে নির্দ্দোষী ব্রহ্মবাসিগণ ইংরাজের হস্তেও জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলেন। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়"। এখন নাকি [illegible] পরিবর্ত্তে গৃহদাহ করিয়া ইংরাজ আর গরীবদের উপর অত্যাচার করিবেন না। শুনিয়া সুখী হওয়া গেল।

সহকারী কমিশনর শ্রীন সাহেব একদল সৈন্য লইয়া জিগিদে ১৭০ জন বিদ্রোহীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। ডাকাইতেরা ৬ জন হত ও অনেককে আহত রাখিয়া পলাইয়াছে। আমাদের পক্ষে ৩ জন সিপাহি তৈরি আহত হইয়াছে। জমাদার যুদ্ধে মরেন নাই, যুদ্ধে তিনি খুব পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কর্ণেল ই ৫০ জন সৈন্য ও একদল অশ্বারোহী লইয়া বেলজেতাতে ছিলেন। থারাওয়াড়ির দিকে চীনক নামক গ্রামে একদল ডাকাইত আসিয়াছে শুনিয়া তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে যান। তাহাদের সহিত বিলক্ষণ যুদ্ধ বাঁধে। ডাকাইতেরাও জিলার দিকে পলায়ন করিয়াছে। আমাদের একজন সিপাহি মৃত ও ২ জন আহত হইয়াছে। ডাকাইতদের কি হইয়াছে জানা যায় নাই।

পলায়নপর ডাকাইতদিগকে অবরোধ করিবার জন্য থারাওয়াড়ি হইতে একদল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।

মান্দালে ২০ এ এপ্রেল। উত্তর ব্রহ্মের কিউং-মিউং দুর্গে বিদ্রোহিগণ আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদের ৩ জন হত ও ৫০ জন আহত হইয়াছে।

২০ এ এপ্রেল। প্রাতঃকালে ডাকাইতেরা সেমুমগর আক্রমণ করে। তখন সেখানে আমাদের সৈন্য ছিল না, শীঘ্র আসিয়াছিল। কিয়াটুতে অনেক যুদ্ধ হইয়াছে ব্রহ্মবাসীর সাহস দিন দিন বাড়িতেছে।

একজন সওয়ার ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া যাওয়ায় তাহার ঘোড়া ও লাগাম শত্রুর হস্তগত হইয়াছে।

লর্ড ও লেডি ডফরিণ ব্রহ্মদেশে গিয়া অনেক গুলি দরিদ্র ইউরোপীয় রমণীকে কিছু কিছু দান করিয়া তাঁদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

মিঃ সেণ্ট বার্বকে যে সকল ডাকাইত হনন করিয়াছে তাহাদের মধ্যে ১০ জন ধরা পড়িয়াছে।

কেজিনের সওয়া লোকের উপর উৎপাত করায় তাহার দুই হাজার টাকা দণ্ড করা হইয়াছিল। উত্তরব্রহ্মে ইহা লইয়াই বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে।

যেজিনে ৬দল পঞ্জাবী সৈন্য রাখা হইয়াছে শুনা যায় ২৪ এ এপ্রেল আজ নাকি বিদ্রোহীরা আক্রমণ করিবে।

রেঙ্গুন ২২ এ এপ্রেল। রেলওয়ের চতুঃপার্শ্বের ডাকাইতেরা খুব চতুরতার সহিত ডাকাইতি করিতেছে।

কলিকাতা।

তরাবনপুরের বেজিন্দ্রযোগীর কথা লইয়া চারিদিকে আন্দোলন হইতেছে তিনি সম্প্রতি কালিঘাটের নিকটবর্ত্তী একটী মাঠে বাস করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন তাঁহার ক্রিয়া কাণ্ড অনৈসর্গিক. তিনি অগ্নির ভিতর থাকিয়া যোগাভ্যাস করেন. কেহ কেহ বলেন যোগী সিদ্ধ হইয়াছেন। দক্ষিণ ভারত পর্য্যন্তও এ কথার বিস্তার হইয়াছে। কিন্তু আমরা ইহার কোন কথাটি সত্য বলিয়া বোধ করি না। আমরা উক্ত সন্ন্যাসীকে অনেকবার দেখিয়া আসিয়াছি. কয়েক দিন তিন রাশি প্রজ্বলিত ঘুঁটেতে আগুন দিয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। অগ্নির ভিতরে তাঁহাকে কখনই বসিতে দেখি নাই। বাবাজীর কয়েকজন চেলা আছে। তাহারা তাঁহার শৌচ প্রস্রাব পর্য্যন্ত করাইয়া দেয়। স্ত্রীলোক ভুলাইয়া তিনি বিলক্ষণ চোখা চোখা আহার করেন। তাঁহার চরিত্রটাও বড় ভাল নহে। একদিন কয়েকটী স্ত্রীলোককে বাবাজি দুই একটী কুৎসিত বিদ্রূপ করিয়া কালিঘাট অঞ্চলের অনেকের বিরাগ ভাজন হইয়াছেন। বাবাজীকে আমাদের সামান্য বলিয়াও বোধ হয় না। তাঁহার কথা বার্ত্তা চালচলন ভাবভঙ্গী—দেখিয়া বোধ হয় তিনি শিখ সমর অথবা সিপাহি বিদ্রোহের কোন ফেরারী আসামী হইবেন। তাঁহার এক পদ নাই। তোপে সম্ভবত উড়িয়া গিয়াছে। শুনা যায় সন্ন্যাসী পুলিসের নজরবন্দী আছেন। পুলিস এই লোকটী সম্বন্ধে আরও সাবধান হউন।

কিছুদিন হইল কলিকাতা হাইকোর্টে একটী আপিল মকদ্দমার বিচার করিতে করিতে জষ্টিস রমেশচন্দ্র মিত্র উঠিয়া টীফিন করিতে যান। মিত্র মহাশয় আসিয়া দেখেন তাঁহার টেবিলের উপর একটী পায়রা বসিয়া আছে। তাহার পাখাগুলি বাঁধা। গলায় একটী কাগজ ঝুলান আছে; তাহাতে লেখা যে নিম্ন আদালত আপিলান্টের পক্ষে অন্যায় বিচার করিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছে। মিত্র মহাশয় যেন বিচার করিয়া আপিল ডিক্রী করেন। এ দৈববাণীর প্রেরক কে তাহার কোন অনুসন্ধান হয় নাই। "ষ্টেটসম্যান" বলেন মকদ্দমার দলিল পত্র হারাইতে নাই পায়রাটীও কাগজ পত্রের সহিত নথীর সামিল করা উচিত।

—০০—

বিবিধ সংবাদ

কনেক্টিকটে বিদ্যালয়ের ছাত্র সমূহ যাহাতে তামাক বা অন্য কোন মাদক সেবন না করিতে পারে তজ্জন্য আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট একখানি নূতন আইন প্রস্তুত করিবার উদ্যোগে আছেন। আমাদের দেশে যে সকল ব্যক্তি মাদক সেবী হন তাঁহারা পাঠাবস্থা হইতেই তাহার অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। গবর্ণমেণ্টও আর কিছুতে না পারুন এবিষয়ে আমাদের খুব স্বাধীনতা দিয়াছেন।

বিলাতের প্রধান কামান নির্মাণের শিল্পী আরমষ্ট্রং। ইউরোপের সকল স্থানেই ইহার কামানের প্রশংসা আছে। সকল দেশের রাজারা ইহার নিকট কামান ক্রয় করেন। ব্রহ্মা সৃজন করিতেছেন আর ইনি রুদ্রের অবতার হইয়া সৃষ্টিনাশ কার্য্যে ব্যস্ত হইয়াছেন

সিমলা লক্ষ্মীটের লিখিবার স্থান। কিন্তু দেশীয়গণের উপর সেখানে যত অত্যাচার হইতেছে। এমন আর কুত্রাপি দেখা যায়না। মিউনিসিপাল ট্যাক্স কতদূর বাড়াইতে পারা যায়, সমগ্র পৃথিবীর মিউনিসিপালিটী সিমলায় তাহার নিদর্শন পাইতে পারেন।

সার ফিলিপ ব্রিস্টো "এসিয়াটিক কোয়ার্টারলি রিভিউ" পত্রিকার একজন লেখক। তিনি বলেন ভারতবাসিগণ ইংরাজের নিকট যত উপকার পাইয়াছে তন্মধ্যে ছাপা লেখা, নীলাম ও রেলওয়ে এই তিনটীর উপকারিতাই বুঝিয়াছে, আর কিছুই এখনও ততদূর বুঝে নাই। হুজুর মনে করেন আমরা কস্মিন কালে ছাপা বাধাই দিই নাই, বিলাতি মাল আসিবার অগ্রে কখন গন্ধকের কাটীও ব্যবহার করি নাই। হুজুরের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও টন্ টনে। উক্ত পত্রিকায় তিনি আমাদের নিকাষাণ করিবার সময় বলিয়াছেন মিঃ ঘোষ একজন ব্রাহ্মণ ! ! এ নিউজিলাণ্ডের মানদারি লইয়া আমরা কিকরিব বলিতে পারিনা।

গত শনিবারে একদল গুর্খা সৈন্য নেপালে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগে ছিল।

তিব্বত যাত্রার সময় নেকদের সহিত মিঃ হ্যারি বার্ণেল টাম্বার, ডাক্তার লিভে, ডাক্তার এলডহাম ভ্রমণ করিবেন। এই কতিপয় পারিশদ গমন করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীরে কেবল একজন এজেণ্ট রাখিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। গিলগিটে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ এবং একদল ইংরাজ সৈন্য রাখিবার নিমিত্ত ও কাশ্মীর রাজের অনুমতির জন্য লেখা হইয়াছে। এখন অনুমতির ছল কেন ? কাশ্মীরের আর রক্ষা নাই। তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। ইংরাজ এখন হইতে কেবল অসঙ্গত বিষয়ে অনুমতি চাহিতে আরম্ভ করিলেন। সে অনুমতি না দিলে তাহার ফল বল প্রকাশ, তাহার ফল কাশ্মীর গ্রাস।

ফিলাডেলফিয়ার নিকট ১০২ বৎসর বয়স অশীতি বর্ষের একটী মাবালিকা কুমারী রাখিয়া পরলোকে গিয়াছেন। কেণ্টের একজন স্ত্রীলোকের বয়স এখন ১০৩ বৎসর। তিনি আজও অবিবাহিতা আজও তাঁহার কুমারীত্ব যায় নাই।

সেনায়ারে একজন রমণীর কাপড়ে আগুণ লাগে। যেন সাহেবদের কাপড় ঢিলা ঢিলা পাউন ও আভাইশত ন্যাকড়ার গও। আগুণ লাগিলে পোসাক ছাড়া মহাদায়। স্ত্রিলোকটীর যখন সর্ব্বাঙ্গ ধরিয়া উঠিল তখন সে প্রশস্ত পথে দৌড়িয়া আসিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। নিকটস্থ এক ব্যক্তি দৌড়িয়া আসে এবং তাহাকে দুই হস্তে তুলিয়া লইয়া একটী খালের মধ্যে ঝাপ দিয়া পড়ে। সে সাঁতার জানিতনা। তথাপি এই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের জীবনের মমতা বিসর্জন দিয়া ছিল। উভয়কেই খাল হইতে তোলা হইয়াছে কিন্তু উভয়েরই জীবন সংশয়। এই না যথার্থ পরোপকার ?

শুনা যাইতেছে তিব্বতবাসিগণ সশস্ত্র হইতেছে। সীমা প্রদেশে নেকদের গতিরোধ করিবার জন্য সৈন্য সামন্ত সংগ্রহিত হইতেছে, দার্জ্জিলিং হইতেও নাকি একদল ইংরাজ কোমর বাঁধিয়া চলিয়াছে এই বুঝি আর একটা কাণ্ড হয়। লর্ড ডফরিণ পার্শ্ববর্ত্তী কোন রাজ্যের ভয়ে রাখিবেন না, আমাদের নিকেও রাখিতে ক্ষান্ত হইবেন না

২০এ ও ২১এ এপ্রেল নেপাল রাজের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সমারোহটাও মন্দ হয় নাই।

দক্ষিণাঞ্চলে দস্যু তিল নাকি ধরা পড়িয়াছে ধৃত হইবার সময় তাহার হস্তে একখানি তরবারি ছিল।

কাঁকনাড়ি নিবাসী বিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি মেডিকাল কলেজ হইতে এম্ বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হেন। সকল প্রকার চিকিৎসায় ইনি বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়া এখটী মেডেল পাইয়াছেন। ইনি একজন সচ্চরিত্র, শান্ত স্বভাব উৎসাহশীল যুবক। একক্ষণে কোন রোগী উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইলে প্রায়ই কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনয়ন করিতে হয় ইনি এখানে থাকিলে আমাদিগের সে অভাব দূর হইতে পারে। একারণ যাহাতে ইনি এই স্থানে স্থায়ী হন্ তজ্জন্য সাধারণের বিশেষ অনুগ্রহ হওয়া উচিত। দরিদ্র বলিয়া ইনি এখানে ১ টাকা ভিজিট করিয়াছেন।

বিলাতের নেচার পত্রিকার একজন পত্রপ্রেরক বলেন তিনি একদিন একটী বিড়ালের মুণ্ড কাটিয়া তাহার অস্থিগুলি সাজাইতে ছিলেন। বিড়ালের দেহে মাংস কি চাল কিছুই সেখানে রাখা হয় নাই। পত্র প্রেরকের নিজ বাটীর বিড়ালটী সেই অস্থিগুলি, ও তাহা যে কসল অস্ত্র কটা হইতেছিল তাহার দিকে বহুক্ষণ একদৃষ্টে সভয়ে নিরীক্ষণ করিতেছিল। পর দিবস যখন সে আবার সেইঘরে আসে তখনও তাহাকে সতর্ক ভাবে আসিতে দেখা যায়।

ফরাসি প্রাণিবিদগণ স্থির করিয়াছেন মৎস্যের জীবন মনুষ্য অপেক্ষাও অধিক দিন স্থায়ী। কেহ কেহ বলেন কোন অনৈসর্গিক কারণ ব্যতিরেকে ইহাদের মৃত্যু হয় না। কোন কোন মৎস্যকে ১৫০ বৎসরের অধিক ও জীবিত দেখা যায়। চীনের এক প্রকার মৎস্য বহুশতাব্দি বাঁচিয়া রহিয়াছে।

গত ৫ই এপ্রেল হাউস অব কমন্সের অধিবেশন সভ্য হাওয়ার্ড সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করেন ব্রহ্মরাজের রাজকিরীটের মণি মাণিক্যাদি বিলাতে বিক্রয়ের জন্য পাঠান হইবে, অধিক মূল্যের সম্পত্তি সকল সিমলায় বড়লাটের ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করা হইবে।

মালদহ হইতে জনৈক রেল যাত্রী লিখিয়াছেন মল্লিকপুরের ষ্টেশন মাষ্টার যাত্রীগণের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করেন। আমরা ইহার সত্যাসত্য কিছুই জানি না। পত্রপ্রেরক নাম দেন নাই। যাহা হউক ষ্টেশন মাষ্টার সতর্ক হউন। পত্রপ্রেরক তাহার প্রতিবিধান জন্য কর্তৃপক্ষীয়গণের নিকট আবেদন করুন। যদি নিথ্যা হয় পত্রপ্রেরকের জানা উচিত একজন ভদ্রলোকের নামে অপবাদ দিয়া বেনামিতে পত্র লিখিলে সংবাদ পত্রে তাহা প্রকাশ করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না।

লেন। বাবু নীলমোহন মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুর গড়বেতার প্রাওনিসি যু'নসফ নিযুক্ত হইলেন। বাবু মাখনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ছুটীর সময় বংশোহরের মুন্সেফ বাবু চন্দ্রকুমার দাস তথাকার ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

তারতালা।

তারতালায় প্রায় এক বৎসর অতীত হইল বাঙ্গালী বাবুদিগের বিশেষ মনোযোগে একটী নাটশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। বঙ্গীয় নাটককার দিগের নাটকাদি নাট মন্দিরে অভিনীত হইয়া থাকে। আমরা নাটমন্দিরের বিরোধী নহি। সুরুচি সম্পন্ন উৎকৃষ্ট নাটকাদি অভিনীত হইলে অনেক সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়া দেশের অনেক উপকার হইতে পারে। উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয়ের ফল যে কিরূপ হিতকর ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধে কিরূপ সহায়তা করে তাহা স্বর্গীয় আচার্য্য কেশবচন্দ্র নববৃন্দাবন নাটকাভিনয়ে বিলক্ষণরূপে দেখাইয়াছেন। অ মরা এইরূপ নাটকাভিনয়ের পক্ষপাতী। এরূপ অভিনয়ক্ষেত্র দেশে দেশে যতই সম্প্রসারিত হইবে ততই মঙ্গল। কিন্তু বিহুম প্রীটের অভিনয় বাতাস দেশীয় যুবক বৃন্দের মধ্যে যাহাতে প্রবাহিত না হয় সে পক্ষে সাধারণের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

কিয়দ্দিন হইতে সমস্তিপুরে একটী হরি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষিত যুবকমণ্ডলীর অনেকেই এই সভায় যোগদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হৃদয়াকর্ষণকারী ধর্ম্ম সংগীত এই সভায় গীত হইয়া থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে সভার কার্য্যারম্ভ হয় এবং ৩।৪ ঘণ্টা কাল কার্য্য চলিয়া থাকে। খোল করতাল ও ইহার আনুসঙ্গিক বাদ্য সহকারে যখন যুবকগণ হরিনামে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন তখনকার দৃশ্য অতি চমৎকার ও হৃদয় গ্রাহী। কিন্তু এই হরিসঙ্কীর্ত্তন স্থানে যাহাতে সাধারণের প্রবেশের অধিকার থাকে তাহাতে সভ্য মহোদয়গণের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় মহাত্মা শ্রীচৈতন্য যখন হরিনামে মত্ত হইয়া উঠিতেন তখন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হিন্দু, মুসলমান সমাধিকারে হরিনামে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিতেন। স্বর্গীয় কেশব চন্দ্রও সে লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন চৈতন্যের ৮০ বৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কেশব চন্দ্রই সে ভাব পুনরুজ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন এখন যে গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে হরিসভা সংস্থাপন হইতেছে শ্রীকেশবই তাহার পথ প্রদর্শক। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে হরিসভা সম্প্রদায় অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার সীমা কেবল কতকগুলি বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেশব চন্দ্রই শিক্ষিত যুবকদিগের ও হরিনামে জাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সহরের পথে কেশব যখন হরিনামের নিশান তুলিয়া আবাল বৃদ্ধকে জাগাইয়া তুলিতেন তখনকার সেই মনোহর দৃশ্য এখনও আমাদের অন্তঃকরণ জাগিতেছে। হায় সেই দিন আবার কবে আসিবে যখন শ্রীচৈতন্য ও শ্রীকেশবের ন্যায় আমাদিগের যুবকগণ হরিপ্রেমে প্রমত্ত হইয়া উঠিবেন।

আজ কাল এ দেশে বিবাহের বড় ধূম দেখা যাইতেছে। ঢাক ঢোলের শব্দে আমাদের কাণ পাতা ভার হইয়া উঠিয়াছে। এ দেশের বিবাহ স্বতন্ত্র প্রকারের দেখা যায়। আমাদের দেশের পঞ্জিকা কারেরা গ্রহ নক্ষত্র দেখিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া থাকেন কিন্তু এদেশের পঞ্জিকাকারেরা এক নির্দ্দিষ্ট দিন হইতে অপর নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত বিবাহের কাল স্থির করিয়া দেন। সেই নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে প্রতিদিনই বিবাহের দিন। বাল্য বিবাহটা এদেশে সাধারণ নিয়ম। সময়ে সময়ে বর অপেক্ষা কন্যার বয়স অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্য বিবাহের স্রোত বঙ্গদেশ অপেক্ষা এদেশে আরও প্রবলবেগে প্রবাহিত। ব্রাহ্মসমাজ বাল্য বিবাহ নিবারণের পক্ষপাতী। কিন্তু হায় ব্রাহ্মসমাজ দেশের ও সমাজের হিতসাধন করিতে গিয়া দল বিশেষ ও সংবাদ পত্র বিশেষের বিরাগভাজন হইতেছেন।

—০০—

রাণাঘাট।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী এখানকার স্বদেশ হিতৈষী জমীদার। মহামান্য গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর বিশেষ যোগ্যতা ও গুণের পরিচয় পাইয়া, ইহাঁকে অবৈতনিক প্রথম শ্রেণীর অনরেরী মাজিষ্ট্রেট করিয়া দিয়াছেন, বিচারকার্য্যে এবং ব্যবহার শাস্ত্রে সুরেন্দ্র বাবুর বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে।

এখানে আলোর বন্দোবস্ত না থাকায় প্রতিদিনই আমাদিগকে অমাবস্যা ভোগ করিতে হয়। রাত্রিকালে পথিকগণ বিশেষতঃ রেলওয়ে প্যাসেঞ্জারগণ একান্ত বিলক্ষণ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। আবার জলের বন্দোবস্ত না থাকায় প্রায় প্রত্যেক রাজপথ সাহারা হইয়া থাকে। একটু ঝটিকা উঠিলেই পথিকগণ ধূলায় ধূসরিত হয়। মিউনিসিপালিটী এতদ্বারা শরীর শোষিত করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতেন কিন্তু তাহাদিগের অভাব, ক্লেশ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না, ইহা কি ন্যায় না ধর্ম্মসঙ্গত? আমরা ভরসা করি এখানকার মিউনিসিপালিটীর সুযোগ্য চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান রাস্তায় আলো ও রাজপথে জলের বন্দোবস্ত করিয়া করদাতৃগণ ও সর্ব্বসাধারণ পথিকগণের ক্লেশ নিবারণ করিবেন।

বাবু ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য আমাদিগের সুযোগ্য সব ডেপুটী হইয়া আসিয়াছেন। সুযোগ্য লোক হইলেও কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই। আমরা শুনিয়াছি আমাদিগের সুযোগ্য সবডিবিজনাল অফিসার রামচরণ বাবু ভগবতী বাবুকে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত এ বিষয়ে মনোযোগী না হওয়ায় সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণের ক্লেশ হইতেছে। সবডিবিজনাল অফিসারকে একান্ত অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় সুরেন্দ্র বাবুকে বিচারকার্য্যে সর্ব্বদা পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে এখানকার সকল সব ডেপুটী বাবুরই মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ছিল। আমরা ভরসা করি আমাদিগের মাননীয় কমিশনর মেটকাফ সাহেব বাহাদুর ভগবতী বাবুকে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়া প্রজাগণের ক্লেশ নিবারণ করিবেন।

ধাতুর আংটী-কবচ "অনন্ত" নির্ম্মাণকরতঃ কিছু ব্যাধিগ্রস্ত কয়েকজন ব্যক্তিকে ধারণ করাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে তাঁহারা অতি অল্পকাল মধ্যেই শরীরস্থ সমস্ত ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, সেই জন্যই সাধারণের উপকারার্থে অনেকের অনুরোধে আমার এই অষ্টধাতু নির্ম্মিত "অনন্ত" প্রচার করিলাম।

এই "অনন্ত" স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র সীসা, রাং দস্তা, লৌহ, পারদ, এই অষ্ট ধাতুতে নির্ম্মিত ও ইহা ক্রমান্বয়ে তাম্র ধাতুর উপর অপর সাতটী ধাতু খচিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে প্রথম ভূমিকা ও মধ্যে তরল পারদ স্থাপিত আছে, এতদ্দ্বারাই বিদ্যুতীয় কার্য্য উৎপাদন করিয়া অষ্ট ধাতুর গুণ ক্রমশঃ শরীরে প্রবেশ করাইতে থাকে। ইহাতেই শরীরে, রক্ত পরিষ্কার করতঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ পূর্ব্বক ক্রমশঃ মেধা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই "অনন্তকে" জীবন রক্ষার মূল ঔষধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি মুক্তকণ্ঠে নিঃসন্দেহরূপে বলিতেছি যে এই সত্যাসী প্রদত্ত আমার এই অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত "অনন্ত" ধারণ করিলে পর শরীর সম্বন্ধীয় নানা প্রকার ব্যাধি বিনাশ ও ভবিষ্যতে কোন ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে হইবে না।

ইহা ধারণে বাত, অন্ত্ররোগ পীহাযকৃত, মেহ, ধাতু দুর্ব্বলতা, রক্তামাশয়, নিদ্রাহীনতা, পুরাতন জ্বর রক্তপিত্ত হাঁপানী, অর্শ, কাসকাশ, অগ্নিমান্দ্য স্ত্রীলোকের শ্বেত প্রদর, গৃহিণী ক্ষীণ ধাতু, বাধক ও ঋতুবন্ধ প্রভৃতি রোগসমূহ আশ্চর্য্যরূপে আরাম হইয়া দিন দিন দেহের কান্তিবৃদ্ধি করত শরীর পুষ্ট করিতে থাকে।

আজ কাল নানাপ্রকার ঔষধি ধাতুনির্ম্মিতরক্ষা কবচ ও অঙ্গুরী ইত্যাদি অনেক অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে তাহা যে অকর্ম্মণ্য তাহা আমরা তুলনা করিতে চাহি না কিন্তু মহোদয়গণ মণি ভ্রমে কাচ গ্রহণ করিবেন না।

ছোট ও বড় প্রত্যেক "অনন্তের" মূল্য ২ দ্বারা ২০ টাকা। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬টী ।৵০ ৭হইতে ১২টী ৷৵০ আনা। অর্ডার পাইলে ভ্যালুপেয়েবল পার্সেলে মাল পাঠান হইবে। আর বিদেশীয় মহোদয়গণ "অনন্ত" ক্রয়কালীন অনুগ্রহ করিয়া হস্তস্থিত মাপ পাঠাইয়া দিয়া সন্তুষ্ট করিবেন এবং সকলের নাম ও ধাম অক্ষরে লিখিয়া দিবেন।

"অনন্তর যেরূপ অষ্টধাতু খচিত হইয়াছে তাহা এক একটী করিয়া মিলাইয়া লইবেন অর্থাৎ ঠিক সাতটী অনন্তের অতি অবস্থা ও পৃথিবীতে কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ দিয়া ঠিক করিয়া লইবেন।

অষ্ট ধাতুর বৈদ্যুতিক আংটী।

অলৌকিক মন্ত্রের বিন্দু বৈজ্ঞানিক অপূর্ব্ব রহস্য।

যাঁহারা মনে করেন বৈদ্যুতিক চিকিৎসা উৎকৃষ্ট নহে তাঁহারা একবার দেখুন, ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কি স্ত্রী কি পুরুষের বহু ভিন্ন চিকিৎসা দুরীভূত রোগ আছে, সমস্ত নির্দ্দোষে আরোগ্য হইতেছে। এমন রোগ নাই যাহা ইহাতে আরোগ্য না হয়। সুস্থ শরীরে ধারণ করিলে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয় ইহা ধারণে বায়ু পিত্ত কফের সামঞ্জস্য প্রভৃতি আশ্চর্য্যরূপে রক্ষিত হয়। শত শত প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা রৌপ্য ফ্রেমে আঁটা ও দেখিতে অতি সুশ্রী সখ করিয়া পরিবার উপযুক্ত অলঙ্কার। মূল্য ২ প্যাকিং ।৵০ এক প্যাকেট ৫টী লইলে ও একত্র পাঁচটী লইলে ১ টাকা কমিশন দেওয়া যায়। এক্ষণে আমরাই ইহার একমাত্র এজেন্ট হইয়াছি। অঙ্গুলির মাপ পাঠাইবেন কারণ সকল মাপেরই প্রস্তুত থাকে।

ভারতবর্ষের একমাত্র এজেন্ট—শর্ম্মা ব্রাদার্স। নং ৬ মহেন্দ্রবসুর গলি, শ্যামবাজার—কলিকাতা

—•—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট কেস, থারমমিটার, ৬০ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ১২ শিশি কর্ক, চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মানি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসায় উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "অদ্ভুত বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাক মাশুলসহ ৷১০ এক টাকা মাত্র অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১ড্রামের মূল্য ।০ এবং বহুমূত্রপীড়ার বিশ্বাস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১।০ দেড় টাকা ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ৸ আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডার অগ্রিম সহিত ভ্যালুপেয়েবল পার্শেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—•—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

জে. এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

এখানে ক্রমান্বয়ে কয়েকখানি জাহাজে লণ্ডন আমেরিকা ও জার্ম্মণি হইতে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, কর্ক, শিশি ও যন্ত্রাদি আনীত হইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এন্সাইক্লোপিডিয়া মূল্য ১৮০ হানিম্যান মেটিরিয়া মূল্য ২৪ প্রভৃতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০ ক্রম ১।০ মাদারটিং ।৵০ ডাইলিউসন ।০ এবং ট্রাইচুরেসন ।৵০ হিসাবে বিক্রয় হয়। ১২ শিশির ওলাউঠার বাক্স সমেত পুস্তক ৪৷ ঐ ক্যাম্ফরসহ ৫ ও সাধারণ চিকিৎসার পুস্তক সহ ২৪ শিশির ৮৷, ৩০ শিশির ১০৷০ ৪০ শিশির ১৪, ৪৪ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ১৬ ৭২ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ২৫। ২০০ শিশির উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও থার্ম্মমিটার সহ ৮০ থার্ম্মমিটার ৪৷০ ও ৫ (ক্যাটেলগ বিতরণীয়।) (সমস্ত বাক্সের সহিত পুস্তক ও ফোঁটা ঢালিবার যন্ত্র পাওয়া যায়) ঠিকানা ১১৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার।

—••—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহা মেডিকেল এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি বাক্স ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স বাক্স পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—••—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা প্রকার কবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে নূতন অক্ষরে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছাকরেন, তাহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অনরেবল কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল সমেত ৩৷০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ম ভাগ	৶০	৴১০
২য় ভাগ	৶০	৴১০
নীতিসার।		
১ম ভাগ	৶০	৴১০
২য় ভাগ	৶০	৴১০
৩য় ভাগ	৶০	৴১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	৴১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল লাহিড়ী—রঙ্গপুর	১৮
„ „ কুমার মহিমরঞ্জন রায় চৌধুরী—রঙ্গপুর	১৫
„ „ মনোহর মুখোপাধ্যায় জমীদার—বালী	১০
„ „ তারিণীচরণ দাস গুপ্ত—ভদ্রেশ্বর	১০
„ „ পণ্ডিত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি—বর্দ্ধমান	১০
„ „ সেক্রেটারী সাতক্ষীরা পবলিক লাইব্রেরী সাতক্ষীরা	১০
„ „ চূড়ামণী ঘোষ—সাজেদাপুর	৭
„ „ যুগলকিশোর দাস—শ্রীহট্ট	৭
„ „ হরিলাল সরকার—রাজমহল	৭
„ „ কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ি—বারানসী	৭
„ „ গোপালকৃষ্ণ মৈত্র—পাবনা	৭
সেখ সাকের মহম্মদ বৈদ্য—চাঁদখালি	৬
„ „ ক্ষেত্রনাথ সরকার—কদমবাটী	৫
„ „ হারাধন বসু—কামারপোল	৫
„ „ কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়—টালীগঞ্জ	৫
„ „ যদুনাথ মল্লিক—কলিকাতা	৫
„ „ হরনাথ দত্ত—হটুগঞ্জ	৩৷০
„ „ যোগেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বারুগ্রাম	৩৷০
„ „ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়—বহরমপুর	৩৷০
„ „ ব্রজগোপাল নিয়োগী—কলিকাতা	৩

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল সমেত ৩৷০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, রেজেষ্টরাভ চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সত্য এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

৩০ শ ভাগ। "স্বর্গাদপি গরীয়সী" ... ২৮ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০.

১২৯৩ সাল। ১১ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮৬। ২৪ এ মে।

৭ রিপনাব্দ। ১১ ই জ্যৈষ্ঠ

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা।

জরায়ু প্রভৃতি এক মাস মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া শুক্র অত্যন্ত গাঢ় ও ধারণাশক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি ইহা সেবনে সাংসার সমস্ত উপকার দর্শে। ইহা যে সর্ব্বপ্রকার ধাতুর পীড়ার একমাত্র মহৌষধ তাহার অনেক প্রশংসাপত্র রহিয়াছে এবং এই ঔষধে আরোগ্য হইয়া অনেকে পুরস্কার দিয়াছেন। এক মাসের ঔষধ এক শিশি ২ টাকা ডাক মাশুল ।০ আনা।

দাদের মহৌষধ।

"ক্ষত ও চর্ম্মরোগের মহোপকারী।"

এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই, অথচ যে প্রকারের দাদ হউক না কেন ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। দাদ, কোচদাদ, বিখাজ, অজ-গাম, ছুলি (ছোপ) পায়ার ঘা, খোস, পাঁচড়া গরমীর ঘা ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষত রোগ তিন দিবসের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা ক্ষত ও চর্ম্ম রোগের যথার্থ মহৌষধ। এই ঔষধে পারা নাই ইহা সার্জ্জন মেজর কর্ত্তৃক পরীক্ষিত। দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই নিরাশ হইবেন না। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা, তিন কৌটা ১।০ আনা, ছয় কৌটা ২।০ ডজন ৪।০ টাকা।

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী।
ডাক্তার পাবনা

—:০:—

সুলভ মূল্যে অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ।

সরল পদ্যানুবাদিত।

শ্রীমদ্ভাগবত।

প্রথম স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ সম্পূর্ণ।

পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহিত কলিকাতা ও মফস্বল সর্ব্বত্র ৩ তিন টাকা অগ্রিম মূল্য না পাইলে পুস্তক প্রেরিত হয় না।

শ্রীবিপিনবিহারী শীল।
২৫—৩ কলিকাতা ১১৮ অপার চিৎপুর রোড।

প্রেরিতপত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়! আজ কাল আমাদের ভারতবর্ষে রেলওয়ে লাইনের সুব্যবস্থা ও কর্ম্মচারিগণের আচরণের বিষয় শতমুখ না হইলে ব্যাখ্যা করা যায় না, এমন দিনই প্রায় দেখা যায় না যে দিন উক্ত বন্দোবস্তের কোন না কোন ক্রটী অথবা কর্ম্মচারীগণের কোন না কোন অত্যাচারের বিষয় শুনিতে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্থলে বিগত শনিবারে একটী ঘটনা নিম্নে লিখিতেছি।

আমি বিগত শনিবার ৩।২৫ মিনিটের ট্রেন ছাড়িবার ৩।৪ মিনিট পূর্ব্বে ষ্টেশনে উপস্থিত হই। ট্রেনখানি প্লাটফরমের পূর্ব্বাভিমুখে দাঁড়াইয়াছিল ইহার প্রথমেই ৩।৪ খানি কোম্পানির গাড়ি ছিল পরে আরোহীদিগের গাড়ি। আমার উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই টিকিট পরিদর্শক বাবু প্রথমকার খানি গাড়ীর আরোহীদিগের টিকিট পরিদর্শন করিতেছিলেন ও ২ একজন পুলিসম্যান সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় আমি ও রাজপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ রায় উভয়ে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া প্রত্যেক গাড়ীতেই জনতা দেখিয়া অবশেষে সর্ব্বশেষ খান গাড়ীতেই আসিয়া চড়িলাম; উহাতে আর ৪।৮।১০ জন লোক ছিল। উঠিবার সময় আমাদিগকে অথবা আমাদের পূর্ব্বে যাঁহারা উঠিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা ঠিক সম্মুখে উপস্থিত সত্ত্বেও উঠিতে নিষেধ করেন নাই। আমরা উঠিয়া গাড়ীতে বসিবার পর ছাড়িবার ঘণ্টা শুনা গেল কিন্তু কৈ আমাদের গাড়ি চলিল না। অবশেষে প্লাটফরমের কর্ম্মচারিদিগের হাস্য ও উপহাস ব্যঞ্জক মুখ ভঙ্গিমায় এবং গাড়ির শব্দে বুঝিতে পারিলাম যে ট্রেন চলিয়া গেল। আমরা কতকগুলি লোক পশ্চাতের ২ খানি গাড়ীতে পড়িয়া থাকিলাম। দেখুন একবার বন্দোবস্ত! গাড়ি গুলি এমত ভাবে পরস্পরে সংলগ্ন ছিল যে কাহার সাধ্য বুঝিতে পারে যে পশ্চাতের দুই খানি গাড়ি ট্রেনে আবদ্ধ নাই। বাস্তবিক উহা ট্রেন হইতে এক হাত ও অন্তরে ছিল না। আমি যদি একক অথবা আমরা ২ জন মাত্র হইতাম তাহা হইলে কেহ না বলিতে পারিতেন যে আমার অথবা আমাদের ২ জনের বুঝিবার ভ্রম হইয়া থাকিবে। কিন্তু সকল লোকেরই ভ্রম হইতে পারে না। আমাদের অনেক পূর্ব্বে যাঁহারা উঠিয়া বসিয়াছিলেন তাঁহারাও ত বুঝিতে পারেন নাই। বাস্তবিক তাহা নহে গাড়ী ২ খানি ট্রেনে [illegible] জন্য রাখা হইয়াছিল। নচেৎ কর্ম্মচারীরা কেন আরোহিদিগকে উঠিতে নিষেধ করিলেন না? টিকিট পরিদর্শক বাবুটী কি বলিয়াই বা নিরাপত্তে টিকিট পরিদর্শন করিলেন; ইহাতে বোধ হয় একসময়েই প্রতীতি হইবে যে গাড়ি দুইখানি ট্রেনের নিমিত্ত জন্যই রাখা হইয়াছিল। পরে কর্ম্মচারিদিগের অনবধানতা বশত নিকট পর্য্যন্ত ভুল হইয়া থাকিবে। ঐ গাড়ী দুইখানি সন্ধ্যার ট্রেনের পশ্চাতে পুনরায় সংলগ্ন করিবা দেওয়ায় আরও প্রতীতি হইবে যে ঐ টার গাড়ীতে উহা দিতে ভুল হওয়ায় কর্ম্মচারিরা সন্ধ্যার ট্রেনে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শুনা গেল কিছু দিন পূর্ব্বে একদিন ঠিক এরূপ ঘটনা ১২ টার গাড়ীতে হইয়াছিল এই ত গেল বন্দোবস্তের কথা। আবার কর্ম্মচারীদিগের আচরণ কথা এই খানে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। গাড়ী হইতে নামিয়া সম্মুখে পুলিস কনেষ্টেবলকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া ও আমাদের কাহাকেও উঠিতে নিষেধ করিলে না কেন? সে উত্তর করিল আমি গাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বেই এখানে উপস্থিত হইয়াছি সুতরাং এ ব্যাপার আমি কিরূপ বলিতে পারিব না। প্লাটফরমের প্রান্তভাগে পূর্ব্বোক্ত টিকিট পরিদর্শক বাবুটী ও ৩।৪ জন রেলওয়ে কর্ম্মচারী পরস্পর কথা কহিতেছিলেন, তাতে বোধ হইল এই ঘটনারই আলোচনা হইতেছিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্নদা বাবুর অনুরোধে এই ঘটনার মূল অনুসন্ধান মানসে উঁহাদের নিকটে অগ্রসর হইয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে কেহ কেহ বলিলেন মহাশয় এ ঘটনা দৈবাৎ হইয়াছে ইহাতে আপনাদের কিছু মাত্র দোষ নাই। কর্ম্মচারিদের দোষেই আপনাদের এই কষ্ট পাইতে হইল সন্দেহ নাই। যাহা হউক দৈবাৎ হইয়াছে এ বিষয় আর আন্দোলন করিয়া কোন ফল নাই, নিরস্ত হউন। ইহাতে বাস্তবিক আমি প্রীত হইলাম কারণ রেলওয়ে কর্ম্মচারী প্রায় এরূপ বলেন না। উঁহাদিগের সামান্য অনবধানতাতে আমাদের সময়ে সময়ে কত ক্ষতি স্বীকার ও কষ্টভোগ করিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিলাম। বাবু এস, মিত্র নামক জনৈক গার্ড এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন সঙ্গিগণকে অবর্দ্ধচন্দ্র অর্থাৎ সাধারণ আরোহিদিগের সহিত ব্যবহারোচিত ব্যবহারে অভ্যস্ত যে ভাবেই হউক কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং রেলওয়ে কর্ম্মচারীস্বভাবসুলভ উগ্রমূর্ত্তি ও রক্তবর্ণ চক্ষু রাঙাইয়া আমার উপর ইংরাজি ভাষায় বলিয়া উঠিলেন কেন তুমি এখানে বৃথা কাল যাপন করিতেছ এখানে কোন গাড়ি নাই, যাইবে না যাইবে তাহা আরোহিদিগের দেখিবার উচিত। উহা আমাদের কার্য্য নহে, এসম্বন্ধে

কিছু তর্কের পর বাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন যাও এখানে বৃথা গোলযোগ করিও না। এখনি প্লাটফরম হইতে চলিয়া যাও ও বাহিরে গিয়া মাথা বকাও, আমরা তোমার বক্তৃতা শুনিতে চাহি না ইত্যাদি ইত্যাদি "Dont, make noise here, just go out of the platform and bother your head thither; we dont like to hear your lectures &c &c. আমি ত অবাক। আর কথা কহিতে প্রবৃত্তি হইল না। চলিয়া যাইতে উদ্যত এমত সময় পূর্ব্বোক্ত টিকিট পরিদর্শক বাবুটী ও আর ২ জন গার্ড আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অনেক মিষ্ট কথা কহিলেন। সে যাহা হউক মহাশয়! ইংরাজীর কথা কটীর তরজমা বোধ হয় এক প্রকার সংক্ষেপে দাঁড় করাইয়াছি কিন্তু তাঁহার সেই উগ্রভাব ও স্বরের তরজমা ত হয় না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যদি কেহ সে ভাব টুকু সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন তবে প্রকৃত একটী রেলওয়ে কর্ম্মচারীর আতাধিকোদ্ধর্ষি ও গাম্ভীর্য্যাদি স্মরণ করুণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন ইহাকেই বলে পথ আগিয়া চোক রাঙ্গান। নিজেরাই অন্যায় কর্ম্ম করিবে এবং তাহা ঢাকিবার জন্য আগার চোক রাঙ্গাইবে। সে যাহা হউক যে এবার হইতে সকলে সাবধান। তেলি পাড়ায় ষ রাস্তার ত মহা বিপদ দেখিতেছি। এখন হইতে সকলকেই অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা অগ্রে ষ্টেসনে আসা চাই, কারণ প্রথমে প্রত্যেক গাড়ীর শিকল ধরিয়া টানাটানী করিয়া দেখিতে হইবে। উহা ট্রেনের সহিত জোড়া আছে কি না তবে উঠা আবশ্যক। নচেৎ গাড়ী ছাড়া আছে কি না, কেমন করিয়া জানিতে পারিবে? রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা গাড়ী যোড়া ও খোলার জন্য দায়ী নহেন তখন উহা আমাদিগেরই দেখিয়া শুনিয়া উঠা আবশ্যক।

"এক ভয় আর ছায় দোষ গুণ কব কায়।" কেবল নিম্নের কর্ম্মচারীদিগের দোষই বা কেন দেই উপরের মহাপুরুষেরাও দেখিতেছি অন্ধ। বারবার তাঁহাদের গোচর করিলেও কোন বিষয়ে প্রতীকার পাওয়া যায় না। ভয়ানক অত্যাচার হউক না কেন তাঁহারা নিশ্চল! কি গুণেই যে তাঁহারা এই সকল লোককে এরূপ কার্য্যে রাখিয়াছেন বলিতে পারি না। যেসকল লোক গাড়ী যোড়া কি খোলা আছে তাহা আরোহিদিগকে দেখিয়া উঠিতে বলে ও তাহাদের সহিত এতদূর অভদ্রোচিত ব্যবহার করিতে সংকুচিত হয় না, তাহাদিগকে এরূপ কার্য্যের ভার দেওয়া দূরে থাকুক বোধ হয় ষ্টেষণে ঢুকিতে দেওয়াও উচিত নহে; আবশ্যক হইলে প্লেটফারমের কার্য্য পর্য্যন্তও দিতে সঙ্কোচ করা উচিত।

আজ কাল রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগকে আরোহীদিগের প্রতি একপ্রকার বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিতে দেখা যায়। ইহা এম. মিত্র গার্ড, যিনি আমার সহিত পূর্ব্বে ঐরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, নিজে মুক্তকণ্ঠে সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সে দিন স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন আরোহিরাই আমাদিগকে তাহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করাইতে বাধ্য করিয়াছে। জানি না তিনি কেন এরূপ বলেন। বোধ করি তাঁহার বলার উদ্দেশ্য এই যে, আরোহীরা তাঁহাদের বিপক্ষে মধ্যে মধ্যে রিপোর্ট করে কেন। ইহা তাঁহার মত লোকেরই কথা শোভা পায় বটে। আরোহীরা তাহাদের দোষ না পাইলে ত কদাচ কোন কথা বলেন না। আরোহীরা গাড়িতে স্থান পাইবে না, ট্রেন চলিয়া যাইবে তাহারা পড়িয়া থাকিবে ও নানা মতে তাঁহাদের দ্বারা অত্যাচরিত হইবে তথাপি কোন কথা কহিবে না, এত মজার কথা।! ভাবুন দেখি সে দিন রামচন্দ্রের প্রতি সিগাদহ ষ্টেষণে কিরূপ অত্যাচার হইয়াছে ও ইহার পূর্ব্বে তাহার ভগ্নি সম্বন্ধে কিরূপ ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে? এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও কি আরোহীরা চুপ করিয়া থাকিতে পারে? আর তাহারা লিখিয়া রিপোর্ট করিয়াই বা কি করিতে পারিতেছে? যে অত্যাচার সেই অত্যাচার। কত শত রিপোর্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যাইতে শুনিলাম ও দেখিলাম, কৈ কোন বিষয়ে ত প্রতীকার হইয়াছে মনে হয় না। অনেকেই মনে করেন কর্ত্তৃপক্ষিরগণ নিজে কিছু না দেখিয়া নিম্ন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য এই সকল মহাপুরুষদিগের কৈফিয়ৎ ও রিপোর্টের উপর বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করেন, সুতরাং প্রতীকারের আশা কোথায়। তাহারা সমস্তই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন সুতরাং রিপোর্টের কোন ফল হয় না। যাহা হউক সাধারণের এই ধারণাটী কোনক্রমেই অমূলক বলিয়া জ্ঞান হয় না। কর্ত্তৃপক্ষিয়েরা যদি নিম্ন কর্ম্মচারিদিগের রিপোর্টের উপর নির্ভর না করিয়া সময়ে সময়ে নিজে অথবা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা তদন্ত করেন বা করান, অথবা ষ্টেষণে উপস্থিত হইয়া সম্ভ্রান্ত আরোহিগণের নিকট তাহাদের বক্তব্য শুনিয়া বিচার করেন, তাহা হইলে সকল বিষয়েই মঙ্গল হয়। নিম্নের কর্ম্মচারীরা জানে যে রিপোর্ট করিলেই আমাদের হাতে প্রমাণ। সুতরাং তাঁহারা আর রিপোর্টে ভয় পায় না এবং অধিক অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমি উপরোক্ত ঘটনা ম্যানেজারের নিকট রিপোর্ট করিয়াছি। আশা করি তিনি নিজে অথবা উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা বিশেষ তদন্ত করিয়া যাহাতে ঐ বিষয়ের সুবিচার হয় তাহা করিবেন। যদি রেলওয়ে কর্ম্মচারিরা সকলেই মিথ্যা কহে তবে অন্যান্য যে সকল ভদ্র ডেলি প্যাসেঞ্জারদিগের নাম তাঁহার নিকট দিয়াছি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে সমস্তই প্রমাণ হইবে। রিপোর্টের ফলাফল পরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

সোমপ্রকাশ

১১ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার

ভারতে ভারতে প্রজাসমিতির কার্য্য দেখিয়া লর্ড ডফরিণ কিছু দমিয়া গিয়াছেন। প্রজা হইয়া রাজার দোষ দেখাইয়া দেয় এটী, তাঁহার পক্ষে অসহ্য। বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজের প্রজাসমিতির কার্য্য দেখিয়া তিনি নাকি বিলাতে লর্ড কিম্বার্লেকে পত্র লিখিয়াছেন যে এই সকল সভা সমিতির দমন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। লোক মুখে এই কথা দেশ রাষ্ট্র হইতেছে। কিন্তু এই সমাচারের সত্যাসত্য আমরা এখনও কিছু জানিতে পারিতেছি না। লর্ড ডফরিণের গবর্ণমেণ্টে এক পাইওনিয়ার ও ইংলিসম্যান ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক অভিপ্রায় বুঝি আর কোন সংবাদপত্রেই অবগত হইতে পারেন না। কারণ জিজ্ঞাসা হইলেও লাট তাহার যথার্থ উত্তর দানে আপনাকে বাধ্য বলিয়া মনে করেন না। লাটের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া এ কথায় সহসা কাহারও অবিশ্বাস হইতেছে না। প্রেস কমিসনারগণ কি করিতেছেন? কোন্ কার্য্যের জন্য তাঁহারা আমাদের অর্থশোষণ করিতেছেন। যদি এই প্রকার গুরুতর রাজনৈতিক বিষয়গুলির অনুসন্ধান দিতে তাঁহারা না পারেন তবে তাঁহাদের থাকিয়া ফল কি? কেবল অর্থের ধ্বংস, অবিবেকের সহ, আমদানি রপ্তানির হিসাব দিবার জন্য এক বড় একটী আফিসের কর্ম্মচারিগণের উদরপূর্ত্তি করায় আমাদের কি উপকার? আমরা আশা করি লর্ড ডফরিণ প্রেস কমিশনারগণকে এই বিষয়ের সন্ধান দিতে অনুমতি করিবেন।

—oo—

গত ১১ই মে আসামের প্রজাস্বত্ব আইন পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত তেজপুরে আর একটী বৃহতী সভায় প্রায় ৩ সহস্র লোক একত্রিত হইয়াছিলেন, সভাগণ স্থির করিয়াছেন উপস্থিত আইনে তাঁহাদের বহুকালের প্রভুক্ত স্বত্বাধিকারের লোপ করা হইয়াছে। বহুদিনের প্রথানুগত দেশাচারগুলির উপরও হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। ভূমির উন্নতি কল্পে যাঁহারা বহুসহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন উপস্থিত আইনে তাঁহাদের স্বত্বের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবে। বর্ষে বর্ষে প্রজাগণকে গবর্ণমেণ্ট যে যে নিয়মে পাট্টা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার অনেকগুলি সংশোধন করা আবশ্যক। আসামে প্রজাগণকে পাট্টা না দিয়া রীতিমত খাজনা আদায়ের বন্দোবস্ত করা হয় ডেপুটী কমিশনরের নিকট সভা হইতে এই মর্ম্মে একখানি আবেদন পাঠান হইবে।

—•—

আসামে হুলুস্থুল আন্দোলন উঠিয়াছে। কারণ কি গবর্ণমেণ্টও ব্যবস্থাপক সভায় অবিমৃষ্যকারিতা চিরদিন ধরিয়া আসামবাসী যেরূপ দেশীয় প্রথার পূজা করিয়া আসিতেছে, কোন্ উদ্দেশে ব্যবস্থাপক সভা তাহার মূলে আঘাত করিতে বসিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। ব্যবস্থাপক সভা চিরদিনই অভিজ্ঞতাশূন্য। কোনকালেই তাহাদের বুদ্ধি স্থির হইল না। আইনকর্ত্তাদের মস্তিষ্ক যদি এতই তরল তবে আর আমাদের নিরাপদ কোথায়? আসামবাসিগণের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমরা চিফ কমিশনার সাহেবকে বার বার বলিতেছি উপস্থিত আইনে আসামবাসীর সর্ব্বনাশ হইবে, ইংরাজরাজ্যের কলঙ্ক হইবে। প্রজা সমিতির আবেদন গ্রাহ্য হয় ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

—•—

আমরা ইতিপূর্ব্বে ডাক্তার কারি সম্বন্ধে পাঠকগণকে অবগত করিয়াছি। আমরা বলিয়াছি লর্ড ডফরিণের অভিপ্রায়ানুসারে কারিকে নির্ব্বাসন পত্র দেওয়া হয়। লর্ড ডফরিণ এই ঘৃণিত ব্যাপারে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন না। তাঁহার পলিটিকাল এজেণ্টই কার্য্য সম্পাদক। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কারিকে যে ভূপাল ত্যাগ করিতে বলা হয় তাহা উক্ত পলিটিকেল এজেণ্টেরই অনুমতিক্রমে দেওয়া হইয়াছিল। আমরা ভ্রমক্রমে তাহাতে ডফরিণের নাম সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। তজ্জন্য আমরা লর্ড ডফরিণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস কি করিয়া গোপন করিব? লর্ড ডফরিণের পলিটিকাল এজেণ্টের এমন কি ক্ষমতা আছে যে ইচ্ছা করিলে তিনি যে কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাসন করিয়া দিতে পারেন। আমাদের স্পষ্টই অনুমান হয় সর্ব্বশক্তিমান লাটের শক্তি পোলিটিকাল এজেণ্টের পশ্চাতে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। ডাক্তার কারি কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। তিনি পত্র পাইয়া নিশ্চিন্তভাবে ভূপালে বাস করিতেছেন। অদ্যাপিও ভূপাল ত্যাগ করেন নাই। শুনা যায় ভূপালের রাজ্ঞী কারিকে আশ্রয় দিয়াছেন। রাজ্ঞীর এই কৃতজ্ঞ ব্যবহারে আমরা প্রীত হইয়াছি। কিন্তু ডফরিণের হস্তে এই সদয় ব্যবহারের জন্য পাছে তাঁহাকে আরও কিছু সহিতে হয় ইহাই আমাদের ভয়।

—•—

১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে লাহোরে দলীপের সহিত ইংরাজের যে সন্ধিপত্র স্থির হয় তাহার মর্ম্ম প্রকাশ হইল।—

১। মহারাজ দলীপসিংহ এবং তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি উত্তরাধিকারিগণ পঞ্জাবের কিম্বা অপর কোন স্থানের সিংহাসনে স্বীয় স্বত্বাধিকার দাবি দাওয়া সমস্তই পরিত্যাগ করিলেন।

২। যুদ্ধের ব্যয়সঙ্কুলান এবং লাহোর দরবার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট যে ঋণে আবদ্ধ আছেন তাহার কিয়দংশ পরিশোধ করিবার জন্য রাজকীয় সম্পত্তি যাহা যেখানে পাওয়া যাইবে তৎসমুদায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে পতিত হইল। রাজা ও তাঁহার উত্তরাধিকারী মাত্রেই উহাতে বঞ্চিত হইলেন।

৩। সা সুজা উলমুল্কের নিকট রণজিৎ সিংহ যে "কহিনুর" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন লাহোর রাজ তাহা মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীকে প্রদান করিবেন।

৪। মহারাজ তাঁহার নিজের এবং আত্মীয় স্বজন ও ভৃত্যবর্গের ভরণপোষণের জন্য ৪ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বার্ষিক বৃত্তি পাইবেন।

৫। মহারাজ সম্ভ্রমের সহিত ব্যবহৃত হইবেন। এবং যদি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারলের অভিপ্রায়ানুসারে যেখানে তাঁহাকে থাকিতে বলা হইবে সেইখানেই তিনি বাস করেন তবে তাঁহার নিজ খরচের টাকার অংশ নিজে পাইতে পারিবেন। তিনি "মহারাজ" উপাধিতে অভিহিত হইবেন। (ইতি ১৮৪৯ সালের ২৯এ মার্চ্চ স্বীকৃত এবং ৫ ই এপ্রেল ১৮৪৯ সালে গবর্ণর জেনারলের সম্মত।)

সন্ধিপত্র পাঠ করিলে আবার পুরাতন কাহিনী মনে পড়ে। ইংরাজের আইন আদালতের ব্যক্তি-সম্পত্তি হস্তগত বা খাসসংযুক্ত করিতে নিষেধ করে। রাজনীতি কি আইনের বিরুদ্ধ নয়?

মহারাজের নিজ সম্পত্তির বিষয় সন্ধিতে কিছুই দেখা যায় না। ইংরাজের সর্ব্বগ্রাসী রাজনৈতিক অভিধানে নিজ সম্পত্তি কি রাজ সম্পত্তির অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে?

নাম দিতে ইংরাজ বড় পটু, রাজপাট কাড়িয়া লইয়া রাজোপাধি বজায় রাখা এবং কে সি এস আই পদবী দিয়া সেই উপাধির শাখা পত্র বিস্তার করা রাজার পক্ষে কি বিড়ম্বনা নহে?

কয়েদী যেমন জেলখানার ইচ্ছাক্রমে এক ঘর হইতে আর এক ঘরে যায়। দলীপ তেমনি গবর্ণর জেনারলের ইচ্ছামতে একস্থান হইতে স্থানান্তরে আজীবন বন্দী ভাবেই অবস্থান করিতেছেন। বন্দী হইবার উপযুক্ত এরূপ কি তাঁহার কোন অপরাধ হইয়াছিল?

যাঁহার সহিত অথবা যাঁহার জন্য যুদ্ধ হইল না তিনি কোন আইন যুক্তি বা রাজনীতি অনুসারে সেই যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য দায়ী হইবেন? ইংরাজের সহিত রুষের যদি যুদ্ধ বাধে আমীর কি তাহার ব্যয় সংকুলানের জন্য দায়ী হইতে পারেন? লাহোর দরবার ইংরাজের নিকট কত টাকা ঋণী ছিলেন যে পঞ্জাবের বিস্তীর্ণ রাজ্য ও রাজসম্পত্তি সমুদায় সমর্পণ করিয়া তাহার আংশিক মাত্র পরিশোধ হইতে পারে?

দলীপকে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য প্রকারান্তরে অনুমতি দিয়া পরে আবার তাঁহাকে এডেনে আবদ্ধ করায় কি দলীপের উপর উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে?

বলিতে গেলে কথা বাড়িয়া যায়। আমাদের এই কয়টী প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিবে কে?

—•—

রেলওয়ে অত্যাচার।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের নানা স্থান হইতে দিন দিন আমরা অত্যাচারের কথা শুনিতে পাইতেছি। দিন দিন নূতন নূতন অত্যাচার বিরুদ্ধ করিয়া রেলযাত্রিগণ পত্র লিখিতেছেন। কোথাও বা স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার, কোথাও বা ভদ্রসন্তানদের অপমানঃ মারপিটঃ ঘুষ, অত্যাচার কথা শুনিতে শুনিতে আমাদের কর্ণ বধির হইয়া গেল। কোন ষ্টেশন মাষ্টার বাবু কি গার্ড সাহেব স্ত্রীলোকের গাড়ীতে গিয়া কোন যুবতীকে টানিয়া আনিলেন; কোন ষ্টেশনমাষ্টার কোন স্ত্রীলোক যাত্রীকে একাকিনী দেখিলে তাহাকে

মহর্ষি স্পর্শ করিতেছেন না। এই এ প্রকৃত বাজার কাথী?

অপ্রিয় প্রস্তাবে গ্যারিসিয়া নগর ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

মাড়িয়ের বিশপ আর একজন ধর্ম যাজকের চক্রান্তে প্রাণ হারাইয়াছেন। বিশপ নাকি তাঁহাদের স্বভাব সংশোধনের জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন ধর্ম প্রচারকের পক্ষে উপযুক্ত প্রতিফল বটে।

বিলাতের সোসিয়ালিষ্ট দলের "কমনউইল" নামক একখানি সংবাদপত্রিকা বাহির হইতেছে। "কমন উইল" স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ও অরাজক প্রজাতন্ত্রের মধ্যবর্ত্তী হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। ইহার মূল্যও অধিক নহে। আমরা "কমনউইলের" দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

বরদাকোকে একখানি বিদ্যালয় নামক একটী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এখানে চুয়ান্ন বৎসরের বালকগণ এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইবে। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বালকদিগকে সময়ে সময়ে অনেক টাকা পারিতোষিক দিয়া তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। বিদ্যালয়ের সাধারণ বিভাগে এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়ান হইবে ইহার আরও কয়েকটী বিভাগ আছে। সেখানে কৃষি অর্থব্যবহার, কৃষি সম্বন্ধীয় কেমিষ্ট্রি, উদ্ভিজ্জবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, সরবেয়িং, কেমবিজ্ঞান ও ড্রয়িং, বুক কীপিং, যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি নানা প্রকার কার্য্যকারী বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে। বিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটী পাঠাগার থাকিবে। তাহাতে শিক্ষক ও ছাত্রগণ বহুবিধ সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিতে পাইবেন। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কৃতকার্য্য হইলে আমাদের একটী বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

৯ ই মে মন্ত্রীবর প্লাউডেন আয়ল ও সম্বন্ধ সংশোধিত বিল কমন্স সভায় অর্পণ করিয়াছেন। বিলের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থিত হইয়াছে সেদিন তাহারও আলোচনা করা হয়। তাঁহার অভিমত যে রাজকীয় প্রথম সমুদায়ের মীমাংসার জন্য একটী স্বতন্ত্র কমিটী স্থাপন করা হয়। ওয়েষ্ট মিনষ্টারে যে সকল আইরিস সভ্য বসেন তাহারা কেমন রাজকীয় করসম্বন্ধেই বিবেচনা করিতে পারিবেন, ইহাও বিলের অন্যতম সংশোধন। লর্ড হার্টিংটন বিলখানি যাহাতে পরিত্যক্ত হয় তাহার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন আয়র্লণ্ড শাসনের জন্য বল্প্রয়োগই এখন আয়র্লণ্ডে প্রয়োজন হইয়াছে। বিল খানি যে অবস্থায় অর্পিত হইতেছে তাহাতে আয়র্লণ্ডের স্বাসনাধিকারীগণের সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে।

বিলাত যাত্রার যাত্রীর দল ক্রমেই পরিপুষ্ট হইতেছে। লালা লর্মনের জন্য ৫০০ মুদ্রা লইয়া যাইবার কথা শুনা যাইতেছে। ক্রমেই সৈন্য বাড়িবে, গমন যাইবে।

মুর্শিদাবাদের নবাব শতাব্দ আমির পঞ্চ শালার ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ইহাকেই বলে বদান্য।

মাদ্রাজ প্রদেশে ক্রম পৈত্তিকের ভিতর মারীভয় আরম্ভ হইয়াছে। রোগ এক প্রকারের নহে। ক্রম ডাক্তার বলেন মান্দ্রাজের দূষিত জল বায়ুই এই পীড়ার কারণ।

গত ১০ ই মে কাশ্মীররাজ মহা সমারোহে সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। গ্রীষ্মের নিমিত্ত অনেক ইংরাজ সমারোহে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

পূর্ব্বে মুসলমানদিগের কাবিন নামার জন্য ষ্টাম্প লাগিত না। মধ্যে ষ্টাম্প দিবার বিধি হইয়াছে। একণে আবার কলিকাতার মুসলমান সভার আবেদনে পূর্ব্বের ব্যবস্থা জারি করিবার কথা হইতেছে।

টিকারী রাজের দেওয়ানজীর পিতামহী গত ১০ ই মে ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন। শুনা যায় তাঁহার ন্যায় বিষয় বুদ্ধি এতদিন প্রায় কোন রমণীরই দেখা যায় নাই।

উড়িষ্যা প্রদেশে আসাম খাজনার আইনের প্রতিবাদ করিবার জন্য যে সভা হয় তাহাতে ৪০০০ রাইয়ত উপস্থিত হইয়াছিল। প্রত্যেকেই সভার জন্য দুই আনা করিয়া চাঁদা দিতে স্বীকার করিয়াছে।

প্রাণ্টডফ উতকামণ্ডে একটী শিল্প বিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টায় আছেন।

বাবু শরৎচন্দ্র দাস তিব্বত মিসনে গমন করিতেছেন। তিব্বত সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। শরৎ বাবু দুইখানি বৃহৎ তিব্বতের ইতিহাস বাহির করিয়াছেন। আরও একখানি শীঘ্র বাহির হইবে।

আমাদের কোন সহযোগী বলিতেছেন সার লিপিন গ্রিফিথকে বঙ্গদেশের সিংহাসন দেওয়া হইবে না। সার আলফ্রেড লায়লের উক্ত পদ পাইবার সম্ভাবনা। সার অকলাণ্ড কল্ভিন, সার আলফ্রেডের পদগ্রহণ করিবেন। গ্রিফিণ নাকি পঞ্জাবে যাইতেছেন।

গ্রীকমন্ত্রী কার্য্যত্যাগ করিবার আবেদন করিয়াছেন। গ্রীকরাজ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি—ডেলিগিউসকে তাঁহার ব্যবহারে অসন্তোষ জনক কারণ দেখাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন।

গার্ডিন ডাকাতি মকদ্দমায় আসামিগণ নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। লোকের আর আনন্দের সীমা নাই। তাহারা নির্দ্দোষীর উপর এই অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবার জন্য বদ্ধ হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সার চারলস এচিসন পঞ্জাব চিফ কলেজের জন্য ১,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এচিসন চিরকালই তাঁহাদের বন্ধু। পঞ্জাবের অনেক সৌভাগ্য এমন উপযোগী ও সদাশয় শাসনকর্ত্তা লাভ করিয়াছিল। আর দুই দিন পরেই এচিসন বিদায় হইবেন। পঞ্জাবের সে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশা। আবার গ্রিফিণের হস্তে পড়িলে বঙ্গদেশের অপেক্ষা ও পঞ্জাবকে অধিক সহিষ্ণু হইতে হইবে।

লর্ড ডফরিণ আশা দিয়াছিলেন রাজস্ব সমিতি সিমলায় বসিবে না। কমিটী কিন্তু সিমলায় শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। এমন হইল কেন, কারণ সেখানে কি ডফরিণের কর্ত্তব্য নহে?

যেমন ন্যাসনাল লীগের ন্যায় এলাহাবাদেও একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বড় দুঃখের সমাচার! আমাদের কোন কোন সহযোগী লীগের সৃষ্টি ও তাহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অনেক দোষের কথা বলিয়াছেন। কেহ কেহ বা ইহার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের সহিত আমাদের মতের ঐক্য নাই। আমরা লীগের কয়েকটী দোষের উল্লেখ করিয়াছি বটে কিন্তু আমরা যে ইহার আবশ্যক নাই তাহা আমরা বলি না। লীগ আমাদের বড় আশার অঙ্কুরের করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে একটী লীগ স্থাপিত হইয়া ভারত একসূত্রে বাঁধা পড়ে ইহাই আমাদের অভিলাষ।

ফরিদপুরে বড় জলকষ্ট শুনা যাইতেছে। এতদঞ্চলে এক সপ্তাহ ধরিয়া যেমন প্রতিদিন বৃষ্টি হইতেছে ফরিদপুরে তাহার কিছু মাত্র নাই। সহযোগী সঞ্জীবনী এই সমাচার বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে খাঁ বাহাদুর কাজি গোলাম মুন্সী লর্ড রিপনের নিকট আবেদন করেন যে তথাকার মুসলমানগণ যাহাতে সরকারি কর্ম পাইতে পারেন তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগী হওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর মুসলমান কর্ম প্রার্থিগণ ও তাঁহাদের গুণ গ্রামের এক একটী তালিকা প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

—০০—

বিজ্ঞাপন।

অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত অমোঘ "কবচ"

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও প্রকাশিত।
৩৭ নং গোবরডাঙ্গা লেন পটলডাঙ্গা,—কলিকাতা

এই "কবচ" জনৈক মহামহোপাধ্যায় সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। উক্ত মহাত্মা আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ পুরঃসর অষ্ট ধাতু দ্বারা নির্ম্মাণ, ও বিদ্যুতীয় গুণসংযুক্তকরণ প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করাইয়াছেন। আমি ঐ সকল কার্য্য শিক্ষা করিয়া, অষ্ট ধাতুর দ্বারা কয়েকটী "কবচ" নির্ম্মাণকরতঃ চিররোগগ্রস্ত কয়েকজন ব্যক্তিকে ধারণ করাইয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহারা অতি অল্পকাল মধ্যেই শরীরস্থ সমস্ত ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, সেই জন্যই, সাধারণের উপকারার্থে অনেকের অনুরোধে আমার এই অষ্টধাতু নির্ম্মিত "কবচ" প্রচার করিলাম।

এই "কবচ" স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র সীসা, রাং দস্তা, লৌহ, পারদ, এই অষ্ট ধাতুতে বিনির্ম্মিত ও ইহা ক্রমান্বয়ে তাম্র ধাতুর উপর অপর সাতটী ধাতু খচিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে প্রথম তুলিকা ও অভ্যন্তরে পারদ স্থাপিত আছে, এতদ্বারাই বিদ্যুতীয় কার্য্য উৎপাদন করিয়া অষ্ট ধাতুর গুণ ক্রমশঃ শরীরে প্রবেশ করাইতে থাকে। ইহাতেই শরীরে, রক্ত পরিষ্কার করতঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ পূর্ব্বক ক্রমশঃ মেধা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই "কবচকে" জীবন রক্ষার মূল ঔষধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি মুক্তকণ্ঠে নিঃসন্দেহরূপে বলিতেছি যে এই সন্ন্যাসী প্রদত্ত আমার এই অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত "কবচ" ধারণ করিলে পর শরীর সম্বন্ধীয় নানা প্রকার ব্যাধি বিনাশ ও ভবিষ্যতে কোন ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে হইবে না।

ইহা ধারণে বাত, অম্লরোগ, নীরশূলী, মেহ, ধাতু দুর্ব্বলতা, রক্তামাশয়, নিদ্রাহীনতা, পুরাতন জ্বর রক্তপিত্ত, হাপানী, অর্শ, কাসকাশ, মূত্ররোগ স্ত্রীলোকের শ্বেত প্রদর, মৃগিণী, ক্ষীণ ধাতু, বাধক ও ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগসমূহ আশ্চর্য্যরূপে আরাম হইয়া দিন দিন দেহের কান্তি বৃদ্ধি করত শরীর পুষ্ট করিতে থাকে।

আজ কাল নানাপ্রকার ঔষধি ধাতুবিনির্ম্মিত রক্ষা কবচ ও মাদুলী ইত্যাদি নানা অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে তাহা যে কতদূর সত্য আমরা তুলনা করিতে চাহি না কিন্তু মহোদয় মণ্ড ভ্রমে কাঁচ ক্রয় করিবেন না।

ছোট ও বড় প্রত্যেক "কবচের" মূল্য ২, ডজন ২০ টাকা। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬টী ৵০ ৭হইতে ১২টী ।৵০ আনা। অর্ডার পাইলে ভ্যালুপেয়েবল পার্শ্বেল দ্বারা পাঠান যাইবে। আর বিদেশীয় মহোদয়গণ "কবচ" ক্রয়কালীন অনুগ্রহ করিয়া তন্তুদ্বারা মাপ পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন এবং সকলের নাম ও ধাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিবেন।

৹"কবচের যেস্থান ধাতু খচিত হইয়াছে তাহা এক একটী করিয়া মিলাইয়া লইবেন আর উক্ত সন্ন্যাসী আদেশমত প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে কষ্টিফিরির জল দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন।

—৹৹—

অষ্ট ধাতুর বৈদ্যুতিক আংটী।

অমলৌকিক মন্ত্র কিম্বা বৈজ্ঞানিক অপূর্ব্ব রহস্য।

যাঁহারা মনে করেন বৈদ্যুতিক চিকিৎসা ইংরাজী মত তাঁহারা একবার দেখুন, ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কি স্ত্রী কি পুরুষের যত কিছু দুশ্চিকিৎসা দুরীভূত রোগ আছে, সমস্ত নির্দ্দোষে আরোগ্য হইতেছে। এমন রোগ নাই যাহা ইহাতে আরোগ্য না হয়। সুস্থ শরীরে ধারণ করিলে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয় ইহা ধারণে বায়ু পিত্ত কফের সামঞ্জস্য অতি আশ্চর্য্যরূপে রক্ষিত হয়। শত শত প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা রৌপ্য ফ্রেমে আঁটা ও দেখিতে অতি সুশ্রী, সখ করিয়া পরিবার উপযুক্ত অলঙ্কার। মূল্য ২, প্যাকিং ৵০ এক প্যাকে ৫টী যায় ও একত্র পাঁচটী লইলে ১ টাকা কমিশন দেওয়া যায়। এক্ষণে আমরাই ইহার একমাত্র এজেন্ট হইয়াছি। অঙ্গুলির মাপ পাঠাইবেন কারণ সকল মাপেরই প্রস্তুত থাকে।

ভারতবর্ষের একমাত্র এজেন্ট—শর্ম্মা ব্রাদার্স।
নং ৬ মহেন্দ্রবসুর গলি, শ্যামবাজার—কলিকাতা

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

এম, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।
৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিক্রয়

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট কেস, থারমমিটার, ৩০ শিশির বাক্স ও আভ্যন্তরিক ঔষধসহ ১২ শিশি কর্ক, চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাক মাশুলসহ ১১০ এক টাকা আট আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল প্রকারের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১ডুামের মূল্য ।০ এবং বহুদর্শীতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১।০ দেড় টাকা ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১, আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত ভ্যালুপেয়েবল পার্শ্বেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

-৹৹-

হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী।

নং ৩ মৃজাপুর ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই নূতন ঔষধালয়ে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, ঔর্দ্ধ, হিন্দি বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকাদি এবং চিকিৎসোপযোগী দ্রব্যাদি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। কলেরার বাক্স ১২ শিশির ডাং রুবিনীর কর্পূরের আরক ও পুস্তক সহ বাক্স প্যাকিং ৫, গার্হস্থ চিকিৎসার পুস্তক সহ ৩০ শিশির বাক্স বাক্স প্যাকিং ১২,।

—৹৹—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

জে, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

এখানে ক্রমান্বয়ে কয়েকখানি জাহাজে লণ্ডন আমেরিকা ও জর্ম্মণি হইতে বিস্তর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, কর্ক, শিশি ও যন্ত্রাদি আনীত হইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এলেন এনসাইক্লোপিডিয়া মূল্য ১৮০ হানিমান মেং পিটরা মূল্য ২৪ প্রভৃতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০ ক্রম ১৷০ মাদার টিং ৷৵০ নিম্নক্রম ৷০ এবং ২৫ ড্রামের ৷৵০ হিসাবে বিক্রয় হয়। ১২ শিশির ওলাউঠার বাক্স সমেত পুস্তক ৪৷ ঐ ক্যাম্ফরসহ ৫৲ ও সাধারণ চিকিৎসার পুস্তক সহ ২৪ শিশির ৮৷. ৩০ শিশির ১০৷০ ৪০ শিশির ১৪,৪৪ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ১৬৲ ৭২ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ২৫৲।২০০ শিশির উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও থার্ম্মমিটার সহ ৮০৲ থার্ম্মমিটার ৪৷০ ও ৫ (ক্যাটলগ বিতরণীয়।) (সমস্ত বাক্সর সহিত পুস্তক ও গোটা চালিবার যন্ত্র পাওয়া যায়) ঠিকানা ১১১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার।

—◆◆—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহা মেলায় এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—◆◆—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা মুদ্রা প্রকার [illegible] হইতেছে। অল্প মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে নূতন অক্ষরে [illegible] কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অসমর্থ কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩৷০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

—◆◆—

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৶০	৻১০
২ য় ভাগ	৶০	৻১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৶০	৻১০
২ য় ভাগ	৶০	৻১০
৩ য় ভাগ	[illegible]	৻১০
বিশেশ্বর বিলাপ	৷০	৻১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ৴১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়ম, নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩৷০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হণ্ডি বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, গ্রন্থকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সত্য এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা কর্ম্মাধ্যক্ষ দায়ী নহেন।

[illegible] এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক ঘরের চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

—◆◆—

সোমপ্রকাশ

৩০ শ ভাগ। " সর্ব্বেষাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।" ২৯ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০

১২৯৩ সাল। ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮৬। ৩১ এ মে।

৭ খ্রিপনাব্দ। ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন

পি. এন. বিশ্বাস।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

স্বর্ণ কবরী ভূষণ তৈল।

১ নম্বর কেবল কেশ বিন্যাসে ব্যবহার্য্য।

মূল্য ৩,৪,২ আউন্স শিশি ৸৵০, ৸০, ।৶০ আনা।

২ নম্বর কেবল স্নানের পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য।

মূল্য ৮, ৪, আউন্স শিশি ৸০, ।০ আনা। প্যাকিং ৵০ আনা।

সবিশেষ বিবরণ ক্যাটালগে দেখুন। /০ আনার টিকিট পাঠাইবেন ২৪ পৃষ্ঠার বহি (ক্যাটা-লগ) পাইবেন।

প্রিণ্টিং টাইপ।

স্মল পাইকা, পাইকা, গ্রেট প্রভৃতি অক্ষর ছাপাখানার আবশ্যকীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। (অল্প বা অধিক) সত্বর মফস্বলে পাঠান যায়। ক্যাটলগের মূল্য মাশুলসহ /০ আনা।

সুলভ এজেন্সি।

অল্প মাত্র কমিশন লইয়া (গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী সকলেরই জন্য) আয়না, কাপড়, ঔষধ, ঘড়ি, বাক্স, অলঙ্কার, ছাতা, ময়দা, চাউল, আলমারি, টেবিল, চিয়ার প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্যাদি (মাশুল সওদার) সত্বর পাঠান যায়। /০ আনার টিকিট পাঠাইলে কমিশনের নিয়ম পত্র সহিত বাজার দরের বহি পাইবেন।

সপেটা সাহেবের পেপসিন পারলস্‌

সপেটা সাহেবের প্রত্যেক বটিকাতে ৪ গ্রেণ করিয়া পেপসিন আছে। যে পরিমাণে জন্তুর আক্ত করা যায় তাহার ১৫০ গুণ পরিপাক শক্তি ইহা ধারণ করে। এই ঔষধ সেবন করিলে পাক কৃচ্ছ্র বুকজ্বালা, অরুচি, উদরাধ্মান বমনেচ্ছা বা নিদ্রা-কর্ষণ মস্তকে রক্তসঞ্চয়, বায়ু বৃদ্ধি পাকস্থলির অস মত্তা বমন, শিরঃপীড়া এবং অসম্পূর্ণ পাকক্রিয়া ঘটিত যে সমস্ত পীড়া উৎপন্ন হয় তাহা এক মাত্রা ঔষধ সেবনে প্রশমিত হয়।

সপেটা সাহেবের মোরল।

এই ঔষধ কডলিভার তৈলের সার হইতে প্রস্তুত। ইহার এক একটী বটিকা ২৫ গুণ কডলিভার তৈলের সমান। ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে, বহুদিনের কাশী, রাত্রে ঘর্ম্ম, বুকে ব্যথা, গলার ব্যথা, ক্ষয় কাশ প্রভৃতি পীড়ায় কডলিভার অপেক্ষা বিশেষ উপকারি। কডলিভার অয়েল সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত ইহাতে কোন কষ্ট নাই। দুর্ব্বল শিশুদের দুগ্ধাভাব হইলে এবং অপুষ্ট, সর্ব্বদা চর্ম্ম রোগাক্রান্ত ও গলা কোমল, ও ঘা হয়, সর্ব্বদা অস্থির থাকে ও ঘুমায় না তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইলে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

পেলিটিয়ার সাহেবের কুইনাইন বটিকা।

ইহাতে ২ গ্রেণ করিয়া চূর্ণ কুইনাইন আছে, এই বটীকা অতি অল্প সহজেই পাক হয়। ইহা সেবনে জ্বর, সবিরাম জ্বর, পালাজ্বর এবং সর্ব্ব-প্রকার জ্বর মাথাধরা, বাত, বমমির বেদনা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। প্রত্যেক বটীকার উপর পেলিটিয়ার নাম দেখিয়া লইবেন।

ইহা ফ্রান্স দেশের একপ্রকার ফল হইতে প্রস্তুত। ইহা বড় গুলের মত মিষ্ট ইহা সেবনে কোন প্রকার কষ্ট হয় না। কোষ্ঠ বদ্ধ, শিরঃপীড়া, আমাশা, অন্ত্রের ব্যথা, হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া, অজীর্ণ, রক্তাধার, গাত্রে তাপ ফুলকলা প্রভৃতি হইলে এবং পিত্তাধিক্য মূর্চ্ছা এবং বালকদিগের জ্বরকা প্রভৃতিতে এই লোজাপ বিশেষ উপকারি।

মেডি সাহেবের চন্দন বটিকা।

এই বটীকাতে ৫ ফোটা করিয়া শুদ্ধ চন্দনের তৈল আছে, ইহা সেবনে ৪৮ ঘটার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার স্রাব নিবারণ হয়। কোপেবা বা কিউবেবের মত অনিষ্টকারি নহে।—মেহ বা অন্য যে কোন প্রকার ধাতুর পীড়া হইলে এই বটীকা ব্যবহারে সত্বর আরোগ্য হয়।

—৩৩—

রিগস—ক্যামেলা অব জাপান।

ক্যামেলা ওয়াটার স্নিগ্ধতাবর্দ্ধক ইহা ব্যবহার করিলে চর্ম্মের চিক্কণতা বৃদ্ধি করে এবং গাত্রকে কলঙ্ক মুক্ত করে। এই সমস্ত ঔষধ ভারতবর্ষের প্রায় সকল ঔষধালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"ধাতুদৌর্ব্বল্যের অব্যর্থ পরীক্ষিত।"

সুধাবিন্দু সুধাবিন্দু!!

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, জননেন্দ্রিয়ের শৈথিল্য, শুক্রমেহ, অল্প উত্তেজনায় শুক্রপাত ও অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় এবং তজ্জনিত শিরঃপীড়া, শারীরিক দুর্ব্বলতা, স্মরণশক্তিহীনতা, মানসিক বিষণ্ণতা, হাত পা জ্বালা ও শুক্রের

তারল্য প্রভৃতি এক মাস মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া শুক্র অত্যন্ত গাঢ় ও ধারণাশক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। একটি কি ইহা সেবনে সালসার সমস্ত উপকার দর্শে। ইহা যে সর্ব্বপ্রকার ধাতুর পীড়ার একমাত্র মহৌষধ তাহার অনেক প্রশংসাপত্র রহিয়াছে এবং এই ঔষধে আরোগ্য হইয়া অনেকে পুরস্কার দিয়াছেন। এক মাসের ঔষধ এক শিশি ২ টাকা ডাক মাশুল ।০ আনা।

দাদের মহৌষধ।

" ক্ষত ও চর্ম্মরোগের মহোপকারী। "

এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই, অথচ যে প্রকারের দাদ হউক না কেন ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। দাদ, কোচদাদ, বিখাজ, ভজনাচ, চুলি (কোদ) পাঁচড়া ঘা, খোস, পাঁচড়া গরমীর ঘা ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষত রোগ তিন দিবসের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা ক্ষত ও চর্ম্ম রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এই ঔষধে পারা নাই ইহা সার্জ্জন মেজর কর্ত্তৃক পরীক্ষিত। দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই নিরাশ হইবেন না। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা, তিন কৌটা ১।০ আনা, ছয় কৌটা ২।০ ডজন ৪।০ টাকা।

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী।
ডাক্তার পাবনা।

—◆◆—

সুলভ মূল্যে অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ।

সরল পদ্যানুবাদিত।

শ্রীমদ্ভাগবত।

প্রথম স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ সম্পূর্ণ।

পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহিত কলিকাতা ও মফস্বল সর্ব্বত্র ৩ তিন টাকা অগ্রিম মূল্য না পাইলে পুস্তক প্রেরিত হয় না।

শ্রীবিপিনবিহারী শীল।
২৫—৬ কলিকাতা ১১৮ অপর চিৎপুর রোড।

—◆◆—

অতীত কোন একটা দৈব আপদ পড়িলে তাহার পক্ষে অভাবের অধিক পীড়িত হইবে ঐ আন্দোলনের একান্ত না হয়। অন্য দিক অবলম্বন করিলে, সংসার ইংরাজের হস্তে ভারতের দুঃখ দারিদ্র্য ও অভাব নিবারিত হইবার উপায় হইবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন সকল সময়েই যে আমাদের মঙ্গল কামনা করেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাহাতে নীতি বিষয়ে তাহার পার্থক্য নিরূপণ করিতে সর্বা উভয় যথেষ্ট হয়েন। তথাপি এই এসোসিয়েসনের দ্বারা আমাদের যে কোন উপকার হইলে একথা বলিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। সম্প্রতি এই সভার অধিবেশনে মিঃ এচ্ এম নিউম্যান ভারতের দুর্ভিক্ষ ও তন্নিবারণের উপায় বিষয়ক একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। সভাস্থলে হাইকোর্ট ভারতবাসী ও অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ উপস্থিত থাকিয়া বক্তার বক্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মিঃ ক্টন বধির; তিনি সভাস্থলে উপস্থিত না হইলেও বক্তার বক্তৃতা ও সভ্যগণের মন্তব্যের উপর একটী সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধ ও বক্তৃতা "ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন জর্ণাল" নামক একখানি পত্রিকায় সন্নিবিষ্ট করিয়া আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। পুস্তকে নিউম্যান সাহেবের প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া দেখা গেল সাহেব বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষের কারণ গুলি বিশদরূপে সভ্যগণকে বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বক্তৃতার শেষে সংক্ষেপ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলিতে সমগ্র প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন।

১। স্থান বিশেষে বৃষ্টিপাত অল্প হওয়াই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ।

২। যেখানে কর্ষিত ভূমিতে জলসেচনের সুব্যবস্থা আছে তথায় কোন ক্রমেই দুর্ভিক্ষ হইতে পারে না।

৩। পূর্ত্ত কার্য্যের দ্বারা কতকগুলি কাজ লাভোৎপাদক ও কতকগুলি আবশ্যকীয়। ইহারা উভয়েই গবর্ণমেন্টের লাভজনক সুতরাং দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায়।

৪। কর্ষিত ভূমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করিলে দেশের লোকে কিঞ্চিৎ ধনবান হইয়া গবর্ণমেন্টকে অধিক ট্যাক্স দিতে সক্ষম হয়। গবর্ণমেন্ট বজেটের আয়বৃদ্ধি ইহাতেই প্রকাশ পায়।

৫। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বড় বড় পতিত ভূমি কর্ষিতে খাল ও পুষ্করিণী কিম্বা পাতকুয়া খনন করিয়া উহাদের উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

৬। ইংরাজ বন্ধুবর্গদের নিকট ঋণ করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র এরূপ সমূহ জলসেচনের বন্দোবস্ত করা গবর্ণমেন্টের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষে বৎসরের কয়েক মাস মাত্র বৃষ্টিপাত হয়। বৈশাখের শেষ হইতে কার্ত্তিকের শেষ পর্য্যন্ত বর্ষণের নির্দ্দিষ্ট কাল। তন্মধ্যে এই কয় মাসেই কৃষিকার্য্যের সুবিধা। বৃষ্টি কিন্তু সকল স্থানে সমান রূপে পতিত হয় না। এমন দেখা যায় বর্ষাকালে কোনও স্থানের ভূমি গুলি বৃষ্টির অভাবে ফাটিয়া থাকে, কোথাও বা অত্যধিক বৃষ্টি হইয়া দেশ গ্রাম প্লাবিত হইয়া যায়। ইহাতে কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত হয়, ভূমির উর্ব্বরতা ও ক্রমে হ্রাস হইয়া পড়ে। যেখানে অতিবৃষ্টি হইয়া কৃষিকার্য্যের সমূহ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, ভারতের দরিদ্র কৃষক সেখানে বন্দোবস্ত করিয়া জল নির্গমনের উপায় করিতে পারে না। সেই সেই স্থানে গবর্ণমেন্টের সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। আবার যেখানে বৃষ্টির অভাবে ভূমি সকল ফাটিয়া যাইতে থাকে সেখানেও কৃত্রিম উপায়ে জল আনয়ন করা কৃষকের সাধ্যাতীত নহে। এই সকল স্থানে কূপ বা পুষ্করিণী খনন, অথবা খাল কাটিয়া জলের সঙ্গতি করিয়া দেওয়া গবর্ণমেন্টের নিতান্ত কর্ত্তব্য। গবর্ণমেন্ট স্থানে স্থানে এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও কত আবাদ ও কৃষির উপযোগী বৃহৎ বৃহৎ ভূমিখণ্ড জলের অভাবে পতিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। গবর্ণমেন্ট যদি এই সকল স্থানের কিয়দংশ ক্রয় করিয়া খাল বা কূপাদি খনন করাইয়া দেন তবে কৃষিকার্য্যে সেই জল ব্যবহার করিবার নিমিত্ত কৃষকগণ কিছু কিছু কর দিয়া গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারেন। ভূমির উর্ব্বর শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়া প্রচুর শস্যাদি উৎপন্ন হয়, কৃষকের দারিদ্র্য ঘুচে, দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনাও একবারে হ্রাস হইয়া যায়। বর্ষাকালে গবর্ণমেন্ট যদি জল ধরিয়া রাখেন অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত, যখন একবিন্দু বৃষ্টিপাত হয় না তখন সেই জল অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া গবর্ণমেন্ট বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারেন। প্রজাও তাহাতে কৃষির সাহায্য পাইয়া অসময়ে ভূমি হইতে সোনা ফলাইয়া লইতে পারেন। দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের ইহা যে প্রধান উপায় আমরা তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি না হইলে দুর্ভিক্ষ নিবারণের সম্ভাবনা কোথায়? এখন হইতে এই সকল উপায়ে দেশের ধনবৃদ্ধি না করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রকে অন্নদান করিতে যান তাহাতে কখনই দুর্ভিক্ষ নিবারণ হয় না। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষের সময় বিক্রয়ের জন্য সস্তায় সস্তায় চাউল প্রেরিত হইয়াছিল—লোকের অর্থ কোথায়? চাউল ক্রয় করিবে কি দিয়া? এরূপ বাহিরের উপায় অবলম্বন করিলে দুর্ভিক্ষ নিবারণ হয় না—দুর্ভিক্ষ রোগের মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া ঔষধ দিতে হইবে, নচেৎ ব্যাধির জড় গাত্র মধ্যে উপস্থিত থাকিলে জলপ্রয়োগে কখনই তাহার শান্তি করা যাইবে না।

পূর্ত্তকার্য্যের মধ্যে যেগুলি উপসম্বন্ধ রেলওয়ে তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। নিউম্যান বলেন রেলওয়ে দুর্ভিক্ষ নিবারণের অন্যতম উপায়। এ বিষয়ে নিউম্যানের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। রেলওয়ে একস্থান হইতে খাদ্যাদি অন্য স্থানে লইয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে দুর্ভিক্ষ নিবারণ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। ভারতের কোন স্থানে এরূপ শস্য উৎপন্ন হয় না যে তথাকার লোকের আহারাদি নির্ব্বাহ হইয়া দুই মুঠা উদ্বৃত্ত হইতে পারে। এক অনাটনে জীবন যাপন তাহাতে আবার যদি পরের মুখ চাহিতে হয় তবে নিজের ঘরেই দুর্ভিক্ষ আসিয়া পড়ে। রাজা জমীদার সওদাগর সকলকে কিছু কিছু ভাগ দিয়া কোথাও যখন খাদ্য সামগ্রী উদ্বৃত্ত হয় না তখন সে অঞ্চলের লোকে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশের জন্য দুইবেলার স্থানে একবেলা আহার করিয়া কতই বা সাহায্য করিতে পারিবে? রেলওয়ে দ্বারা দেশের ধন বৃদ্ধি হওয়া দূরে সুতরাং তাহাদ্বারা দুর্ভিক্ষ নিবারণ আশা সম্ভবপর হইতে পারে না। তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে দুর্ভিক্ষের শান্তি মাত্রই হইয়া থাকে দেশের ব্যাধিত রেলওয়ে অপেক্ষা বৈদেশিক বাণিজ্য দুর্ভিক্ষ রোগের উপযুক্ত ঔষধ। বিদেশে ভারতীয় ধন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেশীয় বণিকের যে লাভ হইবে তাহাতে ভারতের ধন বর্দ্ধিত হইবে। ধন থাকিতে থাকিলে কোন দেশে কস্মিন কালে দুর্ভিক্ষ হইতে পারে না।

আপাততঃ পূর্ত্তকার্য্যে যে দুর্ভিক্ষ নিবারণের কি উপায় হইতে পারে আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। মনে করুন আজ গবর্ণমেন্ট জগন্নাথ দেবের মন্দির সংস্কার করিয়া দিলেন, অথবা দিল্লির কুতব মিনারের জীর্ণ সংস্কার করিয়া মুসলমান ফকীরকে আজ্ঞা দিলেন, ধরুন যদি ইহার জন্য গবর্ণমেন্ট কিঞ্চিৎ করও আদায় করিতে চান তাহাও না হয় দেওয়া হইল, কিন্তু ইহাতে

কিরূপে দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

নিউম্যান বলেন বিলাতস্থ ধনকুবেরগণের নিকট ঋণ করিয়া গবর্ণমেন্ট এইসকল কার্য্যে নিযুক্ত হউন। ঋণের অবশ্যই সুদ আছে। সে সুদের টাকা কর হইতে সংগৃহীত করিয়া দিবার আবশ্যক কি? আমরা বলি ঋণ ভারতবর্ষ হইতেই করা আবশ্যক। ভারত দরিদ্র বটে কিন্তু যেসকল বিদেশীয় ইহুদি ও ইউরোপীয়গণ প্রকৃতপক্ষে ভারতে আসিয়া বসবাস করিতেছেন তাঁহাদের নিকট ঋণ করিলে ক্ষতি কি? ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজাগণের নিকট হইতেও কিঞ্চিৎ করিয়া ঋণ পাওয়া যাইতে পারে। যাহাদের যখন যখন যে টাকা আবশ্যক তখন নিউম্যান কিজন্য যে পরের নিকট সুদ দিয়া ঋণ করিতে বলেন তাহা তিনিই বুঝিতে পারেন।

আমরা সংক্ষেপে নিউম্যানের বক্তব্যগুলির সমালোচনা করিলাম। উল্লিখিত উপায় গুলি ব্যতীত তিনি দুর্ভিক্ষ নিবারক আরও কয়েকটী ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি বলেন গবর্ণমেন্ট যে বর্ষে বর্ষে ফ্যামিন ফণ্ডে ১২ লক্ষ টাকা জমা রাখেন সেটী খুব সুন্দর ব্যবস্থা। নিউম্যান হয়ত আগামী বর্ষের জন্য ভারতবর্ষীয় বজেট দেখেন নাই। ফ্যামিন ফণ্ড হইতে টাকা কাটিয়া লইয়া যে যুদ্ধের ব্যয়ে দেওয়া হইয়াছে, ভারতের দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের কথা শুনিলে এ সম্বন্ধে কেহই ভারত গবর্ণমেন্টকে নির্দ্দয় ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারেন না।

ভারতবর্ষের যে স্থানে অনেক লোকের বাস সেখান হইতে লোকে যদি জনহীন পতিত প্রদেশ সমূহে বসবাস করিতে যায় তবে তথাকার ভূম্যাদির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া অধিক শস্যোৎপাদন হয়। কত স্থান সমরানলে পুড়িয়া গিয়াছে, অরাজকতায় উৎসন্ন হইয়াছে, মারীভয়ে জনশূন্য অরণ্যানিতে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক স্থান এইরূপে নষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। নিউম্যানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে সে সকল দেশে আবার জনসমাগম হয়, দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়, ভাবী দুর্ভিক্ষেরও নিবারণের উপায় হয়। নিউম্যানের এই সুন্দর উপদেশটী গ্রহণ করা ভারতবাসীর নিতান্ত কর্ত্তব্য। এক স্থানে অধিক লোকে বসবাস করিয়া ভূমির মূল্য বাড়িয়াছে, দেশের খাদ্য সামগ্রী মহার্ঘ হইয়াছে। নির্জ্জন প্রদেশসমূহে যদি কিয়দংশ লোক বসবাস করিতে যান তবে অবশিষ্ট লোকের এক দিকে আহারীয়ের অভাব হ্রাস হয়, অপর দিকে পরিত্যক্ত ভূমি সকল উপনিবাসীর যত্নে যথেষ্ট ফলপ্রদ হইয়া তাঁহাদের সুখ স্বচ্ছন্দের বৃদ্ধি হয়, দেশেরও ধন বাড়িতে থাকে। ব্যবস্থাটী সুন্দর কিন্তু তাহা অবলম্বন করিবার উপায় কি? আমরা বলি গবর্ণমেন্ট সাহায্য করিলে সহজেই তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। গবর্ণমেন্ট যদি এই সকল উপনিবাসেচ্ছু ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দাদন দিয়া সাহায্য করেন তবেই তাহারা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে সমর্থ হয়, নচেৎ পৈতৃক ভদ্রাসন আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পক্ষে ইহাদের প্রয়োজন কি? যে যে স্থানের ভূমি বহুকাল পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, অথবা জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস স্থান হইয়াছে তাহাদের জমিদার ও তালুকদারেরা যদি কিছুদিনের জন্য এই সকল ভূমি নিঃস্বত্বে উপভোগ করিতে দেন এবং প্রজাদিগকে অগ্রিম দাদন দিয়া সাহায্য করেন তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের ও জমিদারদিগের সহায়তায় পতিত স্থানগুলি আবার জনাকীর্ণ হয়, গবর্ণমেন্টের করবৃদ্ধি হয় জমিদারগণেরও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লাভ হইতে থাকে।

নিউম্যান ভারতগবর্ণমেন্টকে সামরিক ব্যয় ও প্রজার ট্যাক্স কমাইবার উপদেশ দিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের নিকট তাঁহার আর একটী বক্তব্যও লাট সাহেবের গ্রাহ্য হওয়া উচিত। তিনি বলেন হিন্দুর প্রত্যেক গৃহস্থ অসময়ের আহারীয়ের জন্য যেমন গোলায় ধান্য জমা করিয়া রাখে গবর্ণমেন্টেরও প্রজার অসময়ের জন্য সেইরূপ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। আমাদের দেশের রাজা ও নবাবেরা চিরকালই এই প্রথা অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। আমাদের পূর্ব্ব কর্ত্তা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও এবিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন। পাটনায় যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ধান্যের গোলা আছে তাহাও এই উদ্দেশে স্থাপিত। এই গোলার উপর যে কয়টী কথা লেখা আছে তাহাতে ইহা স্থাপন করিবার অন্য কোন উদ্দেশ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। "দুর্ভিক্ষ নিবারণের চিরস্থায়ী উপায়" ইংরাজী ভাষায় খোদিত এই কয়টী কথায় বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দুর্ভিক্ষ কালে আপনার দরিদ্র প্রজার সাহায্য করিবেন বলিয়াই এই বৃহৎ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টে খাদ্য সংগ্রহ করা দূরের কথা দুর্ভিক্ষের জন্য সংগৃহীত অর্থও সামরিক ব্যয়ের সঙ্কুলান জন্য ধনাগারে থাকিতে পায় না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের কথায় গবর্ণমেন্টের কি চৈতন্য হইবে না? আয়র্লণ্ডের দুর্ভিক্ষ যে জীবনাশের [illegible] করিয়াছে, দুর্ভিক্ষ যে সম্মুখেই গবর্ণমেন্ট কি তাহা দেখিতে পান না?

আমরা এই অনুরোধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভার নিকট বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস ছিল রক্ষণশীল সম্প্রদায় আমাদের বিরুদ্ধবাদী, উদারনীতিকেরাই আমাদের স্বপক্ষ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভার উদারনীতির ব্যক্তিগণ আমাদের পক্ষ বাদে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন দেখিয়া আমাদের সেই বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে অমূলক হইতেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভার সকল মতের সকল কথায় আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। আমাদের দেশের কোন কোন মহাপুরুষ এই সভায় বলিয়াছেন যে ভারতের প্রজাবর্গ বিলক্ষণ ধনবান, কেহ বা বক্তৃতার ছটায় বড়লাটের তোষামোদ করিতে করিতে বলিয়া ফেলিয়াছেন, ভারতের প্রজা আত্মশাসন চায় না। আত্মশাসন কি তাহা তাহারা বুঝে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাদের কোন অভাবই রাখেন নাই। তাহারা পরম সুখে রামরাজ্যের ন্যায় ব্রিটিশ রাজ্যে বাস করিতেছে। আমরা এই সকল ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের বাণিতে বিচলিত নহি। বিলাতের অথবা ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভার কোন উপযুক্ত ভদ্র বন্ধু ও এই কাক বাণিতে বিচলিত না হন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। বিলাতের [illegible] সাহেবেরা পাইওনিয়ারের, সহচর ও দেশের শত্রু। ইংরাজের মুখে এক কালে এসকল কথা শোনা যায়, দেশীয় তাহারা কটা চামড় ধরিয়াই যে একেবারে ঘরের চরকার কথা ভুলিয়া যান ইহাই আমাদের আক্ষেপের বিষয়। ইহাদের নিকট ও আমাদের কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই কেন না শিক্ষিত ও বিবেচক ইংরাজ মাত্রেই ইহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ হইবেন। ইহারা লজ্জা করিয়াও অজ্ঞাতসারে বিলাতে আন্দোলনের বৃদ্ধি করিতেছেন। তাহাতেই আমাদের মঙ্গল। অত্যাচারের মূল নাশের মধ্যেই নিহিত আছে।

—••—

গরীবের কি মা বাপ নাই?

পাঠক! লঙ্ সাহেবের অনুবাদে নীলকর ও নীলের কুলিদিগের চিত্র দেখিয়াছেন। অনেকে মনে করেন সে দিন আর এখন নাই। ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে ধনী দরিদ্র সমান ব্যবহৃত হইতেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ রাজই হউন আর স্বদেশীয় ইংরাজ হউন, দরিদ্র কুলিদিগের কাহারও হস্তে নিস্তার নাই। "ঢেঁকি স্বর্গে

গেলেও যাব ভাবে গে। দরিদ্র কুলির যাবতীয় অদৃষ্ট কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। ভারতে যখন ব্রিটিশ সিংহের জয়পতাকা প্রথম উড্ডীয়মান হয় তখন অরাজক রাজ্য। মুসলমানের হস্তে বিচারের ভার, ইংরাজের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার। তখন বিলাত হইতে ইংরাজ বণিকেরা ভারতবর্ষে কেবল ধনোপার্জনের নিমিত্তই আগমন করিতেন। রাজ্যশাসন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না—ভারতের উন্নতি সাধন কিম্বা ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষা এ সকল ত দূরের কথা—কেবল অর্থ সংগ্রহ কেবল লুণ্ঠন ইহাই তাঁহাদের লক্ষ ছিল। দরিদ্র জীবন ত তখন পিপীলিকা ও ছারপোকার প্রাণের ন্যায় অনাবশ্যকীয়। ক্রমে সেরাজ গিয়া ইংরাজের হস্তে বিচারের ভার পড়িল। ইংরাজ কর্মচারিগণের বেতন বাড়িল। লুটপাট কমিল বটে, কিন্তু দরিদ্রের অদৃষ্টের কিছুই পরিবর্তন হইল না। তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত জমীদারের এবং জমীদারগণের সহিত প্রজাবর্গের সম্বন্ধ নির্ণয়ের সময়। একটী প্রজা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। জমীদারেরা প্রজাপীড়ন করিয়া তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত যাহা কিছু স্বত্বাধিকার ছিল সমস্তই লোপ করিয়াছিলেন। গরীবের ত মা বাপ নাই। সুতরাং অর্থের বলে জমীদার গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্তী ভূমি সমূহে নিজের স্বত্ব স্থাপিত করিলেন। রাজা টোডরমল্লের সময় হইতে দরিদ্র প্রজা—যেসকল অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল এক ইঙ্গিতে তাহার সমস্তই বঙ্গোপসাগরের অতল জলে ডুবিয়া গেল। তারপর ক্রমে পশ্চিম ভারতের প্রান্ত হইতে একটী বিদ্রোহের শিখা উঠিয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ব্যাপিয়া পড়িল। ইংরাজ অসমর্থ হইলেন। নররক্তের প্রবাহ বন্যার স্রোতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কে কাহাকে দেখে? আপনার প্রাণ লইয়া ইংরাজ, বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, খোট্টা সকলেই ব্যতিব্যস্ত। দরিদ্রের ধন প্রাণ রক্ষা করিবার কেহই তখন রহিল না। ইংরাজের গুণেই হউক আর রাজভক্ত শিখ, নেপালী, গুর্খা অথবা ভারতের শত শত রাজার সাহায্যেই হউক সে ভীষণ সিপাহিবিদ্রোহের অনল নিবিয়া গেল। ইংলণ্ডেশ্বরী রাজ্যভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া প্রচার করিলেন ভারতের প্রজা এখন হইতে অপত্য নির্বিশেষে প্রতিপালিত হইবে, কাহারও আর কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না। কান পাতিয়া শুনিলাম, বড়ই আশা করিলাম ভাবিলাম গরীবের প্রাণ এতদিনে বুঝি রক্ষা পাইবে। ক্রমে ভারতের বক্ষে ইংরাজ পতাকা দৃঢ়রূপে রোপিত হইল দেখিয়া দলে দলে ইংরাজ ভাগ্যান্বেষী ধনসার জন্য ভারতে আসিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে রেলওয়ে, স্থানে স্থানে চা বাগান, নীলকুঠী, কোথাও বা কলকারখানা এইরূপে বিলাতের সওদাগরগণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কারবার আরম্ভ করিলেন। বাগানের মুটে মজুর, কামার, চাপরাসী ছুতার জনমজুরী সকল প্রকার লোকেরই আবশ্যক হইতে লাগিল। এক দেশ হইতে দেশান্তরে কুলি লইয়া যাইবার জন্য স্থানে স্থানে কণ্ট্রাক্টার নিযুক্ত হইল—অর্থের লোভ পাইয়া দরিদ্র কুলি অমনি ছুটিয়া আসিল। তাহাদের সহিত কণ্ট্রাক্টার সাহেব কি বন্দোবস্ত করিলেন তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। কার্য্য স্থলে আসিয়া ক্রমে অত্যাচার। ৬ ঘণ্টার স্থানে ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম, অর্দ্ধেক বেতন, সাহেবের প্রহার, রমণীর উপর বলপ্রকাশ, বিদেশে আসিয়া অর্থোপার্জনের সুখ, গরীবেরা ক্রমে অনুভব করিতে লাগিল। মানুষের প্রাণে কত সহ্য হয় ক্রমেই কড়ার ভাঙ্গিয়া হতভাগ্য কুলি ধন প্রাণ ও রমণীর সতীত্বের দায়ে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

সাহেবের তাহাতে কার্য্যের ব্যাঘাত। সুতরাং পলায়মান কুলিদিগকে কোন প্রকারে আবার টানিয়া আনিয়া রাখিতে শক্তি দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু আদালত হইতে তাহা ঘটিয়া উঠা দায়, সুতরাং আদালত ছাড়িয়া ব্যবসায়ী টম, জোনস্, মাগ্রিগর ও কর নীলকর জঙ্গলকাটা সাহেব দলে দলে গবর্ণমেণ্টের দ্বারে উপস্থিত হইল। গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন সামান্য "কালা আদমী"দের অনাবশ্যকীয় প্রাণের জন্য বণিক ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয় সুতরাং ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ে একটী আন্দোলন করা আবশ্যক। ইংরাজের নিকট ব্যবস্থাপকের দ্বার অবারিত। যে যখন যে আবদার করে ব্যবস্থাপকসভার অজাতশত্রু এমনি প্রবল যে সভ্যেরা বিদূষিত, জ্ঞানশূন্য হইয়া, সাধারণ লোকের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ না রাখিয়া দুই একজন ঐ আবেদনে ব্যবসায়ীর প্ররোচনায় এক অদ্ভুত প্রকারের আইন প্রস্তুত করিয়া বসিলেন। এই আইন খানির মর্ম্ম আজ আমরা পাঠককে অবগত করিব। ইহা ১৮৫৯ সালের ১৩ আইন। যে সকল কুলি ব্যবসায়ী সাহেবদিগের হস্ত হইতে পলাইয়া যন্ত্রণার দায় এড়াইতে চায় ইহাতে সেই সকল দরিদ্রের দমন করিবার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। সম্প্রতি এই আইনটী লইয়া যে আন্দোলন হয় নাই তাহা নহে। কোন কোন সম্বাদ পত্রিকায় ইহাকে আফ্রিকার দাস ব্যবসা বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালীর আন্দোলন চিরস্থায়ী নহে। আমরা যখন কোন বিষয়ের যে সাময়িকতা সম্বন্ধে একখানি সম্বাদ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিলেই আন্দোলনের চূড়ান্ত হইল; দরিদ্র কুলির উপর অত্যাচারও তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ও সাহায্য একথা একবার শুনিবামাত্রেই আমাদের শিরায় শিরায় যেন প্রবল বেগে রক্ত ছুটিয়া উঠিল দুই চারিবার আন্দোলনের পর একবারেই আমরা সে কথা ভুলিয়া গেলাম। বাস্তবিক এরূপ আন্দোলনের কোন উপকারিতা নাই। ১৮৫৮ অব্দের ১৩ আইনে যে কঠোর ব্যবস্থা লেখা আছে তাহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক। কোন সভ্য জাতির হস্তে এরূপ কঠোর আইন প্রচলিত হওয়া অপেক্ষা বর্ব্বরতার পরিচয় আর কিছুই হইতে পারেনা। ইহাতে লেখা আছে কুলিদের নিয়োগকর্ত্তা তাহাদের সহিত মুখে মুখেও যদি কোন রূপ বন্দোবস্ত করেন আর সেই বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিয়া কুলিরা যদি পলায়ন করে তবে মাজিষ্ট্রেট তাহাদের তিনমাস কাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড দিবেন। কথাটী শুনিবামাত্র সমগ্র বঙ্গদেশটা জ্বলিয়া উঠিল। আবার কালের চক্রে সে আন্দোলনের বেগ ক্ষীণ হইয়া সকলকেই নীরব করিল। আইন ও যেমনি ১৮৫৯ খৃঃ অব্দ হইতে ২৭ বৎসর কাল অবিরামে যথা দরিদ্রের উপর পীড়ন করিতে লাগিল। এতদিনের পর কুলিদের উপর আর একটী নূতন আইন জারি হইয়াছে তাহার সমালোচনা করিতে গিয়া সুযোগ্য সহযোগী "বেঙ্গলী" সেই পুরাতন ১৩ আইনের কাহিনী বর্ণন করিলেন। নীরবে ভারতের সম্বাদ পত্রগণ কুলিদের উপর যে অত্যাচার দেখিয়া আসিতে ছিলেন আজ বেঙ্গলী তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া সাধারণকে কাঁদিতে বলিলেন। পাঠক! প্রতিবিধান করিবার কি ক্ষমতা আছে? না শুধু আমাদের মত কাঁদিয়া গাহিয়াই নিশ্চিন্ত হইবেন। কেহ যদি ক্ষমতাবান হন আইনকর্ত্তাগণকে এই ঘৃণিত ১৩ আইনের সংশোধন করিতে বাধ্য করিবার যদি কাহারও সাধ্য থাকে, তবে তাঁহারা নিম্নে আইনটীর অনুবাদ দেখিয়া ইহার নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাইতে পারিবেন।

"যেহেতু কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই এবং অন্যান্য প্রেসিডেন্সির শিল্পী, মজুর ও শ্রমজীবী, তাহাদের নিয়োগ কর্ত্তাগণের সহিত যেরূপ বন্দোবস্তে অগ্রিম বেতন লইয়া কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহা প্রায়ই ভঙ্গ করিয়া প্রতারণা প্রদর্শন পূর্ব্ব

মধ্য এসিয়ায় রুষ খাঁর গবর্ণর এক প্রকার ঘোষণা করাইয়াছেন। পারস্য কি উজবেগ কেহই আর রুষকে গুপ্ত প্রবেশ করিতে আপত্তি করে না। আবার কমরুক-হৈন্দপর্ব বেষ্টন করিতে আসিয়াছেন। পারস্য দেশে রুষের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ একজন মুসলমান। রুষ বিশ্বাস করিয়া একজন মুসলমানকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিতে পারেন। ইংরাজ সাহস করিয়া বাঙ্গালীকে একজন সামান্য সৈনিকের পদও দিতে পারেন না।

ইষ্ট বলেন সম্প্রদায় ব্যক্তিগণকে যে সমস্ত সর্টিনা দেওয়া হয় তাহাতেও তাঁহাদিগকে "ভুমি-শ্যে" সম্বোধন করা হয়। এরূপে ভদ্রলোকের সম্মান হ্রাস করা উচিত নহে।

মহারাজ দলীপসিংহকে নাকি বিলাতে লইয়া যাওয়া হইবেনা। সেখানে তাঁহার আসবাবের জিনিস পত্র ধুমধামে বিক্রীত হইবে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে লইয়া যে কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। যদি তাঁহাকে ভারতে না আসিতে দেওয়া হয় তবে উক্ত বিষয় কখনই স্থির হইবে না।

গ্লাডষ্টোন আয়রলাণ্ড শাসন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে ৩½ ঘণ্টায় ১৫০০,০০০ কথা আছে। হিসাব করিলে মিনিটে ১২০টী কথা হয়। গ্লাডষ্টোন এত কথায় কখনও বক্তৃতা করেন নাই।

রাউলপিণ্ডিতে একদল শিকারী বালক শিকার করিতে বাহির হয়। দলের ভিতর কয়েকজন দেশীয় ও কয়েকজন ফিরিঙ্গীর বালক ছিল। উহারা পরস্পরে কলহ করে। তৎপর ফিরিঙ্গী বালকগণ গুলি করিয়া দেশীয় বালকদিগকে আহত করিয়াছে ডেপুটী কমিশনর বিচারে স্থির করিয়াছেন এরূপ ঘটনা অসাবধানতা প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকিবে। ইংরাজ অপরাধী হইলেই অসাবধানতা "দোষাপূর্ব্বক" এইরূপ বিচার করা একরকম জজদিগের অভ্যাস। আমরা ও তাহা বেশ সহিয়া আসিতেছি। কিন্তু বালকের উপর অত্যাচার উঠাইয়া দেওয়ার কি হেতু প্রকাশ পায়?

বিলাতের মিসনারী সভা হইতে ভারতে এক দল স্ত্রী চিকিৎসক প্রেরিত হইবে। ইহাদের সহিত লেডি ডফরিণ ফণ্ডের কোন সংস্রব নাই। খ্রীষ্টীয় মসনরির নিকট ভারত বিশেষতঃ বঙ্গদেশ অশেষ প্রকারে ঋণী। সেই জন্যই আশা করা যায় ভারতের রমণীগণের পারিবারিক দুর্দশা ইহাদের হস্তে ঘুচিবে।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর হোল্কারের মহারাজা কেশবের পরিবারবর্গের জন্য পেনসনের আকারে মাসিক বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার হোল্কার মহারাজকে এক-বার ধন্যবাদ দেন। প্রতাপচন্দ্রের কথিত কথা কহিতে কহিতে মহারাজ বলিয়াছেন আমি কেশ-বের পরিবারবর্গের জন্য এমন কি করিয়াছি যে আপনার ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারি? অদ্য হইতে ঐ বৃত্তি দ্বিগুণ হউক। বর্ত্তমান স্ত্রী পুত্র আমার নিকট যে দিন হইতে বৃত্তি পাইতেছেন সেই দিন হইতে এই দ্বিগুণ হিসাবে প্রাপ্ত হইবেন। এমত উদারতা কে দেখাইতে পারে? এই গুণেই হোল্কারের পিতৃপুরুষগণ অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই গুণেই রাজামধ্যে ম রাজ্যের প্রজাবর্গ তাঁহাকে পিতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে। কেশবের পরিবারবর্গের সহিত আমরাও মহারাজের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি। উপর হইতেও সেই মহাত্মার দেবাত্মা কৃতজ্ঞতার অশ্রু ফেলিয়া হোল্কারের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছেন।

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সিমলায় গিয়া হিন্দু মুসলমান, শীখ বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানি প্রভৃতি ভারতের সকল জাতির ও সকল ধর্ম্মের লোকদিগের মধ্যে ঐক্যতাপন মানসে একটী সভা স্থাপন করিবার চেষ্টায় আছেন। সভায় ধর্ম্ম বা রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা হইবে না। আলোচ্য বিষয় কি তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

পৃথিবীর মধ্যে প্রতিবৎসর প্রায় ৪৩,০০০,০০০ গুলি সন্তান জন্মে প্রতিদিন ১১৭,৮০৮। প্রতি মিনিটে ৮০টী করিয়া জন্ম। উহাদের মৃত্যু সংখ্যা বার্ষিক ৩১০০০,০০০। দৈনিক ১০৩ ৮৯৯ প্রতিমিনিটে ৭৪। গড়ে ১০৬ জন পুত্র সন্তান ও ১০০ জন কন্যা সন্তান জীবিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। বৎসরের শেষে পুত্র কন্যার সংখ্যা প্রায় সমান হয়।

বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ের চাকদহ ষ্টেসনে একটী ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। একখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ি কর্ম্মচারিগণের অনবধানতায় আর একখানি মাল গাড়ির উপর আসিয়া পড়ে। অনেকগুলি যাত্রীর হস্ত পদাদি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। তিন জনের নাকি প্রাণও গিয়াছে। চাকদহ ষ্টেসন মাষ্টার নিরুদ্দেশ। গার্ড ও পয়েন্টস্‌ম্যানের দোষেই এই ভয়ানক কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে।

কিছু দিন হইল তারকেশ্বর হইতে এক ব্যক্তি কয়েকজন স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া ট্রেনে বালিগঞ্জ ষ্টেসনে আসিতেছিলেন। স্ত্রীলোকেরা অতন্ত্র গাড়িতে ছিল। বালিগঞ্জ ষ্টেসনে পুরুষটী স্ত্রীলোকগণকে যেমন নামাইতে যাইবে এমন সময় গাড়ি ছাড়িয়া দেয়। তাঁহার নিকট উহাদের টিকিট ছিল। গাড়ি কলিকাতা পঁহুছিলে স্ত্রীলোকগণকে লইয়া রেলওয়ে কর্ম্মচারিরা গোলযোগ উপস্থিত করে। ষ্টেসন মাষ্টার পর্য্যন্ত ও স্ত্রীলোকদিগের মুখে বিপদের কথা শুনিয়া বালিগঞ্জ ষ্টেসনে তদন্ত করিলেন না। গাড়ী চলিলে গোলে বালি-গঞ্জের ষ্টেসন মাষ্টারকে ঘটনার বিষয় অবগত করান হয়। তিনিও সে বিষয়ে কলিকাতায় কোন সমাচার প্রেরণ করেন নাই এই অবস্থায় স্ত্রীলোকগণ মহা বিপদে পড়েন। এক ব্যক্তি দয়া করিয়া ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট স্ত্রীলোকদিগের জামিন হইয়া উহাদিগের বাসায় রাখিয়া আসেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বালিগঞ্জ হইতে তাহাদের অভিভাবক কলিকাতায় আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া যান। রেলওয়ের কর্ম্মচারী হইলেই কি একেবারে দয়াশূন্য হইতে হয়?

নবাব আবদুল লতিফের স্ত্রীত্ব কার্য্য শেষ হইল। তিনি ভূপাল হইতে বিদায় হইয়া আসিতেছেন। বোধ হয় তিনি সর লিপেলের মনের মত লোক নহেন।

দারজিলিংয়ের কোন সহযোগী বলেন। নেপালে যাইবার বিলক্ষণ আয়োজন হইতেছে। নেপালীরা ইংরাজ রাজ্যের সহিত কারবার ও ব্যবসা বন্ধ করিয়াছে। নেপালের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। অনেক সৈন্য ও সংগৃহীত হইয়াছে।

কাতরায় বলেন মৎস্য জাতি ১০০০ বৎসর জীবিত থাকা সম্ভব।

জনাই হইতে শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন জনাই গ্রামে "বালক পাঠ্যসমিতি" নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। বালকগণের চরিত্রের উন্নতি, পরোপকার, সৎকার্য্যে আস্থা, বৃদ্ধি করাই এই সভার উদ্দেশ। দেশের লোকের উচিত বালকগণকে সাহায্য করা।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপনটী প্রকাশ করিতেছি আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় হইতে আগামী আষাঢ় মাস হইতে খণ্ডে খণ্ডে "আদ্য মন্ত্র ব্রাহ্মণ" গ্রন্থ মূল, টীকা নাগর অক্ষরে ও বঙ্গ অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। ইহা সম্ভবত ১৫০ ফর্ম্মা হইবে। প্রতিখণ্ড ডিমাই আকারে ১০ ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশ হইবে। আগামী ৩১ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে মূল্যের টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবেক। জ্যৈষ্ঠ মাসের পর টাকা পাঠাইলে পশ্চাৎকার হিসাবে মূল্য দিতে হইবে। টাকা না পাইলে কাহারও নিকট পুস্তক প্রেরিত হইবে না, এ সম্বন্ধে টাকা ও পত্রাদি অপর চিৎপুর রোড

বিজ্ঞাপন।

অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত অমোঘ "অনন্ত"।

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও প্রকাশিত।

৩৭ নং বোসপাড়া লেন পটলডাঙ্গা,—কলিকাতা।

এই "অনন্ত" জনৈক মহামহোপাধ্যায় সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। উক্ত মহাত্মা আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ পুরঃসর অষ্ট ধাতু দ্রব্য নির্ম্মাণ, ও বিদ্যুতীয় গুণসংলগ্নকরণ প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করাইয়াছেন। আমি ঐ সকল কার্য্য শিক্ষা করিয়া অষ্ট ধাতুর দ্বারা কয়েকটী "অনন্ত" নির্ম্মাণকরতঃ চিরব্যাধিগ্রস্ত কয়েকজন ব্যক্তিকে ধারণ করাইয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহারা অতি অল্পকাল মধ্যেই শরীরস্থ সমস্ত ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, সেই জন্যই সাধারণের উপকারার্থে স্বদেশের শুভ কামনায় আমার এই অষ্টধাতু নির্ম্মিত "অনন্ত" প্রচার করিলাম।

এই "অনন্ত" স্বর্ণ, রৌপ্য তাম্র সীসা, রাং দস্তা, লৌহ, পারদ, এই অষ্ট ধাতুতে বিনির্ম্মিত ও ইহা ক্রমান্বয়ে তাম্র ধাতুর উপর অপর সাতটী ধাতু খচিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে প্রথম ভূমিকা ও মধ্যে ১ রস পারদ স্থাপিত আছে, এতদ্বারাই বিদ্যুতীয় কার্য্য উৎপাদন করিয়া অষ্ট ধাতুর গুণ ক্রমশঃ শরীরে প্রবেশ করাইতে থাকে। ইহাতেই শরীরে, রক্ত পরিষ্কার করতঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ পূর্ব্বক ক্রমশঃ মেধা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই "অনন্তকে" জীবন রক্ষার মূল ঔষধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি মুক্তকণ্ঠে বিশ্বস্তরূপে বলিতেছি যে এই সন্ন্যাসী প্রদত্ত আমার এই অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত "অনন্ত" ধারণ করিলে পর শরীর সম্বন্ধীয় নানা প্রকার ব্যাধি বিনাশ ও ভবিষ্যতে কোন ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে হইবে না।

ইহা ধারণে বাত, কুষ্ঠরোগ, প্লীহাপীড়া, মেহ, ধাতু দুর্ব্বলতা, রক্তামাশয়, শিরঃপীড়া, পুরাতন জ্বর রক্তপিত্ত হাঁপানী, অর্শ, অম্লরোগ, অগ্নিমান্দ্য স্ত্রীলোকের শ্বেত প্রদর, মৃগিরোগ ক্ষীণ ধাতু, বাধক ও ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগসমূহ আশ্চর্য্যরূপে আরাম হইয়া দিন দিন দেহের কান্তি বৃদ্ধি করত শরীর পুষ্ট করিতে থাকে।

আজ কাল নানাপ্রকার ঔষধি ধাতুনির্ম্মিত রক্ষা কবচ ও অঙ্গুরী ইত্যাদি যাহা অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে তাহা যে কতদূর সত্য আমরা তুলনা করিতে চাহি না কিন্তু মহোদয় রত্ন ভ্রমে কাঁচ ক্রয় করিবেন না।

ছোট ও বড় প্রত্যেক "অনন্তর" মূল্য ২৲ ডজন ২০৲ টাকা। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬টী ।৵০ ৭ হইতে ১২টী ।৶০ আনা। অর্ডার পাইলে ভ্যালুপেয়েবল পার্শেলে মাল পাঠান যাইবে। আর বিদেশীয় মহোদয়গণ "অনন্ত" ক্রয়কালীন অনুগ্রহ করিয়া হস্তস্থিত মাপ পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন এবং সকলের নাম ও ধাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিবেন।

---

*"অনন্তর যেসকল স্থানেধাতু খচিত হইয়াছে তাহা এক একটী করিয়া মিলাইয়া লইবেন আর উক্ত সন্ন্যাসী আদেশমত প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে ফটকিরির জল দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন।'

—●●—

অষ্ট ধাতুর বৈদ্যুতিক আংটী।

অযৌক্তিক মতের কিছু বৈজ্ঞানিক অপূর্ব্ব রহস্য।

যাঁহারা মনে করেন বৈদ্যুতিক চিকিৎসা ইংরাজী মত তাঁহারা একবার দেখুন, ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কি স্ত্রী কি পুরুষের যত কিছু দুশ্চিকিৎসা দুলীভূত রোগ আছে, সমস্ত নির্দ্দোষে আরোগ্য হইতেছে। এমন রোগ নাই যাহা ইহাতে আরোগ্য না হয়। সুস্থ শরীরে ধারণ করিলে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয় ইহা ধারণে বায়ু পিত্ত কফের সামঞ্জস্য অতি আশ্চর্য্যরূপে রক্ষিত হয়। শত শত প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা রৌপ্য ফ্রেমে আঁটা ও দেখিতে অতি সুশ্রী, সখ্ করিয়া পরিবার উপযুক্ত অলঙ্কার। মূল্য ২৲ প্যাকিং ৵০ এক প্যাকে ৫টী যায় ও একত্র পাঁচটী লইলে ১ টাকা, কমিশন দেওয়া যায়। এক্ষণে আমরাই ইহার একমাত্র এজেণ্ট হইয়াছি। অঙ্গুলির মাপ পাঠাইবেন কারণ সকল মাপেরই প্রস্তুত থাকে।

ভারতবর্ষের একমাত্র এজেণ্ট—শর্ম্মা ব্রাদার্স।
নং ৬ মহেন্দ্রবসুর গলি, শ্যামবাজার—কলিকাতা।

—●●—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট কেস, থারমমিটার, ৩৩ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসম্বলিত ১২ শিশি কর্ক, চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাক মাশুলসহ ৷৶১০ এক টাকা আধ আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল প্রকারের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১ড্রামের মূল্য ।০ এবং বহুমূত্রপীড়ার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১।০ দেড় টাকা ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১৲ আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত ভ্যালুপেয়েবল পার্শেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারী।

নং ৩ মৃজাপুর ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই নূতন ঔষধালয়ে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, উর্দ্দু, হিন্দি বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকাদি এবং চিকিৎসোপযোগী দ্রব্যাদি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। কলেরার বাক্স ১২ শিশির ডাং রুবিনীর কর্পূরের আরক ও পুস্তক সহ মায় প্যাকিং ৫৲ গার্হস্থ চিকিৎসার পুস্তক সহ ৬০ শিশির বাক্স মায় প্যাকিং ১২৲।

—●●—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

জে এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

এখানে ক্রমান্বয়ে কয়েকখানি জাহাজে লণ্ডন আমেরিকা ও জর্ম্মণি হইতে বিস্তর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, কর্ক, শিশি ও যন্ত্রাদি আনীত হইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এলেন এনসাইক্লোপিডিয়া মূল্য ১৮০ হানিমান মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২৪ প্রভৃতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০ ক্রম ১।০ মাদারটিং ।৶০ নিম্নক্রম ।০ এবং ২৩ ক্রম ।৶০ হিসাবে বিক্রয় হয়। ১২ শিশির ওলাউঠার বাক্স মায় পুস্তক ৪॥ ঐ ক্যাম্ফরসহ ৫৲ ও সাধারণ চিকিৎসার পুস্তক সহ ২৪ শিশির ৮॥, ৩০ শিশির ১০।০ ৪০ শিশির ১৪,৪৪ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ১৬৲ ৬২ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ২৫৲।২০০ শিশির উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও থার্ম্মমিটার সহ ৮০৲ থার্ম্মমিটার ৪।০ ও ৫ (ক্যাটেলগ বিস্তবণীয়।) (সমস্ত বাক্সর সহিত পুস্তক ও কোটা চালিবার যন্ত্র পাওয়া যায়) ঠিকানা ১১৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার।

—◆◆—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহা মেলায় এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—◆◆—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা প্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে নূতন অক্ষরে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অনরেবল কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

—◆◆—

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৻১০
২ য় ভাগ	৵০	৻১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৻১০
২ য় ভাগ	৵০	৻১০
৩ য় ভাগ	৵০	৻১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	৻১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ৴১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০৲ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৬। টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রোপরাইটার দায়ী নহেন।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক বহড়া চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৩০ শ ভাগ।   "স্বকর্ম্মণা· প্রকর্ম্মাঙ্গিনায় যাক্সিব: অবকলী অমিকমলী ন কীয়না।"   ৩৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০

১২৯৩ সাল। ২৫ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮৬। ৭ ই জুন।
৭ রিপনাব্দ। ২৫ এ জ্যৈষ্ঠ।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩৷০ টাকা।

—৩৩—

কর্ম্মখালি

"পলিতা নবঃ ইংরাজী স্কুলের জন্য একজন প্রধান পণ্ডিতের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ১৫৲ টাকা। যিনি কোন প্রধান শ্রেণীর বর্ণ্যাল স্কুল হইতে ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং শিক্ষকতা কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী তাঁহারই আবেদন গ্রাহ্য হইবে। আগামী ১০।১২ই জুন পর্য্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা যাইবে। আবেদনকারী

কায়ক হইলে বাসা খরচ ইত্যাদি ও না লাগিতে পারে। উক্ত স্কুল ছোট্রাজ বেঙ্গল রেলওয়ের শিঙ্গা ষ্টেষণ হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ঐ স্থানের জলবায়ুও উত্তম। ইতি—

এ দিলাম
সম্পাদক, পলিতা স্কুল
বোড় টা পোষ্ট জেলা যশোর।

—◆◆—

উদ্ধার করা হইয়াছে। কুষ্ঠ পারা, উপদংশ, মেহ, অর্শ, গম্ভীর বা মস্তিষ্কবিকার, ইন্দ্রিয়জনিত পীড়া, বাত, শীরঃপীড়া শূল, জ্বর প্লীহা প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ (ভিন্ন ভিন্ন অনুপান যোগে) উহা সেবন করা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ প্রস্তুত করিতে প্রভূত অর্থ ব্যয় হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা শতকার টাকা লইয়া দিয়া থাকি। বায় ডাক মাশুল ৫ টাকা পাঠাইলে এবং পাওয়া যায়। অনেক বড় বড় লোকের সহিত এই ঔষধের সম্পর্ক আছে। কো রোগের জন্য কেহ গোপনীয় পত্র লিখিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না। কলিকাতায় এই ঔষধের বিশেষ আদর হইয়াছে, প্রতি দিন ৫০ টী বিক্রয় হইতেছে। ঔষধ পাইবার ঠিকানা—উকীল এবং ম্যাজেষ্টেটের আফিসের ম্যানেজার। নং ১৪৩ অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা। টাকা কড়ি ঐ ঠিকানা ও ঐ নামে মণি অর্ডার করিয়া পাঠাইবেন।

প্রেরিতপত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

গ্রীষ্ম বর্ণনা।

বসন্ত হইল অন্ত গ্রীষ্ম আগমন,
প্রকৃতি নূতনরূপ করিল ধারণ
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপ ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে
জীবদেহ দহে যাহে ভীষণ আকারে।
অনিল অনল সম ভীষণতা ময়
পরশে দিবসে তার দেহ দগ্ধ হয়।
দণ্ড দেখে দল বাঁধি বালকের দলে
আনন্দেতে চলে নদী সরোবর জলে।
জল ছাড়ি স্থলোপরি উঠিতে না চায়,
লম্ফ ঝম্প করে কত হাবু ডুবু খায়।
মরীচিকা মনোহর ভীম মূর্ত্তি ধরি
খেলিছে সুদূরে যেন সাগর লহরী।
দুরন্ত তপন তপ্ত শ্রান্ত পান্থ জন
শান্তভাবে বৃক্ষ ছায়ে করিছে শয়ন।
তৃষ্ণার্ত্ত পথিক দল তৃষ্ণার জ্বালায়
জলাশয়ে জল আশে দলে দলে যায়,
অলস বিলাস প্রিয় ধনশালী নর
আরাম না পায় কভু রয়ে হর্ম্ম্যোপর।
কুটীরে কুটীর বাসী দরিদ্র মানব
জন আন্ত অনিদ্রার নাশে শ্রান্ত সব।
সুমিষ্ট ফলের তরু চারু বেশধারী
সকল প্রকারে তোষে মানস সবারি,
সহকার তরু শ্রেণী ফল সহকারে
রসাল রসালে তোষে রসনা সবারে।
নারিকেল, আম, জাম, খর্জ্জুর কাঁটাল
নানা ফল ধরে তরু নিদাঘের কাল।
বেলা অবসানে মেঘ আকাশে প্রকাশে
ঝড় বৃষ্টি প্রকাশিত যেন সৃষ্টি নাশে।
বৃক্ষ বন তার কত করি চুরমার
চারি দিক করে যেন সব ছার খার।
নব জল তাতে জীব আনন্দিত মন
চাষার হৃদয়ে হয় আশার বর্দ্ধন।
নানা জাতি ফুল ফুল কাননে কাননে
মাঝে সমীরণ যোগে সৌরভ প্রদান।
বিহগ বিমান দেশে হর্ষ দিন শেষে
প্রীতিসহ গায় গীতি অতি মৃদু বেশে
এইরূপে নিদাঘের বিচিত্র প্রকার
করুণাময়ের করে করুণা প্রচার।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার
হারডাঙ্গা।

— ●● —

মহাশয়! আপনার জামালপুরস্থ সংবাদদাতা অত্রস্থ রবিবাসরীয় বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে অনর্থক ছয়টী বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন নিম্নে তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম।—

১ম। রবিবাসরীয় সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপনের পূর্ব্বে শিশু দলের বঙ্গশিক্ষালয়টী উঠিয়া যায় নাই।

২য়। উক্ত রবিবাসরীয় পাঠশালার জন্য যে চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহা ছাত্রদিগকে পারিতোষিক দিবার জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে।

৩য়। গবর্ণমেণ্ট উক্ত বঙ্গবিদ্যালয়ে কেবল বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্কুল কমিটীকে অনুরোধ করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাবে অনুমোদন না করায় গবর্ণমেণ্ট এড্ বন্ধ করেন। বিদ্যালয়টী ইহার পরেও মান্যবর শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের যত্নে ৩।৪ মাস চলিয়া গত সেপ্টেম্বর হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

৪র্থ। আমরা বিশেষ জানি গত জানুয়ারী মাসে হরিসভার এক সাধারণ অধিবেশনে সভ্যগণ কর্ত্তৃক রাখাল বাবুর উপর হরিসভার অন্তর্গত টোলের বিশেষ ভার দেওয়া হইয়াছে; এবং তদনুসারে তিনি আজপর্য্যন্ত সেই ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। অতএব হরিসভার টোলের সহিত রাখাল বাবুর বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

৫ম। "যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুসংহিতা আধ্যাত্মিক ভাবে পর্য্যালোচনা করিবার জন্য কিছু পড়াশুনা আবশ্যক"। সত্যই তো। সংবাদদাতা মহাশয়ের যদি কিঞ্চিন্মাত্রও ঐ সকল পড়াশুনা থাকিত, তাহা হইলে তিনি এরূপ কথা কখনই সাহস করিয়া লিখিতে পারিতেন না। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণকে কূটস্থ চৈতন্য, কুরুক্ষেত্রকে অন্তর্জ্যোতিভূমি অর্থাৎ শরীর, ধৃতরাষ্ট্রকে মন, সঞ্জয়কে প্রজ্ঞাচক্ষু; পঞ্চপাণ্ডবকে পঞ্চতত্ত্ব, দুর্য্যোধনাদিকে অন্তর বিকৃতবৃত্তি সকল ইত্যাদি ভাবে গ্রহণ করিয়া মহাত্মাগণ গীতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলা যায়। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যও মনুসংহিতার এরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

৬ষ্ঠ। "১৮ই ফাল্গুনের সংবাদের প্রতিবাদ ১৪ই বৈশাখে প্রকাশ করিয়া পত্রপ্রেরক 'আপনাকে খুব বিবেচনার পরিবর্জ্জিত প্রমাণ করিয়াছেন।" ইহাতে বেশী কিছু বলিতে চাহি না, কেবল এইমাত্র বলিয়াই শেষ করিব যে, সংবাদদাতা মহাশয় এক আধবার নয়, ১৮ ই ফাল্গুন হইতে ক্রমাগত মিথ্যা কথা লিখিতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র চৈত্রমাস তাহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন দেখিয়া আমরা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কাজেই আমরা ১৮ই ফাল্গুনের সংবাদের প্রতিবাদ ১৪ই বৈশাখে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমরা বুঝিতে পারি নাই যে তিনি পুনঃ পুনঃ মিথ্যা লিখিতে সাহসী হইবেন।

জামালপুর }
৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ }

একান্ত বশম্বদ
শ্রীভোলানাথ গুপ্ত।

আমাদের কোন সংবাদদাতা যে আমাদিগকে মিথ্যা সংবাদ দিয়া থাকেন সে কথা আমরা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের সংবাদদাতাগণ সকলেই সুশিক্ষিত, উন্নত চরিত্র ও সত্যবাদী। এই বিশ্বাসেই তাঁহাদিগের উপর আমরা নির্ভর করিয়া থাকি। কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা এই পত্রখানি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের যে কিছু দোষ আছে সাধারণে তাহা জ্ঞাত হইয়া সংশোধনের উপায় করেন ইহাই আমাদের ইচ্ছা। সংবাদদাতার সংবাদ যদি মিথ্যা হয় ভোলানাথ বাবু বলুন তাঁহার কোন্ সংবাদটী মিথ্যা, এবং তাহার প্রমাণ কি? এবিষয়ের সন্তোষজনক প্রমাণ পাইলে আমরা ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সাবধান হইব। ভোলানাথ বাবুও আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন। সংবাদদাতাও বিশেষ প্রমাণ দিয়া তাঁহার প্রকাশিত

হইয়াছেন। যেখানে ভক্তি, যেখানে ভালবাসা, সেখানে ইংরাজ সকল কথায় কর্ণপাত করেন না। আর যেখানে বিভ্রাট, যেখানে ভয় [illegible] অত্যাচার সেই খানেই তাঁহার অধিক মনো আকর্ষণ করে। ইংরাজ যদি ভগবানের ন্যায় ভক্তি ও আদর পাইয়া কিছুই পরাজিত হইতেন তবে এতদিনে ভারতবাসী বিমল শান্তি উপভোগ করিতে পারিতেন। ভারতবাসীও যে ভক্তি ভাবে রাজ ইংরাজকে সেবা করিতেছেন সেইরূপ যদি জগদীশ্বরে অর্পণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে এতদিনে ভগবান আসিয়া তাঁহার সকল দুঃখ নিবারণ করিয়া ভারতে বৈকুণ্ঠ রাজ্যের বিস্তার করিতেন। কিন্তু এসকল প্রলাপবাক্য মাত্র। আমরা ভারতের ন্যায় উচ্চও হইতে চাই না, আইরিস লর্ডদিগের ন্যায় অবিমৃষ্যকারী হইয়া পরিত্যাগ করিতেও চাই না। রাজদ্রোহিতা ভারতবাসীর চরিত্রের কোন অংশেই নহে। আমাদের জীবন চিরদিনই রাজভক্তির উপাদানে গঠিত। এই রাজ ভক্তিতেই আমরা নিজের স্বার্থাধিকার লাভ করিব ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা ধৈর্য্যহীন হই নাই অশান্ত হই নাই। সহিষ্ণুতার সুন্দর ও সরল পথে চলিয়া যাহা পাওয়া যাইবে বাহুবল বা বাহুবলপ্রাপ্ত অধিকার অপেক্ষা তাহার যে অধিককাল স্থায়িত্ব ইহা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি।

—**—

এবৎসরের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা।

এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থিগণের অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কত বালকের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা পরীক্ষার অগ্নিতে পুড়িয়া গিয়াছে। কত দরিদ্র অভিভাবকের যত্ন চেষ্টা একেবারে বিফল হইয়া গিয়াছে। যাহারা ভাবিয়াছিলেন পাড়া গাঁয়ে ছেলে রাখিলে ছেলের কিছুই লেখা পড়া হইবে না, লেখা পড়া শিখাইতে হইলে বালককে প্রথম হইতে কলিকাতায় রাখা আবশ্যক, তাঁহারা বহুদিন ধরিয়া কষ্ট স্বষ্টে ছেলের বেতন, পুস্তক ও বাসা খরচ যোগাড় করিয়া আসিতেছিলেন, ছেলেরাও এক বৎসর কাল রাত্রিজাগরণ করিয়া, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া অবশেষে পরীক্ষা দিল, দেড়মাস পরে গেজেট দেখিয়া মলিন বদনে সকলেই ফিরিয়া আসিল। একেবারে ৭০ জন পরীক্ষার্থীর নিরুদ্দেশ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কখনও যে হইয়াছে ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। কলিকাতার ছাত্রগণ একেবারে সমভূম হইয়াছে। মফস্বলেরও যে সন্তোষজনক ফল তাহা কোনরূপে বলা যাইতে পারে না। ১৩২৩ জনের মধ্যে ৬০৫৬ জন হইলে যাঁহারা ফেল পড়িল ইহার কারণ কি? কেহ কেহ বলেন কলিকাতার ছেলেরা যত চেষ্টা,লেখা পড়ায় তাহাদের যত্ন নাই, পরিশ্রম করিতে তাহারা পরাঙ্মুখ। মফস্বলের ছাত্রগণ কোশামির কিছুই জানে না। সভা সমিতিতে করতালি দিতে যায় না, রাজ নীতির বাতাস পাইয়া ফুলিয়া উঠে না। তাঁহারা মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করে, পিতা মাতার দারিদ্র্য ঘুচাইবার জন্য খুব বিজ্ঞ পরিশ্রম করে, সুতরাং তাহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতকার্য্য হইয়া আনন্দ মনে ঘরে ফিরিয়া আসে। একথাটী নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কিন্তু কলিকাতার ছেলেরা এক বৎসরের মধ্যেই কিছু আর জেঠার শিরোমণি হয় নাই। প্রতিবর্ষেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কলিকাতার ছাত্রই অধিক পাস হয়। এবৎসর একেবারেই যে তাহারা এ চোটে পাকিয়া গেল ইহা কিছু সম্ভবপর নয় বিশেষতঃ জেঠা থাকিয়া তাঁহারা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে খাতি প্রতিপত্তি পাইয়া আসিয়া থাকে এ বৎসর তাহা না হইবার কারণ কি? কালের স্রোতে বংশ পরম্পরায় বুদ্ধিও প্রবণশক্তি কিছু আর কমিয়া যাইতেছে না। অভিভাবকগণের অবস্থাও কিছু এত ভাল হয় নাই যে তাঁহারা পুত্রগণকে লেখা পড়া শিখিবার জন্য স্বীকার করিতে দ্বিধা কুণ্ঠিত হইবেন। বিদ্যালয় সমূহে কিছু অপেক্ষাকৃত অযোগ্য ও অশিক্ষিত শিক্ষকগণ নিযুক্ত হয় নাই যে ছেলেরা একবৎসরেই তাঁহাদের হস্তে গর্দ্দভ বনিয়া যাইবে, এইসকল স্থূল কারণের কিছুই বর্ত্তমান নাই। দেশের লোকে বড়ই দরিদ্র হইতেছেন তত্রই তাঁহাদের ঘটি বাটী বিক্রয় করিয়া বালকগণকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য যত্নবতী হইতেছে, পাসের আদর দেশের ভিতর যে কত বাড়িয়াছে তাহা এক বিবাহের সময়েই বুঝিতে পারা যায়। শিক্ষকগণের শিক্ষাপ্রণালী যে দিন দিন সংস্কৃত হইতেছে, সাধারণতঃ শিক্ষকেরা যে গত বর্ষ শিক্ষা কার্য্যে অধিক পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন এত কেমন রিপোর্টে ইনস্পেক্টারগণের মন্তব্য তাহা স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায়। কলিকাতার জল বায়ু এমন কিছু দূষিত হয় নাই, সেখানে গুপচটে বসিয়া পাঠাভ্যাস করা অথবা রাঢ় অঞ্চলের ন্যায় কলাইয়ের ডাউল ব্যবহার করা প্রথাও নাই যে বালকদিগের বুদ্ধি শুদ্ধি নিরোগিয়ার পণ্ডিতগণের মত হইবে। এসকল কারণের কিছুই দেখা যায় না তথাপি যে কেন এমন হইল—কারণ [illegible] পরীক্ষকের ক্রমেই দেখিতে হয়।

একজন পরীক্ষক স্বেচ্ছাবিধানের [illegible] [illegible] দোষ স্বীকার করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষক একজন। পূর্ব্বে এইরূপ সাহেব বিবেচনা গুণ ছাত্র শিক্ষক ও পরীক্ষক সকলেরই প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন। একবে বোধ হয় উপর ওয়ালার কিছু উপদেশেই বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এইবের কিন্তু স্বভাবের গুণ যায় নাই। তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় সিণ্ডিকেটের সার্কিউলার অনুসারে ৩ভাগ ক্যাশবতি প্রশ্নের মধ্যে একভাগের অধিক অনুশীলনী দিবার যে বিধি আছে পরীক্ষায় তাহা অবলম্বন করা হয় নাই কেন? তিনি উত্তর দেন যে এটী দোষের হইয়াছে। সময় সময় সংশোধন করা যাইবে।

ইংরাজি সাহিত্য ও ব্যাকরণ গুলিও স্থানে স্থানে বিলক্ষণ জটিল হইয়াছে। অনুবাদের পদ্ধতি নিতান্ত অযোগ্য। সংস্কৃতের প্রশ্নগুলিতে পরীক্ষকের কিছু অধিক বাহাদুরি দেখান হইয়াছে। সংস্কৃতের পরীক্ষকদিগের জ্বালায় বালকেরা ল্যাটিন অথবা দ্বিতীয় ভাষা অন্যত্র লইতে চায়।

প্রশ্নের এইরূপ আরও কয়েকটী দোষও আছে কিন্তু কেবল প্রশ্নের দোষেই যে এতগুলি বালকের মাথা খাওয়া হইয়াছে তাহা নহে। কাগজ দেখিবার যে বই নকাদোষ। অর্থাৎ পরীক্ষক—যাঁহার যেমন অভিরুচি সেই অনুসারেই তিনি কতকগুলি বালকের অদৃষ্টলিপি লিখিয়া দিবেন কোথাও বা বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র পাস হইল, কোন স্থানেও বা ৮৬ জনের মধ্যে ৭জনের ও মুখ রক্ষা হইল না কলিকাতার ছাত্রগণের পরীক্ষার ভার যাঁহাদের হস্তে ছিল তাঁহারা কিছু অধিক বাঁকা হইয়াছেন।

কেবল কলিকাতার উপরই বা পরীক্ষকগণের এত রাগ কেন? কলিকাতায় যেসকল ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহাদিগের অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষালাভ করে। মফস্বলের ছাত্রগণ প্রায়ই দরিদ্র। তাহাদের [illegible] অল্পের ভাগ্যেই উচ্চশিক্ষালাভ ঘটে। কেহ কেহ বলিতেছেন গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরে লোকের উচ্চ শিক্ষালাভের অন্তরায় হইবার জন্যই ভিতরে ভিতরে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমরা এ সকল কথায় বিশ্বাস করি না। তথাপি এই ঘটনার কোনের আবও যে কোন একটা বিশেষ কারণ আছে তাহা সকলেই অনুমান করিতেছেন।

—**—

রাজস্ব সমিতির একটী কর্ত্তব্য।

আমরা কলিকাতার বোর্ড অব রেভিনিউর ক্রিয়া কলাপ সময়ে সময়ে দেখিয়া আসিতেছি। বোর্ড অব রেভিনিউতে তিনজন সভ্য নিযুক্ত আছেন, এই তিনজন সভ্য রাজস্ব সম্বন্ধে প্রজার হাইকোর্ট। ইহাদের বিচারের উপর আপীল করিতে ও লোকে সহসা সমর্থ হয় না। এই তিন জন সভ্যের হস্তে দেশের সমস্ত কালেক্টারির ভার, গবর্ণমেণ্টের খাস মহলের ভার। মিং ড্যাম্পিয়ারের বিলাত গমনের পর হইতে বোর্ড অব রেভিনিউতে বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। সভ্যগণ পরস্পরে একমত না হইয়া কেবলই নিয়ম কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একজন সভ্য হয়ত এক প্রকার বিচার করিলা রায় প্রকাশ করিলেন, আর একজন প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার রায় উলটাইয়া দিলেন। সকলেরই ক্ষমতা সমান। সুতরাং এই বিপরীত ব্যাপারে কাহারও কোন কথা কহিবার যো নাই, সম্প্রতি জষ্টিস ক্রেঁফিল্ড সে দিন এইরূপ পরস্পর বিরোধী দুইটী বিচারের কার্য্য প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতে দিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। আমরাও এইরূপ বেবন্দবস্তী কার্য্য প্রণালীর বিষয় এই সূত্রে অবগত হইলাম। যাঁহারা রাজস্বের সর্ব্বময় কর্ত্তা তাঁহাদের মধ্যে একজনের অদৃষ্ট লিপি যদি তিন বার তিন প্রকারে লিখিত হয় তবেত প্রজার সুবিচার পাইবার জন্য বোর্ডের সমীপে আগমন করা বিড়ম্বনা হইয়া উঠে। এই তিনজন মহাপুরুষ সময়ে সময়ে এক একজন যদি রায়া কিছু মহেশ্বর হইয়া বসেন তবে একজন সৃজন করিতে না করিতেই আর একজন ধ্বংস করিয়া বসেন। তৃতীয় মহাপুরুষ পালন করিতে আসিয়া ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া যান। এইরূপে উক্তবর রাজস্ব আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। আমরা এই সকল অসম কর্ম্মা প্রভুদিগের শ্রীচরণে মাসে মাসে সহস্র সহস্র মুদ্রা ঢালিয়া দিয়া থাকি। তিন তিন জন বীরপুরুষকে খাটিয়া দিন দিন হইতে হয় রেভিনিউ বোর্ডে আমাদের এমন কোন কার্য্যই নাই। একজন সেক্রেটারি থাকিলেই যথেষ্ট কার্য্য চলিতে পারে। আর দুইজন থাকিয়া কার্য্যের অভাবে থাকিলেও আদালতে কেবল অকার্য্যেরই সম্পাদন করিয়া থাকেন। আমরা বলি দুইজন সভ্যকে বিদায় করিয়া দিয়া বোর্ড ভঙ্গ করিয়া দিলে কার্য্যের শৃঙ্খলা হইবে অবিচারের নিবারণ হইবে, আমাদেরও প্রভূত অর্থ বাঁচিয়া যাইবে। রাজস্ব সমিতির এ দিকে দৃষ্টিপাত করা অগ্রে কর্ত্তব্য। বোর্ড আফিসে এ উচ্ছৃঙ্খলতা কেন? অথচ গবর্ণমেণ্টের অধীনে যতগুলি আফিস আছে এই আফিসটীতে কর্ম্মচারিগণের সর্ব্বাপেক্ষা বেতন অধিক ও কার্য্য অল্প, আমরা আফিস বিভাগের আর কোন পরিবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিই না। কেন না কার্য্যভার আরও অধিক চাপাইয়া দিলে অথবা অন্যান্য আফিসের ন্যায় নিতান্ত অল্প বেতনে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলে তত্রত্যদের পক্ষে তাহা নিতান্ত অসাধ্য হইয়া উঠে। আমরা পোষ্ট আফিস মিলিটারি একাউণ্টস আফিস প্রভৃতি অনেকগুলি গবর্ণমেণ্ট আফিসের কেরাণীবর্গের দুরবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছি। রেভিনিউ বোর্ডের মত তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট অধিক সহকারী কর্ম্মচারী ও অধিক বেতন দিয়া পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার দেন ইহাই বরং আমাদের প্রার্থনা। কিন্তু প্রভুর পুত্তলীর ন্যায় দুই জন রেভিনিউ বোর্ডের সভ্য যে নিষ্কর্ম্মা অথবা অকর্ম্মা হইয়া দরিদ্রের কুটীর হইতে মাসে মাসে সহস্র সহস্র মুদ্রা শোষণ করিতে থাকেন তাঁহাদিগকে রাখিবার যে প্রয়োজন কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

রাজস্বসমিতি কলিকাতার ছোট আদালতের জজগণের নিকট জানিয়া পাঠাইয়াছেন, উক্ত আদালতে কোনরূপ ব্যয় সঙ্কোচ হইতে পারে কি না। ছোট আদালতের কার্য্য এত অধিক যে আরও দ্বিগুণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলে তবে সুশৃঙ্খলায় কার্য্য চলিতে পারে। জজেরাও নিষ্কর্ম্মা হইয়া কখনও বসিয়া থাকিতে পান না। রাজস্ব সমিতি এইরূপ অযোগ্য স্থানে হস্তক্ষেপ না করিয়া আর একটু উচ্চ দিকেই দৃষ্টিপাত করুন। আমরা হাইকোর্টের কয়েকজন জজকে অতিরিক্ত ও অনাবশ্যকীয় মনে করি। তাঁহাদেরও অল্পাধিক কার্য্য আছে। কিন্তু রেভিনিউ বোর্ডের স্ফীতোদর ধর্ম্মাবতারগণের কার্য্য কেবল নিদ্রা যাওয়া আর লেখা কাটাকাটি করিয়া অর্থী প্রত্যর্থীর সর্ব্বনাশ করা। আমরা রাজস্ব সমিতিকে উপদেশ দিতেছি তাঁহারা অগ্রে ওই দুইজনকে বিদায় করিয়া দিয়া সমিতির কার্য্যকারিতার পরিচয় দিন।

প্রাপ্ত।

৺ অক্ষয়কুমার দত্ত।

অক্ষয় বাবুর নামের অগ্রে শ্রীর পরিবর্ত্তে ৺ লিখিতে, আমাদের অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয়। বিধি বিদেশের গভীর জ্ঞান অসম্য সাধ ও পাণ্ডিত্য তীক্ষ্ণ মনীষা, প্রগাঢ় ও গবেষণা বাল বহু সদাজের দুরূহ শ্রীমূর্ত্তি সাধন করিয়াছেন যাহাকে তত্ত্ববোধিনীতে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সুনীতির গূঢ় তত্ত্ব সমূহের প্রকাশ করিতে করিতে জীবন যাপন করিয়াছেন যিনি তাঁহার নূতন মূর্ত্তি সংগঠন পূর্ব্বক বঙ্গবাসীকে উপকার দিয়াছেন তাঁহার নামের পূর্ব্বে ৺ লিখিতে কেমন না প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে? যিনি সকল লোকের জীবনী লিখিয়া অতীতের ইতিহাস জাগ জন্মাইয়া দিয়াছেন আজ তাঁহারই জীবনী আমাদের আলোচ্য। ১৮২০ অব্দের ১লা জুলাই অক্ষয়কুমার দত্ত চুপী গ্রামে জন্মিয়াছিলেন। ৭।৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লিখিতে যান। পাঠশালায় কাঠাকালী বিঘাকালী লিখিবার সময়েই তাঁহার মনে হয় "পৃথিবী কত বিঘাই আছে? পৃথিবী কতই বড়? পৃথিবীর সীমাই বা কোথায় ও তাহার পরেই বা কি? যদি তার পর আকাশ হয়, আকাশই বা কত দূর?" কিছুকাল পরে তিনি পার্সী পড়িতে প্রবৃত্ত হন তৎপরে পিয়ার্সন রচিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা উত্তর ও প্রশ্ন লিখিতে ভূগোলের বাকাংশ অংশে মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বজ্রপাত ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজী পড়িতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। কিছু দিন বাটীতে সাধারণরূপ ইংরেজী পড়িয়া তুষ্ট না হইয়া অবশেষে "ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে" ভর্ত্তি হন। এই বিদ্যালয়ের সার্দ্ধ দ্বিবর্ষমাত্র পাঠ হয়। এই সময়ে তিনি নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির অনেক পরিচয় দেন। বিদ্যালয় স্বামী গৌরমোহন আঢ্য মহাশয় তাঁহাকে সুবুদ্ধি ও সুশীল বলিয়া অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের কারণ অকালে পিতৃবিয়োগ। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াও, তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে উচ্চ গণিত শাস্ত্র ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের অনুশীলনে নিমগ্ন থাকিতেন। এই সময়েই সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ও অবশেষে বন্ধুত্ব হইয়া যায়। প্রথমে অক্ষয় বাবু গদ্য রচনা করিতেন। হঠাৎ একদিন ঈশ্বর বাবুর অনুরোধে পদ্য লিখিতে বাধ্য হন। তদবধি গদ্যের পরিবর্ত্তে পদ্য লেখায় তাঁহার মনোযোগ পড়িল। ইতিপূর্ব্বেই গদ্যরচনায়। তাঁহার অপ্রবৃত্তি হইয়াছিল। অতঃপর একদা ঈশ্বর বাবুর সহিত বাবুদীন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে যান। সেই সূত্রেই দেবেন্দ্র বাবুর সহিত অক্ষয় বাবুর আত্মীয়তা জন্মে।

লয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণকার্য্য অতিসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে প্রায় একশত ভদ্রলোক উপস্থিত হন। রাজপুর মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বি এল, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির আদেশানুসারে সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সরকার বিদ্যালয়ের আয় ব্যয় এবং বাৎসরিক রিপোর্ট সর্বসাধারণ সমক্ষে পাঠ করেন। পারিতোষিক দান সমাপ্ত হইলে আলবার্ট কালেজের অ্যাসিষ্টান্ট শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার বি, এ শিক্ষার উপকারিতা ও কৃষি বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে সুদীর্ঘ ও অতি প্রাঞ্জল বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ লোকদিগকে পরিতৃপ্ত করেন। অবশেষে, সভাপতি উক্ত বিষয় বিশদ রূপে বর্ণন করিয়া সভা ভঙ্গ করেন।

হুগলীর সেসন জজ রামপাল সাহেব নাকি উকিল মোক্তারগণকে নিজের চেয়ারে আনিতে আদেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন উকিল মোক্তারের চেয়ার যোগাইতে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় করা অনর্থক। ঘটেইত। রামপাল যদি কখনও বিলাতের বিচারক আদালতে হেঁটো মোক্তারি ও ওকালতি করিতে হইত তাহা হইলে তাঁহার মস্তিষ্কে কখনই এই সৃষ্টিছাড়া মতলবের উদয় হইত না।

বোম্বাই অঞ্চলে মূক ও বধিরের শিক্ষার জন্য একটী প্রকাণ্ড বিদ্যালয় আছে। এক্ষণে অন্ধের জন্য আর একটী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। কলিকাতা এই মহদ্দৃষ্টান্ত কবে গ্রহণ করিবেন?

চীনগবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে সৈন্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করিতেছেন। রুশ মুসলমানকে বিশ্বাস করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষের পদ দিতে পারিতেছেন। আর ইংরাজই কেবল অবিশ্বাস করিয়া বাঙ্গালীকে ভয় করিতেছেন। ইহার অপেক্ষা দুর্ব্বলতা আর কি হইতে পারে?

কেন্সিংটন ভারত প্রদর্শনীতে অনেক ভারতবাসী উপস্থিত ছিলেন। মহারাণীকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ইংরাজেরা ইংরাজি ভাষায় যেমন একটী গীত গান করেন, ভারতীয় ভাষাতেও ভারতবাসীরা তেমনি আর একটী সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। "ষ্ট্যাণ্ডার্ড" বলেন এই ব্যাপারটীতে বোধ হয় ইংরাজের মস্তিষ্কে ভারতের আবশ্যকীয়তা বিষয় অনুভূত হইতেছে। প্রদর্শনীতে অনেক রাজা ও রাজপরিবার উপস্থিত ছিলেন।

টাইমস বলেন আফগান সীমানায় রুষ বর

সহিত ইংরাজের আর কোন বিবাদের সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে রুষভাষা দ্বিতীয় ভাষা স্বরূপে গৃহীত হইবে। আমরা জানিনা সমাচারে আমাদের সুখী বা দুঃখী হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য অবশ্য বড় জটিল।

নিম্ন লিখিত ছাত্রগণ বাঙ্গালা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

উচ্চবিভাগ অক্ষয়কুমার চন্দ্র, জলধিকারী মিত্র, নারায়ণ দাস বসু, ভুবনেশ্বর মুখো কালিসদয় বন্দ্যো রাজকিশোর পাল।

দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষা- প্রবোধন দফাদার, অম্বিকাচরণ ঘোষ, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, রমেশচন্দ্র উপেন্দ্রনাথ ঘোষ নিবারণচন্দ্র গুপ্ত।

চব্বিশ পরগণার ঘাটাল প্রদেশে একটী বৃহতী জাতীয় সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় ভদ্র লোকের সংখ্যাও অধিক হইয়াছিল। পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে ওলডক্যাসল কোপের "ম্যাকবেথ" নামক ইংরাজী কবিতাটী পাঠ করিয়া সভার কার্য্যারম্ভ হয়। বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র তালুকদার তৎপরে বাঙ্গালা জাতীয় সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারিতা বুঝাইয়া দিয়া তাহার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এখানেও পার্লিয়ামেণ্টারি কমিটী, ব্যবস্থাপক সভা, ভলণ্টিয়ার প্রশ্ন, সিভিল সার্ভিসের বয়স নির্ণয়, অস্ত্র আইন নিবারণ, জুডিসিয়াল ও একজিকিউটিভ বিভাগের প্রভেদকরণ ইনকমট্যাক্স উঠাইয়া দিয়া আমদানি শুল্ক স্থাপন, ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল।

মণিপুররাজের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর গত ২০ এ মে রাজ্যের উত্তরাধিকারী সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার পর আর এক ব্যক্তি সিংহাসনের দাবী করিতে আসে। দুইদিন যুদ্ধের পর সে ব্যক্তি কাছাড়ে পলায়ন করিয়াছে সেখানে লক্ষ্মীপুরের নিকট কণাভঙ্গা নামক স্থানে সৈন্য সামন্ত লইয়া তাঁবু স্থাপন করিয়া আছে। মিঃ জনসন ২০০ পুলিশ সৈন্য লইয়া কণাভঙ্গায় অগ্রসর হইয়াছেন।

বিহারের কায়স্থ সম্প্রদায় নাকি কন্যা বিবাহের ব্যয় কমাইবার নিমিত্ত একটী সভা করিয়াছেন। বিবাহের জন্য কন্যার অভিভাবক আর ১০২টাকার অধিক ব্যয় করিতে বাধ্য হইবেন না। পাত্রের কোন অভিভাবক যদি কন্যাপক্ষীয়কে ইহার অধিক ব্যয় করাইতে যান তবে কায়স্থ সমাজে তাঁহাকে এক ঘরে করা হইবে। আমরা এই সমাচারটী শুনিয়া

বড়ই সুখী হইলাম কিন্তু সভাগণ তাঁহাদের প্রতিজ্ঞাগুলি ঠিক কার্য্যে পরিণত করিতে কতদূর সমর্থ হইবেন তৎপক্ষে সন্দেহ। মিরার বলেন পিতামাতার ন্যায় বিধবার যে ব্যয় হয় তাহারও হ্রাস করিবার একটা বন্দোবস্ত করা উচিত। শ্রাদ্ধের ন্যায় বড় ব্যয় বটে: লোকে বলে "বাপ মরা" দায়। কিন্তু কন্যাবিবাহের ন্যায় সমাজে তৎসম্বন্ধে কোন অত্যাচার বা পীড়ন নাই। লোকে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেও তাহা সমাধা করিতে পারে।

পশ্চিমাঞ্চলের কোন ইংরাজদরবারে প্রবেশ করিতে হইলে দেশীয় রাজাগণকে জুতা খুলিয়া যাইতে হয়। এটী অবর দস্তি। তথাপি রাজা রামপাল সিং নাকি সার আকল্যাণ্ডের লক্ষৌ দরবারে প্রবেশ করিবার সময় পাদুকা ত্যাগ করেন নাই। রামপাল সিং অতঃপরিণীয়। তাঁহার এই সাহসিক আচরণে আমরা সকলেই সন্তুষ্ট। অন্যান্য রাজারও তাঁহার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

মাদ্রাজের সারইমানের অত্যাচার কাণ্ডে সহস্র লোক প্রতিবাদ করিতেছে। বুঝি এইবার তিনি ব্যর্থ কাম হন।

ইনকম্ ট্যাক্স এসেসারগণ বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। এই ঘৃণিত ট্যাক্সের জালে দেশীয় ও ইংরাজ উভয়েই আবদ্ধ হইয়াছেন। ইহা না হইয়া যদি দেশীয়গণের উপর পোল ট্যাক্স বসান হইত তাহা হইলেও গোবেচারা তাঁহাদের কাহারও আপত্তি থাকিত না। কেহ কেহ বলেন হিরা মাণিক ইত্যাদি বহুমূল্য দ্রব্যাদির উপর কর ধরিলে ভাল হয়। কোন মহাত্মা তামাকের উপর কর বসাইতে উপদেশ দেন, কেহ বা বলেন সুপারির উপর ট্যাক্স করা উচিত। আমরা বলি ইহার অপেক্ষা চুরট ও বিস্কুটের উপর কর ধরিলে কি অধিক উপকার হয় না।?

মাদ্রাজের রায় বাহাদুর টি গোপাল রাওর মৃত্যুতে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। গোপাল রাও এক জন কৃতবিদ্য স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার অকাল মরণে মাদ্রাজ বাসী একটী রত্ন হারাইলেন।

আগামী ১লা জুন হইতে দয়ানন্দ বৈদিক বিদ্যালয়ের স্কুল বিভাগ খোলা হইবে।

মহারাণীর জন্মদিন উপলক্ষে কলিকাতা উত্তর পশ্চিম মাদ্রাজ বোম্বাই ও অপরাপর স্থলে ভারতবাসী খুব আনন্দ করিয়াছেন। কলিকাতার হরিসংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহ রাণীর নাম সংকীর্ত্তন

আমাদিগের রাণাঘাটস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় রাণাঘাট ও শান্তিপুরের এখানকার নূতন সবডিবিজনাল অফিসার হইয়া আসিয়াছেন। "যেমন রাজা তেমন লোক বুঝ লোকে যে জোরে" যে বিচারাসনে উপবেশন করিয়া বাবু রামশঙ্কর সেন, বাবু বামাচরণ বসু মহাত্মা প্রভৃতি সুবিচার ও সুশাসন বিস্তার করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভাজন হইয়া গিয়াছেন সেই বিচারাসনে গবর্ণমেণ্ট বিজয় বাবুকে নিযুক্ত করিয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু এই কয়েক দিনের মধ্যে বিজয় বাবুর কার্য্যপ্রণালী যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ইঁহাকে উদ্ধতশীল ও আত্মাভিজ্ঞ বলিয়া বোধ হইতেছে কিন্তু শাসন কর্ত্তা বা বিচারপতি সতত নম্রদর্শী ও বিচক্ষণ হউন না কেন, দেশ কাল, পাত্র ভেদে সকলেরই উপর প্রভুত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্য এই সম্বন্ধেই আমি দুই একটী উক্তি করিব ভরসা করি মৎসদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির তাদৃশ উক্তি আমাদিগের নবাগত ডেপুটী বাবুর কাজে লাগিতে পারে। সবডিবিজনের উক্ত চাকদহ, নিজ রাণাঘাট বিশেষতঃ শান্তিপুরে অনেক দল আছে এবং অনেক ব্যক্তি এরূপ আছেন যাঁহারা স্বার্থ সাধনের অনুরোধে অন্যায় তোষামোদ ও অবৈধ অনুষ্ঠান করিতে পশ্চাৎপদ হন না, এই স্বার্থপর ও অন্যায় তোষামোদকারী লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট চন্দ্রশেখরবাবু বিপদগ্রস্ত ও অপদস্থ হন। লোক ও সমাজ জ্ঞান রাজপুরুষদিগের একটী উৎকৃষ্ট গুণের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। বিজয়বাবুকে কার্য্যসূত্রে অনেক স্থলে মিশিতে ও অনেক লোকের সহিত আলাপ করিতে হইবে। সকল কালে ও সর্ব্বস্থলে তিনি (বিজয়বাবু) সচেতন থাকেন ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

শাসন ও বিচার ব্যতীত বিজয় বাবুর আরও অনেক কাজ আছে। গ্রাম সকলের পথ ঘাট স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতির উন্নতি সাধন এবং রাণাঘাট উপবিভাগে যে সকল দারোগা ও পুলিস কর্ম্মচারী আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে দুর্ব্বৃত্তগণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখাও তাঁহার একটী প্রধান কার্য্য। যদিও নিজ রাণাঘাট মিউনিসিপালিটীর কমিশনরগণ অপেক্ষাকৃত স্বাধীন তথাপি তাঁহাদের কার্য্য প্রণালীর তত্ত্বাবধান করা এবং শান্তিপুর উলা (বীরনগর) চাকদহ প্রভৃতি মিউনিসিপালিটী, বিজয় বাবু যাহার চেয়ারম্যান, সেই সকল মিউনিসিপালিটীকে উত্তমরূপে পরিচালিত করাও তাঁহার নিজের কার্য্য।

উপসংহার কালে আর একটী প্রার্থনা এই যে রাণাঘাটে ও শান্তিপুরে যেসকল অনরেরী মাজিষ্ট্রেট আছেন তাঁহাদের কার্য্য ও বিচার প্রণালী বিশেষতঃ শান্তিপুরের অনরেরী মাজিষ্ট্রেটগণের কার্য্য ও বিচার প্রণালী মধ্যে মধ্যে পরিদর্শন করেন। আমাদিগের বিশেষ জানা আছে ঐরূপ পরিদর্শনের অভাব হইলে সময়ে সময়ে তাঁহাদের কার্য্য স্থলে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিবে।"

—••—

নিম্ন আসাম।

বিজনীর রাজা কুমুদ নারায়ণ ভূপ মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বড় রাণী দেবী সিদ্ধেশ্বরী এষ্টেটের ভার প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য চালাইতে ছিলেন; কিছু দিন পরে তিনি তীর্থ পর্য্যটন করার মানসে কলিকাতা ও বেনারস প্রভৃতি স্থানে যাইয়া অনেক দিন অবস্থিতি করেন। জানিনা কি কারণ বশত খুটাঘাট পরগণার সমস্ত প্রজা বিদ্রোহী হইয়া আপন আপন দেয় খাজনা বন্ধ করে। তৎপর হইতেই রাণী মহোদয়াতে এবং প্রজাতে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইয়া উভয়ের মধ্যে যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা বোধ হয় অধিকাংশ লোকেই বিশেষরূপ অবগত আছেন।

শুনিতে পাইলাম কতিপয় দিবস হইল রাণী মহোদয়া গোয়ালপাড়ায় আসিয়া নিজ ভবন ছাড়িয়া ষ্টীমের উপর অবস্থিতি করিতেছেন। এখন আসিয়াছেন বটে কিন্তু এপর্য্যন্ত কত টাকা যে ক্ষতি হইয়াছে আর এষ্টেটের যে কতদূর অনিষ্ট ও দুরবস্থা হইয়াছে তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। রাণী মহোদয়া কলিকাতা থাকা কালে বোধ হয় না যে তাহার কার্য্যকারকগণ এষ্টেটের সম্বন্ধে রাণীকে এই সকল বিষয় বিশেষরূপ জানাইয়াছিলেন। তবে অবশ্য তিনি গোয়ালপাড়ায় আরও পূর্ব্বে আসিয়া কোন একটা সুবন্দোবস্ত করিলে এত অনিষ্ট হওয়ার সম্ভব ছিল না। এমন ব্যক্তি কে আছে যে নিজের সম্পত্তি নষ্ট করিয়া চিরকীর্ত্তির লোপ করে? যাই হউক এখনও রাণী মহোদয়ার মনস্থির করিয়া যাহাতে এষ্টেটের কার্য্যটী বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া সুনিয়মে চলে তাহার চেষ্টা করা উচিত।

প্রজাদের যে সকল বিষয় আপত্তি হয়, তন্মধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে তাহাদের কোন কোন বিষয় ন্যায় কোন কোন বিষয় অন্যায়, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া সংশোধন পূর্ব্বক তাহাদের মনোরঞ্জন করাই কর্ত্তব্য। রাজা জমিদারের প্রধান কার্য্যই প্রজার মনোরঞ্জন করা কিন্তু তদ্বিষয়ে রাণী মহোদয়ার কিছুমাত্র অনুরাগ দেখিতেছি না। বাঙ্গালা প্রদেশ হইতে আসাম প্রদেশের মধ্যে বিজনীর রাজ্যের নামটী অতি প্রশস্ত বলিয়া শুনা যায়। যদিও এখন রাজত্ব নাই থাকুক কিন্তু নামের লোপ আজ পর্য্যন্ত হয় নাই নিম্ন আসামের মধ্যে যাহার নাম ও যশ শুনিয়া নিম্নাস্থ ও সকলের নামযশের স্থলে আজ তাঁহার অধঃপতন দেখিয়া কাহার না মনে দুঃখ হইতে পারে।

এষ্টেটের একেবারে শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া একাল পর্য্যন্তও যে রাণী মহোদয়ার মন কোনরূপ কষ্ট না হইয়া পড়ে আশ্চর্য্যের বিষয়। রাণী মহোদয়ার উচিত যে যদিও তিনি সম্পত্তির এতাদৃশ অধঃপতন করিয়াছেন তবু পুনরায় তাহা উন্নতির চেষ্টা করিয়া আপন নামের কলঙ্ক দূর করেন। তাহা হইলে লোকে যে মুখে দুর্নাম করিয়াছে আবার সেই মুখে প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া যশও পূর্ব্ব নামের গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

বিজনীর অধ্যক্ষগণ প্রজা বিদ্রোহ সম্বন্ধে কি বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা আমরা কিছু জানিতে পারি নাই। কেবল প্রজাদিগকে উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিলেই যে তাহারা বাধ্য হইবে এমন কথা বলা যাইতে পারে না এবং তাহার প্রমাণও অনেক পাইয়াছে, তবুও যে তাহাতে বিরত হন না এ বড় দুঃখের বিষয় প্রজা পুত্রের মত, তাহাদিগকে এতাধিক উৎপীড়ন করিলে, তাহারা কিসে বাধ্য হইবে? যে রকমেই হউক তাহাদিগকে সন্তোষ করিয়া বাধ্য করাই কর্ত্তব্য।

একজন উপযুক্ত কার্য্যকারক নিযুক্ত করিয়া যাহাতে এষ্টেট রক্ষা পাইতে পারে তাহার চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। বর্ত্তমানে যে সকল কার্য্যকারক আছেন তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় আমরা বিলক্ষণ পাইয়াছি। যদি তাঁহারা কার্য্যদক্ষ লোকই হইবেন তবে আর বিজনীর আজ এপ্রকার দুরবস্থা হবে কেন? প্রজাদিগের যে সমস্ত বাড়ী রাণীর পক্ষের লোক লুট করিয়া ছিল সেই মকদ্দমাতে বিগত ২৫ শে বৈশাখ ধুবড়ির এঃ এঃ কমিসনর শ্রীযুক্ত রামগোপাল খাঁ বাহাদুর রাণীর পক্ষের ৬ জন লাঠিয়ালকে ৬ মাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। আরও ৫।৬ নং মকদ্দমা রুজু হইয়া বিচারাধীনে আছে।

বিজ্ঞাপন।

অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত অমোঘ "অনন্ত"।

অষ্টধাতু

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও প্রকাশিত।
৩৭ নং বোসেটোলা লেন পটলডাঙ্গা,—কলিকাতা।

এই "অনন্ত" জনৈক মহামহোপাধ্যায় সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। উক্ত মহাত্মা আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ পূর্ব্বক অষ্ট ধাতু দ্বারা নির্ম্মাণ, ও বিদ্যুতীয় গুণসংলগ্নকরণ প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করাইয়াছেন। আমি ঐ সকল কার্য্য শিক্ষা করিয়া, অষ্ট ধাতুর দ্বারা কয়েকটী "অনন্ত" নির্ম্মাণকরতঃ চিরব্যাধিগ্রস্ত কয়েকজন ব্যক্তিকে ধারণ করাইয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহারা অতি অল্পকাল মধ্যেই শরীরস্থ সমস্ত ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, সেই জন্যই সাধারণের উপকারার্থে স্বদেশের শুভ কামনায় আমার এই অষ্টধাতু নির্ম্মিত "অনন্ত" প্রচার করিলাম।

এই "অনন্ত" স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র সীসা, রাং দস্তা, লৌহ, পারদ, এই অষ্ট ধাতুতে বিনির্ম্মিত ও ইহা ক্রমান্বয়ে তাম্র ধাতুর উপর অপর সাতটী ধাতু খচিত হইয়াছে। একস্থানে প্রথম ভুতিয়া ও তন্মধ্যে তরল পারদ স্থাপিত আছে, এতদ্বারাই বিদ্যুতীয় কার্য্য উৎপাদন করিয়া অষ্ট ধাতুর গুণ ক্রমশঃ শরীরে প্রবেশ করাইতে থাকে। ইহাতেই শরীরের রক্ত পরিষ্কার করতঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ পূর্ব্বক ক্রমশঃ মেধা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই "অনন্তকে" জীবন রক্ষার মূল ঔষধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি মুক্তকণ্ঠে বিশ্বস্তরূপে বলিতেছি যে এই সন্ন্যাসী প্রদত্ত আমার এই অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত "অনন্ত" ধারণ করিলে পর শরীর সম্বন্ধীয় নানা প্রকার ব্যাধি বিনাশ ও ভবিষ্যতে কোন ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে হইবে না।

ইহা ধারণে বাত, অম্লরোগ, প্লীহাপীড়া, মেহ, ধাতু দুর্ব্বলতা, রক্তামাশয়, নিদ্রাহীনতা, পুরাতন জ্বর, রক্তপিত্ত, হাঁপানী, অর্শ, শ্বাসকাশ, অগ্নিমান্দ্য স্ত্রীলোকের শ্বেত প্রদর, গৃধিনী ক্ষীণ ধাতু, বাধক ও বহুমূত্র প্রভৃতি রোগসমূহ আশ্চর্য্যরূপে আরাম হইয়া দিন দিন দেহের কান্তি বৃদ্ধি করত শরীর পুষ্ট করিতে থাকে।

আজ কাল নানাপ্রকার ঔষধি ধাতুনির্ম্মিত রক্ষা কবচ ও অঙ্গুরী ইত্যাদি নানা অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে তাহা যে কতদূর সত্য আমরা তুলনা করিতে চাহি না কিন্তু মহোদয় ভ্রম ক্রমে কাঁচ ক্রয় করিবেন না।

ছোট ও বড় প্রত্যেক "অনন্তর" মূল্য ২ ডজন ২০ টাকা। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬টী ।/০ ৭হইতে ১২টী ৷৵০ আনা। অর্ডার পাইলে ভ্যালুপেয়েবল পার্শ্বেলে মাল পাঠান যাইবে। আর বিদেশীয় মহোদয়গণ "অনন্ত" ক্রয়কালীন অনুগ্রহ করিয়া হস্তস্থিত মাপ পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন এবং সকলের নাম ও ধাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিবেন।

*"অনন্তর যেসকল স্থানেধাতু খচিত হইয়াছে তাহা এক একটী করিয়া মিলাইয়া লইবেন আর উক্ত সন্ন্যাসী আদেশমত প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে ফটকিরির জল দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন।

—**—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।
৪৭ নং নীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।
বিশুদ্ধ

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট কেস, থারমমিটার, ৩০ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ১২ শিশি কর্ক, চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাক মাশুলসহ ১।১০ এক টাকা সাত আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১ড্রামের মূল্য ।০ এবং বহুমূত্রপীড়ার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১।০ দেড় টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১ আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডর যত্নের সহিত ভ্যালুপেয়েবল পার্শ্বেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—**—

হোমিওপ্যাথিক ডিপজিটারী।

নং ৩ মৃজাপুর ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই নূতন ঔষধালয়ে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, উৎকৃষ্ট বিবিধ বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকাদি এবং চিকিৎসোপযোগী দ্রব্যাদি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। কলেরার বাক্স ১২ শিশির ডাং রুবিনীর কর্পূরের আরক ও পুস্তক সহ মায় প্যাকিং ৫ গাহস্থ্য চিকিৎসার পুস্তক সহ ৩০ শিশির বাক্স মায় প্যাকিং ১২।

—**—

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে ঐ পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে। এজেণ্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ
অর্থাৎ
সহজ মেটিরিয়া মেডিকা।
১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্যে প্রকাশিত হইয়াছে।
রয়্যাল ১২ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।
দাম ১॥০ টাকা; ডাকমাশুল ৴১০
ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার

বিশেষ সুবিধা বিশেষ সুবিধা।

মফস্বলের বন্ধুদিগের সুবিধার জন্য আমরা কলিকাতা হইতে বাজার দরে সকল প্রকার জিনিস খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি। যাহার যখন যে কোন দ্রব্য আবশ্যক হইবেক তিনি সিকি টাকা প্রেরণ করিলেই তাহাকে সত্বর ভ্যালুপেয়েবল পোষ্টে সেই সকল দ্রব্য পাঠান হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন।

দত্ত এণ্ড ঘোষ কোং
৯৩ নং রাধাবাজার
কলিকাতা

—**—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

জে. এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

এখানে ক্রমাগত কয়েকখানি জাহাজে লণ্ডন আমেরিকা ও জর্ম্মণি হইতে বিস্তর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, কর্ক, শিশি ও যন্ত্রাদি আনীত হইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এলেন এনসাইক্লোপিডিয়া মূল্য ১৮০ হানিমান মেঃ পিউরা মূল্য ২৪ প্রভৃতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০ ক্রম ১।০ আমার টং।৵০ নিম্নক্রম।০ এবং ২ড্রাম।৶০ হিসাবে বিক্রয় হয়। ১২ শিশির ওলাউঠার বাক্স ঐ পুস্তক ৪॥ ঐ ক্যাম্ফরসহ ৫॥ ও সাধারণ চিকিৎসার পুস্তক সহ ২৪ শিশির ৮।, ৩০ শিশির ১০।০ ৪০ শিশির ১৪, ৪৪ শিশির গার্হিক ঔষধ সমেত ১৬॥ ৬২ শিশির বাক্সে ঔষধ সমেত ২৫॥।২০০ শিশির উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও থার্ম্মমিটার সহ ৮০॥ থার্ম্মমিটার ২।০ ও ৫ (ক্যাটেলগ বিতরণীয়।) (সমস্ত বাক্সের সহিত পুস্তক ও কোটা চালিবার যন্ত্র পাওয়া যায়) ঠিকানা ১১৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার।

—●●—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা নব্য বেঙ্গল এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫২ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—●●—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা প্রকার ছাপার কার্য্য হইতেছে। সস্তা মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে নূতন অক্ষরে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অবরেখন কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৫১০
২ য় ভাগ	৵০	৫১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৫১০
২ য় ভাগ	৵০	৫১০
৩ য় ভাগ	৵০	৫১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ./১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০॥ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, কর্ণ, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার ইহার অন্যতর সাহায্যে পাঠাইতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বারে ৵১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সত্য এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার, বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৩০ শ ভাগ । স্বকর্ম্মণা প্রকৃতিষ্ঠিতায় পার্থিব: সৎসঙ্গী অভিমতশ্রী ন শীয়তা । ” । ৩১ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা । অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০,

১২৯৩ সাল । ১ লা আষাঢ় । ইং ১৮৮৬ । ১৪ ই জুন ।

৭ রিপনাব্দ । ১ লা আষাঢ় ।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র । শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা ।

অস্থির থাকে ও ঘুমায় না তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইলে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

পেলিটিয়ার সাহেবের কুইনাইন বটিকা।

ইহাতে ২ গ্রেণ করিয়া চূর্ণ কুইনাইন আছে, এই বটীকা অতি নম্র সহজেই পাক হয়। ইহা সেবনে জ্বর, সবিরাম জ্বর, পালাজ্বর এবং সর্ব্বপ্রকার জ্বর মাথাধরা বাত, ধমনির বেদনা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। প্রত্যেক বটীকার উপর পেলিটিয়ার নাম দেখিয়া লইবেন।

জুলিয়ানফট—

ইহা ফ্রান্স দেশের একপ্রকার ফল হইতে প্রস্তুত। ইহা মনুক্কার মত মিষ্ট ইহা সেবনে কোন প্রকার কষ্ট হয় না। কোষ্ঠ বদ্ধ, শিরঃপীড়া, আমাশা, অন্তের বাধা, যকৃতের পীড়া, অজীর্ণ, রক্তগয়াব, গাত্রে ঘাম চুলকনা প্রভৃতি হইলে এবং পিত্তাধিক্য মূর্চ্ছা এবং বালকদিগের তড়কা প্রভৃতিতে এই জোলাপ বিশেষ উপকারি।

মেডি সাহেবের চন্দন বটিকা।

এই বটীকাতে ৫ ফোটা করিয়া শুদ্ধ চন্দনের তৈল আছে, ইহা সেবনে ৪৮ঘণ্টার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার স্রাব নিবারণ হয়। কোপেবা বা কিউবেবের মত অনিষ্টকারি নহে। -মেহ বা অন্য যে কোন প্রকার ধাতুর পীড়া হইলে এই বটীকা ব্যবহারে সত্ত্বর আরোগ্য হয়।

রিগস—ক্যানেঙ্গা অব জাপান।

ক্যানেঙ্গা ওয়াটার স্নিগ্ধকারক ইহা ব্যবহার করিলে চর্ম্মের চিক্কণতা বৃদ্ধি করে এবং গাত্রকে সদগন্ধ যুক্ত করে। এই সমস্ত ঔষধ ভারতবর্ষের প্রায় সকল ঔষধালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

—●●—

"ধাতুদৌর্ব্বল্যের প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত।"

সুধাবিন্দু সুধাবিন্দু!!

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, জননেন্দ্রিয়ের শৈথিল্য, শুক্রমেহ, অল্প উত্তেজনায় শুক্রপাত ও অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় এবং তজ্জনিত শিরঃপীড়া, শারীরিক দুর্ব্বলতা, স্মরণশক্তিহীনতা, মানসিক বিষন্নতা, হাত পা জ্বালা ও শুক্রের তারল্য প্রভৃতি এক মাস মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া শুক্র অত্যন্ত গাঢ় ও ধারণাশক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি ইহা সেবনে মাংসের সমস্ত উপকার দর্শে। ইহা যে সর্ব্বপ্রকার ধাতুর পীড়ার একমাত্র মহৌষধ তাহার অনেক প্রশংসাপত্র রহিয়াছে এবং এই ঔষধে আরোগ্য হইয়া পুরস্কার দিয়াছেন। এক বাক্সের ঔষধ এক শিশি২ টাকা ডাক মাশুল ।৵ আনা।

দাদের মহৌষধ।

"ক্ষত ও চর্ম্মরোগের মহোপকারী।"

এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই, অথচ যে প্রকারের দাদ হউক না কেন ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। দাদ, কোচদাদ, বিখাজ, রক্তবাত, ছুলি (ছোদ) পাবার ঘা, খোস, পাঁচড়া গরমীর ঘা ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ তিন দিবসের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা ক্ষত ও চর্ম্ম রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এই ঔষধে পারা নাই ইহা সার্জ্জন মেজর কর্ত্তৃক পরীক্ষিত। দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই নিরাশ হইবেন না। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা, তিন কৌটা ১।০ আনা, ছয় কৌটা ২।০ ডজন ৪।০ টাকা।

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী।
ডাক্তার পাবনা।

—●●—

সুলভ মূল্যে অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ।

সরল পদ্যানুবাদিত।

শ্রীমদ্ভাগবত।

প্রথম স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ সম্পূর্ণ।

পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহিত কলিকাতা ও মফস্বল সর্ব্বত্র ৩ তিন টাকা অগ্রিম মূল্য না পাইলে পুস্তক প্রেরিত হয় না।

শ্রীবিপিনবিহারী শীল।
২৫—৬ কলিকাতা ১১৮ অপার চিৎপুর রোড।

—●●—

PHARMACEUTICAL CHEMISTS
PARIS RUE VIVIENNE.PARIS 8.

বক্ষপীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমণ্ট কোম্পানির সিরফ অব হাইপোফসফাইট অব লাইম।

এই ঔষধ ব্যবহারে সর্দ্দি, কাশি, যক্ষা, এবং পিত্তের পীড়া আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়। এই ঔষধের উপকারিতা শক্তি দর্শনে সর্ব্বস্থানের সুচিকিৎসকগণ উপরি উক্ত পীড়ায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। রোগীগণ ইহা দ্বারা প্রকৃত উপকার লাভ করিয়াছেন।

এই সিরফ ব্যবহারে পীড়িত ব্যক্তির কাশ ও রাত্রিতে যে ঘর্ম্ম হয় তাহার নিবারণ হয় এবং তৎসঙ্গে ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে দৈহিক উন্নতি দর্শনে ঔষধের উপকারিতা সপ্রমাণ হয়। এই ঔষধ লালবর্ণের গোলাকৃতি শিশির ভিতর থাকে।

ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস এবং পিচকারী দিবার ঔষধ।

সুবিখ্যাত চিকিৎসকগণ গ্রিমণ্টের ম্যাটিকো নামক ঔষধ তরুণ ও পুরাতন রোগে ব্যবস্থা করেন কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। তরুণ রোগে পিচকারি দিবার ঔষধ এবং পুরাতন রোগে ক্যাপসিউল ব্যবস্থা।

ডসার্টের সিরফ অব ল্যাকটো ফসফাইট অব লাইম।

এই ঔষধ সেবন করিলে শরীরে রক্ত হয় ও বলাধান করে। ইহা মনুষ্য জীবনের বিশেষ উপকারী। ইহা দ্বারা দেহের অস্থিসমূহ দৃঢ় হয় এবং আহার করিলে উত্তমরূপ পরিপাক হইয়া দেহকে পুষ্ট করে। যাহাদের অস্থিগত ফসফেট অব লাইম হ্রাস হয় এই ঔষধ তাহারা সেবন না করিলে উত্তরোত্তর খারাপ হইতে থাকে। দুর্ব্বল বৃদ্ধ ও যে সকল বালকের অস্থি কোমল ইহা তাহাদিগের বিশেষ উপকারী। ইহা দ্বারা দুগ্ধপোষ্য বালকের দূষিত স্তনদুগ্ধ পানে যে উদরাময় হয় তাহাও আরোগ্য হয়।

গ্রিমণ্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানী, দূষিত কাশী, গলা খুসখুসি, স্বরভঙ্গ, বাকরোধ ও কপোলের স্নায়বিক পীড়া ক্রমে শান্তি হইয়া থাকে।

Peptone Wine of Chapoteaut,

প্রথম শ্রেণীর ঔষধ।

পারিশ।

ইহা দ্বারা রোগীর এবং সুস্থ লোকের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয় অথচ পাকস্থলীর কোন ক্লেশ হয় না, ইহা দ্বারা ঠিক সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে দশ গ্রাম গোমাংসের কাথ আছে। ইহা হইতে অজীর্ণজনক সমুদয় অংশ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। পাকস্থলীর যে কোন পীড়ায়, যকৃত এবং উদরাময় রোগে, কঠিন অজীর্ণ রোগে অরুচ, এনিমিয়া রোগে, কোটক জন্য দৌর্ব্বল্য, ক্ষত রোগ, আমাশয় জ্বর এবং মূত্র রোগে উহা বিশেষ উপকার জনক। কোন রূপ কাথ কিম্বা

বিলটী দ্বারা বালকদিগের উপকার হয় না। তাহাদিগের, সাধারণ রোগীর এবং কাশগ্রস্তের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারক এবং বলাধায়ক। পেটের পীড়া, ক্ষত, এবং বালক উভয়েরই পক্ষে প্রধান উপকারক। ইহা দ্বারা ধাত্রীদিগের স্তন্যের উৎকৃষ্টতা সাধন করে। ইহা সমুদয় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রেরিতপত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

অক্ষয়—বিয়োগ—

১

বাজিল শোকের ভেরী ভারতে আবার
মরম ভেদিয়া উঠে শোক পারাবার;
আজি বঙ্গবাসিগণে—বালবৃদ্ধ যুবাজনে
অনন্ত বিষাদে কাঁদে শোকের উচ্ছ্বাসে,
মলিন সবার মুখ ভারত প্রদেশে।

২

আজি কুমারিকা হতে হিমাদ্রির গায়
প্রতিধ্বনি প্রতিজনে শোক কথা কয়;
আজি দীনা বঙ্গমাতা।—কহিতে না সরে কথা
বিষম বিষাদে আজ কাঁদিছে বিরলে
ভাসায় আপন বক্ষ নয়নের জলে।

৩

হায় কি শুনিব আর! বঙ্গে হাহাকার
বঙ্গের অক্ষয় রত্ন অক্ষয়কুমার।
নাহি আর বঙ্গভূমে—কালের নিয়তি ক্রমে
শূন্য করি গেছে ক্রোড় ভারত মাতার
বঙ্গের শ্মশানে দেহ ভস্মীভূত তাঁর।

৪

অক্ষয়ের হায়! আজ অক্ষয় লেখনী
অক্ষয়ের হায়! উচ্চ বিজ্ঞান কাহিনী;
অক্ষয়ের ধর্ম্মনীতি—অমূল্য অক্ষয় নীতি
অক্ষয় কীরতি যাঁর করিছে প্রচার
আজ সে অক্ষয় তরে বঙ্গে হাহাকার।

৫

"একমেবা দ্বিতীয়ং" প্রচার যাঁহার
অক্ষয় উচ্চাসে সার ধর্ম্মের প্রচার;
তত্ত্ববোধিনীর পত্রে—তত্ত্ব কথা প্রতি ছত্রে
লিখিয়াছে হায়! যাঁর অক্ষয় লেখনী,
আর নাই আজ সেই ভারতের মণি।

৬

জড় জীব ধর্ম্মতত্ত্ব বাহ্য প্রকৃতি
মানবের হিত তরে নানা শিল্পনীতি;
যাঁর কৃত চারুপাঠ—বঙ্গশিশু করি পাঠ
বঙ্গের অক্ষয় রত্ন জেনেছে সবাই,
আজ সে অক্ষয় হায় বঙ্গধামে নাই!

৭

একটী একটী করি বঙ্গের রতন
অকালে কালের গ্রাসে হতেছে পতন;
বঙ্গের বুকেতে হায়—কত দুঃখ সবে যায়
তবু যার মুখ দেখে বেঁচে রহে প্রাণ,
সেটিকেও লও বিধি কি তব বিধান!

—●●—

ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা।

কাহার মহিমা অনন্ত ভুবন
শত মুখে সদাই প্রচারে,
কাহার মহিমা তরুণ তপন
উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিছে অম্বরে,
কাহার মহিমা—সোনার প্রতিমা
পূর্ণিমার চাঁদ করিছে প্রকাশ,
কাহার মহিমা—বাহার গরিমা
অগণন তারা করিছে বিকাশ।
কাহার মহিমা—মুঞ্জরিত তরু
ফল, ফুল পত্রে করিছে ঘোষণা,
কাহার মহিমা লতাকুঞ্জ চারু
পুষ্পিত দেহেতে করিছে রটনা।
কাহার মহিমা সরিৎ সাগর
লহরী নিনাদে কহিছে কেবল,
কাহার মহিমা উন্নত ভূধর
প্রচারিয়া উঠে নীল নভস্তল।
কাহার মহিমা মৃদুল অনিল
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ঘোষিছে কেবল,
কাহার মহিমা সুনীল সলিল
পৃথিবী বেষ্টিয়া বহে অবিরল।
কাহার মহিমা—খাদ্যদ সকলে
ধরবিদ্যা বারি করিছে ঘোষণা।
কাহার মহিমা—প্রকৃতি সদনে
অনন্ত ভারতে করিছে রটনা,
কাহার মহিমা—জীবের জীবন
দেহ রক্ত মাংসে দের পরিচয়।
কাহার মহিমা—পরমাণুগণ
শত মুখে সবে সর্ব্বক্ষণ কয়,
এরা সবে ভক্তিভাবে তাই তন্ত্রী মিলি সবে
মহিমা তাঁহার করিছে কীর্ত্তন;
আনন্দ স্বরূপ—বিশুদ্ধ স্বরূপ
প্রণত হি তাঁকে (সেই) পুরুষ রতন
মহিমা তাঁহার রচনা যাঁহার
স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব সমুদয়;
যাঁহার শক্তিতে—যুগান্তে যুগান্তে
যেন জ্যোতিরাশি জ্যোতিষ্ক নিচয়
যাঁহার শক্তিতে অনন্ত গতিতে
ভ্রমিছে পৃথিবী গ্রহাদি নিকর,
যাঁহার শক্তিতে ঋতুতে ঋতুতে
যায়, ঋতু আসে নিরন্তর
প্রাণের আরাম তাঁরে অবিরাম
অনর্থ ছাড়িয়া ডাকরে তাঁহারে
তাঁহার বিহনে—মানব জীবনে
সারবান কিছু নাহিক সংসারে।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার
সমস্তিপুর দারভাঙ্গা।

—●●—

মহাশয়। গত ৩১ এ মে সোমবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় অত্রস্থ হরিসভা গৃহে বিবিধ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত শ্যামাধর শর্ম্মা বি, এ, বি, এল মহাশয় মানব ধর্ম্ম" বিষয়ক একটী বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার স্থূল মর্ম্ম এই। বাহ্যতঃ মনুষ্যকে যাহা দেখা যায় মনুষ্য বাস্তবিক তাহা নহে। বাহ্যতঃ মনুষ্য ধনী, দরিদ্র, সুন্দর, কুৎসিত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ধ, রোগী, হিন্দু, খ্রীষ্টান বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি নানাবিধ উপাধি প্রভেদানুসারে দৃষ্ট হয় কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে এই সকল মনুষ্যের প্রকৃত অবস্থা নাহ। মনুষ্য যখন যেখানে থাকে, যখন যাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন সেইরূপই আচরণ করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি মহাধনী—তিনি চারি ঘোটকের যানে অবস্থিত হইয়া কোন সভায় উপস্থিত হইয়াছেন,—কোন ব্যক্তি যেরূপ ধনী নহেন তিনি একটী গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন—বাহ্যতঃ এই দুই ব্যক্তির অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু বাস্তবিক দুই ব্যক্তিরই প্রকৃতি এক। দুইজনেরই অন্ন সাধন করিবার চেষ্টা। আমরা যদি বিবেচনা করিয়া দেখি তাহা হইলে এই দুয়ের মধ্যে প্রকৃত ভেদ কিছুই দেখিতে পাই না। এই দুইজন আপনাপন অবস্থানুসারে সমান সুখী। একজন চারি ঘোটকের যানে আরোহণ করিয়া যেরূপ সুখী অপর ব্যক্তি গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া ও তদ্রূপ সুখী। আত্মশক্তি আমাদের সুখের কারণ বাহিরের আড়ম্বর নহে। অতএব ইহাই যদি মানবের প্রকৃতি হইল তবে মনুষ্যের বাহিরের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে আত্মশক্তি

বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করা আমাদের উচিত। এই আত্মশক্তি বৃদ্ধি করিতে যেমকল বিষয়ের প্রয়োজন তাহা আমরা অনায়াসে লাভ করিতে পারি। জল, বায়ু, ক্ষিতি এই সকলই মনুষ্যের প্রয়োজন এবং পরমেশ্বর তাহা আমাদিগের চারি দিকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার দ্বারায় আমাদের শারীরিক সুস্থতা সম্পন্ন হইতেছে। শরীর সুস্থ রাখিয়া অনায়াসে আমরা ধর্ম্ম সাধন করিতে পারি। কোন ধর্ম্ম সাধন করি বলিয়া আমাদের সংশয়াপন্ন হইবার আবশ্যক নাই, বেদই সকল ধর্ম্মের মূল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতির যে সকল ধর্ম্ম আমরা জ্ঞাত আছি কেবল যে তাহাই বেদে আছে তাহা নহে অপরাপর দেশের যে সকল মত লইয়া জগতে এত আন্দোলন হইতেছে তাহাও বেদেতে দৃষ্ট হয়। অতএব ঐ বৈদিক ধর্ম্মের অনুকরণ করা আমাদের উচিত। আমাদের দেশে যত সম্প্রদায় হইয়াছে সে সকলই এই বেদ হইতে উৎপন্ন। আজ কাল আবার যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে, থিওসফি আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহাও বেদের মূলক। এই সকল মতাবলম্বীরা যাহা প্রচার করিতেছেন তাহা কি আমরা শুনি নাই? চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু শুনিয়া আসিতেছি বলিয়াই কি আমরা তাহা অবলম্বন করিব—তাহা করিব না। যখন এই সকল মতের মত কার্য্য করিতে পারিব তখন আমরা ঐ সকল মত যাজন করিব। ঘোর সংসারী হইয়া কি আমরা পরম ব্রাহ্ম হইতে পারি? এক জন আধুনিক ব্রাহ্ম হয়ত একখানি মলিন বস্ত্র পরিধান করিতে লজ্জা বোধ করেন, যাহার মন এত দুর্ব্বল তিনি কি ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত? থিওসফিষ্টেরা ও ঐরূপ বৌদ্ধমতের পক্ষপাতী হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে অক্ষম। তবে ব্রাহ্ম বা থিওসফিষ্ট হইবার আবশ্যক কি? অনেকে আজ কাল এই সকল মত অবলম্বন করিতেছেন বলিয়া যদি আমাকেও করিতে হয় সে নিতান্ত হাস্যকর কার্য্য। আমি যখন এই সকল উদার মতের মত কার্য্য করিতে পারিব তখন আমিও ঐ সকল মত অবলম্বন করিব। যদি বল ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান বা থিওসফিষ্ট না হইলে লোকে আমাদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া উপেক্ষা করিবে। আমরা প্রতিমা পূজা করিয়া থাকি বলিয়া আমাদিগকে উপহাস করিবে, প্রতিমা একটী সঙ্কেত মাত্র। যাঁহারা অখণ্ড নিরাকার জগদীশ্বরের ধারণা করিতে পারেন না তাঁহাদের সুবিধার জন্য, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান সকলেরই এইরূপ সঙ্কেত আছে। হিন্দুদের যেমন দেবমন্দির আছে তাঁহাদের ও তেমনি গীর্জ্জা ও মসজিদ্ আছে। তাঁহারা যদি এক নিরাকার ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা করিতে পারেন তবে তাঁহাদের এই সকল আড়ম্বর কেন? সেই জন্য বলিতেছিলাম যে সঙ্কেত লইয়া পরস্পরকে আমাদের উপহাস করা উচিত নহে। আমাদের ও ত অধিকার ভেদে উন্নত মতের অসদ্ভাব নাই? ব্রাহ্মেরা যে মত লইয়া উন্নত হইতে চাহেন থিওসফিষ্টেরা যে মত লইয়া উন্নত হইতে চাহেন সে মত ত আমাদেরই। তবে আর্য্যেরা—হিন্দুরা অধিকার ভেদে এই মত যাজন ও ভজন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। সে তাঁহারা ঠিকই বিবেচনা করিয়াছেন—যাহার যাহা অধিকার তদনুসারে সে কার্য্য না করিলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। অতএব হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন সমাজে প্রবিষ্ট হইবার আবশ্যক নাই। তবে যদি যথেচ্ছা আহার করিব, যাহার তাহার সঙ্গে বিবাহ করিব বলিয়া নূতন কোন একটা সম্প্রদায়ে প্রবেশ করা অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে আমার এই বক্তব্য যে এই অভিপ্রায়ে নূতন সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার আবশ্যক নাই—এই সমাজে—এই—হিন্দুসমাজে থাকিয়াই ত তাহা হইতে পারে। আচার ব্যবহার লইয়া আর একটী তর্ক আছে। এক হিন্দু নামের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে—এই সকল সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার আছে। এই আচার ব্যবহার লইয়া পরস্পরকে উপহাস করা কি পরস্পরকে নিন্দা করা আমাদের উচিত নহে। দেশ বিশেষে বিশেষ আচরণ—সুবিধামত অবলম্বিত হইয়া থাকে তাহা লইয়া এত গোলযোগ করা উচিত নহে। এই ভারতবর্ষেই একস্থানের ব্রাহ্মণেরা কুক্কুট মাংস ভোজনকে পাপ বিবেচনা করেন। আবার একস্থানে ঐ ব্রাহ্মণেরাই উহা ভোজন করিয়া থাকেন। অতএব আচার ব্যবহার লইয়া এত বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু মাত্রেরই জাতীয় ভাবে, জাতীয় ধর্ম্মালোচনা করা উচিত। যাহাতে আত্মার উন্নতি হয়, যাহাতে মনুষ্যত্ব লাভ হয় তাহার জন্য আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। সংসারের মায়াতে মোহিত হইয়া আমরা ত নানা উপাধি গ্রস্ত আছি, আবার নূতন নূতন সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মোহিত হইয়া আরও বিপদ্গ্রস্ত হওয়াতে লাভ কি? যাহাতে আমাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় অধিকারভেদে প্রণালী বিশেষ অবলম্বন করিয়া তাহারই চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। সকল জ্ঞানের মূল ভক্তি ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। কি দ্বৈতবাদী—কি অদ্বৈতবাদী কি আত্মতত্ত্ববাদী সকলেরই ভক্তিমান হওয়া চাই। ভক্তির অর্থ সেবা করা। আমরা যে কোন বিষয়ের প্রার্থী হই না কেন সেই ভাবে আমাদের সেই বিষয়ের সেবা বা চর্চ্চা করিতে হইবে নতুবা আমরা সফল মনোরথ হইতে পারিব না। আমাদের মনে ভক্তি প্রবল না হইলে আমরা কোন কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিব না।

বক্তা এই বক্তৃতাটী বাঙ্গালা ভাষায় দিয়াছেন। হিন্দি ভাষা তাঁহার মাতৃভাষা, কিন্তু বাঙ্গালাতে ও তাঁহার বেশ অধিকার আছে। সংস্কৃত, আরবি, পার্শী ইংরাজী প্রভৃতি ভাষাতে ও উঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি। এই প্রকার পণ্ডিতের দ্বারাই আর্য্য ধর্ম্মের প্রচার হওয়া উচিত। বাস্তবিকই এই সুশিক্ষিত বক্তার ধর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রীরাখালদাস সেন গুপ্ত
জামালপুর।

—●●—

মহাশয়! গত ১০।১১ ই জ্যৈষ্ঠ দিবসদ্বয় ব্যাপিয়া রাজপুর জগদ্ভক্তি প্রদায়িনী সভার নবম সাংবৎসরিক মহোৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সভায় আটপুর নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ মহাশয় সর্ব্বাগ্রের ন্যায় নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়া আত্মসংযম বিষয়ক, ভক্তি বিষয়ক, উপাসনা বিষয়ক এরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে সমবেত সভ্য মণ্ডলী কৃতজ্ঞতার সহিত অপার আনন্দের সহিত তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। তৎপরে কালীঘাট প্রবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয় সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় বেদাদিশাস্ত্রাবলম্বিত বিবিধ প্রমাণাবলীর সাহায্যে আশ্রমী ব্যক্তিগণ যে উপায়ে আশ্রমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে ঐহিক পারত্রিক বা নিত্যসুখের অধিকারী হইতে পারেন তদ্বিষয়ের অবলম্বনে এরূপ চিত্তচমৎকারিণী মনোহারিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে বহুজন সমাকীর্ণ সভাটী তৎসময়ে এককালে নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছিল। সভাগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় একাগ্রে উপবিষ্ট থাকিয়া ধর্ম্মভাবে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। অবশেষে কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়

শ্রীমদ্ভাগবতীয় কতিপয় শ্লোকের অবলম্বনে "হরি ভিন্ন গতি নাই" ইহাই সপ্রমাণ করেন। বক্তৃতার পর ও বাইতে মুক্তি দর্শনী বাজিল, তাহার পর কীর্ত্তন ও উক্ত সংকীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণী মহাশয়ের এতৎসভায় আসিবার কথা ছিল। তাঁহার অভাব কি তর শিবিত সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। আশা করি সময় বিশেষে পণ্ডিতপ্রবর এস্থলে পদার্পণ করিয়া আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য যে এই রাজপুর গ্রামে অল্প সংখ্যক শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তির বাস আছে। কিন্তু সভাটীর প্রতি কাহারও বিশেষ যত্ন নাই। তাঁহাদিগের নিকট সাদরে প্রার্থনা যে তাঁহারা যদি এরূপ একটী ধর্ম্ম সভা স্বদেশে রাখিতে অভিলাষ করেন তবে তাঁহারা সভাটীর উন্নতির জন্য দৃঢ়প্রযত্ন হউন। সভা সম্বন্ধে যদি কোন দোষ থাকে তাহার সংশোধন করিয়া দিন। আমি অতি ক্ষুদ্র, আমি যে জ্ঞানী ও ধনী ব্যক্তিদিগকে সদনুষ্ঠান বিশেষের জন্য প্রোৎসাহিত করিতে প্রয়াস পাইতেছি ইহা আমার নিতান্ত ধৃষ্টতা। কিন্তু উপদেশ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। অনুরোধ, নিবেদন ও ভিক্ষাই আমার উদ্দেশ্য। রাজপুর গ্রামে যদি কোন উন্নতমনা ব্যক্তি থাকেন যদি কোন ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তি থাকেন, যদি কোন সাধারণ হিতব্রত ব্যক্তি থাকেন, যদি কোন ব্যক্তি জীবনের অস্থায়িত্ব বুঝেন, যদি কোন ব্যক্তি সাধারণকে পবিত্র আর্য্যধর্ম্মের সুপথ প্রদর্শনের জন্য ধর্ম্মসভা সংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বুঝেন তবে তাঁহার নিকট আমার সাধ্যমত নিবেদন যদি তাঁহারা সভাটী রক্ষা করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন তবে তাঁহারা সভার উপযুক্ত সংস্কার কার্য্যে যত্নবান হউন। উপেক্ষা করিলে ত্বরায় সভাটী উঠিয়া যাইবে, সভার অস্তর্দ্ধান হইলে কেহই বর্ত্তমান বালক সম্পাদকের শিরে দোষ চাপাইবেন না বরং যাঁহারা প্রবীণ সম্পন্ন ও শিক্ষিত তাঁহাদিগেরই মস্তক নমিত হইবে।

শ্রীহরিনাথ চক্রবর্ত্তী
রাজপুর।

সোমপ্রকাশ।

১ লা আষাঢ় সোমবার

ব্রহ্মের ডাকাইতগণকে আর কি ডাকাইত বলা যায়? আমরা ইহাদের ভাবগতিক দেখিয়া ইহাদিগকে বিদ্রোহী মাত্রই বলিতে পারি। ব্রহ্মের বিদ্রোহিগণ একটা প্রকাণ্ড সৈন্যের দলে পরিণত হইতে পারিতেছে না। তাহারা দলে দলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রধান জনপদ লুঠিয়া নিরা অধিবাসিগণের নিকট বলপূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র ও সৈন্যের রসদ সংগ্রহ করিতেছে। পুলিষ, চর্চ্চ বিচারালয় ইত্যাদি ইংরাজের কীর্ত্তিগুলি সাধ্যমত বিলোপ করিয়া দিতেছে। ইংরাজ তাই ভাবিয়াছেন ইহারা ডাকাইত। কার্য্যত তাহারা ডাকাইত বলিয়া পরিচয় দিতেছে না। কোন অরাজক দেশের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে বিদ্রোহীরা কখনই একদল ভুক্ত হয় না। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে ভিন্ন ভিন্ন অধিনায়কের অধীনস্থ হইয়া স্বাধীনতার জন্য জীবন সমর্পণ করে। ব্রহ্মের বিদ্রোহীদিগের ও ঠিক এই রূপ ঘটিয়াছে। এক জন বিংশ বর্ষীয় যুবতীও নাকি একদল বিদ্রোহীর অধিনায়ক হইয়া স্থানে স্থানে উৎপাত করিতেছেন। ডাকাতি করিয়া পরস্বাপহরণের জন্যই কি রমণী দৃঢ় কটিবদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ? ভারতের ইতিহাস, স্পার্টার ইতিহাস, ফ্রান্সের ইতিহাস, আবার সম্প্রতি পোলাণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে রমণী কখনও নীচ স্বার্থের জন্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বীরের ন্যায় পদক্ষেপ করিতে যায় না। স্বাধীনতার জ্বলন্ত বহ্নি কোমল হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিলেই বীর রমণীর স্বভাবসুলভ লজ্জাশীলতা পরিহৃত হয়। এই নিমিত্তই বীর রমণী অবগুণ্ঠন দূরে ফেলিয়া মত্ত কৃপাণিনীর ন্যায় সমরাঙ্গনে নাচিতে থাকেন। এ কি ডাকাইতি? ডাকাতি হইলে কি এই বর্ষার দিনেও তাহার শান্তি হয় না? আমরা লর্ড ডফরিণের গবর্ণমেণ্টকে এখনও সতর্ক করিয়া দিতেছি যদি ভারতের সুশাসন, ও বহিঃশত্রু নিবারণ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তবে এখনও তাঁহারা ব্রহ্মের স্বাধীনতা ব্রহ্মবাসীকে ফিরাইয়া দিন।

-⁂—

শুনা গেল মহারাজ দলীপসিংহ এডেন হইতে বিলাতে যাত্রা করিয়াছেন ইতিপূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী ও কনিষ্ঠ পুত্র বিলাতে রওনা হইয়াছিলেন। দলীপ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলবার্টকে লইয়া এডেনেবাস করিতে ছিলেন। সেখানে তাঁহার একজন আত্মীয় ও অপর একজন শিখ পুরোহিত গিয়া তাঁহাকে শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আসিয়াছেন। দলীপের বিলাত পরিত্যাগ করিবার পর তাঁহার বিলাতের ঘরবাড়ী তৈজস পত্রাদি সমুদায় বিক্রীত হইয়াছে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের দায় হইতে খালাস ও দশ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। সাধারণে একজন ধার্ম্মিক রাজেরও যে আর্থিক দুরবস্থা ঘটিতে পারে একটী রাজ পরিবারের কিরূপ দুর্দ্দশা হইতে পারিবে। আমরা দেখিয়া শুনিয়া এক প্রকার অবাক হইয়াছি।

—⁂—

সার লিপিল গ্রিফিনকে লইয়া কত জনরব উঠিতেছে। একবার শুনিলাম গ্রিফিন সাহেবের শাসন কর্ত্তা হইবেন, সমগ্রদেশটা এই সংবাদে জাগ্রত হইয়া উঠিল। তারপরই শুনা গেল তিনি পঞ্জাব আদালতে যাইবেন। পঞ্জাববাসী তিনি হইতে একজন চরিত্র সত্যবর্ষী অপকপাতি শাসনকর্ত্তার শাসনাধীনে পরম সুখে বাস করিতে ছিলেন সমাপনের এচিসনের পরিবর্ত্তে একদেশদর্শী অদ্ভুত ভারতজ্ঞ গ্রিফিনের অধীনে কিরূপে তাহারা বসবাস করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে ছিলেন, সহসা আবার জনরব উঠিয়াছে যে লর্ড ডফরিণ মিঃ বার্ণার্ডের পরিবর্ত্তে গ্রিফিনকে ব্রহ্মশাসনের ভার দিবেন। বার্ণার্ড সাহেব একজন উপযুক্ত ও সদাশয় ব্যক্তি। কোন্ দোষে তাঁহাকে যে পদচ্যুত করা হইবে তাহা আজও কেহ অবগত হইতে পারেন নাই। গ্রিফিনের হস্তে তরবারি দিয়া যদি ব্রহ্মদেশে পাঠান হয় ব্রহ্মের ভূমিগর্ভস্থ জ্বলিয়া উঠিবে, ইংরাজের হস্তে ব্রহ্মের ভূগোল এক বিন্দুও শান্তির জল গোচর হইবেনা বরং উত্তরোত্তর বিদ্রোহের বৃদ্ধি পাইয়া ইংরাজের শাসন ব্রহ্মবাসীর পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিবে। কালে ব্রহ্মদেশকে মরুক্ষেত্রে পরিণত না করিলে ইংরাজ সেখানে তিষ্ঠিতে পারিবেন না ভারতের অস্থি মজ্জায় চর্ব্বিত চর্ব্বণ করা হইবে, ইংরাজের কলঙ্ক দিগদিগন্তর বিঘোষিত হইয়া ডফরিণ মহিমা মহীয়ান করিবে। আমাদের এই অনুমানগুলি ভারত গবর্ণমেণ্ট স্বীয় গোপনীয় পুস্তকের এক পার্শ্বে লিখিয়া রাখুন।

অমারেবল মিঃ ওকন্যান্ড দিন দিন লোকেরা প্রীতি ভাজন হইতেছেন। চেম্বার অব কমার্স সভায় তাঁহার বক্তৃতার ভিতর হইতে কয়েকটী বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিতে পারিয়া আমরা তাঁহার যোগ্যতার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন বৎসর বৎসরে গবর্ণর জেনারল কয়েকটী আফিস লইয়া সিমলায় যাওয়ায় দেশের অনর্থক অর্থ শ্রাদ্ধ হয়। সিমলা যাইবার কালীন ব্যস্ততায় সহিত বজেট প্রস্তুত করিয়া যাওয়া অন্যায়। বজেট প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে তাহা একবার ব্যবস্থাপক সভায় সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। কলি-

সাহেবের উত্তর ও সভাপতির বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা আশা করি কলীন সভাপক মহাশয় আমরা তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ উপকার লাভ করিব।

কলিকাতা এবং ওয়ার্ডের কয়েক জন অজাত-শ্মশ্রু বালক ও আরও কয়েকজন কালীনাথের ঘরের খাঁ একত্র হইয়া কালীনাথের গুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন কালীনাথ এক জন উপযুক্ত ও যথার্থদর্শী লোক। "গোখাদক" উক্তি সম্বন্ধে উহারাও "সঞ্জীবনীর" সহিত একমত হইয়া বলেন কালীনাথের উপরে ভ্রম হইয়াছে। আমরা জানি অর্থ সামর্থ থাকিলে অনেক ঘরের খাঁকেই কচুরি দিলা ভুলান যায়। আমাদের অনুমান কলিকাতা এবং ওয়ার্ডের করদাতৃগণের মধ্যে যাঁহারা কুৎসিত প্রকার চরিত্রের লোক তাঁহারাই কালীনাথের যোগাযোগ করিয়া থাকিবেন। যিনি সমগ্র শিক্ষিত ও সম্পন্ন হিন্দু সন্তানের মায় আমা লোককে "গোখাদক" বলিয়া গালি দিতে পারেন তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য লোক সংগৃহীত না হইয়া তাঁহার গুণ কীর্তনের জন্য কলিকাতার ভিতরে যে একটী সভা হইতে পারে ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা। আমরা শুনিলাম সভাতে এবং ওয়ার্ডের অধিকাংশ করদাতা, উপস্থিত থাকেন নাই। কেবল কয়েকজন কালীনাথের আত্মীয় বন্ধু ছেলেদের করদাতা সাজাইয়া এই সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সভার ভিতর অনেকেই বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমে কালীনাথের বিরুদ্ধে রেজলিউসন করা হয়। পরে এইসকল বালক ও অযোগ্য ব্যক্তিগণের সংখ্যা অধিক হওয়ায় কালীনাথের স্বপক্ষেই রেজলিউসন দাঁড়াইয়া গেল। এরূপ সভাতেও অদেশে বিদেশে আমাদের মুখোজ্জ্বল হইল। এবং ওয়ার্ডের বাস্তবিক করদাতাগণ কি নিদ্রিত আছেন? তাঁহার উপেক্ষা করিলে যে লোকের নিকট আমাদের ধর্ম হীনতা প্রকাশ পাইবে।

—•••—

ভূপালের মন্ত্রীত্বের জন্য অনেক আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। গোয়ালিয়রের ব্যারিষ্টার মিং জর্জিল্ড ওয়েব, মেজর জেনারল টি, থাচার, এই দুইজনের আবেদন ভূপাল রাজ্য বড়লাটের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। মিঃ ওয়েব তিনবার গোয়ালিয়রের প্রোভিন্সিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন, থাচারও অনুপযুক্ত লোক নহেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহই মন্ত্রীর পদে বৃত হইলেন না। সার লিপিন গ্রিফিনের মনোনীত এক ব্যক্তির আবেদনই গ্রাহ্য হইয়াছে। রাজী বরং কর্ণেল ওয়ার্ডের জন্য প্রস্তাব করেন। যে কারণেই হউক ওয়ার্ড সার লিপিনের মনোনীত হইতে পারেন নাই। সহযোগী ইংলিশম্যান বলেন কর্ণেল ওয়ার্ড ভূপাল রাজ্য সম্বন্ধে অনেক অবিবেচনার কার্য্য করায় গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে ডেপুটী কমিসনারের পদে নামাইয়া দিয়াছেন। ওয়ার্ড কি যে অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন তাহা কেহই অবগত নহে। হয়ত মিঃ ক্যারির ন্যায় তিনি ভূপাল রাজীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা পক্ষপাতি হইয়া থাকিবেন। হয়ত সাদিক হোসেনকে তিনি নিরপরাধী বিবেচনা করিয়া থাকিবেন। নচেৎ গবর্ণমেন্টের তাঁহার উপর এত রাগ কেন? আমরা দেখিতেছি ভূপালের আকাশে এক খানি মেঘের উদয় হইয়াছে এই মেঘ খানি বাড়িয়া বাড়িয়া ক্রমেই আকাশ ছাইয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছে। রাজ্ঞীর অদৃষ্টে কি আছে কে বলিতে পারে?

ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় ক্রমেই পশ্চাৎপদ হইয়া দাঁড়াইতেছেন। কলিকাতার ন্যায় বোম্বাই নগরেও তাঁহাদের শিক্ষার বিলক্ষণ অভাব পরিদৃষ্ট হয়। দেশের সভা সমিতি কিম্বা স্বদেশের হিতের নিমিত্ত কোন কার্য্যে তাঁহাদিগকে উদ্যোগী দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার একটী বিশেষ কারণ আছে। মুসলমানগণ আজও হিন্দুদিগের প্রতি যথেষ্ট ঘৃণা করিয়া থাকে, আজও "কাফেরের" সহিত মিলিতে উহারা লজ্জা বোধ করে। "বুৎ" পূজাকারী সয়তান বলিয়া আজও অশিক্ষিত ইসলাম শিক্ষিত হিন্দুকে গালি দিয়া থাকেন; দেশীয় অশিক্ষিত সম্প্রদায় যদি শিক্ষিতের সহিত না মিলিতে চান তবে তাহাদের উন্নতির পথ কত দূরে! যত দিন ইসলাম প্রাচীন পূর্ব্বাবিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া হিন্দুর সহিত সৌহার্দ সূত্রে আবদ্ধ না হইতেছেন ততদিন তাঁহারা কখনই উন্নত হইতে পারিবেন না। ভারতেরও বল বৃদ্ধি হইতে পারিবেনা। মুসলমান! হয় তুমি হিন্দুর সহিত কোলাকুলি কর, না হয় ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাও। হিন্দু "যবনদ্বেষ" পরিত্যাগ কর, না হয় দেশত্যাগ করিয়া হিমালয়ে গিয়া বাস কর। হিন্দু মুসলমানের ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান একত্র না হইলে কাহারও আর মঙ্গল নাই যদি অদেশের মঙ্গল কামনা কর একতাবে ভাব। হইবে না। এক পদে দেশ দাঁড়াইবে না। "কাফের ও যবন" দুই জনেই "দোস্তি" করিয়া উভয়েই এক আর্য্যসন্তান ভারতবাসী নামে অখ্যাত হইয়া থাকিবে বিদেশ থাকিতে কাহারও নিস্তার নাই।

—•••—

সাম্যনীতির শাসন প্রণালীই হিন্দুর উপযোগী।

ইতিহাস লেখক তাক্তার হণ্টার যে দিন সিমলায় বক্তৃতা দিবার সময় বলিয়াছেন বিজাতীয় শাসনের একমাত্র উৎকৃষ্টনীতি সাম্যনীতি। আকবর এই সাম্যনীতি অবলম্বন করিয়া মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ছিলেন, আরঙ্গীব এই সাম্যনীতির মূলোৎপাটন করিলা মোগল সাম্রাজ্য উৎসন্নে দিয়া গিয়াছেন, হিন্দু মুসলমান আকবরের রাজ্যে সমান অধিকার পাইয়া মোগল রাজ্যের দাস হইয়াছিলেন, মোগলরাজ্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জন দিয়াছিলেন, ম্লেচ্ছ বলিয়া হিন্দু এতদিন যে মুসলমানকে ঘৃণা করিতেন অত্যাচারী ইসলামের হস্তে ধনেপ্রাণে বিনষ্ট হইয়া যে মুসলমানের উপর তাঁহার জাতক্রোধ জন্মিয়াছিল ধর্ম্ম হন্তা দেবদ্বেষ্টা যে যবনকে হিন্দু রাক্ষস বলিয়া ঘৃণা করিতেন, আকবরের সাম্যনীতির গুণে সেই যবন ক্রমে হিন্দুর আদরণীয় হইয়া উঠিলেন সেই যবনের জন্য হিন্দু পাঠানের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন এমন কি মোগলের বিরুদ্ধচারী হিন্দুর সহিতও বিবাদ করিতে ক্রটী করিলেন না। ক্রমে মোগল এতই হিন্দুর আরাধ্য হইয়া উঠিল যে হিন্দু রাজা মুসলমান সম্রাটের পরিবারে স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতেও ক্রটী করিলেন না। আকবরের প্রবল প্রতাপ হিন্দুসহায়ের বল পাইয়া আরও প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিল। তখন মোগলের সে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শত্রুগণ ভীত হইত। সুখের সাম্রাজ্যে প্রজাগণ সুখ সচ্ছন্দে বাস করিত, রাজভক্তির লৌহ বর্ম্ম পরিধান করিয়া হিন্দু ও মুসলমান সৈন্য মোগলের জন্য দিগবিদিক পরাজয় করিয়া আসিত। এইনা রাজ্য শাসনের উচ্চনীতি? এইনা রাজার প্রকৃত গৌরব, প্রকৃত মাহাত্ম্য? প্রজার হৃদয়ের উপর যে রাজ্য বিস্তৃত বহিঃশত্রু গৃহশত্রু কোন শত্রুতেই সে রাজ্যের সূচাগ্র পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে পারে না। আকবর জানিতেন হিন্দুই হিন্দুস্থানের বল। হিন্দুর কৃতজ্ঞতাই রাজ্যরক্ষার একমাত্র, আকবর জানিতেন হিন্দু বিমুখ হইলে মোগল সাম্রাজ্যের কুশল নাই, মুসলমানের নিস্তার নাই, আকবর জানিতেন যদি বিদ্যা শিক্ষা নীতিশিক্ষা, ও ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিতে হয়, তবে হিন্দু না হইলে চলিবে না, যদি রাজনীতির সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে হয়, হিন্দুই তাহার পরম

ভদ্রের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ি না থাকায় রিজার্ভ অর্থাৎ নিজস্ব করিয়া লওয়া আবশ্যক। কয়েটী এবং তাহাদের রক্ষক দাসীর সংখ্যা তিন জনের অপেক্ষা অধিক হইলে আমাদের জন্যও গাড়ি রিজার্ভ করিতে হইবে। রিজার্ভের মূল্য প্রত্যেক যাত্রীর ৮ গুণ ভাড়া। কি কামরার ৫ টিকেট করিয়া রিজার্ভের নিম্নতম মূল্য।

দার্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে একণে ই বি. রেলের সহিত একত্র হইয়াছে। উক্ত বিদ্যালয়ের বালকগণ তৃতীয় শ্রেণীতে ভাড়া না দিয়া যাইতে পারিবে। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া দিয়া মধ্যম শ্রেণীতে এবং মধ্যমের ভাড়া দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতে পারিবে।

কলিকাতার ভারত সভার উদ্যোগে গত ৬ ই জুন শ্রীনগরে একটী প্রকাণ্ড রাইয়ত সভা হইয়া গিয়াছে। সভা স্থলে প্রায় ২০ সহস্র লোক উপস্থিত ছিলেন। এখানে পার্লিয়ামেণ্ট সভা অস্ত্র আইন, প্রতিনিধি মূলক ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন হয়।

লেডিডফরিণের নামে লর্ড ডফরিণ বিকাইতেছেন। মিষ্ট্রেস গ্রাণ্টডফের নামে স্বয়ং মান্দ্রাজের শাসন কর্ত্তাও বুঝি বিকাইয়া যান। মিষ্ট্রেস গ্রাণ্টডফ এদেশীয় লোকের উপকার সাধন করিয়া সাধারণের প্রীতি ভাজন হইয়াছেন। তিনি স্থানে স্থানে বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিয়া দিতেছেন। দীন দাস দাসিগণের সুশিক্ষার জন্যও তিনি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি একটী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়াস পাইতেছেন। লেডি ডফরিণ ও মিষ্ট্রেস গ্রাণ্টডফ তাঁহাদের স্ব স্ব স্বামীর উপদেষ্টা হউন।

আমেরিকায় অনেক ভদ্রমহিলা রমা বাইয়ের সুন্দর ও সারগর্ভ বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়াছেন। ভারতবাসিনী ভগিনীগণের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তাঁহারা বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। স্বাধীন মতাবলম্বী আমেরিকানগণ ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একটু বিশেষ যত্ন করিলে আমাদের বহুল চেষ্টার সুফল ফলিবে।

কাশ্মীর মহারাজের দুই জন ভ্রাতার সহিত বিবাদ চলিতেছে। যুবরাজ পুরাতন কর্ম্মচারিগণের পরিবর্ত্তে নূতন কর্ম্মচারি নিয়োগ করিয়া রাজ্যের সুশাসন করিতেছেন। কয়েকজন বাঙ্গালী রাজার অধীনে ভাল ভাল কাজ করেন। পাইওনিয়ার বলেন বাঙ্গালী আছে বলিয়া কাশ্মীর রাজকার্য্যে এত বিশৃঙ্খলা। সহযোগীর বাঙ্গালীর উপর বক্র দৃষ্টি বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাতেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

— ●● —

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

মিষ্টর এফ এইচ, বার্ড্রোর ছুটির সময় সিরাজগঞ্জে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন। শ্রীযুক্ত তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটির সময় শ্রীযুক্ত উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বর্দ্ধমান কালনা মহকুমার ভার পাইলেন। শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরা ব্রাহ্মণবেড়িয়ায়, শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বন্দ্যোপাধ্যায় রংপুরে, শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ঢাকায় এবং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সেন মানভূমে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অটলবিহারী মৈত্র মানভূম গোবিন্দপুর মহকুমার ভার পাইলেন। গোবিন্দপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লোহার ডাগায় বদলি হইলেন। [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ত্রনক্তায় বদলী হইলেন। ময়মনসিংহের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ স্যাভেজ পূর্ণীয় মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইলেন। মেদিনীপুর পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টপদে বহাল হইলেন। গয়ার মিঃ চব লট, এইচ. কর্ণেল লোহার ডাগায়. ঢাকার মিঃ এইচ জসন গয়ায়, দারজিলিংএর মিঃ ডিঃ ক্লার্ক ঢাকায় লোহার ডাগার টি. কি. ন ল স দারজিলিংএ, ২৪ পরগণা বারাকপুরের আসি পুলিস মিঃ সিঃ গয়ায়।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

শ্রীযুক্ত রাধাগোপাল চাকি বেহারের অস্থায়ী মুন্সেফ হইলেন। বাবু গৌরচন্দ্র দে এবং গোপীমোহন রায় ত্রিপুরা ব্রাহ্মণবেড়িয়া একজামিনের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন। বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত সব জজ বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু বীরভূমে বদলি হইলেন। বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র দাস, বাবু শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের স্থলে নদীয়া শান্তিপুর একজামিনের অনরারি মাজিষ্ট্রেট হইলেন। বাঁকুড়ার মুন্সেফ বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্রের ছুটির সময় বাবু দুর্গাদাস বসু নাথপুর সদরের মুন্সেফ হইলেন।

শিক্ষা বিভাগ।—ত্রিপুরার স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্সপেক্টর বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ বাঁকুড়ায় এবং বাঁকুড়ার বাবু প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন।

ভ্রমণকারীর পত্র।

ঢাকা ও ময়মনসিংহ।

পূর্ব্ব পত্রে ঢাকার দুই একটী বিবরণ দিয়াছি। আমরা অতি অল্পক্ষণ ঢাকায় অতিবাহিত করিয়া নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ে যোগে ময়মনসিংহ গমন করি। এই নূতন রেলওয়েটী বর্ত্তমান বর্ষে চালিত হইতেছে। বোধ হয় পাঠক মহোদয়েরা এ বিষয় অবগত আছেন। হিমালয় রেলওয়ের গাড়ী ও ইঞ্জিন যে প্রণালীতে প্রস্তুত ঢাকা রেলওয়েরও সেই অনুকরণে নির্ম্মিত। কেবল হিমালয়ের রেলের অপেক্ষা ঢাকা রেলওয়ের ইঞ্জিন অতি নিকৃষ্ট ও দুর্গতি। কিন্তু রেলের একটী বন্দোবস্ত দেখিয়া সুখী হইলাম। ইঞ্জিনের সম্মুখে কাষ্ঠের রেল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা লৌহ পথের চারি অঙ্গুলি উপরে পর্য্যন্ত যায়। কোন জীব জন্তু শকটের সম্মুখে পতিত হইলে শকট চক্রে হঠাৎ পেষিত না হইয়া ইঞ্জিনের অগ্রস্থিত রেলে ঠেকিয়া সম্মুখে চলিয়া যাইতে থাকে। এইরূপ বন্দোবস্ত সকল রেলওয়ের অনুকরণীয়. রেলওয়েটী খুব অল্পব্যয়ে প্রস্তুত। তজ্জন্য ষ্টেশনগুলিও ছোট। এবং অধিকাংশ স্থলে করগেট দ্বারা নির্ম্মিত।

ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ যাইবার পথে আমরা জয়দেবপুরের সাহিত্য সমালোচনী সভা দেখিবার জন্য জয়দেবপুর ষ্টেশনে নামিয়া ভাওয়ালের রাজধানীতে গমন করি। এখানে আমাদের সভ্য সংসারের পরিচিত অক্ষয় কালিপ্রসন্ন বাবুর দর্শন না পাইয়া কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইতে পারিলাম না। কুমার বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনী সভার সভাপতি বলিয়া পরিচিত। কিন্তু প্রত্যক্ষ যাহা দেখিলাম তাহাতে তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যে কিছুই অনুরাগ দেখা গেল না। সাহিত্য সমালোচনী সভার অস্তিত্ব কেবল কাগজে কি কল্পে তাহাও ঠিক করা দুষ্কর। কুমার সাহেব বেশ ইংরাজী প্রিয়। তিনি সাহেবি চালে চলেন, কথা কহিতে ইংরাজিই অধিক ব্যবহার করেন, কোন সময়ে যদি কোন ইংরাজ রাজধানীতে আসেন তাঁহার আদর অভ্যর্থনার আর বাকি থাকে না। তাঁহার অনেক বেতনভোগী বাবুর্চিও আছে। পালিত কুক্কুটও ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। সাহেব সম্বর্দ্ধনার্থে এত আয়োজন কিন্তু কোন দেশীয় ভদ্র লোকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই। যদি কেহ তাঁহার অতিথিশালায় যাইয়া ভিক্ষা করে তবেই এক মুষ্টি অন্ন মিলিতে পারে।

মাননীয় কালীপ্রসন্ন বাবু যখন ভাওয়ালের কার্য্যভার গ্রহণ করেন তাহার কিছুদিন পরেই পূর্ব্ব বঙ্গের একখানি সংবাদপত্র তাঁহার খুব প্রশংসা করিয়াছিল। তারপর আর কোন কথাই শুনা যায় নাই। কালী বাবু কার্য্যে বিশেষ যশস্বী হইতে পারেন নাই। কুমারের সহিত অকপট ভাবে ব্যবহার চলিতেছেনা। লোকে বলিতেছে উহাঁর কার্য্যকাল শেষ হইয়া আসিতেছে।

পরদিন আমরা ময়মনসিংহে গমন করিলাম। ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখার তটে নসিরাবাদ নামক স্থানে ময়মনসিংহ জেলা সংস্থাপিত, জেলার পার্শ্বে রেলওয়ে ষ্টেশন। বঙ্কেশ্বরের জেল খুলিতে আসিবার কালীন ময়মনসিংহে যে সভা হয় ঐ সভার শ্রীযুক্ত ল ও ক ঠকমকে এই কয়টী অক্ষর খোদিত হয়। (গত সেও দি এপ্রেল) ইত্যাদিকথাদি অদ্যাপি ষ্টেশন গৃহে রহিয়াছে। জেলাটীর ততদূর পারিপাট্য নাই।

অন্যান্য জেলার মত এখানে অনেকগুলি আফিস ও বিদ্যালয়াদি আছে। সেগুলির মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ রাজকুমার বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের স্থাপিত সিটী কালেজের একটী শাখা বিদ্যালয় আছে। এই স্কুলটীতে একদিন একটী বড় গোলযোগ শুনিতে পাই। একটী বালক জল খাইতে যাইবার জন্য শিক্ষকের নিকট বিদায় চায় শিক্ষক কহিলেন কোথাও যাইতে পারিবে না এই স্থলে যে জল আছে তাহাই খাও। বালক কহিল আমরা হিন্দু, ভিন্ন জল খাইব না। শিক্ষক, ব্রাহ্ম ছাত্রের এই কথা শুনিয়া চটিয়া যান এবং বলেন যদি বাহিরে যাও নাম কাটিয়া দিব। বালকটী একটী সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান। বাটী গিয়া পিতার নিকট উল্লিখিত বিবরণ প্রকাশ করায় খুব হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ অলৌকিক অত্যাচারের ব্রাহ্মগণ দেশ বিদেশে নিন্দনীয় হইতেছেন।

ঘটুক আর না ঘটুক কৃতকার্য্যে সূচনা শুনিলেও মন সন্তুষ্ট হয়। ময়মনসিংহের বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্প্রদায় বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছে। উদ্যমটী অতীব প্রশংসনীয়। নসিরাবাদে একটী ধর্ম্ম সভা ও আর্য্যমত সভা স্থাপিত। দুইটীই মৃতপ্রায়।

সেরপুর, মুক্তাগাছা, রামগোপালপুর, গৌরিপুর, কালী র প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি জমিদার আছেন। সেরপুরে অষ্টাদশটী, মুক্তাগাছায় ষোড়শটী, বর গৌরীপুর প্রভৃতি স্থলে সাতবর জমীদার আছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিধবা বিবাহের উৎসাহী এমন কি মুক্তাগাছার রাজা সূর্য্যকান্ত ছোটলাট বাহাদুরকে আজি এ সম্বন্ধে একটী আইন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

সংবাদদাতার পত্র

বোলপুর, বীরভূম।

গত কল্য অপরাহ্ণ ১ টার সময় স্থানীয় বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় পাঁচশত মত দাতা উপস্থিত হয়েন। এখানকার থানার প্রাঙ্গণ নির্ব্বাচনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। নিকটে বৃক্ষাদি ছিল না। উত্তাপ নিবারণ জন্য একটী সামান্য মাত্র চন্দ্রাতপ খাটাইয়া দেওয়া হয়। সূর্য্যরশ্মি অতি প্রখর ছিল, সমাগত দর্শকবৃন্দের ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। বীরভূমের অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েম সাহেব মতদাতাদের মত গ্রহণ জন্য এখানে আগমন করেন। তাঁহাকে একজন ভদ্রপ্রকৃতি লোক বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার ব্যবহারে আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছিলাম, তাঁহার সদাশয়তা গুণে এত দুর্বিসহ উত্তাপ আমাদের তাদৃশ ক্লেশকর বোধ হয় নাই। মতদাতাদের মধ্যে অনেকগুলি মুসলমান ছিলেন। তাঁহাদের একার্য্যে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছিলাম। পাঁচজন এ থানার পদপ্রার্থী ছিলেন। রাইপুরের অন্যতর জমিদার বাবু দেবেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ ও বোলপুরের সব রেজিষ্টার বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। মতদাতারা প্রায় একবাক্যে এই দুইজনকে আপনাদের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিলেন। প্রকৃত ইঁহারা উভয়েই কার্য্যক্ষম লোক। মতদাতারা দেবেন্দ্র বাবু ও রমেশ বাবুকে নির্ব্বাচন করিয়া আপনাদের বুদ্ধি মত্তার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। তবে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাহেব মতগ্রহণ করিলেন তাহা নিতান্ত দোষাবহ। যোগ্য লোক মতাধিক্যে মনোনীত হইলেন বলিয়া সে প্রণালীর এস্থানে উল্লেখ করিলাম না। রমেশ বাবু সর্ব্বপ্রকারে এ পদের যোগ্যপাত্র কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের একটু আশঙ্কা হয়। তিনি এ থানার অধিবাসী নহেন। আর তাঁহার বয়সও একটু অধিক হইয়াছে। এ পরিণত বয়সে তিনি তাদৃশ কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন কি না আমাদের একটু ভয় আছে। তবে তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞান বিলক্ষণ আছে। কার্য্যে আপনাকে যে অক্ষম বোধ করিলেই তিনি যে পদত্যাগ করিবেন তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সকলের ধারণা আছে, শিক্ষা ও সভ্যতায় বীরভূম অন্যান্য জেলার সমকক্ষ নহে। কিন্তু এখানকার নির্ব্বাচন কার্য্যে মতদাতারা যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন তাহাতে আমাদের সে ধারণা অনেক পরিমাণে অপনীত হইল। কার্য্যাবসানে সকলে যখন লর্ড রিপণ বাহাদুরের মঙ্গল কামনায় জয়ধ্বনি করিতে বলা হইল—তখন তাহাদের উল্লাসধ্বনিতে সেইস্থান প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

তাহাদের এই বক্তৃতা পঠিত হয়। "মহোদয়গণ"! অদ্য আমরা যে মহৎকার্য্য সাধন জন্য একত্রে সমবেত হইয়াছি তাহার গুরুতর দায়িত্ব যে কত, তাহা বোধ হয়, আমরা তত অনুভব করিতে পারিতেছি না। এটী সামান্য বিষয় নহে—অবহেলার বিষয় নহে, অদ্যকার কার্য্যের উপর আমাদের দেশের ভাবী শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। স্বদেশের মঙ্গলের দিকে আমাদের যদি কিছুমাত্রও অনুরাগ থাকে, তবে অদ্যকার কার্য্যের প্রতি আমাদের উপেক্ষা প্রদর্শন করা উচিত নহে। আমাদের মধ্যে এতগুলি লোক আছেন, তাঁহারা নানা কারণে অদ্যকার কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি না করিতে পারেন, আর কতকগুলি আছেন, অদ্যকার কার্য্যটী যে গুরুতর, তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াও দীর্ঘসূত্রতা নিবন্ধন একার্য্যের প্রতি তাঁহারা তাদৃশ আস্থা প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। আর যাঁহারা শিক্ষিত উদার শিক্ষার বিমল বিভায় যাঁহাদের হৃদয় আলোকিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে আমি কিছুই বলিতে চাহি না। তাঁহারা যে এ কার্য্যে হৃদয়ের সহিত যোগদান করিবেন তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বদেশের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় যে অনবরত কাঁদিতেছে, তাহা কি আমাদের বলিয়া দিতে হইবে? তবে এই শ্রেণীর লোক এখানে তত অধিক উপস্থিত দেখিতে পাইতেছি না। মহোদয়গণ! আপনারা নিদ্রালস্য পরিহার করুন, দীর্ঘসূত্রতা বিদূরিত করুন, সম্মুখে আমাদের এক বৃহৎ কার্য্য উপস্থিত—এ কার্য্যের জন্য অন্যান্য জেলায় কত আগ্রহ, কত উৎসাহ প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার কি আপনারা কোন সংবাদ রাখেন? আমাদের বীরভূমে বাস—সাঁওতাল আমাদের প্রতিবাসী। আমরা অনেক স্থলে অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত, অসভ্য বলিয়া উপহাসিত হইয়া থাকি, অদ্য যদি আমরা এ কার্য্যে তাদৃশ আগ্রহবান না হই, তবে আমাদের প্রদেশ যে তাদৃশ উন্নত নহে, তাহাই কেবল প্রতিপন্ন হইবে। মহোদয়গণ! অদ্য আমরা যে মহাত্মার অনুকম্পায় দেশের শাসন কার্য্যের কিঞ্চিন্মাত্রও পাইতে চলিলাম তাঁহার মঙ্গল কামনায় জয়ধ্বনি করুন। সে মহাত্মার নাম আপনারা অবগত আছেন, তাঁহার নাম মহামতি লর্ড রিপণ। আমি অনুরোধ করি, আর একবার ভাবিয়া দেখুন আপনারা বোধ হয় জানেন আমরা বহুদিন হইতে স্বাধীনতা সুখে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি। আমরা বহুকাল হইতে পরাধীন

হইয়া রহিয়াছি। শাসন কার্য্য যে কি পদার্থ তাহা আমরা কিছুই জানি না। ইংরাজের কৃপায় স্থল পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষিত হইয়াছি ও অনেক বিষয়ে কার্য্যপটুতা প্রদর্শন করিতেছি। কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের এই যোগ্যতা দেখিয়া আমাদের প্রতি শাসন কার্য্যের কিয়দংশ অর্পণ করিতে বলিলেন। বোধ হয় আপনারা জানেন ইংরাজ বাহাদুর কোন কার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করেন না। গুরুতর বিষয় সকলে এক হইয়া পরামর্শ পূর্ব্বক নিষ্পন্ন করেন, তাঁহাদের সকল কার্য্য নিষ্পাদন জন্য এক একটী সভা আছে। আমরা যে শাসন ভার গ্রহণ করিতে চলিলাম, তাহার জন্য একটী সমিতি সংগঠিত হইবে সেই সমিতি কতক লোক লইয়া রচিত হয়। সেই লোকগুলি কার্য্যকুশল সুশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন আমরা এ সভার সভ্য নির্ব্বাচন উপলক্ষে অদ্য সমবেত হইয়াছি। এখন বোধ হয় আপনারা বুঝিতেছেন এ কার্য্যটী কত গুরুতর, আমরা যদি ভাল লোক হই সেই কার্য্য সুচারুরূপে চলিবে। উত্তরোত্তর ইংরাজ বাহাদুর আমাদিগকে বড় বড় কার্য্যের ভার দিবেন, দেশের মঙ্গল সংসাধিত হইবে। আর আমরা যদি তোষামোদের বশবর্ত্তী হইয়া অযোগ্য লোককে আমাদের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচন করি আমরা বিফল মনোরথ হইব। আমাদের নির্ব্বাচিত লোক পদে পদে অযোগ্যতা প্রদর্শন করিবেন কার্য্যে বিশৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হইবে। বাকিলে কি আমাদের ভাবী আশা ভরসা সকলই ছিন্নমূল হইবে। মহোদয়গণ এ কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনুভব করুন, সভ্য নির্ব্বাচনে পরিণাম দর্শিতা প্রদর্শন করুন। স্খলিতপদ হইলেই দেশের সর্ব্বনাশ, আমাদের মধ্যে দেখুন, আমরা কাহার হস্তে এ প্রতিনিধিত্ব নির্ব্বাচন অর্পণ করিতে পারি। আপনারা এক কথা স্মরণ করিবেন ধনবান হইলেই কার্য্যক্ষম হয়েন না। চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকটী কি আপনাদের স্মরণ নাই, বিদ্বানেও রাজার তুলনা হইতে পারে না। বিদ্যাই "সর্ব্বত্র পূজ্যতে" আপনারা নিশ্চয়ই জানিবেন যাঁহারা রীতিমত শিক্ষা পাইবেন, তাঁহারাই কার্য্যক্ষম লোক, যে সভা রচিত হইবে, তাহাতে শিক্ষিত লোকের বেশ দেখা আবশ্যক। সাহেবদের সঙ্গে অনেক তর্ক বিতর্ক করিতে হইবে। রীতিমত শিক্ষিত না হইলে তার্কিকতা শক্তির বিকাশ দেখিতে পাইব কেন?

—০—

ফরিদপুর।

ফরিদপুর নিবাসী বিখ্যাত ধনী বাবু বিপিন বিহারী সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরেন্দ্রনাথ সিংহ নৈহাটী হইতে রেলওয়ে যোগে রাণাঘাট আসিবার কালে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া ইণ্টার মিডিয়েট ক্লাসে উঠে। টিকিট কালক্টর অবশেষে তাহা অবগত হইয়া গবর্ণমেণ্টকে প্রতারণা করা অপরাধে তাহাকে রাণাঘাটের ফৌজদারি সোপরদ্দ করেন। মহামান্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুবিচারে আসামীর ৫ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে। আমরা ইহাও বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে এই মকদ্দমায় হরেন্দ্র বাবুর প্রায় ২০।২৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বড় লোকের ঘরের ছেলেরা লেখা পড়া না শিখিলে যে কিরূপে অনর্থ ও বিপদ উৎপন্ন করে সোমপ্রকাশের বিজ্ঞতমী পাঠকবর্গ এই ঘটনা দৃষ্টে বিবেচনা করুন।

সেদিন রাত্রিতে এইগ্রামের উত্তরাংশে মলুয়া পাড়ায় একটী লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হয়। প্রতাপ মলুয়া নামক একজন পত্নীর দুষ্ট চরিত্র অবগত হইয়া ছুরীর ছাতরা নামক অস্ত্রের আঘাতে তাহার পত্নীর প্রাণ বিনাশ করে। পরিশেষে উদ্বন্ধনে আপনি প্রাণত্যাগ করে। লোকটী ফরিদপুরে একটী সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছে। অসতী স্ত্রী লোকের বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত দণ্ডবিধান হইয়াছে। সামান্য লোকের হৃদয় যে কেমন মহত্ত্ব এবং ওজস্বিতায় পূর্ণ থাকিতে পারে, পাঠক দেখুন। মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী এরূপ সৎশিক্ষা দিয়া যাহারা ইহলোক হইতে অপসৃত হয় তাহাদেরই সার্থক জীবন।

সম্প্রতি এখানে সর্পের ভয় হইয়াছে। অদ্য ৩।৪ দিন হইল এখানকার বিখ্যাত বাবু শ্রীনাথ দত্তের কনিষ্ঠ ৫ম বর্ষ বয়স্ক একটী শিশু পুত্রকে একটী গোক্ষুরা সর্প উপর্য্যুপরি ৩।৪ বার দংশন করে। বিষের কি ভয়ানক মারণশক্তি অন্যূন ১০ মিনিটের মধ্যে শিশুর জীবন নাশ করিল। বিধাতার কার্য্য গুলি যে কি উদ্দেশ্যে সংসাধিত তাহা মানব বুদ্ধির অগোচর। এইরূপ শোক প্রতিনিয়তই ঘর গৃহে ঘটিতেছে। এরূপ অবস্থাতেও যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া শোকাবেগ রূপ প্রবল বাত্যাতেও অবিচলিত থাকেন তিনিই মানবশ্রেণী দেব আখ্যা দেব তাঁহাদের বলুক।

এখানে ছাত্র দিগের একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। সভার উদ্দেশ্য ছাত্র দিগকে জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিয়া তাহাদের মনো বৃত্তি সকলকে উন্নতির পথে প্রধাবিত করা। ফরিদপুর হাই ইংরাজী বিদ্যালয়ের মাননীয় প্রধান পণ্ডিত বাবু রুক্মিণী কান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভার উপদেশকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা রুক্মিণী বাবুর মত উপযুক্ত লোক সভায় থাকিলে সভার উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ফরিদপুর ছাত্র সমাজ শীঘ্রই উন্নতির পথে অগ্রসারিত হইবে।

মধ্যে মধ্যে এ অঞ্চলে এক এক পসলা বৃষ্টি হওয়ায় তাহাদের পক্ষে বেস সুবিধা হইয়াছে, রৌদ্রের প্রাখর্য্য ও অপেক্ষাকৃত শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

"অনন্তকে" জীবন রক্ষার মূল ঔষধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি মুক্তকণ্ঠে বিশ্বস্তরূপে বলিতেছি যে এই সন্ন্যাসী প্রদত্ত আমার এই অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত "অনন্ত" ধারণ করিলে পর শরীর সম্বন্ধীয় নানা প্রকার ব্যাধি বিনাশ ও ভবিষ্যতে কোন ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে হইবে না।

ইহা ধারণে বাত, অম্লরোগ, শীরঃপীড়া, মেহ, ধাতু দুর্ব্বলতা, রক্তামাশয়, নিদ্রাহীনতা, পুরাতন জ্বর, রক্তপিত্ত, হাঁপানী, অর্শ, শ্বাসকাশ, অপস্মার স্ত্রীলোকের শ্বেত প্রদর, গৃহিণী ক্ষীণ ধাতু, বাধক ও ঋতুবন্ধ প্রভৃতি রোগসমূহ আশ্চর্য্যরূপে আরাম হইয়া দিন দিন দেহের কান্তি বৃদ্ধি করত শরীর পুষ্ট করিতে থাকে।

আজ কাল নানাপ্রকার ঔষধি ধাতুনির্ম্মিতরক্ষা কবচ ও অঙ্গুরী ইত্যাদি বাজারে অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে তাহা যে কতদূর সত্য আমরা তুলনা করিতে চাহি না কিন্তু মহোদয় ভ্রম ক্রমে কাচ ক্রয় করিবেন না।

ছোট ও বড় প্রত্যেক "অনন্তের" মূল্য ২ ডজন ২০ টাকা। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬টী ।৴০ ৭হইতে ১২টী ।৵০ আনা। অর্ডার পাইলে ভ্যালুপেয়েবল পার্শেলে মাল পাঠান যাইবে। আর বিদেশীয় মহোদয়গণ "অনন্ত" ক্রয়কালীন অনুগ্রহ করিয়া হস্তস্থিত মাপ পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন এবং সকলের নাম ও ধাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিবেন।

---

*"অনন্তের যেসকল অষ্টধাতু খচিত হই যাছে তাহা এক একটী করিয়া মিলাইয়া লইবেন আর উক্ত সন্ন্যাসী আদেশমত প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে কটিতিরির জল দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন।

—●●—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট কেস, থারমমিটার, ৩৩ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ১২ শিশি কর্ক, চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সক-লের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাক মাশুলসহ ১৵০ এক টাকা দুই আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল প্রকারের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১শিশির মূল্য ॥০ এবং বহুমূত্রপীড়ার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১ আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত ভ্যালুপেয়েবল পার্শেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—●●—

হোমিওপ্যাথিক ডিপজিটারী।

নং ৩ মৃজাপুর ষ্ট্রীট, পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই নূতন ঔষধালয়ে সকল প্রকার হোমিও-প্যাথিক ঔষধ, উর্দ্দু, হিন্দি বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকাদি এবং চিকিৎসোপযোগী দ্রব্যাদি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। কলেরার বাক্স ১২ শিশির ডাং রুবিনীর কর্পূরের আরক ও পুস্তক সহ মায় প্যাকিং ৫ গার্হস্থ চিকিৎসার পুস্তক সহ ৩০ শিশির বাক্স মায় প্যাকিং ১২।

—●●—

বিশেষ সুবিধা বিশেষ সুবিধা।

মফস্বলের বন্ধুদিগের সুবিধার জন্য আমরা কলিকাতা হইতে বাজার দরে সকল প্রকার জিনিস খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি। যাহার যখন যে কোন দ্রব্য আবশ্যক হইবেক তিনি সিকি টাকা প্রেরণ করিলেই তাঁহাকে সত্বর ভ্যালু-পেয়েবল পোষ্টে সেই সকল দ্রব্য পাঠান হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন।

দত্ত এবং ঘর কোং
৯৩ নং রাধাবাজার
কলিকাতা

চিকিৎসা-প্রকাশ-যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে ঐ পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে। এজেন্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।

দাম ১॥০ টাকা; ডাকমাশুল ৵১০

ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার

—●●—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

জে. এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

এখানে ক্রমান্বয়ে কয়েকখানি জাহাজে লণ্ডন আমেরিকা ও জর্ম্মাণি হইতে বিস্তর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, কর্ক, শিশি ও যন্ত্রাদি আনীত হইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এলেন এনসাইক্লোপিডিয়া মূল্য ১৮০ হানিমান মেটিরিয়া মূল্য ২৪ প্রভৃতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০ ক্রম ১।০ মাদার টিং ।৶০ নিম্নক্রম ।০ এবং ২জ্রাম ।৶০ হিসাবে বিক্রয় হয়। ১২ শিশির ওলাউঠার বাক্স মায় পুস্তক ৪॥ ঐ ক্যাম্ফরসহ ৫ ও সাধারণ চিকিৎ-সার পুস্তক সহ ২৪ শিশির ৮॥, ৩০ শিশির ১০॥০ ৪০ শিশির ১৪, ৪৪ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ১৬ ৭২ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ২৫।২০০ শিশির উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও থার্ম্মমিটার সহ ৮০ থার্ম্মমি-টার ৪॥০ ও ৫ (ক্যাটেলগ বিতরণীয়।) (সমস্ত বাক্সের সহিত পুস্তক ও কোটা চালিবার যন্ত্র পাওয়া যায়) ঠিকানা ১১১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার।

—●●—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহা মেলায় এবং হোমিওপ্যাথিক

ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—❀❀—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা প্রকার কার্য্য হইতেছে। অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে নূতন অক্ষরে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অধ্যাপক কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩৷৹ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵৹ আনা, তাহার পর /৹ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১৹ করিয়া লাইন প্রতি ধার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

—❀❀—

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৶৹	৴১৹
২ য় ভাগ	৶৹	৴১৹
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৶/৹	৴১৹
২ য় ভাগ	৶/৹	৴১৹
৩ য় ভাগ	৶/৹	৴১৹
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।৹	৴১৹

কয়খানি একত্র লইলে সমুদারে ডাক মাশুল ৴/১৹ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা প্রমথভূষণ দেব রায়—যশোহর ২৹
শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ রায় উকীল—রামপুর বোয়ালীয়া ২৹
" " রাজকুমার শ্রীশ্রীরামনারায়ণ—সিংহদেও বাহাদুর—কাশীপুর ১৹
" " মহিমচন্দ্র জোয়াদার—মোরার ৲৹
" " রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা ১৹
" " চন্দ্রশেখর সান্যাল—দৌলতাবাদ ৭
" " উপেন্দ্রনারায়ণ পাল—বারলা স্কুল ৭
" " যদুনাথ সান্যাল—গোসাই গঞ্জ ৫
" " গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস—বুড়িগঞ্জ ৩৷৹
" " বামরাই স্কুলের হেডপণ্ডিত—বামরাই ৩৷৹
" " ভুবনমোহন বৈদ্য ছাত্র—কলিকাতা ৩৷৹
" " অঘোরনাথ আচার্য্য শিক্ষক—যশোহর ৩৷
" " কৃষ্ণবন্ধু রায়—পার্ব্বতীপুর স্কুল ৩৷৹
" " উপেন্দ্রমোহন নওল টাঙ্গাইল ৩৷৹
" " সেখ মৌলাবক্স—পুঁটুরিয়া ৩৷৹
" " মুকুন্দলাল সাহা—তারকখালী ৩৷৹
" " হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়—বল্লভপুর ৩
" " বীরেশ্বর প্রামাণিক—শান্তিপুর ১৸৹
" " সেক্রেটারী বাগবাজার—রিডিংক্লব কলিকাতা ১৷
" " বাবুলাল ঘোষ—বহিবরাধা ১৷৹

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩৷৹ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, রেজিষ্টারী চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর /৹ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১৹ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, গ্রহণকারীর পত্র ও প্রস্তাব প্রভৃতি যেসকল বিষয় যাহা স্থান হইতে প্রকাশ হয় আইনে তাহার সম্পাদক বা কোম্পানী আইন বিরুদ্ধ বা সত্য এবং মূল্য দিয়া বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রোপ্রাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইতে চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

৩০ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং । " ৩২ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা । অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০

১২৯৩ সাল । ৮ ই আষাঢ় । ইং ১৮৮৬ । ২১ এ জুন ।

৭ খ্রিপনাব্দ । ৮ ই আষাঢ় ।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র । শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩৷০ টাকা ।

চর্ম্ম রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এই ঔষধে পারা নাই ইহা সার্জ্জন মেজর কর্ত্তৃক পরীক্ষিত। দৃঢ়-তার সহিত বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই নিরাশ হইবেন না। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা, তিন কৌটা ১।০ আনা, ছয় কৌটা ২।০ ডজন ৪।০ টাকা।

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী।
ডাক্তার পাবনা।

—◆◆—

সুলভ মূল্যে অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ।

সরল পদ্যানুবাদিত ৷

শ্রীমদ্ভাগবত।

প্রথম স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ সম্পূর্ণ।

পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহিত কলিকাতা ও মফস্বল সর্ব্বত্র ৩৲ তিন টাকা অগ্রিম মূল্য না পাইলে পুস্তক প্রেরিত হয় না।

শ্রীবিপিনবিহারী শীল।
২৫—৬ কলিকাতা ১৭৮ অপার চিৎপুর রোড।

প্রেরিতপত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বঙ্গীয় লেখক চূড়ামণি
স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত।

"—একে একে—
শুকাইছে ফুল এবে নিবিছে দেউটী।"

১

বঙ্গের সাহিত্যাকাশে, যে দুটী নক্ষত্র
উজলিল একদিন বিমল কিরণে,
মহাকাল ঝটিকায়, নিবিল একটী—
তার, আর কি তা উঠিবে গগনে?
শুখান যে ফুল আহা মার্ত্তণ্ড আতপে,
আর কি তা ছড়াবে সৌরভ?
জানে না দুরন্ত কাল কি ক্ষতি বঙ্গের
করিয়াছে করি চুরি বঙ্গের গৌরব।
ভাগ্যহীনা বঙ্গভাষা কি কুক্ষণে আজ
পিতৃহীন হলি তুই-"অক্ষয়" বিহনে;
কার মুখ চেয়ে আর দাঁড়াবি সংসারে
কে তোরে সেবিবে আর সস্নেহ নয়নে?
কে আর এখন তোর হইবে অভাব—
দীন হীন বঙ্গভাষা, তোমারই প্রসাদে
হইয়াছে অগ্রসর—উন্নতির পথে;
মাতৃভাষা প্রিয় যত বাঙ্গালী সন্তান
সাধ্যমত করিবেক পূরণ তাহার?
সাজাইতে মাধা সাজে কে তোরে এখন
পরাইবে অলঙ্কার রত্ন অলঙ্কার?

২

জান না কি অরে মূঢ়, দরিদ্র সকল,
করেছিস্ চুরি তুই দরিদ্র কুটীরে?
সে কটী রতন ছিল, আঁধারি কুটীর
হরিলি রে একে একে আঁধারে মজেরে।
অনাথা করিয়া আজ বাঙ্গালা ভাষায়
হরিলি যে ধন তুই-পাব কি তা আর?
হিত উপদেশ দানে কে আর এখন
যুবজন মন হ'তে ঘুচাবে আঁধার? ✓
বিশ্বপতি বিধাতার. বিশ্ব-রচনায়
বিমুগ্ধ হইয়া কেবা ধরিবে লেখনী?
কে দেখাবে গ্রহ তারা, অবিশ্রান্ত গতি
ভ্রমিছে আকাশ পথে দিবস রজনী?
প্রাকৃতিক শোভা হ'তে কৃত্রিম সুষমা
কে দেখাবে কত হীন মূঢ়মতি নরে?
কে দেখাবে হিম-গিরি হিমানী শিখরী
কেমনে তুলিছে শির সুদূর অম্বরে?
বিশাল বারিধি বক্ষে সফেণ তরঙ্গ—
কেমনে ছুটিছে বেগে গরজি ভীষণ?
গাঢ় জলদের মাঝে থাকিয়া থাকিয়া
কেমনে বিজলি বালা ঝলসে নয়ন?
শারদ পূর্ণিমা রেতে শীতল কিরণে
কেমনে শশাঙ্ক ঢালে কৌমুদী লহরী
খদ্যোতপুঞ্জ ধূমকেতু (নক্ষত্র শিরস্)
কেমনে আকাশে থাকি উজলে শর্ব্বরী?
মানস-নয়ন খুলি কে দেখাবে আর
বিশ্বশিল্পী বিধাতার বিচিত্র কৌশল?
বিফল সে আশা আজ "অক্ষয়" হরিয়া
ঘুচায়েছে কাল সব—করেছে বিফল।

৩

কাঁদাইয়া অকালীরে রে নিঠুর কাল
ভিকারিণী করি বঙ্গে কি ফল লভিলি?
হরিলি যে রত্ন তার, আর কি তেমন
জন্মিবে বঙ্গভূমে প্রদেশ উজলি?

৪

যাও হে "অক্ষয়" তবে সে অক্ষয় ধামে
রাখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অনন্ত উল্লাসে;
ভুঞ্জিলা বিবিধ দুঃখ, ভব মরুভূমে
যাও এবে শান্তি তরে অমর নিবাসে।
অশ্রুকণা রাখিবেক যেথা অবিরত।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা।

—◆◆—

মহাশয়! কতকগুলি উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় গত ১১ ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার তক্রেশ্বরে একটী প্রজা সভা অধিবেশনের বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সভার অধিবেশনের সময় অতি-শয় বৃষ্টি হওয়ার সভার কার্য্য উক্ত দিবস কিছুই হইতে পারে নাই। কলিকাতা হইতে অনেক গুলি গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। দূরস্থিত স্থান সকল হইতে শিক্ষিত ভদ্রগুলি অশিক্ষিত কৃষকদিগের সহিত সংকীর্ত্তন ও জাতীয় সঙ্গীত করিতে করিতে আসিতেছিলেন। সভাস্থলে ন্যূনাধিক ৪০০০ হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। কিন্তু বৃষ্টি হওয়ায় সকলই পণ্ড হইয়া গেল। সম্প্রতি ৩১ এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ঐ সভা আহ্বানের বিশেষ আয়োজন ও বন্দোবস্ত হইতেছে। নগরের প্রধান মহাজনবর্গ তাহাতে যোগদান করিয়াছেন। উৎসাহী যুবকগণ পতাকা হস্তে গ্রাম হইতে গ্রামান্তর আপামর সাধারণকে সভার আবশ্যকতা ও কি কি বিষয় সভায় আলোচিত হইবে তাহা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। স্থানে স্থানে কমিটী করিয়া যাহাতে সভা-স্থলে বহুসংখ্যক লোকের সমাবেশ হয় তাহার চেষ্টা করিতেছেন। যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনন্ত উৎসাহ বিরাজমান রহিয়াছে এবং সভার কার্য্যের জন্য সকলেই প্রাণপণে খাটিতেছেন। এবার কলিকাতা হইতে সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি অনেক ব্যক্তির আসিবার কথা আছে এবং অনেকেই উৎ-সাহ ও সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। সভার উদ্যোগী-গণ সাধারণের সন্তোষের জন্য শীতল জলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক্ষণে ঈশ্বরের কৃপায় সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলায় সমাধা হইলেই এত পরিশ্রমের ফল ফলে। এই পরিশ্রমের জন্য সভার উদ্যোগিগণ—সকলের ধন্যবাদের পাত্র তাহার আর সন্দেহ নাই।—

ঈশ্বরের কৃপা ও সাধারণের আশীর্ব্বাদ তাঁহা দিগের মস্তকে বর্ষিত হউক।

শ্রীভূষণ নিয়োগী
তক্রেশ্বর জেলা হুগলী।

এই পত্র খানি যথা সময়ে হস্তগত না হওয়ায় আমরা গত বারের সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিতে পারি নাই। লেখক ক্ষমা করিবেন এবং ৩১ এ জ্যৈষ্ঠে যে সভা হইবার কথা ছিল তাহার নিকট তাহার বিবরণ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। পত্রখানি এখনও প্রকাশের উপযুক্ত প্রজা সমিতিতে সাধারণ লোকের কত উপকার হইবে সভার কত উদ্যম ইহাতে তাহা বেশ বুঝা যাইবে। সোঃ সঃ

পরে অভিষিক্ত হইবেন। তিনজন ছোটলাটই এবার বিদায় হইতেছেন। সার ষ্টুয়ার্ট বেলি বঙ্গদেশের অধীশ্বর হইয়া প্রজার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন তাহা আমরা জানি না। সার ষ্টুয়ার্ট আমাদের নিকট একজন যথার্থ ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত। আশা করি বঙ্গদেশ তাঁহাকে পাইয়া সুখী হইতে পারিবে। উত্তর পশ্চিমের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। চক্রের ন্যায় সুখ দুঃখ মনুষ্যের ভাগ্যে পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু উত্তর পশ্চিমের অদৃষ্টচক্রে কেবল দুঃখের দিকই বর্ত্তিত হইয়াছে। বোধ হয় চক্র আর ফিরে না। তাই এক শত্রুর পর আর এক শত্রু দেশ শাসাইতে আসিতেছেন। পঞ্জাবের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—সার চার্লসের ন্যায় সহৃদয় শাসনকর্ত্তা মিলিবে কি না সন্দেহ ছিল। বাস্তবিক এরূপ শাসনকর্ত্তার আজ কাল বড় অভাব। সার চারলস বার্ণর্ড সেই অভাব পূরণ করিবেন।

—●●—

ভারতবর্ষে ডাকাইতির প্রাদুর্ভাব এবৎসরে যত এত আর অনেক দিন শুনা যায় নাই। যেন বর্গীর দিন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে ডাকাইতির কথা প্রায় প্রতিমাসে একবার করিয়া শুনা যাইতেছে। পুলিস উচিতমত তদন্ত করিতে পারিতেছে না। সেদিনকার জগদ্দলের এক ডাকাইতি লইয়া আজও আদালতে মকদ্দমা চলিতেছে। গত ৫ই জুন শনিবার শ্রীরামপুর বিভাগে কুরিয়াল নামক স্থানে আর একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ২রা জুন শ্রীরামপুর অঞ্চলে বেগমপুর নামক গ্রামে যে লোমহর্ষণ ডাকাইতি হয় তাহাতে সত্য তেলিনী নাম্নী একটী বৃদ্ধার প্রাণহানী হইয়াছে। বেহার অঞ্চলে, ভূমধ্য সাগরের "সিফিংএর" ন্যায় একদল দুর্দ্ধর্ষ ডাকাইত যাত্রীগণের সর্ব্বনাশ করিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা ভাগলপুর হইতে পাটনা পর্য্যন্ত গঙ্গানদীর বক্ষে সর্ব্বদাই অবাধে বিচরণ করে। তীর্থযাত্রীর নৌকা ও সওদাগরের তড় আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করে। লুণ্ঠন দ্রব্য প্রায়ই এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করে। পুলিস এই জলদস্যুগণকে কোনরূপেই ধরিতে পারিতেছে না। মধ্য প্রদেশে দস্যুর ভয়ে লোক সর্ব্বদাই সশঙ্কিত, দুর্জ্জন তাঁতিয়াভিলের উৎপাতে গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত অস্থির হইয়াছেন। মাদ্রাজে এমন সপ্তাহ যায় না যে কোন না কোন স্থানে ডাকাইতির কথা সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়। এই সকল দস্যুবৃত্তির প্রতিবিধান জন্য গবর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন? সিমলায় থাকিয়া [illegible] বৎসর অতিবাহিত করিলে কি দেশের শান্তিরক্ষা হয়? পুলিস বিশৃঙ্খল, পদস্থ কর্ম্মচারিগণ যথেচ্ছাচারী, গবর্ণমেণ্ট সিমলাশৈলে বসিয়া ঘরের ডাকাইতি দেখিবেন কি, পরের ডাকাইতির সন্ধান শুনিবার জন্য সর্ব্বদাই কর্ণ-তোলন করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু এভাবে আর কত দিন চলিবে? ক্রমে ভীষণ অগ্নি শতমুখী হইয়া জ্বলিতেছে. অরাজকও যবন প্রচলিত ভূপতিগণের রাজত্বে প্রজার সুখ সচ্ছন্দ এত যে দেশে থাকিয়া নিজ ধন সম্পত্তি রক্ষা করাই লোকের দায় হইয়া পড়িয়াছে, সিমলায় বসিয়া থাকা লোকে বড় আর ভাল দেখায় না। রাজ্যের এ দুরবস্থায় শাসনকর্ত্তার কি দুর্নাম রটে না? বড়লাট মনে করিতে পারেন যেখানে ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইবে, সেখানকার লোকে উৎসুক চিত্তে তাঁহার কার্য্যকলাপের বিচার করিবে. সেখানে ভারতের সমাচার নূতন হইয়া যায়, বঙ্গোপসাগর পার হইয়া ভূমধ্য সাগরের জলে পড়িলেই ভারতীয় সমাচার নূতন আকার ধারণ করে। সেই আকারে ইংরাজ ইতিহাসের পত্রে ডফরিণের দুর্নাম সুযশ রূপে পরিণত হইয়া ইংলণ্ডবাসীর মনোহরণ করিবে। কিন্তু ভারতের একখানি ইতিহাস ভারতবর্ষেই রচিত হইতেছে, সে ইতিহাসে ডফরিণের কার্য্যকলাপ, তাঁহার রাজনৈতিক চরিত্র প্রকৃতরূপেই প্রকাশিত হইবে, ভারতের ভবিষ্যৎ বংশাবলী বংশপরম্পরায় ছন্দে বন্ধে সে ইতিহাসের গান গাহিতে থাকিবে।

—●●—

দস্যু তাঁতিয়া ভিলকে ধরিবার জন্য ৩০০০ টাকা নগদ ও ৩হাজার টাকার একখানি জাইগীর পুরস্কার দেওয়া হইবে গবর্ণমেণ্ট এইরূপ প্রচার করিয়াছেন। পুলিস ও সৈন্যের দল বিপথবিপথে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। তাঁতিয়াকে হস্তগত করিতে কাহারও সাহস বুদ্ধি বা বিক্রম কুলাইয়া উঠিতেছে না। যদি কখনও কোন সৈনিক পুলিস বা আক্রমণকারী সম্মুখে তাঁতিয়াকে দেখিতে পায় দস্যু অমনি কৌশলে তাহাদের হাত ছাড়া হইয়া পলায়ন করে, কখনও আপনা হইতে ধরা দিয়া তাঁতিয়া অনুসন্ধানকারিগণের সঙ্গে সঙ্গে যায় পথিমধ্যে সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া তাঁতিয়া এমনি বেগে পলায়ন করে যে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত হইয়া উঠে না। ভিল সর্ব্বদা [illegible] হইয়া থাকে না। কোথায় তাহার বসতি কখন কিরূপে থাকে তাহার অনুসন্ধান কেহই পায় না। এ দস্যুর আমার প্রকৃতি [illegible] [illegible] লোকে তাঁহাকে ভয় করে কিন্তু অনেকেই তাঁহার পক্ষপাতী। [illegible] দস্যুকে ধরিবার জন্য পুরস্কারের বিধান করিলে চলিবে না [illegible] লোকের মন [illegible] হইবে। আবার তাঁতিয়া দেশের লোকের টাকা কড়ি দিয়া [illegible] গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী করা। তা করিয়াও তাঁতিয়ার উপর লোকের এত ভক্তি কেন, তাহা আমরা ভাবি না। কিন্তু কেহ কেহ বলেন তাঁতিয়া [illegible] হয় না, বরং সময়ে সময়ে অনেকের [illegible] অলক্ষিত ভাবে সাহায্য করে। [illegible] হইয়া দরিদ্রকে বিতরণ করা গবর্ণমেণ্টকে [illegible] দিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করা, তাহার [illegible] জীবনের উদ্দেশ্য; আবার কেহ কেহ বলিতেছেন যে ৩০০০ টাকা নগদ ও ৩০০০ টাকার জাইগীর দিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য পুরস্কারের প্রচার করা হইয়াছে, সেই পুরস্কার তাঁতিয়াকেই প্রদান করিয়া তাহার সহিত একটা সন্ধি বন্ধন করা হউক। তাঁতিয়া আইন ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া অপরাধী হইয়াছে; কিন্তু ইংরাজের আইন, ইংরাজের নীতি দিনের পরিমাণ মতে, তাহাদের ধর্ম্মনীতি ও শাসনের আইনজ্ঞান অতন্ত্র। সুতরাং যে বিবেচনায় তাহার অপরাধ গণ্য হয়? তাঁতিয়া সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে আজ ৮ বৎসর ধরিয়া যাহাকে ধরিবার জন্য অনর্থক পরিশ্রম ও অর্থক্ষয় হইল, গত দুই বৎসরে যাহাকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টায় ৫০জন লোকের প্রাণ বিনাশ হইল ও সময় যেমন বিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে [illegible] দিনের ভিতর হইতে অদ্ভুত ছদ্মবেশধারী তাঁতিয়াকে বাহির করা [illegible] বোধ হয় না। [illegible] হইলেও তাহারা স্বজাতীয় কোন ব্যক্তিকে শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং এই ভিলদিগকে কোন উপায়ে ইংরাজের পক্ষপাতী করিলেই তাঁতিয়াকে ধরিবার উপায় হইতে পারে। [illegible] তাঁতিয়ার [illegible] গবর্ণমেণ্ট এইরূপ [illegible] করিলে [illegible] দিতে পারি। [illegible] এই [illegible] বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিবেচনা করুন

ফিরিঙ্গী সাহেবদিগের খুনি হওয়ার আর বিরাম নাই। সেদিন আসামের খুনি কাহিনী লিখিতে লিখিতে জামালপুর হইতে একটী ভীষণ হত্যাকাণ্ডের সমাচার পাইলাম। পাঠক দেখিবেন প্রেরিত স্তম্ভে আমাদের জনৈক পত্রপ্রেরক জামাল পুরের একটী ভিস্তি হত্যার আমূল বিবরণ দিয়াছেন। এ নরহত্যার ব্যাপারটী যদি আসামে সম্পন্ন হইত আমরা এত দিনে দ্রাঘিমা কাটিবার কথা শুনিতে পাইতাম। জামালপুরে অনেক ভদ্রলোকের বাস। কোন একটী ঘটনা হইলে আমাদের ইংরাজ বন্ধুরা যে তাহার ধামাচাপা দিয়া উঠাইয়া লইবেন এরূপ ভয় নাই। তথাপি আমাদের ইংরাজ সহযোগী পাইওনিয়ার তাহার কাট ছাঁট দিতেও বাকি রাখেন নাই। সহযোগী এ মিথ্যা রটনা করিয়া কি জামালপুরে প্রকৃত ঘটনা গোপন করিতে পারিবেন? আসামের হত্যা রসাল দিয়া উড়াইয়া দিলে একদিন চলে, কিন্তু জামালপুরের ব্যাপারে হজ করিতে গিয়া তিনি স্বীয় বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় দিয়াছেন। স্বজাতীয়কে রক্ষা করিতে গিয়া যে ব্যক্তি নরহত্যা গোপন করিবার প্রয়াস পান তাঁহার হস্তে নরহত্যার প্রশ্রয় পায়। সুতরাং তিনি স্বয়ং হত্যা না করিয়াও নরহত্যার অপরাধে অপরাধী। এরূপ অদ্ভুতভাবী নরহত্যার সাহায্যকারীদিগকে কেন যে দণ্ডনীয় করা হয় না ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সহযোগী একেবারে খুনটী গোপন করিতে না পারিয়া দণ্ডনীতি আইনের ১৩৪ ধারার বর্জ্জিত বিধান দুইটী ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মুঙ্গেরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবেরও বড় স্বজাতিপ্রেম মন্দ নহে, তিনি সাক্ষিদিগের নিকট একবাক্যে হত্যা,রূপ্রশ্ন পাইয়াও কেন যে আসামীকে জামিনে খালাস দিলেন তাহা বলিতে পারা যায় না। কোন দেশীয় ব্যক্তি কর্তৃক এরূপ একটী পৈশাচিক কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে হয়ত ম্যাজিষ্ট্রেট তখনই তাহার রায় লিখিতে বসিতেন। এটী ফিরিঙ্গীকৃত হত্যা। সুতরাং সামান্য অপরাধীর ন্যায় ২শত টাকা জামিন লইয়া নি আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। —ন্যায়ের কার্য্য হইয়াছে? সাক্ষিরা যখন ফিরিঙ্গী খুনী সাহেবকে হত্যাপরাধে অপরাধী বলিয়া জবান বন্দী দিলেন তখন আইন মতে তাহার প্রতিবিধান জন্য আসামীকে কেন যে হাজতে রাখা হইল না ইহাই আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির জন্য হইল একেবারেই অদ্ভুতবৃত্তি এমন খুনী আসামীকে যদি যামে জামিনে দেওয়া হয় তবে মুঙ্গেরের ফৌজদারী আদালত উঠিয়া যাক ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া পাইওনিয়ারের কেরাণী অথবা সাহেব মকিলী সভার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হউন। না হয় দণ্ডনীতির আইনের ৩০৪ ধারার নীচে একটী নূতন উপধি বসাইয়া দেওয়া হউক যে ইউরোপীয় এবং ইউরেশিয়গণ যদি দেশীয় হত্যার অপরাধে অপরাধী হন তবে এধারাটী তাঁহাদের উপর খাটিবেনা। ধন্য ইংরাজের বিচার!!

—০০—

রাজস্বসমিতির কার্য্যারম্ভ।

রাজস্ব সমিতি যেরূপে অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে আমাদের নিতান্ত নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। সমিতি হইতে ভারতের বিশিষ্ট নানা সভাগুলিতে সাহায্যের নিমিত্ত এক একখানি অনুরোধ পত্র প্রেরিত হইয়াছে। সভাগুলি বাস্তবিকই কোথায় রাজ্যের অপব্যয় হইতেছে তাহার অনুসন্ধান দিতে পারিবেন। ইংরাজের সহিত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর কোন্ কোন্ বিষয়ে বেতনের পার্থক্য হওয়া আবশ্যক, এরূপ পার্থক্যের সহানুভূতি করা গবর্ণমেণ্টের আদৌ কর্ত্তব্য কি না, রাজস্ব সমিতি তদ্বিষয়ে দেশীয় রাজনৈতিক সভাগুলির নিকট হইতে যতদূর উপদেশ পাইতে পারিবেন, রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের নিকট কখনই ততদূর পাইবেন না। রাজস্বসমিতি সিমলায় কি কলিকাতায় থাকিবে এখনও তাহার স্থিরতা নাই। এই বিষয়টী স্থির করা সমিতির প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টকে যেমন আমরা সিমলাবাস করিতে নিষেধ করিয়াছি রাজস্বসমিতিকেও সেইরূপ নিষেধ করি। গবর্ণমেণ্টের সিমলাবাস যদি আমাদের অনর্থের কারণ হয়, রাজস্বসমিতি সিমলায় বসিয়া কার্য্য করিলে আরও অনর্থের কারণ হইবে। একটা জনরব শুনা যায় গবর্ণমেণ্ট নাকি সিমলায় সেক্রেটরিয়েট আফিস গুলি লইয়া যাইবেন। এই জনরবটী মিথ্যা হওয়া আবশ্যক। এখন সিমলায় যেরূপ আড়ম্বর করিয়া গবর্ণমেণ্ট কালযাপন করিতেছেন তাহা খর্ব্ব করা রাজস্বসমিতির দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। সিমলা বিহারের অনুচিত ব্যয় ভার বহন না করিলে গবর্ণমেণ্ট অনেক টাকা বাঁচাইতে পারিবেন, রাজকার্য্যের অনেক সুশৃঙ্খলা হইবে। চক্ষের উপর থাকিলে নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারিগণও যথেচ্ছাচার করিতে পারিবেন না। কেহ কেহ বলেন সিমলাবিহারের জন্য গবর্ণর জেনারল কয়েকজন পারিষদমাত্র লইয়া যাইতে পারেন, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। আমাদের বিবেচনায় সিমলা কি দার্জ্জিলিং বিহার একেবারে বন্ধ করাই আবশ্যক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে অনেক গবর্ণর জেনারল অক্লেশে কলিকাতায় বসবাস করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই গ্রীষ্মের উত্তাপে রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে জীবন পরিত্যাগ করেন নাই। এখন সিমলাশৈলের বিলাসিতার অভাব হইলে লাট বাহাদুরের যে একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।

কেহ কেহ বলিতেছেন গবর্ণমেণ্টের প্রিণ্টিং আফিস রাখিয়া কাগজ কলম কালি দোয়াত ছাপাই ইত্যাদিতে যত খরচ পড়ে তাহাও কিছু সামান্য নহে। গবর্ণমেণ্ট যদি দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কনের কার্য্যগুলি দেন তাহা হইলে অল্প ব্যয়ে সুচারুরূপে ছাপাই কার্য্য হইতে পারে। প্রিণ্টিং আফিসের সরঞ্জামীতে যে খরচ হয় তাহাও বাঁচিয়া যাইতে পারে। আমরা এই প্রস্তাবটীতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কমিটী যদি কোন আফিস উঠাইয়া দিয়া গবর্ণমেণ্টের ব্যয় লাঘব করিতে চান প্রথমেই প্রিণ্টিং আফিস উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

কার্য্যারম্ভে সমিতির আর একটী বিশেষ বিবেচ্য বিষয় আছে। ইংরাজের দুই তৃতীয়াংশ মাত্র বেতন দেশীয়দিগকে দিবার জন্য যে প্রথাটী উঠিয়াছে আমরা তাহা নিতান্ত স্বার্থবুদ্ধির প্রশ্ন বলিয়া ঘৃণা করি। এ প্রথা যদি অন্যায়া মতে প্রবেশ সভ্য সমাজে প্রকাশিত হয় তাহাতে ইংরাজের বড়ই কলঙ্ক বাড়িবে। ইহার উত্থাপন বাস্তবিক পক্ষে ভারতেশ্বরীর ঘোষণা পত্রের অবমাননা। ইংরাজ যদি স্বীয় রাজ্ঞীর অবমাননা স্বীয় কার্য্যেই দেখাইতে যান তবে আর কি দিয়া ভারতবাসীকে রাজভক্তি শিখাইতে আসিবেন? এক দিকে যেমন রাজাজ্ঞার অবমাননা আর এক দিকে তেমনি দারুণ পক্ষপাত। এই দুইটী কার্য্যে ইংরাজের যত কলুষিত হইবে একথা ভাবিতে গেলেও আমাদের মর্ম্মান্তিক হয়। তথাপি রাজস্ব সমিতি এই প্রশ্নের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। এখন দুই তৃতীয়াংশের প্রস্তাব নীতি স্পষ্ট রূপে নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ করিয়া অবলম্বিত না হইলেও কার্য্যতঃ দেশীয় কর্ম্মচারী কখনই ইংরাজের সহিত সমান বেতন পান না। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কথা ত বহু দূরে, সামান্য একখানি জাহাজের অধ্যক্ষ যদি ইউরোপীয় হন তবে তাঁহার বেতন ৩০০ টাকা, কিন্তু তদপেক্ষা উপযুক্ত একজন দেশীয় সারেঙ্গ যদি জাহাজের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন, তাহার-

রূপ কার্য্য সম্পাদন করিলেও তাঁহার বেতন ৩০ টাকার উর্দ্ধ হইবে না। ইউরোপীয় ও দেশীয়ের বেতনে এইরূপ সকল স্থানেই ১০ গুণ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কার্য্যে এইরূপ অন্যায় পক্ষপাত প্রভেদনীতি অবলম্বিত না হইয়া দুই জাতীয়াংশের নিয়ম যদি প্রচলিত হয় তাহাতে ইংরাজের যতই ক্ষতি হউক না, ইংরাজ রাজার যতই অবমাননা করুন না, আমাদের কিছু বড় একটা আপত্তির কারণ থাকে না। বিশেষ আপত্তি কেবল একটী বিষয়ে। যে সকল কার্য্য দেশীয়ের দ্বারা সুসম্পন্ন হয় উহা কেন ইংরাজকে দেওয়া হয়? এক দিকে যেমন ইংরাজ "সেটিজর" বেতনের মধ্যে অর্দ্ধ অর্দ্ধ প্রভেদ করা হইল তাহার উপর যদি আবার দেশীয়ের কার্য্যগুলি ইংরাজ অধিকার করিয়া বসেন তবে আমাদের দুই কূলই যায়। এক ত অধিক বেতন পাইব না তাহাতে আবার অল্প বেতনে দেশীয়ের সম্পাদ্য কার্য্যও নিজে চালাইতে পারিব না; অধিক বেতন দিয়া যাহাতে বহুরে খাটাইতে হইবে, তাহাতেও আবার কার্য্যগুলি সুসম্পন্ন হইয়া উঠিবে না। একি সাধারণ আক্ষেপের কথা? রাজস্বসমিতি এ বিষয়টী মীমাংসা করিবার সময় যদি আমাদের এই আপত্তিটী বিবেচনা করেন তাহা হইলে অনেক আশার বিষয়; নচেৎ দুই পথেই কাঁটা দিয়া ইংরাজ কেবল আমাদের সর্ব্বনাশই করিতে থাকিবেন।

একে ত রাজস্ব সমিতিতে কেবল গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণই সভাপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। একজন মাত্র স্বাধীনবৃত্ত সভ্য মিঃ হাডি। শুনিতেছিলাম ইনি নাকি কর্ম্মত্যাগ করিবেন। তিনি কার্য্যত্যাগ করেন নাই, কিন্তু একজনে কতজনের মুখ চাপিয়া রাখিতে পারে? একজাতীয় জীবের দলে ভিন্ন জাতীয় কোন জীব প্রবিষ্ট হইলে যেমন তাহাকে উত্যক্ত হইয়া বাহির হইতে হয় মনুষ্যের পক্ষেও সেই রূপ নিয়ম। হাডিকে সেইরূপ ক্ষেপিয়া উঠিতে হইয়াছে। তাই জনরব উঠিয়াছিল যে হাডি কার্য্যত্যাগ করিবেন। তাই অনেক লোকের বিশ্বাস যে রাজস্ব সমিতি কেবল গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহপ্রার্থী কর্ম্মচারী দ্বারা সংগঠিত হইয়া গবর্ণমেণ্টেরই ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবেন, গবর্ণমেণ্টের যাহা দোষ বা অন্যায় তাহা তাঁহাদের চক্ষে পড়িবে না। সুতরাং তাহাতে আমাদের মঙ্গল না হইয়া অনিষ্ট হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। লোকের এ বিশ্বাস দূর করা সমিতির অগ্রেই কর্ত্তব্য। স্বাধীনচেতা স্বাধীনবৃত্ত (নন অফিসিয়াল) ব্যক্তিবর্গকে অধিকতর সভ্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট করা উক্ত একপক্ষ কাজ দেখিয়া শুনিয়া অগ্রেই তাহার বিধান করা সমিতির অবশ্য কর্ত্তব্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ১০ বৎসর অতিবাহিত করিতে পারিলেন না, ইতিমধ্যেই উক্ত সমাজের প্রধান পরিপোষক পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সমাজের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলেন তিনি হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম সকল সমাজের সেবক। প্রত্যেক স্থান, প্রত্যেক সমাজ হইতে সত্য গ্রহণ করাই তাঁহার ব্রাহ্ম ধর্ম। এক ঈশ্বরকে যে কোন নামে ডাকা যাক না কেন তাহাতেই তাঁহাকে ডাকা হয়। কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ, হরি ইত্যাদি নাম ভেদে ঈশ্বরের বা ধর্ম্মের কোন ভিন্নতা প্রকাশ পায় না। বাস্তবিক ঈশ্বর যেমন একমাত্র ও অদ্বিতীয় তাঁহার ধর্ম্মও সেইরূপ দ্বিতীয়হীন। সমাজভেদ ও ধর্ম্মভেদ অহঙ্কার ও অধর্ম্মের পরিচায়ক। হিন্দুর রাধাকৃষ্ণ লীলায় গভীর আধ্যাত্ম তত্ত্ব নিহিত আছে। পৌত্তলিকতা পাপ, একমাত্র চিন্ময় আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরকে উপাসনা করাই পরম ধর্ম। ঈশ্বরে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই উপাসনা। আত্মাতে পরমাত্মার সমাধান করাই প্রকৃত যোগ।

আমরা পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মমত তাঁহার প্রকাশিত দুইখানি পত্র হইতে সংক্ষেপ করিয়া প্রকাশ করিলাম। এই মত গুলির সহিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কি কোন ব্রাহ্ম সমাজের যে অনৈক্য আছে তাহা বোধ হয় না। ব্রাহ্ম আর এখন কালীনাম উচ্চারণ করিলে জিহ্বা কর্ত্তন করেন না, দেব মন্দির দেখিলে চক্ষু বুজাইয়া চলিয়া যান না। পরধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা করা যে মহাপাপ ব্রাহ্মগণ এখন তাহা বুঝিয়াছেন। নিখিল জগতের মধ্যে কেবল যে একমাত্র সনাতন পবিত্র ধর্ম্ম বিরাজমান হিন্দুধর্ম্মই তাহার উপাদান দিয়াছেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এই মূল সত্যের প্রচার করিয়াছেন, কালী দুর্গা নাম ভেদে যে ঈশ্বর ভেদ হয় না ইহাও কিছু নূতন কথা নহে। কেশব এই সার সত্য হিন্দুধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করেন। রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের আধ্যাত্ম ব্যাখ্যা কেশবের কণ্ঠে যেমন মধুর স্বরে গীত হইয়াছে ব্রাহ্ম সমাজের ভিতর কিন্তু কখনও তেমন মধুর শ্রবণ করেন নাই। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কেশব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেশবের এই রাধাকৃষ্ণ ব্যাখ্যার প্রতিবাদী হন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণই একদিন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে প্রকাশ্য সভায় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন—কেশবের প্রাণে পৌত্তলিকতার দুর্গন্ধ প্রবেশ করিয়াছে। কেশবের মুখে রাধাকৃষ্ণ নাম তখন গোস্বামীর কর্ণে বড়ই কর্কশ শুনাইয়াছিল। আমরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলাম। বিজয় গোস্বামী যখন বেদীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কেশব রচিত একটী রাধাকৃষ্ণ নাম গাথার দুর্নাম প্রচার করিতেছিলেন তখন সহস্রাধিক যুবকের করতালি শব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহের ছাদদেশ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয়ের সে একদিন গিয়াছে। ৮ বৎসর পূর্ব্বে পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে তাঁহার স্বতন্ত্র মত ও স্বতন্ত্র ভাব ছিল। একদিন তিনি যাহা ঘৃণা করিয়াছেন, আজ তাহাকেই পূজা করিতে হইল। একদিন যাহাকে ঘোর পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, আজ তাহারই পাদদেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রেমের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইল, একদিন প্রকাশ্য ভাবে যে কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মমত সহস্র শ্রোতার সম্মুখে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ উদার ধর্ম্মমতের বেদীর উপর বলি দিয়াছেন, আজ আবার সেই সাধারণ উদারতা পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের সম্মুখে প্রকাশ্য পত্রিকায় সেই চির ঘৃণিত পৌত্তলিক মতেরই পোষকতা করিতে হইল। যাহা কিছু সাধারণ, যাহা কিছু সমাজী ভ্রাতাগণের মঙ্গলের সামগ্রী, একদিন গোস্বামী মহাশয় তাহারই পক্ষপাতী ছিলেন। আজ সে সাধারণ ভাব দূর হইয়াছে, গোস্বামীকে এখন স্বার্থপরতাবে সঙ্কীর্ণ পথ অন্বেষণ করিয়া স্বজাতি ও স্বপক্ষীয় স্বার্থকতা সাধনে তৎপর হইতে হইয়াছে। যে সমাজকে তিনি কখন ধাত্রী করিয়া বহু যত্নে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন আজ সেই সমাজ বয়ঃপ্রাপ্তে পদার্পণ করিতে না করিতেই তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাই—বলিতেছিলাম গোস্বামী মহাশয়ের সে দিন গিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে বালকত্বের উপর বৃদ্ধের যেটুকুও সাধে সাধে অন্তর্হিত হইয়াছে।

দুইদিনের ভিতরে যে ধর্ম্ম সমাজের একজন অধিনায়কের ধর্ম্মমতের এত পরিবর্ত্তন সে সমাজের ভবিষ্যৎ যে কিরূপ রক্ষিত হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি ভিত।?

করা যায় সমাজ পরিত্যাগের কারণ কি? গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিবেন এক সমাজে আবদ্ধ থাকিলে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, উহা তাঁহার ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধ। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় এ ধর্ম্মমত দুই দিন পূর্ব্বে কোথায় ছিল? গোস্বামী বলিবেন উন্নতিই ধর্ম্ম-জীবনের স্বভাব। দুই দিন অগ্রে তাঁহার যে মতছিল আজ উন্নত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় দুই দিনেই যাঁহার ধর্ম্মমতের এত পরিবর্ত্তন এবং উন্নতি কোন সময়ে তাঁহার ধর্ম্মমতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার সময় লোকের সাবধান হওয়া উচিত।

সমাজের আশ্রয় ছাড়িয়া গোস্বামী এখন নিঃসম্বল গ্রহণ করিয়াছেন। ঘোর সমাজী ব্যক্তি এখন সন্ন্যাসী হইয়াছেন। কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া তিনি কি দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন? লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় শুভকামনায় মগ্ন থাকিয়া অবস্থিত করিবেন? এরূপ করিলে স্বতন্ত্র কথা বটে, কিন্তু যদি তাঁহাকে গৃহে থাকিতে হয়, লোকালয়ে বসবাস করিতে হয়—তবে কি তিনি সাধারণ ও সমাজী হইলেন না? ব্রাহ্ম সমাজের যেগুলি দর্শনত তাঁহারও তাই। ব্রাহ্ম সমাজের সহিত মূল পক্ষে সামাজিক বিষয়েও তাঁহার মতভেদ নাই। অন্যান্য সমাজের সহিত তাঁহার ঐক্যও নাই। এইরূপ অবস্থায় হিন্দু সমাজ, কি খ্রীষ্টীয় সমাজ কি মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহাকে ব্রাহ্ম ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারেন না। যদি কখনও তাঁহাকে সামাজিক কার্য্যে যোগ দান করিতে হয় ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন আর কোন সমাজই তাঁহাকে সাহায্য করিবেন না। সুতরাং সমাজ পরিত্যাগ করায় তিনি যে বিশেষ নিষ্কৃতি পাইয়াছেন তাহা বলা যায় না। আর এ কথা হইতে পারে তাঁহার আধ্যাত্ম চিন্তা এমন উন্নত হইয়াছে, সমাজ সংশ্লিষ্ট হইলে সে চিন্তা স্রোত রুদ্ধ হইবে। যে কারণে খ্রীষ্ট স্বগৃহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন সেই আধ্যাত্মিক ধর্ম্মজীবনের উৎকর্ষ সাধন ও জগদীশ্বরের প্রেম আস্বাদনের উদ্দেশেই তিনি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা বলি যদি গোস্বামী মহাশয় ধর্ম্মের পরিপাক করিতে পারিয়া থাকেন তবে সে পরিপাক অবস্থায় ব্যক্তিদিগকে উপনীত করিবার চেষ্টা করা কি তাঁহার উচিত নহে? যদি তিনি ধর্ম্ম সাধনের কোন নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়া থাকেন তবে তাহার ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণকে তাহা অবগত করা কি কর্ত্তব্য নহে? যদি তিনি কোন নূতন সত্যের অধিকারী হইয়া থাকেন, সমাজে যাঁহারা এতদিন তাঁহার মুখাপেক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা কি তাহাতে অধিকার পাইতে পারেন না? গোস্বামী মহাশয় সমাজে থাকিলে তাঁহার স্বীয় উদ্দেশ্য সাধিত হইত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না। আমাদিগের নিকটও তাঁহার ধর্ম্মমতের চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইত না।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মনাম পরিত্যাগ করিতে চান না। অথচ সমগ্র ধর্ম্ম সমাজ তাঁহার। তিনি সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু সামাজিক নাম পরিত্যাগ করিতে তাঁহার মমতা হয়। তিনি যে কোন নূতন সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন একথা তিনি বলেন না। যদি মনে মনে তাঁহার সে বিশ্বাস থাকে, যদি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হইতে তাঁহার মতের কোন ভিন্নতা থাকে, তবে তাঁহার ব্রাহ্ম নাম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্য কি? সমাজের নামটী পর্য্যন্ত ও বজায় রাখিব অথচ সমাজী হইব না একি অসম্ভব নহে?

সমাজে থাকিলে তিনি যে অপর ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও ধর্ম্ম সমাজের দাস হইতে পারিবেন না এরূপ নহে। তিনি যে ধর্ম্মই অবলম্বন করুন না, সকল ধর্ম্মের দাস না হইলে ধর্ম্মেই তিনি অধিকারী নহেন। কোন ধর্ম্ম সমাজে যোগ দান না করিয়া তিনি স্বয়ং নিভৃত বাসী ও নিভৃতচারী হন কোন সমাজেই তিনি বিশেষ সহানুভূতি লাভ করিতে পারিবেন না। একত্র বাসেও যাহাকে বলে তাহা তিনি কোন সমাজেরই করিতে সমর্থ হইবেন না। যদি তিনি লোকালয়ে বসবাস করিতে চান তবে তাঁহার ব্রাহ্ম সমাজ পরিত্যাগ অথবা কোন সমাজ সংশ্লিষ্ট না থাকাই বোধাবহ। যদি প্রকৃত বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া গোস্বামী মহাশয় লোক লোচনের অন্তর্হিত হন, তবে কাহারও কথা কহিবার আবশ্যকতা থাকে না।

হিন্দু সমাজ বহুদিন হইতে ব্রাহ্ম সমাজের ক্রমগতিক উন্নতি ও অবনতির অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্ম সমাজের উপর লোকের যে বিদ্বেষভাব ছিল ক্রমে তাহা অন্তর্হিত হইতেছে। ব্রাহ্ম সমাজ হইতে হিন্দু সমাজ যে কোন উপকার লাভ করেন নাই একথা বলিলে কৃতঘ্নতা প্রকাশ পায়। ক্রমে ব্রাহ্ম হিন্দুকে চিনিতেছেন। কেশবের নব বিধান হইতে ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দুকে আদর করিতে শিখিয়াছেন, অথ কয়েক অজাতশ্মশ্রু বার্দ্ধিক বেশধারী বালক ভিন্ন ব্রাহ্মগণ হিন্দুর সাধন প্রচার করিতে যাহা মনে করিতেছেন, অনেক কার্য্যে হিন্দু ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় বোধ হয় ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে আমাদের দুই এক কথা বলিবারও অধিকার জন্মিয়াছে।

—:০:—

গ্লাডষ্টোন ও আয়র্লণ্ডের অদৃষ্ট।

আয়র্লণ্ডে হোমরুল লইয়া যে ভয়ানক আন্দোলন উঠিয়াছিল গ্লাডষ্টোনের বিল খানি পরিত্যক্ত হইয়া তাহার চতুর্গুণ আন্দোলন উঠিয়াছে। বিল খানির দ্বিতীয়বার পাঠের সময় ৩১১ জন যে টোরি দল মন্ত্রীর পক্ষে ও ৩৪১ জন পার্লেমেণ্টের বিপক্ষে মতপ্রদান করেন। ৩০ জনের মতে আয়র্লণ্ডের আত্মশাসন বিল নির্দ্দিষ্ট হইল, আয়র্লণ্ডের অদৃষ্ট একেবারেই ফিরিয়া গেল। বহুকাল হইতে আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের কঠোর শাসনে উৎপীড়িত। গ্লাডষ্টোন সেই উৎপীড়নের নিবারণ করিয়া শেষ বয়সে সমগ্র আইরিশ জাতির একটী বিশেষ মঙ্গল সাধন করিয়া যাইবেন মনে করিয়াছিলেন। প্রতিবাদী চেম্বারলেন অদূরদর্শী বালক চর্চ্চিল গ্লাডষ্টোনের উদার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া আয়র্লণ্ডের ভবিষ্যতের মঙ্গললিপি বিলুপ্ত করিয়াছেন। চিরদিন গ্লাডষ্টোনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া যে হার্টিংটন উদার নীতির প্রচার করিতেছিলেন, আজ তিনিও সামান্য মতান্তরে পাণ্ডুলিপির পরিহার করিবার উপদেশ দিলেন। আর লিবারেল সম্প্রদায়—আমরা এতদিন অবধি পড়িয়া যাঁহাদিগকে বন্ধুভাবে দেখিয়া আসিতেছি—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বৃদ্ধ মন্ত্রীর পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রক্ষণশীলকে রক্ষা করিতে গেলেন। চেম্বারলেন চর্চ্চিল যথাবার জন্য লালায়িত, বৃদ্ধ মন্ত্রীকে অবমানিত করিয়া যশস্বী হওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। যশের চেষ্টায় একটী উন্নতিশীল জাতির উন্নতির পথ রোধ করিতে অল্পমাত্রেই তাঁহাদের হৃদয়ে ব্যথা লাগিল না। গ্লাডষ্টোনের রাজনীতি মঙ্গল মূলক, উল্লিখিত প্রভুদিগের রাজনীতি প্রতিহিংসা মূলক। গ্লাডষ্টোন সমগ্র জগতের সম্মুখে অবমানিত হইয়াও সুখী, কেন না তিনি মঙ্গলের দিকেই উদ্যম করিয়াছিলেন। এখনও আয়র্লণ্ডের মঙ্গলোদ্দেশে তিনি আরও একশত বার অবমানিত হইতে পারেন। চেম্বার্লেন ও ট্রেভেলিয়ান কৃতকার্য্য হইয়াও দুঃখী, কেন না অমঙ্গলের উপর তাঁহাদের প্রতিপত্তি গঠিত, গ্লাডষ্টোনের অসাধারণ ক্ষমতা ও যশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহারা ভীত।

প্রথম উদ্যমে ব্যর্থকাম হইয়া মন্ত্রিবর্গ ভগ্নোৎসাহ হন নাই। উপস্থিত পার্লিয়ামেন্ট ভঙ্গ করিয়া নূতন পার্লিয়ামেন্ট সংগঠন করিবার জন্য তিনি মহারাজ্ঞীর নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন। শুনা যায় মহারাজ্ঞী গ্লাডষ্টোনের উপর বিরক্ত। তথাপি তিনি এই অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আগামী ২৬ এ তারিখে পার্লিয়ামেন্ট ভঙ্গ করিবার কথা আছে। নূতন পার্লিয়ামেন্ট কেন বসিবে? উত্তরে গ্লাডষ্টোন বলেন ব্রিটেনের প্রত্যেক উপবিভাগ হইতে যে সকল সভ্য পার্লিয়ামেন্টের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের নির্ব্বাচনের সময় পার্লিয়ামেন্টের বিবেচ্য অন্যান্য সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু আন্দোলনের ভয়ে কেবল আইরিস বিলের অনুরূপ কোন নির্ব্বাচনী সভাতেই আলোচিত হয় নাই। সুতরাং বিল সম্বন্ধে সমগ্র ব্রিটনবাসীর যে কি মত তাহা উপস্থিত পার্লিয়ামেন্টের সভ্যগণ ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। এই আইরিস প্রশ্নটির জন্য তাঁহাদিগকে ব্রিটনবাসীর প্রতিনিধি স্বরূপে ধরা যাইতে পারে না। প্রশ্নটী গুরুতর; একটী জাতির ভাবী মঙ্গলামঙ্গল ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ইহার জন্য একটী জাতীয় মত গ্রহণ করা উচিত। সেই জাতীয় মত পাইবার জন্য পার্লিয়ামেন্টের সভ্যগণের পুনর্নির্ব্বাচন আবশ্যক। এই যুক্তিযুক্ত কারণটী অগ্রাহ্য করিবার নহে। সুতরাং আবার নির্ব্বাচন উপস্থিত। এইবার চেম্বার্লেনের আসন আর একবার টলিবে, ট্রেভলিয়ানের খ্যাতিস্রোত আর একবার ফিরিবে, চর্চ্চিলের মত চপলের আর একবার শাসন হইবে। আয়র্লণ্ড কি তাচ্ছিল্য করিবার সামগ্রী? এখনও যাহার অধিবাসিগণ তরবারি ধরিতে জানে বন্দুক ছুড়িতে পারে, বলপূর্ব্বক স্বীয় স্বত্ব বজায় রাখিতে পারে তাহাকে কি ভারতবর্ষের মত অবজ্ঞা করিলে চলে? গ্লাডষ্টোনের বিল পরিত্যক্ত হইবামাত্র ট্রিনো হইতে বেলফাষ্ট পর্য্যন্ত বিদ্রোহের বহ্নিতে মাতিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যেই শত শত সৈনিকের জীবন বিদ্রোহানলে পুড়িয়া গিয়াছে। আইরিস জাতি স্বাধীন গবর্ণমেন্ট পাইবার জন্য বিত্ত ও প্রাণের উপর মমতাহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে—দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া ইংরাজের দিকে লোহিত চক্ষে চাহিয়া আছে, এক মুহূর্তেই উদ্ভ্রান্ত ভাবে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবে, বালকেরও উত্তেজিত হইলে বেলফাষ্টের অভিনয়কাণ্ড আয়র্লণ্ডের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লিতে পল্লিতে অভিনীত হইবে, বিদ্রোহের শব নগর হইতে প্রান্তরে, অরণ্যে হইতে গিরিশিখরে প্রতিধ্বনিত করিয়া যুগপ্রলয় উপস্থিত করিবে ইংলণ্ডের সমগ্র সভ্যজাতিকে সন্তাপ করিয়া তুলিবে। আয়র্লণ্ডের তরবারি অনাবৃত, ইংলণ্ডের ভাবী মঙ্গল সন্দেহ দোলায় দোলায়িত। স্বজাতি ও স্বদেশকে এই ভীষণ অবস্থায় ফেলিয়া চেম্বার্লেন যশ চাহিতেছেন, চর্চ্চিল বৃদ্ধ মন্ত্রীর অবমাননা করিয়া বালকের ভায় আমোদ উপভোগ করিতেছেন। একজনের আমোদ, একজনের যশোলিপ্সা চরিতার্থ আর এক জাতির উৎসন্নে যাইবার উদ্যোগ, ভাবিলে মস্তিষ্কের আতঙ্ক। যদি পুনর্নির্ব্বাচনে গ্লাডষ্টোনের উদ্যম ব্যর্থ হয়, আয়র্লণ্ডের কি দশাই ঘটিবে, ভারতে কি দুর্দ্দশাই উপস্থিত হইবে।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন ভারতের দুর্দ্দশা কেন?—একবার যদি এই সকল অপরিপক্ক বুদ্ধি, অপরিণামদর্শী যশপ্রার্থী লঘুচেতাদের হস্তে রাজ্যের ভার পড়ে, হয়ত ভারতের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট শাসন করিবার জন্য একজন নীরো আসিয়া উপস্থিত হইবে। কঠোর শাসনে, নিষ্ঠুর পীড়নে ভারতের অস্থি মাংস চূর্ণ হইয়া যাইবে। বলবান আইরিস জাতি যদি স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে না পারে উৎপীড়ন নিবারণ করিতে সমর্থ না হয় ভারতের স্বায়ত্তশাসন পাইবার আশা উৎপীড়নের প্রতিবিধান করিবার উপায় কি?

—●●—

পার্লিয়ামেন্টের পুনর্নির্ব্বাচন ও ভারতের প্রতিনিধি।

গ্লাডষ্টোনের আইরিস বিল বিরুদ্ধ হওয়ায় আমাদিগকে একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইতে হইয়াছিল পুনর্নির্ব্বাচনের কথায় আবার আমাদের আশা জন্মিল। এ আশার কারণ স্বতন্ত্র। পাঠক অবগত আছেন গত নির্ব্বাচনের সময় আমাদের প্রতিনিধি লালমোহন ঘোষ অতি সামান্য ত্রুটিতেই নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। এবার তাঁহার নির্ব্বাচিত হইবার বিলক্ষণ আশা আছে। ডেপ্টফোর্ডের অধিবাসিগণ তাঁহাকে বিলক্ষণ ভরসা দিয়াছেন। ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর প্রজাবর্গ ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি করিতে শিখিয়াছেন। ভারতের দুরবস্থা ক্রমেই তাঁহারা জানিতে পারিতেছেন। ইংলিসম্যান যতই এখন চীৎকার করুন, পাইওনিয়ার যতই অত্যুক্তি প্রকাশ করুন, ভারতের মঙ্গল সাধনে ইংলণ্ডবাসী যদি সাহায্য করেন কিছুতেই তাহা প্রতিহত হইবে না। প্রতিনিধিগণ এখন ইংলণ্ডের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান, ইতর ভদ্র, ধনী দরিদ্র, সকল লোকেরই সহিত মিলিত হউন; যাহাদের নিকট তাঁহারা অপরিচিত তাহারা যেন এবার ভারতপ্রতিনিধিগণকে আদর করিতে পারে। ইংলণ্ডের উচ্চবংশীয় লর্ডদিগের সাহায্য বিশেষ কার্য্যকরী হইবে না, রাজকীয় সভার সভাগণের সাহায্যও বিশেষ কিছু করিতে পারিবে না। এই কথায় উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অনেকেই বলিয়াছেন অনেকের ভবিষ্যৎ তিমিরময় হইয়াছে। প্রতিনিধিগণ জাতির আশায় রাজকুমারদের আশায় যদি উচ্চতর আশ্রয় গ্রহণ করেন ভাবী নির্ব্বাচনে কখনই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। দরিদ্রের আশ্রয়গ্রহণ করিলে তাঁহারা ইংলণ্ডবাসীর হৃদয়ের বল প্রাপ্ত হইবেন, প্রতি নির্ব্বাচনেই সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবেন, আর ইংলণ্ডে তাঁহাদের সকল ঘট স্থাপন করিয়া অনবরতই ভারতবাসীর উপর শান্তির জল সেচন করিতে পারিবেন।

কোন কোন সহযোগী বলেন এ নির্ব্বাচনোপলক্ষে আমাদের আরও কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। আমরা এই প্রস্তাবটীতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। নূতন প্রতিনিধিগণ উপস্থিত নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হইতে না পারুন, তাঁহাদের দ্বারা ইংলণ্ড ভারতের কথা শুনিতে পাইবেন, ভারতের প্রশ্ন লইয়া চতুর্দ্দিকে আন্দোলন উঠিবে. ইহাতেই আমাদের অনেক লাভ। কি দুঃখে কষ্টে আমাদের যে জীবন অতিপাতিত হয় তাহা আমাদের বিজেতৃগণ জ্ঞাত হউন, তাঁহাদের প্রতিবান্ধব তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিউন, তাহা হইলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইহারই জন্য বিলাতে আরও কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার প্রয়োজন। প্রতি নির্ব্বাচনের সময় যে নূতন নূতন প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে এমন নহে। প্রতিনিধি পাঠাইবার সাধ্যও সাধ্য নহে। এখন কেবল যে দুই একজন প্রতিনিধি ভারতের মঙ্গলোদ্দেশে ইংলণ্ড বিচরণ করিতেছেন তাঁহাদের সহায়তা করা আবশ্যক। আমরা যদি প্রত্যেক বিভাগ হইতে আরও একজন শিক্ষিত প্রতিনিধি এখন ইংলণ্ডে প্রেরিত হউন। ইংলণ্ডে যেমন সভা নির্ব্বাচনের জন্য চতুর্দ্দিকে আন্দোলন উঠিয়াছে, প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিম, বোম্বাই মান্দ্রাজ সর্ব্বত্র সেইরূপ আন্দোলন করা হউক।

প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য আমরা একটী নূতনবিধ উপায় বলিব। প্রত্যেক রাজধানীতে যে এক একটী জাতীয় সভা আছে, পূর্ব্বে কেবল এইসকল সভারই সম্মতিক্রমে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল,

দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। কেরি তাহাতে সম্মত না হইয়া শস ওয়েরের ভ্রাতাকে বন্দি করায় বসওয়ের তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে।

কেচিন হইতে মাক্যাসে নগরে একজন সৈনিকের মুখে সমাচার আসিয়াছে যে সাবু ইংরাজ সেনাপতির নিকট কোন উপঢৌকন প্রেরণ করে নাই। কেচিনের বিদ্রোহ কালে অনুপস্থিত থাকিবার জন্য ইংরাজের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনাও করে নাই ইংরাজের কেচিন যুদ্ধ নিষ্ফল হইয়াছে। বড় নিষ্টান্ত তাহাদের গতিরোধ হইয়াছে। কেচিন হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় ইংরাজ সৈন্যের উপর চতুর্দ্দিক হইতে গোলা বৃষ্টি হইয়াছিল। এই সমাচার সত্য কিনা জানিবার জন্য লেখা হয়। উত্তর আসিয়াছে যে উপঢৌকনের দ্রব্যাদি ফিরিয়া আসিবার সময় ক্ষমাপত্র তাহাতে প্রেরিত হইয়াছে। মেজর কুক তাহা হইতে কোন সময় যে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু পরে প্রকাশ যে উপঢৌকনাদির সহিত একখানি দা প্রেরিত হইয়াছিল। সাবু বলিয়াছে পশ্চাতে যদি তাহাকে অনবোধ্যগামী দেখা যায়, তৎক্ষণাৎ উপঢৌকনের দাখানি দিয়া তাহার শিরশ্ছেদন হইবে। তাহাতে তাহার আপত্তি নাই।

কলিকাতা।

৺অক্ষয় কুমার দত্তের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে একটী সভা হয়। সভ্যগণ একবাক্যে অক্ষয় কুমারের সৎকীর্ত্তি সকল আলোচনা করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ও তাঁহার অনবাত্মার স্বর্গবাসের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

হরিনাভি ইংরাজি সংস্কৃত বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ৫ জন বালক প্রেরিত হয়। সেই ৫ জনই উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে এক জন ১ম বিভাগে, ৩জন দ্বিতীয় বিভাগে, ও একজন তৃতীয় বিভাগে, বিদ্যালয়ের প্রধান ও দ্বিতীয় শিক্ষকের ইহার জন্য স্কুল কমিটীর নিকট প্রশংসা পাওয়া উচিত। কিন্তু কেবল প্রশংসাতেই কার্য্য হয় না। সকল শিক্ষকেরই কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করা কমিটীর কর্ত্তব্য।

কলিকাতায় ইউরোপীয় ও ইউরেসিয় যুবকগণ মিলিত হইয়া একটী সভা করিয়াছে। তাহারা কিরূপে গবর্ণমেণ্টের অধীনে উপযুক্ত কার্য্যাদি প্রাপ্ত হইবে তাহার উপায় কল্পনাই এই সভার উদ্দেশ্য। দেশীয় যুবকগণ কেন নিশ্চিন্ত আছেন? তাঁহাদের এরূপ সভা করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান।

বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আবার দেশে ফিরিয়া আসিয়েছেন। হাওড়ায় আসিয়া আবার তিনি স্বীয়পদ গ্রহণ করিবেন। বাবু গৌর দাস বসাক অবসর গ্রহণ করিবেন।

জনরবে প্রকাশ যে গত এণ্ট্রান্স পরীক্ষার কাগজ পত্রাদি আবার পরীক্ষিত হইবে। দাতব্য ফণ্ড হইতে তাহার খরচ সঙ্কুলান হইবে।

গত মে মাস পর্য্যন্ত যে বৎসরের শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা স্মলকজ কোর্ট পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা এবৎসর ৬৫০টী মকদ্দমা কম হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

কোয়টা হইতে ৩২ মাইল দূরে কাচ্ নামক স্থানে অগ্নিদাহে প্রায় ২ দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

স্লিগোতে প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান কাথলিক দিগের মধ্যে খুব মারামারি হইয়া গিয়াছে। বিবাদ এত প্রবল হয় যে সৈন্য আনিয়া দমন করিবার আবশ্যক হইয়াছিল।

নিউ ইয়র্কের একটী বৃদ্ধা ৭৫ বৎসর বয়সে মরে। ১১ বৎসর বয়সে তাহার শরীরের যতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার উপর এই ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত এক ইঞ্চ ও বাড়ে নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার শরীর ৪ ফিট তিন ইঞ্চ লম্বা ও ওজনে ৫০ পাউণ্ড ছিল।

মহারাষ্ট্র বলেন ইনকম ট্যাক্সে অপকার অপেক্ষা আমাদের উপকারই অধিক হইয়াছে ইংলিসম্যান বলিয়াছেন মিলিটারি একাউণ্ট আফিস গুলি উঠাইয়া দিয়া প্রভিন্সিয়াল অফিসে সংযুক্ত করা হইতে পারে। তাহাতে ১০ লক্ষ ১৪হাজার টাকা বাঁচিয়া যায়। ইনকম ট্যাক্সে দেশী বিদেশী বাধ্য না করিলে সংবাদপত্রের মুখে আমরা এমন কথা শুনিতে পাইতাম না।

মাতৃস্নেহ। ফ্রান্সে একটী স্ত্রীলোকের ১১টী সন্তান ছিল। তাহার মধ্যে একটীর মৃত্যু হওয়ায় সে যুদ্ধকরাদের আফিসে গিয়া তাহার কবর দিবার ব্যয় কি জানিতে চাহিল। কর্ম্মচারিরা তাহাকে দরের একখানি তালিকা দিলে রমণী তাহার দিকে তাকাইয়া পুত্রশোক ভুলিয়া গেল, এবং দরের কশাকশি করিতে লাগিল। কর্ম্মচারিরা তাহার কথায় সম্মত না হওয়ায় সে বলিল "দেখ আমি তোমার এক দিনের খদ্দের নহি, অনেক দিন তোমার সহিত দেখা শুনা চলিবে। এখনও আমার দশটী পুত্র আছে।"

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার পরিবারে একবাহাত্তর লোক। তাঁহাদের জন্য ৮০, ৯৪৫০০০ পাউণ্ড খরচ হয়।

কাশ্মীর মহারাজের নিকট হইতে ইংলিসম্যান টেলিগ্রাফ পাইয়াছেন যে কাশ্মীর সম্বন্ধে পাইওনিয়ার যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রকৃত নহে, মহারাজা এবং তাঁহার ভ্রাতাগণের মধ্যে বিবাদের কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। দরবারের যে ঘটনার কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্য নহে। কাশ্মীর রাজ্যে সাধারণের অসন্তোষ, বিদ্রোহশঙ্কা এবং তাহার বিবরণ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। জম্মুতে কোন গোলযোগ হয় নাই। জম্মুর প্রধান বিচারপতি আমীর সিং যে ইহার কথা অগ্রাহ্য করিয়াছেন এ কথার মূলে কোন সত্য নাই।

আলিপুরের দুর্ভিক্ষ স্থানে গত বুধবার একটী বড়রকমের দাঙ্গা হইয়াগিয়াছে। অনেকে গুরুতর আঘাত পাইয়া হাঁসপাতালবাসী হইয়াছে।

মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত যেসকল ছাত্রী পরীক্ষা দিয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত রমণীগণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এচ কম্‌, এম সাইমন্স এম মসারও আঙ্গো। জে ওয়াইজ। এমিবেল। জে কেমিডি। রোজ পাউআর। একজিসেণ্ট জে জিসেণ্ট। এই ওএন। ইহাবতি। জে কেনেডি। জে ব্রাউন। পাঠক দেখিবেন ইহাদের ভিতর একজনও বাঙ্গালী স্বদেশীয় রমণী নহেন। লেডি ডক্টরদিগের স্ত্রীচিকিৎসার এইত নমুনা।

প্রতাপ চন্দ্র রায়ের মহাভারত প্রকাশে সাহায্য করিবার নিমিত্ত নবাব সোলার জং ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১৫ ইমে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে উহাতে কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা ১০৫।

১লা মে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে সহর তলীর মৃত্যুসংখ্যা ১৭৮ হাওড়ার ৫৩।

শুনাযায় এবার গঙ্গাসাগর যাত্রি দিগের মধ্যে অনেক জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

গত ১৩ই জুন ভবানীপুরে একটী বৃহতী রাইয়ত সভা হইয়াছিল। সভায় ৭ হাজার রাইয়ত উপস্থিত হইয়া ব্যবস্থাপক সভা, সেম্বাহৃত দলা নিবোর্ণ মিউনিসিপাল ও এক্‌জিকিউটিভ কার্য্যের প্রভেদকরণ, পাউণ্ডারি আইন পরিবর্ত্তন, লার্ড নর্থব্রুকের জন্য উপযুক্ত সভ্য নিয়োজন ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছিল।

বিজ্ঞাপন।

GRIMAULT
PHARMACEUTICAL CHEMISTS
PARIS RUE VIVIENNE, PARIS 8.

বক্ষপীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানির সিরপ অব হাইপোফসফাইট অব লাইম।

এই ঔষধ ব্যবহারে সর্দ্দি, কাশি, যক্ষা, এবং শিশুর পীড়া আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়। এই ঔষধের উপকারিতা শক্তি দর্শনে সর্ব্বস্থানের সুচিকিৎসকগণ উপরি উক্ত পীড়ায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। রোগীগণ ইহা দ্বারা প্রকৃত উপকার লাভ করিয়াছেন।

এই সিরপ ব্যবহারে পীড়িত ব্যক্তির কাশ ও রাত্রিতে যে ঘর্ম্ম হয় তাহার নিবারণ হয় এবং তৎসঙ্গে ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে. দৈহিক উন্নতি দর্শনে ঔষধের উপকারিতা সপ্রমাণ হয়। এই ঔষধ লালবর্ণের গোলাকৃতি শিশির ভিতর থাকে।

ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস এবং পিচকারী দিবার ঔষধ।

সুবিখ্যাত চিকিৎসকগণ গ্রিমল্টের ম্যাটিকো নামক ঔষধ তরুণ ও পুরাতন রোগে ব্যবস্থা করেন কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। তরুণ রোগে পিচকারি দিবার ঔষধ এবং পুরাতন রোগে ক্যাপসিউল ব্যবস্থা।

ডসার্টের সিরপ অব ল্যাকটো ফসফাইট অব লাইম।

এই ঔষধ সেবন করিলে শরীরে রক্ত জন্মে ও বলাধান করে। ইহা মনুষ্য জীবনের বিশেষ উপকারী। ইহা দ্বারা দেহের অস্থিসমূহ দৃঢ় হয় এবং আহার করিলে উত্তমরূপ পরিপাক হইয়া দেহকে সুস্থ করে। যাহাদের অস্থিগত ফসফেট অব লাইম হ্রাস হয় এই ঔষধ তাহারা সেবন না করিলে উত্তরোত্তর আঘাতজ হইতে থাকে। দুর্ব্বল, বৃদ্ধ ও যেসকল বালকের অস্থি কোমল ইহা তাহাদিগের বিশেষ উপকারী। ইহা দ্বারা দুগ্ধপোষ্য বালকের দূষিত স্তনদুগ্ধ পানে যে উদরাময় হয় তাহাও আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানী, দুষিত কাশী, গলা খুসখুসি, স্বরভঙ্গ, বাকরোধ ও কপালের স্নায়বিক পীড়া ক্রমে শান্তি হইয়া থাকে।

Peptone Wine of Chapoteaut,

প্রধান জেন্নীর ঔষধ।

পারিশ।

ইহা দ্বারা রোগীর এবং সুস্থ লোকের আস্থ্য বৃদ্ধি হয় অথচ পাকস্থলীর কোন ক্লেশ হয় না, ইহা দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে দশ গ্রাম গোমাংসের কাথ আছে। ইহা হইতে অজীর্ণজনক সমুদয় অংশ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। পাকস্থলীর যেকোন পীড়ায়, যকৃত এবং উদরাময় রোগে, কঠিন অজীর্ণ রোগে অরুচি, এনিমিয়া রোগে, কোটক জন্য দৌর্ব্বল্য, ক্ষত রোগ, আমাশয়, জ্বর এবং মূত্র রোগে উহা বিশেষ উপকার জনক। কোন রূপ কাথ কিম্বা বিস্কুট দ্বারা যাহাদিগের উপকার হয় না তাহাদিগের, সাধারণ রোগীর এবং কাশগ্রস্তের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারক এবং বলাধায়ক। পপেটোর মদ্য, বৃদ্ধ এবং বালক উভয়েরই পক্ষে প্রধান উপকারক। ইহা দ্বারা ধাত্রীদিগের স্তন্যের উৎকৃষ্টতা সাধন করে। ইহা সমুদয় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

—●●—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট কেশ, থারমমিটার, ৩০ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ১২ শিশি কর্ক, চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাক মাশুলসহ ১৷১০ এক টাকা আট আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১ড্রামের মূল্য ।০ এবং বহুমূত্রপীড়ার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১৷০ দেড় টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১৲ আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডর যত্নের সহিত ভ্যালুপেয়েবল পার্শ্বেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—●●—

হোমিওপ্যাথিক ডিপজিটারী।

নং ৩ মৃজাপুর ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই নূতন ঔষধালয়ে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, উর্দ্দু, হিন্দি বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকাদি এবং চিকিৎসোপযোগী দ্রব্যাদি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। কলেরার বাক্স ১২ শিশির ডাং রুবিনীর কর্পূরের আরক ও পুস্তক সহ মায় প্যাকিং ৫৲ গার্হস্থ চিকিৎসার পুস্তক সহ ৩০ শিশির বাক্স মায় প্যাকিং ১২৲।

—●●—

বিশেষ সুবিধা বিশেষ সুবিধা।

মফস্বলের বন্ধুদিগের সুবিধার জন্য আমরা কলিকাতা হইতে বাজার দরে সকল প্রকার জিনিস খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি। যাহার যখন যে কোন দ্রব্য আবশ্যক হইবেক তিনি সিকি টাকা প্রেরণ করিলেই তাঁহাকে সত্বর ভ্যালুপেয়বল পোষ্টে সেই সকল দ্রব্য পাঠান হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন।

দত্ত এবং সুর কোং
৯৩ নং রাধাবাজার
কলিকাতা

—●●—

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার শ্রী যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে ঐ পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে। এজেণ্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।

দাম ১৷০ টাকা; ডাকমাশুল ⁄১০

ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রী পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার

—●●—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

জে এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

এখানে ক্রমান্বয়ে কয়েকখানি জাহাজ লণ্ডন আমেরিকা ও জর্ম্মণি হইতে বিস্তর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, কক, শিশি ও যন্ত্রাদি আনীত হইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এলেন এনসাইক্লোপিডিয়া মূল্য ১৮০ হানিম্যান মেঃ পিডিয়া মূল্য ২৪ প্রভৃতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০ ক্রম ১।০ মাদার টিং ।৵০ নিম্নক্রম।০ এবং ২ড্রাম ।৵০ হিসাবে বিক্রয় হয়। ১২ শিশির ওলাউঠার বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক ৪॥ ঐ ক্যাম্ফরসহ ৫৲ ও সাধারণ চিকিৎসার পুস্তক সহ ২৪ শিশির ৮॥, ৩০ শিশির ১০।০ ৪০ শিশির ১৪,৪৪ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ১৬৲ ৭২ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ২৫৲।২০০ শিশির উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও থার্ম্মমিটার সহ ৮০৲ থার্ম্মমিটার ৪।০ ও ৫ (ক্যাটেলগ বিতরণীয়।) (সমস্ত বাক্সের সহিত পুস্তক ও ফোটা ঢালিবার যন্ত্র পাওয়া যায়) ঠিকানা ১১১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার

—◆◆—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহা মেলায় এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা প্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তাক্ষরে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অসমর্থ কৃষকগণ পালের অসমর্থ শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৫১০
২ য় ভাগ	৵০	৫১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৫১০
২ য় ভাগ	৵০	৩০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	৯০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল /১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০৲ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা বাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্ত ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, কার্ড, কয়াত চিঠি, মণি অর্ডার ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, জ্ঞাপনকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় যাহা যাহা হইতে প্রকাশ জন্য পাইলে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রোপ্রাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৩০ শ ভাগ। মহর্ষিতা সর্বসম্মিলিতার পার্থিবঃ সবৎসরী যমিজতলী ন ক্ষীয়তা।" ৩৩ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, ১২৯৩ সাল। ১৫ ই আষাঢ়। ইং ১৮৮৬। ২৮ এ জুন। ৭ রিপনাব্দ। ১৫ ই আষাঢ়। অনগ্রিম পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৬।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন

পি, এন, বিশ্বাস।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

স্বর্ণ কবরী ভূষণ তৈল।

১ নম্বর কেবল কেশ বিন্যাসে ব্যবহার্য্য।
মূল্য ৬,৪,২ আউন্স শিশি ৸৶০, ৸০, ।৶০ আনা।
২ নম্বর কেবল স্নানের পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য।
মূল্য ৮, ৪, আউন্স শিশি ৸০, ।০ আনা। প্যাকিং ৶০ আনা।

সবিশেষ বিবরণ ক্যাটালগে দেখুন। /০ আনার টিকিট পাঠাইবেন ২৪ পৃষ্ঠার বহি (ক্যাটালগ) পাইবেন।

প্রিণ্টিং টাইপ।

স্মল পাইকা, পাইকা, গ্রেট প্রভৃতি অক্ষর ছাপাখানার আবশ্যকীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। (অল্প বা অধিক) সত্বর মফঃস্বলে পাঠান যায়। ক্যাটলগের মূল্য মাশুলসহ /০ আনা।

সুলভ এজেন্সি।

অল্প মাত্র কমিশন লইয়া (গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী সকলেরই জন্য) জামা, কাপড়, ঔষধ, ঘড়ি, বাক্স, অলঙ্কার, ঘৃত, ময়দা, চাউল, আলমারি, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্যাদি (মাদক সওয়ায়) সত্বর পাঠান যায়। /০ আনার টিকিট পাঠাইলে কমিশনের নিয়ম পত্র সহিত বাজার দরের বহি পাইবেন।

নূতন পুস্তক। আশ্চর্য্য সত্য কথা।।

মদ খাও—নেশা ছুটিবে না।

যাঁহারা ভীষণ ক্লেশময় সংসারের অসহনীয় ক্লেশরাশি ভুলিয়া বিমল "সুখ" বা "আনন্দ" উপভোগ করিতে চাহেন, তাঁহারা একবার এই মদ খাইয়া দেখুন। এ মদ অর্থ দ্বারা ক্রয় করিতে হয় না, এ মদ সকলে, সর্ব্ব সময়ে, অনায়াসে সেবন করিতে পারেন এবং ইহা একবার খাইলে চির কাল সমভাবেই নেসা থাকে. এমদ কোথায় পাওয়া যায়, এবং কি রূপে খাইতে হয়, এই পুস্তকে তাহা বিশেষ রূপে বিবৃত আছে। ৩৬ পৃষ্ঠা পুস্তকের মূল্য ৶০ ডাক মাশুল ৴১০। ভ্যালু পেয়েবলে লইলে ।৴০। শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়। ১৩ নং ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বৈষ্ণব।

এই ভক্তি প্রচারক মাসিক পত্রের ৮ নং সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার অগ্রিম বার্ষিক সাহায্য ১৷৷ দেড় টাকা নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' (পূর্ব্ববিভাগ)

সংস্কৃত মূল, টীকা, টীপ্পনী, বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাঙ্গালা টীপ্পনী সহ ভক্তি বোধক বৈষ্ণব গ্রন্থ মূল্য ১৲ টাকা ডাক মাশুল /১০ আনা।

"বেদান্ত স্যমন্তক" (গোবিন্দ (ভাষ্যকারকৃত)

ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল, ও কর্ম্মতত্ত্ব বোধক বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ (দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত সংস্কৃত) মূল্য চারি আনা ডাক মাশুল ৴১০ অর্দ্ধ আনা।

পুস্তক দুই খানি আমার নিকট ও সংস্কৃত ডিপজিটারি, সোমপ্রকাশ ডিপজিটারি এবং বৈষ্ণব ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

শ্রীকালীদাস নাথ
রামসদয় মল্লিকের গোলা।
বড়বাজার, কলিকাতা।

"দুর্ব্বলতার অত্যাশ্চ পরীক্ষিত।"

সুধাবিন্দু. সুধাবিন্দু।।

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, অজীর্ণ, অনবেচ্ছিতরূপ শৈথিল্য, শুক্রমেহ, [illegible] শুক্রপাত ও অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় এবং [illegible] শিরঃপীড়া, শারীরিক দুর্ব্বলতা, [illegible] মানসিক বিমর্ষতা, হাত পা [illegible] তারল্য প্রভৃতি [illegible] আরোগ্য হইয়া শুক্র [illegible] প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি ইহা সেবনে সালসার সমস্ত উপকার দর্শে। ইহা যে সর্ব্বপ্রকার ধাতুর পীড়ার একমাত্র মহৌষধ তাহার অনেক প্রশংসাপত্র রহিয়াছে এবং এই ঔষধে আরোগ্য হইয়া অনেকে পুরস্কার দিয়াছেন। এক মাসের ঔষধ এক শিশি ২৲ টাকা ডাক মাশুল ।০ আনা।

দাদের মহৌষধ।

"ক্ষত ও চর্ম্মরোগের মহোপকারী।"

এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই, অথচ যে প্রকারের দাদ হউক না কেন ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। দাদ, কোচদাদ, বিখাজ, খুজবাত, চুলি (খোদ) পাঁজার ঘা, খোস, পাঁচড়া গরমীর ঘা ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষত রোগ তিন দিবসের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা ক্ষত ও

প্রেরিতপত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

জল—বিম্ব।

১

গভীর সাগর বক্ষে স্ফীত কলেবরে
লক্ষ জল বিম্ব অই চীন বক্ষোপরে,
সুনিল সলিলে ভাসি—নাচ চলি রাশি রাশি
নাচিয়া নাচিয়া অই লহরী লীলায়
কতখেলা খেলি অই সাগরের গায়।

২

একটীর পরে উঠে একটী আবার
যায় আসে কত শত সংখ্যা নাহি তার,
কখেকের অভিনয়—অই জল বিম্বচয়
অগর্ব্বে সাধিয়া অই তরঙ্গের গায়
অনন্ত সাগর গর্ভে অনন্তে মিশায়।

৩

সেইরূপ হায়—এই জীব শত শত
অনন্ত সময় গর্ভে জল-বিম্ব মত,
অহঙ্কারে স্ফীত হবে—অভিনয় অভিনয়ে
সময়ে উত্থান তার সময়ে পতন,
অই জল-বিম্ব মত মানব জীবন।

৪

অই জল-বিম্ব মত তার রে সকলি
সৌভাগ্য সম্পদ সুখ সব যায় চলি
কত রাজা গেল চলে—সময় সাগর তলে
কোথা চন্দ্র সূর্য্যবংশ কুরু পাণ্ডুবংশ,
কোথা ক্ষত্রিয়কুল আজ—পতন ! পতন !

৫

সময়েতে হইয়াছে উত্থান সবার
সময়েতে হইয়াছে পতন আবার,
সময়ে ভারত তত—ভারতের কীর্ত্তি গত
অক্ষর আটক অই “আটক” নগরী,
কেন কি কারণ আজ সে নাম উপরি।

৬

অই যে য়ুরোপ খণ্ডে আমেরিক ভূমে
উঠিয়াছে জাতি আজ উন্নতির ক্রমে,
বিস্তার পক্ষের বলে—পাখা নাই পুচ্ছে চলে
আকাশ বিদ্যুত আজ বন্দিয়া যন্ত্রেতে,
ঘুমেতে দেয় বার্ত্তা যমালয় পথে।

৭

হায়! এক দিন অই অত্যুন্নতি জাতি
সমর তরঙ্গ জল বুদ্বুদ যেমতি,
উঠিয়াছে গর্ব্বভরে—সময় সাগরোপরে
তার একদিন পুন সময়ে আবার,
মিশাবে সে নীর পুঞ্জ সময়ে আবার।

৮

এই বসুন্ধরা যার বসু প্রসবিনী
ধরিয়াছ আপন বক্ষে যেমতি জননী,
গিরি, নদী, জীব, তরু—নানারূপ পুরী চারু
ভীষণ সাগর যার ছুটে বক্ষোপরে
মিশাইবে বিম্বজল সময় সাগরে।

৯

অই জল-বিম্ব মত সকলি সংসারে
ধন, মান প্রাণ মন সময়ে সবার,
হইবে মিশিতে তার—সময় সাগরে তার
সময় উদর সব সময়ে বিলয়
উত্থান-পতন-রীতি সংসারের হয়।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার,
সবতিপুর—ঢাকা।

আর্য্য সমাজ।

অধুনা আর দেশ প্রাচীন ভারতীয় সমাজে মধ্যে আর্য্য সমাজ বড়ই হুলস্থুল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম নৈতিক ও রাজ নৈতিক আন্দোলনের স্রোত প্রতিঘাতে ভারতে এক নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একি উন্নতি? উন্নতি দূরে থাক আমরা যে দেখিতেছি ক্রমশঃই আর্য্য-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের, আর্য্য ধর্ম্ম শাসনের অবস্থা ক্রমশই হীন হইয়া পড়িতেছে. যথেচ্ছা চারিতা এতদূর পরাক্রমের সহিত অধিকার করিয়াছে যে পূর্ব্বকালের অপূর্ব্ব সমাজ বন্ধন এখন বিচ্ছিন্ন প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাহার সংস্কার করা প্রয়োজন। কিন্তু সে আর যেমন তেমন মুখের কথার কাজ নয়। এখনও বোধ হয় সমাজ সংস্কার কণ্ঠ বুঝিয়া

উঠিতে পারিতেছেন না যে সমাজের কোন্ অংশ সংস্কার করা প্রয়োজন। কেহ বলিতেছেন ধর্ম্ম-নৈতিক আন্দোলন, কেহ বলিতেছেন রাজনৈতিক সমালোচনা, কেহ বা বলেন সমাজনৈতিক সমালোচনা করিলেই ভারতের উন্নতি হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া যাঁহারা যাহা অভিরুচি, তিনি তদ্রূপ প্রস্তাব করিতেছেন কিন্তু এখন ও প্রকৃত অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এখনও আর্য্যধর্ম্মের সহিত আর্য্য ভারতের অধঃপতনের বিন্দুমাত্রও নিরাকৃত হইতেছে না। কেন হইতেছে না, হইতেছে—কি না সে সম্বন্ধে সমাজ সংস্কারক বর্গের নিরত বিশেষ সতর্কভাবে অনুসন্ধান করা নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু বোধ হয় এখনও সেরূপ অনন্ত কর্ম্মা, ব্রহ্মানন্দ, বিজ্ঞ, ধার্ম্মিক, সহিষ্ণু, সমদর্শী, সমাজ সংস্কারকগণের আদৌ আবির্ভাব হয় নাই। ইদানীন্তন সংস্কার লিপ্সু সমস্ত মহাত্মাগণ এখনও তাদৃশ সময় পান নাই আমাদের মনে যেন এই হয় যে পুনরায় পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণ-বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক নিঃস্বার্থ ভাবে ধর্ম্মার্থ জীবনোৎসর্গ করিয়া চিন্তা নিয়মিত সমাজ চিন্তা করিতে না পারিলে সমাজ সংস্কার কার্য্যের সমস্ত অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া উঠিতে পারা যায় না। প্রাচীন ভারতীয় দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি সাধুগণের সমস্ত প্রকৃতি অবলম্বন না করিলে অর্থ চিন্তা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ভোগ বিলাসিতার পরিহার করিয়া মিতাহারী অশেষ ক্লেশ সহিষ্ণু সত্যেরশীল এবং ব্রতী না হইলে এতাদৃশ গুরুতর কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করা নিতান্ত অসম্ভব। এক সম্প্রদায়ের তাদৃশ প্রকৃতি ও ভাব না জন্মিলে সেরূপ বিশুদ্ধ সংশোধন ঘটিতেছে না। সমাজের ধনীদিগেরও তাহাতে সাহায্য আবশ্যক। সংস্কার চেষ্টায় এখন আর অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। কেবল প্রাচীন পদ্ধতির প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি করিলেই চলিতে পারে। আমাদের "নিউ ফ্যাসন" পক্ষপাতী ইউরোপীয় ভেজে ভেজিয়ান নব্য সমাজে কি এ কথা গৃহীত হইবেক? "স্বার্থ পরায়ণ ব্রাহ্মণগণই জাতি ভেদাদি নানাপ্রকার কুব্যবস্থা দ্বারা সমাজ সমুন্নতি প্রতিরোধকারী"। আধুনিক অদূরদর্শী ঈর্ষা-পরায়ণ বিদেশীয় বিধর্ম্মিগণের শিক্ষায় শিক্ষিত বাবুরা কি ইহা বুঝিবেন? আধুনিক সমাজের ভাব ভক্তি দেখিয়া শুনিয়া আমাদের তো সেরূপ ভরসা সেরূপ বিশ্বাস হয় না। তবে বলিতে পারি না, ভারতের এমন সৌভাগ্যের দিন যদি নিকট হইয়া থাকে যদি নব্য ও প্রাচীন সমস্ত সম্প্রদায় সমবেত হন, যদি তাঁহারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত বন্ধুজনকে বন্ধু বলিতে লজ্জাভিমান পরিত্যাগ করিতে পারেন, ভারতের উন্নতির জন্য যদি যথার্থই তাঁহাদের চিত্ত আকুল হইয়া থাকে, তবে ধর্ম্মনীতিই বলুন, রাজনীতিই বলুন, আর সমাজনীতিই বলুন, যে কোন নৈতিক সমালোচনা করিতে গেলেই তৎসঙ্গে সঙ্গে আর্য্য নৈতিক সমালোচনাই সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া বোধ হইবেক। আবার পরে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবেক যে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সমস্তই এক মহা-সমাজ নীতির অন্তর্গত। উহার যে কোন অঙ্গের সংস্কার অনুষ্ঠান করিতে গেলে অপর অঙ্গের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বোধ হয়, অথবা একাঙ্গের মঙ্গলামঙ্গলে অপরাঙ্গের মঙ্গলামঙ্গল স্বতঃই সংঘটিত ও সংগঠিত হইয়া আসে। সকলই পরস্পরের সাপেক্ষ। আবার সেই আর্য্য সমাজনৈতিক সংস্কার সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে হইলে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সম্পাদনের প্রয়োজন হয়। যাহাতে সকল জাতীয় শিল্প, কৃষি প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ বিদেশে যাইয়াই হউক বা দেশে থাকিয়া বিদেশীয় শিক্ষক আনাইয়া হউক, বিস্তারিত রূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সংস্কার কার্য্যেও তাহা দেখিবার বিষয় হয়।

পূর্ব্ব কালের ভারতীয় প্রথানুসারে শিক্ষার্থী হইলে উপযুক্ত শিক্ষা-প্রাপ্তির জন্য ব্যয় করিতে হইত না। লোকে যাহাতে বিনা ব্যয়ে শিখিতে পায়, তাহার সদুপায় না হইলে নির্ধন কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, তন্তুবায় প্রভৃতি সম্প্রদায় স্ব স্ব ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারে না। এক ব্যবসায়ী ব্যক্তি ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিলে কোন ব্যবসায়েরই উন্নতি হইবে না। ইহাদিগকে যাহার যে ব্যবসা তাহাই তাহাকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

স্বাধীনতা, স্বাবলম্বন আত্মশাসন প্রভৃতি লইয়া অত আন্দোলন করিয়া কি হইবেক? প্রজা লোকে রাজেশ্বরের অধীন চির কালই থাকিবে। নিজে নিজের হিতাহিত বিবেচনা করিয়া চলিতে পারিলে তাহাকেই আত্মশাসন বলিতে পারা যায়। রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া যে আন্দোলন তাহা একপ্রকার নিরর্থক। গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতেছেন ও করিবেন, তাহাই করুন, তাহার মধ্যে থাকিয়া সকলে মিছে গণ্ডগোল করিয়া কি হইবেক? চক্ষের উপর কত কাঁদিতেছে, কত পরামর্শ দিতেছে, কত বলিতেছে, গবর্ণমেণ্ট কি তোমাদের কথা শুনিয়া কর্ণ করিয়া থাকেন না? কোনও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন? গবর্ণমেণ্ট যতই তোমাদিগকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন ততই তোমরা চাপিয়া ধরিয়া বৃথা ভাক্ত হইতেছ। তোমরা বুঝ না যে তোমরা দুর্ব্বল, সবলের কার্য্যের সমালোচনা করিবার সামর্থ তোমাদের হইবে কেন? তোমাদের স্বার্থ ও সকলের স্বার্থ বিস্তর বিভিন্ন। গবর্ণমেণ্ট কখন কোন্ অভিপ্রায়ে কোন্ কাজ করেন, কোন আইন পাস করেন তাহার মূল অভিসন্ধি কি তোমাদের কিছু বুঝিবার সুযোগ কি রাখা আছে? অবশ্যই সকলেরই ভ্রান্তি আছে, কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্টের কোন ভুল হয়, আর তোমরা তাহার প্রতিবাদ কর, গবর্ণমেণ্ট কি কোন রাজপুরুষ তোমাদের কথায় স্বীকার করেন? ভারতবর্ষের জন্য ইংলণ্ড নয়। ইংলণ্ডের জন্যই ভারতবর্ষ, এ মূল মন্ত্র কি তোমাদের কথায় আজ ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে পারেন? আমরা বলি, এ বৃথা চেষ্টার আবশ্যক কি? যে দেশে অর্থ নাই, লোকের আহার চলিতেছে না, ক্রমে অসময় বন্যা আক্রমণ করিয়া লোককে দুর্ব্বল করিতেছে, দিবা রাত্রি অন্নকষ্টে ম্রিয়মাণ হইয়া একেবারে উৎসাহ বিহীন হইয়া পড়িতেছে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া তাহাদের কি উপকার হইবেক? যে দেশের লোকে ইচ্ছামত দুটী সমুচিত আহার পাতে পড়িছে, সে দেশের লোকে আত্মশাসন লইয়া কি করিবে? ইংলিস গবর্ণমেণ্ট যদি প্রকৃত সদ্ভাবে ভারতীয়দিগকে আত্মশাসন শিখাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে ভারতকে ক্রমে নিস্তেজ, নিরাশ্রয়, নির্ধন, নিরন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন না। ভারতীয়দিগকে যদি মিত্র জ্ঞান করিতেন তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে চতুরতা করিতে অবশ্যই অধর্ম্ম ও হানি বোধ করিতেন। ভারতীয়গণ ক্রমে স্বধর্ম্মে জনে সতেজ ও সবল হইয়া উঠিতে লাগিলে ইংলিস গবর্ণমেণ্ট কি কেবল প্রকৃত আনন্দ অনুভব করেন? না কেবল ভয়ের কারণ ক্ষতির কারণ মনে করেন? তাই বলি, এ সমুদায় রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় এখন নয়, উহাতে কিছুই হইবেক না, উহা ছাড়িয়া দিয়া অগ্রে যাহাতে নিজ পরিবারবর্গ, পাড়াপড়সি, প্রতিবাসী, গ্রামবাসী, দেশবাসী

আত্মীয় বন্ধুগণ অনাহারে মারা না যায়, তাহারই চেষ্টা কর, তাহারই আন্দোলন করিয়া দেখ কোন সদুপায় আছে কি না। ঝড়, বন্যা, মহামারি প্রভৃতি দৈব দুর্ঘটনা এদেশে হইয়াছিল কিন্তু কখনও এরূপ ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইত না। এখন কেন এরূপ হয়? তখন লোকের ঘরে অন্ততঃ ২।৩ বর্ষ ভোগ্য অন্ন সামগ্রী সঞ্চিত থাকিত. দৈবাৎ কোন আপদ উপস্থিত হইলে লোক চিন্তিত হইত না। এখন আর তেমন নাই। শুষ্ক তৃণ গাছটিও আর লোকের ঘরে সঞ্চিত থাকিতে পায় না। নতুবা এখন পূর্ব্বের ন্যায় শস্যাদির উৎপন্নের কোন ন্যূনতা জন্মে নাই বরং উন্নতি হইয়াছে। এখন কি ভারতের কৃষকগণ শ্রম করিতে পরাঙ্মুখ? না ভারতীয় ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাস হইয়াছে? হায়, হায়, ভারতের কি ব্রহ্মশাপ, কি মহাপাপ ঘটিয়াছে। ইহার কি, মোচন নাই?

যদি সমাজ সংস্কার করিতে হয় আগে লোকের দাবি নিবারণের আবশ্যক। কেবল চেঁচা চেঁচি লেখালিখিতে তাহা হইবে না। সমাজ সমাজ করিয়া, উন্নতি উন্নতি করিয়া, পাগল হইলে চলিবে না। যদি কোন সদুপায় থাকে তবে সে ধর্ম্মোন্নতি। উপযুক্ত বিজ্ঞ ধর্ম্মপরায়ণ বিলাসত্যাগী ব্যক্তিগণ আর্য্যধর্ম্মের প্রচারের কার্য্যে নিযুক্ত হউন। এরূপ লোক বাছিয়া লওয়া আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। যিনি ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞাতা, নিরভিমান, সমস্তবেদ বেদান্ত ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়েন, এমন লোক সংস্কারক হইলেই সমাজের প্রকৃত সংস্কার হইবে। এইরূপ লোক নিভৃতবাসী। আমাদের অদৃষ্ট দেখিয়া তাঁহারা অরণ্যে বাস করিতেছেন। যদি কেহ ধর্ম্মপিপাসু থাকেন ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করুন অন্যান্যে প্রান্তরে জলে জঙ্গলে এইসকল আর্য্য গুরুদের আন্দোলন করিবার জন্য ধর্ম্মাত্মাগণ নিযুক্ত হউন। লোক সমাজে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া যাঁহাদের ব্রত তাঁহারা অনন্যকর্ম্মা হইয়া যদি এই অন্বেষণ কার্য্যে ব্রতী হন তবেই ভারতের আবার উন্নতির আশা হয়। ব্রাহ্মণ্য তেজ আবার ভারতে প্রজ্বলিত হয়। হিন্দু সমাজের প্রকৃত সংস্কার হইয়া আবার সত্যযুগের আবির্ভাব হয়। যে ভারত ধর্ম্ম শিক্ষার মাতৃভূমি আজ মোক্ষমূলার আসিয়া সেখানে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, যে ভারত দেব দেবতাদের জন্মক্ষেত্র সেখানে অলকট আসিয়া গায়ত্রী মন্ত্র শিখাইতে যায়। হা ভারত, হা আর্য্যকুলতিলক ধর্ম্মাত্মাগণ! পতিত ভারতবাসীর এ দুর্দশা কি দূর হইবে না? তোমরা যেখানে থাক হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশ, নিবীড় অরণ্যের মধ্যস্থল যেখানেই তোমাদের বিহার ভূমি হউক না কেন ভারতবাসী যদি তোমাদিগকে খুঁজিয়া না আনিতে পারে তবে তাহাদের ধর্ম্মই বৃথা সংস্কার চেষ্টাই বৃথা। আজ কি ভারতীয়গণের সামান্য লজ্জার কথা। যে যে তেজের নিকটে তাৎকালিক তাদৃশ ক্ষত্রিয় তেজও মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের নিকটে দীপ শিখার ন্যায় বারম্বার পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, আজ সেইসকল দৈব শক্তি, যোগবল সম্পন্ন ব্রাহ্ম তেজ, ক্রমাগত আরবীয় কুজ্ঝটিকা সমাবৃত হইয়া ইউরোপীয় তেজে কিনা বিলীন হইয়া গেল!! কি আশ্চর্য্যের কথা! আজ অলকট সাহেব কিনা ভারতীয় যোগ শাস্ত্রের অভিজ্ঞাতা উপদেশকর্ত্তা পদাভিষিক্ত!!! একি সাধারণ লজ্জার কথা, সামান্য ঘৃণার কথা!! হা ভারতীয়গণ, হা আর্য্যসন্তানগণ, হা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, তোমরা যদি তোমাদের সেই সমুদায় অপৌরুষেয় যোগ শাস্ত্রাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে তাদৃশ তপক্লেশ সহ্য করিতে অভ্যাস করিতে তবে আজ অলকট নিশ্চয়ই ভারতে বুড়া দাদাকে গায়ত্রী শিখাইতে লজ্জিত ও ভীত হইতেন। এক কথা বলিতে আর এক কথা বিস্তর উঠিয়া গিয়াছে এখন সে যাক্। আমরা বলি পদে পদে প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক কাজে গবর্ণমেণ্টকে বিরক্ত না করিয়া, ইউরোপীয়দিগের দ্বারে দ্বারে যাইয়া আত্ম দৌর্ব্বল্য, গৃহছিদ্র ব্যক্ত না করিয়া নীচের মত, সামান্য ভিখারীর মত ভ্রমণ না করিয়া রাজ প্রসাদের জন্য দ্বারে দ্বারে খাটিয়া খাইবার জন্য, সিবিল হইবার জন্য লালায়িত না হইয়া, কিসে ভারতের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে, কিসে ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইবেক, প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল সেই প্রসঙ্গ, সেই উদ্যোগ, সেই দৈব জ্ঞান লাভ মানসে ইউরোপে যাও আমেরিকায় যাও, আর ভারতে বসিয়াই পার, সেই যোগবল, সেই তপোবল সাধন করিতে চেষ্টা কর। যে যোগিগণের নিকট আধুনিক বিজ্ঞানবলও অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়।

অতএব আমরা বলি হে আর্য্যকুলতিলকগণ! এখনও যদি ভারতের প্রকৃতি উন্নতি চাও, এখনও যদি ভারতের প্রকৃত সমাজ সংস্কার করিতে চাও, রাজনীতি সমালোচনা ইউরোপীয় শাসনের কুৎসা, ছিদ্রানুসন্ধান পরিত্যাগ কর, যদি প্রকৃত সংস্কার করিতে চাও, প্রকৃত আধ্যাত্মিক আত্মোন্নতি প্রয়োজন বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেশবাসী, বৈদেশীর প্রতি বিদ্বেষ করিয়া অগ্র সমাজ বন্ধন কর, কেহ ব্রাহ্ম কেহ বৈষ্ণব, কেহ শৈব হইয়া দলাদলি বাধাইয়া দেষাদেষী করিয়া সর্ব্বনাশ করিও না।

শ্রীশসরচন্দ্র শিরোমণি
তালা চতুষ্পাঠী।

—●● —

* দেব। বড়ই আহ্লাদের বিষয় যে, আজকাল অনেকানেক শিক্ষিত যুবক বৃন্দের মধ্যে আর্য্যধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিতেছেন। সম্প্রতি চোরবাগান, ৬৮ নং সরকার লেনে "বিশ্ব বৈষ্ণব সভার" সাম্বৎসরিক উৎসব অত্যন্ত সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে অন্যূন পঞ্চবিংশতি সহস্র লোকের সমাগম হইয়া সভাস্থল এক অতি পবিত্র আশ্চর্য্যভাব ধারণ করিয়াছিল। তৎকালে ভক্তবর নীলকমল গোস্বামী মহাশয় সাক্ষাৎ দেবর্ষি নারদের ন্যায় হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে হরি মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন তৎকালে সকলকেই প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। আহা! ধর্ম্মের কি মহীয়সী ভাব!!! আমার এই পঞ্চবিংশতি বর্ষ জীবনে কলিকাতার মধ্যে অনেক সভা সমিতি দেখিয়াছি কিন্তু কলিকাতা "বিশ্ব বৈষ্ণব সভার" ন্যায় লোক সংখ্যা আর কখনও কোথায় দেখিনাই। ব্রাহ্মণ ভোজন, বৈষ্ণব ভোজন ও অসংখ্য কাঙ্গালিদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন দিয়া সবস্ত্র দক্ষিণা দিয়া সকলকে বিদায় করা হইয়াছিল। "বিশ্ব বৈষ্ণব সভা" সম্বন্ধে আরও অনেক কথা লিখিবার ছিল কিন্তু সময়াভাবে আর অধিক লিখিতে পারিলাম না। সময়ান্তরে আরও কিছু লিখিবার ইচ্ছা থাকিল।

উপসংহারে "বিশ্ব বৈষ্ণব" সভার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন দত্ত মহোদয়কে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইনি প্রসিদ্ধ জমিদার কুলতিলক বাবু দ্বারকানাথ দত্ত মহোদয়ের মধ্যম পুত্র। সুতরাং জমিদার পুত্রের ধর্ম্ম সম্বন্ধে এতাদৃশ অনুরাগ বড়ই আহ্লাদের বিষয়। আমরা আশা করি অন্যান্য জমিদার সন্তানেরা লালমোহন বাবুর এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণে তৎপর হয়েন।

কলিকাতা
২৫এ জুন

নিতান্তানুগত অধম
শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

—●●—

সোমপ্রকাশ

১৫ ই আষাঢ় সোমবার

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ার বিলাতের সম্বাদদাতা বলেন আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ডিউক অব কনট ভারতবর্ষে যাইতেছেন। লণ্ডনের প্রবাসীয় বালিকাগণের সংরক্ষিণী সভার উৎসবোপলক্ষে তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন যে তিনি ও তাঁহার বনিতা ভারতের রমণীদিগের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট। একটী বিষয়ে ভারত রমণী ইংরাজ রমণী হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহাঁদিগের ইংরাজের ন্যায় উদরান্নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়া সূচি কার্য্য করিতে হয় না সময়ে সময়ে অর্থের লালসায় স্বীয় স্বভাব কলুষিত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয় না। ইহার প্রথম কারণ বাল্য বিবাহ। দ্বিতীয় কারণ হিন্দু পরিবারের একান্নবর্ত্তিতা। দরিদ্রের কন্যা প্রথম হইতে পাত্রস্থা হইয়া অন্নের চিন্তা করিতে পায় না, একান্নবর্ত্তী পরিবারবর্গের মধ্যে থাকিয়া স্বামীর অবর্ত্তমানেও উদরের জন্য লালায়িত হইয়া কঠোর পরিশ্রমে সূচিকার্য্য করিতে হয় না। হিন্দু আত্মীয়কে বলেন—"আমি এক মুঠা পাইব তুমিও পাবে।" হিন্দু সমাজের বহির্দ্দেশে অনুসন্ধান করিতে গেলে—কেহ যে আত্মীয় স্বজনকে এত উদার বাক্যে আপনার বলিয়া প্রতিপালন করিতে চায় এরূপ দেখা যায় না। যে জাতির মধ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ঐশ্বর্য্যের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিরাশ্রয় হইয়া ভিখারীর ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, সে জাতি কখনও এই উদার বাক্যের উচ্চভাব উপলব্ধি করিতে পারে না। দুঃখের বিষয় ইংরাজের সভ্যতা ও উন্নতির স্রোতে সমবেদনা ভাসিয়া গিয়াছে, সংস্কারক নামধারী ভ্রমশিক্ষিত বাবুদের স্বদেশ সংস্কার চেষ্টায় এই সুন্দর দেবভাব পূর্ণ অমায়িকতা ইংলণ্ড হইতে একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে।

ডিউক অব কনট ইংরাজ ও ভারতের একজন পরম উপকারী বন্ধু। বিলাতে থাকিয়া, বিলাতে আলোচনা করিবার অসংখ্য বিষয় সত্ত্বেও তিনি যে ভারতের ঘরের কথা শুনিতে পান ভারতের সামাজিক ইতিহাস লইয়া আলোচনা করেন, ভারতরমণীর শুভকর কার্য্যে যত্নবান হন এ কি আমাদের সামান্য আনন্দের বিষয়? তিনি প্রভূত ক্ষমতা, অতুল সম্পত্তি ও রাজার প্রার্থনীয় ব্যক্তিগত বিভূতির অধিকারী হইয়াও দুর্দ্দশাগ্রস্ত প্রপীড়িত ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করুন তিনি কি আমাদের আরাধ্য নহেন? আমরা কনটের প্রতীক্ষা করিয়া আছি। ডিউক ভারতে আসিয়া ভারতদ্রোহী এংলো ইণ্ডিয়ানগণের কুমন্ত্রণায় না ভুলিয়া বাস্তবিকই কি আমাদের উপকার সাধন করিতে পারিবেন?

—••—

হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পরপারে গিয়া কর্ণেল লকার্ট বাদাকসান অধিপতির হস্তে বন্দী হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি কাশ্মীর মহারাজের নিকট সাহায্য পাইবার প্রার্থনা করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন কাশ্মীরে সাহায্য না চাহিয়া আমীরের নিকট সাহায্য চাহিলে ফলোদয় হইতে পারে। কারণ বাদাকসান আমীরের অধীনস্থ। আমীরের অধীনস্থ হইয়া বাদাকসান কেন যে ইংরাজ মিসনের উপর নিগ্রহ করিলে ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রকাশ্যভাবে আমীর কি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন? কর্ণেল লকার্ট যে উদ্দেশে মিসনে যাইতেছেন তাহা আমাদের অবগত নাই। হিন্দুকুশবাসী আফগানেরাও তাহা বিলক্ষণ জানে। ইংরাজ মিসনের অর্থ কি তাহা আমরা লর্ড ডালহাউসির সময় পঞ্জাবের মিসনেই বুঝিতে পারিয়াছি। ক্রমে ইরাবতীর তীরে আর এক মিসন যায়। এই দুইটী মিসনের কার্য্যও এখন স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আবার তিব্বত মিসনেরও কার্য্য শীঘ্র দেখিতে পাইব। এই সকল মিসনের উদ্দেশ্য হইতে লকার্টের মিসন কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। উল্লিখিত মিসনগুলি রাজনীতির প্রাধান্য, উপস্থিত যাত্রার উদ্দেশ্য রাজনীতি হইতে আত্মরক্ষা। রুষ মধ্য এসিয়ায় খুব বেড়াবেড়ি করিতেছে। আফগান তুর্কিস্থান হইতে মোরগাব পর্য্যন্ত রুষের সহায়। আমীর ইংরাজের সহিত যতই মৈত্রীভাব প্রদর্শন করুন না, ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যতই প্রজার সহিত বিবাদ করুন না তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে ইংরাজ যে ঠকিবেন বাদাকসানের ব্যাপারে তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। আফগানের সহিত রুষের সখ্য অন্তর্মুখী নহে। এই বহির্ম্মুখী বন্ধুতার উপর নির্ভর করিয়া ইংরাজের মিসন যাত্রা ভাল হয় নাই। আমরা বহুদিন হইতে বলিয়া আসিতেছি, ইংরাজ যদি আফগানে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে যান, রুষের সহিত তাঁহার বিবাদ ঘটাইয়া আসিবে, এখন আফগান পরিত্যাগ করিয়া ভারতের গণ্ডির ভিতর ফিরিয়া আসাই ইংরাজের কর্ত্তব্য। যতদিন ইংরাজ সিন্ধু তীরে ফিরিয়া না আসিবেন ততদিন রুষের সহিত বিবাদ বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন রুষের সহিত যে কোন সন্ধিই হউক না কেন, তাহা আকাশ কুসুমবৎ অকিঞ্চিৎকর।

—••—

হোল্কার রাজ পীড়িত ছিলেন। গত ১৭ই জুন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার প্রজাগণ কি ভারতবাসী মাত্রেই কাঁদিয়াছেন। লর্ড ডফরিণ তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। হোল্কারের রাজভক্তি পরাক্রম ও সহিষ্ণুতা অপরূপ। সিপাহি বিদ্রোহের সময় তিনি প্রকৃত বন্ধুর ন্যায়ই ইংরাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তথাপি ইংরাজ একজন সামান্য রেসিডেণ্টের কথায় তাঁহাকে মিথ্যাপরাধে অপরাধী করিতে ক্ষান্ত হন নাই। ডফরিণ হোল্কারের নিমিত্ত এত দুঃখ প্রকাশ করিলেন হোল্কারের নির্দ্দোষিতার একটী ও কথা তাঁহার মুখে আসিল না। ইংরাজগণের খ্যাতি অখ্যাতি তাঁহাকে আর অতিক্রম করিতে পারিবে না কিন্তু মৃতব্যক্তির উপর অবিচারকরা মিত্র কি উপযুক্ত শত্রু সকলেরই কর্ত্তব্য ?

—••—

মহারাজা হোল্কার ও সিন্ধিয়া।

ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশ একেবারেই শূন্য হইয়া গেল। মধ্যপ্রদেশে ভুপাল ইন্দোর ও গোয়ালিয়ার এই তিনটী দেশীয় রাজার রাজত্ব। ভুপালে বহুদিন হইতে একজন মুসলমান রমণী রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। পাঠকের নিকট এ রমণী অপরিচিতা নহেন। লর্ড ডফরিণের শাসনকালে ভুপালরাজ্য ভারতবাসী মাত্রেরই হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে। রাজ্ঞীর স্বামীর সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অকারণে যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। স্বামী ভিক্ষা করিবার জন্য রাজ্ঞী লর্ড ডফরিণের নিকট গলবস্ত্রে কতবার প্রার্থনা করিলেন, সে প্রার্থনার ফল কি হইল, ভুপালের মন্ত্রিত্ব লইয়া লর্ড ডফরিণ কত খেলাই খেলিলেন, সে সকল কথাই দেশরাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, ভুপালের উপর ইংরাজের স্বার্থদৃষ্টি পড়িয়া এতদিনের একটা বিশাল সাম্রাজ্য একেবারেই উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। ভুপালের দুর্ভাগ্য দেখিতে দেখিতে গোয়ালিয়ার ও ইন্দোরের নিয়তির উপর কার্য্য করিতে লাগিল। এক সময়ে এক রোগেই মহারাজ হোল্কার ও সিন্ধিয়া আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। টিকারী রাণীর স্বর্গ

উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব কাহাকেও সহ্য করিতে হয় নাই। কিন্তু নিয়তি কাহার কথা শুনে? পার্থিব কোন পদার্থের গুণেই বা স্বীয় সংস্পর্শ পরিত্যাগ করে? ক্রমে পীড়া দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিল; মহারাজ সিন্ধিয়ামন্ত্রী গণপত রাওর হস্তে স্বীয় অবগণ্ড শিশু ও রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া গঙ্গাবাসী হইলেন। মহারাজ হলকার অন্তিমকাল নিকট আসিল দেখিয়া, যুবরাজকে রাজাসনে উপবেশন করিতে অনুমতি দিয়া স্বয়ং পরকালের চিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন। মহারাজ টুকাজি রাও হলকার গত ১৭ ই জুন মঙ্গলবার স্বীয় ইষ্ট দেবতার নাম জপিতে জপিতে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন—মধ্য ভারতের একটী অমূল্য রত্ন অপহৃত হইয়া ইন্দোর রাজ্য অন্ধতমসে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইন্দোরের প্রজাবর্গ পিতৃহীন হইয়া শোকবসন পরিধান করিল. আমরাও একজন স্বাধীনচেতা, স্পষ্টবক্তা দূরদর্শী, সত্যবাদী, রাজনীতিজ্ঞ মহারাজকে হারাইয়া শোক সন্তপ্ত হইলাম। যেটী গিয়াছে সেবনটী কি আর মিলিবে? সর্ব্বগুণসম্পন্ন হলকারের শূন্যস্থান আর কি কখনও উপযুক্তরূপে পূর্ণ হইতে পারিবে? এখন শোকাকাতর ইন্দোরের শূন্য সিংহাসন পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতের চতুর্দ্দিক অবলোকন করি—এমন মন্ত্রণাকুশল, দূরদর্শী, পরিশ্রমশীল নরপতি আর কোন সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাই না। বুদ্ধিমত্তায় টুকাজিরাও অতুলনীয়, স্বয়ম্ভুবান হলকার ভারতের বিসমার্ক, সুক্ষ্মবুদ্ধিতে নেপোলিয়ান, পরিশ্রমে মেডরিক. রাজস্ব ব্যবস্থায় টোডারমল, এ হেন রত্নহারা হইয়া ইন্দোর কি আর স্বীয় উন্নত মস্তক উন্নত ভাবে রাখিতে সমর্থ হইবে?

হলকার অহর্নিশই রাজকার্য্যে নিবিষ্ট থাকিতেন। রাজ্যের সকল দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল। কোথায় কি অভাব, কিসের কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহার অনুসন্ধানে কখনই তিনি ক্ষান্ত হয়েন না। তাঁহার পরিজনের ও এক কেবল এই মাত্র কর্ম্মচারিগণের দুঃখ ছিল যে তাঁহারা বেতন পাইয়াও রাজসংসারে খাটিবার জন্য কার্য্য পাইতেন না। মহারাজের মন্ত্রীর নিকট মন্ত্রণা লইবার প্রায়ই আবশ্যক হইত না। তথাপি তাঁহার গুণগ্রাহিতাশক্তি এমনি সুন্দর ও যথার্থদর্শী যে এতাবৎকাল তাঁহার রাজত্বে যে কয়জন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বুদ্ধিমত্তা ও পারদর্শিতা পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য দেশেই সুখ্যাত হইয়াছিল। কিরূপে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করিতে হয় হলকার তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে গেলেই প্রজার অপ্রিয়ভাজন হইতে হয়, কিন্তু হলকারের কখনই প্রজাবর্গের বিরাগ ভাজন হন নাই। ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া আয় বৃদ্ধি করাই তাঁহার রাজস্ব বৃদ্ধির উপায় ছিল। মহারাজের আর একটী গুণ প্রজাবাৎসল্য—তাঁহার রাজ্যে প্রজাগণ যে সুখে বসবাস করিত তাহার একটী প্রধান নিদর্শন এই যে ইন্দোরে প্রায়ই তদ্দেশীয় ভিক্ষুক দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রজাবর্গ যাহাতে স্বাধীন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে হলকার তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি প্রথমেই স্বীয় রাজ্যে সূতার কল স্থাপন করিয়া অপরাপর সকলকে উন্নতির পথ দেখাইয়া দেন।

তিনি প্রজাবর্গের অনুরাগ ভাজন অধিকন্তু এবং পরিবারবর্গের প্রতি স্নেহশীল ও প্রীতিমান ছিলেন। রাজ্যের উন্নতিসাধনে বদ্ধবান হইয়া তিনি আত্মোৎকর্ষ লাভ করিতেও সাধনে বিস্মৃত হন নাই। শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে তাঁহার বড়ই আগ্রহ ছিল চতুর্দ্দিক হইতে পণ্ডিতগণ তাঁহার রাজ সভায় সমবেত হইতেন। বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া মহারাজের নিকট পুরস্কার লাভ করিতেন। হিন্দুধর্ম্মেও তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল।

এত গুণ সত্ত্বেও তিনি ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের নিকট আদর পাইতে পারেন নাই। ইংরাজ সিভিলিয়ান তাঁহার দিকে ঘৃণা দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন। তাঁহার উন্নতি প্রাসনীতি পরায়ণ সিভিলিয়ানদিগের চক্ষুশূল হইয়া দাড়াইয়াছিল। ইঁহাদের নিকট তাঁহার প্রধান অপরাধ স্পষ্টবাদিতা। গবর্ণর জেনারলকেও তাঁহার চক্ষের উপর দোষ দেখাইয়া দিতে হলকার অনুমাত্রও ভীত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। এই মহাপরাধের নিমিত্ত রেসিডেন্ট কেমরি ড্রাও বিলাতে তাঁহার অপবাদ রটনা করিয়াছিলেন। সিপাহি বিদ্রোহের সময় তিনি যেরূপ অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়া ইংরাজের সাহায্য করিয়াছিলেন, ইংরাজ গবর্ণমেন্ট সে কথা বিস্মৃত হইয়া ড্রাওর ঈর্ষাসম্ভূত অপবাদ রটনায় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। হলকার এই অপবাদের অপনোদন করিবার জন্য একশত বার গবর্ণমেণ্টের নিকট স্বীয় সততার পরিচয় দিয়াছিলেন, বিচারের প্রার্থনা সহ পাইবার জন্য একশতবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, একশতবার প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহাকে ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। চক্ষের উপর গোয়ালিয়ারও দোয়ার দুর্গ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া সিন্ধিয়া পুরস্কৃত হইলেন, বিদ্রোহকালে যে যে রাজা, যে যে দলপতি ইংরাজের সাহায্য করিলেন ইংরাজ তাঁহাদের সকলকেই কোন না কোন রূপে পুরস্কার দিলেন। কেবল এক অপবাদ রটনায় হলকারের ভাগ্যে ইংরাজ প্রসন্ন হইতে পারিলেন না। এই দুঃখেই তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইংলণ্ড গবর্ণমেণ্ট দুঃখ জানাইয়া গেজেটে প্রকাশ করিলেন কিন্তু তাহাতেও এই মিথ্যা অপবাদের অলীকতার কথা প্রকাশিত হইল না। হলকারের অযশ ইংরাজের হস্তে তাঁহার মৃত্যুর পরও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিল না। মহারাজ্ঞীর উপর তাঁহার যে অচলা ভক্তি, তাহার কথাও গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু ইহারা গবর্ণমেণ্ট যাহাই বলুন লোকে ধর্ম্মে সে সত্য কথা গুপ্ত থাকিবে না। আজ ইংরাজ যাঁহাকে সামান্য কথায় সম্মান জানাইলেন ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ যদি হলকারের কার্য্যের যথার্থ সমালোচনা করিতে শিখেন তবে কখনই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্ট নিজ চক্ষে হলকারের কার্য্য দেখিয়াছেন, ভ্রমবশতই হউক আর শত্রুতা করিয়াই হউক ড্রাও যদি ইংলণ্ডে গিয়া তৎসম্বন্ধে কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকেন তাহার প্রতিবাদ করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট নিজেই যে সে কথায় বিশ্বাস করিতে যান একি সামান্য আক্ষেপের বিষয়।

ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ হলকার বংশের শেষ রাজা খান্দিরাও হলকার পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে অবিবাহিত অবস্থায় পরলোক গমন করেন, রাজা ভাও হলকার তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। টুকজিরাও রাজা ভাও হলকারের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৭এ জুন দশমবর্ষ বয়ঃক্রমে গদিতে উপবেশন করেন। বাল্যকালে লোকে তাঁহাকে মলহর রাও বলিয়া ডাকিত। সিংহাসন প্রাপ্তির সময় তিনি টুকাজি রাও হলকার নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

টুকাজি রাও ৪২ বৎসর কাল নির্ব্বিঘ্নে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া প্রজাবর্গের স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবাজি রাও হলকার একণে পিতার গদিতে উপবেশন করিলেন। শিবাজি ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছেন। শুনা যায় ইনি এক জন বুদ্ধিশালী যুবক। যাহাতে পিতার নাম রক্ষা হয় শিবাজি

তাই করিয়া প্রজাবর্গের আশীর্বাদ ভাজন হন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

মহারাজ জয়াজি রাও সিন্ধিয়াও একজন অপদার্থ লোক ছিলেন না। হোল্কারের ন্যায় তিনি বুদ্ধিমান, দূরদর্শিতা, পারদর্শিতায় খ্যাত ছিলেন না সত্য কিন্তু তাঁহার সামরিক প্রবৃত্তি, বল, ও উৎসাহ হোল্কারের অপেক্ষা অধিক ছিল। সিন্ধিয়া তাঁহার সামান্য সৈন্যের দল লইয়া সিপাহি বিদ্রোহ কালে যেরূপ পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন তাহা কেহ কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। এই জন্যই বোধ হয় ইংরাজ বিদ্রোহ নিবারণের পর তাঁহার সৈন্যের দল বিচ্ছিন্ন করিয়া গোয়ালিয়ারও নরাবর দুর্গ তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এতদিনের পর ইংরাজের যখন বিশ্বাস হইল যে সিন্ধিয়ার রাজদ্রোহী প্রবৃত্তি নাই তখন আবার সে দুর্গ ফিরাইয়া দিয়া ইংরাজ তাঁহার সততার পুরস্কার দিলেন। দুঃখের বিষয় সিন্ধিয়াকে অধিকদিন আর তাহা ভোগ করিতে হইল না, কয়েক মাস রোগগ্রস্ত হইয়া অবশেষে জয়াজি রাও মন্ত্রী গণপত রাওর হস্তে রাজকুমার ও রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া গঙ্গালাভ করিলেন। সিন্ধিয়াও তাঁহার পরিবারও প্রজাবর্গের প্রীতির পাত্র ছিলেন। তিনি ইতর ভদ্র প্রভেদ না করিয়া প্রজার সহিত মিশিতেন এবং তাহাদের সুখসচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তও বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেন। সিন্ধিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার অভিলাষে গঙ্গাবাসী হইয়াছিলেন। গৃহ হইতে বিদায় লইবার সময় শোকাকুল পরিবার ও কর্মচারিদিগকে উপদেশ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া রেসিডেণ্টকে বলিয়া যান যেন তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার রাজ্য সম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত না হয়।

দুইজন কৃতকর্মা নরাধিপতি দুইদিক হইতে মধ্য প্রদেশ অন্ধকারে ডুবাইয়া গেলেন। এখন গোয়ালিয়ারও ইন্দোরের ভবিষ্যৎ ইংরাজের হস্তে, যতদিন সার লিপিল গ্রিফিন মধ্য প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের সাধারণ এজেণ্ট স্বরূপে নিযুক্ত রহিয়াছেন ততদিন আমাদের ভয় হয় পাছে সুখের ইন্দোর ও গোয়ালিয়ার তাঁহার কুপরামর্শে অধঃপতিত হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে তাই আমরা সাবধান হইতে বলি। লোভ বড় সামান্য সামগ্রী নহে, অনুচিত অবিশ্বাসও তাহা অপেক্ষা আরও গুরুতর বস্তু। এই দুইটীর বশবর্ত্তী হইয়া গবর্ণমেণ্ট বরাবর দেশীয় রাজাদিগের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। গোয়ালিয়ারও ইন্দোরের উপর লোভপরতন্ত্র হইলে ইংরাজের সুনাম রাখিবার আর স্থান থাকিবে না। মহারাজ হোল্কারের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ শিবাজি রাও একজন সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান যুবক। ইন্দোরের রাজমন্ত্রীও যথেষ্ট মন্ত্রণা কুশল।

ইন্দোরের নাবালক রাজার নিজ সম্পত্তি কার্য্যদক্ষ বিশ্বাসী গণপত রাওর হস্তে অর্পিত হইয়াছে। সেখানেও অরাজকতার কোন সম্ভাবনা নাই। দুই দিকেই রাজ্যের বাণিজ্যের হস্তক্ষেপ করিবার এখন কোন আবশ্যকও নাই। বিশেষতঃ মৃত্যুকালে সিন্ধিয়া অনুরোধ করিয়াছেন যেন তাঁহার রাজ্যের বন্দোবস্তে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ না করেন। এরূপ অবস্থায় কুমন্ত্রী গ্রিফিনের প্ররোচনায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যদি সহসা ইন্দোর ও গোয়ালিয়ারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যান তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানা যাইবে যে ইংরাজ দেশীয় রাজ্যগুলি ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় আছেন।

ভারতের বৃদ্ধ দেশীয় রাজাগণ ক্রমে ক্রমে সকলেই অন্তর্হিত হইলেন। নব্য সম্প্রদায় তাঁহাদের স্থান অধিকার করিতেছেন। ইঁহাদের নিকট এবং ইঁহাদের মন্ত্রিগণের নিকটও আমাদের সানুনয় নিবেদন তাঁহারা যেন তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতৃ পুরুষদিগের রচনা ও সংকীর্ত্তি রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন। যুবরাজগণ এখন ইংরাজী শিক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা কুচব্যবহারপতির ন্যায় ইংরাজের দোষ গুণ সকলের পক্ষপাতী হইয়া যেন তাঁহাদের রাজ্যগুলিকে অধঃপতিত না করেন। স্বদেশের হিতসাধন প্রজাবর্গের মঙ্গল কামনা, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি, সুশিক্ষার বিস্তার জাতীয় ভাষার উৎকর্ষ সাধন ও জাতীয় ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি, সমাজের সংস্কার ও জাতীয়তার পরিপুষ্টি এই গুলির দিকে যেন তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে। টুকাজি রাও হলকারের ন্যায় তাঁহারা যেন ইংরাজ রাজ্ঞীর প্রতি ভক্তিমান থাকিয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হন। তাঁহারাই আমাদের একমাত্র সম্বল, একমাত্র ভরসার স্থল। তাঁহাদিগের অনুকরণ করিয়া কিরূপ শাসন ভারতবাসীর উপযোগী, ইংরাজ, তাহা বুঝিতে পারিবেন, সৌভাগ্যও আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইবে।

—••—

আফগানে ইংরাজ সমস্যা।

কাবুলের আমীর সঙ্কট পীড়ায় আক্রান্ত। এই পীড়ার সমাচারে আফগানীস্থানে ইংরাজ, আফগান ও রুষ এই তিনজাতির মনে তিনটী স্বতন্ত্র ভাবের উদয় হইয়াছে। আফগান ভাবিতেছেন এইবার রুষের আশ্রয়গ্রহণ করিবার উপায় হইবে, ইংরাজ ভাবিতেছেন এইবার আফগানী স্থানে তাঁহাদিগকে অনেক বিপদ সহ্য করিতে হইবে, রুষ ভাবিতেছেন এইবার ভারতের দিকে অগ্রসর হইবার পথ প্রস্তুত হইতেছে। আফগান আমীরের অধীন হইয়াও রুষকে প্রশ্রয় দেন, কেবল আমীরের ভয়ে প্রকাশ্যে রুষকে সমাদর করিয়া ঘরে আনিতে পারেন না। পথের কণ্টক আমীর যদি বিদায় গ্রহণ করেন আফগান রুষের ছত্রতলে স্বীয় অস্ত্র শস্ত্র সমর্পণ করিয়া ভল্লুকের গ্রাসে স্বর্গ রাজ্য ভোগ করিবার আশা করিতেছেন। ইংরাজের চতুর্দ্দিকে বিপদ—রুষ মধ্য ভারতের সমুদায় রাজ্য করতলস্থ করিয়া ইংরাজকে তিন দিকে ঘেরিয়া আছেন, একদিকে আফগান ইংরাজকে ক্রমাগত অবিশ্বাস করিয়া স্বরাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিবার অভিসন্ধি করিতেছেন। ভাবী বিপদের সূচনা দেখিয়া ইংরাজ কমিশনর ভীত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন। এই সঙ্কট সময়ে ইংরাজ স্বীয় কর্ত্তব্য অবধারণ করুন।

লর্ড লরেন্সের সময় হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ভারতের প্রান্ত সীমা সুরক্ষিত রাখিবার জন্য আফগানের সহিত সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হইবার প্রয়াস পাইতেছেন। কমিশনারের উপর কমিশনার পঞ্চনদ পার হইয়া ক্রমাগতই আফগানের সহিত সখ্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন—ইংরাজ তথাচ আফগানের নিকট অবিশ্বাসী, আফগানও ইংরাজের নিকট সমান অবিশ্বাসী। আফগান মনে করেন গ্রাসনীতি ইংরাজের বলবতী, ইংরাজ মনে করেন বিশ্বাসঘাতকতা অসভ্য আফগানের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। কাহারও হস্তে সন্ধিবন্ধন যে দৃঢ় থাকিবে উভয়ের মধ্যে কেহই তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। কর্ণেল ম্যাকিসন যখন কমিশনার হইয়া আফগান স্থানে গমন করেন তখন উভয় জাতির মধ্যে এই দারুন অবিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। ম্যাকিসনের রাজনীতি বিষম নীতি। তিনি বলিতেন আফগানকে যতদিন মুষ্টির ভিতর না রাখিতে পারা যাইবে ততদিন ভারতের স্বস্তি নাই। চক্ষে চক্ষে না রাখিতে পারিলে এই প্রতিহিংসা পরায়ণ বন্যজাতী অনবরতই উৎপাত করিতে থাকিবে। পরের শত্রু ঘরে আনিয়া অনবরতই ইংরাজের সহিত বিবাদ করিতে আরম্ভ করিবে। ম্যাকিশনের এই অবিশ্বাসের কারন আফগানের পঞ্জাব গ্রহণের চেষ্টা। রণজীৎ সিংহের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পঞ্জাব কাবুল রাজ্যের অন্তর্গত

ছিল। কাবুলের আমীর রণজীতকে এই সাম্রাজ্যের শাসন কর্তৃত্বে নিয়োজিত করেন। কালে কাবুল হীনবল হইলে রণজীত স্বীয় ভুজবলে পঞ্জাবকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত কাবুল কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। রঞ্জীৎসিং রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলে পর আফগান একবার পঞ্জাবকে স্বরাজ্য ভুক্ত করিবার প্রয়াস পান। এই উপলক্ষে ইংরাজের সহিত তাঁহার অনেকবার যুদ্ধ হয়। অবশেষে উভয় জাতির মধ্যে একটী সন্ধি স্থাপন হইয়া উভয়ের মিত্র সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। ম্যাকিসন ভাবিয়াছিলেন অসভ্য আফগান জাতির নিকট এরূপ সন্ধিবন্ধন কোনরূপেই কার্য্যকরী হইবে না। এই অবিশ্বাসের উপরই তাঁহার আফগাননীতি গঠিত হইয়াছিল। ম্যাকিসনের পর ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হারবার্ট এডোয়ার্ডিস যখন কমিশনার হইয়া যান তখন উভয় জাতির ভয়ানক শত্রু সম্বন্ধ, উভয়ের উপর উভয়ের ভয়ানক অবিশ্বাস। এডোয়ার্ডিস একজন উন্নত হৃদয় উৎসাহশীল কর্মচারী ছিলেন। তিনি আফগানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ইংরাজের সেখানে বসবাস করা দায়। তিনি আরও দেখিলেন উভয় জাতির মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ যে এতদূর প্রবল হইয়াছে অবিশ্বাসই তাহার প্রধান হেতু। সুতরাং এই অবিশ্বাসের দূরীকরণই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছিল। তাঁহার সদয় ব্যবহার সুমিষ্ট আলাপ, সভ্যতা ও যথার্থ দর্শিতার গুণে অতি অল্পদিনের মধ্যেই ইংরাজ আফগানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লর্ড ডরেল বারম্বার হারবার্টকে তাঁহার উদার নীতি পরিত্যাগ করিতে বলেন, বারবার এংলো ইণ্ডিয়ানগণ হারবার্টকে বিদ্রূপ করিয়া অপদস্থ করেন, তথাপি হারবার্ট ব্রটিশ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এক ক্ষণের জন্যও তাঁহার উদার নীতি হইতে বিচ্যুত হন নাই। হারবার্টের গুণে কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ শত্রু হইতে ইংরাজের যথার্থ বন্ধু হইয়া পড়িলেন, দুই তিন বৎসরের মধ্যে দোস্ত মহম্মদ ইংরাজকে বন্ধুভাবে বিলক্ষণ সম্মান করিতে শিখিলেন। দোস্তের মিত্রতা যে অটুট সিপাহি বিদ্রোহের সময় তাহার নিদর্শন পাওয়া গেল। এতদিন ধরিয়া আফগান যে পঞ্জাব অধিকার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন সিপাহি বিদ্রোহের সুযোগ পাইয়াও আফগান কোন চেষ্টাই করিলেন না। দোস্ত মহম্মদ বরং সেই ভীষণ বিদ্রোহানলের মধ্যে সসৈন্যে পঞ্জাবে আফগানের নীলপতাকা উড্ডীয়মান করিতে আসিলেন ইংরাজের সাধ্য ছিল না যে সে ঘোর বিপদের সময় আত্মরক্ষা করিতে পারেন। দোস্ত সে দারুণ দুঃসময়ে "দোস্তের" ন্যায় কার্য্য করিলেন, ইংরাজকে বিশ্বাস করিয়া সন্ধির বন্ধন রক্ষা করিলেন।

এখন কথা হইতেছে সেই যে একবার আফগান প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া স্বীয় কর্তব্যশীলতার পরিচয় দিলেন ইংরাজের সঙ্কট অবস্থায় প্রকৃত বিশ্বাসীর ন্যায় কার্য্য করিলেন, ইংরাজের উপর বিশ্বাস করিয়া পঞ্জাব অধিকারে ক্ষান্ত হইলেন, সে বিশ্বাস তিরোহিত হইল কিরূপে? আবদুল রহমানকে ইংরাজ মিত্র বলেন, কিন্তু অবিশ্বাস করিতেও ত্রুটী করেন না, আবদুল রহমান ও ইংরাজকে সাদরে সম্ভাষণ করেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে [illegible] প্রজার রুষকে স্বীয়রাজ্যে প্রশ্রয় দিতে ছাড়েন না। দোস্ত মহম্মদের সে সুন্দর বিশ্বাসের দিন হইতে এ বিপদসঙ্কুল অবিশ্বাসের দারুণ দুর্দ্দিন কিরূপে আসিল? যদি এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে হয়, তবে আমরা বলিব সে কেবল ইংরাজের দোষে। কাবুলের সহিত মিত্রতা রক্ষা ইংরাজের এখন গৌণ উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। মুখ্য উদ্দেশ্য রুষ হইতে আত্মরক্ষা। এই উদ্দেশ্যের অনুবর্ত্তী হইয়া ইংরাজকে ভারতের গণ্ডী অতিক্রম করিতে হইয়াছে, আফগানের দেশে গিয়া আফগানের অধিকার ক্রমশই অধিকৃত করিতে হইয়াছে, সুতরাং ইংরাজের উপর আফগানের অবিশ্বাস হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? একদিন আফগান পঞ্জাব অধিকারের চেষ্টা করিয়া ইংরাজের নিকট অবিশ্বাসী হইয়াছিলেন। আজ আফগানের অধিকার বিজয় করিয়া ইংরাজ আফগানের নিকট অবিশ্বাসী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পূর্ব্বের ঘৃণা বিদ্বেষ এখন আবার নূতন বেশ ধারণ করিয়া আফগান ও ইংরাজের মনে রাজত্ব করিতেছে। কে না জানে এই বদ্ধমূল ঘৃণা বিদ্বেষ কালে ভারতেরই অমঙ্গলে পর্য্যবসিত হইবে। যে আমীরকে ভুলান কথায় ইংরাজ ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন [illegible] প্রকৃতি সহজ সরল প্রজার মাথা সে আমীর যদি জটিল রাজকার্য্য হইতে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন তবে বিপক্ষানুবর্ত্তী রহমান মর [illegible] আফগানে যে কি ঘটাইয়া বসিবে সকলেই তাহা অনুমান করিতে পারেন। সীমা কমিশনারেরা রুষের সহিত যে রফা বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা নিতান্তই অস্থায়ী। একদিন এক অর্দ্ধ, এক পরিশ্রম করিয়া রুষের সহিত যে ইংরাজবিবাদ মিটিয়া গেল ইহা কেবল কবিকল্পনা। ইংরাজ রুষের সহিত মীমাংসা করিয়া যে সীমা প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহাও অবিশ্বাসের ভিত্তির উপর স্থাপিত ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

ঈশ্বর না করুন আমীর আব্দুল রহমানের যদি কোন অমঙ্গল হয়, আফগানে ইংরাজকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। ভারতের রাজকোষ যুদ্ধের ব্যয়ে শুষ্ক হইয়া যাইবে, লর্ড ডফরিণ যে বজেট লিখিত আয় ব্যয়ের শুভজনক কার্য্য চালাইবার কথা বিলাতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার সে অহঙ্কার এককালেই চূর্ণ হইয়া যাইবে—আর অধিকন্তু আভ্যন্তর অংশে ভারতের সর্ব্বনাশ ঘটিয়া চতুর্দ্দিক হাহাকার শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। এক দিকে রাজ্য বিস্তার, আর একদিকে প্রজার সর্ব্বনাশ, ইংরাজ এই দুই নৌকায় পা দিয়া ভাবিতেছেন কোন্ দিক এখন রক্ষা করা যায়। ইহার উপর আবার যদি রুষের ঝটিকা প্রবল হয় আফগান বিদ্বেষের খরস্রোত বেগবতী হয়, দুই নৌকাকেই বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবে। আমরা এই বিষম সময়ে ইংরাজকে আবার পুরাণ কথা বলিয়া উপদেশ দি ইংরাজ এখনও সিন্ধুর পর পারে ফিরিয়া আসুন। ভারতের প্রাকৃতিক সীমার অভ্যন্তরে ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় বলবীর্য্য একত্রীভূত করুন, রুষকে আফগান লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে দিন, আর ভারতকে দুর্বিসহ ব্যয়ভারের পীড়ন হইতে পরিত্রাণ করিয়া ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা লাভ করুন।

—●◆—

বাঙ্গলায় স্বায়ত্তশাসন

স্বায়ত্তশাসনের সভ্য নির্ব্বাচনকার্য্য প্রায়ই শেষ হইয়া আসিল। আর কয়েক সপ্তাহ হইলেই সকল থানার সভ্য নির্ব্বাচন হইয়া বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে বোর্ড সংগঠিত হইবে। নির্ব্বাচনী সভায় যে যে কর্মচারিগণ প্রেরিত হইয়াছিল তাঁহাদের নির্ব্বাচন বিবরণী পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে নির্ব্বাচন কার্য্য প্রায়ই সন্তোষজনক হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রজাবর্গ যেরূপ উৎসাহ সহকারে ভোট দিবার জন্য নির্ব্বাচনী সভায় সমবেত হইয়াছিল, যেরূপ আগ্রহের সহিত ভোট দিয়াছিল এবং স্বায়ত্তশাসনে আমাদের কি লাভালাভ তদ্বিষয়ে পরস্পর যেরূপ আলোচনা করিয়াছিল, তাহা দেখিলে বোধ হয় বাঙ্গালার কৃষক সম্প্রদায় স্বায়ত্তশাসনের যেরূপ

উপযোগী আর কোন দেশের নিম্নশ্রেণীর লোক ততদূর উপযোগী নহে। আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই নির্ব্বাচনের বিজ্ঞাপন পাইয়া ইতর শ্রেণীর লোক হাটে বাজারে কথাবার্ত্তা কহিতে থাকে। অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধি বন্ধুবান্ধবদিগকে স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা বুঝাইয়া দেয়। একজন চোটার বিজ্ঞাপন প্রাপ্ত হইয়া একদিন আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে যে নির্ব্বাচনের দিনে আদালতে তাহার একটী মকদ্দমা আছে। আদালতে উপস্থিত না হইলে নিজের বিলক্ষণ ক্ষতি হয় কিন্তু সভায় উপস্থিত না হইলে সভা নির্ব্বাচন সময়ে সে তাহারে ভোট দিতে পারে না। যদি একজন অনুপযুক্ত সভ্য নির্ব্বাচিত হন তাহা হইলে তাহাদের ভবিষ্যতে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি আদালতে উপস্থিত হইতে না পারে তবে তাহার মকদ্দমাটী নষ্ট হইয়া তাহার অনেক টাকার ক্ষতি হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি এখন দুইদিকেরই লাভালাভ দেখিতে পাইতেছ তোমার বিবেচনায় কোন্ দিক্‌টা অধিক আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হয়। সে বলিল মহাশয় সামান্য খতিকর্জ্জের মকদ্দমায় আমার ৩২ টাকা মাত্র ক্ষতি হইবে, কিন্তু অনুপযুক্ত সভ্যের হস্তে শাসন ভার পড়িলে বহুদিন ধরিয়া নানা প্রকারে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। সুতরাং আদালতে না গিয়া সভায় যাওয়াই আমার অধিক প্রয়োজনীয় বিবেচনা হয়। আমরা বলিলাম তবে যে বিজ্ঞাপন খানি পাইয়াছ তাহা তোমার উকিলের নিকট প্রেরণ করিয়া মকদ্দমা সেদিনের জন্য (মুলতুবি) স্থগিত রাখিতে পত্র দেও। চোটার কৃষক এই উপদেশ পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইল। মকদ্দমা নষ্ট করিয়াও সে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া ভোট দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। এই একটী লোকের কথা বলাতেই জানা যাইবে নিম্নশ্রেণীর লোকে স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা কতদূর উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

যাঁহারা বলেন নিম্নশ্রেণীর লোক স্বায়ত্তশাসন কি তাহা বুঝিতে পারে নাই বোধ হয় তাঁহাদের প্রজাবিলি কোন জমি জমা নাই। যাঁহারা জমীদার তালুকদার অথবা যাঁহাদের দুই এক খণ্ড জমি প্রজাবিলি আছে, তাঁহারা এ কথা কখনই বলিতে পারেন না যে বাঙ্গালার কৃষক সম্প্রদায় বুদ্ধিহীন ও স্বীয় স্বত্বাধিকার বোধে বঞ্চিত। জমীদারের সহিত জমি জমা সম্বন্ধে স্বীয় স্বত্বাধিকার লইয়া প্রজা যেরূপে বিবাদ করে, তর্ক বিতর্ক করে, তাহা দেখিলে কে না আমাদের কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন? বাঙ্গালার নূতন খাজনার আইনের ন্যায় দুরূহ জটিল বিষয় যাহাদের বোধগম্য হয়, আইনের প্রত্যেক ধারা ও উপধারা লইয়া যাহারা উকিল মোক্তারের ন্যায় তর্ক বিতর্ক করিতে পারে, কোন্ মকদ্দমায় কোন্ বিষয় প্রমাণের ভার কাহার উপর তাহা লইয়া যে হুজুরে আইনের আলোচনা করিতে পারে, তখন যে স্বায়ত্তশাসন আইনের ন্যায় একখানি সহজ ও সুগম আইন তাহাদের বোধগম্য হইবে না এ কথা বিশ্বাস করিতে কোন ব্যক্তি প্রস্তুত?

অনেকে এমন কথা বলিতে পারেন জমি জমা, বাকি খাজনা ও মকদ্দমা লইয়া যখন প্রজাগণের প্রত্যেক দিনের কার্য্য তখন সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ বহুদর্শিতা লাভ করা অসম্ভব নহে। স্বায়ত্তশাসন কি তাহা তাহারা কখনই জ্ঞাত নহে; এ নূতন বিষয়টী কি তাহা তাহাদের জানিবার সুবিধাও হয় নাই। একথার প্রতিবাদে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে বঙ্গীয় উন্নতিশীল শিক্ষিত সম্প্রদায় স্থানে স্থানে বাইত সভা আহ্বান করিয়া দশ সহস্র বিশ সহস্র লোককে একত্রিত করিয়া যে স্বায়ত্ত শাসনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতেছেন, ভবিষ্যতে আমাদের লাভালাভ কি তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন তাহা কি ব্যর্থ হইতেছে? ইতিমধ্যে ১০টী স্থানে বৃহৎ সভা সমিতি হইয়া গেল একটীতে ২০ সহস্র একটীতে ৮ হইতে দশ সহস্র, একটীতে ৫ হইতে ৬ সহস্র, এইরূপ করিয়া নিম্নশ্রেণীর লোক যে সহস্র সহস্র স্বায়ত্তশাসনের উপদেশ পাইতেছে, আবার তাহাদেরমুখে সহস্রে সহস্র তাহাদের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন স্বায়ত্তশাসনের উপদেশ লাভ করিতেছে এ সমুদায় কি বৃথায় গিয়াছে? এই বর্ষার দিনে সমস্ত দিন ক্ষেত্রকর্ম্ম করিয়া কৃষক সন্ধ্যার সময় বাটীতে আসিয়া এক একটী আড্ডায় যায়। পূর্ব্বে এই সকল আড্ডায় শ্রমজীবী বর্গ একত্র হইয়া গীত বাদ্য ও আমোদ আহ্লাদ করিয়া সমস্ত দিনের পরিশ্রম বিস্মৃত হইত, এক্ষণে আড্ডায় আর ঢোল নাই, তবলা নাই তাস নাই। দুই চারিজন কি দশ বিশ জন শ্রমজীবী জুটিলেই তাহাদের ভিতর স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন হয়, কোথাও বা ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়াছিলেন তিনি কিরূপ করিয়া গেলেন, অমুক ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহার স্বভাব চরিত্র কিরূপ, অমুক রাস্তাটীতে জল কাদার বর্ষাকালে হাঁটিবার যো থাকে না, উহার সংস্কার মেরামত হওয়া আবশ্যক। গুরু মহাশয়ের ৫ টাকা করিয়া বেতন স্থির করিয়া দিলে সে অধিক পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিবে ডাক্তার খানায় সকল সময় সকল রকম ঔষধ না থাকায় আমাদের বড় কষ্ট হয়—নির্ব্বাচনের পর এইরূপ আন্দোলনে আড্ডাঘর পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। কোথাও বা নির্ব্বাচনের দিন নিকটে—কোন্ ব্যক্তিকে হাকিম করা যাইবে, ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া যখন নির্ব্বাচনে উপস্থিত থাকিবেন তখন কেহ পক্ষপাত করিয়া ইচ্ছামত একজনকে নির্ব্বাচন করিতে পারিবে না আমাদের রাস্তা ঘাটগুলি সারা হইবে, ষ্টেসনে যাইতে আর ক্লেশ হইবে না, গবাদির জন্য একটী ঘাট প্রস্তুত হইবে, এই সকল আলোচনায় শ্রমজীবিগণের সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত ক্লেশ বোধ হয় না। কৃষক রমণীরা মামলা মকদ্দমার কথা হইলে বুঝিতে পারে দলাদলি ঘোঁটাঘোঁট সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইলে বুঝিতে পারে—এই এক নূতন বিষয়ে কর্ত্তাদের ও ছেলেদের বাগবিতণ্ডা করিতে দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করে "হ্যাঁগা এ কি কথা হইতেছে"। গোয়ালিনী কোন ভদ্রলোকের বাটীতে দুগ্ধ বিক্রয় করিতে আসিলে অথবা কৃষকরমণী খাজনা দিতে আসিলে জিজ্ঞাসা করে "হাঁগা আমাদের বাটীর এরা আজ কয়েক দিন ধরে কি হাকিম ম্যাজিষ্ট্রেট রাস্তা, ঘাট, ভোট এই সব কথা লইয়া শেষরাত্রি পর্য্যন্ত বকাবকি করেন, এ ব্যাপারটা কি বলতে পার"? এইগুলি আমাদের প্রত্যক্ষ বিষয়, কৃষক সমাজে এই এক স্বায়ত্তশাসন লইয়া চতুর্দ্দিকে যেন হুলুস্থূল। স্বায়ত্তশাসন আইন যখন প্রথমে পাস হয় আমরাও ভাবিয়াছিলাম নিম্নশ্রেণীর লোকের হস্তে স্বায়ত্তশাসন কার্য্য প্রথমেই সুসম্পন্ন হইতে পারিবে না। ভারত সভার প্রতিনিধি একবার স্বায়ত্তশাসন আইনে আমাদের কতকগুলি অধিকারের বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ছোটলাটের নিকট প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলেন। ছোটলাট উত্তর দেন—"অধিক স্বত্বাধিকার দিলে কৃষক সম্প্রদায় তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না। অল্পে অল্পে অধিকার বৃদ্ধি করিয়া লইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ন্যায় ইতরশ্রেণীর নিকটও স্বায়ত্তশাসন যথার্থ সফল কর হইবে"। আমরা ছোটলাটের এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, এমন কি উপস্থিত স্বায়ত্তশাসন আইনে আমাদিগকে যে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহাও প্রকৃত রূপে ব্যবহৃত হইবে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমাদের সে সন্দেহ দূর হইয়াছে। ইতরলোকদিগের উৎসাহ আনন্দ ও বোধ শক্তি দেখিয়া স্পষ্টতই

আমরা অপর্য্যাপ্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম। এখন বোধ হয় স্বায়ত্ত অধিকার গুলির আরও যদি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইত তাহা হইলেও তাহাদের অপব্যবহারের কোন সম্ভাবনা থাকিত না।

যে সকল ইংরাজ মাজিষ্ট্রেট স্বায়ত্ত শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই এই সকল নির্ব্বাচনী সভায় উপস্থিত থাকিয়া বিরুদ্ধমত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন যাথার্থ্যবান মাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচনী সভায় কৃষকবর্গের আনন্দ ও উৎসাহ দেখিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করিয়া আসিয়াছেন। যে যে থানায় নির্বাচন হইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে কেবল মাণ্ডা থানা হইতে মাজিষ্ট্রেট আবদর সালাম অসন্তোষের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন এখানকার ইতর লোকেরা স্বায়ত্ত শাসন বুঝেনা, ইহা তাহাদের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। মুসলমান হাকিম সাহেব বোধ হয় স্বীয় পদোন্নতির চেষ্টায় আছেন। আমরা তাঁহার কথার ভঙ্গীতেই বুঝি তিনি তত কম সাহেব প্রকৃত বর্ণনা করেন নাই। বঙ্গদেশের কোন স্থানের কৃষক ও শ্রমজীবিগণ যে স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে অজ্ঞাত আছে এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। চাঁদোর, বাগনারি ও মাণ্ডা থানার অধীনে যে সমস্ত স্থান আছে সে স্থান হইতে মাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট দিয়াছেন যে নির্ব্বাচন কার্য্যে তৎপ্রদেশবাসী ভদ্রেতর সকলেই আনন্দ ও উৎসাহের সহিত ভোট দিতে আসিয়াছিল। ইহারা স্বায়ত্তশাসন কি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে আর এই সকল গ্রামের নিকটবর্ত্তী এমনকি সংলগ্ন মাণ্ডা থানার অধিবাসীরা যে স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্য মাত্রও বুঝিতে পারে নাই একথা কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার করিবেন? আমরা এই একজন স্বার্থ দৃষ্টিপরায়ণ মুসলমান হাকিম ব্যতীত আর কাহারও মুখে এরূপ কথা শুনি নাই। যদি একটী মাত্র থানার অধিবাসিগণ বাস্তবিক পক্ষে স্বায়ত্তশাসনের কথা জ্ঞাত হইয়া না থাকে, তবেই যে বঙ্গদেশের সমস্ত প্রজা স্বায়ত্তশাসনের অনুপযোগী হইবে ইহাও কখন যুক্তি যুক্ত কথা নহে।

বঙ্গদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে স্বীয় মহদুদ্দেশে কৃত কার্য্য হইয়াছেন তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি। ক্রমে স্বায়ত্তশাসনের সত্বাধিকার বৃদ্ধি করিয়া দিলে এদেশের শাসন কার্য্য যে সুচারুরূপে চলিতে থাকিবে তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট যে উদার নীতি অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিয়াছেন সেই নীতিরই বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে ইংরাজের নাম বঙ্গদেশে চিরকালই কৃতজ্ঞতার ভাষায় গীত হইবে, গবর্ণমেণ্ট ও প্রজার হৃদয় লাভ করিয়া দ্বিগুণবলে বলীয়ান হইতে পারিবেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৭ জুন। বার্ টস অব ডাবিংটন আপর বিচারক-দিগকে সম্বোধন করিয়া একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বলেন যে সমস্ত সম্প্রদায় প্রতিনিধি পার্লিয়ামেণ্ট ওয়েষ্টমিনিষ্টারেই থাকা উচিত; অপর যে কোন সম্প্রদায় হউক উহার কর্তৃত্বের অধীনে থাকা উচিত. তাহাদের ক্ষমতা স্বতন্ত্র হওয়া উচিত নহে. লণ্ডনের পার্লিয়ামেণ্টের হস্তেই সমস্ত শাসন ভার থাকা উচিত এবং যাঁহারা বিচার কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন তাঁহারাও ঐ পার্লিয়ামেণ্টের অধীন থাকা উচিত।

অনুদারনৈতিকেরা কর্ণেল ওয়াকারকে গ্লাডষ্টোনের প্রতি-যোগী মনোনীত করিয়াছেন। ইনি আগামি মিডলোথিয়ানের নির্ব্বাচনের জন্য গ্লাডষ্টোনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

প্যারিস ১৭ ই জুন। নিউ ক্যালিডোনিয়া হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ফরাসীগণ দুই খানি যুদ্ধ জাহাজ লইয়া নিউ হেব্রাইডস দ্বীপ অধিকার করিতেছেন।

মেলবোর্ণ ১৭ ই জুন। এই দ্বীপ অধিকার সম্বন্ধে কমন্স সভায় তর্ক উঠে, ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন এখনও তাহাই বলেন, দেশীয় দলের হস্তে হত্যা হইতে ফরাসী প্রজা রক্ষা ব্যতীত এ সৈন্যসজ্জার অন্য উদ্দেশ্য নাই, তিনি এ কথা বলেন।

অবচাইল নামক বৃটিশ রণপোত ফরাসীগণের আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নিউ হেব্রাইডস দ্বীপে প্রেরিত হইল।

এই ব্যাপার লইয়া এখানে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ জুন। ভারতের সেক্রেটারী একটি প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে লর্ড সভায় বলেন যে, রাজদূত লর্ড লায়ন্স মুসো ফেরির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিউ হেব্রাইডিস অধিকারের কথা জিজ্ঞাসা করেন; তদুত্তরে ফরাসী সচিব বলেন, এ বিষয় তিনি কিছুই অবগত নহেন, সংবাদ জানিবার জন্য তিনি নিউ ক্যালিডোনিয়ার গবর্ণরের নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন এবং আদেশ দিয়াছেন যে যদি বাস্তবিকই ঐ দ্বীপে ফরাসী বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়া থাকে তবে যেন উহা অবিলম্বে নামাইয়া ফেলা হয়।

লণ্ডন ২০ এ জুন। এডিনবরা নগরে গ্লাডষ্টোন সাহেব একটী বক্তৃতায় বলেন যে প্রজা সাধারণে আয়রলণ্ডের স্বতন্ত্র শাসন চাহেন এবং তাহার ফল স্বরূপ ডবলিনে ব্যাপক সভা স্থাপিত হইবে; তিনি আরও বলেন উদার নৈতিক দলের যে সমস্ত সভ্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের প্রস্তাব অসম্পূর্ণ এবং কার্য্যকর নহে।

হোমরুলের উদারনৈতিক দলের প্রতিনিধি হইবার জন্য দাদা ভাই নাওরোজি আহূত হইয়াছেন। তিনি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

সার চার্লস ট্রেবিলিয়ান ও হবার্ট পাশা গতাসু হইয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ জুন। রাণ্ডলফ চর্চ্চিল আপন নির্ব্বাচকগণের উদ্দেশে যে পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে গ্লাডষ্টোন সাহেবের মিথ্যা শঠতা ভিন্ন আর কিছুই নাই; তিনি গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রস্তাবিত বিল নিষ্ফল করিয়া দিবার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ জুন। ফেনিয়ানগণ একখানি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছে, উহাতে তাহারা পার্ণেল সাহেবের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়াছে এবং গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছে, তাহারা বলে গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রস্তাবেই আয়রলণ্ডের পূর্ব্ব স্বাধীনতার পুনঃপ্রাপ্তি হয়।

লণ্ডন ২২ এ জুন। ভারত সেক্রেটারী লর্ড কিম্বারলি গত রাত্রে লর্ড সভায় প্রকাশ করেন যে লর্ড রাণ্ডলফ চর্চ্চিলের আপত্তি হেতু ভারতীয় অনুসন্ধান কমিটী একেবারেই ভঙ্গ হইয়াছে। তিনি আরও বলেন সিভিলসার্ব্বিসে ভারতবাসীদিগকে নিয়োগ করিবার উপযোগীতা সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য গবর্ণর জেনারেল শীঘ্র একটী কমিটি স্থাপন করিবেন।

কমন্স সভায় ভারতের সহকারী সেক্রেটারী ভারতের আয় ব্যয় বিবরণী উপস্থিত করেন। তিনি বলেন গবর্ণর জেনারেল তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে এক্সচেঞ্জের দর যদি আর না কমে তাহা হইলে আয় ব্যয় যাহা ধরা হইয়াছে ব্রহ্মের গোলযোগ সত্ত্বেও তাহার বিশেষ কোন ইতর বিশেষ হইবে না। আয়ের যে আশা আছে তাহা আদায় না হইলে গবর্ণমেণ্টকে ঋণ করাইতে হইবে।

ব্রহ্মদেশ হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তথাকার রাজস্ব আদায় কম হইবে না।

কোম্পানির কাগজের দর

৪ টাকা সুদের কাগজ	৯৭।/০—৯৭।৶০
৪।০ ১৮৭০ (১৮৮)	৯৯—
৪৸০ ১৮৭৯।৭৯ (১৯৩)	১০১৶০—
৪।০ ১.৭৯ (১৯৩)	ঐ ঐ

ব্রহ্ম সংবাদ।

মান্দালয় হইতে ২০০০ অশ্বারোহী আসিয়াছে। তাহাতে এখন আর কোন গোলযোগ নাই, কিন্তু কিনওয়াট, হিন্দুইন ডিষ্ট্রিক্টে এখনও বিলক্ষণ উপদ্রব আছে। সিমলায় ইংরাজ ইন্স্পেক্টারকে আর পাওয়া যাইতেছে না। বোধ হয় ডাকাইতের হস্তে তাঁহার প্রাণ গিয়াছে।

টাইম্স অব ইণ্ডিয়ার ভামো সংবাদদাতা বলেন—মানি হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ২৬ নং রেজিমেণ্টের সুবেদার আমা মাহির সিং তাঁহার স্বীয় সৈন্যদলের একজন কর্তৃক হত হইয়াছেন। এ হত্যাকার্য্যের উদ্দেশ্য কি বুঝা যায় নাই।

মান্দালে হইতে পত্র আসিয়াছে যে সিবেক নর্ত্তকীর গহনা পত্র ডাকাইতেরা অপহরণ করিয়াছে। কিওয়ান ও আর চারিজন মগ একজন বিদ্রোহী রাজার সহিত যোগ দিবার সন্দেহে ধরা পড়িয়াছে। মেজর অ্যাডামসন লিখিয়াছেন যে জেনারল হোয়াইট—দলবল সহ কালীতে গিয়া

বিজ্ঞাপন।

PHARMACEUTICAL CHEMISTS
PARIS RUE VIVIENNE, PARIS 8.

বক্ষপীড়ার আরোগ্যকারক গ্রিমল্ট কোম্পানির সিরপ অব হাইপোফসফাইট অব লাইম।

এই ঔষধ ব্যবহারে সর্দ্দি, কাশি, যক্ষ্মা, এবং পিত্তের পীড়া আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়। এই ঔষধের উপকারিতা শক্তি দর্শনে সর্ব্বস্থানের চিকিৎসকগণ উপরি উক্ত পীড়ায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। রোগীগণ ইহা দ্বারা প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছেন।

এই সিরপ ব্যবহারে পীড়িত ব্যক্তির কাশ ও রাত্রিতে যে ঘর্ম্ম হয় তাহার নিবারণ হয় এবং অন্তরে ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, দৈহিক উন্নতি দর্শনে ঔষধের উপকারিতা সপ্রমাণ হয়। এই ঔষধ নীলবর্ণের গোলাকৃতি শিশির ভিতর থাকে।

ম্যাটিকো ক্যাপসিউলস এবং পিচকারী দিবার ঔষধ।

সুবিখ্যাত চিকিৎসকগণ গ্রিমল্টের ম্যাটিকো নামক ঔষধ তরুণ ও পুরাতন রোগে ব্যবস্থা করেন কোপেবা নামক ঔষধের ন্যায় বিবমিষাজনক নহে। তরুণ রোগে পিচকারি দিবার ঔষধ এবং পুরাতন রোগে ক্যাপসিউল ব্যবস্থা।

ডসার্টের সিরপ অব ল্যাকটো ফসফাইট অব লাইম।

এই ঔষধ সেবন করিলে শরীরে পুষ্ট হয় ও বলাধান করে। ইহা মনুষ্য জীবনের বিশেষ উপকারী। ইহা দ্বারা দেহের অস্থিসমূহ দৃঢ় হয় এবং আহার করিলে উত্তমরূপ পরিপাক হইয়া দেহকে পুষ্ট করে। বালকের অস্থিগত ফসফেট অব লাইম হ্রাস হয় এই ঔষধ তাহারা সেবন না করিলে উত্তরোত্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। দুর্ব্বল দুগ্ধপোষ্য বালকের অস্থি কোমল ইহা তাহাদিগের বিশেষ উপকারী। ইহা দ্বারা দুগ্ধপোষ্য বালকের দূষিত [illegible] পাকে যে উদরাময় হয় তাহাও আরোগ্য হয়।

গ্রিমল্ট কোম্পানির ইণ্ডিয়ান সিগারেট।

এই সিগারেট ব্যবহারে হাঁপানী, দূষিত কাশী, গলা সুড়সুড়ি, অনিদ্রা, স্বরভঙ্গ ও কণ্ঠনালীর আক্ষেপিক পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

Peptone Wine of Chapoteaut.

প্রধান রোগীর ঔষধ।

পারিশ।

ইহা দ্বারা রোগীর এবং দুর্ব্বল লোকের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয় অথচ পাকস্থলীর কোন ক্লেশ হয় না, ইহা দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে দশ গ্রাম গোমাংসের কার্য্য আছে। ইহা হইতে অজীর্ণকারক সমুদায় অংশ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। পাকস্থলীর যে কোন পীড়ায়, যকৃত এবং উদরাময় রোগে, কঠিন অজীর্ণ রোগে অরুচি, এনিমিয়া রোগে, কোষ্ঠ ক্ষয় দৌর্ব্বল্য, ক্ষয় রোগ, আমাশয় জ্বর এবং মূত্র রোগে ইহা বিশেষ উপকার জনক। কোন রূপ ক্বাথ কিম্বা পিল্টী দ্বারা বালকদের উপকার হয় না তাহাদিগের, সাধারণ রোগীর এবং বয়ঃপ্রাপ্তের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারক এবং বলকারক। [illegible] মধ্য, বৃদ্ধ এবং বালক উভয়েরই পক্ষে প্রধান উপকারক। ইহা দ্বারা ধাত্রীদিগের স্তন্যের উৎকৃষ্টতা সাধন করে। ইহা সমুদয় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

—••—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এম, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট কেস, থারমমিটার, ৬০ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ১২ শিশি কর্ক, চামচা প্রভৃতি সমস্ত আনুষঙ্গীক দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মেণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাক মাশুলসহ ১।১০ এক টাকা দশ আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১ড্রামের মূল্য ।০ এবং বহুমূত্রপীড়ার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১।০ দেড় টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১, আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত ভ্যালুপেয়েবল পার্শ্বেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—••—

হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী।

৪৬।৩ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই নূতন ঔষধালয়ে নূতন প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, কর্ক, হিন্দি বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকাদি এবং চিকিৎসোপযোগী দ্রব্যাদি অতি স্বল্প মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। কলেরার বাক্স, ১২ শিশির তাং রুবিনীর কর্পূরের আরক ও পুস্তক সহ মায় প্যাকিং ৫, গার্হস্থ্য চিকিৎসার পুস্তক সহ ৩০ শিশির বাক্স মায় প্যাকিং ১২,।

—••—

বিশেষ সুবিধা বিশেষ সুবিধা।

মফস্বলের বন্ধুদিগের সুবিধার জন্য আমরা কলিকাতা হইতে বাজার দরে সকল প্রকার জিনিস খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি। যাহার যখন যে কোন দ্রব্য আবশ্যক হইবেক তিনি কিছু টাকা প্রেরণ করিলেই তাহাকে সত্বর ভ্যালুপেয়েবল পোষ্টে সেই সকল দ্রব্য পাঠান হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন।

দত্ত এবং [illegible] কোং
৩০ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

—••—

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

ডাক্তার শ্রী [illegible]

এখন হইতে ঐ পুস্তকালয় হইতে বিক্রি হইবে। এজেন্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

উৎকৃষ্ট

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।

দাম ১।০ টাকা; ডাকমাশুল /১০

ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রী পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার

—••—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

জে, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

এখানে জাহাজের করকখানি জাহাজ নগর আমেরিকা ও জর্ম্মণি হইতে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, কর্ক, শিশি ও যন্ত্রাদি আনীত হইয়া স্বল্প মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এলেন এনসাইক্লোপিডিয়া মূল্য ১৮০ হানিমান নেঃ পিউরা মূল্য ৩২ প্রভৃতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০ ক্রম ১।০ সাধারণটং ।৶০ বিরক্রম।০ এবং ২ড্রাম।৶০ হিসাবে বিক্রয় হয়। ১২ শিশির ওলাউঠার বাক্স সহ পুস্তক ৪। ঐ ক্যাম্ফরসহ ৫৲ ও সাধারণ চিকিৎসার পুস্তক সহ ২৪ শিশির ৮।, ৩০ শিশির ১০।০ ৪০ শিশির ১৪,৪৪ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ১৬৲ ৭২ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ২৫৲।২০০ শিশির উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও থার্ম্মমিটার সহ ৮০৲ থার্ম্মমিটার ৪।০ ও ৫ (ক্যাটেলগ বিতরণীয়।) (সমস্ত বাক্সের সহিত পুস্তক ও কোটা চালিবার যন্ত্র পাওয়া যায়) ঠিকানা ১১৭ নং বহুবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরাজকুমার ভট্টাচার্য্য—ম্যানেজার।

—

১৮৭৪ সালে স্থাপিত

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

। ব্যবসায়ী।

কলিকাতার মহোদয়গণ এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসা পাইয়াছেন।

। মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ৪ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা প্রকার কার্য্য হইতেছে। সকল প্রকার অল্প সময়ের মধ্যে উত্তম অক্ষরে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অমরেন্দ্র কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩৸০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিশেষ সতর্কে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৶১০ করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

—

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপক্রমণিকা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৶০	৴১৫
২ য় ভাগ	৶০	৴১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৶০	[illegible]
২ য় ভাগ	৶০	৴১০
৩ য় ভাগ	৶০	৴১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	৴১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল /১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩৸০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রাহকে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৶১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, প্রবন্ধকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিবিধ নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার দ্রুতাদি বা কোনটি আইন বিরুদ্ধ বা সত্য এবং সত্য মিথ্যা, বিবেচনা, বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

“ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং । ” ৩৪, সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০,

১২৯৩ সাল। ২২ এ আষাঢ়। ইং ১৮৮৬। ৫ ই
৭ রিপনাব্দ।, ২২ এ আষাঢ়।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৬।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন

পি, এন, বিশ্বাস।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

স্বর্ণ কবরী ভূষণ তৈল।

১ নম্বর কেবল কেশ বিন্যাসে ব্যবহার্য্য।
মূল্য ৩,৪,২ আউন্স শিশি ৸৴০, ৸০, ।৶০ আনা।

২ নম্বর কেবল স্নানের পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য।
মূল্য ৮, ৪, আউন্স শিশি ৸০, ৷০ আনা। প্যাকিং ৵০ আনা।

সবিশেষ বিবরণ ক্যাটালগে দেখুন। ৴০ আনার টিকিট পাঠাইবেন ২৪ পৃষ্ঠার বহি (ক্যাটালগ) পাইবেন।

প্রিণ্টিং টাইপ।

অল পাইকা, পাইকা, গ্রেট প্রভৃতি অক্ষর ছাপাখানার আবশ্যকীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। (অল্প বা অধিক) সত্বর মফঃস্বলে পাঠান যায়। ক্যাটলগের মূল্য মাশুলসহ ৴০ আনা।

সুলভ এজেন্সি

অল্প মাত্র কমিশন লইয়া (গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী সকলেরই জন্য) জামা, কাপড়, ঔষধ, বহি, বাক্স, অলঙ্কার, ঘৃত, ময়দা, চাউল, আলমারি, টেবিল, চিয়ার প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্যাদি (মাদক বর্জ্জিত) সত্বর পাঠান যায়। ৴০ আনার টিকিট পাঠাইলে কমিশনের নিয়ম পত্র সহিত বাজার দরের বহি পাইবেন।

নূতন পুস্তক! আশ্চর্য্য সত্য কথা!!

মদ খাও—নেশা ছুটিবে না।

যাঁহারা ভীষণ ক্লেশময় সংসারের অসহনীয় ক্লেশরাশি ভুলিয়া বিমল “সুখ” বা “আনন্দ” উপভোগ করিতে চাহেন, তাঁহারা একবার এই মদ খাইয়া দেখুন। এ মদ অর্থ দ্বারা ক্রয় করিতে হয় না, এ মদ সকলে, সর্ব্ব সময়ে, অনায়াসে সেবন করিতে পারেন এবং ইহা একটুকু খাইলে চিরকাল সমভাবেই নেশা থাকে. এমদ কোথায় পাওয়া যায়, এবং কি রূপে খাইতে হয়, এই পুস্তকে তাহা বিশেষ রূপে বিবৃত আছে। ৩৬ পৃষ্ঠা পুস্তকের মূল্য ৵০ ডাক মাশুল ৴১০। ভ্যালু পেয়েবলে লইলে ।৴০। শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়। ১৩ নং বোড়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বৈষ্ণব।

এই ভক্তি প্রচারক মাসিক পত্রের ৮ নং সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার অগ্রিম বার্ষিক মাশুল সহ ১৷ দেড় টাকা নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু” (পূর্ব্ববিভাগ)

সংস্কৃত মূল, টীকা, টিপ্পনী, বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাঙ্গালা টিপ্পনী সহ ভক্তি বোধক বৈষ্ণব গ্রন্থ মূল্য ১৲ টাকা ডাক মাশুল ৴১০ আনা।

“বেদান্ত স্যমন্তক” (গোবিন্দ (ভাষ্যকারকৃত)

ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল, ও কর্ম্মতত্ত্ব বোধক বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ (দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত সংস্কৃত) মূল্য চারি আনা ডাক মাশুল ৴১০ অর্দ্ধ আনা।

পুস্তক দুই খানি আমার নিকট এ সংস্কৃত ডিপজিটারি, সোমপ্রকাশ ডিপজিটারি এবং বৈষ্ণব ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

শ্রীকালীদাস নাথ
রামসদয় মল্লিকের গোত্তা।
বড়বাজার,-কলিকাতা।

“ বায়ুদৌর্ব্বল্যের প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত। ”

সুধাবিন্দু সুধাবিন্দু!!

ইহা সেবনে বায়ুদৌর্ব্বল্য, অজীর্ণ, উদরের নিম্নের শৈথিল্য, শুক্রমেহ, স্বপ্ন উত্তেজনায় শুক্রপাত ও অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় এবং তজ্জনিত শিরঃপীড়া, শারীরিক দুর্ব্বলতা, স্মরণশক্তিহীনতা, মানসিক বিকৃতি, হাত পা জ্বালা ও শুক্রের তারল্য প্রভৃতি এক মাস [illegible] আরোগ্য হইয়া শুক্র অত্যন্ত গাঢ় ও ধারণাশক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি ইহা সেবনে সাংসারিক সমস্ত উপকার দর্শে। ইহা যে সর্ব্বপ্রকার বায়ুর পীড়ার একমাত্র মহৌষধ তাহার অনেক প্রশংসাপত্র রহিয়াছে এবং এই ঔষধে আরোগ্য হইয়া অনেকে পুরস্কার দিয়াছেন। এক মাসের ঔষধ এক শিশি ২৲ টাকা ডাক মাশুল ।০ আনা।

দাদের মহৌষধ।

“ ক্ষত ও চর্ম্মরোগের মহোপকারী। ”

এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই, অথচ যে প্রকারের দাদ হউক না কেন ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। দাদ, কোচদাদ, বিখাউজ, চুলকানি, হাজা, ছুলি (ছোপ) পাঁচড়া ঘা, খোস, পাঁচড়া গরমীর ঘা ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষত রোগ তিন দিবসের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা ক্ষত ও

—●●—

—●●—

প্রেরিতপত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

স্বভাব সন্দর্শন।

জনাকীর্ণ নগরের কোলাহল ত্যজি,
চল মন, করি গিয়া স্বভাব দর্শন,
বিধাতার সৃষ্টি মাঝে কত মনোহর
আছে বস্তু নিরখিয়া জুড়াব নয়ন।
নিত্য নিত্য এক বস্তু হেরিয়া নয়নে
না জন্মায় প্রীতি আর উদাস অন্তরে,
তাই ত্যজি নগরের কৃত্রিম সুষমা,
চায় মন বিচরিতে কানন, কন্দরে।
চল মন, সিন্ধুতীরে ধবল বালুকা,
জ্বলে যথা দীপ্তমান দিবাকর করে;
অথবা নিরখি সেই অনন্ত গভীর
নীরধির নীল জল তরঙ্গ উপরে।
কিম্বা তুঙ্গ শৃঙ্গ গিরি শিখরে উঠিয়া,
নিরখি সে বিধাতার অনন্ত মহিমা,—
কিরূপে সে অভ্রভেদী বিপুল অচল
দেখায় প্রশস্ত নরে সৃষ্টির গরিমা।
কিম্বা পশি তমোময় ভীষণ কাননে—
রবি শশিকর যথা ঢাকে শাখাবলী,
ভয়ে ভীতা প্রকৃতি সাহসি' যেই স্থানে
সাজাইতে মুহুর্ম্মুহু নারে বনস্থলী।
অথবা চলরে মন, ভীম মরু ভূমে
নরের দুরধিগম্য ভয়ঙ্কর স্থানে;
অনন্ত বালুকা রাশি রবিকর তাপে
দিগন্ত যুড়িয়া যথা অনল সমান।
কিম্বা তটিনীর তীরে চল মন যাই
নিরখিতে অস্তোন্মুখ দিবাকর ছবি;
কেমনে কিরণ কোথা ক্ষুদ্র বীচি গুলি
খায় প্রাণে কলরবে নিরখিয়া রবি।
কিম্বা রে উৎসুক মন, দর্শন পিপাসা
মিটাইতে চাও যদি, চল সরোবরে,
রবিপ্রিয়া কমলিনী বিকাশি' যথায়—
লুকায় সৌরভ যেন সমীরে সাদরে।
প্রকৃতির কুঞ্জবনে অথবা রে মন,
চল যাই কৌতুহল করিগে নির্ব্বাণ,
অবনু সম্ভূত তরু ব্রততী সুন্দরী—
পুষ্পময় হার পরি যথা বর্ত্তমান।
কিম্বা রে অতৃপ্ত মন, যথা ইচ্ছা চল,
নিরখিতে বিধাতার সৃজন নিচয়,
ক্ষুদ্র তৃণরাজি হতে বিশাল ভূধর
সব তাতে ঈশ্বরের পাবে পরিচয়।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা।

—●●—

মহাশয়। গত ১৭ ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার বড়িশা "ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরীর" প্রথম বাৎসরিকা উৎসব হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে অনেক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাৎসরিক বিবরণ পাঠ সমাপ্ত হইলে, সভাপতি মহাশয় পুস্তকালয় সম্বন্ধে একটী সুন্দর ও সরল বক্তৃতা করেন। তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি সভাগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়।

১। যেসকল গ্রন্থকারগণ তাঁহাদিগের পুস্তক সকল পুস্তকালয়ে উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। যেসকল সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকগণ তাঁহাদিগের বহুমূল্য পত্রিকা সকল পুস্তকালয়ে উপহার দিতেছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

৩। যেসকল বিদেশস্থ মহোদয়গণ অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

বশম্বদ
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

—●●—

মহাশয়! শান্তিপুর পুলিসের সুখ্যাতি ক্রমেই

প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। ইতিপূর্ব্বে এখানকার বেশ্যা সৌরভী বোষ্টমীকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করা এবং তাহার অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া লওয়া ইত্যাদির জন্য স্থানীয় পুলিষ এখানকার তারাপ্রসন্ন দত্তের ভাগ্নে দীপু দত্তকে দণ্ডবিধির ৩৭৯।৩০২ ধারামত চালান দেন, রাণাঘাটের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু মহোদয় তারাপ্রসন্নের দোষের প্রমাণ না পাওয়ায় কার্য্যবিধির ২০৯ ধারার মর্ম্মানুসারে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

সম্প্রতি এক রাত্রিতে অত্রত্য লক্ষ্মীতলা পাড়ার যাদুমণি নাম্নী একটী স্ত্রীলোক খুন হয়। দুর্বৃত্তেরা তাহার মুখের ভিতর কাপড় প্রবেশ করাইয়া ক্ষুর দ্বারা তাহার কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং এখানে এই কথা লইয়া হাটে বাজারে পথে ঘাটে নানাপ্রকার আন্দোলন চলিতে লাগিল। স্থানীয় পুলিষের বড় কর্ত্তা বাঁশী সা নামক একজন লোককে চালান দিলেন। অবশেষে ইনস্পেক্টার বাবু স্বয়ং তদন্ত করিতে লাগিলেন। একজন স্পেশিয়াল সবইনস্পেক্টার শান্তিপুরে আসিয়া যথাস্থানে বাসা করিয়া রহিলেন। মধ্যে মধ্যে আতর বিক্রয় ওয়ালা সাজিয়া তন্ন তন্ন করিয়া শান্তিপুর পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে বাঁশী সা এবং যোগীন্দ্রনাথ দত্ত উভয়কেই বিচারার্থ রাণাঘাটের নবাগত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের নিকট সোপর্দ্দ করা হইল। পুলিষ ইহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০২ (জ্ঞানকৃত বধ) ধারার অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করেন। সকলেই সোৎকণ্ঠ চিত্তে বিচার প্রণালী ও শেষ ফল দেখিবার জন্য গেল। শেষে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইয়া গেল। আমাদিগের মাননীয় ডেপুটী বাবু আসামী দ্বয়ের বিরুদ্ধে সন্তোষকর প্রমাণ না পাইয়া উভয়কেই কার্য্যবিধির ২০৯ ধারামত ডিসচার্জ করিয়া খালাস দিয়াছেন।

এদিকে কিন্তু মৃতা সৌরভী এবং যাদুমণির প্রেতাত্মা পুলিষকে অজস্র ধন্যবাদ দিতেছে। উভয় মৃতার হত্যাকারীকে তাহা ঈশ্বর জানেন। তবে সম্পাদক মহাশয়! আপনাদের চাকডিপোতায় যেমত বেণী কড়াইয়ের হত্যাকারীর কোন সন্ধানই হইল না এ দুইটী খুনের সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে। পুলিষ এ সম্বন্ধে শোচনীয় অযোগ্যতা দেখাইয়াছেন। এতদ্বারা সৌরভী এবং যাদুমণির হত্যাকারীরা প্রশ্রয় পাইয়া গেল। ইহার মধ্যে আরও একটু রহস্য আছে। এসম্বন্ধে যে নাপিত সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার সারাংশ এই।—

"উপস্থিত ক্ষুর আমার নহে, আমি কোন ক্ষুর বাঁশীকে দিই নাই, আমি উহাকে কামাই না, পুলিষে জবানবন্দী দিয়াছি, সেখানে এই ক্ষুর আমার হাতে ছিলাম, "মেরে ফেলাল" বলিয়া আমার ক্ষুর বলিয়াছিলাম দারগা হুকুম দেয়, কনষ্টেবল খোঁটা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ
ইলছোবা-মোওলোই।

সোমপ্রকাশ

২২ এ আষাঢ় সোমবার

লর্ড র‍্যাণ্ডলফ চর্চ্চহিলের স্বার্থযজ্ঞে অনুসন্ধান সমিতিকে আহুতি দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজ স্বার্থে স্বাহা, ইংরাজস্য ভারত রাজ্যে স্বাহা, বলিয়া বালক ভারতবাসীর আশা ভরসা এককালে বিদেশ বহ্নিতে জ্বালাইয়া দিয়াছেন। ঋত্বিক সিভিলিয়ানগণ সে যজ্ঞের সমিধ ঘৃত যোগাইয়াছিলেন, এক্ষণে যজ্ঞভাগ উপকরণ সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন। সুযোগ্য পাইওনিয়র, হোত্রাক ব্রাহ্মণকারী সার লিপিল গ্রিফিন এই যজ্ঞের চরু ভক্ষণ করিয়া দীর্ঘজীবী হইয়াছেন। আর ভারতবাসী—ভারতবাসী বড় আশা করিয়া ভাবিয়াছিল অনুসন্ধান সমিতি স্থগিত হইয়াছে মাত্র, একেবারে লুপ্ত হয় নাই। আইরিষ প্রশ্নের একপ্রকার মীমাংসা হইয়া গেলে আবার পার্লিয়ামেণ্টে ভারতীয় রাজ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কথা উঠিবে। সে আশা মিটিল, এক আইরিষ প্রশ্নের মীমাংসায় উন্নতিশীল সম্প্রদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল গ্লাডষ্টোন হীনবল ও ভগ্নমনোরথ হইলেন, মহাত্মা জন ব্রাইট পর্য্যন্তও আইরিষ প্রশ্ন লইয়া মাতিলেন। আবার যে লিবারেল সম্প্রদায় একত্র হইবে, গ্লাডষ্টোন তাঁহাদের অধিনায়ক হইবেন, রক্ষণশীল সম্প্রদায় পরাভূত হইবে, চর্চ্চহিল স্বীয় বাল চাপল্য পরিহার করিয়া নিস্বার্থ চক্ষে ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন সে নিতান্ত দুরপ্রত্যাশা। আমরা অনেকদিন হইতে ইংরাজের অনেক ব্যাপার দেখিয়া আসিতেছি, অনেক অভাব সহ্য করিয়া আসিতেছি, এখনও দেখিব আমাদের অদৃষ্টে আরও কি আছে।

—**—

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সিমলায় "চরিত্র" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। "চরিত্র" তাঁহার স্বীয় বিমল চরিত্রের উপর কলঙ্ক পড়িয়াছে। প্রতাপ বাবু বলেন দেশীয় যুবকগণ যে ভাবে রাজনীতির আলোচনা করিতেছেন তাহাতে তিনি আপনাকে তাঁহাদের স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ করেন। প্রতাপবাবুকে আমরা একজন উন্নত হৃদয় ধর্ম্মাত্মা বলিয়া জানি। তিনি যদি স্বজাতির কোন অপরাধ দেখিতে পান স্পষ্টবক্তার ন্যায় স্বজাতির নিকট বলাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তা না করিয়া যেসকল ইংরাজ ভারতবাসীর নামে জ্বলিয়া উঠে, তিনি যে তাহাদের নিকট স্বজাতির অগৌরবের কথা অগ্রে গিয়া প্রকাশ করেন ইহা অবশ্যই কাপুরুষতার কার্য্য? প্রতাপ বাবুর এ দুর্ম্মতি কেন হইল তাহা আমরা বলিতে পারি না। আর কখনও তাঁহার মুখে এরূপ মনুষ্যত্ব হীনতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ধর্ম্মে যাঁহার প্রাণ, সত্যে যাঁহার বল, এরূপ একজন উন্নত হৃদয় ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া স্বজাতিকে ঘৃণা করেন, আর সেই ঘৃণার কথা অপরাধীর নিকটে ব্যক্ত না করিয়া, তাহার সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া, [illegible] বিজাতীয়ের নিকট বক্তৃতা ছটা প্রকাশ করিতে যান, এ কি তাঁহার পক্ষে লজ্জার বিষয় নহে? নিশ্চয়ই প্রতাপের উপর কোন উপদেষ্টার প্রতাপ বাড়িয়া থাকিবে। তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রচার করিয়া স্বীয় মর্য্যাদার উপর কলঙ্ক লেপন করিতেছেন। দেশীয় যুবকেরা যে রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেছেন আমরা বলি তাহাতে ঘৃণা বিদ্বেষের লেশ মাত্রও নাই—প্রতাপ বাবু এমন কোন আন্দোলন দেখাইয়া দিতে পারেন না যাহাতে রাজভক্তির সম্যক প্রকাশ নাই। ঘৃণা বিদ্বেষ দূরের কথা, যাহাতে কোন ইংরাজ কর্ম্মচারীর গুণের অনাদর করা হয় এমন কোন আলোচনাতেই দেশীয় যুবক যোগ দিতে ইচ্ছা করেন না। প্রতাপবাবু দেশীয় যুবকদিগের নামে এই মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া ধর্ম্মের দিকে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। যিনি এই দারুণ অধর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন তাঁহার ধর্ম্মে না মজিয়া যুবকেরা যদি বিদেশীয়ের উপর বিদ্বেষভাবই পোষণ করে তবে তাহাতে অধিক অধর্ম্ম হয় না। দুই ইণ্ডি পরিনিত মানের অগ্রপশ্চাৎ লইয়া কৈশব সম্প্রদায়ের সহিত প্রতাপ বাবুর একবৎসর ব্যাপী ভয়ানক দ্বৈধ বিবাদ চলমান ছিল। দুই ইণ্ডিতেই তাহা মিটিয়া গেল, কিন্তু সমাজসেবীদের সহিত তাঁহার

যে দুই শত ক্রোশের ব্যবধান ও বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে দুই শত শতাব্দি অতিবাহিত হইলেও তাহা মিটিবার সম্ভাবনা নাই।

—●●—

পেলমেল গেজেট বলেনঃ—জনকয়েক ইংরাজের সিমলাশৈলের মেঘাচ্ছন্ন শিখরে বসিয়া ভারত শাসন করা আর বেলুনে উঠিয়া রাজ্য শাসন করা দুই ই সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ডের হোয়াইট হল, মেলেমেল্ ওডাটর্লিং ষ্ট্রীট যদি বেন্ নেভিসের শিখরে গিয়া উঠে তবে যেমন ইংলণ্ড শাসন হয়, সিমলায় বসিয়া ভারত শাসনও সেইরূপ হইতেছে। কলিকাতায় বসিয়া গবর্ণরগণের এতই বা গ্রীষ্ম বোধ কেন হয়? ইংলণ্ডের শীতে মানুষ মরে। সে দারুণ শীতে যদি লাট বাহাদুরগণের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার ক্ষমতা থাকে তবে কলিকাতার গ্রীষ্মে কেন যে তাঁহাদের রাজকার্য্যে মনোযোগ না পড়ে ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। সিমলায় রাজধানী স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্টের কি যে লাভ তাহাও আমরা বুঝিতে অক্ষম। সেখানে কর্ম্মচারিগণের অধিক বেতন দিতে হইবে। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হইবে, আর বেসমুদায় দেশীয় কর্ম্মচারী দেশ ছাড়িয়া পাহাড়ের উপর জীবন যাপন করিতে যাইবেন তাঁহারাও কাযকর্ম্মে বড় একটা মন দিয়া গবর্ণমেণ্টের মনস্তুষ্টি করিতে পারিবেন না। ইংরাজের সামান্য একটু বিলাসের জন্য এতদূর ক্ষতি স্বীকার করা গবর্ণমেণ্টের কখনই কর্ত্তব্য নহে। কেহ কেহ বলেন সিমলা যদি বঙ্গালীদের পক্ষে অনুপযোগী হয় বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণকে বিদায় করিয়া দিয়া তাঁহাদের স্থানে উপযুক্ত পঞ্জাবী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলে চলিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট কখনই এ ব্যবস্থার পক্ষপাতি নহেন। বাঙ্গালী না হইলে সরকারী কার্য্য কিরূপে যে বিশৃঙ্খল হয় তাহা গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। সুতরাং তাঁহাদেরও সুবিধার দিকে লক্ষ্য না রাখিলে চলিবে কেন? গবর্ণমেণ্ট স্বর্গে বসিয়া থাকিয়া মর্ত্তের শাসন কিরূপে করিবেন তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। গবর্ণমেণ্টের চক্ষের উপরেই যখন অত্যাচারের অভাব নাই তখন পশ্চাতে থাকিলে গুণধর মহাপুরুষগণ যে কি করিবেন তাহাও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমরা বার বার গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি গবর্ণমেণ্ট এ বিষম সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন। ভারতবাসীও এই সঙ্কল্পের প্রতিবাদী হইয়া যাহাতে গবর্ণমেণ্ট স্বীয় কর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন তাহার জন্য অন্তঃপরতঃ চেষ্টা করুন।

—●●—

পাইওনিয়ার ভাঙ্গেন কিন্তু মচ্কান না। তিনি এখনও বলেন কাশ্মীরের রাজা সম্বন্ধে তাঁহার সংবাদদাতা যে সমাচার দিয়াছিল তাহাই সত্য। নবাবজের প্রাইবেট সেক্রেটারী রাজ ভ্রাতাদ্বয়ের কার্য্য পরিত্যাগের কথা মিথ্যা বলেন, কিন্তু সহযোগী সংবাদদাতার কথায় ধ্রুব সত্য জ্ঞান করিয়া বলিতেছেন—" ভ্রাতারা এখন স্ব স্ব কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকিবেন, কিন্তু যখন আমাদিগকে এই সমাচার প্রেরণ করা হইয়াছিল তখন তাঁহারা কার্য্যত্যাগ করিয়াছিলেন। কাশ্মীর সংবাদে প্রচার যে দরবারে মহারাজার সহিত তাঁহার ভ্রাতাদ্বয়ের কোন মতভেদ হয় নাই। কিন্তু অনিচ্ছাসত্তেও আমাদের বলিতে হইতেছে এ সংবাদটী মিথ্যা। রাজা তাঁহার ভ্রাতাগণকে কোন একখানি পত্রে সাক্ষর করাইবার নিমিত্ত "হুকুম" করিয়াছিলেন কি না এবং ভ্রাতারা তাহাতে অস্বীকৃত ছিলেন কি না, কাশ্মীরের ষ্টেট সেক্রেটারী আমাদিগের নিকট কথাটী ভাঙ্গিয়া বলেন আমরা বড়ই বাধিত হইব। দেবীদত্ত যদি অমর সিংকে অপমানিত না করিবে সহসা তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইল কেন? অমার সিংহের সহিত রাজার কোন মতভেদ ছিল কি না, রাজাও অমার সিংকে রাজস্ব সচীবের আত্মীয় বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন কি না। তারপর আমরা নিশ্চয় জানি হাণ্ডা সম্বন্ধে যে ব্যাপারটী ঘটিয়াছিল তাহা সত্য। রাজা ইহাতে এত ক্রুষ্ট হইয়াছিলেন যে সাধারণ্যে তাহা আর প্রকাশ করেন নাই। জাম্মু হইতে যখন যথার্থ সংবাদ ইচ্ছা পূর্ব্বক গোপন করা হয় তখন শ্রীনগরে কাশ্মীরের রেসিডেণ্টের নিকট যে প্রকৃত ঘটনা গোপন করা হইবে ইহা অসম্ভব নহে। কাশ্মীর রাজা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছে। কাশ্মীর রাজার কর্ম্মচারিগণ যে সংবাদ গোপন করিতেছেন ইহাতে তাঁহাদের কিছু মান বাড়িবে না, কোন উপকারও দর্শিবে না"। সহযোগীর সংবাদদাতার উপর এত বিশ্বাস যে কাশ্মীরের ষ্টেট সেক্রেটারীও তাঁহার নিকট মিথ্যাবাদী হইতে পারিলেন। সহযোগী আবার সংবাদদাতার উপর টেক্কা দিয়া বলেন কাশ্মীরের রাজকার্য্য সম্বন্ধে একটী বিশেষ অনুসন্ধান করিবার বিলম্ব হইতেছে বলিয়াই এত গোলযোগ বাঁধিয়াছে। বোধ হয় সহযোগীর ইচ্ছা এই সমুদায় গোলযোগ মিটাইবার জন্য কাশ্মীর গ্রাস করিলেই কিছু ভাল হয়। মিথ্যা কথায় লোকের ন্যায় বিবাদ করিতে ও স্বীয় নীচতা প্রকাশ করিতে সহযোগীর ব্যবস্থা ক্ষমতা।।

—●●—

বাবু ধীরেন্দ্রনাথ পাল নামে একজন স্বজাতিদ্বেষী দেখা দিয়াছেন। ইঁহার কায কর্ম্ম জুটিত না, বেকার থাকিয়া তাঁহার মস্তিকে একটী সুন্দর কল্পনার উদয় হইয়াছে। তিনি চাকরির প্রত্যাশায় পাইওনিয়ার ও ইংলিসম্যানে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া স্বজাতি ও স্বীয় বন্ধুগণের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রজা সমিতির উপর ধীরেন্দ্র বড় চটা। রাজনীতি লইয়া যেসকল যুবক আলোচনা করেন তাঁহাদের উপর তাঁর বড় কোপ, দেশীয় সংবাদপত্রকে তিনি দুইচক্ষে দেখিতে পারেন না। এত গুলি গুণে ধীরেন্দ্র পাইওনিয়ার ও ইংলিসম্যানের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহার একটী চাকরি জুটিবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। পাইওনিয়ার বলেন ধীরেন্দ্র বুদ্ধিমান ও সুচতুর। বাস্তবিক এই সকল গবর্ণমেণ্টের মুখপাত্র উকিলদিগের মনস্তুষ্টি করিতে পারিলে সহজেই ধীরেন্দ্রের অদৃষ্ট ফিরিবে। এই সকল স্বজাতি দ্বেষ্টা বন্ধু পাইয়া আমাদের বলিতে হয় " ভগবান্ আমাদিগকে বন্ধু হইতে রক্ষা কর "।

—●●—

হাওড়া মিউনিসিপালিটীতে অফিসিয়াল চেয়ারম্যান হইতে পারিল না। কমিশনারগণের ক্রমাগত চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট অবশেষে স্থির করিয়াছেন একজন দেশীয় ব্যক্তিই মিউনিসিপালিটীর উচ্চাসন পাইবেন। এখন চেয়ারম্যানের পদপ্রার্থী দুই জন। একজন মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, আর এক জন আমাদের পরিচিত বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বি, এল। বাবু কেদারনাথ একজন রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টার মাত্র, বাবু উপেন্দ্রনাথ একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি। ১০ বৎসরকাল তিনি কমিশনারের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ১৫ বৎসরকাল হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। যাঁহারা যথার্থ গুণগ্রাহী তাঁহারা উপেন্দ্রনাথের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথের একটু একেলে গন্ধ আছে সেইজন্য ইউরোপীয় কমিশনারগণ তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ। ইঁহারা উৎসাহহীন নিরীহ সেকেলে গোছের লোক ভাল বাসেন। কারণ তাঁহারা ইংরাজের প্রতিবাদ করিতে, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের দোষ দেখাইতে বড়

একটা স্বীকার করেন না। কেদার বাবু নিজেও আর কি চেয়ারম্যানের পদ পাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। ইতিমধ্যে তিনি উপেন্দ্র বাবুর নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কতকগুলি দোষ দেখাইয়া গবর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানি কমিশনারগণ কর্ত্তৃক ধরা পড়িয়াছে। কতকগুলি মিথ্যা সংবাদ গবর্ণমেণ্টকে কেন অর্পণ করা হইল তাঁহারা কেদার বাবুর নিকট ইহার কৈফিয়ত চাহিয়াছেন। দেখা যাক শেষে কি হয়।

—●●—

কলিকাতার ইনকম ট্যাক্স কালেক্টার বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার জ্বালায় মাড়ওয়ারী ও দেশীয় বণিক ও দোকানদারগণ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কালেক্টার সাহেব কোথাও বা একজনের উপর দুইবার ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া দুইটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নোটীস দিয়াছেন. কোথাও বা অনুচিত ট্যাক্সের উৎপীড়নে দোকানী পসারী দোকান পাঠ উঠাইয়া লইয়া পলাইতেছে। যাহাদের উপর ট্যাক্স ধরা হয় তাহাদের আয় ব্যয়ের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া কালেক্টার সাহেব ইচ্ছা পূর্ব্বক ট্যাক্স ধার্য্য করেন। শুনা যায় সাহেব বলিয়া থাকেন দোকানী ও মহাজনদের খাতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। তাহারা দুই প্রকারের দুই খানি খাতা রাখিয়া থাকে। এই অবিশ্বাসের উপর ভর করিয়া সাহেব, গরীবদের খাতা পত্র সবই অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কলিকাতা কালেক্টরি হরিঘোষের গোয়াল। সেখানে কার কাজ কে করে তাহার ঠিকানা নাই। কেবল অত্যাচার আর বেবন্দোবস্ত। যাহাদের উপর ট্যাক্স ধরিতে হইবে, বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগকে নোটীস দেওয়া হয়। ধার্য্য দিনে তাহারা কালেক্টারিতে উপস্থিত হইলে এক এক জনের মকদ্দমা ডাক হয়। এইরূপে ১০ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত ব্যবসায়িদিগকে ব্যবসা বন্ধ করিয়া, বহুল ক্ষতি স্বীকার করিয়া সমস্ত দিন বা প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে হয়—কখন্ তাহাদের ডাক হইবে। যাহার ডাক হইল এজলাসে বসিয়া খাতা ভিন্ন অন্য উপায়ে তাহার আয় নিরূপণ করা অসম্ভব। কালেক্টার সাহেব সেই খাতার উপর অবিশ্বাস করিয়া নিজের ইচ্ছামত ট্যাক্স ধার্য্য করেন। এসকল কি কম অত্যাচার? উপরওয়ালারা কি এদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না? একজন অনভিজ্ঞ অনুপযুক্ত বিদেশীয় কর্ম্মচারীর হস্তে দেশের লোকের আয় নিরূপণের ভার দিয়া তাঁহারা কি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবেন? আমরা বোর্ড অব রেভিনিউকে বলি এ উৎপাত তাঁহারা শীঘ্র দমন করুন, ব্যবসায়ীর উপর বড় পীড়ন হইতেছে। ইনকম ট্যাক্স বিল পাস হইবার সময় লর্ড ডফরিণ আমাদিগকে আশা দিয়াছিলেন যে ট্যাক্স নিরূপণ কি আদায়ের সময় কোন প্রকার পীড়ন হইবে না। আমরা লর্ড ডফরিণের সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সত্বরই এই সকল অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবেন।

—●●—

"মহারাষ্ট্র" বলেন লোকের যেমন একবার দুর্ণাম রটিলে সহজে তাহা অপনোদিত হয় না, মগ বিদ্রোহিদিগের ডাকাইত নাম ও তেমনি রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই মগেরা এক এক জন রাজার অধীনে সশস্ত্র হইয়া লড়িতেছে তথাপি তাহাদের ডাকাইত দুর্ণাম মগকে যেজন্য ডাকাইত বলা যায়, ইংরাজকেও সেজন্য ডাকাইত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মগ স্বদেশবাসিদের তৈজসপত্র কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদিগকে নাস্তা নাবুদ করিতেছেন, ইংরাজ তাহাদের ঘর বাড়ী পুড়াইয়া দিয়া দেশত্যাগী করিয়াছেন। এখনও মগ লুটপাট করিয়া চলিয়া গেলে ইংরাজ অবশিষ্ট লুটের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে যান। ব্রহ্ম ইংরাজ কর্ত্তৃক ডাকাইত তাড়ান এক কৌতুকের বিষয় হইয়াছে। ২৫ হাজার সৈন্য ইতস্ততঃ বিচরণ করে কিন্তু মগের ডাকাইতির সময় হয় সৈন্যাধ্যক্ষ না হয় অশ্বারোহীর দল কাছে না থাকায় ইংরাজের সৈন্য কিছু করিতে পারে না। যখনই ডাকাইতেরা ডাকাইতি করিয়া চলিয়া যায়, দাঙ্গার সময় আমাদের এদেশের পুলিসের মত তখনই ইংরাজ সৈন্য রণক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইতে আসেন, হয়ত দুই একদল ডাকাইতদের অনুসরণ উদ্দেশে দেশ ভ্রমণ করিয়া আসেন, না হয় শত্রুর হস্তে পড়িয়া বিপর্য্যস্ত হন। সৈন্য সংখ্যা কমিতেছে এক একটী করিয়া আফিসার পঞ্চত্ব পাইতেছেন, তথাপি অমরব যে কলেরায় লোক মরিয়াছে. ক্রমে ক্রমে ডাকাইতের মধ্যস্থলে পড়িয়া সৈন্যগণ জীবন হারাইতেছেন। দুইদিন একস্থানে চালচুলা বাঁধিয়া ইংরাজ তিষ্ঠিতে পারিতেছেন না। ইংরাজের কোন সত্যবাদী সৈন্যাধ্যক্ষ বলিয়াছেন ব্রহ্মের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে যত অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া দেওয়া হয় ১৮৮৭ অব্দের জুন মাসে ব্রহ্মশাসন হওয়া সম্ভব। আমাদের বোধ হয় ভারত শূন্য করিয়া সৈন্য পাঠাইলেও ব্রহ্মবিজয় হওয়া সহজ নহে। ইংরাজ ব্রহ্মের স্বাধীনতা হরণ করিয়া কেবল কৌশলেই ভাগী হইয়াছেন। মগের মধ্যে ডাকাইতি শিক্ষা করিতেছেন, আর কিরূপে ডাকাইত ধরিতে হয় তাহার চেষ্টা করিতে শিখিতেছেন। তথাপি ইংরাজের অভিমান যাইবার নহে। বিলাতে ব্রহ্মশাসন লইয়া আন্দোলন উঠিয়াছে। কমন্স সভায় ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন সভ্য ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি ভারতের বড়লাটের নিকট পত্র লিখেন। পত্রোত্তরে ডফরিণ লিখিয়াছেন অতি অল্পদিনের মধ্যেই ব্রহ্মে সুশাসন স্থাপিত হইবে। আমরা যদি লর্ড ডফরিণের কার্য্যকালের ভিতর ব্রহ্মের ডাকাইতি দমন হইল দেখিতে পাই তাহা হইলেও বুঝিব কুম্ভ দূতের বাহাদুরি আছে।

—●●—

স্বায়ত্তশাসন কি হিন্দুর পক্ষে নূতন?

ইউরোপীয় নিরপেক্ষ ইতিহাস বেত্তারা বলেন হিন্দুর রাজা স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁহারা ভারত প্রত্যাগত প্রাচ্যগণের মুখে যাহা শ্রবণ করেন তাহারই উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইতিহাস লিখিতে বসেন। ইঁহাদের ইতিহাস ও বুড়ী ঠানদিদির পক্ষিরাজ ঘোড়ার গল্প উভয়ের মধ্যে বড় একটা প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। মোক্ষমুলার প্রভৃতি যে সকল খ্যাতনামা ইউরোপীয় অধ্যাপক হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়াছেন, বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, মন্বত্রির ব্যবস্থা শাস্ত্র ভেদ করিয়া হিন্দুর পারিবারিক ইতিহাস পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, কালিদাস ও ভবভূতির অমৃতময়ী কাব্যের সাগরে অবগাহন করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন হিন্দুর রাজত্বকালে ভারতবর্ষে প্রকাশ্যে রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে প্রজাতন্ত্রের শাসনপ্রণালীই অবলম্বিত হইত। রাজাকে শাসনকর্ত্তা রাখিয়া প্রজারা স্বয়ংই আইনকানুনের ব্যবস্থা করিয়া দিত। এবং ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে স্বয়ংই তাহা সম্পন্ন করিয়া রাজার হস্তে অর্পণ করিত। সময়ে সময়ে আবশ্যক হইলে এক রাজার হস্ত হইতে রাজ্যপাট কাড়িয়া লইয়া অন্য রাজার হস্তে ন্যস্ত করিত। এইরূপে রাজা প্রজা শাসন না করিয়া প্রজাই রাজশাসন করিয়া রাজ্য চালাইত।

কথাটী শুনিতে কিছু নূতন নূতন বোধ হইবে। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন এমন পুরাতন কথা ভারতের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নাই। ভারতে ব্রাহ্মণ জাতির প্রাদুর্ভাব কাহার অবিদিত আছে? এই ব্রাহ্মণেরাই এককালে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা

ছিলেন, হিন্দুর রাজ্যশাসনের ব্যবস্থাপক ছিলেন, হিন্দুর ইহপারত্রিক মঙ্গলের হেতুভূত ছিলেন। ব্রাহ্মণ কি তখন রাজার সভায় রাজার কার্য্যালয়ে, রাজার রাজবাটীতে চাকুরী করিতেন? সহস্র সহস্র মুদ্রায় এখন যেমন ব্যবস্থাপক সভার আভ্যন্তরী সভ্যগণের সেবা হয় তখন কি ব্যবস্থাপক বলিয়া ব্রাহ্মণ তেমনি বেতন পাইতেন? পবিত্রচিত্ত দেবস্বভাব ব্রাহ্মণের অর্থের দিকে দৃষ্টি ছিল না, রাজার প্রসাদ লাভ করিতে অভিলাষ ছিল না। তথাপি ব্রাহ্মণ রাজার মন্ত্রী, রাজার শাসনপ্রণালীর বিধাতা, রাজার ও প্রজার ইহপারত্রিক মঙ্গলের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। ব্রাহ্মণ লোকালয়ে বসবাস করিতেন না, অথচ সংসার ধর্ম্মের উপদেষ্টা ছিলেন। রাজকার্য্যে কখনই সংশ্লিষ্ট থাকিতেন না, অথচ রাজনীতির অধ্যাপক ছিলেন। প্রজাপালন, রাজশাসন, মারণ উচাটন ও বশীকরণ দ্বারা শত্রু নিধন এ সকলই ব্রাহ্মণের উপদেশ।

এখন কথা হইতেছে ব্রাহ্মণই যদি হিন্দু রাজার সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন তবে আর হিন্দুরাজ্যে সাধারণ প্রজাতন্ত্র কিরূপে প্রচলিত রহিল। ব্রাহ্মণ সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন। বৈশ্য বল শূদ্র বল, কাহার কি অভাব, কে কিরূপে চলিলে বংশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, অবস্থা ও অভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত হইতেন। আশ্রমে আসিয়া কিসে দেশের সকল লোকের মঙ্গল হয়, কোন ব্যবস্থা প্রচারিত করিলে তাহাদের আচার ব্যবহার সংশোধিত হয়, অভাব পূরণ হয়, সাংসারিক অবস্থার উন্নতি হইয়া সাধারণ লোকে সম্পন্ন ও সুখী হয়, কি উপায়ে তাহাদের শিক্ষা ও ধর্ম্মাচরণের সহায়তা করা হয়, কিসে প্রজাবর্গ রাজার প্রতি ভক্তিমান, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাবান, পরিবার ও প্রতিবাসিবর্গের প্রতি প্রীতিমান হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে অরণ্যে বসিয়া ব্রাহ্মণ তাহারই উপায় চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন। ক্রমাগত চিন্তায়, অনবরত আলোচনায় যাহা তাঁহার মঙ্গলকর বলিয়া বোধ হইত, সংযতচিত্ত ও সমাধিস্থ হইয়া ব্রাহ্মণ তাহার উপর ভগবানের আদেশ গ্রহণ করিতেন। কঠোর পরিশ্রম অগাধ চিন্তাশীলতা ও গভীর গবেষণার প্রসূত ফল এই রূপে যখন ভগবানের আদেশে সংশোধিত ও সংগঠিত হইত তখনই ব্রাহ্মণ সেই অমূল্য উপদেশ রত্ন লইয়া রাজার নিকট গমন করিতেন রাজা শাসনের ব্যবস্থা করিতেন, ইহপর কালের উপায় বিধান করিয়া রাজা প্রজা সকলেরই প্রকৃত মঙ্গলসাধন করিতেন। পরমার্থদর্শী ব্রাহ্মণের উপদেশ প্রজার শিরোধার্য্য ছিল। প্রজা জানিত ব্রাহ্মণের রাজনীতির উদ্দেশ্য স্বার্থ নহে। অর্থের দিকে যাহার দৃষ্টি নাই সংসারের মায়ামোহে যাঁহার হৃদয় অভিভূত নহে, তাঁহার স্বার্থ বোধ কিরূপে সম্ভব? এই জন্যই প্রজা বিশ্বাস করিত ব্রাহ্মণ যাহা করিবেন তাহা তাহার মঙ্গলের জন্য, এই জন্যই মনু অত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্যবস্থাপকগণের ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রজার নিকট বেদের ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হইত। রাজাও ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইতেন না। কোন উচ্ছৃঙ্খল নরাধিপ যদি কখনও ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া প্রজা পীড়ন আরম্ভ করিতেন তখনই প্রজাবর্গ সমবেত হইয়া রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিত এবং উপযুক্ত সুবিজ্ঞ সুচতুর ও ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়কে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্যের ভার প্রদান করিত। এইরূপে সমগ্র হিন্দুর প্রতিনিধি বনবাসী ঋষি তপস্বীই প্রজাহিতমূলক ব্যবস্থা দিয়া ভারতে জাজ্বল্যমান আত্মশাসননীতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি হিন্দু প্রকৃতি এরূপে গঠিত হইয়াছে যে আত্মশাসন ব্যতীত কখনই তাহা সুন্দররূপে শাসিত হইতে পারে না। মুসলমান অত্যাচারী ছিলেন। তথাপি হিন্দুর এই আত্মশাসননীতি কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন। মুসলমান সোমনাথের দেবতা ভাঙ্গিয়া হিন্দুর মন্দির ভূমিসাৎ করিয়া, তরবারির বলে হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, হিন্দুর উপর বিবিধ প্রকারে অত্যাচার করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুর আত্মশাসন ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করিতে কখনই সাহসী হন নাই। মুসলমান রাজ্যে প্রত্যেক সুবার অধীনে যেসমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা ছিল তাহারা স্ব স্ব রাজ্যের বিধি ব্যবস্থা শাসন পালন সকলই নিজে সম্পন্ন করিত। সুবাদার কি সম্রাট কর পাইয়া নিশ্চিন্ত হইতেন হিন্দুরাজ্যের আভ্যন্তরিক বিধি ব্যবস্থার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিতেন না। সুতরাং তখন হিন্দুর আত্মশাসন ব্যবস্থা কিছুমাত্রই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কেবল পূর্ব্বে যেমন ঋষিরা বনে থাকিয়া আইন কানুনের ব্যবস্থা দিতেন রাজার সভাসদ উপযুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীই ব্যবস্থাপকের কার্য্য করিতেন। এইরূপ মুসলমানের ন্যায় অত্যাচারী রাজার অধীনেও হিন্দু যখন আত্মশাসন ভোগ করিতে পাইয়াছিলেন তখন সভ্য ইংরাজের রাজ্যে সে আত্মশাসনের বিষয় কেহ যে কিছুমাত্র অবগত হইবেন না, অথবা আগ্রহ সহকারে আত্মশাসনের পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইবেন না, ইহা কি নিতান্ত অবিশ্বাস যোগ্য কথা নহে?

আমরা ইংরাজকে বলি অকৃতজ্ঞমনা ইতিহাস লেখকগণের কথায় ভুলিয়া প্রকৃত ইতিহাস গোপন করা যুক্তিযুক্ত নহে। ইংরাজ চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবেন—হিন্দুর আত্মশাসন নূতন ব্যবস্থা নহে। আত্মশাসন হিন্দুর প্রকৃতিগত ও বহুদিনের অভ্যাসগত। প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ইংরাজ যদি হিন্দুকে প্রকৃত আত্মশাসন না দেন তাহা হইলে অত্যাচার করা হয়। আত্মশাসন হিন্দুর পক্ষে নূতন নহে। বহুদিনের পুরাতন। গবর্ণমেণ্ট এই ভাবিয়া কার্য্য করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

—◆◆—

আমাদের বুঝি কপাল ফিরিল।

ক্রুকস্যাঙ্ক সাহেব চেম্বার অব কমার্স সভায় সিমলাবিহারের বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন বিলাতে তাহা লইয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। বিলাতের সংবাদপত্র সকল এই বিহার কাণ্ডের অযৌক্তিকতা দেখাইয়া ক্রমাগতই ভারত গবর্ণমেণ্টের দোষোদ্ঘাটন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সিবিলিয়ান সভায় লর্ড চর্চ্চিহিলও অবশেষে মনুষ্যত্বের অনুরোধে সিমলাবিহারের প্রতিবাদী হইয়া পড়িলেন। যাঁহার একটুও মনুষ্যত্ব আছে, যে ব্যক্তি পরের জন্য একটুও সমবেদনা অনুভব করেন, তিনি কখনই কয়েকজন বিলাসপ্রিয় ইংরাজের সুখ সচ্ছন্দের অনুরোধে ২৫ কোটি লোকের স্কন্ধদেশে ছুরিকা বসাইতে পারেন না। রাজার প্রমোদকাননে বিহার করিবার জন্য বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা দরিদ্রের মুষ্টির হইতে কাড়িয়া লওয়া হউক এ ব্যবস্থা যে ব্যক্তি দিতে পারেন তাঁহার নামোচ্চারণ করিলেও আমাদের পাপ স্পর্শে। সমগ্র ইংরাজ জাতিকে আমরা একবারও নিন্দা করি না। ইংরাজের হৃদয় আছে, মস্তিষ্ক আছে। তাই তাঁহারা আজ অত্যাচারের কথা শুনিয়া প্রতিবাদের রব তুলিয়াছেন, যে মহাত্মাকে চির দিনই ভারতের মঙ্গল[illegible] সাধনে অনুরাগী হইতে দেখা গিয়াছে তাঁহাকেও আজ সত্য কথা স্বীকার করিতে হইল, তাই আমরা বলিতেছিলাম আমাদের বুঝি কপাল ফিরিল।

গত ২৫ বৎসর কাল ভারত গবর্ণমেণ্ট সিমলায় প্রমোদকানন নির্ম্মাণ করিয়া ভারতের অর্থ শুষিতেছেন। ২৫ বৎসর কাল ভারতবাসী ভারতের

চিৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিতেছেন। লর্ড ডফরিণের সময়েও সেই প্রতিবাদ। অন্যান্য গবর্ণর সাহেবগণ প্রতিবাদে কর্ণপাত না করুন, বিরক্ত হইয়া ভারতবাসীকে পীড়ন করিতে চেষ্টা করিতেন না। লর্ড ডফরিণের গবর্ণমেণ্ট কেবল সেই প্রতিবাদে উদাসীন হইয়া আছেন তাহা নহে, ভক্তিমাত্র বিরক্ত হইয়া যাহাতে দুর্ব্বলের ক্ষীণ প্রতিবাদ এককালে নিবারিত হয়, যাহাতে দেশীয় সম্বাদপত্রের বিষদন্ত এককালে ভগ্ন হইয়া যায় তাহারই চেষ্টায় আছেন। অধিকন্তু সিমলায় যাহাতে রাজধানী স্থাপিত হইয়া প্রতিবাদের মূলশুদ্ধ উৎপাটিত হয় তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের গায়ে এখন প্রতিবাদ সহ্য হয় না। যখনই ভারতবাসী গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের অবৈধতা দেখাইতে যান, তখনই তাঁহারা একটী না একটী লোকসান খাইয়া ফিরিয়া আসেন। যদি আমরা সিমলাবিহারের প্রতিবাদ না করিতাম হয় ত তাহা হইলে লর্ড ডফরিণের মস্তিষ্কে সিমলায় রাজধানী স্থাপন করিবার কল্পনা উদয় হইত না। আমরা দেখিতেছি "কিন্তু" বলিতে গেলেই ক্ষতি। তথাপি যে আমরা "কিন্তু" বলা পরিত্যাগ করি না ইহার কারণ ভবিষ্যতের আশা। এত দিনে সে আশা ফলবতী হইতে চলিল। লর্ড র‍্যাণ্ডলফ চর্চ্চিল ভারতের সহিত সমবেদনা দেখাইতে আসিলেন, তাই বলিতেছিলাম আমাদের বুঝি কপাল ফিরিল।

শীতপ্রধান দেশ না হইলে ইংরাজ থাকিতে পারেন না। উষ্ণ প্রধান দেশ ইংরাজের বড় অস্বাস্থ্যকর—তাই সিমলাবাসের প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে ইংরাজ কয়জন আর বাঙ্গালী কয়জন? গণিতে গেলে শতকরা ৯০ জন বাঙ্গালী হইবে। ইহাঁদের ক্ষীণ দেহে অত্যধিক শীত একেবারেই সহ্য হয় না। নাতিশীতোষ্ণ বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কোন দেশই তাঁহাদের প্রকৃতি, ব্যবহার ও বসবাসের উপযোগী নহে। সিমলার ন্যায় দারুণ শীতপ্রধান দেশে বাস করিতে গেলে প্রথমতঃ তাঁহাদের পীড়ার সম্ভাবনা দ্বিতীয়তঃ শরীর রুগ্ন হইলে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের ক্ষতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। শতকরা ১০ জনের জন্য ৯০ জনের প্রাণের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজের স্বার্থের দিকে দেখিলেও সিমলায় গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না। আর এই যে দশজনের সুখ সম্বন্ধ—তাহাও বা কয় মাস? সিমলায় শীতের যখন অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, অনেক ইংরাজ পর্য্যন্তও তখন পর্ব্বত বিহার ত্যাগ করিয়া তাহার নামিবার জন্য লালায়িত হন। বাঙ্গালীর ক্ষীণ প্রাণ সিমলায় তখন যে কিরূপে টেঁকিবে তাহাও আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। ৬৫ বৎসরের এক জন বৃদ্ধ বহুদিন রাজসরকারে কাষ করিয়া প্রায় পেন্সন পাইবার উপযোগী হইবেন—হঠাৎ তাঁহাকে দেশের মায়া স্ত্রী পুত্রের মায়া, বন্ধুবান্ধবের মায়া কাটাইয়া যুবার ন্যায় চাকরির জন্য স্বর্গমর্ত্ত্য ঘুরিতে হইবে। একে বাঙ্গালী, তায় বৃদ্ধ, স্বদেশের উপর মমতা তাঁহার অপেক্ষা কাহার আর অধিক হইবে? সহস্র ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বাঙ্গালী স্বদেশ ত্যাগ করিতে চাহেন না, স্বদেশের মৃত্তিকায় পড়িয়া মরিতেও তাঁহার সুখ। কেবল দশজনের কয়েক মাসের সুখের জন্য দেশত্যাগী করিতে কাহার না মনে দয়ার উদয় হয়? সে দয়া ভারত গবর্ণমেণ্টও সিভিলিয়ান প্রভুদের হৃদয়ে উদয় হইল না, কিন্তু সাত সমুদ্র তের নদীর পারে সুদূর ইংলণ্ডে হৃদয়বান ইংরাজের হৃদয়ে যাত প্রতিঘাত হইল, ইংলণ্ডবাসী ভারতের জন্য কাঁদিলেন তাই বলিতেছিলাম দরিদ্রের কুটীর হইতে ৫ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া গেল, হয় ত আবার আমাদের কপাল ফিরিল।

চর্চ্চিল সৈলবিহারের প্রতিবাদী হইয়াছেন। ভিতরে যে কারণ থাকুক না, এই সময় কিন্তু আমাদের একটী কার্য্য আছে। একবার এদিকে যখন চর্চ্চিলের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন এই সময় একটু বিশেষ চেষ্টা করিলে আমরা সফল হইব এরূপ আশা করিতে পারা যায়। চর্চ্চিল অনুসন্ধান সমিতির বিজয়া করিলেন, আইরিষ হোমরুল বিলের দারুণ প্রতিবাদী হইলেন, ভারতবাসী ও ইংরাজের বেতনের দুই তৃতীয়াংশ পার্থক্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন—সেই চর্চ্চিলই আবার ভারতবাসীর অনর্থক অর্থপ্রান্ত হয় বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সিমলাবিহার বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। একবড় পরিবর্ত্তন, তাই বলিতেছিলাম আমাদের বুঝি কপাল ফিরিল।

—●● —

অধমর্ণগণের কারাবরোধ।

অধমর্ণগণ উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধে অক্ষম হইলে ডিক্রিদার বস্তক জারি দ্বারা তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া থাকেন। এই কারারোধের বিধি যাহাতে এককালে রহিত হয় দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাহার কল্পনা হইতেছিল। মিঃ ইলবার্ট এই কল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশে ব্যবস্থাপক সভায় একখানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন। আমাদের কোন কোন সহযোগী এই বিল খানির উল্লেখ করিয়া নানা প্রকারে বিদ্রূপোক্তি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ব্যবস্থাপক সভার সভাগণের যেরূপ গাম্ভীর্য্য, দূরদৃষ্টি ও চিন্তার গভীরতা হওয়া আবশ্যক পাণ্ডুলিপির ভিতর তাহার বিলক্ষণ অভাব দৃষ্ট হয়। ইহাতে প্রকৃত চিন্তাশীলতার পরিচয় না দিয়া ইলবার্ট সাহেব কেবল ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সহযোগিগণের এই মতের পোষকতা করিতে পারিলাম না। ব্যবস্থাপক সভায় পাণ্ডুলিপি লইয়া তিনি যে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিক মনুষ্যত্ব ও গুণগ্রাহিতার প্রকাশ পাইয়াছে। যাহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব তাহাতে কখন চিন্তাহীনতার লেশ মাত্রও থাকিতে পারে না। যাহা সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ের উপদেশ, তাহা প্রকৃত বিজ্ঞতা ও চিন্তাশীলতার উপদেশ। যাহাতে প্রাণের ভাব প্রকাশ করে, তাহা চিরদিনই মনুষ্যের ভাবাভাবের পরিজ্ঞাপক। ইলবার্ট সাহেবের হৃদয়োচ্ছ্বাসে আমাদের একটী উৎপীড়ন নিবারণ ও অভাবের পূরণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

ইলবার্ট বলেন—যাবতীয় দেনদারের চাষ লাঙ্গল হালের গরু, কপাট, চৌকাট, কুড়ি টাকার অনধিক বেতন ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী ও ভরণপোষণের সামান্য উপায় ডিক্রিজারিতে ক্রোক বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তরিত না হয় দেওয়ানি কার্য্য বিধির আইনে তাহার বিশেষ বিধান লিপিবদ্ধ আছে। দেওয়ানি কার্য্য বিধির আইন দরিদ্রের আহার্য্যের উপর হস্ত দেন না, কিন্তু তাহার দেহের উপর, সুতরাং তাহার পরিবারবর্গের অন্নের উপর হস্ত দিতে ক্রটী করেন না। দেনদারের উপর ডিক্রি জারির সময় যদি তাহার এমন কোন দ্রব্যসামগ্রী থাকে, যাহা ডিক্রি জারিতে ক্রোক হইতে পারে না, কিম্বা সে এমন সামান্য বেতন পায় যাহাতে কথঞ্চিৎ রূপে তাহার পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হয়, দেনদার সেই বিপদের সময়ে সেই সমস্ত নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী নিত্য ভরণপোষণের একমাত্র অবলম্বন ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া ঋণ মুক্ত হইতে চায়। কাজেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি অব্যাহতি দিলাও পরম্পরা সম্বন্ধে তাহাদিগকে মহাজনের ঋণের জন্য দায়ী করিয়া রাখা হইয়াছে। অধিকন্তু দেনদারের স্ত্রী পুত্র পরিবারের যদি কোন নিজস্ব ধন থাকে তাহাও তাহারা পরিত্যাগ করিয়া দেনদারকে কারামুক্ত

করিতে যায়। কারণ দেনদার অবরুদ্ধ হইলে তাহারা তাহাদের ভরণ পোষণের একমাত্র অবলম্বন হইতে বিচ্যুত হইবে। সুতরাং দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনে ক্রোক সম্বন্ধে যে বর্জ্জিত বিধানটী আছে তাহাতে কেবল যে দেনদারের উল্লিখিত পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি অরক্ষিত থাকে তাহা নহে, দেনদারের পরিবারবর্গের নিজস্ব সম্পত্তি ও কারারোধের ভয়ে বিক্রিত ও হস্তান্তরিত হইয়া যায়।

ইলবার্টের এই কথা কতদূর সত্য দেনদার মাত্রেই তাহা প্রতিদিন অনুভব করিয়া থাকেন। প্রতিদিন দরিদ্রের ঘরে, নিরন্ন পরিবারবর্গের হাহুতাশে, অনাহারমৃত্যুর শোক বিলাপে, এই সার সত্য বাক্যের শত শত দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষের সম্মুখে সর্ব্বক্ষণই প্রতীয়মান হইতে থাকে। এ সকলের মূল কারণ দরিদ্রের ঋণের জন্য কারাবাস। এক দিন যাহার ক্ষেত্রের ফসল, বাজারের বেলা, অহোরাত্র পরিশ্রমের মজুরি উপায় করিয়া না আনিলে স্ত্রী পুত্র অনাহারে রাত্রি যাপন করে, শিশু সন্তান কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়ে, আর পিতা মাতা নয়নের জলে ভাসিতে ভাসিতে সমস্ত রাত্রি মুখোমুখী উপবেশন করিয়া অতিবাহিত করে, সে দুস্থ পরিবারের প্রতিপালককে যদি ১০ দিন, ১৫ দিন, এক মাস কি ছয় মাস কাল ঋণের দায়ে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে কি শিশু সন্তানের প্রাণ বাঁচে? অবলার ধর্ম্মরক্ষা পায়? বস্তুত বাস্তব আদায় হয় আর লোক সমাজে মনুষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়? যাহারা খেটে খেকো — ক্ষুদ্র ঋণের জন্য কারারোধের ব্যবস্থাটি তাহাদের পক্ষে যে নিতান্ত উৎপীড়ক তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সহযোগিরা বলেন ঋণের জন্য কারারোধের ব্যবস্থাটী উঠাইয়া দিলে বাণিজ্য ব্যবসা চলিবে না। কেহ কাহাকে ঋণ দিতে স্বীকৃত হইবে না। আমরা বলি ঋণের জন্য যাঁহারা দেনদারকে জেলে পাঠান তাঁহারা কখনই টাকার প্রত্যাশা করেন না। দেনদারকে জব্দ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। জেলে দিলে উত্তমর্ণকেই বরং তাহার আহারীয়ের জন্য টাকা খরচ করিতে হয়। যাঁহাদের টাকা পাইবার ইচ্ছা, তাহারা কখনই দেনদারকে জেলে দেন না বরং যাহাতে দেনদার দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে তাহারই চেষ্টা দেখেন। ব্যবসা বাণিজ্য আর কারবার সমস্তই যে ঋণের উপর চলিতেছে তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু বণিক ও ব্যবসায়ী ঋণ দিবার সময়ে ঋণ গ্রহীতার অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেন। পরিচিত ও সমব্যবসায়ী সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন তাঁহারা আর কাহাকেও ঋণ দিতে প্রস্তুত নহেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের টাকা মারা যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ঋণ দিবার পক্ষেও তাঁহাদের কোন প্রতিবন্ধক নাই। অদৃষ্টক্রমে যদি কোন দেনদার ঋণ পরিশোধে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়েন তবে ইন্সলভেন্সি লইয়া তিনি পরিত্রাণ পান। সুতরাং দেনদারকে জেলে দিতে পারিব না এই জন্য যদি মহাজনেরা কাহারও ঋণ দিতে প্রস্তুত না হন, তবে এখনও তাঁহাদের ঋণ না দিবার বিলক্ষণ কারণ বর্ত্তমান আছে। ব্যবসায়ী অর্থের ব্যবহার বেশ জানেন। অনর্থক অর্থ ব্যয় করিয়া দেনদারকে জেলে পাঠাইলে যে তাঁহাদের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই ইহা তাঁহারা যতদূর জানেন, অন্যে তাহা জানিতে পারিবেন না। সুতরাং এই ঘৃণিত অবরোধ ব্যবস্থাটী দেওয়ানি আইন হইতে তুলিয়া দিলে ব্যবসা বাণিজ্যে ঋণ দান ও ঋণ গ্রহণের কোন ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

ধনী ও ব্যবসায়ীর কথা ছাড়িয়া যদি সাধারণ লোকের উপর দৃষ্টিপাত করা যায় তাহা হইলেও অবরোধ ব্যবস্থার কোন স্বাপক্ষ যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জমীদার ও প্রজার যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে প্রজাকে উৎসন্ন করিবার চেষ্টা করিলে জমীদার কখনও লাভবান হইতে পারেন না। একটী বাকি খাজনার ডিক্রিজারিতে যদি মাতব্বর প্রজাকে জমিদার জেলে পাঠান, ভূতকালের খাজনা আদায় ত দূরের কথা, ভবিষ্যতেরও খাজনা সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে সকল সময় কৃতকার্য্য হইতে দেখা যায় না। প্রজার স্ত্রী পরিবার জমিদারের জমিতে চাষ আবাদ করিতে অক্ষম, আপনাদের উদরান্নের জন্য তাহারা লালায়িত, সুতরাং জমীদারের খাজনা কি করিয়া পরিশোধ করিবে? জমীদার যদি প্রজাকে জেলে না দিয়া বরং তাঁহাকে স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য সাহায্য করেন তবে তাঁহার প্রাপ্য টাকার অধিকও আদায় করিবার সম্ভাবনা থাকে। সময়ে সময়ে দাদন দিয়া মহাজনেরা প্রজাকে সাহায্য করেন। প্রজাকে জেলে দিলে তাহার জমির উপর চাষ আবাদ হয় না, সুতরাং সে দাদনের টাকা মহাজনকে প্রায়ই জলাঞ্জলি দিতে হয়।

দেখা যাইতেছে অবরোধ প্রথায় একদিকে যেমন দেনদারের সর্ব্বনাশ, অন্য দিকে তেমনি মহাজনেরও ক্ষতি। উভয়ের ক্ষতিজনক এরূপ একটী ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া যে নিতান্ত কর্ত্তব্য ইহা সকলেরই অনুমিত হইতে পারে। অবরোধ প্রথা রহিত হইলে প্রবঞ্চনার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইবে সত্য, কিন্তু যাহাতে প্রবঞ্চিত না হন সেদিকে দৃষ্টি রাখা মহাজনেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ঋণ করিয়া পরিশোধ করিতে অক্ষম তাহাকে ঋণ দেওয়া আর টাকা জলে ফেলিয়া দেওয়া দুইই সমান। যাঁহারা নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে দয়া করিয়া ঋণ দিবেন তাঁহাদের ঋণ দানের মধ্যে পরিগণিত হওয়া কর্ত্তব্য। পুনঃপ্রাপ্তির আশায় অথবা কুসীদ ব্যবসা করিয়া লাভবান হইবার আশায় যাঁহারা ঋণ দেন, তাঁহাদের পক্ষে সতর্ক হওয়া বিশেষ আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন এইরূপ সতর্কতার বৃদ্ধি হইলে যে উপায়ে দরিদ্রেরা উদরান্নের অভাব সময়ে সময়ে পূরণ হয় সেটী একবারে বন্ধ হইয়া যায়। নিতান্ত ধনহীন ব্যক্তির কিস্তিবন্দির মত ঋণ করিয়া আত্মরক্ষা করিবার উপায় একেবারে রহিত হইয়া যায়। ঋণ করিয়া অভাব পূরণ করিবে, আর সময়ে সময়ে পরিশ্রম করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিবে দরিদ্রের সে আশা আর থাকিতে পায় না। ইহাও আমাদের স্বীকার্য্য। কিন্তু এই অভাব হইতে দরিদ্রের পরিশ্রম ও উদ্যমের শতগুণ বৃদ্ধি হইবে। নূতন উপায়ে অভাব মোচন করিবার ইচ্ছা হইবে, নিরন্ন দরিদ্র সম্প্রদায় উদ্যমের গুণে অতি অল্পকাল মধ্যেই স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে অভাবই মনুষ্যের উপায় দেখাইয়া দেয়। এই অভাবেই দরিদ্র সম্প্রদায় যদি একবারে অন্নের সংস্থান করিতে সমর্থ হন, দেশের মধ্যে "হা অন্ন যো অন্ন" রব উঠিয়া যাইবে, সুতরাং প্রবঞ্চনা কথাও অধিক শুনা যাইবে না।

উপস্থিত আইনেও যে প্রবঞ্চনার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না এমত নহে। ইন্সলভেন্সির ব্যবস্থাটী উত্তমর্ণকে ফাঁকি দিবার ব্যবস্থা। প্রবঞ্চক যদি ঋণ করিবার পর স্বীয় ধনসম্পত্তি বিক্রয়ের ছলে বেনামীতে হস্তান্তর করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে উত্তমর্ণকে অবশেষে মাথায় হাত দিয়া বসিতে হয়। ইন্সলভেন্সির ব্যবস্থায় প্রবঞ্চনার যতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে অবরোধ প্রথা উঠাইয়া দিলে কখনই সেরূপ বাড়িবার সম্ভাবনা নাই।

আইনটীর অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমরা দুই একটী বক্তব্য প্রকাশ করিলাম। ধারাগুলির যথাযথ আলোচনা সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইহার সকলগুলির অনুমোদন না করি সামান্যত আইনটী পাস হইলে উত্তর পশ্চিমবাসীগণের যে উপকার দর্শিবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সহযোগী ...টি বিদ্রূপ

যাউ বলেন যদি ঋণের জন্য অবরোধ ব্যবস্থা যুক্তি যুক্ত না হয় তবে আদালতের অপরাধী অর্থ দণ্ড দিতে অসমর্থ হইলে তাহাকে জেলে পাঠান হয় কেন? আমরা বলি চুরি ডাকাইতি দাঙ্গা হাঙ্গামার অপরাধ ও দারিদ্র্যের অপরাধ এক নহে। উভয়ের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। তাই প্রথম অপরাধের অর্থদণ্ডের জন্য অপরাধীর জেল যাওয়া উচিত দ্বিতীয় অপরাধের জন্য তাহার জেল হইতে অব্যাহতি পাওয়া উচিত।

আইনটী প্রথমেই উত্তর পশ্চিমে কেন চলিল। অনায়াসে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে আপনাপন বিভাগে সর্ব্বত্র প্রচলিত করিতে পারেন। উত্তর পশ্চিম অপেক্ষাও আইনটী বাঙ্গালার উপযোগী। সর্ব্বত্র প্রচলিত করিতে গেলে উহার কয়েকটী নিয়ম পরিবর্ত্তন আবশ্যক। বিলখানি পাস হইলে যদি গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশে প্রচলন করিতে ইচ্ছা থাকে তবে এই কথা তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে পাণ্ডুলিপির সংশোধন করিতে বাঙ্গালী এখন হইতেই যত্নবান হইতে পারেন।

—••—

প্রজাসমিতি বালকের ক্রীড়া নহে।

রোমের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে পেট্রিসিয়ান ও প্লিবীয়ানদিগের ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। পেট্রিসিয়ানেরা উচ্চবংশীয়। তাঁহারা রাজ্যের যে সমস্ত উচ্চ পদ তাহাই অধিকার করিতেন। প্লিবীয়ানেরা নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারি-শ্রেণিভুক্ত হইয়া চিরকালই অতিবাহিত করিতেন। তাহারা লেখা পড়া শিখিলেও পেট্রিসিয়ানের পদ কখনই প্লিবীয়ানের প্রাপ্য হইত না। পেট্রিসিয়ানের নিযুক্ত করিয়া অতি অল্প সংখ্যক কর্ম্মচারীর পদ অবশিষ্ট থাকিত। উচ্চপদস্থ পেট্রিসিয়ানের তোষামোদ করিয়া যাঁহারা চাকরি পাইতেন তাঁহারাই কেবল সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। অবশিষ্ট সমগ্র প্লিবীয়ান উপযুক্ত হইলেও রাজার প্রসাদ লাভ করিতে পারিতেন না। ক্রমে ইতর কর্ম্মে শিক্ষিত প্লিবীয়ানদের ঘৃণা জন্মিল। রাজ প্রসাদ লাভ করিয়া পেট্রিসিয়ানের ন্যায় সম্ভ্রান্ত হইবার ইচ্ছা তাঁহাদের অন্তঃকরণে বলবতী হইল। পেট্রিসিয়ান ইচ্ছাপূর্ব্বক অত্যাচার করিলে অব্যাহতি পাইতেন, আইনের কড়াকড়ি কেবল প্লিবীয়ানদের উপরই চলিত। শাসন কার্য্য পেট্রিসিয়ানের সম্পূর্ণ হস্ত, প্লিবীয়ানের কথা কহিবারও ক্ষমতা ছিল না। এগুলি ক্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্লিবীয়ানের অসহ্য হইয়া উঠিল। প্লিবীয়ানদের সহিত সমকক্ষ ও সমান অধিকারী হইবার অভিলাষ শিক্ষার বলে স্বতই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইতেই চেষ্টা। এরূপ চেষ্টার পরিণাম বড়ই ক্লেশ দায়ক। সুতরাং অভিকষ্টে প্লিবীয়ানদিগকে এই পার্থক্য নিবারণে যত্নবান হইতে হইল। ক্রমে অত্যাচার, অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গেই আবার আন্দোলন—প্লিবীয়ান স্থানে স্থানে দেশস্থগণকে একত্র করিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অভাবের কথা অধিকারের কথা, পেট্রিসিয়ানের সহিত তাহাদের অন্যায় পার্থক্যের কথা গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করিতে লাগিলেন, পেট্রিসিয়ানের ন্যায় সকল প্রকার কর দিবে না, প্লিবীয়ানের জন্য নিত্য নূতন করের সৃষ্টি হইবে, প্লিবীয়ান শিক্ষিত হইয়াও সমাজ মধ্যে উন্নত হইবে না। পেট্রিসিয়ান রাজ্যের সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া রাজ্য শাসন করিবেন—এই অকারণ পার্থক্য অন্যায় প্রভেদ কতদিন আর রোমরাজ্যে চলিবে? শিক্ষিতের সহিত অশিক্ষিত, ধনীর সহিত দরিদ্র, নানা স্থানে সমবেত হইয়া কেবল এই আন্দোলনেই মাতিয়া উঠিল। আমরা শিক্ষিত হইব, উপযুক্ত হইব অথচ কেন উচ্চপদ পাইব না। পেট্রিসিয়ানের ন্যায় আমরাও প্রজা, কেন আমরা অধিক কর দিতে বাধ্য হইব? কেনই বা পেট্রিসিয়ানের অপরাধ প্লিবীয়ানের সহিত সমানরূপে দণ্ডিত হইবে না। এই রবে ইতর সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ানক আন্দোলন উঠিল। আন্দোলনের উপর অত্যাচার, তাহার উপর আবার আন্দোলন। এইরূপে পেট্রিসিয়ানের হস্তে অত্যাচারের উপর অত্যাচার সহ্য করিয়াও প্লিবীয়ান আন্দোলন করিতে ক্ষান্ত হইল না। ক্রমাগত আন্দোলনের পরিণামে পেট্রিসিয়ান প্লিবীয়ানকে আদর করিতে শিখিলেন, প্লিবীয়ান অনেক স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইলেন—পার্থক্য দূর হইল, রোমরাজ্যের বল সুদৃঢ় হইল, প্রজার হৃদয়ের উপর সমগ্র রোমের আধিপত্য স্থাপিত হইল।

প্লিবীয়ান প্রজার সে আন্দোলন কখনই বালকের ক্রীড়া নহে। তথাপি এই সকল আন্দোলন কেবল কয়েকজন শিক্ষিতব্যক্তির উত্তেজনায়, সহস্র নিরক্ষর প্রজাবর্গের ভিতরেই উত্তেজিত হইয়াছিল। বাঙ্গলায়ও সেই দশার উপস্থিত। কেবল প্রভেদ এইমাত্র যে ইহাতে বিদ্রোহের দুর্গন্ধ নাই বরং আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে রাজভক্তির স্রোত প্রবাহিত। এই আন্দোলনের উপর পদস্থ কর্ম্মচারিগণের কিঞ্চিৎ ঈর্ষা দৃষ্টিও পতিত হইয়াছে। অল্পে অল্পে অত্যাচারেরও আভাষ পাওয়া যাইতেছে প্লিবীয়ানদিগের আন্দোলন যদি ছেলেখেলা না হয়, বাঙ্গালায় এই দেশব্যাপী আন্দোলন কখনই ছেলেখেলা নহে। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে রুষ্ট হউন আর তুষ্টই হউন কালে যে এইসকল সমিতি হইতে আমাদের সমূহ মঙ্গল সাধিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্রই নাই। সিভিলিয়ান ভ্রুকুটী করিতে পারেন এংলো ইণ্ডিয়ান ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে পারেন, মাজিষ্ট্রেট সমিতিতে উপস্থিত হইয়া গবর্ণরীশ্বরে প্রজাসমিতিতে তিরস্কার ও বিদ্রূপ করিতে পারেন। কিন্তু এই প্রজা সমিতি হইতে ভারতের ভাবী মঙ্গল অনিবার্য্য!

ইতিহাস হইতে যদি কোন সত্য গ্রহণ করা যায় তবে এইটীই সারসত্য যে প্রজার বল রাজ্যের মহাবল। প্রজার মনস্তুষ্টি রাজ্য রক্ষার প্রধান উপায়, প্রজার মতে রাজ্য শাসন শান্তিরক্ষার একমাত্র অবলম্বন। রাজা যদি প্রজাকে অবহেলা করেন, প্রজার সমবেত চেষ্টায় কালে তাহার প্রতিবিধান হয়। সুতরাং সে চেষ্টা কখনই বালকের ক্রীড়া হইতে পারে না। ভারতবাসী গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ প্রসাদ চায়, মহারাণীর আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ইংরাজ প্রজার সহিত সমান অধিকার চায়, ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভা অধিকাংশই বিদেশীয় সভ্য কর্ত্তৃক সংগঠিত ভারতের প্রজা দেশীয় সভ্য দ্বারা সে সভার সংস্কার সাধন করিতে চায়, ভারতের শত্রু চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া আছে, ভারতবাসী যোদ্ধা প্রস্তুত সৈন্যের শ্রেণীতে প্রবৃষ্ট হইয়া বহিঃশত্রু দমন করিতে চায়। ভারতবাসী উপযুক্ত ও সুশিক্ষিত হইয়াছেন, ইংরাজের শাস্ত্র, ইংরাজের ব্যবহার ইংরাজের ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, ইংরাজের নিকট স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বন শিক্ষা করিয়াছেন—সুতরাং ইংরাজ প্রজার সহিত সমান অধিকার পাইয়া রাজার মঙ্গল, রাজ্যের মঙ্গল ও প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য আত্মশাসন অবলম্বন করিতে চায়। ইংরাজ কর্ম্মচারীর যথেচ্ছাচারে আর যাহাতে তাঁহাকে উৎপীড়িত হইতে না হয়, ইংরাজরাজ্যে আর যাহাতে শ্বেতকৃষ্ণের প্রভেদ না থাকে, কলঙ্কিত স্বার্থনীতি আর যাহাতে ভারত শাসনের মূল দেশে বর্ত্তমান না থাকে, ভারতের প্লিবীয়ানগণ আজ তাহারই জন্য ঘোর আন্দোলন তুলিয়াছেন। একি বালকের ক্রীড়া? ১০।১২০ সহস্রলোকে সমবেত হইয়া কি ছেলেখেলা করিতে আসে? ইতিহাসের সত্যগ্রহণ করিলে বুঝা যাইবে প্রজা সমিতি বৃথা আড়ম্বর করিতেছেন না, অনর্থক মাথা বকাইবার জন্য সমর নষ্ট

করিতেছেন না, দুইচারি জন পার্লেমেণ্ট পক্ষ অবলম্বনকারী শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্ররোচনায় চক্ষুকে মাতিয়া ইংলণ্ডের প্রজার অনুকরণ করিতেছেন না, কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত করিয়া দিতেছেন ভারতে ইংরাজ রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া দিতেছেন, ইংরাজের মহিমা সমগ্র সভ্যসমাজে, সভ্যজাতি ও সভ্য রাজ্যের মধ্যে ভেরিরবে প্রচার করিবার উপায় দেখিতেছেন। ইংরাজ। প্রজা নীতি তোমরাই কী তোমারাই সুশাসনের জয় ঢকা।

পুস্তক সমালোচনা।

পারিবারিক চিকিৎসা বিধান। আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। পল্লিগ্রামের দরিদ্র পরিবারের মধ্যে পীড়া হইলে প্রায় অনেকেই ডাক্তার ডাকে না। যে কোন প্রকার জ্বর হউক না কেন অগ্রে তাহারা কুইনাইন প্রয়োগ করিয়া জ্বর দমন করিতে যায়। আর কোন প্রকার পীড়া হইলে প্রায়ই তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে ডাক্তার বৈদ্য একেবারেই নাই। হাতুড়িয়া কবিরাজ যমদূতের ন্যায় সকল গৃহেই সর্ব্বনাশ করিতে থাকেন। এই সকল স্থানে যাঁহারা একটু বাঙ্গালা লেখা পড়া জানেন তাঁহাদের গৃহে "চিকিৎসা-বিধান" রত্নের ন্যায় ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এই পুস্তক খানিতে এলোপ্যাথিক মতে পারিবারিক চিকিৎসার সুন্দর বিধান আছে। লেখক বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহাকে সাধারণ বুদ্ধির উপযোগী করিয়াছেন। পুস্তকখানির মূল্য কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয়। যদি দরিদ্রের উপকারের জন্য এই পুস্তকের সৃষ্টি হইয়া থাকে তবে দরিদ্রে যাহাতে অনায়াসে পাঠ করিতে পারে সেরূপ উপায় করা লেখকের কর্ত্তব্য।

বেদব্যাস—প্রথমভাগ ২ য় খণ্ড। অনেকগুলি সুশিক্ষিত পণ্ডিত এই পত্রিকাখানির লেখক। ইহা নবজীবনের ন্যায় একখানি উচ্চদরের মাসিক পত্র। দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিলে বেদব্যাস হিন্দুসমাজের ভিতর বেদব্যাসের ন্যায় কার্য্য করিতে পারিবেন।

তত্ত্বমঞ্জরী—একাদশ সংখ্যা। ধর্ম্ম, নীতি, এবং সমাজ সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। এই সংখ্যায় তত্ত্বকথা, মীমাংসা, সমাজ ও নীতি, আমরা মনুষ্য হইব কবে। একয়টী বিষয়ের প্রবন্ধ লেখা আছে। তত্ত্বমঞ্জরী অনেক তত্ত্বের কথা প্রকাশ করিতেছেন।

সহচরী—জাহ্নবী—বিজ্ঞানদর্পণ। (মাসিক পত্র শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে কর্ত্তৃক সম্পাদিত) এই মাসিক পত্রিকাখানিতে শিক্ষার অনেক বিষয় আছে, লেখাও সুন্দর। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

মদখাও নেসা ছুটবে না।—শ্রীশিবনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে বিবেক মদ্যের রূপক বর্ণনা করা হইয়াছে। লেখাটী মন্দ হয় নাই। ইহা পাঠ করিয়া যদি একজন মাতালেরও চৈতন্যোদয় হয় তাহা হইলে আমরাও লেখকের সহিত আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৩এ জুন। আগামী ১লা জুলাই পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন হইবে।

পারিস ২৩এ জুন। ফরাসী রাজবংশীয় ব্যক্তিবর্গের ফ্রান্স হইতে নির্বাসিত করণ বিষয়ক আইনটি ফরাসী সেনেট সভায় পাশ হইয়াছে।

সিডনি ২৩এ জুন। ফরাসীদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য যে জাহাজখানি নিউ হিব্রাইডস দ্বীপে গিয়াছিল তাহা ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার অধ্যক্ষ বলেন ফরাসীরা ঐ দ্বীপটি অধিকৃত বলিয়া ঘোষণা করেন নাই, অথবা উহা ফরাসীর অধীন এ কথাও ঘোষণা করেন নাই ফরাসীদিগের উপর দ্বীপবাসী দলের অত্যাচার সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা রাষ্ট্র হইয়াছিল, তাহা প্রকৃত বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫এ জুন। অদ্য পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা ভঙ্গ হইল। মহারাজ্ঞীর বক্তৃতা লর্ড চান্সেলর কর্ত্তৃক পঠিত হয়। তিনি বলেন কেবল আয়লণ্ড সংক্রান্ত বিষয়ের মীমাংসার জন্য আয়লণ্ডে একটি স্বতন্ত্র পার্লিয়ামেণ্ট গঠিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রস্তাবে ইংলণ্ডবাসী জনসাধারণের কি মত জানিবার জন্য বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্ট ভঙ্গ করা হইল। *

বক্তৃতার তৎপরে উক্ত হয় যে, ইংলণ্ডের সহিত সমস্ত বৈদেশিক রাজার সদ্ভাব সম্বন্ধ সংস্থাপিত আছে। গ্রীস ও বুলগেরিয়ার ব্যাপারের নির্ব্বিবাদে মীমাংসা হইয়াছে। স্পেনের সহিত একটী বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে।

মিসরীর ব্যাপারের সম্বন্ধে অনেকটা ভাল হইয়াছে। ব্রিটিশ সেনাসংখ্যা কমান হইয়াছে এবং সৈন্যসমূহকে মিসরের দক্ষিণ সীমার মধ্যে আনয়ন করা হইয়াছে।

১৮৮৬ সালের ভারতীয় এবং উপনিবেশিক প্রদর্শনীতে লোকের যেরূপ আগ্রহ দেখা যাইতেছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, সাম্রাজ্যের সকল বিভাগের লোকের মধ্যে পরস্পরের প্রতি গভীর সহানুভূতি সাম্রাজ্যটিকে দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ রাখিয়াছে এবং উত্তরোত্তর সেই বন্ধন দৃঢ়তর হইতেছে।

বক্তৃতার শেষে মহারাণী প্রার্থনা করেন যে, নূতন পার্লিয়ামেণ্ট প্রজাগণের মধ্যে শান্তি ও সন্তোষ বর্দ্ধিত করুন এবং সাম্রাজ্যের একতা দৃঢ়তর করুন।

লণ্ডন ২৬এ জুন। গ্লাডষ্টোন সাহেব মিডলোথিয়ানে আসিয়াছেন। এখানে তিনি মহাসমারোহে সমাদর এবং আনন্দের সহিত অভ্যর্থিত হন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৫এ জুন। রুসিয়া পোর্টিকে জানাইয়াছেন যে, প্রিন্স আলেকজাণ্ডার কয়েকটি সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ের প্রতীকার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

টাইমসপত্রে বেলজিয়মদিগের যে দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রকাশিত হইয়াছে সেটি কৃত্রিম। "ইউনাইটেড আয়লণ্ড" এরূপ বলেন।

ভিয়েনা ২৭এ জুন। অষ্ট্রিয়া এবং জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট রুসিয়াকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে বুলগেরিয়া সম্বন্ধে তিনি একা কোন কার্য্য করিলে তাঁহারা তাঁহার অনুমোদন করিবেন না।

লণ্ডন ২৯এ জুন। বর্ত্তমান পার্লামেণ্ট ভঙ্গ হইল, এই বলিয়া রাজকীয় দাবণা প্রচারিত হইয়াছে। আগামী ৫ই আগষ্ট নূতন পার্লামেণ্টের অধিবেশন হইবে।

কোম্পানির কাগজের দর।

৪ টাকা সুদের কাগজ			৯৭
৪॥০	১৮৭৯	(১৮৮)	৯৯—
৪৸০	১৮৭৮।৭৯	(১৯৩)	১০১৶০—
৪।০	১৮৭৯	(১৯৩)	ঐ ঐ

কলিকাতা।

কলিকাতায় কি মফঃস্বলের স্থানে স্থানে যে প্রকারের ঘৃত বিক্রীত হয় তাহাতে হিন্দুর আর হিন্দুয়ানী থাকে না। ইক্যান্ড হুইট অয়েল নামক এক প্রকার তৈল ও চর্ব্বি ৩ ভাগ ও ঘৃতের অংশ এক ভাগ মাত্র থাকে। এই মিশ্রিত ঘৃতে হিন্দুর স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম দুইয়েরই বিলক্ষণ হানী হইতেছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেকে গৃহজাত গব্যঘৃত ভিন্ন বাজারের ঘৃত ব্যবহার করিতেছেন না। যাঁহারা চর্ব্বি মিশ্রণের কথা জানেন না তাঁহারা এই ঘৃতে ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতেছেন। হিন্দু যেমন ঘৃতের আদর করেন এমন আর কোন জাতিই নহে। ঘৃত তাঁহাদের এত প্রিয় সামগ্রী যে "ঘৃতপীনং জুতোজন্" বলিয়া তাঁহারা ঘৃতেতর আহার সামগ্রীকে অনাদর করিয়া থাকেন। হিন্দুর যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কাণ্ড দেবপূজা সকল ধর্ম্ম কর্ম্মেই ঘৃতের প্রয়োজন। এমন একটী পদার্থ যাহাতে কলুষিত না হইতে পায় তজ্জন্য সিমসন সাহেবের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শুনা যায় সিমসন বলিয়াছেন যদি উপস্থিত ঘৃতে হিন্দুর স্বাস্থ্য নষ্ট হয় তবে বিদেশীয় হেলথ আফিসার কখনই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিবেনা। যদি তাঁহার কথার ভিতর দ্বেষ ভাব না থাকে তবে আমরা সিমসনের বাক্য অনুমোদন করি। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বাঙ্গালী কর্ম্মচারীই নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। দেশ অবস্থা ও প্রকৃতি ভেদে মনুষ্যের স্বাস্থ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে রক্ষিত হয়। সিমসন যদি বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য রক্ষায় অপারক হন তাঁহার স্থানে একজন দেশীয় কর্মচারী নিযুক্ত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বিবিধ সংবাদ

ডাক্তার চর্চ্চ এক প্রকার কামান প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে এককালে পঞ্চাশ বার বারুদ দিয়া ছোড়া যায়।

আসামের 'মিত্রআসামের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন বিগত ৫ই আষাঢ় শুক্রবার ধুবড়ীর অন্তর্গত গৌরীপুরের জমিদার মৃত প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের ষ্টেটের একজন কর্ম্মচারী হত্যা হইয়াছে। কি প্রকারে যে এ হত্যাকাণ্ড হইল তাহা কেহ বলিতে পারে না। পুলিষ কর্ত্তৃক তাহার অনুসন্ধান হইতেছে।

ইহার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে উক্ত স্থানে একটী বেশ্যা ধানীযোগে আপন গৃহে নরলীলা সম্বরণ করিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে দুটী হত্যাকাণ্ড হইয়া গেল, এমন আশ্চর্য্য ঘটনার কথা, গৌরীপুরে আর কখনই শুনিতে পাই নাই। বড়ুয়া বাহাদুর স্বর্গারোহণে কি তাঁহার অভাবে তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রী সত্যচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় বর্ত্তমানে গৌরীপুরে এতপ্রকার অত্যাচারের কথা কেহ কখনও শুনে নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রী মহাশয় বিশেষ সদ্গুণবিশিষ্ট লোক বটে। কিন্তু জমিদারী ষ্টেটের কার্য্য করিতে হ, স্বতন্ত্র কার্য্য পাওয়া ভার; তবে আমরা আশা করি যে, বর্ত্তমান মন্ত্রী মহাশয় পূর্ব্বের শাসন প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে বিশেষ সুখের বিষয় হইবে। গৌরীপুরের নাবালের যে প্রকার শাসন প্রণালী তাহা বোধ হয় তিনি অবগত আছেন। যদিও না থাকেন তবে তাহা অবগত হওয়া উচিত। পূর্ব্বের শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া নানা প্রকার গর্হিত কার্য্য করিতে লোকের সাহস বৃদ্ধি পাইতেছে। ভরসা করি অচিরে সুযোগ্য মন্ত্রী মহাশয় তাহার প্রতিবিধান করিতে যত্নবান হইবেন।

শুনা যায় আমীরের পীড়ার উপসম হয় নাই। আমীর নাকি তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ গোলাম হাইদারকে বলিয়াছেন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বাসী পুত্র সারওয়ার সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমীরের পীড়ার সমাচারে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন জাতির তিন প্রকার ভাবনা দাঁড়াইয়াছে।

রাজস্ব সভা নাকি বেশ চলিতেছে। সভ্যেরা কেবল ভোজনের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান। সভায় বসিবার বিশেষ আবশ্যক হইলে সভ্যেরা বসিয়া পরস্পর প্রত্যেকের গুণের প্রশংসা করিয়া কাল অতিপাত করেন। এইরূপেই রাজস্বের ব্যয় সংক্ষেপ সম্পন্ন হইবে।

এক দিন খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবার আউস ধান্য ভাল হইবে। যেরূপ ভূমিকা দেখা যায় তাহাতে সাধারণ চাষের ও কোন ক্ষতি হইবেনা।

ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের উপর দুইশত দাবী পড়িয়াছে। থিব তাহার মধ্যে ১৬ টী দাবী স্বীকার করেন।

ষ্টেট্স্ম্যানের শ্রীনগরের সংবাদদাতা বলেন যে বদাকসীন কর্ণেল লকহার্টকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে নাই। বিখ্যাত ডাকাইত খাঞ্জাৎ জাতি লকহার্ট ও তাঁহার দলবলকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। লকহার্টের বিক্রয় ও তাঁহার মিসনের সমস্ত সম্পত্তি ইহারা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। অবরুদ্ধ হইয়া লকহার্ট ও তাঁহার দলবল খাঞ্জাত দিগের নিকট পরিমিত আহারাদিও পাইতেছেন না।

জার্ম্মাণিতে একটী গুপ্ত ধনাগার আছে। বার্লিনের কিয়দ্দূরে জুলিয়স টাউয়ারে এই ধনাগার স্থাপিত। ফ্রান্স হইতে ক্ষতি পূরণের হিসাবে জার্ম্মাণি সময়ে সময়ে যে অর্থ পান সেই অর্থ আর কিছুতে ব্যয় না করিয়া রাস্তায় রাস্তায় জুলিয়াস টাউয়ারে প্রেরণ করা হয়। রাজ্যের নিতান্ত বিপদের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে এই টাকায় হাত দেওয়া হয় না। ইহার রক্ষার জন্য কয়েক জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন। তাহাদের প্রত্যেকের এক একটী করিয়া নূতন প্রকারের চাবি থাকে। দুইটী চাবি একত্র না করিলে ধনাগারের দ্বার খোলা যায় না।

এট্না পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন পর্ব্বতও অগ্ন্যুদ্গীরণ করিতেছে।

পাইওনিয়ার বলেন—বাদকসিন কর্ত্তৃক কর্ণেল লকহার্টের অবরোধের সমাচার নিতান্ত অমূলক। লকহার্ট বাদাকসীনের রাজ্যে গিয়া রসদ চাওয়ায় বাদাকসিন আমীরের কোন অনুমতি না পাওয়ায় রসদ যোগাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে কোন ত্রুটী করেন নাই। লকহার্ট তৎপরে আফগানে আসিয়া বিলক্ষণ আহারাদি পাইয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন অত্যধিক তামাক ব্যবহার করিলে লোকের দর্শন শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। বিলাতে অতিরিক্ত তামাক ব্যবহার করিয়া লোকে অন্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষেও তামাকের ব্যবহার কম নহে, কিন্তু তামাক খাইয়া কাহাকেও কানা হইতে দেখা যায় নাই।

একখানি রুষ সংবাদপত্র প্রকাশ যে রুষের সহিত চীনের যুদ্ধ আসন্নপ্রায়, বিবাদ বড় গুরুতর হইয়াছে। চীনের দাবীও নিতান্ত অন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। রুষ এরূপ স্থলে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া আর কি করিতে পারেন? চীনের ১৫ হাজার সৈন্য ম্যান্চুরিয়ায় জার্ম্মাণ আফিসার কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হইতেছে।

গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব বিলাতের উইণ্ডসোর ক্যাসেলে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেখানে ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী তাঁহাকে মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর নিকট পরিচিত করিয়া দেন।

মিঃ ডবলিউ লি ওয়ারনার, সি, এস, ছয় মাসের জন্য [illegible] সভার সভাপতি হইয়াছেন।

ব্যাঙ্গালোরের কোন সহযোগী তাঁহার পাঠকগণকে উপদেশ দিয়াছেন যে তাঁহারা যেন ধারে কাহাকেও সংবাদপত্র না দেন। ভারতবর্ষে সকল বস্তুই ধার দিলে ফিরিয়া পাওয়া যায়। সংবাদপত্র ধারে দিলে সকলের নিকট মূল্য পাওয়া কঠিন।

একজন আরব ৫০ জন সৈন্য একত্র করিয়া মাধি হইয়াছে। বিদ্রোহী মাধি জেডার নিকট টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়া বিলক্ষণ উৎপাত করিতেছে, তাহারা একদল তুর্ক সৈন্য পরাভূত করিয়া উৎপাতের কিছু বাড়াবাড়ি করায় আর একদল তুর্কী সৈন্য কায়মাকন নামক একজন সেনাপতির অধীন হইয়া বিদ্রোহিদিগকে আক্রমণ করে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ধৃত হইয়াছে। বিদ্রোহিগণকে শিক্ষা দিবার জন্য সাত জনের ছিন্ন মস্তক জেডার দুর্গদ্বারে সাত খানি তরবারির উপর বসাইয়া রাখা হইয়াছে। নূতন মাধি ধরা পড়িয়াছেন কি না জানা যায় নাই।

প্যারিসের রাজবাটীতে লেনার নামে একটী শুক পক্ষি ছিল। একশত তিন বৎসরে তাহার মৃত্যু হয়। ফ্রান্সের দশটী গবর্ণমেণ্ট তাহার চক্ষের উপর উত্থিত হইয়া পতন প্রাপ্ত হইল। দশজন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রভুর অধীনে থাকিয়া সে এরূপ রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিল যে উপদেশ দিতেও ক্ষান্ত হইত না। কখন কখন একজন বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিত। দশম চার্লসের রাজ্যকাল হইতে কেহ কোন কথা শিখাইতে গেলে সে শিখিতনা।

বাবু যদুনাথ পাল ও রাখালচন্দ্র পাল বিলাতের ভারত প্রদর্শনীতে কতক গুলি মৃত্তিকার পুতুল পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ম্যাডাম টসাডের

গালায় পুতুল গুলি যেমন সুন্দর এগুলিও নাকি তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

জন ডুইনের মকদ্দমা মুঙ্গের ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন রহিয়াছে। জামালপুরের ফিটার সাহেবদল দেশীয় কালা ফিরিঙ্গী পর্য্যন্ত ডুইনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে মৃত ভক্তির পরিবার নিতান্ত দরিদ্র। উকিল দিয়া মকদ্দমা চালাইবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। জামালপুরের বাঙ্গালী ভদ্র লোক গণ যদি নিশ্চিন্ত থাকেন তবে বাস্তবিকই লজ্জার কথা। যাহাতে মৃতব্যক্তির পক্ষে একজন উপযুক্ত উকিল নিযুক্ত হইয়া মকদ্দমা চলিতে পারে সেদিকে চেষ্টা করা জামালপুর ও মুঙ্গেরের বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভদ্র লোক দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

উইলট সাহেবের একটী বুদ্ধিমান কুক্কুরের কথা শুনা গিয়াছে। রেলের গাড়ি যাইবার সময় গার্ড একখানি "ষ্ট্যাণ্ডার্ড" নামক সংবাদ পত্রিকা প্রতিদিন একস্থানে ফেলিয়া দিয়া যাইত। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কুক্কুরটী প্রতিদিন সেই স্থানে বসিয়া থাকিত, এবং কাগজ খানি পড়িলেই মুখে করিয়া লইয়া গিয়া প্রভুকে দিত। একদিন গার্ড ভুল ক্রমে ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার স্থানে আর একখানি পত্রিকা ফেলিয়া দিয়া ছিল। কুক্কুরটী সে পত্রিকা খানি যথা স্থানে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। প্রভু সময়ে পত্রিকা না পাইয়া গার্ডকে পত্র লিখে। অনুসন্ধানে জানা যায় ভুল ক্রমে অন্য পত্রিকা দেওয়াতেই কুক্কুর মনিবের কাছে লইয়া যায় নাই।

সুলতান জাঞ্জিবারের একটী ভগ্নি সিংহ শিকার করিয়া আসেন না। সময়ে সময়ে শিকার করিতে গিয়া একমাস দেড় মাস কাল জঙ্গলে অতিবাহিত করেন। রাজকুমারী শৈশবে একজন সারকস্ চড়-ন্দারের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি ঘোড়া কি হাতির উপর একজন মনুষ্যকে দাঁড় করাইয়া নিজে তাহার স্কন্ধের উপর উঠিয়া সহজে অশ্ব ও হস্তি চালনা করিতে পারেন। বন্দুক ছুড়িতে, তীর মারিতেও তিনি খুব পটু। আবার লেখাপড়াতেও কম নহেন। সম্প্রতি তাঁহার লিখিত আফ্রিকা নামক একখানি পুস্তক বাহির হইবে।

ব্রহ্মের একজন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক বলিয়াছেন—ব্রহ্ম জয় করা ইংরাজের পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার হইয়াছিল কিন্তু ব্রহ্ম রক্ষাতেই ইংরাজের বিষম দায়। যতই ইংরাজ ব্রহ্মে অধিক সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন ততই বিদ্রোহের বৃদ্ধি হইতেছে। ব্রহ্মবাসীদেরও খুব সুখ সময়—বিদ্রোহী দল একবার বেশ লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করে ইংরাজ সৈন্য আসিয়া লুণ্ঠন করিতে যাহা বাকি থাকে তাহাও লুটিয়া লয়। যেতড়ে ধান কাটিয়া লইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে কীটে তাহা গ্রাস করিয়া সুজন হরিত ক্ষেত্র মরুভূম পরিণত করে।

ষ্টেটসম্যান বলেন—রায় রামশঙ্কর সেন গবর্ণমেণ্টের পেন্সন পাইয়া বিকানির মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইবেন। রায় রামশঙ্কর যেমন উপযুক্ত লোক তাঁহার তেমনি মর্য্যাদা হওয়াও আবশ্যক।

টিকারী রাজ্য লইয়া শীঘ্র আদালতে মকদ্দমা উঠিবে। মৃত মহারাণীর স্বামীর সহিত মহারাণী কিয়দ্দিন স্বতন্ত্র ছিলেন। এই সময়ে মহারাণীর রাজ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে যায়। মহারাণীর স্বামী এখন নিজে "গার্জেন" অর্থাৎ নাবালকের অভিভাবক ও অলি হইয়া টিকারী রাজ্যের ম্যানেজার হইতে চান।

শুনা যায় আমীর হোসেন বেঙ্গল ন্যাশন্যাল লীগে যোগ দিতে অস্বীকার করায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। এ জনরব সত্য হইলে বড় আক্ষেপের বিষয়।

মহারাজ্ঞীর রাজ্যের পঞ্চাশৎ বৎসরকাল অতিবাহিত হইল। গত ২১ এ জুন এতদুপলক্ষে স্থানে স্থানে মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি আফিস ও আদালত বন্ধ হইবার কথা ছিল। কি কারণে তাহা হয় নাই তাহা জানা যায় নাই। যদি এই পঞ্চাশৎ বৎসর রাজত্ব কাল স্মরণীয় করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় তবে এ বৎসরে ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে একটী নূতন উপহার প্রদান করুন। সেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবার জন্য ভারতবাসী অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। এইবেলা সেই উপহারটী প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর হৃদয়ে মহারাজ্ঞীর পঞ্চাশৎবর্ষের রাজত্ব স্মৃতিস্তম্ভে প্রোথিত করুন।

রুষ কনষ্টাণ্টিনোপলে তুরস্কের সহিত বন্ধুতাব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। তুরস্ক ও পারস্যের সার সহিত বদান্যতা জানাইতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। তুরস্ক বলেন রুষ শত্রু, পারস্য বলেন কোন শত্রু আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে পারিবে না। রুষ আমার সহায় আছে।

সার লিপিল গ্রিফিন হলকারের মৃত্যুর পর ইন্দোরে গিয়াছিলেন, এক্ষণে ইন্দোর হইতে সিন্ধিয়ার পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা করিবার জন্য গোয়ালিয়ারে আসিয়াছেন।

গোয়ালিয়ারের নিকট ললিতপুর ও ঝান্সির অনতিদূরে জুঝার সিং নামক আর একজন ডাকাইত উৎপাত করিতেছিল। গোয়ালিয়ার দরবারের সৈন্যের সহিত জুজার যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে ডাকাইত প্রাণত্যাগ করিয়াছে। দস্যু মর্দন সিংএর অপার বল সিং ও মহাজয় নামক আর দুই জন সহচর ছিল গুলির আঘাত খাইয়া তাহারাও পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

মহারাজ হলকারের মৃত্যুতে গুইকোবার শোক চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। একদিন মৃত ব্যক্তির সম্মানের জন্য রাজ্যের কাজ কর্ম্ম সমুদায় বন্ধ ছিল। আমরা এই সংবাদে সুখী হইলাম। দেশীয় রাজগণের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ থাকে ইহা আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়।

হুগলীর সেসন জজ রাম পেলি বলেন উকিল মোক্তারগণকে আদালতে চেয়ার না দিবার যে প্রস্তাব হয় তিনি তাহার কর্ত্তা নহেন। যিনিই কর্ত্তা হউন এ বাতুলের কল্পনা যাঁহার মস্তিষ্কে উদয় হইয়াছে তাঁহাকে দেখিলে আমাদের দুঃখ হয়।

নাগপুর সেণ্ট্রাল রেলওয়ের কথা আবার পার্লিয়ামেণ্ট সভায় উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কিছু ব্যগ্রতার প্রস্তুত হওয়ায় কল্পনা টী এখন কার্য্যে পরিণত হইতেছে না।

নেলব্রোন রাজ্য লইয়া দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা বিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। একজনের নাম টামসিস, আর একজনের নাম মালিওটোয়া। জর্ম্মানেরা টামসিসের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। আমেরিকান ও ইংরাজেরা মালিওটোয়ার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। জার্ম্মানেরা আপিয়াতে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমেরিক কন্সল ম্যালিওটিয়ার রাজ পতাকা উড্ডীন করিয়া তিনি ও প্রোটেক্টোরেটের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে ইংরাজ ও ফরাসী জাতি দেশী রাজার রাজ্য লইয়া যে খেলা খেলিয়াছিলেন এও সেই খেলা। নেলব্রোনের রাজ্য এবার হয় জর্ম্মাণ না হয় আমেরিকান্ এই দুই জাতির মধ্যে এক জাতির হস্তগত হইবে।

জনরবে প্রকাশ যে ম্যাকেঞ্জিলায়েলের গোলগু নামক জাহাজ সুদ্ধ ৭ শত গঙ্গাসাগর যাত্রী ডুবিয়া গিয়াছে। সমাচার কতদূর সত্য এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

ক্রমে কলিকাতা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একটী শাখা খুলিবার জন্য গিলান সাহেব এজেন্ট যাইতেছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক গফসাহেব এলাহাবাদ মুইর সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রাপ্ত।

ইংরাজ রাজত্ব কি শান্তিময় নয়?

রামরাজ্যে লোক সুখী থাকিত; প্রজার গুণে হউক অথবা রাজার গুণে হউক সেই সুখময়—রাজ্যের অবশ্য একটী প্রধান কারণ ছিল। প্রজাপীড়ন বর্ত্তমান থাকিলে সে রাজ্যের সুখ সৌভাগ্য বিস্তার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব কথা। সুতরাং রামরাজ্যের অধিপতি অবশ্য প্রজাবর্গের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করিতেন। যত্ন থাকিতে পারে রাজা স্বাধীন অন্য লোকে তাঁহার অভিপ্রায়াধীনে থাকিবার আবশ্যক, এ মন্ত্রনা কুশল প্রদ নহে। ইহাতে দেশ ও রাজা উৎসন্ন যায়। দশজনকে লইয়া যে স্বাধীনতা সে স্বাধীনতা রক্ষা করা অসাধ্য কার্য্য। আইন কর ব্যবস্থা কর, যাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিবে অবশ্য তাহাদিগকে একবার জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। যদি প্রজার জন্য রাজার আবশ্যক, তবে রাজা কি প্রজার হিত দেখিবেন না? না দেখিলে তিনি কখনই রাজসিংহাসনে বসিবার উপযুক্তপাত্র নন। উচ্চাসনে বসিয়া ক্ষমতা হীন লোকের পায় শৃঙ্খল পরাইবার জন্য ত রাজপদ সৃষ্টি হয় নাই। যিনি দশজনকে প্রীতিদান করিতে পারেন তিনিই রাজা। আমি প্রজার ন্যায় কার্য্য করিব, যখন তুমি আমাকে তোমার স্বাধীন পদের আশা দেখাইতে পারিবে, এবং সেইসময় তোমার শাসনকার্য্যের উপযুক্ত ফল জন্মিবে। তখন তুমি আমার প্রতি আমার নিজের বিচারের ভার রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিবে। আমিও অপরাধী হইলে দ্বারে উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করিব। কিন্তু অগ্রে তাহার সোপান নির্ম্মাণ না করিলে কিছুই কার্য্যে পরিণত হইবে না। প্রজাগণকে যে চোরদায় ধরা পড়িতে হইবে এমন কিছু কথা নয়, আমি প্রজা হইয়া তোমার (রাজার) প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিলে তোমার উপর কি আমার আধিপত্য নাই? প্রজাকে বুঝাইয়া লইবার ক্ষমতা না দেওয়া রাজনীতির বহির্ভূত কার্য্য। আত্মশাসন প্রণালী প্রভৃতি কার্য্যগুলি রাজ্য পরিপোষক সন্দেহ নাই।

পুত্রের প্রতি ভার রাখিয়া কার্য্য করিলে পিতার আধিপত্য অথবা পদ মর্য্যাদা লাঘব হয় না। আমাদের মতামতে ইংরাজ এই যুক্তি উত্তম বুঝিয়াছেন। আত্মশাসন প্রণালী দ্বারা লাটগণ প্রজাবর্গের স্বাধীনতার ধুয়া তুলিয়া দিয়াছেন। ইহাতে যতদূর বুঝা যায় তাহাতে বাহ্যিক অভিপ্রায় ভাল বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু আত্মশাসন প্রণালীর অন্তর্নিবিষ্ট অর্থ গুলি যে কি, তাহা কার্য্য না দেখিয়া এখন আমরা কি বলিব? আমরা যখন দেখিতেছি অন্য আইনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির দেশীয় শিক্ষার উন্নতি সাধন, চাষ ও ব্যবসা বাণিজ্যের উৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ, আদালতের বিচার কার্য্যে অপক্ষপাত স্থাপন, প্রভৃতি আত্মশাসন দ্বারা সংস্কৃত হইতে চলিল সেই দিনই আমরা রাজার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আনন্দাশ্রু বদনে কহিব আমাদের রাজা প্রজা রঞ্জক। ইংরাজ রাজত্বে যে অশান্তিবিরাজ করিতেছে এ কথা আমরা বলিতে পারিব না। কোন অংশে ইংরাজের যিনি একটু মন্দ দেখিবেন অন্য কোন কার্য্যে হয়ত আবার শতগুণ মঙ্গল দেখিতে পাইবেন। আবার যে টুকু আমরা মন্দ বলিয়া লক্ষ্য করি, হয়ত সেটুকু পরিণামদর্শিতা হইতে পারে। রাজ কার্য্যের রহস্য অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী যে সহজে সব বুঝিয়া উঠিবে তাহা এখন সম্ভবপর কথা নহে। ইংরাজের হাতে অনেক বিষয় শিখিয়া গুরুমারা বিদ্যা প্রকাশ করা বাঙ্গালীর উচিত নহে। তবে ইংরাজ যাহা শিখাইয়াছেন তাহারই আলোচনা করিতে গেলে যদি কোন অপরাধ হয় সে অপরাধ না লওয়াই রাজার কর্ত্তব্য। রাজ্য মধ্যে যদি কোথাও অশান্তির কারণ বিদ্যমান থাকে মুখ ফুটিয়া বলিলে যদি কোন দোষ হয় সে দোষ রাজার, প্রজার নহে। সে দোষ স্পষ্ট প্রকাশ না করিলে শান্তিময় ইংরাজ রাজ্য অশান্তির প্রশ্রয় পাইবে। সংবাদপত্রসমাজেই রাজের পক্ষে সেবক অপমানের কথা।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনন্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ভাগলপুরের অস্থায়ী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টর ডগলিষ্ট, এইচ উইলসন শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্তের ছুটিতে ঐ জেলায় রাঁকা মহকুমার ভার পাইলেন। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, জে, ম্যাকফারসনের ছুটির সময় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ধারিকানাথ মুখোপাধ্যায় স হাদারের সাসিরাম মহকুমার ভার পাইলেন। রংপুরের অস্থায়ী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় পূর্ণিয়া সদরে বদলী হইলেন। পূর্ণিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রজনী কুমার দত্ত রংপুর সদরে বদলী হইলেন। মিষ্টর বে ল্যাম্বর্ট, সি, আই, ই, বাহাদুরের ছুটির সময় ২৪ পরগণার ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ট শ্রীযুক্ত এইচ, জে, উইলকিন্স কলিকাতা পুলিসের ডেপুটী কমিশনার হইলেন। পুলিসের ডেপুটী ইনস্পেক্টার জেনেরল মিষ্টর পি. এল. টাক, মিষ্টর জে, সি, ভিসে বাহাদুরের ছুটীর সময় পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনেরলের কাজ করিবেন। আর ভাগলপুরের ডেপুটী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টর এইচ, এইচ, জিনস, টাকের স্থানে পুলিসের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনেরলের কাজ করিবেন। শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন সহায়ের ছুটির সময়, শ্রীযুক্ত গিরধারীলাল মজঃফরপুরের স্পেসিয়াল সব রেজিষ্ট্রারের কাজ করিবেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায় ও বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরা কমিল্লা একজনের অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। বাবু উমেশচন্দ্র সেন বাঁকুড়া কতুরপুরের একটিং মুন্সেফ হইলেন। বাবু অভয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহম্মদাসহ জাহানপুরের একটিং মুন্সেফ হইলেন। কলিকাতা ছোট আদালতের তৃতীয় জজ বাবু শ্রীনাথ দাস, ২য় জজ বাবু টি, জোনসের ছুটির সময় দ্বিতীয় জজের এবং ৪র্থ জজ মিষ্টর এ, ও, ম্যাকওয়ার্থ বাহাদুর তৃতীয় জজের কার্য্য করিবেন। আর ব্যারিষ্টর মিষ্টর ও, বিবি, চতুর্থ জজের পদে অস্থায়িরূপে নিযুক্ত হইবেন। বাবু কিশোরীলাল সেন মতিহারির অতিরিক্ত মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

জনগুন শিক্ষা বিভাগ—পাবনা জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু রাজকুমার রায় ভাগলপুরের সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে, ভাগলপুরের বর্ত্তমান ২য় শিক্ষক বাবু সুরনাথ চট্টোপাধ্যায় পাবনা জেলা স্কুলের হেড মাষ্টারের পদে বদলী হইলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটারির সহকারী বাবু ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত ভুবনেশ্বর গুপ্তের ছুটির সময়, রাজসাহি বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টরের আফিসের ২য় ক্লার্ক বাবু কালীচরণ চক্রবর্ত্তী রাজসাহির সমুহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

কাশী।

অর্দ্ধশশি সদৃশী সুরধনী পুলিনে অসি ও বরুণা সংবেষ্টিত মহাতীর্থ বারাণসী হিন্দুগণের পরমারাধ্য স্থান। জগন্মাতা অন্নপূর্ণা সহ মোক্ষদাতা মহাদেব এখানে নিরন্তর বিরাজিত। কৃতান্ত ভয়াক্রান্ত একান্ত শরণাপন্ন ভক্তজন অভিলাষ পূর্ণার্থে ভক্তবৎসল ভোলানাথ মহোল্লাসে কাশীবিলাস

করিতেছেন। তাঁহার কৃপায় আধি ব্যাধি, জরা, জন্ম, মরণাদি সংসার বারিধিমগ্ন মোহ-বাগুরা বদ্ধ অসংখ্য গৃহবাসী, এবং অসার বিষয় বাসনারহিত সাধু সন্ন্যাসী অনায়াসে শমন শাসন অতিক্রম করিয়া, কৈবল্যধাম লাভ করিতেছে। বিষয় বাসনাবর্জ্জিত ও কাম-ক্রোধাদি দুরন্ত রিপুদমিত পার্থিব তৃষ্ণা বর্জ্জিত তপস্যাভিলাষী সাধুগণের ইষ্টারাধনার সম্পূর্ণ উপ-যুক্ত স্থান এই পবিত্র কাশীক্ষেত্র। এই পুণ্যক্ষেত্রে পাপাশক্ত, কুকর্ম্মান্বিত সমাজ ঘৃণিত, অধিকাংশ বাঙ্গালী আসিয়া পবিত্র তীর্থকে কলুষিত ও কল-ঙ্কিত করিয়াছে। দুঃখের বিষয় সমাজপূজ্য বর্ণ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণই অধিক পরিমাণে আচার, ধর্ম, নিষ্ঠা ও মহাতীর্থের পবিত্রতা নষ্ট করিতেছেন। সেসকল কদাচারীর কদর্য্যাচরণ বর্ণন করিতে ঘৃণা হয়, লেখনি সঙ্কুচিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞান শূন্য ধর্ম্মবিবেক রহিত পাষণ্ডগণের দৃঢ় বিশ্বাস অবার্থ শিববাক্যের বলে কাশীতে মরিলেই মুক্তি-লাভ হইবে। এই অন্ধবিশ্বাসের বলেই মূর্খগণ তীর্থের পবিত্রতা ধর্ম্মের মাহাত্ম্য, মনুষ্যের কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ। কালের কি কুটিল গতি। সর্ব্বনাশক কলের গুরুতর সংঘর্ষণে, কলি-রাজের প্রবল প্রতাপের বিশ্বাস্য বিশ্বনাথ পাপাত্মাদিগকে পুণ্যক্ষেত্রে স্থানদান করিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্য। মধকুল কলঙ্ক বাহন পামরগণ কাশীতে মরিয়াই যদি মুক্তিলাভ করে, তবে কৃমি-পুরীষ পুরিত ঘোর নরক কাহার জন্য?

পুণ্যতম মহাত্মগণের পুণ্যের পরিচায়ক ও কীর্ত্তিপ্রকাশক এখানে অনেকগুলি অন্নছত্র আছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্নছত্র অবারিত। ব্রাহ্মণগণ বিনা পরিশ্রমে প্রত্যহ আহার পান। মধ্যে মধ্যে দুইচারি আনা পাইয়া থাকেন, তজ্জন্য কুকর্ম্মান্বিত স্বদেশোলাঞ্ছিত সমাজ তাড়িত আলস্য পরায়ণ ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যধিক হইয়াছে। অপদার্থ অসার ব্রাহ্মণের অনায়াসে উদরান্নের উপায় দেখিয়া, মধ্যে মধ্যে ভিন্নজাতীয় কেহ কেহ ব্রাহ্মণের আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া ব্রাহ্মণ পরি-চায়ক সাধারণের বিশ্বাস জন্মাইয়া স্বচ্ছন্দে ব্রাহ্ম-ণের সমাজে চলিয়া যায়। কিন্তু মিথ্যুকের ভান, ছদ্মবেশীর প্রকৃত কথা, জাতি সম্বন্ধ সত্যতা অধিক দিন চাপা থাকে না, সুতরাং কিছু দিন পরেই দুরাত্মার জাতি রহস্য ভেদ হয়। এরূপ ঘটনা এখানে বিরল নহে। উপর্য্যুপরি এরূপ কয়েকটি ঘটনায় কাশীবাসী ব্রাহ্মণগণ অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির কথায় এখন আর বিশ্বাস না করিয়া সকলেই একটু সতর্কতা অবলম্বন করিয়া-ছেন। কিন্তু একদিকে সতর্ক হইলে কি হয়? ইহা-পেক্ষা আরো আশ্চর্য্য ভয়ানক ঘটনা এখন সংঘ-টিত হইতেছে। কালপ্রভাবেই হউক, কি দরিদ্র দেশের বর্দ্ধিষ্ণু দুর্দ্দশার জন্যই হউক না জানি কি অনতিক্রম্য কারণে হিন্দুর গৃহলক্ষ্মী লজ্জাশীলা অবলা জাতি চাতুরি জাল কাঁদিয়া লোক, ধর্ম্ম ও হিন্দুর নিষ্কলঙ্ক গৌরব নষ্ট করিতে উদ্যত হই-য়াছে। এখন কায়স্থ কিম্বা তদপেক্ষা নীচজাতিয়া স্ত্রীলোক ধর্ম্মের নামে,কাশীবাসের উদ্দেশে এখানে আসিয়া ব্রাহ্মণ কন্যা পরিচয় দিয়া সকল দিক মজাইতেছে। বাঙ্গালী টোলা সোনাপুরা মহল্লার জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের বাটীতে এক পাচিকার চাতুরি ও জাতি রহস্য সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে। এক কৈবর্ত্ত রমণী রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া ৬ বৎসর কাল প্রোক্ত ভদ্র পরিবারের মধ্যে থাকিয়া পাচিকার কার্য্য করিতেছিল। এ দীর্ঘকালের মধ্যে পাপী-য়সীর জাতি রহস্য প্রকাশ হয় নাই। গণ্যমান্য ভদ্র ব্রাহ্মণের সংসারে এতদিন থাকিয়া পাপিষ্ঠা কত সংসার মজাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন সেই ভদ্রলোকের গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া স্বাধীনভাবে থাকিয়া অন্যান্য ভদ্র পরিবারের মধ্যে নিত্য যাতায়াতে ঘনিষ্ঠতা করিয়া কুলস্ত্রী মজাইয়া স্বার্থসাধনের অন্য পথ অব-লম্বন করিয়াছে। পাপিষ্ঠার কি চাতুরী! কি সাহস!! যাঁহার বাটিতে ৬ বৎসর পাচিকার কার্য্য করিয়াছে, তিনি লোকনিন্দা ভয়ে উপযুক্ত শাস্তি না দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু এখন যেরূপ ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে কাহারও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত নহে। সকলেই একমত হইয়া দুশ্চারিণীর উপযুক্ত যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য। এখানে অনুসন্ধান করিলে এরূপ ছদ্মবেশিনী ও মায়াবিনী সর্ব্বনাশীর অপ্রতুল দেখা যায় না। গৃহস্থ মাত্রেরই এখন হইতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক।

এখানে শিক্ষিত, শাস্ত্রাধ্যাপক ও ক্ষমবান বাঙ্গালী অনেক আছেন। কিন্তু পরস্পর একতা, সহানুভূতি, ধর্ম্মালোচনা একেবারেই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে সমাজ বন্ধন, সমাজ শাসন, ধর্ম্মান্দোলন কি উন্নতি সূচক কোন কার্য্যের আলোচনা নাই। আছে কি? দলাদলি। কি ধনী, কি পণ্ডিত, কি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ,সকলেই দলাদলিতে উন্মত্ত! আরো দুঃখের বিষয় যে, দলপতিগণ আবার মহামহোপাধ্যায় 'পণ্ডিত' আখ্যাধারী!! তাঁহারা যেন পবিত্র তীর্থবাসের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য এবং শাস্ত্রানুশীলন ভুলিয়া, সর্ব্বক্ষণ দলাদলিতে মাতিয়া রহিয়াছেন। এদিকে জাতিকর্ম্ম তীর্থের পবিত্রতা নষ্ট হইতেছে, ব্যভিচার স্রোতে জাতি ভাসিয়া যাইতেছে তৎ-প্রতি কাহারো দৃক্পাত নাই। ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে। ব্যভিচারী পাপিষ্ঠের সংখ্যা এখানে এতাধিক বৃদ্ধি হইয়াছে যে, সৎ ও মোক্ষা-ভিলাষী প্রকৃত কাশীবাসী খুঁজিয়া পাওয়া সুকঠিন। প্রকৃত পক্ষে এই তীর্থ ক্ষেত্র এখন বক-বীরগণের বিলাসক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এরূপ শোচনীয় অবস্থায় ক্ষমবান পণ্ডিতগণ সমাজ ও ধর্ম্মের উপেক্ষা করিয়া ইতরলোকের ন্যায় দলা-দলিতে উন্মত্ত!! একি পরিতাপের বিষয়। পণ্ডিত-শাস্ত্রালোচনায় ঔদাস্য করিয়া, আর্য্য ধর্ম্মের দুর্দ্দশায় কাতর না হইয়া, মহাতীর্থের পিশাচ-গণের প্রতি দৃকপাত না করিয়া, ব্যভিচার প্রভৃতি প্রত্যহ সংঘটিত রাশি রাশি পাপের প্রশ্রয় দিয়া অনুক্ষণ যখন দলাদলিতে উন্মত্ত হইতেছেন, তখনকার সমাজের সুখ, ধর্ম্মের উন্নতি, প্রাচীন শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং তীর্থের পবিত্রতা রক্ষার আশা কোথায়? এখানে স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে বাহ্যাড়ম্বর পরিপূর্ণ অন্তঃসারশূন্য বিদ্যাহীন পণ্ডিতেরও অভাব নাই। এই কৃত্রিম এবং কুকদাচারী 'পণ্ডিত' আখ্যাধারীদিগকে আমরা মনুষ্যের মধ্যে পরিগণিত করিতে প্রস্তুত নহি। যাঁহারা যথার্থ শাস্ত্রাধ্যাপক,সদাচারী ও জ্ঞানী তাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করি এবং তাঁহাদের দ্বারাই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে কদাচারের প্রতিবিধানের আশা করি। পণ্ডিতগণের মধ্যে স্বনামখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর কাশী বাচস্পতি মহা-শয়ের উপযুক্ত পুত্রদ্বয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশান ও শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়দিগের প্রতি সর্ব্ব প্রথমে আমাদের দৃষ্টি পতিত হয়। তাঁহাদের বিদ্যার গৌরব নাম, যশ প্রতিপত্তি এখানে অক্ষুণ্ণ। পণ্ডিত সমাজে এই দুই মহাত্মা আর বৈষয়িকের মধ্যে গণ্য মান্য ক্ষমতাপন্ন সর্ব্ব লোক প্রিয় বাবু সোমনাথ ভাদুড়ির ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অনেক। এই মহাত্মার মনোযোগ ও যত্ন পাইলে কাশীর বাঙ্গালী সমাজের কদাচার ও দুরপনেয় কলঙ্ক অপনীত হয়। এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

— ** —

কাণপুর।

অত্রত্য মিউনিসিপালিটীর অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষ মহাশয় যখন সেক্রেটরী পদে অভিষিক্ত ছিলেন, তখনই ইহা উন্নতির সোপানে পদার্পণ করে। তিনি কতকগুলি সাধারণের উপকার জনক কার্য্য করিতে কৃতসংকল্প হন এবং যৎপরোনাস্তি চেষ্টাও করেন. কিন্তু কিছু দিন পরে উক্ত মহাত্মা নিজ ইচ্ছায় ঐ পদ ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি ঐ পদ ত্যাগ করতে সাধারণের অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছিল। যে ব্যক্তি সাধারণ হিতকামনা করে সকলে তাহারই স্তুতি কামনা করিয়া থাকে। বাবু উক্ত তৎপদে কাজ কারণে নামক একজন ইংরাজ ঐ পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন; ইনিও ভদ্র লোক বটেন। ইহারও সাধারণ কার্য্যে বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। এক্ষণে মান্যবর শ্রীযুক্ত বোল সাহেব বাহাদুর এক্ষণকার কালেক্টার। সহরের অবস্থা ও উন্নতির প্রতি ইঁহারও বিশেষ লক্ষ্য। বোল সাহেব বাহাদুরের অনুগ্রহে এবং মিউনিসিপাল সেক্রেটরী ও মেম্বরগণের উদ্যোগে কয়েকটী বিষয় সাধিত হইয়াছে।

১। ঠাণ্ডিপাড়া নামক যে রাস্তাটিতে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি অধিক চলে উহা পূর্ব্বে অপ্রশস্ত থাকা বশতঃ লোক জন শশব্যস্ত হইয়া চলিত এখন ঐ রাস্তার দুই পার্শ্বে অনেক স্থান বাড়ান হইয়াছে এখন আর সে কষ্ট নাই।

২। সহরের মধ্যে যে সকল রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া অধিক চলে এবং মহাজনদিগের মাল আমদানি ও রপ্তানির জন্য গোরুর গাড়ি অধিক গমনাগমন করিয়া থাকে, এক্ষণে ঐ সকল রাস্তায় জল ছড়ান হয়, ইহা পূর্ব্বে হইত না ইহার জন্য আমরা ২। ২ বার সোমপ্রকাশে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি।

৩। সহরের মধ্যে গলি পথের দুই পার্শ্বের পয়নালা সকল উত্তমরূপ পরিষ্কৃত না থাকায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইত, এখন তাহা অনেক পরিমাণে সংশোধিত হইয়াছে। এখন প্রত্যহ একবার করিয়া তাহা ধৌত হইয়া থাকে এবং এই নিমিত্ত কতকগুলি ভিস্তি ও মেথর ভর্ত্তি হইয়াছে। ইত্যাদি কতকগুলি হিতকর কার্য্য দেখিয়া আমরা মান্যবর বর্ত্তমান কালেক্টর বাহাদুরকে এবং মিউনিসিপালিটীর মেম্বরগণ ও সেক্রেটরী মহাশয়কে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ দিতেছি, আশা আছে ইঁহাদের হইতে এই সহরের ক্রমে ক্রমে অনেক উন্নতি হইবে।

এতদু মাসাদ্যে গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। দিবারাত্রি লু চলাতে জীবগণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়াছিল। সম্প্রতি অদ্য ৩। ৪ দিবস হইতে বারিধারা বর্ষণ হওয়ায় কষ্টের কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইয়াছে। লু যদিও বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু গ্রীষ্ম এখনও কমে নাই। আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার নহে এখনও বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা আছে এবং হইলেও ভাল হয়।

পিক্‌চিয়া মূল্য ৬৮০ ভাবিনাথ বোং পিটিয়া মূল্য ২৪ প্রভৃতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০ ক্রম ১।০ যাবারষ্টাং ।৶০ বিয়ক্রম।০ এবং ২৫ ডাম ।৶০ হিসাবে বিক্রয় হয়। ১২ শিশিব ওলাউঠার বাক্স মায় পুস্তক ৪। ঐ ক্যাম্ফরসহ ৫৲ ও সাধারণ চিকিৎসার পুস্তক সহ ২৪ শিশির ৮।, ৩০ শিশির ১০।০ ৪০ শিশির ১৫, ৪৪ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ১৬৲ ৭২ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ২৫৲।২০০ শিশির উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও থার্ম্মমিটার সহ ৮০৲ থার্ম্মমিটার ৪।০ ও ৫ (ক্যাটেলগ বিতরণীয়।) (সমস্ত বাক্সের সহিত পুস্তক ও কোটা ঢালিবার যন্ত্র পাওয়া যায়) ঠিকানা ১১৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য—ম্যানেজার।

—●●—

—●●—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা প্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে নূতন অক্ষরে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় জানিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অমরেন্দ্র কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল সমেত ৩।০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৶১০ করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

—●●—

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাসুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাসুল
১ম ভাগ	৶০	৴১০
২য় ভাগ	৶০	৴১০
নীতিসার।		
১ম ভাগ	৶০	৴১০
২য় ভাগ	৶০	৴১০
৩য় ভাগ	৶০	৴১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	৴১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাসুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল সমেত ৩।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, ড্রাফ্‌ট, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৶১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সত্য এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রোপ্রাইটার দায়ী নহেন।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

৩০ শ ভাগ।   "স্বকর্মণা প্রকৃতিভিন্নায় যাবিঁশঃ অকস্মাৎ অভিসংহতো ন ভীমনা।"   ৪৪ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৸০।   ১২৯৩ সাল। ২২ এ আষাঢ়। ইং ১৮৮৬। ৫ ই জুলাই   ৭ বিপ্লবাজ। ২২ এ আষাঢ়।   অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৬৷০ টাকা।

চর্ম্ম রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এই ঔষধে পারা নাই ইহা সার্জ্জন মেজর কর্ত্তৃক পরীক্ষিত। দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই নিরাশ হইবেন না। মূল্য প্রতি কৌটা ।॰ আনা, তিন কৌটা ১।॰ আনা, ছয় কৌটা ২।৵ ডজন ৪।॰ টাকা।

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী।
ডাক্তার পাবনা।

—●●—

সুলভ মূল্যে অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ।
সরল পদ্যানুবাদিত।

ভাগবত।

প্রথম স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ সম্পূর্ণ।
পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র পুস্তকের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহিত কলিকাতা ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ৩৲ তিন টাকা অগ্রিম মূল্য না পাইলে পুস্তক প্রেরিত হয় না।

শ্রীবিপিনবিহারী শীল।
২৫—৬ কলিকাতা ১১৮ অপর চিৎপুর রোড।

ইলকট্রো গ্যালভানীয়

অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত।

পি সি, রায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও আবিষ্কৃত।
৩৪ নং বেনেটোলা লেন পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই অঙ্গুরী কবচ ও অনন্তের এমন আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, যে সকল রোগে মনুষ্য একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন অথচ ডাক্তারি হাকিমি এবং কবিরাজি চিকিৎসায় কিছুতেই কিছু উপশম হয় নাই, তাঁহারা এই মহৎ শক্তি এবং জীবন স্বরূপ কবচ, অঙ্গুরী ও অনন্ত ধারণ করিলে সেই সমস্ত দারুণ রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবেন, অতএব যদি কেহ ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার নিকট তাড়িত অঙ্গুরী, কবচ কিম্বা অনন্ত লইয়া যাউন, আর রোগের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না, এবং সুস্থ শরীরে ইহা ব্যবহার করিলে ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ স্পর্শ করিতে পারে না। অঙ্গুরী কবচ ও অনন্তের কালিদ (P. C. D.) নামাঙ্কিত দেখিয়া লইবেন এবং অঙ্গুরী ও অনন্তের মাপ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

প্রতি কবচের মূল্য	১।॰ ডজন ১২৲ টাকা
প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য	১।॰ ডজন ১২৲
প্রতি অনন্তের মূল্য	১।॰ ডজন ১৫৲

প্যাকিং ও পোষ্টের খরচা এক হইতে ৬টা ।৵॰ ৭ হইতে ১২টা ।৵॰ লাগিবে।

এ চারি প্রকার অঙ্গুরীর মধ্যে যাহারা যে রকম লইতে ইচ্ছা করিবেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই নম্বর ধরিয়া লিখিয়া পাঠাবেন।

প্রেরিতপত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

স্বভাব সন্দর্শন।

জনাকীর্ণ নগরের কোলাহল ত্যজি,
চল মন, করি গিয়া স্বভাব দর্শন;
বিধাতার সৃষ্টি মাঝে কত মনোহর.
আছে বস্তু নিরখিয়া জুড়াব নয়ন।
নিত্য নিত্য এক বস্তু হেরিয়ে নয়ন
না জন্মায় প্রীতি আর উল্লাস অন্তরে।
তাই ত্যজি নগরের কৃত্রিম সুষমা,
চায় মন বিচরিতে কানন, কন্দরে।
চল মন, সিন্ধুতীরে ধবল বালুকা,
জ্বলে যথা হীরামান দিনকের করে;
অথবা নিরখি সেই অনন্ত গভীর
নীরধির নীল জল তরঙ্গ উপরে।
কিম্বা তুঙ্গ শৃঙ্গ গিরি শিখরে উঠিয়া,
নিরখি সে বিধাতার অনন্ত মহিমা;—
কিরূপে সে অভ্রভেদী বিপুল অচল
দেখায় প্রশস্ত বরে সৃষ্টির গরিমা।
কিম্বা পশি মনোহর জীবন কাননে—
রবি শশিকর যথা ঢাকে শাখাবলী;
তরু জীবি প্রকৃতি সাহসি' যেই স্থানে
সাজাইতে তনুখানে মারে বনস্থলী।
অথবা চলরে মন, তীব্র মরু ভূমে
মনের প্রসন্নতা অন্তর স্থানে.
অনন্ত বালুকা রাশি রবিকর তাপে
দিগন্ত ব্যাপিয়া যথা অনল সমান।
কিম্বা তটিনীর তীরে চল মন যাই
নিরখিতে অস্তোন্মুখ দিবাকর ছবি;
কেমনে কিরণ কোথা ক্ষুদ্র বীচি গুলি
[illegible] কলরবে নিরখিয়া রবি।
কিম্বা রে উৎসুক মন, দর্শন পিপাসা
মিটাইতে চাও যদি, চল সরোবরে,
রবিকিরণে কমলিনী বিকাশি' যথায়—
লুকায়ে সৌরভ দেয় সমীরে সাদরে।
প্রকৃতির কুঞ্জবনে অথবা রে মন,
চল যাই কৌতুহল করিব নির্ব্বাণ,
অম্র ও মধুক তরু ব্রততী মঞ্জরী—
পুষ্পময় হার পরি যথা বর্ত্তমান।
কিম্বা রে অতৃপ্ত মন, যথা ইচ্ছা চল,
নিরখিতে বিধাতার সৃজন বিচয়,
ক্ষুদ্র তৃণরাশি হতে বিশাল ভূধর
মহত্তাভে উচ্চ-বৃক্ষ-শাখে পরিচয়।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা।

—●●—

মহাশয়। গত ১৭ ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার বড়িশা "উডওয়ার্ডস্ লাইব্রেরীর" প্রথম বাৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে অনেক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাৎসরিক বিবরণ পাঠ সমাপ্ত হইলে, সভাপতি মহাশয় পুস্তকালয় সম্বন্ধে একটী সুন্দর ও সরল বক্তৃতা করেন। তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি সভাগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়।

১। যেসকল গ্রন্থকারগণ তাঁহাদিগের পুস্তক সকল পুস্তকালয়ে উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। যেসকল সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকগণ তাঁহাদিগের বহুমূল্য পত্রিকা সকল পুস্তকালয়ে উপহার দিতেছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

৩। যেসকল বিদেশস্থ মহোদয়গণ অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

বশম্বদ
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

—●●—

মহাশয়। শান্তিপুর-পুলিসের-দুষ্যাতি ক্রমেই

প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। ইতিপূর্ব্বে এখানকার বেশ্যা সৌরভী বোষ্টমীকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করা এবং তাহার অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া লওয়া ইত্যাদির জন্য স্থানীয় পুলিষ এখানকার তারাপ্রসন্ন দত্তের ছেলে দীনু দত্তকে দণ্ডবিধির ৩৭৯।৩০২ ধারামত চালান দেন, রাণাঘাটের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু মহোদয় তারা-প্রসন্নের দোষের প্রমাণ না পাওয়ায় কার্য্যবিধির ২ ৯ ধারার মর্ম্মানুসারে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

সম্প্রতি এক রাত্রিতে অত্রত্য লক্ষ্মী-তলা পাড়ার যাদুমণি নাম্নী একটী স্ত্রীলোক খুন হয়। দুর্ব্বৃত্তেরা তাহার মুখের ভিতর কাপড় প্রবেশ করাইয়া ক্ষুর দ্বারা তাহার কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং এখানে এই কথা লইয়া হাটে বাজারে পথ ঘাটে নানাপ্রকার আন্দোলন চলিতে লাগিল। স্থানীয় পুলিষের বড় কর্ত্তা বাঁশী সা নামক একজন লোককে চালান দিলেন। অবশেষে ইনস্পেক্টার বাবু স্বয়ং তদন্ত করিতে লাগিলেন। একজন স্পেশিয়াল সবইনস্পেক্টার শান্তিপুরে আসিয়া যথা স্থানে বাসা করিয়া রহিলেন। মধ্যে মধ্যে আতর বিক্রয় ওয়ালা সাজিয়া তন্ন তন্ন করিয়া শান্তিপুর পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে বাঁশী সা এবং যোগীন্দ্রনাথ দত্ত উভয়কেই বিচারার্থ রাণাঘাটের নবাগত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের নিকট সোপর্দ্দ করা হইল। পুলিষ ইহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০২ (জ্ঞানকৃত বধ) ধারার অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করেন। সকলেই সোৎসুক চিত্তে বিচার প্রণালী ও শেষ ফল দেখিবার জন্য গেল। শেষে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইয়া গেল। আমাদিগের মাননীয় ডেপুটী বাবু আসামী দ্বয়ের বিরুদ্ধে সন্তোষকর প্রমাণ না পাইয়া উভয়কেই কার্য্যবিধির ২০৯ ধারামত ডিসচার্য্য করিয়া খালাস দিয়াছেন।

এদিকে কিন্তু মৃতা সৌরভী এবং যাদুমণির প্রেতাত্মা পুলিষকে অজস্র ধন্যবাদ দিতেছে। উভয় মৃতার হত্যাকারীকে তাহা ঈশ্বর জানেন। হবে সম্পাদক মহাশয়! আপনাদের চাকড়িপোতায় যেমত বেণী কড়াইয়ের হত্যাকারীর কোন সন্ধানই হইল না এ দুইটী খুনের সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে। পুলিষ এ সম্বন্ধে শোচনীয় অযোগ্যতা দেখাইয়াছেন। এতদ্দ্বারা সৌরভী এবং যাদুমণির হত্যাকারীরা প্রশ্রয় পাইয়া গেল। ইহার মধ্যে আরও একটু রহস্য আছে। এসম্বন্ধে যে নাপিত সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার সারাংশ এই।—

"উপস্থিত ক্ষুর আমার নহে, আমি কোন ক্ষুর বাঁশীকে দিই নাই, আমি উহাকে কামাই না, পুলিষে জবানবন্দী দিয়াছি, সেখানে এই ক্ষুর আমার বলে ছিলাম, "মেরে ফেলায়" বলিয়া আমার ক্ষুর বলিয়াছিলাম দারগা হুকুম দেয়, কনষ্টেবল খোট্টা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ
ইলছোবা-মোণ্ডলাই।

সোমপ্রকাশ।

২২ এ আষাঢ় সোমবার

লর্ড র‍্যাণ্ডলফ চর্চ্চহিলের স্বার্থযজ্ঞে অনুসন্ধান সমিতিকে আহুতি দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজ স্বার্থে স্বাহা, ইংরাজস্য ভারত রাজ্যে স্বাহা, বলিয়া যাজক ভারতবাসীর আশা ভরসা এককালে বিদ্বেষ বহ্নিতে জ্বালাইয়া দিয়াছেন। ঋত্বিক সিভিলিয়ানগণ সে যজ্ঞের সমিধ ঘৃত যোগাইয়াছিলেন; এক্ষণে যজ্ঞভাগ উপকরণ সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন। সুযোগ্য পাইওনিয়র, তন্ত্রের ব্রাহ্মণকারী সার লিপিল গ্রিফিন এই যজ্ঞের চরু ভক্ষণ করিয়া দীর্ঘজীবী হইয়াছেন। আর ভারতবাসী—ভারতবাসী বড় আশা করিয়া ভাবিয়াছিল অনুসন্ধান সমিতি স্থগিত হইয়াছে মাত্র, একেবারে লুপ্ত হয় নাই। আইরিষ প্রশ্নের একপ্রকার মীমাংসা হইয়া গেলে আবার পার্লিয়ামেণ্টে ভারতীয় রাজ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কথা উঠিবে। সে আশা মিটিল, এক আইরিষ প্রশ্নের মীমাংসায় উন্নতিশীল সম্প্রদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়াগেল, গ্লাডষ্টোন হীনবল ও ভগ্নমনোরথ হইলেন, মহাত্মা জন ব্রাইট পর্য্যন্তও আইরিষ প্রশ্ন লইয়া মাতিলেন। আবার যে লিবারেল সম্প্রদায় একত্র হইবে, গ্লাডষ্টোন তাঁহাদের অধিনায়ক হইবেন, রক্ষণশীল সম্প্রদায় পরাভূত হইবে, চর্চ্চহিল স্বীয় বাল চাপল্য পরিহার করিয়া নিস্বার্থ চক্ষে ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন—সে নিতান্ত দূর প্রত্যাশা। আমরা অনেকদিন হইতে ইংরাজের অনেক ব্যাপার দেখিয়া আসিতেছি, অনেক অভাব সহ্য করিয়া আসিতেছি, এখনও দেখিব আমাদের অদৃষ্টে আরও কি আছে।

—••—

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সিমলায় "চরিত্র" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। "চরিত্র" তাঁহার স্বীয় বিমল চরিত্রের উপর কলঙ্ক পড়িয়াছে। প্রতাপ বাবু বলেন দেশীয় যুবকগণ যে ভাবে রাজনীতির আলোচনা করিতেছেন তাহাতে তিনি আপনাকে তাঁহাদের স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ করেন। প্রতাপবাবুকে আমরা একজন উন্নত হৃদয় ধর্ম্মাত্মা বলিয়া জানি। তিনি যদি স্বজাতির কোন অপরাধ দেখিতে পান স্পষ্টবক্তার ন্যায় স্বজাতির নিকট বলাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তা না করিয়া যেসকল ইংরাজ ভারতবাসীর নামে জ্বলিয়া উঠে, তিনি যে তাহাদের নিকট স্বজাতির অগৌরবের কথা অগ্রে গিয়া প্রকাশ করেন ইহা অবশ্যই কাপুরুষতার কার্য্য? প্রতাপ বাবুর এ দুর্ম্মতি কেন হইল তাহা আমরা বলিতে পারি না। আর কখনও তাঁহার মুখে এরূপ মনুষ্যত্ব হীনতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ধর্ম্মে যাঁহার প্রাণ, সত্যে যাঁহার বল, এরূপ একজন উন্নত হৃদয় ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া স্বজাতিকে ঘৃণা করেন, আর সেই ঘৃণার কথা অপরাধীর নিকটে ব্যক্ত না করিয়া, তাহার সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া, ব্রহ্মেগ্যান্তে বিজাতীয়ের নিকট বক্তৃতা ছটা প্রকাশ করিতে যান, একি তাঁহার পক্ষে লজ্জার বিষয় নহে? নিশ্চয়ই প্রতাপের উপর কোন উপদেবতার প্রতাপ বাড়িয়া থাকিবে। তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রচার করিয়া স্বীয় মর্য্যাদার উপর কলঙ্ক লেপন করিতেছেন। দেশীয় যুবকেরা যে রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেছেন আমরা বলি তাহাতে ঘৃণা বিদ্বেষের লেশ মাত্রও নাই—প্রতাপ বাবু এমন কোন আন্দোলন দেখাইয়া দিতে পারেন না যাহাতে রাজভক্তির সম্যক প্রকাশ নাই। ঘৃণা বিদ্বেষত দূরের কথা, যাহাতে কোন ইংরাজ কর্ম্মচারীর গুণের অনাদর করা হয় এমন কোন আলোচনাতেই দেশীয় যুবক যোগ দিতে ইচ্ছা করেন না। প্রতাপবাবু দেশীয় যুবকদিগের নামে এই মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া ধর্ম্মের দিকে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। যিনি এই দারুণ অধর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন তাঁহার ধর্ম্মে না মজিয়া যুবকেরা যদি বিদেশীয়ের উপর বিদ্বেষভাবই পোষণ করে তবে তাহাতে অধিক অধর্ম্ম হয় না। দুই ইঞ্চি পরিমিত স্থানের অগ্রপশ্চাৎ লইয়া কৈশব সম্প্রদায়ের সহিত প্রতাপ বাবুর একবৎসর ব্যাপী ভয়ানক বেদি বিবাদ বর্ত্তমান ছিল। দুই ইঞ্চিতেই এক্ষণে মিটিয়া গেল, কিন্তু সমগ্র বঙ্গবাসীর সহিত তাঁহার

যে দুই শত ক্রোশের ব্যবধান ও বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে দুই শত শতাব্দি অতিবাহিত হইলেও তাহা মিটিবার সম্ভাবনা নাই।

—❀❀—

পেলমেল গেজেট বলেন;—জনকয়েক ইংরাজের সিমলাশৈলের মেঘাচ্ছন্ন শিখরে বসিয়া ভারত শাসন করা আর বেলুনে উঠিয়া রাজ্য শাসন করা দুই ই সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ডের কোয়াইট হল, মেলমেল্ ওডাউনিং ষ্ট্রীট যদি বেন্ নেভিসের শিখরে গিয়া উঠে তবে যেমন ইংলণ্ড শাসন হয়, সিমলায় বসিয়া ভারত শাসনও সেইরূপ হইতেছে। কলিকাতায় বসিয়া গবর্ণরগণের এতই যা গ্রীষ্ম বোধ কেন হয়? ইংলণ্ডের শীতে মানুষ মরে। সে দারুণ শীতে যদি লাট বাহাদুরগণের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার ক্ষমতা থাকে তবে কলিকাতার গ্রীষ্মে কেন যে তাঁহাদের রাজকার্য্যে মনোযোগ না পড়ে ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। সিমলায় রাজধানী স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্টের কি যে লাভ তাহাও আমরা বুঝিতে অক্ষম। সেখানে কর্ম্মচারিগণের অধিক বেতন দিতে হইবে। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হইবে, আর যেসমুদায় দেশীয় কর্ম্মচারী দেশ ছাড়িয়া পাহাড়ের উপর জীবন যাপন করিতে যাইবেন তাঁহারাও কাযকর্ম্মে বড় একটা মন দিয়া গবর্ণমেণ্টের মনস্তুষ্টি করিতে পারিবেন না। ইংরাজের সামান্য একটু বিলাসের জন্য এতদূর ক্ষতি স্বীকার করা গবর্ণমেণ্টের কখনই কর্ত্তব্য নহে। কেহ কেহ বলেন সিমলা যদি দ্রশীলোদের পক্ষে অনুপযোগী হয় বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণকে বিদায় করিয়া দিয়া তাঁহাদের স্থানে উপযুক্ত পঞ্জাবী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলে চলিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট কখনই এ ব্যবস্থার পক্ষপাতি নহেন। বাঙ্গালী না হইলে সরকারী কার্য্য কিরূপে যে বিশৃঙ্খল হয় তাহা গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। সুতরাং তাঁহাদেরও সুবিধার দিকে লক্ষ্য না রাখিলে চলিবে কেন? গবর্ণমেণ্ট স্বর্গে বসিয়া থাকিয়া মর্ত্তের শাসন কিরূপে করিবেন তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। গবর্ণমেণ্টের চক্ষের উপরেই যখন অত্যাচারের অভাব নাই তখন পশ্চাতে থাকিলে গুণধর মহাপুরুষগণ যে কি করিবেন তাহাও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমরা বার বার গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি গবর্ণমেণ্ট এ বিষম সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন। ভারতবাসীও এই সঙ্কল্পের প্রতিবাদী হইয়া ব্রহ্মাতে গবর্ণমেণ্ট স্বীয় কর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন তাহার জন্য যত্নপরতঃ চেষ্টা করুন।

—❀❀—

পাইওনিয়ার তাজেন কিন্তু মচ্কান না। তিনি এখনও বলেন কাশ্মীরের রাজা সম্বন্ধে তাঁহার সংবাদদাতা যে সমাচার দিয়াছিল তাহাই সত্য। মহারাজের প্রাইবেট সেক্রেটারী রাজ ভ্রাতাদের কার্য্য পরিত্যাগের কথা মিথ্যা বলেন, কিন্তু সহযোগী সংবাদদাতার কথায় ধ্রুব সত্য জ্ঞান করিয়া বলিতেছেন—"ভ্রাতারা এখন স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু যখন আমাদিগকে এই সমাচার প্রেরণ করা হইয়াছিল তখন তাঁহারা কার্য্যত্যাগ করিয়াছিলেন। কাশ্মীর সংবাদে প্রচার যে দরবারে মহারাজার সহিত তাঁহার ভ্রাতাদের কোন মতভেদ হয় নাই। কিন্তু অনিচ্ছাসত্তেও আমাদের বলিতে হইতেছে এ সংবাদটী মিথ্যা। রাজা তাঁহার ভ্রাতাগণকে কোন একখানি পত্রে সাক্ষর করাইবার নিমিত্ত "জুলুম" করিয়াছিলেন কি না এবং ভ্রাতারা তাহাতে অস্বীকৃত ছিলেন কি না, কাশ্মীরের ষ্টেট সেক্রেটারী আমাদিগের নিকট কথাটী ভাঙ্গিয়া বলিলে আমরা বড়ই বাধিত হইব। রেসীডেন্ত যদি অমর সিংকে অপমানিত না করিবে সহসা তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইল কেন? অমর সিংহের সহিত রাজার কোন মতভেদ ছিল কি না, রাজাও অমর সিংকে রাজস্ব সচীবের আত্মীয় বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন কি না। তারপর আমরা নিশ্চয় জানি বাওদা সম্বন্ধে যে ব্যাপারই ঘটিয়াছিল তাহা সত্য। রাজা ইহাতে এত রুষ্ট হইয়াছিলেন যে সাধারণ্যে তাহা আর প্রকাশ করেন নাই। জম্মু হইতে যখন যথার্থ সংবাদ ইচ্ছা পূর্ব্বক গোপন করা হয় তখন শ্রীনগরে কাশ্মীরের রেসিডেণ্টের নিকট যে প্রকৃত ঘটনা গোপন করা হইবে ইহা অসম্ভব নহে। কাশ্মীর রাজা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছে। কাশ্মীরে রাজার কর্ম্মচারিগণ যে সংবাদ গোপন করিতেছেন ইহাতে তাঁহাদের কিছু মান বাড়িবে না, কোন উপকারও দর্শিবে না"। সহযোগীর সংবাদদাতার উপর এত বিশ্বাস যে কাশ্মীরের ষ্টেট সেক্রেটারীও তাঁহার নিকট মিথ্যাবাদী হইতে পারিলেন। সহযোগী আবার সংবাদদাতার উপর টেক্কা দিয়া বলেন কাশ্মীরের রাজকার্য্য সম্বন্ধে একটী বিশেষ অনুসন্ধান করিবার বিলম্ব হইতেছে বলিয়াই এত গোলযোগ বাঁধিয়াছে। বোধ হয় সহযোগীর ইচ্ছা এই সমুদায় গোলযোগ মিটাইবার জন্য কাশ্মীর গ্রাস করিলেই কিছু ভাল হয়। মিথ্যা কথায় স্ত্রীলোকের ন্যায় বিবাদ করিতে ও স্বীয় নীচতা প্রকাশ করিতে সহযোগীর বাহবা ক্ষমতা!!

—❀❀—

বাবু বীরেন্দ্রনাথ পাল নামে একজন স্বজাতিদ্বেষী দেখা দিয়াছেন। ইহাঁর কায কর্ম্ম জুটিত না, বেকার থাকিয়া তাঁহার মস্তিকে একটী সুন্দর কল্পনার উদয় হইয়াছে। তিনি চাকরির প্রত্যাশায় পাইওনিয়ার ও ইংলিসম্যানে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া স্বজাতি ও স্বীয় বন্ধুগণের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রজা সমিতির উপর বীরেন্দ্র বড় চটা। রাজনীতি লইয়া যেসকল যুবক আলোচনা করেন তাঁহাদের উপর তাঁর বড় কোপ, দেশীয় সংবাদপত্রকে তিনি দুইচক্ষে দেখিতে পারেন না। এত গুলি গুণে বীরেন্দ্র পাইওনিয়ার ও ইংলিসম্যানের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহার একটী চাকুরি যুটিবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। পাইওনিয়ার বলেন বীরেন্দ্র বুদ্ধিমান ও সুচতুর। বাস্তবিক এই সকল গবর্ণমেণ্টের মুখপাত্র উকিলদিগের মনস্তুষ্টি করিতে পারিলে সহজেই বীরেন্দ্রের অদৃষ্ট ফিরিবে। এই সকল স্বজাতিদ্বেষী বন্ধু পাইয়া আমাদের বলিতে হয় "জগদীশ্বর আমাদিগকে বন্ধু হইতে রক্ষা কর"।

—❀❀—

হাওড়া মিউনিসিপালিটীতে অফিসিয়াল, চেয়ারম্যান হইতে পারিল না। কমিশনারগণের ক্রমাগত চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট অবশেষে স্থির করিয়াছেন একজন দেশীয় ব্যক্তিই মিউনিসিপালিটীর উচ্চাসন পাইবেন। এখন চেয়ারম্যানের পদপ্রার্থী দুই জন। একজন মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, আর এক জন আমাদের পরিচিত বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বি, এল। বাবু কেদারনাথ একজন রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টার মাত্র, বাবু উপেন্দ্রনাথ একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি। ১০ বৎসরকাল তিনি কমিশনারের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ১৫ বৎসরকাল হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। যাঁহারা যথার্থ গুণগ্রাহী তাঁহারা উপেন্দ্রনাথের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথের একটু একেলে গন্ধ আছে সেইজন্য ইউরোপীয় কমিশনারগণ তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ। ইহাঁরা উৎসাহহীন নিরীহ সেকেলে গোছের লোক ভাল বাসেন। কারণ তাঁহারা ইংরাজের প্রতিবাদ করিতে, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের দোষ দেখাইতে বড়

একটা স্বীকার করেন না। কেদার বাবু নিজেও ব্যক্তি চেয়ারম্যানের পদ পাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। ইতিমধ্যে তিনি উপেন্দ্র বাবুর নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কতকগুলি দোষ দেখাইয়া গবর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানি কমিশনারগণ কর্ত্তৃক ধরা পড়িয়াছে। কতকগুলি মিথ্যা সংবাদ গবর্ণমেণ্টকে কেন জ্ঞাপন করা হইল তাহা কেদার বাবুর নিকট ইহার কৈফিয়ত চাহিয়াছেন। দেখা যাক শেষে কি হয়।

—✱✱—

কলিকাতার ইনকম টাক্স কালেক্টার বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার জ্বালায় মাড়ওয়ারি ও দেশীয় বণিক ও দোকানদারগণ উত্তক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কালেক্টার সাহেব কোথাও বা একজনের উপর দুইবার ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া দুইটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নোটীস দিয়াছেন, কোথাও বা অনুচিত ট্যাক্সের উৎপীড়নে দোকানী পসারী দোকান পাঠ উঠাইয়া লইবার পথ দেখিতেছে। যাহাদের উপর ট্যাক্স ধরা হয় তাহাদের আয় ব্যয়ের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া কালেক্টার সাহেব ইচ্ছাপূর্ব্বক ট্যাক্স ধার্য্য করেন। শুনা যায় সাহেব বলিয়া থাকেন দোকানী ও মহাজনদের খাতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। তাহারা দুই প্রকারের দুই খানি খাতা রাখিয়া থাকে। এই অবিশ্বাসের উপর ভর করিয়া সাহেব, গরীবদের খাতা পত্র সবই অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কলিকাতা কালেক্টরি হরিঘোষের গোয়াল। সেখানে কার শ্রাদ্ধ কে করে তাহার ঠিকানা নাই। কেবল অত্যাচার আর বেবন্দোবস্ত। যাহাদের উপর ট্যাক্স ধরিতে হইবে, বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগকে নোটীস দেওয়া হয়। ধার্য্য দিনে তাহারা কালেক্টরিতে উপস্থিত হইলে এক এক জনের নকদমা ডাক হয়। এইরূপে ১০ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত ব্যবসায়িদিগকে ব্যবসা বন্ধ করিয়া, বহুল ক্ষতি স্বীকার করিয়া সমস্ত দিন ডাক প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে হয়—কখন্ তাহাদের ডাক হইবে। যাহার তাহা হইল এজলাসে বসিয়া থাকা ভিন্ন অন্য উপায়ে তাহার আয় নিরূপণ করা অসম্ভব। কালেক্টার সাহেব সেই খাতার উপর অবিশ্বাস করিয়া নিজের ইচ্ছামত ট্যাক্স ধার্য্য করেন। এসকল কি কম অত্যাচার? উপরওয়ালারা কি এদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না? একজন অনভিজ্ঞ অনুপযুক্ত বিদেশীয় কর্ম্মচারীর হস্তে দেশের লোকের আয় নিরূপণের ভার দিয়া তাঁহারা কি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবেন। আমরা বোর্ড অব রেভিনিউকে বলি এ উৎপাত তাঁহারা শীঘ্র দমন করুন, ব্যবসায়ীর উপর বড় পীড়ন হইতেছে। ইনকম ট্যাক্স বিল পাস হইবার সময় লর্ড ডফরিণ আমাদিগকে আশা দিয়াছিলেন যে ট্যাক্স নিরূপণ কি আদায়ের সময় কোন প্রকার পীড়ন হইবে না। আমরা লর্ড ডফরিণের সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সত্বরই এই সকল অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবেন।

—✱✱—

"মহারাষ্ট্র" কহেন লোকের যেমন একবার দুর্নাম রটিলে সহজে তাহা অপনোদিত হয় না, ব্রহ্ম বিদ্রোহিদিগের ডাকাইত নাম ও তেমনি রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই ব্রহ্মেরা এক এক জন রাজার অধীনে সশস্ত্র হইয়া লড়িতেছে তথাপি তাহাদের ডাকাইত দুর্নাম ব্রহ্মকে যেজন্য ডাকাইত বলা যায়, ইংরাজকেও সেজন্য ডাকাইত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্রহ্ম স্বদেশবাসিদের তৈজসপত্র কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদিগকে নাস্তানাবুদ করিতেছেন, ইংরাজ তাহাদের ঘর বাড়ী পুড়াইয়া দিয়া দেশত্যাগী করিয়াছেন। এখনও ব্রহ্ম লুটপাট করিয়া চলিয়া গেলে ইংরাজ অবশিষ্ট লুটের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে যান। ব্রহ্মে ইংরাজ কর্ত্তৃক ডাকাইত তাড়ান এক কৌতুকের বিষয় হইয়াছে। ২৫ হাজার সৈন্য ইতস্ততঃ বিচরণ করে কিন্তু ব্রহ্মের ডাকাইতির সময় হয় সৈন্যগণ না হয় অশ্বারোহীর দল কাছে না থাকায় ইংরাজের সৈন্য পৌঁছিতে পারে না। যখনই ডাকাইতেরা ডাকাইতি করিয়া চলিয়া যায়, তাহার সময় আমাদের এদেশের পুলিসের মত তখনই ইংরাজ সৈন্য রণক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইতে আসেন, হয়ত দুই একদল ডাকাইতদের অনুসরণ উদ্দেশে দেশ ভ্রমণ করিয়া আসেন, না হয় শত্রুর হস্তে পড়িয়া বিপর্য্যস্ত হন। সৈন্য সংখ্যা কমিতেছে এক একটী করিয়া অফিসার পঞ্চত্ব পাইতেছেন, তথাপি জনরব যে কলেরায় লোক মরিয়াছে, ক্রমে ক্রমে ডাকাইতের মধ্যস্থলে পড়িয়া সৈন্যগণ জীবন হারাইতেছেন। দুইদিন একস্থানে চালচুলা বাঁধিয়া ইংরাজ তিষ্ঠিতে পারিতেছেন না। ইংরাজের কোন সত্যবাদী সৈন্যাধ্যক্ষ বলিয়াছেন ব্রহ্মের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে যত অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া দেওয়া হয় ১৮৮৭ অব্দের জুন মাসে ব্রহ্মশাসন হওয়া সম্ভব। আমাদের বোধ হয় ভারত শূন্য করিয়া সৈন্য পাঠাইলেও ব্রহ্মবিজয় হওয়া সহজ নহে। ইংরাজ ব্রহ্মের স্বাধীনতা হরণ করিয়া কেবল লোকসানেরই ভাগী হইয়াছেন। লাভের মধ্যে ডাকাইতি শিক্ষা করিতেছেন, আর কিরূপে ডাকাইত ধরিতে হয় তাহার চেষ্টা করিতে শিখিতেছেন। তথাপি ইংরাজের অভিমান যাইবার নহে। বিলাতে ব্রহ্মশাসন লইয়া আন্দোলন উঠিয়াছে। কমন্স সভায় ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন সভ্য ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি ভারতের বড়লাটের নিকট পত্র লিখেন। পত্রোত্তরে ডফরিণ লিখিয়াছেন অতি অল্পদিনের মধ্যেই ব্রহ্মে সুশাসন স্থাপিত হইবে। আমরা যদি লর্ড ডফরিণের কার্য্যকালের ভিতর ব্রহ্মের ডাকাইতি দমন হইল দেখিতে পাই তাহা হইলেও বুঝিব কুমড়ার বাহাদুরি আছে।

—✱✱—

স্বায়ত্তশাসন কি হিন্দুর পক্ষে নূতন ?

ইউরোপীয় নিম্নশ্রেণীর ইতিহাস লেখকেরা বলেন হিন্দুর রাজা স্বাতন্ত্র্যবলম্বী ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁহারা ভারত প্রত্যাগত প্রাচীনগণের মুখে যাহা শ্রবণ করেন তাহারই উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইতিহাস লিখিতে বসেন। ইহাদের ইতিহাস ও বুড়াঠাকুরদিদির পক্ষিরাজ ঘোড়ার গল্প উভয়ের মধ্যে বড় একটা প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। মোক্ষমূলার প্রভৃতি যে সকল খ্যাতনামা ইউরোপীয় অধ্যাপক হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়াছেন, বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, মন্বত্রির ব্যবস্থা শাস্ত্র ভেদ করিয়া হিন্দুর পারিবারিক ইতিহাস পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, কালিদাস ও ভবভূতির অমৃতময়ী কাব্যের সাগরে অবগাহন করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন হিন্দুর রাজত্বকালে ভারতবর্ষে প্রকাশ্যে রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকিয়াও প্রকৃতপক্ষে প্রজাতন্ত্রের শাসনপ্রণালীই অবলম্বিত হইত। রাজা এক শাসনকর্ত্তা রাখিয়া প্রজাবর্গ স্বয়ংই আইনকানুনের ব্যবস্থা করিয়া দিত। এবং ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে স্বয়ংই তাহা সম্পন্ন করিয়া রাজার হস্তে অর্পণ করিত। সময়ে সময়ে আবশ্যক হইলে এক রাজার হস্ত হইতে রাজ্যপাট কাড়িয়া লইয়া অন্য রাজার হস্তে অর্পণ করিত। এইরূপে রাজা প্রজা শাসন না করিয়া প্রজাই রাজশাসন করিয়া রাজ্য চালাইত।

কথাটী শুনিতে কিছু নূতন নূতন বোধ হইবে। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন এমন পুরাতন কথা ভারতের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নাই। ভারতে ব্রাহ্মণ জাতির প্রাধান্য কাহার অবিদিত আছে? এই ব্রাহ্মণেরাই একসময়ে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা

চিৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। লর্ড ডফরিণের সময়েও সেই প্রতিবাদ। অন্যান্য গবর্ণর সাহেবগণ প্রতিবাদে কর্ণপাত না করুন, বিরক্ত হইয়া ভারতবাসীদিগকে পীড়ন করিতে চেষ্টা করিতেন না। লর্ড ডফরিণের গবর্ণমেণ্ট কেবল সেই প্রতিবাদে উদাসীন হইয়া আছেন তাহা নহে, অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া যাহাতে দুর্ব্বলের ক্ষীণ প্রতিবাদ এককালে নিবারিত হয়, যাহাতে দেশীয় সম্বাদপত্রের বিবাদ এককালে ভগ্ন হইয়া যায়, তাহারই চেষ্টায় আছেন। অধিকন্তু সিমলায় যাহাতে রাজধানী স্থাপিত হইয়া প্রতিবাদের মূলশুদ্ধ উৎপাটিত হয় তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের গায়ে এখন প্রতিবাদ সহ্য হয় না। যখনই ভারতবাসী গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের অবৈধতা দেখাইতে যান, তখনই তাঁহারা একটী না একটী লোকসান খাইয়া ফিরিয়া আসেন। যদি আমরা সিমলাবিহারের প্রতিবাদ না করিতাম হয় ত তাহা হইলে লর্ড ডফরিণের মস্তিষ্কে সিমলায় রাজধানী স্থাপন করিবার কল্পনা উদয় হইত না। আমরা দেখিতেছি "কিন্তু" বলিতে গেলেই ক্ষতি, তথাপি যে আমরা "কিন্তু" বলা পরিত্যাগ করি না ইহার কারণ ভবিষ্যতের আশা। এত দিনে সে আশা ফলবতী হইতে চলিল। লর্ড র‍্যাণ্ডল্‌ফ চর্চ্চহিল ভারতের সহিত সমবেদনা দেখাইতে আসিলেন, তাই বলিতেছিলাম আমাদের বুঝি কপাল ফিরিল।

শীতপ্রধান দেশ না হইলে ইংরাজ থাকিতে পারেন না। উষ্ণ প্রধান দেশ ইংরাজের বড় অস্বাস্থ্যকর—তাই সিমলাবাসের প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে ইংরাজ কয়জন আর বাঙ্গালী কয়জন? গণিতে গেলে শতকরা ৯০ জন বাঙ্গালী হইবে। উহাঁদের ক্ষীণ দেহে অত্যাধিক শীত একেবারেই সহ্য হয় না। নাতিশীতোষ্ণ স্বদেশ ব্যতীত আর কোন দেশই তাঁহাদের প্রকৃতি, ব্যবহার ও বসবাসের উপযোগী নহে। সিমলার ন্যায় দারুণ শীতপ্রধান দেশে বাস করিতে গেলে প্রথমতঃ তাঁহাদের পীড়ার সম্ভাবনা দ্বিতীয়তঃ শরীর রুগ্ন হইলে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের ক্ষতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। শতকরা ১০ জনের জন্য ৯০ জনের প্রাণের দিক দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজের স্বার্থের দিকে দেখিলেও সিমলার গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না। আর এই যে দশজনের সুখ সচ্ছন্দ—তাহাও বা কয় মাস? সিমলায় শীতের যখন অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, অনেক ইংরাজ পর্য্যন্তও তখন পর্ব্বত বিহার ত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি নামিবার জন্য লালায়িত হন। বাঙ্গালীর ক্ষীণ প্রাণ সিমলায় তখন যে কিরূপে টেঁকিবে তাহাও আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। ৬৫ বৎসরের এক জন বৃদ্ধ বহুদিন রাজ সরকারে কায করিয়া প্রায় পেনসন পাইবার উপযোগী হইবেন—হঠাৎ তাঁহাকে দেশের মায়া স্ত্রী পুত্রের মায়া, বন্ধুবান্ধবের মায়া কাটাইয়া দুর্ব্বার ন্যায় চাকরির জন্য স্বর্গমর্ত্ত ঘুরিতে হইবে। একে বাঙ্গালী, তায় বৃদ্ধ, স্বদেশের উপর মমতা তাঁহার অপেক্ষা কাহার আর অধিক হইবে? সহস্র ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বাঙ্গালী স্বদেশ ত্যাগ করিতে চাহেন না, স্বদেশের মৃত্তিকায় পড়িয়া মরিতেও তাঁহার সুখ। কেবল দশজনের কয়েক মাসের সুখের জন্য দেশত্যাগী করিতে কাহার না মনে দয়ার উদয় হয়? সে দয়া ভারত গবর্ণমেণ্টও সিভিলিয়ান প্রভুদের হৃদয়ে উদয় হইল না, কিন্তু সাত সমুদ্র তের নদীর পারে সুদূর ইংলণ্ডে অবস্থান ইংরাজের হৃদয়ে যাত প্রতিঘাত হইল, ইংলণ্ডবাসী ভারতের জন্য কাঁদিলেন তাই বলিতেছিলাম দরিদ্রের কুটীর হইতে ৫ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া গেল, হয় ত আবার আমাদের কপাল ফিরিল।

চর্চ্চহিল শৈলবিহারের প্রতিবাদী হইয়াছেন। ভিতরে যে কারণ থাকুক না, এই সময় কিন্তু আমাদের একটী কার্য্য আছে। একবার এদিকে যখন চর্চ্চহিলের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন এই সময় একটু বিশেষ চেষ্টা করিলে আমরা সফল হইব এরূপ আশা করিতে পারা যায়। চর্চ্চহিল অনুসন্ধান সমিতির বিষয়া করিলেন, আইরিষ হোমরুল বিলের দারুণ প্রতিবাদী হইলেন, ভারতবাসী ও ইংরাজের বেতনের দুই তৃতীয়াংশ পার্থক্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন—সেই চর্চ্চহিলই আবার ভারতবাসীর অনর্থক অর্থশ্রাদ্ধ হয় বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সিমলাবিহার বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। এতবড় পরিবর্ত্তন তাই বলিতেছিলাম আমাদের বুঝি কপাল ফিরিল।

—●● --

অধমর্ণগণের কারাবরোধ।

অধমর্ণগণ উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধে অক্ষম হইলে ডিক্রিদার দস্তক জারি দ্বারা তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া থাকেন। এই কারারোধের বিধি যাহাতে একেকালে রহিত হয় দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাহার কল্পনা হইতেছিল। মিঃ ইলবার্ট এই কল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশে ব্যবস্থাপক সভায় একখানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন। আমাদের কোন কোন সহযোগী এই বিল খানির উল্লেখ করিয়া নানাপ্রকারে বিদ্রূপোক্তি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ব্যবস্থাপক সভার সভাগণের যেরূপ গাম্ভীর্য্য, দূরদৃষ্টি ও চিন্তার গভীরতা হওয়া আবশ্যক পাণ্ডুলিপির ভিতরে তাহার বিলক্ষণ অভাব দৃষ্ট হয়। ইহাতে প্রকৃত চিন্তাশীলতার পরিচয় না দিয়া ইলবার্ট সাহেব কেবল ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সহযোগিগণের এই মতের পোষকতা করিতে পারিলাম না। ব্যবস্থাপক সভায় পাণ্ডুলিপি লইয়া তিনি যে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিক মনুষ্যত্ব ও হৃদয়গ্রাহিতার প্রকাশ পাইয়াছে। যাহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব তাহাতে কখন চিন্তাহীনতার লেশ মাত্রও থাকিতে পারে না। যাহা সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ের উপদেশ, তাহা প্রকৃত বিজ্ঞতা ও চিন্তাশীলতার উপদেশ। যাহাতে প্রাণের ভাষা প্রকাশ করে, তাহা চিরদিনই মনুষ্যের ভাবাভাবের পরিজ্ঞাপক। ইলবার্ট সাহেবের হৃদয়োচ্ছ্বাসে আমাদের একটী উৎপীড়ন নিবারণ ও অভাবের পূরণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

ইলবার্ট বলেন—যাহাতে দেনদারের চাষ লাঙ্গল চাষের গরু, কপাট, চৌকাট, কুঁড়ে টাকা বা অনধিক বেতন ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী ও ভরণপোষণের সামান্য উপায় ডিক্রিজারিতে ক্রোক বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তরিত না হয় দেওয়ানি কার্য্য বিধির আইনে তাহার বিশেষ বিধান লিপিবদ্ধ আছে। দেওয়ানি কার্য্য বিধির আইন দরিদ্রের আহার্য্যের উপর হস্তা হয় না, কিন্তু তাহার দেহের উপর, সুতরাং তাহার পরিবারবর্গের অন্নের উপর হস্তা হইতে ত্রুটী করেন না। দেনদারের উপর ডিক্রি জারির সময় যদি তাহার এমন কোন দ্রব্য সামগ্রী থাকে, যাহা ডিক্রি জারিতে ক্রোক হইতে পারে না, কিম্বা সে এমন সামান্য বেতন পায় যাহাতে কথঞ্চিৎ রূপে তাহার পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হয়, দেনদার সেই বিপদের সময়ে সেই সমস্ত নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী নিত্য ভরণপোষণের একমাত্র অবলম্বন ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া ঋণ মুক্ত হইতে চায়। কারণই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার এই সমস্ত দ্রব্যাদি অব্যাহতি দিলাও পরম্পরা সম্বন্ধ তাহাদিগকে মহাজনের ঋণের জন্য দায়ী করিয়া রাখা হইয়াছে। অধিকন্তু দেনদারের স্ত্রী পুত্র পরিবারের যদি কোন নিজস্ব ধন থাকে তাহাও তাহারা পরিত্যাগ করিয়া দেনদারকে কারামুক্ত

করিতে যায়। কারণ দেনদার অবরুদ্ধ হইলে তাহারা তাহাদের ভরণ-পোষণের একমাত্র অবলম্বন হইতে বিচ্যুত হইবে। সুতরাং দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনে ক্রোক সম্বন্ধে যে বর্জ্জিত বিধাবলী আছে তাহাতে কেবল যে দেনদারের উল্লিখিত পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি অরক্ষিত থাকে তাহা নহে, দেনদারের পরিবারবর্গের নিজস্ব সম্পত্তি ও কারারোধের ভয়ে বিক্রিত ও হস্তান্তরিত হইয়া যায়।

ইলবার্টের এই কথা কতদূর সত্য দেশবাসী মাত্রেই তাহা প্রতিদিন অনুভব করিয়া থাকেন। প্রতিদিন দরিদ্রের ঘরে, নিরন্ন পরিবারবর্গের হাহুতাশে, অনাহারমৃত্যুর শোক বিলাপে, এই সার সত্য বাক্যের শত শত দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষের সম্মুখে সর্ব্বক্ষণই প্রতীয়মান হইতে থাকে। এ সকলের মূল কারণ দরিদ্রের ঋণের জন্য কারাবাস। এক দিন যাহার ক্ষেত্রের ফসল, বাজারের বেচা, অথবা পরিশ্রমের মজুরি উপায় করিয়া না আনিলে স্ত্রী পুত্র অনাহারে রাত্রি যাপন করে, শিশু সন্তান কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়ে, আর পিতা মাতা মরমের জ্বালে ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত রাত্রি মুখোমুখী উপবেশন করিয়া অতিবাহিত করে, সে দুস্থ পরিবারের প্রতিপালককে যদি ১০ দিন, ১৫ দিন, এক মাস কি ছয় মাস কাল ঋণের দায়ে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে কি শিশু সন্তানের প্রাণ বাঁচে? অবলার ধর্ম্মরক্ষা পায়? রাজার রাজস্ব আদায় হয় আর লোক সমাজে মজুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়? যাহারা খেটে খেকো দুস্থ ঋণের জন্য কারারোধের ব্যবস্থাটি তাহাদের পক্ষে যে নিতান্ত উৎপীড়ক তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সহযোগিরা বলেন ঋণের জন্য কারারোধের ব্যবস্থাটি উঠাইয়া দিলে বাণিজ্য ব্যবসা চলিবে না। কেহ কাহাকে ঋণ দিতে স্বীকৃত হইবে না। আমরা বলি ঋণের জন্য যাঁহারা দেনদারকে জেলে পাঠান তাঁহারা কখনই টাকার প্রত্যাশা করেন না। দেনদারকে জব্দ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। জেলে দিলে উত্তমর্ণকেই বরং তাহার আহারাদির জন্য টাকা খরচ করিতে হয়। যাঁহাদের টাকা পাইবার ইচ্ছা, তাহারা কখনই দেনদারকে জেলে দেন না বরং যাহাতে দেনদার দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে তাহারই চেষ্টা দেখেন। ব্যবসা বাণিজ্য কার কারবার সমস্তই যে ঋণের উপর চলিতেছে তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু বণিক ও ব্যবসায়ী ঋণ দিবার সময়ে ঋণ গ্রহিতার অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেন। পরিচিত ও সমব্যবসায়ী সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন তাঁহারা আর কাহাকেও ঋণ দিতে প্রস্তুত নহেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের টাকা মারা যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ঋণ দিবার পক্ষেও তাঁহাদের কোন প্রতিবন্ধক নাই। অদৃষ্টক্রমে যদি কোন দেনদার ঋণ পরিশোধে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়েন তবে ইন্সলভেন্সি লইয়া তিনি পরিত্রাণ পান। সুতরাং দেনদারকে জেলে দিতে পারিব না এই জন্য যদি মহাজনেরা কাহারও ঋণ দিতে প্রস্তুত না হন, তবে এখনও তাঁহাদের ঋণ না দিবার বিলক্ষণ কারণ বর্ত্তমান আছে। ব্যবসায়ী অর্থের ব্যবহার বেশ জানেন। অনর্থক অর্থ ব্যয় করিয়া দেনদারকে জেলে পাঠাইলে যে তাঁহাদের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই ইহা তাঁহারা যতদূর জানেন, অন্যে তাহা জানিতে পারিবেন না। সুতরাং এই ঘৃণিত অবরোধ ব্যবস্থাটী দেওয়ানি আইন হইতে তুলিয়া দিলে ব্যবসা বাণিজ্যে ঋণ দান ও ঋণ গ্রহণের কোন ব্যাঘাতই ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বণিক ও ব্যবসায়ীর কথা ছাড়িয়া যদি সাধারণ লোকের উপর দৃষ্টিপাত করা যায় তাহা হইলেও অবরোধ ব্যবস্থার কোন স্বপক্ষ যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জমীদার ও প্রজার যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে প্রজাকে উৎসন্ন করিবার চেষ্টা করিলে জমীদার কখনও লাভবান হইতে পারেন না। একটী বাকি খাজনার ডিক্রিজারিতে যদি নাচার প্রজাকে জমিদার জেলে পাঠান, ভূতকালের খাজনা আদায় ত দূরের কথা, ভবিষ্যতেরও খাজনা সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে সকল সময় কৃতকার্য্য হইতে দেখা যায় না। প্রজার স্ত্রী পরিবার জমিদারের জমিতে চাষ আবাদ করিতে অক্ষম, আপনাদের উদরান্নের জন্য তাহারা লালায়িত, সুতরাং জমীদারের খাজনা কি করিয়া পরিশোধ করিবে? জমীদার যদি প্রজাকে জেলে না দিয়া বরং তাঁহাকে স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য সহায়তা করেন তবে তাঁহার প্রাপ্য টাকার অধিকও আদায় করিবার সম্ভাবনা থাকে। সময়ে সময়ে দাদন দিয়া মহাজনেরা প্রজাকে সাহায্য করেন। প্রজাকে জেলে দিলে তাহার ভূমির উপর চাষ আবাদ হয় না, সুতরাং সে দাদনের টাকা মহাজনকে প্রায়ই জলাঞ্জলি দিতে হয়।

দেখা যাইতেছে অবরোধ প্রথায় একদিকে যেমন দেনদারের সর্ব্বনাশ, অন্য দিকে তেমনি মহাজনেরও ক্ষতি। উভয়ের ক্ষতিজনক এরূপ একটী ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া যে নিতান্ত কর্ত্তব্য ইহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অবরোধ প্রথা রহিত হইলে প্রবঞ্চনার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইবে সত্য, কিন্তু যাহাতে প্রবঞ্চিত না হন সেদিকে দৃষ্টি রাখা মহাজনেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ঋণ করিয়া পরিশোধ করিতে অক্ষম তাহাকে ঋণ দেওয়া আর টাকা জলে ফেলিয়া দেওয়া দুইই সমান। যাঁহারা নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে দয়া করিয়া ঋণ দিবেন তাঁহাদের ঋণ দানের মধ্যে পরিগণিত হওয়া কর্ত্তব্য। পুনঃপ্রাপ্তির আশায় অথবা কুসীদ ব্যবসা করিয়া লাভবান হইবার আশায় যাঁহারা ঋণ দেন, তাঁহাদের পক্ষে সতর্ক হওয়া বিশেষ আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন এইরূপ সতর্কতার বৃদ্ধি হইলে যে উপায়ে দরিদ্রের উদরান্নের অভাব সময়ে সময়ে পূরণ হয় সেটী এককালে বন্ধ হইয়া যায়। নিতান্ত ধনহীন ব্যক্তির কিয়দিনের মত ঋণ করিয়া আত্মরক্ষা করিবার উপায় একেবারে রহিত হইয়া যায়। ঋণ করিয়া অভাব পূরণ করিবে, আর সময়ে সময়ে পরিশ্রম করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিবে দরিদ্রের সে আশা আর থাকিতে পায় না। ইহাও আমাদের স্বীকার্য্য। কিন্তু এই অভাব হইতে দরিদ্রের পরিশ্রম ও উদ্যমের শতগুণ বৃদ্ধি হইবে। নূতন উপায়ে অভাব মোচন করিবার ইচ্ছা হইবে, নিরন্ন দরিদ্র সম্প্রদায় উদ্যমের গুণে অতি অল্পকাল মধ্যেই স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে অভাবই মনুষ্যের উপায় দেখাইয়া দেয়। এই অভাবেই দরিদ্র সম্প্রদায় যদি এককালে অন্নের সংস্থান করিতে সমর্থ হন, দেশের মধ্যে "হা অন্ন যো অন্ন" রব উঠিয়া যাইবে, সুতরাং প্রবঞ্চনা কথাও অধিক শুনা যাইবে না।

উপস্থিত আইনেও যে প্রবঞ্চনার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না এমত নহে। ইন্সলভেন্সির ব্যবস্থাটী উত্তমর্ণকে ফাঁকি দিবার ব্যবস্থা। প্রবঞ্চক যদি ঋণ করিবার পর স্বীয় ধনসম্পত্তি বিক্রয়ের ছলে বেনামীতে হস্তান্তর করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে উত্তমর্ণকে অবশেষে মাথায় হাত দিয়া বসিতে হয়। ইন্সলভেন্সির ব্যবস্থায় প্রবঞ্চনার যতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে অবরোধ প্রথা উঠাইয়া দিলে কখনই সেরূপ বাড়িবার সম্ভাবনা নাই।

আইনটীর অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমরা দুই একটী বক্তব্য প্রকাশ করিলাম। ধারাগুলির যথারীতি আলোচনা সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইহার সকল গুলির অনুমোদন না করি সাধারণত আইনটী পাস হইলে উত্তর পশ্চিমবাসীগণের যে উপকার দর্শিবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সহযোগী -টি কিরূপে

যাউ হজেন যদি প্রাণের জন্য অবরোধ ব্যবস্থা যুক্তি যুক্ত না হয় তবে আদালতের অপরাধী অর্থ দণ্ড দিতে অসমর্থ হইলে তাহাকে জেলে পাঠান হয় কেন? আমরা বলি চুরি ডাকাইতি দাঙ্গা হাঙ্গামার অপরাধ ও দারিদ্র্যের অপরাধ এক নহে। উভয়ের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্য প্রভেদ। তাই প্রথম অপরাধের অর্থদণ্ডের জন্য অপরাধীর জেলে যাওয়া উচিত, দ্বিতীয় অপরাধের জন্য তাহার জেল হইতে অব্যাহতি পাওয়া উচিত।

আইনটী প্রথমেই উত্তর পশ্চিমে কেন চলিবে। অন্যান্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে আপনাপন বিভাগ মধ্যেও প্রচলিত করিতে পারেন। উত্তর পশ্চিম অপেক্ষাও আইনটী বাঙ্গালার উপযোগী। বাঙ্গালায় প্রচলিত করিতে গেলে উহার কয়েকটী নিয়মের পরিবর্তন আবশ্যক। বিলখানি পাস হইলে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যদি স্বরাজ্য মধ্যে প্রচলন করিতে ইচ্ছা থাকে তবে এই বেলা তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে পাণ্ডুলিপির সংশোধন করিতে বাঙ্গালী এখন হইতেই যত্নবান হইতে পারেন।

—●●—

প্রজাসমিতি বালকের ক্রীড়া নহে।

রোমের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে পেট্রিসিয়ান ও প্লিবীয়ানদিগের ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। পেট্রিসিয়ানেরা উচ্চবংশীয়। তাহারা রাজ্যের যে সমস্ত উচ্চ পদ তাহাই অধিকার করিতেন। প্লিবীয়ানেরা নিম্ন পদস্থ কর্মচারি—শ্রেণিভুক্ত হইয়া চিরকালই অতিবাহিত করিতেন। তাহার লেখা পড়া শিখিলেও পেট্রিসিয়ানের পদ কখনই প্লিবীয়ানের প্রাপ্য হইত না। পেট্রিসিয়ানের নিযুক্ত করিয়া অতি অল্প সংখ্যক কর্মচারীর পদ অবশিষ্ট থাকিত। উচ্চপদস্থ পেট্রিসিয়ানের তোষামোদ করিয়া যাহারা চাকরি পাইতেন তাঁহারাই কিছু সচ্ছলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। অবশিষ্ট সমগ্র প্লিবীয়ান উপযুক্ত হইলেও রাজার প্রসাদ লাভ করিতে পারিতেন না। ক্রমে ইতর বর্গে শিক্ষিত প্লিবীয়ানদের সংখ্যা বাড়িল। রাজ প্রসাদ লাভ করিয়া পেট্রিসিয়ানের ন্যায় মাতব্বর হইবার ইচ্ছা তাঁহাদের অন্তঃকরণে বলবতী হইল। পেট্রিসিয়ান ইচ্ছাপূর্ব্বক অত্যাচার করিলে অব্যাহতি পাইতেন, আইনের কড়াকড়ি কেবল প্লিবীয়ানদের উপরই চলিত। শাসন কার্য্য পেট্রিসিয়ানের সম্পূর্ণ হস্ত, প্লিবীয়ানের কথা কহিবারও ক্ষমতা ছিল না। এক্ষণে ক্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্লিবীয়ানের অসংখ্য হইয়া উঠিল। প্লিবীয়ানদের সহিত সমস্বত্ব ও সমান অধিকারী হইবার অভিলাষ শিক্ষার বলে অতই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইতেই চেষ্টা। এরূপ চেষ্টার প্রায় বড়ই ক্লেশ দায়ক। সুতরাং অচিরেই প্লিবীয়ানদিগকে এই পার্থক্য নিবারণের যত্নবান হইতে হইল। ক্রমে অত্যাচার, অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গেই আবার আন্দোলন—প্লিবীয়ান স্থানে স্থানে দেশস্থগণকে একত্র করিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অভাবের কথা, অধিকারের কথা, পেট্রিসিয়ানের সহিত তাঁহাদের অন্যায় পার্থক্যের কথা গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করিতে লাগিলেন, পেট্রিসিয়ানেরা সকল প্রকার কর দিবে না, প্লিবীয়ানের জন্য নিত্য নূতন করের সৃষ্টি হইবে, প্লিবীয়ান শিক্ষিত হইয়াও সমাজ মধ্যে উন্নত হইবে না। পেট্রিসিয়ান রাজ্যের সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া রাজ্য শাসন করিবেন—এই অকারণ পার্থক্য অন্যায় প্রভেদ কতদিন আর রোমরাজ্যে চলিবে? শিক্ষিতের সহিত অশিক্ষিত, ধনীর সহিত দরিদ্র, নানা ভাবে সমবেত হইয়া কেবল এই আন্দোলনেই মাতিয়া উঠিল। আমরা শিক্ষিত হইব, উপযুক্ত হইব অথচ কেন উচ্চপদ পাইব না। পেট্রিসিয়ানের ন্যায় আমরাও প্রজা, কেন আমরা অধিক কর দিতে বাধ্য হইব? কেনই বা পেট্রিসিয়ানের অপরাধ প্লিবীয়ানের সহিত সমানরূপে দণ্ডিত হইবে না। এই রূপে ইতর সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ানক আন্দোলন উঠিল। আন্দোলনের উপর অত্যাচার, তাহার উপর আবার আন্দোলন। এই রূপে পেট্রিসিয়ানের হস্তে অত্যাচারের উপর অত্যাচার সহ্য করিয়াও প্লিবীয়ান আন্দোলন করিতে ক্ষান্ত হইল না। ক্রমাগত আন্দোলনের পরিণামে পেট্রিসিয়ান প্লিবীয়ানকে আদর করিতে শিখিলেন, প্লিবীয়ান অনেক স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইলেন—পার্থক্য দূর হইল, রোমরাজ্যের বল সুদৃঢ় হইল, প্রজার হৃদয়ের উপর সমগ্র রোমের আধিপত্য স্থাপিত হইল।

প্লিবীয়ান প্রজার যে আন্দোলন কখনই বালকের ক্রীড়া নহে। তথাপি এই সকল আন্দোলন কেবল কয়েকজন শিক্ষিতব্যক্তির উত্তেজনায় সহজে নিরক্ষর প্রজাবর্গের ভিতরেই উত্তেজিত হইয়াছিল। বাঙ্গলায়ও সেই ব্যাপার উপস্থিত। কেবল প্রভেদ একমাত্র যে ইহাতে বিদ্রোহের দুর্গন্ধ নাই বরং আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে রাজভক্তির স্রোত প্রবাহিত। এই আন্দোলনের উপর পদস্থ কর্মচারিগণের কিঞ্চিৎ ঈর্ষা দৃষ্টিও পতিত হইয়াছে। অল্পে অল্পে অত্যাচারেরও আভাষ পাওয়া যাইতেছে প্লিবীয়ানদিগের আন্দোলন যদি ছেলেখেলা না হয়, বাঙ্গালার এই দেশব্যাপী আন্দোলন কখনই ছেলেখেলা নহে। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে রুষ্ট হউন আর তুষ্টই হউন কালে যে এইসকল সমিতি হইতে আমাদের সমূহ মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্রই নাই। সিভিলিয়ান ভ্রুকুটী করিতে পারেন এংলো ইণ্ডিয়ান ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে পারেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সমিতিতে উপস্থিত হইয়া গবর্ণরী স্বরে প্রজাসমিতিতে তিরস্কার ও বিদ্রূপ করিতে পারেন। কিন্তু এই প্রজা সমিতি হইতে ভারতের ভাবী মঙ্গল অনিবার্য্য।

ইতিহাস হইতে যদি কোন সত্য গ্রহণ করা যায় তবে এইটীই সারসত্য যে প্রজার বল রাজ্যের মহাবল। প্রজার মনস্তুষ্টি রাজ্য রক্ষার প্রধান উপায়, প্রজার মতে রাজ্য শাসন শান্তিরক্ষার একমাত্র অবলম্বন। রাজা যদি প্রজাকে অবহেলা করেন, প্রজার সমবেত চেষ্টায় কালে তাহার প্রতিবিধান হয়। সুতরাং সে চেষ্টা কখনই বালকের ক্রীড়া হইতে পারে না। ভারতবাসী গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ প্রসাদ চায়, মহারাণীর আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ইংরাজ প্রজার সহিত সমান অধিকার চায়, ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভা অধিকাংশই নির্ব্বাচিত সভ্য কর্ত্তৃক সংগঠিত ভারতের প্রজা দেশীয় সভ্য দ্বারা সে সভার সংস্কার সাধন করিতে চায়। ভারতের শত্রু চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া আছে, ভারতবাসী স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত সৈন্যের শ্রেণীতে প্রবৃত্ত হইয়া বহিঃশত্রু দমন করিতে চায়। ভারতবাসী উপযুক্ত ও সুশিক্ষিত হইতেছেন, ইংরাজের শাস্ত্র, ইংরাজের ব্যবহার ইংরাজের ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিতেছেন, ইংরাজের নিকট স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বন শিক্ষা করিয়াছেন—সুতরাং ইংরাজ প্রজার সহিত সমান অধিকার পাইয়া রাজার মঙ্গল, রাজ্যের মঙ্গল ও প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য আত্মশাসন অবলম্বন করিতে চায়। ইংরাজ কর্মচারীর যথেচ্ছাচার আর যাহাতে তাহাকে উৎপীড়িত হইতে না হয়, ইংরাজরাজ্যে আর যাহাতে শ্বেতকৃষ্ণের প্রভেদ না থাকে, কলঙ্কিত পার্থক্যনীতি আর যাহাতে ভারত শাসনের মূল দেশে বর্তমান না থাকে, ভারতের প্লিবীয়ানগণ আজ তাহারই জন্য ঘোর আন্দোলন তুলিয়াছেন। একি বালকের ক্রীড়া? ১০।১২ সহস্রলোকে সমবেত হইয়া কি ছেলেখেলা করিতে আসে? ইতিহাসের সত্যগ্রহণ করিলে বুঝা যাইবে প্রজা সমিতি বৃথা আড়ম্বর করিতেছেন না, অনর্থক মাথা বকাইবার জন্য সময় নষ্ট

করিতেছেন না, চুইচাঁদি জন পার্কেন পক্ষ আৰ-লম্বনকারী শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রয়োচনার হুজুকে মাতিয়া ইংলণ্ডের প্রজার অনুকরণ করিতেছেন না, কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘনির্মুক্ত করিয়া দিতেছেন তাহাতে ইংরাজ রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া দিতেছেন, ইংরাজের যত্নিবা সমগ্র সভ্যসমাজে, সভ্যজাতি ও সভ্য রাজ্যের মধ্যে ভেরিরবে প্রচার করিবার উপায় দেখি তে-ছেন। ইংরাজ! প্রজাসমিতি তোমারই কীর্ত্তি তোমারাই যশোসৌরভের জয় ঢক্কা।

পুস্তক সমালোচনা।

পারিবারিক চিকিৎসা বিধান। আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। পল্লিগ্রামের দরিদ্র পরিবারের মধ্যে পীড়া হইলে প্রায় অনেকেই ডাক্তার ডাকে না। যে কোন প্রকার জ্বর হউক না কেন অগ্রে তাহারা কুইনাইন প্রয়োগ করিয়া জ্বর দমন করিতে যায়। আর কোন প্রকার পীড়া হইলে প্রায়ই তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে ডাক্তার বৈদ্য একেবারেই নাই। হাতুড়িয়া কবিরাজ যমদূতের ন্যায় সকল গৃহেই সর্ব্বনাশ করিতে থাকেন। এই সকল স্থানে যাঁহারা একটু বাঙ্গালা লেখা পড়া জানেন তাঁহাদের গৃহে "চিকিৎসা-বিধান" রত্নের ন্যায় ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এই পুস্তক খানিতে এলোপ্যাথিক মতে পারিবারিক চিকিৎসার সুন্দর বিধান আছে। লেখক বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহাকে সাধারণ বুদ্ধির উপযোগী করিয়াছেন। পুস্তকখানির মূল্য কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয়। যদি দরিদ্রের উপকারের জন্য এই পুস্তকের সৃষ্টি হইয়া থাকে তবে দরিদ্রে যাহাতে অনায়াসে পাঠ করিতে পারে সেরূপ উপায় করা লেখকের কর্ত্তব্য।

বেদব্যাস—প্রথমভাগ ২ য় খণ্ড। অনেকগুলি সুশিক্ষিত পণ্ডিত এই পত্রিকাখানির লেখক। ইহা নবজীবনের ন্যায় একখানি উচ্চস্তরের মাসিক পত্র। দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিলে বেদব্যাস হিন্দুসমাজের ভিতর বেদব্যাসের ন্যায় কার্য্য করিতে পারিবেন।

তত্ত্বমঞ্জরী—একাদশ সংখ্যা। ধর্ম্ম, নীতি, এবং সমাজ সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। এই সংখ্যায় তত্ত্বকথা, মীমাংসা, সমাজ ও নীতি, আমরা সন্তুষ্ট হইব তবে। একরটী দুঃখের প্রবন্ধ লেখা আছে। তত্ত্বমঞ্জরী অনেক তত্ত্বের কথা প্রকাশ করিতেছেন।

সহচরী—জাহ্নবী—বিজ্ঞানদর্পণ। (মাসিক পত্র শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে কর্ত্তৃক সম্পাদিত) এই মাসিক পত্রিকাখানিতে শিক্ষার অনেক বিষয় আছে, লেখাও সুন্দর। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

মদখাও নেসা ছুটিবে না।—শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে বিবেক মদের রূপক বর্ণনা করা হইয়াছে। লেখাটী মন্দ হয় নাই। ইহা পাঠ করিয়া যদি একজন মাতালেরও চৈতন্যোদয় হয় তাহা হইলে আমরাও লেখকের সহিত আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব।

উত্তরয়োপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০এ জুন। আগামী ১লা জুলাই পার্লিয়ামেণ্টের সভা বিসর্জন হইবে।

পারিস ২০এ জুন। ফরাসী রাজবংশীয় ব্যক্তিবর্গের ফ্রান্স হইতে নির্বাসন করণবিষয়ক আইনটি ফরাসী সেনেট সভায় পাস হইয়াছে।

সিডনি ২৩এ জুন। ফরাসীদিগের কারাদণ্ডাপন্ন পলায়নোন্মুখ করিবার জন্য যে জাহাজখানি নিউ হিব্রাইডস দ্বীপে গিয়াছিল তাহা ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার অধ্যক্ষ বলেন ফরাসীরা ঐ দ্বীপটি বাস্তবিক দখল করেন নাই, অথবা উহা ফরাসীর অধীন এ কথাও ঘোষণা করেন নাই ফরাসীগণের উপর দ্বীপবাসী দলের অত্যাচার সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা রাষ্ট্র হইয়াছিল, তাহা প্রকৃত বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫এ জুন। অদ্য পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা বন্ধ হইল। মহারাজ্ঞীর বক্তৃতা লর্ড চান্সেলর কর্ত্তৃক পঠিত হয়। তাহাতে বলেন কেবল আয়র্লণ্ড সংক্রান্ত বিষয়ের মীমাংসার জন্য আয়র্লণ্ডে একটি স্বতন্ত্র পার্লিয়ামেণ্ট গঠিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রস্তাবে ইংলণ্ডবাসী জনসাধারণের কি মত জানিবার জন্য বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্ট ভঙ্গ করা হইবে। *

বক্তৃতার তৎপরে উক্ত হয় যে, ইংলণ্ডের সহিত সমস্ত বৈদেশিক রাজার সদ্ভাব সম্বন্ধ বিরাজিত আছে। গ্রীস ও বুলগেরিয়ার ব্যাপারের নির্ব্বিবাদে মীমাংসা হইয়াছে। স্পেনের সহিত একটী বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে।

মিসরীয় ব্যাপারের সম্বন্ধে অনেকটা কাজ হইয়াছে। ব্রিটিশ সেনাসংখ্যা কমান হইয়াছে এবং সৈন্যসমূহকে মিসরের দক্ষিণ সীমার মধ্যে আনয়ন করা হইয়াছে।

১৮৮৩ সালের ভারতীয় এবং ঔপনিবেশিক প্রদর্শনীতে লোকের যেরূপ আগ্রহ দেখা যাইতেছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, সাম্রাজ্যের সকল বিভাগের লোকের মধ্যে পরস্পরের প্রতি গভীর সহানুভূতি সাম্রাজ্যকে দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ রাখিয়াছে এবং উত্তরোত্তর সেই বন্ধন দৃঢ়তর হইতেছে।

বক্তৃতার শেষে মহারাণী প্রার্থনা করেন যে, নূতন পার্লিয়ামেণ্ট প্রজাগণের মধ্যে শান্তি ও সন্তোষ বর্দ্ধিত করুন এবং সাম্রাজ্যের একতা দৃঢ়তর করুন।

লণ্ডন ২৬এ জুন। গ্লাডষ্টোন সাহেব স্কটলণ্ডে গিয়াছেন। এখানে তিনি মহাসমারোহে সমাদর এবং আদরের সহিত অভ্যর্থিত হন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২২এ জুন। রুসিয়া পোর্টকে লিখিয়াছেন যে, রুসিয়া আর্মেনিয়ার বার্লিন সন্ধির কয়েকটি সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে প্রতীকার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

টাইমস পত্রে জেনিরালদিগের যে ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে সেটি কৃত্রিম। "ইউনাইটেড আয়র্লণ্ড" এইরূপ বলেন।

ভিয়েনা ২৭এ জুন। অষ্ট্রিয়া এবং জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট রুসিয়াকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে বুলগেরিয়া সম্বন্ধে তিনি একা কোন কার্য্য করিলে উঁহারা তাহার অনুমোদন করিবেন না।

লণ্ডন ২৯এ জুন। বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্ট ভঙ্গ হইল, এই বলিয়া রাজকীয় ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে। আগামী ৫ই আগষ্ট নূতন পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন হইবে।

কোম্পানির কাগজের দর।

৪ টাকা সুদের কাগজ			৯৭
৪॥০	১৮৭১	(১৮৮)	৯৯—
৪৷০	১৮৭৮।৭৯	(১ ৯৩)	১০১৶০—
৪॥০	১ ৭৯	(১ ৯৩)	ঐ ঐ

কলিকাতা।

কলিকাতায় কি মফঃস্বলের স্থানে স্থানে যে প্রকারের ঘৃত বিক্রীত হয় তাহাতে হিন্দুর আর হিন্দু য়ানী থাকে না। উহাতে ভুইট অয়েল নামক এক প্রকার তৈল ও চর্ব্বি ৩ ভাগ ও ঘৃতের অংশ এক ভাগ মাত্র থাকে। এই মিশ্রিত ঘৃতে হিন্দুর স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম দুইয়েরই বিলক্ষণ হানী হইতেছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেকে গৃহজাত গব্যঘৃত ভিন্ন বাজারের ঘৃত ব্যবহার করিতেছেন না। যাঁহারা চর্ব্বি-মিশ্রণের কথা জানেন না তাঁহারা এই ঘৃতে ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতেছেন। হিন্দু যেমন ঘৃতের আদর করেন এমন আর কোন জাতিই নহে। ঘৃত তাঁহাদের এত প্রিয় সামগ্রী যে "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" বলিয়া তাঁহারা ঘৃতের আহার সামগ্রীকে অন্যান্য করিয়া থাকেন। হিন্দুর যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কাণ্ড দেবপূজা সকল ধর্ম্ম কর্ম্মেই ঘৃতে প্রয়োজন। এমন একটী পদার্থ যাহাতে কলুষিত না হইতে পারে তজ্জন্য সিমসন সাহেবের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শুনা যায় সিমসন বলিয়াছেন যদি উপস্থিত ঘৃতে হিন্দুর আস্থা নষ্ট হয় তবে বিদেশীয় হেলথ অফিসার কখনই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিবেন না। যদি তাঁহার কথার ভিতর শ্লেষ ভাব না থাকে তবে আমরা সিমসনের বাক্যে অনুমোদন করি। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বাঙ্গালী কর্ম্মচারীই নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। দেশ অবস্থা ও প্রকৃতি ভেদে মনুষ্যের স্বাস্থ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে রক্ষিত হয়। সিমসন যদি বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য রক্ষায় অপারক হন তাঁহার স্থলে একজন দেশীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বিবিধ সংবাদ

ডাক্তার চর্চ্চ একপ্রকার কামান প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে এককালে পঞ্চাশ বার বারুদ দিয়া ছোড়া যায়।

অ নান্দর মিমআসানের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন বিগত ৫ই আষাঢ় শুক্রবার ধুবড়ীর অন্তর্গত গৌরীপুরের জমিদার মৃত প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের ষ্টেটের একজন কর্ম্মচারী হত্যা হইয়াছে। কি প্রকারে যে এ হত্যাকাণ্ড হইল তাহা কেহ বলিতে পারে না। পুলিস কর্ত্তৃক তাহার অনুসন্ধান হইতেছে।

ইহার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে উক্তস্থানে একটী বেশ্যা বাটীযোগে অপর গৃহে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে দুটী হত্যাকাণ্ড হইয়া গেল, এমন আশ্চর্য্য ঘটনার কথা, গৌরীপুরে ও বকথাই শুনিতে পাই নাই। বড়ুয়া বাহাদুর বর্ত্তমানে কি তাঁহার অভাবে তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রী সত্যচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় বর্ত্তমানে গৌরীপুরে এ প্রকার অত্যাচারের কথা কেহ কখনও শুনে নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রী মহাশয় বিশেষ সদ্গুণ বিশিষ্ট লোক বটে। কিন্তু জমিদারী ষ্টেটের কার্য্য করিতে নবনিযুক্ত কায পাওয়া ভার, তাই আমরা আশা করি যে, বর্ত্তমান মন্ত্রী মহাশয় পূর্ব্বের শাসন প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে বিশেষ সুখের বিষয় হইবে। গৌরীপুরের সাবেকদের কি প্রকার শাসন প্রণালী তাহা বোধ হয় তিনি অবগত আছেন। যদিও না থাকেন তবে তাহা অবগত হওয়া উচিত। পূর্ব্বের শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া নানা প্রকার গর্হিত কার্য্য করিতে লোকের সাহস বৃদ্ধি পাইতেছে। ভরসা করি অচিরে সুযোগ্য মন্ত্রী মহাশয় তাহার প্রতিবিধান করিতে যত্নবান হইবেন।

ক্ষমা যায় আমীরের পীড়ার উপসম হয় নাই। আমীর যাকে তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ গোলাব হাইদার খাঁকে বলিয়াছেন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বামী পুত্র সারওয়ার সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমীরের পীড়ার সমাচারে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন জাতির তিন প্রকার ভাবনা হইয়াছে।

বাজস্ব সভা নাকি বেশ চলিতেছে। সভ্যেরা কেবল ভোজনের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান। সভায় বসিবার বিশেষ আবশ্যক হইলে সভ্যেরা বসিয়া পরস্পর প্রত্যেকের গুণের প্রশংসা করিয়া কালাতিপাত করেন। এইরূপেই রাজ্যের ব্যয় সংক্ষেপ সম্পন্ন হইবে।

কয়েকদিন খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবার আউস ধান্য ভাল হইবে। যেরূপ ভূমিকা দেখা যায় তাহাতে সাধারণ চাষের ও কোন ক্ষতি হইবেনা।

ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের উপর দুইশত দাবী পড়িয়াছে। থিব তাহার মধ্যে ১৬ টী দাবী স্বীকার করেন।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের শ্রীনগরের সম্বাদদাতা বলেন যে বদাক্‌সান কর্ণেল লকর্টকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে নাই। বিখ্যাত ডাকাইত থাঞ্জাৎ খাঁ কর্ণেল লকার্ট ও তাঁহার দলবলকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। লকার্টের নিজস্ব ও তাঁহার মিসনের সমস্ত সম্পত্তি ইহারা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। অবরুদ্ধ হইয়া লকার্ট ও তাঁহার দলবল খাঞ্জাত দিগের নিকট পরিমিত আহারাদিও পাইতেছেন না।

জার্ম্মণিতে একটী গুপ্ত ধনাগার আছে। বার্লিনের কিয়দ্দূরে জুলিয়স টাউয়ারে এই ধনাগার স্থাপিত। ফ্রান্স হইতে ক্ষতি পূরণের হিসাবে জার্ম্মণি সময় সময় যে অর্থ পান সেই অর্থ আর কিছুতে ব্যয় না করিয়া রাস্তায় রাস্তায় জুলিয়াস টাউয়ারে প্রেরণ করা হয়। রাজ্যের নিতান্ত বিপদের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে এই টাকায় হাত দেওয়া হয় না। ইহার রক্ষার জন্য কয়েক জন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন। তাহাদের প্রত্যেকের এক একটী করিয়া নূতন প্রকারের চাবি থাকে। দুইটী চাবি একত্র না করিলে ধনাগারের দ্বার খোলা যায় না।

এট্‌না পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন পর্ব্বতও অগ্ন্যুদ্গীরণ করিতেছে।

পাইওনিয়ার বলেন—বাদকসিন কর্ত্তৃক কর্ণেল লকার্টের অবরোধের সমাচার নিতান্ত অমূলক। লকার্ট বাদাকসানের রাজ্যে গিয়া রসদ চাওয়ায় বাদাকসিন আমীরের কোন অনুমতি না পাইয়া রসদ যোগাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সহিত সদ্ভাব করিতে কোন ত্রুটী করেন নাই। লকার্ট তৎপরে আফগানে আসিয়া বিলক্ষণ আহারাদি পাইয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন অত্যধিক তামাক ব্যবহার করিলে লোকের দর্শন শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। বিলাতে অতিরিক্ত তামাক ব্যবহার করিয়া লোকে অন্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষেও তামাকের ব্যবহার কম নহে, কিন্তু তামাক খাইয়া কাহাকেও অন্ধ হইতে দেখা যায় নাই।

একখানি রুষ সংবাদপত্র প্রকাশ যে রুষের সহিত চীনের যুদ্ধ আসন্নপ্রায়, বিবাদ বড় গুরুতর হইয়াছে। চীনের দাবীও নিতান্ত অন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। রুষ এরূপ স্থলে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া আর কি করিতে পারেন? চীনের ১৫ হাজার সৈন্য ম্যাঞ্চুরিয়ায় জার্ম্মাণ আফিসার কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হইতেছে।

গবোন্দর ঠাকুর সাহেব বিলাতের উইণ্ডসোর ক্যাসেলে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেখানে ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী তাঁহাকে মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর নিকট পরিচিত করিয়া দেন।

মিঃ ভবলিউ জি ওয়াডেবার, সি, এস, ছয় মাসের জন্য রীজেন্সি সভার সভাপতি হইয়াছেন।

ব্যাঙ্গালোরের কোন সহযোগী তাঁহার পাঠকগণকে উপদেশ দিয়াছেন যে তাঁহারা যেন ধারে কাহাকেও সংবাদপত্র না দেন। ভারতবর্ষে সকল বস্তুই ধার দিলে ফিরিয়া পাওয়া যায়। সংবাদপত্র ধারে দিলে সকলের নিকট মূল্য পাওয়া কঠিন।

একজন আরব ৫০ জন সৈন্য একত্র করিয়া মাধি হইয়াছে। বিদ্রোহী মাধি জেডার নিকট টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়া বিলক্ষণ উৎপাত করিতেছে, তাহারা একদল তুর্ক সৈন্য পরাভূত করিয়া উৎপাতের কিছু বাড়াবাড়ি করায় আর একদল তুর্কী সৈন্য কায়মাকম নামক একজন সেনাপতির অধীন হইয়া বিদ্রোহিদিগকে আক্রমণ করে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই হত হইয়াছে। বিদ্রোহিগণকে শিক্ষা দিবার জন্য সাত জনের ছিন্ন মস্তক জেডার দুর্গদ্বারে সাত খানি তরবারির উপর বসাইয়া রাখা হইয়াছে। নূতন মাধি ধরা পড়িয়াছেন কি না জানা যায় নাই।

প্যারিসের রাজ বাটীতে লেনায় নামে একটী শুক পক্ষি ছিল। একশত তিন বৎসরে তাহার মৃত্যু হয়। ফ্রান্সের দশটী গবর্ণমেণ্ট তাহার চক্ষের উপর উত্থিত হইয়া পতন প্রাপ্ত হইল। দশজন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রভুর অধীনে থাকিয়া সে এরূপ রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিল যে উপদেশ দিতেও ক্ষান্ত হইত না। কখন কখন একজন বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিত। দশম চার্লসের রাজ্য কাল হইতে কেহ কোন কথা শিখাইতে গেলে সে শিখিত না।

বাবু যদুনাথ পাল ও রাখালচন্দ্র পাল বিলাতের ভারত প্রদর্শনীতে কতক গুলি মৃত্তিকার পুতুল পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ম্যাডাম টসাডের

গালায় পুতুল গুলি যেমন সুন্দর এগুলিও নাকি তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

জন কুইনের মকদ্দমা মুঙ্গের ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন রহিয়াছে। জামালপুরের ফিটার সাহেবদল দেশীয় কালা ফিরিঙ্গী পর্য্যন্ত কুইনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে মৃত ব্যক্তির পরিবার নিতান্ত দরিদ্র। উকিল দিয়া মকদ্দমা চালাইবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। জামালপুরের বাঙ্গালী ভদ্র লোক গণ যদি নিশ্চিন্ত থাকেন তবে বাস্ত বিকই লজ্জার কথা। যাহাতে মৃতব্যক্তির পক্ষে একজন উপযুক্ত উকিল নিযুক্ত হইয়া মকদ্দমা চলিতে পারে সেদিকে চেষ্টা করা জামালপুর ও মুঙ্গেরের বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভদ্র লোক দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

উইলট সাহেবের একটী বুদ্ধিমান কুক্কুরের কথা শুনা গিয়াছে। রেলের গাড়ি যাইবার সময় গার্ড একখানি "ষ্ট্যাণ্ডার্ড" নামক সংবাদ পত্রিকা প্রতিদিন একস্থানে ফেলিয়া দিয়া যাইত। উল্লিষ্ট ব্যক্তির কুক্কুরটী প্রতিদিন সেই স্থানে বসিয়া থাকিত, এবং কাগজ খানি পড়িলেই মুখে করিয়া লইয়া গিয়া প্রভুকে দিত। একদিন গার্ড ভুল ক্রমে ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার স্থানে আর একখানি পত্রিকা ফেলিয়া দিয়া ছিল। কুক্কুরটী সে পত্রিকা খানি যথা স্থানে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। প্রভু সম্বাদ পত্রিকা না পাইয়া গার্ডকে পত্র লিখে। অনুসন্ধানে জানা যায় ভুল ক্রমে অন্য পত্রিকা দেওয়াতেই কুক্কুর মনিবের কাছে লইয়া যায় নাই।

সুলতান জাঞ্জিবারের একটী ভগ্নি সিংহ শিকার করিয়া আমোদ পান। সময়ে সময়ে শিকার করিতে গিয়া একমাস দেড় মাস কাল জঙ্গলে অতিবাহিত করেন। রাজকুমারী শৈশবে একজন সারকস্ চড়কারের নিকট কস্ত শিক্ষা করিতেন। তিনি ঘোড়া কি হাতির উপর একজন মনুষ্যকে দাঁড় করাইয়া নিজে তাহার স্কন্ধের উপর উঠিয়া সচ্ছন্দে অশ্ব ও হস্তি চালনা করিতে পারেন। বন্দুক ছুড়িতে, তীর মারিতেও তিনি খুব পটু। আবার লেখাপড়াতেও কম নহেন। সম্প্রতি তাঁহার লিখিত আফ্রিকা নামক একখানি পুস্তক বাহির হইবে।

ব্রহ্মের একজন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক বলিয়াছেন—ব্রহ্ম জয় করা ইংরাজের পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার হইয়াছিল কিন্তু ব্রহ্ম রক্ষা করাই ইংরাজের বিষম দায়। যতই ইংরাজ ব্রহ্মে অধিক সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন ততই বিদ্রোহের বৃদ্ধি হইতেছে। ব্রহ্মবাসীদেরও খুব দুঃখ সচ্ছন্দ—বিদ্রোহী দল একবার দেশ লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করে ইংরাজ সৈন্য আসিয়া লুণ্ঠন করিতে যাহা বাকি থাকে তাহাও লুটিয়া লয়। যেগুড়ে ঘাস কাটিয়া লইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে কীটে তাহা গ্রাস করিয়া সুন্দর হরিত ক্ষেত্র মরুভূমে পরিণত করে।

ষ্টেটসম্যান বলেন—রায় রামশঙ্কর সেন গবর্ণমেণ্টের পেন্সন পাইয়া বিকানির মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইবেন। রায় রামশঙ্কর যেমন উপযুক্ত লোক তাঁহার তেমনি মর্য্যাদা হওয়াও আবশ্যক।

টিকারী রাজ্য লইয়া শীঘ্র আদালতে মকদ্দমা উঠিবে। মৃত মহারাণীর স্বামীর সহিত মহারাণী কিয়দ্দিন স্বতন্ত্র ছিলেন। এই সময়ে মহারাণীর রাজ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে যায়। মহারাণীর স্বামী এখন নিজে "গার্জেন" অর্থাৎ নাবালকের অভিভাবক ও অলি হইয়া টিকারী রাজ্যের ম্যানেজার হইতে চান।

শুনা যায় আমীর হোসেন বেঙ্গল ন্যাসন্যাল লীগে যোগ দিতে অস্বীকার করায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। এ জনরব সত্য হইলে বড় আক্ষেপের বিষয়।

মহারাজ্ঞীর রাজ্যের পঞ্চাশৎ বৎসরকাল অতিবাহিত হইল। গত ২১এ জুন এতদুপলক্ষে স্থানে স্থানে মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি আফিস ও আদালত বন্ধ হইবার কথা ছিল। কি কারণে তাহা হয় নাই তাহা জানা যায় নাই। যদি এই পঞ্চাশৎ বৎসর রাজত্ব কাল স্মরণীয় করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় তবে এ বৎসরে ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে একটী নূতন উপহার প্রদান করুন। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবার জন্য ভারতবাসী অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। এইবেলা সেই উপহারটী প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর হৃদয়ে মহারাজ্ঞীর পঞ্চাশৎবর্ষের রাজত্ব স্মৃতিস্তম্ভে প্রোথিত করুন।

রুষ কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে তুরস্কের সহিত বন্ধুভাব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। তুরস্ক ও পারস্যের সার সহিত বদান্যতা জানাইতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। তুরস্ক বলেন রুষ শত্রু, পারস্য বলেন কোন শত্রু আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে পারিবে না। রুষ আমার সহায় আছে।

সার লিপিল গ্রিফিন হলকারের মৃত্যুর পর ইন্দোরে গিয়াছিলেন, এক্ষণে ইন্দোর হইতে সিন্ধিয়ার পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা করিবার জন্য গোয়ালিয়ারে আসিয়াছেন।

গোয়ালিয়ারের নিকট ললিতপুর ও ঝান্সির অনতিদূরে জুঝার সিং নামক আর একজন ডাকাইত উৎপাত করিতেছিল। গোয়ালিয়ার দরবারের সৈন্যের সহিত জুজার যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে ডাকাইত প্রাণত্যাগ করিয়াছে। দস্যু মর্দ্দন সিংএর অপর বল সিং ও বহাজয় নামক আর দুই জন সহচর ছিল গুলির আঘাত খাইয়া তাহারাও পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

মহারাজ হল্কারের মৃত্যুতে গুইকাবার শোক চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। একদিন মৃত ব্যক্তির সম্মানের জন্য রাজ্যের কায কর্ম্ম সমুদায় বন্ধ ছিল। আমরা এই সংবাদে সুখী হইলাম। দেশীয় রাজগণের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ থাকে ইহা আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়।

হুগলীর সেসন জজ রাম পেমি বলেন উকিল মোক্তারগণকে আদালতে সেবার না দিবার যে প্রস্তাব হয় তিনি তাহার কর্ত্তা নহেন। যিনিই কর্ত্তা হউন এ বাতুলের কল্পনা যাঁহার মস্তিষ্কে উদয় হইয়াছে তাঁহাকে দেখিলে আমাদের দুঃখ হয়।

নাগপুর সেণ্ট্রাল রেলওয়ের কথা আবার পার্লিয়ামেণ্ট সভায় উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কিছু ব্যয়ভার গ্রস্ত হওয়ায় কম্পানটী এখন কার্য্যে পরিণত হইতেছে না।

মেলক্রোন রাজ্য লইয়া দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা বিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। একজনের নাম টামাসিস, আর একজনের নাম মালিওটোয়া। জর্ম্মানেরা টামসিসের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। আমেরিকান ও ইংরাজেরা মালিওটোয়ার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। জার্ম্মানেরা আপিয়াতে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমেরিক কম্পানি ম্যালিওটিয়ায় রাজ পতাকা উড্ডীন করিবার নিমিত্ত প্রোটেক্টোরেটের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে ইংরাজ ও ফরাসী জাতি দেশী রাজার রাজ্য লইয়া যে খেলা খেলিয়াছিলেন এও সেই খেলা। মেলক্রোনের রাজ্য এবার হয় জর্ম্মাণ না হয় আমেরিকান্ এই দুই জাতির মধ্যে এক জাতির হস্তগত হইবে।

জনরবে প্রকাশ যে মাকেঞ্জিলাণ্ডের পোলও নামক জাহাজ সহ ৭ শত গঙ্গাসাগর যাত্রী ডুবিয়া গিয়াছে। সমাচার কতদূর সত্য এখনও জানা যায় নাই।

বম্বে কলিকাতা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একটী শাখা খুলিবার জন্য গিলান্ডার্স সাহেব এজেণ্ট যাইতে-ছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক গফসাহেব এলাহাবাদ মুইর সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রাপ্ত।

ইংরাজ রাজত্ব কি শান্তিপ্রদ নয়?

রামরাজ্যে লোক সুখী থাকিত; প্রজার গুণ হউক অথবা রাজার গুণ হউক সেই সুখের—রাজ্যের অবস্থা একটী প্রধান কারণ ছিল। রাজা শান্তিপ্রিয় বর্ত্তমান থাকিয়া সে রাজ্যের সুখ সৌভাগ্য বিস্তার করিয়া নিতান্ত সমাতন কথা; কিন্তু রামরাজ্যের অধিপতি অথবা প্রজাবর্গের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করিতেন। যখন বাহিরে শত্রুর রাজা স্বাধীন অন্য লোকে তাঁহার অভিপ্রায়াধীন থাকিবার আব-শ্যক, এ মন্ত্রণা সুশাসন মূল নহে। ইহাতে দেশ ও রাজা উৎসন্ন যায়। স্বজনগণকে লইয়া যে স্বাধী-নতা সে স্বাধীনতা রক্ষা করা অসাধ্য কার্য্য। আইন কর ব্যবস্থা কর, যাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিবে অবশ্য তাহাদিগকে একবার জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। যদি প্রজার জন্য রাজার আবশ্যক, তবে রাজা কি প্রজার হিত দেখিবেন না? না দেখিলে তিনি কখনই রাজসিংহাসনে বসিবার উপযুক্তপাত্র নন। উচ্চাসনে বসিয়া কেবল দীন লোকের পায় শৃঙ্খল পরাইবার জন্য ত রাজপদ সৃষ্টি হয় নাই। যিনি স্বজনকে প্রীতিদান করিতে পারেন তিনিই রাজা। আমি প্রজার ন্যায় কার্য্য করিব, যখন তুমি আমাকে তোমার স্বাধীন পদের আশা দেখাইতে পারিবে, এবং সেইসময় তোমার শাসনকার্য্যের উপযুক্ত হইয়া উঠিবে। তখন তুমি আমার প্রতি আমার নিজের বিচারের ভার রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিবে। আমিও অপরাধী হইলে দ্বারে উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করিব। কিন্তু অগ্রে তাহার সোপান নির্ম্মাণ না করিলে কিছুই কার্য্যে পরিণত হইবে না। প্রজাগণকে যে চোরদার-বন্ধ পড়িতে হইবে এমন কিছু কথা নয়, আমি প্রজা হইয়া তোমার (রাজার) প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিলে তোমার উপর কি আমার আধিপত্য নাই? প্রজাকে বুঝাইয়া লই-বার ক্ষমতা না দেওয়া রাজনীতির বহির্ভূত কার্য্য। আত্মশাসন প্রণালী প্রভৃতি কার্য্যগুলি রাজ্য পরিপোষক সন্দেহ নাই।

পুত্রের প্রতি ভার রাখিয়া কার্য্য করিলে পিতার আধিপত্য অথবা মান মর্য্যাদা কমিয়া যায় না। আমাদের বর্ত্তমান ইংরাজ এই যুক্তি উত্তম বুঝিয়াছেন। আত্মশাসন প্রণালী রাজা লাটগণ প্রজাবর্গের স্বাধীনতার মূল ছুঁইয়া দিয়া-ছেন। ইহাতে যতদূর সুফল যায় তাহাতে বাস্তবিক অতিপ্রায় ভাল বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু আত্ম-শাসন প্রণালীর অন্তর্নিবিষ্ট অর্থ গুলি যে কি, তাহা কার্য্য না দেখিয়া এখন আমরা কি বলিব? আমরা যখন দেখিতেছি শত্রু আইনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির দেশীয় শিক্ষার উন্নতি সাধন, চাষ ও ব্যবসা বাণি-জ্যের উৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ, আদালতের বিচার কার্য্যে অপক্ষপাত স্থাপন, প্রভৃতি আত্মশাসন দ্বারা সংস্কৃত হইতে চলিল সেই দিনই আমরা রাজার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আনন্দোল্লাস বদনে কহিব আমাদের রাজা প্রজা রক্ষক। ইংরাজ রাজত্বে যে অশান্তিবিরাজ করিতেছে এ কথা আমরা বলিতে পারিব না। কেবল অংশে ইংরাজের কিনি একটু মন্দ দেখিবেন অন্য কোন কার্য্যে হয়ত আবার শতগুণ মঙ্গল দেখিতে পাই-বেন। আবার যে টুকু আমরা মন্দ বলিয়া লক্ষ করি, হয়ত সেটুকু পরিণামদর্শিতা হইতে পারে। রাজ কার্য্যের রহস্য অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী যে সহজে সব বুঝিয়া উঠিবে তাহা এখন সম্ভবপর কথা নহে। ইংরাজের হাতে অনেক বিষয় শিখিয়া গুরুমারা বিদ্যা প্রকাশ করা বাঙ্গালীর উচিত নহে। তবে ইংরাজ যাহা শিখাইয়াছেন তাহারই আলোচনা করিতে গেলে যদি কোন অপরাধ হয় সে অপরাধ না লওয়াই রাজার কর্ত্তব্য। রাজ্য মধ্যে যদি কোথাও অশা-ন্তির কারণ বিদ্যমান থাকে মুখ ফুটিয়া বলিলে যদি কোন দোষ হয় সে দোষ রাজার, প্রজার নহে। সে দোষ স্পষ্ট প্রকাশ না করিলে শান্তিময় ইংরাজ রাজ্যে অশান্তির প্রশ্রয় পাইবে। সংপ্রসঙ্গে ইংরাজের পক্ষে সেবড় অপমানের কথা।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-
রের আদেশানুসারী
নিয়োগ

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ভাগলপুরের অস্থায়ী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টর ডবলিউ, এইচ উইলসন শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্তের ছুটিতে ঐ জেলায় বাঁকা মহকুমার ভার পাইবেন। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, জে, ম্যাককাবসনের ছুটির সময় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বারিকানাথ মুখোপাধ্যায় সাহাবাদের সাসিরাম মহকুমার ভার পাইলেন। রংপুরের অস্থায়ী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় পুর্ণিয়া সদরে বদলী হইলেন। পুর্ণিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রজনী কুমার দত্ত রংপুর সদরে বদলী হইলেন। মিষ্টর বে প্যার্ট, সি, আই, ই, বাহাদুরের ছুটির সময় ২৪ পরগণার ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ট পুঃ শ্রীযুক্ত এইচ, জে, হুইলকিন্স কলিকাতা পুলিসের ডেপুটী কমিশনার হইলেন। পুলিসের ডেপুটী ইনস্পেক্টার জেনেরল মিষ্টর পি, এল্, ট্যাক, মিষ্টর জে, সি, ড্রিসে বাহাদুরের ছুটির সময় পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনেরলের কাজ করিবেন। আর ভাগলপুরের ডেপুটী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টর এইচ, এইচ, রিসস, ট্যাকের স্থানে পুলিসের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনেরলের কাজ করিবেন। শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন সহায়ের ছুটির সময়, শ্রীযুক্ত গিরধারী লাল মজঃফরপুরের স্পেসিয়াল সব রেজিষ্ট্রারের কাজ করিবেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায় ও বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখো-পাধ্যায় ত্রিপুরা কমিল্লা এজলাসের অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। বাবু উমেশচন্দ্র সেন বাঁকুড়া কতুলপুরের একটিং মুন্সেফ হই-লেন। বাবু অমরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মঙ্গলাসহ জাহানাবাদের একটিং মুন্সেফ হইলেন। কলিকাতা ছোট আদালতের তৃতীয় জজ বাবু শ্রীনাথ দাস, ২য় জজ বাবু টি, জোনসের ছুটির সময় দ্বিতীয় জজের এবং ৪র্থ জজ মিষ্টর এ, ও, ম্যাকওয়ার্থ বাহাদুর তৃতীয় জজের কার্য্য করিবেন। আর ব্যারিষ্টর মিষ্টর ও, ডিং, চতুর্থ জজের পদে অস্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন। বাবু কিশোরী লাল সেন মতিহারির অতিরিক্ত মুন্সেফ নিযুক্ত হই-লেন।

অধস্তন শিক্ষা বিভাগ—পাবনা জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু রাজকুমার রায় ভাগলপুরের সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে, ভাগল-পুরের বর্ত্তমান ২য় শিক্ষক বাবু হরনাথ চট্টোপাধ্যায় পাবনা জেলা স্কুলের হেড মাষ্টারের পদে বদলী হইলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটারির সহকারী বাবু ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত জুবেনর অজের ছুটির সময়, রাজসাহি বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টরের আফিসের ২য় ক্লার্ক বাবু কালীচরণ চক্রবর্ত্তী রাজসাহী সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

কাশী।

অর্দ্ধশশি সদৃশী সুরধুনী পুলিনে অসি ও বরুণা সংবলিত মহাতীর্থ বারাণসী হিন্দুগণের পরমারাধ্য স্থান। জগন্মাতা অন্নপূর্ণা সহ লোকমাতা মহা-দেব এখানে চিরস্থির বিরাজিত। কৃতান্ত জ্ঞাতাজ্ঞাত একান্ত শরণাপন্ন ভক্তজন অভিলাষ পূর্ণার্থে ভক্তবৎসল ভোলানাথ মহোল্লাসে কাশীবিলাস

করিতেছেন। তাঁহার কৃপায় আধি ব্যাধি, জরা, জন্ম, মরণাদি সংসার বারিধিমগ্ন মোহবাঞ্ছা বহু অসংখ্য গৃহবাসী, এবং অসার বিষয় বাসনারহিত সাধু সন্ন্যাসী অনায়াসে শমন শাসন অতিক্রম করিয়া, কৈবল্যধাম লাভ করিতেছে। বিষয় বাসনাবর্জ্জিত ও কামক্রোধাদি দুরন্ত রিপুদমিত পার্থিব তৃষ্ণা রহিত তপস্যাভিলাষী সাধুগণের ইষ্টারাধনার সম্পূর্ণ উপযুক্ত স্থান এই পবিত্র কাশীক্ষেত্র। এই পুণ্যক্ষেত্রে পাপাশক্ত, কুকর্ম্মান্বিত সমাজ ঘৃণিত, অধিকাংশ বাঙ্গালী আসিয়া পবিত্র তীর্থকে কলুষিত ও কলঙ্কিত করিয়াছে। দুঃখের বিষয় সমাজপূজ্য বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণই অধিক পরিমাণে আচার, ধর্ম, নিষ্ঠা ও মহাতীর্থের পবিত্রতা নষ্ট করিতেছেন। সেসকল কদাচারীর কদর্য্যাচরণ বর্ণন করিতে ঘৃণা হয়, লেখনি সঙ্কুচিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞান শূন্য ধর্ম্মবিবেক রহিত পাষণ্ডগণের দৃঢ় বিশ্বাস অব্যর্থ শিববাক্যের বলে কাশীতে মরিলেই মুক্তিলাভ হইবে। এই অন্ধবিশ্বাসের বলেই মূর্খগণ তীর্থের পবিত্রতা ধর্ম্মের মাহাত্ম্য, মনুষ্যের কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ। কালের কি কুটিল গতি। সর্ব্বনাশক কালের গুরুতর সংঘর্ষণে, কলিরাজের প্রবল প্রতাপের বিধাতা বিশ্বনাথ পাপাত্মাদিগকে পুণ্যক্ষেত্রে স্থানদান করিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্য। নরকুল কলঙ্ক নরাধম পামরগণ কাশীতে মরিয়াই যদি মুক্তিলাভ করে, তবে কৃমিপূরীষ পূরিত ঘোর নরক কাহার জন্য?

পুণ্যাত্মা মহাত্মগণের পুণ্যের পরিচায়ক ও কীর্ত্তিপ্রকাশক এখানে অনেকগুলি অন্নছত্র আছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্নছত্র অবারিত। ব্রাহ্মণগণ বিনা পরিশ্রমে প্রত্যহ আহার পান। মধ্যে মধ্যে দুইচারি আনা পাইয়া থাকেন; তদ্ধেতু কুকর্ম্মান্বিত অবৈধোল্লাসিত সমাজ তাড়িত আলস্য পরায়ণ ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যধিক হইয়াছে। অপদার্থ অসার ব্রাহ্মণের অনায়াসে উদরান্নের উপায় দেখিয়া, মধ্যে মধ্যে ভিন্নজাতীয় কেহ কেহ ব্রাহ্মণের আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া ব্রাহ্মণ পরিচারক সাধারণের বিশ্বাস জন্মাইয়া স্বচ্ছন্দে ব্রাহ্মণের সমাজে চলিয়া যায়। কিন্তু নিন্দুকের ভান, ছদ্মবেশীর প্রকৃত কথা, জাতি সম্বন্ধ সত্যতা অধিক দিন চাপা থাকে না, সুতরাং কিছু দিন পরেই দুরাত্মার জাতি রহস্য ভেদ হয়। এরূপ ঘটনা এখানে বিরল নহে। উপর্য্যুপরি এরূপ কয়েকটি ঘটনায় কাশীবাসী ব্রাহ্মণগণ অজ্ঞাত [illegible]ীল ব্যক্তির কৃপায় এখন আর বিশ্বাস না করিয়া সকলেই একটু সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু এদিকে সতর্ক হইলে কি হয়? ইহাপেক্ষা আরো আশ্চর্য্য ভয়ানক ঘটনা এখন সংঘটিত হইতেছে। কালপ্রভাবেই হউক, কি দরিদ্র দেশের বর্দ্ধিত দুর্দ্দশার জন্যই হউক না জানি কি অনশনের কারণে হিন্দুর গৃহবধূ লজ্জাশীলা অবলা জাতি চাতুরি জাল ফাঁদিয়া লোক, ধর্ম্ম ও হিন্দুর নিষ্কলঙ্ক গৌরব নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন কায়স্থ কিম্বা তদপেক্ষা নীচজাতির স্ত্রীলোক ধর্ম্মের নামে, কাশীবাসের উদ্দেশে এখানে আসিয়া ব্রাহ্মণ কন্যা পরিচয় দিয়া সকল দিক মজাইতেছে। বাঙ্গালী টোলা সোনারপুরা মহল্লার জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের বাটীতে এক পাচিকার চাতুরি ও জাতি রহস্য সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে। এক কৈবর্ত্ত রমণী রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া ৬ বৎসর কাল প্রোক্ত ভদ্র পরিবারের মধ্যে থাকিয়া পাচিকার কার্য্য করিতেছিল। এ দীর্ঘকালের মধ্যে পাপীয়সীর জাতি রহস্য প্রকাশ হয় নাই। গণ্যমান্য ভদ্র ব্রাহ্মণের সংসারে এতদিন থাকিয়া পাপিষ্ঠা কত সংসার মজাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন সেই ভদ্রলোকের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া স্বাধীনভাবে থাকিয়া অন্যান্য ভদ্র পরিবারের মধ্যে নিত্য যাতায়াতে ঘনিষ্ঠতা করিয়া কুলস্ত্রী মজাইয়া স্বার্থসাধনের অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে। পাপিষ্ঠার কি চাতুরী! কি সাহস!! যাঁহার বাটিতে ৬ বৎসর পাচিকার কার্য্য করিয়াছে, তিনি লোকনিন্দা ভয়ে উপযুক্ত শাস্তি না দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন; কিন্তু এখন যেরূপ ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে কাহারও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত নহে। সকলেই একমত হইয়া দুষ্টচারিণীর উপযুক্ত যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য। এখানে অনুসন্ধান করিলে এরূপ ছদ্মবেশিনী ও ব্যাধিনী সর্ব্বনাশীর অপ্রতুল দেখা যায় না। গৃহস্থ মাত্রেরই এখন হইতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক।

এখানে শিক্ষিত, শাস্ত্রাধ্যাপক ও ক্ষমতাবান বাঙ্গালী অনেক আছেন। কিন্তু পরস্পর একতা, সহানুভূতি, ধর্ম্মালোচনা একেবারেই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে সমাজ বন্ধন, সমাজ শাসন, ধর্ম্মান্দোলন কি উন্নতি সূচক কোন কার্য্যের আলোচনা নাই। আছে কি? দলাদলি। কি ধনী, কি পণ্ডিত, কি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, সকলেই দলাদলিতে উন্মত্ত! আরো দুঃখের বিষয় যে, দলপতিগণ আবার মহামহোপাধ্যায় 'পণ্ডিত' আখ্যাধারী!! তাঁহারা যেন পবিত্র তীর্থবাসের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য এবং শাস্ত্রানুশীলন ভুলিয়া, সর্ব্বক্ষণ দলাদলিতে মাতিয়া রহিয়াছেন। এদিকে জাতিকর্ম্ম তীর্থের পবিত্রতা নষ্ট হইতেছে, ব্যাভিচার স্রোতে কাশী ভাসিয়া যাইতেছে তৎপ্রতি কাহারো দৃক্পাত নাই। ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে। ব্যভিচারী পাপিষ্ঠের সংখ্যা এখানে এতাধিক বৃদ্ধি হইয়াছে যে, সৎ ও মোক্ষাভিলাষী প্রকৃত কাশীবাসী খুঁজিয়া পাওয়া সুকঠিন। প্রকৃত পক্ষে এই তীর্থ ক্ষেত্র এখন বকবীরগণের বিলাসক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এরূপ শোচনীয় অবস্থায় ক্ষমতাবান পণ্ডিতগণ সমাজ ও ধর্ম্মের উপেক্ষা করিয়া ইতরলোকের ন্যায় দলাদলিতে উন্মত্ত!! একি পরিতাপের বিষয়! পণ্ডিত-শাস্ত্রালোচনায় ঔদাস্য করিয়া, আর্য্য ধর্ম্মের দুর্দ্দশায় কাতর না হইয়া, মহাতীর্থের পিশাচগণের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া, ব্যভিচার প্রভৃতি প্রত্যহ সংঘটিত রাশি রাশি পাপের প্রশ্রয় দিয়া অনুক্ষণ যখন দলাদলিতে উন্মত্ত হইতেছেন, তখনকার সমাজের সুখ, ধর্ম্মের উন্নতি, প্রাচীন শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং তীর্থের পবিত্রতা রক্ষার আশা কোথায়? এখানে স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে বাহ্যাড়ম্বর পরিপূর্ণ অন্তঃসারশূন্য বিদ্যাহীন পণ্ডিতেরও অভাব নাই। এই কৃত্রিম এবং কুকর্ম্মাচারী 'পণ্ডিত' আখ্যাধারীদিগকে আমরা মনুষ্যের মধ্যে পরিগণিত করিতে প্রস্তুত নহি। যাঁহারা যথার্থ শাস্ত্রাধ্যাপক, সদাচারী ও জ্ঞানী তাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করি এবং তাঁহাদের দ্বারাই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে কদাচারের প্রতিবিধানের আশা করি। পণ্ডিতগণের মধ্যে স্বনামখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর কাশী বাচস্পতি মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্রদ্বয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত [illegible] ও শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়দিগের প্রতি সর্ব্ব প্রথমে আমাদের দৃষ্টি পতিত হয়। তাঁহাদের বিদ্যার গৌরব নাম, যশ প্রতিপত্তি এখানে অক্ষুণ্ণ। পণ্ডিতসমাজে এই দুই মহাত্মা আর বৈদিকের মধ্যে গণ্য মান্য ক্ষমতাপন্ন সর্ব্বলোক প্রিয় বাবু সোমনাথ ভাদুড়ির ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অনেক। এই মহাত্মার মনোযোগ ও যত্ন পাইলে কাশীর বাঙ্গালী সমাজের কদাচার ও দুরপনেয় কলঙ্ক অপনীত হয়। এতৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত বিবরণ বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

—০০—

কানপুর।

অত্রত্য মিউনিসিপালিটির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষ মহাশয় যখন সেক্রেটরী পদে অভিষিক্ত ছিলেন, তখনই ইহা উন্নতির সোপানে পদার্পণ করে। তিনি কতকগুলি সাধারণের উপকার জনক কার্য্য করিতে কৃতসংকল্প হন এবং যৎপরোনাস্তি চেষ্টাও করেন. কিন্তু কিছু দিন পরে উক্ত মহাত্মা নিজ ইচ্ছায় ঐ পদ ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি ঐ পদ ত্যাগ করাতে সাধারণের অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছিল। যে ব্যক্তি সাধারণ হিতকামনা করে সকলে তাহারই বাধ্যিত্ব কামনা করিয়া থাকে। যাহা হউক তৎপরে তাঁহার স্থানে মাননীয় জনৈক ইংরাজ ঐ পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইনিও মন্দ লোক নহেন। ইঁহারও সাধারণ কার্য্যে বিলক্ষণ রুচি আছে। এক্ষণে মাননীয় শ্রীযুক্ত বোস সাহেব বাহাদুর এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার। সহরের অবস্থা ও উন্নতির প্রতি ইঁহারও বিশেষ লক্ষ্য। বোস সাহেব বাহাদুরের আগ্রহে এবং মিউনিসিপাল সেক্রেটরী ও মেম্বরগণের উদ্যোগে কয়েকটী বিষয় সাধিত হইয়াছে।

১। টাকিপাড়া নামক যে রাস্তাটিতে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি অধিক চলে উহা পূর্ব্বে অপ্রশস্ত থাকায় পথিক লোক জন শশঙ্কিত হইয়া চলিত এখন ঐ রাস্তার দুই পার্শ্বে অনেক স্থানে বাড়ান হইয়াছে এখন আর সে কষ্ট নাই।

২। সহরের মধ্যে যে সকল রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া অধিক চলে এবং মহাজনদিগের মাল আমদানি ও রপ্তানির জন্য গোরুর গাড়ি অধিক গমনাগমন করিয়া থাকে, প্রত্যহ ঐ সকল রাস্তায় জল ছড়ান হয়, ইহা পূর্ব্বে হইত না ইহার জন্য আমরাও ২। ২ বার সোমপ্রকাশে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি।

৩। সহরের মধ্যে গলি ও পথের দুই পার্শ্বের পয়নালা সকল উত্তমরূপ পরিষ্কৃত না থাকায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইত, এখন তাহা অনেক পরিমাণে সংশোধিত হইয়াছে। এখন প্রত্যহ একবার কাহার-মেথর ঘোরা ফিরা করে থাকে এবং এই নিমিত্ত কতকগুলি ভর্ত্তি ও বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। ইত্যাদি কতকগুলি হিতকর কার্য্য দেখিয়া আমরা মান্যবর বর্ত্তমান কালেক্টর বাহাদুরকে এবং মিউনিসিপালিটির মেম্বরগণ ও সেক্রেটরী মহাশয়কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি, আশা আছে ইঁহাদের হইতে এই সহরের ক্রমে ক্রমে অনেক উন্নতি হইবে।

এতদ্ সময়ের গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। দিবারাত্রি লু চলাতে জীবগণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়াছিল। সম্প্রতি অদ্য ৩। ৪ দিবস হইতে বারিধারা বর্ষণ হওয়ায় কষ্টের কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইয়াছে। লু যদিও বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু গ্রীষ্ম এখনও কমে নাই। আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার নহে এখনও বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা আছে এবং হইলেও ভাল হয়।

বিজ্ঞাপন।

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস. বি. বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট কেশ, থারমমিটার, ৩০ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ১২ শিশি কর্ক, চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গলা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "নূতন বিধান অর্থ বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাক মাশুলসহ ১৴১০ এক টাকা আর আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ক্যাওলা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের-শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১ড্রামের মূল্য ।০ এবং বহুমূত্রনীতাপ নিবারক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১৷০ দেড় টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১৲ আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত ভ্যালুপেয়েবল পার্শেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—◆◆—

হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারী।

নং ৩ মৃজাপুর ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই নূতন ঔষধালয়ে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, ঔর্দ্ধ, শিশি, বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকাদি এবং চিকিৎসোপযোগী দ্রব্যাদি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। কলেরার বাক্স ১২ শিশির ডাং রুবিনীর কর্পূরের আরক ও পুস্তক সহ মায় প্যাকিং ৫৲ গার্হস্থ্য চিকিৎসার পুস্তক সহ ৩০ শিশির বাক্স মায় প্যাকিং ১২৲।

—◆◆—

বিশেষ সুবিধা বিশেষ সুবিধা।

মফস্বলের বন্ধুদিগের সুবিধার জন্য আমরা কলিকাতা হইতে বাজারদরে সকল প্রকার জিনিস খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি। যাহার যখন যে কোন দ্রব্য আবশ্যক হইবেক তিনি কিছু টাকা প্রেরণ করিলেই তাঁহাকে সত্বর ভ্যালুপেয়েবল পোষ্টে সেই সকল দ্রব্য পাঠান হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিবেন।

দত্ত এবং ঘোষ কোং
১০ নং রাধাবাজার
কলিকাতা

—◆◆—

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে ঐ পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে। এজেন্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজি ৫০০ পৃষ্ঠায় বেশী।

দাম ২৷০ টাকা; ডাকমাশুল ৴১০

ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার

—◆◆—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

জে. এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

এখানে ক্রমাগত কয়েকখানি জাহাজে সকল আমেরিকা ও জর্ম্মণি হইতে বিস্তর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, কর্ক, শিশি ও যন্ত্রাদি আনীত হইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এক্ষণে এলোপ্যাথিক-

পিডিয়া মূল্য ১৮০ হানিম্যান মেটিরিয়া মেডিকা মূল্য ২৪ প্রভৃতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০ ক্রম ১।০, মাদারটিংচর ।৶০ নিম্নক্রম ।০ এবং ২ড্রাম ।৶০ হিসাবে বিক্রয় হয়। ১২ শিশির ওলাউঠার বাক্স যায় পুস্তক ৪। ঐ ক্যাম্ফরসহ ৫ ও সাধারণ চিকিৎসার পুস্তক সহ ২৪ শিশির ৮।, ৩০ শিশির ১০।০ ৪০ শিশির ১৩; ৪৮ শিশির পারিবারিক ঔষধ সমেত ১৬ ৭২ শিশির পারিবারিক ঔষধ সমেত ২৫। ২০০ শিশির উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও থার্ম্মমিটার সহ ৮০ থার্ম্মমিটার ৪।০ ও ৫ (ক্যাটেলগ বিতরণীয়।) (সমস্ত বাক্সের সহিত পুস্তক ও ফোটা ঢালিবার যন্ত্র পাওয়া যায়) ঠিকানা ১১৭ নং বহুবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য—ম্যানেজার।

—○○—

কর্ম্মখালি।

Wanted a Competent Hd: Master for kalaskaty H. C. E. School on salary Rs 50 per Month.

Apply Sharp totle uaderstingned. Chandi charan Tarkabagish Hd: pandit.

kalaskati —Barisal.

—○○—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি বাক্স ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১৶ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

বঙ্গের দ্রষ্টব্য।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা প্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে নূতন অক্ষরে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অবৈতনিক কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৶১০ করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

—○○—

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৶০	৴১০
২ য় ভাগ	৶০	৴১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৶০	৴১০
২ য় ভাগ	৶০	৴১০
৩ য় ভাগ	৶০	৴১০
নিক্কেমর বিলাপ	।০	৴১০

তবখানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ৴১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি নূতন নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, চেক, বয়ারিং চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৶১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, প্রবন্ধকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সত্য এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রোপ্রাইটার দায়ী নহেন।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনারপুর ডাক, মাইলা চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৩০শ ভাগ। " [illegible] " ৩৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫৬০,

১২৯৩ সাল। ২৯ এ আষাঢ় ইং ১৮৮৬। ১২ ই জুলাই।

৭ রিপনাব্দ। ২৯ এ আষাঢ়।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা।

কর্ম্মখালি।

চট্টগ্রামের মহারাজা মহেন্দ্রকৃষ্ণ উচ্চশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য একজন দ্বিতীয় শিক্ষক আবশ্যক। মাসিক বেতন ৩৫ টাকা। যিনি এল. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ [illegible] তিনি ভিন্ন অপর কাহারও আবেদন করিবার আবশ্যকতা নাই। [illegible] প্রতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], রেলওয়ের দক্ষিণ [illegible] [illegible] হইতে চারি মাইল মাত্র। স্থান স্বাস্থ্যকর। আগামী ১৮ই জুলাইএর মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

চট্টগ্রাম ইং বিদ্যালয় ১৮৮৬ ২রা জুলাই। } শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ হেড মাষ্টার।

উৎকৃষ্ট বঙ্গবিদ্যালয় নাই। হরিপুরে যে একটী বঙ্গবিদ্যালয় ছিল, তাহার কার্য্যকারী সভার মেম্বরগণ অকস্মাৎ তাহা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তে বিন্যস্ত করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন তাহা ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তবে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার মানসে বর্ত্তমান অধ্যাপনায় যে কয়েকজন পণ্ডিত রাখা হইয়াছে, তন্মধ্যে শান্তিপুর রাজকেতা গোস্বামীপাড়া নিবাসী মাননীয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ব্রজগোপাল গোস্বামী মহাশয়ই সকলের চেষ্টা। গোপালের উপর স্থানীয় যাবতীয় লোকের যারপর নাই অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ বাবুর প্রতিষ্ঠিত উক্ত বিদ্যালয়ে তাঁহাদের প্রধান পণ্ডিতের পদে ব্রতী করা হইয়াছে। নূতন বঙ্গবিদ্যালয়টীতে ব্রজগোপাল প্রধান পণ্ডিতের পদে ব্রতী হয়েন ইহাই সাধারণের সম্পূর্ণ ইচ্ছা. কিন্তু তাহা আপাততঃ ফলে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই। নবপ্রসূত বঙ্গবিদ্যালয়টীর ছাত্র সংখ্যা আপাততঃ যদিও ৬০। ৬৫ জন, কিন্তু উহা সুচারুরূপে চালাইতে পারিলে ছাত্র সংখ্যার দৈনন্দিন বৃদ্ধি হইবার সম্পূর্ণ আশা করা যাইতে পারে। এক্ষণে উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যকারী সভায় যে কয়েকজন মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম এইঃ—

১। কুমার শ্রীযুক্ত সত্যবাদী ঘোষাল।
২। শ্রীযুক্ত বাবু বজবর ঘোষ।
৩। „ „ গোবর্দ্ধন সরকার।
৪। „ „ বৃন্দাবনচন্দ্র দাস।
৫। „ „ রাজেন্দ্রনাথ মিত্র।
৬। „ „ কৈরবচন্দ্র দাস।
৭। „ „ কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য।
৮। „ ডাক্তার উমেশচন্দ্র পাল, বি এ,
৯। „ বিনোদবিহারী সরকার।

ভূকৈলাস রাজ পরিবারের প্রধান মেম্বর শ্রীযুক্ত রাজা সত্য সত্য ঘোষাল মহোদয় উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যকারী সভার প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ সভাপতির আসনে সমাসীন হইয়াছেন। এক্ষণে স্থানীয় ভদ্রাভদ্র সমস্ত লোক আপনাপন আশানুসারে বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে মাসিক অর্থসাহায্য করেন ইহাই প্রার্থনীয়। কারণ ঐ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হওয়া অত্যন্ত ব্রীড়াজনক।

উপসংহারে আমরা আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে অগ্রদ্বীপ কালীনাথ দাসের পুত্রেরা উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য দিয়া তাঁহার একটী উপযুক্ত অট্টালিকা ছাড়িয়া দিয়া আপনাপন বিদ্যোৎসাহিতা গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণ তাঁহারা স্থানীয় সাধারণের ধন্যবাদার্হ, এক্ষণে তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুকরণ পূর্ব্বক অন্যান্য ভদ্রলোকগণ ঐ বিদ্যালয়ের আনুকূল্য করেন ইহাই প্রার্থনীয়।

থিওসফির প্রতিবাদের প্রতিবাদ।

মহাশয়! আপনার ২৫এ জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশে মধ্যস্থ স্বাক্ষরিত আমার থিওসফির বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের প্রতিবাদ পাঠ করিয়া যুগপৎ হর্ষিত ও বিস্মিত হইয়াছি। বিস্মিত হইবার কারণ মধ্যস্থ মহাশয় যেরূপ ভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাতে মধ্যস্থতার কিছুই প্রকাশিত হয় নাই বরং আমার প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। হর্ষিত হইবার কারণ মধ্যস্থ মহাশয় সম্প্রদায় বিশেষের মনোরঞ্জন করিবার জন্য সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। আমি বলিয়াছি (without Fatherhood Brotherhood) হইতে পারে না, দ্বিতীয়তঃ জাতি সম্প্রদায় আচার ব্যবহার ধর্ম্ম বিধান, ইত্যাদির একীকরণ না হইলে ভ্রাতৃভাব হওয়া অসম্ভব। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি তাহার সার কথাই এই। মধ্যস্থ মহাশয় আমার যুক্তি খণ্ডন মানসে নিম্নলিখিত যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন যথা—"আমাদিগের দেশে মহাত্মা রামমোহন রায় এই সকল বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে একত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, পরে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন এবিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাঁরা কি কেহই সফল মনোরথ হন না? অনেক পরিমাণে হইয়াছেন ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন ইত্যাদি।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই ব্রাহ্মসমাজ যে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের চেষ্টা করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার পূর্ব্বে কি পিতৃভাব সংস্থাপিত হয় নাই? ব্রাহ্মসমাজ কি বলিতেছেন না যে পৌত্তলিকতা জাতিভেদ হিন্দুধর্ম্মের বাঁধনাদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ না করিতে পারিলে কেহ ব্রাহ্মজাতি নামে অভিহিত হইতে পারেন না? ব্রাহ্মসমাজ কি প্রচার করিতেছেন না যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলে নিজ নিজ জাতীয়তা ভুলিয়া এক ঈশ্বরের সন্তান ভাবে পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ হইতে হইবে? এক্ষণে মধ্যস্থ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মসমাজ যে ভাবে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের চেষ্টা করিতেছেন থিওসফি কি সেই ভাবে চেষ্টা করিতেছেন? আমার বোধ হয় মধ্যস্থ মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের ২।১ জন বড় লোকের নাম শুনিয়া রাখিয়াছেন মাত্র। ইনি ব্রাহ্মসমাজের মত বা কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তাহা না হইলে এরূপ প্রতিবাদ করিতেন না। মধ্যস্থ মহাশয় এক স্থলে লিখিয়াছেন ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ধর্ম্মবলে, সাধনবলে, যেসকল কার্য্য করিয়া থাকেন অধার্ম্মিকেরা তাহা অসম্ভব বিবেচনা করে।" এ কথা আমিও বিশ্বাস করি। কিন্তু ধার্ম্মিকেরা বুজরুকি দেখাইবার জন্য কোন কার্য্যসাধন করেন না ইহাও ঠিক। মধ্যস্থ মহাশয় এক স্থলে বিশেষ অহঙ্কারের সহিত লিখিয়াছেন আমরা এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিয়াছি যে আমরা কেহই ভ্রান্ত নহি। বটেই ত এত বুদ্ধি এত বিদ্যে না হইলে ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব দেখিয়া without Fatherhood,Brotherhood করিবার জন্য এত প্রয়াস পাইবে কে? তাহার পর পত্রপ্রেরক আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন হিন্দুধর্ম্মের কোথায় এমন ব্যবস্থা আছে যাহাতে ব্রাহ্মণ শূদ্রে একত্রে শাস্ত্রালোচনা করিতে পারে না। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য অনেক দূর যাইতে হইবে। মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে ২৮১ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে "সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ। কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ।" অর্থাৎ যদি শূদ্র ব্রাহ্মণের সহিত একস্থানে উপবেশন করেন তাহা হইলে তাহার কটিতে (তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা) চিহ্ন করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেক অথবা কটিচ্ছেদন করিয়া দিবেক। এখন মধ্যস্থ মহাশয়ের হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে কেমন বুৎপত্তি তাহা সাধারণে বিচার করুন।

বনগ্রাম

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

সোমপ্রকাশ।

---

২৯ এ আষাঢ় সোমবার।

৪ ঠা জুলাই কলিকাতা বৃন্দাবন বসুর লেনে ২১ নং বাটীতে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ৩ নং ওয়ার্ডের করদাতাগণের একটী সভা হয়। সভাস্থলে প্রায় দুইশত পঞ্চাশ জন করদাতা উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার বঙ্কলাল ঘোষ সভাপতির

আসন গ্রহণ করেন। সভায় নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি মীমাংসিত হইয়াছে।

১। কলিকাতার সীমার মধ্যে পশুহত্যাগৃহ স্থাপিত হইলে সমগ্র সহরের, বিশেষতঃ যেখানে হত্যাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইবে সেখানকার অধিবাসিবর্গের পক্ষে বিলক্ষণ অনিষ্টকর হইবে। সভার মত এই যে মিউনিসিপাল কমিশনরগণ এ ব্যবস্থা স্বীকৃত না হইয়া উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন।

২। এইরূপ হত্যাগৃহস্থাপন সাধারণ মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। বাবু কালিনাথ সাধারণের মত অবগত হইয়াও ইহাতে অভিমত প্রকাশ করেন, কিন্তু অন্যান্য কমিশনরগণ এক বাক্যে তাঁহার প্রস্তাবের বিরোধী হইয়াছিলেন। তজ্জন্য এই সভা কমিশনারগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কালিনাথ বাবুর ব্যবহারে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

৩। কালিনাথ হত্যাগৃহ স্থাপন এবং আরও কয়েকটী বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের মতের বিরুদ্ধে যেরূপ অভিমত করিতেছেন তাহাতে তাঁহাকে ৩ নং ওয়ার্ডের প্রতিনিধি বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

প্রথম প্রস্তাবকর্ত্তা বাবু জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য বলেন—প্রস্তাবিত স্থানে হত্যাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকের স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মের পক্ষে হানি হয়। বাবু কালিনাথ মিত্র বিপক্ষ মতাবলম্বী হইয়া দুই তৃতীয়াংশ শিক্ষিত হিন্দুকে গোখাদক বলিয়া গালি দিয়াছেন ইহাতে হিন্দুসমাজ বিলক্ষণ অবমানিত হইয়াছেন। তাঁহারা কালিবাবুকে যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন এখন তাহাতে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মিল। কালিবাবু কেবল অর্থ ও পদোন্নতির লোভে স্বীয় কর্ত্তব্যজ্ঞানকে বলিদান দিয়াছেন।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন কালিনাথ বাবু তাঁহার জাতি ধর্ম্ম ও সধর্ম্মীগণের নিকট বিশ্বাসঘাতকরূপে প্রমাণিত হইয়াছেন। তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ অদ্য হইতে তাঁহাকেই "কসাই কালি. মিত্র" বলিয়া আখ্যা দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় ব্যবস্থাকর্ত্তা বাবু ভগবতিচরণ মিত্র বলেন বজেট কমিটীতে কালিনাথবাবুর সাহায্যে শতকরা ৮ টাকা করিয়া বাটী ভাড়া বৃদ্ধি হয়। শতকরা দশ টাকা দিলেই বৃদ্ধি করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। ট্রামওয়ে গাড়ীতে প্রত্যেক বেঞ্চে ৫ জন বা দুলিয়াও জন করিয়া বসিবার প্রস্তাবে সাধারণে যে আবেদন করেন সেই আবেদন বিরুদ্ধবাক্যে উড়াইয়া দিয়া কালিবাবু দ্বিতীয়বার তাঁহার গুণের পরিচয় দেন। কলিকাতা ও সহরতলীর মিউনিসিপালিটী সংযোগ, এবং কমটের অভাবিক্য-ব্যয় কার্য্যে স্বায়ত্তশাসনের মূলে আঘাত করিয়া এবং মিউনিসিপালিটীকে অমুচিত ঋণভারগ্রস্ত করিয়া তৃতীয়বার তাঁহার গুণপনা প্রকাশ করেন। এ সকল কার্য্যে লোকে তাঁহাকে বেশ চিনিয়াছেন।

সভাস্থ একব্যক্তি প্রস্তাব করেন কালিবাবু যখন প্রকাশ্যে তদ্বর্ণিত কুৎসাবাদ প্রত্যাহার করিয়াছেন, এখন তাঁহার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন করা উচিত নহে।

—◆◆—

ভারত সাম্রাজ্য একজন রমণীর করে, এ রাজ্যে রমণীর আদর হওয়াই সঙ্গত ও অভিপ্রেত। ইংরাজের অধীনে মিত্র ও করদ রাজ্যের মধ্যে রমণী যে যে সিংহাসন অধিকার করিয়া আছেন, ইংরাজ তাহাদের উপর কৃপানেত্রে দেখিবেন ইহাই সঙ্গত ও শোভনীয়। অবলার বলে যে সাম্রাজ্যের শাসন হইতেছে সেখানে অবলা পীড়ন ভাল দেখায় না। অবলার উপর বলপ্রকাশ কাপুরুষতা, রমণীর রাজ্যে রমণী পীড়ন মহারাজ্ঞীর অবমাননা। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই কাপুরুষতা দেখাইতেছেন, মহারাজ্ঞীর অবমাননা স্বীয় কার্য্যে প্রকাশ করিতেছেন। টিকারী রাণীর কথা পাঠকের কি স্মরণ আছে? সেদিন আমরা তাঁহার মৃত্যুসংবাদ দিয়া আপনাদিগকে কাঁদাইয়াছি আজ তাঁহার উপর ইংরাজ যে অত্যাচার করিয়া স্বীয় কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছেন,তাহারই দুইএকটী কথা বলিয়া আপনাদের হৃদয়ে আঘাত দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। টিকারীর রাণী ক্ষুদ্র এই ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন। বহুদিন হইতে তাঁহার মাতা ও মাতামহী এই রাজ্য নির্ব্বিবাদে শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। প্রজাবর্গের মধ্যে কেহ কখন ইঁহাদের উপর বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইলে ১৮ বৎসর বয়সে মহারাণী সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বাল্যকালে তিনি উপযুক্তরূপ শিক্ষালাভ করিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই অল্পবয়সে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা বিচারক্ষমতা, ও পারদর্শিতার কথা দেশের মধ্যে প্রশংসা ও গৌরবের বিষয় হইয়াছিল। মহারাণীর কিন্তু একটী মাত্র দুঃখের কারণ বর্ত্তমান ছিল। হতভাগিনী কখন স্বামীসুখ উপভোগ করিতে পারেন নাই। স্বামী মূর্খ ঈর্ষাবৃত্তি পরায়ণ ও নৃশংস হৃদয়। এই স্বামীর জন্যই হতভাগিনীকে যৌবনের প্রারম্ভ বয়সে দুঃখ ক্লেশ, মর্ম্মপীড়ায় ইহজীবন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই ব্যক্তি স্বীয় সহধর্ম্মিণীর অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহারই রাজ্যগ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি মহারাণীর মাতা রাজ্যের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিতেছেন বলিয়া তাঁহারনামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া অভিষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত ক্রমাগত রাজকার্য্য ও রাজ্যশাসনের ছিদ্রান্বেষণ করিতে থাকেন। একবার তাঁহাকে মন্ত্রীত্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করা হয়, মহারাণী তাঁহাকে অনুপযুক্ত জানিয়া মন্ত্রীত্ব পদ প্রদান করেন নাই। মধ্যে রাজবাটীর কয়েক জন ভৃত্য রাজকীয় ধন অপহরণ করিয়া বিচারালয়ে নীত হয়। স্বামী এই সকল দুষ্টের পক্ষ অবলম্বন করিয়া গয়ার কালেক্টার প্রভু বোলটন সাহেবের শরণাপন্ন হন। বোলটন সাহেব এই স্বার্থান্বেষী দুরভিসন্ধি পরায়ণ ব্যক্তির কোন গুণে ভুলিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে ইহাঁর বিলক্ষণ বশীভূত দেখা গেল—সিভিলিয়ান প্রভু কোন্ দিনইবা দেশীয় রাজার প্রতি প্রসন্ন? বোলটন সাহেব দেখিলেন অবলার রাজ্য অনায়াসেই গ্রাস করা যায় অমনি তাঁহার সিভিলিয়ান সম্প্রদায় সুলভ অনিষ্টচিন্তা বলবতী হইল। বোলটন আর কাল বিলম্ব না করিয়া এক দিন সসজ্জিত হইয়া টিকারীর রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন, মহারাণীর রাজ্য সম্পত্তি সমস্তই করতলস্থ করিলেন। মহারাণীর পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্তও আটক পড়িতে অবশিষ্ট রহিল না। মহারাণী নিজেই শেষে কোর্ট অব ওয়ার্ডস হস্তে আবদ্ধ হইলেন। বোলটন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গয়ানগরে লইয়া গেলেন। এতদূর কার্য্য করিবার পর একদিন স্যবকাশ ক্রমে কলিকাতার কোর্ট অব ওয়ার্ডসে এই সমাচার প্রেরণ করা হইল। কোর্ট অব ওয়ার্ডস সম্প্রদায়ভুক্ত সিভিলিয়ানের কথা, কিরূপে অগ্রাহ্য করিবেন? সুতরাং টিকারীর মহারাণীকে ওয়ার্ড শ্রেণীভুক্ত করিয়া টিকারী রাজ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন করা আবশ্যক বোধ হইল। মহারাণী অগত্যা কোর্ট অব ওয়ার্ডের ওয়ার্ড স্বরূপে গৃহীত হইয়া দুই মুঠা অন্নের নিমিত্ত রাজপুরুষদের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিলেন। মহারাণীর স্বামী বোলটনের কি সম্বন্ধ ছিল তাহা আমরা জানি না। কিন্তু বোলটন এতদূর করিয়াও ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি

টিকারীর অধীশ্বরীকে আর রাণী বলিয়া সম্বোধন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। বাংলাতে তাঁহার "মহারাণী" পদবী পরিত্যক্ত হইয়া কেবল তাঁহাকে 'মসম্মত্' শব্দে আখ্যাত করা হয়। বেগম এই মর্ম্মে বোর্ড অব রেভিনিউকে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। রেভিনিউ বোর্ড তাঁহার সে [illegible] উচিত প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু মহারাণীকে চিরদিনের নিমিত্ত কোর্ট অবওয়ার্ডের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রার অন্তর্বর্ত্তী করিয়া রাখিতেও অনুমাত্র লজ্জিত বা দুঃখিত হন নাই। কমিশনর হ্যালিডে সাহেব একজন উচ্চদরের সংসাহসী ব্যক্তি। তিনি এই দূষিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন, অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, সমুদয় ব্যর্থ হইল। মহারাণী কোর্ট অব ওয়ার্ডগ্রস্ত হইয়া গয়াতীর্থে অবরুদ্ধ হইলেন। সে দারুণ অবরোধে তাঁহার শরীর মন ভগ্ন হইয়া গেল। মহারাণী মর্ম্মপীড়া সহ্য করিতে না পারিয়া সাংঘাতিক রোগে পীড়িত হইলেন। রাজরাণীর বাসের অনুপযোগী অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করিয়া তাঁহার পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সম্মুখে শত্রু, চতুর্দ্দিকে শত্রু, শত্রুর হস্তে তাঁহার সেবা, শত্রুর ব্যবস্থায় তাঁহার চিকিৎসা। মহারাণী শতবার প্রার্থনা করিলেন তাঁহাকে তাঁহার বন্ধুগণের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হউক। দুর্বৃত্তেরা তাঁহার অনুনয় নিবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। মহারাণী অবশেষে অসহায় হইয়া শত্রু প্রদত্ত ঔষধাদি প্রত্যাখ্যান করিলেন। রোগের চিকিৎসা হইল না। এমন করিয়া কতদিন প্রাণে বাঁচে? অচিরেই ভগবান দয়া করিয়া হতভাগিনী রাজরাণীকে দুঃসহ যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া স্বীয় পবিত্র ক্রোড়ে স্থান দিলেন। টিকারী ব্যাপারে ইংরাজের স্বার্থাভিনয়ের প্রথমাঙ্ক শেষ হইল। অভিনয়ের দ্বিতীয়াঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে। মহারাণীর দুর্বৃত্ত স্বামীর কর্তৃত্বাধীনে রাণীর অবোধ শিশুটিকে রাখা হইয়াছে। কোর্ট অব ওয়ার্ডস ইঁহাকে লইয়া কি করেন তাহা আমাদের দ্বিতীয়াংকের বর্ণনার বিষয় রহিল।

—০০—

অবলার উপর অত্যাচারের আর একটী দৃষ্টান্ত ভূপালের মহারাণী। মূর্খ ও দুর্বৃত্ত স্বামীর হস্তে পড়িয়া টিকারীর রাণী যেমন প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইলেন, সুবিদ্বান কৃতকর্ম্মা সিদ্দিক হোসেনের পাণিগ্রহণ করিয়া ভূপালের বেগম তেমনি স্বীয় রাজ্যের উন্নতি সাধন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। একজনের অনুপযুক্ত স্বামীকে মন্ত্রিত্ব দিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেন্ট প্রকারান্তরে রাণীর প্রাণ পর্য্যন্ত হরণ করিলেন, আর একজনের উপযুক্ত স্বামীকে অকারণে রাজদ্রোহী করিয়া একজন অপরিচিত লোক দ্বারা ভূপালের সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিলেন। বেগম যে ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্বে মনোনীত করিলেন ইংরাজ বিনাপরাধে তাহাকে অপদস্থ করিয়া নীচহৃদয়ের পরিচয় দিলেন। ক্রক-সাহেবের পরিবর্ত্তে বেগমের অনভিপ্রেত এক ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্ব কার্য্য প্রদান করা হইল। বেগম তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব দিতে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যাহারা তাঁহার বিশ্বাসী নহে তাহাদিগকে মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত না করিয়া উক্ত পদশূন্য রাখাও বরং তাঁহার অভিপ্রেত। তিনি নিজে সুশৃঙ্খলায় রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন। এ কথায় গবর্ণমেন্ট কি কর্ণপাত করিবেন? না অবলা পীড়ন করিয়া ভূপালরাজ্য আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিবেন?

—০০—

মহারাজ দলীপ সিংহ "টাইমস" সম্বাদ পত্রিকায় যে পত্র খানি লিখিয়াছেন আমরা তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"যদিও আমি এক প্রকার ইংরাজ হইয়াছি তথাপি ওয়ারেন্ট ব্যতীত এদেশে আমাকে আটক করা হইয়াছে। যখন আমি পুনরায় স্বীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করি তখনই কেবল আমার উপর এরেষ্ট জারি হয়। ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট ভয়ে ভয়ে আমাকে সমস্ত দাবি দাওয়া পরিত্যাগ করিতে বলিয়া ৫০ হাজার পাউণ্ড দিতে প্রস্তুত হন। এবং ভারতে যাহাতে আর আমি ফিরিয়া আসিতে না পারি এরূপ অঙ্গীকার করিতে বলেন। কিন্তু আমি ৫০ হাজার পাউণ্ড লইয়া আমার প্রাপ্য সমস্ত বিষয়ের দাবি ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করি। এদেশের অস্বাস্থ্যকর জল বায়ুতে আমার শরীর ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় আমি আমার জার্ম্মন সমুদ্রের জল পান করিবার নিমিত্ত ইউরোপে ফিরিয়া যাইতেছি। ভারত গবর্ণমেণ্ট আপাতত আমার বোম্বাই যাত্রার পথে বাধা দিলেন, কিন্তু আমার ভারতে যাইবার সমস্ত উপায় বন্ধ করা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। কেন না আমি গোয়া কিম্বা পণ্ডিচারীতে অবতরণ করিতে পারি, অথবা ইচ্ছা হইলে স্থল পথে রুশিয়ার ভিতর দিয়া পঞ্জাবে প্রবেশ করিতে পারি। এরূপ করিলে হয়ত কেবল আমার গতি রোধ করিবার জন্য ভারত বর্ষের সমস্ত সৈন্যসামন্ত প্রেরিত হইবে। ইংরাজ বন্ধু আমীরেরও সাহায্য প্রার্থনা করা হইবে। কি বিস্ময়কর দৃশ্য! ভারতবাসী করমর্দ্দন করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, আমার অপ্রাপ্ত বয়ঃক্রম কালে আমার অভিভাবক লর্ড ডালহৌসী পঞ্জাব সংযোজনের সন্ধি বন্ধন করিয়া আমার যে বংশমর্য্যাদা বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন তাহা আমি প্রত্যাখ্যান করিয়া সন্ধি বন্ধন অগ্রাহ্য করিয়াছি। আমার শরীর সুস্থ হইলেই ভারতীয় স্বাধীন রাজা ও প্রজাবর্গের নিকট আমি ভিক্ষা করিব। ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি আমাতে প্রতিবাদী হন তাহা হইলে ইউরোপের অন্য রাজার প্রজাত্ব গ্রহণ ভিন্ন আমার উপায়ান্তর নাই। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি ইউরোপীয় আর যে কোন রাজা আনন্দের সহিত আমাকে প্রতিপালন করিবেন। জল বায়ু বড় মন্দ, এখন আমি আমার চিন্তা সকল একত্র করিতে পারিতেছি না।"

—০০—

দলীপ সিংহ এ কি করিতে বসিয়াছেন? এক বার আমাদের মনে হয় দলীপের শরীর রুগ্ন, মন অস্বাস্থ্যকর বিষম চিন্তায় আন্দোলিত। তাই এই সকল অসমসাহসিক কথা তাঁহার লেখনি হইতে বহির্গত হইয়াছে। আবার মনে হয় যে রাজার রাজ্য ধন ইংরাজ সমস্তই অপহরণ করিয়া রাজাকে ভিকারী করিলেন প্রবঞ্চনা করিয়া যাঁহার যথাসর্ব্বস্ব উদরসাৎ করিলেন তাঁহার মুখে এসকল কথা কিছু অস্বাভাবিক নহে। দলীপের কথা স্মরণ হইলে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয়। ইংরাজ দলীপকে কি করিয়া দিয়াছেন ভগবান ভিন্ন আর কে তাহা জানিতে পারিবে? ভগবানের দ্বারে ইংরাজকে যে এক দিন জবাব দিতে হইবে সে কথাও তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন। গর্ত্তের ভিতর ছড়ি দ্বারা ভেক কে অনবরত উত্যক্ত করিলে নিরীহ ভেক যেমন বিকটরবে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে দলীপ নৃশংসের হস্তে উৎপীড়িত হইয়া তেমনিই আর্ত্তনাদ করিতে বসিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ভিক্ষায় প্রত্যাখ্যান করিয়া দলীপ এখন ভারতবাসী ও ভারতের রাজন্যবর্গের নিকট হস্ত বাড়াইয়া ভিক্ষা মাগিতেছেন। দেখ দেখ! দেখিবার যদি কাহারও চক্ষু থাকে একবার এ হৃদয়ভেদী চিত্র পটের দিকে চাহিয়া দেখ। রঞ্জিতের প্রিয় শিশু রঞ্জিতের ক্রোড়ে এক দিন মধুর হাসি হাসিতে দেখিয়াছ, একদিন বালককে ইংরাজের মুখের দিকে বালক সুলভ বিস্ময় চাঞ্চল্যনেত্রে চাহিতে দেখিয়াছ, একদিন ভারতের রাজকুমারকে ইংরাজ হইতে দেখিয়াছ, ভারতবাসীকে ঘৃণা করিতে দেখিয়াছ, একদিন হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া স্বদেশের দিকে চক্ষু ফিরাইতে

দেখিয়াছ, আনন্দ মনে ক্ষুব্ধহৃদয় সাগরের বক্ষের উপর নৃত্য করিতে দেখিয়াছ, মরণোন্মুখ রোগীর হাসি হাসিয়া অন্তরে অবশ হইতে দেখিয়াছ আর আজ দেখ——দীন হীনের বেশে, মর্ম্ম পীড়িত শক্তিহীন পাগলের বেশে, লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবন পথে পরিশ্রান্ত, অশেষ যন্ত্রণায় প্রপীড়িত কাঙ্গালীর বেশে আজ ঐ দলীপের দিকে চাহিয়া দেখ। প্রাণ কি কাঁদিয়া উঠেনা? ছিছি ইংরাজ! মর্দ্দির মস্তকে এমন করিয়া পদাঘাত করা তোমার উচিত হয় নাই।

—●●—

দলীপ স্বীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন—মনে করিয়াছেন বুঝি ইহাতেই তাঁহার ইংরাজের সহিত ঘৃণিত সন্ধি অকার্য্যকর হইল। ভ্রান্ত দলীপ দেখ যে ইংরাজের রাজনীতি, গ্রামনীতি, সেখানে কি আইন ও ধর্ম্ম নীতি খেলিতে পারে। দলীপ ভারতবাসীর নিকটে ভিক্ষা চাহিয়াছেন —আবার ভয়, পাছে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাতেও বাধা দেন। ভয় কিছু অমূলক নহে, কেননা গবর্ণমেণ্টের যদি সন্দেহ হয় রক্ষা করিবার ও স্বাধীনতা টুকু তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইতে পারে। দলীপ দেশে আসিবার জন্য বড়ই অগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়াছেন —গোরুতে যাইতে পারি, পতীচারীতে যাইতে পারি—স্থলপথে রুষিয়া দিয়া পঞ্জাবে যাইতে পারি—এ সকল প্রলাপের কথা। হায় হায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এসকল কথা কি প্রলাপ বলিয়া বোধ হইতে পারিত?

আর ইংরাজ! তোমাকেও আর কি বলিব? বালকের রাজ্যধন অপহরণ করিয়া তুমি যে বাহাদুরি প্রকাশ করিয়াছ সভ্য জাতির রাজা কখনই সেরূপ করিতে পারে না। দলীপ কেবল ভারতে আসিতে চাহিয়াছিলেন আর তাঁহার নিজ পৈত্রিক সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এই দুইটী আশা কি অন্যায় ও বিদ্রোহ-ব্যঞ্জক? এখন যদি তিনি কোন ইউরোপীয় রাজার শরণাপন্ন হন, তাহাতে কি ইংরাজের মান বাড়িবে না স্বার্থরক্ষা হইবে? মনে কর রুস যদি দলীপের প্রতি পালনের ভারগ্রহণ করে—ইংরাজের তাহাতে কি বড় সুবিধা? ভারতবর্ষের এই বিপদের দিনে শত্রু বৃদ্ধি করা কি ইংরাজের কর্ত্তব্য? দলীপকে যদি ভারতবর্ষে আসিতে দেওয়া হইত বোধ হয় ৫০ হাজার পাউণ্ড লইয়া তিনি তাঁহার সমস্ত দাবী ত্যাগ করিতে পারিতেন। ইংরাজ তাহা বুঝিলেন না। এখন জার্ম্মনি হইতে দলীপ বাস্তবিকই যদি অপর কোন রাজার সহিত মিলিয়া ইংরাজের সঙ্গে অপ্রণয় করেন তাহা হইলে ৫০ হাজার পাউণ্ড কি তাঁহার দাবী কৃত সমস্ত সম্পত্তির মূল্য এক কালে ব্যয় হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

—●●—

বারোয়ারী।

আমাদের কোন সহযোগী বারোয়ারীর বড় পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁহার মতে বারোয়ারী অনেক লোকের আমোদ আহ্লাদের স্থান এরূপ "জাতীয় আহ্লাদ একতার আমোদ" উঠাইয়া দেওয়া তাঁহার মতে বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।

আমোদ আহ্লাদ যে মনুষ্য জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই আমোদ দূষিত হইলেই প্রয়োজনটা কিছু সামান্য হইয়া পড়ে। যদি গ্রামের ভিতর একটী গুঁড়ীর দোকান ব্যতীত আমোদ আহ্লাদের আর স্থান না থাকে তবে কি সেখানকার আমোদ প্রমোদ জীবনের কোন অভাবপূরণ করে? আজ কালকার বারোয়ারীতে বিশুদ্ধ আমোদ লাভ করা যায় না। প্রায়ই মদ বেশ্যা ইত্যাদি লইয়া বারোয়ারীর পাণ্ডাদিগের আমোদ প্রমোদ হয়। ইহাতে আমোদের সঙ্গে সঙ্গে পাপেরই বিলক্ষণ প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। বারোয়ারীতে স্থানে স্থানে দা ১ হাঙ্গামা নিবারণ করিবার জন্য পুলিসের সাহায্য আবশ্যক করে। কোথাও বা হত্যাকাণ্ড হইতেও দেখা গিয়াছে। বারোয়ারীর পাণ্ডারা প্রায়ই নিষ্কর্ম্মা। দেশের ভিতর তাহারা কেবল পরনিন্দা পরগ্লানি করিয়া দিনাতিপাত করে। যাহাদের কোন প্রকার সঙ্গতি নাই, এমন কোন সামর্থ নাই যাহাতে স্বীয় ভরণ পোষণের উপায় করিতে পারে, চৌর্য্যবৃত্তি যাহাদের অভ্যস্ত দেশে গায়ে প্রায়ই যাহাদের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায় এই প্রকার লোকই বারোয়ারির গন্ধ পাইয়া নাচিয়া উঠে, পাণ্ডা সাজিয়া চাঁদা আদায়ের জন্য গৃহস্থ লোকের উপর উৎপীড়ন করে, কাহারও চাঁদা দিবার সামর্থ না থাকিলে ঘরের ঘটিবাটী ঝাড়ের বাঁস কাড়িয়া লইয়া যায়। যে যে গ্রামে এই প্রকার বারোয়ারীর পাণ্ডারা বাস করে সেখানে বিবাহ দিতে যাওয়া ভদ্র লোকের পক্ষে বড় বিপদের কথা। বরকন্যা বিদায় কালীন বর পক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় আত্মীয়দিগের ভিতর অপ্রণয় জন্মাইবার প্রধান কারণ এইসকল বারোয়ারীর পাণ্ডা। ইঁহারা অকথ্যোচিত গালা-গালি দিয়া বরযাত্রের নিন্দা করাকে বড় পুরুষত্ব মনে করে। তাই, বরযাত্রিরা যতই কেন বারোয়ারীর জন্য টাকা দিক্ না পাণ্ডাদের নিন্দা কুৎসা অপমানসূচক বাক্য,এমন কি কুৎসিত ভাষায় গালি পর্য্যন্তও না খাইয়া ফিরিতে পারেন না। এইসকল ব্যক্তি যখন বারোয়ারীর পাণ্ডা তখন যে তাহাদের কার্য্যে বিশুদ্ধ আমোদ পাওয়া যাইবে তাহা কখনও সম্ভব নহে।

সহযোগী কেবল কলিকাতা ও সহর অঞ্চলে বারোয়ারীর চাঁদা আদায়ের প্রথার কথা উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। একবার যদি তিনি পল্লীগ্রামের চাঁদা আদায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে আদায় প্রথার ততদূর সুখ্যাতি করিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি হইবে না। সহরের ভিতর দোকানদারেরা খদ্দেরের কাছে বৃত্তি (বিত্তি) আদায় করে। ইহাতে কাহাকেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। কিন্তু পল্লীগ্রামে দোকানদারেরা সেরূপ 'বিত্তি' আদায় করে না। সেখানে কেবল কতকগুলি মাদকসেবী রূঢ় স্বভাব নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি দ্বারে দ্বারে রাজস্ব আদায়ের মত বারোয়ারীর চাঁদা আদায়ে ব্যতিব্যস্ত হয়। কেহ চাঁদা দিতে অপারক বা অস্বীকৃত হইলে পাণ্ডাদের হস্তে তাঁহাদের আর নিস্তার থাকে না। গাল মন্দ, প্রহার, এমন কি ডাকাইতি করিয়া সময়ে সময়ে বারোয়ারীর পয়সা আদায় হয়। বার্ষিক বারোয়ারীর সময় হইলে লোকের মনে আমোদ দূরে গিয়া ভয়ের সঞ্চার হয়।

বারোয়ারী নির্ব্বোধ ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তি-দিগের উৎসন্ন যাইবার হেতু। পল্লীগ্রামে কোন জবরদস্ত করিয়াও আশানুরূপ চাঁদা উঠে না, প্রায়ই একটী যাত্রার খরচ যোগাইবার সংস্থান হওয়া কোন কোন স্থানে ভার হইয়া উঠে। কিন্তু বারোয়ারীর আদায়ের অগ্রে খরচের বাবস্থা। টাকা সংগ্রহ না করিয়া বারোয়ারীতে যাত্রার বায়না হয়। শেষে সেই টাকার অধিকাংশ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া যাত্রাওয়ালা বিদায়ের সময় পাণ্ডাদের মোড়লকে ঘরের টাকা বাহির করিয়া দিতে হয়। আমরা কোন দরিদ্র মোড়লকে স্ত্রীও পুত্র বধূর গহনা বন্ধক দিয়া যাত্রাওয়ালা বিদায় করিতে দেখিয়াছি।

বারোয়ারী বালকগণের মাথা খাইবার সহজ উপায়। বারোয়ারীর দুই চারি দিন পূর্ব্ব হইতে পল্লিগ্রামের বালকেরা পড়া শুনা স্কুল পাঠশালা ছাড়িয়া পাণ্ডাদের সঙ্গী হয়, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে চাঁদা আদায়ের জন্য বাহির হয়। পাণ্ডাদের কুৎসিৎ বিদ্রূপ কদর্য্য গীত, আব-ভোর ভাব ব্যবহার এই চারি পাঁচদিন কি সপ্তাহ

কালেরমধ্যে ও তাহা বেশ অন্তুকরণ করিতে শিখে। ধর্ম্মের বুদ্ধের নাম বারোয়ারীর সম্বন্ধে উহাদের কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করে না। সুতরাং অনুকরণ-স্বভাব বালকের কোমল মনে একটা কালির দাগ পড়ে। সহস্র চেষ্টায় প্রায় তাহার অপনোদন হইতে দেখা যায় না। বারোয়ারীর উদ্যোগের পর, উৎসবের দিন এইসকল পাণ্ডাদের মাদক সেবন, দাঙ্গা হাঙ্গামা, গালাগালি বীভৎস কৌতুক এসকলও বালকদিগের বেশ অনুকরণের সামগ্রী, বারোয়ারীতে বালকেরা হলাহল পান করে আর তাহাদের চরিত্রের মাথা খায়।

এসকল কথাই আমরা পল্লিগ্রামের বারোয়ারী সম্বন্ধে বলিলাম। সহরের বারোয়ারীতে লোকের উপর উৎপীড়ন হয় না বটে কিন্তু সেখানেও পাপের স্রোত বন্ধ নাই। মদ ও বেশ্যার কাণ্ডটা সহরেই কিছু বাড়া বাড়ী। যে আমোদের সঙ্গে মদও গণিকার সংস্রব রহিল তাহাকে আমরা আমোদের মধ্যে গণ্য করি না। এই বারোয়ারী ছাড়া বাঙ্গালীহিন্দুর আমোদের কার্য্য অনেক আছে। বার মাসে তের পার্ব্বণ তাহার পর আবার আমোদের অভাব কি? যদি জাতীয় আমোদ ও একতার আমোদের কথা বলেন হিন্দুর দশবিধ সংস্কার কার্য্যে তাহার যতটুকু উপভোগ হয় বারোয়ারীতে কখনই ততটুকু হয় না। জন্ম অন্নপ্রাশন, বিবাহ, এই তিনটী সংস্কারে হিন্দুর আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি বান্ধব স্বদেশী বিদেশী নানা বর্ণের নানা শ্রেণীর লোক গৃহস্থের গৃহে সমবেত হয়। জন্ম ও বিবাহাদি আনন্দের কার্য্যে, কখনও কখনও বৃদ্ধগণের শ্রাদ্ধ কার্য্যে নাচ তামাসা আমোদ আহ্লাদের অভাব হয় না। বিশেষতঃ একত্রে বসিয়া ভোজন, আলাপ, পরিচয় তর্কবিতর্ক ইত্যাদি দ্বারা জাতীয়তার যত বৃদ্ধি পায় বারোয়ারীতে কখনও ততদূর হইতে পারে না। এত বিশুদ্ধ জাতীয় আমোদ ও জাতীয় একতার সময়ও উপকরণ থাকিতে দূষিত বারোয়ারী আমোদের প্রশ্রয় দিবার আমরা কোনও আবশ্যকতা দেখি না।

—❀❀—

রাজস্ব সমিতি ও হাইকোর্টের ওরিজিনাল বিভাগ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব।

রাজস্ব সমিতি এক আশ্চর্য্য যুক্তি দেখাইয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল রাজস্বসমিতি হাইকোর্টের প্রাথমিক বিচার বিভাগ উঠাইয়া দিবেন। সম্প্রতি উক্ত সমিতির সম্পাদক হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতেই আমাদের পূর্ব্বশ্রুত জনরব সত্য বলিয়া বোধ হইল। রাজস্বসমিতি সত্য সত্যই হাইকোর্টের প্রাথমিক বিচার বিভাগ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন—"হাইকোর্টের নালিশ মকদ্দমায় ব্যয় অত্যন্ত অধিক। ইহাতে যেসকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহা সাধারণ মুফস্বল আদালত সমূহেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অত্যধিক বেতন দিয়া দুই জন বড় বড় বিচারপতি রাখিয়া যে অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহাতে কয়েকজন সবর্ডিনেট জজ ও একজন ডিষ্ট্রিক্ট জজের বেতন দিয়াও অনেক টাকা বাঁচিতে পারে। মফস্বলের বিচার কার্য্য যদি একজন ডিষ্ট্রিক্ট জজ ও কয়েকজন সবার্ডিনেট জজ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয় কলিকাতার মকদ্দমা গুলি সেইরূপে নিষ্পন্ন হইবার বাধা কি? বিশেষতঃ এখন হাইকোর্টের বিচারার্থিগণের যেরূপ ব্যয় হয় ওরিজিনাল বিভাগ উঠাইয়া দিলে তদপেক্ষা অল্পব্যয়ে তাঁহারা বিচার প্রাপ্ত হইবেন"।

কথাগুলি শুনিতে বড় মন্দ নয়। কিন্তু পাঠক যদি একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন এরূপ ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টের লাভ ও বিচারার্থীর সর্ব্বনাশ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না। রাজস্ব কমিটী বলেন উল্লিখিত ব্যবস্থা প্রধানতঃ ব্যয় সংক্ষেপের পক্ষপাতী। ওরিজিনাল বিভাগের আয় ২১৮,৫০০ টাকা। ব্যয় ৩০৬০৪ টাকা। অর্থাৎ আয় অপেক্ষা ব্যয় ৬৮০৫৫ টাকা অধিক। উল্লিখিত আয়ের সহিত যদি প্রোবেট ও এ্যাডমিনিষ্ট্রেসন পত্র লইবার আয় একত্র করা যায় তাহা হইলে সমষ্টিতে ৫৪৩৮৮২ টাকা হইবে। ইহাতে ৬৮০৫৫ টাকা ক্ষতি না হইয়া বরং ১৭৭৩২১ টাকা লাভ হইয়া থাকে। বিচার বিভাগ হইতে কোন দেশে কখনও যে লাভ হইয়া থাকে ইহা আমরা জানি না। ইংলণ্ডের বিচার কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের যে টাকা ব্যয় হয় তাহার অর্দ্ধেক পর্য্যন্তও বিচারার্থীর নিকট আদায় হয় না। জর্ম্মাণি ও আমেরিকার সহিত তুলনা করিতে গেলে ভারত গবর্ণমেণ্টের বিচারালয়কে ব্যবসালয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বিচার ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট যাহাতে অধিক লাভবান হইতে পারেন রাজস্ব কমিটী ব্যয় সংক্ষেপের ভাণ করিয়া তাহারই জন্য যত্নবান হইয়াছেন। অবিবাদী মকদ্দমা গুলিতে অর্থী প্রত্যর্থীর ছোট আদালতে যত খরচ পড়ে হাইকোর্টে তাহার অধিক পড়ে না। সেই মকদ্দমা গুলি জজ আদালতের অধীন করিলে মকদ্দমার খরচ বাড়িবে বই কমিবে না। এইত গেল বিচারার্থীর ক্ষতি। গবর্ণমেণ্টের লাভ জজ বাহাদুরগণের বেতন হ্রাস করিয়া। উক্ত বেতনের কিয়দংশ দিয়া যদি হাইকোর্টের সামান্য কার্য্য গুলির ভার একজন সবর্ডিনেট জজের উপর দেওয়া যায় তাহা হইলে সমিতি হাইকোর্ট হইতে কিছু লাভবান হইতে পারেন। কিন্তু যদি একবার হাইকোর্টের প্রাথমিক বিচার বিভাগে মকদ্দমার সংখ্যার দিকে দৃষ্টি করা যায় তাহা হইলে বোধ হইবে একজন কি দুই জন সবর্ডিনেট জজ ও একজন ডিষ্ট্রিক্ট জজের দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠা সাধারণকথা নহে। গত বৎসর ওরিজিনাল বিভাগে ৭৭৩টি অবিবাদী মকদ্দমা ও ১০২৭টি বিবাদী মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে। প্রোবেট লইবার জন্য ২৩৫ খানি দরখাস্ত, ১৭৭১ খানি পরওয়ানার দরখাস্ত, ২১৫ জামিন দরখাস্ত ২১৪ হিসাব লইবার জন্য রেফারেন্স, ১০৮টী ইনসলভেন্সি, ৬০টী এত্তাকল এবং অপরাপর ১০০৮টী দরখাস্ত। সর্ব্বসমেত ৪১৯৫টী মকদ্দমা। হিসাব মত ধরিতে গেলে ঘণ্টায় সাড়ে তিনটী করিয়া মকদ্দমা নিষ্পন্ন করিতে হয়। এইরূপ রেলওয়ের গতিতে মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্য প্রাথমিক বিভাগের জজগণ অনবরত খাটুনি খাটিতেছেন। স্ব স্ব লিখিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইতে ছেন না, ইহার উপর দুই জন কি এক জন মাত্র সবর্ডিনেট জজ নিযুক্ত করিয়া, রাজস্ব সমিতির অভিমতানুসারী যদি হাইকোর্টের কার্য্য সমুদায় একজন স্মল কজকোর্ট জজকে ডিষ্ট্রিক্ট জজ স্বরূপে গণ্য করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করা হয় তাহাতে কার্য্যের যে দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটিবে ইহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। হাইকোর্টে এখনই যে কাযের ভিড় তাহাতে উপস্থিত দুই জন অধিক বেতন ভোগী জজের উপরে আরও কয়েক জন বিচারক নিযুক্ত করিলে তবে বিচার কার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলে। বিচার কিছু ছেলেখেলার সামগ্রী নয়, তাড়াতাড়ি করিবার জিনিস নয়, মিনিষ্টীরিয়াল বিভাগের মত অসমাপ্ত হইয়া কার্য্য সারিলে বিচার কখনও সুবিচার হয় না। এই বিভাগে কর্ম্মচারীর সংখ্যা অধিক রাখা চাই। বিচারকের বেতন অধিক দেওয়া চাই। প্রত্যেক মকদ্দমার জন্য যথেষ্ট সময়ও প্রদান করা চাই। নচেৎ যুক্তির প্রারম্ভে বাঙ্গলা সাহেব ঘটাইবার মত যে, বো, করিয়া কেবল অর্থী প্রত্যর্থীর ধান চাল ঘরে তুলিলে বিচার কার্য্য ব্যবসায় ন্যায়ই হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ দ্বারা ইংরাজের মান, হাইকোর্টের অধিকার ও বিচারার্থীর সুবিচারে জলাঞ্জলি দিয়া রাজস্ব-সমিতি যদি গবর্ণমেণ্টেরই জন্য কেবল "পয়সা

পড়ুন!" করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান তবে এমন রাজস্ব সমিতি এখনই অন্তর্হিত হউক। আমরা এ-অপোগণ্ডমূর্ত্তি বিষপূর্ণ রাজস্বসমিতি আর একদিনের জন্যও প্রার্থনা করি না।

বিচারার্থিরা জানেন হাইকোর্টে যে বিচার হয় তাহা অতি দুষ্প্রাপ্য বিচার। সেখান হইতে আপিল গেলে আর সূক্ষ্মতর বিচার পাওয়া যাইবে না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আপিল আদালতে গমন করেন না। সুতরাং ইহাতে আপিল মকদ্দমারও বিলক্ষণ হ্রাস হইতেছে। গত দুই মাসের রিপোর্ট দেখিলে বুঝা যাইবে আপিল আদালত জজেরা এখন কেবল নিদ্রা দিতেছেন মাত্র। মোটা বেতন দিয়া তাঁহাদিগকে রাখিবার এই ফল। অল্প বেতনের বিচারকের হস্তে হাইকোর্টের বিচার নির্ভর করিলে, কারণ থাকিলেই হউক আর অকারণেই হউক কলিকাতার মকদ্দমার এত আপিল অধিক হইবে যে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া আপিল আদালতে আরও কয়েকজন বিচারক নিযুক্ত করিতে হইবে। রাজস্ব সমিতির হাতের গুড় এইরূপে পিপীলিকায় ভক্ষণ করিয়া শেষ করিবে। মফস্বল হইতে যে সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার আপিল অধিক হয় কেন? বিচারার্থিরা জানেন মফস্বল আদালতে অল্প বেতনের মুন্সেফ ও ডেপুটিমেজিষ্ট্রেট জজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদিগকে প্রতিদিন একশত রকমের মকদ্দমা ও দরখাস্ত শুনিয়া বিচার করিতে হয়। সুতরাং সেখানে সুবিচার হইবার সম্ভাবনা নাই। উপর আদালতের বিচারকেরা আইনের জাহাজ, তাঁহাদের হস্তে অবিচার হওয়া অসম্ভব। লোকের এই বিশ্বাস কেবল বেতনের পার্থক্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। ক্রিমিন্যালবিভাগে যেরূপ মকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় মফস্বলের মকদ্দমার ন্যায় তাহাদেরও বিরুদ্ধে যদি আপিল হইত তাহা হইলে কার্য্যাধিক্য নিবন্ধন আপিল বিভাগে কোন কার্য্যেরই সুশৃঙ্খলা থাকিত না, কোন মকদ্দমাতেই প্রায় সুবিচার পাওয়া যাইত না।

হাইকোর্ট ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ আদালত। এই আদালত প্রথমে ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীন ছিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে যখন এই আদালত সুপ্রিম কাউন্সিল নামে আখ্যাত হয়, তখন কেবল হোম গবর্ণমেণ্টেরই এই আদালতের উপর আধিপত্য ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস লাট পদে নিযুক্ত হইয়া সুপ্রিম কাউন্সিলের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। হেষ্টিংসের সে চেষ্টার ব্যর্থকাম হইলে তৎপরবর্ত্তী গবর্ণর বাহাদুরগণ ক্রমাগত এই আদালতের উপরেই হস্তক্ষেপ করিবার অভিসন্ধি করিতে থাকেন। ১৮৫৮ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট যখন ইংলণ্ডেশ্বরীর নিজ হস্তে যায় তখনও এই প্রধানতম বিচারালয়টী স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছিলেন। লাট বাহাদুরগণের এত দিনের চেষ্টার ফল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফলিল। সেই বৎসরে সুপ্রিম কাউন্সিল উঠিয়া গিয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হইল। সদর ও সুপ্রিমকোর্ট একত্র হইয়া হাইকোর্টে সংযুক্ত হওয়ায় সুপ্রিমকোর্টের স্বাধীনতার অনেক খর্ব্ব হইয়া গেল। যেটুকুও অবশিষ্ট ছিল লর্ড লিটন আসিয়া তাহার শেষ করিলেন। এখন গবর্ণর জেনারেলের ইঙ্গিতে একজন মুন্সেফ যেমন পদচ্যুত হইতে পারেন একজন হাইকোর্টের বিচারপতিরও সেই অবস্থা। যে যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া হেষ্টিংস সুপ্রিম কাউন্সিলের স্বাধীনতা হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, লর্ড লিটন বাহাদুর সেই হাইকোর্টকে ভারত গবর্ণমেণ্টের পদানত করিয়াছেন সেই যুক্তি চরিতার্থ করিয়া রাজস্ব সমিতি ভারত রাজ্যের সম্মান ও গৌরবের আদর্শ স্থান ভগ্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ব্যয় সংক্ষেপই কি ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য? আমরা যদি রাজস্বসমিতি এ ভুলান কথায় আমাদিগকে বৃথাই ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পূর্ত্তকার্য্যে অর্থের সপিণ্ডীকরণ, সিমলা বিহারে, ভারতবাসীর মস্তক চর্ব্বণ বড় বড় সামরিক কর্ম্মচারীর উদর পূর্ণ করিবার জন্য, সিবিলিয়ান প্রভুদের পাদার্ঘ দিয়া পূজা করিবার জন্য দরিদ্র ভারতের ভাণ্ডার শোষণ, এ সকল বিষয়ে কি ব্যয় সংক্ষেপ হয় না? রাজস্বসমিতি কি চক্ষের মাথা খাইয়া এ সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না? সমিতি প্রথমে গবর্ণমেণ্টের অনুচিত ব্যয় সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত আসরে নামিলেন, শেষে নিতান্ত আবশ্যকীয়, ব্যয়ের বাস্তবিক উপযুক্ত স্থানটী লইয়া টানাটানি, রোগী ছাড়িয়া বেঁতলা লইয়া ছেঁড়াছিঁড়ি। পাঠক! এই অত্যাচারের নূতন যন্ত্র স্বরূপ রাজস্বসমিতি লইয়া আমাদের কি আর প্রয়োজন আছে? সমিতির যদি এরূপই মনে থাকে, আমরা গললগ্নবস্ত্রে সাশ্রুনয়নে বলি—হে বন্ধু! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বিদায় হও।

রাজস্বসমিতির সংগঠন কিরূপ পাঠক তাহা অবগত আছেন। দুই একজন স্বাধীনচেতা লোক ছাড়া সকল সভ্যই গবর্ণমেণ্টের বাধ্য ধরা। বিচার বিভাগ হইতে যে মহাত্মা গিয়া সভ্য শ্রেণীতে ঢুকিয়াছেন তিনি আবার সকলের শিরোমণি। পাঠক এব্যক্তি কে জানেন? ইনি হাইকোর্টের বিচারপতি কনিংহাম। এই যে হাকিমকারী হাইকোর্ট বিনাশের প্রস্তাব ইহা কনিংহামের শিরঃকম্পিত। এব্যক্তির উদ্দেশ্য কেবল সুখ্যাতি-লাভ। যেখানে যেমনটী হইলে সুখ্যাতি পাওয়া যায় ইনি সেই স্থানেই তেমনটী। ইতিপূর্ব্বে চেম্বার অব কমার্স সভায় বহুতর দেশী ও বিদেশীয় ভদ্র লোকের সম্মুখে কনিংহাম যখন হাইকোর্টের উপর মন্তব্য প্রকাশ করেন তখন তিনি কেবল বিচারার্থিদিগের ব্যয়াধিক্যের কথাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হাইকোর্ট উঠাইয়া দিয়া গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সংক্ষেপ করিবার কোন কথাই তাঁহার রসনা হইতে বহির্গত হয় নাই। সে কেন? কেবল সুখ্যাতি পাইবার নিমিত্ত। এখন সিমলার সভায় বিচারার্থীর ব্যয়ের কোন কথা উল্লেখ না করিয়া তিনি কেবল যে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সংক্ষেপ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন ইহাও কেবল সুখ্যাতির নিমিত্ত। একদিন তিনি মফস্বল আদালতের মুন্সেফগণের দুরবস্থা বর্ণন করিয়া সাধারণের প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন এখন মুন্সেফগণের শিরোভূষণ কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদিগকে অনাথ করিতেছেন। আমরা কনিংহামকে এত ধরিয়াছি কেন? তিনিই যে এই প্রস্তাবের মূল, এবং রেজিষ্ট্রারকে যে পত্র লেখা হইয়াছে তাহার লেখক ইনি আমাদের বেশ বিশ্বাস। নিজে একজন হাইকোর্টের বিচারক হইয়া অপর বিচারকগণের অন্ন মারিবার জন্য তাঁহার এ চেষ্টা কেন? সেও কেবল উদারতা দেখাইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট সুখ্যাতিলাভ করিবার জন্য। কার্য্যসিদ্ধ হইলে গবর্ণমেণ্ট কি আর তাঁহাকে ফেলিতে পারিবেন? আমরা জানি ঘরের শত্রু-চেষ্টে রাবণ বিনষ্ট হইয়াছিলেন। এই গৃহশত্রু ঘর ভাঙ্গিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রিয়ভাজন হইবার চেষ্টা করিতেছেন ইহা কি রাজস্ব সমিতির মুখ্য কর্ত্তব্য নহে? আমরা দেখিতেছি রাজস্বসমিতি হইতে আমাদের নিস্তার নাই। এখন হইতেই সমিতি আমাদের বিরাগ ও অবিশ্বাস ভাজন হইয়া আছেন। কার্য্যারম্ভেই যখন অত্যাচারের সূচনা তখন এ সমিতিকে আমরা বলিবই বা কি, উপদেশই বা দিব কি? যদি আমাদের কথায় কর্ণপাত করিতে রাজস্ব সমিতির ইচ্ছা হয় তবে এই ঘৃণিত হাইকোর্ট সংহার প্রস্তাবের প্রত্যাহার করিয়া লোকের

মনে যে উহার উদয় হইয়াছে সবিশেষ তাহা অবিলম্বেই তিরোহিত করুন।

—০৩০—

অধমর্ণের কারাবরোধ।

অধমর্ণের কারারোধ নিবারক পাণ্ডুলিপির আপক্ষ ৮ জন ও বিপক্ষে ১৪ জন ব্যবস্থাপক সভার মত প্রকাশ করিয়াছেন। আপক্ষ দলের মধ্যে তিনটী প্রেসিডেন্সির হাইকোর্ট, পঞ্জাবের চীফকোর্ট উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বোর্ড অব রেভিনিউ মধ্যপ্রদেশ, আসাম ও কুর্গের চীফ কমিসনার, বর্গের জুডিসিয়াল কমিসনার চেম্বার অব কমার্শ, ট্রেডস এসোসিএসন, ব্রিটীস ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট বিপক্ষ দলের মধ্যে এক্ষণকার জেনারেল বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট, উত্তর পশ্চিমের গবর্ণমেণ্ট, উত্তর পশ্চিমের হাইকোর্ট, পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মের চীফ কমিসনার ও জুডিসিয়াল কমিসনার এবং হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট।

আপক্ষ দলের প্রথম যুক্তি এই যে ঋণী যদি কারারোধ প্রথা উঠাইয়া দিলে সম্পন্ন ব্যক্তিও সম্পত্তি সকল হস্তান্তর করিয়া ডিক্রিদারকে ফাঁকি দিবেন।” উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে ইবর্ট সাহেব সম্পন্ন দেনদারকে কারাগার হইতে অব্যাহতি দেন নাই। যদি দেনদার দেনদার সামর্থ থাকিতেও ডিক্রিদারকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করেন ইবর্ট তাহাকে কারারুদ্ধ করিতে নিষেধ করেন নাই। বরং তিনি দেনদারের সম্পত্তি আছে কিনা তাহার বিশেষ অনুসন্ধান লইয়া বিচার করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ক্রেতারা আজকাল বেশ সতর্ক হইয়াছেন। কোন সম্পত্তিক্রয় করিবার সময় তাহা কোথাও আবদ্ধ বা দায়সংযুক্ত আছে কিনা, বিক্রেতা কোন মহাজনকে ফাঁকি দিবার মানসে বিষয়াদি বিক্রয় করিতেছেন কিনা ক্রেতা তাহার বিশেষ অনুসন্ধান লইয়া থাকেন। কোন দায় সংযুক্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইবার সময়ও রেজেষ্টারী আফিসে মোকদ্দমা পড়ে, নালিশের পর যদি কোন দেনদার কোন বিষয়াদি বিক্রয় করিতে যান দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের বিধানমতে মহাজন তাহা বন্ধ করিতে পারেন এইরূপে নানা উপায়ে দেনদারের চাতুরী কার্য্য ধরা পড়ে। যিনি মহাজনকে ফাঁকি দিবার মানসে বিষয়াদি হস্তান্তর করিতে পারেন, জেলে যাইবার ভয়েও যে সেরূপ করিতে ক্ষান্ত হইবেন এমত নহে। আমরা অনেক সম্পন্ন দেনদারকে দেখিয়াছি তাঁহারা ডিক্রিদারকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য নিজ সম্পত্তি সমস্ত বেনাম করিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক জেলে গিয়াছে।” যেসকল ব্যক্তি প্রবঞ্চক জেলে তাহাদের যে বেশী ভয় হইবে এমত বোধ হয় না। জেল উঠাইয়া দিলে নিজ সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার যতটুকু আশঙ্কা এখনও তাহা বিলক্ষণ বর্ত্তমান আছে।

ইঁহাদের ২য় যুক্তি হিন্দুপরিবারবর্গের একান্ন বর্ত্তিতা, মুসলমানের সম্পত্তির ছত্রিশ কোটী অংশ এবং এদেশীয় লোকের বেনাম পদ্ধতি। এই সকল মহাজনের দেনদারের সম্পত্তি ক্রোক করিবার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মায়। আইনানুসারে একান্নবর্ত্তী হিন্দুপরিবারের মধ্যে একজনের দেনার জন্য যখন অন্যান্য পরিবারবর্গ ও তাহাদের সম্পত্তি দায়ী হয় তখন এক পরিবারের ভিতর বিষয়াদি হস্তান্তর করিলেও ডিক্রিদারের যে কি ক্ষতি তাহা আমরা বলিতে পারি না। মুসলমানের সম্পত্তির ছত্রীশ কোটী অংশ হয় তাহা সত্য, কিন্তু উত্তমর্ণ ঋণ দিতে হইলে বাটীর কর্ত্তাকেই ঋণ দিয়া থাকেন। সে ঋণের দায়ে অধমর্ণের উত্তরাধিকারিগণের ছত্রিশ কোটী অংশও এককালে বিক্রীত হইতে পারে। যদি কোন অংশীদার ঋণ করেন, মহাজন তাঁহার প্রাপ্য অংশের মূল্য ও পরিমাণ বিবেচনা না করিয়া কখনই ঋণ দিতে অগ্রসর হন না। এরূপ স্থলে দেওয়ানি জেলের আপক্ষে এ যুক্তিটী বিশেষ ফলদায়ক নহে।

আপক্ষীদিগের আর একটী যুক্তি এই—দেনদারের ঋণ পরিশোধ করিবার সাধ্যাতি ক্ষমতা বর্ত্তমান থাকিতে মহাজন কখনও দেনদারকে জেলে দিতে অগ্রসর হন না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেনদারকে জেলে দেওয়া মহাজনের অভিপ্রেত নহে। তাঁহারা টাকা আদায়ের দিকে ততদূর দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল দেনদারকে বিপর্য্যস্ত ও অবমানিত করাই তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য। যদি সেরূপ না হইবে মহাজনেরা দুই চারি দিন খোরাকি দিয়া জেলের কয়েদীকে ছাড়িয়া দেন না কেন? সময়ে সময়ে খোরাকির টাকা ডিক্রির টাকার অপেক্ষা অধিক পড়ে, তথাপি ডিক্রিদার দেনদারকে ছাড়িয়া দেন না কেন? সে কেবল দেনদারকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়। দেনদারকে জেলের ভয় দেখাইয়া টাকা আদায়ের জন্য মহাজনেরা যদি বল্পক জারি করিতেন তাহা হইলে জেলে যাইবার দুই একদিন পরে আমরা তাহাকে অব্যাহতি পাইতে দেখিতাম। এরূপ অব্যাহতি দেওয়া প্রায়ই দেখা যায় না। সুতরাং দেওয়ানি জেল প্রতিহিংসা সাধনের উপায় ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

ইঁহাদের চতুর্থ যুক্তি এই যে যাহারা ঋণের জন্য জেলে যায় তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ইচ্ছাপূর্ব্বক মহাজনকে প্রবঞ্চনা করিয়া জেলে যায়। এ প্রকার লোকের সংখ্যা ও খুব অল্প। এইটীকে যুক্তি না বলিয়া মত বলিলেই সঙ্গত হয়। দেওয়ানী কয়েদীর হিসাব দেখিলে যদিও তাহাদের সংখ্যা ফৌজদারি কয়েদীর অপেক্ষা অল্প বলিয়াবোধ হয় কিন্তু এই অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে অধিকাংশই যে সামর্থ্যবান প্রবঞ্চক তাহা কখনই প্রকৃত কথা নহে। আমরা বলি অধিকাংশ দেনাদারই ঋণ দিতে অসমর্থ এবং মহাজনের কোপের পাত্র।

ইঁহার অবরোধের আপক্ষ বলিয়া আর একটী কারণ প্রদর্শন করেন—তাঁহারা বলেন অবরোধ প্রথা উঠিয়া গেলে ধনদাতাগণ ব্যক্তি বিশেষের জামিন আর টাকা ঋণ দিতে চাহিবেন না, লোকের বাজার সম্ভ্রম নষ্ট হইবে, মহাজনের সুদের হার বৃদ্ধি হইবে—আমরা ইহাতে ভয়ের কোন কারণ দেখি না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঋণ গৃহীতার অবস্থা বুঝিয়া ঋণ দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য। যাহাকে তাহাকে ঋণ দিলে লোকের আশু মঙ্গল ঘটিতে পারে কিন্তু পরিণামে তাহা হইতে নালিশ মকদ্দমার বৃদ্ধি হইবে, বিস্তর রিসদারের কারণ হইবে, এক জনের ঋণে পরিবার শুদ্ধ সমস্ত লোকই ক্লেশ পাইবে। বাজারে লোকের যতই সম্ভ্রম কম হইবে, ধারকৃত টাকার উপর সুদের হার যতই বৃদ্ধি হইবে ততই লোকে ঋণ না করিয়া বরং পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিবে—সুতরাং পড়িয়া তাহার উত্তম বৃদ্ধি হইবে, অবস্থারও উন্নতি হইবে। এরূপ আশঙ্কায় আমরা অবরোধ ব্যবস্থার বিপক্ষ ভিন্ন আপক্ষ হইতে পারি না।

ইঁহারা আরও বলেন লোকে বহুদিন হইতে দেনার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া লুকাচুরি করিতে শিখিয়াছে। ক্রমে যখন এই শিক্ষা ভুলিয়া যাইবে, যখন তাহারা অপেক্ষা কৃত সরল সত্যবাদী ও স্পষ্ট বক্তা হইতে পারিবে, তখন দেওয়ানি জেল উঠাইয়া দিবার আবশ্যক হইবে। এখন উহাতে অপকার ভিন্ন উপকার হইবে না। যতই দেশের লোকে শিক্ষা পাইতেছে ততই যে তাহারা ক্রমশ প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা ও কুটিলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে একথা কেমন করিয়া স্বীকার করা যায়? যদি অবরোধ বিধান উঠাইয়া দিবার সময় হইয়া থাকে, এই উন্নতির দিনেই তাহার প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত করিলে আরও দেশের কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা।

রোপের পুরাতন টাকা এবিকা প্রভৃতি প্রাপ্য কতকগুলি পুরাকালীন হস্তলিপি ও অপরাপর অনেক সামগ্রী ছিল। বহুকালের কাপড় সিন্দুক, বাক্স, যেমন তেমনিই আছে। তাহাদের উপর সংস্কৃত ভাষায় যাহা লেখা আছে তাহাতে বোধ হয় এই সকল দ্রব্য সামগ্রী কোন মৃত ব্যক্তির দায়াদ শূন্য হইবে।

গবর্ণর জেনারেল কাওন্সিলের পে লিটিকাল এজেন্ট ডাক্তার এই সম্বন্ধে তিষ্ঠিষ্ঠ জজ স্বরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন।

আফগান সীমা কমিসন এখন সাকিনে অবস্থিতি করিতেছেন। সেখা নিবাসে দারুণ গ্রীষ্ম হইতেছে। জলা ভূমি ভিন্ন শিবিকা তাপনের স্থান পাওয়া যাইতেছে না। জ্বর ও উদরের পীড়ার বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে। আফগান মিসন একণে সাবিয়াপ্ত যাইতেছেন।

নিউজিলণ্ডের উত্তরে একটী আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতে অনেক মনুষ্য জীবজন্তু ও ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

পৃথিবীতে যে সকল বণিক ভাষা আছে তাহাদিগের :—

নাম	ভাষীর সংখ্যা
ইংরাজি	১৭ কোটী
রুষ	৮ কোটী
জার্ম্মন	৫ কোটী
স্পেনীয়	৬ কোটী
ফরাসী	৪ কোটী
ইতালীয়	২ কোটী ৮৭লক্ষ

বণিক জাতি ইহুদির সংখ্যা বুঝি গণিয়া শেষ করা যায় না।

বোম্বাই গার্জেন বলেন যে পশ্চিম বিভাগের গবর্ণমেণ্ট আফিস সমূহায়ে ব্রাহ্মণ কেরাণী পাইলে প্রায় ভিন্ন জাতীয় কেরাণী লওয়া হয় না। তিনটী ডিষ্ট্রিক্টের একখানি কর্ম্মচারী তালিকায় দেখা যায়, যেখানে ৭৭২জন ব্রাহ্মণ সে স্থলে ৯৮জন ভিন্ন বর্ণের কেরাণী নিযুক্ত আছেন। আবার বুঝি ব্রাহ্মণের রাজ্য আসিল।

সুয়েজ খাল কাটিয়া বৃদ্ধি করিবার কল্পনা হইতেছে শীঘ্রই এ কল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিবার সম্ভাবনা আছে।

শুনা যায় ভারত পর্য্যটন দেখিবার জন্য প্রিন্স অব ওয়েলস কুচবেহারের মহারাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহারাজা সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই। তিনি এখন যদি নাচ তামাসায় অনর্থক অর্থব্যয় না করিয়া স্বরাজ্যের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হন তবে কুচবিহারের দুর্দ্দশা ঘুচিতে পারে।

হরিপালের নিকট ম পাড়া নামক গ্রামে গিরিবালা নাম্নী একটী হিন্দু মহিলা অহিফেন সেবন দ্বারা আত্মহত্যা করে। বালিকাটী ৪বৎসর কাল পিত্রালয়ে বাস করে। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে তাহার মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সে নিতান্ত কাতর হয়। এবং পিত্রালয়ে যাইবার জন্য স্বামীর নিকট অনুমতি চায়। ওপরে স্বামী তাহাতে অস্বীকার করায় এই কাণ্ড ঘটিয়াছে।

মহাসভায় হোমরূল বিলের দ্বিতীয় বার পাঠের সময় সভাগণের ভিতর মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। কতকটা হাতাহাতি করিতে ও তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। আইরিস সভ্যগণ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বসিয়াছেন, আয়র্লণ্ডে যদি হোমরূল প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে আয়র্লণ্ডে বিষম বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। গ্লাডষ্টোন যেখানে যাইতেছেন সেই খানেই সাধারণ প্রজাবর্গ মহানন্দে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেছে। স্কটলণ্ডে তাঁহার পক্ষাবলম্বী অনেক লোক জুটিয়াছে। পার্লিয়ামেণ্ট ও ভঙ্গ হইল। আগামী এই আগষ্ট আবার যখন নূতন পার্লিয়ামেণ্ট বসিবে তখন মহাসভায় কি যে দুর্ঘটনা ঘটিবে আমরা তাহারই চিন্তায় আকুল।

নূতন পার্লিয়ামেণ্টের জন্য ইতি মধ্যেই স্থানে স্থানে সভাগণ নির্ব্বাচিত হইতেছেন। আমাদের বড় আশা ছিল হলবরণে মিঃ দাদাভাই নাওরোজী সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। "মিরার" টেলিগ্রাফে সংবাদ পাইয়াছেন মিঃ দাদাভাই নাকি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ১৭০৯ ভোট অধিক হইয়াছিল। লোকে বলিতেছে তিনি যে সময়ে সভ্য স্বরূপে নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন সে প্রায় নির্ব্বাচনের অন্তিমকাল। আমরা এই সমাচারে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আশা করি নওরোজি কি তাঁহার স্বজাতীয় মহাত্মাগণ বিরক্ত বা ভগ্নোৎসাহ হইবেন না। "যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরেক, নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে।"

লর্ড র‍্যাণ্ডলফ চর্চ্চহিল বলেন ভারতের রাজধানী সিমলায় না হইয়া পুনায় হইলেই ভাল। পুনার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, ইয়োরোপীয়গণের পক্ষে যাহা বিশেষ উপযোগী হইবে। চর্চ্চহিল বিলাতে বসিয়া ভারতের নানা স্থানের জলবায়ু কিরূপ তাহা কেমন করিয়া জানিলেন। কলিকাতা রাজধানী না থাকিয়া পুনায় গেলে সাধারণের বিশেষ ক্ষতি আছে।

টেলিগ্রাফ বলেন বাবু লালমোহন ঘোষ ও নাকি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। ডেটফোর্ড হইতে মিঃ রাইট ও বাবু লালমোহন ঘোষ ইহারা প্রত্যেকে ৬০০ভোটের অভাবে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। রিউটার নির্ব্বাচন সংবাদ স্পষ্ট রূপে লিখিতেছেন না। এসংবাদটী ও অমূলক হইবার সম্ভাবনা।

ঢাকা মিউনিসিপালিটীর অধিবাসিবর্গ বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্রকে সভাপতির আসন প্রদান করিবার জন্য লোটলাটের নিকট একখানি মেমোরিয়াল পাঠাইয়াছেন।

রাজস্ব সমিতির পোষ্টাফিস বিভাগের উপর নজর পড়িয়াছে। কম্পট্রোলার সাহেবের নিকট কৈফিয়ত তলব পড়িয়াছে।

বিলাতের ভারত প্রদর্শনীতে যে সকল পার্শি যুবক গিয়াছিলেন তাঁহাদের রূপ মাধুরী ইংলণ্ডের বড় মনে ধরিয়াছে। কোন কোন ইংরাজ বলেন কেশবের ন্যায় সুপুরুষ জন্মায় নাই, আরও কেহ কেহ বলেন বাবু প্রতাপচন্দ্র সুগঠিত ও দিব্য কান্তি। ভাল এটাও একটা গুণ।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন রাজসাহীর সেসন জজ দুইএক দিন বেলা তিনটার সময়ে এজলাসে বসিয়া রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত বিচার করিয়াছেন। যদি অত্যধিক গ্রীষ্মের জন্য এরূপ বেয়াইনি কার্য্য হইয়া থাকে প্রাতঃকালে আদালত বসাইলেইত ভাল হয়?

সেতাবার সন্নিকটে এক রাক্ষসী ঔষধ দ্বারা গর্ভপাত ও ভ্রূণ হত্যায় সহায়তা করিত; পিশাচিনী কুলটাদিগকে পাপ কার্য্যে এইরূপ সাহায্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। তিন বৎসর কাল সে এই ব্যবসায় বেশ চালাইয়া আইসে. সেদিন কিন্তু হাতে কলমে ধরা পড়িয়াছে। তাহার বাটীতে কতক গুলি অস্থি পাওয়া যায়। এইগুলি নরকঙ্কাল কিনা ইহা পরীক্ষার্থ ডাক্তার খানায় প্রেরণ করা হইয়াছে। সহচর

ময়মনসিংহে একটী কন্যা পাইবার নালিশ হয়। ফরিয়াদি তরণীনাথ রায় বলেন আমি আমার ১৩।১৪ বৎসরের একটী বিধবা কন্যাকে লইয়া আমার শ্যালক উমেশ গুপ্তের বাটীতে যাই। উমেশ গুপ্ত একদিন আমার অনুপস্থিতকালে আমার কন্যাকে লইয়া পলাইয়া যায়. এখন সে আমার অসম্মতিতে আমার কন্যাকে বিবাহ দিতে চাহিতেছে। কন্যার নাম সুখদা গুপ্ত। সে বলিল আমি স্বেচ্ছায় মাতুলের সহিত চলিয়া আসিয়াছি। আমার শৈশবকালে বিবাহ হইয়াছিল। এখন

ডবলিউ হোসেন সাহেবের স্বাক্ষরিত পত্র আনিয়া ৭২ টাকা দামের দুইটী রূপার ঘড়ী এবং দুইগাছি চেন লইতে আইসে। দোকানদারের সহিত বণিক অপরাধীর পরিচয় ছিল বটে কিন্তু তিনি প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করেন, তাহার পর দোকানদারের পিয়াদার দ্বারা ঘড়ী এবং চেন নিজামের সঙ্গে পাঠাইয়া দেন। পিয়াদাকে দুর্গের মধ্যে না লইয়া গিয়া বাহিরে থাকিতে বলে এবং অপরাধী তাহার ভিতর চলিয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে নিজাম লেপ্টেনেণ্ট জে, ডবলিউ হোসেন সাহেবের স্বাক্ষরিত রসিদ আনিয়া পিয়াদার হাতে দেয় এবং ঘড়ী চায়। পিয়াদা স্বয়ং সাহেবের হাতে ঘড়ী দিয়া আসিবে বলে, ইহাতে নিজাম বড় অসন্তুষ্ট হয়। অবশেষে সে অগত্যা অপরাধীর হস্তে ঘড়ী ও চেন দিয়া চলিয়া আইসে। ইহার পর অপরাধীকে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কিছুদিন পরে সে সাজাহানপুর হইতে উক্ত দোকানদারের অপরাধীকে এই পত্র লেখে যে অপরাধী শীঘ্রই এলাহাবাদে যাইবে এবং সে পলাইয়া গিয়াছে একথা যেন তিনি মনে না করেন। এই পত্র পাইয়া তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তিনি ইহার সন্ধান লইবার জন্য এলাহাবাদ দুর্গে যান এবং তথাকার গার্ডের সার্জেন্ট মেজার সাহেবকে এই ঘটনা বিবৃত করিলে তিনি বলেন যে এখানে লেপ্টেনেণ্ট জে, ডবলিউ হোসেন বলিয়া কোন কর্ম্মচারী নাই। এই কথা শুনিয়া তিনি নিজ গৃহে আইসেন এবং রেজেষ্টারী করিয়া নিজামকে এক পত্র লেখেন কিন্তু তাহার কোন উত্তর পান নাই। তাহার পর গত এপ্রেল মাসে অপরাধীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে বাবু রামপ্রসাদ (দোকানের অধিকারী) তাহার নিকট টাকা চাহিলেন। সাহেবসুলভ প্রকৃতি অনুসারে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয়। তাহার পর তাহার নামে নালিশ করা হইল।" বিচারে জুরিরা তাহাকে দোষী বলিলেন। কিন্তু জজ ষ্ট্রেট সাহেবের মনে একটা ধারণা হইল অপরাধীর বয়স ১৭ বৎসর মাত্র, এরূপ অল্প বয়সে অন্যের নাম জাল করিয়া অপরকে ঠকাইবে ইহা সম্ভব নহে। হয়ত 'ইহার ভিতরে অন্য কেহ থাকিতে পারে।' এই ভাবিয়া অপরাধীকে সকল বিষয় ভাঙ্গিয়া বলিবার জন্য [illegible] হয়। ১লা জুলাই দিন [illegible] অপরাধীকে উক্ত বিষয় জানা- [illegible] প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি তাহাকে বলেন," সে "সংবাদ দিবার" জন্য তাহাকে নাম দেওয়া হইয়াছিল তাহা সে দিয়াছে। কিন্তু তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে করেন নাই যে অপরাধী নিজে জাল করিয়াছে। আর সেই দুটী ঘড়ীর মধ্যে একটী সে নিজে বিক্রয় করিয়াছে অপর ঘড়ীর সংবাদ দেয় নাই। আর একজন নিরপরাধীকে তাহার সঙ্গী বলিয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে উক্ত লোকটী পীড়িত হইয়া তখন সৈনিক হাঁসপাতালে ছিল। যাঁহা কর্তৃক নিজাম যে জাতি মধ্যে লোক তাহা জানা গিয়াছে। তাহাকে আরও ভৎসনা করিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১৮ মাসের মিয়াদ দিলেন। নিজাম বড় সহজ অপরাধে অভিযুক্ত হয় নাই, সে জাল করিয়াছে কিন্তু এরূপ লোকের এ প্রকার সামান্য শাস্তি যেন যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

সেসনের দ্বিতীয় মকদ্দমার অপরাধী কানপুরের ডুইন রেজিমেণ্টের একজন গোরা ক্লার্ক। সে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৭ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়া বিচারার্থ উপস্থিত হইয়াছে। মকদ্দমার বিবরণ এই:—কানপুরের ব্যারাকের উপরের ১০ নং ঘরে অপরাধী থাকিত। ১৮৮৫ সালের ১২ ই সেপ্টেম্বরে রাত্র ৯—৩০ মিনিটের সময় অপরাধী আপনার ঘরে আসিয়া একজন বন্ধু মেলানির শয্যার নিকট যায় এবং তাহাকে অভিবাদনাদি করিয়া আপনার শয্যার দিকে আইসে। সে সেখানে আসিয়াই আপনার বন্দুক গুলি ভরিয়া দরজার মধ্যে বিলটু নামক একজন পাখাটানা কুলী পাখা টানিতেছিল, তাহার দিকে গুলি করে। সৌভাগ্যক্রমে গুলি তাহার গায়ে না লাগিয়া তাহার পার্শ্বস্থ দেয়ালে লাগে। বন্দুকের শব্দ হইবা মাত্র বেগনি তৎক্ষণাৎ ক্লার্ককে আসিয়া ধরিল এবং সেই ঘরের আর আর গোরা তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। অপরাধী তাহাদের দেখিয়া বলিল তাহারা যেন তাহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করে, সে ত কোন অন্যায় কার্য্য করে নাই। যাহা হউক কয়েকজন গোরা তাহাকে ধরিয়া হাজতে লইয়া গেল। যাইবার সময় পথে সে বলে তাহার বিশেষ দুঃখ এই যে সে দশটী আওয়াজ করিতে পারে নাই, তাহা হইলে সে রোজিনসনের ন্যায় হইত। এস্থলে বলা উচিত কোন সময়ে রোজিনসন নামক একজন গোরা অপর একজনকে গুলি করাতে তাহার ফাঁসী হয়। সুতরাং অপরাধীর রোজিনসনের ন্যায় হইবার একথা বলাতে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে সে তাহাকে গুলি করিয়া উক্ত গোরার ন্যায় ফাঁসী যাইবে। সে যাহাহউক অপরাধী ক্লার্ক বিলটু কুলীকে কেন গুলি করিতে গিয়াছিল সাক্ষ্য দ্বারা তাহা প্রমাণ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ঐ ঘরে আকুল কুলী পাখা টানিত. কোন কারণে অপরাধী তাহাকে প্রহার করে সে তাহার নামে নালিশ করে কিন্তু সেখানে প্রমাণ কোন ফল হয় নাই। দ্বিতীয়বার ঐ কুলীকে ঘুষি মারিলে তাহার ৭ দিনের মিয়াদ হয়। কুলী আকুল এখন শুনিল অপরাধী খালাস হইয়া আসিয়াছে তখন সে সেখান হইতে বদলী হইয়া অন্যত্র পাখা টানিতে গেল। আর বিলটু তাহার স্থানে কার্য্য করিতে লাগিল। আকুল ক্লার্কের নামে নালিশ করাতে তাহার মিয়াদ হয় এজন্য তাহার উপর অপরাধির রাগ ছিল, সে খালাস হইয়া বিলটু কুলীকে আকুল মনে করিয়া তাহাকে গুলি করে, কিন্তু তাহার পরমায়ুর জোরে এ যাত্রা রক্ষা পায়। পাখা কুলী বিলটুর দিকে যে গুলি করিয়াছিল একথা অপরাধী স্বীকার করে কিন্তু তাহাকে খুন করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাহার বন্দুক কিরূপ অবস্থায় আছে তাহাই দেখিবার জন্য সে বন্দুকের আওয়াজ করিয়াছিল। অপরাধীর সঙ্গীর সকলেই একবাক্যে বলিয়াছে, তাহারা যখন তাহাকে (ক্লার্ককে) আসিয়া ধরে তখন সুরাপানের দ্বারা উন্মত্ত বা সে কোনরূপ উত্তেজিতও ছিল না। মোকদ্দমার বিবরণ এক প্রকার দেওয়া হইল এক্ষণে জুরিগণ কি বলিয়াছেন তাহাও বলা আবশ্যক। যথা সময়ে তাঁহারা মন্ত্রণা গৃহে যান এবং তথায় অনেকক্ষণ অবস্থান করত আসিয়া বলেন অপরাধী ক্লার্ক কোন ব্যক্তিবিশেষকে খুন করিবার জন্য গুলি করে নাই তবে তাহার কার্য্যটী নিতান্ত অন্যায় এবং অসঙ্গত হইয়াছিল, তাহাতে লোকের প্রাণহানির সম্ভাবনা ছিল। মাঃ জজ বাহাদুর জুরিদের এই রায় অনুমোদন করিয়া বলিলেন, সৈনিক বিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা এইসকল লোকের হস্তে প্রাণ সংহারক অস্ত্রশস্ত্র সর্ব্বদা রাখিতে দিয়া কখন ভাল কাজ করেন নাই, আর এই কারণের জন্যই অনেক সময়ে অনিষ্ট হইয়া থাকে। যাহাহউক অপরাধী ক্লার্ককে গুরুতর অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার তিন বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন, কিন্তু অপরাধীর এরূপ সামান্য দণ্ড দিতে দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না।

বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—❀❀—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা প্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। অল্পমূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে নূতন অক্ষরে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অবৈতনিক কৃষ্ণনাথ পালের স্মরণার্থ শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩॥০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

—❀❀—

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৻১০
২ য় ভাগ	৵০	৻১০

নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৻১০
২ য় ভাগ	৵০	৻১০
৩ য় ভাগ	৵০	৻১০
বিদেশীয় বিজ্ঞান	।০	৻১০

কয়খানি একত্রে লইলে সমুদয়ে ডাক মাশুল ৴১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী—রাজসাহী ৩০
শ্রীযুক্ত বাবু কেনারাম সরকার—বর্দ্ধমান ২০
„ „ রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব—দিনাজপুর ১০
„ „ দুর্গাচরণ লাহা—কলিকাতা ১০
„ „ শিবচন্দ্র শীল—চুচুড়া ১০
„ „ কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক—কলিকাতা ১০
„ „ বরদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী—নাটোর ১০
„ „ [illegible] বসু—মুরশালী ৮
„ „ শ্রীনাথ অধিকারী—ফরিদপুর ৭
„ „ রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় উকীল—মাদারিপুর ৭
„ „ সোনারাম দাস—রাজাগোড়া ৭
„ „ দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়—রাঁচি ৭
„ „ পার্ব্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়—পাঁচগাও ৭
„ „ ভুবনমোহন চৌধুরী—রঙ্গপুর ৭
„ „ অন্নদামোহন রায়চৌধুরী—রঙ্গপুর ৭
„ „ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা ৭
„ „ শ্রীরাম পালিত—কলিকাতা ৫।০
„ „ বিশ্বনাথ সৎপতি—মেদিনীপুর ৫
„ „ যুধিষ্ঠির দত্ত—রাজপুর ৫
„ „ বিনোদবিহারী হাজরা—কলিকাতা ৩॥০
„ „ অক্ষয়নারায়ণ কুণ্ডু—ইটাচোনা ৩॥০
„ „ শ্রীনাথ সেন—গোয়ালপাড়া ৩॥০
„ „ শশিভূষণ দাস—মুক্তিয়াইগঞ্জ ৩।০
„ „ সতীশকুমার রায় চৌধুরী—বারুইপুর ৩॥০
„ „ যোগীন্দ্রকুমার ঘোষ—রামনগর ৩।০
„ „ রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য—কৃষ্ণনগর ৩॥০
„ „ অন্নদামোহন রায়চৌধুরী জমীদার—রঙ্গপুর ৩
„ দীনতারণ চক্রবর্ত্তী—কলিকাতা
রাধাকমল মিত্র—বারুইপুর ১॥০
[illegible] মোহন সেন—বারাসাত ১॥০
[illegible] চৌধুরী—বাখরগঞ্জ ১
[illegible] চক্রবর্ত্তী ১
[illegible] ঘোষ—[illegible] ১

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত [illegible]

[illegible] নিয়ম।

মফস্বলে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩॥০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, ষ্ট্যাম্প টিকিট, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীর পত্র ও প্রস্তাব প্রভৃতি যেসকল বিষয় আমাদিগের নাম হইতে প্রকাশ হয় আইনে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সত্য এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

৫০ শ ভাগ — "প্রবর্দ্ধতাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।" — ৩৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০,

১২৯৩ সাল। ৪ ঠা শ্রাবণ। ইং ১৮৮৬। ১৯ এ জুলাই।

৭ রিপনাব্দ। ৪ ঠা শ্রাবণ।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন

ইন্‌সলভেন্‌শি নোটীশ।

বাবু দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় ষ্টেট।

২০ এ জুলাই বেলা একটার সময় ৮ নম্বর ষ্ট্রাণ্ডস্থিত এসাইনী আফিসে "সমাচার চন্দ্রিকা" নামক বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্র যাহা একণে অফিসিয়াল এসাইনীর হস্তে আছে তাহার অধিকার সত্ব, স্বত্ত্ব এবং ইহার গুডউইল, প্রেস, হরপ, টেবিল, আসবাব, গ্যাস ফিটিং এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় হইবে।

সমাচার চন্দ্রিকা প্রায় ৭০বৎসর প্রকাশিত হইতেছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এই কাগজখানি প্রথম প্রকাশিত হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। গবর্ণমেণ্ট এবং অপরাপর ভদ্র লোকদিগের বিজ্ঞাপন দিবার জন্যই এই সংবাদপত্রখানি লোকে পাঠ করিয়া থাকে।

সাধারণে ইহার অপরাপর বিশেষ বিবরণ বাবু নন্দগোপাল নিয়োগী অথবা এসাইনী আফিসের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা
১৭ই জুলাই ১৮৮৬ } অফিসিয়াল এসাইনী।

সন ১২৯৩—১২—৩।

ঘোষণা পত্র।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ২৪ পরগণার অন্তর্গত থানা বারুইপুরের অধিন মেদনমল্ল পরগণা মৌজে মদারাট গ্রাম নিবাসী আমাদিগের মাতামহ ৺মহেশচন্দ্র কর্ম্মকার তিনি তাঁহার সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। একণে আমরা অধিকারী থাকা বিধায় আমাদিগকে বঞ্চিৎ করিবার মানসে তাঁহার ত্যাজ্য সম্পত্তি অতিরিক্ত শ্রীমথুরমোহন কর্ম্মকার প্রভৃতি হস্তান্তর, দানবিক্রয়, করিবার বা মৌরাশী পাট্টা দিবার জন্য গোপনে চেষ্টা করিতেছেন। অতএব নোটীসের দ্বারায় সাধারণকে জানাইতেছি যে আমাদিগের মাতামহের সম্পত্তি যেন কোন প্রকারে গ্রহণ না করেন। কেন না যদি গ্রহণ করেন তাহা হইলে পরিণামে যে ভয়ানক ব্যাপার ঘটিবে তাহাতে আমরা দায়ী হইতে বাধ্য হইব না। ভবিষ্যতে আমরা স্বত্বপ্রমাণে আনিব ইতি।

স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিগণ।

শ্রীগোপালচন্দ্র কর্ম্মকার
শ্রীলালমোহন কর্ম্মকার
শ্রীশরৎচন্দ্র কর্ম্মকার দিং
সাং জেঃ পঃ মৌঃ কলিকাতা বহুবাজার।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ কর্ম্মকার
জেলা ২৪ পঃ থানা বারুইপুর পঃ মেদনমল্ল মৌঃ নারায়ণপুর।

পি, এন, বিশ্বাস।

টাইপ কাটার এণ্ড অর্ডার সপ্লায়ার।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষেরষ্ট্রীট কলিকাতা

স্বর্ণ কবরী ভূষণ তৈল।

১ নম্বর কেবল কেশ বিন্যাসে ব্যবহার্য্য।

মূল, ৬,৪,২ আউন্স শিশি ৸৵০, ৸০, ।৵০ আনা।

২ নম্বর কেবল স্নানের পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য।

মূল্য,৮, ৪, আউন্স শিশি ৸০ ।০ আনা। প্যাকিং ৵০ আনা।

সবিশেষ বিবরণ-ক্যাটালগে দেখুন। তৈলের ক্যাটলগ বিনামূল্যে বিতরনীয়।

এজেন্সির ক্যাটালগের মূল্য ৵০ আনা।

দেশী কাপড়.

নূতন পাড়! নূতন পাড়!! নূতন বাক্স!!!

সকল রকম আমদানি হইয়াছে, পাইকারি দরে কিন্তু নগদ টাকায় বিক্রী।

বৈষ্ণব।

এই ভক্তি প্রচারক মাসিক পত্রের ৮ নং সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার অগ্রিম বার্ষিক সাড় যা ১৷৷ দেড় টাকা নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

"ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" (পূর্ব্ববিভাগ)

সংস্কৃত মূল, টীকা, টীপ্পনী, বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাঙ্গালা টিপ্পনী সহ ভক্তি বোধক বৈষ্ণব গ্রন্থ মূল্য ১, টাকা ডাক মাশুল /১০ আনা।

"বেদান্ত স্যমন্তক" (গোবিন্দ ভাষ্যকারকৃত)

ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল, ও কর্ম্মতত্ত্ব বোধক বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ (দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত সংস্কৃত) মূল্য চারি আনা ডাক মাশুল ৶০ অর্দ্ধ আনা।

পুস্তক দুই খানি আমার নিকট ও সংস্কৃত ডিপজিটারি, সোমপ্রকাশ ডিপজিটারি এবং বৈষ্ণব ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

শ্রীকালীদাস নাথ
রামসেবক মল্লিকের গোলা।
বহুবাজার,-কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অরণ্যে।

No nightingale did ever chant
More welcome notes to weary bands
Of travellers in some shady haunt
Among Arabian Sands

Wordsworth.

কি স্বর শুনিনু আজি মরমে পশিল গো
আকুল করেছে মম প্রাণ
যোগিনীর মনচোরা কদম্বের তলে বসি
শুনেছি, গেয়েছে কত গান।
মাতিত তাহাতে শুধু মাতিবার ছিল যারা
মাতেনি ত এ মরম তার,
শুনিনি এমন কভু জগত ভোলান গান
প্রাণে আজ ভাসিয়া যায়।
সে গান শুনাবে যদি কি যে স্রোত উঠায়েছে
কি যে উৎস ছাড়িয়াছে তায়।
আর ত পারি না প্রাণ রাখিতে বাঁধিয়া তারে
সে স্রোতে সে প্রাণ দিতে চায়।
জগৎ যেজন্য লয়ে ছিলাম মজিয়া আমি
ভাঙাচোরা মন খানি লয়ে,
হায় রে নিঠুর বিধি এ বাদ সাধিলে কেন
ভাঙা মন পুন কেড়ে নিয়ে?

বনবন
শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত।

— ❀❀ —

কি ভীষণ অত্যাচার!! *

মহাশয় ইংরাজ রাজত্বে বাস করিয়া আমরা এরূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচার কখনও দৃষ্টি করি নাই। হায়। পল্লী গ্রামের অবস্থা কি কিছুতেই পরিবর্তিত হইবে না? কি শোচনীয় ব্যাপার। ছোট লাট বাহাদুর এই সকল শোচনীয় কাণ্ডের প্রতিকার কেন করিতেছেন না। ইংরাজ রাজত্বে বাস করিয়া যদি অদ্যাপিও আমাদিগকে এরূপ হৃদয়বিদারক ব্যাপার সকল প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তবে কিরূপে ইংরাজ রাজত্বের প্রশংসা করিতে পারি? মফস্বলের পুলিষ এবং আদালত এই অত্যাচার সকল প্রত্যক্ষ করিতেছেন কিন্তু তাহার প্রতিকারের চেষ্টা কেন যে করিতেছেন না তাহা বলা যায় না। আমরা কয়েক জন ভদ্রলোক প্রায় এক বৎসর কাল হইতে এই দারুণ অত্যাচার সকল দেখিয়া আসিতেছি কিন্তু বর্ত্তমান অত্যাচার আর দেখিতে না পারিয়া ছোট লাট বাহাদুরকে জ্ঞাত করাইবার জন্য অদ্য সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলাম। ঘটনা যথা—আমাদিগের দেশের মাথবংশীয় যোগী জাতিরা প্রায় ১৫।১৬ বৎসর হইল শাস্ত্রানুসারে উপবীত গ্রহণ করিতেছেন; তাহা দেখিয়া পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মহাত্মাগণ একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন। প্রথমতঃ গোবরডাঙ্গা নিবাসী যোগীদিগের উপর কতক অত্যাচার হয় কিন্তু তথাকার স্বদেশপ্রিয় জমীদার মহাশয়ের বিজ্ঞতা ও সাধুতাগুণে কিয়দ্দিবস পরেই উক্ত অত্যাচার নিবারিত হয়। পরে বারাসাত সবডিবিজনের অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ প্রায় ৩।৪ মাস কাল ধরিয়া উক্ত গ্রামবাসী যোগীদিগের প্রতি একেবারে সম্পূর্ণ অরাজক ভাব প্রকাশ করিতেছেন। এমন কি তথায় যোগীদিগের বাস করা ভার হইয়া উঠিয়াছে। তথাকার যোগীরা আদালতের আশ্রয় পর্য্যন্ত লইয়াছিল কিন্তু তথাপি উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সেই সকল অত্যাচারের নিবৃত্তি না হইয়া বরং ক্রমেই বৃদ্ধিই পাইতেছে।

আবার সম্প্রতি প্রায় দেড় মাস হইল উক্ত বারাসত ডিবিজনের অন্তর্গত কিঁকরা গ্রামের আর একজন চক্রবর্ত্তী ও একেবারে সম্পূর্ণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া নিজ বংশের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ৪ঠা জৈষ্ঠ তারিখে নিজ, নিজ যোগীদিগের বিরুদ্ধে একটী সভা করা হয়। তাহাতে আন্দাজ ২০।২২ জন ব্রাহ্মণ, ২৫।৩০ জন যোগী ও অপরাপর কতকগুলি লোক উপস্থিত ছিলেন। মোট কথা শিক্ষিত লোকের ভাগ অতি অল্প এমন কি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সভার প্রকৃত বিচারণীয় বিষয় কিছুই হয় নাই, আপনাদিগের বক্তব্য গুলি বলিয়া (যোগীরা জারিল যোগীরা হারিল) বলিয়া হাততালি, গোলযোগ ও যথোচিত অকথ্য প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ গ্রামের অবস্থার পরিচয় দিয়াছিলেন। পর দিবস হইতে উক্ত গ্রামবাসী যোগীদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিতেছেন তাহা দেখিলে এ ভারত রাজ্য যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন তাহা বলিয়া

* যোগীদিগের উপর কিরূপ অত্যাচার হইতেছে পত্র প্রেরকের তাহা প্রকাশ করিয়া লেখা কর্তব্য। নচেৎ গবর্ণমেণ্ট কি মাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিষকে আমরা কিসের প্রতিকার করিতে বলিব? সো প্রঃ

বোধ হয় না। আমরা ৪।৫ জন ভদ্রলোক উক্ত অরাজক কাণ্ড সকল দেখিয়া একবারে শোক ও বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে আমরা ছোটলাট বাহাদুরের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে এই সকল অত্যাচারের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেন। অকারণ একটী নিরীহ অসহায় জাতির প্রতি অত্যাচার কেন হয়? আর না হয় উক্ত অবস্থায় যোগীজাতিদিগকে এ ভারত রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিন। কারণ ইংরাজ রাজ্যে বাস করিয়া এত অত্যাচার সহ্য অপেক্ষা তাহাদিগের বনই ভাল। আর যদি উক্ত জাতিকে এ ভারত রাজ্যে রাখা কর্ত্তব্য হয় তবে তাহাদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্ট হইতে রক্ষার উপায় হউক। নতুবা এ অরাজকতা আমরা আর দেখিতে পারি না।

শ্রীঃ—

—৩৩—

* সম্পাদক মহাশয়! গবর্ণমেণ্টের বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা অনেক সময় পল্লীগ্রামে অনেক উপদ্রব হইয়া থাকে। কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন না অথবা জানিতে পারিলেও উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তৎপ্রতিকারে প্রবৃত্ত হয়েন না ফলতঃ উৎপীড়নকারী স্বার্থপর পশুপ্রকৃতি কর্ম্মচারীবর্গ কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের চক্ষুর অন্তরালে এরূপ ভাবে আপনাদিগের স্বার্থপরতা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে থাকে যে তাঁহারা তাহার বাষ্পও জানিতে পারেন না। তাঁহাদিগের দ্রষ্টব্য ও পরীক্ষণীয় বিষয় সমূহের স্বরূপ বজায় রাখিয়া আপন আপন লাভের পথ পরিষ্কৃত ও সুগম করে। আমরা অদ্য একটী স্থানের গ্রাম্য সবরেজেষ্টার বাবুর কার্য্যালয় সম্বন্ধে দুইএক কথা বলিয়া মহাশয়ের পল্লীগ্রামস্থ পাঠকবর্গের স্ব স্ব স্থানীয় আফিসে কার্য্য প্রণালীর সহিত মিলাইয়া দেখিতে অনুরোধ করিব। এরূপ অনুমান করা যায় না যে সর্ব্বত্রই এই ভাবে কার্য্য চলিয়া থাকে তবে যদি তাহা প্রকৃতই হয় তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়। তাহা হইলে পূর্ব্বে যেমন সবডিবিজনাল আফিসার দ্বারা দলিল প্রভৃতি রেজেষ্টারি করা হইত এক্ষণেও সেইরূপ হইবার নিয়ম না হইলে সুবিধা হইবে না।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী ডায়মণ্ডহারবর সবডিবিজনের বাঁকিপুর সবরেজেষ্টারি অপেক্ষাকৃত অনেক দূর বিস্তীর্ণ। নিজ মগরা হাটের উপর এই আফিস অবস্থিত। নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে শিক্ষিত ভদ্রলোকের সংখ্যা অশিক্ষিত নিরন্ন চাষাদিগের অপেক্ষা অনেক অল্প। এই আফিসে প্রত্যহ চতুর্দ্দিক হইতে আগত লোকের প্রয়োজনে এত জনতা হয় যে যেন একটি দুলোকের আদালত বলিয়া বোধ হয়। সবরেজেষ্টার বাবু অনেক দিন হইতে উক্ত আফিসে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি উপর ওয়ালাদিগের নিকট প্রশংসিত ও বটেন। অথবা বাস্তবিকই তিনি একজন কার্য্যদক্ষ লোক। তথাপি স্থানীয় জন সাধারণের নিকট তাঁহার নিন্দা ব্যতীত প্রশংসার কথা আমরা শুনি নাই। ইহার কারণ কি? আমরা সে দিবস যাহা দেখিলাম তাহাতে বাস্তবিকই দুঃখিত হইয়াছি। অনেকগুলি অশিক্ষিত উপায় বিহীন লোক তাঁহার আফিসে আছে। উহাদিগের ভরণ পোষণ দরিদ্র স্থানীয় লোকদিগের দ্বারাই হইয়া থাকে। যে কোন প্রকারে হউক কবুলতি প্রভৃতি দলিল রেজেষ্টরি করিতে হইলে উহাদিগের এক জনের দ্বারা ব্যতীত সবরেজেষ্টার বাবুর নিকট দাখিল হইবার নিয়ম নাই। যদি কেহ একাকী দলিল হস্তে লইয়া আফিসের মধ্যে প্রবেশ করেন তখনি কেরাণি মহাশয়গণ শৃগাল কুক্কুর তাড়াইবার ন্যায় তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করেন, তাঁহারা বলেন "ডাক না হইলে আসিবে না" ইহার পর দালাল গণ দলিল লইয়া একখানি ফর্দ্দ কেরাণী বাবুর নিকট অর্পণ করিলে পর পর ডাক হয়। ইহাতে দালালগণের বিশেষ পুষ্টি সাধন হয় কেরাণী বাবুদিগের কি অথবা সবরেজেষ্টার বাবুর এই পুষ্টির অংশ আছে কি না তাহা ভগবান জানেন কিন্তু ইহার প্রশ্রয় দিয়া দরিদ্র শোষণ করাতে সাধারণে এ প্রকার মনে করিতে পারেন। একজন একখানি বিক্রয় কবলা রেজেষ্টারি করাইলেন তাঁহার ৬।০ টাকা ব্যয় হইল কিন্তু তিনি ৩৵০ তিন টাকা দুই আনা রসিদ পাইলেন। আবার ফেরলৈ লইয়া আসিতে আরও ।০ চারি আনা লাগিল। এইরূপ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে দিলে রেজিষ্টার বাবুর দুর্নাম ভিন্ন যশো নাম কিরূপে রটিবে? একে ১৮৮৬ সালের ৮ আইনে রেজিষ্টারি খরচা বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে আবার উপদেবতাগণের এই প্রকার দৌরাত্ম্য ইহাতে গরিব প্রজারা মারা যায়। আশা করি সবরেজেষ্টার বাবু এ বিষয়ে একটু মনোযোগ পূর্ব্বক আপনার অনুগত দিগকে সতর্ক করিয়া দেন। নিতান্ত টানা টানি করিলে গেলে সকল বস্তুই ছিড়িয়া যায়। যাহা সহ্য সীমার অতিরিক্ত হইলেই অবশেষে স্থানীয় লোকে প্রতিবিধানে বাধ্য হইবে। আলিপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর নিজ আদালত হইতে দালালগণকে দূরীকৃত করিয়া লোকের অনেক উপকার করিয়াছেন। আমরা রেজিষ্টার বাবুর পোষ্যবর্গকে দূরীভূত করিতে বলি না, কিছু কিছু রেট কমাইয়া সকল দিক বজায় রাখিলে ভাল হয় না?

শ্রীঃ—

* আমরা ঠিক এইরূপ অত্যাচারের কথা আরও দুই একজন পত্রপ্রেরকের পত্রে অবগত হইয়াছি। সত্য হইলে কাণ্ডটী বড়ই দোষাবহ। সবরেজিষ্টার বাবুর যদি আত্মীয় প্রতিপালনের উদ্দেশ্য থাকে তিনি তাহা স্বতন্ত্র প্রকারে করিতে পারেন। আত্মীয় প্রতিপালনের জন্য দরিদ্র পীড়ন এবং আইনের অবমাননা করা হাকিমের পক্ষে যতদূর অন্যায় কার্য্য এমন আর কিছুই নাই। সবরেজিষ্টার বাবু এখন হইতে সতর্ক হউন, দালালগণকে আদালত হইতে দূরীভূত করিয়া দিন, নচেৎ নিশ্চয়ই তাঁহার বিরুদ্ধে আবেদন করা হইবে, বাড়াবাড়ি করিলে তাঁহাকে হাকিমের পদটীও ছাড়িতে হইবে। দালালদিগের বিরুদ্ধে আইন কি, হাকিম বাবু কি তাহা অবগত নহেন? স্থানে স্থানে দালাল দিগকে অর্থদণ্ড করিয়া আদালত হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইতেছে তাহাও কি তিনি জানেন না? দালাল দিগের যদি অর্থদণ্ড হয় দালালের প্রশ্রয়দাতা হাকিমের তবে কি দণ্ড হওয়া উচিত? পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন দুইপক্ষ বজায় রাখিবার জন্য, আমরা দালাল পক্ষকে একেবারে নির্মূল করিতে বলি। আমাদের কথায় অবহেলা করিয়া সবরেজিষ্টার বাবু যদি এখন হইতে তাঁহার প্রতিপাল্য দালাল দিগের গন্ধ পর্য্যন্তও তাঁহার আফিসে রাখিতে দেন, তবে আমরা পত্র প্রেরকও উৎপীড়িত ব্যক্তিগণকে উপদেশ দি তাঁহারা যেন অবিলম্বে আলীপুরের রেজিষ্টার ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদের নিকট আবেদন করিয়া এই অত্যাচারের প্রতিবিধানে যত্নবান হউন।

সোঃ—সঃ

সোমপ্রকাশ।

২৯ এ আষাঢ় সোমবার।

আমরা পাঠককে অবগত করিয়াছি বাবু লালমোহন ঘোষ এবং মিঃ দাদাভাই নওরাজী উভয়ই

প্রকৃত কার্য্য হইয়াছেন। ইহাঁরা উভয়েই লিবারেল সম্প্রদায়ভুক্ত এবং গ্লাডষ্টোনের পক্ষাবলম্বী। গ্লাডষ্টোনের পক্ষাবলম্বন করিতে গিয়া ইহাঁদের ভোট কমিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোক আইরিস বিলের বিপক্ষ. কৃষি ব্যবসায়ী লোকেরা প্রায়ই একবাক্যে আইরিস বিলের প্রতিবাদ করিয়েছেন, অল্প সংখ্যক ইতর লোক ব্যতীত আর কেহই আয়র্লণ্ডকে স্বাধীন পার্লিয়ামেণ্ট দিতে সম্মত নহে। সুতরাং লালমোহন ও নওরোজী ইহাঁদের মনের মত হইতে পারেন নাই। তথাপি ডেট ফোর্ড ও হলবরণে যে অনেকেই তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিল তাহার কারণ ইহাঁদের প্রকৃত গুণপনা। নওরোজী এক্ষণে আর বিলাতে থাকিবেন না। বোম্বাইবাসিগণ তাঁহাকে ভারতে আনিয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রেণিভুক্ত করিতে চান। নওরোজী যদি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবিষ্ট হইতে পারেন তাহা হইলে প্রকৃত মঙ্গলের বিষয়, কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট একজন স্বাধীনচেতা স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করাইয়া বিপদগ্রস্ত হইবেন কি? বোম্বাইবাসিগণ কিন্তু প্রতিনিধি প্রেরণে ক্ষান্ত হইবেন না। আর একজন কৃতবিদ্য উন্নত হৃদয় যুবককে শীঘ্রই পাঠান হইবে। এরূপ করিবার কারণ কি তাহা আমরা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। দাদাভাই নওরোজীর সুখ্যাতি বিলাতের চতুর্দ্দিকেই ব্যাপ্ত হইয়াছে, হলবর্ণের অধিবাসিগণ তাঁহাকে একজন উচ্চশ্রেণীর সভ্য হইবার উপযুক্ত মনে করিয়াছেন। এইরূপ পরিচিত, সুবিখ্যাত ব্যক্তিকে এক্ষণেই ভারতে আনা আমাদের মতে যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। নূতন লোকের ইংরাজ সাধারণের নিকট পরিচিত হইতে হইলে অনেক দিন যাইবে, ইতিমধ্যে আবার নির্ব্বাচন হইলে কোন মতেই তাঁহার সভ্য শ্রেণিভুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বাবু লালমোহন সম্বন্ধে ভারত সভা বোম্বাইয়ের মত আর দ্বিতীয় মত না করেন ইহাই প্রার্থনীয়।

—●●—

পাইওনিয়ার বলেন হাইকোর্ট উঠিয়া যাইবে বলিয়া দেশের ভিতর যে চিৎকার শব্দ উঠিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। হাইকোর্ট উঠাইয়া দিবার উদ্দেশ্য রাজস্ব কমিটীর নাই। হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকট তাঁহারা যে পত্র লিখিয়াছেন হাইকোর্ট উঠাইয়া দেওয়া তাহার উদ্দেশ্য নহে। অরিজিনাল বিভাগে এখন দুইজন অধিক বেতনভোগী জজ আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থানে একজন সুবর্ডিনেট জজ নিযুক্ত করাই রাজস্ব কমিটীর অভিপ্রেত। হাই কোর্টের বিচার্য্যের মধ্যে সামান্য অনধিক আবশ্যকীয় কার্য্যগুলি সুবর্ডিনেটের হস্তে অর্পণ করিলে চলিতে পারে। ব্যয়সঙ্কোচকমিটী দুইটী বিষয় জানিবার নিমিত্ত প্রধান বিচারপতিকে পত্র লিখিয়াছেন। প্রথম—আদালতের সামান্য কার্য্যগুলি নিম্নশ্রেণীর বিচারপতি দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে কিনা? ২য়—অরিজিনাল বিভাগের সরঞ্জাম হইতে কোনরূপ ব্যয়সংক্ষেপ করা যাইতে পারে কিনা। প্রথমে প্রশ্নের উত্তরে চিফ জষ্টিস বলিয়াছেন একজন জজের পদ উঠাইয়া দিলে কোন ক্ষতি হইবে না। পূর্ব্বতন রেজিষ্ট্রার বেলচেম্বার সাহেব নাকি এই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পাইওনিয়ার বলেন ব্যারিষ্টার জজগণকে কার্য্যচ্যুত করিবার কোন কল্পনাই রাজস্ব সমিতির নাই।

—●●—

গত ১০ই জুলাই শনিবার মাধোজী রাও সিন্ধিয়া গোয়ালিয়ারের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। প্রাতে অভিষেকোপযোগী যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হয়। বেলা ১১ ঘটিকার পর শিশুরাজ মহা সমারোহে রাজপ্রসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। দলবল সমভিব্যাহারে মহারাজ যখন দরবারে উপস্থিত হইলেন তখন একটী ইংরাজী সঙ্গীতে মহারাণীর জয়কীর্ত্তন করিয়া অমনি উনবিংশটী কামানের শব্দের সহিত মহারাজকে গোয়ালিয়ার রাজ্যের রাজা বলিয়া প্রচার করা হইল। সার গণপত রাও এবং রাজসভার সর্দ্দারগণ তৎপরে মহারাজকে রাজ পরিবারদিগের দেবালয়ে লইয়া গেলেন। দেবালয়ের পূজাকার্য্য সমাধা হইলে মহারাজ দরবারে আসিয়া স্বীয় রৌপ্য সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। পার্শ্বে আর কতকখানি আসন ছিল, যথাসময়ে সার লিপিল গ্রিফিন কর্ণেল ব্যানারম্যান, কর্ণেল রবার্টসন ও মিঃ জেঙ্কিন উপস্থিত হইয়া সেই আসন গ্রহণ পূর্ব্বক মহারাজকে সম্ভাষণ করিলেন। সর্দ্দারেরা নজর দিতে লাগিলেন পোলিটিকাল এজেণ্ট স্বয়ং বিজোপহার স্বরূপ মহারাজার কণ্ঠদেশে এক গাছি মুক্তার হার পরাইয়া দিলেন। অভিষেক কার্য্য সমাধা হইল গোয়ালিয়ারের দুর্গ প্রান্ত হইতে ভীষণ কামানের শব্দে অভিষেক সংবাদ চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত করিল। অবশেষে পলিটিকাল এজেণ্ট রাজ্যের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বৃদ্ধ মহারাজের অনুরোধ রক্ষা হইবে এই প্রতিজ্ঞায় সকলকে আশ্বাসিত করিয়া গোয়ালিয়ার পরিত্যাগ করিলেন।

"জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আজ আমাকে [illegible]-রের গদী গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করা হইয়াছে। যে পবিত্র কার্য্যভার আজ আমার হস্তে অর্পিত হইল, আমি তাহা সাধ্যমত বিশ্বস্তভাবে বহন করিবার চেষ্টা করিব। আমার পিতার বহুদিনের ভৃত্য ও কর্ম্মচারিবর্গ আমার শাসন কার্য্যে সহায়তা করিবেন ইহাই আমার আশা। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রজার সুখ ও মঙ্গল সাধনের দিকে আমার প্রথম ও প্রধানলক্ষ্য থাকিবে। আমার ভ্রাতা যিনি আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া আছেন প্রজাবর্গ তাঁহাকে আমার সহিত অভিন্ন দেখেন ইহাই আমার প্রার্থনা। রাজকার্য্যারম্ভে আমি দরিদ্র ও দুঃখগ্রস্ত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত একটী অন্নাশ্রম স্থাপন করিব। সরকারী কর্ম্মচারিগণের উপর যে "বিরাজ নামোক্তি" কর আছে আজ হইতে আমি তাহা উঠাইয়া দিয়া আমার রাজ্যাভিষেক স্মরণীয় করিলাম।"

—●●—

যুবরাজ এই শেষোক্ত করটী উঠাইয়া দিয়া এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই কর্ম্মচারী ও সর্দ্দারবর্গের প্রেমভাজন হইয়া উঠিয়াছেন। রাজ সরকারের সাহেব, দেওয়ান, উকিল, সকলেই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত যুবরাজকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। সন্ধ্যার সময় যুবরাজ নগর পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। নানা প্রদেশের রাজা ও সর্দ্দারগণ অভিষেক উপলক্ষে যুবরাজকে উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন। লর্ড ডফরিণ বালা সাহেবের অভিষেক কার্য্যে সম্মতি দিয়াছেন। ১২ই জুলাই সার লিপিল গ্রিফিন সমভিব্যাহারে রাজ বাটীতে উপনীত হইয়া যুবরাজের সিংহাসনোপবেশন সাব্যস্ত করিলেন।

—●●—

গবর্ণমেণ্টের কোন্ কোন্ কার্য্যে ব্যয় সংক্ষেপ করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে রাজস্ব সমিতি কাশী সার্ব্বজনিক সভার মতামত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সর্ব্বজনিক সভা ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য যে কয়টী কার্য্য ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। সমিতি উহা হইতে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অমূল্য উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।

সভা বলেন:— ১। উত্তর পশ্চিমের বোর্ড অব রেভিনিউ উঠাইয়া দিয়া বোর্ডের কার্য্য

বিভাগীয় কমিশনর, গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারিয়েট ও তাহাকে দের হস্তে বিন্যস্ত করিলে ভাল হয়।

২। ১৮টী ডিষ্ট্রিক্ট জজের পদ উঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের কার্য্য সবর্ডিনেট জজদিগের হস্তে অর্পণ করা। ইঁহাদিগের পদোন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

৩। একজন ফৌজদারী জজ নূতন বাহাল করিয়া তাঁহাদিগের এক একটী বিভাগের মধ্যে সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে আদালত খুলিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে এককালে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হইবে, ২লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

৪। উত্তর পশ্চিম এবং অযোধ্যার লীগ্যাল রিমেম্ব্রান্সরের আফিস উঠাইয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট মকদ্দমা সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ পান তাহা হাইকোর্টের গবর্ণমেণ্ট উকিলের নিকট পাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

৫। জেল বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনেরেলের পদ প্রয়োজনীয় নহে আবাদ্য কমিশনারে তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাতে বাৎসরিক ২২ হাজার টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

৬। পুলিস বিভাগে অনেক ব্যয় সংক্ষেপের প্রয়োজন। ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার জেনারল ও এসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ কোন প্রকারে আবশ্যকীয় নহে। প্রথমটী উঠাইয়া দিলে বাৎসরিক ৩২৪০০ টাকা ও দ্বিতীয়টিতে ৩০ হাজার টাকার সাশ্রয় হয়। অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনের কর্ম্মচারী দ্বারা এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

৭। আবগারী ও লবণ বিভাগে ইনস্পেক্টার জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেসন রেজিষ্ট্রার অব জয়েণ্ট ষ্টককোম্পানি এবং অবকারীর কমিসনারের পদ উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। রেজিষ্ট্রেসন বিভাগের একজন স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী দ্বারাও তদারকের কোন আবশ্যক নাই, আবগারীর তদারক কার্য্য কমিসনারের হস্তে দিলে চলিতে পারে।

৮। যে কারণে ইনস্পেক্টার জেনারল অব রেজিষ্ট্রেসনের পদে কোন আবশ্যক নাই সেই কারণে ষ্ট্যাম্পের কমিসনারদেরও কোনও প্রয়োজন নাই।

৯। পৌরহিত্য কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ১৭লক্ষ টাকা ব্যয় করেন ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। রাজকর্ম্মচারিদিগের ভ্রমণের ব্যয় হ্রাস করা আবশ্যক। সিমলাবিহারে প্রৎসর বৎসর অর্থ নষ্ট করা নিতান্ত অন্যায়।

১০। গবর্ণমেণ্ট যে সকল দ্রব্য বিলাত হইতে ক্রয় করেন ভারতবর্ষ হইতে তাহা ক্রয় করিলে অল্পব্যয়ে পাওয়া যায়।

—••—

সার্ব্বভৌমিকসভা অল্পব্যয়ে সমিতিকে লিখিয়াছেন যাহাতে অনাবশ্যকীয় অপব্যয়ের সংক্ষেপ না করিয়া যেসকল বিষয়ে অকারণ অধিক ব্যয় হইতেছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণকে উপকৃত করিতে পারেন কমিটীর তাহার উপর দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অধমর্ণের কারাগারে ব্যবস্থা উঠাইয়া দিতে যাঁহারা বড় নারাজ তাঁহারা যেন নিম্নের বর্ণিত সংবাদটী মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন:—

গত ৩রা জুলাই শনিবার রাত্রে বাঁকিপুরের রাজপথ দিয়া একখানি পাল্কি লইয়া বাহকগণ চলিয়া যাইতেছিল। সঙ্গে একজন আদালতের পেয়াদা। সম্মুখে আদালতের নাজির। একটী বৃদ্ধা দূর হইতে চিৎকার করিতে করিতে একটী লণ্ঠন হস্তে পাল্কির দিকে দৌড়িয়া আসিতেছিল। বৃদ্ধা এক হস্তে লণ্ঠন ধরিয়া আর এক হস্তে স্বীয় বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে দৌড়িতেছিল পাল্কি খানি ডিষ্ট্রিক্ট জজের বাঙ্গলার দিকে যায়। লোকে বলিতে লাগিল মধুকাজোমারী একজন উচ্চবংশীয়া ভদ্রমহিলা জেলে যাইতেছেন ডিষ্ট্রিক্ট জজ একটী সামান্য দেওয়ানী মকদ্দমায় স্বীয় মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য এই মহিলাকে জেলে দিবার অনুমতি করেন। সবজজ মাজা বাহাদুরের এই কার্য্যটীকে নোয়াইনী বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। কাজোকে অবরোধ করিবার জন্য যে জজ সাহেব হুকুম দিয়াছিলেন তাহা পরে জানা গেল। প্রথমে আদালতের নাজিরকে জজ সাহেব এই উদ্দেশে কাজোর বাটীতে পাঠান যে যদি সে তাহার ওয়ার্ড দুইটী বালিকাকে অপর একমহিলার হস্তে সমর্পণ করিতে না যায় তবে তাহাকে নাজির কয়েদ করিবে। নাজির কাজোর বাটীতে গিয়া বালিকা দুইটীকে দিবার জন্য আদেশ করায় কাজো সে হুকুম মান্য করেন। নাজির বালিকা দুইটীকে লইয়া পূর্ব্বোক্ত মহিলার বাটীতে যায়, কিন্তু সেখানে তাহার দেখা না পাইয়া তাহাদিগকে জজের বাঙ্গলায় আনয়ন করে। ঠিক সেই সময়ে বিপক্ষের উকিল জজের বাঙ্গলায় আসিয়া বলেন যে উদ্দিষ্ট মহিলা আর এই দুইটী বালিকাকে লইতে স্বীকার করেন না।

—••—

কলিকাতায় এইরূপ আর একটী ভদ্রমহিলাকে পাল্কি করিয়া জেলে দেওয়া হইয়াছে।

—••—

গত ৩রা জুলাই শনিবার হল্কার রাজ্যের সিংহাসনে, যুবরাজ বালাসাহেব অধিরোহণ করিয়াছেন। অভিষেকোপলক্ষে ইন্দোর নগর সুসজ্জিত করিয়া দলে দলে ইন্দোরের প্রজা আনন্দ ধ্বনি করিবার নিমিত্ত রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়াছিল। অভিষেকোপযোগী পূজাকার্য্য ও মন্ত্রাদি পাঠ সমাপ্ত হইলে ইন্দ্রাপ্রাপ্ত হইতে কামানের গভীর উদ্গার দিগদিগন্তরে অভিষেক সম্বাদ প্রেরিত হইল। তূর্য্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কোটী কণ্ঠের জয় নিনাদে ইন্দোর নগর প্রতিধ্বনিত করিয়া যুবরাজ রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সিংহাসনে উঠিয়া বালা সাহেব সমাগত সর্দ্দার ও প্রজাবর্গকে সম্ভাষণ করিয়া সুমধুর সরল বক্তৃতায় স্বীয় মহত্ত্বের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহা ইন্দোরবাসী কখনই বিস্মৃত হইবেন না।

তাঁহার মনপ্রাণী উদার বক্তৃতা আমরা ক্রম ক্রমে ৫৯২ পৃষ্ঠার তৃতীয় স্তম্ভে প্রকাশ করিয়াছি পাঠক অনুগ্রহ করিয়া দেখিয়া লইবেন।

—••—

অনুসন্ধানসমিতির মৃত্যুর পর মহাসভার আন্দোলন।

লর্ড র‍্যাণ্ডল্‌ফ চর্চ্চিল অনুসন্ধান সমিতির আদ্য তর্পণাদি সমাপন করিবার পর বিলাতের মহাসভায় উক্ত সমিতির নিয়োগ ব্যবস্থার প্রত্যাহার করিবার নিমিত্ত সেদিন প্রস্তাব করা হয়। লর্ড চর্চ্চিল সমিতি স্থাপনের অন্তরায় হইয়াছিলেন বলিয়া লর্ড কিম্বার্লে তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। লর্ড স্যালিসবরি ইহাতে আপত্তি করিয়া বলেন সমিতির প্রতিবন্ধকতা জন্মাইবার নিমিত্ত চর্চ্চিলের যে অপরাধ হইয়াছে ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারিরই তাহার উল্লেখ করিবার বিষয়। গবর্ণমেণ্ট এই অনুসন্ধান প্রশ্ন মীমাংসা ও অনুসন্ধান সমিতির সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য কমন্স সভাকে সময় না দিয়া সৎকার্য্য করেন নাই। স্যালিসবরির একথার কোন আপত্তি উঠে নাই এই পর্য্যন্ত। ইহার পুনঃসংস্থাপন সম্বন্ধে আর কেহই প্রস্তাব করিলেন না, ভারতের ভাবী মঙ্গলের দ্বার উদ্ঘাটিত হইতে না হইতেই যে দ্বারকের বলে আবদ্ধ হইল আর তাহা উদ্ঘাটিত করিবার জন্য কেহই মনোযোগ করিলেন না। আমরা যে ভাবিয়াছিলাম মহাসভায় ভারতের প্রশ্ন উত্থিত হইলে সহজে আর নিদ্রা যায় না সে মিথ্যা কথা

এখনও ভারত ইংরাজের নিকট অপরিচিত। এখনও ভারতবাসী তাঁহাদের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন নাই। ইহার কারণ যথার্থ আন্দোলনের অভাব। অনুসন্ধান সমিতির জন্ম হইতে ইংরাজকে দিয়া যদি আমরা তাহার আন্দোলন করিতে পারিতাম, ইংলণ্ডবাসী যেমন আইরিষ বিল লইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন সেইরূপ তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে পারিতাম, যদি দশ এ সভ্যাভ্রের দোহাই দিয়া ইংলণ্ডবাসীর দ্বারে দ্বারে দরিদ্র ভারতের অভাব জানাইয়া বেড়াইতে পারিতাম, তবে এতবড় একটী গুরুতর প্রশ্নের উত্থান হইয়াই পতন হইত না, তাহাদের আশালতাও অকালে ভগ্ন হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় পাইত না।

অনুসন্ধান সমিতির মৃত্যু হইল কেন? কেবল কি লর্ড চর্চ্চিলই তাহার হন্তা? আমাদিগের বিবেচনা হয় লর্ড চর্চ্চিল তাহার বধ সাধনের যন্ত্র মাত্র। মন্ত্রী ভারতে বসিয়া কলকাটী নাড়িতেছেন যন্ত্র বিলাতে থাকিয়া কার্য্য সিদ্ধি করিতেছেন। এ মন্ত্রী আমাদের সিভিলিয়ান সম্প্রদায় বড় লাট কি না আমরা তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না, কিন্তু তাহা হইতেই যে তেজ ও বল প্রাপ্ত হইয়া বিলাতের যন্ত্র চলিতেছে এটী নিঃসন্দেহ কথা। অনুসন্ধান-সমিতি যেই বসিবার উদ্যোগ করিল অমনি ভারতের যন্ত্র সংযোগ করিবার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট আর একটী দেশী অনু-সন্ধান সমিতি স্থাপন করিলেন। প্রকারান্তরে ভারত গবর্ণমেণ্ট মহাসভাকে দেখাইলেন যে বিলাতের অনুসন্ধান সমিতির কার্য্য ভারতের অনুসন্ধান সমিতি দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে। কমন্স সভার সভাগণ বিলাতি সমিতির যেটুকু প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন, এই লোক দেখানে ভারতীয় সমিতির সৃষ্টি দেখিয়া আর তাহার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। তাহার উপর ভারতগবর্ণমেণ্টের নবযুক্তি—এতদিন ধরিয়া নিরাপদে ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারত রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছিলেন তাহার উপর আপীল আদালত স্থাপন চিরপ্রচলিত বিধির বিপর্য্যয়ীকরণ। কে ইহার পক্ষপাতী হইয়া সমগ্র এংলো ইণ্ডিয়ানের কোপের পাত্র হইবেন? মহাসভায় ভারতের যে কয়েকটী বন্ধু আছেন সাহায্যাভাবে তাঁহাদের সকল প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল, দুইবৎসর ধরিয়া তাঁহারা প্রতিনিধি লইয়া কথা নথ আমি মহাসভায় প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিলেন সভাগণ সত্বেও ব্যর্থকাম আসিলেন হইয়া ফিরিয়া সুতরাং মহাসভার ভারত

বাসীর মঙ্গলের নিমিত্ত ভারতীয় প্রশ্নের উচিত মীমাংসা কিরূপে আর সম্পন্ন হইবে? অনুসন্ধান সমিতির পরমায়ুও এইরূপে নিঃশেষ প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাসভার সভাগণ যাহাতে ভারতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে উদাসীন না হন তাহার উপায় আর কি করা যাইতে পারে? ভারতের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া দেখা গেল। দুইবৎসর ধরিয়া তাঁহাদের পার্লিমেণ্ট প্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ হইল সময়ে সময়ে ভারতের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ভারতের অভাব জ্ঞাপন করিয়া বিলাতের স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইলেন, মহাসভার সভাগণ তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। এই দুইটী উপায়ে যখন অকৃতকার্য্য হওয়া গেল তখন আমাদের আর কি উপায়ান্তর আছে? স্যামুয়েল স্মিথ সাহেব আয়র্লণ্ডের হোমরূল সম্বন্ধে একটা মীমাংসা হইবার পর ভারতের হোমরূল কমন্স সভার বিবেচ্য। আমরা এখন আয়র্লণ্ডের সমান হোমরূলের প্রত্যাশা করি না। স্মিথ যদি ভারত গবর্ণমেণ্টে যে শাসন কার্য্য বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেন তাহা হইলে তাঁহারও মনে এ বিশ্বাস স্থান পাইত না। আমরা গবর্ণমেণ্টের যে অবাধ্য শক্তি সীমাবদ্ধ করিবার জন্য লালায়িত তাহাই কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করিতে পারিলে লাভবান মনে করি। হোমরূলের কথা ছাড়িয়া ভারতের বাহা অভাব, ভারতের প্রতি ইংরাজের যাহা কর্ত্তব্য। তাহাই যাহাতে কমন্স সভার সভাগণের বোধগম্য হয় এরূপ চেষ্টায় কে আমাদের সাহায্য করিতে আসিবেন, কেই বা ভারত গবর্ণমেণ্টের অনবরুদ্ধ শক্তি প্রতিরোধ করিয়া গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ বুদ্ধি ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবিধান করিবেন। ব্রহ্মযুদ্ধ লইয়া মহাসভায় উক উঠিল। কেহবা ব্রহ্মব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের অন্যায় কার্য্য দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, কেহবা ব্রহ্মশাসন কার্য্যে রাজসংক্ষেপ দেখাইয়া সহস্রমুখে বড়লাটের প্রশংসা করিলেন। বাজেট লইয়া কথা পড়িল। কেহবা দুই একটী অবৈধ ব্যয়ের আভাষ দিলেন, কেহবা বজেট বড়লাটের গুণবত্তা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, কেহবা ইনকম ট্যাক্সের বিরোধী হইলেন, কোন ব্যক্তি আবার আয় করকে স্থায়ী করিবার উপদেশ দিলেন—এইরূপ কত কথাই উঠিল সকলগুলিই সভ্যগণের জিহ্বাতে বিলীন হইয়া গেল। এইত মহাসভার আন্দোলন—এ আন্দোলনে আমাদের কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। পার্লিয়ামেণ্টে ভারতের প্রশ্ন লইয়া যদি প্রকৃত আন্দোলন করা আবশ্যক হয় তবে বিলাতে আরও কয়েক জন প্রতিনিধি

প্রেরণের প্রয়োজন। ইঁহারা মহাসভার সভ্য হইবার চেষ্টা করিবেন না কিন্তু সভাগণকে যাহাতে ভারত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করিতে পারেন, ভারতের প্রকৃত অবস্থার কথা সভাগণকে বুঝাইয়া দিতে পারেন এমন কতকগুলি কৃতবিদ্য স্বদেশের হিতচিকীর্ষু ভারতবাসীর বিলাতে থাকা প্রয়োজন তাঁহারা মান সম্ভ্রম ভুলিয়া সভাগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, আর কেবল ভারতবাসীর দুঃখ দূর করিবার জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিবেন। এই উদ্দেশে বিলাতে যদি কতকগুলি কৃতবিদ্য লোক পাঠান যায় তাহা হইলে কার্য্য সিদ্ধির উপায় হইতে পারে। সাধারণ সভাগণের মনোযোগ আকর্ষণ না করিতে পারিলে আমাদের কেবল বৃথা পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইবে। যদি মহাসভার সভার পাত্র হইবার আবশ্যক হয় তবে সেই উদ্দেশে আরও কয়েকজন লোককে বিলাতে প্রেরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

—◆◆—

বঙ্গদেশে উচ্চশিক্ষা।

১৮৮২ অব্দে শিক্ষাকমিসন বসে। তাহার সভাগণ গবর্ণমেণ্টে যে কমিসন রিপোর্ট প্রেরণ করেন তাহাতে বাঙ্গালার উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে তাঁহারা নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেন।

১। যেসকল উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থানীয় অধিবাসিগণের সাহায্যে চলিতে পারে তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট আর সাহায্য না করেন।

২। যেসকল বিদ্যালয় স্থানীয় কোন কমিটীর হস্তে লইবার সম্ভব হয় গবর্ণমেণ্ট সেগুলিকেও কমিটীর হস্তে অর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করুন।

৩। যেসকল কালেজ কাহারও হস্তে অর্পণ করিলে সুশৃঙ্খলার চলিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না অথবা যাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত স্থানীয় কোন কমিটী উপস্থিত না হয় তবে সে বিদ্যালয়গুলি উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিক্ষা কমিসন এই তিনটী প্রস্তাব করিয়া বহরমপুর রাজসাহী ও কৃষ্ণনগর কালেজ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এই কলেজকে স্থানীয় অধিবাসিবর্গের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। চট্টগ্রাম কালেজ এই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত সুতরাং তাহা উঠাইয়া দিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করায় কোনপ্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। শিক্ষা কমিসন বলেন দেশীয় লোকের সাধারণ চেষ্টায় কলেজ বিভাগে গবর্ণমেণ্ট ব্যয়ের এক-ভাগের আট ভাগ মাত্র ব্যয় করিয়া ছাত্রেরা

শিক্ষাদান করিতেছে, স্কুল বিভাগে সিকি খরচে বালকেরা তদ্রূপ শিক্ষা পাইতেছে কলেজগুলি এবং মফস্বলের কলেজ ও স্কুলগুলি এক একটী করিয়া দেশীয় লোকের হস্তে গেলে গবর্ণমেণ্টের অতি অল্পমাত্র সাহায্যেই চলিতে পারে। ভারতগবর্ণমেণ্ট শিক্ষাকমিসনের এই রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট লিখিয়াছেন যাহাতে উচ্চশিক্ষার ব্যাঘাত না হয় এরূপ স্থানীয় উচ্চ শ্রেণীর কলেজ ও স্কুল গুলি দেশীয় এক একটী কমিটির হস্তে অর্পিত হইলে তদ্রূপে চলিতে পারে তাহার জন্য স্থানীয় সকল প্রকার শিক্ষাকমিটি আছে তাহাদের সকলকেই আহ্বান করা কর্ত্তব্য।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন মেদিনীপুর ও বহরমপুর কলেজ সম্বন্ধে যদি কোনরূপ বন্দোবস্ত না হয় তাহা হইলে ১৮৮৭ অব্দের ১লা মে হইতে এই দুইটী কলেজ উঠাইয়া দেওয়া হইবে। যদি কোন দেশীয় ভদ্র সমিতি রাজসাহী ও কৃষ্ণনগর কলেজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া সুবন্দোবস্তে চালাইবার জন্য দায়ী থাকিতে ইচ্ছা করেন তবে এই কলেজ দুইটীকে তাঁহাদের হস্তে প্রদান করা হইবে। চট্টগ্রাম কলেজ সম্বন্ধে ছোটলাট বলেন দেশীয় কোন ভদ্র সমিতি এই কলেজটী নিজ হস্তে গ্রহণ করুণ বা না করুন ইহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

এখন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যেরূপ অভিমত তাহাতে কেবল চট্টগ্রাম কলেজটী রক্ষা পায় মেদিনীপুর ও বহরমপুর কলেজ এককালে উঠিয়া যাইতেছে। এবং কৃষ্ণনগর ও রাজসাহী কলেজ যদি কোন ভদ্রসমিতির হস্তে না যায় অথবা তাঁহারা এই দুইটী কলেজ সুশৃঙ্খলায় চালাইবার জন্য দায়ী না হন তাহা হইলে ঐ কলেজগুলি দেশ হইতে বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এককালে ৪টী কলেজ উঠাইয়া দিবার জন্যই বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট আদেশ প্রচার করিয়াছেন। আমরা বলি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের এই শেষ প্রস্তাবে বঙ্গদেশে উচ্চশিক্ষার শিরশ্ছেদন হইবে। ছোটলাট কলিকাতার মেট্রপলিটান, সিটী ও আলবার্ট কলেজের আদর্শ লইয়া ভাবিতেছেন দেশের লোকে সকল কলেজ গুলিই রক্ষা করিতে পারিবেন কিন্তু সেটী তাঁহার ভ্রম। কলিকাতার সহিত মফস্বলের প্রভেদ অনেক। কলিকাতায় বহু ছাত্রের সমাগম হয় অন্যান্য স্থানে ছাত্র সংখ্যা অল্প। মফঃস্বলে কলেজের আয় অল্প ও ব্যয় অধিক। সুতরাং সাধারণে সহজে যে তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে পারিবেন তাহা কখনই সম্ভব নহে। পঞ্জাবে মহারাজার ন্যায় রাজসাহী মেদিনীপুর বা বহরমপুরে এমন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি নাই যাঁহারা নিজব্যয়ে কলেজ চালাইতে পারিবেন। সুতরাং মফস্বলের অধিবাসিবর্গের দ্বারা কলেজ চালান ও উঠাইয়া দেওয়া দুইই সমান কথা। ইহার উপর আর একটী কথা আছে। ১৮৫৪অব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা সম্বন্ধে যে ডিসপাচ জারি করিয়াছেন উপস্থিত কার্য্য তাহার উদ্দেশ্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত করিতেছে। উক্ত ডিসপাচে দেশীয় লোকের হস্তে শিক্ষাভার অর্পণ করিবার কথা আছে বটে, কিন্তু উচ্চশিক্ষার ভারগ্রহণ করিবার নিমিত্ত যদি কোন দেশীয়সমিতি অগ্রসর না হন তাহা হইলে কোন কলেজ বা বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা ঐ ডিসপাচে নাই; অথবা কোন দেশীয় সমিতিকে কোন কলেজ চালাইবার জন্য আহ্বান না করিয়া কলেজটী বিলুপ্ত করিবার বিধিও লিপিবদ্ধ নাই। উচ্চশিক্ষার যাহাতে ব্যাঘাত হইতে পারে উক্ত ডিসপাচের তাহা উদ্দেশ্য নহে। গবর্ণমেণ্ট এখন ১৮৫৪অব্দের ডিসপাচ প্রকারান্তরে বিনষ্ট করিয়া কার্য্য করিতেছেন, অথবা তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া সমস্ত দেশীয় লোককে শিক্ষা বিষয়ে আত্মশাসন প্রদান করিতেছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ উচ্চশিক্ষার মূলে আঘাত করিয়া পল্লীগ্রামের লোকের উচ্চশিক্ষা পাইবার আশা এককালে ঘুচাইয়া দিতেছেন। আমরা এ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপক্ষ। দেশীয় লোকের হস্তে উক্ত কলেজ গুলিকে অর্পণ করিবার এখনও সময় আসে নাই। যেসকল কড়ারে দেশীয় লোকের হস্তে উহাদিগের ভারার্পণ করিবার কল্পনা হইয়াছে তাহাও সঙ্গত নহে। গবর্ণমেণ্ট এখন এবং কালেই সাহায্যচ্ছেদ করিয়া কোন কলেজ উঠাইয়া দেন ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে।

—••—

কুলি অত্যাচার।

পাঠক! কুলিকাহিনী আর কতশুনিবেন? পাপাত্মা ওয়েবের অত্যাচার আজও কেহ ভুলিতে পারেন নাই, আজও দুরাচারের পাপমূর্ত্তি ভারতবাসীর নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই, আজও কুলি রমণীর আর্ত্তস্বর আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে, তাহার মৃত্যু সময়ের কাতরোক্তি প্রেতবাণীর ন্যায় নেপথ্য হইতে শ্রুত হইতেছে। সেই অনানুষিক পশুবৃত্তির কথা ভুলিতে না ভুলিতেই পাঠক আর এক কাহিনী শ্রবণ করুন, দিও পানি চাবাগানে এক কুলি রমণী মজুর খাটে। আসামের চাবাগানে কুলির পরিশ্রম কিরূপ গুরুতর সকলেই তাহা অবগত আছেন। রমণী আপন শিশুটীকে ভূমি শয্যায় শয়ান রাখিয়া আপনি প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, কাপড়ের ক্রমে কুলিনী পরিশ্রম ছাড়িয়া শিশুটীকে স্তন্যপান করাইবার জন্য উপবেশন করিল। শিশু স্তনপান করিতেছে এমন সময় হজুর ম্যানেজার সাহেব সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সাহেব রমণীকে কার্য্য হইতে বিরত দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় লৌহমণ্ডিত বুটের প্রহারে রমণীকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশে পদাঘাত করিলেন; পদাঘাত রমণীর অঙ্গে না লাগিয়া শিশুর মস্তকে পতিত হইল, কোমল মস্তকে বজ্রের পদাঘাত কেমন করিয়া সহ্য হইবে? তৎক্ষণাৎ শিশুর মাথা গলিয়া পড়িল, শিশুর প্রাণ আমাদের বড় ভূস্বর্গের মধ্যে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিল। শোকাতুরা জননী পাগলিনীর ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া পুলিশে উপস্থিত হইল। পুলিশের সাহেব তদন্তের জন্য ইনস্পেক্টার পাঠাইলেন ইনস্পেক্টার বাবু তদারকে গিয়া কোন কথাই রোজ নামায় লিখিয়া লইলেন না। ডাক্তার আসিলেন যে শিশুর তদারকে প্রকাশ পাইল, শক্ত আঘাত পাইয়া মরিয়াছে বটে, কিন্তু ম্যানেজার সাহেবের পদাঘাতে মরে নাই। জননীর অসাবধানতা বশতঃ পড়িয়া গিয়া শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। ডাক্তার সাক্ষী মান্যমান—যেমন পুলিসের সাহেব, তেমনি ডাক্তার সাহেব সকলেই নরহত্যাকারী পপাচারী ম্যানেজার সাহেবের পক্ষপাতী। যে আদালতে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হইল সেখানকার হুজুরও এই নরহত্যার প্রশ্রয় দাতা। এরূপ অবস্থায় ফল যে কি হইবে পাঠক তাহা অনুমান করিয়া লউন। হত্যাকারী অব্যাহতি পাইল, দরিদ্র কুলিরমণী রক্ষকের হস্তে সন্তানবন্ধু হারাইয়া মহারাণী ভারতেশ্বরীর রাজ্যের সুবিচারের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেল। পাঠক! ইংরাজের হস্তে এই পৈশাচিক নরহত্যার ব্যাপার শুনিয়া চক্ষের জল কে রাখিবেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে আর কোন সমাচার শ্রবণ করিবার সময় পাইবেন না। আমরাও ইহার উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া কুলিকাণ্ডের আর একটী চিত্র দেখাইব।

সোকালেটিং ব্রহ্মপুত্র চাবাগানের চালক সাহেব ই প্রিন্সেস। এই মহাপুরুষের অধীনে অনেকগুলি কুলিরমণী চাকরী করে। সাহেব একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন তাঁহার অধীনের কতকগুলি কুলিরমণী চায়বীজ প্রস্তু-

লন করিবার জন্য পুষ্করিণীতে যাইতেছে। তখন বেলা ১০টা নিকটে আর কোন পুরুষ ছিল না। সাহেব রমণীদিগের সম্মুখে গিয়া কান্ত ও মণিকে চাহিলেন। সে সাহেবের নিকট আসিল না দেখিয়া সাহেব তাহার হস্ত ধরিলেন এবং অদূরে একটী "বোলার" ভিতর লইয়া গিয়া বলপূর্ব্বক তাহার সতীত্ব হরণ করিলেন। কান্ত তাহার সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব রত্ন হারাইয়া চীৎকার রবে স্বামীর নিকট দৌড়িয়া গেল—বলিল তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহার ইহপরকালে জলাঞ্জলি পড়িয়াছে। স্বামী বৈকুণ্ঠ ডোম সাহেবের বিরুদ্ধে নালিশ করিল। নালিশ আর কোথায় হইবে? পশুর স্বজাতি পশু। মাজিষ্ট্রেট আরবুথনট চাকর সাহেবের পরমবন্ধু। বৈকুণ্ঠ ডোম নালিশের পর জানিতে পারিল হাকিম হুজুরের দ্বারে তাহার সুবিচার হইবেনা বৈকুণ্ঠ তাই মকদ্দমাটী অন্য আদালতে লইয়া যাইবার জন্য দরখাস্ত করিল। মাজিষ্ট্রেট সে দরখাস্ত পাইয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন যে ব্যক্তি আবেদন লিখিয়াছিল তাহার তলব হইল, মকদ্দমাটীর স্থান না দিয়া ডিস্মিস করিলেন, এবং ডোম ডোমনীর হুজ্জতীর প্রতিফল দিবার জন্য তাহাদিগকে ২১১ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় করিলেন। অন্যের স্ত্রীর উপর বল প্রকাশ ও ব্যভিচার দোষের বিচারক পর্য্যন্তও হইল না। পাঠক এই দারুণ অবিচারের কথা সভ্যরাজ্যে কখনও কি শ্রবণ করিয়াছেন? আমরা একটী একটী করিয়া এইরূপ কুলিহত্যার কথা কতই প্রকাশ করিলাম, ইউরোপীয়ের নৃশংস ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া কতইনা চীৎকার করিলাম—কিন্তু কে আমাদের অরণ্যরোদন শ্রবণ করে? সে দিন জামালপুরের ভিস্তিহত্যার বিবরণ পাঠক অবগত হইয়াছেন। ভাগলপুরের সেসন আদালতের ভিস্তি হত্যার ২০টাকা মাত্র দণ্ড হইয়াছে। তারপর বিলমে হলম্যান নামক আর একজন ইংরাজ উন্মত্ত গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে একজন দেশীয় ইতর লোকের প্রাণ নাশ করিয়াছেন। বিচারে তাঁহার ১০টাকা মাত্র দণ্ড হইয়াছে। কাণপুরের টমাস পেট্রিক একজন পাখওয়ালা কুলিকে বধ করিবার মানসে বন্দুক ছুড়িয়াছিলেন ভাগ্যক্রমে কুলি বাঁচিয়া গিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে মেহেরপুরে একজন ভয়ানক অত্যাচারী সব ডিবিজনাল অফিসারের অত্যাচারের কথা পাঠক বিস্মৃত হন নাই। গ্রিকেস সাহেব একজন কুলিরমণীর উপর বল প্রকাশ করিয়া তাহার সতীত্ব হরণ করিলেন, আর স্বয়ং শান্তিরক্ষক বিচারক মাজিষ্ট্রেট একজন ভদ্র বংশীয় মহিলার সর্ব্বনাশ করিয়া সতিলিয়াম কুলে কালি দিলেন।

পাঠক! ইউরোপীয়ের হস্তে কুলিহত্যা ও কুলির উপর অত্যাচারের কাহিনী আর কত শুনিবেন? পক্ষপাতী বিচারক মানবরূপী পশুগণের মনুষ্য জীবনের সমাচারই বা আর কত লইবেন? শুনিতে শুনিতে কর্ণ বধির হইল। হায়, প্রাণের ভিতর বিজাতীয় যন্ত্রণার উদয় হয়, ইংরাজের রাজ্যে নরাকার পশুগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বনে জঙ্গলে হিংস্র পশুর সহবাসী হইয়া তাহাদের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিতে ও ইচ্ছা হয়। আমরা না ইংরাজ রাজ্যে বাস করি। যে রাজা অপত্য নির্বিশেষে প্রজা পালন করেন, তুলাদণ্ড ধরিয়া বিচার করেন, জাতিভেদ বর্ণভেদ রক্ষা না করিয়া যে রাজা সকলকে সমানভাবে শাসন করেন, আমরা না সেই রাজার প্রজা? স্বাধীনতা যে জাতির মূলমন্ত্র, উদারতা যাহার শাসননীতি প্রজার জন্য প্রজা পালন যে জাতির রাজনীতি, আমরা কি সে রাজার রাজ্যে বাস করি? তবে আমাদের উপর এই দারুণ অত্যাচার নিবারণ হয় না কেন? তবে কয়েকজন নিরক্ষর, নির্দ্দয়, ধর্ম্মহীন ঈশ্বরভয়হীন হিংস্র স্বভাব ইতর ব্যক্তির হস্তে শাসনভার অর্পিত হইয়াছে কেন? তবে নরহত্যাকারী শ্বেতকায় প্রচণ্ড দৈত্যেরা ব্রিটিশরাজ্যে শাসিত হয় না কেন? আমাদের অত্যাচারের কথা কতদিন আমরা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতেছি গবর্ণমেণ্ট চক্ষু কর্ণহীন জড় পিণ্ডের ন্যায় সে সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। স্বজাতি প্রেম কি এমনি প্রবল যে মনুষ্য তাহাতে চক্ষু কর্ণের মাথা খায় আর ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করে? আমরা গবর্ণমেণ্টের নিশ্চেষ্ট ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। এতকাল ধরিয়া একটী অঞ্চলে প্রতিনিয়ত নরহত্যার শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইতেছে গবর্ণমেণ্ট কি তাহার সমাচার রাখেন না, কি রাখিয়া ও তাহা বিশ্বাস করেন না অথবা বিশ্বাস করিয়া ও স্বজাতীয় অপরাধ গ্রাহ্য করেন না।

দেশ দেশান্তরে যেসকল হত্যার সমাচার প্রচারিত হইতেছে গবর্ণমেণ্ট যে সিমলায় বসিয়া দার্জ্জিলিংএ বসিয়া সে কথা শুনিতে পান না ইহা কখনই সম্ভব নহে। সকল কথাই গবর্ণমেণ্টের কর্ণে উঠে—তবে ভারত রাজ্যে নাকি দেশীয়ের প্রাণ পুঁটী মাছের ন্যায় গণ্য হয়, ইউরোপীয়ের আমোদ আহ্লাদের নিমিত্ত, কামলালসা চরিতার্থের নিমিত্ত দেশীয়ের প্রাণের দেশীয়রমণীর সতীত্ব রত্ন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, তাই ভারতবাসী ইউরোপীয়ের নিকট মনুষ্য পদবাচ্য হইতে পারে না—তাই গবর্ণমেণ্টের দীর্ঘ নিদ্রা দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তির অভিসম্পাতে, সতীত্ব ভাগিনী কুলিরমণীর আর্ত্তস্বরে একক্ষণের জন্যও ভঙ্গ হইয়া যায় না। কুলির বধ্যভূমি আসাম প্রদেশ প্রকাণ্ড কসাইক্ষেত্র; অত্যাচারী চা কর তাহার [illegible]। উহাদের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রার অগ্রে থাকিয়া আমাদের কি নিস্তার আছে?

গবর্ণমেণ্ট যদি ইতিহাস হইতে সত্যগ্রহণ করিবার ইচ্ছা করেন তবে দাস ব্যবসার কথা স্মরণ করুণ, আমেরিকার কুলি অত্যাচারের বিষয় মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করুন আবার সেদিন নীলকরগণের ভয়ানক উৎপীড়ন আমাদেরই কি যে দারুণ কুলি বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল তাহারও বিষয় আলোচনা করুন। কুলির জীবন আফ্রিকার দাস জীবনের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। গবর্ণমেণ্ট যদি এখন আমাদের কুলির দিকে দৃষ্টিপাত না করেন, কুলির দাসত্ব মোচনের জন্য সাহায্য না করেন, তবে আমাদের প্রাণ রক্ষার উপায় কে? শান্তিরক্ষার রাজা কে? ভারতের অমূল্য রত্ন সতী রমণীর সতীত্ব রক্ষার অবলম্বন কে?

—০০—

সিমলায় দেশীয় সংবাদপত্রের সংবাদদাতা রাখা আবশ্যক।

কলিকাতা এখন নামত ভারতবর্ষের রাজধানী। কার্য্যত সিমলা শিখরেই ভারতের রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে কয়েকজন স্বেচ্ছাচারী সিভিলিয়ান ও বিলাসপ্রিয় রাজপরিষদ ভিন্ন সকলেরই ক্ষতি। ভারতবাসী গবর্ণমেণ্টের এই সিমলা বাসের বিরুদ্ধে অনবরতই চিৎকার করিতেছেন। এংলোইণ্ডিয়ানও আপত্তির রোল উত্থিত করিয়াছেন, দেশী বিলাতি সংবাদ পত্রে এমন কি বিলাতের মহাসভাতেও গবর্ণমেণ্টের এই সিমলা বিহার লইয়া আলোচনা হইতেছে। অনেকেই মনে করেন শীঘ্রই বুঝি এই আন্দোলনের ফল ফলিবে। আমরা কিন্তু সেরূপ মনে করি না। লর্ড ডফরিণের গবর্ণমেণ্ট আপত্তি সহ্য করিতে শিখেন নাই। তাহাতে আবার ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তে যে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহার যদি যথেচ্ছাচার করিতে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা হয়, প্রতিবন্ধক হয় কাহার সাধ্য? প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এক সঙ্গে থাকিলে প্রতিবাদের যে ফল ফলে, সিমলা বিহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলে সম্ভবত সেই ফলই ফলিবে।

তাই আমাদের বোধ হয় সিমলা হইতে স্থানান্তরিত কলিকাতা বা অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া অতিশয় দুরপ্রত্যাশা। এই আন্দোলনের ফল যদি ক্রমশঃ ফলে অল্পদিনের মধ্যেই আমরা যে তাহা উপভোগ করিতে পারিব সে আশাও অনেক দূর।

সিমলা হইতে রাজসিংহাসন যখন টলিতেছে না তখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? যেখানে রাজধানী, রাজ্যের সমাচার সেই স্থানেই পাওয়া যায়। কোন বিভাগে শাসন কার্য্যের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে, কোথায় কিরূপ আইন ব্যবস্থা চলিবে, কোথায় কোন্ কর্ম্মচারী কিরূপ কার্য্যভার প্রাপ্ত হইবেন। তাহা আমরা অগ্রে রাজধানীতেই জানিতে পারি, যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধে শাসনকর্ত্তার অভিপ্রায়, শান্তি স্থাপনের বিধিব্যবস্থা, প্রজার মঙ্গল ও দেশের উন্নতি সাধন, বাণিজ্য পূর্ত্তকার্য্য, রাজস্ব এ সকল বিষয়ের সমাচার প্রথমেই রাজধানীতে জানিতে পারা যায়। কোন কোন সংবাদ আবার রাজধানীতে না থাকিলে জানিবার উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট আপনা হইতে এ সকল সমাচার আমাদিগকে দেন না। আমরা কেবল অনর্থক প্রেস কমিশনারের বেতন যোগাইয়া মরি, আর কোন একটী সংবাদের জন্য তাঁহার প্রত্যাশা হইয়া পাইওনিয়ারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি। ইহার কারণ কি? বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এক দিন সিমলার একজন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট নূতন সমাচার গুলি পাইওনিয়ারকে দেন কেন? আর কেনই বা দেশীয় সংবাদপত্র উহা হইতে বঞ্চিত হন? মহাত্মা উত্তর করিলেন সংবাদ লইবার জন্য তোমার লোক কোথায়? পাইওনিয়ার মাসে মাসে অনেক মুদ্রা ব্যয় করিয়া সিমলায় একজন সংবাদদাতা রাখিয়াছেন, সুতরাং পাইওনিয়ার যে প্রথমেই গবর্ণমেণ্টের সংবাদ পাইবেন তাহার আশ্চর্য্য কি? দেশীয় সংবাদপত্রের কোন সংবাদদাতাই সিমলায় নাই। সুতরাং তাঁহারা পাইওনিয়ারের মুখাপেক্ষী হইবেন না তো আর কে হইবে?

এই কথা গুলি আমাদের বিশেষ বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত। প্রকৃত রাজধানী হইতেই যদি আমরা সংবাদ সংগ্রহ না করি তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের উপর আমাদের অনুযোগ করা বৃথা। গবর্ণমেণ্ট যদি নিজে পাইওনিয়ারকে দুই একটী সংবাদ দিয়া থাকেন তাহা হইলেও কোন কথা বলিবার যো নাই। একে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের পক্ষচ্ছেদ করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট বাঁচেন। তাহার উপর আবার যদি আমরা রাজ্য সংক্রান্ত সকল সংবাদ পাই না বলিয়া গবর্ণমেণ্টের দোষ দি, তবে যাহাতে আমরা আর কোন সংবাদ না পাইতে পারি গবর্ণমেণ্ট তাহারই উপায় দেখিবেন। ইংরাজ শাসন সম্বন্ধে আমরা যতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহাতে এই মাত্র বলা যায় যে যদি কোন বিষয়ে নিরুক্তি না করি গবর্ণমেণ্ট তাহাতে আমাদের মঙ্গল করিতে পারেন। আর যে বিষয়টী নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে বার বার উপদেশ দি তাহাতেই যেন গবর্ণমেণ্ট আমাদের অমঙ্গল করিয়া বসেন। যদি সিমলা হইতে সমাদ আনাইবার কোন চেষ্টা না করিয়া গবর্ণমেণ্টকে সেই সমাদ দিবার জন্য অনুরোধ করি হয়ত আদৌ যাহাতে আমরা আর সমাদ না পাই গবর্ণমেণ্ট তাহারই ব্যবস্থা করিয়া বসিবেন। তাই বলি আন্দোলনের অগ্রে আমরা আপনা হইতেই সমাদ আনাইবার চেষ্টা করি। সে চেষ্টা করিতে গেলে সিমলায় নিয়তই একজন সমাদ দাতা রাখা আবশ্যক। এরূপ ব্যয়সাধ্য কার্য্য কখনই একের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। আমাদের যেসকল সহযোগী সিমলা সমাদের প্রত্যাশী তাঁহারা যদি সকলেই একত্র হইয়া এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হন তবে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। আমরা পূর্ব্বেই 'মুদ্রাযন্ত্রসমিতি' নামক বাঙ্গলা সমাদ পত্রের সম্পাদকগণের একটী সমিতি স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। যদি এইরূপ একটী সমিতি এখন সংগঠিত হয় তাহা হইলে সকলের সমবেত ব্যয় ও চেষ্টায় সিমলায় এক জন সাধারণ সমাদ দাতা নিয়োগ করা কঠিন হইবে না। অধিকন্তু গবর্ণমেণ্টের অভিমত ও উপযুক্ত কার্য্যগুলি পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়া আমরা তাহার সম্যক আলোচনা করিতে সমর্থ হইব। আমাদের জানিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্য করিয়া বসেন, পরে একশত বার প্রতিবাদ করিলেও তাহার প্রত্যাহার করা তাঁহাদের স্বভাব সঙ্গত নহে। সুতরাং তখন এক শত বার চীৎকার করিয়াও আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় একটী মুদ্রাযন্ত্র সমিতি স্থাপন করিয়া তাহা হইতে চাঁদা সংগ্রহ পূর্ব্বক সিমলায় একজন সমাদ দাতা প্রেরণ করা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সহযোগিবর্গের মধ্যে অনেকেরই স্থানে স্থানে সমাদ দাতা আছেন; অনেকেই সময়ে সময়ে অর্থব্যয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সমাচার সংগ্রহ করেন। যদি দেশের সমাদ সংগ্রহ করিবার জন্য অর্থব্যয় করা বা স্থানে স্থানে সমাদ দাতা রাখা কর্ত্তব্য হয়, তবে রাজ্যের সমাদ লইবার জন্য রাজধানীতে সমাদ দাতা প্রেরণ করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহাতে আর সন্দেহের কথা কিছুই নাই। আমরা সহযোগিদিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা একত্র হইয়া একটী সমিতি সংস্থাপন করুন। হিন্দু 'পেট্রিয়ট' রিজ এণ্ড রায়ট ইণ্ডিয়ান মিরার ইঁহারা যদি এবিষয়ে উদ্যোগী হন কার্য্য সিদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যদি সাহায্যের আবশ্যক হয় অনেক কৃতবিদ্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এরূপ কার্য্যে মুক্ত হস্ত হইয়া সাহায্য করিতে পারেন। আমাদের এখন কেবল একটু উদ্যোগ, উৎসাহ ও উদ্যমের প্রয়োজন

পুস্তক সমালোচনা।

আত্মতত্ত্বদর্শন—সৃষ্টিকল্প প্রথমাংশ। আমরা এই পুস্তকের প্রকৃতি কল্প সমালোচনায় বলিয়াছি এইরূপ পুস্তকের যতই বৃদ্ধি হয় ততই দেশের মঙ্গল। এই পুস্তক খানি সম্বন্ধে আমাদের তাহাই বক্তব্য। শুদ্ধ প্রকৃতি সত্ত্ব রজ ও তমরূপ তিনটী সূত্র বাহির করিয়া কোষকার কীটের ন্যায় আপনা আপনিই মায়া জাল নির্ম্মাণ করে ও সেই জালে আবদ্ধ হয়। উক্ত তিনটী সূত্রে জালের যে ভিন্ন ভিন্ন গবাক্ষ নির্ম্মিত হয় তাহাতেই "অহং" জীবের চক্ষে ভিন্নরূপ বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। লেখক এইরূপে ও মায়া জালে নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অহং সৃষ্টি করিয়া ক্রমশঃ শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সহ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের কথা লিখিয়াছেন। মানসতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রকৃতিতত্ত্ব ইত্যাদিতত্ত্ব লইয়া তিনি বেদান্ত পুরাণ স্মৃতি ও সংখ্যাদির বহুবিধ মত ব্যাখ্যা ও উদাহরণাদি দিয়া পুস্তকখানিকে বহুমূল্য করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন দর্শন শাস্ত্রের মত সমুজ্জ্বল করিবার জন্য লেখক যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। একাধারে এতগুলি দর্শনের আধ্যাত্মিক ভাব ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রায়ই দেখা যায় না। যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ নহেন আর্য্য দর্শন শাস্ত্র শিক্ষার জন্য এই পুস্তকখানি তাঁহাদের বিশেষ সহায়তা করিবে।

হায় কালের বলিহারি—শ্রীবেণীমাধব দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত—ইহাতে কতকগুলি ভাল মন্দ সঙ্গীত ও কবিতা আছে। আমরা এরূপ পুস্তক প্রকাশ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখি না।

তত্ত্বপ্রকাশক বা রামকৃষ্ণ পরম হংসদেবের উপদেশ। শ্রীরামচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। র ব-

কৃষ্ণ পরমহংসের সরল ও সুন্দর উদাহরণ পূর্ণ উপদেশ গুলি আমাদের আদরের সামগ্রী। যদি বালক ও বালিকাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হয় তবে প্রথম হইতে পরমহংস দেবের উপদেশগুলি তাহাদের কণ্ঠস্থ করাইলে তাহাদের ধর্ম্ম জীবন গঠিত হইবে। যুবকেরা যেসকল আপত্তি শুনিয়া প্রথম হইতেই নিরীশ্বর বাদী হইয়া দাড়ান এই উপদেশ গুলি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে সেসকল আপত্তি খণ্ডন হইয়া যায়।

সটীক সার মঞ্জরী—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ তর্কালঙ্কার বিরচিতা, শ্রীসর্ব্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিতা। এই পুস্তকখানি ব্যাকরণ শিক্ষার্থিগণের বিশেষ আবশ্যকীয়। ইহাতে মূলকার পাণিনী সূত্রের বৃত্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশক স্থানে স্থানে টীকার সন্নিবেশ করিয়াছেন। ব্যাখ্যাগুলি সরল ও সুগম, প্রথম শিক্ষার্থিগণ ইহাতে বিশেষ উপকারলাভ করিবেন।

হরিঘোষের গোয়াল। নৈতিক ও ঔপন্যাসিক গ্রন্থ নব। নব্য উকীল রামনির্ব্বাসনও গীতা নির্ব্বাসনের প্রণেতা দ্বারা প্রণীত। এই প্রহসনে আমাদের সমাজের কতকগুলি দোষের চিত্র লেখা আছে। কতকগুলি অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। লেখক কিন্তু চিত্রগুলি যেরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে পুস্তকখানি সহজে লোকের মন আকর্ষণ করে। ভণ্ড হিন্দু, থিয়েটার ও মেয়ের বিবাহের অঙ্কন সুন্দর হইয়াছে।

সভাব সঙ্গীত প্রথম খণ্ড। শ্রীগঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, পুস্তক খানিতে কতকগুলি ধর্ম্ম সঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীত প্রকাশিত। লেখক সঙ্গীত গুলিকে হৃদয়গ্রাহী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কি কাল কলে থিয়েটারে গানটী সুন্দর হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৬ই জুলাই। সার চার্লস ডিক এবং জি. জে, গোশন সাহেব নির্ব্বাচনে হারিয়া গিয়াছেন।

ডবলিনে অন্য ঘোরতর দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক লোক একত্র হইয়া অরেঞ্জ প্রজাতীদিগের সভা আক্রমণ করে এবং তাহাতে ভয়ানক দাঙ্গা উপস্থিত হয়। অরেঞ্জ দলের লোক গুলি চালায়, তাহাতে ১জন হত এবং ৫৩জন আহত হইয়াছে। পুলিস দাঙ্গা থামাইয়া দিয়াছে এবং ১৭জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

লণ্ডন ৮ই জুলাই। রুসিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, অতঃপর বাটম আর উন্মুক্ত বন্দর থাকিবে না। ইংলণ্ড এবিষয়ে এককী কোন কার্য্য করিবেন না বলিয়াছেন, কেননা এবিষয়ে তাঁহার বিশেষ কোন স্বার্থ নাই, যেহেতু পারস্য উপসাগর দিয়াই তাঁহার পূর্ব্বের পারস্যের বাণিজ্যের পথ।

লণ্ডন ৯ই জুলাই। মহারাণী প্রদর্শনী সংক্রান্ত একদল ভারতবাসীকে উইন্সর প্রসাদে দর্শন দিয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ, ৯ই জুলাই। "অফিসিয়াল মেসেঞ্জার নামক কাগজে একটি সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে বটুমকে উন্মুক্ত বন্দর বলিয়া স্বীকার করায় রুসিয়া ব্যাজ যেন স্বত্ব ত্যাগ করেন নাই। উহাতে আরও প্রকাশ যে এ প্রদেশে বাণিজ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়াতে এই কার্য্যের প্রয়োজন হইয়াছে;

লণ্ডন ১২ই জুলাই, ভারতবর্ষীয় এবং ঔপনিবেশিক বন্দুক ধারিগণের মধ্যে লক্ষ্যভেদ বিষয়ে প্রতিযোগিতা হইবে; যিনি জয়ী হইবেন লণ্ডনের কর্পোরেশন তাঁহাকে একটি পুরস্কার দিবেন, প্রিন্স অব ওয়েলস উইম্বেল্ডনে এই পুরস্কার বিতরণ করিবেন;

অটোয়া—কানাডার গবর্ণমেণ্ট যেসকল আমেরিক মৎস্যতরী গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন কমিসনার সেগুলিকে সেওয়ান ছাড়িয়া দিয়াছেন; ইহার পর যদি বিচার করিয়া সাব্যস্ত হয় যে এই তরি গুলা যে আইন হইয়াছে, তবে গবর্ণমেণ্ট উহা ফিরাইয়া দিবেন,

ফ্লোরেন্স ১১ই জুলাই; ইটালীর নানা স্থানে ওলাউঠা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে,

কনষ্টাণ্টিনোপল ১১ই জুলাই; রুসিয়া তুরস্ক গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে বাটুম বাণিজ্য বন্দরই থাকিবে, উহাকে সামরিক বন্দরে পরিণত করা হইবে না।

একণে জুলের খাল দিয়া রাত্রিকালে তাড়িত আলোক জালিয়া জাহাজ যাতায়াত করিতেছে, ইহাতে যাত্রায় ১২ ঘণ্টা সময় সংক্ষেপ হইয়াছে,

লণ্ডন ১৩ই জুলাই হার্টিংটন ও সালসবরি উভয়ে মিলিয়া একটি মন্ত্রিসমিতি গঠন করিবেন এরূপ শুনা যাইতেছে।

লণ্ডন ১৪ই জুলাই, এ পর্য্যন্ত ২৯৭ জন অনুদারনৈতিক ৭০ জন ইউনিয়নিষ্ট ৭০ জন গ্লাডষ্টোনপক্ষীয় এবং ৭৮ জন পার্ণেল পক্ষীয় লোক মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কোম্পানির কাগজের দর।

৪ টাকা সুদের কাগজ ৯৭।৵০ ৯৭।৶০,
৪।০ ১৮৭০ (১৮৮) ৯৯—
৪৸০ ১৮৭০।৭৯ (১৮৯৩) ১০১৵০—
৪।০ ১৮৭৯ (১৮৯৩) ঐ ঐ

কলিকাতা

৩ রা জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতায় মৃত্যুসংখ্যা ১৫৫জন। পূর্ব্ব দুইসপ্তাহে ১২০ ও ১৪৪জন মাত্র হইয়াছিল। এবৎসর পূর্ব্ব বৎসরের এইসময়ের অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা অল্প। এ সপ্তাহে মাইল প্রতি ১৮০৬জন মরিয়াছে।

ছোটলাট বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়াছেন। এখানে একমাস কি দেড়মাস কাল থাকিয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইবেন।

বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী ঢাকা হইতে শিক্ষা বিভাগের ডেপুটী ইনস্পেক্টারের স্থলাভিষিক্ত কার্য্য করিয়া এক্ষণে অবসর লইয়াছেন। নীলমণি বাবুর কার্য্য দক্ষতায় নিম্ন শিক্ষা বিভাগ কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

মুরারি ঘোষ মুক্তারাম নামক ব্যক্তি তাঁহার বিবির নামে এই বলিয়া নালিস করিয়াছেন যে মুরতিবিবি তাঁহার স্ত্রীকে ভুলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন। মকদ্দমা মুলতুবি আছে।

২৪পরগণার ডেপুটী কালেক্টার বাবু হেমচন্দ্র কর আরও কিছুদিন কার্য্য করিবার নিমিত্ত অনুমতি পাইয়াছেন।

গত শনিবার নবাব আবদুল লতিফ কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অনেক হিন্দু মুসলমান ও পারসি ষ্টেসনে গিয়াছিলেন।

সেদিন ডাক্তারের গলিতে একটী স্ত্রীলোক গাড়ি চাপা পড়িয়া সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়াছে। গাড়িখানি যখন ৪০ফিট দূরেছিল তখন গাড়োয়ানকে সাবধান করা হয়। গাড়োয়ান তাহা অগ্রাহ্য করিয়া স্ত্রীলোকটীর বুকের উপর দিয়া গাড়ি লইয়া যায়। গাড়োয়ান বিচারাধীন আছে। তাহার মনিব তাহাকে ২০০টাকা জামিনে খালাস করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

একজন লাহোরবাসী হিন্দু শ্রীরামপুর কালেজের প্রিন্সিপালের নিকট পত্র লিখেন যে আমি অনেক দিন হইতে খ্রীষ্টান হইতে ইচ্ছা করি। এখন আমি এণ্ট্রান্স পাস করিয়া এল. এ. পড়িতেছি। শ্রীরামপুর কালেজের প্রিন্সিপাল যদি আমাকে ১০০টাকা বেতনের একটী শিক্ষকের কর্ম্ম দেন এবং আমাকে রেখারেও করিয়া প্রতি বৎসর মাহিনা বাড়াইতে থাকেন তাহা হইলে আমি খৃষ্টান হইতে পারি। প্রিন্সিপাল প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছেন আমি তোমাকে খৃষ্টান করিবার জন্য মাসিক ১০০ টাকা খরচ করিতে পারি।

দিবেন কি রাজদ্রোহিতা দোষ কোথায় আছে প্রতাপ বাবু তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিন। তাঁহার বক্তৃতার যে অংশে তিনি বাঙ্গালী দিগকে রাজভক্ত দেখিয়া তাহাদের স্বজাতী বলিয়া পরিচয় দিতে ঘৃণাবোধ করিতেছেন। সেখানে তাঁহার যে দোষ দেখাপ ঘটিয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। তিনি সভজনার দণ্ডের ব্যাখ্যা করিয়া নীতের দোষ গুণাকারে পরিণত করিতে চেষ্টা করুণ। এই একটী কথায় তিনি কাশিনাথ মিত্রের ন্যায় বক্তাদী অনেক করণে আঘাত করিয়াছেন। প্রতাপবাবু অহঙ্কার ছাড়িয়া যদি একটুও অবণত হইতে শিক্ষা করেন তবে বুঝিতে পারিবেন বাঙ্গালীর নিকট তাঁহার হাত জুড়িয়া ক্ষমা চাওয়া কর্ত্তব্য।

প্রতাপবাবুর যেসকল সদগুণ তাহা আমরা কখন ও বিস্মৃত হইবনা। আমরা তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী তাঁহাকে ভাল বাসে তাই তাঁহাকে আমাদিগের প্রতি অবথা ঘৃণা প্রকাশ করিতে দেখে আমরা বড় ব্যথা পাই।

ফ্রেক্ট ল্যার অনুগ্রহে অনেক নীচ বংশীয় ফিরিঙ্গী সন্তান লোকের উপর অত্যাচার করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। আইনটীর সংশোধন করা বিশেষ আবশ্যক।

বর্দ্ধমানমিত্র বলেন — দেনা করা অপেক্ষা চুরি করিয়াও উদর পোষণ করা ভাল। দেনা না করিয়া অনাহারে বৈকুণ্ঠ বাস ও উত্তম। আমরা কাহাকেও দেনা না করিয়া চুরি করিতে উপদেশ দিতে পারি না। কিন্তু দেনাদারেও যখন চোরের ন্যায় জেলে যাইতে হয়, তখন উভয়েরই সমান ফল। কিন্তু দেনা করিতে দরিদ্র বাঙ্গালী কবে ক্ষান্ত হইবেন ?

দিল্লীর সমর প্রদর্শনীতে একজন রুষ বলিয়াছিলেন, ইংরাজেরা দেশীয় সৈন্যের এত প্রশংসা করেন তথাপি দেশীয় সৈন্যকে উপযুক্ত রূপে যুদ্ধ বিদ্যা শিখাইয়া ইংরাজ সৈন্যের ন্যায় তাঁহাদের হস্তে ভাল অস্ত্র শস্ত্র দেননা কেন? — আমরা উত্তর দিই, এ কেবল অবিশ্বাস, কেবল সন্দেহ!

ষ্টেটসম্যান বলেন গত ১ই জুলাই পর্য্যন্ত ২৭২ জন বরুণদীপ ৫০জন উটমরবিষ্ট, ১৩১জন প্রোটেষ্টেন্টিয়া ও ৬৫জন পার্লে উইট সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন।

যে যাউ নগরের পার্শিরা আবার পারস্য দেশে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

বেভিরিয়ার রাজা আত্মহত্যা করিয়াছেন।

জাপানবাসিরা ইউরোপীয় প্রথায় যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ভারতে কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। জাপান ইংরাজের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতে চায়।

কুলী হইতে দিল্লী গেজেটের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে তথাকার অধিবাসিরা পীড়িতের বড় একটা চিকিৎসা করে না। কাহারও দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইলে ইহারা তাহাকে পর্ব্বতের উপর রাখিয়া আসে। এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে সেখানে মৃত্যুর উপায় সহজ। পত্র প্রেরক বলেন পর্ব্বতের উপর এমন কত যে নর কঙ্কাল আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

আমাদের জনৈক সহযোগী বলেন জাহানাবাদ ডিভিসনে এক পুষ্করিণীর ধারে একটী খেজুরগাছ আছে। সেটী প্রাতঃকালে সোজা হইয়া থাকে, যত বেলা হয় ততই ক্রমশ মাথা নোয়াইতে থাকে দুই প্রহরের সময় পুষ্করিণীর জলে অবনত হইয়া পড়ে। সন্ধ্যার পর আবার ক্রমশই উঠিতে থাকে।

ইউনাইটেড ষ্টেটসে এখন সর্ব্বশুদ্ধ ১০১৬০ খানি সংবাদ পত্র আছে। তন্মধ্যে ১২১৬খানি দৈনিক।

আসামে ব্রিটিশ সৈন্যের ভিতর বড় মারীভয় আরম্ভ হইয়াছে। আবার ১০ জন লোক কেবল সর্দ্দিগর্ম্মিতে মারা গিয়াছে।

একজন মেজরের সেনাদলের সহিত বোসিউআর একটী বড় রকমের যুদ্ধ হয় ইহাতে অনেক গুলি ইংরাজ ও ব্রহ্মসৈন্য হত হইয়াছে।

ব্রহ্মে যে সকল ডাকাইত সৈন্য ধরা পড়িয়াছে তাহাদিগের যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র বিচার হয় তজ্জন্য ব্যবস্থাপক সভায় একটী পাণ্ডুলিপি দেওয়া হইয়াছে।

ঢাকা গেজেট বলেন ময়মনসিং বিদ্যালয়ে এক জন বালককে তাহার শিক্ষক ভিস্তির জল পান করিতে বলেন, সোমপ্রকাশে এইরূপ প্রকাশ হয়। ময়মনসিং বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে এই জনরবটী অমূলক। যে বালকটী একথা রটনা করে সভা কি তাহার নিকট কোন অনুসন্ধান লইয়াছিলেন ?

২৭এ জুন ৩০ জন সান ডাকাইত নামাইকা নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আক্রমণ করে। তাহারা পুলিস মন্ত্রীকে মারিয়া ফেলে, একজন জমাদার, দুই জন সিপাহি ও দুই জন শিবির বাহী হত হইয়াছে। কাপ্তেন প্রেসটন্ দুই তিন জন শিবির বাহক ও তিন জন সিপাহি আহত হইয়াছে।

আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর ভূপাল ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। বিদায় গ্রহণ কালে বেগম তাঁহাকে এক ছড়া মুক্তার হার সাতটী খিলাত ও একটী হিরকের সার পেইচ উপহার দিয়াছেন।

শুনা যায় ব্রহ্মরাজ ইএণ্টজিন ৩৪০০ সৈন্য লইয়া মিজিয়াতে অবস্থিতি করিতেছেন। বাহু সাহাব ১০০০ টাকা জামিনে খালাস পাইয়াছে।

"ডেলি নিউস" বলেন রাজস্ব সমিতি কলিকাতায় আসিয়া বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট আফিসে অবস্থান করিবেন। এই খানে বসিয়া বাজলায় ব্যয় সংক্ষেপ কার্য্য চলিবে।

কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশন্যাল লীগের ন্যায় এলাহাবাদে ও উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যা সভা নামে একটী সার্ব্বজনিক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। সভার প্রথম অধিবেশনে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই সভায় বেঙ্গল ন্যাশন্যাল লীগ যে জাতির প্রতিনিধি এবং মান্দ্রাজ মহাজন সভা, বোম্বাই সভা এবং এইরূপ অন্যান্য সভা যাহাদের মুখ পত্র তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ ও সহানুভূতি রাখিয়া কার্য্য করিবে, এবং যাহাতে গবর্ণমেণ্টের ভিতর প্রতিনিধি মূলক ব্যবস্থার প্রবিষ্ট হয় তাহার চেষ্টা করিবে। এই সভাকে অন্যান্য সকল স্থানের রাজনৈতিক জাতির সভা গুলির সহিত সম্বন্ধ ও সহানুভূতি রাখিবার জন্য চেষ্টা করা হইবে। মান্দ্রাজ মহাজন সভার ন্যায় এই সভার জন্য একটী ধনভাণ্ডার খোলা হইবে। ইহার সভাগণকে মাসিক অন্ততঃ এক আনা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন সভাগণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ এক কালীন দান করিবেন। যতদিন না কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত হয় ততদিন সংগৃহীত অর্থ হইতে কিছুই ব্যয় করা হইবেনা। আমরা এই সভার মঙ্গল কামনা করি।

অষ্ট্রেলিয়ার আর বাকি থাকিবার ধনি ব্যক্তির হইতেছে অনেক সওদাগর অষ্ট্রেলিয়ার ভূমি পাট্টা করিয়া লইতেছেন। অদৃষ্টে বুঝি ইহাতেও ক্লেশ আছে।

শুনা যায় প্রিন্স অবওয়েলস নাকি অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া আর একটী প্রদর্শনী খুলিবেন। প্রিন্স এতই প্রদর্শনী প্রিয় হইয়াছেন। হউন তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার জন্য ও এবার যেন ভারতবর্ষকে বাহুতার প্রস্তু হইতে না হয়। এক জনের আমদে ২৫ কোটী লোকের সর্ব্বনাশ।

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বিলাতে গিয়া যথেষ্ট আদর পাইয়াছেন। বিলাতের ভারত প্রদর্শনী যে কৃতকার্য্য হইয়াছে ত্রৈলোক্য বাবু তাহার প্রধান কারণ। প্রিন্স অবওয়েলস তাঁহার যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন। স্বয়ং তাঁহাকে লইয়া তাঁহার মাতার নিকট পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। এত আদর, তার পর প্রদর্শনীতে যাঁহারা খেলাত পাইলেন তাঁহাদের মধ্যে ত্রৈলোক্যবাবুর পর্য্যন্ত নাম নাই। হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

হাবড়া উলুবেড়িয়ার সবডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দত্ত বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন। সাহেবের অস্থায়ী সবডেপুটি কালেক্টর মৌলবি আনওয়ার মহম্মদ বারবাজারে থাকা হইলেন। বারবাজার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত মধুখালি মহকুমার অস্থায়ী রূপে নিযুক্ত হইলেন। মধুখালীর সবডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি এখন ছুটি লইয়াছেন বেহারে বদলি হইলেন। বেহারের অস্থায়ী সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় মধুখালিতে বদলী হইলেন।

হরীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরও একীকরণ হইবে না। উক্তপত্রে বিশ্ববৈষ্ণব সভা নামক প্রবন্ধের এক স্থানে লেখা আছে। "অনেক দিন হইতে এই নগরীর বৈষ্ণবগণ নানাবিধ হরিসভা স্থাপন করিয়া বহুমত বাত্যা প্রপীড়িত যুবকবৃন্দের হৃদয় শোধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু হরিসভা গুলি নানা ভিন্ন মতের পক্ষপাতী হইয়া এযাবৎ কোন কার্য্য করিতে পারে নাই বরং হাস্যাস্পদ হইয়া গেল। শান্ত সাধুবৃন্দ তাহাতে দুঃখিত ও নিরুৎসাহ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন। পরম করুণানিধান শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাকটাক্ষ দ্বারা তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া "বিশ্ববৈষ্ণব সভা" নামে একটী সভা এই নগরী মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে"। আমাদের জিজ্ঞাসা এই বাস্তবিক কি সমস্ত হরি সভা গুলি ভিন্নমত প্রচারণ করিতেছেন? ভিন্ন মতের অর্থ কি? ঐ সভা গুলিতে কি খ্রীষ্ট বা মহম্মদীয় প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রচার হইয়া থাকে, না কালীর সহিত বিষ্ণুর অভেদ প্রচার করাকে সম্পাদক মহাশয় ভিন্নমত প্রচার ভাবিয়াছেন। যদি শেষোক্ত কথা সত্য হয় তাহা হইলে যে উহা সনাতন আর্য্যধর্ম্মানুমোদিত বাক্য নহে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্পাদক মহাশয়ের যে উহাই অভিপ্রায়, তাহা কুতর্ক নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। ঐ প্রবন্ধে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে কালী, দুর্গা প্রভৃতির নির্ম্মাল্য ভোজন বৈষ্ণবগণের অকর্ত্তব্য। ঐ মতের পরতন্ত্র হইয়া "হরিসভা গুলি এ পর্য্যন্ত কোন কার্য্য করিতে পারে নাই।" এই উদ্দেশ্যেই সম্পাদক মহাশয় একথার উল্লেখ করিয়া থাকেন তাহা হইলে ইহাতে কাহার মর্ম্মাহত হওয়া উচিত নহে. কেন না উপরি উক্ত মত প্রকৃত বৈষ্ণবের মত নহে। আর্য্যধর্ম্মেরবনত নহে। উহা ধর্ম্মমার্গ বহির্ভূত বিধর্ম্মীর মত। বেদ ও ঋষিবাক্য বহির্ভূত মত হিন্দুর গ্রাহ্য নহে; ঋষিগণ চিরকালই শ্যাম শ্যামার অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। হরিহর এক মূর্ত্তিতে গঠিত করিয়াছেন, যাঁহারা সেই ঋষি বাক্যের বিরুদ্ধ বাক্য বলেন তাঁহারা হিন্দু নহেন। ঋষি একস্থানে লিখিয়াছেন।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়াসর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্য সিদ্ধার্থ মাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যা প্যভিধীয়তে॥

আবার ঋষি ভগবদ্গীতাতে বলিয়াছেন।

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

এই উভয়ই এক ঋষিবাক্য, তবে কেন না বলিব যে, যিনি শ্যাম তিনিই শ্যামা। বৈষ্ণবগণ কি ব্রাহ্মগণের ন্যায় গুরু ত্যাগ করিয়, ঋষিত্যাগ করিয়া যুক্তি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন? তাহা যদি হয় তাহা হইলে বুঝিলাম তাঁহাদের ধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম নহে, উহা ব্রাহ্মধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র। কারণ ব্রাহ্ম যেরূপ হিন্দুধর্ম্মের সনাতনত্ব গ্রাহ্য না করিয়া আপন ইচ্ছামত কোন কোন মত অবলম্বন করিয়াছেন, উপরোক্ত রূপ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীগণ ও সেই রূপ আপন প্রবৃত্তি অনুযায়ী ঋষির কোন কোন বাক্য গ্রহণ করিতেছেন ও কোন কোন বাক্য অগ্রাহ্য করিতেছেন। সুতরাং উহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলা যায় না। ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে নেড়ানেড়ির সেই রূপ বৈষ্ণব ধর্ম্ম যাহার মতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরিবর্ত্তে মৃতদেহ প্রোথিত করা হয়। বিবাহের পরিবর্ত্তে কণ্ঠিবদল করা হয়। বর্ণ বিচারের আবশ্যক নাই। উহা সনাতন ধর্ম্ম বিরোধী বৈষ্ণব ধর্ম্ম। সুতরাং তৎধর্ম্মাক্রান্ত একদেশদর্শী সাম্প্রদায়িকতার কথা বাস্তবিক হিন্দুগণের অগৌরবের কারণ হইতে পারে না।

বিশ্ব-বৈষ্ণব সভার সভ্য মহাশয়গণকে আমরা সানুনয় সম্বোধন করিয়া বলি, যদি তাঁহারা বাস্তবিক আর্য্যধর্ম্ম সংরক্ষণে ব্রতী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সজ্জন তোষিণীর লিখিত এই সকল বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হইবেন। তাহা না করিলে আমরা বুঝিব তাঁহারা আর্য্যধর্ম্মের সংরক্ষক নহেন—বিনাশক।

সংবাদদাতার পত্র

জামালপুর।

গত ২১এ জুন তারিখের সোমপ্রকাশে এখানকার পত্রপ্রেরক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ সেন "জামালপুর কৈবর্ত্তের লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন গত ২৮এ জুন মুঙ্গেরের সেসন আদালতে তাহার চূড়ান্ত বিচার হইয়া ইংরাজ জাতির সুবিচারের জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। এতদিন সংবাদ পত্রে আমাদের কুলি হত্যার বিচার সম্বন্ধে যাহা পাঠ করিতাম তাহা সকল সময় বিশ্বাস করিতাম না। মনে হইত ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর মধ্যে যে জাতি সুসভ্য বলিয়া পরিচিত, ন্যায় ও সত্য যে জাতির মূলমন্ত্র তাঁহারা যে প্রকাশ্য ধর্ম্মাধিকরণে উপবেশন করিয়া ন্যায় ও সত্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবেন তাহা কখনই হইতে পারে না। কিন্তু আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুবিচারক ভাগলপুরের জজ ডারমর সাহেব যথাপতি গত ২৮এ জুন মুঙ্গের সেসন আদালতে হিন্দু হত্যাকারী কুইন সাহেবের সম্বন্ধে যে সুবিচার করিয়াছেন তাহাতে বোধ হইতেছে এতদিন হইতে যেসকল অবিচারের কথা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় তাহা অতিরঞ্জিত নহে। উক্ত হিন্দু হত্যাকারী কুইন সাহেবকে রক্ষা করিবার জন্য এখানকার রেলওয়ের সাহেবগণ চাঁদা তুলিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিসের ইনস্পেক্টার সাহেব নার্থিংহক-জমার তদ্বির করিয়াছিলেন। প্রথম মুঙ্গেরের শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়কে আসামীর পক্ষে উকিল নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং মকদ্দমার কাগজ পত্রও তাঁহার নিকট দেওয়া হইয়াছিল। মহেন্দ্র বাবুকে সাহায্য করিবার জন্য এক জন মোক্তারও নিযুক্ত করা হইয়াছিল সেই মোক্তার বাবুর নিকট শুনিলাম যে রাইলি সাহেব সাক্ষিদিগের জবানবন্দির কতকগুলি কথা উক্ত জবানবন্দির মধ্যে লেখেন নাই। একথা তো আমি বিশ্বাস করি নাই কিন্তু গত ১লা জুলাই তারিখের ইণ্ডিয়ান মিরারের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে রাইলি সাহেব সাক্ষিদিগের সকল কথা প্রকাশ করেন নাই কি ভয়ানক কথা। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে ইহার ন্যায় যথেচ্ছাচারিতা ও পক্ষপাতীতা আর কি আছে? আবার এরূপ জনশ্রুতি শুনতেছি যে কুইন সাহেবের হিন্দুকে চড় মারার পর যে হাতা দ্বারা প্রহার করিয়াছিল এ কথা সাক্ষীরা বলিলেও রাইলি সাহেব তাহা লেখেন নাই। এ কথা কতদূর সত্য তাহা জানি না। আমি ইচ্ছা করি গবর্ণমেণ্টের উকীল সাক্ষীদিগের জবানবন্দি হইতে ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে সাধারণকে জ্ঞাত করান। কেননা সাক্ষীরা এক প্রকার বলিল ম্যাজিষ্ট্রেট অন্য প্রকার লিখিলেন। লোকের এরূপ কুসংস্কার জন্মাইতে দেওয়া কোন মতেই বিধেয় নহে। বোধ হয় এই সব গোলমালে কুইন সাহেবের পৃষ্ঠ পোষকগণ উক্ত মহেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে মকদ্দমার কাগজ পত্র ফিরাইয়া লইয়া পাটনার ব্যারিষ্টার জন সাহেবকে নিযুক্ত করেন। তাহার পর বিচারের দিন ভাগলপুরের জজ ডারমর সাহেব ডাক্তার ক্রক্ সাহেবের জবানবন্দি লইয়া উক্ত কুইন সাহেবকে সামান্য আঘাত করা অপরাধে ২০ টাকা জরিমানা করিয়া নিষ্কৃতি দিয়াছেন।

শুনিলাম রেলওয়ের ডাক্তার জক্ সাহেব বলিয়াছেন যে পতিত অবস্থা মরিতে তবে ২।৪ দিন পূর্ব্বে আর পরে অর্থাৎ ২।৪ দিন পরে তাহার আভ্যন্তরিক মৃত্যু ঘটিত কেন না সে অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। তবে কুইন সাহেবের চপেটাঘাতে ২।৪ দিন পূর্ব্বে মরিয়াছে এই মাত্র। একণে আমাদিগের প্রথম কথা। এই ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট রাউলি সাহেব একটী খুনী মোকদ্দমা প্রকাশ্য কোর্টে না করিয়া রেলওয়ে ষ্টেসন এজলাসে কেন করিলেন? এবং সেখানে রেলওয়ের কেরাণি সাহেবকে সাক্ষী দিগকে জেরা করিতে কেন নিষেধ করিলেন না?

দ্বিতীয় কথা।—মিররের সংবাদদাতা এবং এখনকার জনশ্রুতি হইতে যে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে সাক্ষিরা যাহা বলিয়াছে তাহা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট রাউলি সাহেব লেখেন নাই। ইহা যদি সত্য হয় তাহাহইলে তাহা না লিখিবার কারণ কি?

তৃতীয় কথা—ইণ্ডিয়ান পেনাল কোর্ডের কোন্ ধারানুসারে রাউলি সাহেব দুই শত টাকার জামিনে কুইন সাহেবকে ছাড়িয়াছিলেন? চতুর্থ কথা—ভাগলপুরের verner সাহেব যখন মুঙ্গেরে আসিলেন তখন জামালপুর মুঙ্গেরের এত নিকটবর্ত্তী স্থান হইলেও এস্থলে উপস্থিত হইয়া local enquiry করিলেন না কেন?

পঞ্চম কথা—আর কত দিন এ দেশীয় দুঃখী লোকেরা শ্বেতাঙ্গদিগের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিবে। আমরা ভরসা করি মাননীয় হাইকোর্ট এই মকদ্দমার কাগজ পত্র শীঘ্র তলব করিয়া যাহাতে সুবিচার হয় তাহা করিবেন। এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মকদ্দমার জন্য অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখ দেখা যাইতেছে। বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে এলাহাবাদে ফুলার সাহেবের মকদ্দমা সম্বন্ধে এইরূপ হইয়াছিল কিন্তু সংবাদ পত্রে বিশেষ আন্দোলন হওয়াতে তাহার পুনর্বিচারের আদেশ হইয়াছিল এবং তাহাতে আসামীর সাজা হয়।

গত ১ লা জুলাই বৃহস্পতিবার এখানকার বৈদ্য সমাজ সংস্কারিণী সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায় কে সমাজে পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে আন্দোলন করা হয়। নবদ্বীপও ভট্টপল্লীর পণ্ডিত মণ্ডলী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অমৃত বাবু ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত হইয়াছেন। একণে বৈদ্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা উদারতার সহিত অমৃত বাবুকে সমাজে গ্রহণ করুণ।

এতৎ সম্বন্ধে বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। এখানকার কয়েকটি ভদ্রলোক একটী সম্মিলনী সভা সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন আমরা বলি সভা করিবার পূর্ব্বে গৃহ বিচ্ছেদ মিটাইলে ভাল হয় না?

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছাকরেন, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অক্ষয়ধন কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ শিক্ষক প্রভৃতি ও ছাত্রদিগের জন্য ডাকমাশুল সমেত ৬।০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়ম স্মরণ

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৬।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীর পত্র ও প্রস্তাব প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

৩০ শ ভাগ। "প্রবর্তিতা প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।" ৫৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০ | ১২৯৩ সাল। ১১ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৮৬। ২৬ এ জুলাই। ৭ দিনমাসা। ১১ ই শ্রাবণ। | অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা।

কের টিপ্পনি ও শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ গুপ্তের পত্র বিবরণ পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। বঙ্গবাসীর সম্পাদকের সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না কেন না, তাঁহার কথায় বড় একটা কেহ বিশ্বাস করেন না; তাঁহার ভদ্রসমাজে বড় একটা প্রতিপত্তি নাই, কাযে কাযে তাঁহার বাচালতায় বা রসিকতায় কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। তবে গুরুচরণ বাবুর পত্র খানি যেন কিছু বিদ্বেষভাব ব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইল। গুরুচরণ বাবু ঐরূপ পত্র কেন লিখিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। আমার বোধ হয় কলিকাতা বৈদ্যসমাজ সংরক্ষিণী সভার ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ঐরূপ পত্র লিখিয়া থাকিবেন। গুরুচরণ বাবুর সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে সেই জন্যই এ বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। ব্যক্তি বিশেষের উপর রাগ বা ঘৃণা করিয়া এরূপ সমাজ হিতকর কার্য্যে বাধা দেওয়া একজন সমাজহিতৈষী ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত লজ্জার বিষয়। শুনিয়াছি গৌরীপা গ্রামের এক জন ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তের বড়ই বিরোধী হইয়াছেন; তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে তিনি এক ঘরে হইয়াছেন। সেই গুণবরতী ব্যক্তি প্রত্যেকের বাটীতে যাইয়া যাহাতে কার্য্যে ব্যাঘাত হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমার বিবেচনায় এরূপ ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিতে যাওয়াই অন্যায় হইয়াছিল।

জামালপুর }
২৮এ আষাঢ় }

একান্ত বশম্বদ
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন।

—০—

মহাশয়! আমাদের দেশীয় রঙ্গভূমি সমূহে যেরূপ বহুল পরিমাণে উপদেশ পূর্ণ ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ সকল অভিনীত হইতেছে তাহা দেখিয়া হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয় যে ভবিষ্যতে বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায় এই প্রকার পুস্তকের অভিনয়ে বিশেষ উপকৃত ও কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত হইতে পারিবেন। পূর্ব্বের সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে সাধারণ লোকের রুচি এখন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, এখন আর লোক উপন্যাস অভিনয়ে আমোদিত হয়েন না—রহস্য পূর্ণ পুস্তকের অভিনয়ে প্রীতিলাভ করেন না। আজি কালি সাধারণ রঙ্গভূমি সকলে যেরূপ হরিনামের স্রোত বহিতেছে তাহা দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির অন্তর উৎফুল্ল না হয়? কিন্তু এ আনন্দে ব্যাঘাত আছে, কলঙ্ক আছে, মনুষ্য স্বভাবতঃ আমোদ প্রিয়। বৈষয়িক কার্য্য সমাপনান্তে একজন বিষয়াসক্ত লোকেরও কোন প্রকার আমোদে কিছু কাল অতিবাহিত করিতে বাসনা হয়। কিন্তু আধুনিক বঙ্গের সাধারণ রঙ্গভূমি সকল যার রমণীগণের সংস্পর্শে যেরূপ কলুষিত হইতেছে তাহাতে পবিত্র আমোদ উপভোগের উপায় দেখা যায় না। সঙ্গীতে লোককে যেমন আকৃষ্ট করে তেমন আর কিছুতেই নহে। আমাদের অপরিণত যুবকগণ হৃদয়ে গণিকা বামাকণ্ঠ নিঃসৃত মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি পাইবার জন্য দলে দলে থিয়েটারে গমন করিয়া থাকেন কিন্তু গ্রন্থ কিম্বা অভিনয়ের দোষ গুণ বিচারে সকলের উপেক্ষা রহে। মার্জ্জিত রুচি ব্যক্তি মাত্রেই পাপের নিলয় ভাবিয়া আধুনিক সাধারণ অভিনয়গৃহ সকলে পদার্পণ করিতে বিরত হয়েন। এখন স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনীত হয় পুরুষের অংশও নারীদিগের দ্বারা অভিনীত হইতেছে। এখন, প্রহ্লাদ, চৈতন্য সকলেই এখন পুরুষ বেশধারী স্ত্রীলোক মাত্র। বোধ হয় কালে সাধারণ থিয়েটার গৃহ সকল পুরুষ অভিনেতা বিরহিত হইয়া কেবল কুলটাদিগের অভিনয় স্থল হইয়া দাঁড়াইবে। যে দেশের উন্নতি শীল যুবক-বৃন্দ বিকৃত স্বভাবা বারনারীর অঙ্গ স্পর্শনে বিমোহিত হয়েন সে দেশের আর আশা ভরসা কোথায়।

বিলাসপ্রিয় বঙ্গের সন্তানগণ এই রঙ্গভূমি হইতে ভবিষ্যত বংশধরগণের যের অনর্থের সূত্রপাত করিয়া যাইতেছেন। বিষময় ফলে ইহারা কালে সমস্ত বঙ্গদেশ অস্থি মজ্জায় জর্জ্জরিত হইবার সম্ভাবনা। আধুনিক থিয়েটার ওয়ালাদিগের মতে কুলটা ভিন্ন অভিনয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। প্রত্যহ থিয়েটার গৃহ গুলি অনুপম বেশভূষায় সজ্জিত বারাঙ্গনা দলে পরিপূরিত থাকে—তরলমতি অপরিণত বয়স্ক যুবকগণ প্রলোভনে উত্তেজিত হইয়া বহ্নিমুখ-বিবেক পতঙ্গের ন্যায় এই সকল থিয়েটারে প্রবিষ্ট হইবার জন্য ধাবিত হয়। অবোধ জীবগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে এই দারুণ অনলে প্রবেশ করে ও অচিরাৎ দগ্ধ হইয়া যায়—ভবিষ্যতের আশা ভরসা ও সেই সঙ্গে বিলীন হয়। কবে সাধারণ থিয়েটার হইতে এইরূপ কুপ্রথা বিদূরিত হইবে—কবে শিক্ষিত যুবকগণ ইহার কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে পারিবেন। দুই একটী থিয়েটারে দেখা গিয়াছে সেখানে কুলটাদিগের পদরজঃ স্পর্শে কলঙ্কিত হয় নাই, যেখানে পিতা পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হন [illegible] সম্প্রতি রাজপুর মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত হরিনাভি নিবাসী কোন সম্ভ্রান্ত লোকের ভবনে তত্রস্থ কতিপয় সচ্চরিত্র যুবকগণ কর্তৃক অভিনীত করিয়া রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহ্লাদ চরিত্রের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয় দর্শনে অনির্ব্বচনীয় পবিত্র আনন্দে হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল। ইঁহারা ব্যভিচারিণী রমণীগণকে বর্জ্জন করিয়া কেবল মাত্র সচ্চরিত্র বালকগণের সাহায্যে যেরূপ প্রশংসার সহিত অভিনয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রেই পুলকে পূরিত হবেন। যদি সকল থিয়েটার ওয়ালারা উঁহাদিগের সৎ দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হয়েন তাহা হইলে সমাজের একটী মহৎ উপকার সংসাধিত হয়। বারনারী পরিপূর্ণ সাধারণ থিয়েটার সকলে ভক্তিরসপূর্ণ গ্রন্থের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে অভিনেত্রীগণের পাপাচারের কথা সকল মনে পড়ে—মনে হয় অভিনয় স্থল ত্যাগ করিয়াই ইঁহারা আবার পাপ কামনায় রত হইবেন—পাপের গভীর সাগরে অঙ্গ ঢালিয়া দিবেন। এই সকল কথা যুগপৎ মনে উদয় হইয়া থাকে—তাহাতে দর্শকের হৃদয়ে ভক্তির স্রোত মরুভূমে জল-কণা পতনের ন্যায় সহজেই বিশুষ্ক হইয়া যায়। এই সকল থিয়েটার কত শত শত যুবককে প্রতিদিন পাপ পথে উপনীত করিতেছে—পাপের গভীর কালিমায় তাহাদের হৃদয় কালিমাময় করিতেছে। দেশ হিতৈষী বাঙ্গালার সংবাদপত্রগণ কত কাল নিদ্রিত থাকিয়া যুবকগণের অধঃপতন দেখিবেন? তাঁহারা উত্তেজিত হইয়া এই সকল দুর্নীতি দূরিকরণার্থ বদ্ধপরিকর হউন। তাঁহারা আর নিশ্চিন্ত না থাকিয়া যথাসাধ্য আয়াস স্বীকার করিয়া বঙ্গের যুবকদলের উন্নতি সাধনে যত্নবান হউন।

শ্রী মঃ—

সোমপ্রকাশ।

১১ ই শ্রাবণ সোমবার।

যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাক্ষস। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সিমলায় গিয়া স্বজাতিপ্রিয়তা ভুলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকও দিনকতক সিমলার হাওয়া খাইয়া আসিয়া বাঙ্গালীদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইলেন। সহযোগী বলেন বিপদের সময় গবর্ণমেণ্ট কখনও বাঙ্গালা হইতে সদুপদেশ লাভ করিতে পারেন নাই। যেন

মলবেরী নিজেই কত বড় সম্পাদক। একবার আমাদের মনে হয় ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটরের সুযোগ্য সম্পাদক যখন সম্পাদকীয় ব্রতের শিক্ষালাভ করিবার জন্য বাঙ্গালায় আগমন করেন, একবার যখন গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ কি প্রকারে পর্য্যালোচনা করা উচিত তৎসম্বন্ধে সহযোগী আমাদের উপদেশপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সে এক দিন গিয়াছে, তখন তাঁহার বাঙ্গালীর উপর বড় ভক্তি, আর আজ কি না সম্পাদকীয় কার্য্যে তাঁহার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাই উপদেষ্টৃবর্গের উপদেশ ভুলিয়া যোদ্ধা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, বাঙ্গালীর উপর ক্রুর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া গবর্ণমেণ্টের কৃপা কটাক্ষের প্রয়াসী হইয়াছেন। আমরা আরবদেশের উষ্ট্রের কথা শুনিয়াছি, তাহারা সময়ে সময়ে উন্মত্ত হইয়া স্বীয় প্রভুর প্রাণ বিনাশ করে। ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর কি অর্থ ও মানের জন্য উন্মত্ত হইয়া ক্রমশঃ আরবের দিকে অগ্রসর হইতেছেন?

—০—

গ্লাডষ্টোনের চেষ্টা বিফল হইল। হোমরুলের জন্য যাহা করিবার নয় তাহাও তিনি করিয়াছেন। পুনর্নির্ব্বাচনে দেশের লোকের কাছে রক্ষণশীল সম্প্রদায় পরিপুষ্ট হইল। প্রত্যেক কাউণ্টির নির্ব্বাচনে তাঁহার স্বপক্ষসংখ্যা কন্সারবেটিভের অপেক্ষা ন্যূন হইতে লাগিল। নির্ব্বাচন প্রায় শেষ হইয়াছে। এখনও যে কয়টী কাউণ্টিতে নির্ব্বাচন হইবার কথা আছে তাহাতে যদি সকল সভ্যই গ্লাডষ্টোনিয়ান হয় তাহা হইলেও গ্লাডষ্টোনের কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া গ্লাডষ্টোন কার্য্যত্যাগ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছেন। স্যালিসবরি এখন ইংরাজের সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন। স্যালিসবরির পূর্ব্বপুরুষগণ আয়র্লণ্ডকে নিষ্পীড়ন করিয়াছিলেন, নিজে তিনি হোমরুলের বিরুদ্ধাচারী হইলেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আয়র্লণ্ড এখন শান্তই হউন, আর অশান্তই হউন স্যালিসবরির হস্তে তাঁহার অদৃষ্টলিপি, লিগের ন্যায় শত শত স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হউক, স্যালিসবরির পুলিস সৈন্য তাহার জন্য সন্নদ্ধ। স্বার্থপরতা অবিশ্বাসের যূপকাষ্ঠে আয়র্লণ্ড বলি পড়িয়াছে, ভারতেরও বিধিলিপি ফিরিয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে। ৫ ই আগষ্ট হইতে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট রক্ষণশীলের হস্তে ঝুঁকিয়া পড়িলে লর্ড র‍্যাণ্ডল্ফ চর্চ্চিহিল ভারতবর্ষের ঝোঁক তুলিয়া ধরিবেন। এংলোইণ্ডিয়ান মহাপ্রভুগণ তাহার নীচে [illegible] পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবেন—আর ভারতের দুর্দ্দশা একশত গুণ বর্দ্ধিত হইবে। এই দারুণ ঝটিকার সময়ে আমরা ভারতবাসীকে সতর্ক হইতে বলি, ভাবী অমঙ্গল সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলি। লিবারেলের হস্তে যদি ভারতবর্ষকে পাইয়া থাকি তবে কন্সারভেটিভের কিরূপ লোক পাইব ভারতবাসী এখন তাহা ত্রৈরাশিক বসিয়া স্থির করুন। বিপদ ত আসিবেই এখন বিপদের আশঙ্কা করিয়া হাল ছাড়িলে চলিবে না। যতই বিপদ আসিবে ততই আমাদের প্রতিবাদ শক্তি দ্বিগুণ হইবে। আমাদের ভাবিয়া রাখা উচিত এই বিপদই সম্পদের মূলীভূত। সহ্য করিতে শিখিলে পরিণামে সোনার ফল পাইব।

—০—

অধ্যাপক মক্ষমূলার হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে মিঃ মালাবারিকে লিখিয়াছেন—"বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আপনি যে যুদ্ধ বাধাইয়াছেন তাহাতে আমার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, আপনাকে এ সম্বন্ধে কিছু লিখি নাই। তাহার কারণ আমি সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি জানি আমার অপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি অনেক আছেন—এ বিষয়ে তাঁহাদেরই উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমার বোধ হয় যখন যুদ্ধ ব্যবস্থাপকেরা আপনারই মতাবলম্বী তখন এইরূপ বিষয়ে যাহা অস্বাভাবিক গবর্ণমেণ্টের তাহাই নিবারণ করা কর্ত্তব্য। লোকে যে আপনা হইতেই সব করিয়া লইবে ইহা দুরাশা। তাহাদিগকে আইনের সাহায্য দেওয়া আবশ্যক, কেন না আইন; সাধারণ মতের সমষ্টি মাত্র। আমার মতে অপুষ্ট দেহ বালক বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু বাধা বিবাহের উৎসাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য কেন না তাহা না করিলে আপনারা দূষিত ইউরোপীয় প্রথার অনুবর্ত্তক হইয়া পড়িবেন।"

অধ্যাপক মক্ষমূলারের মতামত চাহিবার অগ্রে দেশীয় পণ্ডিতগণের মতামত প্রার্থনা করা মালাবারির উচিত ছিল। মক্ষমূলার জ্ঞানী ও সংস্কৃতজ্ঞ হইতে পারেন, কিন্তু এ দেশীয় আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার মত সহসা গ্রহণ করিবার জন্য আমরা প্রস্তুত নহি। বাল্য বিবাহ যুবকগণের নিকট নিন্দনীয় বলিয়া বোধ হইলেও আমরা উহা হইতে যে পরিমাণে মঙ্গল লাভ করি অমঙ্গলের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অধিক নহে। এই বাল্য বিবাহের জন্যই হিন্দুর মধ্যে ইউরোপের ন্যায় ব্যভিচার দোষ ঘটে না। দরিদ্রের স্ত্রী বিধবা হইলে ইউরোপে যেমন নানা প্রলোভনে পতিত হইয়া ইহ পরকাল নষ্ট করেন, হিন্দুসমাজে প্রায় সেরূপ দেখা যায় না। বাল্য বিবাহের ফলে পতি পত্নী উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে না, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারে না। উভয়ের প্রীতি বলবতী হয় এবং উভয়ের জন্য উভয়ের দায়ীত্ব বোধ জন্মে। বাল্য বিবাহে হস্তক্ষেপ না করিয়া গবর্ণমেণ্ট শিশুবিবাহ নিবারক ব্যবস্থা প্রচলিত করেন ইহাই মক্ষমূলারের অভিমত। আমরা বলি গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে সমাজে একটা দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিবে। সমাজ হইতেই এই দূষিত প্রথা নিবারণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সমাজের ভিতর যাহা অহিতকর হইবে তাহারই জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট ছুটিয়া যাইবার কোন আবশ্যক নাই। শিশু বিবাহ নিবারণ এমন কিছু কার্য্য নহে যে তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশু বিবাহ এক প্রকার রহিত হইয়াছে। অশিক্ষিতের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ই—শিশু বিবাহের পক্ষপাতী হিন্দুর মধ্যে যে জাতিকে পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয় তাঁহাদের কন্যার সংখ্যা অল্প, সুতরাং কন্যার মূল্য অধিক হওয়ায় লোকে কন্যার শিশুকাল হইতে বিবাহার্থী হয়। কোন কন্যা পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় তাহার আত্মীয় বন্ধুরা শীঘ্র শীঘ্র কন্যার বিবাহ দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হন। কোথাও বা পিতা অর্থ আত্মসাৎ করিয়া শিশু কন্যার বিবাহ দেন। এইরূপে শিশু বিবাহের উৎপত্তি হয়। শিশু বালকের বিবাহ হিন্দুর মধ্যে প্রায়ই রহিত হইয়াছে। যাহা আজও বর্ত্তমান আছে সমাজের দলপতি কি সমাজ সংস্কারকগণ কিছু দিন চেষ্টা করিলে তাহা নিবারিত হইতে পারে। আইন ব্যবস্থায় সমাজ সংস্কার করিতে যাওয়া, বিশেষতঃ এক জাতীয় সমাজের পক্ষে ভিন্নজাতীয় রাজার হস্তে সমাজ রক্ষা প্রার্থনা করা নিতান্ত অযৌক্তিক ও অন্যায় কার্য্য।

—০০—

গত ১৪ ই জুলাই টাউনহলে যে বিরাট সভা হইয়াছিল তাহাতে দেশীয় বিদেশীয় ইংরাজ বাঙ্গালী একত্র হইয়া গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের বিরুদ্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১। শিক্ষাবিভাগের রাজস্ব হইতে অনর্থক অনেক টাকা ব্যয় হয়।

২। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারি সাধারণের

অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয় সুতরাং ইহাতে সাধারণের যথেষ্ট ক্ষতি।

৩। যাঁহারা অধিক বেতন পাইয়া সুখস্বচ্ছন্দে দিনযাপন করেন তদ্ব্যতীত আর সকল কর্ম্মচারীকেই সিমলাবাসে অনেক কষ্ট পাইতে হয়।

৪। ইংলণ্ড ও অন্যান্য প্রদেশে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণকে যেরূপ বেতন দেওয়া হয়, সিমলা বাসের জন্য ভারতের কর্ম্মচারিগণ তাহার চতুর্গুণ বেতন পাইয়া থাকেন।

৫। সিমলা বাসের পক্ষীয় লোকেরা বলেন ভারতবর্ষের জলবায়ু তাঁহাদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর; মান্দ্রাজ ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিরা সিমলা বাস না করিয়া বেশ সুস্থ আছেন। যেসকল ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী নহেন তাঁহারাও সিমলায় না গিয়া অসুস্থ হন নাই; সিমলাবিহারার্থীরা যে যুক্তিযুক্ত কথা বলেন নাই, ইহাই তাহার প্রমাণ।

৬। সিমলায় ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছেন না। ইহাতে ব্যবস্থাপক সভা স্বাধীন হইতে পারেন নাই।

৭। সিমলা বাসের কারণ গবর্ণমেণ্টের প্রজার সহিত সংস্রব নাই। দূরে থাকিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রজার ভাবাভাব জ্ঞাত হইতে পারেন না।

৮। রাজ্যের মধ্যস্থলে রাজধানী স্থাপন করা আবশ্যক। চতুর্দ্দিক হইতে রাজ্যের যে বিপদ ঘটিতে পারে মধ্যস্থলে থাকিলে তাহাদিগের নিবারণ হইতে পারে। এই যুক্তি দেখাইয়া যাঁহারা সিমলাবাসের পক্ষপাতী হইতে চান। এই সভা তাঁহাদের সে যুক্তি স্বীকার করিতে অক্ষম।

৯। এরূপ ব্যবহার কুত্রাপি অন্য কোন গবর্ণমেণ্টেরই দেখা যায় না।

১০। উচ্চপদস্থ উপযুক্ত রাজনৈতিক ও ব্যবস্থাপক কর্ম্মচারিগণের নিকট এরূপ ব্যবহার নিতান্ত ন্যায় ও যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

এ কয়টী রেজলিউসন পাস হইবার পর সভায় অনেক বক্তা সিমলাবিহারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করেন এবং যাহাতে সিমলা হইতে গবর্ণমেণ্ট রাজধানী উঠাইয়া আনেন তজ্জন্য আবেদন করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হন। আমরা আশা করি সভা এই সাধু উদ্দেশে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

—◆◆—

সহযোগী ঢাকাপ্রকাশ প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পরিবর্ত্তন টা সকলেরই ভাল লাগিল। কেহ কেহ বলিতেছেন শোণিত ও মস্তিষ্ক যখন উষ্ণ থাকে তখনই লোকে হুজুকে মাতিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে আবার রক্ত ও মস্তিষ্ক কিছু শীতল হইলে হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া ক্রমেই বিশাল হিন্দুধর্ম্মের দিকে তাহাদের মন আকর্ষিত হয়। ঢাকাপ্রকাশের তাহাই ঘটিয়াছে। কেহ কেহ বলেন সহযোগীর চপলচিত্ততা ও ধর্ম্মবিশ্বাসের শিথিলতাই এই পরিবর্ত্তনের কারণ। পরিবর্ত্তনের কারণ কি সহযোগী তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা ঢাকাপ্রকাশের পূর্ব্বতন হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ প্রচারে বড় সুখী হইলাম, কিন্তু তাঁহার পরিবর্ত্তনের কারণগুলি আমাদের বড় ভাল লাগিল না। সহযোগীর একটী আপত্তি ব্রাহ্মধর্ম্মে রাজনৈতিক উন্নতির ব্যাঘাত হয়। আমরা বলি যদি ধর্ম্মনীতি লইয়া ধার্ম্মিকের কার্য্য হয় রাজনীতির সহিত তাহার সম্পর্ক কি? যাঁহারা রাজনীতির অভাব দেখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে অসার মনে করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। প্রকৃত প্রেম ভক্তি ও বিশ্বাসমূলক ধর্ম্মের সহিত রাজনীতি কি সমাজনীতির, কিছু মাত্রই সম্পর্ক নাই। যদি হিন্দুধর্ম্মই সহযোগীর প্রকৃত বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে তবে প্রকৃত আধ্যাত্মিক হিন্দুধর্ম্মে সহযোগী যেন তাহার ভিতর রাজনীতি মিশাইয়া না ফেলেন। রাজনীতি মনুষ্যের নীতি ইহাতে অনেক ভ্রম প্রমাদ আছে। ঐশ্বরিক ধর্ম্ম নীতিতে সেরূপ ভ্রম প্রমাদের গন্ধ পর্য্যন্তও নাই। সুতরাং অভ্রান্ত পবিত্র পদার্থের সহিত ভ্রান্ত রাজনীতি মিশাইতে গেলে ধর্ম্ম যে অধর্ম্মই পরিণত হয় সহযোগীর তাহা জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা আবার তাঁহাকে সাদরে স্বধর্ম্মে গ্রহণ করিতেছি। সহযোগী ধর্ম্মের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক না রাখিয়া প্রশান্তভাবে ধর্ম্মাচরণ করেন ইহাই আমাদের অভিপ্রেত।

—◆◆—

বোম্বাই স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের সুন্দরী বাই নাম্নী একটী ছাত্রী তাহার স্বামীর নামে আদালতে অভিযোগ করে। স্বামীর দোষ প্রমাণ হওয়াতে এক দিনের জন্য কারাবাস ও তিন শত টাকার জরিমানা হয়। স্বামী ও স্ত্রীতে বিবাদ হইলে আজকাল স্ত্রী আদালত আশ্রয় লয় এবং কথায় কথায় স্বামী পরিত্যাগের প্রার্থনা করে। আমরা এখনও দেখিতেছি যে স্বামী যদি স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে সমাজের লোকে তাহার শাসন করে। এখন সমাজ বন্ধন যেরূপ শিথিল হইয়াছে তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে যুবকদিগের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তিও সেইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রবৃত্তি যেরূপ দূষিত প্রাচীন রীতি সেরূপ দোষাবহ ছিল না। এখন যে যুবতী রমণীগণ স্বাধীনতার প্রভাবে আদালতে গিয়া উঠে এবং স্বামী পরিত্যাগ করে তাহা নহে উহাদিগের মধ্যে ব্যভিচার স্রোত অধিকতর ও স্বামীর উপর হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রণয়ের যে তফাত পড়িয়াছে তাহা অনেকে দেখিতে পাইতেছেন। যে সকল মহিলা উপযুক্ত শিক্ষা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাদিগের মন উন্নত হইয়াছে ও যথার্থ পথে পদার্পণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এরূপ শ্রেণীর কয় জন মহিলা সমাজে দেখা যায়। অতএব অগ্রে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া পরে স্ত্রী স্বাধীনতার প্রশ্রয় দেওয়া যুবকদিগের কর্ত্তব্য।

—◆◆—

বাবু অমৃতলাল রায় ও হিন্দুসমাজ।

গৌরিভা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায় বিলাত ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। দেশে আসিয়া তিনি যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু সমাজে প্রবেশলাভ করিতেছেন। বাবু অমৃতলাল একজন বিনীতস্বভাব উদারচিত্ত উৎসাহী যুবক। এত দিন পাশ্চাত্য প্রদেশে বাস করিয়া, পাশ্চাত্য ব্যবহার ও পাশ্চাত্য ভাষায় অভ্যস্ত হইয়া তিনি জন্মভূমির কথা ভুলেন নাই। আমেরিকা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি মাতৃভূমির দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করিয়া যে হৃদয়গ্রাহী পত্র খানি লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্বদেশপ্রিয়তা, স্পষ্টবাদিতা ও প্রকৃত মহত্ত্বের কথা সুন্দর রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাবু অমৃতলাল রায় প্রথমে জামালপুর মাইনর স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এণ্ট্রান্স ও এল এ, পরীক্ষা দেন। তৎপরে বিদেশ ভ্রমণ বিশেষতঃ ইংলণ্ড গমনের জন্য তাঁহার ইচ্ছা হয়। ক্রমে সেই ইচ্ছা এত বলবতী হয় যে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের কোন কথাতেই কর্ণপাত না করিয়া একেবারে তিনি কলিকাতা হইতে বিলাত যাইবার জন্য বাহির হন। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া তিনি নিতান্ত দুঃখিত ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়েন। তাঁহার পিতা জামালপুরে ট্রাফিক আফিসের একজন প্রধান কর্ম্মচারী। তিনি পুত্রের এই বলবতী প্রবৃত্তি দমন করিতে না গিয়া ক্রমে বিলাত যাত্রা করিবার জন্য পুত্রকে সাহায্য করাই উচিত বিবেচনা করিলেন। বাবু অমৃতলাল কৃতকার্য্য হইবার সুযোগ দেখিয়া আর কাল বিলম্ব না করিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। লোকে যেমন

সর্ব্বকরী বিদ্যা লাভ করিবার জন্য বিলাতে যান, অমৃতলালের সে উদ্দেশ্য ছিল না। লেখা পড়া শিখিয়া কিসে তিনি ইংলণ্ডবাসীকে ভারতের দিকে আকৃষ্ট করিবেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। আমেরিকাতেও তিনি সেই উদ্দেশ্যে গমন করেন। সেখানে বিশিষ্ট নানা ব্যক্তিবর্গ তাঁহার সহিত যেরূপ সহানুভূতি করিয়াছিলেন তাহাতে বোধ হয় অমৃতবাবু অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমেরিকাবাসিরা যে ভারতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, সেও কেবল বাবু অমৃতলালের চেষ্টায়। এই চেষ্টায় তিনি অনেকের অনেক কথা শুনিয়াছেন, সে দিন পাদ্রিও পাইওনিয়ার তাঁহার উপর কটাক্ষ করিতে ত্রুটী করেন নাই। অমৃতলাল সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য—স্বদেশের দুঃখের কাহিনী কীর্ত্তন করা। ধনেশী আমেরিকাকে তিনি সে দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া শুনাইয়াছেন, ভারতের অভাব, ভারত গবর্ণমেণ্টের ত্রুটী এমন করিয়া বলিয়াছেন যে হিন্দু জাতির এক দিনের গৌরবের কথা, প্রতাপের কথা, ঐশ্বর্য্যের কথা, আর এক দিনের অধঃপতনের কথা বীর্য্যহীনতার কথা, দুর্ব্বিসহ দারিদ্র্যের কথা কোন দেশের কোন জাতির গোচর হইতে বাকি নাই। অমৃতভাবী অমৃত এখন ঘরে আসিয়াছেন—দীনহীন বিনীতের ন্যায় স্লেচ্ছসহবাসরূপ সামাজিক অপরাধের জন্য শাস্ত্রী ও শাস্ত্রীয় মতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশলাভ করিবার জন্য সমাজদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। হিন্দু সমাজ কি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন? অমৃতলালের আর হ্যাট্কোট্ নাই, টেবিলে খানা নাই, পাশ্চাত্য রুচি পাশ্চাত্য ব্যবহারের কিছুই তাঁহাতে বর্ত্তমান নাই, এখন তিনি ধুতি চাদর ধরিয়াছেন, দেশীয় আহারে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, বৈদ্য সমাজের উপযুক্ত হিন্দু নীতি ও হিন্দু ব্যবহারসম্মত সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—অধিকন্তু তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, উৎসাহ ও স্বদেশহিতৈষণা ভারতের মঙ্গলের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। হিন্দুসমাজ কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন? অমৃতলাল স্বজাতির মঙ্গলের জন্য স্বজাতিচ্যুত হইয়া স্বীয় পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের বিরহ সহ্য করিয়া দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া আসিলেন হিন্দুসমাজ কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃতঘ্নতা দেখাইবেন? স্বজাতীয়ের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে, হিন্দুসমাজ কি তাঁহাকে চির দিনে বিজাতীয়ের সহিত বসবাস করিবার জন্য দূর করিয়া দিবেন?

আমরা কখনই এরূপ কার্য্যের প্রশ্রয় দিতে পারি না। যাহাতে হিন্দুসমাজ ছিন্নভিন্ন, শ্রীভ্রষ্ট ও সৌষ্ঠববিহীন হয় আমরা কখনই এরূপ ব্যবস্থার পক্ষপাতী নহি। বিলাত ফেরতগণকে সমাজ হইতে দূরীভূত করিয়া দিলে হিন্দু আর কিরূপে ইংরাজরাজ্যে ভবের কামনা করিতে পারেন? আমাদের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজের দেশে গিয়া ইংরাজী ভাষা ইংরাজী রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার শিক্ষা করেন স্বভাবতঃ তাঁহারাই ভারতে ইংরাজের কিছু অধিক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠেন, তাঁহাদিগের উপর ইংরাজের বিশ্বাস হয়, কোন অন্যায় কার্য্য করিতে গেলে তাঁহাদের দেখিয়া ইংরাজের ভয় হয়—কারণ ইঁহারা ইংরাজের ঘরের কথা জানেন। বিলাত ফেরতেরা কৃতবিদ্য। তাঁহাদের ঘরে রাখিলে হিন্দু ইংরাজের রাজ্যে নানা প্রকারে লাভবান হইতে পারেন। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর নানাপ্রকারে ক্ষতি। গবর্ণমেণ্টকৃত অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া ইঁহারা যতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন ইতরের পক্ষে সেরূপ কৃতকার্য্য হওয়া দুষ্কর। রামমোহন রায় যদি বিলাতে না যাইতেন, কেশব যদি বিলাতে না যাইতেন, সুরেন্দ্র কি লালমোহন যদি বিলাতে না যাইতেন, বিলাতে থাকিয়া যে সকল মহাত্মারা ভারতবাসী ভারতের মঙ্গলোদ্দেশে অনবরত পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহাদিগকে যদি বিলাতে যাইতে দেওয়া না হইত, তাহা হইলে কি ইংরাজ রাজত্বে ভারতের কোন দুঃখ দূর হইত? বিলাতে না গিয়া এ দেশে কে আমাদের হিতসাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা আমরা স্বীকার করি। রামগোপাল, হরিশ ও কৃষ্ণদাসের হস্তে ভারতবর্ষ কতদূর উপকার পাইয়াছেন তাহা এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত দেখিয়া শুনিয়া আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি আমাদের দেশীয় নব্য সহযোগিগণের মধ্যে বোধ হয় অল্পই ততদূর জানিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই রামগোপাল হরিশ ও কৃষ্ণদাসই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, ইংরাজের হস্তে সুশাসন ও সুখসমৃদ্ধলাভ করিবার নিমিত্ত ভারতবাসীর বিলাতে যাওয়া প্রয়োজন। আমরা এই সকল মহাত্মারই উপদেশবাক্য গ্রহণ করিয়া বলি, হিন্দুসমাজ পায়ের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না।

কেহ কেহ লাভ ক্ষতি ছাড়িয়া কেবল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বিলাত ফেরতকে সমাজ হইতে তাড়াইতে চান। অনেকেই এই বৃদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ অনেকবার শুনিয়াছেন এখন যাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়া, সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছেন তাঁহাদের অনেককেই বিদ্যাসাগরের ক, খ পড়িতে দেখিয়াছি। তাঁহারা একবার যেমন বৃদ্ধের কথা শুনিয়াছিলেন এখন তেমনি আর একবার শ্রবণ করুন। স্লেচ্ছদেশে বাস স্লেচ্ছের ভোজন ও স্লেচ্ছ স্ত্রীগমন ইত্যাদি জ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিলে শাস্ত্রানুসারে অপরাধীকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রমাণের জন্য শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিবার অধিক আবশ্যক নাই। বাবু অমৃতলালকে সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য ভট্টপল্লিবাসী পণ্ডিতবর চন্দ্রনাথ, রাখালচন্দ্র ও মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহোদয় প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে সকল প্রমাণাদি প্রয়োগ পূর্ব্বক ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাই এ বিষয়ের মত সমর্থনের জন্য যথেষ্ট হইবে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উদ্যোগী হইয়া পণ্ডিতগণের মতামত গ্রহণ পূর্ব্বক অমৃতলালকে সমাজে লইবার চেষ্টা করিতেছেন। বৈদ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও এই মতের পোষক হইয়াছেন। কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানে যেসকল বৈদ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি অমৃতলালকে সমাজে লইবার পক্ষে প্রতিবাদী হইয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দি। বিলাত ফেরতগণকে সমাজে গ্রহণ করিলে সমাজ বন্ধনী শিথিল হইবে না, ধর্ম্মের পক্ষে বিশেষ কোন ব্যাঘাত হইবে না। আমাদের দেশের যেসকল ব্যক্তি বিলাতে না গিয়াও ঘরে বসিয়া স্লেচ্ছাচার করিয়া থাকেন তাঁহারা যেমন হিন্দুধর্ম্মের শত্রু, বিলাতে গিয়া স্লেচ্ছ ভোজনে বাধ্য হইয়া বিলাত ফেরতগণ হিন্দুধর্ম্মের ততদূর শত্রু হইতে পারেন না। যাঁহারা আমাদের মতের প্রতিবাদী তাঁহারা ঘরের শত্রু অগ্রে দূর করিতে পারিলে তবে বাহিরের লোককে শত্রু বলিবার অধিকার পাইবেন, লোকাচারের উপর ধর্ম্মের শাসনদণ্ড তাঁহাদিগকে গ্রাহ্য করিতে হইবে।

—০০—

দলীপ সিংহ।

বিলাতের সংবাদপত্রে প্রচার যে দলীপ সিংহ স্বীয় রাজ্যলাভের চেষ্টা করিয়াই ভারত গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হইয়াছেন। দলীপ ষ্টেটসেক্রেটারিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন আমাদের বিলাতি সহযোগিগণ যদি তাহা বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতেন তবে তাঁহাদের এ ভ্রম একবারে দূরীভূত হইত। ইঁহারা দলীপের সহিত সহানু-

ন্যায় উৎপীড়ক আইন বুঝি আর ত্রিজগতে এই যে প্রণালীতে কুলিসংগ্রহ করা হয় তাহা মুসলমান রাজ্যের দাস সংগ্রহ প্রণালী খৃষ্টানের পুরাকালীন সৈন্য সংগ্রহ প্রণালী।

প্রলোভন দেখাইয়া কুলি যুটাইবার জন্য চাকর সাহেবেরা স্থানে স্থানে দালাল নিযুক্ত করিয়া রাখেন। নিরক্ষর দরিদ্রলোক দালালদিগের প্রবোচনায় উত্তম পান ভোজন ও উত্তম বসনের প্রলোভন পাইয়া উহাদিগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করে। দালালগণ প্রভুর সম্মুখে শিকার ধরিয়া দিয়া তাহাদিগকে এগ্রিমেন্টের নামে দুর্ভেদ্য নাগ পাশে আবদ্ধ করে। মূর্খ কুলি বুঝিতে পারে না যে এই দাস খতে সাক্ষর করিয়া তাহার ঐহজীবন বিক্রীত হইবে, স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে, দারুণ যন্ত্রণায় প্রাণ পর্য্যন্ত ও বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

একবার সংকারক দিগের চক্রে পড়িলে কুলির জাতি যে ধর্ম্ম ইহকাল পরকাল সকলেরই বলিদান করিতে হয়। পুরুষ, রমণী, বালক বালিকা কেহই আর যমদণ্ড কি নরকবহ্নি হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

গবর্ণমেণ্ট এই সকল অত্যাচারের দিকে আর দৃষ্টিপাত করেন না বরং আইন ব্যবস্থায় চাকর সাহেবদিগকে এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিতে প্রশ্রয় দেন। বঙ্গবাসী ও আসাম বাসী তোমরা কি এই কুলি আইনটীর সংস্কার করিয়া চাকর সাহেব দিগের দর্পচূর্ণ করিতে পার না? দরিদ্রের যে সর্ব্বনাশ, দেশের যে সর্ব্বনাশ হয়। এত আইন কানুন লইয়া তোমাদের আলোচনা, আর যে আইনে লোকের ধন, প্রাণ, ধর্ম্ম, একাধারে সকলই বিনষ্ট হইতেছে সে আইনের সংশোধন করিতে তোমাদের কি প্রবৃত্তি জন্মে না?

—**—

ব্যবস্থা বিভ্রাট।

খাজনার আইন লইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে একটা ভয়ানক বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালার নূতন খাজনার আইনে বাঙ্গালার জমীদার ও প্রজাবর্গের মধ্যে এক নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। প্রজা কখন যাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই জমীদার কখন যাহা কল্পনাতেও অনুভব করেন নাই বিলাতি প্রভুগণের মস্তিষ্কে সেই সকল বিষয় প্রজা জমীদারের অভাব ও আবশ্যক বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। দেশীয় প্রথা পদ্ধতির বর্ণমালা পর্য্যন্তও শিক্ষা না করিয়া বিদেশীয় ব্যবস্থাপকগণ তাহার পরীক্ষক ও ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বিলাতি চিন্তা ও বিলাতি কল্পনাতে মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ করিয়া এদেশে পদার্পণ করেন আর কল্পনায় এ দেশীয় লোকের নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি করিয়া বিজাতীয় আইন ব্যবস্থা প্রচার করিয়া বসেন। প্রজা জমীদার সম্বন্ধীয় আইন দেওয়ানী আইনের মধ্যে প্রধান স্থানীয় এবং দেওয়ানী আইনগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। ইহা লইয়াই ব্যবস্থাপকগণের অধিক টানাটানি। বাঙ্গালা, আসাম ও পঞ্জাব এই তিনটী স্থানে খাজনার আইন যে কয়বার পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে প্রজা ও জমীদার উভয়েরই অনিষ্টের হেতু হইয়াছে। এখন পঞ্জাবের নূতন আইনটীই আমাদের বিবেচ্য:—

পঞ্জাবের জমীদারেরা প্রথমেই যখন তদ্দেশে প্রজাপত্তন করেন তখন প্রজারা জানিত না যে ভূমির চাষ আবাদ করিলে প্রজার আবার কোন কালে কোনরূপ দখলী স্বত্ব জন্মে। বাস্তবিকই যখন তাহাদিগকে জমীদারেরা প্রজা স্বরূপে গ্রহণ করেন তখন এইরূপ কোন অধিকার দেওয়া জমীদারের উদ্দেশ্য ছিল না। সেই পূর্ব্বাবধি বরাবর তাহারা ইচ্ছাধীন ও স্বত্বশূন্য প্রজা হইয়া ভূমি অধিকার করিত, এবং প্রজার কোন স্বত্বাধিকার লাভ করিবার প্রথা পঞ্জাবে কোন কালেই বর্ত্তমান ছিল না। ১৮৬৩ অব্দে পঞ্জাবের ভূমি ও রাজস্ব সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত হইল। ব্যবস্থাপকগণ দেখিলেন যখন বিলাতে প্রজাবর্গের ভূমির উপর একটা স্বত্ব দেওয়া হয় পঞ্জাবেও সেইরূপ বিধি প্রচলিত করা যুক্তিযুক্ত। এই বন্দোবস্ত প্রচার করিবার পর জমীদার বহুদিন সম্ভুক্ত ভূমিগুলিতে প্রজার সম্পূর্ণ অধিকার হইবার ভয়ে তাহাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন। উভয়ের ভিতর আস্থা ও সৎ-সদ্ভাব একেবারে দূরীভূত হইয়া উভয়ের মধ্যেই বিবাদ বাঁধিয়া উঠিল। বহুদিন ধরিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রজা ও জমীদারের সে বিবাদ মিটাইবার চেষ্টাও করিলেন না, কোনরূপ চেষ্টা করিলেও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বিবাদ কেবল প্রজার স্বত্ব লইয়া। পঞ্জাবের জমীদারেরা একবার সমস্বরে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৫৭ অব্দের প্রবল বাত্যার পর প্রতিবাদটা কিছু গুরুতর করিয়া তুলিতে তাঁহাদের সাহসে কুলায় নাই। পঞ্জাবে বাস করিয়া যে সকল ইংরাজ বহুদিন হইতে তদ্দেশীয় ব্যবহার প্রথা দেখিয়া আসিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন আপত্তি করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন, ব্যবস্থাপক যন্ত্রের যন্ত্রিগণ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া সব জান্তার ন্যায় ১৮৬৮ অব্দের পঞ্জাবী খাজনার আইন প্রচার করিলেন, অধিকারবিহীন দখল করিয়া ভূমি সকলে প্রজার প্রজাই স্বত্ব জন্মিয়াছে। অধি- ম ইহাতেই বুঝি সকলদিগের শান্তি হইবে, আজ ১৮ বৎসর অভিজ্ঞতায় সে বিশ্বাস বিচলিত হইল। প্রজার প্রবল জমীদারের অত্যাচার উক্ত আইনের গুণে হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্যবস্থাকর্ত্তারা দেখিলেন এটী তাঁহাদের ভ্রম, সুতরাং আবার এই দশবৎসরের মধ্যে একটী নূতন খাজনার আইন প্রচলন করিতে হইয়াছে।

এই আইনটী অন্যান্যের মত আইনের অনুকরণে গঠিত। বাঙ্গালার আইনে যে সকল ত্রুটী ও অভাব আছে পঞ্জাবের আইনে তাহার দ্বিগুণ বর্ত্তমান আছে। অধিকন্তু দেশীয় ব্যবহার ভেদে যে কয়েকটী পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে তাহাতে উভয় দলেরই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। একে দুরূহ আইন, তাহাতে বিলাতের প্রভুরা বারমাস নিয়মাধীন করিয়া দেশীয় লোকের কাল্পনিক অভাবের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সুতরাং খাজনার আইনের নূতন ব্যবস্থায় কাহারও যে মঙ্গল হইতে পারে না তাহা একপ্রকার স্থিরনিশ্চিত। বিশেষতঃ আইনের ঘন ঘন পরিবর্ত্তনে লোকের দিন দিন নূতন নূতন বন্দোবস্ত করিতে হয়। সকল লোকে আইন পড়িতে সক্ষম নহে, সুতরাং একবার পরিবর্ত্তন হইলে সেই আইনের উদ্দেশ্য বুঝিতে তাহাদের অনেক দিন কাটিয়া যায়। তার পর সেই আইন অভ্যস্ত হইতে না হইতেই যদি ব্যবস্থাকর্ত্তারা তাহাদের উপর আর একটী নূতন প্রকারের ব্যবস্থার ভার চাপাইয়া দেন তাহা হইলেই সব সম্বন্ধে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয়। ব্যবস্থাপক প্রভুরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া দুইবার পরিবর্ত্তনের পর ১৮৮৩ অব্দে এই অভিনব আইনের জন্ম দিয়া বসিয়াছেন।

নূতন আইনের প্রধান আপত্তি রেভিনিউ আফিসারের অনুচিত ক্ষমতা বৃদ্ধি। উক্ত আইনের ১০ ধারায় রেভিনিউ আফিসারকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে তিনি ইচ্ছা করিলেই প্রজাই সম্বন্ধে প্রজার নিরূপিত খাজনার হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। জমীদারের এই নিজস্ব স্বত্বটী একজন একজিকিউটিভ আফিসারের হস্তে কেন দেওয়া হইল আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা এই পর্য্যন্ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারি গবর্ণমেণ্ট জমীদারের হস্ত হইতে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের অধিকারগুলি কাড়িয়া লইতেছেন। যেন জমীদার তহসিলদার মাত্র প্রজার নিকট বেতন স্বরূপ ভূমির সামান্য একটা উপস্বত্বের অংশ পাই-

লেই তাঁহার গ্রাহক যথেষ্ট হইল। নূতন আইনে জমীদার যদি প্রজার উপর জোতজমাবাজের ডিক্রি পান তবে ডিক্রি জারির সময় রেভিনিউ আফিসার বিচার করিয়া দেখিবেন যে সমস্ত খাজনা না দিবার জন্যই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক জমীদারের যে ক্ষতি হয় দেনদার যদি তাহার পূরণ করিতে স্বীকার করেন কিম্বা প্রজা স্বীকার করিলে যাহাতে কোনরূপে ক্ষতিপূরণ হইতে পারে, রেভিনিউ আফিসার এরূপ কিছু বিবেচনা করিলে তৎক্ষণাৎ সে ডিক্রিজারি বন্ধ করিতে পারেন। সম্পূর্ণ বিলাতি আইন স্পেসিফিক রিলিফ এক্টের ভাব ও উদ্দেশ্য লইয়া এই ব্যবস্থাটি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ক্ষতি পূরণ কাহাকে বলে এবং জমিচ্যুতি ব্যতীত অপর কোন্ প্রকারে প্রজা জমীদারের ক্ষতি পূরণ করিতে পারেন প্রজার তাহা অবধারণ করিতে বহুবৎসর কাটিয়া যাইবে। নিরক্ষর প্রজার এই খেঁসারত ব্যবস্থা কেন যে প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহাও আমাদের বুদ্ধিশক্তির অগম্য। বোধ হয় প্রজার স্বত্ব দৃঢ়ীকৃত ও প্রজাকে জমিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্যই এই ব্যবস্থা। কিন্তু প্রজা এই নূতন স্বত্ব লইয়া চিরদিনই যদি জমীদারের সহিত বিবাদ করিতে থাকেন তবে দরিদ্রেরা এই স্বত্বটুকু লইয়া কি ধুইয়া খাইবে?

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে এই রেভিনিউ আফিসারের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল নাই। যে আইন নবী দেওয়ানী আইনের শীর্ষস্থানীয়, যাহাতে প্রজার মঙ্গল, প্রচুর অনুকূলা, রাজস্বের বৃদ্ধি ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে, তাহাতে আপীলের পথ বন্ধ করিয়া একজন মাত্র বিচারকের হস্তে মরণ জীবন নির্ভর করা যে কতদূর দোষাবহ কার্য্য তাহা সাধারণেই বুঝিতে পারেন। আমরা জানি একটী বাকী খাজনার মকদ্দমা লইয়া কখনও কখনও বিলাত আপীল পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। দুইটী নিম্ন আদালত ও দুইটী উচ্চ আদালতের সাহায্য ব্যতিরেকে যখন এক একটী খাজনা মকদ্দমার সুবিচার হয় না তখন একজন মাত্র আইনানভিজ্ঞ রাজস্ব কর্মচারীর হস্তে এই গুরুভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা ব্যবস্থাপক সভার কখনই কর্তব্য হয় নাই।

যদি কোন অনৈসর্গিক কারণে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হয় তবে উক্ত জমির জমা বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। কোন নৈসর্গিক কারণে যদি এরূপ কার্য্য সম্পন্ন হয় তজ্জন্য জমীদারের খাজনা বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা কেন দেওয়া হয় নাই তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

প্রজার ইজারা সম্বন্ধে আইনের আর একটী চমৎকার বিধি প্রণয়ন করা হইয়াছে। প্রজা মুখের কথায় ইজারা দিলে অধিকারী হইবে, কিন্তু জমীদার যদি লিখিত পত্রে জোত উঠাইয়া লইতে না দেন তবে তাঁহার সে কার্য্যটি আইন সঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। আমরা এরূপ দারুণ বৈষম্যের ভিতর প্রবেশ করিয়া এইমাত্র বুঝিতে পারি গবর্ণমেণ্ট এখন মধ্যবর্ত্তী জমীদারগণকে অন্তর্বর্ত্তী করিয়া কেবলমাত্র প্রজার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চান। কর্ণওয়ালিস যে উদ্দেশে জমীদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সে উদ্দেশ্যের বিপর্যয় করিয়া এক নূতন পথ অবলম্বন করিতে চান। তাই পঞ্জাব, মধ্যদেশ, উত্তর পশ্চিম ও বাঙ্গালা দেশের নূতন খাজনার আইনগুলিতে জমীদারের অনেক স্বত্ব কাড়িয়া লইয়া গবর্ণমেণ্ট তাহা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থার ফল যে কি হইবে তাহা এখন হইতেই বুঝিতে পারিতেছি। জমীদারের সহিত প্রজার পিতাপুত্র সম্বন্ধ রহিত হইয়া শত্রুতা দাঁড়াইয়া যাইতেছে। প্রজার উপর পীড়নেরও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। জমীদার যখন তখন তাঁহার সহিত মামলা মকদ্দমা করিতে গিয়া দরিদ্র প্রজা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। প্রজার অর্থের অভাবে জমির উন্নতিসাধনের পক্ষে কোনরূপ চেষ্টা করা হইতেছে না। পক্ষান্তরে জমীদার আবার নীরস্বত্ব রহিত হইতেছে বুঝিয়া জমির উপর দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল অর্থের দিকেই দৃষ্টিপাত করিতেছেন—ভাবনা, পরে ঐ স্থানের জমীদারীটুকু পর্য্যন্তও কাড়িয়া লইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে দূর করিয়া দেন। যে ব্যবস্থার ফল এত বিষময় সে কি ব্যবস্থা না অব্যবস্থা বিভ্রাট?

এই ব্যবস্থা বিভ্রাটের প্রধান কারণ সিমলাবাস। ইউরোপীয় ব্যবস্থাপকগণের এতদ্দেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা ও ব্যবস্থাপক সভার পূর্ণ সংখ্যক দেশীয় কর্মচারীর অভাব। গবর্ণমেণ্ট কি তাহা বুঝেন?

পুস্তক সমালোচনা

শিশু রামায়ণ—শ্রীআশুতোষ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত মূল্য ৵০ দুই আনা। যদি বালক বালিকার চরিত্র গঠন করিতে হয় অগ্রে তাহাদের হস্তে রামায়ণ দেওয়া উচিত। সংসারে এমন বিষয় নাই, যাহা এই প্রকাণ্ড কাব্যে জ্ঞাত হওয়া যায় না। এমন নীতি নাই যাহা রামায়ণে শিক্ষা করা যায় না। পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির পরকাষ্ঠা, অগ্রজের প্রতি, অনুজের প্রতি, কর্ত্তব্য, রাজা প্রজার সম্বন্ধ সত্যবাদিতা কাহাকে বলে, মনুষ্যত্ব কাহার নাম, হৃদয়ের বল কতটুকু হইলে মনুষ্য নামের উপযোগী হওয়া যায়, সত্যের জয় এবং অসত্য ও অধর্ম্মের পরাজয় কিরূপে সংসাধিত হয় রামায়ণে তাহার জাজ্বল্যমান উপদেশ কথা ইতিহাস ও কাব্য আকারে মহাকবি হিন্দুর সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের শিক্ষার বিষয় যাহা কিছু আছে, মনুষ্যকে দেবত্ব প্রদান করিতে যাহা কিছু আবশ্যক হয়, রামায়ণ তাহা বর্ণনায়। বালক বালিকাদিগের পাঠের জন্য ইঁহারা সরল ভাষায় রামায়ণের ইতিহাস লিখিতেছেন তাঁহারা দেশের মধ্যে একটী মঙ্গলের সূত্রপাত করিতেছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সাবিত্রি লাইব্রেরির ৬ষ্ঠ ও ৭ম বাৎসরিক বিবরণী ও পুস্তকের তালিকা। আমরা এই পুস্তকালয়ের ক্রমোন্নতি দেখিয়া সুখী হইয়াছি। এই পুস্তকালয় হইতে কেবল যে লোকের বিনামূল্যে পুস্তক পাঠের সুবিধা হইয়াছে তাহা নহে। বৎসর বৎসর বিশিষ্ট নামা লেখক ও অধ্যাপকগণ এই লাইব্রেরির সাম্বৎসরিক সভায় সাধারণকে বিনা মূল্যে যে অমূল্য উপদেশকথা শুনাইয়া থাকেন তাহাতে সমাজের ভিতর এক একটী আলোচনার বিষয় উপস্থিত হয়। আমরা এই পুস্তকালয়ের মঙ্গল কামনা করি।

বাবাজীর ঝিঝির ঝুনি—শ্রীপাগলা বুড়ো বাবাজী কর্ত্তৃক প্রণীত চারুচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে কতকগুলি বাউলে সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্গীতগুলির বাঁধনি ভাল, রচনাও মন্দ নহে। প্রথম সঙ্গীতটীর ভিতর অনেকগুলি সমাজের গুপ্ত কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্দ্ধীর মঙ্গল (দৃশ্য কাব্য) অতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত এই পুস্তক খানিতে কাব্যের অনেক গুণিগুণ বর্ত্তমান আছে। রচনাও বেশ সুন্দর।

কৃষি বিজ্ঞাপন শ্রীকণ্ঠানন্দ ঘটক কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত—কৃষি শিক্ষার জন্য এই পুস্তক খানি বালকদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহাতে কোন্ মাসে কি রূপ ধান্য ও শাক সবজির বীজ বপন করিতে হয়, ফল মূল ও অন্যান্য শস্যের চাষ আবাদ কখন কিরূপে করিতে হয় ইহাতে তাহার বেশ উদাহরণ দেওয়া আছে। যে সকল কৃষক বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া দুইএক খানি পুস্তক পাঠ করিতে শিখিয়াছে নাইট স্কুলের শিক্ষকগণ তাহাদিগের জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পাঠ্য স্বরূপে গ্রহণ করুন।

—**—

(২।৩ জন) আর ৪৯ জাতির কেহ বাদ নাই। ইলক রামনারায়ণ তর্কচূড়ামণী নাগাইত ভৃত্যে কাওরা সকলেই সভ্য হইল। এক মাস্তর মধ্যে ২।৩ বার অধিবেশন হইল তার পর "ফরমা আর মাসা" কোথায় বা তোমার সভা কেবা তাহার সভা এখন আর কাহার টিকি দেখিতে পাওয়া যায় না, এখন "যে যার ঘিরে গেল গর্জিতে গর্জিতে"।

সম্পাদক মহাশয়। আজ ৭ দফা মাত্র আপনাকে জানাইলাম এখনও মিউনিসিপাল দেঙ্গা, দাতব্য চিকিৎসালয় দলাদলি, মিউনিসিপালিটীর নামে মকদ্দমা রুজু, প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় বাকি রহিল। বারান্তরে জানাইব।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ই জুলাই। বিলাতি নগরে পুরাতন হল্য দ্রু [illegible] হইয়া গিয়াছে। উহাতে গুঁড় পাথর লাগিয়া অনেক লোক আহত হইয়াছে।

পারিস ১০ই জুলাই। ডুক দয়াল আপন কার্য্যচ্যুতির প্রতিবাদ করিয়া প্রেসিডেণ্ট গ্রেবিকে একখানি কড়া চিঠি লিখিয়াছিলেন। এই অপরাধে স্যু সৈন্যদলভুক্ত হইয়া গিয়াছে যে উক্ত নামের নাম হইতে ত্বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

লণ্ডন ১৩ই জুলাই। লর্ড উইলিয়ম পলেট ফীল্ড মার্শালের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১২ই জুলাই। স্বাধীন নগরে যে পরিমাণ সৈন্য আবশ্যক তুরস্ক সৈন্যের সংখ্যা কমাইয়া তৎপরিমাণ করিবার জন্য স্থলতান হুকুম জারি করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ই জুলাই। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সার আর্শিবল্ড ডন, সার ফ্রেড্রিক বার্ড উড বেঃ সি, ই কক, সার জর্জ মেয়ল প্রভৃতি কয়েক জনকে সম্মান উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ই জুলাই। বাহারা ডিনামাইট দ্বারা অনিষ্ট ঘটায় সেই সকল অপরাধী দলকে গ্রেপ্তার করিবার এবং শাস্তি দিবার জন্য ব্রিটিশ ও আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট পরস্পর একটী সন্ধি করিতেছেন।

[illegible] যে বেলওয়ে প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা [illegible] হইয়াছে, এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ৫ই জুলাই; পিকিন হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে Black Flag's প্রতিনিধিগণ ফরাসীর [illegible] [illegible] করিতেছে।

লণ্ডন ৫ই জুলাই। ইউরোপের সহিত চীনের একটী সন্ধি হইয়াছে। অতঃপর পিকিনে পোপের একজন প্রতিনিধি থাকিবে।

লণ্ডন ১৭ই জুলাই। মহারাজ্ঞীর প্রধান আদেশ অনুসারে [illegible] গঠিত ব্যভিচারের মকদ্দমা পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে।

লণ্ডন ১৮ই জুলাই। বর্তমান প্রতিনিধি নির্বাচন কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, ফল এইরূপ দাড়াইয়াছে—৩১৬ জন অনুদারনৈতিক, ৭৮ জন ইউনিয়নিষ্ট (গ্লাডষ্টোন সাহেবের ত্যাজ্য দল, ১৯১ জন গ্লাডষ্টোন পক্ষীয় এবং ৮৫ জন পার্ণেল পক্ষীয় লোক মহাসভায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

লর্ড গ্রামবিল রাজনৈতিক জগৎ হইতে অবসর লইয়া নিভৃত জীবন যাপন করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

পারিস ১৭ই জুলাই। সমর সচিব জেনারল বুলাঞ্জারের সহিত সেনেটের অন্যতম সভ্য ব্যারন ডি লারিয়েঞ্জের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পিস্তল লইয়া যুদ্ধ হইয়াছিল। সেনেট সভার ঘটনা এই যুদ্ধের কারণ। প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের কেহই আহত হন নাই।

লণ্ডন ১৯এ জুলাই। গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্ত্রিসমিতি অচিরাৎ পদত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতবর্ষীয় এবং উপনিবেশিক প্রদর্শনীর জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার স্মরণার্থ ভারতবর্ষে এবং উপনিবেশসমূহে চাঁদা সংগৃহীত হইবে।

লণ্ডন ১৮ই জুলাই। যাকোহামা এবং সিঙ্গাপুরের মধ্যে জাহাজ গমনাগমনের জন্য একটী খাল কাটিবার অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

কোম্পানির কাগজের দর।

৪ টাকা সুদের কাগজ ৯৭৵১৩ ০ ৯৭।৬।-,

৪॥০	১৮৭৯	(১৮৮)	৯৯—
৪৸০	১৮৭৯।৭৯ (১ ৯৩)		১০১৵০—
৪॥০	১৮৭৯	(১ ৯৩)	ঐ ঐ

কলিকাতা

গত বুধবার আলিপুর মুন্সেফী আদালতের এক জন মোহরারের পুত্র সর্পাঘাতে মরিয়াছে।

গত রবিবারের পূর্ব্ব রবিবার মহাত্মা ডফ্ সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ডফ্ সাহেব শিক্ষিত সকল সম্প্রদায়েরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বন্ধুকে হারাইয়া সকল সম্প্রদায়ের লোক দুঃখিত হইয়াছেন।

অনেক মুন্সেফী আদালতের রীতি আছে। পক্ষগণ যে মুলতুবি খরচা দেন তাহা আদালতের সরঞ্জামীতে খরচ হয়। এরীতিটী নিতান্ত অন্যায়। আলীপুর মুন্সেফী আদালতে মুলতুবি খরচা লইয়া মুন্সেফের উকিলগণ একটী আইন পুস্তকালয় খুলিয়াছেন। মুলতুবি খরচা হইতে আইন পুস্তকাদি ক্রয় করা হয়। ইহাতে উকীল ও পক্ষগণের বিশেষ উপকার। সকল মুন্সফী আদালতেরই আলীপুরের অনুকরণ করা উচিত।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ গিয়াছেন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেনের কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইয়াছে।

মেছুয়া বাজারের একজন মুসলমান তাহার একবৎসর বয়স্ক একটী শিশুসন্তানকে ফেলিয়া কার্য্যান্তরে যান। শিশু একটী কেরোসিন তেলের টেঁপি লইয়া খেলিতেছিল। রমণী ফিরিয়া আসিয়া দেখে টেঁপিতে তেল নাই। শিশুর মুখে তেলের গন্ধ অনুভব হইতেছে। শিশুটীও নিদ্রাভিভূতের ন্যায় চক্ষু বুজাইতেছিল। বালক তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাঁস পাতালে লইয়া যায় সেখানে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়।

চিৎপুর রোডের একজন বেশ্যা সেদিন অহিফেন খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। তাহার কন্যা আসিয়া দেখে সে বিছানার উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। ডাকিলে উত্তর দেয় না কন্যা তাহাকে ঠেলিয়া জাগাইতে গিয়া দেখে সে নিদ্রা হইতে আর জাগাইবার যো নাই।

কলিকাতার কয়েকটী খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী মহিলা একটী অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই আশ্রমে যে সকল জাতিকে একত্র রন্ধন করিয়া ভোজন করান হয় এমত নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির আহারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। হিন্দুদিগের জন্য ব্রাহ্মণ পাচক ও মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র পাচকের ব্যবস্থা আছে। ব্যবস্থাটী সুন্দর বটে।

বিবিধ সংবাদ।

ভারতবর্ষে কয়েকটী কাগজের কল হওয়াতে বিলাতী কাগজের আমদানী এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রতি বৎসর ২৩।২৪ লক্ষ টাকার কাগজ বিলাত হইতে আমদানী হইত কাগজের দরও অধিক ছিল। এখন মূল্যের হ্রাস হইয়াছে। ১৮৮৪ অব্দে কেবল মাত্র ১৩ লক্ষ টাকার কাগজ বিলাত হইতে আমদানী হইয়াছিল। ভারতে যে কয়েকটী কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে তাহা ইংরাজদিগের উৎযোগে ও চেষ্টায়। বিলাতের খরচা অপেক্ষা এখানে অনেক অংশে সুলভ হইতেছে বলিয়া মূল্য ও সুলভ হইয়াছে। কাগজ প্রস্তুত করিবার কার্য্যে ভারতের অনেক দরিদ্র মজুর ও ভদ্র পরিবারদিগের দারিদ্রতার লাঘব হইতেছে। কাগজের জন্য আমাদিগেরও আর বিলাতের প্রত্যাশী হইতে হয় না।

বৌদ্ধধর্ম্ম লইয়া ইউরোপে বড় আন্দোলন হইতেছে। পূর্ব্বে এই ধর্ম্মকে ইউরোপীয়গণ

অসম্ভাব ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। এখন জর্ম্মনিতে বৌদ্ধের ধর্ম্ম ও মত লইয়া বড় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। এডুইন আর্ণল্ড বৌদ্ধধর্ম্মে একেবারে মোহিত হইয়াছেন।

গোয়ালিয়ার শাসন সম্বন্ধে স্যর লিপিল গ্রিফিন বলেন:—

"স্যর গণপত রাও বধির। ইহাতে তাঁহার কার্য্যের কোন ব্যাঘাত হইবে কিনা ইহাই আমার জিজ্ঞাসা ছিল। বধির লোকের সাধারণ কার্য্যে সুবিধা অনেক, রাজনৈতিক কার্য্যে ও তাঁহার সেইরূপ সুবিধা। যে ব্যক্তি কম শুনেন কিন্তু অধিক কার্য্য করেন রাজকার্য্য তাঁহারই হস্তে সুসম্পাদিত হইতে পারে।"

হরিণাভি গ্রামের প্রশস্ত রাজপথের একপার্শ্বে শবদাহ স্থান, অপর পার্শ্বে হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়। শবদাহের সময় বিকট দুর্গন্ধে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অস্থির হয়। শিক্ষকেরা প্রায়ই বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ করিয়া সময় সময় ছুটি দিতে বাধ্য হন। ইহাতে পাঠনা কার্য্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। এ অঞ্চলের বালকেরা যে রোগ ভোগ করে এই বিকট দুর্গন্ধই তাহার অন্যতম কারণ। নিকটস্থ অধিবাসী ও দোকানদারগণেরও ইহা একটী বিশেষ স্বাস্থ্য ভঙ্গের হেতু। মিউনিসিপ্যালিটী কি এখান হইতে শবদাহের স্থান উঠাইয়া দিতে পারেন না? নিকটে নেজামতলার শবদাহের ঘাট। সেখানে শব লইয়া যাইবার কোন কষ্ট ও নাই। তবে এত নিকটে আর একটী শ্মশান রাখিবার আবশ্যক কি? আমরা আশা করি রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটী শবদাহের নিমিত্ত এই স্থানটী পরিত্যাগ করিবার আজ্ঞা দিবেন। শবদাহ স্থানটী বাবু নবীনচাঁদ দে বের, তিনিও মিউনিসিপ্যালিটির একজন বিশিষ্ট কমিশনার। নবীন বাবু যদি একটু মনোযোগ করেন হরিনাভি স্কুলের বালকদিগের ও নিকটবর্ত্তী হরিনাভি বাসী অনেকের এই স্বাস্থ্য ভঙ্গের মূল কারণটী নাশ করিয়া তিনি সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হউন।

বিলাতি জুয়াচুরি—কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ডাক্তার শ্যামচন্দ্র নামধারী এক ব্যক্তি দুইজন অনুচর সঙ্গে করিয়া একদিন অমৃত সহর সরাইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এবং বসবাসের জন্য একটী ভাল বাড়ী অনুসন্ধান করে। দৌলতরাম নামক এক ব্যক্তির বাটী ভাড়ার জন্য স্থির হইলে এগ্রিমেন্ট প্রস্তুত হইতে থাকে, এমন সময় ডাক্তার শ্যামচন্দ্রের চাকরেরা আসিয়া বলে যে তিনি ক্যাপ্টেন মেন্টের প্রধান আফিসারের বাটীতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই নূতন বাটীতে প্রবেশ করিবার পর শ্যামচন্দ্র একদিন দৌলতরামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করেন। দৌলত রাম ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া কথাবার্ত্তায় জানিতে পারেন তাঁহার মাসিক পেনসনের আয় ৩৬০ টাকা। অনেক ব্যাঙ্কে ও কারবারে তাঁহার টাকা জড়ান আছে—সংক্ষেপে তিনি একজন বিশিষ্ট ও সম্পন্ন ব্যক্তি। ডাক্তার বলেন তাঁহার স্ত্রীর জন্য একখানি স্বর্ণের গহনা ও একটী চেন আবশ্যক। দৌলতরাম যদি তাঁহাকে এই দুইটী দ্রব্য সংগ্রহ করিতে সাহায্য করেন তাহা হইলে তিনি বড়ই উপকৃত হন। দৌলতরাম তাঁহার শিষ্টাচারে ভুলিয়া গিয়া তাঁহার কথায় সম্মত হন, এবং কিয়দ্দিনের মধ্যে ঐ দুইটী সামগ্রী ক্রয় করিয়া দেন। শ্যামচন্দ্রের হস্তে তখন টাকা ছিল না বলিয়া তিনি তার পরদিন টাকা দিতে চান। এবং বিদায় লইবার সময় দৌলতরামের নিকট হইতে আরও কয়েকখানি গহনা ঋণ করিয়া ক্রয় করেন। উক্ত দিবস দৌলতের লোক গিয়া ফিরিয়া আসে—বাবু সন্ধ্যাহ্নিকে ব্যস্ত। তৎপর দিন তিনি স্বয়ং গিয়া শ্যামচন্দ্রের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখেন শ্যামচাঁদ সে বাটীতে নাই। তখন তিনি জুয়াচুরি বুঝিতে পারিয়া পুলিশে সংবাদ দেন। ভাগ্যক্রমে অমৃত সহরের একজন উকিলের নিকট জুয়াচোর ধরা পড়িয়াছে। তাহার প্রকৃত নাম গৌরপ্রসাদ। শুনা যায় গৌর প্রসাদের একটী দল আছে। তাহারা কেবল জুয়াচুরী করিয়া বেড়ায়। এরূপ ভদ্র রকমের জুয়াচোরকে লোকে এখন হইতে চিনিতে শিখিবে।

ইউরোপীয়ান ও ইউরেসিয়ানদিগকে সৈন্য শ্রেণিভুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। আমরা আশা করি গবর্ণমেন্ট ইহাঁদের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

দিল্লীর সূতার কলটী দেশীয় লোকের যত্নে ও অর্থব্যয়ে স্থাপিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম আগ্রাতেও এইরূপ আর একটী কল স্থাপিত হইয়াছে।

কাবুলের আমীর বাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। চীন অধিপতির হাঁপানি কাশ। দুই জনেরই রোগ সঙ্কট।

হলকার ও সিন্ধিয়ার মৃত্যুতে দেশী বিদেশী সকল রাজাই অশ্রুপাত করিয়াছেন। তাঁহার স্বজাতি মহারাষ্ট্রীয়গণ শোক প্রকাশ করিবার জন্য সভা করিতেছেন। আমরা এই সহানুভূতির ভিতর দিয়া ভবিষ্যমঙ্গলের উজ্জ্বল আলোকের আভা দেখিতে পাই। কে বলিতে পারে যে কবে আমরা ভারতের সকল জাতি মিলিয়া মিশিয়া পরস্পরের বেদনা অনুভব করিতে শিখিব?

৭ই জুলাই পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানের জল বায়ু ও শস্যের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

"সিন্ধু ও দক্ষিণ পঞ্জাব প্রদেশে বৃষ্টিপাত হয় নাই। অন্যান্য স্থলে বৃষ্টি মন্দ হয় নাই। দক্ষিণ ভারতবর্ষও রাজপুতানা ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। মান্দ্রাজ মহিসুর ও কুর্গে প্রচুর শস্য জন্মাইবার সম্ভাবনা। বোম্বাই, উত্তরপশ্চিম, অযোধ্যা, পঞ্জাব মধ্যপ্রদেশ, হাইদ্রাবাদ বেরার এসকল স্থানে শস্য জন্মাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বাঙ্গালা দেশে ধান্যের চাষ সন্তোষপ্রদ, আসামেও মন্দ নহে। সকল বিভাগেই স্বাস্থ্যের সংবাদ শুভ। হিসার, দিল্লী, ম হাপুর কোদার মহিসুর ও কুর্গ প্রদেশে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। পঞ্জাবের মুলতান বিভাগে আহারীয় মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে, অন্যান্য স্থানে কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধি নাই।"

নিজামের মন্ত্রী কার্য্যচ্যুত হইয়া লর্ড ডফরিণকে পত্র লিখিলে ডফরিণ তৎপরিবর্ত্তে একজন ইংরাজকে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। বুদ্ধিমান নিজাম স্বয়ং কতকগুলি নিয়মতন্ত্র প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রীর হস্তে দিয়াছেন। সালারজং তাহাতেই বাধ্য হইলে মন্ত্রীপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। এবার লর্ড ডফরিণ কি ওজর করেন দেখা যাক।

কাপ্তেন হিয়ার্সে স্যর আলফ্রেড লায়েলের নামে মকদ্দমা চালাইবার জন্য বড়লাটের নিকট অনুমতি চাহিয়াছেন। ছোটলাট যেসকল কুৎসাভিধানে হিয়ার্সের নিন্দা করিয়াছেন তাহার একখানি নকল পাইবার জন্য উত্তরপশ্চিমের হাইকোর্টে আবেদন করিয়াছেন। হিয়ার্সে কি নকল পাইবেন—না বড়লাটের অনুমতি পাইবেন?

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম মেদিনীপুরের মিউনিসিপ্যালিটী মেদিনীপুর কলেজটী স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ছোটলাটের আদেশ জা হইলে আমাদের বড় ভয় হইয়াছিল। মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটী মেদিনীপুরবাসীর যথার্থ উপকার করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের রিপণ সওদাগর কোম্পানি যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বোম্বাই যথার্থ অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন। বোম্বাই অন্যান্য বিভাগের অনুকরণীয়।

গবর্ণমেণ্টের কোন কোন কল্পনায় উন্নতের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দেশীয় সৈন্যদলের সকল জাতীয় লোকই যাহাতে একত্র আহারাদি করিতে পারেন, এবং এইরূপে ভোজন কার্য্য চালাইবার জন্য যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচ পড়ে এ সম্বন্ধে নন কমিসন্ড অফিসারগণের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি একটী উত্তম প্রবন্ধ লিখিতে পারেন তবে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১০০ টাকা পুরস্কার দিবেন স্থির করিয়াছেন। সকল জাতির জাতীয়তা বজায় রাখিয়া স্পার্টান টেবিলের মত সকলেই একত্র ভোজন করিবেন অথচ তাহা অল্পব্যয়ে সমাধা হইবে অতএব এরূপ উপায় ত খুঁজিয়া পাই না। উড়িস্যাবাসিরা ৪০।৫০ জনে একমাত্র ভোজন পাত্রের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিয়া আহার করে কেহ কাহারও অঙ্গ স্পর্শ করিলে অমনি উঠিয়া যায় তখন তাহাদের ভোজন উচ্ছিষ্ট হয়। গবর্ণমেণ্ট কি এই পদ্ধতির অনুকরণ করিতে চান? না দেশীয় সৈন্যগণের দাল ভাত ও হাঁড়িকুঁড়ি একত্র করিয়া রাজ্যের ব্যয় সংক্ষেপ করিবার ইচ্ছা করেন? কি চমৎকার রাজনীতিজ্ঞতা! আমাদের ভয় হয় ১৮৫৭ অব্দের মত সৈন্যগণের জাতি মারিতে বসিয়া গবর্ণমেণ্ট বা আবার দুর্দ্দৈব ঘটাইয়া ফেলেন।

হিন্দু মুসলমানের ভিতর একটা বিদ্বেষ ভাব দাঁড় করাইয়া দেওয়া পাইওনিয়ারের একান্ত ইচ্ছা। সহযোগী বলেন কলিকাতার শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বাবুরা মনে করেন তাহারাই সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ, মুসলমানেরা কিছুই জানেন না। গবর্ণমেণ্টও সময়ে সময়ে এই বিদ্বেষবহ্নি জ্বালাইয়া উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত লোকদিগকে বিচ্ছেদ করিতে চাহেন। এটা কি কাপুরুষতা নহে। পাইওনিয়র শুনিয়া দুঃখিত হইবেন বাঙ্গালার মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় হিন্দুর সহিত মিলিয়া নানা স্থানের প্রজাসমিতিতে যোগদান করিয়াছেন। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান ও শিক্ষিত বাঙ্গালীর সহিত সহানুভূতি করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন।

পাইওনিয়ারের একজন সংবাদদাতা আবার পাইওনিয়রের উপযুক্ত মন্ত্রী। তিনি বিগত টাউনহল সভায় সিমলা বিহার আন্দোলনের ফলে উপস্থিত ছিলেন। প্রভু বলেন টাউন হলে যেরূপ সভা হইয়াছে পাটনা ও ঢাকা কলেজের ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে সেরূপ বালকের সভা করিতে পারে। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি টনক।

মান্দ্রাজ বিভাগে রম্পা নামক পার্ব্বত প্রদেশের অধিবাসিরা তথাকার একটী পুলিস ষ্টেষণ আক্রমণ করিয়া কর্ম্মচারিগণের সকলকে হত্যা করিয়াছে। রম্পায় ভয়ানক গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছে। লোকে বলে খাজাই চন্দ্রিকা নামক এক ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডের মূল। বিজয়নাগ্রাম হইতে তিনশত পুলিস সৈন্য রম্পায় প্রেরিত হইয়াছে। এই হত্যাকাণ্ডের মূলে যাহাই থাকুক আমাদের বোধ হয় পুলিস সময়ে সময়ে লোকের উপর উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়া এইরূপ বিপদগ্রস্ত হন। অসভ্য ও উদ্ধতস্বভাব জাতিদিগের নিকট অধিক অত্যাচার করিতে গেলে অপেক্ষাকৃত নম্র স্বভাব ব্যক্তিগণের মত তাহারা বড় একটা সে অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত হয় না। সুতরাং এইরূপ নানা প্রকার দুর্দ্দৈব উপস্থিত হয়। আমরা যেমন এই হত্যাকাণ্ডের বিশেষ অনুসন্ধান লইবার জন্য অনুরোধ করি, তেমনি আবার পুলিসের স্বেচ্ছাচারিতার উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির আয় ব্যয়ের যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় উক্ত রেলওয়ের কার্য্যে ১৯০৯ জন ইউরোপীয় এবং ৬,০১৭ জন দেশীয় ড্রাইভার নিযুক্ত হইয়াছে। অধিক সংখ্যক দেশীয় ড্রাইভার নিযুক্ত করিয়া গত বৎসর ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানির ২,৬৮ ১৬২ টাকা খরচ বাঁচিয়া গিয়াছে, তথাপি কোম্পানির কার্য্যের কোন ক্ষতি বা বেবন্দোবস্ত হয় নাই। বরং দেশীয় কর্ম্মচারীর হস্তে উক্ত রেলওয়েটী এখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

পাইওনিয়ার কাশ্মীর রাজ্যের যে গোলযোগের কথা লিখিয়াছিলেন কাশ্মীরবাসী তাহার বিন্দুবিসর্গও জানেন না।

সম্প্রতি মাড্রিড সার্কাসে একটী দুর্ঘটনার কথা শুনা গিয়াছে। এক জন হঙ্গেরিয়াবাসিনী রমণী বেলুন হইতে অবতরণ করিতেছিলেন। প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ হইতে সহসা অবলম্বন চ্যুত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে এখন তাঁহার প্রাণ সঙ্কট।

ব্রহ্ম হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে মান্দালে হইতে ১০ মাইল দূরে লেমাইং নামক স্থানে ডাকা ইত পড়ে। ডাকাইতদের হস্তে কামান বন্দুক ছিল না। তাহারা প্রথমে পুলিস আউট পোষ্টের শাস্ত্রীকে হত্যা করিয়া কাপ্তেন প্রেসটনকে ভয়ানক আঘাত করে। একজন জমাদার, একজন সিপাহি ও দুইজন শিবিরবাহক পঞ্চত্ব পাইয়াছে। তিনজন সিপাহি ও দুইজন শিবির রক্ষক আহত হইয়াছে, সাম ডাকাইতদের কেহই ধরা পড়ে নাই।

মিস্ মিসিসিপি প্রদেশে মশার বড় উপদ্রব। এরূপ প্রাণ সংহারক মশক পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই। অনেক গরু বাছুর ঘোড়া ইহাদের উৎপাতে প্রাণ হারাইতেছে। সেদিন হুইস নামক একজন লোককে মশায় ছাঁকিয়া ধরে। হুইস লক্ষ লক্ষ মশার দংশনে অধীর ও অচৈতন্য হইয়া পড়ে। কিয়ৎক্ষণ পরে হুইসের মৃতদেহ মশকের দ্বারা আচ্ছাদিত দেখা যায়। তাহার নাসিকা ও কর্ণের ভিতর মশায় খুলিয়া খাইতেছে, চক্ষুর তারা বাহির করিয়া তাহার ভিতরে বসিয়া আহার করিতেছে। হুইস, লাকুইন নামক জলা ভূমিতে গিয়াছিল। সেখান হইতে মশকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে তাহার অনুগমন করে। এবং পরিশেষে তাহাকে বিনাশ করিয়া তাহার মৃত দেহ আহার করে। মশকের হস্তে আর একবার এক জনের প্রাণ যায়। ইহারা মশা না শার্দ্দুল?

১লা জুন স্লিগোতে ভয়ানক হাঙ্গামা হইয়াছে। পূর্ব্বরাত্রে কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত লোক রোমান ক্যাথলিক চর্চ্চে অনেক ক্ষতি করে—জনরব উঠে যে প্রোটেষ্টাণ্ট ও অরেঞ্জ ম্যানেরাই এইরূপ করিয়াছে পরদিন সন্ধ্যার সময় অনেক লোক একত্র হয়, একটু রাত্রি অধিক হইলে দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটেরা এক সভা করিয়া কিং কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, এবং সৈন্য আনাইয়া আদালত গৃহ রক্ষা করেন। পথ ঘাট অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকে লোকারণ্য হইল, তাহারা সকলেই প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে নানাপ্রকার ভয় দেখাইতে লাগিল. স্থানে স্থানে প্রোটেষ্টাণ্ট ও অরেঞ্জম্যান দলের কোন কোন ভদ্রলোক আক্রান্ত ও অবমানিত হইয়াছিলেন। রাত্রি ৯টার সময় তাহারা চারিদিকে ইট ও পাথর ছুড়িতে লাগিল লোকের জানালা দরজা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। কাউণ্টি ক্লব, কনষ্টিটিউসনাল ক্লব, মেথডিষ্ট মেন এবং কনগ্রিগেসন পুরোহিতের বাটী, সাসি খড়খড়ি জানেলা দরজা অল্পক্ষণের মধ্যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সব নষ্ট করিল। কোন উপাসনা স্থান ধ্বংশ করিতে বাকি রহিল না। তারপর মিঃ করেন ডেভিসের বাটীর উপর আক্রমণ হয়। ডেভিস একটী বন্দুক ছুড়িয়া উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহিগণকে দূর করিয়াছেন। আর এক জন ভদ্রলোকের বাটী আক্রান্ত হওয়ায় সেও কিছু গুলি করিয়া একটী বালককে আহত করে। একজন ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণকে একত্র করি-

লেন। বাইয়ট এক্ট নামক আইনখানি পড়া হইল। তারপর সৈন্যেরা বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত হইল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় আর কোন গোল-যোগ শুনা যায় নাই। দুই এক ঘণ্টা পরে টাউন হলের ঘণ্টা বাজিয়া প্রচার করিল নগরে আগুন লাগিয়াছে। তখন এক জন জুতা ব্যবসায়ী ইংরাজ ওয়েষ্টম্যানের ঘরবাড়ী জ্বলিতেছিল। রাত্রি দুইটার সময় মিঃ ফিপের বাটীতে আগুণ লাগে। ইনিও এক জন সম্রান্ত ব্যক্তি। অনেকক্ষণ সতর্ক থাকিয়া শেষে ইনি আর আগুণ নিবাইতে পারেন নাই। তাঁহার স্ত্রী পুত্র আগুণে পুড়িয়া মৃতপ্রায় হইয়াছে। পুলিষের চেষ্টায় গ্রামে বিদ্রোহের শান্তি হয়।

বোম্বাই গেজেট বলেন রাজস্ব সমিতি আগষ্ট মাসের প্রথম কি দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে পুনরাগমন করিবেন। সেখানে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত দায় সংক্ষেপ সম্বন্ধে পরামর্শ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

ইংলিশম্যান বলেন রাজস্ব সমিতি অগ্রে নৈনিতাল ও তৎপরে মধ্যপ্রদেশে পাচমারিতে গমন করিবেন। তারপর বোম্বাই হাইকোর্ট সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য পুনাতে যাওয়াই সিদ্ধান্ত। পুনা হইতে অক্টোবর মাসে বাঙ্গালায় আসিবার কল্পনা হইয়াছে। নবেম্বর মাসে তাঁহাদের কলিকাতায় শুভাগমন হইবে। কলিকাতায় বসিয়া কমিটী রিপোর্ট লিখিবেন। হার্ডি সাহেব এখনই কলিকাতায় আসিতেছেন। সংবাদটী শুভ বটে সেক্রেটারী জেকব কিন্তু সিমলাতেই যৌরস সত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। মান্দ্রাজে কবে তদারক হইবে?

থিবের দুইটী ভগ্নী ও আর কয়েকজন আত্মীয় এখন রেঙ্গুনে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই থিবের প্রতিপাল্য ছিলেন। এক্ষণে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট থিবকে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিয়াছেন তাঁহার পোষ্যগণ যে কি খাইয়া বাঁচে তাহা বিবেচনা করা কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে?

পাইওনিয়ার শুনিয়াছেন বাঙ্গালায় লোকাল-বোর্ডের সভ্য নিযুক্ত করিবার জন্য অনেক ভদ্র লোকে ভোট দিতে অস্বীকার করিতেছেন। কোন কোন সম্রান্ত ব্যক্তি সভ্যপদের প্রার্থী হইতেও স্বীকৃত নহেন। পাইওনিয়ার এ আজগুবি খবর কোথা হইতে পাইলেন? এইরূপ মিথ্যা রটনা করা বুঝি তাঁহার অভ্যাস?

—●●—

হোমিওপ্যেথিক মেডিকেল স্কুল

পরীক্ষার ফল।

বাঙ্গালা বিভাগ।

সিনিয়ার পরীক্ষা।

মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ললিতচন্দ্র দাস, দীনেশচন্দ্র, ঘোষ, ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়, রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জগবন্ধু বসু, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র সিংহ, রাজকুমার চক্রবর্ত্তী রামচন্দ্র-বন্দ্যোপাধ্যায়।

জুনিয়ার পরীক্ষা।

অন্নদাপ্রসাদ সেন, অঘোরচন্দ্র বৈদ্য রাখালদাস রায়, বেণীমাধব দত্ত, রামলাল ঘোষ, প্যারীলাল লাহিড়ী, কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, নারায়ণচন্দ্র-হাজরা, রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র কুণ্ডু, হেমন্তকুমার মিত্র, কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী, নন্দলাল রায়চৌধুরী, কৈলাসচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্র-কৃষ্ণ সেন কেদারনাথ আচার্য্য, মৃণালচন্দ্র ঘোষ, জয়সুন্দর চৌধুরী, বসন্তকুমার নন্দী, বঙ্কুবেহারী মজুমদার।

ইংরাজী বিভাগ।

জুনিয়ার পরীক্ষা।

ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র মন্ডল, ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দত্ত, বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, এম, এম, বসু এম, ডি।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

মিষ্টর এইচ, এ, ককরেলের ছুটীর সময় পাটনা বিভাগের কমিশনর মিঃ এফ, এম, হালিডে রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বরী করিবেন। গয়ার মাজিষ্ট্রেট মিষ্টার জে, বক্‌লেণ্ড সেই সময় পাটনা বিভাগের কমিশনারি করিবেন। মিঃ ডি, আর, লায়েলের ছুটীর সময় চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, মারসন চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনরি করিবেন সেই সময় চট্টগ্রামের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, ডগলাস তথাকার মাজিষ্ট্রেটী করিবেন। সাহাবাদের এক্টিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবুল খয়ের মহম্মদ আবদুল সভান সাসারামে বদলি হইয়াছেন। ইঁহার নিজ্ঞ নক্স ৬৬ পর্গণাতে, গোপালচন্দ্র দত্ত, মাধব গুহের, ও প্রাসন্ন পাচার্য্য ... হইতে এবং বনে যে হন ... বর্দ্ধী কটকের এক্টিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। রাজসাহির আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব আপাততঃ দিনাজপুর সদরে বদলি হইলেন। মেজর ডবলিউ এক জজ্‌ওয়ার্থ দমদমের ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। আসিষ্টাণ্ট পুলিষ মিঃ জি, এ, পাটেল কটক ডিষ্ট্রিক্ট মহলে নিযুক্ত হইলেন। মদনকৃষ্ণ সিংহ ও কৃষ্ণনাথ কুণ্ডু বিষ্ণুপুরের প্রায় সব রেজিষ্টার নিযুক্ত হইলেন। বাঙ্গালা দপ্তরের অস্থায়ী সেক্রেটারী মিঃ ডবলিউ, ডি বাইথ রেজিষ্টারি বিভাগের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর জেনারল নিযুক্ত হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

বাবু রামনারায়ণ আসফি ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ এজলাসের মৌলবী মহম্মদ ইসাক, মৌলবী আবদুল গফুর ও মৌলবী নূর মহম্মদ চাকলাগণ সেই তিন এজলাসের এবং বাবু রাজেন্দ্রনাথ নন্দী তমলুক মিউনিসিপাল এজলাসের অনরারি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র

রাণাঘাট।

গত ১৭ ই জুলাই শনিবার চাকদহ মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত অনেকগুলি গ্রামের প্রায় দেড় শত প্রজা অতিরিক্ত অন্যায় ট্যাক্স নিবারণার্থ আমাদিগের নবাগত মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, চাকদহ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের নিকট দরখাস্ত করিতে উপস্থিত হইয়াছিল। যাঁহাদের উপর মিউনিসিপালিটীর ট্যাক্স ধার্য্য করিবার ভার অর্পিত আছে, তাঁহাদের বিবেচনা দোষে যে সকলে সমানে অন্যায় ট্যাক্স ধার্য্য করা হয় তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। এমত ব্যক্তি আছেন যাঁহার ট্যাক্স কম ধার্য্য করা হইয়াছে, আবার কাহারও প্রতি অতিরিক্ত হইয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকাটী দেখিলে আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণ হইবে। যাঁহাদের বেশী হওয়া উচিত ছিল তাঁহাদের নাম এই:—

বাবু দীননাথ সান্যাল নিবাস পালপাড়া, জমীদার, অনরেরি মাজিষ্ট্রেট মিউনিসিপাল কমিশনার অথচ ইঁহার ২।৵০ ত্রৈমাসিক ট্যাক্স।

বাবু রামচন্দ্র মৈত্র জমীদার প্রীতার। ইঁহার ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ১।০ টাকা মাত্র।

ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার কোম্পানীর কাগজ ও সুদের কারবার, এতদ্ব্যতীত নিজের ব্যবসায় আছে অথচ ইঁহার ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ৸০ আনা মাত্র।

গোপালচন্দ্র সান্যাল বিলক্ষণ সুদের কারবার ইঁহার ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ৶১৫ মাত্র।

শ্রীনাথ মজুমদার বিশিষ্ট লোক, মিউনিসিপাল কমিশনার অথচ ইঁহার ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ৸০ আনা।

কাঁটালপুলি নিবাসী অমরনাথ মুখোপাধ্যায় ধনবান্ লোক ইহাঁর ত্রৈমাসিক ৸৹ আনা মাত্র ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পালপাড়া নিবাসী বাবু রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অবরেরি মাজিষ্ট্রেট ও জমীদার নিজে কমি-শনার, ইহাঁর ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ৸৹ আনা।

বাবু জগবন্ধু সান্যাল জমীদার ইহাঁর ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ২।৵৹

গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ধনবান্ জমীদার ইহাঁর ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ৸৹ আনা মাত্র।

এক্ষণে যাঁহাদের প্রতি অতিরিক্ত ট্যাক্স হইয়াছে তাঁহাদের তালিকা দিতেছি।

শরচ্চন্দ্র দত্ত সামান্য মুদিখানার দোকান ইহাঁর ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ২।৹।

কাঁটালপুলি নিবাসী গিরীন্দ্রলাল সেন সামান্য কাপড়ের দোকানদার ইহাঁর ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ১।৹ টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

পুরাতন চাকদহ নিবাসী তারিণী বসু সামান্য চাষী ইহাঁর ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ১৵৹।

যশড়া নিবাসী ঠাকুরদাসের [illegible] ব্যবসায় আছে। ইহাঁর ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ।৹।

শ্রীনাথ তাঁতি নিবাস বুড়নগ্রাম, দশ টাকা বেতনে শীর্ষ লিখিত জমীদার গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের নিকট চাকরি করে। অথচ ইহার ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ১৶৹ ॥

আনন্দগঞ্জ নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র কলু তৈল বিক্রয় করে ইহার ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ২।৵৹।

বেলিয়াডাঙ্গা নিবাসী নবি খাঁ সামান্য দোকান করে এবং রাণাঘাটের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী মহাশয়ের কাছারিতে ৩ টাকা বেতনে চাকরীও করে অথচ ইহার ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ২৸৹ !!

জমীর মণ্ডল নিবাসী ঐ বেলিয়াডাঙ্গা চাষবাস করে আর খেজুর গাছ কাটিয়া গুড় বিক্রয় করে। ইহার ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ২।১০।

এইত গেল অবস্থা। আবার যাঁহার প্রতি ট্যাক্স ধার্য্য করিবার ভার ছিল তিনি আনন্দগঞ্জ নিবাসী গোবরকুড়ানি জল বিক্রয় কারিণী সংসারশূন্য উপজীবিনী তারাণী বেওয়া, তারেজ বেওয়া, বিশিন্নি বেওয়ার ত্রৈমাসিক ।১০ আনা ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের সম্যক্ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন !!!

উপসংহার কালে আমাদিগের মহামান্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট চাকদহ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় মহোদয় ও উক্ত মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান মেঃ, জেঃ ডি, বেগুগার সাহেব মহাশয়ের নিকট সবিনয় অনুরোধ তাঁহারা যাঁহার যাঁহার অতিরিক্ত ট্যাক্স হইয়াছে এবং যাঁহার ট্যাক্স বৃদ্ধি করা উচিত ছিল তাহা পুনঃ অনুসন্ধান দর্শন করিয়া ট্যাক্স নির্দ্ধারণকারীকে অনুগ্রহপূর্ব্বক একটু সতর্ক করিয়া দিবেন।

বিজ্ঞাপন।

—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা প্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সুলভ মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে নূতন অক্ষরে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অনুগ্রহণ, রুগ্নদাস পালের স্মরণার্থ শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল সমেত ৬।০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ১০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

—

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাসুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাসুল
১ ম ভাগ	৵০	৴১০
২ য় ভাগ	৵০	৴১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৴১০
২ য় ভাগ	৵০	১০
৩ য় ভাগ	৵০	১০
বিশেশ্বর বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্রে লইলে সমুদায়ে ডাকমাসুল ৵১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০, টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ১২ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল সমেত ৬।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, ড্রাফ্ট, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ১০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী কাহার বিরুদ্ধ বা স্বপক্ষ এবং সত্য-মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইতে চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৫০ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।" ৫৮ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০

১২৯৩ সাল। ১৮ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৮৬। ২ রা আগষ্ট।

৭ ত্রিপনাব্দ। ১৮ ই শ্রাবণ।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩৷০ টাকা।

প্রেরিতপত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

ভারতসভার দশমবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে

রাজনৈতিক নগরসংকীর্ত্তন।

পতিতপাবন প্রভু নিরঞ্জন।

তোমার চরণে করি নিবেদন।

তোমার চিরভক্ত আর্য্যজাতি শতকাল মালা গাঁথি,

করিব সকলে গলে ধারণ।

কর দেব অনুমতি, ঘুচাও বিপক্ষভীতি
রাজায় প্রজায় প্রীতি, বৃদ্ধি কর অনুক্ষণ।
হৃদয়ে যোগাও বল নষ্ট কর অমঙ্গল,
ভারতবন্ধুর দল, হয় যেন বিবর্দ্ধন ॥
মোরা অতীব নিরীহ, নহি রাজ্যস্পৃহ
চাহি মাত্র স্নেহ, নাহি দেয় কেহ।
চাহি পক্ষপাতচ্ছেদ, শাদায় কালায় ভেদ,
বাইবেল বেদ, অভেদ বিগ্রহ ॥
ওমা ভিক্টোরিয়া রাণী, সনাতনী জননী,
ভারতে সকলে তোমাকে মা জানি।
তোমার যত শাদা ছেলে, ক্ষীর সর খেলে,
আমরা খিদে পেলে, চাটী শরাখানি ॥
তোমার পবিত্র ঘোষণা, সফল হলো না,
এ বড় বেদনা, হৃদয়ে মানি ॥
উঠ ভারত-সন্তান, হও সবে একপ্রাণ,
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর কর পতন।
রাণী যে করিয়া সত্য ভারতে দিয়াছেন স্বত্ব,
করিতে সে করায়ত্ত, হও সবে সযতন ॥
হায় কি মনের কষ্ট, সোনার ভারত নষ্ট,
উচ্চমান পদভ্রষ্ট, নিজদেশবাসিগণ।
দেশে শ্রেষ্ঠ পদ যত, অপরের হস্তগত,
সাক্ষীগোপালের মত, ভারত এখন ॥
অগ্রভুমে যথাবুদ্ধি, গোটা কত পদ সৃষ্টি,
নেটিভের ভাগে বিষ্টি, খাও কি কথন।
যে পদে যখন যাই, অপ্পের আদর নাই,
নিজে যত শাদা ভাই, রাজার লোচন ॥
খাবকাস ভায় যাওয়া, সে কেবল লজ্জা খাওয়া,
গোরাজের বাব পোয়া, ভোটের কারণ।
নিজায়ত্ত সুশাসন, দিলেন যা শ্রীরীপন,
অভাগাতে সে এখন, হৈল বিড়ম্বন ॥
রাজ্যের হিতের লাগি, প্রাণ দিতে অনুরাগী,
করে করবাল মাগি, ভিক্ষুর মতন।
বেতন না লব বলে, বেতে চাই সৈন্যদলে,
নাএব সাহেব ছলে করে নিবারণ ॥
অনাত্ম কুলাঙ্গ ছাতি, বলে দুষ্ট বঙ্গজাতি,
ভাদের সমরনীতি, দিব না কখন।
দূরে গেল তরবার, চাকুরাখা হৈল ভার,
কাটারি বঁটীর ধার, হইল বর্জ্জন ॥
যে আছে বিদ্যার বুদ্ধি, যায় বুঝি তার সিদ্ধি,
লয়ে আক্ষফলা সিদ্ধি, কাটাতে হবে জীবন।
বড় বড় চতুষ্পাঠী, কালক্ষ হইবে মাটী,
পাঠাপাঠি পরিপাটী, ত্যজি আয়োজন।
সিবিলসার্ব্বিসে হানি, করিতে কৃপাণপাণি,
বয়সের টানাটানি, করিছে মনন।
হায় বিধি কোথা যাই, কেমনে অকূল পাই,
ভাবিয়া ভাবিয়া তাই, হারাই চেতন ॥
হায় এ দুঃখের কিসে হবে নিবারণ ॥
(ভাই) যদি ভাইসবে চল এক মনে,
জননী চরণে করি রোদন।
(তিনি) কৃপার আধার, গুণের আধার,
কোলে আপনার লবেন মজন ॥
এতে, যদি খলে ছলে, দোষ কেহ বলে
সাজা তার গলে পড়া শোভন।
ভয় খাবার, ডাকিবে মাতায়,
কি করিবে তায়, রাজশাসন ॥
হইবে তখন তাই এদুঃখ বারণ ॥
ওহে বাঞ্ছাকল্প-তরুবর। পরব্রহ্ম সনাতন।
কর ভারতবর্ষেতে তব কৃপাবারি বরষণ ॥
কর ভারতরাজ্ঞীর যশে ধবলিত এ ভুবন।
ভারত সভার জয় করাও ঘোষণ ॥

—০০—

সম্পাদক মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে গৌরীতানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায়ের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি বোধ হয় আগামী বারের পত্রে তাহা প্রকাশিত হইবে। গত ১৭ ই জুলাই তারিখের বঙ্গবাসীতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ গুপ্ত, হরিশ্চন্দ্র সেন ও সত্যকৃষ্ণ সেন এবং যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক ইত্যাদি কয়েক ব্যক্তির কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সত্যকৃষ্ণ বাবু কলিকাতা বৈদ্য-সমাজসংরক্ষিণী সভায় শ্রীযুক্ত বাবু মুরলীধর সেনের ম্লেচ্ছ সংস্রবজনিত প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্গবাসীর সম্পাদক বলিয়াছেন "মুরলী বাবু অন্যায় করিয়াছেন, বলিয়া কি সকলেই অন্যায় করিবে" এক্ষণে আমি উক্ত সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করি, মুরলী বাবু বা তৎসদৃশ কোন ব্যক্তি তাঁহার আফিসে যাইয়া প্রায়শ্চিত্ত হিন্দুধর্ম্ম সম্মত হয় নাই বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন, বলিয়া কি তিনি ভট্টপল্লী ও নবদ্বীপের ব্যবস্থাকে শাস্ত্রসম্মানিত বলিয়া প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন? হিন্দুয়ানির দায় মুরলী বাবু যত ধারেন, বঙ্গবাসীর সম্পাদকও ততৈবচ। তাই বলিতেছি এরূপে রামতন্বরে একটী সমাজেরহিতজনক কার্য্যে বাধা দিবার জন্য এত চীৎকার কেন? বঙ্গবাসীর সম্পাদক কেমন নিরপেক্ষ তাহা বিবেচনা করুন। গত ১১ ই জুলাই তারিখের পত্রে গুরুচরণ বাবু যে একখানি অতিরঞ্জিত পত্র লিখিয়াছিলেন এখানকার শ্রীখণ্ডনিবাসী একজন বৈদ্য যিনি প্রায়শ্চিত্তক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া একখানি পত্র লেখেন। কিন্তু বঙ্গবাসীর সম্পাদক এমনি সত্যপ্রিয় যে সে পত্রখানি প্রকাশিত করিতে সাহসী হইলেন না কি জানি, কলিকাতার বিশেষতঃ কলুটোলার প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তির কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়েন। ছি, ছি, সম্পাদকের এরূপ কার্য্য করা বড়ই গর্হিত! আমাদিগের এস্থানের বৈদ্যমণ্ডলী মধু বাবুর কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং কলিকাতা বৈদ্যসমাজসংরক্ষিণী সভার ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। আর সকলে বঙ্গবাসী পত্রিকাকে অভিসম্পাত করিতেছেন। আমি এই পত্রের সহিত ভট্টপল্লী ও নবদ্বীপের ব্যবস্থা পত্র পাঠাইলাম, আপনি বঙ্গদেশের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত। আপনার সোমপ্রকাশ হিন্দুসমাজের মুখপাত্র। অতএব আমি ইচ্ছা করি এ বিষয়ে আপনি সম্পাদকীয় স্তম্ভে আপনার মতামত প্রকাশ করুন।

জামালপুর } বশংবদ
১৭ই জুলাই ১৮৮৬ } শ্রী নগেন্দ্রনাথ সেন।

শ্রীহরিঃ

মান্যবর
শ্রীলশ্রীযুক্ত বৈদ্যসমাজান্তর্গত মহোদয়গণ
সমীপেষু।

মহাশয়। গত ২১ এ আষাঢ় রবিবার গৌরীতা-গ্রামে, শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় মহাশয়ের বিলাত প্রত্যাগত পুত্র শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায় শাস্ত্রসম্মত যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বৈদ্যসমাজভুক্ত হইয়াছেন। ঐ স্থানে নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। সমাগত ভদ্রলোক সকল মধু বাবুর আন্তরিক ভদ্রতায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

গৌরীতা, কাঞ্চনপল্লী, হালিসহর ও চুঁচুড়ার বৈদ্য মহাশয়দিগের এবং বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও গিরীশচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়দিগের যত্ন ও চেষ্টায় এই মঙ্গল কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে তজ্জন্য তাঁহা সকলকে কোটি ২ ধন্যবাদ।

শাস্ত্রসম্মত যে যে ব্যবস্থানুযায়ী উক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে সকলের গোচরার্থ সেই সকল ব্যবস্থা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মহাশয়
সমীপেষু।

কস্যচিন্নিবেদনম্। কোন ব্যক্তি অম্বষ্ঠজাতি, ম্লেচ্ছবিদ্যাধ্যয়নার্থ ম্লেচ্ছদেশে গমন ও আনকুত অনিয়মতয়ায় ম্লেচ্ছাহারভোজন করিয়াছে এরূপ সম্ভাবনা, এমতস্থলে ঐ ব্যক্তি যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে ব্যবহার্য্য হইতে পারিবে কি না ইহার যথাশাস্ত্র ব্যবস্থাপ্রদানে আজ্ঞা হয় ইতি।

কাচড়াপাড়া। শ্রীযুক্ত উমানাথ রায়। দ্বারকানাথ সেন গুপ্ত। পঞ্চানন বরাট মহাশয়ের পুত্র দেবীমাধব বরাট।

মাটিগাড়িয়া। শ্রীযুক্ত হেমনাথ সেন।

চুঁচুড়া। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মজুমদার। রাজমোহন সেন গুপ্ত। হরিচরণ দাস গুপ্ত। মতিলাল মল্লিক। জগন্মোহন দত্ত গুপ্ত। উমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র সেন গুপ্ত। ভোলানাথ মজুমদার। ভগবতীচরণ দত্ত গুপ্ত। ভুবনমোহন সেন গুপ্ত। রাখালদাস মজুমদার। কালীচরণ মজুমদার। কৃষ্ণদাস সেন গুপ্ত সারদাচরণ মজুমদার গোপালচন্দ্র গুপ্ত গুপ্ত। ভগবতীচরণ মজুমদার। যোগাপূর্ণ মজুমদার। লালবিহারী দাস গুপ্ত। কেদারনাথ দাস গুপ্ত।

পাঁচপাড়া। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র রায়।

কলিকাতা দরজিপাড়া। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ গুপ্ত ডাক্তার। মাধবচন্দ্র দত্ত গুপ্তের পুত্র নন্দলাল গুপ্ত। জগচ্চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পুত্র। গোপাল চন্দ্র মজুমদার ৺ভবানীচরণ সেনের পুত্র। পরমানন্দ সেন। কেদারনাথ সেনের পুত্র ভূপালচন্দ্র সেন। শিবচন্দ্র সেনের পুত্র। নারায়ণচন্দ্র সেন। প্রসন্নকুমার রায়।

বৈদ্যবাটী। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ সেন গুপ্ত। চন্দ্রনাথ গুপ্ত।

গুপ্তিপাড়া। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ মল্লিক। উমানারায়ণ সেন। যজ্ঞেশ্বর সেন মহাশয়ের পুত্র, নগেন্দ্রনাথ সেন।

রাজপুর। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সেন। প্যারীমোহন সেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেন।

আমাদপুর। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চৌধুরী।

হালিসহর। শ্রীযুক্ত বেচারাম গুপ্ত। প্রিয়নাথ দাস গুপ্ত। দীননাথ গুপ্ত রায় উপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত। অমৃতলাল দাস গুপ্ত (রায়) ৺জগদীশ বরাট মহাশয়ের পৌত্র ফণিভূষণ বরাট। হারাণ চন্দ্র গুপ্ত (রায়) যতীদাস গুপ্ত। কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত। বিপিনবিহারী গুপ্ত। চন্দ্রনাথ গুপ্ত। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। শশিশেখর গুপ্ত। শ্যামাচরণ সেন গুপ্ত। শরচ্চন্দ্র মজুমদার। কানাইলাল সেন গুপ্ত। প্রতাপচন্দ্র সেন গুপ্ত। বিজয়কৃষ্ণ দাস গুপ্ত শরচ্চন্দ্র সেন। তারাপ্রসাদ সেন।

গৌরিভা। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গুপ্ত। হারাণচন্দ্র মজুমদার। গোপালকৃষ্ণ সেন। সত্যকৃষ্ণ সেন বিনোদবিহারী সেন। হরিমোহন সেন। হরি মোহন রায়। বলরাম সেন। বিপিনবিহারী মজুমদার। চারুচন্দ্র মজুমদার। দুর্গাচরণ মজুমদার। ইন্দ্রনারায়ণ রায় নগেন্দ্রনাথ মজুমদার। শিবচন্দ্র গুপ্ত। রাধানাথ গুপ্ত। ক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত। যোগেন্দ্র নাথ মল্লিক। গোপালচন্দ্র রায়। গোবিন্দচন্দ্র রায় দীননাথ গুপ্ত। অমৃতলাল গুপ্ত। অভয়াচরণ গুপ্ত। ব—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সে

অনুগত
শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার।
কলিকাতা, ২৫এ আষাঢ় সন ১২৯৭ সাল।

সোমপ্রকাশ।

১৮ ই শ্রাবণ সোমবার।

(আমরা সহযোগী বঙ্গবাসী ও বৈনিক পাঠ করিয়া দিন দিন দুঃখিত হইতেছি। সহযোগিরা সাধারণকে অল্পমূল্যে সংবাদ পত্রিকা পাঠ করিতে দিয়া তাঁহাদের যেমন উপকার করিয়াছেন নিতান্ত অভদ্রোচিত ভাষায় লোকের রুচি কলুষিত করিয়া দেশের তেমনি সর্ব্বনাশ করিতেছেন। আমরা সহযোগিদিগের নিকট অনেক আশা করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম বঙ্গবাসী ও বৈনিক যখন দেশের সর্ব্বত্র গতায়াত করিতেছেন, তখন সাধারণে রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে সহজেই কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এখন দেখিতে পাই বঙ্গবাসী ও বৈনিক লোকসমাজে কেবল দুর্নীতির প্রচার করিয়া সাধারণের ঘৃণিত হইতেছেন মাত্র। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীপ্রমুখ অনেক পণ্ডিত শাস্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা বিলাত গমনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রদান করিয়া অমৃতবাবুকে সমাজে পুনর্গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গবাসী ও বৈনিক এই সকল পণ্ডিত বিশেষতঃ বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া নিতান্ত অভদ্র ভাষায় গালি দিতেছেন।) গত ২৬ এ জুলাইয়ের বৈনিকে কতকগুলি পণ্ডিতের ব্যবস্থা দিয়া বৈনিক সম্পাদক প্রমাণ করিতেছেন যে বিলাতে গিয়া অভক্ষ্য দ্রব্যাদি ভোজন করিলে কাহাকেও হিন্দু সমাজে পুনগ্রহণ করা উচিত নহে। এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণের উল্লেখ করিয়া সহযোগী বলিতেছেনঃ—" আজ শাস্ত্রীজী কোথায়? যাঁহার চক্ষু আছে তিনি দেখিবেন বুঝিবেন জ্ঞানলাভ করিবেন। যে অন্ধ, উন্মত্ত বেহায়া দুকানকাটা—তার আবার বিচারশক্তি কি? লজ্জাইবা কি? পশু বা পাষাণকে কোন সাধু কথা বলা বৃথা। মুক্তাহারের মর্ম্ম বানরে কি বুঝিবে?" প্রকারান্তরে বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বানর বলিলেন দুকানকাটা বেহায়া বলিয়া নবদ্বীপের প্রসিদ্ধনামা পণ্ডিতগণকে ও গালি দিলেন। আমরা জানি সম্পাদকের উদ্দেশ্য কেবল ইংরাজীওয়ালাদিগকে গালি দেওয়া। ইংরাজি জানেন বলিয়া হরপ্রসাদ তাঁহার নিকট বড় অপরাধী। দেঁপার পড়িয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতগণও বৈনিকের নিকট বানর হইলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি ইংরাজি শিক্ষিত উৎসাহী যুবকদিগের উপর তাঁহার এত বিদ্বেষ কেন? একি সাধারণের নিকট পরিচিত হইবার উপায়? অশিক্ষিত লোকে ভ্রম ও কুসংস্কারাপন্ন। তাহারা ইংরাজি শিক্ষা কারে নাই সংস্কৃতেরও ধার ধারে না। পরের শাস্ত্রের উপর তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার শাস্ত্রের এক বর্ণ পর্য্যন্তও তাঁহারা জানে না তাঁহারা নব্যসম্প্রদায়ের নামে হাড়ে চটা কিন্তু পুরাতন সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা নাই। নিজের শত ছিদ্র, অন্যের সামান্য ছিদ্রও তাহাদের নিকট মহাসমুদ্র। বঙ্গসমাজে এইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক। বৈনিক ও বঙ্গবাসী এই সকল লোককে সংশোধন করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদের রুচিকর পদার্থ সকল যোগাইয়া দিয়া পসার করিতেছেন। ইতর লোকের মত অবাচ্য বলিয়া কাহারও হৃদয়ে আঘাত করিবা যদি অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হয় তবে এ কষ্টসাধ্য দুরূহ সম্পাদকীয় কার্য্য ছাড়িয়া তাঁহারা ধনাগমের অন্যতর উপায় অবলম্বন করুন। কিন্তু যদি দেশের কোন উপকার করিবার ইচ্ছা সহযোগিদের মনে থাকে তবে এ কুরুচিপূর্ণ অভদ্রোচিত ভাষায় গালি দিবার অভ্যাসটী পরিত্যাগ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা অনেক দেখিয়া আসিতেছি গালি দিয়া কেহ কখনও বড় হইতে পারে নাই।

—●●—

আমাদের কোন কোন সহযোগী সাএদ আমীর হোসেনকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত করায় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন মুসলমান বলিতেছেন 'আমরা' মুসলমানকে উচ্চপদে নিযুক্ত দেখিতে ইচ্ছা করি না। মুসলমানের এটী ভ্রম। আমরা সকল কার্য্যে ও সকল বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্যার্থী হই তাঁহারাও সময়ে সময়ে সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ হন না। মুসলমানকে এখন আমরা ভাল বাসিতে শিখিয়াছি, হিন্দুমুসলমানের বৈরিতা যে উভয়েরই অনর্থের মূলীভূত তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আমাদের সহযোগিরা যে সাএদ আমীর হোসেনকে

ব্যবস্থাপক সভায় অধিষ্ঠিত দেখিতে ইচ্ছা করেন না, তাহার কারণ জাতিবৈরিতা নহে। যেসকল কারণে আমীর সাহেব হোসেনের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে সেসকল কারণ এক জন হিন্দুতে বর্ত্তমান থাকিলে আমরা তাঁহাকেও প্রত্যাখ্যান করিতাম। রাজা শিবপ্রসাদকে কি আমরা হিন্দু বলিয়া আদর করি? না এক মুহূর্তের জন্য ও তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভায় অধিষ্ঠিত দেখিতে আমাদের ইচ্ছা হয়? সাহেব আমীর হোসেনও শিবপ্রসাদের ন্যায় ইংরাজের তোষামদকারী ও স্বজাতির অপ্রিয়। অধিকন্তু তিনি একজন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী। সুতরাং উদাম ও সৎসাহস থাকা তাঁহার পক্ষে প্রায়ই অসম্ভব। ব্যবস্থাপক সভায় থাকিয়া তিনি যে কেবল হিন্দুর অপকার করিতে পারেন তাহা নহে, মুসলমান ও তাঁহার হস্তে বড় একটা সুখের আশা করিতে পারেন না। এই কারণেই আমরা তাঁহার সভ্য হইবার প্রতিবাদী। যে মুসলমান সাহেব আমীর হোসেনের অবস্থা ও কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন তিনি বলিবেন সাহেব হইতে মুসলমানেরও কোন কল্যাণ নাই। সত্য বলিতে গেলে মুসলমান আমাদিগকে আর কেন ঘৃণা করেন? দেশের জন্য সকলের প্রাণ পণ করিবার সময় আসিয়াছে। যদি আমাদের পরস্পরের ভিতর বৈরিভাব বিষ বর্ত্তমান থাকে তবে কাহারও মঙ্গল হইবে না, বরং প্রতিহিংসাশীল এংলোইণ্ডিয়ান এই ভ্রাতৃবিচ্ছেদ আত্মবিচ্ছেদ দেখিয়া টিট্‌কারী করিতে করিতে এদের মুখে গালি দিতে থাকিবেন। সে কি আমাদের বড় অভিপ্রেত?

—◆◆—

তিব্বতের রমণীরা পুরাতন কেল্টিক জাতির ন্যায় নানা বর্ণ লেপনে সুন্দর মুখ বিকৃত করিয়া বাহিরে আসে। ভারতের রমণীর যেমন মুখাবরণ তিব্বতবাসিনীর তেমনি বর্ণ প্রলেপন। রমণীরা রাজাজ্ঞায় বাধ্য হইয়া এরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। রমণীর কমনীয় বদন বিকৃত ভাবে প্রদর্শন করাইবার গভীর উদ্দেশ্য আছে। পূর্ব্বে যখন তিব্বতে এপ্রকার ব্যবহার ছিল না তখন তিব্বতের যৌবন যে ভয়ানক ব্যভিচার দোষ লক্ষিত হইত, পুরুষেরাও তখন ধর্ম্ম জ্ঞান শূন্য হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম কলঙ্কিত করিতেছিল। বৌদ্ধমতে স্ত্রী পুরুষের ব্যভিচারে প্রকৃত ধর্ম্মভাব দূরে পলাইয়াছিল। ক্রমে এই ব্যভিচার দোষ লামার রাজপরিবারের ভিতর প্রবিষ্ট হইল। লামা নোমিধান দেখিলেন বিষম বিভ্রাট, স্ত্রীলোকগণকে কোন কঠিন রাজাজ্ঞায় দমন না করিলে দেশের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। তিনি পুরোহিতগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন লোকের চক্ষে রমণীদিগকে এমন করিয়া দেখাইতে হইবে যাহাতে পুরুষের মনে কুপ্রবৃত্তির উদয় না হয়, তাই এই দারুণ রাজাজ্ঞার সৃষ্টি। ইহাতে তিব্বতের অত্যাচার স্রোত অনেকটা বন্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানের ভিতর ব্যভিচার দোষ একেবারেই নিবারিত হইয়াছে। এই কঠিন রাজাজ্ঞা প্রথমে যখন প্রচারিত হয় তখন যেরূপ গোলযোগের আশঙ্কা ছিল তাহার কিছু মাত্রই ঘটে নাই। গৃহস্থেরা রমণীদিগের আচরণে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। এই কঠোর আজ্ঞার উপকারিতা সহজেই তাঁহারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন। এখন এই ব্যবহারটী কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে। কোন কোন রমণী এখন বর্ণাঙ্কন না করিয়া বাহিরে আসেন, কিন্তু পুলিস দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে লুকাইতে হয়। যাঁহাদের বর্ণাচ্ছাদন নাই তাঁহারাও সৎস্বভাব সম্পন্না বলিয়া লোকের নিকট পরিচিতা নহেন।

—◆◆—

স্ত্রী স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙ্গালী যুবক কি এই ইতিহাসটী মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন? হিন্দু রমণীর অবরোধ প্রথা কেন? ঘাটে মাঠে স্ত্রীলোকের হাত ধরিয়া বেড়াইতে গেলে কি হয় তাহা এখন তাঁহারা বেশ করিয়া বুঝিয়া লউন। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা মূর্খ ছিলেন না। সমাজনীতিতে যেমন তাঁহারা অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন কোন সভ্য জাতি আজ পর্য্যন্তও তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। হিন্দুর সমাজবন্ধনী যেমন দৃঢ় লোকের চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিবার পক্ষে যেরূপ অনুকূল তেমন আর পৃথিবীর মধ্যে কোন জাতিরই নহে। তিব্বতের বৌদ্ধ সমাজ দেখিলেন স্ত্রীলোকের উপর শাসন না করিলে ব্যভিচারের প্রশ্রয় পায়, তাই এক অসভ্য রুচিসঙ্গত ব্যবস্থার প্রচার করিয়া ফেলিলেন, হিন্দু সমাজের ব্যবস্থাপকেরা দেখিলেন স্ত্রীলোকের চরিত্র নির্ম্মল রাখিতে গেলে তাহাদের কমনীয় কান্তি, সুন্দর বদনচন্দ্রিমা লোকলোচনের অন্তরিত করিয়া রাখা চাই। তাই সভ্যনীতি সঙ্গত অবরোধ প্রথা হিন্দু সমাজের ভিতর প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই অবরোধ প্রথার বলে হিন্দুরমণীরা জগতের সম্মুখে সতীত্বের আদর্শস্বরূপে পরিচিতা হইয়াছেন। অবরোধ প্রথা না থাকিলে ইউরোপীয় সমাজের যে দুর্দ্দশা আমাদেরও সেই দুর্দ্দশা ঘটিত। অশিক্ষিত সমাজনীতিজ্ঞ ইংরাজ এবং অর্দ্ধশিক্ষিত অপরিণামদর্শী ইংরাজের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত বাঙ্গালী যুবক স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত, কিন্তু একবার যদি তাঁহারা কোন শিক্ষিত সমাজচিন্তাশীল ইংরাজের নিকট উপদেশ চাহেন, উপদেষ্টা নিশ্চয়ই বলিবেন "ইউরোপীয় প্রথার স্ত্রী স্বাধীনতা বিষম অনর্থের মূল!" মিতাক্ষরা বলিয়া গিয়াছেন ব্যভিচার যে কেবল কার্য্যে হয় তাহা নহে, যেব্যক্তি কুদৃষ্টিতে রমণীর মুখের দিকে নিরীক্ষণ করে সেও ব্যভিচার করিয়া বসে। সাধারণ লোকের মধ্যে এমন অল্প লোক আছেন যাঁহারা স্ত্রীলোকের মুখের দিকে কেবল পবিত্র ভাবেই নিরীক্ষণ করিয়াছেন। ইতর লোকের কথা ত অনেক দূরে। যেসকল কেরাণী বাবু একটা রাজনৈতিক আন্দোলন উঠিলে মাতিয়া যান, হরিসভা ও ব্রাহ্মসভায় গিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে এক এক ঝুড়ি ধর্ম্ম কুড়াইয়া আনেন, বেলা চারিটার পর আফিসের ছুটী হইলে মেছোবাজার ও হাড়কাটার ভিতর দিয়া আসিবার সময় যদি তাঁহাদেরই তামাসাটা একবার ভাল করিয়া দেখা যায় তাহা হইলেই বোধ হইবে বাঙ্গালীর মধ্যে শিক্ষিত অশিক্ষিত, সাধু অসাধু। অনেকেই প্রলোভনের হাত ছাড়াইয়া রমণীর উপর সাধু দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে শিখেন নাই। যখন রমণীর মুখ প্রলোভনের সামগ্রী, তখন সাধারণকে তাহা দেখিতে না দিয়া প্রলোভন নিবারণ করা কি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর নহে? মনু বলিয়াছেন "ঘৃত কুম্ভ সমানারী, তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান তস্মাৎ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েৎ বুধঃ।" স্ত্রী স্বাধীনতা প্রিয় বাঙ্গালী যুবক যদি অনুধাবন করিয়া দেখেন তবে ভারতের সহিত বিলাতের রমণীদিগের অবস্থার তুলনা করিলে আর তাঁহাদিগের অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী হইতে ইচ্ছা হইবে না।

—◆◆—

অনেকে বলিয়া থাকেন অধমর্ণের কারারোধ ব্যবস্থাটী একেবারে উঠাইয়া না দিয়া ব্যবস্থাপক সভা আইনটীর আর একটী নূতন পরিবর্ত্তন করুন। দেনদারেরা জেলে গেলেই মহাজনের টাকার দাবী ধ্বংস হয় এরূপ নহে, জেল খাটিয়া আসিয়া দেনদারের যদি কোন সম্পত্তি বাহির হয় অথবা ঋণ পরিশোধের উপায় থাকে মহাজন তাহার সাহায্যে ঋণের টাকা আদায় করিতে ছাড়েন না। জেল খাটিয়া আসিলে যাহাতে মহাজনের দাবী ধ্বংস হয়, ব্যবস্থাপক সভায় এরূপ বিধান করা কর্ত্তব্য। তাহা স্বতন্ত্র প্রকারে না হইয়া এইরূপে করা যাইতে

পারে। দেওয়ানী জেলের কয়েদিগণকে বসিয়া বসিয়া খাইতে না দিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থার উপযোগী কতকগুলি কার্য্য করিতে দিন। এইসকল কার্য্য অন্যের দ্বারা করাইলে গবর্ণমেণ্টকে যে বেতন দিতে হইত তাহা কয়েদিগণকে দিয়া তাহা হইতে মহাজনের ঋণ পরিশোধ করা হউক। ইহাতে দেনাদারকে দুই বার করিয়া কয়েদী হইতে হইবে না, মহাজনেরও ঋণ পরিশোধের উপায় হইবে। এ ব্যবস্থাটী নিতান্ত মন্দ নহে। কিন্তু উচ্চবংশীয় স্ত্রীলোকদিগের কি প্রকারে কার্য্য দেওয়া হইবে? প্রকৃতি দেশাচার ও সমাজের দোষে তাঁহারা একেবারে অকর্ম্মণ্য। তাঁহাদের ঋণ পরিশোধের উপায় কি? যেরূপ যুক্তিতেই হউক না কেন আমরা অধমর্ণের কারাবরোধ ব্যবস্থার অনুমোদন করিতে পারি না।

—◆◆—

ভারত আক্রমণের জন্য রুষের রেলওয়ে বিস্তার।

এতদিন যাহার জন্য আমরা ভীত হইয়াছিলাম আজ তাহা নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া বোধ হইতেছে না। রুষের ভারত আক্রমণ অনেক দিন হইতে সংবাদপত্রিকার আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। অনেক দিন হইতে ইংরাজ ও ভারতবাসী সোৎসুকনয়নে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমাপ্রদেশ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। মধ্য আসিয়ায় প্রবেশ করিয়া রুষ কোথায়—কি করিতেছেন, আফগান সম্বন্ধে রুষের কি অভিপ্রায়, সীমানা লইয়া ইংরাজের সহিত রুষ কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন, এই সকল বিষয়ে যতদূর আমাদের মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছিল ব্রহ্মযুদ্ধ, কি আম্মানসের দিকেও আমরা ততদূর লক্ষ্য করিতে পারি নাই। ভারতের উত্তর পশ্চিম কোণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই ভয়, ভবিষ্যচ্চিন্তা, ভারতের দারিদ্র্য, ইংরাজের অবিশ্বাস, ইংরাজের সন্দেহ এবং ইংরাজের সহিত ভারতবাসীর বৈরমৈত্রীভাব এই সকল কথা যুগপৎ আমাদের হৃদয়ে উদয় হইয়া ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত করে। সংগ্রাম ভূমির ধোয়াচ্ছাকার ভেদ করিয়া আমাদের স্থূলদৃষ্টি ভবিষ্য রাজ্যে উপনীত হইতে পারে না। ভবিষ্য রাজ্যে ভারতের অদৃষ্ট শাসন করিবার নিমিত্ত স্বর্গ কি নরকের দেবতা সজ্জিত বেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন তাহা আমরা অনুমান করিয়া স্থির করিতে পারি না। রুষ ক্রমশই অগ্রসর হইতেছেন। রুষের দৃষ্টি যে ভারতের দিকে তাহা আমরা অনেক দিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। রুষের কার্য্যকলাপ দেখিয়া পাইওনিয়ারকেও আমাদের মত ভীত ও চিন্তিত হইতে হইয়াছে। যে দিন, রুষ মধ্য-আসিয়ায় লৌহবর্ত্মের প্রথম সন্নিবেশ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই রুষের ভারতাক্রমণ লালসার আভাষ প্রকাশ পাইয়াছে। লৌহবর্ত্ম যতই আফগান সীমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল ততই আমরা রুষের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম। তার পর রুষের সহিত ইংরাজের আফগান সীমা লইয়া বিবাদ। তাহারও যদি মীমাংসা হইল, ত রুষ ইরাণের সহিত—একটা বিবাদ বাঁধাইবার নিমিত্ত অবসর উপায় দেখিতে লাগিলেন। সন্ধির চুক্তি অনুসারে যে পর্য্যন্ত সনদ পাইয়া রুষ ক্ষান্ত হইবেন স্বীকার করিলেন ইংরাজ কমিশন ফিরিয়া আসিতে না আসিতেই সীমা ছাড়িয়া রুষ তাহার অগ্রবর্ত্তী আরও ১৫ মাইল বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। নদী স্রোতের ন্যায় রুষের লৌহবর্ত্মও হু হু করিয়া বাড়িয়া আসিতেছে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পাইওনিয়ার পর্য্যন্তও স্বীকার করিতেছেন যে রুষের লালসা কেবল আফগানস্থানেই পর্য্যবসিত হইবে না। দুরাকাঙ্ক্ষার দূরপ্রত্যাশা অল্পেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে। রুষ যতই সাম্রাজ্য গ্রাস করিতেছেন ততই—তাঁহার লোভপ্রবৃত্তি চতুর্গুণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। "ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি" কথা বস্তুর এত উপভোগ করিয়া রুষের পরিতৃপ্তি নাই। আসিয়ার অর্দ্ধেক ও ইউরোপের বার আনা স্বীয় করায়ত্ত করিয়াও রুষের সন্তোষ নাই। তাই মধ্য-আসিয়ার রাজাদিগকে করতলস্থ করিয়া ভারতের উপর রুষের লোভদৃষ্টি। এখন ইংরাজের কর্ত্তব্য কি ইহাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

পাইওনিয়ার ইংরাজকে অভয় দিয়া বলিতেছেন রুষের ভারতে প্রবেশ করা সম্ভব নহে। সহযোগীর যুক্তি এই যে রুষ বরফের ভিতর ক্লেশ সহিষ্ণু হইলেও প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করা তাঁহার ক্ষমতাসাধ্য নহে। এখন রুষ যে ভারতকে এল্‌ডোরেডো ভাবিয়া বড়ই ঐশ্বর্য্যের প্রয়াস করিতেছেন। একবার পেশওয়ারে প্রবেশ করিলে বুঝিতে পারিবেন সে এল্‌ডোরেডো উত্তপ্ত লৌহশলাকা প্রোথিত আছে। উষ্ণ প্রধান দেশে সৈন্য সামন্ত লইয়া রুষ কখনই যুঝিতে সমর্থ হন নাই। সে রুষ কি এখন প্রচণ্ড উত্তাপের ভিতর সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবেন? সহযোগীর এই যুক্তিটীর সারবত্তা কতদূর বুদ্ধিমান মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। কোন মুমূর্ষু সন্তানের নিকটে বসিয়া প্রতিবাসী যেমন পিতামাতাকে সান্ত্বনা করে "ভয় কি বেয়ারাম কমিতেছে," পাইওনিয়ারও তেমনি ইংরাজের ঘোর বিপদের সময় রুষকাণ্ডের ভিতর "বেয়ারাম" দেখিতেছেন মাত্র। সহযোগীর জানা উচিত সাধারণে তাঁহার কথায় যেমন আশ্বস্ত হইবেন গবর্ণমেণ্টও তাহার অধিক বিশ্বাস করিতে পারেন না। যদি শীতপ্রধান দেশের অধিবাসিবর্গের পক্ষে উষ্ণপ্রধান দেশে আসিয়া যুদ্ধ করা অসম্ভব হয়, তবে ইংরাজ কেমন করিয়া ভারত অধিকার করিলেন? সিমলা হইতে নামিয়া আসিলেই যে গবর্ণমেণ্টের শিরঃপীড়া হয় সে গবর্ণমেণ্ট বা কেমন করিয়া গ্রীষ্মাধিক্যের সময় পেশওয়ারে ঢুকিতে যাইবেন?

পাইওনিয়ার বলেন রুষ লক্ষ লক্ষ প্রজার শির দিয়া সিন্ধুপার হইতে প্রস্তুত কিন্তু রুষের অর্থ কৈ? রুষের রাজস্ব বিভাগে কেবল অভাব, কেবল অনটন। প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া ভারতে যুঝিতে আসা রুষের অসাধ্য।

এই আশ্বাস বাক্যেও আবার আমাদের ইংরাজের কথা তুলিতে হয়। ভারতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অর্থের কি বড় সুপ্রতুল? প্রজা না খাইয়া মরিতেছে আর রাজা অপরিমিত অর্থ ব্যয়ে রাজকোষ শূন্য করিয়া দেউলিয়া হইয়া যাইতেছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের চতুর্দ্দিকে বিপদ ও অর্থের অনটন। এত অনটনের সময়ে পৃথিবীর একটী প্রধান রাজ্যের সহিত বিবাদ করিতে যাওয়া ইংরাজের পক্ষে যদি সম্ভব হয়—রুষের পক্ষে সম্ভব না হইবে কেন?

পাইওনিয়ার এইরূপ অসার বাক্যে ভারত গবর্ণমেণ্টকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন এখন কেবল সৈন্যবল বৃদ্ধি করাই ইংরাজের কর্ত্তব্য। আমরাও গবর্ণমেণ্টকে সেই উপদেশ দিই। কিন্তু পাইওনিয়ার যেমন ভারতবাসীকে ছাটিয়া রাখিয়া বল সংগ্রহ করিতে চান আমরা তেমন উপদেশ দিতে পারি না। যদি সৈন্যের বল বৃদ্ধি করিতে হয়, ভারত হইতেই বৃদ্ধি করা আবশ্যক। ভারতবাসীকে ইংরাজের রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত যখন উদরের অন্ন মারিয়া অর্থ সাহায্য করিতে হইবে, তখন সে অর্থ বিদেশীয়ের হস্তগত না হইয়া যদি দেশীয়ের ঘরে থাকে, আর সেই দেশীয় লোকের প্রাণপণ যত্ন ইংরাজের যদি যথার্থ সাহায্য হয়, ইংরাজ কি বলিয়া তাঁহাদিগকে ছাটিয়া রাখিবেন? প্রজার উপর এতদূর অবিশ্বাস করিতে গেলে রাজার রাজ্যরক্ষা বড় সহজ ব্যাপার নয়

না। অবিশ্বাসের কারণই বা কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সিপাহিবিদ্রোহের সময় লবডে ইংরাজ সাম্রাজ্য যখন টলমলকরিতেছিল, তখন দেশীয় লোকের সাহায্যেই ইংরাজ খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছেন। সে ঘোর বিপদে ভারতবাসী যদি বুক দিয়া না পড়িতেন, আজ বঙ্গোপসাগরের উপকূলে শ্বেতমুখ দেখা যাইত না, ভারতের রাজভক্ত লোক বলে অর্থ বলে যদি ইংরাজের পৃষ্ঠপর না হইতেন, দুর্দমনীয় শীখ-সৈন্য মুখর হইয়া বিদ্রোহ বহ্নির প্রাথমিক তেজ না সহিতেন, তাহা হইলে ১৮৫৭ অব্দ হইতেই ইংরাজের নাম ভারত ইতিহাসে বিলোপ প্রাপ্ত হইত। ইংরাজের কি সে কথা এখন স্মরণ নাই? বিপদ হইলেই শত্রু মিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজ বিপাকে পড়িয়াই শত্রু মিত্রের কাষ্য দেখিয়াছেন। রাজ ভক্ত কে, রাজদ্রোহী কে, তাহার পরিচয় পাইয়াছেন, গোলার মুখে অগ্নি পরীক্ষায় শোধন করিয়া ভারতবাসীর রাজভক্তির প্রমাণ পাইয়াছেন। এখন ভয়ে ভয়ে সেই বিপদ কালের বন্ধু রাজভক্ত ভারতের প্রজাকে দূরে রাখিয়া, কেবল স্বদল লইয়া যুঝিতে যাওয়ায় ইংরাজের কি কাপুরুষতা প্রকাশ পায় না? ইংরাজ যদি বলেন "পয়সা দিয়া সাহায্য কর হাতা হাতি সাহায্যের কোন প্রয়োজন নাই" তবে এ কি নীচতার কথা হয় না? পাইওনিয়ার বলেন যুদ্ধের অর্থ সঙ্কুলান করিবার নিমিত্ত ভারতে অনেক প্রিমিয়ম উঠিতে পারে ভারত তাহা বহন করিতেও অপারক নহে। তাল, দারিদ্র্য দুর্নামের অপেক্ষা ধনপরিবাদও সৌভাগ্যের কথা। না খাইতে পাইয়াও যদি লোকের নিকট ধনবান বলিয়া পরিচিত হওয়া যায় তাহাতে ক্ষতির বিষয় কি? ক্ষতি কেবল এইমাত্র যে ধন পরিবাদের চৌরের ভয় বৃদ্ধি হয়; পাইওনিয়ার পাছে গবর্ণমেণ্টের পরস্বাপহারক প্রবৃত্তির উত্তেজক হন ইহাই আমাদের আশঙ্কা। ধন পরিবাদে গবর্ণমেণ্ট পাছে পরগ্রাহী নির্ধন হইয়া উৎপীড়ন করেন ইহাই আমাদের ভয়।

গবর্ণমেণ্ট পরামর্শদাতার পরামর্শ ছাড়িয়া কি আমাদের কথা শুনিবেন? ভলণ্টিয়ারের প্রশ্ন আর একবার উত্থিত করা হউক না কেন? ভারতবাসী সামরিক শিক্ষা লাভ করিতে না পারিলে ভারতে ইংরাজের রাজ্যের প্রকৃত বল বৃদ্ধি হবে না। যেসকল শীখ ও সিপাহি সৈন্য সেনাশ্রেণিতে সন্নিবিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয় না, তাঁহাদের হস্তে ভাল অস্ত্র শস্ত্র পড়ে না, কেবলমাত্র অকার্য্যকর কতকগুলি পুরাতন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া তাহাদিগকে সম্মুখ সমরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই ব্যবহারের সংস্কার করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অর্থবল লাভ করিবার জন্য কেবল লোকের উপর করের উৎপীড়ন করিতে না গিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি ধনবান জমীদারগণকে এক একটী সামরিক উচ্চ পদ দিয়া সৈনিক দলের নেতা করিতে পারেন তবে বাস্তবিকই ভারত গবর্ণমেণ্টের বল চতুর্গুণ হয় রুষের ভীতি তিরোহিত হয় ভারতবাসীর রাজভক্তিও এক শত গুণ বর্দ্ধিত হয়। ইংরাজের হস্তে একবার ভারতবাসীর অগ্নি পরীক্ষা হইয়াছে। এবারও ইংরাজ একবার অগ্নি পরীক্ষা করিয়া দেখুন ভারতবাসীর রাজভক্তি সরল ও হৃদয় সম্ভূত বলিয়া বোধ হয় কি না।

—

ছেলেধরা।

সহরে বড় ছেলেধরার ভয় হইয়াছে।
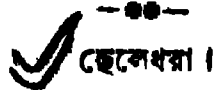
মিসনরিদিগের প্রতাপকালে আর একবার এই ভয় উঠিয়াছিল। বাঙ্গালী হিন্দুর ছেলে তখন নূতন নূতন সাহেবের সাঁকত মিসিতে পাইয়া, স্কুল কলেজে মিসনরী অধ্যাপকদিগের নিকট বিলাতের দশটী আজ্ঞা কণ্ঠস্থ করিয়া, পথে ঘাটে সাহেবদিগের হাতনাড়া মুখনাড়া দেখিয়া একেবারে ভুলিয়া যাইত। শিক্ষকের কথা ছাত্রে যেমন শিরোধার্য্য করে পিতা মাতার কথা ততদূর মানে না, শিক্ষকের একটা আকর্ষণ শক্তি আছে, ছাত্রের মনের উপর একটা টান আছে, ছাত্র তাহাতে স্বভাবতই শিক্ষকের দিকে ধাবিত হয়। সাহেব অধ্যাপক বাইবেলের উপাসনার পাঠ পড়াইয়া ছাত্রদিগকে উপদেশ দিলেন—পৌত্তলিকতা মহাপাপ। ছাত্র অমনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন ভবিষ্যতে আর তিনি পুত্তলিকার পূজা করিবেন না। সাহেব বলিলেন যিশু ভিন্ন পরিত্রাণের আর উপায় নাই, ছাত্র অমনি স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়া লইবার কল্পনা করিলেন। ইহার উপর যাঁহারা আপনার হিন্দুর কুলে কালি দিয়া ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তির লোভে লাঙ্গুল কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন তাঁহারাও তরলমতি ছাত্রবৃন্দের ভবিষ্যতের আশার উপর ভেল্কির খেলা খেলিতে লাগিলেন। যে বালককে একটু ইংরাজপ্রিয় দেখিতে পাইলেন অমনি তাহাকে গোরা বিবি, মোটা বেতন গাড়ি ঘোড়া ও হ্যাট কোর্টের প্রলোভন দেখাইয়া অল্পে অল্পে টানিতে আরম্ভ করিলেন। এই সব টানা টানিতে দুই একটী ছেলে ধরা পড়িল, মায়ের তত্ত্ব ছাড়িয়া পিতার শাসন এড়াইয়া জাতি, ধর্ম্ম, আত্মীয়স্বজন সকলের স্নেহমমতায় জলাঞ্জলি দিয়া একেবারেই তাহারা অন্ধকার হইতে আলোকে প্রবেশ করিল। অভিভাবকেরা সতর্ক হইলেন, কেহ কেহ ছেলেধরার ভয়ে বালকের স্কুলে পড়া বন্ধ করিলেন। ছেলে ধরা মিসনারীর ভয়ে তখন হিন্দু সমাজে একটী বড়রকম গুলগাড়িয়া গিয়াছিল।

কিয়দ্দিন এইরূপে যায়, অভিভাবকদিগের ভাগ্যে ছেলেধরার আশঙ্কা কিছু কমিয়া আসে, গবর্ণমেণ্ট লৌকিক বুঝিয়া এক একটী নিরপেক্ষ স্কুলকালেজ স্থাপন করিয়া ধর্মীর ভয় শান্ত করেন। তার পর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম অভ্যুদয়। হিন্দুর বালক যিশু ছাড়িয়া একেবারেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের লোভে দলে দলে মির্জাপুরের গির্জায় আসিয়া জুটিতে লাগিল। খৃষ্টধর্ম্মের প্রলোভন স্রোত বন্ধ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম কতকটা এই ছেলেধরার ভয় নিবারণ করিলেন। আর্য্যধর্ম্ম ছাড়িয়া যেসকল বালক একেবারে হিন্দু সমাজের বহির্ভূত হইতে গিয়াছিল ব্রাহ্মধর্ম্মে তাহাদের প্রবৃত্তির অনুরূপ বিষয় পাইলে তাহারা আর অগ্রসর হইল না। ক্রমে ব্রাহ্মের ভিতরও ছেলেধরা দেখা দিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ছেলেধরার ন্যায় ইঁহারা ততদূর বাড়াবাড়ি করিলেন না। দুই চারি জন ঘরের বাহির হইয়া কিছু দিনেরপর আবার স্ব স্ব গৃহে স্থান পাইলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে ব্রাহ্মের উপর লোকের যে একটা বিদ্বেষভাব জন্মিয়াছিল সেই ভাবের সহায়তার স্থানে স্থানে হরিসভা স্থাপিত হইল। হরিসভা ব্রাহ্মসমাজের বিদ্বেষ্টা। দেশের ভিতর স্থানে স্থানে যদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত না হইত কোথায়ও কখনও বর্ত্তমান পদ্ধতি ক্রমে হরিসভা স্থাপিত হইত কিনা সন্দেহ। এইসকল হরিসভার অধিকাংশ সভ্য কাহারা? যাহারা "আর্য্য ধর্ম্ম" "সনাতন হিন্দুধর্ম্মের" নাম ডাকিয়া এককালে বেদব্যাসের জন্ম দিতে চায়, পৈত্রিক ধর্ম্মত্যাগী অনাচারী নাস্তিক বলিয়া ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করে, মস্তকের উপর শিখা রাখিয়া কণ্ঠীও জপের ঝুলি ধারণ করিয়া গৌর নাম জপ করিতে করিতে দোকানদারী করে, আদালতের আমলা হইয়া মিঠাইয়ের নামে উৎকোচ গ্রহণ করে, রাধা নামে উন্মত্ত হইয়া বেশ্যার পদতলে আত্মসমর্পণ করে, আর রসকলি কাটিয়া প্রতিবাসিদিগের বৌ-ঝির সর্ব্বনাশের চেষ্টায় বিচরণ করে। যাহারা বাস্তবিক বৈষ্ণবনামের অধিকারী আমরা তাঁহাদিগকে ইএ

চুর্ণিত মস্তক করিয়া পাপের ভাগী হইতে পারি না। যেসকল সত্য বাস্তবিক ধর্ম্মাত্মা তাঁহাদিগের চরণে এসপর্ত্তবার প্রণাম করিয়া দূরে রাখিয়া দি। কিন্তু একশতের মধ্যে একজনও যদি এই রূপ সাধুহৃদয় ব্যক্তি থাকেন তিনিও এই পাপের ধার সাধন বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। অপর পক্ষে নিরস্তরই ভক্তের ধর্ম্মের আড়ম্বর যেমনই অধিক তাহাদের পঞ্চবং ব্যবহার কলঙ্কিত প্রবৃত্তি ও পাপক অত্যাচারের কাহিনীও তেমনি বিচিত্র। পাঠক! কবিসভায় গিয়া ইহাদের প্রেমময় ঢলাঢলি দেখিয়া হাসিয়াছেন, যদি একবার এই পাপমূর্ত্তি পাষণ্ডদিগের চরিত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন এই পাষণ্ডেরাই প্রকৃত পক্ষে সমাজ ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বঙ্গদেশকে ছারখার করিয়া ফেলিতেছে। এই পাষণ্ডদিগের এক একটী সম্প্রদায় আছে। নদীয়া ও শান্তিপুরের বৈষ্ণবেরা যেমন শ্রীচৈতন্যের এক একজন শিষ্যকে কুলদেবতা স্বরূপে গ্রহণ করিয়া এক একটী স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত হইয়াছেন এই চাকুরে বৈষ্ণবেরাও তেমনি সমতানের অবতার স্বরূপ এক একজন পাপাচারী গোঁড়া বৈষ্ণবকে গুরুস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের অধীনে ধর্ম্মের নামে পাপাচারের নূতন নূতন উপায় সকল শিক্ষা করিতেছে। এই গুরুআখ্যাধারী যণ্ডগুলা প্রকৃত বৈষ্ণবসমাজ হইতে দূরীকৃত হইয়া সহরে ও গ্রামের ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। সাধুহৃদয় বৈষ্ণবগণের নিকটে থাকিয়া তাহারা যেসকল পদাবলি গীত মন্ত্র ও আচরণ শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহাই তাহাদের শিষ্য সংগ্রহের সম্বল। সেই সম্বল লইয়া তাহাদের অনুচরবর্গ ছেলে ধরিবার জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। কোন তরলমতি বালককে দেখিতে পাইলে ছোঁ মারিয়া গুরুর নিকট আনয়ন করে। সেখানে আড়ম্বরে ভুলাইয়া দুই পাঁচ দিন মালসা ভোগের সেবা দিয়া "ব্যাপটাইজ" করিয়া বসে এবং জাতি ধর্ম্ম পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব এমন কি নিজের পৈত্রিকনামটী পর্য্যন্তও বহির্ব্বাসের ন্যায় ছাড়াইয়া ফেলিয়া গুরুমন্ত্র দীক্ষা দেয়। ক্রমে বালক ধর্ম্মভাব ছাড়িয়া চতুরতা করিতে শিখে, গুরু ও গুরুভাইদিগের চরিত্র অনুকরণ করিতে শিখে। প্রবল পাপের স্রোতে পড়িয়া আর তাহাকে সংসারের দিকে, কর্ত্তব্যের দিকে, আপনার লোকের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেও দেখা যায় না। এই দারুণ ছেলেধরার ভয় এখন এত প্রবল হইয়াছে যে অভিভাবকের ছেলে সামলান ভার। একবার ছেলে যদি বাহির হইয়া এই সকল গুরুর খপ্পরে পড়ে, ত শতবার কাঁদিয়া কাটিলেও আর সে ছেলে ঘরে ফিরিতে চায় না। হায়! হায়!! শ্রীচৈতন্যের পবিত্রধর্ম্মের কি দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে!!

আমরা আজ পাঠকগণকে একজন ছেলেধরা গুরুর বিবরণ দিব। বিবরণটী আমরা তাঁহার একজন পুরাতন শিষ্যের নিকট অবগত হইয়াছি কলিকাতার ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ বকোপাধ্যায় ওরফে ✕ ✕ ✕ ✕ গোস্বামী এক জন উল্লিখিত প্রকারের ভক্ত দিগেল গুরু। ইনি অনেক রমণীকে মজাইয়াছেন এবং অনেক বালকের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় শিষ্যগণের নিকট বৃত্তি আদায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। এক পণ পানের খিলি ও এক একটী অবিদ্যা না হইলে তাঁহার দিবারাত্রি অতিবাহিত হয় না। শিষ্যগণের উপর ইঁহার যেরূপ দাবী দাওয়া পুত্রের উপর পিতারও সেরূপ হয় না।

এই শিষ্যগণের চাকরী ও দোকানদারী হইতে গুরুভাগ গ্রহণ করিয়া তিনি যেরূপ সুখের সেবায় দিনাতিপাত করেন বিষয়ী ব্যক্তিরও তত দূর হওয়া সম্ভব নহে। এই বাবাজীর শিকার স্থানে রাজপুর নিবাসী তাঁহার এক জন শিষ্য সম্প্রতি যেরূপ ভয়ানক অত্যাচার করিয়া একটী গৃহস্থ রমণীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা শুনিলে ও কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়। রমণী ভদ্রবংশীয় ও পুরুষপরম্পরাক্রমে বিষ্ণু মন্ত্রের উপাসক শিষ্য এ ব্যক্তি অনেকদিন হইতে তাহার সহিত আত্মীয়তা করিয়া গুরুমন্ত্র দেওয়াইবার জন্য প্রস্তাব করে এবং এক দিন হঠাৎ কলিকাতার গুরুর নিকট লইয়া গিয়া মন্ত্র দেওয়াইতে চায়। রমণীর মাতা প্রথমে অস্বীকৃত হয়। পাষণ্ড তাহাকে ভগ্নী ও মাতৃ সম্বোধন করিয়া তাহার ও তাহার মাতার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার ছল করিয়া বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে, এবং তাহার সতীধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া আবার গুরুর নিকট ফিরিয়া আসে। পাষণ্ড এখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, বেশ্যাবৃত্তি ভিন্ন তাহার আর উপায়ান্তর নাই।

গুরুবাবাজীর আর একজন শিষ্য চাকড়িপোতা নিবাসী একজন ভদ্র ব্রাহ্মণবালক। গুরু তাহাকে নিজের খপ্পরে রাখিয়া এমনি করিয়া ফেলিয়াছে যে তাঁহার পিতামাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিনাতিপাত করেন, তথাপি ছেলেধরার খপ্পর হইতে তাহাকে বাটী আনিতে পারেন না। বালক উপযুক্ত হইয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম—দরিদ্র পিতা মাতা এক গুরুর উৎপাতে তাহার একপয়সাও উপার্জ্জন লাভে বঞ্চিত। সে তাঁহাদের দিকে দৃকপাতও করে না। গুরুর পদসেবা করিয়া তাহার দিনাতিপাত হয়। পিতামাতা ভাই ভগ্নীর কথা একবারও তাহার মনে উদয় হয় না। যে শিষ্যটীর মুখে আমরা এই সমাচার পাইয়াছি তিনি সেদিন বালককে ভয় দেখাইয়া বাটীতে আনেন সে সেই দিনই আবার গুরুর নিকট পলায়ন করে। গুরু যে এখন তাহাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহা বলা যায় না। আর একজন সম্ভ্রান্তব্যক্তির সন্তানও এই ব্যাধের জালে আবদ্ধ হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। এইরূপ ছেলেধরা গুরু আজকাল বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই দেখা দিতেছেন। যুবক দলের ভিতর যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের উপর বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন অথবা সংসারে ভেক ধরিয়া চলিবার উপকার কি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গুরুগ্রহণের জন্য লালায়িত। গ্রামে গ্রামে এমন কত যুবক যে মজিবার উপায় অনুসন্ধান করিতেছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। সাধুসঙ্গ না হইলে, গুরুর উপদেশ না পাইলে ধর্ম্ম হয় না। পরকাল রক্ষা হয় না, এই সার উপদেশবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া পাপাচারী বৈষ্ণবনামধারী পিশাচেরা এই গোঁসাইজির মত ভেক অবলম্বন করিয়া স্থানে স্থানে যুবকদিগের পূজা গ্রহণ করিতেছে, এবং ছেলে ধরিয়া উপার্জ্জনের এক নূতন পথের আবিষ্কার করিতেছে। ধর্ম্মসংস্কারাভিমানী ধর্ম্ম প্রচারকগণ কি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? ধর্ম্মের সংস্কারের দিকে যদি তাঁহারা অগ্রে টানাটানি না করিয়া এই ধর্ম্মকঞ্চুক ধার্ম্মিকদিগের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, বঙ্গসমাজ তাঁহাদের নিকট বিশেষ উপকৃত হইবেন। হিন্দুপরিবার এই ছেলেধরা বর্গীর ভয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তুষ্ট হইবেন। এই সব বৈষ্ণবদিগের গুরু ব্যবসা আজকাল যেরূপ ভাব ধারণ করিয়াছে আফ্রিকার দাস ব্যবসা তাহার নিকট হার মানে। ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত কোন লোকে যদি আমাদের ধর্ম্মের উপর একটুও ইঙ্গিত বা কটাক্ষপাত করে অমনি আমাদের স্বধর্ম্মপ্রিয়তার বৃদ্ধি হয়, সর্পের লাঙ্গুলে অমনি যেন পা পড়ে। বিলাতে গিয়া যদি কেহ কখনও অখাদ্য ভোজন করিয়া আসিয়া আবার হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে চান অমনি সংস্কারকগণ সহস্র কণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু স্বধর্ম্মে থাকিয়া ধড়া চূড়া পরিয়া মালা

ঢুকিতে ঢুকিতে যাহারা রমণী ও বালকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, সমাজের ভিতর তাহাদের একটা শাসন করিবার জন্য কাহারও চেষ্টা নাই। যদি বাস্তবিকই সমাজ ও ধর্ম্মের সংস্কার করিবার আবশ্যক হইয়া থাকে সামাজীদিগের উচিত অগ্রেই এ পাষণ্ডদিগের দমন করা। বালকের উপর যখন ভবিষ্যসমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে তখন সেই বালকদিগকে ধরিয়া ধরিয়া যে সকল ছোঁড়েরা তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে অগ্রে তাহাদের শাস্তিবিধান করা সংস্কারকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। উপেক্ষা করিবার আর সময় নাই। সমাজ এখন সতর্ক হউন গুরুব্যবসায়ী অধার্ম্মিক বৈষ্ণবগণ সাবধান হউন, এই দাসব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় চরিত্র সংশোধনের উপায় দেখুন নচেৎ দেশ উৎসন্ন যায়, সমাজধর্ম্ম রসাতলে যায়। আমরা যে গুরুজীর কথা এই প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি অনুগ্রহ করিয়া অদ্য তাঁহার নাম প্রকাশ করিলাম না। এখন হইতে যদি তিনি সাবধান না হন আমরা পরে তাঁহার নাম প্রকাশে বাধ্য হইবে এবং পুলিশ ও সমাজের সাহায্যে তাঁহাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিব।

—●●—

ষ্টেটসম্যান বঃ ঝিলারের মকদ্দমা।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে এই মকদ্দমাটি সেসনে সোপরদ্দ হইবার কথা আমরা পাঠকগণকে অবগত করিয়াছি। গত ২৩এ জুলাই সেসন আদালতে এই মকদ্দমাটি উঠে, ফরিয়াদী মিঃ ঝিলারের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পক্ষে আর কোন বিচার হইবে না। কেবল বাবু বনবিহারী কপুর এই মকদ্দমার ফরিয়াদী, থাকিবেন এইরূপ মনে করা গিয়াছিল। ঝিলারের মৃত্যুর পর মহারাণী অর্থাৎ ফরিয়াদী শ্রেণিভুক্ত হইয়াছেন। ফরিয়াদীর পক্ষের ব্যারিষ্টার প্যাম্ফ্রে সাহেব এবং আসামী নাইট সাহেবের পক্ষে মিঃ ডবলিউ সি বেনর্জ্জী ও ব্রিষ্টার বালেয়ার পক্ষে মিঃ অ্যালেন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মাজিষ্ট্রেট আদালতে ফরিয়াদীর পক্ষে যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহাদিগকে আদালতে আনিয়া জেরা করাইবার অধিকার সেসন জজের আছে কি না গত ২৩এ জুলাই এই বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক হয়। জষ্টিস্ ওকেনেলি সাহেব বলেন যখন মহারাণী অর্থাৎ এই মকদ্দমার ফরিয়াদীর স্থান গ্রহণ করিয়াছেন তখন মাজিষ্ট্রেট আদালতে ফরিয়াদীর পক্ষ সাক্ষিগণকে আবার তলপ করাইয়া তাহাদের জেরা জবানবন্দী করিতে দেওয়া তাঁহার ক্ষমতার অতীত। বিলাতি আইন কানুন হইতে এতৎসম্পর্কে অনেক নজীর দেখান হয়। মিঃ ডবলিউ সি বেনর্জ্জী বলেন যদি এই সকল সাক্ষীকে পুনরায় তলব করিয়া আদালতে আনা হয় তবে মহারাণীর পক্ষের কাউন্সিল তাঁহাদের জেরা করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে অনেক নজীরও বর্ত্তমান আছে। জজ সাহেব এ সম্বন্ধে বিচার স্থগিত রাখিলেন।

মিঃ বেনার্জ্জী তার পর মিঃ ম্যাগ্রিগরের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ম্যাগ্রিগরের এজাহারে বুঝা যায় যে তিনি বাবু যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে ষ্টেটস্ম্যানের প্রবন্ধগুলির সংবাদ সংগ্রাহক বলিয়া বিবেচনা করেন। মিঃ ঝিলারের সহিত এই বিষয় লইয়া তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হয় তাহাতেও যোগেন্দ্র বাবুকে মিথ্যা সংবাদদাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যোগেন্দ্রবাবু বর্দ্ধমান রাজবাটীর দীওয়ান মেনেজারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ঝিলার বাকি বলিয়াছেন যে খরচপত্রের সন্তোষজনক হিসাব নিকাশ দিতে না পারায় যোগেন্দ্র কার্য্যচ্যুত হইয়াছেন।

মিঃ বেনার্জ্জী তার পর উল্লিখিত প্রশ্নের অবতারণা করিয়া সাক্ষিগণকে জেরা করিবার নিমিত্ত আদালতের অনুমতি চাহেন। তিনি বলেন ঐ সকল সাক্ষীর জবানবন্দী না শুনাইলে জুরী মহোদয়গণ কখনও সুবিচার করিতে পারিবেন না।

আদালত এই প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য করেন। তার পর মিঃ বেনার্জ্জী জুরীগণকে সম্বোধন করিয়া নাইট সাহেবের অনুকূলে একটী যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ঐরূপ অনর্গলবাহী বক্তৃতা আদালতে প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে মিঃ বেনার্জ্জীর শিক্ষা, বক্তৃতা নৈপুণ্য, বক্তৃতাশক্তি ও কার্য্য চতুরতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মিঃ বেনার্জ্জী বলেন যে জজ নাইট সাহেবকে আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে সাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। ঝিলারের সহিত ষ্টেটস্ম্যান সম্পাদকের কখনও কোন মনান্তর ছিল না ইহা পুলিসকোর্টে ঝিলারের নিজের জবানবন্দীতে প্রকাশ পাইয়াছে। ষ্টেটসম্যান সম্পাদক বাস্তবিকই সাধারণের মঙ্গলের জন্য ঝিলার ও বর্দ্ধমান রাজ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রস্তাব প্রকাশিত করেন। সরল বিশ্বাসে সাধারণের মঙ্গলার্থে যদি কোন মিথ্যা ঘটনাও সত্য বলিয়া জানিয়া বিশ্বাস করিয়া, সাধারণ্যে প্রকাশ করা যায় তাহাতে কখনই মান হানীর অপরাধে প্রকাশক বা লেখককে দণ্ডনীয় করা যায় না। নাইট সাহেব ষ্টেটস্ম্যানের প্রকাশিত বিষয়গুলি লোকের মুখে শুনিয়াছিলেন মাত্র। জনরব যে তাঁহার প্রস্তাবের অনুকূলে সাক্ষী যোগেন্দ্রনাথ তাহা তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়াছেন। বর্দ্ধমান সঞ্জীবনীতেও এই জনরবের কথা প্রকাশিত হয়। লোকে সত্য হউক মিথ্যা হউক যখন একটা কানাঘুষা আরম্ভ করে তখন তাহাদের কানাঘুষার সত্যতার অনুসন্ধান করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। ষ্টেটসম্যান তাই সাধারণকে ইহার অনুসন্ধান লইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। ঝিলার অথবা বনবিহারী কাহাকেও আঘাত করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য যখন সাধারণের উপকার তখন পেনালকোডের যে ধারা অনুসারে তাঁহাকে দণ্ডনীয় করা হইতেছে তাহা কখনই তাঁহার উপর খাটে না। উক্ত ধারার ৯ বর্জ্জিত বিধানানুসারে ষ্টেটসম্যান সম্পাদক কোন ক্রমেই দোষী হইতে পারেন না।

বক্তৃতার পর সেদিন মকদ্দমা মুলতুবি থাকে। গত ২৬ এ জুলাই মকদ্দমা আরম্ভ হইয়া সাক্ষী যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের জবানবন্দী লওয়া হয়। যোগেন্দ্রনাথ বলেন তিনি ঝিলারের হাতে সদ্ব্যবহার পান নাই। বনবিহারী ও অপর কয়েকজন লোকের চেষ্টায় তাঁহাকে বর্দ্ধমান রাজবাটীর দিওয়ান মেনেজারের পদত্যাগ করিতে হয়। বৃদ্ধ মহারাজের মৃত্যুর পর মহারাণী তাঁহাকে ষ্টেটস্ম্যানের লিখিত ঘটনাগুলি ষ্টেটম্যানে প্রকাশ করিবার জন্য নাইট সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। নাইট সাহেবকে তিনি ঘটনাগুলির সত্যাসত্য সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারেন নাই, কেবল জনরবের উক্তি ও রাণীর নিবেদনই তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হইবার সময় যোগেন্দ্র বাবু তাহার প্রুফ দেখিয়া দেন।

২৭ এ জুলাই যোগেন্দ্রনাথের জবানবন্দীতে ঝাখিনী হিসাবপত্রে ষ্টেটসম্যান লিখিত ভঙ্কী ৪ লক্ষ টাকা অথবা অন্য কোন বিশেষ অপবাদের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাবু যোগেন্দ্রনাথের পর নাইট সাহেবের পুত্রের সাক্ষ্য লওয়া হয়। তিনি বলেন এই মকদ্দমা চালাইবার জন্য মহারাণীর নিকট হইতে ষ্টেটসম্যান সম্পাদক খরচপত্র পাইয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে আর কখনও পান নাই। মহেন্দ্রনাথ পালিত নামক বর্দ্ধমান রাজের একজন উকীল ২৫০০ টাকা আনিয়া দেয়।

এই টাকার জন্য কখনও আবেদন করা হয় নাই।

জুবিলার নাইট সাহেবের এজাহার লইবার পূর্ব্বে জগদ্গোবিন্দ মিত্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। জগদ্গোবিন্দ আসামীর পক্ষে সাক্ষ্য দেন? কিন্তু বর্দ্ধমান রাজবাটীর অন্দরমহল হইতে যে অনেক টাকা চুরি গিয়াছে তাহা তিনি স্পষ্টাভিধানে স্বীকার করেন। রাজার রিজার্ভ রাজকোষে যে ৭।৮ লক্ষ টাকা ছিল অদ্যাও আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ তাহার কোন খরচের হিসাব পাওয়া যায় নাই। বাবু যোগেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন বর্দ্ধমান রাজ্যের আয় হইতে ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া বৎসর বৎসরে অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইত। উদ্বৃত্ত ১৭ লক্ষ টাকার মধ্যে এখন রিজার্ভ রাজকোষে আর টাকা নাই।

জুবিলার নাইটের এজাহারের পর মিঃ বেনার্জী আবার বক্তৃতা আরম্ভ করেন। তিনি জগদ্গোবিন্দ মিত্রের জবানবন্দীর উল্লেখ করিয়া বলেন যখন বিপক্ষের সাক্ষীর মুখে প্রমাণিত হইতেছে যে বাস্তবিকই রাজকোষ ও রাণীর অন্দর মহল হইতে টাকা চুরি গিয়াছে তখন জিজ্ঞাস্য এই যে সে টাকা কেমন করিয়া চুরি গেল। মিঃ মিলার বর্দ্ধমান রাজ্যের ম্যানেজার। বনবিহারী দেওয়ান। ইঁহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন টাকা খরচ হইবার যো নাই। যদি কোন টাকা স্থানান্তরিত হইয়া থাকে তবে বাবু বনবিহারী কিম্বা মিঃ মিলার স্বহস্তে তাহা স্থানান্তরিত না করুন এই ব্যাপারে যাহা কিছু অপরাধ ইঁহারা ভিন্ন তাহার জন্য দায়ী কে? একজন সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক এসম্বন্ধে আর কাহাকে দায়ী করিতে পারেন? এই ভয়ানক ব্যাপারের অনুসন্ধান সম্বন্ধে ইহা সংবাদ পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষে আর কি চেষ্টা করা সম্ভব? তারপর গবর্ণমেণ্ট পক্ষের অডিটার বীরচাঁদের এজাহার লইবার সময় মিঃ গ্যাম্পার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন খরচ পত্রের কোন হিসাব অপরীক্ষিত আছে কিনা। বীরচাঁদ কেবলমাত্র বলেন "আছে।" এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যোগেন্দ্রনাথের কথা অবিশ্বাস করা যায় না। নাইট সাহেবকেও কোন অপরাধে অপরাধী করা যায় না।

ইহারপর মিঃ গ্যাম্পারের বক্তৃতা দেখাইয়াছেন যে ষ্টেটসম্যানে লিখিত বিষয় গুলি সত্য, কিম্বা সাধারণের মঙ্গলকর ষ্টেটসম্যান সম্পাদক তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। মিঃ গ্যাম্পারের বক্তৃতা সমাপন হইলে সেদিনের মত আদালত বন্ধ হয়।

বিবিধ সংবাদ।

সমরবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য যেকজন জাপানবাসী ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহারা নানা স্থানের ভিন্ন ভিন্ন সেনার বন্দোবস্ত পরীক্ষা করিয়া এক্ষণে পেশওয়ারে গিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদকে ইন্সলভেন্সি গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

কটন সাহেব সিণ্ডিকেটে শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে প্রতিনিধি স্বরূপে গৃহীত হইয়াছেন। কটন সাহেব এই উচ্চপদের যথার্থ উপযুক্ত।

কয়েকজন মান্দ্রাজী আমাদের দেশের কৃষি যন্ত্রগুলির সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ—এখানে কৃষিযন্ত্রের সংস্কার যে সমূহ মঙ্গলের হইবে তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই। সংস্কারকগণ আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র।

পাঠক! তুলসীরামের কথা শুনিয়াছেন। স্বদেশে তাঁহার রাজ্য জমীদার ও বিচারক তাঁহার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন তাহারই প্রতিবিধান করিবার জন্য তিনি মহারাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিলাতে গিয়াছিলেন। বিলাতে পাগল বলিয়া তাঁহাকে অনেক বার বিচারালয়ে আনীত হয়। অনেকে তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছিলেন। বিলাতের ভারত সভায় তুলসীরামকে পাঠাইবার প্রস্তাব হয়। সেখানে তাঁহার বিচার হইয়াছে কি না আমরা তাহা জানি না। তুলসীদাস এখন দেশে আসিতেছেন। গ্লোব নামক সংবাদ পত্রিকার এক জন পত্রপ্রেরক বলেন বিলাতস্থ ভারতবাসীকে তুলসীদাসের সহিত বিদায় করিতে পারিলে তিনি বাঁচেন। ভারতবাসীরা বিলাতে গিয়া পত্রপ্রেরকের কি পাকা ধানে মই দিয়াছেন?

আগামী ৫ ই নবেম্বর মিঃ গ্রাণ্টডফের কর্তৃত্বকাল শেষ হইবে। ইংলসম্যান বলেন গ্রাণ্টডফ তাহার পর বিলাতে যাইবেন। আমাদের সে একটা উৎসবের দিন বটে।

শুনা যায় ভারত গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই হাইকোর্টে আর একজন এডিসনাল জজ নিযুক্ত করিবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটারির সম্মতি প্রার্থনা করিয়াছেন। যদি ষ্টেট সেক্রেটারী এই প্রস্তাবে সম্মত হন তবে মিঃ কারণকে এই পদে নিযুক্ত করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট কি উচ্চপদে দেশীয় ব্যক্তির নাম গন্ধ পর্য্যন্তও করিতে চাহেন না?

বিলাতের ভারতপ্রদর্শনীতে যে সকল ভারতবাসী উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা বিলাতের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের বাটীতে খুব খানা খাইতেছেন। সিটিহলে ১৫০ জন লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মহারাজ্ঞী নিজেও অনেককে উইণ্ডসোর ও বাকিম হামে ভোজ দিয়াছেন।

পণ্ডিচারীতে বড় চোরের উপদ্রব। লোকে বাটীর দরজা বন্ধ না করিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। পরিব্রাজকদিগের দ্রব্য সামগ্রী পণ্ডিচারীতে রক্ষা করা দায়। লোকে কোন জিনিস হাতে করিয়া লইয়া গেলে পথে চোরে তাহা কাড়িয়া লয়। রন্ধন করিবার সময় পশ্চাতে ঘটীবাটী থাকিলেই চুরী যায়। গায়ে গহনা পরিয়া কেহ বাহিরে আসিতে পারে না। আহারীয় অন্ন পর্য্যন্তও চক্ষের আড়াল হইলে থাকিতে পারে না। ফরাসী পুলিস কি এমনিই বিশৃঙ্খল? ফরাসী শাসনকর্ত্তার অধীনে প্রজাবর্গ কি এতই দরিদ্র?

মণিপুরের পোলিটিকাল এজেণ্ট মেজর ট্রটার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ডাকাইতের হস্তে গুরুতর রূপে আহত হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ১৮ ই জুলাই হ্যাম্পসায়ার রেজিমেণ্ট একদল ডাকাইত আক্রমণ করে। লেপ্টেনেণ্ট কিং ৮০০ ডাকাইতের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করেন। ২৬ জন হত ও ১১৮ জন ধৃত হইয়াছে।

বর্দ্ধমানে জনরব উঠিয়াছে যে যতদিন মিঃ বেন লডস রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর থাকিবেন ততদিন মৃত মিলারের পদে কাহাকেও নিযুক্ত করা হইবে না। বাবু বনবিহারীই ম্যানেজারের কার্য্য করিবেন। তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য একজন সহকারী ইংরাজ ম্যানেজার নিযুক্ত হইবেন মাত্র। আবার কেহ কেহ বলেন কাচাল কোর্টের অধ্যক্ষ রাইলী সাহেব ম্যানেজারের পদ পাইবেন। যত কোন ইংরাজ সহকারী কি একজন নূতন ইংরাজ ম্যানেজার নিযুক্ত করা অপেক্ষা বনবিহারী বাবুকেই ঐ পদে রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহার অধীনে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত একজন দেশীয় লোককেই সহকারী পদে নিযুক্ত করা উচিত।

আলেবিনিয়ার ও মণ্টিনিগ্রিয়ানেরা সামান্য একখানি ভূসম্পত্তি লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। ইউরোপের এদিকেও আগুন ছুটিতে চলিল।

গোয়ালিয়ার প্রদেশে ভয়ানক জলপ্লাবনের কথা শুনা গিয়াছে। গত ৫ই এপ্রেল রাত্রে এত বৃষ্টি হয় যে থানা ডোবা ভরাট হইয়া দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। ছোট ছোট মেটে ঘর গুলি একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। অনেক লোকের ঘর বাড়ী পড়িয়া গিয়া গরু বাছুর মরিয়া গিয়াছে। দেশের লোকে নিরাশ্রয় হইয়া গাছের উপর উঠিয়া প্রাণ বাঁচায়। ৬ই এপ্রেল প্রাতঃকালে দেখা গেল ৫জন লোক প্লাবনের জলে মগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মতি খাঁ তাহার নামক একব্যক্তি গাড়ী করিয়া যাইতে ছিলেন গাড়ী জলে ভাসিয়া গিয়া তাঁহার ও প্রাণ গিয়াছে। গাড়ী খানি চলিতে চলিতে একটা সেতুর উপর উল্টাইয়া পড়ে, সর্দার ও তাঁহার একজন ভৃত্য সেই সঙ্গে পড়িয়া গিয়া জলমগ্ন হয়। তাঁহার আর একজন ভৃত্য তাঁহাকে উঠাইবার চেষ্টা করে, সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, সর্দারের মৃতদেহ তিন দিন পরে জলের উপর ভাসিয়া উঠে। রাস্তা গুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেতু গুলির একটী ও ভগ্ন হইতে বাকি নাই. মধ্য প্রদেশে এমন দারুণ প্লাবনের কথা কখনও শুনা যায় নাই।

একটা মান্দ্রাজী রেলওয়েতে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ট্রেন আসিবার সময় রেল পথের দক্ষিণ পার্শ্বে কতকগুলি মহিষ দণ্ডায়মান ছিল। পূর্ব্বে ট্রেনের শব্দ শুনিলেই মহিষেরা পলাইয়া যাইত। সেদিন কিন্তু তাহাদের একটীও নড়ে নাই। ট্রেণ সম্মুখস্থ হইলে একটী মহিষ বেগে গিয়া আঘাত করে। দেখা দেখি আর সকল গুলা ট্রেণের এক একখানি গাড়ীর পার্শ্ব হইতে ধাকা মারে। গার্ড ইঙ্গিত করিয়া ট্রেণখানি থামাইতে না থামাইতেই গার্ডের গাড়ীর উপর একটা মহিষ আসিয়া পড়ে। গাড়ী খানি চূর্ণ হইয়া রেলচ্যুত হয়। গার্ড আঘাত পাইয়া বাহিরে ছুটকাইয়া পড়েন। ক্রমে আর সকল গাড়ী মহিষদিগের অত্যাচারে ভাঙ্গিয়াচুরিয়া শেষ দশা প্রাপ্ত হয়। এক খানি পাথরের মাল গাড়ী উলটাইয়া পাথর চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে থাকে। কুলিরা অনেকে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। অনেকে পাথর চাপা পড়িয়া মরিয়াছে আরোহিদিগের মধ্যে ৭ জন হত ও ১৭ জন আহত হইয়াছে। মহিষে কলের গাড়ীর গতিরোধ করে এ কথা কখনও শুনা যায় নাই ?

বোম্বাইয়ের জৈনসভা কাটিওয়ারের রীজেণ্ট জে. ডবলিউ. ওয়াটসনের বিলাত গমনোপলক্ষে তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। জৈন সম্প্রদায়ের সহিত পালিটানার ঠাকুর সাহেবের যে বিবাদ হয় ওয়াটসন সাহেব তাহা উভয়ের সন্তোষজনক রূপে মীমাংসা করিয়া দিয়া উভয়েরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আর কোন রীজেণ্টের ভাগ্যে এত গৌরব দেখে নাই। তাঁহারা ওয়াটসন সাহেবকে দেখিয়া শিক্ষালাভ করুন।

কাবুলের আমীরের পুত্রের বিবাহ গত ১০ ই জুন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ রাত্রে নগর রীতিমত আলোকিত করা হয়।

রাজস্বসমিতি পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের সাময়িক কার্য্যগুলি উঠাইয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন।

এংলোইণ্ডিয়ানগণ গবর্ণমেণ্টের সিবলা বিহারের বিরুদ্ধে মহাসভায় আবেদন করিবেন।

ইংলিসম্যান বলেন নূতন প্রভিন্সিয়াল গবর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তি সম্বন্ধে রাজস্বসমিতির মন্তব্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। কমিটী আশা করেন যে প্রণালীতে ইম্পীরিয়াল গবর্ণমেণ্টের সহিত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে উভয়ের সম্বন্ধবন্ধনী সুদৃঢ় হইবে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবস্থাপক সভা কিরূপ প্রণালীতে সংগঠিত হইবে সেক্রেটারি অবষ্টেট তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট মন্তব্য পাঠাইয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভায় কি উত্তর পশ্চিমবাসীর যথার্থ প্রতিনিধি সভাগণ স্থান পাইবেন না পুরাতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কেবল গবর্ণমেণ্টের দাসানুদাসগণ আসন পাতিয়া বসিবেন ?

পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল পঞ্জাবী পুলিষ সৈনিকেরা ব্রহ্মবাসীর উপর দারুণ অত্যাচার করিতেছে। পুলিষ ইনস্পেক্টর কর্ণেল লাউডেস ও সার চার্লস বার্ণার্ড লিখিতেছেন এই জনরবটী সম্পূর্ণ মিথ্যা। পঞ্জাবী পুলিষ ব্রহ্মদেশে কোন অত্যাচার কার্য্যে সম্পর্ক রাখেন নাই।

গত ১৭ ই জুন মাদ্রিতে একটী পাহাড়ের উপরে বহু লোকের সমাগম হয়। জনরব উঠিয়াছিল উক্ত দিবসে সূর্য্যের কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে এবং সেই পরিবর্ত্তনের পর হইতে পৃথিবীর পরমায়ু শেষ হইবে।

প্রেমচাঁদ রায় চাঁদের ইনসলভেন্সির দরখাস্তে একজন হিন্দু মহাজন আপত্তি তুলিয়াছেন। এই মহাজনের নিকট প্রেমচাঁদ রায় চাঁদের ৬৩০০০ টাকা দেনা। মহাজন তাঁহাদিগকে বন্ধক জারি দ্বারা কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টা করায় এই ইনসলভেন্সির আবেদন করা হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন রুষ ক্রমশ অগ্রসর হইতেছেন। হর্ষ্মন্দ আফগানসীমা অতিক্রম করিয়া রুষ আরও ১৫ মাইল অগ্রবর্ত্তী হইতে চান। ব্রিটিস সীমা কমিশনারেরা তাহাতে সম্মত হন নাই। বিবাদটী এখন উভয় গবর্ণমেণ্টের বিচার্য্য রহিয়াছে।

রিনসিয়াদের বাজারে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় তিন হাজার টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, পুলিষ যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া ডাকাইতদিগের দুই তিনজনকে গ্রেপ্তার করেন।

সিংলিনের রাজা নাকি ব্রিটিশদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে। জনরব যে সার চার্লস বার্ণার্ডের মস্তক যে ব্যক্তি কাটিয়া আনিতে পারিবে সিংলিনরাজ তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিবেন।

তিব্বত মিশন যে এত আড়ম্বর করিয়া বাহির হইতেছিলেন। দার্জ্জিলিংয়েই তাঁহাদের দীর্ঘ প্রবাস হইয়া বসিল। বর্ষার ভিতর আর বাহির হওয়া সম্ভব নহে। এত আয়োজন করিয়া অনর্থক ব্যয় করিবার আবশ্যক কি ছিল ?

হল্কার স্বীয় রাজ্য প্রদক্ষিণ করিয়া প্রজাবর্গের অবস্থা পরীক্ষা করিতে বাহির হইবেন। রজোদীপের মত স্থানে স্থানে দেখি খুলিয়া না বেড়ান তাহা হইলেই মঙ্গল।

মান্দালে অধিকারের সময় একটী ঘরে একঘর বারুদ পাওয়া গিয়াছিল।

আর্য্যপত্রিকা বলেন লালা গণেশদাস নামক এক ব্যক্তি তামাক সেবন পরিত্যাগ করিয়া মাসিক তামাকের ব্যয় হয় আনা বাঁচাইয়া মাসে মাসে দয়ানন্দ বৈদিকফণ্ডে দান করিবেন। এত্যাগ স্বীকার মন্দ নহে।

২৪ জন কাজী আরবের দাসত্ব পরিহার করিয়া বোম্বাইয়ে পলাইয়া আসিয়াছে।—এখানেও দাসত্ব আছে !

পাটনা হইতে একব্যক্তি কলিকাতায় আসিয়া তাহার জামাতা মদনলাল নিয়োগীর নিকট তাহার কন্যাকে রাখিয়া যায় আর অনুরোধ করে যে জামাতা সেই কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে দান করিবেন। জামাতা কন্যাকে একজন মৌলিক কায়স্থের সহিত বিবাহ দেয়। কন্যার পিতা জানিতে পারিয়া বিবাহ অসিদ্ধ করিয়া কন্যাকে ফিরাইয়া লইতে চায়। ইহা লইয়া আদালতে মকদ্দমা চলিতেছে।

পাইওনিয়ার বলেন কেবল উকিল মোক্তার ও স্কুল মাষ্টার লইয়াই লোকাল বোর্ড সংগঠিত হইয়াছে। অন্যায়টা কি ?

ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে কর্মচারী দিগের বেতন হইতেও ইন্‌কম্‌-টাক্স কাটা যাইবে।

নবাব শেখে আরও দুই দল সৈন্য পাঠাই বার কথা হইতেছে। ক্রমে ভারতের সৈন্য বলের ক্ষয় হইতেছে—রুষ ও অগ্রসর হইয়া আসি তেছে। কে বলিতে পারে পরিণাম কি হইবে?

মহারাজ্ঞী গ্লাডষ্টোনের কার্য্যত্যাগের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন। আর কিছুদিনের মধ্যেই নূতন মন্ত্রীত্ব গঠিত হইবে। গ্লাডষ্টোনের বন্ধুবর্গ এখন তাঁহাকে রাজকার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার উপদেশ দিতেছেন। লোর্ড রণ্ডল্‌ফ চর্চ্চিল বলেন পারনেলই গবর্ণমেণ্টের মৃত্যুশয্যায় শায়িত রাখ লের ভার আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ দিয়া যাইবেন।

বর্ত্ত গার্ডেন নগরে সার রামসেট জি, জিজি-ভয় দাতব্য বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটী ব্যাঙ্ক আছে। ইহাতে বালকগণ এক পয়সা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত জমা দেয়। চারি আনা হইলেই পোষ্টাল সেভিংব্যাঙ্কে দেওয়া হয়।

সোলাপুর কালেক্টারীর অন্তর্গত তৈরাগ নামক স্থানে একটী ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বীরভদ্র অমত্তাই নামে একটী পঞ্চমবর্ষীয় বালকের গহনাগুলি কাড়িয়া লইয়া হত্যাকারী তাহাকে একটী পাতকুয়ার ভিতর ফেলিয়া দিয়াছিল। ৪ দিন পরে বালকের মৃতদেহ পাতকুয়া হইতে বাহির হয়।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম মুর্শিদাবাদের বেগমের মৃত্যু হইয়াছে। বেগমের বয়স ৩২ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

এক জন ইংরাজ লেখক বলেন যে পৃথিবীতে ২৫৫০ জন রাজা ছিলেন। ইহাঁরা ৭৪ টী স্বতন্ত্র জাতির উপর রাজত্ব করিতেন। ইহাঁদের মধ্যে ৩০১ জন সিংহাসন ভ্রষ্ট হন, ৬৪ জনকে বলপূর্ব্বক রাজ্যত্যাগ করান হয় ২৮ জন আত্মহত্যা করেন, ২৩জন পাগল ও অকর্ম্মণ্য, ১০০জন যুদ্ধে হত হইয়া ছেন, ১২৩ জন শত্রু হস্তগত হন, ২৫ জনকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হয়, ১৫১ জনকে গোপনে হত্যা করা হয়, ও ১০৮ জনকে অপরাধের জন্য বধ করা হইয়াছে। এ হিসাব কখনই বিশ্বাস যোগ্য নহে।

ভারতবর্ষে সমুদায়ে ৮৭ টী কল ভারতবাসী কর্ত্তৃক চালিত হইতেছে। তন্মধ্যে বোম্বায়ে ৬২টী বাঙ্গালায় ৬ টী, মান্দ্রাজে ৫ টী, উত্তর পশ্চিমে ৭ টী দক্ষিণ ভারতবর্ষে ১ টী, মধ্য প্রদেশে ২, মধ্য ভারতে ১টী মাত্র আছে। বোম্বাইবাসীরা কার্য্য কারী বিদ্যায় কেমন অগ্রসর্ঘী এই কলের তালি-কাতেই তাহা বেশ জানা যায়।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ময়মনসিংহের প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বদলী হইলেন। নদীয়ার অস্থায়ী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু বসন্তকুমার দত্ত মেহেরপুর মহকুমার ভার পাইলেন। বাবু রাম-দয়াল সেনের স্থানে, বাবু হেমচন্দ্র কর ১ম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজি-ষ্ট্রেট হইলেন। মেদিনীপুর ঠাকুরের প্রধান সব রেজিষ্টার বাবু রামনারায়ণ মিত্র ঐ জেলার কেশপুর (গোপালপুর) বদলী হই-লেন। বরিশালের সব রেজিষ্টার বাবু মধুসূদন দাস ছুটী পাইবেন এবং সেখানে বাবু যোগেশচন্দ্র সামন্ত বরিশালে যাই বেন। বাবু উমানাথ ঘোষালের ছুটীর সময় বাবু সুরেন্দ্র চট্টো পাধ্যায় এম, এ, বি, এল, কৃষ্ণনগর কলেজের আইন অধ্যা-পকের কাজ করিবেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

বারিষ্টার মদনলাল হালদার ২৪ পরগণা সেয়ালদহ একলাসের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। মোহাম্মদি লক্ষ্মীপুরের সব জজ বাবু ব্রজগোপাল চাকি দারবঙ্গের ৪র্থ সব জজ হইলেন।

শিক্ষা বিভাগ।

বালেশ্বর জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হুগলী কলেজের ৪র্থ শিক্ষকের পদে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। ফরিদপুর জেলা স্কুলের ২য় শিক্ষক শ্রীযুক্ত যদুনাথ বিদ্যাবাগীশ বালেশ্বর স্কুলের হেড মাষ্টার হইলেন। কলিকাতা মাদ্রাসার ৩য় শিক্ষক বাবু হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফরিদপুরের ২য় শিক্ষক হই লেন।

প্রাপ্ত

...ীয় যুবক ও থিয়েটার অপেরা।

সম্পাদক মহাশয়! ওলাউঠা ও সর্পদংশনের কবল হইতেও মানুষ উদ্ধার পাইতে পারে, সিংহ শার্দ্দু-লের মুখ হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়, ওলাউঠা ও সর্পদংশনের চিকিৎসা আছে কিন্তু থিয়েটার—অপেরা যাহাকে গ্রাস করিয়াছে তাহার আর উদ্ধার নাই, এপীড়া দিনের অসাধ্য। একবার যাহাকে থিয়েটার বিকারে ধরিয়াছে তাহার আর পরিত্রাণ নাই। এ দেশের বালক ও যুবকদলের যাহা কিছু সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা এই মাত্র অমাগা থিয়েটার অপেরা, রাস গোষ্ঠ দ্বারাই হই-তেছে। আহা! বলিতে কষ্ট হয় কচি কচি ছেলে গুলি দিব্য চালাক চতুর, লেখা পড়ায় বেশ মনোযোগ, কোথা হইতে সর্ব্বনেশে যাত তামাসা আসিল, অপেরা থিয়েটার দেখা দিল, আর অমনি সোনারচাঁদ—ছেলে একেবারে বিগড়াইয়া গেল। বিদ্যালয় যেমন ছাড়িল, অমনি নেশা ভাঙ অভ্যাস করিল, "গাঁজা মদ্য এখন বা" অবশেষে থিয়েটার তাহাকে মুড়িয়া লইল, ছেলে বাঙ্গালা ছাড়িয়া কল্লাখভাঙায় বাস করিতে লাগিল।

আজ কাল কোন কোন অপরিণামদর্শী যুবক থিয়েটারের স্বপক্ষে সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মত যে বেশ্যাদিগকে মাতাইয়া পুরুষ দ্বারা ধর্ম্মপুস্তক অভিনীত হইবে যুবকদের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক থাকিতে পারে। তাঁহা-দের ইহা জানা উচিত যে কেহ তাহাদের না যাইলে আর থিয়েটারের দলে প্রবেশ করে না। মানব থিয়েটারের দলে থাকে বলিলে কি বুঝায়? বুঝায় না কি যে নেড়াটা একেবারে গোল্লায় গিয়াছে?

যাঁহারা থিয়েটারের পোষকতা করিতেছেন তাঁহারা বলুন দেখি এক একটী থিয়েটারের দলে কয় জন কুতবিদ্য, কয় জন বেশভূষা করে না, কয়টী শাস্ত্র সচ্চরিত্র, কয় জন মাহাটে হইতে বাকি আছে তার কয়টী জ্যাঠা হয় নাই এবং কয় জনই বা জগাই মাধাই অবস্থা হইতে প্রেম প্রভুদের অন্তর্বর্ত্তী হই য়াছে। চিকিৎসক। অগ্রে আপনি নীরোগ হও পরে অন্যের চিকিৎসা করিও। যাঁহারা ধর্ম্মপুস্তক পুরুষ দিগের দ্বারা অভিনয় করাইয়া লোককে ধর্ম্মপথে টানিবেন আশা করিতেছেন—পরের ব্যাধি আরোগ্য করিবার—প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহা দিগকে জিজ্ঞাসা করি তোমরা নিজ নিজ ব্যাধি দূর করিতে সক্ষম হইয়াছ কি? যে নিজে পীড়িত যাহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত সে যদি পরের চিকিৎসা করিতে যায় তবে তাহাকে কি বলিব? বেশ্যাই নাচাও—আর—পুরুষই নাচাও—কিছুতেই কিছু হইবে না। ভাই—থিয়েটারে মত যুবক। তুমি বলিতে পার কি? নাটক, নভেল, অভিনয় দেখিয়া কোথায় কে ধার্ম্মিক হইয়াছে? যদি ধর্ম্মগ্রন্থ অভিনয় করিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যাইত তবে রঙ্গালয়ের বেশ্যারা কেন ধার্ম্মিক হয় না? তাহারা ত দুবেলা ধর্ম্মপুস্তক অভিনয় করিতেছে ধর্ম্ম কথা শুনিতেছে, ধর্ম্মে কাঁদিতেছে, লোককে কাঁদাইতেছে, তথাচ তাহাদের ধর্ম্মে মতি হয় না কেন? ধর্ম্মপুস্ত-কাদির অভিনয় দেখিলে ক্ষণিক ধর্মটা মাত্র হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই ত দেখিতে পাই যে যেখো সেই যেখো।

হে ভবিষ্যৎ বংশের কল্যাণকারী থিয়েটারের

পৃষ্ঠপোষকগণ। তোমরা কি বলিতে পার— তোমাদের দ্বারা কাঞ্চন জগাই মাধাই উদ্ধার পাইল? কয়টী গোল্লায়গত যুবকের চরিত্র সংশোধিত হইল?

আজ কাল নর্ম্ম ধানী ভাই সকল কলিকাতায় একটী থিয়েটার খুলিয়াছেন। তাহার যে কি উদ্দেশ্য তাহা ভাল করিয়া বুঝা যায় না। যদি লোককে নববিধান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা উহার উদ্দেশ্য হয়, লোককে পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার করা উহার উদ্দেশ্য হয়, তবে তাঁহারা কতদূর সফল হইবেন তাহা আর লোকের বুঝিতে বাকি নাই। অহো বিধাতঃ তোমার পবিত্র—ধর্ম্মের কিরূপ দুর্গতি হইতেছে দেখ। ধর্ম্মকে লইয়া এখন লোকে একটা আমোদের জিনিস তৈয়ার করিয়া বসিয়াছে। ধর্ম্ম এখন নকড়া ছকড়া হইয়া পড়িয়াছে—তাই বলি পরমেশ্বর তোমার সন্তানদের সুমতি দাও—আর যেন তাহারা তোমাকে লইয়া রং তামাসা না করিতে পারে।

ভ্রমণকারির পত্র

জেলা পাবনা বন ও আরিনগর।

ত্রিপুরা হইতে পত্র লিখিয়া তৎপরে এরূপ শারীরিক অসুস্থ হই যে এ পর্য্যন্ত প্রায় মাসাধিক হইল পাঠক মহোদয়গণের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পাই নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এক্ষণে অনেক সুস্থ হইয়াছি অতএব অদ্য পাঠক সমীপে উপস্থিত হইলাম।

ত্রিপুরা হইতেই পুনরাগমন করিয়াছি, কোন নূতন স্থানে যাই নাই, কেবল কুষ্টীয়া হইয়া পাবনায় আসিয়াছি। কুষ্টীয়া একটী সবডিবিজন ও রেলওয়ে ষ্টেষণ। গোবাই নদীর তীরে অবস্থিত। সাধারণ সবডিবিজনে যেরূপ থাকা উচিত সকলই আছে, নদীর মধ্যে মজুমদার উপরেই একটী নীলকুঠী লক্ষিত হইল। আর ভূতপূর্ব্ব জনৈক নীলকর মহাপুরুষের কীর্ত্তি স্তম্ভ স্বরূপ কয়েকটী অট্টালিকা স্থাপিত রহিয়াছে। শুনিলাম উল্লিখিত নীলকর এই বাটীতে বাজার সংস্থাপন মানসে প্রজাপেষিত করিয়া অট্টালিকা গুলি অল্প ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহার নাম "বাঁকি দালান" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক্ষণে উহা আর নীলকরদিগের হস্তে নাই। স্থানীয় জনৈক জমীদারের সম্পত্তি হইয়াছে এবং রাজকর্ম্মচারিগণের ভাড়াটিয়া আবাসে পরিণত হইয়াছে। এ স্থানের স্বাস্থ্য বড় মন্দ নহে, একটী বাণিজ্য স্থানও আছে।

কুষ্টীয়া হইতে গোবাই নদীতে নৌকা আরোহণ পূর্ব্বক দুই মাইল আসিয়া পদ্মা নদীতে পড়িতে হয়, ঐ পদ্মা পার হইলেই পাবনা জেলায় উপস্থিত হওয়া যায়। আমরা বেলা ৩টার সময় কুষ্টীয়া হইতে রওনা হইয়া রাত্র ৮ টার সময় পাবনায় উপস্থিত হই। পাবনা জেলার তিন দিকে পদ্মার একটী শাখা বেষ্টিত, জেলাটী যেন উপদ্বীপের মধ্যে সংস্থাপিত, বাস্তবিক আমরা এ পর্য্যন্ত যত জেলা পরিদর্শন করিয়াছি পাবনার ন্যায় উত্তম পূর্ব্বে কোন স্থান দৃষ্টি করি নাই। জেলাটী পূর্ব্বে তৃতীয় শ্রেণী ছিল। অল্প দিবস প্রথম শ্রেণীর হইয়াছে। এখানে একাকী ম্যাজিষ্ট্রেটই কার্য্য করেন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নাই। চারি জন ডেপুটী ও এক জন মুন্সেফ আছেন। বিচারকের সংখ্যা কম দেখিয়া এস্থানে মকদ্দমার সংখ্যা যে অল্প ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সম্প্রতি জজ বাহাদুরের কাছারির জন্য একটী নূতন সুদৃশ্য অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে। আর এই জেলার অধীন তড়াশ ষ্টেটের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু বনবারি রায় মহোদয় দশ সহস্র টাকা ব্যয়ে জেলার মধ্যে একটী টাউনহল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত টাউনহলটী প্রস্তাবিত বাবু মহোদয় নিজ হস্তে নির্ম্মাণ করান নাই। মিউনিসিপালিটীর হস্তে টাকা প্রদান করেন, কিন্তু বাবু মহোদয় যে পরিমাণ টাকা প্রদান করিয়াছেন, টাউনহলটী দৃষ্টে অত অধিক ব্যয়ের বলিয়া সহসা অনুমান করা দুরূহ হয়। এখানে স্বায়ত্ত শাসনের চেয়ারম্যান জনৈক জজ কোর্টের ব্যবহারাজীবী হইয়াছেন। স্বায়ত্ত শাসনের দোষ গুণ আপাতত আর দেখার আবশ্যক নাই।

পাবনা জেলা বাণিজ্য বিষয়ে নিতান্ত মন্দ নহে। অনেক গুলি মহাজন আছেন ইহারা নানা বন্দরের সহিত আমদানী রপ্তানী করিয়া থাকেন। এ জেলায় বিবিধ প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়। দুগ্ধ তিন চার পয়সায় সের বিক্রয় হয় এবং যথেষ্টও পাওয়া যায়। একারণ দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন ইত্যাদির দর অনেক সুলভ। জেলার মধ্যে উদ্যান অধিক, পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে কাঁঠালগাছ প্রচুর পরিমাণ। আজকাল প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে ও হাটে, বাজারে পথিকের বাসায় সকল স্থানেই স্তূপাকার কাঁঠাল দৃষ্ট হইবে। মৎস্য তত্তটা সুবিধাজনক নহে। পদ্মার ইলিস মৎস্যই প্রধান, পদ্মার ইলিসমাছ আমাদের গঙ্গার ইলিসের ন্যায় তৈলাক্ত নহে, একারণ অধিক আহারে অপকার করে না, আমরা প্রায় একপক্ষ কাল মাছ খাইলাম তাহাতে কোন অসুখ বোধ হয় নাই, পদ্মার জলেরও বিশেষ পাচকতা শক্তি আছে।

জেলা পরিত্যাগ করিয়া মফস্বল পরিদর্শনের আশায় কয়েক দিবস হইল আসিয়াছি। প্রথমে জেলা হইতে ১৭ মাইল অন্তর পূর্ব্বদিকে তাঁতিবন্দ নামক একটী গ্রামে আসি, ঐ গ্রামটীতে বহুতর ভদ্রলোক এবং একটী জমীদারের বাসস্থান, ইহ জমিদারির অধিকারী বাবু বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী একজন বিশিষ্ট শিকারী লোক। ইহার শিকারে দক্ষতার পরিচয় পাইয়া আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড মেও মহোদয় অবনতে উপস্থিত হইয়া ইহার সহিত একত্রে শিকার করিতে যান বাবুটী বাবুগিরিতে রাজপুরুষদিগের সন্তোষ ভাজন হইতে সর্ব্বস্ব হারাইয়া এক্ষণে সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় দিনযাপন করিতেছেন। তাঁতিবন্দে যেমন বহুতর ভদ্রলোক আছেন স্থানটী সেরূপ পরিষ্কার নয় জঙ্গল পূর্ণ। ঐ স্থানের পূর্ব্বোত্তর চারি মাইল পরেই ইচ্ছামতি নদী তীরে আতাইকুলা নামক একটী গ্রামে আসি। এখানে একটী আউট পোষ্ট একটী পোষ্ট আফিস ও সামান্য বাজার আছে। এখান হইতে ইচ্ছামতির তীরে পূর্ব্ব মুখে আরো দুই মাইল আসিয়া তৎপরে একটী বৃহৎ চারি ক্রোশ পরিমিত ধান্য বিল অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে বন আরিনগরে উপস্থিত হইতে হয়। প্রস্তাবিত ধান্য ক্ষেত্রটী ক্ষুদ্র নৌকাযোগে অতিক্রম করিতে হইল। যখন ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আসি, তখন আমাদের জীবনদায়িনী ধান্যক্ষেত্রের শোভা দেখিয়া মন মোহিত হইতে লাগিল। ক্ষেত্রে জল ৭।৮ হাত, ইহার উপর ধান্যলতা এক হস্ত পরিমিত উর্দ্ধে উঠিয়াছে। শুনিলাম এখানে দশ বার হাত পর্য্যন্ত ধান্যলতা বৃদ্ধি হয়।

বন ও আরিনগরে পাবনা জেলার তড়াশের প্রসিদ্ধ জমীদারের একটী আবাস বাটী। ইনি অধিক সময় এইস্থানে থাকেন। বর্ত্তমান জমীদার মহোদয়ের অল্প বয়স, কিন্তু ধীরতা গাম্ভীর্য্য ও ভদ্রতায় প্রবীণকে অতিক্রম করিয়াছে। ইঁহার যেরূপ কার্য্যাদি দেখিতেছি তাহাতে ইনি এক জন আদর্শ জমীদার বলিয়া বোধ হয়, ইঁহার বিষয় প্রস্তাবান্তরে পাঠক মহোদয়গণকে অবগত করিব।

—০০—

বিজ্ঞাপন।

ইলকট্রো গ্যালভানীয়

অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত।

পি সি, দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও আবিষ্কৃত।

৩৪ নং বেনেটোলা লেন, পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই অঙ্গুরী কবচ ও অনন্তের এমন আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, যেসকল রোগে মনুষ্য একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন অথচ ডাক্তারি হাকিমি এবং কবিরাজি চিকিৎসায় কিছুতেই কিছু উপশম হয় নাই, তাঁহারা এই মহৎ শক্তি এবং জীবন স্বরূপ কবচ, অঙ্গুরী ও অনন্ত ধারণ করিলে সেই সমস্ত দারুণ রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবেন, অতএব যদি কেহ ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করেন তবে আমার নিকট তাড়িত অঙ্গুরী, কবচ কিম্বা অনন্ত লইয়া যাউন, আর রোগের কঠোর যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইবে না, এবং সুস্থ শরীরে ইহা ব্যবহার করিলে ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ স্পর্শ করিতে পারে না। অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত ক্রয় কালিন (P. C. D.) নামাঙ্কিত দেখিয়া লইবেন এবং অঙ্গুরী ও অনন্তের মাপ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

প্রতি কবচের মূল্য	১৷০ ডজন ১২,টাকা
প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য	১৷০ ডজন ১৫,
প্রতি অনন্তের মূল্য	১৷০ ডজন ১৫,

প্যাকিং ও পোষ্টের খরচা এক হইতে ৬টা ।৴০ ৭ হইতে ১২টি ৷৵০ লাগিবে।

* চারি রকম অঙ্গুরীর মধ্যে যাহারা যে রকম লইতে ইচ্ছা করিবেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই নম্বর ধরিয়া লিখিয়া দিবেন।

—●●—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট কেস, থারমমিটার, ৩০ শিশির বাহিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ১২। শিশি কর্ক, চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাক মাশুলসহ ১১০ এক টাকা আধ আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১ড্রামের মূল্য ।০ এবং বহুমূত্র পীড়ার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১৷০ দেড় টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১, আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত ভাল্যুপেয়েবল পার্শেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—●●—

বিশেষ সুবিধা। বিশেষ সুবিধা!!

মফস্বলের বন্ধুদিগের সুবিধার জন্য আমরা কলিকাতা হইতে বাজার দরে সকল প্রকার জিনিস খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি। যাহার যখন যে কোন দ্রব্য আবশ্যক হইবেক তিনি কিছু টাকা প্রেরণ করিলেই তাঁহাকে সত্বর ভ্যালু-পেয়েবল পোষ্টে সেই সকল দ্রব্য পাঠান হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমস্ত বিবর জানিতে পারিবেন।

দত্ত এবং ভদ্র কোং
৯৭ নং রাধাবাজার
কলিকাতা

—●●—

"ধাতুদৌর্ব্বল্যের প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত।"

সুধাবিন্দু সুধাবিন্দু!!

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, অপ্রমোদ, জননে-ন্দ্রিয়ের শৈথিল্য, শুক্রমেহ, অল্প উত্তেজনায় শুক্রপাত ও অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় এবং তজ্জনিত শিরঃপীড়া, শারীরিক দুর্ব্বলতা, স্মরণশক্তি হীনতা, মানসিক বিষণ্ণতা, হাত পা জ্বালা ও শুক্রের তারল্য প্রভৃতি এক মাস মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া শুক্র অত্যন্ত গাঢ় ও ধারণা শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি ইহা সেবনে সালসার সমস্ত উপকার দর্শে। ইহা যে সর্ব্ব-প্রকার ধাতুর পীড়ার এক মাত্র মহৌষধ তাহার অনেক প্রশংসাপত্র রহিয়াছে এবং এই ঔষধে আরোগ্য হইয়া অনেকে পুরস্কার দিয়াছেন। এক মাসের ঔষধ এক শিশি ২, টাকা ডাক মাশুল ৷০ আনা।

দাদের মহৌষধ।

"ক্ষত ও চর্ম্মরোগের মহোপকারী।"

এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই, অথচ যে প্রকারের দাদ হউক না কেন ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। দাদ, কোচদাদ, বিখাউজ, হাজা-হাত, চুলি (ভোদ) পারার ঘা, খোস, পাঁচড়া গরমীর ঘা ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষত রোগ তিন দিবসের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা ক্ষত ও চর্ম্ম রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এই ঔষধে পারা নাই ইহা সার্জ্জন মেজর কর্ত্তৃক পরীক্ষিত। দৃঢ়-তার সহিত বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই নিরাশ হইবেন না। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা, তিন কৌটা ১।০ আনা, ছয় কৌটা ২৷০ ডজন ৪৷০ টাকা।

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী।
ডাক্তার পাবনা।

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে ঐ পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে। এজেণ্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।

দাম ১৷০ টাকা; ডাকমাশুল ৴১০

ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার

—●●—

—●●—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা প্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে নূতন অক্ষরে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অমরেন্দ্র কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল সমেত ৩॥০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৶১০ করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

—●●—

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাসুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাসুল
১ ম ভাগ	৶০	০১০
২ য় ভাগ	৶০	০১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৶০	০১০
২ য় ভাগ	৶০	০১০
৩ য় ভাগ	৶০	০১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	০১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাসুল ৴১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়ম।

সর্ব্বপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০ ৃ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল সমেত ৩॥০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, রেজিষ্টরী চিঠি, মণি অর্ডার ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৶১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রোপ্রাইটার দায়ী নহেন।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

৩০ শ ভাগ। " সর্ব্বস্তরন্তু দুর্গাণি সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু " ৫৩ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০,

১২৯৩ সাল। ২৫ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৮৬। ৯

৭ রিপনাব্দ। ২৫ এ শ্রাবণ।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৬৷০ টাকা।

প্রেরিতপত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! সম্প্রতি বৈদ্যসমাজ সংস্কারিণী সভা শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায়ের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে সমগ্র বৈদ্যসমাজের অবগতির জন্য যে একখানি মুদ্রিত আবেদনপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন যে " জামালপুর বৈদ্যসমাজ সংস্কারিণী সভা বসু বাবুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার কার্য্যে অমত প্রকাশ করিয়াছেন " এ কথাটী নিতান্ত অন্যায়পূর্ব্বক লেখা হইয়াছে। উক্ত সভা এতৎসম্বন্ধে এখানকার সভা হইতে কোন পত্রাদি প্রাপ্ত না হইয়া যে হঠাৎ এখানকার সভার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য এ সভা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। সমগ্র বৈদ্যমণ্ডলী উক্ত সভার মুদ্রিত পত্র পাঠে জামালপুর বৈদ্যসমাজ সংস্কারিণী সভার মতামত সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত না হন, এই জন্য আমরা

লিখিতেছি যে আজ পর্য্যন্ত এখানকার সভা কলিকাতা বৈদ্যসমাজ সংস্কারিণী সভার ন্যায় ইষ্ট-কারিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। কারণ এ সভা বিবেচনা করেন যে যখন এ সভার উপর সমগ্র বৈদ্যসমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে তখন হঠাৎ কোন মতামত প্রকাশ করা যুক্তি সিদ্ধ নহে। উক্ত মুদ্রিতপত্র পাঠে এ সভা কলিকাতা বৈদ্যসমাজ সংস্কারিণী সভাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার প্রতিলিপি সাধারণের অবগতির জন্য লিখিলাম।

পত্র।

নং ১৮২ মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ গুপ্ত ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কলিকাতা বৈদ্যসমাজ সংস্কারিণী সভার সম্পাদক সহকারী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনাদিগের ২৪ এ আষাঢ় ও ২ রা শ্রাবণের পত্রদ্বয় ও কয়েক খণ্ড মুদ্রিতপত্র যথাসময়ে এ সভায় উপস্থিত হইয়াছে। আপনাদিগের মুদ্রিত পত্রের এক স্থলে লেখা হইয়াছে "যে জামালপুর বৈদ্যসমাজ সংস্কারিণী সভা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই এবং মধুবাবুর কার্য্য অনন্ত করিয়াছেন" ইহা পাঠে আমরা বিস্মিত হইলাম। কারণ এ সভার কোন পত্রাদি না পাইয়া হঠাৎ এ সভার মতামত সম্বন্ধে আপনাদিগের ওরূপ অভিমত প্রকাশ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় [illegible]। অতএব ভরসা করি আপনারা উক্ত বিবরণটী আপনাদিগের মুদ্রিতপত্র হইতে প্রত্যাহার করিবেন।

	আজ্ঞাবহ
১৬ শ্রাবণ ১২৯৭ জামালপুর বৈদ্যসমাজ সংস্কারিণী সভা।	বিনয়াবনত শ্রীদুর্গাচরণ সেন গুপ্ত। সম্পাদক।

একান্ত বশম্বদ
জামালপুর বৈদ্যসমাজ সংস্কারিণী সভার কতিপয় সভ্য।

—●●—

মহাশয়! আপনি যোগীদিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচারের ঘটনা জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, আমরা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি তাহা সামান্য লেখনীতে লিখিয়া শেষ করা যায় না। আপনার উদারতা গুণের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা, যাহাতে উক্ত নিঃস্ব অসহায় যোগী জাতীয়েরা, উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন তাহা করিয়া বাধিত করিবেন। নিম্নে অতি সংক্ষেপে অত্যাচার বর্ণন করিলাম। অদ্য প্রায় ৩।৪ মাস কাল হইতে বারাসতের অন্তর্গত যোগাছিয়া গ্রামের পুরোহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তথাকার যোগীদিগের উপবীত হইতে দেখিয়া নিজ গ্রামের এবং তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী মুসলমান ভিন্ন অপরাপর [illegible] জাতিদিগকে নানা প্রকার [illegible] [illegible] মহাজনী [illegible] বশীভূত করিয়া যোগীদিগের [illegible] উৎপীড়িত করিয়াছেন। সেই অনুসারে তিনি এবং উক্ত কমিটির সমস্ত অশিক্ষিত পাষণ্ডগণ একত্রিত হইয়া উক্ত গ্রামবাসী যোগীদিগের উপবীত ছিন্ন, প্রধান ধোবা নাপিত বন্ধ এমন কি তাহাদিগের মেয়েদের উপর [illegible] বিদ্রূপ, ও রাত্রিতে উক্ত পাষণ্ডগণ দলবদ্ধ হইয়া যোগীদিগের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দরজা ভঙ্গ করিয়া বাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক মার পিট পর্য্যন্ত ও করিতেছেন। এবং উক্ত গ্রাম হইতে যোগীদিগকে উঠাইয়া দিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাইতেছেন। আবার [illegible] গ্রামের চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও একে বারে [illegible] লাগিয়াছেন যাহাতে সমস্ত যোগী জাতির উপবীত না হইতে পারে। সংবাদ পত্রে সাধারণ সমীপে তাহার পাপ মুক্তিতে যোগ দান করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন। আবার উক্ত দুই চক্রবর্ত্তী একত্রিত হইয়া দেশে দেশে লোকের হস্ত পদ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছেন যাহাতে সকলে যোগীদিগের বিরুদ্ধে কার্য্য করেন। কিন্তু অন্য কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত ও করিতেছেন না; যেহেতু উক্ত চক্রবর্ত্তার ন্যায় নরপশু আর আছে কিনা সন্দেহ। তাঁহার নিজগ্রামবাসী যোগীদিগকে রাস্তা, ঘাটে, মাঠে বাজারে যেখানে দেখিতেছেন সেই খানেই প্রহার ও উপবীত ছিন্ন করিতেছেন। তাহাদিগের নাপিত ধোবা সমস্ত বারণ করিয়াছেন, আর যাহাতে উক্ত যোগীরা গ্রামে বাস করিতে না পায় তাহার নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতেছেন। গ্রামের প্রায় সকলেই উক্ত যোগে আছেন, এমন কি তদ্দেশবাসী উকিল মোক্তারের পর্য্যন্ত আইন জ্ঞাত থাকিয়াও বিশেষরূপে যোগ দিয়াছেন। কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় নিরপেক্ষ ভাবে কার্য্য করিতেছেন। বিদেশীয় কোন যোগী যদি তথায় আত্মীয় স্বজনের বাটীতে গমন করেন তবে তাহাদিগের ও বংশমর্য্যাদার অপবাদ ও উপবীত ছিন্ন করিবার ভয় থাকে। একদিন একজন বিদেশীয় যোগীর উপবীত ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে অনুমান একক্রোশ পথ পর্য্যন্ত তাড়াইয়া যান কিন্তু ধরিতে না পাবায় আশা সফল হয় নাই। আবার আর এক দিন এক জন বিদেশী ব্রাহ্মণ কোন কার্য্যোপলক্ষে তথাকার কোন যোগীদিগের বাটীতে উপস্থিত হন। ও তিনি ঘাটে স্নান করিতে যাওয়ায় [illegible] বিবেচনায় উপবীত পরিত্যাগ [illegible] এইরূপ খবর পাঠ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। যোগাছিয়া গ্রামে কি পুলিস [illegible]? অথবা এমন ভদ্রলোক নাই যে এই সকল অত্যাচারের প্রতিবিধান করেন? যোগাছিয়ায় যদি বিবেচক লোকের বাস না থাকে আমরা অনুরোধ করি নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা ইহাদের [illegible] প্রবৃত্ত হন। তদ্দেশবাসী উকীল মোক্তারেরা যদি এতই মনুষ্যত্বহীন হন আমরা যোগী সম্প্রদায়কে উপদেশ দি তাঁহারা অন্য স্থান হইতে উকীল মোক্তার আনিয়া এই দুর্ব্বৃত্তদের দমন করুন। আদালতে দুই একজন শিক্ষা পাইলে আর এরূপ অত্যাচার হইবেনা। অধিকন্তু তাঁহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া একদিন স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হউন এবং এই অত্যাচারের বিষয় আবেদন করুন। মাজিষ্ট্রেট দেশের শান্তিরক্ষক. দেশের মধ্যে একটী সম্প্রদায় যদি দলবদ্ধ হইয়া গিয়া কোন অত্যাচারের বিষয় মুখে মুখে জ্ঞাপন করেন তাহা হইলে ও মাজিষ্ট্রেট তাহার তদন্ত করিবেন। উকীল মোক্তারের আবশ্যক হইবেনা। এতবড় অত্যাচারের মধ্যে ও পুলিস যখন নিশ্চেষ্ট আছেন তখন বোধ হয় গ্রামবাসীরা পুলিসের উদর ও পরিপূর্ণ করিয়াছে।

আমরা যোগীদিগের উপবীত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ও শাস্ত্রসঙ্গত কিনা তাহা এখন বলিতে প্রস্তুত নহি কিন্তু যাঁহারা উপবীত লইয়াছেন তাঁহাদের উপর এই অসদ্ব্যবহারের নিতান্ত বিপক্ষপাতী। যোগীর উপবীত লওয়া উচিত নহে বলিয়া যাঁহাদের জ্ঞান আছে তাঁহারা যদি ইতরের ন্যায় মার পীট না করিয়া তাহাদিগের সহিত এবিষয়ের আলোচনা করেন তাহা হইলে অধিক উপকারের সম্ভাবনা। যোগীরা যদি উপবীত লয় হিন্দু সমাজে তাহা যে স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা হইতে ভ্রষ্ট করিবার যে কি ক্ষতি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের কার্য্যালয়ের নিকটবর্ত্তী হরিনাভিগ্রামে কয়েকজন কায়স্থসন্তান উপবীত লইয়াছিলেন, ইহাতে হিন্দু সমাজের যে কোন অনিষ্ট হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। যাহাই হউক বিচার করা কর্ত্তব্য ইতরের ন্যায় দাঙ্গা হাঙ্গামা করিলে সদুদ্দেশ্যে কোন কার্য্যই হয় না।

সোঃ—সঃ

করিতে থাকেন, অবশেষে অসুরেরা অগ্নং ছিন্ন করিতে যায় পর প্রকাশ হইল ধাঁধার—তখন সকলে নিবৃত্ত হইল। উক্ত গ্রামবাসী লোকী-দিগের জীবন যৌবনাদি পর্যন্ত দগ্ধ করিতেছেন। এত অত্যাচার ঘটিতেছে যে তাহা লেখনীতে লিখিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে না। বোধ করি আপনাদিগের ন্যায় উদারচেতা মহাত্মারা উক্ত অত্যাচার সকল স্বচক্ষে দৃষ্টি করিলে বিনা অশ্রুপাতে থাকিতে পারেন না। তথাকার লোকেরা আদালতের আশ্রয় লইলে উক্ত আদালতে উহা-দিগের গ্রামবাসী উকীল মোক্তার থাকায় তাহারা অন্য কাহাকেও পর্য্যন্ত উকীল মোক্তার লইতে দেন না উঃ কি ভয়ঙ্কর!! আর অধিক কি জানাইব, এক্ষণে প্রার্থনা যাহাতে ইহার প্রতিবিধান হয় তাহা করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

একান্ত বশংবদ
সহানুভূতি

সোমপ্রকাশ

২৫ এ শ্রাবণ সোমবার।

২১এ জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে সাধারণ বৃষ্টি, স্বাস্থ্য ও কৃষি সমাচার মন্দ বলিয়া বোধ হয় না। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম, অযোধ্যা ও বাঙ্গলা দেশে বৃষ্টির পরিমাণ অল্প। মান্দ্রাজে চাষ বাস একরকম মন্দ হয় নাই। মহিসুর এবং কুর্গে উত্তম চাষ হইয়াছে, গুজরাটে বৃষ্টির আধিক্য প্রযুক্ত "খারিফ" শস্য ভাল রকম জন্মায় নাই। বোম্বাইয়ের কোন কোন স্থলে আরও বৃষ্টির আবশ্যক। উত্তরপশ্চিম অযোধ্যা ও মধ্যদেশে রোপণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। রাজপুতানা এবং হাইদ্রাবাদে শস্যের সমাচার বড়ই সন্তোষপ্রদ। পেশয়ার প্রদেশে এখনও বৃষ্টির অভাব আছে অন্যান্য স্থলে শস্য বড় মন্দ হয় নাই, বাঙ্গলার স্থানে স্থানে বৃষ্টি কম হওয়ায় উপকার ভিন্ন অপকার হয় নাই। পশ্চিম বঙ্গ ও ছোট-নাগপুরে আউস ও আমন ধান্যের বীজ বপন করিবার জন্য আরও বৃষ্টির আবশ্যক। আউসধান্য পাট ও ইক্ষুর অবস্থা ভাল। আউসধান ও পাট কাটিবার সময় আসিয়াছে। আসামের উপত্যকা প্রদেশে চাষবাস বেশ হইতেছে। শ্রীহট্টে অতিশয় বৃষ্টিতে শস্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্থ কৃষিকার্য্য এক প্রকার বেশ চলিতেছে। সাধারণ স্বাস্থ্য অসন্তোষপ্রদ নহে, হিসার ও ফিরোজপুর প্রদেশে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। বাঙ্গালার সিলোগা এবং মণিপুরের জেলায় ত্রিপুরায় ধান চাউলের বাজার চড়া। অন্যান্য স্থানের দর সমান রহিয়াছে।

—

আমাদের এলাহাবাদের কোন সহযোগী বলেন। লেডি ডফরিণ ফণ্ডের চাঁদা হু হু শব্দে বাড়িতেছে। চাঁদা আদায়ের জন্য নানা স্থানের মাজিষ্ট্রেট কালেক্টার জজ মুন্সেফ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। যাহাদের কোন সামর্থ নাই, তাহারাও ভয়ে ভয়ে অথবা অনুরোধে পড়িয়া অবস্থার অতিরিক্ত অর্থ দান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর লাট পত্নীর নামে এক টাকার স্থানে সুবর্ণ খোয়াইয়া লোকে দশ টাকা দিতেও অগ্রসর হইতেছে। একি কি অত্যাচার নহে? গবর্ণমেণ্ট সার্কিউলার জারি করিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্মচারিদিগকে লোকের নিকট চাঁদা আদায় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। নিজের বেলায় সে সার্কিউলার কোথায়? তোষামোদ-কারী বিচারকগণ বিশেষতঃ পাড়া গাঁয়ের মুন্সেফ বাবুরা আইনি কার্য্য করিয়া দরিদ্রের উপর পীড়ন করেন কেন? গবর্ণমেণ্ট যদি নিজে প্রকৃত আইনের সম্মান না রাখিয়া হুজুরদিগের দ্বারা চাঁদা আদায় করিতে থাকেন তবে প্রজারা কতদূর আইনের সম্মান রক্ষা করিবে? যদি সহ-যোগীর কথা সত্য হয় আমরা অনুরোধ করি গবর্ণমেণ্ট হুজুরদিগকে সাবধান করিয়া দিন।

—

ভবানি নগরের দেওয়ান মহাত্মা গৌরিশঙ্কর উদয়শঙ্কর সি, এস আই সে দিন প্রকাশ্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন। গৌরিশঙ্কর বহুদিন হইতে ভবানিনগরের রাজসংসারে দেওয়ানী করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার কার্য্যকালে চারি-জন রাজা ক্রমান্বয়ে সিংহাসন অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। দেওয়ান অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া কায়মনোবাক্যে রাজসংসারের হিত সাধন করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার দক্ষতা ও আন্তরিকতা গুণে প্রজাবর্গ চিরদিনই সন্তুষ্ট ছিলেন, রাজ্যের সুশাসনের জন্য রাজাকে কখনও চিন্তা করিতে হয় নাই। একদিন রাজনৈতিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ঘোর বৈষয়িক চিন্তা ও বৈষয়িক ব্যাপারে নিমজ্জিত থাকিয়াও দেওয়ান গৌরি-শঙ্কর ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি রাখিতে ছাড়েন নাই। নৃত্য-শীলা বাররমণী মস্তকের উপর কুম্ভ স্থাপন করিয়া যেমন নৃত্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, দেওয়ান গৌরি-শঙ্কর তেমনি মস্তকের উপর অমূল্য পরমার্থ পদার্থ রক্ষা করিয়া রাজকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। রাজ-নীতি চর্চ্চা যেমন তাঁহাকে আলোচনা করিতে হইত, বেদ বেদান্ত ও দর্শন শাস্ত্রে ও তাঁহার তেমনি রতি প্রবৃত্তি ছিল। রাজর্ষি জনকের ন্যায় দেও-য়ান গৌরিশঙ্কর ইহপারত্রিক চতুরতা রক্ষা করিয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করিতেন। এখন মৃত্যু নিকটে আসিতেছে, পরকালের চিন্তায় দেওয়ানের মন ধাবিত হইয়াছে। আর সংসারে তাঁহার মন টেঁকে না। ঈশ্বরের আকর্ষণে মনুষ্যের প্রাণ যখন আকর্ষিত হয় তখন আর পৃথিবীর কিছুতেই তাঁহাকে টানিয়া রাখিতে পারে না।

—

এডুইন আর্ণল্ড গৌরিশঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আর্ণল্ড যাহা অবগত হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে তাঁহার পুন দৃষ্ট ভারত "ইণ্ডিয়া রিভিজিটেড" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। "দেওয়ানের এখন ৮০ বৎসর বয়স, কিন্তু যুবকের ন্যায় তাঁহার মান-সিক বৃত্তি সকল সতেজ আছে। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এত বেগবতী যে আজও তিনি তাঁহার বড় আদরের সংস্কৃত শ্লোক গুলি মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারেন। ইনি একজন সংস্কৃত পণ্ডিত কথায় কথায় তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় ৫৫ বৎসর কাল গৌরিশঙ্কর ভবানিনগর রাজ্যে ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে ৩২ বৎসর কাল রাজ্যের মন্ত্রীত্বপদে কার্য্য করিতেছেন, বয়ো-বৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ মন্ত্রীবর সংসারের সকল দুঃখের সেবা করিয়া, মান মর্য্যাদার উচ্চ সোপানে পদ-ক্ষেপ করিয়া এক্ষণে আসন্ন কালের সম্বল সংগ্রহ করিবার জন্য কাতর হইয়াছেন।

দেওয়ান পূর্ব্বকালের ঋষিদিগের ন্যায় শান্তি-লাভ করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

—

সহযোগী "শ্রীমন্ত সওদাগর" বলেন আজকাল বিলাত হইতে যেসকল লংক্লথ ও নয়ানসুকের থান আসে তাহা নাক দেওয়া পরিমাণ অপেক্ষা অনেক কম। ৪০গজা বলিয়া মার্কা দেওয়া থান ৩৫গজ বই হয় না, ২০গজা থান মাপিলে ১৮ গজ মাত্র হয়। ৫ গজা ধুতি গুলি মাপে সাড়ে আট হাত হইয়া থাকে। এগুলি বাস্তবিকই ম্যাঞ্চেষ্টারের জুয়াচুরী। এই জুয়াচোরদের হস্তেই আমাদের

লজ্জা রক্ষার ভার ! দেশের লোকে কেবল সভা-সমিতি লইয়া ব্যস্ত, কেবল ছাই পাঁশ রাজনৈতিক তর্ক লইয়া উন্মত্ত, কিন্তু ভারতের স্ত্রীপুরুষের লজ্জা রক্ষার উপায় কি তাহার অনুসন্ধানে কেহই অগ্রসর হন না। বোম্বাই বাসীরা কিসে দেশের উপকার হয় স্বাধীনভাবে কিসে অন্ন বস্ত্র পান, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালী কেবল উৎসব লইয়াই ব্যস্ত, এসোসিয়েসন,আন্দোলন ও পার্লামেণ্ট লইয়া বিশেষতায়া, এতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার একটা বড় রকমের কাপড়ের কল হইল না যে আমাদের ভবিষ্যতের একটা লজ্জা রক্ষার উপায় হয়। পরের খাইয়া,পরের পরিয়া যখন আমাদের ভারত বিক্রয় করিবার ইচ্ছা, তখন জুয়াচোর লোকে ঠকাইবে না ত আর কি করিবে ?

—●●—

আসলে দিন দিন এ কি হইতে চলিল ? আইনের নামে অত্যাচার, বিচারের নামে প্রতি-হিংসা, শাসনের নামে উৎপীড়ন, এ ভারতই যে ভয়ানক ভাব ধারণ করিতেছে। আসাম কি অরাজক প্রদেশ ? সেখানে কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজত্ব নাই ? কয়েকজন নরাকার পিশাচ সয়তানের তেজে নরকের উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। রাক্ষসের বলে নররক্ত পান করিতেছে, আর তাহাদের বিচারক স্বরূপ আরও কয়েকজন পাপাত্মার উৎপীড়িতেরই সর্ব্বনাশ করিতেছে, এ কেবল মড়ার উপর খাঁড়া মারিয়া বীরত্ব করিতেছে। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের কি চক্ষুরুন্মীলন হয় না। পাঠক কুলি কাহিনী আপনি শুনুন, ইংরাজ রাজের হস্তে আমাদের কি সুখ সম্পদ আবার তাহা বুঝিয়া লউন।

পাঠক। কান্ত ডোমনীর কথা শুনিয়াছেন? সে মাজিষ্ট্রেটের হস্তে অবিচার হইবার ভয় তাহার মকদ্দমা অন্য আদালতে উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য এফিডেভিট সহ আবেদন করে। কান্তর মকদ্দমা ডিস্মিস হইয়াছে এবং উল্লিখিত কারণে শিবসাগরের ডেপুটী কমিশনার তাহাকে মিথ্যা নালিস করিবার অপরাধে তিন মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। কান্তর তিন মাস কারাবাস হইয়াই যে শেষ হইল তাহা নহে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় সুবিজ্ঞ উকীল ব কান্তুর বিচার কালে কান্তর স্বামীর নাম উত্থাপন করিলেন। শিকুয়াকে অমনি টানিয়া আনা হইল। অপরাধ— সে তাহার স্বামী না মী। আবার সে পক্ষ—স্ত্রীর সতীত্ব বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া সে বাজনাবে আবেদন করিয়াছে—সুতরাং এই তিন অপরাধে তাহার তিন বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের অনুমতি হইল। শিবসাগরের হাকিম হুজুর দয়া করিয়া স্বামীকে স্ত্রীর সহিত অর্পিত করিয়া দিলেন !! অপরাধ অধর্ম প্রমাণ বলিয়া বড় কই হাছে অতএব আইনে দুই বৎসরের অর্দ্ধকাল কারাবাসের বিধান আছে। শিবসাগর সম্রাটের স্বেচ্ছাচারিতার অধিকারে আর এক বৎসর ফাউ ! এত বড় দণ্ডটা আবার কোন বিধান অনুসারে দেওয়া হইল ? যে পাষণ্ড কান্তমণিকে বলাৎকার করে সে কেবল কান্তমণিকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করিবার জন্য আবেদন করে। তাহাও সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উপরজমায়—সে কান্তের বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে নালিস করে নাই। নালিস হয় নাই, অথচ দণ্ড হইল। প্রকৃতপক্ষে ফরিয়াদী কে ? ধর্ম্মাবতার মাজিষ্ট্রেট সাহেব—বড় ইংরাজ রাজ্যের বিচার ! বড় মাজিষ্ট্রেটের প্রভুত্ব—করাসীতে যদি এই ঘটনা ঘটিত মাজিষ্ট্রেট আজ দেশান্তরিত হইতেন। ইংলণ্ডে যদি আজ এই ব্যাপার সম্পন্ন হইত,টাউনহলে তাঁহার বিচারভূমি হইত। বর্ব্বর রুষেও যদি আজ এই দারুণ অত্যাচারের কথা প্রকাশ পাইত জারিকার্ডের উপর মাজিষ্ট্রেটের হঠাৎ দেহ শোভা পাইত—আর ভারত গবর্ণমেণ্টে উক্ত আভ্যন্তর তত্ত্বেও যদি অত্যাচারী নিষ্কৃতি পায়, মাজিষ্ট্রেট এই কাপুরুষের জন্য সম্মানিত হয়, তাহা হইলেও আমরা বিস্মিত হইব না। কেন না দরিদ্রের মা বাপ নাই, ইংরাজ রাজ্যে ইংরাজের স্বেচ্ছাচারিতার দণ্ড নাই।

মনবোধের জন্য ইহার আপীল আবশ্যক। আসামবাসীরা একবার দেখুন, যে উকীল বাবু অশেষ অনুগ্রহ করিয়া কান্তর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন তিনিও একবার চেষ্টা করুন। চেষ্টার ফল আশানুরূপ ফলিবে কি না তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। ইচ্ছা হয় পৃথিবী দোফাক হইয়া যাক আমরা তাহার ভিতরে প্রবেশ করি, এ পৈশাচিক কাণ্ড দিন দিন আর দেখিতে পারি না।

—●●—

কারাবাসী ও কারাজাত পণ্য।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপন একটী রেজোলিউশন জারি করেন যে কারাগার হইতে পণ্যদ্রব্য সকল ক্রয় না করিয়া কমিসিয়ট বা অন্য গবর্ণমেণ্ট কিম্বা কোন স্বাধীন কোম্পানী কর্ত্তৃক সাধারণ কার্য্য বিভাগে নিযুক্ত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই রেজোলিউসনটী প্রচার করিবার পরই স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট গুলি নিম্ন আপত্তি উত্থাপন করেন। কয়েদিগণকে বাহিরে খাটিতে দিলে তাহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হইবে। তাহারা যে দণ্ডভোগ করিতেছে তাহা আরও বর্দ্ধিত হইবে, অধিকন্তু জেলে যে পদ্ধতিক্রমে কয়েদিরা শিক্ষা পাইতেছে বাহিরে কার্য্য করিতে গেলে তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিবে। এই আপত্তি উত্থিত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট ইহার বিশেষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। আজ ৪ বৎসর ধরিয়া সে অনুসন্ধানের কি ফল হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। সম্প্রতি ষ্টেট সেক্রেটারীর আদেশ ক্রমে পূর্ব্বের রেজোলিউসনটী কয়েকটী বন্দী দ্বারা আবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এক্ষণকার রেজোলিউসনে প্রকাশ যে যদি এমন কোন বাহিরের কার্য জুটে যেখানে বহুক্ষণ ধরিয়া কয়েদিরা কার্য্য করিতে পারে এবং তজ্জন্য একটী স্থায়ী কার্য্য গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারা যায় তবে অল্পে অল্পে কারাগারের কথা বিবেচনা করিয়া এবং জেলের কার্য্য প্রণালি, উপযুক্ত শিক্ষা ও অন্যান্য নিয়ম পদ্ধতি বজায় রাখিয়া তাহাদিগকে ও তৎকার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। কারখানায় তাহাদের স্বাস্থ্যের কোন ব্যাঘাত না হয় তদ্বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যেখানে বসবাস ও খাটাখাটুনি করিলে কয়েদিরা শীঘ্রই রোগগ্রস্ত হইবে অথবা যে খানে কার্য্যের অপেক্ষা প্রযুক্ত কয়েদিগণকে একস্থানে রাখিবার আবশ্যক হইবে না এবং তাহাদের জেলের অনুযায়ী কার্য্য ও শিক্ষাপ্রণালী উত্তমরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না এরূপ স্থলে কয়েদিগণকে জেলের বাহিরে কার্য্য করিতে দেওয়া হইবে না। রেলওয়ের কার্য্যে এই সকল সুবিধার অভাব সুতরাং কয়েদিরা রেলে কখনও কার্য্য করিতে পাইবেন না।

আমাদের মতে ষ্টেট সেক্রেটারির এই বন্দনীটী যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। কোন কোন স্থলে জেলের শিক্ষা পদ্ধতি অতীব প্রশংসনীয়। অনেক কয়েদী জেল হইতে বহির্গত হইলে তাহাদের চরিত্রের বিলক্ষণ সংশোধন হয়। যে অপরাধের জন্য তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইয়াছিল অনেকের সে অপরাধ প্রবৃত্তি একেবারেই নির্মূলিত হইতে দেখা যায়। অনেক দরিদ্র লোকে কোন কোন জেলের অধিবাসের বশবর্ত্তী থাকিয়া যখন মুক্তি পায় তখন তাহাদিগকে আর জেল গমনকে তাদৃশ দোষ ভয় না। জেলে পরিশ্রম, আহার ও শিক্ষার যে বিধান আছে যদি উপযুক্ত জেলকর্ম্মচারীর হস্তে পড়ে, তবে কয়েদিগণকে প্রায়ই অসুখ ও

অসন্তুষ্ট হইতে দেখা যায় না। কয়েদিগণকে বাহিরে আসিতে দিলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটনার অধিক সম্ভাবনা। জেলের উপযুক্ত শিক্ষার বিধান করিতে হইলে কার্য্যালয়ে এক একটী নূতন জেল খুলিতে হয়, তাহাতে ব্যয় সংক্ষেপ না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। কয়েদিদিগের দ্বারা নির্ম্মিত যে সকল পণ্য দ্রব্য জেলে বসিয়া সুনির্ম্মিত হইতে পারে কারখানায় বসিয়া ততদূর হওয়া সম্ভব নহে। জেলে কয়েদিরা একপ্রকার নিশ্চিন্ত থাকে। যে দণ্ডকাল মধ্যে তাহাদের উদ্ধার পাইবার আর সুযোগ নাই, বাহিরে স্বাধীন ব্যক্তিগণের সহিত কার্য্য করিলে অসদুপায়ে মুক্তিলাভ করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মনে স্বভাবতই উদয় হয়। সুতরাং কার্য্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ না থাকায় কখনই তাহারা কোন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না।

এই সকল কারণে আমরা কয়েদিগণকে বাহিরে আনাইয়া কার্য্য করাইবার পক্ষে সম্মতি দিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট যে এই কঠিন বন্দী দ্বারা লর্ড রীপণের রেজোলিউসনটী বেষ্টিত করিয়া বুদ্ধিমানেরই কার্য্য করিয়াছেন। সম্প্রতি আর একটী সার্কিউলার বাহির হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ যে জেলের ভিতর যে সমুদায় পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে, গবর্ণমেণ্টের আফিস সমুদায়ে উপযুক্ত মূল্য দিয়া অগ্রে সেই সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে। ভাল ভাল কার্পেট ছুতার ও দর্জির ভাল ভাল শিল্পকর্ম্ম আজকাল জেলের কয়েদি দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। জেলজাত এই সকল দ্রব্য গবর্ণমেণ্ট আফিসে ব্যবহৃত হওয়াই কর্ত্তব্য। আজকাল আদালতের অনেকগুলি ছাপাই কার্য্য জেল হইতেই সম্পন্ন হয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অধিক পড়ে না, কাহারও মন্দ হয় না।

মধ্য প্রদেশের কোন কোন স্থলে কয়েদিদিগকে বহিঃকার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে কতদূর সুফল ফলিয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় এরূপ ব্যবস্থা বঙ্গদেশের উপযোগী নহে।

— ❋❋ —

মহাসভায় ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের বজেট।

এই বজেটটী যখন প্রস্তুত হয় তখন সিমলায় যাইবার তাড়াতাড়িতে কাহারও একটী মত লইবার অবসর ভারতগবর্ণমেণ্টের হয় নাই। একদিনেই খাস কামরায় বসিয়া বজেট প্রস্তুত হইল, পর দিনেই প্রকাশ্য গেজেটে কাটা খোঁচা, ধূলা কাদা, সর্ব্বশুদ্ধই আস্ত বজেট খানি সাধারণ্যে প্রকাশিত হইল। সংবাদপত্র চীৎকার করিলেন; দেশের লোকে আপত্তি করিলেন, সিমলা বিহারের টানে সব ভাসিয়া গেল। গোড়ায় বজেট সম্বন্ধে কাহারও কথা শুনা হইল না। সভাগণের নিকট এক বার হৈ চৈ শব্দ শুনা গেল, শেষে যথেচ্ছাচারিতার বাহ্যিকতা পরিহার করিবার নিমিত্ত একবার বজেটখানি মহাসভায় অর্পিত হইল। সেখানেও বজেট খানির এক চুল পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইল না।

২১এ জুলাই মহাসভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে সকল বিষয়ের মীমাংসা হইবার শেষে ভারতবর্ষীয় বজেটের আন্দোলন উঠে। স্থিরভাবে ধীরভাবে যেই এই আন্দোলনটী উঠিল অমনি পরিপূর্ণ মহাসভা একেবারে জন শূন্য হইয়া গেল। কেবল ভারত প্রত্যাগত দুই চারিজন এংলোইণ্ডিয়ান এবং নিতান্ত ভারতের পক্ষপাতী দুইএকজন সহৃদয় খাঁটি ইংরাজ ব্যতীত আর সকল সভ্যই একে একে সভার বাহিরে বিশ্রাম করিতে গেলেন। ষ্টেট সেক্রেটারি ভাউআর্ড সাহেব বলিলেন বাহিরে বোধ হয় কোন আকর্ষণের ব্যাপার ঘটিয়া থাকিবে, সে আকর্ষণ আর কি? ভারতীয় আন্দোলন হইতে নিষ্কৃতিলাভ। যখনই ভারতের প্রশ্ন মহাসভায় উত্থাপিত হয় তখনই বাহিরে কোন আকর্ষণের বিষয় উপস্থিত হয়। এত অজ্ঞতা না হইলে আমাদের অদৃষ্টে এদুর্দ্দশা ঘটিবে কেন?

প্রথমে ভারতবর্ষীয় অণ্ডার সেক্রেটারি কলভিন সাহেবের মতামত সহ বজেট খানি পাঠ করিলেন। তারপর তর্ক বিতর্ক উঠিল। লর্ড র‍্যাণ্ডল্ফ চর্চ্চিল ভারত গবর্ণমেণ্টের মিতব্যয়িতা দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন কেবল একলক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াই যে ব্রহ্মের শাসন চলিতে পারে ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। ভারতের রাজকোষ হইতে এই সামান্য অর্থ লইয়াই যদি ব্রহ্মশাসন হয় তাহা অপেক্ষা মিতব্যয়িতা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নহে। চর্চ্চিল কেবল দুইটী বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দোষ দেখিতে পান। একটী পূর্ত্ত বিভাগে অধিক অর্থব্যয় আর একটী গবর্ণমেণ্টের সিমলা বিহার। তিনি বলেন ভারতের রাজধানী সিমলায় না রাখিয়া পুনাতেই স্থাপন করিলে ভাল হয়। চর্চ্চিল কখন সজ্ঞানে আমাদের মঙ্গলকামনা করেন না। যদি সে শ্রীমুখে দৈবাৎ একটা মনুষ্যত্বের কথা বাহির হয় সিভিলিয়ান সম্প্রদায়ের মুখ চাহিয়া অমনি তিনি তাহার প্রতিসংহারে যত্নবান হন। [illegible] মনে এইরূপে মনুষ্যত্ব ও পক্ষপাতিত্বের বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। একবার লর্ড রীপণের উদার নীতির প্রশংসা করিয়া চর্চ্চিল তাঁহার অনুবর্ত্তক হইলেন পরক্ষণেই অসভ্যভাষায় গালি দিয়া রীপণের নিন্দাবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। একবার শৈলবিহারের বিপক্ষপাতী হইয়া চর্চ্চিল বলিলেন সিমলা হইতে রাজধানী উঠাও, আবার সিভিলিয়ানের বিরস মুখ অবলোকন করিয়া প্রকাশ করিলেন যদি রাজধানী উঠাইতেই হয় তবে বাঙ্গালীর দেশে না রাখিয়া পুনাতে স্থাপন করা উচিত।

পার্লিয়ামেণ্ট সভায় চর্চ্চিল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বালচাপল্যেরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

লর্ড চর্চ্চিলের পর সার জর্জ ক্যাম্বেল বজেটের দোষগুণ বিচার করিতে আরম্ভ করেন। সার জর্জ পুরাতন পদ্ধতির লিবারেল। কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক দৃষ্টি যেমন উদার কর্ত্তব্য বুদ্ধিও তেমনি সুমার্জ্জিত। সারজর্জ বলিলেন, "ভারতবর্ষ এখন যথার্থ পক্ষেই স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী হইয়াছে। পূর্ব্বে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে ভারতের সে এক দিনকাল গিয়াছে। তখন ভারতবাসী শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। ইংরাজি সভ্যতা, ইংরাজ রুচিসঙ্গত রাজনৈতিক স্বাধীনতা কি তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। যখন ভারতবাসী সুশিক্ষিত হইয়া স্বায়ত্তশাসনের জন্য লালায়িত হইয়াছেন গবর্ণমেণ্ট তাহা হইতে ভারতবাসীকে বঞ্চিত করিলে আয়র্লণ্ডের ন্যায় ভারতেও বিশৃঙ্খলা ঘটনার সম্ভাবনা।

পরিবারের মধ্যে যে ব্যক্তি উপার্জ্জনক্ষম তিনিই বুঝিতে পারেন অর্থের কত মূল্য। যিনি অর্থোপার্জ্জন করেন তাঁহারই হস্তে যদি ব্যয়ভার অর্পিত হয় তবে কখনই আয়ের অধিক ব্যয় করিয়া লোকে ঋণগ্রস্ত হয় না। প্রজা, রাজ্যরক্ষার জন্য যে অর্থ প্রদান করিতেছে প্রজারই হস্তে যদি তাহার ব্যয়ভার অর্পিত হয় তবে গবর্ণমেণ্টকে কখনই ঋণগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। বজেট প্রস্তুত করিতে যদি ভারতবাসীর সাহায্য গ্রহণ করা হইত, নিজের অর্থ নিজে ব্যয় করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্ট যদি প্রজার হস্তে অর্পণ করিতেন তাহা হইলে উহাই আমরা প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন বলিয়া গণিয়া লইতাম। সার জর্জ ক্যাম্বেল বজেটের আন্দোলনে যে স্বায়ত্তশাসনের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও এই রাজস্বব্যয়ের ক্ষমতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সার জর্জের আরও একটী কথা আমাদের

হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। তিনি বলেন বিলাত হইতে প্রত্যহ কত লোকে সওদাগর সাজিয়া গিয়া ভারতগবর্ণমেণ্টের গলগ্রহ হইতেছেন। ইহাঁরা দেশের ভিতর নানা স্থানে রেলওয়ে স্থাপন করিবার প্রলোভন দেখাইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট অনেক টাকা দাবি করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ ফণ্ড হইতে টাকা লইয়া ইহাঁদিগকে অনায়াসেই সাহায্য করিতেছেন। ইহার ফল কি হইতেছে ইণ্ডিয়ান মিডলাণ্ড রেলওয়ে ও বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের লাভালাভ দেখিলেই তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইবে। এই দুইটী রেলওয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাহার আদায় হওয়া দূরে থাক বরং আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া গবর্ণমেণ্টকে দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট শক্ত না হইলে এই অনর্থক ব্যয় নিবারণ করিতে পারিবেন না।"

সার জর্জের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার পর মিঃ স্যামুয়েল স্মিথ ব্যয় সংক্ষেপ করিবার কয়েকটী উপায় নির্দ্দেশ করেন। তিনি বলেন গবর্ণমেণ্ট সিভিলসার্ভিসের জন্য ১৯ বৎসর বয়স নির্দ্দিষ্ট করায় এবং তজ্জন্য বিলাতে আসিবার ব্যবস্থা করায় গবর্ণমেণ্টের কেবলই ব্যয় বাহুল্যের কারণ হইয়াছে। সিন্ধু পার হইয়া বিলাতে যাওয়া হিন্দু শাস্ত্র বিরুদ্ধ। যে হিন্দু সন্তান বিলাতে সিভিল সার্ভিস পাস করিতে আসেন ভারতে ফিরিয়া গেলে আর তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করা হয় না। তিনি সমগ্র হিন্দুজাতির অভোজ্য ও অস্পৃশ্য হইয়া জাত্যন্তর পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হন। এই দারুণ সমাজ ভয় ও ধর্ম্ম ভয়ে ভীত হইয়া হিন্দুর সন্তান বিলাতে আসিতে স্বীকৃত হন না, বিশেষতঃ ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া স্বীয় পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া সাত সমুদ্রের পর পারে, পরের দেশে, পরের সমাজে বিচরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া হিন্দু কি, কোন জাতির বালকের পক্ষে সম্ভব নহে।"

গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরে ভারতবাসীকে সিভিল সার্ভিস হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ১৯ বৎসরের মধ্যে সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা দেওয়া এবং বিলাতে না গেলে সিভিলসার্ভিস প্রাপ্ত হওয়ার ব্যবস্থা করা যে কথা, ভারতবাসীকে সিভিলসার্ভিস হইতে একেবারে বঞ্চিত করিয়া কেবল ইংরাজের জন্য ঐ পদের সৃষ্টি করা সেই কথা। স্মিথের হিসাব অনুসারে ইংরাজ সিভিল সার্ভাণ্টদিগের প্রতিপালনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে ৪০লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিতে হয়। যদি ভারতে বসিয়া সিভিল সার্ভিস দিবার ব্যবস্থা করা হয়, আর নিতান্ত বাল্যকাল উদযাপন করিয়া জ্ঞান প্রাপ্ত যুবকগণ যদি সিভিল সার্ভাণ্ট হইতে পান, তবে ৪০লক্ষের স্থানে ২০লক্ষ টাকা ব্যয়ে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যগুলি সুসম্পন্ন হইতে পারে। এই উদ্বৃত্ত ২০লক্ষ টাকায় বার্ষিক দুই লক্ষ দরিদ্রের অন্নকষ্ট নিবারিত হইতে পারে। ভারতের প্রজা যে নিতান্ত দরিদ্র এক ইনকম ট্যাক্সের হিসাবেই তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। ২৫ কোটী লোকের মধ্যে এক কোটী লোকও ইনকম ট্যাক্স দিতে সমর্থ নহে। স্মিথ বলেন শতকরা ৫ জন লোক বার্ষিক এক হাজার পাউণ্ড বেতন পান কিনা সন্দেহ। এক দরিদ্র ভারতবাসীকে গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদগুলি হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর আবার একপ্রকার দুর্ব্বিসহ ট্যাক্সের ভারে তাহাদিগকে ভয়ানক রূপে পীড়ন করা হইতেছে। উপযুক্ত গুণ থাকিলে বর্ণ কুলের প্রভেদ না করিয়া গবর্ণমেণ্ট সেসকল প্রজাকে সমান অধিকার দিবেন মহারাণীর এই প্রতিজ্ঞা বাক্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ভারতবাসী মনে করিতেছেন আমরা তাহাদের সহিত কেবল প্রতারণা করিয়া আসিতেছি।

স্যামুয়েল স্মিথের এই কথাগুলি দৈববাণী। যিনি একটু মাত্রও সুবুদ্ধির অধিকারী হইবেন এই সকল কথার সারবত্তা তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। লর্ড চর্চ্চিল যাহাই বলুন, সার জোন্‌স্ কাবঙ্গসন যতই সঙ্কীর্ণ চিত্তের ন্যায় ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী হউন, সত্যের অপলাপ হইবার নহে। সমগ্র এংলোইণ্ডিয়ান সিভিলিয়ান সমাজ খড়্গহস্ত হইলেও সত্য আপনার জয় ঢক্কা আপনি বাজাইয়া দিগদিগন্তর দৈববাণী প্রচার করিয়া বেড়াইবেন। স্যামুয়েল স্মিথ গত শীতঋতুর সময় ভারতে আসিয়া ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া গিয়াছেন। যদি স্বাধীনচেতা সভাগণ এক একবার স্যামুয়েলের ন্যায় ভারতের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যান স্যামুয়েলের ন্যায় সকলেই ভারতের অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারেন। ভারত গবর্ণমেণ্টও স্বেচ্ছাচারী হইয়া আর অধিক প্রজা পীড়নে সমর্থ হন না। মহাসভাতেও ভারতবর্ষীয় বজেট উপযুক্ত প্রতীকারের অভাবে অক্ষুণ্ণরূপে চলিয়া যাইতে পারে না।

—০০—

ইংরাজ চীনের অধীন করদ রাজা ও জর্ম্মণী চীনের সহায়।

জেনারল পেণ্ডারগাষ্ট যখন ব্রহ্মবিজয় করিতে যান চীন হইতে তখন একটা অসন্তোষের রব শুনা যায়। আর একবার শুনা গেল চীন ইংরাজকে ব্রহ্মে অধিকার করিতে দিবেন না, সে জন্য চীন সীমানায় চীনের সৈন্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই সে গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে, চীনের সহিত ইংরাজের একটা গুপ্ত সন্ধি হইয়াছে। আজ ইংলণ্ড হইতে মহারাণী চীন সম্রাটকে উপঢৌকন পাঠাইবেন, কাল ভারত গবর্ণমেণ্ট চীনকে তোষামদ করিয়া বন্ধুতার চিহ্ন পাঠাইলেন, আবার সম্প্রতি চীনে একটী মিসন যাইবার কথা হইতেছে। এ মিসনের উদ্দেশ্য কি? তিব্বত মিসনের যে উদ্দেশ্য, গিলগিট মিসনের যে উদ্দেশ্য, এ চীন মিসনের সে উদ্দেশ্য নহে। ইহাতে গোপনকথা নাই বরং বক্তব্য আছে। ব্রহ্ম জয় করিয়া অবধি ইংরাজ যে ব্রহ্মে স্বাধীন ভাবে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন সে রূপ আমাদের বোধ হয় না। ব্রহ্মের সহিত চীনের পূর্ব্ব কৃত সন্ধি অনুসারে ব্রহ্মের উপর তাঁহার যে দাবী দাওয়া ছিল এখনও তাহা বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ব্রহ্মরাজ্য যে এখন মহারাণীর খাসে আসিয়াছে তাহা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি একদিন বঙ্গ বিহার অধিকার করিয়া যেমন দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইংরাজকে তেমনিই চীনের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। সময়ে সময়ে উপঢৌকন দিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যেমন সম্রাটের মন রাখিতে হইত, ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইংরাজও চীনের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেছেন। উপস্থিত মিসন চীনেও এইরূপ একটী উদ্দেশ্য আছে। তাহার উপর চীনকে আবার দশবার্ষিকী কর দিতে হইবে তাহাও মিসনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। মহারাণী স্বহস্তে ভারতের রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া অবধি ইংরাজের ভাগ্যে যাহা কখন ঘটে নাই আজ লর্ড ডফরিণ হইতে তাহাই ঘটিল। ইংরাজ সসাগরা পৃথিবীর রাজা বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন, ইংরাজের রাজ্যে কখনও নাকি সূর্য্য অস্তমিত হয় না, সেই ইংরাজ একজন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চীন সম্রাটের পাদুকা বহন করিবেন। চীন সিংহাসনের নিম্নদেশে জানু পাতিয়া উপবেশন করিবেন। আর অধীন দাসের ন্যায় অঞ্জলি করিয়া বৌদ্ধের শ্রীপাদপদ্মে দশবার্ষিকী কর ঢালিয়া দিবেন। এতে কি ইংরাজের মান হানি হয় না? প্রচণ্ড পরাক্রম নেপোলিয়নকে যে জাতি হস্তির ন্যায় বাঁধিয়াছিলেন, ভীমবল শীখ জাতির সহিত পরাক্রমে জয়লাভ করিয়াছিলেন, পৃথিবীখ্যাত স্প্যানিস আরমাডা দূরবর্ত্তী করিয়া ইংলিস সাগরে ইংরাজের জয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, সে জাতি আজ কি

না সামান্য একখণ্ড অনুর্ব্বর পর্ব্বতময় ক্ষেত্র লইয়া চীন রাজের দাসত্ব স্বীকার করিতেছেন। এতদূর হত মান হইয়া ব্রহ্মবিজয়ে ইংরাজের কি উপকার হইল? এক দিকে ধন গেল প্রাণ গেল মানটুকু পর্য্যন্ত যাহা বাকি ছিল তাহাও চীনের করগত হইল। অত পর ব্রহ্মে বসিয়া ইংরাজ আর কি লইয়া দর্প করিবেন? এই ছাই পাঁস ব্রহ্মক্ষেত্র জয় না করিলেই কি চলিত না? এক দিকে একটী স্বাধীন জাতির স্বাধীনতা বিনষ্ট করিয়া আবাল-বৃদ্ধ সকলকেই বিদ্রোহী করিয়া তুলিলেন, অপর দিকে পেবিত ভারতের অস্থিমজ্জা সকলের শোষণ করিয়া বিদ্রোহী দমনের ব্যয় সঙ্কুলন করিতে বসিলেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া লর্ড ডফরিণ ইংরাজের স্বাধীনতা খ্যাতিটুকু চীন পাদপদ্মে জলাঞ্জলি দিলেন। লর্ড ডফরিণের একটী মাত্র বেচাল চালে ইংরাজ ধনে প্রাণে মজিলেন, মান মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিলেন। ইংরাজের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্গতির বিষয় আর কি হইতে পারে?

ফ্রান্সের ভয়ে ব্রহ্মবিজয় সাধন হইল। পাছে ফরাসীজাতি ব্রহ্মের সহিত যোগ দিয়া ভারতের পূর্ব্বসীমার বারদেশে আঘাত করিতে আসেন, এই ভয়ে নিতান্ত অধর্ম্ম করিয়া ইংরাজ খেতহস্তীর শুণ্ড কাটিয়া লইলেন। উপরে আর এক জাতির সহিত যোগ দিয়া জার্ম্মণী যে ব্রহ্মবিজয়ের নিসান ধরিয়া পাক দিতেছেন বোধ হয় তাহা রাজনীতি বিশারদ লর্ড ডফরিণ অগ্রে বিবেচনা করিতে পারেন নাই। অগ্রে বুঝিতে পারিলে হয় ত এ বিষম বিপত্তি ঘটিত না, ধনে প্রাণে ভারতেরও সর্ব্বনাশ হইত না।

চীনের সহিত জর্ম্মণির সম্পর্ক পূর্ব্বে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় নাই। যে দিন হইতে ব্রহ্মদেশ ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত হইল, সেই দিন হইতে জর্ম্মণি আর গোপনে থাকা আবশ্যক জ্ঞান করিলেন না। ক্রমে চীনের মধ্যে রেলওয়ে বিস্তার করিবার জন্য জর্ম্মণি অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। চীনের সহিত জার্ম্মণের ঘনিষ্ঠতাও বৃদ্ধি হইয়াছে। চীন জার্ম্মণিক যতদূর বিশ্বাস করেন ইউরোপের আর কোন জাতিকে ততদূর বিশ্বাস করেন না। চীনের রাজকার্য্যে জর্ম্মণির হাত পড়িয়াছে। চীনের সহিত ইংরাজের যে সন্ধি হয় তাহাতেও জর্ম্মণির হস্ত দেখা গিয়াছিল। একি প্রকৃত পক্ষে সন্ধি? আমাদের বোধ হয় ইহা ভাবী বিবাদের গ্রন্থি সন্ধি। ইংরাজ, জর্ম্মণি ও চীন কালে এই সন্ধি লইয়া একটা কাণ্ড বাঁধাইয়া বসিবেন ইহা তাহারই পূর্ব্ব সূচনা। এখন হইতে ইংরাজ ব্রহ্ম ও চীনের সীমা নির্ণয় করিবার জন্য কমিশন প্রেরণ করিতে ছেন—বিবাদ সন্ধির পূর্ব্বে ইহাদের সংগ্রহ হই য়েছে। রুষকে লইয়া পশ্চিম প্রান্তে যেমন হুল-স্থুল, পূর্ব্বে চীনের সহিত তেমনি একটা হুলস্থুল বাঁধিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জার্ম্মণি চীনের পৃষ্ঠ-দেশে কলকাটী নাড়িতেছেন, বিসমার্কের মস্তিষ্ক ও চীনের অস্ত্র বল সংযুক্ত হইতেছে। সুতরাং ইংরাজকে ভারত রাজ্যের এক সীমায় রুষ ও অপর সীমায় জার্ম্মণি আসিয়া চাপিয়া ধরিবার চেষ্টায় আছেন। এতগুড় বিপদের মূলে কি? ইংরাজের গ্রাসনীতি, একদিকে ব্রহ্ম, অপর দিকে আফ গানিস্থান গ্রাস করিবার বলবতী ইচ্ছা। এই দুইটী ব্যাপারে ইংরাজ যদি হস্তক্ষেপ না করিতেন, এক দিকে সিন্ধুনদ ও অপর দিকে মণিপুর পর্ব্বতকে ইংরাজ যদি ভারতের সীমা বলিয়া স্থির করিতেন তবে উপস্থিত কোন বিবাদই ইংরাজকে সহিতে হইত না, কোন ভাবী বিবাদের আশঙ্কা করিয়া অনুক্ষণ সতর্ক থাকিতে হইত না। ইংরাজের রাজ্য পিপাসার দোষে দুইদিকে ব্যাঘ্র ভল্লুকের হস্তে ভবিষ্য ভারতের যে কি দুর্দ্দশা হইবে কে বলিতে পারে?

—••—

প্রাণ যায়, ধর্ম্ম যায়।

আমাদের ঘি দুধ খাওয়া বন্ধ হইল। আমরা একবার পাঠকগণকে জানাইয়াছি কলিকাতার ঘৃত ব্যবসায়ীরা ঘৃতের সহিত চর্ব্বি মিসাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্বাস্থ্যকর্ম্মচারী ডাক্তার সিনসন পূর্ব্বেই ইহা অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু চর্ব্বিতে স্বাস্থ্যের কোন হানি হয় না বলিয়া এদিকে বড় একটা মনোযোগ করেন নাই।

ক্রমে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে ঘৃত ব্যবসায়ীরা গো, শূকর, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি পশুগণের মৃত দেহ হইতে নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিয়া কোন নিভৃত স্থানে জমাইয়া রাখে। এই সকল দ্রব্য অধিককাল ধরিয়া সংগ্রহ করিতে থাকায় ক্রমে উহা কীট কৃমি ও পূতিগন্ধের আবাস স্থান হয়। ঘৃত ব্যব-সায়ীরা এই সকল দূষিত ও অস্পৃশ্য সামগ্রী অগ্নি সংযোগে গলাইয়া লইয়া কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করে এবং টিনের কানেস্তারায় পুরিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে পাঠাইয়া দেয়। সম্প্রতি সুবার্বন মিউনিসিপালিটীর একজন ওভরসিয়ার এই সকল পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া উক্ত মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান হুইলো সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। হুইলো সাহেব ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ফর্ব্বস সাহেবের গোচর করায় তিনিও কলিকাতার ডেপুটী কমিশনর ল্যাম্বার্ট সাহেবের নিকট সেই সমুদায় সামগ্রী প্রেরণ করিয়াছেন। পুলিস অনু-সন্ধানে এই ভয়ানক গরল সংমিশ্রণ সহরের নানা স্থানে ধরা পড়িয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপালি-টীর সভাপতি হ্যারিসন সাহেবও অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন "তাঁহার পরীক্ষিত তিনটী ঘৃতের আড-তের মধ্যে দুইটীতে ঘৃতের সহিত চর্ব্বির মিশ্রণ দেওয়া হয়। এখন ডাক্তার সিমসন সাহেব বলিতে ছেন এইরূপ মেদমিশ্রণে স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ হানি হইতে পারে। ডাক্তার সিমসন ও ডাক্তার শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন যে মুঙ্গের ও ভাগলপুর অঞ্চল হইতে যে সকল মটকীর ঘৃত আম দানী হয় তাহাতে কেবল মহুয়া তৈল মিশ্রিত থাকে। এই সকল মহুয়া মিশ্রিত মটকীর ঘৃত আবার উল্লিখিত প্রকারে "মৃত পশুদের অন্ত্র তন্ত্রীর নির্য্যাসের সহিত একত্র করিয়া বড়বাজার টেরেটী বাজার এবং কড়িয়ার দোকানদারেরা ঘৃত প্রস্তুত করে। সাধারণে যে দ্রব্যের জন্য মূল্য দেয় তাহা তাহারা পায় না। মিশ্রণকারীরা এই মেদ মিশ্রণ যে আইনী জানিয়া অতি গোপনে ও সন্ত-র্পণে কার্য্য সাধন করে। সুতরাং অতি গোপনে ও সতর্পণের সহিত অনুসন্ধান করা আবশ্যক হই-য়াছে। এ সম্বন্ধে মিউনিসিপাল আইনে যাহা কিছু দোষ থাকে ব্যবস্থাপক সভায় তাহা সংশোধন করিবারও সময় আসিয়াছে"।

সকলেই যখন এই বীভৎস কাণ্ডের প্রমাণ পাইয়াছেন তখন শীঘ্রই তাহার নিবারণের উপায় হইতেছে না কেন? স্বাস্থ্যকর্ম্মচারীরা বলেন আইনের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমরাও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু তাহাতে অনেক বিলম্ব হইবে। উদ্যোগ করিতে করিতে অনিষ্ট এত প্রবল হইয়া উঠিবে যে তাহাতে দেশের ভিতর দারুণ পীড়ার বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এই বর্ষার দিনে উদরের পীড়াই প্রবল হয়। বর্ষার পর শরৎ কাল বঙ্গদেশের পীড়ার সময়। এই সময়ে কেবল ম্যালেরিয়া ও উদরাময় রোগেই অধিক লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। ঘৃতের সাথে এই সকল মেদ ও বসা মিশ্রণ ভোজন করিলে অল্প দিনের মধ্যে দেশের ভিতর উদরাময় রোগ এত প্রবল হইয়া উঠিবে যে শীঘ্রই বঙ্গবাসীকে দেশ গাঁ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইবে। আমরা সেই জন্য বলি তেছি পুলিস ও স্বাস্থ্যকর্ম্মচারীরা শীঘ্রই একটা প্রতীকার করুন, আইন গড়িয়া প্রতীকার করিতে গেলে দেশের লোকের পরমায়ুতে কুলাইবে না। অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যের বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য

ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল কমিশনরগণের ক্ষমতা আছে। তাঁহারা সেই ক্ষমতার চালনা করিয়া অন্ততঃ কিছু দিনের নিমিত্ত এই সকল মিশ্রিত দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিন। ঘৃত দুগ্ধ হিন্দু মুসলমানের পরম ভোগ্য সামগ্রী। হিন্দুর আহারীয়ের মধ্যে যদি ঘি দুধ ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে তাহাদের ৪০ বৎসর পরমায়ু কালের অর্দ্ধেক কমাইয়া দিতে হয়। শাক সব্জিয়া ও ফল মূলের উপর বাঙ্গালির জীবন, ঘৃত দুগ্ধ ছাড়িয়া দিলে সে নিবীর্য্য জাতির আহারীয়ের জন্য আর কি থাকিবে? আবার সেই ঘি দুধ যদি কলুষিত হয়, যদি তাহাতেই পীড়া বৃদ্ধি করে তবে আর ক্ষীণ বাঙ্গালীর জীবনাশার কি? আমরা আবাকর্ম্মচারী ও পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষ বার বার অনুরোধ করি যাহাতে এই মহানিষ্ট নিবারণের আশু উপায় হয় তাঁহারা তাহার বিধান করুন। নচেৎ দেশের লোকের প্রাণ যায়।

কেবল প্রাণ যায় বলিতেছি কেন? দেশীয় লোকের ধর্ম্ম পর্য্যন্তও রসাতলে যায়। হিন্দুর দেব কার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে ঘৃত দুগ্ধের নিতান্ত প্রয়োজন। ঘৃত দুগ্ধ হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের পরম সহায়। দুগ্ধের সহিত গোমেদ ভোজন করিলে হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস চক্ষে দারুণ শেল বিদ্ধ হইবে। দুগ্ধের ন্যায় দুগ্ধেরও নানাপ্রকার বিকৃতি করণ আরম্ভ হইয়াছে। ফুকা দিয়া গাভীর দুগ্ধ দোহন করিয়া কলিকাতার গোয়ালারা হিন্দু সাধারণকে গোরক্ত পান করাইতেছেন। লোভপরায়ণ ব্যবসায়ীদিগের হস্তে বাস্তবিকই হিন্দুসন্তানকে গোখাদক হইতে হইয়াছে। হিন্দুর ন্যায় মুসলমানেরও ধর্ম্ম যায়। শূকরের মাংস ইসলাম ধর্ম্মে নিষিদ্ধ সামগ্রী। ঘৃতের সহিত এই সামগ্রী ভোজন করিয়া মুসলমানকেও ধর্ম্মত্যাগী হইতে হইয়াছে। বিড়াল কুকুরের অন্ত্রনির্য্যাস এবং নরকের কৃমি কীট পর্য্যন্তও হিন্দু মুসলমানের উদরস্থ হইতেছে। কি ঘৃণার কথা! ধর্ম্ম যায়, পরকাল যায় হিন্দুর হিন্দুয়ানী মুসলমানের ইসলামি এককালে জাহান্নমে যায়। কেহ কি উদ্ধার কর্ত্তা নাই! হিন্দুর মধ্যে অনেকেই সহস্রবার গায়ত্রী জপ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঘৃত দুগ্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন বাজারের মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন। মিষ্ট রসের আস্বাদ গ্রহণ ক্রমে খাটি হিন্দুর অদৃষ্ট ক্রমে লোপ পাইতেছে। যাহারা হিন্দুধর্ম্মে ততটা বিশ্বাস করেন না তাঁহারা স্বাস্থ্যনাশের ভয়ে ঘৃত দুগ্ধ ও মিঠায়ের সামগ্রী পরিত্যাগ করিতেছেন. যাহারা এখনও এ সংবাদ জ্ঞাত হন নাই, তাঁহারা ছত্রিশ কোটী পশুপক্ষির মেদমজ্জা ভোজন করিয়া ইহকাল ও পরকালে জলাঞ্জলি দিতেছেন যদি এই মহানিষ্টের আশু প্রতীকার না হয় আমরা হিন্দু সাধারণকে উপদেশ দিই তাঁহারা বাজারের ঘৃত দুগ্ধ ও মিঠাই ভোজন বন্ধ করুন, গৃহে গৃহে গাভী রাখিয়া সেই দুগ্ধ ঘৃত ও মিঠাই প্রস্তুত করুন। খাঁটি দুগ্ধ শিশু সন্তানের জীবন রক্ষা করুন, নচেৎ সর্ব্বনাশ হয়, প্রাণ যায় ধর্ম্মকর্ম্মের লোপাপত্তি হয়।

—●●—

নাইট নং মিস্যারের মকদ্দমা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২৮ এ জুলাই পুনরায় বিচার আরম্ভ হইল। জজ সাহেব উভয় পক্ষের এজাহার ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া জুরিদিগের উপর চার্জ্জ দিলেন। আইনে মানহানির ধারাটির অর্থ কি তাহা তিনি জুরিদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, প্রকৃতপক্ষে ফরিয়াদীকে আহত করিবার ইচ্ছা আসামীর ছিল কি না তাহা দেখা আইনের উদ্দেশ্য নহে। আসামী ফরিয়াদী সম্বন্ধে কোন অপবাদ প্রকাশ করিলে তদ্দ্বারা ফরিয়াদীর হৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে কি না, ফরিয়াদীর মানহানি হইয়াছে কি না, অথবা প্রকাশিত বিষয় দ্বারা ফরিয়াদীর মানহানি হওয়া সম্ভব কি না, এবং সম্ভব বলিয়া আসামীর বিবেচনা হইয়াছিল কি না, অথবা বিবেচনা হওয়া সম্ভব কি না, তাহারই অনুসন্ধান করা আইনের উদ্দেশ্য। "সরল বিশ্বাস" শব্দটির অর্থ অপর কিছু নহে। যাহাতে উপযুক্ত সাবধানতার অভাব তাহা কখনও সরল বিশ্বাস হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি এইরূপ অপবাদ সূচক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া কৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের মানহানির অপরাধে অপরাধী হন তাহা হইলে তিনি বলিতে পারেন আমি সরল বিশ্বাসে সত্য বলিয়া লিখিয়াছি অথবা যথাবিধি অনুসন্ধানের পর লিখিয়াছি অথবা সাধারণের হিতার্থে প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু সংবাদপত্র লেখকগণকে এই আইনে কোন বিশেষ স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। সাধারণে যে কার্য্যের জন্য অপরাধী হন সংবাদপত্রের লেখককেও সেই কার্য্যের জন্য অপরাধী হইতে হয়।

জজ সাহেব এইরূপে আইনের ব্যাখ্যা করিয়া মকদ্দমার বিবরণ এবং উভয় পক্ষের সাক্ষিদিগের এজাহারে কি কি প্রমাণিত হইয়াছে তাহা জুরিদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে উভয় পক্ষের প্রমাণাদি বিচার করিয়া রায় দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। জুরিরা পরামর্শ করিবার জন্য বিদায় হইলেন, এক ঘণ্টা পরে মুখ্য জুরী ব্যারেল সাহেব আসিয়া বলিলেন তাঁহাদের ভিতর মতদ্বৈধ হইতেছে। পুনরায় পরামর্শ করিবার সময় দেওয়া হইল। এবারে ব্যারেল সাহেব আসিয়া বলিলেন, মার্লো সাহেবকে নির্দোষী বলিয়া রায় দিবার পক্ষে সকলেরই এক মত। নাইট সাহেবকে ৬ জন নির্দোষী ও ৩জন দোষী বলিয়া রায় দিতে চান। জজ সাহেব মিঃ প্যাল্মারকে অধিকাংশ জুরীর অভিমত কি তাহা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার কোন আপত্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন। মিঃ প্যাল্মার প্রস্তাব করেন কৌজদারী কার্য্যবিধির ৩০৫ ধারা অনুসারে উপস্থিত জুরী নামঞ্জুর করিয়া পুনরায় জুরী বসান হউক। মিঃ বেনার্জ্জী বলেন ৩০৫ ধারামতে পুনরায় জুরী বসান জজ সাহেবের ইচ্ছাধীন। তিনি জজ সাহেবকে দয়া করিয়া পুনর্ব্বিচার না করিবার প্রার্থনা করেন। জুরীদিগকে বিদায় (ডিস্চার্জ) করা হইল। আবার কবে জুরি ডাকা হইবে তদ্বিষয়ে জজের মতামত ২৯ এ জুলাই ব্যক্ত হইবার কথা ছিল। পরে স্থির হইয়াছে আগামী সেসনে পুনর্ব্বিচার হইবে।

—●●—

ভারতসভার দশম বাৎসরিক উৎসব বিবরণ স্থানাভাবে আমরা গতবারে প্রকাশ করিতে পারি নাই। এবারে তাহার স্থূল স্থূল বিবরণ বর্ণিত হইল। গত বারে কেবল মাত্র একটী সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সভা অল্পদিনের মধ্যে যেরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছে ও ভারতের যেরূপ মহৎ মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছে এরূপ আর কোন সভাতেই সাধিত হয় নাই। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যমে ও উৎসাহে এই সভা যে অনেক অংশে পরিপুষ্ট হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। গত পূর্ব্ব সোমবার দিবা চারি ঘটিকার সময় টাউন হলে এই সভার অধিবেশন হয়। প্রায় দুই সহস্র লোক নানা স্থান হইতে সমাগত হইয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত সভার দশ বৎসরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করেন। কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সুললিতস্বরে জাতীয় সম্মিলন সম্বন্ধে একটী গান করেন। কালীচরণ বাবু ভারত সভার ৫ টী মূল নীতির উল্লেখ করেন। ১ম একতা, ২য় মহাসভায় ভারতবাহিনীঘোষণা,

৩য় সাধারণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ, ৪র্থ সমাজকে উন্নত করা ও রাজনৈতিক করা, ৫ম সাবধান হইয়া শাসনকার্য্য ও অত্যাচার অবিচারের সংশোধন। এই ভারতসভা সম্বন্ধে কালীচরণ বাবু যে বক্তৃতা করেন তাহার কিছু উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বক্তৃতা কালে বলিয়াছেন এক্ষণে ভারতসভার গতিরোধ সহজে কেহ করিতে পারেন না। অনেক সময় গবর্ণমেন্ট এই ভারত সভার নিকট নানা বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। ভারতসভার ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী ব্যারিষ্টার আনন্দমোহনের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভার সভাপদ প্রাপ্তি উহার সম্মানের নিদর্শন। এই সভা ভারতের পঞ্চবিংশতি কোটি অধিবাসীর জন্য। ভারতের নানা স্থানে সভার শাখা প্রশাখা প্রসারিত হইয়াছে। এই প্রধান সভায় যদি কোন ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা হইলে উহার ঘাত প্রতিঘাত ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমন করে। সাধারণে রাজনীতির চর্চ্চা করিয়া যাহাতে ভাল মন্দ বুঝিতে পারে তাহার জন্য ভারতসভার অবিরাম চেষ্টা। যেখানে সভা সেখানে ম্যান, সেই খানেই সভা। ম্যানই ইহার সারথি স্বরূপ, সভাই পথ প্রদর্শকের স্বরূপ। এই সভা কোন সম্প্রদায় বিশেষ কর্ত্তৃক চালিত নহে। ইহার ভিত্তি উচ্চতর স্থানে স্থাপিত। লোকে অর্দ্ধ শতাব্দীতে যাহা সম্পন্ন করে, ভারতসভা দশ বৎসরে তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। এই বক্তৃতাটী যে সারগর্ভ ও উন্নত তাহা কে না স্বীকার করিবেন। ইঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে ছাত্রগণ আর একটী গান গাহিয়া নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হয়। কলেজ স্কোয়ারে উপস্থিত হইলে সুরেন্দ্র বাবু একটী পতাকা হস্তে বক্তৃতা করিয়া বলেন, এই পতাকা ভারতের ও ভারতসভার পতাকা এই পতাকা কখন পরিত্যাগ করিবেন না।

নগর সংকীর্ত্তন কার্য সম্পন্ন হইলে ঐ দিবস রাত্রে সভার উদ্যোগে পরলোক গত মহারাজ কমলকৃষ্ণের বাটীতে "নবযুগ" নামক একটী রাজনৈতিক নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। রঙ্গভূমি অতি সুদৃশ্য হইয়াছিল। যবনিকায় ভারতমাতা দণ্ডায়মান, চারিদিকে ভারতীয় বিভিন্ন জাতি বন্ধুভাবে পরস্পর প্রণয় সম্ভাষণ করিতেছে। যবনিকার অভ্যন্তরে ব্রিটিশ পতাকার সম্মুখে সিংহাসনে ব্রিটিশমুকুট স্থাপিত। ভারতবাসীগণ চারিদিকে দণ্ডায়মান হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরীর জয় গান করিয়াছিলেন। তাহার পর স্বতন্ত্র সঙ্গীতে মহারাণীর নিকট বিনীতভাবে মনোদুঃখ জানাইয়া প্রার্থনা করা হইল। ২য় অঙ্কে মনু আসিয়া ভারতের দুর্দ্দশা দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং এই যথার্থ ভারত কি না মনুর সন্দেহ হওয়াতে প্রকৃতি আসিয়া ভারতের পরিচয় প্রদান করিলেন। পরে সময় আসিয়া ভারতের অবস্থা ও বর্ত্তমান কালের উপযোগী বিষয় বুঝাইতে লাগিলেন। ক্রমে ভ্রাতৃভাব, সাম্য, উদ্যম এবং সাহস আসিয়া আপনাপন অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া ভারতবাসীর উপেক্ষা, ঔদাস্য আলস্য ও যোগনিদ্রার জন্য অনুযোগ করিতে লাগিলেন। ৩য় দৃশ্য একখানি গেরুয়াবসনে আবৃতা ক্ষীণা ভারতমাতা ভূশয্যাশায়িনী। প্রকৃতি ও শান্তি উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান। মনু সময় ভ্রাতৃভাব, উদ্যম সাহস ও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি চারিদিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভারতমাতার ক্রন্দন। পরে মনু ও ভারতে কয়েকটী কথোপকথন হইলে ভারতমাতা নিদ্রিত সন্তানগণকে একটী উদ্দীপক সঙ্গীতে জাগরিত করিতে লাগিলেন। ভারতের মঙ্গলের জন্য বিধাতা ইংলণ্ডের হস্তে ইহাকে অর্পণ করিয়াছেন। অতএব ব্রিটিশজাতি আমাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টিত এইভাবে একটী বক্তৃতা হইয়া সকল জাতি মিলিত হইয়া খোল করতাল নিশানের সহিত নৃত্য ও করিতে লাগিলেন।

—●—

রামবিলাসিনীদিগের উৎপাতে কলিকাতা সহরের অধিবাসিগণ বড় কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। বেশ্যাগণ সহরের সকল ভদ্রপল্লী মধ্যে একটী ভাড়াটীয়া বাটীতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি করিতেছে। ইহারা নানারূপ প্রলোভনে যুবকদিগের এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের মন হরণ করিয়া ইহ জীবনের উন্নতি ও আশা ভরসা এককালে বিনাশ করিতেছে। এক্ষণ আইনের সুকৌশলে বারনারীগণ কলিকাতার প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সম্মুখে ও চতুষ্পার্শ্বে স্ব স্ব বাসস্থান স্থাপন করিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গীতে ছাত্রদিগের মাথা খাইতেছে। অধিবাসিগণ ও শিক্ষকগণ এইরূপ অত্যাচারে পীড়িত হইয়া আমাদিগের বঙ্গেশ্বর টমসন বাহাদুরের নিকট এই হতভাগিনীদিগকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ছোটলাট মহোদয় এ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন না। শাসনকর্ত্তার এইরূপ আচরণে পাপীয়সী দলের স্পর্দ্ধা দ্বিগুণিত হইয়াছে। ইহারা সময় বুঝিয়া বেশভূষা করিয়া ১০ টা ও ৪ টার সময়ে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া সরলমতি বালকদিগের চিত্ত হরণ করে। অধিবাসীদিগের ও শিক্ষক মণ্ডলীর এই অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা সত্ত্বেও যদি শাসনকর্ত্তার কটাক্ষ না পড়ে তাহা হইলে গৃহস্থ বালকবালিকাদিগের সুশিক্ষা ও সরল পথ পদার্পণ করা ভার হইয়া উঠিবে। আমরা টমসন বাহাদুরের নিকট সানুনয়ে অনুরোধ করি যে তিনি এই অনিষ্টের মূল ছেদন করিয়া কুলটাদিগের একটী স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া যশোভাজন হউন।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ২৮এ জুলাই। কল্য কার্লটন ক্লবে একটী সভা হইয়া গিয়াছে, তথায় লর্ড সালিসবরি বক্তৃতা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, নব মন্ত্রীদল আয়রলণ্ড সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিবেন লর্ড হার্টিংটন তাহার আনুকূল্য করিবেন। তিনি আশা করেন আয়রলণ্ডের নূতন দলে বন্ধুত্ব করিবে।

ফরাসী সেনাগণ মাদাগাস্কার দ্বীপ ছাড়িয়া আসিলে তজ্জন্য ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

আমষ্টার্ডম ২৭এ জুলাই। সোসিয়ালিষ্ট দলের লোকেরা কল্য সমস্ত দিন ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হাঙ্গাম করিয়াছিল, পুলিশ তাহা থামাইতে পারে নাই, সৈন্যদল আসিয়া গুলি চালাইয়া তবে উহা থামাইল, ২০ জন মরিয়াছে এবং ৭০ জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৯এ জুলাই। গ্লাডষ্টোন সাহেব ও লর্ড হার্টিংটনের ন্যায় লর্ড সালিসবরির আইরিস নীতির সহায়তা করিবেন।

পিকিন নগরে ব্রিটিশ এবং চীন গবর্ণমেণ্টের মধ্যে একটী সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে; উক্ত সন্ধি পূর্ব্বে যেরূপ দল দলে অহিফেন চীনে যাইত এখনও সেইরূপই যাইবে। সমস্ত ব্রহ্মে ব্রিটিশ শাসন স্থাপন জন্য চীন সম্মত হইবেন এবং সে বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিবেন, শানরাজ্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আর একটী সন্ধি হইবে, ব্রহ্ম চীন সীমা নির্দ্দেশ জন্য একটী কমিশন নিযুক্ত হইবে, চীন গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গোলযোগের আশঙ্কা করেন বলিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তিব্বতে মিশন পাঠাইবেন না। বাণিজ্য সম্বন্ধে এবং তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্য বিস্তার হয় চীন তজ্জন্য চেষ্টা করিবেন।

কমন্স সভার লর্ড র‍্যাণ্ডলফ চর্চ্চিল অধিনায়কপদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৯এ জুলাই। আফগান মুক্তিয়ার শাখা শীঘ্রই এখানে ফিরিয়া আসিবেন এবং আর্ম্মানিয়ার সীমা প্রদেশে তুরস্ক সেনার অধিকর্ত্তা গ্রহণ করিবেন।

লণ্ডন ২রা আগষ্ট। জন্সটোন বোসা বলিয়াছেন যে যুক্তরাজ্যের ডিনামাইট ষড়যন্ত্রকারীগণ ইংলণ্ডে আপনাদের ক্ষমতা বিস্তার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।

শানদোর হইতে বেলফাষ্ট নগরে আবার মহা দাঙ্গাহাঙ্গামা হইতেছে। নগরবাসীদিগের সহিত পুলিসের খুন জখম হইতেছে।

লণ্ডন ১লা আগষ্ট। এক কমন্সের শান্তিরক্ষার্থ কমিশনর ক্লেশন সাব উপাধি পাইয়াছেন।

লণ্ডন ৩রা আগষ্ট। সার রিচার্ড ক্রস এবং কর্ণেল সার এক এ ষ্টানলী লর্ড উপাধি পাইয়াছেন।

কোম্পানির কাগজের দর।

৪ টাকা সুদের কাগজ		৯৭।৵৹ ৯৭।৶৹,	
৪॥৹	১৮৭৯	(১৮৮)	৯৯।৹—৯৯৸৵৹
৪৸৹	১৮৭৯।৭৯ (১৯৩)		১০০—১০১
৪॥৹	১৭৯	(১৮৯৩)	ঐ ঐ

কলিকাতা।

আমাদিগের একজন দর্শক গত ১৬ ই ১৭ ই শ্রাবণ গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটারে আনন্দমঠ এবং রাজা বসন্ত রায় নামক নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। রাজা বসন্ত রায় নামক নাটক খানির অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। বিশেষ রাজা বসন্ত রায়ের অমায়িকতা এবং উদয়াদিত্যের অসহ্য যাতনা দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী করুণরসে ভাসমান হইয়াছিলেন। চিত্রপট গুলিও দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে। আনন্দমঠ পুস্তকখানি অতি উচ্চ দরের। অভিনয় করাও সুকঠিন। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে হইবে, বহু দিন পূর্ব্বে যাহা অভিনীত হইয়াছে, এক্ষণে উপযুক্ত ব্যক্তির উপর উপযুক্ত কর্ম্মের ভার ন্যস্ত থাকায় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। বিশেষ শান্তিদেবীর রহস্যপূর্ণ বক্তৃতাগুলিতে সকলকেই হাসিতে হইয়াছিল।

শ্রীরামপুরদাগর একটী লোমহর্ষণ অত্যাচার কাণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাপারটী শুনিলে দুঃখ, রাগে, ঘৃণায় হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণার উদয় হয়। সহযোগী লিখিয়াছেনঃ—

"কলিকাতার সান্নিধ্যে কোন রাজবাটীতে একটী প্রকাণ্ড মহাদেব আছেন। বহুকাল হইতে অসংখ্য যাত্রী মহাদেব দর্শনার্থে ঐ রাজবাটীতে গমনাগমন করিয়া থাকে। কিয়দ্দিবস অতীত হইল কয়েকটী স্ত্রীলোক উক্ত মহাদেব দর্শনে গমন করেন। দর্শন হইলে পর একটী লোক আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিল "ওগো" দোতালার উপর যে বিগ্রহাদি রহিয়াছেন তাহা কি তোমরা দেখিয়াছ? স্ত্রীলোকেরা বলিল "না" "তবে এস" এই বলিয়া সেই লোকটা তাহাদিগকে উপরে লইয়া গেল এবং একটী প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া ঐ দলের মধ্যে যে দুইটী রমণী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিল, তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে বিগ্রহ দেখাইবার নিমিত্ত অপর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করাইয়াদিল। অপর সঙ্গিনিদিগকে ক্রমে বিগ্রহ দেখান হইবে বলাতে তাহারা বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তার পর ঐ হতভাগিনী যুবতীদ্বয়ের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে তাহা লিখিবার নহে। যুবতীদ্বয় যন্ত্রণায় মৃতপ্রায় হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে রক্তাক্ত বস্ত্রে বাহির হইয়া আইসে।"

ঘটনাটী সত্য কি না তাহা আমরা জানি না। সহযোগীও জনরব শুনিয়াছেন মাত্র। যদি সত্য হয় স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন দেবালয়ে গমনাগমন করা ভার। আমরা আশা করি শীঘ্রই অনুসন্ধান করিয়া এই জনরবটীর সত্য নিরূপণ হইবে। এমন পৈশাচিক কাণ্ড নীরবে দেবতাস্থানে ঘটিতে থাকিলে তীর্থস্থান গুলির উপর পুলিসের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। রাজধানীর নিকটেও যদি গুরুরমণী ও ক্যাসের ঘটনা সংঘটিত হইতে পারে তবে ত আর কোথাও গেলে নিস্তার নাই।

বিজ্ঞাপন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্

নূতন প্রকাশিত।

চৈতন্যলীলা বা নিমাই সন্ন্যাস

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

যে নাটকের অভিনয় দর্শনে কি হিন্দু কি ম্লেচ্ছ সকল সম্প্রদায়ের লোক একবাক্যে প্রশংসা করিতেছেন, যে নাটকের অভিনয় দর্শনে সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা সহস্র মুখে প্রশংসা করিতেছেন, যাহার অভিনয়ের দিনে ষ্টার থিয়েটারে স্থান সংকুলান হয় না যে নাটকের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ ও চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া থাকেন সেই চৈতন্যলীলা নাটক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহা বঙ্গদেশের নাট্যসমাজ সংস্করণের আদর্শ, এই নাটক ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট সকল নাটকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই নাটকে আদিরসের লেশ মাত্র নাই ইহা করুণরসের প্রস্রবণ ও শান্তিরসের দুরারোহ শৈলবিশেষ। বলা বাহুল্য এই নাটক সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের অমৃতময়ী লেখনী প্রসূত। মূল্য ৸৹ মাশুল /৹ আনা ৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীদুর্গাচরণ রায়
ম্যানেজার

বিবিধ সংবাদ।

বিলাত ও ফরাসী দেশের কতকগুলা লোক একত্র হইয়া একটী গুপ্ত সভা করিয়াছে। এই সভায় প্রায় ১০০০ লোক সভ্য হইয়াছে। ইহারা এক দেশের ভাল ভাল কুকুর চুরী করিয়া অন্য দেশে পাঠায় এবং তাহা হইতে বেশ দু দশ টাকা লাভ করে। এই গুপ্ত সভাটী নাকি সম্প্রতি ধরা পড়িয়াছে।

তিব্বত নেপালের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সজ্জিত হইতেছেন। দেশের ছোট বড় আবাল বৃদ্ধ সকলেই দলে দলে সৈন্য শ্রেণিভুক্ত হইতেছে। যুদ্ধের কারণ কি জানা যায় নাই। লাসাতে নাকি এই উপলক্ষে একটী ব্রিটীশ মিসন যাইতেছে। কেহ কেহ বলেন এইবার বেঙ্গলের বড় ছোটে ব। আবার সমাচার পাওয়া গিয়াছে দেকলর মিসনটী নাস্তি বন্ধ হইল। তিনি উপদেশ দিয়াছেন এই দুর্ঘটনার সময় বাণিজ্য মিসন পাঠাইলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। যেকলে নিষ্কৃতি পাইবেন ভারত বর্ষও বাঁচিবে। কাহার কথা সত্য?

মান্দ্রাজে ও মালাবারে এক একটী ভগ্নীহত্যা হইয়া গিয়াছে। দুইটী হত্যারই কারণ এক। ভগ্নী ভিন্ন জাতীয় কোন যুবকের প্রতি অনুরক্তা হওয়ায় ভ্রাতা তাহাদের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। সেসনে তাহাদের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়। হাইকোর্ট দ্বীপান্তর বাসের অনুমতি দিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশে হিন্দু দাতব্য সভা বলিয়া একটী সভা আছে। ইহা হইতে কেবল অনাথা বালিকা ও স্ত্রীলোকগণকে সাহায্য করা হয়। সভার এখন কিছু অপ্রতুল হওয়ায় লোকের নিকট চাঁদা করা হইতেছে। বোম্বাই বাসী সকলেই সাহায্য করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।

আসামের শিবসাগর চা বাগানের একজন কুলি এক মহাপুরুষের নামে অভিযোগ করে। যে ব্যক্তি দরখাস্ত লিখিয়াছিল দর্খাস্তার তাহাকে ধরিয়া আঘাত করেন। আহত লেখক মত না করিয়া সাহেবকে উত্তম মধ্যম ফেরত সমান দিয়াছেন। গোলাঘাটের সবডিভিজনাল অফিসার অবশেষে এই দুইজনকে পৃথক করিয়া দেন।

আমরা নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি লাহোর চীফকোর্ট বারের একজন প্রধান সভ্য পণ্ডিত রামনারায়ণ গত ২১এ জুলাই বেলা দুইপ্রহরের সময় রাওয়াল পিণ্ডিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। গত বৎসর তিনি জজ হইয়াছিলেন মাত্র তাঁহার বয়স ৩৭বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

পঞ্জাবের সীমা সৈন্যের দলক স্থানান্তরিত করিবার সময় পঞ্জাবের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাঁহাদিগকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদের রাজভক্তি কার্য্য দক্ষতা ও পরিশ্রম শীলতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। সার এচিসন স্বীয় ঔদার্য্যগুণে সকল বিভাগের লোকের নিকটই আদরণীয়।

সিনেভেলিতে একটী কাউনি থিয়েটার ঘরে অভিনয়ের সময়ে আগুন লাগে। ঘরে প্রায় ৫০০ লোক ছিল। তাহারা বাহিরে আসিতে গিয়া দেখে বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করা। অগ্নিদাহে ৭০জন লোক প্রাণ হারাইয়াছে, ৬০জন লোক সাংঘাতিক রূপে দগ্ধ হইয়াছে।

ক্রমাগত বৃষ্টি পড়ায় আবালার রেলপথ ডুবিয়া গিয়াছে। গাড়ি ও বন্ধ হইয়াছে।

ভারতাজের মহারাজা স্বীয় রাজধানীতে যে স্ত্রীচিকিৎসালয়টী নির্ম্মাণ করিতেছেন তাহার জন্য একটী স্ত্রীচিকিৎসকের প্রয়োজন। এই সুযোগে পদপ্রার্থিনীরা আবেদন করিতে পারেন।

আগামী জানুয়ারি মাসে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে।

ঘৃতের সহিত যে চর্ব্বি দেওয়া হয় এটী প্রকৃত কথা। কোন পত্রপ্রেরক বলিয়াছেন তিনি স্বচক্ষে ঘৃত প্রস্তুত করিবার স্থানে চর্ব্বির গামলা দেখিয়া আসিয়াছেন। পচা দুর্গন্ধে সেখানে তিষ্ঠিতে পারা যায় না। সচরাচর তিন ভাগ চর্ব্বির সহিত একভাগ ঘি দিয়া ঘৃত প্রস্তুত হয়।

অ নাদের মহারাণী কোন কোন ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রিকা পাঠ করিয়া থাকেন। মহারাণীর জুবিলী উপলক্ষে যে উৎসব হইয়াছিল তদ্বিষয়ে মান্দ্রাজ মেলে যে প্রবন্ধটী লেখা হয় মহারাণী তাহা পাঠ করিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

জালানি তৈলের জন্য দরিদ্র লোকে কেরোসিন তৈল ব্যবহার করে। পাইওনিয়ার বলেন এই তৈলের উপর ট্যাক্স ধরা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত এবং বৈষ্ণবের তুলসীর মালার উপর ট্যাক্স ধরিলে কি ভাল হয় না?

পাইওনিয়ারের বিলাতের সংবাদদাতা বলেন মহারাজা দলীপ সিং আবার বিগড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবার নিজের স্ত্রীপুত্রের সহিত তাঁহার বিবাদ। সম্প্রতি তিনি তাঁহার স্ত্রী পুত্রের উপর নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। মহারাণী স্বামি সোহাগিনী। তাঁহার ক্লেশ পাইলেও তিনি বাক্যব্যয় করেন না। কিন্তু যাহাতে তাঁহার উপর অত্যাচার করা না হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা অপর লোকের কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের উপর তাঁহার দারুণ কোপ, কেননা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যথেষ্ট টাকাকড়ি দিতে পারেন নাই। ভারতে যাইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার আরও রাগ। সকলেই জানেন দলীপ অন্য রাজার সাহায্য লইবার ভয় দেখাইয়াছেন। বোধ হয় রুষের আশ্রয় গ্রহণ করা তাঁহার অভিপ্রেত।

পারস্যের সাহা বোম্বাইয়ের পারসি সম্প্রদায়কে পারস্যে গিয়া বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

বোলান রেল প্রায় সীমাপর্য্যন্ত আসিল আগষ্ট মাসের শেষে বোষ্টনে আসিবার সম্ভাবনা।

একটী সিংহের দন্তরোগ বিনাশের জন্য বাল্টিমোরের একজন দন্ত চিকিৎসকের নিকট আনা হয়। চিকিৎসক সিংহের মুখে হাত দিয়া খুব সাবধানে দন্তটী বাহির করিয়া আনেন। কিন্তু তাহাতে সিংহের একটু যন্ত্রণা বোধ হওয়ায় সে তখনি চিকিৎসককে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করে। সিংহকে বিশ্বাস করা কম নির্ব্বোধের কার্য্য নয়।

"গুজরাটী মিত্র" নামক সংবাদ পত্রের একজন পত্রপ্রেরক বলেন কাশী হইতে কোচিনে একটী ব্রাহ্মণ সন্তান গিয়াছেন। তিনি একাসনে বসিয়া ১২ পাউণ্ড ওজনের অন্ন ধ্বংশাইতে পারেন। পরক্ষণেই আবার তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। এই বৃকোদরের ন্যায় ১০, ২০ জন লোক পাইলেই ত দেশের সর্ব্বনাশ। পত্রপ্রেরক চেষ্টা করিলা ইহাকে কি বিলাতের একজিবিসনে পাঠাইতে পারেন না?

দেবাভেন একপ্রকার টেলিফোন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১০০ মাইল দূর হইতে তদ্বারা লোকের কথা শুনা যায়। কোন ব্যাঘাত জন্মিলে অথবা টেলিফোনের তার টেলিগ্রাফের জন্য ব্যবহৃত হইলে শব্দ কিছু অস্পষ্ট শুনা যায়।

সেণ্ট পিটার্স বর্গ কোর্টে একটী মজার মকদ্দমা উঠিয়াছে। একটী ভদ্রমহিলার বড় আদরের একটী কুক্কুর ছিল। মৃত্যুর সময় তিনি আনাওয়াসিলভা নামক এক রমণীকে কুক্কুরের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া কুক্কুরের প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত তাঁহার নামে ৪০০ রুবল রাখিয়া উইল করিয়া যান। কুক্কুরের নাম মিলান। ওয়াসিলভার মৃত্যুর পর জীবিত থাকিলে উইলের মর্ম্মানুসারে উহাকে ইভানোভা নাম্নী আরএক রমণীর হস্তে রাখিবার কথা থাকে। কুক্কুরটির মৃত্যুর পর ইভানোভা আসিয়া উইলের টাকার অর্দ্ধেক দাবী করেন, তিনি বলেন কুক্কুরটী তাঁহারই কর্তৃত্বাধীন ছিল। মিলানের মৃত্যু হইয়াছে। কুক্কুরের দায়াদ এখন কে গ্রহণ করিবে আদালত তাহা বিচার করুন।

মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য অনারেবল রামারাও বিষাদুরের দেওয়ানের পদপ্রার্থী হইয়াছেন। ইনি এই পদের বাস্তবিকই উপযুক্ত পাত্র।

চীন গবর্ণমেণ্ট স্বয়ংই লোকের পিতৃ মাতৃ ভক্তির সহায়তা করিয়া থাকেন। যদি কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর পিতা কিম্বা মাতার মৃত্যু হয় তাঁহার কার্য্য নিতান্ত আবশ্যকীয় হইলেও তিনি ৩। ৪ মাসের ছুটী পান। ফৌজদারী আদালতে কোন ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইলে যদি সম্প্রতি তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হইয়া থাকে, অথবা যদি তিনি পিতার জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ পুত্র হন, তবে মাজিষ্ট্রেট তাঁহার দণ্ডের হ্রাস করিয়া দেন। যাহাতে পিতৃকৃত্যের ব্যাঘাত হয় অথবা পূর্ব্বপুরুষের সমাধ হানি হয়, গবর্ণমেণ্ট কোন প্রজাকে সেরূপ কার্য্যে বাধ্য করেন না। পাঠক! এই ব্যবহারটীর সঙ্গে আমাদের বড় বড় আফিসের মহাপুরুষদিগের ব্যবহারের তুলনা করিয়া দেখিবেন। জেনারল পোষ্ট আফিসে একজন কেরানী পিতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে তিন দিনের ছুটী প্রার্থনা করায় বড় সাহেব বাহাদুর তাঁহাকে ডিসমিস করিতে চাহেন। আর একজন কেরাণী মাতৃ বিয়োগের পর কাচা পরিয়া আফিসে আসায় হুজুরে সাহেব তাঁহার মাহিনা কাটিয়া লন।

ভারতের মহারাজী তাঁহার রক্ষনীকে বার্ষিক এক সহস্র পাউণ্ড বেতন দিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জন্য একটী মাত্র হাইকোর্ট স্থাপিত হইবে।

কলিকাতার ভারত সভায় সে দিন মহারাণীর পঞ্চাশদ্বর্ষ রাজত্বোপলক্ষে স্বর্ণ বার্ষিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে বঙ্গভাষায় মহারাজ্ঞীর উদ্দেশে গান করিয়া আমাদের অভাব জ্ঞাপন করা হয়। সহরের অনেক বর্দ্ধিষ্ণু লোক সভা কার্য্যে যোগদান করিয়া বড়ই উৎসাহিত হইয়াছিলেন। সভা করিলেই যেমন আমাদের অরণ্যে রোদন হয়, এখানেও তেমনি একটী একটী অভাবের কথা বলিয়া আমাদিগকে অরণ্যে রোদন করিতে হইয়াছে।

শুনা যায় ইউনাইটেড ষ্টেটে ৩২৫,৫৭৪ টী টেলিফোন আছে। বিলাতে কেবল ১৩ হাজার মাত্র।

গণ্ডলের ঠাকুর সাহেব গত বৎসরের মধ্যে স্বীয় রাজ্যে প্রায় ১৬ রকমের ট্যাক্স উঠাইয়া দিয়াছেন। রাজার উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে।

ইং ১৮৮৬—৮৭ সালে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হইয়াছেন।

এন্ট্রান্স পরীক্ষা

ইংরাজী

রেভারেণ্ড কে এস্, ম্যাক্ডোনাল্ড, ফিচর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন, প্রধান পরীক্ষক। মিঃ ডবলিউ, এচ, উড্, লা মার্টিনিয়ার, কলিকাতা। রেভারেণ্ড জে মরিসন্ জেনারেল এসেম্বলি ইনষ্টিটিউসন। মিঃ টি, আর, রিডলা মার্টিনিয়র লক্ষ্ণৌ, মিঃ সি, এ, এণ্ড্রুজ আগ্রা কলেজ, মিঃ এ, এচ, পিরি লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ, মিঃ এন, এন ঘোষ মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসন। শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার ঢাকা কলেজ, পশিভূষণ দত্ত ঢাকা কলেজ।

গণিত। শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর দে প্রধান পরীক্ষক, জেনারেল এসেম্বলিজ ইনষ্টিটিউসন, হরিদাস গড়গড়ি আগ্রা কলেজ, মহেন্দ্ররঞ্জন রায় ঢাকা কলেজ, শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ক্যানিং কলেজ লক্ষ্ণৌ। রামচন্দ্র মজুমদার ১৮৮৪ অব্দের প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইয়াছেন। সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উকিল, বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রেসিডেন্সি কলেজ।

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা।

শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায়,—প্রধান পরীক্ষক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, গোপালচন্দ্র সরকার মেট্রপলিটন, কৈলাসচন্দ্র দত্ত জব্বলপুর কলেজ, গৌরীশঙ্কর ঘোষাল—কলিকাতা স্কুল সমূহের ডিপুটী ইনস্পেক্টর। রামপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রাভেন্স কলেজ, পণ্ডিত আদিত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মুইর সেন্ট্রাল কলেজ এলাহাবাদ। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন প্রেসিডেন্সি কলেজ।

হিন্দি। কানাইলাল শাস্ত্রী গবর্ণমেণ্টের হিন্দি অনুবাদক।

উড়িয়া। শ্রীযুক্ত চতুর্ভুজ পট্টনায়েক গবর্ণমেণ্টের উড়িয়া অনুবাদক, কটক।

ইতিহাস ও ভূগোল।

রেভারেণ্ড জে. হেক্টর প্রধান পরীক্ষক, ফ্রিচর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন, মিঃ জে সি, বসু প্রেসিডেন্সি কলেজ। মিঃ ডবলিউ, হুইং জব্বলপুর কলেজ। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস বিপণ কলেজ। কৃষ্ণবিহারী সেন এলবার্ট কলেজ, সূর্য্যকুমার অধিকারী মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসন শিবচন্দ্র গুঁই সংস্কৃত কলেজ, বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল।

এল, এ, পরীক্ষা।

ইংরাজি। মিঃ এফ, জে, রো প্রেসিডেন্সি কলেজ মিঃ এ সি, এড ওয়ার্ডস রাজসাহী কলেজ।

গণিত। মিঃ এম্ মাওয়াট্ হুগলি কলেজ মিঃ জে এচ্ গিলিলাণ্ড গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

সংস্কৃত। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙ্গালা অনুবাদকের আফিস, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন হুগলি নর্ম্মাল স্কুল।

ইতিহাস। মিঃ জে, উইল্‌সন্ জেনারেল এসেম্বলিজ ইনষ্টিঃ।

লজিক। মিঃ সি ডবলিউ, আর টেণার ঢাকা কলেজ

ফিজিক্স। রেভারেণ্ড ই, লাফোঁ এস, জে, সেণ্টজেভিয়র্স কলেজ মিঃ জে, গল লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ।

বি, এ, পরীক্ষা।

ইংরেজী।

রেভ রেণ্ড আর, জে, বেল্ কাশী জয়নারায়ণ কলেজ মিঃ এ, ই, গফ্ এলাহাবাদ মুইর সেণ্ট্রাল কলেজ।

গণিত।

মিঃ এ, ইউস্যাক পাটনা কলেজ মিঃ ডবলিউ এম, গেট্ ফাউয়াদ মুইর সেণ্ট্রাল কলেজ,

সংস্কৃত।

পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিপণ কলেজ ইতিহাস ও পলিটিকেল ইকনমি। মিঃ এস প্রথেরো পাটনা কলেজ। মি এচ, এম, পারসিভাল প্রেসিডেন্সি কলেজ, মেণ্টাল ও মরাল সায়েন্স, লজিক ইত্যাদি রেভারেণ্ড ডবলিউ স্মিথ জেনারেল এসেম্বলিজ ইনষ্টিটিউসন ডাক্তার পি কে রায় প্রেসিডেন্সি কলেজ ফিজিক্স। মিঃ ডবলিউ বুথ্ ঢাকা কলেজ ডাক্তার প্রেন্ রসায়ন। মিঃ এ, পেডলার প্রেসিডেন্সি কলেজ ফিজিয়লজি ও জুয়লজি। মিঃ জে, উড্‌মেশন্ মেডিক্যাল কলেজ জিয়লজি, মিনরলজি ও ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি। মিঃ এম, এ ফিল্ মুইর সেণ্ট্রাল কলেজ এণ্ট্রান্স এল, এ, ও ব, এ পরীক্ষায় লাটীন ও গ্রীক। মিঃ এন, আর ম্যাক ডোনাল্ড ডভটন কলেজ মিঃ এ, ডবলিউ এটকিন্সন্ লামার্টিনিয়ার কলেজ ফরাসী। শ্রীমতি কুমারী এডাম্‌স লামার্টিনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়। আরবী ফারসী ও উর্দ্দূ। মৌলবি আহম্মদ প্রেসিডেন্সি কলেজ, মৌলবি আবদুল খয়ের ঢাকা মাদ্রাসা

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সেনের ছুটির সময় যশোহর জেলার অস্থায়ী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চণ্ডীচরণ ঘোষ ঐ জেলার বনগ্রামে বদলী হইলেন। ভাগলপুরের বাঙ্কার ছুটিপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী কালেক্টর বাবু শশিভূষণ যশোহর জেলার সদরে বদলী হইলেন। বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষের ছুটির সময় বাবু কালীকুমার রায় অন্য আদেশ পর্য্যন্ত পুরীর খুরদায় সবডেপুটি কালেক্টর হইলেন। সাহাবাদের ছুটিপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী কালেক্টর মিঃ এ, এচ, ওয়ার্ডি জোন্স দারজালিঙ্গের সদরে বদলী হইলেন। সারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায় জলপাইগুড়ির সদরে বদলী হইলেন। কটকের মাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এফ, কবি পুরীতে এবং হুগলীর মাজিঃ টইনবি কটকের মাজিঃ হইলেন। মিঃ এচ, সাভেজ কটকের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং কটকের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মিঃ টি. ইংলিস ঢাকার সদরে বদলি হইলেন। হুগলীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট চি, জেঃ (শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার দে কিছুদিনের জন্য ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট হইলেন। হাবড়ার ডেঃ মাজিষ্ট্রেট কলেঃ শ্রীযুক্ত নন্দকুমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ জেলার ইন্‌কম টেক্সের ডিঃ কালেক্টর হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

মেদিনীপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মল্লিক জাহানাবাদের তৃতীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত শ্যামচাঁদ দাস ও বীরভূম সউড়ীর মুন্সেফ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বসু প্রথম শ্রেণীতে মজঃফরপুরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত দেবীচন্দ্র রায়, ত্রিপুরা কসবার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত নন্দলাল কুণ্ড, ওসারণ মাণ্ডলীর মুন্সেফ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র ২য় শ্রেণীতে, বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত মুন্সেফ শ্রীযুক্ত নীলরতন দে দিনাজপুর ঠাকুরগাঁয়ের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সরকার, মেদিনীপুর পাঁশকুড়ার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ ৩ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

—●●—

প্রাপ্ত

রাজপুর মিউনিসিপালিটী।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট রাজপুর মিউনিসিপালিটীর হস্তে যে আত্মশাসন ভার অর্পণ করিয়াছেন, বোধ হয় মিউনিসিপালিটী তাহা বহন করিতে নিতান্ত অসমর্থ। নূতন নির্ব্বাচিত মিউনিসিপাল কর্ত্তাগণ এই গুরুভার হস্তে লইয়া পূর্ব্বের অভাব দূর করা দূরে থাক কতকগুলি নূতন অভাবেরই সৃষ্টি করিয়া বসিতেছেন। পূর্ব্বের সহিত এক্ষণকার মিউনিসিপালিটীর কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যেস্থানে পয়ঃপ্রণালীর অভাব ছিল এখনও সেইখানে তাহাই আছে। আবার যে গুলি পূর্ব্বে ভাল অবস্থায় ছিল এখন সেগুলিও আবদ্ধ হইয়াছে। পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থার উপর দেশের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। একে বঙ্গদেশ সংক্রামক রোগের আবাস স্থান। তাহার উপর বর্ষার জল গৃহস্থের বাটীর চতুর্দ্দিকে আবদ্ধ থাকাতে গৃহগুলি অতিশয় আর্দ্র হয় ও চতুস্পার্শ্বের আবর্জ্জনা পচিয়া ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়। এই সকল কারণে গৃহস্থের সন্তান শয্যাশায়ী হইয়া চিরদিন রোগভোগ করে।

হরিনাভির রাস্তার সংলগ্ন যে রাস্তা চাঙ্গড়িপোতার মধ্য দিয়া জৈবুৎে গিয়াছে সেই রাস্তার বসুদিগের বাগানের পার্শ্ব দিয়া জল নির্গমের পথ আছে কিন্তু সেখান দিয়া কখনই জল নির্গত হয় না। একথা অনেকবার জ্ঞাত করা হইয়াছে। কিন্তু মিউনিসিপালিটী বধির। এই রাস্তাটীর অবস্থা আগা গোড়া দেখিলে বোধ হইবে এখানকার মিউনিসিপালিটী রাস্তা ঘাটের দিকে নিতান্ত উদাসীন। এই বর্ষাকালে কৈবর্ত্ত পর্য্যন্ত কেহ পাদুকা পরিধান করিয়া যাইতে পারেন না। যাত্রিগণকে প্রত্যহ মল্লবেশ ধারণ করিয়া মস্তকে জুতা রাখিয়া এই ভবনদী পার হইতে হয়। এই রাস্তাটীতে স্কুলের বালক একাধারে ভূগোলের সকল চিত্রগুলি বুঝিতে পারে। কোথাও জল, কোথাও একহাত গভীর কর্দ্দম, কোথাও ভূড়ির রাশিতে পাহাড় পর্ব্বত,—পথিকের বড় আতঙ্কের উপাদান। চাঙ্গড়িপোতা, হৈবৎপুর কামনাভি কোদালিয়া প্রভৃতি ৩,৪ খানি গ্রামের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে অনেকেই মাসিক টিকিট ক্রয় করিয়া প্রত্যহ কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন, তাঁহারা এখন এই রাস্তার গুণে ক্ষান্ত হইয়াছেন।

রাস্তার দুই পার্শ্বে বন জঙ্গলে পূর্ণ। গ্রামের পুষ্করিণীগুলি পানাপচা পঙ্কিল, ও দুর্গন্ধময়।

মিউনিসিপালিটী যে একটু আলদা খোঁড়াইয়া পুষ্করিণীর অধিকারিগণকে বোজান যেন এমন সময় তাঁহাদের নাই। এইরূপ গ্রামের মধ্যে স্থানে জঙ্গল থাকায় শৃগাল সর্প, বরাহ প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদের আবাস স্থান হইয়াছে।

সে দিন কোদালিয়া নিবাসী এক গোয়ালার গৃহস্থ বরাক হইতে একটী ৬ মাসের শিশু সন্তান দিবা ৭৮ ঘটিকার সময় শৃগাল কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। এই ব্যক্তির বাটী ও গৃহাদির চারি দিকে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। শৃগালগ্রাসভুক্ত সন্তানটীর জননী পার্শ্বে রন্ধন গৃহের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময় বন হইতে শৃগাল বাহির হইয়া শিশুটীকে মুখে করিয়া লইয়া যায়। শিশুটী পঞ্চত্ব পাইয়াছে। শিশুটীকে শৃগালে লইয়া গিয়াছিল এইরূপই লোকের বিশ্বাস। যদি সত্য হয় তবে এ হত্যায় অপরাধী কে? মিউনিসিপালিটী না অন্য কেহ!!!

এখানে ইতি পূর্ব্বে অনেক বরাহের ভয় হইয়াছিল। দুই একজন বরাহের আক্রমণে প্রাণ হারাইয়াছে। কয়েকজন সাংঘাতিকরূপে আহতও হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে বিষাক্ত সর্প দেখা যাইত না, নূতন মিউনিসিপালিটীর প্রসাদে কালান্তক কেউটে গোক্ষুরার প্রাদুর্ভাব বাড়িয়াছে। আমাদের এ মিউনিসিপালিটীর আবশ্যক কি? একটী প্রবাদ বাক্য আছে "আছে গরু না বয় হাল, তার দুঃখ সর্ব্বকাল।" গরুগুলি আবার দুষ্ট। ইহা অপেক্ষা কি পুনঃ গোয়াল ভাল নহে?

ভ্রমণকারির পত্র

পাবনা বনওয়ারি নগর।

জেলা পাবনার মধ্যে তড়াশ নামক একটী স্থান আছে এ জেলার মধ্যে ঐ স্থানের জমীদারদিগের জমীদারি প্রশস্ত, এক্ষণে বহু শরীকে পরিণত হইয়াছে তন্মধ্যে ৺ বনওয়ারিলাল রায়ের অংশই অধিক একারণ ঐ জমীদারির অধীনে অনেক গুলি ভদ্রসন্তান অবস্থিতি করেন, কিন্তু নিজ তড়াশটী একটী বিলের মধ্যে, একারণ স্থানটী অতি অস্বাস্থ্যকর, তজ্জন্য স্বর্গীয় বনওয়ারি বাবু তড়াশ হইতে দশপনর ক্রোশ অন্তর বড়জলা নামক একটী ক্ষুদ্র নদীর তটে স্বনামানুসারে বনওয়ারি নগর নামক গ্রামে নিজ বাটী বাজার প্রভৃতি স্থাপন করিয়া অকালে কালকবলে কবলিত হন। তাঁহার পুত্র না হওয়ায় নিজ জ্ঞাতি হইতে দত্তক গ্রহণ করেন। ঐ দত্তকের নাম বাবু বনমালী রায়। এক্ষণে ইঁহার বয়স ২৩।২৪ বৎসরের অধিক হইবে না। এই অল্প বয়সে ইঁহার গাম্ভীর্য্য ও অধ্যবসায় দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি আমরা বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া বহুতর জমীদার ও রাজার সহিত আলাপ ও ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু বনমালী বাবুর কার্য্যাদি দেখিয়া সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ব্যক্তিবিশেষের বর্ণনা করা যদিও আমাদের কর্ত্তব্যের বিরোধী, কিন্তু যখন প্রস্তাবিত বাবুর চরিত্রাদি জমীদার সকলের আদর্শ স্বরূপ, তখন আমরা সাধারণ্যে উহার বিবরণ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আজকাল প্রায়ই দুষ্ট হয় নব্য জমীদার বাবু মহোদয়গণের একটা না একটা খেয়াল আছে। কেহ বা সঙ্গীত, কেহ বা বারবিলাসিনীতে কেহ বা শিকারে, কেহ বা মাদক সেবনে, অন্ততঃ খেলা প্রভৃতি কোন না কোন একটা রকম প্রায়ই দৃষ্ট হয়। প্রস্তাবিত বনমালী বাবু এ সমুদায় হইতে অন্তর। এমন কি তিনি তামাক পর্য্যন্ত ব্যবহার করেন না। কেবল একমনে নিজের জমীদারি কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করেন। প্রাতঃকালে প্রাতক্রিয়া সমাপন করিয়া নিজ কাছারিতে উপস্থিত হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া সমুদায় কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করেন, যত বেলাই হউক কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ না করিয়া কাছারি ত্যাগ করেন না। তৎপরে স্নান আহারের পর আবার তিন টার সময় কাছারিতে উপস্থিত হইয়া কার্য্য করেন। দেওয়ান সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির উপর জমীদারি কার্য্যের ভারার্পণ আছে কিন্তু তাহাতে তিনি নিশ্চিন্ত না হইয়া নিজের একটী সেরেস্তা করিয়াছেন তদধীনে চারিজন ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিয়া সদর মফঃস্বল সমুদায় পরিদর্শন করেন এবং নিকটে জনৈক সহকারী সর্ব্বদা কার্য্যের সাহায্য করে। হিন্দুধর্ম্মে অচলা ভক্তি কিসে আর্য্য রীতি নীতি উত্তেজিত হয় তৎপ্রতি সদাই উদ্যোগী। ভিখারী কি কোনরূপ পথিক উপস্থিত হইলে কেহই বঞ্চিত হয় না। বনওয়ারি নগর দাতব্য ঔষধালয় নামক একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে একজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার সতত উপস্থিত থাকিয়া সতত ঔষধাদি বিতরণ করেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামে একটী মাইনর স্কুল আছে ঐটিকে এণ্ট্রান্স করিতে উৎসুক। ফল বনমালী বাবুকে সর্ব্বগুণান্বিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নিজ অধিকারের মধ্যে যাহাতে ফৌজদারী কি অন্যায় কোনরূপ মকদ্দমা উপস্থিত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক। আমরা সাক্ষাতে দৃষ্ট করিলাম একটী মহালের ফৌজদারী করিলে মঙ্গল হইতে পারে বলিয়া কার্য্যকারকগণ বুঝাইলেও সে বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। আমরা তাঁহার অজ্ঞাতসারে অনেক অতীত করিলাম এক দিনও তাঁহার উচ্চভাব কর্ণগোচর করিলাম না। সকলই প্রিয় সম্বোধন, সদ্ভাব রক্ষিতে উৎসুক। পূর্ব্বপত্রে পাবনা জেলা বর্ণনা স্থলে উল্লেখ করিয়াছি জেলার টাউনহলের জন্য পঞ্চহাজার টাকা দান করিয়াছেন। আবার অল্পদিনে আজ হইলেন সেরাজগঞ্জ বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণার্থ পঞ্চ হাজার টাকা দিয়াছেন। নীজ গ্রামের চতুঃপার্শ্বে নিজ ব্যয়ে উত্তম রথাদি নির্ম্মাণ করাইতেছেন। অপর যেস্থলে নাই প্রজাপীড়নই দৃষ্ট হয়। একারণ এ সকল স্থলে জমীদারে প্রজার প্রায় সদ্ভাব নাই কিন্তু বনমালী বাবুর প্রজার প্রতি তিলার্দ্ধ পীড়ন না থাকায় তাহারাও ইঁহার বিশেষ অনুগত। বাস্তবিক বনমালী বাবুর অনুকরণে আমাদের বঙ্গদেশের জমীদারগণ চালিত হন আমরা এই অনুরোধ করি। প্রস্তাবিত বাবুর বিশেষ সুখ্যাতির বিষয় এই যে এই নবীন বয়সে ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া কেবল জমীদারি কার্য্যে মনোযোগী হইয়া প্রজার মঙ্গল সাধনে রত।

সংবাদদাতার পত্র।

খড়দহপুর।

অদ্যত্য মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল এ যাবত তাহার কোন সুফলই ফলিল না। গ্রামটীর স্থানে স্থানে ক্রমশঃ বন জঙ্গল বৃদ্ধি হওয়া সাধারণের নানা অনিষ্টের কারণ হইতে চলিল। ড্রেন গুলির স্থানে স্থানে পানিপাতা না থাকায় ও বৃষ্টির জল বাহির হইতে না পারায় বন জঙ্গল পচিয়া সাধারণের অতি কষ্টকর হইতে লাগিল। ইহাতে যে সাধারণ স্বাস্থ্যের বিঘ্ন হইতেছে, তাহা কমিশনরগণ একবারও চিন্তা করেন না বা করিবার বোধ হয় সময় পান না অথবা হয় ত তাঁহাদের জ্ঞানেই আইসে না। এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান আছে, অর্থাৎ কি হইলে লোকের স্বাস্থ্যের উপকার ও অপকার হয়, এরূপ জনৈক সুযোগ্য কমিশনর অত্রস্থ মিউনিসিপালিটীতে নিযুক্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শুনা গেল এই অভাব মোচন করিবার জন্য গ্রামের কতকগুলি লোক বাবু সুরতকুমার রায়চৌধুরীকে মনোনীত করিয়া চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট আবেদন করিয়াছেন, কিন্তু কতকগুলি হীনপ্রবৃত্ত

লোক নাকি ইহাতে বাদ সাধিবার চেষ্টাও করিতেছেন। ধন্য বারুইপুর! ধন্য স্থান মাহাত্ম্য!! লোকে পরের উপকারও করিবেক না কেহ উপকার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে ও ঈর্ষ্যা করে, ইহা কি সামান্য নির্ব্বুদ্ধিতা ও নীচতার কার্য্য!! ঈশ্বর করুন, ভরতকুমার বাবু কমিশনর নিযুক্ত হইয়া সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া দীর্ঘ প্রজার হিত সাধন করুন।

এখানকার পুলিষও গড্ডালিকার চাল ধরিয়াছে। সব ইনস্পেক্টার বাবুটী নিজেও যেমন সিপাহি সিং তেমনি কতকগুলি কনষ্টেবল ও পণ্টন সিং হইয়াছে। চোর বদমায়েস ধরিয়া বাও আস্ফালনের সীমা থাকিবেক না, কিন্তু আপনাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া ধরিতে হইলেই গলদ্ঘর্ম্ম। পাহারওয়ালারা সময়ে সময়ে এক একদিন বোঁধে বাহার হইয়া "খুব খবরদার রো" বলিয়া ঐ যে অন্তর্দ্ধান হয় আর সমস্ত রাত্রি দর্শন পাওয়া ভার হইয়া উঠে। অত্রস্থ গ্রামের আরিপ মিস্ত্রীর (শেখের) ঘরে চাবিবদ্ধ করিয়া তাহারা স্ত্রীপুরুষে ঘাস কাটিতে যায়। স্ত্রীলোকটী অগ্রে বাটী আসিয়া দেখে যে ঘরের তালা খোলা। দাবার উঠিয়া গৃহমধ্যে শব্দ শুনিয়া বাহির হইতে আস্তে আস্তে দ্বারের শিকল বদ্ধ করিয়া চিৎকার করাতে বিস্তর লোক জমায়েত হইয়া চোর গ্রেপ্তার করিয়া পুলিষে সংবাদ দেয়। পুলিষ আদরে আটখানা হইয়া চোর লইয়া মাথা মুড়াইয়া পাগড়ী বাঁধাইয়া থানায় আনিয়া চোরকে আলিপুর চালান দিলেন, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া ধরিতে হইলে এরূপ মাথা মুড়ানী ও পাগড়ী বাঁধান দেখা যাইত না। দিবসের ত ব্যাপার এই, আবার রাত্রি ১০ টার সময় জমীদার বাবু বসন্তকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাটী হইতে আন্দাজ এক শত ফুট ব্যবধান যে রজক গৃহ আছে, তাহাদের বাটীতে হঠাৎ মহা গোলমাল হইয়া উঠে। বসন্তবাবুর পুত্রগণও লোকজন সঙ্গে ও জমীদার বাবু গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী লোক জন সঙ্গে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে রজকদিগের ৩। ৪টী গাভি চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ চারিদিক ঘেরাও করা হয়, বিস্তর লোক উপস্থিত ও বিষম গোলযোগ হওয়ায় চোরে একটী গাভি প্রায় রজক গৃহ হইতে ২। ৩ রশী অন্তরে ছাড়িয়া ও অপর গাভি গুলি হাজার কতক নিকটে ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়। স্থানটী এরূপ জঙ্গলময় যে তাহাতে কোন লোক ৫। ৭টী লণ্ঠন থাকা সত্ত্বেও তাহাতে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই। এ স্থানটী মিউনিসিপালিটীর মধ্যে। ইহা কি মিউনিসিপাল কার্য্যকলাপের ও কমিশনরগণের কার্য্য দক্ষতার একটী সুচারু দৃষ্টান্ত নহে? রজক গৃহ জুলপী রাস্তার ঠিক উপরে ও বসন্তকুমার বাবুর বাটীর অতি সন্নিকট দক্ষিণ। অত গোলমাল অত লোকের জনতা, বলিতে কি প্রায় শতাধিক লোক জমায়েত হইয়াছিল, কিন্তু পুলিষের সাড়া শব্দও পাওয়া যায় নাই। বোধ হয় এই সকল গোলযোগের কারণ রোঁধ দেওয়া ও বন্ধ হইয়াছিল। যাহা হউক এ সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা মান্যবর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের গোচর ও দৃষ্টি না পড়িলে গ্রাম বাসীর আর সুখ শান্তির উপায় নাই। বারুইপুর সবডিবিজান উঠিয়া যাওয়ায় এই সকল বিষময় ফল দিন দিন ফলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট কৃপা করিয়া এ বিষয় বিবেচনা করিয়া সব ডিবিজান সৃষ্টি করিলে সাধারণ লোকের সুখ ও শান্তির পরিসীমা থাকে না। আরও অনেক বলিবার থাকিল বারান্তরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

—◆◆—

নিম্ন আসাম।

ধুবড়ি হইতে একটী পবলিক রোড বিলাসী পাড়া পর্য্যন্ত আসিয়া এখান হইতে দুটী লাইন হইয়া একটী চাপড় ও একটী দোতমা অভিমুখে গিয়াছে। উভয় লাইনই যে প্রকার জঙ্গলাকীর্ণ লোক গমনাগমনের যতদূর অসুবিধা হইবার হইয়াছে, এমন কি একাকী কাহারও যাইতে সাহস হয় না। আমাদের বর্ত্তমান ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়র বাবু ব্রজমোহন লালা মহাশয় একবার এই লাইনে আসিলেই দেখিতে পাইবেন এই উভয় লাইনে লোকগমনাগমনের কত কষ্ট হইয়াছে। লালা বাবু প্রথম ধুবড়ি আসিয়াই এই উভয় লাইনের রোড মোহরের পদ উঠাইয়া একজন ওভারসিয়ারের প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ করেন। তাঁহার প্রথম স্থানীয় অবস্থা দেখিয়া পরে বন্দোবস্ত করিয়া কণ্ডের আয় করা উচিত ছিল। এই পার্ব্বতীয় জঙ্গলময় উভয় লাইনের কার্য্য একজন ওভারসিয়ার দ্বারা কখনই সুশৃঙ্খল রূপে চলিতে পারে না। আমাদের ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়র বাবু দুর্গাদাস দাস মহাশয় এই স্থানের অবস্থা বিশেষরূপ জানিতে পারিয়াই একজন ওভারসিয়ারের অধীনে দুজন রোড মোহরার নিযুক্ত করিয়া উভয় লাইনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁশের পুল গুলি মেরামত করিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করতঃ সর্ব্বদা অনায়াসে লোক গমনাগমনের উপযোগী করিয়া রাখিয়াছিলেন। যদি এই সময় কোন ইংরাজ হাকিম মফঃস্বলে কার্য্য উপলক্ষে বাহির হন, তবে লালা বাবুকে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে কত তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে তাহা বলা যায় না। বর্ত্তমান ওভারসিয়ার বাবু একা যতদূর করিতে পারিয়াছেন তাহাতে ত্রুটী করেন নাই। অতএব আমরা বলিতেছি লালা বাবু পুনরায় ওভারসিয়ারের অধীন ২ জন রোড মোহরের পদ স্থাপন করিয়া যাহাতে সত্বরেই উভয় লাইনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁশের পুল মেরামত ও জঙ্গল গুলি পরিষ্কার হইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান হন।

—◆◆—

গাঁতি।

অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়া একণে গাঁতি আসিয়াছি। দেখিলাম পল্লীগ্রামের মধ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রামটী সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এই গ্রাম বঙ্গের খ্যাতনামা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার বাবু বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের জন্মস্থান। সুতরাং এ গ্রামের বিষয় কিছু খুলিয়া লেখা ভাল। অনেক দিন হইতে সংবাদপত্রে ও লোক মুখে অত্রস্থ ডাক্তার বৈকুণ্ঠবাবুর গুণগ্রাম শুনিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল জগদীশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ পরিতোষলাভ করিলাম। কেননা উক্ত ডাক্তার বাবু অত্যন্ত সরল স্বভাব ও অমায়িক লোক। উক্ত মহাত্মার যত্নে এই গ্রামের অধিকাংশ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সাধারণতঃ পল্লীগ্রামের যেরূপ অবস্থা গাঁতি গ্রাম তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নত। জানি না আমাদের বৈকুণ্ঠ বাবুর ন্যায় পরোপকারী লোক অন্যান্য পল্লীগ্রামে আছে কি না। যদি থাকিত নিঃসন্দেহ তাহাদের দুর্দ্দশা মোচন হইত।

এখানে কয়েক ঘর গ্রামাণি (তেলি) বাস করিয়া থাকেন। শুনিতে পাওয়া যায় তাহাদের সংস্থানও বেশ আছে কিন্তু কি দুঃখের বিষয় দেশের হিতার্থ তাঁহারা এক কপর্দ্দকও সাহায্য করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করেন। আমাদের বাঙ্গালি ভায়াবা পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিতে খুব মজবুদ। যাহা হউক গত রাত্রে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে একত্রে আহার করিবার সময় এই গ্রাম সম্বন্ধে অনেক রহস্য অবগত হইয়াছি। পরে সবিস্তারে সে সমস্ত কথা লেখা যাইবে।

—◆◆—

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে ঐ পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে। এজেণ্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্যে * প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।

দাম ১॥০ টাকা; ডাকমাশুল ৴১০

ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার

—◆◆—

ইলেক্‌ট্রো গ্যালভানীয়

অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত।

পি সি, দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও আবিষ্কৃত।

৩৪ নং হেমেটোলা লেন, পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই অঙ্গুরী কবচ ও অনন্তের এমন আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, যেসকল রোগে মনুষ্য একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন অথচ ডাক্তারি হাকিমি এবং কবিরাজি চিকিৎসায় কিছুতেই কিছু উপশম হয় নাই, তাঁহারা এই মহৎ শক্তি এবং জীবন অরূপ কবচ, অঙ্গুরী ও অনন্ত ধারণ করিলে সেই সমস্ত দারুণ রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবেন। অতএব যদি কেহ ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করেন তবে আমার নিকট ডাক্তার অঙ্গুরী, কবচ কিম্বা অনন্ত লইলে আর রোগের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। এবং স্বস্থ শরীরে ইহা ব্যবহার করিলে ওলাউঠা জ্বর প্রভৃতি সংক্রামক রোগ স্পর্শ করিতে পারে না। অঙ্গুরী কবচ ও অনন্তর জন্য কমিশন (P. O. D.) মারফিত দেখিয়া লইবেন এবং অঙ্গুরী ও অনন্তের মাপ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

প্রতি কবচের মূল্য ১।০ ডজন ১২৲ টাকা
প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ১।০ ডজন ১৫৲
প্রতি অনন্তের মূল্য ১।০ ডজন ১৫৲
প্যাকিং ও পোষ্টের খরচা এক হইতে ৬টা ।৵০
৭ হইতে ১২টি ।৵০ লাগিবে।

৩ চারি রকম অঙ্গুরীর মধ্যে যাহারা যে রকম লইতে ইচ্ছা করিবেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই নম্বর ধরিয়া লিখিয়া দিবেন।

—◆◆—

বিশেষ সুবিধা। বিশেষ সুবিধা!!

মফস্বলের বন্ধুদিগের সুবিধার জন্য আমরা কলিকাতা হইতে বাজার দরে সকল প্রকার জিনিস খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি। যাহার যখন যে কোন দ্রব্য আবশ্যক হইবেক তিনি সিকি টাকা প্রেরণ করিলেই তাঁহাকে সত্বর ভ্যালু-পেয়েবল পোষ্টে সেই সকল দ্রব্য পাঠান হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমস্ত বিবর জানিতে পারিবেন।

এস এন্ড কং কোং
২৭ নং সুখবাজার
কলিকাতা।

—◆◆—

"ধাতুদৌর্ব্বল্যের প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত।"

সুধাবিন্দু সুধাবিন্দু!!

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, জননেন্দ্রিয়ের শৈথিল্য, শুক্রমেহ, অল্প উত্তেজনায় শুক্রপাত ও অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় এবং তজ্জনিত শিরঃপীড়া, শারীরিক দুর্ব্বলতা, স্মরণশক্তি হীনতা, মানসিক বিমর্ষতা, হাত পা জ্বালা ও শুক্রের তারল্য প্রভৃতি এক মাস মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া শুক্র অত্যন্ত গাঢ় ও ধারণা শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি ইহা সেবনে লাগমার সমস্ত উপকার দর্শে। ইহা যে সর্ব্ব-প্রকার ধাতুর পীড়ার এক মাত্র মহৌষধ তাহার অনেক প্রশংসাপত্র রহিয়াছে এবং এই ঔষধে আরোগ্য হইয়া অনেকে পুরস্কার দিয়াছেন। এক মাসের ঔষধ এক শিশি ২৲ টাকা ডাক মাশুল ।০ আনা।

দাদের মহৌষধ।

"ক্ষত ও চর্ম্মরোগের মহোপকারী।"

এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই, অথচ যে প্রকারের দাদ হউক না কেন ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। খুস, কোচদাদ, বিখাউজ, ভজ-দাদ, চুলি (রোদ) পারার ঘা, খোস, পাঁচড়া গরমীর ঘা ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষত রোগ তিন দিবসের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা ক্ষত ও চর্ম্ম রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এই ঔষধে পারা নাই ইহা সার্জ্জন মেজর কর্ত্তৃক পরীক্ষিত। দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই নিরাশ হইবেন না। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা, তিন কৌটা ১।০ আনা, ছয় কৌটা ২॥০ ডজন ৪॥০ টাকা।

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী।
ডাক্তার পাবনা।

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৩৭ নং কীর্ত্তারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট কেস, থারমমিটার, ৩০ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসম্মত ১২। শিশি কর্ক, চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাক মাশুলসহ ১৶১০ এক টাকা আধ আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১ড্রামের মূল্য ॥০ এবং বহুমূত্র পীড়ার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১।০ দেড় টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১৲ আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডর মত্রের সহিত ভ্যালুপেয়েবল পার্শেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—●●—

—●●—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা প্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সুলভ মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দর অক্ষরে সুচারুরূপে তাহা সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তেদিতে ইচ্ছাকরেন, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অযরেবল কৃষ্ণদাস পালের অনুরোধে শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৬।০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিশেষ সবকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ হিসাবে লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৶০	৴১০
২ য় ভাগ	৶০	৴১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৶০	৴১০
২ য় ভাগ	৶০	৴১০
৩ য় ভাগ	৶০	৴১০
বিশেশ্বর বিলাপ	।০	৴১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ৶১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৬।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, ডাক্তি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা,ভ্রমণকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় যাঁহারা নাম হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক,প্রিন্টার বা প্রপরাইটার দায়ী নহেন।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৩০ শ ভাগ | দ্বর্ম্মদার্থ প্রকৃতিবিলয় যবস্থিথ: প্রবলতী অভিজবনী ন কায়না। | ৪৮ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৬॥০।

১২৯৩ সাল। ১ লা ভাদ্র। ইং ১৮৮৬। ১৬ ই আগস্ট।
৭ রিপনাব্দ। ১ লা ভাদ্র

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা।

বর্দ্ধিত হইয়া সংখ্যা ক্রমে মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রতি সংখ্যায় রয়াল ৪ পেজী ৮ ফরমা আছে। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রচারিত সংস্করণের ২৪ ফরমায় যত কথা আছে, ইহাতে তাহা অপেক্ষা ও অধিক কথা আছে। নিয়মিত গ্রাহকগণের পক্ষে প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

শব্দকল্পদ্রুম গ্রহণার্থী মহাশয়গণ নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট পত্র লিখিলেই শব্দকল্পদ্রুমের নিয়মাবলীর সহিত যত সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠান যাইবে। (৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে)।

৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু।
সি.ই.।
শ্রীহরিচরণ বসু।
শব্দকল্পদ্রুমের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক।

পি. এন. বিশ্বাস।

টাইপ কাউণ্ডার এণ্ড অর্ডার সপ্লায়ার।
৮৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

স্বর্ণ কবরী ভূষণ তৈল।

১ নম্বর কেবল কেশ বিন্যাসে ব্যবহার্য্য।
মূল্য ৬,৪,২ আউন্স শিশি ৸৶০ ৸০, ।৶০ আনা।
২ নম্বর কেবল স্নানের পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য।
মূল্য ৮, ৪ আউন্স শিশি ৸০ ।০ আনা। প্যাকিং ৵০ আনা।

সবিশেষ বিবরণ ক্যাটালগে দেখুন। /০ আনার টিকিট পাঠাইবেন ২৪ পৃষ্ঠার বহি (ক্যাটালগ) পাইবেন।

প্রিণ্টিং টাইপ।

স্মল পাইকা, পাইকা গ্রেট প্রভৃতি অক্ষর ছাপাখানার আবশ্যকীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। (অল্প বা অধিক) সত্বর মফস্বলে পাঠান যায়। ক্যাটলগের মূল্য মাশুলসহ ৵০ আনা।

সুলভ এজেন্সি।

অল্প মাত্র কমিশন লইয়া (গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী সকলেরই জন্য) জামা কাপড়, ঔষধ, বহি, বাদ্য, অলঙ্কার, ঘৃত, ময়দা, চাউল, আলমারি, টেবিল চেয়ার প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্যাদি (মাদক ব্যতীত) সত্বর পাঠান যায়। /০ আনার টিকিট পাঠাইলে কমিশনের নিয়মপত্র সহিত বাজার দরের বহি পাইবেন।

বৈষ্ণব।

এই ভক্তি প্রচারক মাসিক পত্রের ৮ নং সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার অগ্রিম বার্ষিক সাহায্য ১॥ দেড় টাকা নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

"ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" (পূর্ব্ববিভাগ)

সংস্কৃত মূল, টীকা, টিপ্পনী, বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাঙ্গালা টিপ্পনী সহ ভক্তি বোধক বৈষ্ণব গ্রন্থ মূল্য ১৲ টাকা ডাক মাশুল /১০ আনা।

"বেদান্ত স্যমন্তক" (গোবিন্দ ভাষ্যকারকৃত)

ঈশ্বর, জীব প্রকৃতি, কাল, ও কর্ম্মতত্ত্ব বোধক বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ (দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত সংস্কৃত) মূল্য চারি আনা, ডাক মাশুল ৴১০ অর্দ্ধ আনা।

পুস্তক দুই খানি আমার নিকট ও সংস্কৃত ডিপজিটারি, সোমপ্রকাশ ডিপজিটারি এবং বৈষ্ণব ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

শ্রীকালীদাস নাথ
রামসেবক মল্লিকের গোলা।
বড়বাজার, কলিকাতা।

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে ঐ পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে। এজেণ্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিকা, ১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজি ৫০০ পৃষ্ঠার বেশী।

দাম ১॥০ টাকা; ডাকমাশুল /১০

ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার

—●●—

বিশেষ সুবিধা। বিশেষ সুবিধা।

মফস্বলের বন্ধুদিগের সুবিধার জন্য আমরা কলিকাতা হইতে বাজার দরে সকল প্রকার জিনিস খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি। যাহার যখন যে কোন দ্রব্য আবশ্যক হইবেক তিনি সিকি টাকা প্রেরণ করিলেই তাঁহাকে সত্বর ভ্যালুপেয়েবল পোষ্টে সেই সকল দ্রব্য পাঠান হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন।

দত্ত এবং ঘর কোং
৯৬ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

—●●—

"ধাতুদৌর্ব্বল্যের প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত।"

সুধা বিন্দু সুধাবিন্দু।

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ জননেন্দ্রিয়ের শৈথিল্য, শুক্রমেহ, অল্প উত্তেজনায় শুক্রপাত ও অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় এবং তজ্জনিত শিরঃপীড়া, শারীরিক দুর্ব্বলতা, স্মরণশক্তি হীনতা, মানসিক বিষণ্ণতা, হাত পা জ্বালা ও শুক্রের তারল্য প্রভৃতি এক মাস মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া শুক্র অত্যন্ত গাঢ় ও ধারণা শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি ইহা সেবনে মালসার সমস্ত উপকার দর্শে। ইহা যে সর্ব্বপ্রকার ধাতুর পীড়ার এক মাত্র মহৌষধ তাহার অনেক প্রশংসাপত্র রহিয়াছে এবং এই ঔষধে আরোগ্য হইয়া অনেকে পুরস্কার দিয়াছেন। এক মাসের ঔষধ এক শিশি ২৲ টাকা ডাক মাশুল ।০ আনা।

দাদের মহৌষধ।

"ক্ষত ও চর্ম্মরোগের মহোপকারী।"

এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই, অথচ যে প্রকারের দাদ হউক না কেন ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। দাদ কোচদাদ, বিখাউজ, মুজবাত, চুলি (কোদ) পারার ঘা, খোস, পাঁচড়া গরমীর ঘা ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষত রোগ তিন দিবসের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা ক্ষত ও চর্ম্ম রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এই ঔষধে পারা নাই ইহা সার্জ্জন মেজর কর্ত্তৃক পরীক্ষিত। দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই নিরাশ হইবেন না। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা, তিন কৌটা ১।০ আনা, ছয় কৌটা ২।০ ডজন ৪।০ টাকা।

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী।
ডাক্তার পাবনা।

—●●—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।
প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মফস্বলের এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কোথা হ'বে যেতে ?

১

শুধু দুঃখময় দেখি এ সংসার
পাতক রাশিতে ভববাজ্য ভরা।
নিয়তি নিগড় তাহাতে আবার
কণ্ঠে দৃঢ় রূপে রয়েছে পরা।

২

নড়িতে চড়িতে—কথাটী কহিতে,
সে নিগড়ে টান সবাই পড়ে।
কবে সে নিগড় ছিঁড়িবে কে জানে,
ছিঁড়িলে কোথায় যাইব পরে ?

৩

এ জগৎ ছেড়ে যেতে হ'বে কোথা,
এখা'তে সেথায় পাবত সুখ ?
শুনেছি শরীরী সে জগতে নাই,
নাই মায়া ডোর পার্থিব দুঃখ।

৪

সাধের পৃথিবী যেতে হবে ছেড়ে
সাধের আত্মীয় স্বজন যাঁরা ;
যাদের হেরিলে জুড়ায় অন্তর
সে দেশে কভু কি আসিবে তারা ?

৫

পিতৃ মাতৃ সহোদরে (প্রণয় সহিত)
পাব কি সেখানে ডাকিতে আর ?
কোথায় বসিব কি করিব একা—
কে জানে সেথা আলো কি আঁধার ?

৬

ছিঁড়িবে যে দিন জীবনের ডোর—
মুদিবে যে দুই পার্থিব নয়ন,
কোথায় রহিব এক বিন্দু দিন—
কোথায় রহিবে সাধের কায়া ?

৭

হবে ভস্মশেষ চিতার আগুণে
কোমল সাধের শরীর খানি,
সে দেহ ফেলিয়া জীবন তখন
কোথায় পশিবে কিছু না জানি।

অদৃষ্ট প্রবেশ কোথায়—কেমন,
পৃথিবীর মম সদৃশ্য কিবা ?
কেমনে সে দেশে যাইব একাকী
শুধু অন্ধকার যামিনী দিবা।

৯

ডুবিব আঁধারে অথবা আলোকে
কিছুই তাহার নিশ্চয় নাই,
পার্থিব নয়ন রবে না যখন
প্রত্যয় তখন কিছুতে নাই।

১০

নিশ্চয় কে জানে অস্তিত্ব আমার
রহিবে অথবা হইবে লয় ;
জলেতে জন্মিয়া জলবিম্ব মত
আমার হইবে সলিল ময়।

১১

বল না কল্পনে, আর কোন্ পথে
ভ্রমিয়া আঁধারে বেড়াব ঘুরি ?
অনিশ্চিত পথ ধরিয়া কেমনে
দেখিব কোথায় নিশ্চিন্ত—পুরি।

১২

কাজ নাই তবে সে পথে ভ্রমিয়া
যে পথে ভ্রমিয়া নাহিক ফল,
যে পথে ভ্রমিয়া কেহই অদ্যাপি
পায়নি আমার অভয় বল।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা।

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়। মহাত্মা ওয়াকিসজান, তার পরে রাজপুর মিউনিসিপালিটীর কার্য্য শৈথিল্য সম্বন্ধে যাহা আপনার বিখ্যাত সোমপ্রকাশে প্রচার করিয়াছিলেন তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। বাবুজীদের কার্য্যের "গলদ" প্রকাশ হইয়া পড়ায় তাঁহারা খুব তৎপরতার সহিত কাজ চালাইতেছেন এবং তাঁহাদের কার্য্যে যে যে দোষ ছিল তাহা শীঘ্র শীঘ্র সংশোধিত হইতেছে। এখন মিউনিসিপাল গাড়ী ২ খানি ৮।৯ টার মধ্যে বাড়ি ফিরিয়া না আসিয়া ১১টা পর্য্যন্ত বাহিরে থাকে। মিউনিসিপাল কুলিরা দেখিতে পাই খুব বেলা পর্য্যন্ত কাজ করে। তাহাদের সর্দার এখন আর অনুপস্থিত থাকে না। কুলিদের নিকট সর্ব্বদাই দাঁড়াইয়া থাকে। যাহারা মিউনিসিপালিটীর খানা ডোবা দখল করিয়া লইয়াছিল তাহাদের নামে কয়েকদিন ধরিয়া খুব জোরসে নোটীস জারি হইতেছে। নোটীস জারি এত তাড়াতাড়ি হইয়াছে যে কোন কোন নোটীসে কর্ত্তাদের নাম সহি না করিয়াই জারি করা হইয়াছে।

মিউনিসিপাল ইনস্পেক্টারের কার্য্য শৈথিল্যের বিষয় যাহা পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে এক্ষণ বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেল যে ইনস্পেক্টর তাঁহার উপরওয়ালাদের ফাই ফরমাস এবং দপ্তরখানার অপরাপর কাজে ব্যস্ত থাকিতেন বলিয়া নিজের কর্ত্তব্য কাজ ভালরূপ নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। সেদিন তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য একটী নিয়ম মিউনিসিপাল মিটীং হইতে স্থির হইয়া গিয়াছে। সেখানে ইন্‌স্পেক্টর বাবুর কার্য্য শৈথিল্যের বিষয় লিখিতে গিয়া তাঁহার প্রতি ২।১ টী বিদ্রূপের কথা বলা হইয়াছে সে জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—সত্য কথা অপ্রিয় হইলেও বলা উচিত নয়।

সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতন ॥

শুনিতেছি মৃত কবরাভূসও আবার নাকি জন্ম গ্রহণ করিবেন। জন্মগ্রহণ করুন তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু বৃথা কয়েকদিনের জন্য ভোগাইতে না আসিয়া যদি অজরামর শরীরে বাঁচিয়া থাকিতে পারেন তবে আসুন নচেৎ দিন কতকের জন্য কেন বা, করিবার নিমিত্ত লোকালয়ে মুখ দেখাইবার আবশ্যক নাই।

অনুগত
শ্রীআর্য্যাকিঙ্কর দ
সাং নেজাম সাহেবের দরগা।

—:০:—

কলিকাতা বৈদ্য সমাজ সংবৰ্দ্ধিনী সভায় শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী সেনের প্রবন্ধ পাঠ।

সম্পাদক মহাশয়। গত আষাঢ় মাসের ধর্ম্ম প্রচারক কলিকাতা বৈদ্যসমাজসংবৰ্দ্ধিনী সভাতে শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী সেন গুপ্ত কবিকল রায়ের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া মনের মধ্যে স্বতঃই নানাবিধ প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল। প্রথম প্রশ্ন এই উক্ত প্রবন্ধটি ধর্ম্ম প্রচারক পত্রে স্থান পাইল কেন ? যে পত্র জগতে সত্য ন্যায় ও পূজ্যপাদ আর্য্যঋষিগণের পবিত্র ধর্ম্ম মত প্রচার করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে পত্রে বিপিন বাবুর ঐরূপ অসার যুক্তি ও পরনিন্দাপূর্ণ পত্র স্থান পাইল কেন ? দ্বিতীয় প্রশ্ন মাননীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত লোকনাথ মল্লিক মহাশয় যে সভার সভাপতি, শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বরাট প্যারীমোহন কবিরাজ, মুরলীধর সেন মহাশয়গণ যে সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত সে সভায় দ্বিতীয় সিসিরো, বা বার্ক, সেরিডনের ন্যায় বাগ্মীবর বিপিন বাবু ঐরূপ বাতুলতাপূর্ণ

প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বাহবা লইলেন কি করে? গাত্রকণ্টক বিপিন বাবু, বাহাদুর পুরুষ!! তাহা না হইলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এরূপ দলাদলীর জন্য গলাবাজি করিয়া সাধারণের নিকট মহৎ বলিয়া পরিচয় দিতে কে পারে। বিপিন বাবু উক্ত পত্রে যে সকল যুক্তি, প্রমাণ, প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার সকল গুলি সমালোচনা করিলে প্রবন্ধের অস্তিত্ব লোপ হয় এবং পাঠকবর্গের ও অনিবার্য বিরক্তি জন্মে সেই জন্য বিপিন বাবুর দুই একটা কথা মাত্র উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রবন্ধের অসারতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। বিপিন বাবুর প্রথম কথা এই বিলাত গমন নানা প্রকারে স্বদেশ হিতকর বলিয়া স্বীকার করিলেও বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তি মাত্রেই যে আর্য্যধর্ম্মের বিরোধী তৎপক্ষে আর সন্দেহ নাই। কেন না তাঁহাদিগের পিতৃ পিতামহের ধর্ম্মে আস্থা থাকিলে তাঁহারা কদাচই ধনোপার্জ্জনের প্রলোভনে বশীভূত হইয়া বিলাত যাইতেন না। ইহার অর্থ এই হইতেছে বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থা নাই অথচ তাঁহাদিগের দ্বারা দেশ হিতকর অনেক কার্য্য সাধিত হয়। ইহাতে বিপিন বাবু একদিকে স্বীকার করিতেছেন বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের দ্বারা দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। আবার একদিকে বলিতেছেন বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তি মাত্রেই আমাদিগের ধর্ম্ম বিদ্বেষী। এক্ষণে এই দুই বিপরীত কথার সামঞ্জস্য কি হইতে পারে? আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে তো তাহা আইসে না। এই বুঝি দেশের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল বা স্বজাতীর মঙ্গলকামনা, অথবা যাহা কিছু মঙ্গল কামনা বা শুভ ইচ্ছা তাহা এক ধর্ম্ম বুদ্ধি ব্যতীত হইতে পারে না। যাঁহা দ্বারা দেশের হিতকর কার্য্য সাধিত হয় যাহা দ্বারা সমাজের মঙ্গল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তিনিই ধার্ম্মিক তাঁহারই যথার্থ ধর্ম্মের প্রতি গভীর ভক্তি আছে। যদি বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তির দ্বারা দেশের হিতকর কার্য্য সাধিত হয় স্বীকার করা যায় তাহা হইলে তাঁহাকেই যথার্থ ধর্ম্মানুরাগী বলিতে হইবে। ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণই দেশের জন্য সমাজের জন্য লালায়িত হয়েন। আর বিপিন বাবুর ন্যায় অন্তঃসার শূন্য ভক্ত ধর্ম্ম ধ্বজী কেবল আর্য্য ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া বৃথা চীৎকার করেন। তাহার পর বিপিন বাবু প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে মাননীয় নবদ্বীপ ও ভট্টপল্লী যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করিয়াছেন। তাঁহার এই দুঃসাহস দেখিয়া মনে হইল পণ্ডিতগণ যথায় অগ্রসর হইতে সাহস করেন না মূর্খেরা তথায় অনায়াসে পাদবিক্ষেপ করে। বিপিন বাবু ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া উক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতগণের আর কোথাও নিমন্ত্রণ হইবে না বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন, আমার বোধ হয় এই মহাপুরুষই উক্ত পণ্ডিতগণের শিষ্যদিগকে উত্তেজিত করিয়া গুরু শাসন দেখাইতেছেন। এক্ষণে গুরুমারা বিদ্যা না শেখালেই বাঁচি। বিপিন বাবু আর একস্থলে বড় গভীর চিন্তার সহিত বলিয়াছেন বিলাত প্রত্যাগতকে সমাজে প্রবেশ করিতে দিলে সমাজ বন্ধনী শিথিল হইয়া যাইবে এবং তাহা দ্বারা সমাজ মধ্যে অনেক দুষ্কার্য্য সাধিত হইবে। আমরা তো এ কথার কোন সারবত্তা দেখিতে পাই না। বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তি দ্বারা সমাজে অনিষ্ট হইবে এই কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে (বিশেষতঃ যাঁহারা সমাজে মিশিতে একান্ত ইচ্ছুক) সমাজে প্রবেশ করিতে না দেওয়া নিতান্ত নৃশংসও নির্দ্দয়ের কার্য্য, এবং এরূপ কার্য্যেও ব্যবহারে হিন্দু সমাজ পরিণামে বর্ব্বর সমাজ নামে অভিহিত হইবে। আমরা তো দেখিতে পাই যাঁহারা বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ সাধু চরিত্র এবং তাঁহারা আর্য্যধর্ম্মের বিরোধী না হইয়া বরং পক্ষপাতী। জ্ঞানেন্দ্রনাথ পবিত্র হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করিবার জন্য বিজে কারাগারে বাস করিলেন। রমেশচন্দ্র অসাধারণ অধ্যবসায় ও অজস্র অর্থ ব্যয়ে পূজ্যপাদ আর্য্যঋষিগণের সেই প্রাচীন ঋগ্বেদ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রচার করিয়া দেশের একটী মহৎ অভাব মোচন করিলেন। লালমোহন, মনোমোহন, আনন্দমোহন দেশের জন্য ও স্বজাতির জন্য যাহা করিতেছেন, তাহা যাঁহাদিগের চক্ষুঃবিদ্বেষ অঞ্জনে রঞ্জিত হয় নাই, তাঁহারাই দেখিতেছেন। বিপিন বাবু আর এক স্থলে বলিয়াছেন "বিলাত প্রত্যাগত সমাজে প্রবেশ করিলে কেহ কাহারও বশীভূত বা নীতির অনুগত হইবে না।" ইত্যাদি বাবুজীর এ শঙ্কা বৃথা, কারণ তিনি জানেন না নীতির অনুগত ও সমাজের দাসত্ব এ দুইটী এক জিনিস নহে। নীতির সহিত সমাজের প্রচলিত আচার ব্যবহারের বিবাদ বিসম্বাদ অপরিহার্য্য, আজ সমাজ যাহাকে নীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে হয় ত এক শত বৎসর পরে তাহাকেই সমাজ ঘোরতর দুর্নীতি বলিয়া ঘোষণা করিবে। সেই জন্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেন হিউম মিল (standard of moralit,) সম্বন্ধে রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াও নীতির আদর্শ সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। হিন্দুশাস্ত্রেও ইহার প্রমাণের অভাব নাই। বিপিন বাবু আর এক স্থলে বলিয়াছেন "বিলাত প্রত্যাগতকে সমাজে লইলে দিন দিন নূতন নূতন কার্য্যে নূতন নূতন ব্যবহারে সমাজ চকিত হইবে।" ইহার অর্থ কি? বক্তা ঠাকুরের কি এ জ্ঞান নাই? যে সমাজ মাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল, যাহার পরিবর্ত্তন নাই, তাহার জীবন নাই, সে নির্জ্জীব জড়পদার্থ অপদার্থ। যে সমাজের পরিবর্ত্তন নাই সে সমাজ সমাজ নামে অভিহিত হইতে পারে না। হিন্দু সমাজ সজীব সমাজ, এ সমাজে চির দিন নূতন নূতন আচার ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং সেই জন্যই আজ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ এত সরস ও উদার বলিয়া জগতে পরিগণিত হইতেছে। যাঁহাদিগের কিছুমাত্র হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন সমাজ তত্ত্ববিৎ আর্য্য ঋষিগণ দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সময়ে সময়ে সমাজ মধ্যে নূতন নূতন আচার ব্যবহারের প্রচলন বিধি করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদিগের কিছুমাত্র হিন্দুশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা হিন্দুসমাজের বৈদিক, দার্শনিক ও পৌরাণিক সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বিপিন বাবু মহাভারত ও কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করিলে সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন। বিপিন বাবু আর এক স্থলে বলিয়াছেন "আমরা ত বিলাত প্রত্যাগত বাবুদের সঙ্গে বিপক্ষতাচরণ করিতেছি না"। জিজ্ঞাসা করি বিপক্ষতাচরণ কাহাকে বলে? একজনকে তাহার পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের স্নেহ পাশ হইতে ছিন্ন করা ও অত্যাচারপূর্ব্বক তাহাকে ধর্ম্ম ও স্বীয় সমাজ হইতে বঞ্চিত করা অপেক্ষা কি বিপক্ষতাচরণ আর কিছু আছে? জননী পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, আত্মীয় স্বজন— বহু দিন পরে প্রিয়তমাকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন, এখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জননীর ক্রোড় হইতে ও আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে তাহাকে বিচ্যুত করা অপেক্ষা কি বিপক্ষতাচরণ আর কিছু আছে?

উপসংহারে বিপিন বাবুকে অনুরোধ করি তিনি ভদ্রলোক লেখা পড়া শিখিয়াছেন, অতএব আর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দলাদলির চেষ্টা করিয়া সমগ্র বৈদ্যকুলে কালি দিবেন না।

জামালপুর
৩ রা আগষ্ট ১৮৮৬।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীঃ—

সম্পাদক মহাশয়! বর্দ্ধমানের অধীন দেবী-পুরের সিংহ মহাশয়েরা বনিয়াদি ধনাঢ্য লোক। ইঁহারা ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে একবার নদীয়া জেলার দৌলৎগঞ্জ গ্রামে বিবাহ দিতে আসিয়া বেশ দশ টাকা ব্যয় করিয়া যান। এক্ষণেও তাঁহাদের বাড়ী এখানকার একটী বালিকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় অন্নদাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্থানান্তরিত হইয়া তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যদিও আমরা এই বিবাহোৎসবে অনেক ভদ্র লোকের সমাগম ও মত খুটীনাটি হইতেও বাজনা বাজি প্রভৃতি তামসিক ব্যাপার কিছুই দেখিতে পাই নাই, তদ্ভিন্ন সামাজিক বিদায় ও দানাদি কার্য্যের অনেক বিষয়ে আমাদের নবাগত জামাতা বাবু কালিদাস সিংহ মহাশয় পূর্ব্বের বিবাহাপেক্ষা বড় হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন। কতক দিন সমাগত দীন দুঃখী ফকির বৈষ্ণব, অগ্রদানী, ভাট প্রভৃতিকে চারি আনা আট আনা এক টাকা এবং কাহাকেও বা বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছিল। এখানকার মধ্য ইংরাজী স্কুলের জন্য পূর্ব্ববারের ন্যায় আমরা ১০১ টাকা দান পাইয়াছি। কালীবাবুর বয়স ১৮ বৎসর মাত্র, এখনও তিনি অধ্যয়ন করিতেছেন, সুশিক্ষিত হইতে পারিলে এরূপ লোকের দ্বারা অনেক আশা করা যাইতে পারে।

গত আষাঢ় মাসে ভাইহাট মাটিয়ারি নিবাসী শ্রীযুক্ত গয়ারাম সিংহ মহাশয় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে দৌলৎগঞ্জ স্কুলে ১৫ টাকা দিয়া গিয়াছেন। এই ভদ্র লোকটীর বিনয় ও সদ্ব্যবহারে আমরা বড় বাধিত হইয়াছি।

ই, বি, ষ্টেট রেলওয়ের কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেষণ হইতে দৌলৎগঞ্জ পর্য্যন্ত তিন ক্রোশ ব্যবধান বাঁধা রাস্তার মধ্যে প্রায় সকল স্থানেরই অত্যন্ত দুরবস্থা। আষাঢ় মাস হইতে ঘোড়ার গাড়ী যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় ভদ্রলোকদিগের যৎপরোনাস্তি অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। এই জন্য দৌলৎগঞ্জে কয়েকবার বেঞ্চের অধিবেশন হয় নাই, গত ২৪এ জুলাই আমাদের চুয়াডাঙ্গার সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহোদয় ঘোড়ার গাড়ীতে ষ্টেষণ হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত আগমন করত রাস্তার দুর্দ্দশা দেখিয়া অনর্থক কষ্ট লইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অচিরাৎ এই রাস্তাটীর সুবন্দোবস্ত হওয়া উচিত।

বশম্বদ
শ্রীদুর্গাদাস দাস
দৌলৎগঞ্জ স্কুলের শিক্ষক।

—•••—

সোমপ্রকাশ।

১ লা ভাদ্র সোমবার।

বাঙ্গালার খাজনার আইনের ১৫৩ ধারা অনুসারে ৫০ টাকার ন্যূন দাবীযুক্ত খাজনার মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্য কোন কোন মুন্সেফের হস্তে সমরি ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইতেছে। এরূপ সমরি ক্ষমতা দিলে অর্থী প্রত্যর্থীর উপকার হইবে কি না তাহা যেসকল মুন্সেফ এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের দিয়াই দেখা যাইতেছে। মুন্সেফদিগের হস্তে খাজনার অধিক মকদ্দমা নিষ্পত্তি হয়। প্রতিদিন ৪০।৫০টী মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে গেলে প্রত্যেক মকদ্দমায় ৫ মিনিটের অধিক সময় দিতে পারা যায় না। ৫।৬ মিনিটের মধ্যে কোন বিবাদী মকদ্দমার নিষ্পত্তি করা আর তুড়ি খেলিয়া অর্থী প্রত্যর্থীর অদৃষ্ট পরীক্ষা করা সমান কথা। এই অল্প সময়ের মধ্যে মকদ্দমা বুঝিয়া, অর্থী প্রত্যর্থীর অবস্থা বুঝিয়া বিচার না করিলে বিচার কার্য্য কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। পক্ষগণ বলিয়া থাকেন ছোট আদালতের এজলাসে এজলাসে কাষ্ঠ টাঙ্গান আছে। সেখানে বিচার না হইয়া কেবল অর্থী প্রত্যর্থীকে বলি দেওয়া হয়। সমরি ক্ষমতা দিলে মুন্সেফদিগের হস্তেও এইরূপ হইতে থাকিবে। ছোট আদালতে কেবল টাকার মকদ্দমায় এইরূপ বলি দ্বারা যতদূর অনিষ্ট হয়, খাজনার মকদ্দমায় বলি দিলে তাহার অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। খাজনার মকদ্দমা প্রজার স্বত্ব অধিকার ও উপজীবিকা লইয়া মকদ্দমা। এই সকল মকদ্দমার বিচার হুজুরগণ যদি কেবল কৈফিয়ত এড়াইবার জন্য নে, থো করিয়া সারেন, আর সেই বিচারের উপর প্রজার যদি আর কোন উপায় অবলম্বন করিবার না থাকে তবেত কৃষক ও কৃষি উভয়েরই সর্ব্বনাশ। একটী ৪৯ টাকার দাবীর মকদ্দমায় হয় ত প্রজার উপজীব্য ভূমি হইতে প্রজাকে জোত বরখাস্ত করিবার দাবী আছে। হয় ত প্রজাই স্বত্ববান অথবা মৌরশ স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার স্বত্বান্তর যোগ্য ক্ষমতা নাশ করিয়া তাহাকে ইচ্ছাধীন প্রজা বলিয়া দাখিল করা হইয়াছে। এরূপ স্থলে ৫।৬ মিনিটের বিচারে প্রজার যে উপজীবিকার উপর হাত পড়িবে এ কথা সকলেই বুঝিতে পারেন। এই জন্য মুন্সেফদিগের হস্তে সমরি ক্ষমতা দিবার বিধানটী আমরা প্রশংসনীয় বলিতে পারি না। আমাদের বিবেচনা হয় যদি কেবল গবর্ণমেণ্ট মুন্সেফগণকে সমরি ক্ষমতা দিতে চান তবে মুন্সেফের সংখ্যা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক চৌকিতে ৫০ টাকার ন্যূন খাজনার মকদ্দমা বিচারের জন্য স্বতন্ত্র দুইজন করিয়া মুন্সেফ রাখিলে তবে এই অনিষ্টটী নিবারিত হইতে পারে।

—•••—

উড়িষ্যার প্রজা সহায় বাবু দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন সিভিলিয়ানগণ যখন ভারতে আসিবার জন্য বিলাত ত্যাগ করেন তখন তাঁহাদিগকে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া এই মর্ম্মে এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিতে হয় যে তাঁহারা ভারতে আসিয়া কোন ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন না। ৩য় জর্জ্জ ৪র্থ, উইলিয়াম নামক দুইটী বিধি অনুসারে তাঁহাদিগকে ব্যবসা বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে বিশেষরূপে নিবারণ করা হইয়াছে। এক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছে যে আসাম টি কোম্পানী, বেঙ্গল কোল কোম্পানী এবং ইণ্ডিগো প্ল্যাণ্টেসন কোম্পানীতে অনেক সিভিলিয়ানের অংশ আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি পর্য্যন্ত সিভিলিয়ানগণও এই সকল ব্যবসা কার্য্যের ভিতরে ভিতরে সম্পর্ক রাখিয়া থাকেন। কি লজ্জার কথা! বাইবেল স্পর্শ করিয়া ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া মহাপ্রভু সিভিলিয়ানগণ যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়া আসেন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতেই সে সমস্ত একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। আবার আইনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অবাধে স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়া থাকেন। সিভিলিয়ান হুজুরেরা বড় না ধর্ম্মনীতির আদর্শ স্বরূপে আপনাদিগকে প্রকাশ করিয়া থাকেন? কেহ কেহ আবার না বাঙ্গালীকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া গালি দিয়া থাকেন, এই ধর্ম্মহীন ও বেআইনী কার্য্যে তাঁহাদের খ্রীষ্টধর্ম্ম, সাধুতা ও সত্যপ্রিয়তা কোথায় রহিল? মান্দ্রাজের হুজুরেরা গ্রাণ্টডফের অনুগ্রহে প্রকাশেই ব্যবসাকার্য্যে যোগ দিয়া থাকেন, বাঙ্গালায় এ সকল কার্য্য গোপনে সম্পন্ন হইয়া থাকে আবার কোন কোন জজ বাহাদুর বেনামি করিয়া স্ত্রীর পুত্র কন্যা অথবা আত্মীয়গণের নামে সওদাগরী অংশ ক্রয় করিয়া ব্যবসার লাভাংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের নিকটই আবার ঐ সকল ব্যবসা সম্পর্কীয় অভিযোগের বিচার হয়। সিভিলিয়ান প্রভুগণের পক্ষে একি বড় দুঃখের কথা নহে? আমরা আসামের কুলী কাহিনীতে যে সকল দুর্ব্যবহারের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই কেবল আসামের লাভকর

ব্যবসা বাণিজ্যে সম্পর্ক রাখেন বলিয়া তাঁহারা বিচারকালে কুলী ও কুলীনীর সর্ব্বনাশ করিয়া বসেন। পক্ষপাত করিয়া তাহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করেন, আবার সময়ে সময়ে মিথ্যা নালিস করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে জেলে পাঠাইতে আরম্ভ করেন। এই গুণধরদিগের গুণে ইংরাজ বণিকেরা প্রশ্রয়ের পথ পাইয়াছে। তাঁহারা যে আইন আদালত মানে না মনুষ্যের জীবনের উপর মমতা করে না, রাজ শাসনে ভয় করে না ধর্ম্ম শাসনে দৃকপাত করে না, তাহা কেবল এই অধর্ম্মাচারী ধর্ম্মাবতারদিগের সহায়তায়। আসাম ইংরাজ বণিকের বিহার ভূমি। ইংরাজ সিভিলিয়ানের উপার্জ্জন ভূমি ও হতভাগা হতভাগিনী কুলী কুলীনীর বধ্য ভূমি। যতদিন না আমাদের সিভিলিয়ানদিগকে এই বেআইনী ব্যবসাক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করা না হইবে ততদিন আসাম ভূমে কুলী বা কুলীনীর জীবন ও সতীত্ব রক্ষার উপায় নাই। পৈশাচিক অত্যাচারের শান্তি নাই, অরাজকতার প্রবল স্রোত নিবারণ করিবার আশা নাই। গবর্ণমেণ্ট! নিদ্রিত থাকিও না।

—**—

রঙ্গপুর মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত অনেকটী গ্রামে ভয়ানক শৃগালের ভয় হইয়াছে। গত সপ্তাহের মধ্যে ১৩।১৪জন স্ত্রীপুরুষ ও ২।৩ টী গোরু বাছুরকে শৃগালে কামড়াইয়াছে। মত্ত শৃগালটী মাহমপুরের মধ্যেই অধিক উৎপাত করিতেছে। রাস্তা ঘাটে যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে তাহাকেই ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। গত শনিবার দ্বিপ্রহরের সময় একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা ও তাঁহার পুত্র বধূকে এরূপ দংশন করিয়াছে যে তাঁহাদের জীবন সংশয় হইয়াছে। একটী বালকও শৃগাল দংশিত হইয়া অচেতন রহিয়াছে। কোদালীয়া গ্রামে একটী শিশু সন্তানকে গৃহস্থের বাটীর মধ্য হইতে শৃগালে লইয়া গিয়াছে তাহারও বিষয় গত সপ্তাহে উল্লেখ করিয়াছি। আমরা এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইতেছি। মিউনিসিপাল কর্ত্তারা কি করদাতাদিগের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন করিবেন না? ইতিপূর্ব্বে এই সকল গ্রামে বরাহের ভয় হইয়াছিল মধ্যে ক্ষিপ্ত কুক্কুরের দংশনে একটী বালিকার প্রাণ গিয়াছে। মিউনিসিপাল কর্ত্তাগণ কি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নাসিকায় সর্ষপ তৈল দিয়া নিদ্রা যাইতেছেন? যাঁহাদিগের উপর এই গণ্ড গ্রামবাসিদিগের ধন, প্রাণ নির্ভর করিতেছে তাঁহাদিগের কি এত ঔদাসীন থাকা উচিত? গ্রামবাসিদিগের মঙ্গলের দিকে যদি ইহাঁদের দৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে বিপদ সমাগত হইবামাত্রই তাহার প্রতীকার হইত। পথে পথে কেবল দুই চারি কোড়া মাটি ফেলিয়া তাঁহারা কি আমাদের বড়ই বাধিত করিতেছেন? যাহাতে লোকের জীবন সংশয় এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে কেন যে তাঁহাদের করুণার কার্পণ্য হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

মিউনিসিপালিটী আমাদের পরামর্শ শুনুন। হিংস্র জন্তুর বিনাশের জন্য শুদ্ধ পুরস্কার দিবার বন্দোবস্ত করিলে চলিবে না। পয়সার লোভে শৃগাল কুক্কুর ঠেঙ্গাইতে যায় এ অঞ্চলে এমন লোক নাই। তাঁহারা মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে বন্দুক ও ছিটা গুলি, বারুদ আনাইয়া নিয়োজিত কুলী ও ধাঙ্গড়দিগের দ্বারা এই সকল জন্তুদিগের সংহার করুন অথবা এক মাসের জন্য একটী লোক আনাইয়া এইরূপ কার্য্যে স্বতন্ত্ররূপে নিযুক্ত করুন। নচেৎ নাম মাত্র পুরস্কারের ঘোষণা করিয়া রাখিলে চলিবে না।

—**—

অর্থলোভে যে মানুষ কত বিপদগ্রস্ত হয় তাহা পাঠক অনেক শুনিয়াছেন ও দেখিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা পুলিস আদালতে ডাক্তার গোপালচন্দ্র দত্তের নামে একটী প্রতারণার নালিস উপস্থিত হয়। ডাক্তার গোপালচন্দ্র ময়মনসিংহের মৃত রাজা হরিশ্চন্দ্র চৌধুরীর অধীনে কর্ম্ম করেন কিন্তু তাঁহার মাসিক বেতনের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। রাজা কেবল মাত্র তাঁহার খোরপোষ দিতেন। মধ্যে রাজার কয়েকটী মকদ্দমায় আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য সমন বাহির হয় কিন্তু আদালতে উপস্থিত হইতে বড় বিরক্ত ও অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ডাক্তার গোপালচন্দ্র রাজাকে এই পরামর্শ দিলেন যে যদি তিনি কিছু অর্থ ব্যয় করিতে পারেন। তাহা হইলে অব্যাহতি পান। একদিন গোপালচন্দ্র রাজাকে বলেন যে ডাক্তার কোর্ট সাহেবের সহিত ছোট লাটের বিশেষ আলাপ আছে। তাঁহা দ্বারা রাজাকে যাহাতে আদালতে হাজির হইতে না হয় এইরূপ বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া ক্রমে রাজার নিকট হইতে ৬।০ হাজার টাকা বাহির করেন ও কোর্ট সাহেবের স্বাক্ষরিত একখানি জাল রসিদ আনিয়া দেন। তাহার পর ছোটলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর স্বাক্ষরিত একখানি জাল রসিদ আনয়ন করেন। তাহাতে এইরূপ ভাব লেখা থাকে যে রাজা দেওয়ানি আদালতে হাজির হইতে বাঙ্গালীদের মত রেহাই পাইলেন।

গোপালচন্দ্র এইরূপ কৌশল জাল বিস্তার করিয়া কিছু দিন অতিবাহিত করেন। ইতিমধ্যে রাজা পীড়িত হইয়া কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন। পূর্ব্ব হইতে ইহার পুত্রের ডাক্তার গোপালচন্দ্রের উপর সন্দেহ ছিল। এই সন্দেহ ক্রমে বদ্ধমূল হওয়াতে তিনি মিঃ কর্ণেলকে এই বিষয় অবগত করেন। মিঃ কর্ণেল কতকগুলি চিঠিপত্র পুলিসের হস্তে অর্পণ করেন। এই সকল চিঠি পত্রের কোন খানিতে ষ্টেটসেক্রেটারী লর্ড কিম্বার্লি, কোন খানিতে লর্ড রিপন, কোন খানিতে সার রিভার্স টমসনের নাম স্বাক্ষর আছে। ইহার আরও কয়েকটী শঠতার কথা পুলিসের অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে। ইনি ১৮৭৬ অব্দে জাল সার্টিফিকেট দাখিল করিয়া মেডিকেল কালেজে প্রবেশ করেন। তিন বৎসর পরে এই প্রতারণার কথা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় ইনি কালেজ ছাড়িয়া প্রস্থান করেন। কিছুদিন পরে এলাহাবাদে এম, ডি উপাধি লইয়া ডাক্তারী করেন। সেখানে তাহার জুয়াচুরীর কথা প্রকাশ হওয়ায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। পুলিসকোর্টে এই সকল বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ডাক্তার কোর্ট সাহেব ও সার রিভার্স টমসনের জবানবন্দি লওয়া হইয়াছে। ইহাঁরা উল্লিখিত কথাগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গোপালচন্দ্র একণে দশ হাজার টাকার মোচলখা ও পাঁচ হাজার টাকা করিয়া দুইটী জামিন দিয়াছেন। আমীর হৈয়দ হোসেন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মকদ্দমা হইতেছে। বিচার কিরূপ হয় পরে প্রকাশ হইবে।

—**—

উদার নৈতিক সম্প্রদায়ের মন্ত্রিত্বকালের অবসান হইয়াছে। রক্ষণশীল সম্প্রদায় রাজদণ্ড ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের উচ্চমঞ্চে উপবেশন করিয়াছেন। এখন লর্ড র‍্যাণ্ডল্ফ চর্চ্চিল প্রজাবর্গের অধিনায়ক হইলেন এবং সার রিচার্ড ক্রস্ ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির পদে বৃত হইলেন। লর্ড র‍্যাণ্ডল্ফ চার্চ্চিল সম্বন্ধে আমরা আর কি পরিচয় দিব? তিনি যে ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারির পদ প্রাপ্ত হন নাই ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। একবার আমাদের শাসনভার হস্তে লইয়া চর্চ্চিল

তাঁহার গুণের পরিচয় দিয়াছেন; এপার তাঁহাকে পাইলে আমাদের অদৃষ্টে কি যে ঘটিত তাহা বলা যায় না। সার রিচার্ড ক্রসকে আমরা বিশেষরূপ অবগত নহি। তিনি একজন টোরি। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক চিন্তা প্রত্যেক কথায় উচ্চ রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের লোপ পাওয়াও নাই। এরূপ একজন পুরাতনপন্থীর শাসনের দৈবিক্ষতে আমরা যে কি পাইব তাহা বুঝিয়া রাখিয়াছি। তবে চার্চ্চহিল পরীক্ষিত, ক্রস অপরীক্ষিত, চার্চ্চহিল কার্য্য ভারপ্রাপ্ত হইলে আমাদের শঙ্কা নিবারণ হইত, যাঁহারা নূতন প্রণীত দের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম। ক্রস অজ্ঞাত কুলশীল সুতরাং সর্ব্বদাই তাঁহার কার্য্যের উপর আমাদের শঙ্কা করিয়া চলিতে হইবে। যতদিন কনসারভেটিভের প্রাধান্য থাকিবে ততদিনই আমাদের এইরূপ সশঙ্কিত অবস্থায় থাকিতে হইবে। কে বলিতে পারে ইঁহাদের প্রভুত্ব কতদিন প্রবল থাকিবে? যেরূপে মহাসভায় সভ্য নির্ব্বাচন হইয়াছে তাহাতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আশা করিতে পারেন না যে কনসারভেটিভের মন্ত্রিত্ব অধিককাল স্থায়ী হইবে। নির্ব্বাচন কার্য্যে লোক সাধারণের মধ্যে যে মনোমালিন্য প্রবেশ করিয়াছে তাহাই বর্ত্তমান মন্ত্রিত্বের মূল বেধের কীট। এক সম্প্রদায়ের সহিত অপর সম্প্রদায়ের মতবৈধ এক দলের সহিত আর এক দলের বিবাদ, উভয়ের মধ্যে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি, সমগ্র আইরিস জাতির দারুণ মনঃপীড়া, আত্ম বিচ্ছেদ, জাতি বিদ্বেষ, এই সকল বর্ত্তমানে কোন্ মন্ত্রীর স্থায়ীত্বলাভ করিতে পারে? এক হোমরুলই উপস্থিত বিপদের মূলীভূত। এই বিপদের মূল হইতেই ভবিষ্যতে সম্পদের বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইবে, আয়র্লণ্ড আত্মশাসন লাভ করিবে, ভারতেও আত্মশাসনের সুবাতাস বহিয়া ইংরাজ রাজ্যকালের আর একটী নূতন অভিনয় আরম্ভ হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বৃদ্ধ হইয়া দাদাভাই নাওরাজী যদি এই শুভ দিনের অভ্যুদয় দেখিতে পান আমাদেরও দেখিতে পাইবার আশা আছে।

—●●—

"ভারত সভা মাতৃভূমির কয়টী অশ্রু মোচন করিয়াছেন?"

একদল সংবাদপত্রের লেখক আছেন, তাঁহারা উন্নতির নামে চটা, আন্দোলনের নামে খড়্গহস্ত। কোন একটা নূতন বিষয়ের আন্দোলন উঠিলেই অমনি তাঁহাদের শিরে বাজ পড়ে, অমনি তাঁহারা "হা ভারত! হা আর্য্য সমাজ! গেল জাতি গেল" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করেন। সভা করিয়া কি হইবে; বক্তৃতা দিয়া নিশান উড়াইলে কি হইবে—কার্য্য কর কার্য্য কর—উক্ত কার্য্যের মধ্যে তাঁহাদের কেবল মসী সেবন মাত্র সার। এইরূপে পাঠক ভুলান চটক দেখাইয়া ইঁহারা মনে করেন আমরা কত বড়ই না বিজ্ঞ হইয়াছি কতই না দেশের উপকার করিতেছি। এই সকল অকাল পরিপক্ক বালকগণের জানা উচিত আন্দোলনই সমাজের বল, রাজনীতি সংস্করণের উপায়, প্রজাপীড়ক রাজকর্ম্মচারীর ত্রুটি সংশোধনের হেতু এবং অন্যায়ের দ্বারা পদদলিত প্রজাবর্গের নিরোদনের এক মাত্র সহায়। হিন্দুরাজত্বের পুরাণপঞ্জ ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় এই আন্দোলনের বলেই ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজ সংস্কৃত হইয়া আসিয়াছিল, হিন্দু রাজত্বে প্রজাপীড়ন নিবারিত হইয়াছিল। কেবল ভারতে কেন, রোম, গ্রীস, ইংলণ্ড কোথায় না আন্দোলনের প্রতাপ অনুভূত হইয়াছে? এক আন্দোলনের অমিত পরাক্রমে রাজার রাজ্য গিয়াছে। শোষক-পোষক বিলুপ্ত হইয়াছে, দুর্ব্বল জাতি প্রবল হইয়াছে, প্রপীড়িত প্রজাবর্গ বারংবার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ধর্ম্ম সংস্কার সমাজ সংস্কার, রাজ্য সংস্কার, সকলই এক আন্দোলনের বলে সাধিত হইয়াছে। অথচ এই আন্দোলন টা কি? ইহা কেবল বক্তৃতা দেওয়া, নিশান উড়ান, ও লোক সংগ্রহের আরও কয়েটী আড়ম্বর মাত্র। গ্রাকাস ও সিজারকে জান? এই দুইজনকে লইয়া রোমে যে আন্দোলন হয় তাহা কেবল বক্তৃতা করিয়া। গ্রাকাস ও এন্টোনিয়সের বক্তৃতা পাঠ করিয়াছ? উহাতে সমগ্র রোমবাসীর হৃদয়ের উপর কার্য্য করিয়াছিল। ফরাসীর ইতিহাস যে একটী আন্দোলনের গ্রন্থী তাহাও এই বক্তৃতা আর নিশান উড়ানর সূত্রে গ্রথিত।

বক্তৃতা করিয়া নিশান উড়াইয়া ভারত সভা সেদিন সহস্র লোকের সম্মিলনে উৎসাহের গীত গাহিতে গাহিতে টাউনহল হইতে আসিতেছিলেন। সে দৃশ্যে কোন সহযোগীর চক্ষু শূল বিঁধিয়াছে। বয়স্য সহযোগী এঁচোড়ে পাকা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "ভারত সভা ভারত জননীর নয়নবিগলিত ধারা কয়টী অশ্রু মুছিয়াছিলেন? অল্পবুদ্ধি পাঠকের নিকট এই সকল জেঠা কথায় বড় আদর, কিন্তু যাঁহার একটু ও বুদ্ধিচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, একবারও যিনি পৃথিবীর ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা উল্টাইয়াছেন তিনি বলিবেন যদি কেহ জননীর অশ্রু মুছাইবার নিমিত্ত উদ্যোতোলন করিয়া থাকেন তবে সে এই ভারত সভা ও ভারত সভার অনুপম বৎসল সভ্য শ্রেণী। যাঁহারা ভিতরের সমাচার অবগত হইয়াছেন তাঁহারা বলিবেন এ জেঠামির কারণ কেবল ব্যক্তিবিশেষের উপর সম্পাদকের বিতৃষ্ণা। আবার যাঁহারা সংবাদপত্র পাঠ করিয়া লেখকের অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন, তাঁহারা বলিবেন এ কেবল পাঠক ভুলাইয়া সার কাড়িবার উপায়। যে কারণেই হউক আমরা এরূপ গর্ব্বপূর্ণ জেঠাম কথার বড়ই বিদ্বেষী; ইহাতে পাঠকের প্রবৃত্তি কলুষিত হয়, যুবকের উদ্যম ভঙ্গ হয়, আর কতকগুলি নিকর্ম্মা অহঙ্কারী রকবাজদের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হয়।

লেখক বলিতেছেন ভারত সভা লালমোহনকে বিলাতে পাঠাইয়া দেশের কি উপকার করিয়াছেন। লালমোহন যদি আজ কৃতকার্য্য হইতেন, আজ যদি তিনি মহাসভায় বসিবার স্থান পাইতেন সহযোগীর মুখে এ কথাই শুনা যাইত না। লালমোহন কি করিয়াছেন? এ জিজ্ঞাসায় কৃতঘ্নতা প্রকাশ করা হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি লালমোহন কি না করিয়াছেন? জিত বিজেতার পার্থক্য নিবারণের চেষ্টা কি সামান্য কর্ম্ম? ইংলণ্ডবাসীর অজ্ঞাতে কয়েকজন কর্ত্তাপ্রিয় এংলোইণ্ডিয়ানের হস্তে আমরা যে উৎপীড়িত হইতেছি তাহার বিষয় ইংলণ্ডে জ্ঞাপন করা, ভারতের উপর ইংলণ্ডবাসীর সহানুভূতি লাভ করা, ভারতবাসীকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করিবার জন্য অনবরত চেষ্টা করা এ সকল কি, সামান্য কর্ম্ম? ভারতের ভবিষ্য মঙ্গলের শান্তি ঘট স্থাপন করিবার জন্য বর্ত্তমান কালে আর কি করা সম্ভব হয়? আমরা আবার জিজ্ঞাসা করি ভারত সভাই বা কি না করিয়াছেন?—এই লালমোহনকে বিলাতে প্রেরণ তাঁহাদের একটী প্রধান কীর্ত্তি। লালমোহন ভারতবাসীর স্বাধীনতার দূত। এই পদের সৃষ্টি করিয়া ভারত সভা ভারতভূমির যত উপকার করিয়াছেন, কেবল ব্রাহ্মের উপর গালিবর্ষণ করিয়া বিলাত ফেরতকে সমাজচ্যুত করিবার প্রবৃত্তি দিয়া, ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের উপর খড়্গহস্ত হইয়া আর বিনা অপরাধে সঞ্জীবনীর পত্রপ্রেরকের নামে অপবাদ ঘোষণা করিয়া সহযোগী তাহার অপেক্ষা অধিক কিছু করিতে পারিয়াছেন কি? ভারতসভা ভারতরাজ্যের মঙ্গল ভেরী। এই ভেরীরবে ভারতবাসী জাগরিত হয়, দিঙ্মণ্ডল উৎসাহের বাণী বিঘোষিত হয়—বঙ্গদেশের গ্রামে, গ্রামে নগরে, নগরে শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশহিতৈষণার তাড়িত তেজে জ্বলিয়া উঠে,

বঙ্গদেশ হইতে পেশোয়ার, পেশোয়ার হইতে উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব ও বোম্বাই, অযোধ্যা বিস্তীর্ণ করিয়া মান্দ্রাজ ও দক্ষিণ ভারত,মধ্যপ্রদেশের জনপদে আসাম ছাড়িয়া ব্রহ্মদেশ বঙ্গ, হিমালয় হইতে কুমারিকা সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়।

আমার বলিতে চাও ভারত সভা কি করিয়াছে? স্বায়ত্তশাসন কাহার চেষ্টায়? সৈনবিভাগের সমস্যা তো কাহার চেষ্টায়? সিভিল সার্বিসের বয়ঃক্রম নির্ণয়, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে দেশীয় নিয়োগ, ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্বাচন—এ সকল বিষয়ের আন্দোলন কাহার চেষ্টায়? যে দশ বৎসর এই সভা স্থাপিত হইয়াছে সেই দশ বৎসরের ভিতরেই ভারতবর্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছে। সহযোগী যখন মাতৃগর্ভে তখন হইতে এই ভারত সভা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এখন যে সহযোগী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে দুইটা কড়া কথা বলিয়া খুসী হইতেছেন, সে স্বাধীনতা টুকুও এই সভার কর্ত্তৃপক্ষদিগের আন্দোলনের ফল। তুমি আমি কেবল লিখিয়া যদি কার্য্যের কোন ধার ধারি না। যদি কার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও তবে ঐ লিখার তোলা ভারত সভার দিকে চাহিয়া দেখ। কেবল ফাঁকা কথায় বিজ্ঞতা প্রকাশ হয় না, যদি বিজ্ঞতা লাভ করিতে চাও হটু করিয়া কলম ঘুরাইয়া বসিও না। দেখ, চিন্তা কর, আর সহিষ্ণুতাযুক্ত হইয়া গুরুজনদিগকে জিজ্ঞাসা কর। তবে না উপদেশ দিবার অধিকার জন্মিবে? সম্পাদকের কার্য্য তাই বড় গুরুতর ভার। ইহাতে মানাপমানের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না, শত্রু মিত্র ও মিত্রের সম্ভাষণ করিলে চলিবে না, অর্থের লালসায় কতকগুলি লোকের রুচিকর সামগ্রী যোগাইলে চলিবে না। ধীর ভাবে স্থির ভাবে যিনি দেশের লোককে তাহাদের অভাব বুঝাইয়া দিতে পারেন। সত্য বোধে সংসাহসে ভর করিয়া গবর্ণমেণ্টের অন্যায় কার্য্যগুলি দেখাইয়া দিতে পারেন, দেশের কর্ত্তব্য, সমাজের কর্ত্তব্য, রাজার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেশের বাস্তবিক উপকার করিতে পারেন, তিনিই সংবাদপত্রিকার সম্পাদক পদের যোগ্য।

—:০:—

ষ্টেটসম্যান বঃ নাইটের মকদ্দমা

মন্তব্য।

আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকগণকে অবগত করিয়াছি, আগামী সেসন আদালতে এই মকদ্দমার পুনর্বিচার হইবে। ছয় জন জুরী নাইটকে নির্দ্দোষী বলিয়া রায় দিয়াছেন। আর তিন জন জুরী তাঁহাকে দোষী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। জষ্টিস একেন্‌লি সাহেব এই জন্য পুনর্বিচারের হুকুম দিয়াছেন। যত দিন এই মকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয় ততদিন এতৎসম্বন্ধে কেহ কোন অভিমত প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে লোকের একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে জজ সাহেব ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদককে দোষী করিয়া দণ্ড দিবেন। আমরা এইরূপ বিশ্বাসের অনেকটা কারণ দেখিতে পাই—প্রথম মূল ফরিয়াদী নিজামের মৃত্যুর পর নিজামের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের অভিষেক; এরূপ করিবার কি কোন বৈধ কারণ দেখা যায়? আইনানুসারে নিজামের মৃত্যুর পর নিজামের উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার হইয়া যে মকদ্দমা চালাইতে পারেন না, সে মকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কি? আইনে বলে যেসকল ফৌজদারী মকদ্দমা আপোষে মিটাইয়া লইবার যোগ্য যদি মকদ্দমা চলিতে চলিতে তাহার ফরিয়াদীর মৃত্যু হয় মকদ্দমার কারণও সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হইয়া যায়। ফরিয়াদীর পুত্রপৌত্রাদি উত্তরাধিকারিগণ ফরিয়াদীর স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কখনই সে মকদ্দমা চালাইতে পারেন না। উপস্থিত মকদ্দমাটী আপোষে মিটাইয়া লইবার যতদূর উপযুক্ত এমন আর কোন মকদ্দমাই নাই। তথাচ গবর্ণমেণ্ট নিজামের পোষ্যপুত্র স্বরূপে তাঁহার মৃত্যুর পর পিতৃপদবী গ্রহণ করিয়া মকদ্দমা চালাইতে আসিলেন। সে মকদ্দমার ব্যয় সঙ্কুলান কে করিবে? গবর্ণমেণ্ট অথবা অর্থাৎ বঙ্গদেশের প্রপীড়িত প্রজাবর্গ। প্রজা কি এই মকদ্দমায় ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদকের বিরুদ্ধ পক্ষ? বাঙ্গালাদেশে এমন ভদ্র সন্তান কেহই নাই যিনি স্পষ্ট-বাদী ভারতহিতৈষী ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদকের শত্রু। প্রজা কিন্তু অবিচার ক্ষেত্রে না নাইট সাহেব যদি বাস্তবিকই দোষ করিয়া থাকেন কেহই তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিতে অগ্রসর হইবেন না। কিন্তু তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য প্রতিদিন শত শত মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইংরাজ ব্যারিষ্টারের উদরপূর্ত্তি করার কর্ত্তব্যতার অর্থ কি?—গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে এই মকদ্দমার ব্যয় সঙ্কুলান করিতে থাকেন তবে তাহা প্রজার অসম্মতিতে প্রজার ধন কাড়িয়া লওয়া হইতেছে মাত্র। প্রজার তাহাতে কোনরূপ মঙ্গল সাধন হইতেছে না। একে প্রজাবর্গ ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদকের পরম সুহৃদ, তার পর গবর্ণমেণ্ট আবার আইনের অবমাননা করিয়া প্রজার ধন অপব্যয় করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া লোকে মনে করিতেছে ষ্টেটস্‌ম্যান কোন কোন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দোষ দেখাইয়া দেন গবর্ণমেণ্ট সেই জন্য এইবার তাঁহাকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

অবিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ প্রধানতঃ এজন্য যে জজ সাহেবের এক পক্ষাবলম্বন। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে যেসকল সাক্ষীর এজাহার লওয়া হইয়াছে দ.বই প্রভৃতি ফরিয়াদীর সাক্ষীদিগের উপর জেরা করিবার জন্য সেশন আদালতে চান। জজ বাহাদুর সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। নিজ পক্ষের পোষকতা করিবার জন্য জজ সাহেব ফরিয়াদীর পক্ষাবলম্বনে বাদানুবাদে যে কয়েকটী সাক্ষীর প্রার্থনা করেন তাহা উপস্থিত মকদ্দমায় প্রয়োগ করা হয় না। জজ বাহাদুর তাহারই সাহায্যে পুলিস কোর্টের সাক্ষ্যদিগকে আদালতে না আনাইয়া মকদ্দমায় নাইটের পক্ষ কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল করিয়া দিলেন। জষ্টিস একেন্‌লি ইচ্ছা করিলে সাক্ষীদিগকে আনাইতে পারিতেন। ইহাতে তাঁহার ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন কার্য্য করা হইত না। ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত হইতে সাক্ষী তলব করা কি না করা জজ সাহেবের ইচ্ছাধীন। আসামীর পক্ষে সে ইচ্ছার সদ্ব্যবহার হইল না কেন? জষ্টিস একেন্‌লি বলেন মহারাণী স্বয়ং যখন এই মকদ্দমার ফরিয়াদী তখন এরূপ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহার নজীর বিলাতি আইন। এই বিলাতি আইনের অনুসারে দেশী আইনের ব্যবহার যে কোথায় কিরূপ হইবে, কোন ইংরাজেরই তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। জজ সাহেবেরাও দেশী আইনের চাই মস্তকে রাখিয়া বিলাতি আইন দিয়া যেমন ইচ্ছা তেমনি আইন গড়িয়া থাকেন। ইহাতেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হয়। লোকে বলিতেছে এইরূপ উপায়েই নাইট সাহেবকে দণ্ড দিবার চেষ্টা হইতেছে।

তার পর জষ্টিস একেন্‌লি যখন জুরিদিগকে রায় দিবার নিমিত্ত উপদেশ দেন তখনও তাঁহার কথার ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে নাইট সাহেবকে দোষী বলিয়া স্থির করাই তাঁহার অভিপ্রেত। তাঁহার বক্তৃতার শেষ অংশটুকু পাঠ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। জজসাহেব বলিতেছেনঃ—"আমি আপনাদের সম্মুখে মকদ্দমার বিবরণ প্রকাশ করিলাম। রবার্ট নাইট সতর্ক ভাবে কার্য্য করিয়াছেন কি না এখন তাহা আপনাদের বিবেচনাধীন। যদি এরূপ বুঝেন যে নাইট সাহেব বিশেষ সতর্ক হইয়া কার্য্য করিয়াছেন অথবা তৎসম্বন্ধে আপনাদের মনে কোন সন্দেহও উপস্থিত হয় তবে সে সন্দেহ অনুযায়ী কার্য্য করা

কঠিন। দূর হইতে যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে নিশ্চিন্ত থাকা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

—●●

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন।

ক্রমান্বয়ে দুই বৎসর এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফল দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ চিন্তিত হই য়াছেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বার। ছাত্রদিগের পক্ষে এই শিক্ষা বিভাগের সিংহদ্বার সহজ ও সুগম হওয়া একান্ত আবশ্যক। যেসকল বালক এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয় তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন পঠদশা পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করে। অর্থোপার্জ্জনের উপায় কেবল মাত্র কেরাণীগিরি। এই সকল বালককে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাগণ কেবল যে তাহাদের শিক্ষার পথ রোধ করেন তাহা নহে, কেরাণিগিরি দুর্ম্মূল্য করিয়া ফেলেন। প্রবেশদ্বার যদি সুগম হয় বালকেরা বার বার ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। প্রথম উদ্যম বিফল হইলে দ্বিতীয় উদ্যমে আর তাহাদিগকে অকৃতকার্য্য হইতে দেখা যায় না সুতরাং উচ্চশিক্ষারও বিলক্ষণ বিস্তার হইতে থাকে। সেনেট সভার গত অধিবেশনে এই বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি কটন সাহেব বলিয়াছেন এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য যেসকল পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার কয়েক খানি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ে পরিমিতি রাখিবার কোন আবশ্যক নাই। সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল যখন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের পদপ্রার্থি জন্য ক্ষেত্র বিজ্ঞান শিক্ষা আবশ্যক বলিয়া নিয়ম করেন তখনই এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পরিমিতি প্রবিষ্ট করা হয়। এক্ষণে এই পুস্তক খানি রাখিবার আর কোন আবশ্যক করে না। ইংরাজি ও সরল গণিত শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু দ্বিতীয় ভাষায় বিশেষ কোন কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয় না। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় একটী নিয়ম আছে যে পরীক্ষার্থিদিগকে প্রত্যেক বিষয়ে উচিত মত নম্বর পাইয়া কৃতকার্য্য হইতে হইবে। সে নিয়মটী পরিবর্ত্তন করা উচিত। কোন ছাত্র যদি এক বিষয়ে অধিক নম্বর পায় এবং আর একটী বিষয়ে কম পায় তবে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার পূরণ হইলে তাহাকে পাস করা যাইতে পারে। এফ. এ. ও বি,এ পরীক্ষা সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক,কেবল পরীক্ষার জন্য প্রশ্নগুলি যাহাতে সুনির্ব্বাচিত হয় পরীক্ষকগণের সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন বলেন 'দ্বিতীয়ভাষা' উঠাইয়া দেওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। রো সাহেব চিরকালই বাঙ্গালীর ইংরাজী ভাষার দোষ দেখাইয়া থাকেন। তিনি মনে করেন বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই বাঙ্গালীর ইংরাজি দেখিলেই তিনি একটা না একটা বিদ্রূপ করিয়া বসেন। রো বলেন ইংরাজি ভাষা শিক্ষার জন্য এণ্ট্রান্স পরীক্ষার যে বন্দোবস্ত আছে তাহার কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক করে না। ভাল ইংরাজি না শিখিলে যে কত বড় দোষ ঘটে তাহা তিনি হিন্দু পেট্রিয়টের একাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দেন। কেবল দেখান নহে তিনি বলিয়াছেন লেখকের এই বিকৃত ইংরাজি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে কোন স্কুলের একজন ছাত্র দ্বারা সংশোধন করাইয়া লইলে ভাল হইত। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল রো সাহেবের এই বিদ্রূপ না সহিতে পারিয়া বলেন বাঙ্গালীর পক্ষে সচরাচর ইংরাজি ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করা সম্ভব নহে। ইতিপূর্ব্বে এক জন বাঙ্গালীই আবার কোন বিশিষ্ট নামা ইংরাজ বৈয়াকরণিকের ভাষায় ব্যাকরণ দোষ দেখাইয়া অপদস্থ করিয়াছিলেন। আমরা এ বিবাদ লইয়া কোন কথা বলিবার অধিকারী নহি। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি এংলো-ইণ্ডিয়ান হুজুরেরা যেমন বাবুদের রো সাহেব ও তেমনি বাঙ্গালী ছাত্রদের। ছেলেরা এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় যে অধিক ফেল হইয়া আসিতেছে রো সাহেব তাহার অন্যতম কারণ। আমরা রোর ন্যায় শিক্ষককে পরীক্ষক পদে অধিষ্ঠিত দেখিতে কখনই ইচ্ছা করি না।

এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হইতে অনেকগুলি বাঙ্গালিকে পরীক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের হস্তে অধিক ছাত্র পাস হইবার আশা আছে। বিশেষতঃ যেরূপ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে ছাত্র বা শিক্ষকগণের অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। আমরা কটন সাহেবের প্রস্তাবগুলি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কেবল দ্বিতীয় ভাষাটী উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতি হইতে পারি না। একে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার প্রবৃত্তি ছাত্রগণের ভিতরে এক প্রকার লোপ পাইতেছে। তাহার উপর যদি বাল্যকাল হইতে সে প্রবৃত্তির সহায়তা না করা হয় তাহা হইলে ইংরাজি শিক্ষিতের ভিতরে সংস্কৃত ভাষায় আর আদর থাকেবে না। ছাত্রগণ এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার সময় সহজ সংস্কৃত সাহিত্য ব্যাকরণ শিক্ষা না করিলে এফ, এ ও বি এ পরীক্ষায় যে সকল দুরূহ কাব্য ও সাহিত্য নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা কখনই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে না। এরূপ গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ছাত্রদের পক্ষে বিষম কষ্টকর হইয়া উঠিবে এবং পরীক্ষা দিবার সময় অনেক ছাত্র সংস্কৃতেই অকৃতকার্য্য হইয়া বসিবে। বাঙ্গালা, উর্দ্দু, উড়িয়া হিন্দি ইত্যাদি অন্যান্য ভাষাগুলির সম্বন্ধেও আমাদের এইমাত্র বক্তব্য।

ইয়োরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১ লা আগষ্ট। মিঃ [illegible] লর্ড সলসবেরির [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন।

[illegible] হাঙ্গামা পূর্ব্ববত চলিতেছে এবং সেখানকার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইতেছে।

ইয়র্ক নগরে মেয়রের নিমন্ত্রণ মতে ১০০ ভারতীয় এ দে উপাধিধারী উক্ত নগর দেখিতে গিয়াছেলেন তথায় তাঁহাদের সম্মান উপলক্ষে একটী প্রকাণ্ড ভোজ হয়।

রোম ৩ আগষ্ট; পোপ কার্ডিনেল সেমর আগলিয়া ও পাকিনে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। পোপের দরবারেও একজন চীন প্রতিনিধি থাকিবে।

লণ্ডন ৩ রা আগষ্ট, টাইমস লিখিয়াছেন ভারতবর্ষের রাজস্বের দুর্দ্দশাহেতু এক্সেঞ্জের ব্যাপার দিন দিন সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। টাইমস বিশ্বাস করেন, ছয় মাস যাইতে না যাইতেই ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য একটি রয়াল কমিশন বসিবে।

লণ্ডন ৪ আগষ্ট; মেঃ সি বি রবার্টস ওয়ার্টার সাম্রাজ্য বিভাগের অণ্ডার সেক্রেটারী; এ, বি, ফ্রিমেণ্টল রেভিনিউ বিভাগের সেক্রেটারী, এবং রয়লিক মন্ত্রিক বিভাগের আর একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। পেশোয়ার পদটিতে মেঃ হেনরী এস নর্থকোট সাহেব নিযুক্ত হইলেন, এ সংবাদ অমূলক।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৮ আগষ্ট; আহম্মদ মুক্তার পাশা ক্রীটের সেনার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন, এই সংবাদের মূল নাই, তিনি এক্ষণে মিশরেই থাকিবেন।

লণ্ডন ৬ আগষ্ট, টাইমস বলেন, মালাবার শ্রীযুক্ত আবর্থ নটকে বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরী পদ অর্পিত হইয়াছে; কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিবেন কি না বলা যায় না।

লর্ড চার্লস বেরেসফোর্ড নৌবিভাগের লর্ড নিযুক্ত হইয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৬ আগষ্ট; সেণ্ট পিটার্সবর্গ গেজেট বলেন রুস ও চীনের সীমা সম্বন্ধে যে গোলযোগ উঠিয়াছিল তাহা মিটিয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ৫ আগষ্ট; আর ডবলিনে কমন্স সভার আইরিস সভাগণের একটি সভা হইয়া গিয়াছে, পার্নেল সাহেব উক্ত সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। এ প্রস্তাবিত [illegible] হইতে কিরূপ কর্ত্তব্য তাহা নিরূপণ করিবার জন্য তর্ক হয়। সভার সাব্যস্ত হয় যে গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রবর্ত্তিত আন্দোলনসমূহ আইরিস দলের অমঙ্গলীয়। তাঁহারা আরও বলেন পার্লামেণ্ট দুর্ব্বল এবং লেখক দলের সহিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় একজনও ভারতবাসী উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

আমেরিকার ভীষণ জলপ্রপাতের কথা অনেকে শুনিয়াছেন। গ্রেহাম নামে একজন ইংরাজ সেই প্রপাতের পতন স্থলে এক পিপার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পতন স্থল হইতে ৬ মাইল দূরে উঠিয়াছেন। পিপার গুণে কতলোক ভবনদী পার হইতেছে। আর এত সামান্য কথা।

হলওয়ের মলম ও ঔষধের নাম বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। সেই প্রসিদ্ধ হলওয়ে সাহেব নিজ নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ৮০ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া বিলাতে স্ত্রীদিগের জন্য একটী হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

জনষ্টন নামক এক জন আরমণ্ড বাসী হাই-দ্রাবাদে আসিয়াছেন। তিনি শাকি পার্সি ভাষা স্বচ্ছন্দে কহিতে পারেন, কিন্তু স্বীয় মাতৃভাষা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছেন। জনষ্টন বলেন ৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহাকে বন্দী করিয়া আফগান রাজ্যে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তিনি বন্দি ভাবে বাস করিতেছিলেন। ইংরাজ সীমা কমিসনের সঙ্গে পলাইয়া আসিতেছেন।

মীরাটবাসী হিন্দুগণ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে একটী আইন করিবার জন্য বড়লাটের নিকট আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন বরের বয়স ১৬ ও কন্যার বয়স ১২ বৎসরের ন্যূন হইলে বিবাহ নিষেধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য হয়।

যেসকল বিদ্রোহী গণ ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে তাহারা সকলেই তরুণ বয়স্ক। ১৭ হইতে ২৪ বৎসরের উর্দ্ধ কাহারও বয়স হয় নাই।

সারষ্টুয়ার্ট বেলি ছয় মাসের জন্য বিদায় লইয়া বিলাতে যাইতেছেন। সার চার্লস বার্ণাড তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন।

অধমর্ণগণের কারারোধ সম্বন্ধে যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে তৎ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভা পুনা বণিক সভার মতামত চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। কারারোধ উঠাইয়া দেওয়াই বোম্বাই গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায়। আশা করি বণিক সভারও এইমত হইবে।

বিলাত হইতে ভারতে একদল ক্রিকেট কৌতুক আমদানী হইতেছে। কোন কোন সম্বাদপত্র বলেন ইহাদের দ্বারা আমাদের শরীর চালনার সুবিধা হইবে। একদল হাস কৌতুক আসিলে বোধ হয় আমরা এক একটী মহাবীর হইয়া দাঁড়াইব।

ইটালি দেশের একজন বিজ্ঞানবিৎ একপ্রকার মন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন; ইহা পান করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকেনা। বিষ ভক্ষণ করিলে দেহের কোন অনিষ্ট হয়না। সে ব্যক্তি নিজে প্রতিদিন চারি গ্লাস জল খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। বিষ খাইয়াও দেখিবার কল্পনা করিতেছে।

মিজজিট্ মিসন শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবেন। গ্লাডষ্টোনের সহিত জনব্রাইটের বিলক্ষণ সৌহৃদ্য আছে কিন্তু আইরিস বিল লইয়া উভয়ের মতান্তর হইয়াছে।

বৃষ্টির গুণ একমুখে বলা যায় না। যেখানে অনেক লোকের বাস এক পসলা বৃষ্টি হইলেই সেখানকার দূষিত বায়ু বিনষ্ট হয়। ধোপায় যেমন কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে সেমনি বায়ুতে যত অপরিষ্কার পদার্থ থাকে তৎ সমস্তই বৃষ্টির গুণে সংশোধিত হইয়া যায়। লোকে মনে করে শুষ্ক স্থানই স্বাস্থ্যের উপযোগী। কিন্তু যেখানে অধিক লোকের বাস সেখানে বৃষ্টির অভাবেই নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মণিপুরের মহারাজ তাঁহার রাজ্য ও প্রজাবর্গের উন্নতি সাধনোদ্দেশে বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেছেন। মণিপুরের জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ লইয়া মণিপুরবাসী এখন বিলক্ষণ ব্যবসা করিতে পারিবে।

বাবু রামগোপাল পাল ৺কৃষ্ণদাসপালের জীবনী লিখিতেছেন। কৃষ্ণদাসের জীবনী বঙ্গবাসীর নিকট আদরের বস্তু হইবে। আমরা আশা করি কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে যিনি যতটুকু অবগত আছেন তিনি তাহা যথা সময়ে রামগোপাল বাবুকে জ্ঞাত করিবেন।

খিলাতে সৈন্য সামন্ত সহকারে আর একটী মিসন প্রেরিত হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের কেমন একটী মিসন রোগ জন্মিয়াছে।

লর্ডগ্রানবিল তাঁহার পাচককে ৮০০ পাউণ্ড বেতন দিয়া থাকেন। এমন নবাবি কি আর ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়?

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মিঃ ইলবার্ট ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। ইলবার্ট তাঁহার স্বনাম পরিচিত পাণ্ডুলিপিতে সমগ্র ভারতের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ইনি ব্যবস্থাপক সভায় যে যে আইন প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সকল গুলিই সুনীতি সঙ্গত। ইলবার্টের অভাব আমাদের বাস্তবিকই ক্লেশ দায়ক হইবে। তাঁহার পদে তদনুরূপ আর একজন সভ্য মিলিবে কি না সন্দেহ।

সার আর ক্রস্ ভারতীয় ষ্টেট সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ক্রস সাহেব মন্দ লোক নহেন। তিনি যে কয়দিন হোমের সেক্রেটারি ছিলেন তাহাতে তাঁহাকে কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে দেখা যায় নাই। এখন উক্ত পদে তিনি উঠিয়া কি করেন দেখা যাক।

ভ্রমণকারির পত্র

উড়িষ্যা।

আমি ভ্রমণ করিতে করিতে গত ৺রথযাত্রার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথধামে উপস্থিত হইলাম। মনে কত আশা কত আনন্দ, যাহা এতাবৎকালাবধি বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহা এক্ষণে মনে মনেই রহিয়া গেল। দেখি, লোকে লোকারণ্য, বসিবার উঠিবার স্থান নাই; দ্রব্যসামগ্রী সমস্তই দুর্মূল্য। ভগবানের মন্দিরের সিংহদ্বার সতত রুদ্ধ অবস্থায়। প্রহরীগণ দ্বারা রক্ষিত। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবানের দর্শন লাভ করিতে হইলে জীবনাশা বিসর্জ্জন দিতে হয়। আর যাহার অর্থ আছে তাহার ভাগ্যেই সুপ্রসন্ন। মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া যে আনন্দলাভ করিলাম আনন্দবাজারে প্রবেশ করিয়া তাহা বিষাদানন্দে প্রাপ্ত হইল। পূর্ব্বে যে মহাপ্রসাদে ৴৫ পয়সায় এক জনার উদর পূর্ণ হইত এখন তাহাতে ।৴১৫ দিলেও সেরূপ হয় না। তাহার উপর আবার পাণ্ডাদের পয়সা লওয়া উপদ্রব আছে। কোন মতে ঠাকুরকে রথে দর্শন করিয়া যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে হাহাকার। প্রত্যেক চটি বা আড্ডাতে ২।৪ টী লোক মৃত্যুশয্যায় শায়িত আছে। কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত পিপীলিকার সারের ন্যায় লোক গমনাগমন করিতেছে। এবার প্রায় ৭০,০০০ হাজার লোক সমাগত হইয়াছিল। কটকে কলিকাতার যাত্রি বাবুর জাহাজের এজেন্ট (জাহাজের নাম কালু) বেন সাহেব ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ বোট লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। যাত্রিদিগকে তাহাদের জাহাজে লইয়া যাইবার নিমিত্ত নানা প্রকারে প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। তাহারা বলিল "আমাদের জাহাজে বড় সুবিধা, কোন কষ্ট নাই। আজ শনিবার এখান হইতে যাইলে মঙ্গলবার প্রাতে কলিকাতায় পৌঁছিবে। আমরা চাঁদবালি যাইব না। আলাকা নামক বন্দরে আমাদের জাহাজ অপেক্ষা করিয়া আছে।" এইরূপ মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া ৬ টাকা মূল্যে এক এক খানি টিকিট দিয়া আমাদিগকে বোটে উঠাইয়া লয়। তাহার পর দিবস প্রাতে বজর নামক জলাশয়ের মধ্যে আনিয়া ঐ জাহাজ আসিতেছে বলিয়া যাত্রিগণকে অগ্নি বোট হইতে নামাইয়া দেয়। নামিয়া দেখি কোথায় বা জাহাজ আর কোথায় বা কি। তখন কি করি কিছু স্থির করিতে না পারিয়া চলিতে লাগিলাম। তথা হইতে প্রায়

অর্দ্ধ মাইল দূরে কয়েকখানি জীর্ণ তৃণগুচ্ছ সমাচ্ছাদিত অর্দ্ধজলমগ্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল একখানি দোকান আছে তাহাতেই যাত্রিদিগকে থাকিতে হয়। কয়েকটী ভদ্রকুলসম্ভবা স্ত্রীলোক যাত্রির সঙ্গে বোট ঘাট অনেক ছিল। ঐ বাবুরা কি করেন; তথায় যুটে নাই আর আপন মাও আপনাদের বোট লইয়া চলিতে সম্পূর্ণ অসক্ত। জাহাজের কর্ত্তারা স্ত্রীলোকগণকে এই অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গেলেন আর যাত্রিদিগের প্রতি একবারও তাকাইলেন না। সেখানে ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ ছিলেন। মজরমপুর নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক উক্ত বিষয় উঁহাদের গোচর করায় পুলিষ লিখিয়া লইলেন। একটী পীড়িত লোক ছিলেন যদিও তাঁহার আর কিছু দিন বাঁচিবার আশা ছিল কিন্তু এই সঙ্কটে পড়িয়া অবস্থাই পড়িয়া তিনি মানবলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন। এই বিষম অবস্থায় পড়িয়া একটী লোকের প্রাণ গেল আর শত শত লোক দারুণ কষ্ট পাইল সংসারী লোকের অর্থপিপাসা কি এতই প্রবল? এত গুলি লোকের জীবন অপেক্ষা যাহাদের অর্থোপার্জ্জন এত প্রিয়, গবর্ণমেণ্টের তাহাদের উপর নজর রাখা উচিত। কি করি "বেঁধে মারে সয় ভাল"। যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা তাহাই হয় ইত্যাদি বাক্য দ্বারা মনকে কোন মতে শান্ত করিয়া কোন মতে দুই দিন জলবাসের পর যে জাহাজে উঠিলাম বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম তাহা নহে। "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে"। যখন জাহাজের কাপ্তেন সাহেব দেখিলেন যে লোক কম হইয়াছে, তখন পুনরায় চাঁদবালি উপস্থিত হইলে তথায় এত লোক বোঝাই করিলেন যে আর বসিবার স্থান পাওয়া গেল না। কাহারও প্রাণ যায় আর কেহ বা অর্থলালসায় অন্ধ। আবার যাহারা জাহাজের কর্ম্মচারি (সাহেব এবং খালাসী মহাশয়গণ) তাহাদের আবার নানা প্রকার অত্যাচার যাত্রিগণকে সহ্য করিতে হয়। ইহারা যাত্রিদিগের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করে। অধিকন্তু যাত্রিগণকে গালি দেয় ও প্রহার করে। ভদ্র লোকের মেয়ে ছেলেদের ঠাট্টা তামাসা করিতেও ত্রুটি করে না। এইরূপ অবস্থায় বুধবার দিন প্রাতে ২।৩টার সময় জাহাজ আসিয়া কলিকাতায় পৌঁছিলে পালে পালে বাজাল মাঝীগণ আসিয়া দুই পয়সা করিয়া যাত্রির হস্ত হইতে পাঁটরি লইয়া আপন আপন নৌকায় রাখিতে লাগিল। সংখ্যার অতিরিক্ত লোক হইলেও নৌকা ছাড়ে না জবরদস্তি করিয়া যাত্রিদিগকে আপন আপন নৌকায় ধরিয়া রাখে। একে জাহাজে দুই দিন অনাহার তাহে আবার এইরূপ অত্যাচার সহরেও কি এ অত্যাচারের শান্তি নাই? পুলিষ কি করেন॥

সংবাদদাতার পত্র।

এলাহাবাদ।

এখন দশহারা এবং মহরম লইয়া হিন্দু এবং মুসলমানদের প্রায় দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া থাকে। এমন বৎসর যায় নাই যে এইরূপ বিবাদের কথা কোথায় না কোথায় শুনা গিয়াছে। অতি অল্পদিন হইল এলাহাবাদ হাইকোর্টে এ সম্বন্ধে একটী মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। কয়কটী কারণের জন্য আমরা এই মকদ্দমার বিবরণ এস্থলে প্রকাশ করিলাম। ঘটনাটী এইরূপ,— গত ১৮৮৫ অব্দের ১০ ই অক্টোবর শনিবার অপরাহ্নে মিরাট সহরের ভিতর দিয়া হিন্দুরা দলবদ্ধ হইয়া রামলীলা লইয়া যাইতেছিল। তাঁহাদের সঙ্গে ঘোড়া বাজনা এবং নাচওয়ালী ছিল। এক স্থানে মুসলমানদের একটী মসজীদ ছিল সেখানে আসিয়া বড় গোল হইল। মসজীদের ভিতর কতক গুলি মুসলমান নেমাজ করিতেছিল, কতক বা তাহার উদ্যোগে ছিল। হিন্দুদের দলবল এখানে আসিলে মুসলমানেরা বাজনা বাজ থামাইতে বলে, এই লইয়া বিবাদ বাঁধে পরে ভয়ানক মারপিট হয়। পুলিষ আসিয়া দেখে মুসলমানেরা বড় আঘাতীত হইয়াছে আর হিন্দুরা প্রহার করিয়াছে। এই দাঙ্গায় রঞ্জিৎ সিং, গোবিন্দপ্রসাদ, মুরারিলাল এই তিন জন হিন্দু আসামী শ্রেণীভুক্ত হয়। মকদ্দমা প্রথমে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট অরিউইন সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু তিনি নাকি মুসলমানদের প্রতি কিছু সদয় ভাব প্রকাশ করাতে তাঁহার এজলাস হইতে মকদ্দমা উঠাইয়া লইবার জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত করা হয়। গত ১লা মার্চ্চ প্রধান বিচারপতি মকদ্দমা উঠাইয়া লইবার জন্য আদেশ প্রদান করেন এবং তদনুসারে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট রাইট সাহেবের প্রতি নূতন করিয়া এই মকদ্দমা তদারক করিবার ভার দেওয়া হয়। বিচারে গোবিন্দ প্রসাদ এবং মুরারিলাল নির্দ্দোষী প্রমাণিত হয় বলিয়া তাহাদের খালাস দেন আর রঞ্জিৎ সিংহের দোষ সাব্যস্ত হয় বলিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অপরাধী রঞ্জিৎ সিং প্রথমে মিরাটের সেসন জজের নিকট আপীল করে, সেখানে তাহা মঞ্জুর না হওয়াতে এখানকার হাইকোর্টে [illegible] করে তাহাও অগ্রাহ্য হইয়াছে। সে যাহা হউক ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট রাইট সাহেব এই মকদ্দমার রায় দিবার সময় কয়েকটী বড় অসঙ্গত কথা বলিয়াছিলেন তাহা এই—

"This case has been made over specially to me for trial by the High Court—I cannot but think unnecessaily—because there are saveral other officers in the district capable of trying it, and to try a long and tedious case like this interferes greatly with the District officer's own work, this is in fact the reason why the case has been so long under trial It having being taken up from time to time as occasion offered and, in obedience to the orders of the High Court, it has been investigated in the very minutest detail such as under no other circumstances would have been necessary or warranted."

অর্থাৎ এই মকদ্দমার বিচার করিবার জন্য হাইকোর্ট তাঁহার উপর ভার দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় ইহা নিতান্ত অনাবশ্যক হইয়াছে, কেননা এ প্রদেশে এরূপ মকদ্দমার বিচার করিবার আরও অনেক উপযুক্ত লোক আছেন। আর ঈদৃশ দীর্ঘ ও ক্লেশজনক মকদ্দমার বিচার করিতে হইলে ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারদের কার্য্যের অনেক ক্ষতি হয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এ প্রকার বিসদৃশ রায়ের উপর এখানকার হাইকোর্টের প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত করা হইল, তিনি বলিয়াছেনঃ—

"Before leaving the case, I am constraind to remark one or two observations in the Magistrats judgment which are neither suitable nor respectful. It was improper for him to comment upon the action of this court in ordering him personolly to try the case, and, whether he thought he had been unnecessarly directed to do so or not, it was his duty to obey the order without criticising its proporiety It was an exceptional one, made under unusual and exceptional circumstances, the nature of which the Magistrat might readily have understood. * * * The Magistrates remark also that the case was in vestigated in

minutest detail, such as under no other circumstances would have been necessary or warranted is an exceedingly unfortunate one.

তিনি শেষকালে বলিয়াছেন “The Magistrate must in future refrain from criticisms or remarks of the kind to which I have referred” ম্যাজিষ্ট্রেট রাইট সাহেবের হঠকারিতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। হাইকোর্ট তাঁহার প্রতি যে একজনমাত্র তদারক করিবার ভার দিয়াছেন, তাহা যেন তাঁহার পক্ষে অতিশয় ভার বোঝা হইয়াছে এবং তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। এক্ষণে হাইকোর্ট তাঁহার প্রতি যেরূপ মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এবং তাঁহার ন্যায় গুণধরেরা হৃদয়ে জ্ঞান লাভ করিবেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার জন এজ সাহেব এই সপ্তাহে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন এবং আগামী সোমবারে তাঁহার বিচারাসনে বসিবার সম্ভাবনা আছে।

সম্প্রতি এখানকার ডারহাম লাইট ইনফ্যাণ্ট্রির একজন গোরা গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। নিজ গৃহের মন্দ সংবাদ পাইয়াছিল বলিয়া যে এরূপ ভয়ানক কাণ্ড করিয়াছে।

আজ কাল এখানে ভয়ানক বর্ষা পড়িয়াছে। দিন নাই রাত্রি নাই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে। পুকুর পুষ্করিণী খানা ডোবা এবং নদী জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এবার এদেশে বর্ষা নাবি হইয়াছে বলিতে হইবে। এখন শেষ রক্ষা হইলেই ভাল হয়।

—৹৹—

বালিয়া উঃ পঃ প্রদেশ।

আজ কাল এখানে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইতেছে। এ দেশে এত বৃষ্টির আবশ্যক নাই। এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে চাস বাসের কোন উপকার না হইয়া বরঞ্চ অপকার হইতেছে। তথাপি অবিশ্রান্ত বৃষ্টির বিশ্রাম নাই। ইহাতে লোকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতেছে। অন্য পীড়ার কথা শুনা যায় না। জ্বর জ্বালার ও অভাব নাই।

এখানে এখন এক সিবিলিয়ান ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর। তিনি বিলক্ষণ কড়া মেজাজের লোক। লোকজনের সঙ্গে দেখা শুনাও বড় ভাল বাসেন না। সেও তত মন্দ নহে। কিন্তু সর্ব্বদা [illegible] ভাল নহে। পঞ্চম হইতে কখনও [illegible] দেখা যায়। যে পর্য্যন্ত তিনি এ জেলার [illegible] করিয়াছেন, সেপর্য্যন্ত জেলার কোন উন্নতির লক্ষণ লক্ষিত হয় না। বরঞ্চ তাঁহার পূর্ব্বগত ম্যাজিষ্ট্রেটের কীর্ত্তির লোপের লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। আমলা ফেলা সর্ব্বদা শশব্যস্ত, কিন্তু তাহাদের চিরাভ্যস্ত স্রোত সমানভাবে চলিতেছে। দুই এক জন অধীনস্থ ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আজ কাল শ্যাম রাখি কি কুল রাখি গোছের একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের এক জেলায় বেশী থাকিবার আবশ্যক নাই। কারণ অনেক দিন থাকিয়া বেশ পসার করিয়া ফেলিয়াছেন। এ জেলা হইতে তাঁহাদের শুভাগমন বাঞ্ছা করেন। জানিনা লোকের ভাগ্যে কি আছে।

প্রথম মুন্সেফ, মৌলবী ইনামুলহক সাহেব এ জেলা হইতে বদলী হইয়া গিয়াছেন। তিনি সকলের সদিচ্ছা লইয়া গমন করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। বাবু অনন্তপ্রসাদ এডিসনাল মুন্সেফ, এক্ষণে তাঁহার কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার স্থানে অদ্যাপি কেহ আসেন নাই। বাবু অনন্ত প্রসাদ অনন্ত গুণের আকর কারণ আইন অনুসারে চলেন বলিয়া অজ্ঞ উকীলদিগের একটু অপ্রিয়। যাহা হউক এই প্রকার একটু আইন বাজ লোক না হইলে এখানের চিরকাল প্রচলিত “লবড় ধোঁ ধোঁ” কারওয়ারির কখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইবে না। আমরা অনন্তপ্রসাদকে অনন্ত গুণের আধার বলিতে কুণ্ঠিত হইব না।

এখানকার পোষ্ট মাষ্টারও বদলী হইয়াছেন। এখন যিনি পোষ্টমাষ্টার আসিয়াছেন তিনি এক জন উপযুক্ত লোক। পূর্ব্বতন পোষ্ট মাষ্টারের মত নিতান্ত খোঁটা আখুরিয়া নহেন। একটু আদটু লিখিতে পড়িতে পারেন। সদালাপী মিষ্টভাষী ও কর্ত্তব্য পরায়ণ বটে। এই প্রকার লোকই এই প্রকার পদে বাঞ্ছনীয় বটে কিন্তু তিনি এই স্থানকে বড় পছন্দ করেন না। পোষ্ট আফিসের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনেক দিন হইতে কল্পনা করিতেছেন একজন বাঙ্গালা জানা পিয়নকে এখানে দেওয়া হইবে চিরকাল কি এই কল্পনা কল্পনার আকারে থাকিবে কখন কার্য্যে পরিণত হইবে না? মেঘ জমিয়া বৃষ্টি হইয়া না পড়িলে কি জগত উপকৃত হইতে পারে। কল্পনা কার্য্যে পরিণত না হইলেও তদ্রূপ। সময়ে সময়ে এখানে প্রায় ৩০জন বাঙ্গালী থাকেন।

এখানকার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায় তিন মাসের ছুটী লইয়া স্বীয় ভবনে গমন করিয়াছেন, তিনি এক জন সদাশয়, ধার্ম্মিক অমায়িক লোক ছিলেন। তাঁহার ছুটী ফুরাইলে গাজিপুরে বদল হইবেন শুনিতে পাইতেছি এ সম্বাদে সকলেই দুঃখিত আছেন। জেলার সকলে তাঁহাকে এই জন্য ভাল বাসিত। অফিসিয়াল জবরদস্তী কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানিতেন না।

এখানকার তহসীলদার মহম্মদ ওয়াসী মির্জাপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পদোন্নতিতে আমরা সুখী হইয়াছি। বাবু রামসেবক রায় তাঁহার স্থানে তহসীলদারের কাজ করিতেছেন। ইনিও মন্দ উপযুক্ত নহেন। শুনা যাইতেছে, মহম্মদ ওয়াসী এখানে ফের আসিবেন। তাঁহাকে আমরা এখানে ডেপুটী কালেক্টরের পদে দেখিলে সুখী হইব সন্দেহ নাই। মহম্মদ ওয়াসীর মত কার্য্যক্ষম লোককে আমরা উন্নত হইতে দেখিলে বড় সুখী হই বটে কিন্তু বিদায় দিতে ইচ্ছা হয় না।

বিজ্ঞাপনে জুয়াচুরী। আজ কাল বিজ্ঞাপন দিবার প্রথা বিলক্ষণ বাড়িতেছে। ইহাতে অনেক সুবিধা আছে সন্দেহ নাই। কতকগুলি মন্দ প্রকৃতির লোক ইহাকে অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের উপায় করিয়া তুলিয়াছে। ডাকমাশুল লইয়া পুস্তক বিতরণের বিজ্ঞাপন অনেক দৃষ্ট হয়। অনেক বিজ্ঞাপন “ভো” দেখা যায়। সম্প্রতি নদীয়ার অন্তঃপাতী আন্দুল বেড়িয়া হইতে দুইটী বিজ্ঞাপন জারি হইয়াছিল। প্রথম বিজ্ঞাপন গাথাহার দুই আনা ডাকমাশুল বৃহৎ সঙ্গীত পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ। দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন সঙ্গীত প্রসূনমালা ২১৬ পৃষ্ঠা, ডাকমাশুল দেড় আনা মাত্র বিনামূল্যে বিতরণীয়। বিজ্ঞাপনের ছটা দেখিলে মুনির ও মন টলে, মানুষের কথা কে বলে? উভয় পুস্তক জন্য ডাকমাশুল বা জরিমানা বা আক্কেল ছেলামী পাঠাইয়া দেখিলাম। প্রথমে বিজ্ঞাপনদাতা বা, ডাকমাশুল গ্রহীতা ম্যানেজার হিন্দু লাইব্রেরি দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনের মাশুল গ্রহীতা বাবু মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয়। মূল্য পাঠাইবার পর প্রত্যেককে ২।৩খানি চিঠি লিখিলাম ফল এই হইল না উত্তর না পুস্তক। বোধ হয় ২১৬পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি অদ্যাপি সংসারের আলোক দৃষ্টি করেন নাই। অথবা ডাকমাশুল সহিত চিঠি পঁহুছিবেনা বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে। যাহাহউক শূন্য বিজ্ঞাপন দিয়া উপায় করা অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন শ্রেয়স্কর তাহা বোধ হয় এ প্রকার বিজ্ঞাপনদাতাগণও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। জানিনা আমার ন্যায় কত শত লোক ডাকমাশুল বা আক্কেল ছেলামি দিয়া থাকিবেন।

—৹৹—

কলিকাতা

সিটী কলেজে ছাত্রিকাদিগের যে বাৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে তাহাতে দুই শত বালিকার সমাগম হইয়া ছিল। ডাক্তার লাকো বিলাতের এ উইওস্যার প্রাসাদের ছায়াবাজি দেখাইয়া ছিলেন। বালিকাগণ সুমধুর সঙ্গীত ও কবিতা পাঠ শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া ছিলেন।

রাণী রাসমণীর পরিবার মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার সম্পত্তি রিসিভার ডেভিস সাহেবের অধীন হইয়াছে। ইহার মরি কেবা ডেভিসের বন্দোবস্তে অসন্তুষ্ট হইয়া জজ ট্রেভিলিয়ানের কাছে আবেদন করিয়াছে।

লেফটেনাণ্ট টমসন সাহেব সে দিন আলিপুরের কালেক্টরি কাছারী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গিয়াছেন।

গত সপ্তাহে চৌরঙ্গার বাজারে একজন স্বর্ণ বণিক দোকানদারের দোকান হইতে প্রায় ১৫ হাজার টাকার সম্পত্তি চুরি গিয়াছে। চোরের অনুসন্ধান হইতেছে।

হাইকোর্টের কাউন্সিল দিগের কি সম্বন্ধ চিফজষ্টিস নাকি শীঘ্রই কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিবেন।

সহযোগী হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন কলিকাতার পুলিষের ভিতর ২১৭জন বাঙ্গালী এবং ১৮২৭জন উত্তর পশ্চিম বাসী শান্তিরক্ষক ও কর্ম্মচারী আছে।

হেয়ার স্কুলের ছাত্র বৃন্দের গুরু ভক্তি দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। হেয়ার স্কুলের প্রাচীন শিক্ষক গিরীশচন্দ্র ঘোষের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য, ছাত্রগণ চাঁদা করিয়া তাঁহার একখানি চিত্র রাখিবার জন্য ও এই স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিত শাস্ত্রে উত্তীর্ণ অধিক সংখ্যা প্রাপ্ত ছাত্রকে একটী করিয়া পদক দিবার জন্য শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। আমরা আশা করি অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই দৃষ্টান্তে গুরুভক্তির উপদেশ গ্রহণ করিবেন।

একব্যক্তি কলিকাতা হইতে একটী ধূমকেতু পূর্ব্বাকাশে ঈশান কোণে উদয় হইতে দেখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পুচ্ছ উজ্জ্বল ও দীর্ঘ। উত্তর দিকে ক্রমশ সরু হইয়া গিয়াছে।

মহারাজ জ্যোতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের জ্ঞাতি বিরোধ সম্বন্ধে যে মকদ্দমা হইতে ছিল তাহা আপনি মিটিয়া যাইতেছে শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। বাবু রামশঙ্কর সেন মহারাজের বিষয়ের ম্যানেজার হইয়াছেন। এখন যদি ইহাদের এই বিবাদ চুকিয়া যায় তাহা হইলে মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের ছুটির সময় নোয়াখালির ছুটি প্রাপ্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস রাজসাহী জেলার নওগাঁ সবডিবিজনে বদলী হইলেন। শ্রীযুক্ত যুকুন্দলাল চৌধুরী বর্দ্ধমান জেলায় ইডেন কেনাল ইরিগেসন ষ্টেটের তিন মাসের ও দ্বিতীয় অস্থায়ী সব ডেপুটি কালেক্টার নিযুক্ত হইলেন। মিঃ ই, ট্রুয়াটের ছুটির সময় চম্পারণের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার মিঃ ই. এম. রাইন মজঃফরপুর জেলার সীতামারি সবডিবিজনের ভার পাইলেন। পাটনার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার মিঃ সি, বি, এচ আলেন চাম্পারণের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায়ের ছুটির সময় শ্রীযুক্ত কালীধন মুখোপাধ্যায় এম. এ, বি, এল, রঙ্গপুর জেলার সদর মুন্সেফ হইলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল বসী ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সব ডিবিজনাল সেকেণ্ড ও শ্রীযুক্ত গিরিজাকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ময়মনসিংহের বাসিরহাট সবডিবিজনের অনরারি মাজিষ্ট্রেট হইয়া ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষের ছুটির সময় ত্রিপুরা জেলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সেন ঐ চৌকির বাকী থাকায় মকদ্দমা ও ৪০ টাকা দাবীর ছোট আদালতের মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা পাইলেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষের ছুটির সময় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় বি, এল, ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুন্সেফ হইলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছুটির সময় মিঃ ম্যাথেন কুকনেহুল বি, এল, এল, এল, বি ত্রিহুত জেলার মজঃফরপুরের মুন্সেফ হইলেন। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় মুন্সেফ হইলেন। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সেকেণ্ড অনরারি মাজিষ্ট্রেট হইয়া ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন। ত্রিহুতের মধুবনির মুন্সেফ শ্রীযুক্ত অভয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ছোটনাগপুর জেলার পালামাউয়ের মুন্সেফ হইলেন। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেন বি, এল, ২৪ পরগনার ডায়মণ্ডহারবারের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন। শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর দে বি, এল সারণের ছাপরার আতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত বিভাগ

শ্রীযুক্ত পীতাম্বর সেন ছুটির সময় কলিকাতা মাদ্রাসের এঙ্গলো পারসিয়ান বিভাগের ৩য় শ্রেণীর তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র বন্দ্যো ১৮৮৩ সালের ২৩এ জুলাইএর আদেশ রদ হইয়া হুগলি জিলা স্কুলের ২য় শিক্ষক হইলেন। ১৮৮৩ সালের ২৩এ সেপ্টেম্বর হইতে কিম্বা অন্য যে কোন তৎপর তারিখ হইতে নোয়াখালীর স্কুল সমূহের ডেঃ ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী সিভিল সার্ভিস কোডের ৫ম অধ্যায়ের ৭২ ধারা মতে ১মাস ৫ দিবস ছুটি পাইলেন।

—●●—

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত হইতেছে। সুলভ মূল্যে অল্প সময়েরমধ্যে নূতন অক্ষরে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছাকরেন, তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অনবেবল কৃষ্ণদাস পালের অনুরোধে শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩॥০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ✓০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ✓১০ করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

—●●—

শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	✓০	১০
২ য় ভাগ	✓০	১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	✓০	১০
২ য় ভাগ	✓০	১০
৩ য় ভাগ	✓০	১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ./১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বসু জমীদার—কটক ৬৫
" " বক্সী নবকৃষ্ণ দে——মেদিনীপুর ২১
" " কালীকৃষ্ণ সাহা চৌধুরী জমীদার ভগীরথপুর ——২০
" " বনমালী দাস ———মাণিকচক ১৫
" " গঙ্গানারায়ণ প্রধান——কুকুড়াহাটী ১৫
" " নারায়ণ মল্লিক———ঘাটাল ১৪
" " গোবিন্দনারায়ণ ঘোষাল—এলাহবাদ ১০
" " শ্যামাচরণ রায়চৌধুরী—মেদিনীপুর ১০
" " দুর্গাপ্রসন্ন মিত্র———সাকলগ্রাম ১০
" " দুর্গারাম দাস———বালুঘাটা ১০
" " রমণীমোহন রায়চৌধুরী জমীদার—রঙ্গপুর ১০
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী——বহরমপুর ১০
" " কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর তাহেরপুর——১০
জে ডবলিউ টোল্ক স্কোয়ার——বহরমপুর ১০
" " ব্রজনাথ রায়———জব্বলপুর ১০
নিমাইচন্দ্র রায় -খালিয়াডাঙ্গা ৯
মহেন্দ্রনাথ হালদার——মেদিনীপুর ৭
নীলকমল সিংহ———রঙ্গপুর ৭
" " শ্রীধর চক্রবর্ত্তী———চাইবাসা ৭
বহুবাজার বঙ্গ বিদ্যালয়—কলিকাতা ৫॥০
" " কিশোরীনাথ চৌধুরী জমীদার কাশীমপুর ———— ———৫
" মেদিনীপুর পবলিক লাইব্রেরী—মেদিনীপুর ৫
" " রামনারায়ণ দাস ——কুকুড়াহাটী ৪✓০
" " নলিনীকান্ত অধিকারী—দিনাজপুর ৩॥০
" " নরেন্দ্রনাথ কুমার ——মজঃফরপুর ৩॥০
" " কিশোরচন্দ্র সাহা ——দয়ারহাটা ৩॥০
" " গোপালচন্দ্র মজুমদার——খুলনা ৩॥০
" " ভূদেবচন্দ্র হালদার———রাঁচি ৩॥০
" " যোতীনাথ সেন—— —— বীরভুম ৩॥০
" " নিরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভবানীপুর ৩॥০
" " বিপিনবিহারী চৌধুরী—কলিকাতা ৩॥০
" " বৈদ্যনাথ মিত্র ——— ——রাজপুর ৩॥০
নগেন্দ্রনাথ মল্লিক———কলিকাতা ২
" " মজঃফর আলী চৌধুরী—— চুপচাঁচিনা ১
" " রাখালচন্দ্র ব্রহ্মচারী ——— মালদহ ১
" " শ্যামাচরণ ঘোষ ———কোদালীয়া ১

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩॥০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, কাঁচা, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার কিম্বা অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ✓০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ✓১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রপরাইটার দায়ী নহেন।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

তবাদ হইয়া পড়েন অথচ ডাক্তারি হাকিমি এবং কবিরাজি চিকিৎসায় কিছু-তেই কিছু উপশম হয় নাই, তাঁহারা এই মহৎ শক্তি এবং জীবন [illegible] কবচ অঙ্গুরী ও অনন্ত ধারণ করিলে সেই [illegible] দারুণ রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবেন। অতএব যদি কেহ ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করেন তবে আমার নিকট তাড়িত অঙ্গুরী, কবচ কিম্বা অনন্ত লইয়া যাউন, আর রোগের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। এবং সুস্থ শরীরে ইহা ব্যবহার করিলে ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ স্পর্শ করিতে পারে না। অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত ভিঃ পিঃ ডাকে (P. C. D.) মাসাফিত দেখিয়া লইবেন এবং অঙ্গুরী ও অনন্তের মাপ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

প্রতি কবচের মূল্য	১।০ ডজন ১২, টাকা
প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য	১।০ ডজন ১২,
প্রতি অনন্তের মূল্য	১।০ ডজন ১২,

প্যাকিং ও পোষ্টেজ মাশুল এক হইতে ৬টা।৴০ ৭ হইতে ১২টা।৵০ লাগিবে।

● চারি রকম অঙ্গুরীর মধ্যে যাহারা যেরকম লইতে ইচ্ছা করিবেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই নম্বর ধরিয়া লিখিয়া দিবেন।

সংবাদ।—আমার তাড়িত সংযুক্ত ইলেকট্রো গ্যালভ্যানীর অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্তের অসীম গুণ দর্শনে কেহ কেহ অনুকরণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি যেন তাঁহারা ভুলক্রমে না পড়েন, কারণ ইহাতে বিবরী লোকের কোন হানি না হইতে পারে, কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকে যাহারা প্রাণের দায়ে কিনিবেন তাহারা প্রতারিত হইলে অত্যন্ত কষ্টদায়ক।

অর্ডার পাইলে ভ্যালুপেয়েবল পার্শেলে জিনিস পাঠান হয়। অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত প্রতি সপ্তাহে মাদ্যর কিম্বা নগদ দিয়া যৌত করিতে হইবেক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

অমৃতলালের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কলিকাতার উচ্চবংশ ব্যক্তিদিগের অভিপ্রায়।

মান্যবর সম্পাদক মহাশয়! সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায়ের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে এখানকার এক ব্যক্তি ক প্রকাশক [illegible] আত্মীয়ের নিকট একখানি পত্র লেখেন। উক্ত আত্মীয় কলিকাতার [illegible] প্রত্যুত্তরে [illegible] লিখিয়াছেন [illegible] উক্ত পত্রে পরিপূর্ণ সেখানি তাহা সাধারণের অবগতির জন্য আপনার পত্রের একপার্শ্বে স্থান দান প্রার্থনা করি।

এক জন গ্রাহক।

শ্রী —

পত্র।

স্নেহাস্পদেষু—

"এইবার তোমার একখানি পত্র ও একটী Book packet পাইলাম। তুমি সত্যের ও যুক্তির অনুরোধে যে এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছ তজ্জন্য সবিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। ঈশ্বর সৎকার্য্যের জন্য তোমায় দেহ মনে বল দিবান করুন। জামালপুরে অমৃতলালকে লইয়া যেরূপ গোলযোগ হইতেছে বোধ হয় এখানে তাহা অপেক্ষা কম হইতেছে না। আজ কয়েক দিন হইল বৈদ্যসমাজ সংরক্ষিণী সভার * * * আমাদের বাটীতে আসেন তখন তোমার মেজ পিসে মহাশয়ের ভাই * * * * * ও তোমার ছোট কাকা উপস্থিত ছিলেন। সেই দিন বৈদ্যসমাজ সংরক্ষিণী সভার একখানি পত্র আমাকে দেন ও কয়েকখানি কাঁচড়া পাড়ার বৈদ্য মণ্ডলীকে বিতরণ করিবার জন্য * * * * * বাবুর নিকট দেন। আমি সেই পত্রের একস্থানে দেখিলাম যে "একজন বৈদ্যসন্তান বিলাত গমন করিয়া ম্লেচ্ছের সহিত সহবাস, ম্লেচ্ছার ভোজন ও অভক্ষ্য ভক্ষণ হয় সাত বৎ. করিয়া দেশে আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে যদি ইচ্ছুক হয়েন তাঁহার আবার প্রায়শ্চিত্ত কি? এবং সেই ব্যক্তি ব্যবহার্য্য হইতে পারেন কি না ইত্যাদি।" এই অংশটুকু পাঠ করিয়াই আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি কেন এরূপ অতিশয় ঘৃণিত আন্দোলনে লিপ্ত আছেন। অমৃতলাল এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন যে তাঁহাকে আমরা আপনার বলিতে কুণ্ঠিত হইব? তিনি তাহাতে উত্তর করিলেন যে, অমৃত বাবুর হঠাৎ এ কার্য্য করা যুক্তি যুক্ত হয় নাই, তাঁহার কিছুদিন, অন্ততঃ এক বৎসরকাল অপেক্ষা করা উচিত ছিল। তোমার মেজ পিসে মহাশয়ের ভাই তাহাতে এইরূপ বলেন যে অমৃতলালকে এক বৎসর সমাজচ্যুত হইয়া থাকতে বলাতে বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা; আপনার সমাজের মধ্যে সহানুভূতি না পাইয়া সে সমাজান্তর গ্রহণ করিতে পারে ও অবশেষে আমরা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিব না। আমিও সে অবস্থা অবশ্য সমর্থন করিতে পারে।" সেদিন উক্ত বাবুর বিরুদ্ধে সকলেই অমৃতলালের পুনর্গ্রহণের আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহাকে আমি বলিলাম যদি ম্লেচ্ছ সহবাসের জন্য সমাজচ্যুত হইতে হয় তবে বৈদ্য সমাজের [illegible] অবস্থাপন্ন লোকের সত্যের অনুরোধে বৈদ্য নাম পরিত্যাগ করা উচিত। সংক্ষেপে আমি তাঁহাকে নিম্নলিখিত এই কয়টী যুক্তি দেখাইয়া উপস্থিত আন্দোলনে বিরত থাকিতে অনুরোধ করি।

১। যদি শাস্ত্রানুযায়ী প্রকৃত বৈদ্যসমাজ রক্ষা করিতে হয় তবে ডাক্তারি চিকিৎসা ব্যবসায়ী কবিরাজ ব্যতীত আর সকলকে বিশেষতঃ ম্লেচ্ছ সংস্রবী ও ম্লেচ্ছের দাস সেবী [illegible] মাত্র বৈদ্য রাজীবক সমাজ বহিষ্কৃত করা উচিত। যথাচারী যুক্তি [illegible] থাকা আর হইয়া উঠিবে। সুতরাং সত্যের অনুরোধে অন্যের দোষ না দেখিয়া শুধু অনুকরণ করিতে [illegible] উচিত।

[illegible] বলি বৈদ্য সমাজ [illegible] স্বীকার [illegible] হইলে অমৃতলালের উপর অত্যাচার করিবার পূর্ব্বে আপনাদের মধ্যে অনেককে সমাজ ত্যাগ করিতে বা প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য করা উচিত। কেহ কেহ অমুক সাহেব ম্লেচ্ছার ভোজন করিয়াও অবতারী [illegible] হইয়া মিথ্যা কথায় সাক্ষ্যে সমাজভুক্ত থাকিবে আর অকপট সত্যবাদী অমৃতলাল প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও সমাজচ্যুত হইতে পারিবেন না, ইহা অপেক্ষা বৈদ্যসমাজের শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে। বৈদ্য সমাজ যদি সত্যের গৌরব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তবে সাধ্যানুসারে সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করুন। কারণ অসত্য ও কপটতার প্রশ্রয় দিয়া বালক বালিকার হৃদয়ে দুর্নীতি মুদ্রিত করা কোন সমাজেরই শোভা পায় না।

৬। অভক্ষ্য ভক্ষণ, কোন জিনিস ভক্ষ্য ও কোন জিনিস অভক্ষ্য প্রত্যেক মনুষ্য আপনার সম্বন্ধে কতক পরিমাণে বলিতে পারে ও দূরদর্শী সুচিকিৎসক আপনার চিকিৎসিত পীড়িতগণের পক্ষে ব্যবস্থা দিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া কোন কালে কি কোন যুগে হিন্দুসমাজের মধ্যে আহারের কথা ধরিয়া জাতি নির্ণীত হয় নাই। প্রমাণ হিন্দুধর্মের মধ্যে অসংখ্য সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত. তাহাদের মধ্যে আহারে পার্থক্য বর্ত্তমান থাকিলেও তাহারা সকলকেই হিন্দু এবং আহার সম্বন্ধে

পর প্রত্যাশী হইয়া থাকিতাম তাহা আমরা নিজেরা যাবেই সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতেছি। কমিশনরগণের উপযুক্ত নির্ব্বাচন হইয়াছে, যাঁহারা তাঁহারা প্রজাবর্গের হিতসাধনে সক্ষম। আপনার ইচ্ছায় প্রজাবর্গ অভিপ্রায় মনোনীত করিয়া লইয়াছে এখন তাহাদের ভিতর প্রজাপীড়ক ব্যক্তি অতি অল্প মাত্রই লক্ষিত হইয়া থাকে। মিউনিসিপাল শাসন কার্য্য এক প্রকার সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে। যেখানে মিউনিসিপালিটী নাই সেখানেও আজ স্বায়ত্তশাসনের অঙ্কুরিত বীজ রোপণ করা প্রস্তুত হইয়া অধিবাসীবর্গকে আত্মহিতায় উদ্যোগ করিতেছেন। প্রজাবর্গ সেইরূপ যেন্ত্র গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, গবর্ণমেণ্টও স্বায়ত্তশাসনের নিয়মাদি প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন আগামী নবেম্বর মাস হইতে স্বায়ত্তশাসনের কার্য্য আরম্ভ হইবে। এংলো ইণ্ডিয়ান শত্রুগণ কীটের ন্যায় অঙ্কুর বিনাশের উদ্যোগে ছিলেন মিথ্যা রচনা প্রবঞ্চনা ও প্রতিহিংসার অস্ত্রাঘাতে আমাদের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন যে উদ্যোগ, সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ন্যায় ও সত্য আপনার বলে আপনি পরিবর্দ্ধিত হইয়া শত্রুগণকে পরাভূত করিয়াছে। এখন ভারতবাসী অনেক আশার বহু অনেক যত্নের সামগ্রী স্বায়ত্তশাসনের রত্ন লাভ করিবার জন্য উৎফুল্লনেত্রে শুভদিনের অপেক্ষা করিতেছেন।

অনূ্যন ২৪ বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাব প্রদেশে সার জোনাথন ম্যাক্লিয়ড যখন ভারতীয় স্বায়ত্তশাসন নীতির প্রথম সংগঠন করেন, তখন তাহা গবর্ণমেণ্টের প্রীতিপ্রদ হয় নাই। ক্রমে দেশের লোকের উন্নতির সঙ্গে লর্ড মেওর গবর্ণমেণ্ট এই নীতির আদর করিতে আরম্ভ করেন। লর্ড মেও যদি আর কিছু দিন কর্ত্তৃত্ব করিতে পাইতেন বোধ হয় এতদিনে স্বায়ত্তশাসন ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া পুরাতন হইত। অথবা রীপণের হস্তে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত না হইয়া তাঁহার হস্তে আরও কত না উন্নতি লাভ করিত। কিন্তু কাল যাহার প্রতিবাদী মনুষ্যে তাহার কি করিতে পারে? লর্ড মেও আণ্ডামানের উপকূলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অভীপ্সিত স্বায়ত্তশাসন নীতির চিন্তা করিয়া ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিলেন। মহাত্মা রীপণ সাগর সেঁচিয়া সেই অমূল্য রত্ন আহরণ করিয়া ভারতকে উপহার দিয়াছেন। হারাণ ধন ফিরিয়া পাইয়া ভারতবাসী দুই হস্ত তুলিয়া রীপণকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন সে ধনের মূল্য কি ভারতবাসীর আর কি তাহা জানিতে বাকী আছে? ইংরাজি ভাষা, ইংরাজি ব্যবস্থা, ইংরাজি রুচি, ইংলণ্ডের রাজনীতির আস্বাদ পাইয়া অমৃতে কি আর আমাদের অরুচি হইতে পারে? আমরা যে কতদূর স্বায়ত্তশাসনভক্ত এক রীপণ ভক্তিতেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় শতাব্দী ধরিয়া কত শাসনকর্তা ভারত শাসন করিয়া গেলেন, কিন্তু করুণাবতার উদার হৃদয় রীপণ আমাদের প্রাণের ভিতর যে সিংহাসন পাতিয়া উপবেশন করিয়াছেন, তাহার ত্রিসীমায় অগ্রসর হইতে আর কাহাকেও দেখা গেল না। অনেক মিউনিসিপালিটির সভ্যগণের সভায় রীপণ স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে যে উদার মধুর বক্তৃতায় আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, আজও তাহা আমাদের স্মরণপথে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ভারতবাসীকে রাজনৈতিক সাধারণ শিক্ষা প্রদান করাই স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্য। ভারতে শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমে পরিপুষ্ট হইতেছে। অনেক বুদ্ধিমান ও সজ্জন ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী হইয়া গবর্ণমেণ্টকে সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহারা এখন আপনার শাসন আপনিই করিবেন ইহাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। "আমরা যে ইচ্ছা পূর্ব্বক ভারতবাসীর কল্যাণ হইবে বলিয়া তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতেছি তাহা নহে। এখন এরূপ সময় আসিয়াছে যে তাহাদিগকে আর স্বায়ত্তশাসন না দিয়া থাকিতে পারা যায় না।"

বাস্তবিকই এমন সময় আসিয়াছে যে আর আমাদের স্বায়ত্তশাসন না দিলে কোন ক্রমেই চলে না। এখন সকলেরই চক্ষু ফুটিয়াছে। যে ভারতবাসী হেষ্টিংসের কর্ত্তৃত্ব কালে কঠোর শাসনে পীড়িত হইয়াও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেন না, এখন আর সে ভারতবাসী নাই। রাজা জ্যোতীন্দ্র মোহন ঠাকুর হইতে রঙ্গপুর জেলার কৃষক পর্য্যন্ত আর কেহই পীড়ন সহ্য করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে চাহেন না, অভাব হইলে চীৎকার না করিয়া নীরবে থাকিতে পারেন না সাহেব চক্ষু রাঙাইলে আর কেহ ভীত হইয়া পলায়ন করে না। নিজের ধন নিজের স্বার্থ যখন আমরা চিনিতে পারিয়াছি, তখন তুমি ইংরাজ, কেমন করিয়া আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবে? যতদিন নাবালক ছিলাম, চক্ষু রাঙাইলে ভয় করিতাম, আমার যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া তুমি যথেচ্ছাচার করিতে। এখন সাবালক হইয়াছি, আপনার ধন চিনিয়াছি কে তুমি যে আমাকে আমার নিজস্ব ধনে বঞ্চিত করিবে? এংলো ইণ্ডিয়ান প্রভু! তুমি বল আমরা সকলে স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী হইতে পারি নাই, আমরা তাহা স্বীকার করি। শত করা সকলে স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী নহে। অনেকে তাহার প্রত্যাশাও করে না কিন্তু দেখ, যে কৃষকপর্য্যন্তও নিজের খাজনাটি, নিজের বিদ্যালয়, ঔষধালয়, নিজের চৌকিদারী, পুলিস, নিজে চালাইতে চাহে, সে সকলে পঞ্জাবে, উত্তর পশ্চিমে কি মান্দ্রাজে, বোম্বাইয়ে কি বঙ্গদেশে, স্বায়ত্তশাসন ভিন্ন রাজ্য শাসনের আর সদুপায় কি? রীপণ নিজের মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিয়া প্রথমেই গবর্ণমেণ্ট সকল স্থানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। তা বলিয়া ভারতবাসী মাত্রেই তাহার উপযোগী নহে, একথা বলা যাইতে পারে না। রীপণ এংলো ইণ্ডিয়ান সিভিলিয়ানগণকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাদিগকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। রীপণ স্বহস্তে যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, অঙ্কুরিত হইলে প্রথমতঃ যদি তাহা একগুচ্ছ মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া লইয়া দেখিতে যান অঙ্কুরের মূল কতদূর প্রবেশ করিয়াছে তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা গাছটির মাথা খাইয়া বসিবেন। সদুদ্দেশ্যেই হউক, আর অসদুদ্দেশ্যেই হউক, এংলো ইণ্ডিয়ান প্রভু, গাছটী যদি আবার উঠাইবার চেষ্টা না করেন তবেই ইংরাজের নাম বর্দ্ধিত হইবে, রীপণের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ হইবে ভারতবাসী ন্যায় সঙ্গত ন্যায্য অধিকার প্রাপ্ত হইয়া রাজার উপর সহস্রগুণ অধিক ভক্তিমান হইবে।

সে দিন নিকটে আসিতেছে। ভারতের দিকে সৌভাগ্য লক্ষ্মী আবার যেন সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। ভারতবাসি! এই শুভদিনের আবাহন করিতে প্রস্তুত হও। উৎসবের জন্য সুসজ্জিত হও। পশ্চাতে শত্রু দাঁড়াইয়া আছে, সম্মুখে বিঘ্ন বিপত্তি আছে। এই দুয়ের মধ্যে আপনার কর্ত্তব্য স্থির কর। অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া যে ধন যাচিয়া পাইয়াছি দেখিও যেন অযত্ন করিয়া আবার তাহা হারাইতে না বসি।

—•—

ঋণকর্ত্তা পিতাশত্রু।

সন্তান প্রতিপালন যেমন পিতার কর্ত্তব্য সন্তানকে অঋণী করিয়া যাওয়া তেমনি তাঁহার অধিক কর্ত্তব্য। পিতা ঋণভার গ্রস্ত হইলে তাঁহার বার্দ্ধক্যে বা অবর্ত্তমানে সন্তান সেই ঋণের জন্য দায়ী হয়। সংসারে প্রথম প্রবিষ্ট হইবার সময় সন্তান যখন সংসারের সকল বিষয়ে অজ্ঞ থাকে, ঘরের বিপদ পরের অত্যাচার, রাজা মহাজনের

পীড়ন, রাইত প্রজার প্রবঞ্চনা, বাজারের দর, চাকরির ক্লেশ, এই সকল বিষয়ের ভিন্ন পরিমাণ চিন্তাও যখন তাহার মনে উদয় হয় না, তখন তাহাকে একটী ঋণের বোঝা স্কন্ধে করিয়া সংসারের রঙ্গভূমে নামিতে হয়। ঋণের সঙ্গে সঙ্গে মহাজন আসে, মহাজনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য চাকরির প্রয়োজন হয়, চাকরির সঙ্গে সঙ্গে অভাব—তখন রাইয়ত প্রজার অনুসন্ধান করিতে হয়, বাজার দরের কথা যাচা করিতে হয়, অপর পরিবারবর্গ অসন্তুষ্ট হয়, পরের নিকট অত্যাচার সহিতে হয়—একেবারে অনভিজ্ঞ বালকের স্কন্ধে সংসারের সকল ভারই চাপিয়া পড়ে। কারণ কি? একমাত্র পিতৃঋণ—সেই জন্য যে পিতা ঋণ করেন শাস্ত্রে তাঁহাকে শত্রু বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর পিতা স্বরূপ। প্রজাপালন যেমন রাজার কর্ত্তব্য, প্রজাকে অঋণী করিয়া রাখা তেমনি তাঁহার অধিক কর্ত্তব্য। রাজা যদি ঋণ করিয়া যান প্রজাই তাহার জন্য দায়ী হয়। ঋণকর্ত্তা পিতার অবর্ত্তমানে পিতৃঋণের জন্য পুত্রকে যেমন ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, রাজার বর্ত্তমানেই হউক, আর অবর্ত্তমানেই হউক, তৎকৃত ঋণের জন্য প্রজাকে সেইরূপ বিপর্য্যস্ত হইতে হয়। রাজার অভাব হইলেই প্রজার উপর পূরণের ভার পড়ে। প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া সেই অভাবের মোচন হয়, সেই ঋণের পরিশোধ হয়। ঋণ করিবার পর হইতেই রাজা যখন কেবল দেহি দেহি শব্দে প্রকৃত পীড়ন আরম্ভ করেন, তখন অপ্রস্তুত প্রজার স্কন্ধে সম্পূর্ণ রাজ্যের ভার আসিয়া উপস্থিত হয়, দারিদ্রের উপর দারিদ্র আসিয়া দরিদ্র প্রজার সর্ব্বনাশ করে—এই জন্যই পিতৃশব্দবাচ্য ভূপতিকে শত্রুশব্দবাচ্য করিয়া প্রজাকে বলিতে হয় "ঋণীরাজা প্রজাশত্রু"।

আয় বিবেচনা করিয়া ব্যয় করিতে না পারিলেই লোকে ঋণগ্রস্ত হয়। রাজাও কেবল বেহিসাবি খরচ করিয়াই ঋণজালে জড়িত হন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট এইরূপে কত যে বেহিসাবি খরচ করিতেছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। লর্ড র‍্যাণ্ডলফ চর্চ্চিল মহাশয়ই বলিয়াছিলেন ভারত রাজ্য কেবল খরচের রাজ্য। বাস্তবিকই ভারত গবর্ণমেণ্ট বিবিধ প্রকারে যেরূপ অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া থাকেন। কোন সভ্যরাজ্যেই সেরূপ দেখা যায় না। ভারতে আসিয়া ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ যেরূপ নবাবি চাল চালনে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন বিলাসপ্রিয় নবাবদের ভাগ্যেও সেরূপ ভোগাদি সম্ভোগ ঘটিয়া উঠে নাই। এতদূর বেহিসাবি খরচ যেখানে সেখানে যে শীঘ্রই ঋণের আবশ্যক হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? উজিরী সময়, আফগান বিবাদ ব্রহ্মের যুদ্ধাহুতি, তিব্বতের ছেলেখেলা—ইহার উপর আবার তামাসা, দিল্লির তামাসায় ভারতবাসীর সপিণ্ডীকরণ, সেনানীর ভাগে লাভ হয় পেন্সনের উপর পূরণ, আবার সর্ব্বোপরি অম্বর শৈলবিজয়। গবর্ণমেণ্টকে ঋণ করিতে হইবে না ত আর কাহাকে হইবে? তাই এক্ষণে বিশলক্ষ টাকা ঋণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট গত সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ্য ভাবে ডাক পাড়িয়া বসিয়াছেন। ঋণদাতা আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে (টেণ্ডার) দিবেন। একশত পাঁচশত টাকার ন্যূন টেণ্ডার গৃহীত হইবে না। ঋণের টাকার উপর শতকরা ৪ টাকা হারে সুদ চলিবে। দেশীয় প্রজা যে এত টাকা দিয়া উঠিতে পারিবেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এমন আশাও মনেও রাখেন নাই। দিতে হইলে বিদেশীয় রাজা কি বণিক মহাজনেরাই ঋণ দিবে, তাহার উপর সুদ চাপিতে থাকিবে, শেষে যখন মহাজনের উৎপাত বাড়িবে গবর্ণমেণ্ট তখন "দেহি দেহি" শব্দে প্রজার উপর উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিবেন। এরূপ গবর্ণমেণ্টকে আমরা পিতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করিব, তথাপি শত্রু ভিন্ন মিত্র বলিতে পারিব না। যে রাজা প্রজার কল্যাণে সুখী নহেন, প্রজার হিত সাধনে যত্নবান নহেন, ঋণের ভার স্কন্ধে লইয়া প্রজার মাথায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া দিতেও অণুমাত্র সঙ্কুচিত নহেন, রাজা বলিয়া যদিই তিনি আমাদের পূজ্য ভক্তির পাত্র হউন না কেন, শাস্ত্রানুসারে তিনি আমাদের শত্রু। এ শত্রুতা সাধিবার প্রয়োজন থাকার জন্য, প্রজার তাহাতে কোন উপকার নাই। প্রজা তাহাতে এক কপর্দ্দকও লাভ করিতে পারেন না। সে কেবল গবর্ণমেণ্টের শুধের দেনার জন্য, আর বেতাজ আত্মীয়বর্গের প্রতিপালনের জন্য।

গবর্ণমেণ্টের যেরূপ কার্য্যের পদ্ধতী দেখা যাইতেছে তাহাতে কস্মিনকালে ভারতবাস যে ঋণী মুক্ত হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। এবৎসর ব্রহ্মাধিকারের জন্য ব্যয় হইয়াছে বলিয়া ঋণ করিতে হইল, পর বৎসর আফগান সমরের ব্যয় জন্য আবার ঋণ করিবার আবশ্যক হইবে, এবৎসর তিব্বত অধিকারের সূচনা করিয়া ঋণ করিতে হইয়াছে। আগামী বর্ষে তিব্বতের সহিত সমরানলে অবতীর্ণ হইয়া আরও অধিক ঋণ করিতে হইবে। এ বৎসর বাঙ্গালীর উপর গবর্ণমেণ্ট কিছু বিরূপ হইয়া রহিলেন, আগামী বর্ষে তাঁহাদের স্থানে অধিক বেতন দিয়া বিলাতি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইবে—এইরূপে ঋণ পরিশোধ হইবার পূর্ব্বে প্রতি বৎসরই ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে। প্রজা যদি করের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকে, রাজাকেও উপনিবেশগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইবে।

গবর্ণমেণ্টের ঋণগ্রস্ত হইবার আর একটী কারণ—রাজনীতির ভিতরে গ্রাম্যনীতির সমাবেশ। গবর্ণমেণ্ট যতই পরের রাজ্যে লোভ করিয়া স্বরাজ্য বিস্তার করিতে থাকিবেন ঘরের রাজ্যে ততই তাঁহাদের অর্থের অভাব অনুভব করিতে হইবে। লোকে যখন পরের ধনে লোভ করিতে গেলে ঘরের ধন যায়। আফগান ও ব্রহ্মব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বাহুল্য বিবেচনা করিতে গেলে এই প্রবাদ বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। ঠকাইতে গেলে ঠকিতে হয়, পর প্রাণীকে প্রকারান্তরে স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে হয় তাই লোকদিগের মরণ পূর্ব্বে লোকসানের কাহিনী ব্যক্ত হইয়া পড়ে। সেই জন্যই লক্ষ লক্ষ টাকার ঋণ আর প্রজার উপর পীড়ন।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের বন্ধু [illegible]। ইংরাজকে আমরা বড়ই ভাল বাসি। তাই বার বার অনুরোধ করিয়া বলি, গবর্ণমেণ্ট আরও কিঞ্চিৎ মিতব্যয়ী হউন, শাসন প্রণালীর আরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করুন, শাসননীতির ভিতরে গ্রাম্যনীতির সংস্কার করুন। নচেৎ চিরদিনই ঋণী থাকিতে হইবে, চিরদিনই প্রজার উপর পীড়ন হইবে, চিরদিনই ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রজাবর্গের শত্রুনামে অভিহিত হইবেন।

—০০—

ফ্রোতেভোস্ট মার্সেলের সহৃদয়তা।

চিত্রকর পাঠক! আপনারা অনেক চিত্র করিয়াছেন। ঘর, বাড়ী গাছপালা পশু পক্ষী এ সকলের জীবন্ত প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন মানুষের দশ দশায় দশ সহস্র প্রকার রূপ ও অবস্থার অনুরূপ প্রায় পরিপূর্ণ চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, আপনারা বলিতে পারেন অপরাধী ব্যক্তি ঘাতুকের হস্তে যখন প্রাণ দেন, ফাঁসিকাষ্ঠের উপরে অপরাধীর গলায় রজ্জু পরাইয়া নিম্ন হইতে আশ্রয় স্থান অপসারিত করিয়া লইলে মৃত্যুর পূর্ব্বে অপরাধী যখন ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, জিহ্বা চক্ষু বিনির্গত, শরীরের সব প্রত্যঙ্গ, অস্থি শিরা, মাংস-

মানবের দশ দশা বা, কালচক্র। শ্রীচণ্ডীচরণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আর্য্য চিত্রালয় ৩৮ নং সিমুলিয়া স্ট্রীট।

এইচিত্রখানিতে শৈশব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মনুষ্যের দশ দশার দশটী চিত্র চিত্রিত আছে। চিত্রগুলি একটী বৃক্ষের পরিধিপার্শ্বে ক্রমান্বয়ে শৈশব, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, জরা ও মৃত্যুর অবস্থা পরিচায়ক দশটী বৃত্তাকারে অঙ্কিত। মধ্যে মহাকালের ভীম মূর্ত্তি। দেখিলেই ইহজীবনের নশ্বরত্ব চক্ষের সম্মুখে প্রতীয়মান হয়। চিত্রের ভিতরে কি কি দোষ আছে, চিত্রকর না হইলে তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে এইরূপ বৈরাগ্যোদ্দীপক চিত্র যে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে রাখা কর্ত্তব্য তাহা আমরা নিঃসংশয়ে উপদেশ দিতে পারি। উলঙ্গ ফরাসী চিত্রগুলি টাঙ্গাইয়া যাঁহারা গৃহের শোভা বর্দ্ধন করেন এবং সময়ে সময়ে কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি সেগুলি পুড়াইয়া ফেলিয়া তাহাদের স্থানে "শবের উপদেশ" ও "মানবের দশ-দশা" স্থাপন করেন তাঁহাদের ঘরের শোভা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়, ইহজীবনের নশ্বরত্ব ও মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিত্ব স্মরণ করিয়া কখনই তাঁহাকে কুপথে যাইতে হয় না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

জয়েণ্ট ম্যাজেষ্ট্রেট মিঃ এ. ডবলিউ পল টইবরি সাহেবের ছুটির সময় হুগলীর একটিং ম্যাজেষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। মিঃ কে, এণ্ডারসনের ছুটির সময় মিঃ এফ এই. বি, স্কাইন মুর্শিদাবাদের একটিং ম্যাজেষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। মিঃ টি. এম, কার্কউডের ছুটির সময় রঙ্গপুরের সেশন জজ মিঃ জে, হুইটমোর পাটনার সিবিল ও সেশন জজ নিযুক্ত হইলেন। পাটনার অস্থায়ী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবি সাহেব মহম্মদ কিছুদিনের জন্য বাঢ় মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ত্রিপুরার আসিষ্টাণ্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও মিঃ সি. এম, উইলসন গত ১০ ই জুলাই হইতে তথাকার একটিং ডেপুটী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন। মালদহের ডেপুটী ম্যাজেষ্ট্রেট বাবু শিবচন্দ্র নাগ গত ২ রা এপ্রেল হইতে তথাকার সদর সব রেজিষ্টারের কার্য্য করিতেছেন। প্রেসিডেন্সি হাঁসপাতালের আপোথিকারি মিঃ জে, টি ওয়েষ্টন সাঙ্গহেক্কের সিবিল মেডিকেল অফিসার হইলেন। মৃত [illegible] আড্ডির স্থানে একটিং ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগমোহন চট্টো [illegible] ইনকম ট্যাক্সের ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

ঢাকার প্রথম সব জজ শ্রীযুক্ত দেবীমাধব মিত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর সব জজ হইলেন; [illegible] ছুটিপ্রাপ্ত ১ম মুন্সেফ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ তৃতীয় শ্রেণীর সব জজ হইলেন; ইনি আগামী দশহারার ছুটী পর্য্যন্ত ঢাকার অতিরিক্ত সব জজের কার্য্য করিবেন। [illegible] অতিরিক্ত সব জজ শ্রীযুক্ত যদুলাল চট্টোপাধ্যায় [illegible] দ্বিতীয় সব জজ নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুর ছুটির সময় শ্রীযুক্ত নীলকোমল মুখোপাধ্যায় পূর্ণিয়া কৃষ্ণগঞ্জের একটিং মুন্সেফ হইলেন; সৈয়দ [illegible] আলি, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত কালীকুমার মিত্র ময়মনসিংহ, জামালপুর এডিশনের অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন; বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার মিউনিসিপাল বেঞ্চের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর [illegible] গড়বেতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন; [illegible] সব ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী [illegible] খাঁ এবং অস্থায়ী সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজেষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ইয়োরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১১ ই আগষ্ট, আমাদিগের নূতন ভারত সেক্রেটারি সার রিচার্ড ক্রস সাহেব সম্প্রতি লর্ডশ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন। ইহাঁর নূতন উপাধি ভাইকৌণ্ট ওয়ারিংটন।

লণ্ডন ১২ ই আগষ্ট, মাননীয় রবার্ট বুর্ক সাহেব মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরেল লর্ড মেয়োর ভ্রাতা। ইনি আগামী নবেম্বর মাসে এ দেশে আসিবেন।

ম্যানসন হৌসে কল্য রাত্রে একটী ভোজ হয়, ঐ ভোজে লর্ড সালিসবরি একটী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, আয়র্লণ্ডের ন্যাসন্যাল লীগ দলস্থ লোকের অত্যাচার হইতে রাজভক্তগণকে রক্ষা করাই এবং সেই প্রদেশে শান্তি স্থাপন জন্য বল প্রয়োগ করাই গবর্ণমেণ্টের প্রথম কার্য্য হইবে।

তিনি আরও বলেন যে যদিও রুষ আফগান সীমা নির্দ্ধারণ কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই এবং মিসরের বন্দোবস্তও ঠিক হয় নাই। তথাপি তাঁহার বিশ্বাস যে ঐ কার্য্য দ্বয় বিবাদে নিষ্পন্ন হইয়া যাইবে।

বেলফাষ্টে এখন কতকটা ঠাণ্ডা আছে। সৈন্যগণ শান্তি রক্ষার্থ রাস্তায় পাহারা দিতেছে।

লণ্ডন ১৩ ই আগষ্ট; ইউনাইটেড আয়র্লণ্ড নামক পত্র ম্যানসন হৌসে লর্ড সালিসবরির বক্তৃতা সমালোচন করিতে গিয়া বলেন যে, উহা ন্যাসন্যালিষ্ট অর্থাৎ জাতীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সমরঘোষণা হইয়াছে। শান্তির আর আশা নাই।

ডিউক অব কনট সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আসিবার জন্য আগামী মাসের ৮ই তারিখে মার্সেলস বন্দরে জাহাজে চড়িবেন।

লণ্ডন ১৪ই আগষ্ট, ল্যাঙ্কাশাইরের একটী কয়লার খনিতে আগুন লাগিয়া উহা উড়িয়া গিয়াছে। ৩৮ জন লোক মাটী চাপা পড়িয়াছে।

লণ্ডন ১৫ ই আগষ্ট, সার মাইকেল হিক্স বীচ মন্ত্রিসভাকে বলিয়াছেন আয়র্লণ্ডের অবস্থা অসন্তোষজনক। অতএব কিছু দিনের জন্য পার্লিমেণ্ট বন্ধ থাকিবে। শরৎকালে আর ঐ মধ্যস্থতায় কোন ফল হইল না; আয়র্লণ্ডের [illegible] জন্য পার্লিমেণ্টে একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১০ ই আগষ্ট; [illegible] পাশার অত্যাচার উপলক্ষে [illegible] মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] "তাঁহার দ্বারা নগরে শান্তি স্থাপন করিবার জন্য তুরস্ক একটী কমিসন নিয়োগ করিয়াছেন।"

কলিকাতা

কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এবার এম বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। শারীরবিদ্যা ও মেটিরিয়া মেডিকায় তিনি অকৃতকার্য্য হন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণ তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া পাস করিয়া দিয়াছেন।

গত ৭ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে লোকের মৃত্যু সংখ্যা ১৯৮। পূর্ব্বের দুই সপ্তাহে ক্রমান্বয়ে ১৭৩ ও ২৫১ জন মরিয়াছিল।

আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ডানিএলের অধস্তন ম্যাণ্ডার সাহেব যে দিন উক্ত আদালতের উকিল বাবু পশুপতি গাঙ্গুলির মুহুরীকে আদালতে প্রবেশ করিবার অপরাধে অনধিকার প্রবেশ বলিয়া পেনাল কোডের ৪৪৭ ধারা অনুসারে অর্থদণ্ড করেন। মুহুরী হাইকোর্টে মোসন করায় হাইকোর্টের জজ বিভালে সাহেব রায় দিয়াছেন যে আদালতে কাহারও প্রবেশ বন্ধ করিবার ক্ষমতা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট যদি কাহাকে [illegible] করেন তবে সিবিল প্রসিডিয়রের অনুসারে তাহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালান উচিত। রাজধানীর নিকটে এরূপ আইন ও বিবেচনা বিরুদ্ধ বিচার হওয়া কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে?

আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে এম, ডি, গত ৩০ এ শ্রাবণ শনিবার অপরাহ্ণে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি অতি সুবিবেচক ও চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদ ব্যক্তির মধ্যে যে একটী বিচক্ষণ ব্যক্তির অভাব হইল তাহা আমরা বুঝিতেছি। ইনি লাটিন, ফরাসী, জর্ম্মণ প্রভৃতি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। প্রগাঢ় অধ্যয়নানুরাগ নিবন্ধন তিনি সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতেন। ৫৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিতে না করিতে ইঁহার মৃত্যু হইল। শেষ দশায় পুত্রশোকে ইঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়াছিল।

৩০ এ শ্রাবণ শনিবার রাত্রি ১টার সময় [illegible] রামকৃষ্ণ পরমহংস পরলোক গমন করিয়াছেন অবগত হইয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। ইঁহার ঐশ্বরিক প্রেম, পরমার্থ জ্ঞান আদি বিষয়ে সকলেই অবগত আছেন। এই সাধু মহাপুরুষ ১৭৫৬ শকে ১০ ই ফাল্গুন বুধবার ভূমিষ্ঠ হন। হুগলীর অন্তর্গত শ্রীপুর কামারপুর গ্রামে ইঁহার জন্মভূমি ছিল। বহু লোকের সহিত তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে উন্নতি দেখা গিয়াছিল। ইনি বিশেষ লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু তাঁহার ঐশ্বরিক প্রেমে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

প্রকাশের" সৃষ্টি কল্পনা হয়। সারদাপ্রসাদ নামক জনৈক বধির ছাত্রের ভরণ পোষণ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথমে এই পত্রিকা প্রকাশের কল্পনা করেন। প্রস্তাব হয় যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং এই পত্রিকাখানি লিখিবেন এবং সারদাপ্রসাদ তাহার সম্পাদক হইবেন, সারদাপ্রসাদ তৎপরে বর্দ্ধমানের মহারাজার অধীনে একটি কর্ম্ম পাইয়া বর্দ্ধমানে গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে সোমপ্রকাশ প্রকাশের কল্পনাটিও পরিত্যক্ত হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশে কেবল সংবাদ প্রভাকর ও সমাচার চন্দ্রিকা নামক দুই খানি সংবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছিল। তখন এই দুই খানি পত্রেরই অবস্থা অতি হীন ছিল। কোন রাজনৈতিক বিষয়ই উহাদের আলোচনার বিষয় ছিল না। নীতিভাবে কোন সামাজিক বা ধর্ম্ম নৈতিক প্রবন্ধ সংবাদ পত্রিকায় আলোচিত হইত না। কেবল কোন বিশিষ্ট লোকের নিন্দাবাদ, কোন সামাজিক কাণ্ডের বহস্যবাদ ইহা লইয়া পত্র দুই খানি পূর্ণ করা হইত। শ্রীরামপুর হইতে খ্রীষ্টীয় মিসনরিগণ যেসকল সাময়িক পত্রাদি প্রচার করিতেন তাহাও কেবল খৃষ্টীয়ভাব পরিপূর্ণ। সুতরাং একখানি উপযুক্ত সংবাদপত্রের সৃষ্টি করা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার "সোমপ্রকাশ" সৃজনের কল্পনা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক দিন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ আর কয়েকজন পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া "সোমপ্রকাশ" প্রকাশের প্রস্তাব করেন। সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের হস্তে ইহার সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করা হয়। কিয়দ্দিন সকলেই সোমপ্রকাশে প্রস্তাব লিখিয়া অবসর গ্রহণ করেন, ১৮৫৬ অব্দে সোমপ্রকাশ যখন প্রথম প্রচারিত হয় তখন কলিকাতার চাঁপাতলায় সোমপ্রকাশের মুদ্রাযন্ত্র ছিল। ১৮৬২ অব্দে মাতলা রেল খোলা হইলে বিদ্যাভূষণ সোমপ্রকাশ লইয়া স্বদেশে গেলেন।

এই সময় হইতেই তাঁহার আর একটী গুণের পরিচয় পাওয়া গেল। বিদ্যাভূষণ কেবল যে বিদ্যার ভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন তাহা নহে। স্বোপার্জ্জিত বিত্তদানে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য এখন হইতে তাঁহাকে বিশেষ উদ্যোগী দেখা গেল। স্বদেশে আসিয়াই তিনি হরিনাভি গ্রামে একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। বিদ্যালয়টী প্রথমে একটী সামান্য পাঠশালা ছিল। বিদ্যাভূষণ তাহার সংস্কার করিয়া ইংরাজি সংস্কৃত এণ্ট্রান্স বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। এই পুরাতন বিদ্যালয়টী হইতে অনেক ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া এক্ষণে উপাধিধারী খ্যাতিসম্পন্ন হইয়াছেন। পরলোকগত পণ্ডিত শিবনাথ সরস্বতীও এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পর অনেকের হস্তে ইহার কর্তৃত্ব ভার ন্যস্ত হয়, কিন্তু ইহার উন্নতি দেখাইতে এতাবৎকাল বিদ্যাভূষণের সমান কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অদ্যাপিও বিদ্যালয়টী "বিদ্যাভূষণের স্কুল" বলিয়া খ্যাত।

বিদ্যালয়টী সংস্থাপন করিয়া রাজপুরে একটী ডাকঘর স্থাপন করিবার জন্য বিদ্যাভূষণ উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করেন। কিছুদিনের মধ্যেই সে চেষ্টায় সফল হইয়া বিদ্যাভূষণ স্বদেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হন। ইহার পরই রাস্তা ঘাট ও মিউনিসিপালিটীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। তখন রাজপুর হরিনাভি চাঙ্গড়িপোতা ও তন্নিকটবর্ত্তী আরও কয়েক খানি গ্রাম সাউথ সুবার্বন মিউনিসিপালিটীর অধীন ছিল। এতদঞ্চলের অধিবাসিগণ মিউনিসিপালিটীকে যথেষ্ট পরিমাণে ট্যাক্স দিতেন কিন্তু তাঁহাদের একটী অভাবও মোচিত হইত না। দেশের ভিতর একটীও পাকা রাস্তা ছিল না। এক স্থানেরও বন জঙ্গল কাটা হইত না। বিদ্যাভূষণ তৎকালিন হরিনাভি বিদ্যালয়ের শিক্ষক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু উমেশ চন্দ্র দত্তের সাহায্যে এতদ্দেশে একটী স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। সোমপ্রকাশের জ্বলন্ত ভাষা এবং বিদ্যাভূষণের ক্রমাগত চেষ্টার গুণে ১৮৭৩ অব্দে রাজপুর মিউনিসিপালিটী নামে এখানে একটী স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। বিদ্যাভূষণ মিউনিসিপালিটী কার্য্যগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং সময় সময় প্রশংসা উৎসাহ, তিরস্কার ও ভৎসনা বাক্যে কমিশনরগণকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিতেন। ইহার আর একটী সৎকার্য্য চাঙ্গড়িপোতায় ষ্টেশন সংস্থাপন। দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে বিদ্যাভূষণ হরিনাভি কোদালিয়া ও চাঙ্গড়িপোতার অধিবাসিবর্গের সুবিধার জন্য চাঙ্গড়িপোতায় একটী রেলওয়ে ষ্টেশন স্থাপিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহার ক্রমাগত চেষ্টায় নিকটে সোনাপুর ষ্টেশন থাকিতেও চাঙ্গড়িপোতায় আর একটী ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা দ্বারকানাথকে দুইহস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ন্যায় স্বদেশের হিতচিকীর্ষু ব্যক্তি বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ ও কলিকাতার দক্ষিণে আর এক জনকেও দেখা যায় না। লোকের হিত চেষ্টাতেই তাঁহার সমস্ত দিন অতিবাহিত হইত। কিসে দেশের লোক স্বচ্ছন্দে দুমুটো খাইতে পায়, কিসে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হয়, বিদ্যাভূষণ নিয়তই তাহার চেষ্টা করিতেন। তিনি স্বকৃত উপার্জ্জনে কেবল যে স্বীয় দারিদ্র্য নিবারণ করিয়াছেন তাহা নহে। দেশের লোকেও তাঁহার নিকট যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছে। এতদঞ্চলে যে ব্যক্তি বড় দরিদ্র বিদ্যাভূষণের কৃপায় তাহাকেও কখন অন্নকষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই। যেসকল বিষয় কর্ম্মে লাভ নাই বরং দশটাকা ক্ষতি আছে বিদ্যাভূষণ তাহারই প্রবর্ত্তনা করিয়া এতদঞ্চলের ইতর দরিদ্র সম্প্রদায়কে চাকরি দিতেন। যদি কেহ বলিত এ ক্ষতিজনক ব্যাপারে প্রয়োজন কি? বিদ্যাভূষণ উত্তর করিতেন লাভ করা আমার উদ্দেশ্য নহে দরিদ্র সম্প্রদায়কে কার্য্যপটু করা ও তাহাদের প্রতিপালন করাই আমার উদ্দেশ্য। দ্বারকানাথ আবার বড় দয়ালু লোক ছিলেন। প্রকৃত দুরবস্থায় পড়িলে কেহই তাঁহার সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইত না। ক্রিয়াকাণ্ডে ব্রাহ্মণ ভোজনে অর্থব্যয় করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। কলিকাতার প্রিয় ব্রাহ্মণ সমাজে সেই জন্য তাঁহার অপযশ হইয়াছিল।

বিদ্যাভূষণ মিতব্যয়ী পরিশ্রমী অধ্যবসায়শীল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কখনও কেহ তাঁহাকে মিথ্যা কথা কহিতে শুনে নাই অথবা কোন বিষয় গোপন করিতে দেখে নাই। তিনি সত্যপ্রিয়তার বড় আদর করিতেন মিথ্যাবাদীকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কপটতা তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ ছিল। যাহার উপর তাঁহার মনোভঙ্গ হইত তিনি তাঁহার জন্মের শত্রু হইয়া দাঁড়াইতেন। মিত্রমুখে তিনি হৃদয় ঢালিয়া দিয়া ভাল বাসিতেন। স্বীয় পরিবার, দাস দাসী ও অধিকাংশ প্রতিবেশী গণের নিকট ইনি বড়ই প্রিয়বন্ধু ছিলেন। কেহ কখনও তাঁহার উপর বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হয় নাই। তেজস্বীতা দ্বারকানাথের গুণ গ্রামের বিভূষণ ছিল। তিনি স্বয়ং কখনও কাহারও আরাধনা করেন নাই। চাটুকার লোকের উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা ছিল। সমাজ সংস্কার ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনকার্য্যে তাঁহার চিত্ত অতীব অভিনিবিষ্ট হইয়াছে। ইনি বৈদিক ব্রাহ্মণে কুল ...

করেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে বৈদিক সমাজে অনেকেই এখন শিল সম্বন্ধ বদ্ধ করিয়াছেন। উঁহার স্বদেশ বাৎসল্য এত প্রবল ছিল যে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি স্বদেশ বাসীর উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথের প্রধান কীর্ত্তি "সোমপ্রকাশ"। সোমপ্রকাশ বঙ্গবাসীর শিক্ষাগুরু, বাঙ্গালা সম্বাদ পত্রের পিতা স্বরূপ। ইহাতেই প্রথমে বঙ্গবাসীকে রাজনীতি শিক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের রুচি জন্মাইয়া দেয়। মার্জ্জিত রুচির সহিত সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে "সোমপ্রকাশই" প্রথমে শিক্ষা দিয়াছে। সোমপ্রকাশের স্বাধীন লেখনীর অগ্রে খেতাঙ্গদিগের অত্যাচার প্রভৃতি ঘুচিয়া গিয়াছে। বঙ্গবাসীর কি অভাব, কি প্রার্থনা এবং বাঙ্গালীর প্রতি গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য কি, সোমপ্রকাশ প্রথমে তাহা গবর্ণমেন্টকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, যেসকল পুরাতন কথা লইয়া গবর্ণমেন্টকে আমরা এখন চাপিয়া ধরিতেছি সোমপ্রকাশের দ্বারাই পূর্ব্বে তাহার সূচনা ও প্রস্তাবনা করা হয়। সোমপ্রকাশ বঙ্গভাষার সংস্কার কর্ত্তা। পূর্ব্বের সাহেবি বাঙ্গালা, মৈথিলি বাঙ্গালা, এবং অনুস্বার বিসর্গ বর্জ্জিত সংস্কৃত—বাঙ্গালা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সোমপ্রকাশই আধুনিক বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার সংস্কার করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার পরমবন্ধু বিদ্যাসাগর যদি জন্ম গ্রহণ না করিতেন, বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতি আরও [illegible] বৎসর দূরে গিয়া পড়িত। ইঁহার প্রণীত একখানি গ্রীস ও রোমের ইতিহাস আছে। বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর পাঠের জন্য ইঁহার প্রণীত একখানি "নীতিসার" গ্রন্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন বিদ্যাভূষণ একখানি ব্যাকরণ [illegible] করেন। ১৮৮৫অব্দ হইতে চাঙ্গড়িপোতা হইতে কল্পদ্রুম নামক একখানি মাসিক পত্র বাহির হয়। ৬ বৎসর কাল কল্পদ্রুমের সম্পাদকের কার্য্য করিয়া বিদ্যাভূষণ পীড়িত হন এবং কল্পদ্রুম বন্ধ করিয়া কাশীধাম যাত্রা করেন। সেখান হইতে কাশীর অবস্থা বর্ণনা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কবিতা লিখিয়া বিশ্বেশ্বর বিলাপ নামে একখানি খণ্ড কাব্য প্রকাশ করেন। ১২৮৯ ও ৯০ সালে তাঁহার প্রণীত "উপদেশ মালা" প্রচারিত হয়। তিনি সম্প্রতি মূল টীকা ও ব্যাখ্যা সহিত [illegible] প্রকাশ করিতেছিলেন। লেখাটি অসম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

বিদ্যাভূষণ বহুদিন হইতে বহুমূত্র রোগে ক্লেশ পাইতেছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যও ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। জলবায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি মুঙ্গের প্রভৃতি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গত কার্ত্তিক মাসে জব্বলপুর ডিভিজনের সাতনা নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে তাঁহার সদাশয়তা গুণে তিনি তত্রত্য বাসী সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। সাতনাতে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া তিনি সেখানে একটী বিদ্যালয়ের সংস্কার করেন। একটী নাইট স্কুল স্থাপন করেন। সাতনা মিউনিসিপালিটির বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করেন। সাতনায় সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপনের জন্যও তিনি বিলক্ষণ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। দেশের উন্নতিপক্ষে তিনি এত চিন্তা করিতেন যে মৃত্যুশয্যায় বিকার গ্রস্ত হইয়া কেবল ভারতের উন্নতি ও দেশের লোকের উন্নতি লইয়াই প্রলাপ বকিয়াছিলেন, মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি কিছুদিন আমাশয় ভোগ করিয়াছিলেন। সহসা তাঁহার গ্রীবাদেশে একটী দুর্দ্দম কারবঙ্কল হয়। তথাকার রাজবাটীর প্রধান ডাক্তার গোল্ডস্মিথ সাহেব এক পয়সাও গ্রহণ না করিয়া তাঁহার চিকিৎসা করেন। সেখানকার পোলিটিকাল এজেন্ট এবং স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী সকলেই তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হন। কিন্তু কারবঙ্কল আরোগ্য করা বিধির অসাধ্য। গত ৭ ই ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকালে গোল্ডস্মিথ সাহেব অতি সতর্কতার সহিত কারবঙ্কল কাটিয়া দেন—তার পর রাত্রিতে জ্বর আসে। সেই জ্বরেই সোমবার বেলা দুই প্রহর ৫ মিনিটের সময় ৬৭ বৎসর বয়সে স্বীয় পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাতনাবাসীকে কাঁদাইয়া তিনি ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া যান।

কর্পূর যেন উবিয়া গেল,—তাঁহার তেজস্বী লেখনী ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া গেল। সূর্য্যের কিরণভাতি দেখিতে দেখিতেই নিবিয়া গেল। হতভাগ্য পরিবারবর্গ, হতভাগ্য বঙ্গবাসী কাঁদিবার জন্য পড়িয়া রহিল। সোমপ্রকাশের পিতা স্বর্গ গমন করিলেন। পাঠক! যাহা হারাইয়াছি তাহা ত আর পাইব না, যেমনটী গিয়াছে তেমনটী ত আর হইবে না। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কেবল আমরা এক একটী রত্ন হারাইতেছি। কোন পূত স্থান পরিপূর্ণ হইয়াছে তাহা আমরা জানি না? ভগবন্! যাহা দাও এমনি করিয়া কি তাহা কাড়িয়া লইতে হয়? এত দিনে সোমপ্রকাশ পিতৃশোক অবগত হইল!!!

প্রাপ্ত

স্বর্গগামী পণ্ডিত ৺ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

আমাদের কোন সহৃদয় পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,—"পণ্ডিত দ্বারকানাথই বিদ্যাভূষণ আর এই সংসারে নাই" এই শোক সমাচারে সমস্ত বঙ্গদেশ আজ গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইবে। সোমপ্রকাশের পাঠকগণ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অবিরল অশ্রুধারা বর্ষণ করিবেন ভারতমাতার একজন বরপুত্র আজ মাতৃক্রোড় শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় সংবাদপত্রের শিরোভূষণ "সোমপ্রকাশ" এতদিনে অনাথ হইল। দ্বারকানাথ যন্ত্রণাময় দারুণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য শান্তিদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। পাঠক! আজি যে অসংখ্য বাঙ্গালা সংবাদপত্র পাঠ করিয়া কত সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় সকলে অবগত হইতেছেন—বঙ্গের গৃহে গৃহে নগরে নগরে সংবাদপত্রের বহুল প্রচার দেখিতেছেন—ইহার প্রবর্ত্তক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। আজি ত্রিংশতাধিক বর্ষ হইল কত সহস্র [illegible] বাধা অতিক্রম করিয়া অদম্য উৎসাহে ও অশঙ্কিত চিত্তে যেরূপ দক্ষতার সহিত সোমপ্রকাশের সম্পাদকতা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহার তুলনা দুর্লভ। বঙ্গমাতার আর একটী অমূল্য রত্ন নিদারুণ কালে গ্রাস করিল,—পাঠকগণ যে মহাত্মা এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অবিশ্রান্ত ভাবে আপনাকে বিবিধ বিষয় শিক্ষা দিলেন, অত্যাচারপীড়িত বঙ্গের অসহায় সন্তানকে ঘোর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিলেন। নীলকর প্রপীড়িত নিরুপায় অশিক্ষিত কৃষকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিলেন। তাঁহার শোক প্রকাশের জন্য আপনারা কি বিন্দুমাত্র অশ্রুজল ফেলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? যিনি বঙ্গদেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য দেহ মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যাঁহার লেখনী সময়ে সময়ে অগ্নিরাশি উদ্গীরণ করিয়া নীলকরদিগকে শশব্যস্ত করিয়াছিল। রাজাকে সতর্ক করিয়াছিল, প্রজাকে কর্ত্তব্যশীল করিয়াছিল, সেই দ্বারকানাথ আজ আমাদিগকে কাঁদাইয়া বঙ্গদেশ অঁাধার করিয়া ভারতজননীকে পুত্রহীন করিয়া বঙ্গভাষাকে অনাথ করিয়া অনন্তধামে যাত্রা করিলেন। আইস আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার নাম বঙ্গসমাজে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখি। সংসারের দারুণ শোক তুচ্ছ করিয়া সংসারের চিন্তা সকল পদদলিত করিয়া দ্বারকানাথ সেইখানে গিয়াছেন যেখানে সংসারের নিন্দা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, কিন্তু আমাদের প্রাণের বেদনা, হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা বায়ুরূপে স্বর্গে গিয়া নিরবধিই তাঁহার চরণতল পূজা করিতে পারিবে।

ওরিএণ্টাল কম্‌গ্রেসে কলিকাতা বোম্বাই ও মান্দ্রাজ হইতে তিনজন দেশীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার কথা হইয়াছিল। এক্ষণে শুনা যাইতেছে তিনজন ইউরোপীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে। ইঁহারা আবার ভারত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং ভারতবাসীর উপর নিতান্ত বিরক্ত। লর্ড ডফরিণ আজকাল বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ প্রকৃতির লোককেই রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে মুল গাঁ 'ব সার লিপিল গ্রিফিন। সার লিপিল যদি বলেন ভারতবর্ষে ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে ভারতবাসিরা লিখিতে পড়িতে জানিত না, ইংরাজকে তাহাতেই বিশ্বাস করিতে হয়। এইরূপ অভিজ্ঞ লোকে আবার আমাদের প্রতিনিধি হইয়া কম্‌গ্রেস্ সভায় যাইতেছেন। এডভোকেট অব ইণ্ডিয়া বলেন যদি সিমলায় যাইবার পথ থাকিত তবে সকলেই দেখিতেন ওরিএণ্টাল সভায় একজনও ওরিয়েণ্টাল নাই।

—●●—

কর্ণেল লকার্টের মিসন জিবেক পর্য্যন্ত গিয়াছিল। জিবেক বাদাকসিনের অন্তর্বর্ত্তী ভারদোজ নামক একটী ক্ষুদ্র নদীর শীর্ষস্থানে স্থাপিত ভারদোজ আর উ-পঞ্জাব নামক আর একটী নদীর শাখা এই দুইটী নদী হিন্দুকুসের সমীপস্থ একটী হ্রদের সাহায্যে জীবিত রহিয়াছে। জিবেক হইতে চিত্রল ৩৫ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। কর্ণেল লকার্ট জিবেক পর্য্যন্ত গিয়া যে কি করিয়া আসিলেন তাহার কিছুই প্রকাশ পায় নাই। আমাদের চক্ষে কেবল অর্থনাশ ভিন্ন আর কিছুই প্রতীতি হয় না। আবার সীমা কমিসন ও নাকি ফিরিয়া আসিতেছেন। ভিতরের কথা কি তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছেন না। আমাদেরত ভাব গতিক ভাল বলিয়া বোধ হয় না। কয়েকদিন মাত্র শুনা গেল রুষ সীমা ছাড়াইয়া ১৫ মাইল অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। সীমা কমিসনেরা আবার রুষ সমস্যায় পড়িয়াছেন। তার পরই কমিসন পৃষ্ঠ দেখাইবেন। কার্য্যের মধ্যে পণ্ডশ্রম ও ভারতবাসীর অর্থনাশ।

—●●—

রুষের সহিত আবার নাকি একটা নূতন তর্ক উঠিয়াছে। প্রশ্ন এই বাদাকসিন নামক স্থানটী স্বাধীন কি কাবুল রাজ্যের অধীন। রুষ বলতেছেন বাদাকসিন চিরকালই স্বাধীন রাজ্য। ইংরাজ কেবল ইহাকে কাবুল রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। ইংরাজ বলিতেছেন বাদাকসিন চিরকালই আমীরের অধীন। রুষের সহিত ১৮৭১ সালে ইংরাজের যে সন্ধি হয় তাহাতে রুষ বাদাকসিনকে আফগান রাজগণের অধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। হিরাটের ন্যায় বাদাকসিন আমীর রাজ্যের একটী অংশ মাত্র। ১৮৭০ সালে এই প্রশ্নটী আর একবার উত্থিত হয়। তখন ও রুষ বাদাকসিনকে আমীর রাজ্যভুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন। এতদিনের পর আবার সেই পুরাতন কথা তুলিয়া রুষ যে বিবাদ বাঁধাইবার চেষ্টা করিতেছেন ইহার অর্থ কি? সীমা নির্দ্ধারণ কার্য্যে ইংরাজ বোধ হয় ঠকিলেন।

—●●—

জুনিয়ার সিভিলিয়ানগণ গবর্ণর জেনারলের নিকট তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতির জন্য আবেদন করেন। উত্তরে সেক্রেটারী মবর্কৈট লিখিয়াছেন ;—সকল বিষয়ে সকলের সমান অদৃষ্ট হয় না। আবেদন কারীরা যে অল্প বেতন পাইয়া থাকেন তাহা ও এতন্নিবন্ধের অধীন। সিভিলিয়ানের মধ্যে নিম্নতম বেতন ইঁহারা তদপেক্ষাও ন্যূন বেতন পাইয়া থাকেন সত্য, কিন্তু অনেকে আবার পেনসন পাইয়া কার্য্য হইতে শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিতেছেন, সুতরাং শীঘ্রই ইঁহাদের পদোন্নতি হইবার সম্ভাবনা। এই অপ্রতুলের সময় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের আবেদন সম্বন্ধে আর কোন বিবেচনা করিতে পারেন না। ইহাকেই বলে "বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরু"। গবর্ণমেণ্টের ঘরের আটন বড় শক্ত কিন্তু বাহিরের বন্ধনী বড় শিথিল। ভাগলপুরের পশু বিদ্যালয়ের কল্পনা গেল, কাগজগুলি মাটী হইতে বসিল, আর মিসনের উপর মিসন, সিমলা গমনের নিমিত্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানির উদর পূরণ ইহার এক পয়সা ব্যয় কমাইবার কথা হইল না। আমরা সিভিলিয়ানগণের বেতন বৃদ্ধি করিবার পক্ষপাতী নহি, সারজন ষ্ট্রাচির মত ইঁহাদিগকে আমরা উদ্ধার কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করি না। তবে আমাদের যাঁহারা নিম্নতম নির্দ্দিষ্ট বেতনের অপেক্ষা ন্যূন বেতন পাইয়া থাকেন তাঁহাদের সে কয়টী মুদ্রা কমাইলেই ব্যয়সংক্ষেপ হইবে না। অধিক ব্যয়সাধ্য ব্যয় গুলিতেই ব্যয়সংক্ষেপ আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট যদি এই বৈদেশিক সিভিলিয়ান সম্প্রদায়কে এককালে তিরোহিত করিতে পারেন তবে তাহাতেই প্রকৃত ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে।

প্রেরিতপত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

জোয়ার ভাটা।

জোয়ার ভাটার স্রোত—মানব নিয়তি
যাহে বহে চিরকাল নিয়মে তাহার
সম্পদের আকর্ষণে মানব প্রকৃতি
অহঙ্কারে উচ্ছসিত—ভীষণ জোয়ার।

অত্যুচ্চ তরঙ্গাঘাতে সম্পদ জোয়ারে
দুর্ব্বল মানবতরী নিমগ্ন তাহায়
তৃণবৎ ক্ষুদ্রনরে অতল পাথারে
কালের অনধি জলে চির মগ্ন হয়।

কণস্থায়ী জোয়ারের ভাটা পরিণাম
ভীষণ উচ্ছাস চির রহেনা তাহার
উচ্ছাসের পর হ্রাস তরঙ্গ উত্থান
সেই স্রোত সেই বেগ বিরাম সবার

সম্পদ সলিল রাশি সব চলি যায়
গর্ব্বের তরঙ্গরাশি অদৃশ্য সকলি
জীর্ণ ভাব, শুষ্ক দেহ ক্রমে বাড়িবায়
সম্পদের বেলা ভূমি ভীম মরুস্থলী।

এই জোয়ারেতে পূর্ব্ব গিরিশ ইটালি
গরব উচ্ছাসে কত বিখ্যাত নগরী
আজ সে বীরের ভূমি হায়রে সকলি
নাহি সেই দৃশ্য কারো শ্মশানের পুরী।

পাণ্ডব কৌরব বংশ ভারত ভূমির
বীরপুত্র ভারতের গিয়াছে চলিয়া
সুবিখ্যাত বীরবংশ এই পৃথিবীর
সব সে ভাটার স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া

নির্ব্বোধ মানব এই ভাটার সংসারে
দুদিনের জোয়ারেতে কেন গর্ব্ব তার
কেন যে উন্মত্ত সবে মিথ্যা অহঙ্কারে
কিছু নয় কিছু সব জোয়ার ভাটার।

একান্ত বশংবদ
শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।
সমস্তিপুর—দ্বারভাঙ্গা

—●●—

যশোহর গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়! গত শনিবারে অত্র স্কুলের অস্থায়ী হেডমাষ্টার বাবু সুকুমার ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের বিদায় উপলক্ষে অত্রস্থ ওকালত বাবুর বাসা বাটীতে অনুমান ৩ শত

কলেজের ছাত্র ও জজ কোর্টের অনেকানেক উকীল মহোদয়গণ সমবেত হইয়া একটী বক্তৃতা সভার অধিবেশন পূর্ব্বক তাঁহাকে এই অভিনন্দনপত্র দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মজুমদার বি এল, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ সেন মহাশয় যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন আশা করি অভিনন্দনপত্রসহ সংবাদটী আপনার জগদ্বিখ্যাত সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিবেন।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্যায় প্রদত্তেয়মভিনন্দনপত্রী।

(১)

আদর্শনং যে পিতরীব তাত।
জাতা মতির্নস্তুয়ি প্রাজ্ঞ যোগ্যা।
অদ্যাপি ত্বং জননীব ন্যান্,
স্নেহাদ্‌ভুতাজঃ কৃতবানস্মান্॥

(২)

তস্মাৎপ্রভুয়া বয়মদ্য সর্ব্বে,
পুত্রীয়মর্থেন তনির্ব্বিকল্প।
পূজোপহারং তবপাদ-পদ্মে,
সাম্প্রতমেতৎ ঘটয়াম ভক্ত্যা॥

(৩)

অর্থ অয়ং যে মহ্য মাননাং সাং,
দ্বেষাশামর্হে্য গুণ-বিহীন-ভাবং।
মত্তেন যত্নো মহতা মতোঽয়ং,
যোহায়-কৃত্যাং বরণীয়মেব চ॥

(৪)

অদ্যান লাভং মুহিতাদি মানি,
পাত্রাণি মন্দোদত তাত তেষাম্।
চিক্ষেপণে ভবং খলু চারু যুক্তা,
যৌবনীয়মাবে বিকলংহি হাহা॥

(৫)

জ্ঞান প্রাভিন্তে বিবশা চকাস্তি,
পূর্ণং নয়নে স্বভিজ্ঞর্দৈশ্চ।
অধ্যাপয়ামাস ভবাং স্তথাচ,
যথা অহম্ মুহিরামপি স্যাৎ॥

(৬)

জাতঃ স্ফুটং তংখলুষঃ প্রভাবঃ,
সমুৎকর্ষিকা-জঠরোক্তগূঢ়ঃ।
জায়েত বীজেষু গুণোভিগূঢ়,
যজ্ঞ দ্রু যথা সংকল্পবৎ মুরুকাৎ॥

(৭)

জ্ঞান প্রাভিন্তে ভিবিধং জনো লো,
নাশায় যাংৎ প্রবভূব কিঞ্চিৎ।
ভাবৎভূটৈরবং দৃঢ়ভবং প্রদীপং,
নির্ব্বাপয়ামাস বদা সমীরঃ॥

(৮)

সারদা যৌবনার্যমমাগিকত্তুং,
মহান্তৈবেতে স্মৃতিকা গুণাধি।
অস্মাযবেতা ভাজতীব ন য
স্বাত্মাভিবেদঃ মুবধিঃ কদাচিৎ॥

(৯)

মহাশয়ীতাব্ যয়মযয়েন,
মযভিচিত্রং কিমপীত যৌবর্ধা।
কিন্তু স্থিতালকৃতি ভাবিতং তে,
পাষাণ-রেখাং হৃদি নো বিজেতু॥

(১০)

জমাং ত্বয়া ভং কলুষং কৃতং ম,
অম্মাভিরজ্ঞা ভবতোহভি মূর্খৈঃ।
স্বাভাবিকং ন্যায়ুতমং হি নূনং,
মূর্খস্য দোষো মহতাং ক্ষমাচ॥

(১১)

আশাস্মহেত্বং তব সিদ্ধকাম
তূর্ণং বিএলেতি পরীক্ষণেস্ত।
খ্যাতিস্তুতঃ স্যাস্ত্যবে বিকীর্ণা,
ভূয়া মরাণাং নিচয়াগ্রবীশ্চ॥

একান্ত বশম্বদ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী।

—❀❀—

পাণিহাটী মিউনিসিপালিটীর দুরবস্থা।

অত্যাস্পদ সম্পাদক মহাশয়! দক্ষিণ বারাকপুর মিউনিসিপালিটীর সভাপতি (চেয়ারম্যান) কমিশনরগণ তথাকার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মনোনীত করায় আপনি ও অন্যান্য সম্পাদকগণ অনেক কথা কহিয়াছিলেন। কিন্তু কমিশনরগণ জানিতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেক মহাপুরুষ আছেন, বাঙ্গালী সভাপতি হইলে কর্ত্তব্যকার্য্য অবহেলন করিতে ত্রুটী করিবেন না, প্রকৃত তাহাই ঘটিয়াছে। দেখুন যতদিন মাজিষ্ট্রেট সাহেব সভাপতি ছিলেন, সে পর্য্যন্ত কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই কিন্তু এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু জয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করায় যদিও তিনি কর্ত্তব্যকার্য্যে অমনোযোগী নহেন, সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন নিমিত্ত সর্ব্বদা চেষ্টা পাইতেছেন, তথাচ কোন কোন কমিশনর অযথাবিধি কার্য্য করিতে বিমুখ হইতেছেন না। এখানে আমরা পাণিহাটীর কমিশনর মহাশয়ের, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করিলাম। ইনি এক জন বড় জমীদার রায়চৌধুরী ঘরের বংশধর। ইহাঁর পূর্ব্ব পুরুষেরা বহুদিন, সৎক্রিয়া দ্বারা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছেন। পরম্পরায় এক্ষণে ইহাঁর কর্ত্তৃত্ব সময় উপস্থিত হইলে, ইনি অংশীদারগণকে এমন কি সহোদরকে পর্য্যন্ত বঞ্চিত ও নানা প্রকার ক্লেশ দেওয়ায় তাঁহারা অতি কষ্টে বিচারালয়ের সাহায্যে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব বিলোপ করিয়াছেন। পরম্পর আত্মবিচ্ছেদ পূর্ব্ব গৌরব সকলই ধ্বংস পাইয়াছে। একমাত্র কর্ত্তার দোষেই সমস্ত কাল কবলে বিলীন হইল। যাঁহার কর্ত্তৃত্বে এমন একটী সর্ব্বমান্য বড় ঘর রসাতলে গেল, তা বড় অদৃষ্ট! এক্ষণে তিনিই গ্রামের কর্ত্তা, সাধারণের উন্নতি অবনতির বিধাতা। দেখুন তাঁহার কতদূর পর্য্যন্ত পক্ষপাতিতা। গত বৎসর মিউনিসিপালিটী হইতে যে টাকা পাওয়া গেল তাহাতে কেবল আপন বাটীর সম্মুখে যে রাস্তা আছে, তাহা রীতিমত বাঙ্গলা ব্যয় করিয়া প্রস্তুত করাইলেন, আপাততঃ সংস্কার আবশ্যকই ছিল না। আবার শুনিতেছি এ বৎসর যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহাতে কেবল আপন বাটীর পশ্চিমাংশে গত বৎসরের অসম্পূর্ণ অংশ প্রস্তুত হইবে আশ্চর্য্য। কমিশনর বাবুর অধীনে ১৬।১৭ টী রাস্তা আছে, এ সমস্ত গুলিতে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল আপন বাটীর সম্মুখের রাস্তাটী রীতিমত প্রস্তুত করাইবেন, দীন দরিদ্র অনাথজনের শোণিত সঞ্চয়রূপ অর্থ যদৃচ্ছাক্রমে ব্যয় করিবেন ইহা কতদূর অত্যাচার ও অবিচার! কমিশনর বাবুর অনুকূলে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে অত্র গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার কতকগুলি লোক তাঁহার সহচর আছেন। যথা বড় মানুষের ছেলের যেরূপ থাকে যাহাদের উদ্যোগে ১২ শত ঘর লোককে স্বপক্ষ করিয়া ভোট দেওয়াইয়া বাবুজীকে কমিশনর করা হইয়াছিল। কেবল তাহাদের উপরোধে দক্ষিণপাড়ার পথ ও পয়ঃপ্রণালী কিয়ৎপরিমাণে সংস্কার হইতেছে। গ্রামের উত্তরভাগে বন্দ্যোপাধ্যায় পাড়া। যথায় যাবতীয় ভদ্রলোকের বাস। বিশেষতঃ এ পাড়ায় রাজা রামচাঁদের ঘাট হইতে নবাকপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, ইহাতে দিবা ২৫।৩০ খানি ঘোড়ার গাড়ী ও ১৫।১৬ খানি গরুর গাড়ী যাতায়াত করে কিন্তু উক্ত বাবু কমিশনর হওয়া অবধি এ পথে তাঁহার দৃষ্টিপাত মাত্র হয় নাই। পথ ও পয়ঃপ্রণালী একাকার হইয়াছে। দক্ষিণপাড়া ভিন্ন সকল পাড়ার রাস্তারই এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। যেমন ভোগী ৬ জন কুলি আছে। তাহারা এ সকল পথে কখনও গতিবিধি করে না। চক্ষেও দেখি নাই পরম্পরায় শুনা আছে মাত্র। বন্দ্যোপাধ্যায় পাড়ার রাস্তা গুলির অবস্থা দেখিলে, এখানে যে মিউনিসিপালিটী আছে, তাহা

অনুভব করিতে পারিবেন না। এ পাড়ার দুইটী ভদ্রলোকের দুইখানি ভাল ঘোড়ার গাড়ি আছে। তাঁহারা উভয়ে ট্যাক্স দিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে কড়ি দিয়া ভূগে পায় তাঁহাদের গাড়ী ঘোড়া শিকার তুলিতে হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় বলুন দেখি, একজন ইংরাজ মাজিষ্ট্রেট সভাপতি থাকিলে কি এরূপ স্বার্থপরতা ঘটিত। বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু ভুবননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অত্র গ্রামে আগমন পূর্ব্বক বন্দ্যোপাধ্যায় পাড়ার রাস্তা গুলির এরূপ শোচনীয় অবস্থা অবলোকনে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। পরে কমিশনর বাবুকে এ পাড়ার রাস্তা গুলির সংস্কার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া গেলেন, "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" সুতরাং সে কথা কথা মাত্রেতেই পর্য্যবসিত হইল। আপনি ও আপনকার পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন, এরূপ গুণধরকে কমিশনর নির্ব্বাচন করা হইল কেন? তাহার কারণ অত্র গ্রামের দক্ষিণে ১২ শত বক্ত লোকের বাস। বাবুজী তাহাদের ট্যাক্স কমাইয়া দিবেন, গোরস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন চাকুরি দিবেন এই প্রকার নানারূপ প্রলোভন দ্বারা মূর্খ দিগকে বশীভূত করায় ভদ্রলোকেরা যাঁহাকে কমিশনর করিবার অভিপ্রায় করেন তিনি বিপক্ষ দলের সংখ্যা অধিক দেখিয়া তথায় অনুপস্থিত হইলেন সুতরাং বাবুজীর "পোয়া বা ভারা" হইল এই হেতু নির্ব্বাচন সভায় আলিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কালেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ ঘোষ মহাশয় কহিয়াছিলেন, এমন গণ্ডগ্রামে কোন ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া ভোট দিলেন না কেন?

সম্পাদক মহাশয়! ইহার কোন বিশেষ কারণ আছে। ইংরাজের আইন বড় ভয়ানক ইহাতে বাদশাহ ও ফকীর উভয়ের ভোট সমান সুতরাং ভদ্রলোক আসিয়া কি করিবেন নিরপেক্ষ [illegible] ভদ্রের সংখ্যা সর্ব্বত্রই অল্প আইনে ভদ্রাভদ্রে কোন ইতর বিশেষ নাই। যাহা হউক আমরা শাসনে স্বজাতি সভাপতি ও স্বজাতি কমিশনর হওয়া প্রার্থনীয় ও পরম আনন্দের বিষয় বটে; কিন্তু এখানে "বানরের হস্তে খন্তা" হইয়াছে। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

ভবদীয় বশম্বদ
শ্রীশিবকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং পাণিহাটী।

মহামান্য সম্পাদক মহাশয়! আজকাল কতিপয় প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী নূতন পুস্তক বা পত্র প্রকাশ করিব বলিয়া বা অন্যকোন ব্যবহার্য্য দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে; পরে এ সকল দ্রব্য ক্রয়ার্থ কেহ টাকা কড়ি পাঠাইলে তাহা সমস্তই আত্মসাৎ করে বা ১০৲ দশ টাকার স্থলে ।০ চারি আনার দ্রব্যটী পাঠাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য; এরূপ প্রবঞ্চনা ব্যবসায় সমূহ অনিষ্ট কারক ও ইহা নিবারিত হওয়া কর্ত্তব্য।

এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য আমার কতিপয় ব্যবসানুরাগী বন্ধু সংপ্রতি "অনুসন্ধান সমিতি" নামে একটী সমিতি সংস্থাপনের উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা যে দেশের সমুদায় সংব্যবসায়ী, সংবাদপত্রের সম্পাদক ও ব্যবসানুরাগী কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক হন। আপনার নিকট এই সমিতির সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী প্রেরিত হইল। আমার একান্ত অনুরোধ আপনি সময়মত এই সমিতির পরিদর্শন করিয়া আমার বন্ধুগণের এই সদনুষ্ঠানে উৎসাহ দিবেন। আশা করি, আপনার নিকট আমার এ অনুরোধ রক্ষিত হইবে ও আপনার পত্রিকায় এসম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন করিবেন।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

* অনুসন্ধান সমিতি।

ক্রেতা ও বিক্রেতা লইয়া ব্যবসা। ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে ন্যায়পথে—সদ্ভাবে চলিলেই ব্যবসার উন্নতি, আর অসৎপথে চলিলেই—একজন অপরকে প্রবঞ্চনা করিতে যাইলেই ব্যবসার অবনতি।

কলিকাতার একটী বাণিজ্য প্রধান স্থান। কলিকাতায় নানাবিধ দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু সকলের পক্ষে (বিশেষতঃ মফস্বলবাসীর পক্ষে) কলিকাতা হইতে সর্ব্বদা দেখিয়া শুনিয়া বা পরীক্ষা করিয়া জিনিসপত্রের ক্রয়বিক্রয় সম্ভবপর নহে। এইজন্যই প্রায় অধিকাংশ লোককেই বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করিয়া বা কোন ব্যবসায়ীর (এজেন্টের) উপর ভার দিয়া কলিকাতায় জিনিসপত্রের ক্রয় বিক্রয় করিতে হয়।

এরূপস্থলে ক্রেতা বা বিক্রেতা যদি অসৎপথে চালিত হন, তাহা হইলে ব্যবসার বড় ক্ষতি। বিশ্বাসই ব্যবসায় মূল। এরূপ দুর্দ্দিনে—ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে একজন অপরের সহিত প্রবঞ্চনা করিতে যাইলে, সেই বিশ্বাসটুকু নষ্ট হয় ও বিশ্বাসের অভাবে ব্যবসা চলে না।

* আমরা আগামী বারে এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিব। এবারে স্থানাভাব। সোঃ—সঃ।

আজকাল কতকগুলি বিক্রেতা ও ক্রেতা একটু বিপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন; একপক্ষে বিক্রেতা যেমন কি পুস্তক, কি পত্র, কি অন্যান্য ব্যবহার্য্য, বিক্রয় করিব বলিয়া সাধারণের নিকট হইতে ১০৲টাকা লইয়া কখন ও ।০ চারি আনার জিনিস দিতেছেন,—কখন ও বা সকল টাকাই একেবারে আত্মসাৎ করিতেছেন; অন্য পক্ষে তেমনি ক্রেতা কখন ও বা ফাঁকি দিয়া ১০৲ টাকার জিনিসটাই আত্মসাৎ করিতেছেন—কখন ও বা ১৲এক টাকা দিয়া ১০টাকার কাজ সারিয়া লইতেছেন।

ইহাতে যেমন একদিকে অসৎ ব্যবসায়ীর নিকট ঠকিয়া ক্রেতা আর ভদ্র ব্যবসায়ীকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, তেমনই অভদ্র ক্রেতার নিকট ঠকিয়া ভদ্রক্রেতাকে ও বিক্রেতা আর বিশ্বাস করিতেছেন না। বলা বাহুল্য, এরূপ অবিশ্বাস ব্যবসার ও দেশের সমূহ অনিষ্ট জনক ও এরূপ অনিষ্ট নিবারিত হওয়া কর্ত্তব্য।

এই অনিষ্ট যথাসাধ্য দূর করিবার জন্যই অনুসন্ধান সমিতির জন্ম। ইহার উদ্দেশ্য, (১) সম্ভবতঃ দুষ্ট প্রবঞ্চকগণের জুয়াচুরী বন্ধের চেষ্টা (২) সাধারণকে জুয়াচুরীর হস্ত হইতে যথাসাধ্য পরিত্রাণ, (৩) ভদ্র ব্যবসায়ীগণকে ব্যবসায় উন্নতি কল্পে সহায়তা।

এই সদনুষ্ঠানের জন্য সমিতি হইতে লোক নিযুক্ত হইল। তাহারা সতত এই সকল প্রবঞ্চকের অনুসন্ধানে তটস্থ থাকিবে। কলিকাতার কাহারও কোন জিনিসপত্রের ক্রয়বিক্রয়ের আবশ্যক হইলে বা কাহাকে কোন টাকা কড়ি আদান প্রদানের প্রয়োজন থাকিলে, অপরিচিত স্থলে, তবে তাহা অগ্রে অনুসন্ধান সমিতিতে জ্ঞাপন করিবেন। সমিতির নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণ সমিতির আদেশানুসারে ঐ জ্ঞাপিত বিষয়ের অনুসন্ধান লইবে। পরে তাহার সঠিক সংবাদ অনুসন্ধান সমিতি হইতে ক্রেতা বা বিক্রেতাকে জ্ঞাপন করা হইবে।

বলা বাহুল্য, এই কার্য্যের অনুষ্ঠানে অনুসন্ধান সমিতির বিশেষ ব্যয় পড়িবে, নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণের বেতন তো আছেই, তা'ছাড়া বিজ্ঞাপনের ব্যয়,—পত্রাদি ছাপানর খরচও বড় অল্প নহে। লোকের উপকার করিতে আশা বটে, কিন্তু এত ব্যয় সহ্য করা শক্ত কথা। সুতরাং লোকের নিকট এ সম্বন্ধে কিছু সাহায্য না লইলে চলিবে না। চলিবে না বলিয়াই আশা

করিতেছি. যাঁহারা অনুসন্ধান সমিতি হইতে কোন বিষয়ের সন্ধান জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা এই সকল ব্যবসায়ীদিগকে কিছু কিছু সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যুয়াচোরদলের হস্তে পড়িয়া সময় সময় যখন সকলেই লোকসান পড়িতেছে, তখন সমিতিকে সামান্য সাহায্য করিয়া এইরূপ লোকসান হইতে পরিত্রাণ পাইতে কাহার না বাসনা ?

এইরূপ সাহায্যে লোকের অসুবিধা হইবে না বলিয়াই আমরা এই সমিতি সম্বন্ধে এই কয়েকটি নিয়ম করিতে বাধ্য হইলাম।—

১। যাঁহারা সমিতির সাহায্যার্থ বার্ষিক এক টাকা চাঁদা দিবেন, তাঁহারা এই সমিতির মেম্বর বলিয়া গণ্য হইবেন।

(ক) আর যাঁহারা মেম্বর হইতে ইচ্ছুক অথচ একবারে ১৲ এক টাকা চাঁদা দিতে অক্ষম তাঁহারা মাসিক দুই আনা করিয়া চাঁদা দিলেও এরূপ মেম্বর হইতে পারিবেন।

(খ) এরূপ মেম্বরগণ যে কোন বিষয় জানিতে চাহিলে আমরা তাহা সাদরে অনুসন্ধান করিয়া জানাইব। তবে পত্রোত্তর জন্য ইহাদিগকে পত্রমধ্যে একখানি টিকিট পাঠাইতে হইবে বা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লিখিতে হইবে।

(গ) অনুসন্ধান সমিতি হইতে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। তাহাতে সমিতির আয় ব্যয়ের হিসাব, পেট্রন পরিদর্শকগণের নাম ও কার্য্য, কৃষি বাণিজ্যের কথা, জীবিকানির্ব্বাহের সহজ সহজ উপায় এবং ভালমন্দ জিনিসপত্রের সমালোচনা ও উচিত মূল্য প্রদত্ত হইবে। মেম্বরগণ এ পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন এবং সাধারণের জন্য ইহার একটি মূল্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

২। যাঁহারা এরূপ মেম্বর না হইবেন, কোন বিষয় জানিতে চাহিলে, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ৵০ দুই আনা করিয়া খরচা দিতে হইবে। পত্রোত্তর প্রাপ্তির জন্য ইহাদিগকে আর কিছু দিতে হইবে না।

৩। সমিতির কার্য্য আপাততঃ কলিকাতা ও সহরতলিতেই আবদ্ধ থাকিবে। পরে সাধারণে ইহার উপকারিতা অনুভব করিলে, ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের প্রায় বাণিজ্য প্রধান স্থানেই ইহার শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৪। কতিপয় সংব্যবসায়ী, সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যক্তি এই সমিতির পরিদর্শক নিযুক্ত হইলেন।

(ক) ইঁহারা সমিতির আয়ব্যয় পরিদর্শন করিবেন ও কর্ম্মচারিগণকে পত্রাদির উত্তরদানে ও পরামর্শ দিবেন।

(খ) বারবার সমিতির কিছু উন্নতি আর দেখিলে ইঁহাদের মতক্রমে তাহা বারমাস উন্নতিকারী কোন সাধারণ দেশহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে বা সেই হিসাবে মেম্বরগণের চাঁদার হার কমাইয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) পরিদর্শক বা মেম্বর না হইলেও, যে কোন ব্যক্তি যে কোন রূপে সমিতির সাহায্য করিলে, পেট্রন মধ্যে গণ্য হইবেন। পেট্রনগণের নাম ও সাহায্য সমিতির পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে ও সময়মত পত্রিকা ও তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইবে।

৬। এতদ্ভিন্ন বিশ্বাস করিলে অনুসন্ধানসমিতি নিযুক্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা লোকের প্রাপ্য টাকা আদায়ের ভার লইতে ও ইচ্ছুক। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পত্রে জ্ঞাতব্য।

কলিকাতা ও মফস্বলের সকল ভদ্রব্যবসায়ীর সহিত অনুসন্ধানসমিতি সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছুক। তাঁহাদিগকে সমিতির পরিদর্শক মেম্বর বা পেট্রন মধ্যে গণ্য রাখিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা উপকৃত হইতে ও তাঁহাদিগের উপকার করিতে অভিলাষী এখন, সাধারণে সমিতির প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন ও সমিতির পৃষ্ঠপোষক হউন, এই প্রার্থনা।

উপসংহারে দেশের রাজা, মহাজন ও জমিদারদিগের নিকট অনুসন্ধানসমিতি এই সদনুষ্ঠানের জন্য সাহায্যপ্রার্থী। তাঁহারা সমিতির এই কার্য্য পরিচালনার জন্য সহায়তা করিলে সাধারণ লোকের নিকট এই ব্যয়হিসাবে চাঁদা বা খরচা লওয়া যাইবে না,—সেই প্রদত্ত ব্যয় হইতে সাধারণের উপকার করা যাইবে।

পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে প্রেরিতব্য।
শ্রীকালিদাস লাহিড়ী।
অনুসন্ধানসমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ।
৭২ নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট,
হাটখোলা,—কলিকাতা।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১৭ ই আগষ্ট। সকল সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এক্ষণে হঠাৎ আফগান সীমা কমিশনকে প্রত্যাহার করিবার সংকল্প করেন নাই। যেখানে যেখানে সীমা চিহ্নিত হয় নাই সে স্থানের সীমা নির্দ্দেশের জন্য কথাবার্ত্তা চলিতেছে. এবং তাহার কোনরূপ উত্তর পাওয়া না গেলে কমিশনের বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির হইবে না। তবে আগামী শীতের পূর্ব্বেই যে কমিশন ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবেন ইহা সকলেরই সম্পূর্ণ বাসনা।

সার রিচার্ড ক্রস যদিও লর্ড শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া লাই কোর্ড ভাইকাউণ্ট উপাধি পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তৎপরিবর্ত্তে লর্ড ক্রস এই উপাধি লইয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই আগষ্ট। টাইমস বলেন যদি রুশিয়া আফগানি প্রদেশ বা পার সীমান্তগত কামনার জন্য পীড়াপীড়ি করেন তাহা হইলে ইংলণ্ড আফগানিস্থানের আমীরের পক্ষাবলম্বন করিবেন।

মস্কো ১৮ আগষ্ট। ইংলণ্ড, জর্ম্মান ও অষ্ট্রীয়া এই তিনের মিলন উপলক্ষে একথা ম মস্কো পত্রিকা বলেন যদিও ঐ তিন সম্রাট কর্ত্তৃক কখনও পূর্ব্ব ইয়ুরোপে বিশৃঙ্খলোৎপত্তি হয় তবে তিনি এসয়ার অপর অভীষ্টসাধনে চেষ্টা দেখিবেন। উক্ত পত্রিকা বলেন যে, আফগানিস্তান জয় করিয়া লইতে ইংলণ্ডের একটি বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

লণ্ডন ১৯ এ আগষ্ট; অদ্য পার্লিয়ামেণ্ট খোলা হইয়াছে। লর্ড চান্সেলর কর্ত্তৃক পঠিত মহারাণীর বক্তৃতা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। তিনি বলেন পূর্ব্বপূর্ব্ব পার্লিয়ামেণ্ট যাহা করিয়াছিলেন তাহা যে ইংলণ্ডের জনসাধারণের অনুমোদিত এ বিষয় নব পার্লিয়ামেণ্টে সহজেই সপ্রমাণ হইয়াছে এরূপ সময়ে পার্লিয়ামেণ্ট প্রায় বন্ধ থাকে কিন্তু অ বৎসরের মীমাংসা জন্য এখন অসময়ে পার্লিয়ামেণ্ট আহ্বান করিতে হইয়াছে। গত সেসনের কার্য্যের অত্যন্ত চাপাচাপি থাকাতে রাজস্ব বিষয়ক কথা ভিন্ন এক্ষণে অন্য বিষয়ের আলোচনা হইবে না।

চিকাগো ১৯ এ আগষ্ট, এই স্থানে আইরিস জাতীয় সভার একটি অধিবেশন হয়। তাহাতে ঐ সভার সভাপতি বেঃ এগান বক্তৃতা করিয়া বলেন যে, তাঁহারা আয়লণ্ডের জন্য স্বাধীনতা লাভ করিবেনই করিবেন। যদি উপায়ে তাহা হয় ভালই নচেৎ অন্য উপায় অবলম্বিত হইবে। আয়লণ্ড হইতে প্রেরিত কয়েকজন প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সোফিয়া ১৯ এ আগষ্ট, সর্ব্বিয়া এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে দিন দিন শত্রুভাব বাড়িতেছে; উভয় দেশেই বিস্তৃত আকারে রণসজ্জা হইতেছে।

লণ্ডন ২০ এ আগষ্ট, সার মাইকেল হিক্স বীচ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন যে, বেলফাষ্টের দাঙ্গার বিষয়ে ভাল করিয়া তদন্ত করা হইবে।

লণ্ডন ২০ এ আগষ্ট, গত রাত্রে লর্ডসভার অধিবেশনে মার্কুইস অব সালিসবারি কয়েকটি কথা বিবৃত করেন। তিনি বলেন আয়লণ্ডের অত্যাচার নিবারণের জন্য এবং দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য সার রেডবার্স বুলারকে তথায় প্রেরণ করা হইবে। আগামী সেসনে আয়লণ্ডের জন্য সংশোধন এবং স্থানীয় শাসন প্রণালী বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন বসিবে। রুষ সম্বন্ধে বলেন, এক্ষণে যেরূপ বিস্তৃত আকারে কার্য্য আরম্ভ হইবে তাহাতে যে অচিরে উভয়ের শান্তি স্থাপিত হইবে তদ্বিষয়ে তাঁহার আর সন্দেহ নাই। তিনি বলেন, আগামী শীত ঋতুতে আফগান সীমা কমিশনকে সীমা প্রদেশে রাখা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। তিনি আরও বলেন তুরস্ক সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখাতে ইংলণ্ডের বিশেষ স্বার্থ আছে।

কমন্স সভায় গ্লাডষ্টোন সাহেব বলেন যে গবর্ণমেণ্ট আয়লণ্ড সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বন করিবেন তাহা নীতি কার্য্যে পূর্ব্বেই অবিলম্বে প্রকাশ করা উচিত।

উত্তর ব্রহ্মের টমু হইতে আসামের মণিপুর পর্য্যন্ত একটী পথ প্রস্তুত হইবে। সেই পথ দিয়া জেনারল গর্ডনের সৈন্য ব্রহ্মদেশে গমন করিবে।

প্যারিস নগরে শবদাহের জন্য দুটী অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে। দেখা দেখি ইউরোপের অন্যান্য স্থানেও মৃতব্যক্তির দাহকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বিলাতে কত দিন হইতে দাহক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শবদাহ হিন্দুদিগের ব্যবহার। শবের ঊর্দ্ধ দৈহিক ক্রিয়া দ্বারা অনেক রোগের উৎপত্তি হয়। তাহাতে সাধারণস্বাস্থ্যের বিলক্ষণ অনিষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীর সভ্যমণ্ডলী ক্রমে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। কালে সমগ্র পৃথিবীতে হিন্দুর আচার ব্যবহার সাদরে গৃহীত হইবে, মনুর ভবিষ্য বচন সার্থক হইবে।

মান্দ্রাজে, যে বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহার কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্য নীতির শিক্ষা হইয়া থাকে। কালে এই বিদ্যালয়টী আর্য্যধর্ম্ম শিক্ষার প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

চীনের এম্প্রেস রীজেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন চীনের যুবরাজ এখন লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন, ভালমন্দ বিচার করিতে পারেন। এখন তাঁহার সিংহাসন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। চীনসম্রাট বলেন বালকের আরও কিছুদিন লেখা পড়া শিক্ষা করা উচিত।

ত্রিহুত রেলওয়ের কিসনপুর ও বিলাসপুরের মধ্যবর্ত্তী দান প্লা বন্ধ হইয়া যাত্রী ও মালের গাড়ীর যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে। যাত্রিগণকে নৌকায় পারাপার করিয়া দেওয়া হয়। বরা ও পিপ্রা, এবং মজঃফরপুর ও মতিপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থান সকল হইতে প্লাবনের জল ক্রমে২ অপসৃত হইতেছে। ত্রিহুত কুরিয়ার নামক সংবাদপত্র বলেন গণ্ডক ও বাগমতি নদী উদ্বেলিত হইয়া মজঃফরপুর ডাকঘরের নিকট পর্য্যন্ত জলময় হইয়াছে। অনেক পথ ঘাট জলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নীলের চাষের ক্ষতি হওয়ায় নীলকরেরা বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন।

আসামেও প্লাবনের বড় উপদ্রব। আসামের গ্রাম গুলি যেন সমুদ্রবিশেষ হইয়াছে। বহুদিন যে সকল নিম্নভূমির উপর জল উঠে নাই অনেক কৃষক সে স্থানে গিয়া চাষবাস করিয়াছিল। আসামের অরণ্য গুলিও সামান্য লোকের আবাস ভূমি হইয়াছিল। সেখানে মনুষ্যবাসের এখন চিহ্ন পর্য্যন্তও দেখা যায় না। উচ্চ ভূমির উপর যে সকল ঘর বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা দ্বীপের মত জাগিয়া রহিয়াছে। এমন প্লাবনের উপদ্রব গত ২০ বৎসরের ভিতর শুনা যায় নাই।

ইংলিসম্যান বলেন গোয়ালন্দ রেলওয়ে ষ্টেষণটী জলমগ্ন হইয়াছে। ষ্টীমারে পঁহুছিবার জন্য যাত্রিগণকে দুই মাইল পর্য্যন্ত বোটে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

লক্ষ্ণৌয়ে একটী স্ত্রী-চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে।

কায়রার একখানি সংবাদপত্রের লেখক মিসরবাসিগণকে মিসর হইতে ইংরাজ তাড়াইবার উপায় দেখিতে ও তাহাদিগকে গোপনে হত্যা করিবার উপদেশ দিতেছেন।

সেক্রেটারী অব ষ্টেট বেলি সাহেবকে ছোট লাটের পদে মনোনীত করিয়াছেন। বেলী ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন, তাঁহার পদে বর্ণার্ড সাহেবের বাহাল হইবার কথাছিল, আবার আমাদের কমিশনার ইলিয়ট্ সাহেবরও ঐ পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

সার জন ষ্ট্রাচি বলিয়াছেন সিভিলিয়ান শাসনে কলিকাতার অবস্থা স্বর্গের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের সহযোগী স্পেক্টেটর বলেন কলিকাতার ন্যায় অস্বাস্থ্যকরস্থান আর কুত্রাপি নাই। এই নরক ভোগ করিতে করিতে রাজ্য শাসন করা দুষ্কর বলিয়া গত ৩০ বৎসর ধরিয়া সিমলায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি চলিতেছে। কলিকাতা সম্বন্ধে কথা দুটী যদিও পরস্পর বিরুদ্ধ তথাপি তাহাদের উদ্দেশ্য এক। সার জনের উদ্দেশ্য সিভিলিয়ানদের অশেষ গুণগ্রাম প্রকাশ করা সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা কলিকাতার অবস্থা ভাল হইতেছে না দেখাইলে চলে না। সহযোগীরও উদ্দেশ্য সিভিলিয়ানগণের সুখ সম্ভোগের সহায়তা করা। সুতরাং সিমলাবিহারের পক্ষ হইয়া কলিকাতার অবস্থা হীন ও অস্বাস্থ্য কর না বলিলে চলিবে কেন?

ফরাসি দেশে সম্প্রতি একদিন ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হইতেছে এমন সময় একটী যুবতী ছাতা মাথায় দিয়া দৌড়িয়া বাটীর দিকে আসিতেছিলেন। আসিতে আসিতে পথিমধ্যে তাঁহার সম্মুখে একটা বিকট শব্দ হইল ও সূর্য্যের ন্যায় একটা দীপ্তির আভা প্রকাশ পাইল। যুবতী কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ঘরে আসিয়া দেখেন কাঁচি দিয়া গোড়া পর্য্যন্ত চুল কাটিয়া লইলে যেমন হয়, তাঁহার মাথার চুলও তেমনি কাটা গিয়াছে। যুবতী এই ব্যাপার দেখিয়া একেবারেই বিকারগ্রস্ত ও শয্যাশায়ী হইয়াছেন ডাক্তারে চিকিৎসা করিতেছে।

ইসলামপুরের সন্নিকটে খেট্ওয়াডি নামক স্থানে একটী বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত দিন দিন সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইতেছে। সেখানে নাকি একটী মনীর স্তম্ভ পর্য্যন্ত নড়িতে থাকে এবং একস্থান হইতে স্থানান্তর সরিয়া যায়। সেখানকার মুসলমানেরা খদিজেকে জাহিদ নামক তাহাদের একজন পীরকে ঐস্থানে কবর দেওয়া হয়। চারি বৎসর পূর্ব্বে গোরের অট্টালিকাটী গম্বুজ ও থাম দিয়া সাজান হয়। ইহার মাল মসলা আর একটী পীরের ভগ্নকবর গৃহ হইতে লওয়া হইয়াছে।

রুষের জারিণা বার্ষিক ১২ হাজার পাউণ্ড বৃত্তি পাইয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত তাঁহাকে একলাসের খরচ দেওয়া হয়। যদি তিনি রুষের ভিতর থাকেন তবে বিধবা হইলেও তাঁহার এই বৃত্তি বজায় থাকিবে। অন্য স্থানে গেলে অর্দ্ধেক পাইবেন। সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী বার্ষিক ১২ হাজার পাউণ্ড বৃত্তি পান। তদ্ব্যতীত তাঁহার একলাস খরচ আছে। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার স্ত্রী ৬ হাজার পাউণ্ড পান, বিধবা হইলে তাঁহার বৃত্তি কোর্ট খরচ ব্যতীত ১২ হাজার পাউণ্ড থাকিবে। জারের অন্যান্য সন্তানগণ নাবালক অবস্থায় বার্ষিক ৩৫০০০ পাউণ্ড পান। সাবালক হইলে ১৬ হাজার পাউণ্ড। তাঁহাদের বিবাহের যৌতুক ১ লক্ষ পাউণ্ড। তাঁহাদের স্ত্রীগণ বার্ষিক ২৫০০ পাউণ্ড পাইয়া থাকেন।

আরল গ্রানভিল বাতরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। বোধ হয় শীঘ্রই রাজনৈতিক বিষয়ের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিবেন।

সার চারলস বার্ণ ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া আহত হইয়াছেন। তাঁহার কোন ভয়ের কারণ নাই।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র বাবু যোতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মস্তক দেখিয়া মনুষ্যের প্রকৃতি ও চরিত্রের কথা বলিতে পারেন। মাথা দেখাইবার জন্য প্রতিদিন তাঁহার বাটীতে লোকে লোকারণ্য হয়। আমরা বলি যতীন্দ্রবাবু যদি শিখিয়া থাকেন তবে বঙ্গদেশে এই বিদ্যার প্রচার করুন, তাহা হইলে ছাত্র সম্প্রদায় বিচার পূর্ব্বক স্বীয় প্রকৃতির উপযুক্ত ব্যবসা ও শিক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন।

হইতে তারে সংবাদ আসিয়াছে—শ্রীহট্টের নানাস্থান জলপ্লাবিত হইয়াছে। কোন কোন গ্রামে ১৮৮৩ সালের প্লাবন অপেক্ষা অধিক জল উঠিয়াছে। ঘর বাড়ী ডুবিয়া গিয়াছে বাখা চাউলের ঘর ক্রমে পড়িয়া উঠিতেছে, কোন কোন স্থানে খাদ্যসামগ্রী মিলিতেছে না। শীঘ্রই দুর্ভিক্ষ হইবে তাহার সম্ভাবনা হইয়াছে।

ভ্রমণকারির পত্র

পাবনা তড়াশ ও ঝুলানযাত্রা।

বনওয়ারি নগর হইতে যে তড়াশের উল্লেখ করিয়াছি, আমি কয়েক দিবস হইল এই স্থানে আসিয়াছি। অগ্রহায়ণ আসিতে হইলে আজ কাল জলপথ ভিন্ন স্থলপথে আসিবার উপায় নাই। বনওয়ারি নগর হইতে নৌকাতে আরোহণ পূর্ব্বক প্রায় ১০। ১২ মাইল অতিক্রম করিয়া একটী বিলে পড়িতে হয়, এই বিলের নাম চলন বিল। আমাদের জীবনাবধি এরূপ বিল কখনও দেখি নাই। ইহার কূল কিনারা অনুমান করা কঠিন। পাবনা ও রাজসাহী জেলার কিয়দংশ লইয়া এই বিলের আয়তন ব্যাপ্ত হইয়াছে। পরম্পরায় অবগত হইলাম ইহা অশীতি মাইলের কম হইবে না। পরিসরের পরিমাণ ঠিক নাই। স্থানে স্থানে চত্বারিংশ মাইল পর্য্যন্তও বিস্তৃত হইবে। শুনিলাম পূর্ব্বে এই বিলের মধ্যে কোন বসতি ছিল না, এক্ষণে মধ্যে মধ্যে বসবাস হইয়াছে। যেরূপ একটি স্রোতস্বতীর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলময় চরভূমি দৃষ্ট হয়, প্রস্তাবিত বিল মাঝে তদ্রূপ বাসস্থান স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে বিলে প্রবেশ করি এবং সমস্ত দিনের পর তন্মধ্যস্থিত একটী গ্রামে রাত্রিযাপন করিয়া পর দিন তড়াশে উপস্থিত হইলাম।

তড়াশও বিল মধ্যে অবস্থিত একটী প্রকাণ্ড গ্রাম। এক তড়াশের জমীদারবাটী বহু অংশে বিভক্ত হইয়া বর্ত্তমানকালে ৪। ৫ টী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু এ জমীদার ঘরটী প্রাচীন, নবদ্বীপে চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ইহাদের এখানে বসবাস ও জমীদারীর সূত্রপাত। নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ ও মাতাঠাকুরাণী ভবানী ভবানীর অংশ রাণী ভবানী মহোদয়ার অধীনে কর্ম্মচারী থাকিয়া ক্রমশঃ বিভবের বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহাদিগের নির্ম্মিত অনেক অট্টালিকা ও দেবালয়াদি লক্ষিত হয়, কিন্তু এক্ষণে যে রূপ অধিক প্রবল তাঁহারা সকলে স্থানান্তরে আবাস স্থাপন করায় অনেক পুরাতন অট্টালিকাগুলি ভগ্নপ্রায় ও তড়াশগ্রামও জঙ্গলপূর্ণ হইতেছে। এক অদ্যাপি শিব গ্রাম মধ্যে বিরাজমান। প্রবাদ এই যে, উল্লিখিত মহাদেবের পরিচয় পাইয়া পরে প্রস্তাবিত জমীদার বংশের আদি পুরুষ অত্রস্থলে বাস নির্দ্দিষ্ট করেন। বাস্তবিক এ প্রবাদ বাক্য বিশ্বাসযোগ্য কেননা এরূপ একটী ঘটনা ব্যতীত বিল মধ্যে কদর্য্য স্থানে কখনই বিভবশালী লোকের বাস সম্ভবে না।

যদিও বিল মধ্যে কদর্য্য স্থানে তড়াশের জমীদারদিগের নিবাস, কিন্তু ইহাদিগের ঝুলানযাত্রা অতি সমারোহের সহিত নির্ব্বাহ হয়। বনওয়ারি নগরে যে বনমালী বাবুর উল্লেখ করিয়াছি ইনিই এই জমীদারীর প্রধান অংশীদার, ইহাদের অভীষ্ট দেব শ্রীশ্রী৺ গোবিন্দ জীউ। বহুকাল হইতে উক্ত দেবের ঝুলান যাত্রা মহা আড়ম্বরের সহিত নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। তদ্ভিন্ন অন্য অন্য অংশীদারের বাটীতেও এই ঝুলানে সমারোহ হইয়া থাকে। বনমালী বাবু যদিও বনওয়ারি নগরে বাটী ও বাসস্থান সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু ঝুলান পর্ব্ব পূর্ব্ববৎ অত্রস্থলে চলিতেছে। বলা বাহুল্য যে বিলমধ্যে তড়াশগ্রাম চতুর্দ্দিক জলময় এই ঝুলান উপলক্ষে দেখিবার জন্য নানাস্থান হইতে নৌকাযোগে বহুলোকের সমাগম হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে অনেক দোকান দার আপন সহ আগত হইয়া অরণ্যময় তড়াশকে নগরীতে পরিগণিত করে। পক্ষাধিক কাল মেলা থাকে। গ্রামের চতুঃপার্শ্বে শত শত তরণী চটক ফুটিয়াছে এবং দিনযামিনী গতায়াত করিতেছে। বনমালী বাবুর বাটীতে যে কোন প্রকারের নাচ তামাসা উপস্থিত হইলে যাত্রার দল বিমুখ হইয়া এক পক্ষ কাল দিবারাত্র নৃত্য গীত চলিতেছে। ২০। ২২ দল কবি, যাত্রাওয়ালা ৫। ৭ দল পাঁচালী কীর্ত্তন, রামায়ণ খ্যামটা নাচ প্রভৃতি দলে দলে উপস্থিত হইয়া গোলেমালে গান গাইয়া বিদায় হইতেছে। কলিকাতার ৺ গোবিন্দ অধিকারীর দল ও আরও দুইটী যাত্রার দল যাত্রা করিল শুনিলাম, মতিহুরের একদল মুসলমান জিমনাষ্টিক ক্রীড়া লইয়া আসিয়া ক্রীড়া করিয়া গেল। ইউরোপীয় ক্রীড়াকারকদিগের অপেক্ষা কোনরূপে ইহারা ন্যূন নয়। ব্রাহ্মণ ভোজন ও খাদ্যাদি বিতরণও যথেষ্ট আছে। যে যেরূপ লোক তাহাকে সেইরূপ দান করিবার ব্যবস্থা আছে।

জমীদার বাটীতে উৎসবের সময় খাদ্যাদি কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু কি বর্ষাজল, কি আহারাদি কোন বিষয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। মজলিসে কিরূপ ভদ্রলোকদিগকে যত্ন করিতে হয়, তাহা কেহই জানে না।

পল্লীগ্রাম ও বিলের মধ্যে এরূপ সমারোহ অল্পই দৃষ্ট হয়। অত্রস্থ বাবাদের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন রায়, অতি অমায়িক প্রকৃতির লোক। ইনি অল্প বয়সে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য বিষয়কার্য্য কার্য্যকারকের উপর নির্ভর করিয়া বৃন্দাবনবাসী হইয়াছেন। ইঁহার সহিত যে কোন ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করেন তিনিই আদরের সহিত গৃহীত হন। হরিবাবুর শরীরে অভিমানের লেশমাত্র নাই। জগদীশ্বর এরূপ উদারচেতার মঙ্গল করুন।

সংবাদদাতার পত্র

সাতক্ষীরা—(খুলনা।)

গত ১৯ এ আগষ্ট বৃহস্পতিবার মহাসমারোহের সহিত সাতক্ষীরা থানার মেম্বর নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বেলা একটার সময় আরম্ভ হইয়া রাত্রি ১০ টার সময় কার্য্য শেষ হয়। ৭০০ জন ভোটারের মধ্যে ৫৯২ জন উপস্থিত ছিলেন। সভাপদপ্রার্থী ৯ জনের মধ্যে নিম্নলিখিত ৩ জন মনোনীত হইয়াছেন:—

১। বাবু রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী জমীদার বাঁশদহা। ৫৪২।

২। ইসমাইল সরদার নিবাস ল্যাপসাগ্রাম। ৩৯৮।

৩। উপেন্দ্রনাথ বসু উকীল সাতক্ষীরা ২৫০।

নির্ব্বাচিত ৩ জন সভাই সুশিক্ষিত ও স্বদেশবৎসল। ইঁহাদের নির্ব্বাচনে জনসাধারণে বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। বাবু রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী জমীদার মহাশয় চিরদিনই স্বদেশ হিতব্রতে ব্রতী। তিনি স্বদেশের বহুবিধ দুরবস্থা দূর ও উন্নতিসাধন করিয়া স্বদেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছেন। তাই উপস্থিত ৫৯২ জন ভোটারের মধ্যে ৫৪২ জনে তাঁহাকেই মনোনীত করিয়াছে। আমরা আশা করি লোকাল বোর্ডের মেম্বর হইয়া তিনি দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন।

পদপ্রার্থী অবশিষ্ট ৬ জনের মধ্যে কয়জন উকীল ও জমীদার ছিলেন। তাঁহাদের পক্ষে মতদাতার সংখ্যা নিতান্ত অল্প, কেহ বা একেবারেই ভোট পান নাই। সুতরাং তাঁহাদের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

—

বিজ্ঞাপন।

ইলকট্রো গ্যালভানীয়

অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত।

বি এম, কার নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক।

নং ২৮ মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।

আমার নির্ম্মিত অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্তর অতিরিক্ত বিক্রয় দেখিয়া অনেকে অনেক রকম নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিতেছে। ইহা সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষে আমিই নির্ম্মাণ করিয়াছি। সুবিখ্যাত মিসাস নীলবার্ট চৌবাচ্চা অফ ছাউন, চারম লকেট, আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতেন, ম্যালেরিয়া ও পুরাতন জ্বর আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওলাউঠা ও বসন্ত রোগে ইহার আশ্চর্য্য উপকারিতা শক্তি দেখা যাইতেছে। এমন কি ইহা ধারণ করিলে সংক্রামক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভব নাই, বস্তুতঃ ইহা রক্তপরিষ্কার করতঃ পক্ষাঘাত অন্তঃস্থরোগ ও অল্পকাল মধ্যে নিবারণ করে। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে যাহারা ফল পান নাই এই তাড়িত ধারণে ফল পাইতেছেন। সোনা ও রূপার নির্ম্মিত কবচও অন্তর্ব তাড়িত সংযুক্ত বলিয়া উক্তি করিলে সে নিতান্ত অমূলক ও তাহা ব্যবহারে কোন ব্যক্তি আরোগ্য কখনই হইতে পারে না। প্রতি কবচের মূল্য ১।০ আনা, ডজন ১২॥০, প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ২ টাকা, ডজন ২০, প্রতি অনন্তের মূল্য ১॥০, ডজন ১৫ প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬ খানি।৵০ আনা ডজন ৸৵০, যাঁহারা অঙ্গুরী ও অনন্ত লইতে ইচ্ছুক মাপ পাঠাইবেন।

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্

নতন প্রকাশিত

চৈতন্যলীলা বা নিমাই সন্ন্যাস।

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

যে নাটকের অভিনয় দর্শনে কি হিন্দু কি ব্রাহ্ম সকল সম্প্রদায়ের লোক একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন, যে নাটকের অভিনয় দর্শনে সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা সহস্র মুখে প্রশংসা করিতেছেন, যাহার অভিনয়ের দিন ষ্টার থিয়েটারে স্থান সংকুলান হয় না যে নাটকের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ ও চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া থাকেন, সেই চৈতন্যলীলা নাটক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহা বঙ্গদেশের নাট্যসমাজ সংস্করণের আদর্শ, এই নাটক ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট সকল নাটকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই নাটকে আদিরসের লেশ মাত্র নাই ইহা করুণরসের প্রস্রবণ ও শান্তিরসের ধুরাবোধ শৈলশিখর। বলা বাহুল্য এই নাটক সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের অমৃতময়ী লেখনী প্রসূত। মূল্য ৸০ ম শুল /০ আনা ৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া।

শ্রীদুর্গাচরন রায়
ম্যানেজার

পি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক।

অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত।

পি সি, দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও আবিষ্কৃত।

৩৪নং বেনেটোলা লেন,—পটলডাঙ্গা—কলিকাতা।

" এই অঙ্গুরী কবচ ও অনন্তের এমন আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, যেসকল রোগে মনুষ্য একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন অথচ ডাক্তারি, হাকিমি এবং কাবরাজি চিকিৎসায় কিছুতেই কিছু উপশম হয় নাই, তাঁহারা এই মহৎ শক্তি এবং জীবন অরূপ কবচ, অঙ্গুরী ও অনন্ত ধারণ করিলে সেই সমস্ত দারুণ রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবেন। অতএব যদি কেহ ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করেন তবে আমার নিকট তাড়িত অঙ্গুরী, কবচ কিম্বা অনন্ত লইয়া যাউন, আর রোগের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। এবং সুস্থ শরীরে ইহা ব্যবহার করিলে ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ স্পর্শ করিতে পারে না। অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত ক্রয় কালীন (P. C. D.) মার্কাকিত দেখিয়া লইবেন এবং অঙ্গুরী ও অনন্তের মাপ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

প্রতি কবচের মূল্য ১।০ ডজন ১২, টাকা।
প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ১॥০ ডজন ১৫)
প্রতি অনন্তের মূল্য ১॥০ ডজন ১৫)
প্যাকিং ও পোষ্টের খরচা এক হইতে ৬টা।/০ ৭ হইতে ১২টি ॥৵০ লাগিবে।

৫ চারি রকম অঙ্গুরীর মধ্যে যাঁহারা যে রকম লইতে ইচ্ছা করিবেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই নম্বর ধরিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন।

সাবধান।—আমার তাড়িত সংযুক্ত ইলেকট্রো গ্যালভানীয় অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্তের অসীম গুণ দর্শনে কেহ কেহ অনুকরণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি যেন তাঁহারা কুহকে না পড়েন, কারণ ইহাতে বিষয়ী লোকের কোন হানি না হইতে পারে, কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকে যাহারা প্রাণের দায়ে কিনিবেন তাঁহারা প্রতারিত হইলে অত্যন্ত কষ্টের বিষয়।

অর্ডার পাইলে ভ্যালুপেয়েবল পার্শ্বেলে জিনিস পাঠান হয়। অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত প্রতি সপ্তাহে সাবান কিম্বা লবণ দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন।

"ধাতুদৌর্ব্বল্যের প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত।"

সুধাবিন্দু সুধাবিন্দু!!

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, জননেন্দ্রিয়ের শৈথিল্য, শুক্রমেহ, অল্প উত্তেজনায় শুক্রপাত ও অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় এবং তজ্জনিত শিরঃপীড়া, শারীরিক দুর্ব্বলতা, স্মরণশক্তি হীনতা, মানসিক বিরক্ততা, হাত পা জ্বালা ও চক্ষের তারল্য প্রভৃতি এক মাস মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া শুক্র অত্যন্ত গাঢ় ও ধারণা শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি ইহা সেবনে সালসার সমস্ত উপকার দর্শে। ইহা যে সর্ব্বপ্রকার ধাতুর পীড়ার এক মাত্র মহৌষধ তাহার অনেক প্রশংসাপত্র রহিয়াছে এবং এই ঔষধে আরোগ্য হইয়া অনেকে পুরস্কার দিয়াছেন। এক মাসের ঔষধ এক শিশি ২ টাকা ডাক মাশুল ।০ আনা।

দাদের মহৌষধ।

"কণ্ডু ও চর্ম্মরোগের মহোপকারী।"

এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই, অথচ যে প্রকারের দাদ হউক না কেন ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। দাদ, কোচদাদ, বিখাজ, ভ্রমরদাদ, ছুলি (মেচেতা) পায়ার ঘা, খোস, পাঁচড়া গরমীর ঘা ও সর্ব্বপ্রকার কণ্ডু রোগ তিন দিবসের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা কণ্ডু ও চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এই ঔষধে পারা নাই ইহা সার্জ্জন মেজর কর্ত্তৃক পরীক্ষিত। দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই নিরাশ হইবেন না। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা, তিন কৌটা ১।০ আনা, ছয় কৌটা ২॥০ ডজন ৪॥০ টাকা।

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী।
ডাক্তার পাবনা।

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস. বি. বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

টাটক. ঔষধ।

উৎকৃষ্ট উত্তম পুস্তক, পকেট কেস, থারমমিটার, ৩৩ শিশির বাক্স ও আভ্যন্তরিক ঔষধসম্বত ১২। শিশি, কর্ক, চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাক মাশুলসহ ১।৵ এক টাকা আধ আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের দাস্তিক রকম উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১ড্রামের মূল্য ।০এবং বহুমূত্র পীড়ার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১।০ দেড় টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১, আনা দিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডর যত্নের সহিত ভাল্যুপেয়েবল পার্শ্বেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—◆◆—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

জে. এন. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

এখানে ক্রমান্বয়ে কয়েকখানি জাহাজে লণ্ডন আমেরিকা ও জর্ম্মণি হইতে বিস্তর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, কর্ক, শিশি ও যন্ত্রাদি আনীত হইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এলেন এনসাইক্লোপিডিয়া মূল্য ৬৮০ হানিমান মেটিরিয়া মূল্য ২৪ প্রভৃতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০ ক্রম ১।০ মাদারটিং ।৶০ বিচূর্ণ ।০ এবং ২ড্রাম ।৶০ হিসাবে বিক্রয় হয়। ১২ শিশির ওলাউঠার বাক্স সহ পুস্তক ৪। ঐ ক্যাম্ফরসহ ৫, ও সাধারণ চিকিৎসার পুস্তক সহ ২৪ শিশির ৮।, ৩০ শিশির ১০ ,৪০ শিশির ১৪,৪৪ শিশির মাহিক ঔষধ সমেত ১৯ ৭২ শিশির মাহিক ঔষধ সমেত ২২, ।২০০ শিশির উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও থার্ম্মমিটার সহ ৮০ থার্ম্মমিটার ৪।০ ও ৫ (ক্যাটলগ বিতরণীয়।) (সমস্ত বাক্সের সহিত পুস্তক ও ফোটা ঢালিবার যন্ত্র পাওয়া যায়) ঠিকানা ১১১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য—ম্যানেজার।

—◆◆—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মফস্বলের এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন।

মহা সুযোগ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থা সহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে পাওয়া। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

—◆◆—

বৈষ্ণব।

এই ভক্তি প্রচারক মাসিক পত্রের ৮ নং সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥ দেড় টাকা নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

"ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" (পূর্ব্ববিভাগ)

সংস্কৃত মূল, টীকা টিপ্পনী, বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাঙ্গালা টিপ্পনী সহ ভক্তি বোধক বৈষ্ণব গ্রন্থ মূল্য ১, টাকা ডাক মাশুল /৴০ আনা।

"বেদান্ত স্যমন্তক" (গোবিন্দ (ভাষ্যকারকৃত)

ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল, ও কর্ম্মতত্ত্ব বোধক বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ (দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত সংস্কৃত) মূল্য চারি আনা, ডাক মাশুল ৶০ অর্দ্ধ আনা।

পুস্তক দুই খানি আমার নিকট ও সংবাদ প্রভাকর ডিপজিটারি, সোমপ্রকাশ ডিপজিটারি এবং বৈষ্ণব ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

শ্রীকালীলাল নাথ

রামসেবক মল্লিকের গোলা।

বড়বাজার, কলিকাতা

—◆◆—

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে ঐ পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে। এজেণ্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজি ৬০০ পৃষ্ঠার বেশী।

দাম ১॥০ টাকা; ডাকমাশুল /১০

ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

ম্যানেজার

—◆◆—

অনারেবল রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রণীত।

জগদ্বিখ্যাত সর্ব্বপ্রধান সংস্কৃত মহাকোষ।

শব্দকল্পদ্রুম।

সর্ব্বসাধারণ শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারার্থ উৎকৃষ্ট দেবনাগর অক্ষরে উৎকৃষ্ট কাগজে, সংশোধিত ও বহুশতাধিক সহিত পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংখ্যা ক্রমে মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রতি সংখ্যায় রয়াল ৪ পেজী ৮ ফরমা আছে। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রচারিত সংস্করণের ২৪ ফরমার মত কথা আছে, বরং তাহা অপেক্ষা ও অধিক কথা আছে। নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকগণের পক্ষে প্রতি সংখ্যার মূল্য ১, এক টাকা মাত্র।

শব্দকল্পদ্রুম গ্রহণার্থী মহাশয়গণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলেই শব্দকল্পদ্রুমের নিয়মাবলীর সহিত নমুনা সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, পাইবেন। (৩৪ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে)।

৭১ নং পুঃ মুরিহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু। সি. ই। শ্রীহরিচরণ বসু। শব্দকল্পদ্রুমের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক।

উপদংশ রোগের পারা বর্জ্জিত মহৌষধ।

সিপাহী বিদ্রোহের অবসান সময়ে নেপালের জঙ্গলে এক মুসলমান ফকীরের নিকট প্রাপ্ত। বিগত ২৯ বৎসর ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা যশের প্রচারের সহিত ইহার গ্রাহক এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছে যে বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম। ইহাতে কোন প্রকারের পারা নাই, ইহা অল্পকালমাত্র সেবনে ই সহস্র সহস্র লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরারোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র ইহার সেবনেই রোগোন্মুক্ত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পূর্ণ বিধিত)। ইহার দ্বারায় শিশু সন্তান ও পৈত্রিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহা রোগের সর্ব্বাবস্থায় আশু ফলপ্রদ, এমন কি পারাঘটিত ঔষধ সেবনজনিত দূষিত রক্ত ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্ষত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের এরূপ পারা বর্জ্জিত অব্যর্থ মহৌষধি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন প্রবিজ্ঞ ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রদত্ত প্রসংশাপত্র এবং ঔষধি সেবনের নিয়মাদি ঔষধের শিশির সহিত থাকিবে, আমাকে লিখিলেই উক্ত প্রসংশা পত্রাদি বিনাব্যয়ে পাইবেন। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২।০ প্যাকিং ।০

শ্রীকালী দাস সরকার
গবর্ণমেণ্ট পেনসনর—লক্ষ্ণৌ।

—●●—

বিশেষ সুবিধা! বিশেষ সুবিধা

মফস্বলের বন্ধুদিগের সুবিধার জন্য আমরা কলিকাতা হইতে বাজার দরে সকল প্রকার জিনিস খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি। যাহার যখন যে কোন দ্রব্য আবশ্যক হইবেক তিনি সিকি টাকা প্রেরণ করিলেই তাঁহাকে সত্বর ভ্যালুপেয়েবল পোষ্টে সেই সকল দ্রব্য পাঠান হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন।

দত্ত এবং ঘর কোং
৯০ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

—●●—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা প্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে নূতন অক্ষরে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছাকরেন তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অমরেবল কৃষ্ণদাস পালের স্মরণার্থ শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

—●●—

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৴১০
২ য় ভাগ	৵০	৴১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৴১০
২ য় ভাগ	৶০	৴১০
৩ য় ভাগ	৵০	৴১০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০	৴১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ৴১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

—●●—

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার মানস করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ করিয়া লাইন প্রতি দাম ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০্ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৮ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীর পত্র ও আবেদন প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর জং হইতে চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সো[illegible] [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

৩০ শ ভাগ। " ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাম্ আরোগ্যং মূলমুত্তমম্ ... । " ৪২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০,

১২৯৩ সাল। ২২ এ ভাদ্র। ইং ১৮৮৬। ৬ ই সেপ্টেম্বর।
৭ রিপনাব্দ। ২২ এ ভাদ্র।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৬৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বৈদ্য জীবন।

প্রাচীন সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ। নামেই উহার গুণের পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই প্রায় সার্থ বোধিনী। কি গৃহস্থ, কি চিকিৎসক সকলেরই ইহা জীবন স্বরূপ, এবং কাব্যামোদীদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী। আমরা এই গ্রন্থ মূল, টীকা ও বিশদ বঙ্গানুবাদ সহিত প্রতি মাসে ৪০ পৃষ্ঠা করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছি। ছয় মাসে সমাপ্ত হইবে। পূজার পূর্ব্বে ১ টাকা পাঠাইলে সমগ্র পুস্তক দেওয়া যাইবে। পরে ২ টাকা। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত, তাড়াখোলা, ডাক শ্রীরামপুর হুগলী।

ইলেক্‌ট্রো গ্যালভানিক

অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত।

পি, এম, দাস, নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক;
নং ২৮ মুক্তারামপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।

আমার নির্ম্মিত অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত অতিরিক্ত বিক্রয় দেখিয়া অনেকে অনেক রকম নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিতেছে। ইহা সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষে আমিই নির্ম্মাণ করিয়াছি। স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট কোম্পানি, বাথগেট কোম্পানি, ... চাক্‌লেট, আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতেছেন, ম্যালেরিয়া ও পুরাতন জ্বর আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে, বিশেষতঃ গলাউঠা ও বসন্ত রোগে উহার আশ্চর্য্য উপকারিতা শক্তি দেখা যাইতেছে। এমন কি উহা ধারণ করিলে সংক্রামক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভব নাই, বস্তুতঃ ইহা রক্তপরিষ্কার করতঃ পীড়া আশ্চর্য্যরূপে অল্পকাল মধ্যে নিবারণ করে। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে যাহারা ফলপান নাই এই তাড়িত ধারণে ফল পাইতেছেন। সোনা ও রূপার নির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরি তাড়িত সংযুক্ত বলিয়া উক্তি করিলে সে নিতান্ত অমূলক ও তাহা ব্যবহারে কোন ব্যক্তি আরোগ্য কখনই হইতে পারে না। প্রতি কবচের মূল্য ১৷০ আনা, ডজন ১২৷০; প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ২ টাকা, ডজন ২০; প্রতি অনন্তের মূল্য ১৷০, ডজন ১৫ প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬ খানি।৶০ আনা ডজন ৸৶০। যাঁহারা অঙ্গুরী ও অনন্ত লইতে ইচ্ছুক মাপ পাঠাইবেন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

নূতন প্রকাশিত

চৈতন্যলীলা বা নিমাই সন্ন্যাস।

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

যে নাটকের অভিনয় দর্শনে কি হিন্দু, কি ম্লেচ্ছ, সকল সম্প্রদায়ের লোক একবাক্যে প্রশংসা করিতেছেন, যে নাটকের অভিনয় দর্শনে সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা সহস্র মুখে প্রশংসা করিতেছেন, যাহার অভিনয়ের দিনে ষ্টার থিয়েটারে স্থান সংকুলান হয় না, যে নাটকের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ ও চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া থাকেন, সেই চৈতন্যলীলা নাটক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহা বঙ্গদেশের নাট্যসমাজ সংস্কারের আদর্শ, এই নাটক বঙ্গসাহিত্যে সকল নাটকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই নাটকে আদিরসের লেশ মাত্র নাই, ইহা করুণরসের প্রস্রবণ ও শান্তিরসের স্রোত বিশেষ। বলা বাহুল্য এই নাটক সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের অমৃতময়ী লেখনী প্রসূত। মূল্য ৸০ মাশুল ৴০ আনা। ১৭ নং কলেজষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া।

শ্রীদুর্গাচরণ রায়
ম্যানেজার

পি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক।

অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত।

পি সি, দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও আবিষ্কৃত।
৩৪নং বেনেটোলা লেন,—পটলডাঙ্গা—কলিকাতা।

এই অঙ্গুরী কবচ ও অনন্তের এমন আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, যেসকল রোগে মনুষ্য একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন অথচ ডাক্তারি, হাকিমি এবং

কবিরাজি চিকিৎসায় কিছুতেই কিছু উপশম হয় নাই, তাঁহারা এই মহৎ শক্তি এবং জীবন স্বরূপ কবচ অঙ্গুরী ও অনন্ত ধারণ করিয়া সেই সমস্ত দারুণ রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিয়াছে। অতএব যদি কেহ ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করেন তবে আমার নিকট তাড়িত অঙ্গুরী, কবচ কিম্বা অনন্ত লইয়া যাউন, আর রোগের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। এবং সুস্থ শরীরে ইহা ব্যবহার করিলে ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ স্পর্শ করিতে পারে না। অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত ক্রয় কালীন (P C D নামাঙ্কিত দেখিয়া লইবেন এবং অঙ্গুরী ও অনন্তের মাপ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

প্রতি কবচের মূল্য	১৷০ ডজন ১২ টাকা
প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য	১৷০ ডজন ১৫
প্রতি অনন্তের মূল্য	১৷০ ডজন ২৭

প্যাকিং ও পোষ্টের খরচা এক হইতে ৬টা ।/০ ৭ হইতে ১২ টি ।৵০ লাগিবে।

● চারি রকম অঙ্গুরীর মধ্যে যাহারা যে রকম লইতে ইচ্ছা করিবেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক, সেই নম্বর ধরিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন।

সাবধান।—আমার তাড়িত সংযুক্ত ইলেকট্রো গ্যালভ্যানীক অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্তের অসীম গুণ দর্শনে কেহ কেহ অনুকরণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি যেন তাঁহারা ঠকিয়া না পড়েন, কারণ ইহাতে বিত্তশালী লোকের কোন হানি না হইতে পারে কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকে যাহারা প্রাণের দায়ে কিনিবেন তাহারা প্রতারিত হইলে অত্যন্ত কষ্টদায়ক।

অভাব পাইলে ভ্যালুপেয়েবল পার্শ্বেলে জিনিস পাঠান হয়। অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত প্রতি সপ্তাহে সাবান কিম্বা লবণ দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন।

— - ◆ —

"ধাতুদৌর্ব্বল্যের অব্যর্থ পরীক্ষিত।"

সুধাবিন্দু সুধাবিন্দু!!

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, জননেন্দ্রিয়ের শৈথিল্য, শুক্রমেহ, অল্প উত্তেজনায় শুক্রপাত ও অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় এবং তজ্জনিত শিরঃপীড়া, শারীরিক দুর্ব্বলতা, স্মরণশক্তি হীনতা, মানসিক বিষণ্ণতা, হাত পা জ্বালা ও শুক্রের তারল্য প্রভৃতি এক মাস মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া শুক্র, অস্থি, মজ্জা ও ধারণা শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। [illegible] কি ইহা [illegible] [illegible] উপকার [illegible]। ইহা যে সর্ব্বপ্রকার ধাতুর [illegible] তাহার অনেক প্রশংসাপত্র রহিয়াছে এবং এই ঔষধে আরোগ্য হইয়া অনেকে পুরস্কার দিয়াছেন। এক মাসের ঔষধ এক শিশি ২ টাকা ডাক মাশুল ৷০ আনা।

দাদের মহৌষধ।

"ক্ষত ও চর্ম্মরোগের মহোপকারী।"

এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই, অথচ যে প্রকারের দাদ হউক না কেন ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। দাদ কোচদাদ, বিখাউজ, হাজা-বাত, চুলি (কোদ) পারার ঘা, খোস, পাঁচড়া গরমীর ঘা ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষত রোগ তিন দিবসের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা ক্ষত ও চর্ম্ম রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এই ঔষধে পারা নাই ইহা সার্জ্জন মেজর কর্ত্তৃক পরীক্ষিত। দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই নিরাশ হইবেন না। মূল্য প্রতি কৌটা ৷০ আনা, তিন কৌটা ১৷০ আনা, ছয় কৌটা ২৷০ ডজন ৪৷০ টাকা।

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী।
ডাক্তার পাবনা।

প্রেরিতপত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

দীপ নির্ব্বাণ।

বৃথা আশা আর কারস্ যতন
ভুলাতে না যায় গোর
বৃথা মায়া তুই ফিরিস এখন
বাঁধিতে জীবনে তোর।
দৃষ্টিহীন চক্ষে, মূরতি তোমার
নাহি হেরে কমনীয়,
আঁধার কেবল, সাজে এ নয়নে
আঁধারই রমণীয়।
মাও মায়া যাও [illegible] এ দুক্ষ নয়নে
এস না অশ্রুর বারি,
ছাড়িতে যাদের ছিঁড়ে এ পরাণ
যেন রে ভুলিতে পারি।
এ সময় স্মৃতি চিন্তা তোমার
যাও তুমি দূরে যাও
[illegible] ভুলিতে জগতের মায়া
সকলি ভুলিতে দাও।
[illegible] ভুলিয়ে কেবলই মরণ
মুখ চেয়ে রব তোর,
জীবনের বাতি, যেমন মা তুই
নিবায়ে করিবি ঘোর।
একটী একটী মুহূর্ত্ত গণিব
করিয়া তুষারি ধ্যান,
ব হিলে শ্রবণে পদধ্বনি তোর
তাহার তখনি আন।
মুদিব নয়ন—অনন্ত নিদ্রার
চেতন না হ'বে আর,
পরশিলে কাল, ঘুচিবে অজ্ঞান
শোণিত প্রকৃতি-ধার।
ঐ আসে আসে আহি মৃত্যু আসে
লাগি ক্ষণকেই আর;
কতক্ষণে আর, সে দিকটি ছায়ে
ঢাকিব এ ক্ষীণ কায়।
হই বুঝি এল—বোধ হ'তে এক
আর যে দেখিতে নারি,
শুধুই আঁধার নয়নের কাছে
আর যে থাকিতে নারি।
পলকে পলকে বাড়ে অন্ধকার
দেখিনি আঁধার হেন,
জীবন প্রদীপ নিবে বুঝি যায়—
আর সে রহিবে কেন?
নিবেছে এবার—কিছুই ত নাই
ফুরাল জীবন-লীলা,
একটী আলোক এখন কেবল
দিতেছে মধুর আলো।
পরলোক-পথ দেখাতে আমায়
বুঝি ঐ আলো জ্বলে,
আঁধারে—আঁধারে একটী তারকা
জ্বলিছে গগন তলে।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
১৬০ নং কেরাণীবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা।

—●●—

সম্পাদক মহাশয়! আজকাল বিনামূল্যে বিতরণ, কেবল ডাকমাশুলাদি লইয়া বিতরণ, হাঁকে আমীরাদিগের, সাহায্যে বিতরণ ইত্যাদি এক একটী মস্ত বাহানার হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর লোকে মাথা মুণ্ডের বিজ্ঞাপনে ভাগ করিয়া

উঠিতে পারেন না। এই সর্ব্বদেশে বিতরণ কাণ্ডে যে কত লোক প্রতারিত হইতেছেন তাহার সংখ্যা নাই। যাঁহারা কেবল ডাকমাশুল দিয়া বায় ৫ টাকা বা ১০ টাকা লইয়া মহাভারত কি শ্রীমদ্ভাগবত, কি যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গ্রন্থ বিতরণ করেন তাঁহারা ত বপের ঠাকুর! আবার যাঁহারা বিনামূল্যে ঘড়ি বিতরণ, ৫০ টাকা মূল্যের গ্রন্থ সংশিক্ষাতে দেন তাহারা যে সমাজের কি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহাদের দ্বারা যে দেশের কত অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ঠকিয়া ঠকিয়া লোকে বিজ্ঞাপনের কথায় আর বিশ্বাস করিবে না।

গত ৩রা এপ্রেলের বঙ্গবাসীতে একটা বিনা মূল্যে ঘড়ি বিতরণের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনদাতা উচ্চৈস্বরে বলিয়াছেন যে কেবল সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে তিনি ৫০০ "ধর্ম্ম প্রচারের" সহিত ৫০০ ঘড়ি, টাইমপিস ও অঙ্গুরীয় বিতরণ করিবেন। প্রায় সকলেই ঘড়ি ও টাইমপিস পাইবেন, ইহাতে ঠকিবার আশঙ্কা নাই। "ধর্ম্ম প্রচারের" মুদ্রাঙ্কন ব্যয় ও ঘড়ির প্যাকিং ও ডাকমাশুলাদির ব্যয় ২ টাকা ভ্যালুপেবলে পাঠাইয়া দিবেন।

ঘড়ির প্রার্থনায় বোধ হয় অনেকেই আবেদন করিয়া থাকিবেন। আমিও ঐ আবেদন কারীদিগের মধ্যে একজন। পরে গত ২৫ এ আগষ্ট বিজ্ঞাপনদাতা আমাকে ২৶০ মূল্যের একটী ভ্যালুপেবল পারসেলে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ও একটী পিতলের অঙ্গুরী পাঠাইয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম ৪২ নং রাধাবাজারষ্ট্রীটে সাতকড়ি দে নামক একটী বাবুকেও ঐরূপ এক পারসেল পাঠাইয়াছেন। ২৭ এ আগষ্টের দৈনিকে দেখিলাম বর্দ্ধমানের দুইটী ভদ্রলোককেও ঐরূপ দুই পারসেল প্রেরিত হইয়াছে। শুনিলাম বিজ্ঞাপন দাতা অনেক গুলি পারসেল ছাড়িয়াছেন। বিজ্ঞাপন দাতা বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন যে জেলা হাওড়া ৫ মিংটিশিবপুর পোষ্ট আপিস জলপাড়া শশিভূষণ দত্তের নামে পত্রাদি লিখিতে হইবে। কিন্তু আপাততঃ যে পারসেল গুলি প্রেরিত হইয়াছে তাহা সমস্তই চিত্রসেনপুর পোষ্ট আপিস হইতে প্রেরিত। উক্ত শশিভূষণ দত্তই বা কে, আর বিজ্ঞাপনদাতাই বা কে আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পবিত্র ধর্ম্মের নাম করিয়া এরূপ ঠকান কেন? যদি একান্তই তাঁহার অর্থের আবশ্যক তাহা হইলে ইহা অপেক্ষাও ত সহজ উপায় আছে। এক্ষণে সাধারণের নিকট বক্তব্য এই যে আর যেন কেহ এরূপ বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস না করেন। আর যাঁহারা আমার ন্যায় পিতল অঙ্গুরীয় লাভ করিয়াছেন তাঁহারা যেন অবিলম্বে ইহা দিয়া পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের গোচর করেন। তাঁহার এরূপ কার্য্যের প্রতিবিধান পক্ষে সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। "বহুনাম্প্যসারাণাং সমবায়ো হি দুর্জয়ঃ" এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা যেন বিচ্ছিন্ন না হন। এইরূপ কার্য্য সকল নিবারণের চেষ্টা সর্ব্বোতভাবে কর্ত্তব্য। কেহ যদি পোষ্ট মাষ্টার জেনারলকে লিখিতে না চাহেন তিনি এক এক পত্রে (পোষ্টকার্ডে) তাঁহারা কে কি লাভ করিয়াছেন তাহা লিখিয়া আমাকে নাম ধামাদি পাঠাইলে আমি সে সমস্ত সম্বলিত একখানি আবেদন পোষ্টমাষ্টার জেনারেলকে পাঠাইব। তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবিধান হইবে। তিনি বিজ্ঞাপন দাতাকে দোষী মনে করিলে পারসেলের টাকা আটক করিতে পারেন, এবং তাহাকে উচিত দণ্ড ও দেওয়াইতে পারেন। আমি পোষ্টমাষ্টার জেনারেলকে একখানি দরখাস্ত পাঠাইলাম। কিন্তু আবেদনকারীর সংখ্যা অধিক না হইলে সে আবেদনে কোন কার্য্য হইবে না। অতএব, যাহাতে এই সকল অনিষ্টকর কার্য্য বন্ধ হয় তদ্বিষয়ে সকলেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীসদানন্দ চট্টোপাধ্যায়
বেঙ্গল একাউণ্টাণ্ট জেনারেল আপিস
কলিকাতা।

—●●—

● সম্পাদক মহাশয়। উখড়া পরগণার অন্তর্গত দিঘড়া গ্রামে আমাদের বাস। জেলা ২৪ পরগণার সব ডিবিসন বারাসাতের থানা হাবড়ার অন্তর্গত এই গ্রামটী গুঁটীনাম্নী একটী পুরাতন নদীর উপর অবস্থিত। এই গুঁটী নদীর তীরে কেবল এই গ্রাম নহে নদী বহুদূর বিস্তৃত হওয়ায় অনেক গুলি গ্রাম ইহার তীরে অবস্থিত। নদীর গভীরতার অল্পতা বিধায় গ্রীষ্মকালে জল কমিয়া যায়, এমন কি স্থানে স্থানে একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু বর্ষাগমে পুনর্ব্বার জল পূর্ণ হইয়া তীরস্থ গ্রামবাসীদিগের জলকষ্ট নিবারণ করে। ইহার অনেক স্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে তীরবাসী অনেক গৃহস্থ গ্রীষ্মের সময় জলকষ্ট নিবারণার্থ নদীতীরস্থ আপনাপন অধিকারভুক্ত স্থানে উত্তমোত্তম পুষ্করিণী খনন করিয়া প্রতিবাসীদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছেন।

এই গুঁটী নদীর সুমধুর জল কতকগুলি লোকের অত্যাচারে কোন কোন বৎসর একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া যায়। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে কৃষকেরা পাটগাছ কর্ত্তন পূর্ব্বক বোঝা বাঁধিয়া পচাইবার উদ্দেশে নদীবক্ষে ফেলিয়া রাখে। ঐ সকল পাটের বোঝা পচিয়া জল এত দূষিত ও বিষাক্ত হয় যে ঐ জলোখিত বিষাক্ত বাষ্প ও দুর্গন্ধ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া তীরবর্ত্তী প্রাণিগণের সমূহ পীড়ার কারণ হইয়া উঠে। একে এদিকে পল্লীগ্রামের অনেক স্থানে মিউনিসিপালিটী না থাকায় গ্রামগুলির অবস্থা অতীব শোচনীয়। রাস্তাগুলি জীর্ণ শীর্ণ গ্রামভূমি জঙ্গলে পরিপূর্ণ তাহাতে আবার গ্রামবক্ষস্থিত নদীটির জল এরূপ বিষপূর্ণ হইলে গ্রামবাসীদিগের যে কি কষ্ট তাহা বিবেচক মাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন। গত কয়েক বৎসর হইতে গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। গত ১৮৮৪।১৮৮৫ অব্দে এই নদীতে পাট ফেলা উপলক্ষে অনেকের অর্থদণ্ড হইয়াছে। কিন্তু ১৮৮৪ অব্দে কতকগুলি লোকে অর্থদণ্ড দিলেও যখন ১৮৮৫ অব্দে আবার অনেকে পাট ফেলিয়াছিল, তখন আমরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে এই পাট ফেলার সময় উপস্থিত, এখন হইতে সকলকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিলে এই উৎপাত আর হইতে পারিবে না। পূর্ব্ব হইতে সাবধান করা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, যদি পাট ফেলা হয়, যাহারা ফেলিবে তাহাদের যেন কিছু কিছু অর্থদণ্ড হইল, কিন্তু জল একেবারে দূষিত হইয়া গেলে তাহা আর পরিশুদ্ধ হইতে পারিবে না।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীকালীশ্বর চক্রবর্ত্তী।

—●●—

● আমরা গ্রামবাসিগণের ক্লেশ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। গ্রামে মিউনিসিপালিটী না থাকুক পঞ্চাইত আছে ত? তাঁহারা এরূপ একটী প্রাণনাশক ব্যবহারের প্রতিবিধানে যত্নবান হন না কেন? যদি শীঘ্রই কোন প্রতিবিধান না হয় আমরা পত্রপ্রেরককে উপদেশ দিই তিনি উৎপীড়িত ব্যক্তিগণের স্বাক্ষর লইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করুন। মাজিষ্ট্রেটকে পরিদর্শনের জন্য গ্রামে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেই ভাল হয়। গ্রাঃ—স

শিক্ষিতদিগের মধ্যে জুয়াচুরী।

শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়। আজ কাল আমরা শিক্ষাভিমানী ভদ্র আখ্যাধারী মহোদয়গণের মধ্যে নানা প্রকার অভাবনীয় দুর্নীতি ব্যব-

নিমন্ত্রণ করেন তখন সভা তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন কি না এই বিষয় কেবল এখন অস্থির আছে। ইহাই প্রকৃত কথা, ইতি।

একান্ত অনুগত
শ্রীরাখালদাস সেন গুপ্ত
শ্রীশশিভূষণ রায়
শ্রীগোপালচন্দ্র বসু।

সোমপ্রকাশ

২০এ ভাদ্র সোমবার

ইনকম ট্যাক্স প্রবর্ত্তন করিবার সময় লর্ড ডফরিণ আশা দিয়াছিলেন ট্যাক্স সংগ্রহকালে প্রজার উপর কোন প্রকার পীড়ন বা অত্যাচার করা হইবে না। আমরাও ভাবিয়াছিলাম নিতান্তই যখন রাজার দায়ে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব দিতে হইবে তখন রাজা কখনও পীড়ন করিয়া কর সংগ্রহ করিবেন না। কর নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য কখনও অনুপযুক্ত উৎপীড়ক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইবে না। এখন ট্যাক্স আদায়ের আসেসারগণের ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় আমাদের গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা করিতে যতদূর পটু প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে ততদূর মনোযোগী নহেন। কলিকাতার কর সংগ্রহ সম্বন্ধে অত্যাচারের বিষয় ইতিপূর্ব্বে পাঠকগণকে অবগত করিয়াছি। কলিকাতার অধিবাসিগণ অত্যাচারিত হইলে তাহা নিবারণ করিবার উপায় জ্ঞাত আছেন। আসেসারগণও কলিকাতায় বড় একটা যথেচ্ছাচার করিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু মফস্বলে তাঁহাদের প্রবল প্রতাপ। লোকেও সেখানে ঘাড় পাতিয়া সকল প্রকারের অত্যাচার সহ্য করে; একবার মাত্রও বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারে না। সম্প্রতি ২৪ পরগণায় যে প্রকারে আয় কর নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে আমরা তাহার বিবরণ শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কর নির্দ্দিষ্ট করিবার সময় যাহাতে আসেসারের বিচারের উপর আপীল না হয় এই উদ্দেশে আসেসার বাবু প্রজাদের উপর জুলুম করিয়া তাহাদের অনেকের সাক্ষর লইতেছেন। কেহ যদি সাক্ষর করিতে অস্বীকার করে আসেসার চক্ষু রাঙাইয়া বলেন "সাক্ষর করিলে তোমার ট্যাক্স কম হইবে, নচেৎ অধিক ট্যাক্স নির্দ্দিষ্ট করিব"। এইরূপে ভয় দেখাইয়া সাক্ষর লইয়া বাবু তাহাদের আপীলের পথ পর্য্যন্তও বন্ধ করিয়া দিতেছেন। কোনকোন স্থলে বাগান জমির উপর কর ধরা হইয়াছে। আয়কর আইনে যদিও কেবল চাষের আয় ও ভূমি যদি করবর্জ্জিত বলিয়া ধরা হইয়াছে কিন্তু খাজনার আইনে চাষের জমির ভিতর বাগান জমিও ধরা হইয়া থাকে আয়কর আইনে এমন স্পষ্ট বিধান না থাকিলেও রেভিনিউবোর্ড হইতে একটী বিশেষ সার্কিউলার জারির হইয়াছে যে বাগান জমিও আয়কর বর্জ্জিত, আসেসার বাবু সেই বিধানটীর অবমাননা করিয়া বাগানের উপর পর্য্যন্তও কর নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন। লোকের আয়সম্বন্ধে বিশেষ কোন অনুসন্ধান লওয়া হয় না। দুই পাঁচজন শত্রু লাগিয়া যাহার যত আয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছে তাহাকে একবার মাত্রও জিজ্ঞাসা না করিয়া অথবা তাহার বাটীতে পর্য্যন্তও একবার পদার্পণ না করিয়া কোন কোন স্থলে তাহাকে করদাতার মধ্যে গণ্য করা হয়। পরে কেবল সাক্ষর লইবার সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ ও কথান্তর হয় মাত্র। লাঙ্গলবেড়িয়া নিবাসী যজমান ব্যবসায়ী একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপর এইরূপে কর নির্দ্দিষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ আসেসার বাবুকে বলেন "বাবু! আপনি একজন শিক্ষিত লোক, আপনার ন্যায় উচ্চ বেতনভোগী ধনী ব্যক্তি এ অঞ্চলে অতি অল্প। আপনার পুরোহিতকে প্রতি বৎসর কয় টাকা দিয়া থাকেন অগ্রে তাহার একটা হিসাব করুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন এই দরিদ্র গ্রামে আমার ন্যায় দরিদ্র যজমান ব্যবসায়ীর আয় কত হইতে পারে"। আসেসার বাবু ব্রাহ্মণের কথায় বিরক্ত হইয়া উঠেন। ব্রাহ্মণের যদিও অব্যাহতি পাইবার আশা থাকিত এই স্পষ্টতার কথায় তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। আসেসার বাবু গরীব ব্রাহ্মণের দশ টাকা ট্যাক্স ধরেন। যাহারা গোপনে কুসীদ ব্যবসা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে আসেসার বাবু তাহাদের বড় একটা অনুসন্ধান করিতে পারেন না। অনেক স্থলে কেবল বহুকালের পুরাতন ইষ্টকের ঘরবাড়ী দেখিয়া নিতান্ত দীনদশা প্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকেও করভারগ্রস্ত করিয়া পীড়ন করা হয়। লোকে কর পীড়নে হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন হইয়াছে, প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহারা একমতবার অভিসম্পাত করিয়া গবর্ণমেণ্ট ও আসেসারগণকে নরকস্থ করে। ইহারই নাম কি প্রজারঞ্জন ও রাজ্যশাসন?

—●●—

এসিয়া ও ইউরোপে দারুণ দুর্য্যোগ। রুষের রাজ্যলালসা এসিয়াতে যেমন প্রবল ইউরোপেও তেমনি। ইংরাজের রাজ্যতৃষ্ণা রুষের সহিত সংঘর্ষ লাগিয়া এই উভয় মহাদেশেই কারণ হইয়াছে। ভারতের প্রান্তে রুষের সহিত ইংরাজের একবারও যদি ঘাত প্রতিঘাত হয়, সমগ্র এসিয়ার রাজাগণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ন্যায় এক পক্ষ না হয় অন্য পক্ষ অবলম্বন করিয়া সকলেই সর্ব্বস্বান্ত হইবেন। ইউরোপে বুলগেরিয়ার প্রান্তে যদি একবার সমরানল জ্বলিয়া উঠে, জর্ম্মণি তুর্কি, ইংরাজ, ফরাসি ও রুষ সকলেই সেই অনল ক্রীড়ার জন্য রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইবেন, সকলেই প্রকৃত অনলে দহ্যমান হইয়া ইউরোপে অরাজকতার রাজ্য বিস্তার করিবেন। বুলগেরিয়ার প্রান্তে যে দুর্য্যোগ আগতপ্রায় আমরা তাহা পাঠককে বলিতেছি। বুলগেরিয়া বহু দিন হইতে রুষের অধীন, রুষ বাহুবলে বুলগেরিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডারকে সিংহাসনে বসাইয়া শত্রুরাজগণের ঈর্ষা উৎপাদন করিয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি সার্ভিয়ার সহিত বুলগেরিয়ার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আলেকজাণ্ডার ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রুষের কোপে পতিত হন। রুষ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছেন। বুলগেরিয়ার সৈন্যসামন্ত রুষের সহিত যোগ দিয়া আলেকজাণ্ডারকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। রুষ কেবল ইহাতেই সন্তুষ্ট হন নাই। স্বার্থের ব্যাঘাত হইয়াছে বলিয়া রুষ পূর্ব্বকৃত সন্ধিবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী বেটুন নগরে ইংরাজ কি আর কোন জাতি প্রবেশ করিতে পারিবেন না। ইংরাজ বার বার সন্ধির কথা তুলিয়া আপত্তি করিতেছেন, রুষ তাহাতে কর্ণপাতও করিতেছেন না। ইংরাজের এ অপমান রাখিবার আর স্থান নাই। বালক র‍্যাণ্ডলফপ্রমুখ মন্ত্রীসভা উগ্রমস্তিষ্ক ও সমরনীতিপরায়ণ। এই অবমাননা সহ্য করিয়া তাঁহারা যে নিশ্চিন্ত থাকিবেন কখনই তাহা বোধ হয় না। এদিকে আফগানে অনুকরাজ অল্পে অল্পে পা বাড়াইতেছেন, ইংরাজও এত দিন গায়ের ঝাল গায়ে মারিয়া এখন একটু একটু চক্ষু রাঙাইতেছেন। রুষ ওয়াখান নামক স্থান দাবী করেন। ইংরাজ বলিতেছেন রুষ ওয়াখানের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাঁহারা আমীরকে সাহায্য করিয়া বলপূর্ব্বক ওয়াখান দখল করিবেন। খাজাকুশিন রাজ্য লইয়া ইংরাজের সহিত রুষের আর একটী বিবাদের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ বলেন খাজাকুশিন আফগান রাজ্যভুক্ত। রুষ প্রথমে তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন। ইংরাজ এক্ষণে সন্ধির কথা উত্থাপন করায় রুষ বলিতেছেন

লর্ড লিটনের শাসনকালে আফগান প্রদেশে ইংরাজ নিজেই যুদ্ধারম্ভ করিয়া সে সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন। সুতরাং রুষের এখন খাজাকসিন অধিকার করিবার পক্ষে কোন বিঘ্ন নাই। ইংরাজ সতর্ক হইয়া অগ্রেই খাজাকসিন প্রদেশে কর্ণেল লকার্টকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সন্দেহ করিয়া রুষও অগ্রে অগ্রে ওয়াখান প্রদেশ দাবী করিয়া বসিয়াছেন। দুই দিকেই এখন বিলক্ষণ বাঁধাবাঁধি। কেহই বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। দুই দিকেই যুদ্ধের জন্য বিলক্ষণ আয়োজন হইতেছে। রাজ্যলালসায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া দুই জনেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহাদের অদৃষ্টে কি আছে, ভারতবাসীর অদৃষ্টে কি আছে কে বলিতে পারে? ইংরাজ বিদেশীয় রাজা। ভারতবাসীর ধন প্রাণ রক্ষা কারতে যদি তাঁহারা একবারও মনোযোগী হইতেন, তবে সিন্ধুনদের পরপারে গিয়া কখনই তাঁহারা পরের শত্রু ঘরে ডাকিয়া আনিতেন না। এসিয়ায় দুর্যোগ ইউরোপে দুর্যোগ, দুই দিক হইতেই ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ।

—●●—

কয়েক মাস পূর্ব্বে আমরা নেপাল বিদ্রোহের কথা পাঠকগণকে অবগত করিয়াছি। নেপালে জঙ্‌ বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমান রাজার বিরুদ্ধে একবার ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিলেন নেপাল রাজ্যের রাজকার্য্য সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহার কোন আবশ্যক নাই। গবর্ণমেণ্ট তখন বাস্তবিক যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছিলেন। কোন দুর্ব্বল অধীন রাজ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রতাপশালী বলবান্ রাজা যদি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে চান তবে লোভ সম্বরণ না করিয়া অভাবতই রাজ্যটী উদরসাৎ করিয়া বসেন। ইংরাজের এই অপবাদটী লোক বিখ্যাত। আজ কাল ইংরাজ যেরূপ সীমা নির্ণয়, সীমা বন্ধন ও সীমা বিবাদ লইয়া ব্যস্ত, কেন না সীমান্ত প্রদেশে গোলযোগ উপস্থিত হইলে সে দিকে ইংরাজ যে স্বার্থশূন্য হইয়া নিরপেক্ষভাবে শালিস করিতে পারিবেন তাহা কখনই বোধ হয় না। তাই আমরা বলিতেছিলাম ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নেপালে হস্তক্ষেপ না করিয়া ভালই করিয়াছিলেন। কিছু দিন আর নেপালের কোন কথাই শুনা যায় নাই। তাই আমরা ভাবিয়াছিলাম নেপালে বিদ্রোহের আর কোন সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি দার্জ্জিলিঙে একজন নেপালী ধরা পড়িয়াছে। এ ব্যক্তি বিদ্রোহী রাজকুটুম্বদিগের দূত। তাহার কথাবার্ত্তা ও ভাব গতিকে জানা গিয়াছে যে নেপালে বিদ্রোহিগণ একটা রাজবিপ্লব ঘটাইবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে। বিদ্রোহী কুটুম্বদিগের সহিত বহু ব্যক্তির পত্রাপত্র চলিতেছে। তাহার নিকটেও এইরূপ অনেকখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে। নেপালের ভিতর বিদ্রোহের বহ্নি অপ্রকাশভাবে জ্বলিতেছে। নেপাল রাজ্যের শান্তি যে শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে তাহার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ইহার উপর আবার তিব্বতের সহিত নেপালের বিবাদ সূচনা হইয়াছে। ঘরে বাহিরে বিবাদ লইয়া নেপাল শীঘ্রই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবেন। ইংরাজের এ সময় কর্ত্তব্য কি? অবশ্যই যদি ভারতবর্ষের শীর্ষ সীমা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় তবে প্রান্তসীমাস্থ রাজন্যবর্গের মধ্যে শান্তি রক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। সোলাবজঙ্গ ইংরাজের পরমবন্ধু ছিলেন। বিপদের সময় তাঁহার সাম্রাজ্য রক্ষা করা ইংরাজের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাতে নেপালে আত্মবিচ্ছেদ উপস্থিত না হয় যাহাতে তিব্বতের সহিত নেপালের বিবাদের কারণ তিরোহিত হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগী না হইলে ইংরাজকে অকৃতজ্ঞ হইতে হইবে, ইংরাজরাজ্যের প্রান্তসীমা বলহীন হইয়া বহিঃশত্রুর করায়ত্ত হইয়া পড়িবে। তিব্বতও ইংরাজের শত্রু নহেন। শীর্ষ পার্ব্বত্য প্রদেশে আপনার সামান্য সম্পত্তি লইয়াই তিব্বতবাসী সন্তুষ্ট। সে সম্বন্ধেও বাধা ও অন্যায় করিয়া তিব্বতকে বিপদগ্রস্ত করিলে ইংরাজের কাপুরুষতাই প্রকাশ পাইবে। ইংরাজ এখন স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করিয়া উভয় রাজ্যের মধ্যে যাহাতে প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহারই বিধান করুন। লোলুপ দৃষ্টিতে কাহারও উপর না চাহিয়া ইংরাজ ঘরে বসিয়াই যদি পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন তাহা হইলে আসিয়া খণ্ডের যশ বৃদ্ধি হইবে, আসিয়ার সকল রাজাই ইংরাজের সরল ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিবেন। অধিকন্তু ভারতবর্ষের শীর্ষদেশ অক্ষুণ্ণ থাকিলে বহির্দেশ হইতে ইংরাজ প্রবলশত্রু রুষের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারিবেন। একখানি দিগন্তবিস্তৃত ভারতের প্রান্তসীমা জুড়িয়া রহিয়াছে। ইংরাজ যদি বুদ্ধি মান হন সহজেই সে বিপদের জাল ছিন্ন করিতে পারিবেন। নচেৎ ইংরাজের বিপদে পদেই অমঙ্গল।

—●●—

মফস্বলের পাঠকবর্গ যদি একবার কলিকাতায় আসেন তাহা হইলে দেখিতে পান আজকাল সহর ঘি দুধ লইয়া কত বড় একটা আন্দোলন উঠিয়াছে। ছোটবড় সকল লোকেই দোকানে বাজারে স্বতের কথা লইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছেন, আর শীঘ্র অত্যাচারের প্রতিবিধান কেন হয় না বলিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে অভিসম্পাত করিতেছেন। কথাটা বড় সহজ নহে। ধর্ম্মের উপর আঘাত পড়িলে যেদিকে দৃষ্টি না যায় বড় বিপদজনক ব্যাপার। সেকালে ধর্ম্মের নামে কি না করিয়াছে? পৃথিবীর ভিতর বহুগুলি রাজবিদ্রোহের কথা শুনা গিয়াছে তাহার অধিকাংশই ধর্ম্মের নামে উদ্ভূত। মনুষ্যের রক্ত যে পরিমাণে ধরিত্রীকে কলুষিত করিয়াছে তাহার অর্দ্ধেক ধর্ম্মের উত্তেজনায়। সাহিত্য আমার পাড়ে পাড়, ইতিহাসের কাণ্ডে কাণ্ডে জনশ্রুতির ভিতরে ভিতরে এই ধর্ম্মের নামে প্রাণসংহার প্রাণ বিসর্জ্জন ও ইন্দ্রিয় দমন, রাজবিদ্রোহ ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেদিন যে দারুণ সিপাহি বিদ্রোহের প্রভাবে ইংরাজের হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল তাহাও এই ধর্ম্মের নামে উদ্ভূত। হিন্দু সন্তানের উপর দাঁত দিয়া টোটাকাটা ব্যবস্থার ফল কি গবর্ণমেণ্ট এখন বিস্মৃত হইয়াছেন? গো শূকরের চর্ব্বি স্পর্শ করিতে বাধ্যের মনে একেবারে লাগিয়াছিল, গো শূকরের মেদমজ্জা ভক্ষণ করাইবার বিরুদ্ধে শীঘ্রই বিধিব্যবস্থা না করিলে তাহারা যে সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিবে কখনই তাহা সম্ভবনীয় নহে। মাড়োয়ারিয়া ইতিমধ্যেই ভয়ানক আন্দোলন তুলিয়াছে। অনেকে সভা করিয়া স্বদেশীয় ঘৃত ব্যবসায়িগণকে জাতিচ্যুত করিতেছে, প্রতিদিন দলে দলে গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া অজ্ঞানকৃত ক্লেশ ভাবসমপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আসিতেছে। ইহার ভয়ে সকল লোকে দোকানের মিঠাই খাওয়া বন্ধ করিয়াছে, মিঠাই ব্যবসায়িগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দোকান পাট উঠাইয়া দিতেছে। হিন্দুর গৃহে স্বতের আর বড় ব্যবহারও পাওয়া যায় না, হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ডে ও আদ্যাদি কার্য্যে লুচির বদলে চিড়া ভিজাইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে। ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সংসারে স্বতের ব্যবহার উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে স্বতের যতটুকু প্রয়োজন লোকে সন্তুষ্টচিত্তে সকলে হইতে তাহার নাম ভাগের একভাগও সংগ্রহ করিয়া কার্য্য সমাধা করিতে পারিতেছে না। কলিকাতার ঘিয়ে মফস্বলেও ঢুকিয়াছে। মেখানকার গোয়ালারা কলিকাতার

গরলমিশ্রণ পশ্চাৎ দরে ক্রয় করিয়া লইয়া, অবশেষে গিয়া খুবজাত গব্য, তদন্তা এ বাপদের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাই আবার অবিকৃত বলিয়া লোকের কাছে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতেছে।

প্রতিবিধানের কোন আইন বর্ত্তমান নাই। শুনিতে পাওয়া যায় কেবল গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্মতির জন্য এই উদ্দেশ্যে একখানি পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে এই পাণ্ডুলিপি লইয়া আলোচনা হইবে। কিন্তু লোকের অধিক দিন আর সহিষ্ণুতা থাকে না। সেদিন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির টাউন কাউন্সিলের সভ্যগণ একত্র হইয়া একটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে দুগ্ধ ব্যবসায়িগণের প্রত্যেকের নিকট কেবল অবিকৃত দুগ্ধের ব্যবসা করিবার চুক্তি ৫০০ টাকা করিয়া জামিন লওয়া হইবে। প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইলে অনেকটা প্রতিবিধান হয় বটে, কিন্তু এতৎসম্বন্ধে একটী আইন প্রচলিত করিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আইন প্রকাশের বিলম্ব থাকিলেও গবর্ণর জেনারেল নিজ ক্ষমতায় কলুষিত আহারীয় সামগ্রীর ব্যবসা বন্ধ করিতে পারেন। যে উপায়েই হউক শীঘ্রই এই গরল মিশ্রণের কোন একটা প্রতিবিধান না করিলে কোনক্রমেই আর চলে না।

—•—

এ দেশীয় লোককে কার্য্যকরী বিদ্যা শিখাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট উদ্যুক্ত হইয়াছেন। শিক্ষার্থিগণ কয়েক বৎসরের মধ্যে যাহাতে কোন বিশিষ্ট সাংসারিক কার্য্যে পারদর্শী হইয়া উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারেন গবর্ণমেণ্ট সেই জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষার একটী নূতন বিধান করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিয়াছেন। সেনেটের সভ্যগণও এই বিষয় লইয়া একটা মহা-আন্দোলন তুলিয়াছেন। আমরা কার্য্যকরী বিদ্যার প্রয়োজন বুঝিতে পারি। বর্ত্তমান অবস্থায় খাটিয়া খাইবার কোন উপায় না থাকিলে আমাদের যে অর্থোপার্জ্জনের আর পথ নাই, তাহাও বিলক্ষণ বুঝিতে পারি কিন্তু এই কামার ছুতারের কার্য্য শিখাইতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদের উচ্চ শিক্ষার কোনরূপ ব্যাঘাৎ করেন এরূপ আমাদের অভিপ্রেত নহে। লেখা পড়া শিখিয়া, আত্ম মর্য্যাদা জানিয়া, নীতি ও ধর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া যদি অনাহারে মরিতে হয় সেও আমাদের মঙ্গল। কেবল যে কামার ছুতারে দেশ পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার ভূপতি ও চিত্রকর প্রভৃতি সকলে সর্ব্বক্ষণই অর্থের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইবে। বিজ্ঞানের কথা কহিতে, ধর্ম্মের বিষয়ে উপদেশ দিতে, অধ্যাত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া মনুষ্যের পরকালের উপায় দেখাইয়া দিতে আর একজনও যে দেশের ভিতরে পাওয়া যাইবে না—সর্ব্বক্ষণ বৈষয়িক জ্ঞান, অর্থকরী বুদ্ধি আর লাভ ক্ষতির আলোচনা করিয়া ভারতবাসী যে আকণ্ঠ পর্য্যন্ত পার্থিবতায় পরিপূর্ণ থাকিবে; বিবেকের উক্তি, শাস্ত্রের ব্যবস্থা, ঋষির উপদেশ না মানিয়া, না শুনিয়া ধর্ম্মগত প্রাণ ভারতবাসী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পতনের পথে অবতরণ করিবে—এ দারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করা অপেক্ষা অনাহার মৃত্যু সহস্র গুণে আমাদের আরাধনার সামগ্রী। মেসমারের ন্যায় উচ্চ পথের পথিক হইয়া আমাদিগকে দারিদ্র যন্ত্রণা সহিতে হয় সেও আমাদের প্রার্থনীয়, তথাপি ইংরাজীর ন্যায় অর্থকরী ব্যবসা শিখিয়া এক পাউণ্ড মদ্য মাংসের জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে কস্মিন কালেও যেন আমাদের অদৃষ্ট না ঘটে। শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার ক্রফট সাহেব যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাদের বুদ্ধি বৃত্তি, অভ্যাস ও রুচি যেরূপ অনুকূল পৃথিবীর মধ্যে আর কোন জাতিরই সেরূপ নাই। ভারতের যুবক পরের অনুবৃত্তি করিয়া অতি কষ্টে দর্শন শিক্ষা করিতে পারে, তথাপি মাসিক এক শত টাকা বেতনে ছুতারের সর্দ্দার হইয়া ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতে চায় না। দুই দণ্ড ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশ শুনিয়া ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করিতে পারে, তথাপি রাজভোগ সুখের সেবায় থাকিয়া কর্ম্মকারের বিদ্যা শিখিতে চায় না। এরূপ ভাবাপন্ন জাতির নিকট হইতে উচ্চ শিক্ষা কাড়িয়া লওয়া যে কতদূর দোষাবহ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই তাহা বুঝিতে পারেন। আমরা কার্য্যকরী শিক্ষার অনাদর করি না। যেসকল বালক অর্থাভাবে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে না পারিয়া দলে দলে কেরাণীর শ্রেণী পরিপুষ্ট করিতেছে, অল্প মাত্র লেখা পড়া শিখিয়া কার্য্যকরী বিদ্যায় অভ্যস্ত হইলে তাহাদের সমূহ মঙ্গলের সম্ভাবনা। কিন্তু যাহাদের অর্থ সামর্থ আছে, উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার বলবতী ইচ্ছা আছে তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষায় বঞ্চিত করিলে দেশের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হইবে না।

—••—

পিতৃশ্রাদ্ধ।

২রা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥

আজ আমাদের কাঁদিবার দিন নহে। পিতৃবিয়োগের দারুণ শোকে অবসন্ন হইয়া দীনহীনের ন্যায় আমরা যে অনবরত ক্রন্দন করিতেছিলাম, আজ আমাদের সেই রোদন সম্বরণ করিয়া শুদ্ধ হইবার দিন; আজ অনশনে, সংযতচিত্তে, পৃথিবীর সকল পদার্থ হইতে হৃদয় মন টানিয়া লইয়া যোগাসনে উপবেশন করিবার দিন। পরকালগত প্রেতাত্মার অক্ষয় স্বর্গবাস কামনায় ত্রিদিবেশ্বর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার দিন। অশৌচ কালে কাঁদিয়া কাঁদিয়া হিন্দুর প্রাণ কোমল হইবে, অনবরত অশ্রুর ধারে পাপের মলা ধৌত হইয়া সংসারীর হৃদাকাশ নির্ম্মল হইবে—আর সেই নির্ম্মল মনোমণ্ডলে কল্পনার বলে সংসারমুক্ত অন্তরের পবিত্র আত্মা পূর্ণিমার চন্দ্র স্বরূপে উদয় হইয়া শ্রদ্ধা ভক্তির জোৎস্নামৃতে সংসারীর জীবন মধুময় করিয়া তুলিবে। এমন দিনে, এমন সময়ে, এমন পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া মানুষ ভগবানের নিকট যাহা চায় তাহাই পায়; যাহার জন্য সাধনা করে, তাহাই তাহার সুসিদ্ধ হয়, যে উদ্দেশে ঋষিবাক্যের অনুসরণ করিয়া ক্রিয়াকাণ্ডের অবতারণা করে, তাহাই তাঁহার সফল হয়। এমন দিনে, এমন সময়ে হিন্দুর শাস্ত্রকার ব্যবস্থা দিয়াছেন—শ্রদ্ধার সহিত প্রেতাত্মার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর—প্রেতাত্মার অক্ষয় স্বর্গকামনায় ইষ্ট দেবতার পূজা কর। এমন দিনে এমন সময়ে আত্মীয় স্বজন সম্মিলিত হইবে, বন্ধু বান্ধব, পরিচিত, অপরিচিত, ছোট বড়, ইতর, ভদ্র, সকলেই সমাগত হইয়া প্রেতাত্মার স্বর্গ গমনের জন্য উৎসব করিবে, পৃথিবীতে স্বর্গের উৎসব নামাইয়া আনিয়া গ্রামের লোকে, দেশের লোকে, পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হইবে। এমন দিনে, এমন সময়ে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ ভোজন ও আত্মীয় ভোজনের ব্যবস্থা দীন দরিদ্রকে দান করিবার ব্যবস্থা জীবাত্মার সহিত প্রেতাত্মার যোগ জীবাত্মার নিকটে পরমাত্মার উপবেশন, জীবাত্মায় আত্মী বন্ধুর সম্মিলন সুখ। এতগুলির সমবায় যেখানে সেখানে কি মলিনতা বিন্দুমাত্রও থাকিতে পারে পাপের দুর্গন্ধ কণকালের জন্যও কি তিষ্ঠিতে পারে এই শ্রাদ্ধের দিনই হিন্দুর জীবন সংস্কারের দিন-এই দিন হইতে অনেকেরই প্রবৃত্তির গতি ফিরিয়া যায়, অনেকেরই প্রাণ বৈরাগ্য আশ্রয় করে

আমাদেরই চক্ষের সম্মুখে সংসারের বিকটমূর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া স্বর্গের চিত্র চিত্রিত হয়। কেমন ভাগ্যবান ব্যক্তি হিন্দু সমাজে আদর্শের ব্যবস্থা দিয়া স্বর্গযাত্রার সরল পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন? যতদিন হিন্দুর নাম জগতের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিবে, হিন্দুর অন্তঃপ্রকৃতির পবিত্র ভাব, পবিত্র উদ্দেশ্য সেই ইতিহাসের পত্রে পত্রে কালে কালে উজ্জ্বল ভাবে বিরাজিত থাকিবে।

সোমপ্রকাশের আজ পিতৃকৃত্যের দিন। আমাদের হৃদয়ে যত পাপ, যত আবর্জ্জনা চতুর্দ্দিক হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, দশ দিনের ক্রমাগত অশ্রু ধারায় সকলই আমরা ধৌত করিয়া ফেলিয়াছি। যত সাম্প্রদায়িকতার ধূলি কর্দ্দমে আমাদের প্রাণ মলিন হইয়াছিল, ঈর্ষা দ্বেষের উত্তপ্ত বাতে আমাদিগের জীবন অস্থির করিয়াছিল; পক্ষপাত অর্থলালসা, রাজভক্তির হীনতা, পরের মঙ্গলে কাতরতা, স্বার্থ চিন্তা, নাস্তিকতা যতই ঘনীভূত হইয়া হৃদয়ের উপর আবর্জ্জনার স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছিল, পিতৃশোকের প্রবল প্রবাহে আকর্ষিত হইয়া অল্পে অল্পে সকল গুলিই হৃদয়ের স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এখন আমাদের শত্রু মিত্র বিচার নাই, আত্মীয় পর জ্ঞান নাই, ভারতবাসী নরনারী আজ আমাদের চক্ষে যেমন প্রিয়, অত্যাচারী এংলো ইণ্ডিয়ান ভাই আজ আমাদের তেমনি প্রিয়। সৎকার্য্য করিলে একজনকে যে ভাবে আমরা প্রশংসা করিব অপরকেও সেই ভাবে প্রশংসা করিব, কুকার্য্য করিলে আজ আমরা বন্ধুভাবে একজনকে যেমন তিরস্কার করিব, স্নেহ ছাড়িয়া অপরকেও তেমনি নিন্দা করিব। সৎকার্য্য ও কুকার্য্যের জন্য দেশীয় রাজাকেও সমান ভাবে পুরস্কার ও তিরস্কার করিব, ইংরাজকেও আবার মুখাক্ষরে ইতর বিশেষ করিব না। বাঙ্গালী ও ইংরাজী সহযোগি, আজ আমরা আপনাদের সকলেরই সমান বন্ধু। কাহারও প্রতি কর্ত্তব্য হীনতা প্রকাশ করিতে অনেক সময় অনেক ইচ্ছা করিয়া থাকি, আজ হইতে সে ভাবকে বিদায় করিয়া দিব। আজ সোমপ্রকাশের সাধনার দিন, সমাধির দিন আত্মীয়তার দিন আলাপ কুশলের দিন। এমন দিনে এমন সময়ে ভগবান্ আমাদের সহায় হউন, স্বর্গ হইতে আমাদের নূতন বল, নূতন উৎসাহ প্রদান করুন প্রকৃত ধর্ম্মতেজে পরিপূর্ণ হইয়া যাহাতে আমরা হিন্দুধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিতে পারি, যাহাতে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য, রাজার প্রতি কর্ত্তব্য বিবেচনা পূর্ব্বক পালন করিতে পারি তাহার জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বল দিন। আর আমাদের উচ্ছৃঙ্খলের শিক্ষা গুরু, সমাজের গুরু, সাহিত্য সংসারের বন্ধু মনুষ্য সমাজের আদর্শ পরলোকগত পিতৃদেব তাঁহার জন্য কি প্রার্থনা করিব? পুণ্যবান্ ভিতর আজ তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত সে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতির্ম্ময় আলোক আজ আমাদের হৃদয় আলোকিত। স্বর্গবাস তাঁহার যথার্থ পুরস্কার হউক। স্বর্গ হইতে যোগ হইলে আর যদি কিছু বস্তু লোক প্রার্থনীয় বস্তু থাকে তাহাই তাঁহাকে দিবার জন্য আজ আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

আজ আমাদের পিতৃকৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। সোমপ্রকাশের জীবন কখনই তাহা শেষ হইবে না। একদিনের জন্য উপচার দিয়া আজ বসিলে কি সোমপ্রকাশের জীবনদাতার শ্রাদ্ধ হয়? যতদিন আমাদের প্রাণ ততদিন পিতৃশ্রাদ্ধের আছে, যতদিন সোমপ্রকাশের নাম, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের নাম, বাঙ্গালীর রাজনীতির আলোচনা ততদিন তাঁহার শ্রাদ্ধ। যদি প্রাণের ভিতর শ্রদ্ধা ভক্তির অক্ষয় অমৃত পুরিয়া রাখিয়া নিরন্তরই তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিতে পারি তবেই পিতৃকৃত্য সফল হইবে শ্রদ্ধা ভক্তির অমৃত বারি নিক্ষেপ করিতে করিতে যদি আমরা ইহজীবন তাঁহার কার্য্যে বিসর্জ্জন দিতে পারি তবেই আমাদের পিতৃকৃত্যের সম্পন্ন হইবে। তিনি স্বর্গে গিয়াও আমাদের পরম গুরু পরম সহায় ও পরম অবলম্বন। স্বর্গে গিয়াও তিনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন আমাদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন—সুতরাং এখনও তিনি আমাদের গুরু। তাঁহারই চিন্তায় আমরা বল পাই, আশা পাই আনন্দ পাই, শান্তি পাই—সুতরাং তিনিই আমাদের স্বর্গ—তাঁহারই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে সোমপ্রকাশের ধর্ম্ম রক্ষা হইবে, সুতরাং তিনিই আমাদের ধর্ম্ম। পরের হিতসাধনই তাঁহার তপস্যা ছিল—পরের মঙ্গল সাধন করিবার নিমিত্ত আমরা অহর্নিশ তাঁহারই নিকট উপদেশ শিক্ষা করিব। সুতরাং তিনি আমাদের তপ। তাঁহার কার্য্য সাধন করিলে ইহপরকাল রক্ষা হইবে, মনুষ্য ও দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন সোমপ্রকাশের জীবন সার্থক হইবে।

—✱✱—

আরও দুর্দ্দিন আসিতেছে।

পাঠক এক্সচেঞ্জের কথা শুনিয়াছেন। এক দেশের মুদ্রার সহিত আর এক দেশের মুদ্রার বিনিময়ের নাম এক্সচেঞ্জ। এই এক্সচেঞ্জের উপরই বাণিজ্য নির্ভর করে। আমাদের দেশে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত। ভিন্ন দেশীয় বণিকেরা যে সকল বিদেশীয় মালপত্র এ দেশে আনিয়া বিক্রয় করে, তাহার মূল্যস্বরূপ এ দেশের টাকা লইয়া গিয়া এক্সচেঞ্জে স্বদেশীয় টাকার সহিত বিনিময় করে। এ দেশের টাকা যে ধাতুতে নির্ম্মিত তাহার যে পরিমাণে হ্রাস বা বৃদ্ধি হইবে, ভিন্ন দেশে ভিন্ন ধাতু নির্ম্মিত টাকার সহিত বিনিময় করিবার সময় টাকার মূল্যও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া যাইবে। সম্প্রতি নানা স্থানে রৌপ্যের খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এক্সচেঞ্জে আমাদের দেশের টাকার মূল্য ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া যাইতেছে। হোম চার্জ বলিয়া ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে বৎসরে যত টাকা বিলাতে পাঠান যায় রৌপ্যের মূল্য হ্রাস হওয়ায় এ বৎসর তাহার অপেক্ষা অধিক টাকা পাঠান হইয়াছে। আমাদের দেশের এক টাকায় বিলাতের দুই শিলিং। ভারত গবর্ণমেণ্টের বজেট প্রস্তুত হইবার পর এক্সচেঞ্জে ক্রমশঃ দুই শিলিংয়ের স্থানে এক শিলিং চারি পেন্স বৃদ্ধি হইবে তাহার আর সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বজেট প্রস্তুত করিবার সময় এই হিসাবে অনুমান দুই কোটি টাকার ক্ষতি ভারতবর্ষকে সহ্য করিতে হইবে। এই ক্ষতির পূরণ হইবে কি প্রকারে? হয় গবর্ণমেণ্টকে ঋণ করিতে হইবে না হয়, রাজ্যের ব্যয় হ্রাস করিতে হইবে ইহাতেও যদি কোন উপায় না হয়, তবে প্রজার উপর কর বৃদ্ধি করিয়াই অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট ইতি মধ্যেই অনেক ঋণ করিয়া বসিয়াছেন, এখনও একশত বিশ লক্ষ টাকার জন্য গবর্ণমেণ্ট হাত পাতিয়া বসিয়া আছেন। ইহার উপর আবার ঋণ করা অসম্ভব। রাজ্যের ব্যয় সংক্ষেপ ব্যাপারে কিরূপ অর্থাতুরতা হইবে তাহা রাজস্ব সমিতির কার্য্যকলাপ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট গুলির সহিত রাজস্ব সম্বন্ধে যেরূপ চুক্তি করিয়াছেন তাহাতে অতি সামান্য অর্থই সংগৃহীত হইতে পারে। নানা বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের চুক্তির উপার্জ্জন হইতে কেবল ৫০ লক্ষ টাকার সঙ্কুলান হইবে। বাকি অবশিষ্ট এককোটি ৫০ লক্ষ টাকার জন্য তৃতীয় পন্থা অবলম্বন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের আর উপায়ান্তর নাই। কর বৃদ্ধি করিয়া ১৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান করা সামান্য কথা নহে। "ইংলিসম্যান" বলেন আয়কর বৃদ্ধি করিবার এই [illegible]

সহযোগী আর নিশ্চিন্তে পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক করিয়া বলিতেছেন ভবিষ্যতে আরও দুর্দ্দিন আসিতেছে. ভারতবাসী এখন হইতেই সাবধান হউন। একে দুর্নিত ইনকম-ট্যাক্সে দেশী বিদেশী সকল লোকেই উৎপীড়িত হইয়াছেন, তাহার উপর ট্যাক্সের ভার আরও যদি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়, তবে দেশের ভিতর হাহাকার-রব পড়িয়া যাইবে, দুঃখিত ভারতবাসীর আর কিসে রক্ষা হইবে. গবর্ণমেণ্টের উপর প্রজাবর্গের দারুণ অশ্রদ্ধা জন্মিবে, সভ্য জগতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক রাজা বলিয়া পরিচিত হইবেন। এখন হইতেই ইহার উপায় বিধান করা আবশ্যক। বিপৎপাতের পূর্ব্ব হইতে বিপদের প্রতিবিধান না হইলে কালে অপ্রতিবিধেয় হইয়া উঠিয়া পড়িবে। ইনকম ট্যাক্স প্রবর্ত্তন করিবার সময় গবর্ণমেণ্ট প্রজাবর্গকে বিবেচনা করিবার সময় দেন নাই। পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় যেমনই পঠিত হইল, অমনই তাহা বিধিবদ্ধ হইয়া সহসা প্রজার মস্তকে বজ্রের ন্যায় আঘাত করিয়া বসিল। এক দণ্ডের জন্য আইনের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া প্রজা যে আন্দোলন করিতে পারিবে তাহার আর উপায় রহিল না। এখন কর বৃদ্ধির সূচনা হইয়াছে। এই সময় হইতেই প্রবল আন্দোলন উঠাইয়া দেওয়া হউক, যাহাতে এই দুর্নিত ট্যাক্স বর্দ্ধিত হইয়া গবর্ণমেণ্টকে প্রজার নিকট ঘৃণার পাত্র না করে তাহার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করা হউক। কিন্তু ইনকম ট্যাক্স বৃদ্ধি না করিলে গবর্ণমেণ্টের দেড় কোটী টাকার উপায় কি হইবে? সহযোগী বলেন আমদানী শুল্কের পুন স্থাপন করিলে অর্থ সংগ্রহের উপায় হইতে পারে। সহযোগী সুবিবেচকের ন্যায় কথা বলিয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টারের মহাপ্রভুগণ যতই অসন্তুষ্ট হউন আমদানি শুল্কের পুনস্থাপন করা যে গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত কর্ত্তব্য নিঃস্বার্থ বুদ্ধি ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। আমদানি শুল্ক রহিত করায় আমাদের এক পয়সাও লাভ নাই বরং প্রভূত ক্ষতি। প্রজার উপর অযথা পীড়ন করিয়া স্বদেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ সাধন করা রাজার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অনুরোধ করি যাহাতে আমদানি শুল্ক আবার বসে সকলে মিলিয়া তাহারই জন্য গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করুন। যে দারুণ দুর্দ্দিন আসিতেছে তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতে সকলেই প্রস্তুত হউন। পীড়ার সূচনা হইতেই চিকিৎসার আবশ্যক. মুমূর্ষুকালে ধন্বন্তরিও প্রাণ দিতে পারিবেন না।

শোকসূচক পত্র।

Harinavi A. S. School
The 31st August 1896

Babu Upendra kumar Chckaraverti.
Babu Bhupendra kumar Chckaraverti.
Babu Nripendra kumar Chokaraverti.

Dear Sirs!

Permit me, on behalf of the authoriti of the Harinavi A. S. School, to convey to you their deep sense of the loss that you have sustained by the death of your illustrious father, Pandit Dwarka Nath Bidyabhushon. No consolation can meet the occasion, it is so absorbing in its effects yet I presume, it may be some relief for bereaved sons to be told in the midst of their sorrow that their late father enjoyed, while living, the universal respect and esteem of his countrymen, that he toiled honorably and gloriously for the good of his country and that his death, like the death of all great men, has only canonised him and emblazoned his name and reputation with the lasting memory of a people.

To those that are interested in the welfare of the Harinavi School the loss has been twofold. They have lost an illustrious countryman and they have lost a true patron of the school The sacrifices that your deceased father made to see the school prosper, will not be forgotten so long as it continues to exist Would to god that his life had been prolonged for doing more good to it! May god bless his soul and reward him in heaven for what he did on earth!

Your father Sirs has gone to a better world after having performed a good life's work, leaving you to inherit all he had on earth. Our last humble wish is that you may also inherit his noble qualities, and in the midst of your philanthropic exertions perpetuate his patronage to the school and regard it in the light of one of his dearest legacies to you.

I. Remain Sirs,
Yours most humbly,
Bankim chandra Sen
Head master
Harinavi A. S. School.

—••—

হরিনাভি—বুধবার ১৭ ই ভাদ্র ১৩০৩।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গেষু

ভাই! আজ ঠিক ৫টা ও ২টার সময় বৈকালে বিখ্যাত "সোমপ্রকাশ" খানি কে আমার হাতে দিল (ডাকঘরে জন্ম ভাসাইল) পত্রিকা খানি হাতে লইয়া তাহাতে (Block line) দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম এবং তখনই বুঝিলাম আমার দুর্ভাগ্য ভারতের আর একটী রত্ন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। আস্তে আস্তে কাগজ খুলিয়া দেখি আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহাত্মা বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংসার মায়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ভাই! আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না। জানি কেন বুঝি না যখন আমি তাঁহার স্নেহ ও মমতার কথা মনে করি তখন আর থাকিতে পারি না। ভাই! আমার মনে বড় কষ্ট রহিল—মনে বড় আশা ছিল একবার যাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করিব, কৈ দাদা—এ জনমে আমার ভাগ্যে আর তাহা ঘটিল না। অহো! আমি পাপী এজন্য তাঁহার দেবোপম শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে অধিকারী হইলাম না। গত বৎসর যখন কলিকাতা যাই। তখন কেন একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসিলাম না। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রবাবু আমাকে কত অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি যেরূপ পাপ তাই মন বড় আকুল হইল যে, কি করিব, কোথা যাই? তাঁহাকে আর কি আমি দেখিতে পাইব না। তাঁহার আত্মা স্বর্গধামে। হায়! [illegible] বিফল। দাদা! তুমি শোকাভিভূত—আমার এমন সাধ্য নাই যে তোমারে একটু বুঝাই। তবে এস ভাই! গলাগলি হইয়া কাঁদি, ভাই! এস আমরা সকল ভাইয়ে গলাগলি হইয়া দুঃখে কাঁদি আমাদের রোদন বুঝি কি সেই পর্যন্ত গমন করিবে? ভাই! পাগলের মত কত অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিতেছি—তোমার পিতা আমার যে কে [illegible] তাহা কি মনে করিতেছ? আমি যে তাঁহাকে পিতৃবৎ ভক্তি করিতাম তাহা হয়ত তুমি না জানিতে পার কেন না আমার অন্তরের কথা কেবল অন্তরে জানিত আজ শোক ব্যক্ত করিল আজ আমি অশৌচ গ্রহণ করিলাম। তাঁহার জন্য ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইব। আর ত লিখিতে পারি না। একটী কথা বলিয়া রাখি। তাঁহার সাংবৎসরিক খানি শীঘ্র প্রকাশ কর। বিতরণ [illegible] করিতে পারিবে।

"মহাত্মা দ্বারকানাথ স্মরণ নাই" বলিয়া একটী প্রবন্ধ যে আজ নিকট পাঠাইলাম সোম প্রকাশে প্রকাশ কর। অতি সত্বর পুস্তকাকারে

(ক্রম) প্রকাশ করিয়া সাধে তাহা বিতরণ করিবে। সত্বর একটা কার্য্য করিব পরে জানাইব।

স্বেহাস্পদের শোকার্ত
শ্রীচন্দ্র।

রাণাঘাট—১ লা সেপ্টেম্বর।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, নৃপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়েষু।

মহাশয়গণ। ১। প্রথমে সঞ্জীবনী তৎপরে সোমপ্রকাশে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইলাম, তাহা এই সামান্য পত্রে কি লিখিয়া জানাইব। তিনি আমার পিতৃস্থানীয় ছিলেন আজ তাঁহার মৃত্যুতে আমি বাস্তবিক পিতৃহীন হইলাম কিন্তু এ বিষয়ে শোক করা বৃথা, মনুষ্য মরণধর্ম্মশীল, যখন দেহ ধারণ করিলে আজ হউক কালি হউক অবশ্যই দেহ ত্যাগ করিতে হইবে সুতরাং তজ্জন্য শোক করা বৃথা। যাহা উক তিনি আমাকে যেরূপ স্নেহ ও যত্ন করিতেন, ভাল বাসিতেন, ভরসা করি আপনারাও আমাকে সেইরূপ স্নেহ যত্ন করিবেন।

২। "সোমপ্রকাশ" স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বড় আদরের বস্তু। আপনাদিগেরও বড় আদরের জিনিস আমি নিজে ইহাকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধচক্ষে দেখিয়া থাকি। এক্ষণে যাহাতে ইহার বিশেষ উন্নতি সাধন হয় সে বিষয়ে আমাদের চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য কার্য্য। যিনি যে বিষয় মহত্ত্ব স্থাপন করিয়া যান তিনি অবশ্যই প্রশংসার পাত্র। অতএব আপনারা যাহাতে সেই পূজ্যপাদ মহোদয়ের কীর্ত্তি রক্ষা করিতে পারেন তাহাতে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। বশম্বদ

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন দাস ঘোষ।

—●●—

স্নেহের ও প্রিয় উপেন্দ্রকুমার। সংবাদপত্র পাঠে পরিজ্ঞাত হইলাম, পূজ্যপাদ পিতা ঠাকুর মহাশয় নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিয়াছেন। এত দিনের পর আমরা পিতৃহীন হইলাম। কিন্তু ঐশ্বরিক কার্য্যে মনুষ্যের হাত নাই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতে উদ্যত হইলেও কিছুতেই অবাধ্য মন প্রবোধ মানে না, কারণ আমরা এত দিন পিতাচন্দ্রের সুশীতল ছায়ায় কালাতিপাত করিতেছিলাম দুরন্ত কাল তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া আমাদের সর্ব্বস্বের একমাত্র আরাধ্য রত্ন হরণ করিল। হায়! কালের কি বিচিত্র গতি!!!

ভাই! এক্ষণে শোক সম্বরণ পূর্ব্বক বিষয় কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য। জগৎ পরীক্ষার স্থল। অতি সাবধানতার পাদক্ষেপ করিতে না পারিলেই, পদে পদে বিপদ ঘটিয়া থাকে। এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্য্যকলাপ ও ধর্ম্ম সম্পাদন করিবে। শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রকুমার ভায়াকে আমার প্রীতিপূর্ণ সময়োচিত সম্ভাষণ জানাইবেন।

আজ আমি পরাধীনতা প্রাপ্তে আবদ্ধ, সুতরাং একবার নিকটস্থ হইয়া মনের কথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। যদি সুযোগ ঘটে তবে একদা আমরা একত্রে মিলিত হইয়া মনের দুঃখ বিমোচন করিব।

পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণীকে আমার কোটী কোটী প্রণিপাত জানাইবে এবং সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া সান্ত্বনা করিবে ও সেবা করিবে।

অভিন্ন হৃদয়
শ্রীশ্যামাচরণ সান্ন্যাল।
সদর মোকাম—বেথাল ষ্টেট,
খিদিরপুর—ভূকৈলাস।

-●●-

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহোদয় মহিমার্ণবেষু।

১৫ ই ভাদ্রের সোমপ্রকাশ পাইয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। স্বর্গীয় মহাত্মার শোকোচ্ছ্বাস ও জীবনচরিত পাঠে আমরা একবারে অধৈর্য্য হইলাম। কি প্রবোধ দিব, কিছু জানি না! তবে এই মাত্র জানি যে আমাদের ভবিষ্যতের হাত কিছুই নাই সমস্তই তাঁহার হাত!!! এখন ধৈর্য্যকে আশ্রয় করুন বিষণ্ণতা পরিত্যাগ করিয়া উপস্থিত ব্যসন হইতে উত্তীর্ণ হউন; আর কি বলিব আপনাকে দীর্ঘোদ্ধারত্ব ধীর প্রশান্ত ভাব আছে নিবেদন—ইতি

অনুগত
১৯ এ ভাদ্র। শ্রীমধুসূদন শর্ম্মা চট্টোপাধ্যায়।

কোম্পানির কাগজের দর।

৪ টাকা সুদের কাগজ ৯৭৸৶০ ৯৭৸৶০,

৪॥০	১৮৭১	(১৮৮)	৯৯।০—
৪॥০	১৮৭৮।৭৯ (১.৯২)		১০৩—১০৩।০
৪॥০	১৮৭৯	(১৮৯৩)	ঐ ঐ

কলিকাতা

বড় বড় সহর মাত্রেই প্রায় বেশ্যার প্রাদুর্ভাব অধিক। কিন্তু কলিকাতা যেমন ওতপ্রোতভাবে অবিদ্যার অধিষ্ঠান এমন আর কুত্রাপি নাই। এখানে বারনারিগণ পাড়ায় পাড়ায় গলিতে গলিতে ভদ্র লোকের ঘর বাটীর সম্মুখে, পশ্চাতে সকল স্থানেই সদাস্বরূপে বিরাজমান। ইহাতে ছাত্র সম্প্রদায় ও সাধারণ লোকের প্রবৃত্তি কলুষিত হইবে না ত আর কি হইবে? রাস্তার দুই ধারে দ্বার দিয়া বারনারীরা নানা প্রকার হাব ভাব কুৎসিত গান ও কুৎসিত ভাষায় আহ্বান করিয়া সকলেই লোকের মনকে প্রলুব্ধ করে। কলিকাতায় খুন যখম দাঙ্গা হাঙ্গামী যতকিছুই ঠাকুরাণীদিগের আলয়ে ঘটিয়া থাকে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম কলিকাতার ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়গণ বেশ্যাকৃত অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য টাউনহলে একটী সভা করেন। সভায় ভারতসভা হইতে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু হেমচন্দ্র মৈত্র কে প্রতিনিধি স্বরূপ টাউনহলে পাঠান হয়। সভায় স্থির হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্টকে একটী আইন করি, যাব জন্য অনুরোধ করা হইবে তাহাতে বেশ্যাগণ আর প্রকাশ্য স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে পাইবে না। রাস্তার ধারে উহাদের ঘর থাকিলে পুলিষ তাহা উঠাইয়া দিতে পারিবেন। যেসকল অধিক বয়স্কা স্ত্রীলোক বালিকাগণকে কুপরামর্শ দিয়া অধঃপাতে লইয়া যায় তাহাদের দণ্ডের জন্য একটা বিশেষ আইন করা হইবে। ১০ বৎসর বয়সের বালিকার সম্মতিক্রমে যদি কোন দুর্ব্বৃত্ত উহার সতীত্ব নাশ করে তবে বর্ত্তমান দণ্ডবিধির আইনে উহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করে না। সম্মতির বয়স বৃদ্ধি করা উপস্থিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডে সম্প্রতি এসম্বন্ধে যেরূপ আইন প্রচলিত হইয়াছে এখানেও সেইরূপ আইনের প্রয়োজন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৪ আগষ্ট। অদ্য রাত্রে কমন্স সভায় পররাষ্ট্র বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী সার জেমস ফারগুসন সাহেব ক্রিমস আফগানস্থানের সংবাদচ্যুতির কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি আরও বলেন বুলগেরিয়ায় এক্ষণে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।

সার জেমস ফারগুসন প্রকাশ করেন যে আফগান বাউণ্ডারি কমিশনের কার্য্য শেষ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট রুসিয়ার সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অতঃপর সীমা সম্বন্ধে যাহা কিছু কথাবার্ত্তা হইবে উভয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবেই তাহা করিবেন।

ভিয়েনা ২৪ আগষ্ট। প্রিন্স আলেকজাণ্ডারের অনুকূলে সেনাদল মত দিয়াছে। সৈন্যগণ অনেকে উহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছে।

সোফিয়া ২৫শে আগষ্ট—বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট পদচ্যুত হইয়াছে মুসো ক্যারিক এবং অন্যান্য দলপতিগণ ধৃত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৫শে আগষ্ট—প্লাডষ্টোন সাহেব মহারাণীর বক্তৃতার সময় লোচন উপলক্ষে বলেন যে, নূতন গবর্ণমেণ্টের আইরিস পলিসি উক্ত প্রদেশে অসন্তোষের বৃদ্ধি হইবে।

ভ্রম সংশোধন।

গত বারের সোমপ্রকাশে ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তাঁহার জন্মগ্রহণের বৎসর স্থলে ভ্রমক্রমে ১২২৬ খৃষ্টাব্দ লেখা হইয়াছে পাঠক! প্রকৃত স্থলে সাল পাঠ করিবেন।

১৪ ১৫জন যুবককে সেসনজজের কার্য্য দিয়া ব্রহ্মদেশের জজ স্বরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছে এতদিন বিচারের পূর্ব্বে কয়েদিগণ অনেক দিন ধরিয়া হাজতে পচিত জজের সংখ্যা অধিক হওয়ায় এখন আর তাহাদের বৃথা দণ্ড সহ্য করিতে হইবে না।

আভা নদীর জল প্লাবিত হইয়া শত শত লোকের বিনাশ সাধন করিয়াছে। বেতারেও কোনরূপ বলিয়াছিলেন প্লাবনে একজনের ও জীবন যায় নাই। রেঙ্গুন গেজেট বলেন কত লোক মরিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। আভা নদীর বক্ষের উপর শত শত মৃত দেহ ভাসিয়া যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট অর্থ ও চাউল সাহায্য করিয়া অনেক বন্যাপীড়িত ব্যক্তির প্রাণ বাঁচাইতেছেন। প্লাবনের জল এখন অল্পে অল্পে অন্তর্হিত হইয়া ভূমির উপর গলিত উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তুর মৃত দেহের পূতিগন্ধ রাখিয়া যাইতেছে। উহাতেই আবার ভয়ানক রোগের উৎপত্তি হইয়া মগের প্রাণ সশঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গদেশের দারুণ মারীভয় ও দুর্ভিক্ষের ন্যায় ব্রহ্মে ও একটা ভয়ানক দুর্দ্দৈব ঘটিবার সম্ভাবনা।

নাঞ্জ গঞ্জের বন্যা প্রদেশে আর ও অনেকগুলি ডাকাইত ধরা পড়িয়াছে। ডাকাইতেরা এখন জেলে রহিয়াছে।

পাইওনিয়ার বলেন চীনের দ্বাদশবার্ষিকী কর লইয়া কয়েকজন মগকে চীনে পাঠান হইবে। চীনের সহিত ইংরাজের নাকি এইরূপই সন্ধি হইয়াছে।

খুলনা অঞ্চলের কয়েকজন বাঙ্গালী নাকি চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য একটী কল স্থাপন করিয়াছেন। ব্যবসা যতই বিস্তৃত হয় ততই আমাদের মঙ্গল। পরের মুখাপেক্ষা করিয়া আর অধিক দিন থাকা আমাদের ভাল দেখায় না।

ইংলিসম্যান বলেন মহাসভায় শৈল বিহার লইয়া আবার সে দিন একটী প্রশ্ন উঠে। স্যর বোপায় লেথব্রিজ জিজ্ঞাসা করেন শৈল বিহারের ব্যয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইবার কি হইতেছে। স্যর ই গর্ষ্ট বলিয়াছেন যে এখনও ষ্টেট সেক্রেটারী এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইতেছেন।

ভারতের অণ্ডার সেক্রেটারী স্যর জন গর্ষ্ট সাহেব একজন সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। বিলাতে তিনি সময়ে সময়ে সংবাদপত্রে লিখিতেন। তিনি আবার আইন বিষয়ে বিশেষ পার-

চীনের রমণীগণ বিবাহ করিতে বড় নারাজ। তাহাদিগের সহিত আত্মীয়তা করিলে বড়ই মিলিয়া যায়। অধিক কথা বার্ত্তা না কহিলে বড়ই অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু বিবাহে বাধ্য হইতে সকলেই অপ্রস্তুত। কেহ কেহ বিবাহের ভয়ে আত্মহত্যা করে। কেহ বা মঠে প্রবিষ্ট হইয়া কুমারী অবস্থায় দিন যাপন করে।

বিলাতের একটী পক্ষীপ্রদর্শনীতে হরবোলা পাখীর আমদানী হয়। যে পাখিটী সন্তোষজনক রূপে কথা কহিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কার দিবার কথা হয়। পক্ষিগুলির মধ্যে একটীকে যেমন বাক্স খুলিয়া বাহির করা হইবে অমনি সে মুখ তুলিয়া সাশ্চর্য্য ভাবে বলে "কতগুলা পাখী দেখ?" তাহাকেই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

চীনেরা আশ্চর্য্য প্রকারে কলেরা রোগ নিবারণ করে। তাঁমারে একজন কলেরা রোগে পীড়িত হওয়ায় তাহার আত্মীয়গণ একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনে। ডাক্তার একবাক্স ছুঁচ আনিয়া চিকীৎসা আরম্ভ করে। প্রথমে রোগীর কপালের দুইপার্শ্বে দুইটা ছুঁচ ফুটাইয়া দেওয়া হয় তারপর জিহ্বার উপর বুকের ধারে উদরের উপর ছুঁচ ফুটাইয়া পরে রোগীর ঘাড়ের চামড়া কাটিয়া দিয়া ডাক্তার চলিয়া যায়। কয়েক ঘণ্টা পরেই রোগী আরোগ্য লাভ করে।

ভারতবর্ষের একক্ষেত্র প্রশ্নে মনোযোগ দিবার জন্য মহাসভার অনেকগুলি সভ্য প্রধান মন্ত্রীর নিকট আবেদন করিয়াছেন। বাস্তবিকই এ দিকে দৃষ্টি না করিলে আর কয়েক বৎসর মধ্যে ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে।

৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদিগকে পেন্সন লইবার তাড়া দেন। কিন্তু নিজের বেলায় এ ৫৫ বৎসরের নিয়মটী খাটে না। যে বয়সে কেরাণী প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, গবর্ণমেণ্ট সেই বয়সেই দুই জন স্বদেশকে কৌন্সেলের পদে নিযুক্ত করিতেছেন। ইংরাজের আইন সত্যসত্যই কি মাখনের জাল?

পুনা, সুরাট ব্রোচ ও নাবাইতের ছোট আদালত উঠাইয়া দিবার জন্য রাজস্ব কমিটী প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সমগ্র বোম্বাইবাসীর প্রতিনিধি স্বরূপ প্রজাহিত বর্দ্ধক সভা গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন ইহাতে দেশের সমূহ অনিষ্ট হইবে। দেশের লোকের কাহারও ইচ্ছা নয় যে এই আদালত গুলি উঠিয়া যায়। আমরা আশা করি লর্ড রিপণ সভার আবেদন গ্রাহ্য করিবেন।

আসামের প্রপীড়িত কুলিদিগের সাহায্যের জন্য মেদিনীপুরের যুবক সম্প্রদায় চাঁদা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। উদ্যমটী বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। মেদিনীপুরবাসিগণ সকলেই যেন এই সৎকার্যে যোগদান করেন। আসামবাসী কুলীদিগের সাহায্যের জন্য স্থানে স্থানে সভা করা কর্ত্তব্য।

বাল্য বিবাহের উপর যাহাতে আইনের হস্তক্ষেপ না হইতে পারে, তজ্জন্য বোম্বাইবাসীরা শীঘ্রই একটী মহতী সভা করিয়া বোম্বাইবাসী সাধারণের মতামত গবর্ণমেণ্টে জ্ঞাপন করিবেন।

কুপারহিল কালেজের জন্য আমরা অনেক দিন ধরিয়া অর্থব্যয় করিয়া আসিতেছি, এতদিনে একজন ভারতবাসী কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমাদের অর্থব্যয় কতকটা সার্থক করিয়াছেন। লর্ড কিম্বার্লে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রবর্গকে পারিতোষিক বিতরণ করিবার সময় বলিয়াছিলেন "ভারতবাসীকে কেবল সুবিচার ও সুশাসন দিলে চলিবে না। তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার না করিলে কখনই ইংরাজের শাসন ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না"।

কাশ্মীরের মহারাজা কাশ্মীরের ভূমি সম্বন্ধে জমীদার ও প্রজাবর্গের সহিত একটা বন্দোবস্ত করিবার জন্য ব্যস্ত আছেন। গবর্ণমেণ্ট এন্ড্রু উইংগেট নামক একজন সিভিলিয়ানকে তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিয়াছেন। এ সাহায্যের প্রয়োজন কি? উপর পড়া হইয়া কাশ্মীর রাজ্যের কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের এ সম্বন্ধের আবশ্যক কি? ভাবগতিক ভাল নহে। এ ব্যাপারটী বোধ হয় ইংরাজ পলিসির অন্তর্গত।

শুনা গিয়াছে বোখারার আমীর কাবুলের আমীরের নিকট খোজা সালে নামক স্থান নিজস্ব বলিয়া চাহিয়াছেন। বোখারার আমীর রুষের কথায় উঠেন বসেন। তাঁহাকে দিয়া রুষ বোধ হয় আর এক নূতন খেলা খেলিতেছেন।

আজগুবি খবর শুনিতে চাহিলে ফরাসি সংবাদপত্র দেখিতে হয়। একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশ যে একব্যক্তি গুলি করিয়া একটী পায়রা মারে। পায়রাটী উড়িয়া যাইতেছিল। গুলি খাইয়া পড়িয়া গেলে বন্দুক দেখে যে তাহার পক্ষের উপর জার্ম্মাণির রাজদণ্ড অঙ্কিত রহিয়াছে। পায়রাটী ওয়ার আফিসে পাঠান হইয়াছে ওয়ার আফিসেও এই পায়রা দেখিয়া জার্ম্মণভীতি উপস্থিত হইয়াছে।

হয় তাহারা সেই ঘটে গমন করিয়া শবদাহ করিয়া থাকে। গত ১৫ ই জ্যৈষ্ঠ সিন্দুরিয়া নিবাসী নরেশ কলু নামে এক ব্যক্তি তাহার এক বৃদ্ধা আত্মীয়ার মৃতদেহ সৎকারার্থ সুরেন্দ্র বাবুর চাঁড়ড়িয়ার বাজারস্থ গঙ্গাতীরে শবদাহের ঘটে লইয়া আইসে এবং ঐ বাজারের শবদাহ জন্য কাষ্ঠ মৃত কলসী প্রভৃতি ক্রয় করে। এ দিকে কালীগাঙ্গুর বাজার হইতে কালীপ্রসন্ন বাবুর তরফের কয়েকজন লাটিয়াল আসিয়া ঐ মৃতদেহ (একেই বলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা) কাষ্ঠ কলসী প্রভৃতি বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়া আপনাদের ঘাটে (কালীগঞ্জের শবদাহের ঘাটে) সৎকার করে। এই বলিয়া আমাদিগের নবাগত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এজলাসে দণ্ডবিধির ৩৭৯ ইত্যাদি ধারামত এক অভিযোগ উপস্থিত হয়। বিজয় বাবু কার্য্য বিধির ২০৩ ধারার মর্ম্মানুসারে, অদ্য (২৫ এ আগষ্ট) ঐ মকদ্দমা ডিসমিস করিয়াছেন। মকদ্দমা ডিসমিস হইয়াছে তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। উপযুক্ত প্রমাণ না থাকিলে ডিসমিস হইবে, এত জানা কথা। কিন্তু মৃতার আত্মীয় স্বজনের এজন্য যে মন কষ্ট হইয়াছে তাহার প্রতীকার কিসে হইবে? আমরা কয়েক বৎসর দেখিয়া আসিতেছি এই উভয় জমীদার পাগই মধ্যে মধ্যে নানা মকদ্দমা করিয়া থাকেন। এই দুইটী পক্ষের লইয়া একটা খুন খারাপি না হইলেই বাঁচি। আমি জিজ্ঞাসা করি ইঁহারা কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন নন? কোন পক্ষের দোষ এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। ক্ষুদ্র দুইটা দরিদ্র কি হইবে? দুর্দ্দান্ত বাবুদ্বয়কে কাবু করিতে পারিলেই কর্তৃপক্ষের পৌরুষ আছে।

ভ্রমণকারির পত্র

বনওয়ারি নগর।

বর্ষা সমাগমে প্রকৃতির বিচিত্র মূর্ত্তি নয়নপথে বিরাজ করিতেছে। খাল নদী বিল খাল ইত্যাদিতে জল বৃদ্ধি হইয়া প্রায় সমুদয় জলময় হইয়াছে। কলিকাতার নিম্নে গঙ্গাতে যেরূপ জোয়ার ভাটা হইয়া থাকে এ প্রদেশে তাহা নহে। এখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় স্রোতস্বতী একটানা, অর্থাৎ নিম্ন গামিনী। দক্ষিণ পূর্ব্ব মুখে প্রবল স্রোতে জল বাহিত হইতেছে। ক্রমশঃ ভাটির নদীতে জোয়ারে জল বৃদ্ধি হইলে ভাটায় কমিয়া যায়, প্রহরে প্রহরে পরিবর্ত্তন হয়। এ সকল স্থলে বৃদ্ধি সময়ে ক্রমাগত বৃদ্ধিই হইতে থাকে। সমগ্র বর্ষা ঋতুই এইরূপ বৃদ্ধির সময়। শিশির সমাগমে জল কমিতে আরম্ভ হইলে বিবাদে অনেক নদী নির্জ্জল হয়। যেগুলি গভীর ও প্রবল সে গুলি ক্ষীণ স্রোতে বহমান হইতে থাকে। এ স্থলে কয়েক গ্রামে এত জল বৃদ্ধি হয় যে নৌকা ভিন্ন বাটীর মধ্যে গৃহান্তর গমনাগমনের উপায় থাকে না। কাহারও কাহারও গৃহের মধ্যে জল প্রবেশ করে, মৃণ্ময় প্রাচীরের গৃহ এদেশে নাই। ইতর ভদ্র ধনি নির্ধন সকলেরই দরমার বেড়া গৃহের আবরণ ও বাটীর প্রাচীর প্রস্তুত করিতে হয়। একারণ বর্ষার জলে উহা পতিত হয় না। বর্ষাকাল এ দশটী বড় কষ্টকর। খাদ্য দ্রব্য মধ্যে পাবদা মটরের ও খেঁসারির ডাইল যথেষ্ট। তরকারী অতি কম। ইহাও যে স্থলে হাট বাজার আছে সেই স্থানে মেলে অন্যত্র পাওয়া যায় না। তবে খাদার মৎস্য সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যেখানে ভদ্রলোকের বসতি সেইখানে যেসকল দোকান থাকে তাহাতে কেবল অরহর বুটের ও মুগের ডাইল প্রভৃতি কোন কোন সামগ্রী উচ্চ মূল্যে পাওয়া যায়। নচেৎ মটর ও খেঁসারিই সর্ব্বত্র ভরসা। খাদার মধ্যে মধ্যে এক একটী উচ্চ ভূমিতে দুই পাঁচ ঘর লোক বসবাস করে। ইহারা আজ কাল এক রকম দ্বীপবাসী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কয় ঘর হয় ত দশ পোনের বিঘা ভূমিতে অবস্থিতি করিতেছে। তদ্ভিন্ন তাহার নিকটে অর্দ্ধ মাইল মধ্যে আর উচ্চ ভূমি নাই। চতুর্দ্দিক জলাকীর্ণ, মধ্যে উহাদের বাস। বাস স্থানের ভূমি আবার এরূপ যে উহাতে কোন বৃক্ষ কি তরকারী জন্মায় না। আমরা বনওয়ারি নগরে আসিবার সময় প্রায় আট মাইল বিস্তৃত একটী খাদা অতিক্রম করিয়া আসি। উহার মধ্যে মধ্যে ঐরূপ অনেকগুলি দ্বীপ দেখিয়া আসি। তন্মধ্যে দুই একটীতে দু একটী তেঁতুল ও কুল গাছ ভিন্ন আর কোন বৃক্ষ লতাদি না দেখিতে পাইয়া ভাবিয়াছিলাম এখানকার কৃষকেরা তত উদ্যোগী ও পরিশ্রমশীল নহে। পরে অনুসন্ধানে অবগত হইলাম ঐ সকল স্থানের মৃত্তিকায় কোন উদ্ভিদ জন্মে না। এখানকার অধিবাসীদিগের সুখ সচ্ছন্দের মধ্যে কেবল জলার মৎস্য ও খাদার ধান্য। খাদায় অপরিমিত ধান্য জন্মে। ঐ ধান্য হইতেই ঐ সকল প্রজার সমুদয় অভাব দূর হয়। এখানে বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত তিন মাস ধান্যের চাষ হয় ও অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ পর্য্যন্ত ধান্য সংগৃহীত হয়। দুই তিন মাস মাত্র চাষ আবাদ সংগ্রহের কাল। চাষের সময় এক মাস ও সংগ্রহের সময় দুই এক মাস। এই দুই আড়াই কি তিন মাস পরিশ্রম করিয়া তাহার যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাতেই সমুদায় বৎসর সুখে অতিবাহিত করে। উহার মধ্যে কোন কোন জমীতে খেসারি ও মটর কলাইও হয়। ধান্য কড়াই সম্বৎসর ঘরে থাকে। কেবল বর্ষাকালে প্রজারা ঘরে বসিয়া মাছ ধরে ও ভাত খায়। হাটের দিন হাটে গিয়া ধান্য চাউল কি কলাই বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনীয় তৈল লবণ ইত্যাদি কিনিয়া আনে। উহাদের ঘরে লক্ষ্মী সর্ব্বদাই বিরাজমানা। ঐ সকল স্থলের আস্থাও ভাল, আমরা বোধ করি কেরাণী ভায়াদের অপেক্ষাও উহারা সুখী।

পূর্ব্ব পত্রে বনওয়ারি নগরের জমীদার বনমালী বাবুর গুণের কথা সাধারণের গোচর করিয়াছি। লোকের কেবল গুণ বর্ণনা করিয়া প্রকৃত দোষের কথা না বলিলে স্তাবক হইতে হয়। জমীদার বাবুর একটী প্রকৃত দোষের কথাও আজ উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

দোষ এই যে তিনি নিজে যেমন সচ্চরিত্র বিষয় কার্য্যে তদনুরূপ সচ্চরিত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন নাই। সেকালের কতকগুলি লোক বাবুর আমলা আছেন, তাহারা মানাপমান জ্ঞান অন্যায় কিছুই বুঝেন না। কোনরূপে স্বার্থলাভ হইলেই হইল। বাবু যেখানে কুশল বিস্তার করিতে যান, ইহারা সেই খানেই কাদায় বাধাইতে উন্মুক বাবু স্বচক্ষে সকল দেখিতে অবসর পান না। অগত্যা সমুদায় কার্য্যকারকের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাবুর প্রধান কর্ম্মচারী অদ্ভুত ধাতুতে নির্ম্মিত। সাধু অনুনতি করিলেও কাহারও দেয় টাকা সরলভাবে দেন না। বাবু কোন ভদ্র লোকের সহিত সদালাপ করিয়া তাঁহাকে সম্মানের সহিত রাখিতে আদেশ দিলেও দেওয়ানজী তাহাকে মজুরের ন্যায় খাইতে দেন অভদ্রের ন্যায় তাঁহার সহিত ব্যবহার করেন, ভদ্রলোক কাজেই বিরক্ত হইয়া চলিয়া যান আমরা জমীদার বাবুকে এই ব্যক্তির ব্যবহারের উপর লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করি তিনি যেমন উদার সেইরূপ শিক্ষিত বহুদর্শী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করুন। সকল দিকে মঙ্গল হইবে। বনমালী বাবুর সাধারণ দেশহিতকর বিষয়ে বিশেষ যত্ন দেখিয়া আমরা এরবিধ উপদেশ দিতেছি। কুচক্রী মোসাহেব ও কর্ম্মচারী পরিত্যাগ করিলে সমাজেরও মঙ্গল হইবে।

বিজ্ঞাপন।

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস সি. বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিক্রয়

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেটকেস, থার্মমিটার ৩৩ শিশির সাংসারিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ২২ শিশি কর্ক চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রায় প্রধান সংবাদ-পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান অথবা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাকমাশুল সহ ১/১০ এক টাকা আর আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত ব্যক্তির আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের পাস্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১ডাবের মূল্য ।০ এবং বহুমূত্র পীড়ার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্র সহ মূল্য ১৷০ দেড় টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১ আনা দরের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডর বস্তুর সহিত ভ্যালুপেয়েবল পার্শেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—✽✽—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

জে, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

এখানে ক্রমান্বয় কয়েকখানি জাহাজে লণ্ডন আমেরিকা ও জর্ম্মাণি হইতে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, কর্ক শিশি যন্ত্রাদি আনীত হইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এলেন এনসাইক্লোপিডিয়া মূল্য ১৮০ হানিম্যান মেঃ পিউরা মূল্য ২৪ প্রভৃতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০ ক্রম ১।০ মাদারটিং ।৶০ নিম্নক্রম ।০ এবং ২০ ড্রাম।৶০ হিসাবে বিক্রয় হয়। ২২ শিশির ওলাউঠার বাক্স সায় পুস্তক ৪॥ ঐ ক্যাম্ফরসহ ৫ ও সাধারণ চিকিৎসার পুস্তক সহ ২৪ শিশির ৮॥, ৩০ শিশির ১০ ৪০ শিশির ১৪, ৪৪ শিশির বাক্সিক ঔষধ সমের ১৬ ৭২ শিশির বাক্সিক ঔষধ সমেত ২২ ২০০ শিশির উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও থার্ম্মমিটার সহ ৮০ থার্ম্মমিটার ৪।০৫ (ক্যাটলগ বিতরণীয়।) সমস্ত বাক্সের সহিত পুস্তক ও ফোটা মাপিবার যন্ত্র পাওয়া যায়। ঠিকানা ১১৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য—ম্যানেজার।

—✽✽—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহাশয়গণ এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৭ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—✽✽—

বৈষ্ণব।

এই ভক্তি প্রচারক মাসিক পত্রের ১ নং সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার অগ্রিম বার্ষিক মাত্র মূল্য ১॥ দেড় টাকা নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু "(পূর্ব্ববিভাগ)

সংস্কৃত মূল, টীকা টিপ্পনী, বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাঙ্গালা টিপ্পনী সহ ভক্তি বোধক বৈষ্ণব গ্রন্থ মূল্য ১৲ টাকা ডাক মাশুল /১০ আনা।

"বেদান্ত স্যমন্তক" (গোবিন্দ ভাষ্যকারকৃত)

ঈশ্বর, জীব প্রকৃতি, কাল, ও কর্ম্মতত্ত্ব বোধক বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ (দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত সংস্কৃত) মূল্য চারি আনা, ডাক মাশুল ১০ অর্দ্ধ আনা।

পুস্তক দুই খানি আমার নিকট ও সংস্কৃত ডিপজিটারী, ক্যানিং লাইব্রেরী ডিপজিটারী এবং বৈষ্ণব ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

শ্রীকালীদাস নাথ

রামসেবক মল্লিকের গোলা।

বড়বাজার, কলিকাতা

—✽✽—

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে এই পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে। এজেণ্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠার কেতাব।

দাম ১॥০ টাকা; ডাকমাশুল ৴.০

ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রী পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

ম্যানেজার

—✽✽—

৺সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রণীত।

জগদ্বিখ্যাত সর্ব্বপ্রধান সংস্কৃত অভিধান।

শব্দকল্পদ্রুম।

সর্ব্বসাধারণ শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী ব্যক্তিবর্গের সুবিধার্থে উৎকৃষ্ট দেবনাগর অক্ষরে উৎকৃষ্ট কাগজে, সংশোধিত ও বৃহৎপরিশিষ্টাদি সহিত পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংখ্যা ক্রমে মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রতি সংখ্যায় রয়াল ৪ পেজী ৮ ফরমা আছে। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রচারিত সংস্করণের ২৪ ফরমায় যত কথা আছে, তদপেক্ষা অধিক কথা আছে। নিয়মিত গ্রাহকগণের পক্ষে প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

শব্দকল্পদ্রুম গ্রহণার্থী মহাশয়গণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলেই শব্দকল্পদ্রুমের নিয়মাবলীর সহিত যত সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে পাঠান যাইবে। (৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।)

৭১নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু। সি,ই,। শ্রীহরিচরণ বসু।

শব্দকল্পদ্রুমের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক

কে. ডি. সরকারের উপদংশ রোগের পারা বর্জ্জিত মহৌষধ।

সিপাহি বিদ্রোহের অবসান সময় নেপালের জঙ্গলে এক মুসলমান ফকীরের নিকট প্রাপ্ত। বিগত ২৬ বৎসর ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা যশের প্রচারের সহিত ইহার গ্রাহক এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছে যে বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম। ইহাতে কোন প্রকারের পারা নাই, ইহা অল্পকালমাত্র সেবনেই সহস্র সহস্র লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিরারোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র ইহার সেবনেই রোগোন্মুক্ত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারায় শিশু সন্তান ও পৈত্রিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহা রোগের সর্ব্বাবস্থায় আশু ফলপ্রদ এমন কি পারাঘটিত ঔষধ সেবনজনিত দূষিত রক্ত ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্ষত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের এরূপ পারা বর্জ্জিত অব্যর্থ মহৌষধি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রদত্ত প্রশংসাপত্র এবং ঔষধি সেবনের নিয়মাদি ঔষধের শিশির সহিত থাকিবে, আমাকেই লিখিলেই উক্ত প্রশংসা পত্রাদি বিনাব্যয়ে পাইবেন। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২।০ প্যাকিং ।০

শ্রীকালী দাস সরকার
গবর্ণমেণ্ট পেনসনর—লক্ষ্ণৌ।

—●●—

বিশেষ সুবিধা। বিশেষ সুবিধা॥

মফস্বলের বন্ধুদিগের সুবিধার জন্য আমরা কলিকাতা হইতে বাজার দরে সকল প্রকার জিনিস খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারি। যাহার যখন যে কোন দ্রব্য আবশ্যক হইবেক তিনি সিকি টাকা প্রেরণ করিলেই তাঁহাকে সত্বর ভ্যালুপেয়েবল পোষ্টে সেই সকল দ্রব্য পাঠান হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন।

দত্ত এবং মিত্র কোং
৯৩ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

—●●—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানা প্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে নূতন অক্ষরে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

মফস্বলের যেসকল গ্রাহক কলিকাতায় আসিবেন এবং সহরের যেসকল গ্রাহক সোমপ্রকাশের মূল্য হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে দিয়া রসিদ লইবেন। মনি অর্ডার করিয়া ডিপজিটারীতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মনি অর্ডার কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অনরেবল কৃষ্ণদাস পালের অবশার্থ শিক্ষক পণ্ডিত ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা, সোমপ্রকাশের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

—●●—

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে ও ডাকমাশুলে কলিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যায়।

উপদেশমালা	মূল্য	ডাকমাশুল
১ ম ভাগ	৵০	৴১০
২ য় ভাগ	৵০	৴১০
নীতিসার।		
১ ম ভাগ	৵০	৴১০
২ য় ভাগ	৵০	৴১০
৩ য় ভাগ	৵০	৴১০
বিশেশ্বর বিলাপ	।০	৴১০

কয়খানি একত্র লইলে সমুদায়ে ডাক মাশুল ৴১০ লাগিবে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

—●●—

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হণ্ডি বরাত চিঠি, মণি অর্ডার ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃত যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রোপ্রাইটার দায়ী নহেন।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হরিনাভি চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

৩০ শ ভাগ।	" যৎকর্ম্মণা প্রকৃতিস্তিলায় মার্ষিঃ মনসা অনিময়সা ন কীয়তা। "	৪১ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০,	১২৯৩ সাল। ২৯ এ ভাদ্র। ইং ১৮৮৬। ১৩ ই সেপ্টেম্বর। ৭ রিপনাব্দ। ২৯ এ ভাদ্র।	অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩৲ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

স্বর্গীয় পিতৃদেবের আদরের ধন এই সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রখানির চিরজীবন ও উন্নতি কামনায় নিম্নলিখিত মহোদয়গণের হস্তে অর্পণ করিলাম। সোমপ্রকাশ পূর্ব্বের ন্যায় অনুগামী হইয়া নির্ভীক চিত্তে লোকসমাজে বিচরণ করিবে। পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক সকলেরই আমরা মুখাপেক্ষা।

ট্রষ্টি	লেখক
পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।	শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন চক্রবর্ত্তী প্লিডার আলীপুর।
বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্ট প্লিডার।	সাহিত্য লেখক।
বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, প্রফেসর সিটীকলেজ	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এ, এম, বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পেন্সনর-বেঙ্গল একাউণ্টেণ্ট

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র, টাকা কড়ি, মণিঅর্ডার আদি যেরূপ চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে গ্রাহক মহোদয়গণ পাঠাইতেছেন সেই রূপ পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মণিঅর্ডার যোগে গ্রাহকমহোদয়গণ আর কাহারও নামে পাঠাইবেন না। অথবা কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যেন দৃষ্টি থাকে। ইহার পূর্ব্বে যদি কোন গ্রাহক আমাদিগের কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে মণিঅর্ডার যোগে টাকা পাঠাইয়া থাকেন এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বে মূল্য প্রাপ্তি প্রকাশ না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পত্র লিখিবেন এবং পোষ্টের স্বাক্ষরিত রসিদ আদি প্রমাণ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষস্য।

কর্ম্মখালি।

একজন ডাক্তারের নিতান্ত প্রয়োজন। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদিগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। মাসিক বেতন আপাততঃ ২৫ টাকা, কর্ম্মের উন্নতি দেখিয়া বেতন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা যাইবে কর্ম্মপ্রার্থীগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্রসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট আবেদন করিবেন ইতি ৩ রা সেপ্টেম্বর ১৮৮৬।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ঈশ্বরগঞ্জ—ময়মনসিংহ।

বৈদ্য জীবন।

প্রাচীন সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ। নামেই ইহার গুণের পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই প্রায় দ্ব্যর্থ বোধিনী। কি গৃহস্থ, কি চিকিৎসক সকলেরই ইহা জীবন স্বরূপ, এবং কাব্যামোদীদিগের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী। আমরা এই গ্রন্থ মূল, টীকা ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ সহিত প্রতি মাসে ৪০ পৃষ্ঠা করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছি। ছয় মাসে সমাপ্ত হইবে। পূজার পূর্ব্বে ১ টাকা পাঠাইলে সমগ্র পুস্তক দেওয়া যাইবে। পরে ২ টাকা। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত, ভাঙ্গাঘোড়া, ডাক্ শ্রীরামপুর হুগলী।

ইলকট্রো গ্যালভানিয়

অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত।

বি, এম, কার নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক।
নং ২৮ মুক্তারামপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমার নির্ম্মিত অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত অতিরিক্ত বিক্রয় দেখিয়া অনেকে অনেক রকম নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিতেছে। ইহা সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষে আমিই নির্ম্মাণ করিয়াছি। সুবিখ্যাত মিসাস গীলবার্ট হৈনহার্ট অফ কার্টস, চারম লকেট, আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতেন, ম্যালেরিয়া ও পুরাতন জ্বর আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওলাউঠা ও বসন্ত রোগে ইহার আশ্চর্য্য উপকারিতা শক্তি দেখা যাইতেছে। এমন কি ইহা ধারণ করিলে সংক্রামক

রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভব নাই, বস্তুতঃ ইহা রক্তপরিস্কার করতঃ পচা আশ্চর্য্যরূপে ও স্বল্পকাল মধ্যে নিবারণ করে। এলোপ্যাথিক, হোমিয়োপ্যাথিক ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে যাহারা ফল পান নাই এই তাড়িত ধারণে ফল পাইতেছেন। সোনা ও রূপার মিশ্রিত কবচ ও অঙ্গুরি তাড়িত সংযুক্ত বলিয়া উক্তি করিলে সে নিতান্ত অমূলক ও তাহা ব্যবহারে কোন ব্যক্তি আরোগ্য কখনই হইতে পারে না। প্রতি কবচের মূল্য ১।৶০ আনা, ডজন ১২॥০, প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ২ টাকা ডজন ২০, প্রতি অনন্তের মূল্য ১॥০ ডজন ১৫ প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬ খানি ।৶০ আনা ডজন ৸৶০, যাঁহারা অঙ্গুরী ও অনন্ত লইতে ইচ্ছুক মাপ পাঠাইবেন।

ইলক্‌ট্রো গ্যালভানীয়

অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত।

পি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক।

৩৪নং বেণ্টেলো লেন — পটলডাঙ্গা — কলিকাতা।

এই অঙ্গুরী কবচ ও অনন্তের এমন আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, যেসকল রোগে মনুষ্য একবারে হতাশ হইয়া পড়েন অথচ ডাক্তারি হাকিমি এবং কবিরাজি চিকিৎসায় কিছুতেই কিছু উপশম হয় নাই, তাঁহারা এই মহৎ শক্তি এবং জীবন স্বরূপ কবচ অঙ্গুরী ও অনন্ত ধারণ করিলে সেই সমস্ত রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপ মুক্তিলাভ করিবেন। অতএব যদি কেহ ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করেন তবে আমার নিকট তাড়িত অঙ্গুরী, কবচ কিম্বা অনন্ত লইয়া যাউন, আর রোগের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। এবং তদ্ব শরীরে ইহা ব্যবহার করিলে ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ স্পর্শ করিতে পারে না। অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত ক্রয় কালীন (P. C. D. নামাঙ্কিত দেখিয়া লইবেন এবং অঙ্গুরী ও অনন্তের মাপ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

প্রতি কবচের মূল্য	১॥০ ডজন ১২ টাকা
প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য	১॥০ ডজন ১৫
প্রতি অনন্তের মূল্য	১॥০ ডজন ২৫

প্যাকিং ও পোষ্টেজ খরচা এক হইতে ৬টা ।৶০ ৭ হইতে ১২ টি ।৶০ লাগিবে।

এ চাবি রকম অঙ্গুরীর মধ্যে যাহারা যে রকম লইতে ইচ্ছা করিবেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই নম্বর ধরিয়া লিখিয়া দিবেন। এই সর্ব্বব্যাধি নাশক অকৃত্রিম তাড়িৎপদক কেবল আমার নিকট পাওয়া যায়।

সাবধান।—আমার তাড়িত সংযুক্ত ইলেকট্রো গ্যালভানীয় অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্তের অসীম গুণ দর্শনে কেহ কেহ অনুকরণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি যেন তাঁহারা কুহকে না পড়েন, কারণ উহাতে বিত্তশালী লোকের কোন হানি না হইতে পারে, কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকে যাহারা প্রাণের দায়ে কিনিবেন তাহারা প্রতারিত হইলে অত্যন্ত কষ্টদায়ক।

অর্ডার পাইলে ভ্যালুপেয়েবল পার্শ্বেলে জিনিস পাঠান হয়। অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত প্রতি সপ্তাহে সাবান কিম্বা জল দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন।

প্রেরিতপত্র

শোকসূচক পত্র।

মহাশয়! অনাথের বেশহিতৈষী সোমপ্রকাশ পত্রের সুযোগ্য ও স্বদেশবৎসল সম্পাদক মহোদয়ের স্বর্গারোহণ সংবাদে যার পর নাই ব্যথিত হইয়া এই ক্ষুদ্র কবিতাটী আজ অনাথ সোমপ্রকাশপত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ করিতেছি। হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ভিন্ন স্বর্গীয় পুণ্যাত্মাকে আর কি উপহার দিব—তাই আজ আমাদের পরলোক গত সম্পাদক মহোদয়ের শোকে শোকার্ত্ত হইয়া এই শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশক কবিতাটী সোমপ্রকাশে প্রকাশার্থ প্রেরণ করিলাম।

দ্বারকা—নাথ—বিয়োগ।
(সম্মুখে "সোমপ্রকাশ")

১

বিষাদ মূরতি ধরি কালিমা রেখায়
কেন আজ "সোমপ্রকাশ" এহেন দশায়?
মলিন বিবর্ণ বেশে—ভারতের গৃহে গৃহে,
শোক পরিচ্ছদে কেন হও প্রকাশিত,
কেন সই সৌম্য মূর্ত্তি আজি অন্তর্হিত।

২

বিংশ বর্ষ পরে হায়! একি দরশন!
অকস্মাৎ মেঘাবৃত মধ্যাহ্ন তপন,
ভারতের সোমপ্রকাশ ভারত সাহিত্যাকাশে
উজলিলা এত দিন ছিল যে ভারতে,
কেন এ কালিমা রেখা আজি সে অঙ্গেতে?

৩

কি কিগো সোমপ্রকাশ পিতৃহীন তুমি?
তাই কি কাঁদে ও আজি এ ভারত ভূমি?
নিনাদিত শোক ভেরী—বিষাদ লক্ষণ ধরি
ভারত—আলয়ে আজ হতেছে প্রকাশ,
আজি কি দুর্দ্দিন আজ তব সোমপ্রকাশ?

৪

তব জন্মদাতা আজি—দ্বারকানাথ নাই!
বিষাদ মূরতি তুমি ধরিয়াছ তাই
বিষাদিত আজি সবে—বিষাদের বজ্রবাণ
বিষাদের ধ্বনি আজি প্রতিধ্বান হয়
আজি এ ভারত ভূমি হাহাকার ময়।

৫

দ্বারকানাথের তরে—ভারত অনাথ
দ্বারকা নাথের তরে মর্ম্মে মর্ম্মে পাত।
অনাথ এ বঙ্গভাষা——বাঙ্গালীর ভরসা
বঙ্গ-বন্ধু বাঙ্গালীর হায়রে কোথায়?

৬

আঁধারিয়া বঙ্গভূমি অস্তিরে পলায়।
কে লিখিবে "সোমপ্রকাশ" তব পত্রে হায়,
আজি সে জ্বলন্ত ভাবে জ্বলন্ত ভাষায়
নীলকর অত্যাচারে—ইংরাজের অবিচারে
বাঙ্গালা সংবাদপত্র স্বাধীনতা নাশে
কে লিখিবে আজ আর সে জ্বলন্ত ভাবে?

৭

হিতৈষণা পূর্ণ সেই মহৎ হৃদয়
স্বদেশের উপকারে সদা রত রয়,
দেশের মঙ্গলোদ্দেশে—বিস্তীর্ণ ভারত দেশে
সুনীতি, সভ্যতা, বিদ্যা সহস্র প্রচার
আজীবন গেছে যাঁর পর উপকারে।

৮

হায় সেই মহামতি, সাধু মহাশয়,
ভারত উজ্জ্বল মণি কীর্ত্তি ভাতি ময়,

কঁাদ ভারত ভূমি—বালা, বৃদ্ধ, যুবা, নারী
কঁাদাইয়া "সোমপ্রকাশ" আজি গো তোমার
ভারত গৌরবমণি পলাইল হায়!

৯

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" ভারকাব্যের
অক্ষয় অমূল্য রত্ন ভারত দেশের.
তাঁহার পুণ্যের নাম—চির এ ভারত ধামে
বহুল বক্ষে বঙ্গভাষা ব'চে দিন তায়।
যশ ঘোষিত তাঁর হইবে বিস্তার।

১০

এস বঙ্গভ্রাতা আজ সবাই মিলিয়া
প্রাণের বারকামাশে আজিকে অরিয়া
ভাবিবের হিত ত'রে—অনাথ সোমপ্রকাশেরে
কর সবে সভারত। যতনের ধনে
ভুলিও না ভুলিও না বঙ্গের রতনে।

—❀❀—

পরমহংস—বিয়োগ।

১

কতকাল কাল স্রোত বহিবে ভারতে?
বঙ্গ বন্ধু আজ সবে বঙ্গভূমি হতে
এক একে যায় চলি—তেজি বঙ্গ বক্ষ স্থলী
বঙ্গ ভূমি—মরুভূমি দিনেতে দিনেতে
কতকাল কাল স্রোত বহিবে ভারতে!

২

ধর্ম্মের সজন এক—পরমহংস ধন
আজীবন যপ, তপ, যোগ পরায়ণ
তীরা ভাগীরথী তটে—দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে
ব্রহ্ম ধ্যানে রত যাঁর সন্ন্যাস জীবন
কাল হংস—পরমহংসে আজিরে সে জন!

৩

সুন্দর মূরতি সেই দক্ষিণেশ্বরের
অমূল্য রতন এই ভারত দেশের
গঙ্গার পূর্ব্বতটে—যোগাসনে যোগনিষ্ঠ
আর নাহি আজি সেই সুন্দর দর্শন
অস্তগত!—অস্তগত!—উজ্জল তপন।

৪

ছাড়িয়া পার্থিব যোগ পার্থিব ভবনে
স্বর্গের সুন্দর সেই যোগ নিকেতন
পরম পিতার যোগে—পরম প্রেমানুরাগে
আজি সেই পরমহংস পবিত্র জীবন
অনন্ত যোগেতে আজ যোগ নিমগন।

৫

কিন্তু আজ হায়! বিচ্ছেদে তাঁহার
পুরাতন শোক এক জাগিল আবার
যোগানন্দ আচার্য্যের—ব্রহ্মানন্দ কেশবের
অহো সৌহৃদ তাঁর পরমহংস সনে
আজি সে বিষাদ স্মৃতি উদিল স্মরণে।

৬

উভয়ের সন্মিলন—অপূর্ব্ব মিলনে
দক্ষিণেশ্বরের সেই সুন্দর কাননে
উভয়ের ধর্ম্মালাপ—উভয়ের প্রেমালাপ
উভয় ভক্তের সেই ভক্তির মিলন
আজ সেই ভক্তপুরী শূন্য দরশন।

৭

সে দিন আচার্য্য যবে রোগ শয্যা পরে
ছিলেন শায়িত তাঁর কমল কুটীরে
মহারোগে মহাশোকে—দেখিবারে অনুরাগে
কমল কুটীরে সেই কমল মূরতি
আইলেন পরমহংস সাধু মহামতি।

৮

দুই যোগী একযোগে যোগ কথা কয়ে
আচার্য্য রোগের জ্বালা অচিরে ভুলিয়ে,
শেষে পরমহংস দেব—অতি শান্ত সুস্থভাবে
নানা তত্ত্ব নানা সত্য নানালাপ করি
আচার্য্য গেলেন অগ্রে ইহলোক ছাড়ি।

৯

সেই শেষ সম্মিলন পার্থিব জীবনে
দুই যোগীজনে কথা হয় যা গোপনে,
অনন্ত যোগের ধামে—মিলিবারে তথাক্রমে
তাই বুঝি একে একে হয়রে এখন,
অনন্ত যোগের রাজ্যে অনন্ত মিলন।

১০

গেল চলি একে একে সাধু ভক্ত জন,
রবে না ভারতে আর সাধুর জীবন
ভারতের মহাপাপে—বিধাতার অভিশাপে
না জানি ভারত জীবে হায়রে কাঁদাতে
কতকাল কাল স্রোত বহিবে ভারতে।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার
সনন্তিপুর—বারভাজা।

—❀—

অহো! কি শোচনীয় হৃদয়বিদারক সংবাদ পাইলাম। বঙ্গভূষণ বিদ্যাভূষণ নাকি আর এ পাপতাপময় সংসারে নাই। তিনি সংসারের পর পারে সেই দেববাঞ্ছিত অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া, পরম পিতার আদেশ পালন করিয়া সেই চিরশান্তিময় দেবধামে চলিয়া গিয়াছেন।

দেব! তুমি বঙ্গবাসীকে কাঁদাইয়া চিরদিনের জন্য কোন্ পুণ্যধামে গমন করিলে? আবার কোন্ পৃথিবীতে তোমার ন্যায় সমাজসংস্কারকের আবশ্যক হইল? ঈশ্বরের অপর কোন রাজ্যে কি অকরের অত্যাচার হইয়াছে? তাই সেখানে সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে শাসন করিতে হইবে বলিয়া তুমি আহূত হইয়াছ? আর কোন নূতন রাজ্যের রাজার কি সুমন্ত্রীর আবশ্যক হইয়াছে? সেখানেও কি রাজনীতির আলোচনা করিতে হইবে? তাই তুমি আমাদিগকে ফেলিয়া প্রস্থান করিলে? আবার কি কোন নূতন রাজ্যে সংশিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে? তাই তোমার আহ্বান হইয়াছে?

দেব! তুমিই যথার্থ বিদ্যাভূষণ। তোমাতেই বিদ্যাভূষণ উপাধির সার্থকতা হইয়াছে. তুমিই বিদ্যার গৌরব বুঝিয়াছিলে। জন্মিয়াই বিদ্যার আরাধনা করিতে আরম্ভ করিয়াছ এবং বিদ্যার সেবাতেই তোমার ইহজীবন শেষ করিয়াছ। ধন্য তোমার সাধু সংকল্প ধন্য তোমার মনের একাগ্রতা, ধন্য তোমার সত্য নিষ্ঠা। তুমিই যথার্থ বিদ্যার আস্বাদ পাইয়াছিলে, তা না হইলে তুমি পরের জন্য এত স্বার্থ—ত্যাগ করিলে কেন? বিদ্যারত্ন যে মহাধন তুমি জানিতে বলিয়াই লোককে সেই অমূল্যরত্ন অক্ষয়রত্ন দান করিবার জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলে। তুমিঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলে বলিয়া ২৭ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় পীঠস্থান, কীর্ত্তিস্থান, সংস্কৃত কলেজে অকাতরে সাধারণকে বিদ্যা বিলাইয়াছ।

মহাত্মন্! বিদায়কালে আজ আমরা আর তোমাকে কি দিব, হৃদয়ের ভক্তি প্রসূন এবং নয়ন বারিই আজি তোমার চরণে অর্পণ করিলাম। তুমি যে অমূল্যধন বঙ্গবাসীকে দিয়া চলিলে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় সেই ধন দ্বারাই তোমার অর্চ্চনা করিলাম। যাও দেব যাও! তোমার আজ বড় সুখের দিন, ঐ শুন স্বর্গরাজ্যের অনন্ত পুরবাসীগণ তোমার আগমনবার্ত্তা পাইয়া আনন্দোৎসব করিতেছে। ঐ দেখ তোমার অভ্যর্থনার জন্য অনন্ত নিকেতনের অধিবাসীগণ অগ্রসর হইয়া স্বর্গ দ্বারে উপস্থিত। আজ ত্রিদশালয়ের তোরণ দ্বারের কি চমৎকার শোভা হইয়াছে। তোমাকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য, আর্য্যভূমির আদি কবিরত্নাকর কাব্যকাননের সুধাভাষী কোকিল, কালিদাস.বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারের দক্ষ ভাণ্ডারী অক্ষয়কুমার, বঙ্গভূমির ক্ষণজন্মা পুরুষ কল্পনাসুন্দরীর প্রিয়পুত্র—কাব্যোপাধ্যায়ের সুচতুরালী মধুভাষী মধুসূদন, কাব্যসুন্দরীর আহ্লাদে ছেলে রায় গুণাকর,—ধর্ম্মবীর নিনাই

মানক রামমোহন প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এবং কাশী কাঞ্চি নবদ্বীপ প্রত্যাগত স্বর্গবাসী সুধীগণ উৎসুক চিত্তে দণ্ডায়মান। আর ঐ দেখ সর্ব্বপশ্চাতে অবগুণ্ঠনাবৃতা অন্নপূর্ণার প্রাণকন্যা রাণী ভবানী, রাসমণী অহল্যা প্রভৃতি ভারতললনারা তোমাকে বরণ করিবার জন্য মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। তাই বলিতেছি আজ তোমার কি সুখের দিন। যাও দেব। সংসার পয়োধির পর পারে যাও। ঐ দেখ ভগবানের কাণ্ডারী তোমাকে পার করিবার জন্য উপস্থিত। এসংসারে কেমন করিয়া মরিতে হয় তাহাও তুমি মানুষকে দেখাইয়া গেল। এখানে জাজ্জ্বল্যমান সোনার সংসার রাখিয়া পুত্রকন্যাদের সুখসচ্ছন্দতার উপায় বিধান করিয়া মধ্য ভারতের সেই স্বাধীনতার লীলাভূমি সাতনা নগর হইতে স্বর্গারোহণ করিলে॥

পুণ্যাত্মন। তুমি ত্রিদিবালয়ে প্রবেশ করিলে ভারতের সুসন্তানগণ তাঁহাদের জন্মভূমির কথা অবশ্যই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। তুমিও ভারতের যে অশেষ দুর্দ্দশা দেখিয়া গেলে তাহা বর্ণন করিতে বোধ হয় ভুলিবে না। আহা জগৎপূজ্য মনু যখন শুনিবেন যে ভারতবাসী আর তাঁহার প্রণীত শাস্ত্র শাসন মানে না, হিন্দুসন্তান যথেচ্ছাচারী হইয়া অধর্ম্মপথে বিচরণ করিতেছে। সরলতার পরিবর্ত্তে কপটতায় মজিয়াছে তখন তিনি স্বর্গপুরে থাকিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। ভারতীর আদুরে ছেলে কালিদাস যখন শুনিবেন যে তাঁহার উত্তরাধিকারী এখন ভর্ৎসনাগামী; ভারতবাসী সংস্কৃত চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছভাষা অভ্যাস করিতেছে, তখন তিনি স্বর্গে থাকিয়াও মর্ম্মাহত হইবেন। মহাত্মা রামমোহন শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন, তিনি যে অমৃত বৃক্ষ রোপণ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তারিত হইয়া ভারত যেন সমস্ত পৃথ্বীকে অমৃত ফল প্রদান করিতেছে, কিন্তু তাঁহার পৌত্রের কথা শুনিয়া স্বল্প ও অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। পরম ভক্ত চৈতন্য যখন শুনিবেন যে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে নানা প্রকার আবর্জ্জনা রাশি প্রবেশ করিয়া গেল, গণিকাপায়ী নেড়া নেড়ির ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার প্রাণের হরিনাম আর তাঁহার ন্যায় কেহ প্রাণের সহিত গাহিয়া জগৎ মাতায় না, তখন তিনি মর্ম্মাহত হইয়া আবার বঙ্গভূমে তাঁর হরিনাম বিলাইবার জন্য স্বর্গ হইতে অবতরণ করিবার সংকল্প করিবেন। মধুসূদন যখন শুনিবেন যে যে গৌড়জনের পানের জন্য গৌড়দেশে যে মধুচক্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, নব্য লেখকেরা সে চক্র ভাঙ্গিয়া তাহার মধু অপহরণ করিয়াছে এবং অপহৃত খাঁটি মধুর সহিত নানা প্রকার ভ্যাজাল দিয়া মধুর মধুরতা নাশ করিয়াছে তখন তিনি কি মনে করিবেন? গুণাকর যখন শুনিবেন যে তিনি আদ্যরসে একদিন বঙ্গবাসীকে মাতাইয়াছিলেন আজ সেই রস কুপাত্রস্থ হইয়া বিষে পরিণত হইয়াছে এবং পেসাদার সংবাদপত্র দ্বারা সেই বিষ বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে বিতরিত হইতেছে তখন তিনি লজ্জা এবং ঘৃণায় ম্রিয়মাণ হইয়া বঙ্গবাসীর প্রতি নরকস্থ হইবার অভিসম্পাত করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দেব। তুমিও স্বর্গরাজ্যের সকল প্রদেশই ভ্রমণ করিবে। ভারতের বীরচূড়ামণি বীরপুত্র দেখিতে পাইলে বলিও যে ভারত এখন বীরহীন— ভারত এখন কাপুরুষের আবাসস্থান, তাঁহাদের বংশধরেরা সিংহ শাবক হইয়া শৃগালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ভারতসন্তান এখন পরপদানত। ভারত এখন দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ, ভারত এখন শ্মশান, ভারতমাতা এখন কাঙ্গালিনী ভিখারিণী।

দেব। তুমি মর্ত্ত্যে থাকিতে যেমন ভারতের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলে, তোমার নিকট আমাদের এই মিনতি তুমি স্বর্গে থাকিয়াও স্বর্গপতির নিকট এই প্রার্থনা করিও যে এই অধঃপতিত ভারতবাসীর মুখসর্ব্বস্ব বঙ্গবাসী যেন আর যথেচ্ছাচারী হইয়া অধর্ম্মপথে বিচরণ না করে। ভারত যেন আবার সেই পূর্ব্ব গৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হয়, আবার যেন ভারত সুখের হাসি হাসে, আবার যেন বঙ্গ—হরিনামে মাতিয়া উঠে, আবার যেন ভারতের বীরদর্প মেদিনী কম্পিতা হয়, আবার যেন ভারতের কাব্যকানন নূতন নূতন ফুল ফলে পরিশোভিত হয়। ভারতের সর্ব্বনাশকারী উপধর্ম্ম রসাতলে গিয়া আবার যেন একমাত্র পরম পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের নাম ভারতবাসীর হৃদমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের ভ্রাতৃবিরোধ ঘুচিয়া গিয়া আবার যেন ভারতে মৈত্রীভাবের উদয় হয়, আর যদি তাহা না হয় তবে স্বর্গীয় পিতার নিকট এই প্রার্থনা করিও যে দুঃখিনী ভারতমাতা তাঁহার এই বিংশতি কোটি কুপোষ্য লইয়া অতলজলধিতলে নিমগ্না হন।

হরিনাভি } শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়

—

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর সোমপ্রকাশের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমি যার পর নাই শোক পাইলাম। তাঁহার ন্যায় মহাত্মার স্থান অন্য কাহার দ্বারা পরিপূরণ হইবে ইহা কখন আশা করা যাইতে পারে না। তাঁহার অভাবে বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমূহের পথপ্রদর্শক সোমপ্রকাশের কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা ঈশ্বরই জানেন। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিকট আমার প্রার্থনা এই যে স্বর্গগামী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পুত্রদিগকে সর্ব্বদা সৎপথে চালিত করুন এবং তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ অক্ষয় করুন। তাঁহার পুত্র এবং পরিবারবর্গের শোক সন্তাপের সময় আমি অন্তরের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছি।

বেউলি } বশম্বদ
৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ } শ্রীবন্ধুগোপাল রায়।

—

গত ১৫ই ভাদ্রের শোকপূর্ণ সোমপ্রকাশ পাইয়া যার পর নাই সন্তপ্ত হইলাম। পরম পূজনীয় স্বর্গীয় সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহোদয় আর ইহ জগতে নাই—এই শোচনীয় সংবাদ সোমপ্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে ১৩ই ভাদ্রের সঞ্জীবনীতে অবগত হইয়াছিলাম, হায়! এত দিনের পর আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যের জন্মদাতাকে হারাইলাম। আমরাও যাঁহাকে উদ্দেশে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিয়া তদীয় উপদেশ বাক্য শিরোধার্য্য করিতাম। আমাদের সেই উপদেষ্টা এ অধমগণকে ত্যাগ করিয়া দিব্যলোকে গমন করিলেন। যখন বঙ্গ সাহিত্যের, কি রাজনীতির আলোচনা হইবে তখনই আমরা বিদ্যাভূষণ মহোদয়কে অন্তরে অন্তরে দর্শন করিব। প্রভো আর্য্য। যদিও তুমি আমাদের চক্ষুর বহির্ভূত হইলে কিন্তু অন্তর হইতে কখনও দূরে যাইতে পারিবে না। আমরা নিরন্তর তোমার প্রাণের চিত্র জাগরূক রাখিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে উদ্দেশে তোমার অর্চ্চনা করিতে থাকিব। তোমাকে হারাইয়া আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে। বোধ হয় তুমি তাহা বিমান হইতে দেখিতে পাইতেছ। আমরা তোমার চির দিনের অনুগত, আমাদের আর উপদেষ্টা নাই। পরলোক হইতেও তোমার আমাদিগকে উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করিতে

হইবে। আমরা তোমায় চির-—বহ থাকিতে ভুলিতে পারিব না। যদিও প্রায় দুই বর্ষ মধ্যে আমাদিগের দেশীয় কয়েকজন অধ্যাপক পণ্ডিত ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও জন্য আমাদের এত শোকের উদয় হয় নাই। সকলেই শ্রদ্ধার যোগ্য কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার কারণ তাঁহার সম্পাদিত সোমপ্রকাশ এবং সোমপ্রকাশ হইতে ভাষার ও রাজনীতির সংস্থা আমরা বাল্যকাল হইতে এক সোমপ্রকাশ হইতেই শিক্ষা পাইয়াছি। তাঁহার যত্নে একণে সোমপ্রকাশের পার্শ্বে স্থান পাইতেছি এমত অবস্থায় বিদ্যাভূষণ যে আমাদের হৃদয়ের ঘন শ্রদ্ধার সামগ্রী ও উপাসনার বস্তু হইবেন তাহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়?

উপসংহারে বক্তব্য এই স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের শিক্ষিত ছাত্র প্রায়ই সকল স্থলে আছেন, একণে তাঁহারা সম্ভ্রান্ত হইয়া স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের স্মরণ করিয়া দিতেছি (আমাদের বেশী বলা বাহুল্য) যে যাহাতে বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের সোমপ্রকাশ রূপ কীর্ত্তিটী উজ্জ্বলভাবে বিরাজিত থাকে, সকলে গুরুভক্তির অনুরোধে এরূপ কার্য্যের উদ্যোগী হউন। তাঁহার ছাত্র ও বিষয়ীবৃন্দ সকলেই এই পত্রিকাখানির গ্রাহক হউন, আমরা ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ করিয়া বলিতেছি। কেন না যখন বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্মদাতার প্রতি ভক্তি করিতে বলা হইতেছে তখন বাঙ্গালী মাত্রেরই ইহা কর্ত্তব্য।

আমাদের হৃদয় যেরূপ শোক সমুদ্রে ভাসিতেছে দেহকেও তেমনি প্লাবনে ভাসাইতে ভাসাইতে ভড়াগ ত্যাগ করিয়া সিরাজগঞ্জ পৌঁছিয়াছি। বাস্তবিক এত বারিময় স্থান কখনই দর্শন করি নাই। মাঠ,গ্রাম,নগরী,সকলে জলে পরিপূর্ণ। লোকের বসত বাটীতে গৃহের মধ্য পর্য্যন্ত জল প্রবেশ করিয়াছে। নৌকা ভিন্ন এক বাটী হইতে অন্য বাটী যাইবার উপায় নাই। সিরাজগঞ্জের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফ কাছারির গোড়া পর্য্যন্ত জল আসিয়াছে, টেলিগ্রাফ আফিসটী যেন জলে ভাসিতেছে, লোকের মুখে শুনিতেছি পাবনায় এরূপ জল বৃদ্ধি বহুকাল হয় নাই। বন্যাধিক্য বশতঃ চতুর্দ্দিকে জঙ্গলাদি পচিয়া ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। সিরাজগঞ্জের প্রতি গৃহেই পীড়া। এ দেশের এ সময়ের প্রধান কৃষি পাট ও আউস ধান্য। জল বৃদ্ধি হওয়ায় আউস ডুবিয়া পচিয়া যাইতেছে। পাটও কাটিতে না পারায় নষ্ট হইতেছে। অনেক নৈমিত্তিক ধান্যও পচিয়া গিয়াছে, লোকের দুর্দ্দশা কিছুতেই নাই।

সিরাজগঞ্জ সহরটী বিলক্ষণ বিস্তৃত। কলিকাতার পর ঢাকা,নারায়ণগঞ্জ আর পরেই সিরাজগঞ্জের উল্লেখ করিতে পারা যায়, যমুনা তীর প্রায় দুই মাইলের অধিক বন্দরের দীর্ঘতম। প্রস্থে এক মাইল হইবে। মধ্যে বড় নাদী নাম্নী একটী ক্ষুদ্রতটিনী; ইহার দুই মাইল উভয় তট এত নৌকা যে স্থান করিবার স্থান হয় না। যমুনায় অনেকগুলি কোম্পানীর বাষ্পীয় পোত প্রতি সপ্তাহে গমনাগমন করিতেছে। পণ্য দ্রব্য মধ্যে পাটই অধিক। হোর মিলার কোম্পানীর অধীনে একটী চটের কল চলিতেছে এই কোম্পানীর জমীদারিও এই স্থলে। কিন্তু ইহার কর্ম্মচারিগণ অতি প্রজাপীড়ক এ কারণ বন্দর ক্রমে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইতেছে।

শ্রীরসিককৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সিরাজগঞ্জ—পাবনা।

—●●—

অধ্যাপক মহাশয়। গত ১৫ ই ভাদ্র তারিখের সোমপ্রকাশ খানি হস্তগত হইলে শোকসূচক চিহ্ন দেখিয়া হৃদয় গুর গুর করিয়া উঠিল। ব্যস্ততা সহকারে খুলিয়া "সোমপ্রকাশের অশৌচ গ্রহণ" দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম—কাগজ খানি হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। কি এক অননুভূত ভাবে হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ। যাহা স্বপ্নেও ভাবিনাই—কল্পনায় উদয় হয় নাই, তাহাই আজ দেখিতে হইল। হায়! যাঁহাকে আমরা পিতার ন্যায়—গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে রাখিয়া একাগ্রচিত্তে পূজা করিতাম, আজ তাঁহাকে হারাইলাম। যাঁহার লেখনী নিঃসৃত তেজোময়—জ্ঞানময়—উপদেশ ময়, সারগর্ভ লেখা পাঠ করিয়া অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছি অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। হায়! আজ তাঁহাকে জন্মের মত হারাইলাম। অহো পরিতাপ। নিদারুণ কালের কালাকাল জ্ঞান নাই, দয়ামায়া নাই পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ সোমপ্রকাশ সম্পাদককে এত শীঘ্র হরণ করিল? সোমপ্রকাশ বাঙ্গালা সংবাদপত্রের শীর্ষস্থানীয়। সোমপ্রকাশ অনেক বিষয়ে সাধারণের শিক্ষাগুরু। সোমপ্রকাশ পাঠে অনেকের ভাষা শিক্ষা হইয়াছে। নিষ্ঠুর শমন তনয় বঙ্গমাতার যে তনয় রত্ন হরণ করিল, যে স্থান শূন্য হইল, সে স্থান কি আর পূর্ণ হইবে? বঙ্গমাতা কি আর এমন রত্ন ক্রোড়ে করিতে পারিবেন? বঙ্গভূমির গৌরব সাধারণের সুহৃদ—দুর্ব্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় আর কে হইবে? বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল আর কে করিবে? আজ যে মহাত্মা তাঁহার পরিবারবর্গকে কাঁদাইয়া জন্মভূমি আঁধার করিয়া স্বদেশী ও বিদেশীদিগকে নিরানন্দ নীরে ভাসাইয়া সোমপ্রকাশের পাঠকবর্গকে কাঁদাইয়া স্বর্গ গমন করিয়াছেন,সে মহাত্মার বিরহ শোক কি লেখনীতে প্রকাশ করা যায়? তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না সত্য, চর্ম্মচক্ষে তাঁহার দর্শন পাইব না সত্য, যে উপদেশ যে জ্ঞান লাভ করিতাম, তাহা আর পাইব না সত্য, কিন্তু সে মহাত্মা জগতে অবিনশ্বর অমর। তাঁহার নাম সাধারণের হৃদয়ে চিরজাগরূক থাকিবে। "শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ"।

সোমপ্রকাশের সহৃদয় পাঠকগণ! আইস বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শোকাভিভূত পরিবারবর্গের সহিত হৃদয় ভরিয়া কাঁদি। কাঁদিব—যতদিন বাঁচিব ততদিন কাঁদিব, কিন্তু কাঁদিয়াই কি নিরস্ত হইব? তাঁহার নিকট যে পরিমাণে ঋণী, কাঁদিলেই কি সে ঋণের পরিশোধ হইবে? আমাদের কর্ত্তব্য পালন হইবে? কখনই না। তাঁহার কীর্ত্তির অন্যতম পরিচায়ক, আমাদের আদরের—শ্রদ্ধার সংবাদপত্রের শীর্ষ স্থানীয় সোমপ্রকাশের স্থায়িত্ব ও উন্নতি কল্পে সকলে একাগ্রচিত্ত হই, সকলে চেষ্টা করি, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? প্রত্যেক গ্রাহক যদি সোমপ্রকাশের একজন গ্রাহক বৃদ্ধি করিতে পারেন, তাহা কি কম না তাহা অসাধ্য? সহৃদয় গ্রাহক কি পারিবেন না?—অবশ্যই পারিবেন। আমি আপনাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি চেষ্টার ত্রুটি করিব না অবশ্যই কৃতকার্য্য হইব সন্দেহ নাই। ভরসা করি সহৃদয় পাঠক মাত্রেই মনোযোগী হইবেন।

পরিশেষে আর একটী কথা। আমরা জানি অনেক সুশিক্ষিত সক্ষম ধনী সোমপ্রকাশের গ্রাহক আছেন। স্বর্গীয় সম্পাদক মহাশয়ের স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপনের জন্য কি সকলে মনোযোগী হইবেন না? সকলে স্ব স্ব সাধ্যানুসারে চাঁদা দান করিলে অনায়াসে আমাদের আশা পূর্ণ হইতে পারে। তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষিত পুত্রদ্বয়ের নিকট কিম্বা সোমপ্রকাশ ডিপজিটারির অধ্যক্ষ সুশিক্ষিত স্বনাম খ্যাত বাবু দুর্গাচরণ রায় মহাশয়ের নিকট টাকা পাঠাইলে হইতে পারে, তৎপর সকলের বিবেচনা ও পরামর্শানুযায়ী স্মরণচিহ্ন স্থাপিত হইবে। ভরসা করি পাঠকগণ মনোযোগী হইবেন এবং তাঁহাদের মতামত সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিবেন।

শ্রীউমানাথ কবিচন্দ্রমণি।

—●●—

পত্রপ্রেরকের প্রতি

চন্দননগর হইতে বাবু তারিণীচরণ দত্ত লিখিয়াছেন যে আমাদের বাগবাজারস্থ সংবাদদাতা চাকদহ মিউনিসিপালিটীর অধিবাসীগণের মিউনিসিপাল কর নির্দ্ধেশ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা অযথার্থ ও ভ্রম পরিপূর্ণ। তিনি কতকগুলি লোকের ট্যাক্সের অঙ্কপাত করিয়া সংবাদদাতার ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন।

সোমপ্রকাশ

২৯ এ ভাদ্র সোমবার

শিবসাগরের অফিসিয়েটিং ডেপুটী কমিশনর মিঃ জে, ডি এণ্ডারসন সাহেব আমাদিগকে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"কান্ত ডোমনি ও তাহার স্বামী বৈকুণ্ঠকে মিথ্যা নালিশ করিবার অপরাধে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। "সোমপ্রকাশে" কান্ত ডোমনির উপর অত্যাচার করা হইয়াছে বলিয়া যে মাজিষ্ট্রেট তাহার ও বৈকুণ্ঠের উপর দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছেন তাঁহাকে অনুচিত ভৎসনা করিয়া লেখা হইয়াছে যে তিনি যদি স্বাধীন হইতেন তাহা হইলে কুলিদিগকে ফাঁসী দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। কান্তের মকদ্দমা যেমন আদালতে বিচার থাকিবার সময় এইরূপ লেখা হইয়াছে। বোধ হয় আসামের কোন সংবাদদাতা মিথ্যা সমাচার দিয়া লেখককে সত্য হইতে বিচলিত করিয়াছেন। কান্ত যে বলাৎকারের উদ্দেশে মিথ্যা নালিস করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং আমাদেরও যদি বিচারে ভ্রম হইয়া থাকে তাহা সংশোধন করিবার জন্য আইন উপায় আছে। আপনারা যদি রায়ের একখানি নকল পাঠাইতেন, তবে নিশ্চয়ই আপনাদের বোধ হইত যে, মকদ্দমাটীতে ব্যক্তিগত দোষের উল্লেখ করিয়া সংবাদপত্রিকায় প্রস্তাব লেখা উচিত নহে। কুলিদিগের যাহাতে অত্যাচার নিবারণ হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবার পক্ষে আমাদেরও বিশেষ সহানুভূতি আছে। কিন্তু আপনারা যে ভাবে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে কান্তমণীর বলাৎকারের কথা সত্য এবং সে ও তাহার স্বামী যে দণ্ডনীয় হইয়াছে তাহাও কেবল অপর পক্ষ ইউরোপীয় বলিয়া। বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে এ অপবাদটী সম্পূর্ণ অমূলক। বিশেষতঃ যখন ইহার সম্পূর্ণ বিচার নিষ্পত্তি হয় নাই তখন এরূপ অপবাদ রটনা করিলে সুবিচারের ব্যাঘাত জন্মে। এই নিমিত্ত এই অপবাদের প্রকৃত প্রণেতাগণকে বিচারাধীন করিবার জন্য আমি আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করি। আপনাদের এই প্রবন্ধটির সংবাদদাতা কে তাহা শীঘ্রই আমাকে জ্ঞাত করিলে বাধিত হইব।"

এই পত্রখানি পাইয়া আমরা এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে আমাদের প্রকাশিত লেখটী বিবেচনা পূর্ব্বক লেখা হয় নাই। কান্তমণীর মকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি না হইবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা অথবা অপরাধী বা নিরপরাধী কে তাহা অনুমানে স্থির করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ পূর্ব্বক গালি দেওয়া বা তিরস্কার করা নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ। আমরা আমাদের কোন কোন সহযোগী ও তাঁহাদের পত্রপ্রেরকদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া এবং কুলি রমণী কান্তমণীর অত্যাচারের কথায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া এ বিবেচনাটী হারাইয়াছিলাম। আজ কাল আসামের কুলিগণের উপর চা-করেরা বিলক্ষণ অত্যাচার করিয়া থাকেন। কান্তমণী সেই অত্যাচারের পাত্রী হইয়াছে কি না তৎসম্বন্ধে এখনও আমাদের বিশ্বাস যাহাই হউক, তাহার মকদ্দমার সম্পূর্ণরূপ নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উপর কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া আমরা অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি। আমরা সে জন্য মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কমিশনর এণ্ডারসন সাহেবের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করি। কান্তমণীর জন্য আমাদের অন্তঃকরণ গলিয়া গিয়াছে। যদি বিবেচনা হীন হইয়া আমরা তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া থাকি তবে চাকরদিগের অত্যাচারপ্রিয়তা ও কুলিদিগের উৎপীড়নই তাহার স্বাভাবিকী কারণ। এণ্ডারসন সাহেবের উপর আমাদের শত্রুভাব নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে কখনই তাঁহার কোন কার্য্যে পীড়ন পক্ষপাত বা হৃদয়হীনতা দেখিতে পাই নাই। বরং আসামী রাইতদিগের উপকারের জন্য তাঁহাকে অনেকবার সচেষ্ট দেখিয়াছি। কোন ফৌজদারী মকদ্দমায় এক পক্ষ ইউরোপীয় ও অপর পক্ষ দেশীয় থাকিলে সকল সময়ে সুবিচার হয় না লোকের এইরূপ বিশ্বাস। দুই একটী মকদ্দমার বিচার দেখিয়া লোকের এইরূপ বিশ্বাসের উৎপত্তি হইয়াছে। কান্তমণির মকদ্দমা সম্বন্ধে কোন সংবাদদাতা আমাদের কোন কথা লিখিয়া পাঠান নাই। আমরা কোন কোন সহযোগী ও তাঁহাদের সংবাদদাতাগণের উপর বিশ্বাস করিয়া ঐরূপ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলাম। কাহারও উপর বিদ্বেষ পরবশ হইয়া প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। ভরসা করি এণ্ডারসন সাহেব আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

—◆◆—

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের পরলোক গমনে আজ বঙ্গবাসী মাত্রেই শোকে অভিভূত। আমাদের সহযোগিগণ তাঁহার গুণগ্রাম কীর্ত্তন করিয়া কাতর হইতেছেন, অনেকের আত্মীয় বান্ধব আমাদিগকে সান্ত্বনা করিতেছেন, সোমপ্রকাশের গ্রাহক ও পাঠকগণ নিতান্ত শোকাকুল হইয়া পত্র লিখিতেছেন কেহ কেহ যথার্থ হৃদয়বান ব্যক্তি আত্মপ্রীতির জন্য জাতি সম্পর্ক না থাকিলেও দ্বারকানাথকে জনক সদৃশ জ্ঞান করিয়া অশৌচ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাই সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। আজ আমরা সমগ্র বঙ্গবাসীর নিকট সান্ত্বনা পাইয়া, পিতৃদেবের অশেষ গুণগ্রামের কথা স্মরণ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি বাঙ্গালীর হৃদয় আছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহযোগিগণের সকলেরই চক্ষে অশ্রু দেখিলাম, কনিষ্ঠতম বঙ্গবাসী ও দৈনিকের মুখেও দুঃখের কথা শুনিলাম কিন্তু বালক বঙ্গবাসী ও দৈনিকের দুঃখের কথায় কেমন একটা ভঙ্গিমা আছে। হিন্দু পরিবারের ভিতর আজ কাল অগ্রজের উপর অনুজের কেমন একটা ঈর্ষা দেখা থাকে সে টুকুও বর্ত্তমান আছে। বঙ্গবাসী ও দৈনিক সোমপ্রকাশের অধঃপতন হইয়াছে বলিয়া সাধারণে সোমপ্রকাশের অপযশ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? নিজের অহঙ্কার প্রকাশ; ইহার উদ্দেশ্য কি? সহযোগিগণের পসার বৃদ্ধি করিবার জন্য সোমপ্রকাশের পাঠকগণকে উত্তেজিত করা। যখন সোমপ্রকাশ উত্তরীয় স্কন্ধে করিয়া সহযোগিগণের নিকট উপস্থিত, "বঙ্গবাসী" তখন ঢক বাজাইয়া লোক সমাজে প্রকাশ করিয়াছেন "সোমপ্রকাশের অধঃপতন হইয়াছে" সোমপ্রকাশের হিন্দুয়ানী নাই —উহারা সোমপ্রকাশের গ্রাহক হইয়া গিয়া হিন্দুয়ানীর "শালগাছ" দৈনিক ও বঙ্গবাসীর আশ্রয় গ্রহণ করুন। সোমপ্রকাশ এখন হিন্দু কি অহিন্দু সোমপ্রকাশের পাঠক তাহা জানেন। একদিন সোমপ্রকাশেরই প্রসাদে হিন্দুয়ানী শিক্ষা করিয়া সহযোগীগণ লেখনী ধরিতে শিখিয়াছেন। যখন ঈর্ষাবশত সেই সোমপ্রকাশের উপরেই আজ মন্দ করিয়া মনুষ্যত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিতেছেন।

সহযোগিগণ যাহাই বলুন সোমপ্রকাশ—পাঠকের নিকট কখনই অভিন্ন বলিয়া বিদিত হন নাই। সোমপ্রকাশে এমন কথা, এমন ভাব এ পর্য্যন্ত কখনই প্রকাশিত হয় নাই যাহাতে হিন্দুয়ানীর গাত্রে হস্ত দিতে পারে না। সোমপ্রকাশ হিন্দু, কিন্তু গোঁড়ামির ধার ধারেন না। সহযোগীগণ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের ভিতরে সাপ বেঙ যাহাই থাকুক সকল বিষয়েই যেমন উচ্চভাব ও উৎকৃষ্ট নীতি দেখিয়া থাকেন, সোমপ্রকাশ তাহা দেখিতে পারেন না, মুদী ময়রা, দোকানদার মুদ্দাওয়ালা আর অশিক্ষিত গ্রাহক মণ্ডলীর নিকট তাঁহারা যেমন ধর্ম্মের বাগাড়ম্বর দেখাইয়া বাহবা লইয়া থাকেন—সোমপ্রকাশ সেরূপ করিতে সমর্থ নহে। সংস্কারই সোমপ্রকাশের চিরব্রত। সমাজ বল, ধর্ম্ম বল, রাজনীতি বল, লোকাচার বল, সোমপ্রকাশের জন্ম হইতেই তাহাদের সংস্কার সাধনে দৃঢ় ব্রত হইয়াছেন। সমাজ ও ধর্ম্মের যেখানে দোষ সোমপ্রকাশ নির্ভীক চিত্তে তাহা সাধারণে প্রকাশ করিয়া থাকেন। সহযোগিদিগের ন্যায় অর্থলালসার বশবর্ত্তী হইয়া কেবল কতকগুলি লোকের মন যোগাইবার মন্ত্র তন্ত্র "সোমপ্রকাশ" কখনই শিক্ষা করেন নাই। সোমপ্রকাশের পিতৃদেব ৺ দ্বারকানাথ এই সংস্কারের বীজমন্ত্র আমাদের কর্ণে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সেই বীজ মন্ত্র লইয়াই আমাদের সাধনা। সহযোগিগণ বঙ্গদেশের শত্রু যাহা বঙ্গবাসীর চিরপোষিত কুসংস্কার ও কদাচার গুলির প্রশংসা করিয়া থাকেন, সোমপ্রকাশ যথার্থ মিত্রের কার্য্য করিয়া বঙ্গবাসীর দোষ গুলি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেন। সহযোগিগণ অর্থলালসায় পাগল হইয়া সংবাদপত্রের পবিত্র ব্রত ব্যবসাকারে পরিণত করিয়াছেন, সোমপ্রকাশ পরোপকার ব্রত মস্তকে ধারণ করিয়া কেবল নিস্বার্থভাবে লোকশিক্ষা দিবার জন্যই জীবনধারণ করিতেছেন। সোমপ্রকাশের ব্রতের সহিত "বঙ্গবাসী ও দৈনিকের" ব্রতের এত প্রভেদ। সুতরাং আজ হিন্দুয়ানীর গুপ্ত শত্রু সহযোগিগণ যে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের শত্রুতা করিতে আসিবেন তাহার কিছুই বিচিত্রতা নাই। আমরা সহযোগিদিগের এরূপ দুষ্টতায় ক্ষুব্ধ হই নাই। বিদূষক সাজিয়া মন যোগাইয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত যাঁহাদের সৃষ্টি তাঁহাদের চেষ্টায় সোমপ্রকাশের প্রতিষ্ঠিত গৌরবের বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইতে পারে না। তবে সহযোগিগণ আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহাদিগকে আমরা স্নেহ করিয়া থাকি। তাঁহারা বিপথগামী হইলে আমাদিগকে দুইটা কথা বলিতে হয়। বিশেষতঃ পিতার মৃত্যুর পর যে সন্তান উচ্ছৃঙ্খল হয়, অগ্রজকে পিতৃস্থানীয় হইয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে হয়। "বঙ্গবাসী বা দৈনিক" আমাদের দুইটা মায়ের কথা বলিল অথবা আমাদের অনিষ্ট চেষ্টায় চেষ্টিত হইল ছোট ভাই বলিয়া তাহা আমাদের গায়ে সহিতে হয়, কিন্তু অনিষ্ট চেষ্টায় ব্যাঘাত দেওয়াও আবশ্যক। এই দুই কারণে এই প্রস্তাবের অবতারণা।

—●●—

"অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে
প্রভাতে মেঘডম্বরে——"

মহাত্মা লর্ড রিপণের হাতে যখন আমরা স্বায়ত্ত শাসন লাভ করি তখন বঙ্গদেশে আনন্দের স্রোত আর ধরে নাই। ঘরে ঘরে আন্দোলন, সভায় সভায় বক্তৃতা, ধন্যবাদ, সাধুবাদ, ইংরাজের প্রশংসাবাদে দেশ যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ঘোর ঘটায় আমরাও যোগ দিয়াছি, আমরাও ইংরাজ বাহাদুরের অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়াছি। সেদিন পর্য্যন্তও আমাদের সৌভাগ্য দেবী প্রসন্না হইয়াছে বলিয়া কতই না আনন্দ করিয়াছি। সে দিনের সেই মহাড়ম্বর স্মরণ করিলে আজও আমাদের হৃদয় নূতন ভাবে স্ফীত হইয়া উঠে। এত যে আড়ম্বর—পরিণাম তাহার কি হইয়াছে? আমরা কি আশানুরূপ ফল পাইয়াছি? মহাত্মা রিপন স্বায়ত্তশাসনকে যেমন ভাবে গঠন করিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন, সেই ভাবেই কি আমরা তাহা ভোগ করিতে পারিতেছি? পাঠক যদি একবার স্বায়ত্ত শাসন আইনের উপর ছোটলাট বাহাদুরের মন্তব্য ও সার্কিউলার পাঠ করিয়া দেখেন, তবে স্পষ্টই বোধ হইবে সে সার্কিউলার ও সে মন্তব্য রিপনের মহদুদ্দেশ্যের অনেক ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। রিপন যে বৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়া অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে তাহার মূলদেশ কতদূর গমন করিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য বারম্বার অঙ্কুর উত্তোলন করিতে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণকে নিষেধ করিয়াছিলেন, সে অঙ্কুর আজ বৃক্ষাকারে পরিণত। বৃক্ষটীর শৈশবে কেহ উহার মূলোৎপাটন করিয়া দেখেন নাই কিন্তু বঙ্গের ছোটলাট তাহার শাখা প্রশাখা ছেদন করিয়া তাহার স্বাভাবিকী তেজ ও স্ফূর্ত্তির দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। শীঘ্রই যে আর তাহা পল্লবিত হইয়া বঙ্গসন্তানের বিশ্রামের স্থান দিতে পারিবে তাহার কিছু মাত্রও সম্ভাবনা নাই।

লর্ড রিপণ স্বায়ত্তশাসন প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন বোর্ডের উপর কর্তৃত্ব সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটগণের হাত থাকিবে না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্যেরা আপনাদের ভিতরই চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর প্রকাশ করিয়াছেন যে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটগণই ডিষ্ট্রিক্ট সভার সভাপতি হইবেন। ডিষ্ট্রিক্ট সভার অর্দ্ধেক সভ্য স্থানীয় সভা হইতে নির্ব্বাচিত হইবে, অপরার্দ্ধ গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং অর্থাৎ মাজিষ্ট্রেটদিগের মতানুযায়ী সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। ইহার ফল কি হইবে? স্থানীয় বোর্ডের দুই তৃতীয়াংশ সভ্য ভোটারগণ স্থির করিবেন। নির্দ্দিষ্ট সভ্যেরা বোর্ড সংস্থাপন করিয়া আপনাদিগের ভিতর হইতেই চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান বাছিয়া লইবেন। স্থানীয় বোর্ডের কিন্তু কোন ক্ষমতাই থাকিবে না। স্বায়ত্তশাসন আইনে যে সামান্য ক্ষমতা গুলি স্থানীয় বোর্ডে দেওয়া হইয়াছে তাহার চালনা করিতে হইলে স্থানীয় বোর্ডকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মুখাপেক্ষা করিতে হইবে। সামান্য একজন পাক পেয়াদার নিয়োগ ও অবসর গ্রহণ সম্বন্ধেও স্থানীয় বোর্ড আপন ইচ্ছামত কোনও কার্য্য করিতে পারিবেন না। ইহাদিগকে সকল বিষয়ে যখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মুখাপেক্ষা করিতে হইতেছে তখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আমাদের স্বাধীনতা কতটুকু আছে তাহাই আমাদের দেখা কর্ত্তব্য। স্থানীয় বোর্ড হইতে অর্দ্ধেক মাত্র সভ্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে স্থান পাইবেন। অপরার্দ্ধ সংখ্যা কোন্ কোন্ ব্যক্তি দ্বারা পূর্ণ হইবে মাজিষ্ট্রেট তাহা দেখাইয়া দিবেন। এই লোক গুলি যে মাজিষ্ট্রেটের মনের মত "আপ্ কিওয়াস্তে" সভ্য হইবেন এক মিউনিসিপাল নির্ব্বাচন হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। এখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে মাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান স্বরূপে দুইটী ভোট পাইলে তদ্ব্যতীত সভ্যগণের মধ্যে অর্দ্ধসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার অনুচর এমত অবস্থায় যখনই মাজিষ্ট্রেটগণের মতের সহিত সভ্যগণের মতভেদ হইবে মাজিষ্ট্রেট তখনই স্বীয় অনুচর বর্গের বলে জয়ী হইয়া আসিবেন। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে প্রজার স্বায়ত্তশাসন না হইয়া মাজিষ্ট্রেট শাসনই হইয়া পড়িবে। আমরা এরূপ স্বায়ত্তশাসনের সম্পূর্ণ প্রতিবাদী। একেত কেবল স্কুল পাঠশালা, চিকিৎসালয়, রাস্তা ঘাট, পাউণ্ড, ফেরি ইত্যাদি অতি সামান্য বিষয়ে আমরা আমাদের অভাব মোচনের ক্ষমতা পাইব। বিচার

সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণতঃ আমাদের কোন অধিকারই থাকিবে না। তাহার উপর যদি আমরা তাহাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না পাই তবে স্বায়ত্ত শাসনের স্বরূপ ফলিবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। শৈশবে শাখা পল্লব ছেদন করিয়া দিলে বৃক্ষের কি কোন ফল ফলে?

ছোট লাট বলিয়াছেন এক বৎসর কাল ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড গুলি ডিষ্ট্রীক্ট আফিসারগণের অধীনে রাখিলা বোর্ডের কার্য্যের ভার গতিক বিবেচনা করা যাইবে। এই এক বৎসর পরে ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে যে বোর্ডের কর্ত্তৃত্ব হইতে অবসর দেওয়া হইবে কোন মতেই আমাদের বিশ্বাস হয় না। ম্যাজিষ্ট্রেটগণ চিরকালই বোর্ডের উপর প্রভুত্ব করিতে পাইবেন, চিরকালই প্রজার হস্তে শাসন না হইয়া ডিষ্ট্রীক্ট আফিসারের মতেই শাসন কার্য্য চলিতে থাকিবে। দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বিবেচনা হয় স্বায়ত্তশাসন কেবল নামেই রহিল, কার্য্যে কেবল পরায়ত্তশাসন ভিন্ন আর কিছুই হইল না। স্বায়ত্তশাসনের প্রথম সূচনায় আমরা যে এত আনন্দ এবং উৎসাহের সহিত আন্দোলন করিয়াছিলাম এখন তাহা আড়ম্বর মাত্রেই সার হইল। পর্ব্বতের প্রসব বেদনা শুনিয়া দেশদেশান্তর কোলাহল পড়িয়াছিল, কিন্তু প্রসূতিরগর্ভ হইতে একটা মূষিক মাত্র প্রসব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হই[illegible]। সৎকার্য্যের সূচনা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট[illegible] বিশ্বাস করা যায় না, যতদিন না কা[illegible] তখন আমরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারিব না।

—❀❀—

চা-কর গিবন সাহেবের মকদ্দমা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকবর্গকে অবগত করিয়াছি যে হাইকোর্ট গিবনকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। জষ্টিস গ্রাণ্ট ও জষ্টিস রমেশচন্দ্র মিত্র উভয়ে এই মকদ্দমার বিচার করেন। বিচারে গিবনের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় দেশ শুদ্ধ এংলোইণ্ডিয়ান ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। কলিকাতার ইংরাজ, স্বার্থরক্ষিণী সভা সকল সময়েই স্বজাতির স্বার্থরক্ষা সম্পাদন করিয়া থাকেন। সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও ইংরাজ আদালতে দণ্ডনীয় হইবার উপযুক্ত নহে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। সদুপায়ে হউক, অসদুপায়ে হউক ইংরাজের স্বার্থরক্ষা ও ইংরাজকে বিপদ হইতে উদ্ধার করাই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং গিবন দণ্ডনীয় হওয়াতে ইহাঁদের মস্তকে যে বজ্রাঘাত পড়িবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কেবলই ইংরাজ স্বার্থরক্ষিণী সভা অপরাধী ইংরাজদিগের পক্ষক নহেন, আমাদের ইংরাজী সহযোগীগণও এই ঘৃণিত সভার অনুবর্ত্তক। সহযোগীরা কাণ্ডাকাণ্ড বিবেচনা শূন্য হইয়া অপরাধিগণের পক্ষাবলম্বন করেন। বাস্তবিক অপরাধের জন্য কোন ইংরাজ বিচারালয়ে দণ্ডনীয় হইলে অমনি তাঁহাদের মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠে; অমনি তাঁহারা বিচারকগণের কুৎসাবাদ আরম্ভ করিয়া অপরাধী যাহাতে উচ্চ আদালতে মুক্তি পাইতে পারেন তাহার জন্য অবশ্যঃপরতঃ চেষ্টা করিয়া থাকেন। সহযোগী ইংলিসম্যান সাহেব স্বার্থরক্ষিণী সভার পৃষ্ঠপোষক, আবার (চা-কর) প্ল্যাণ্টার গেজেট অপরাধী চা-করদিগের প্রধান সহায়। গিবনের মকদ্দমায় ইহাঁরা জ্ঞানশূন্য হইয়া জষ্টিস রমেশচন্দ্রের উপর অজস্রধারে গালি বর্ষণ করিতেছেন। রমেশচন্দ্র বাঙ্গালী, তিনি জাতি বৈষম্যের বশবর্ত্তী হইয়া গিবনকে নিতান্ত অন্যায়রূপে দণ্ড দিয়াছেন ইহাই সহযোগিদিগের অভিধান। আমরা জিজ্ঞাসা করি জষ্টিস মিত্রের সহিত যে জষ্টিস গ্রাণ্ট সাহেব বসিয়াছিলেন তাঁহার তাহাতে অপরাধ হইল না কেন? যে সেসন জজ জনসন সাহেব জুরিদিগের রায়ের উপর নির্ভর না করিয়া মকদ্দমাটী হাইকোর্টে প্রেরণ করেন, মিত্রের অপরাধে তিনিই বা কোন কারণে নিন্দনীয় না হইলেন? আমরা শুনিয়াছি গ্রাণ্ট সাহেব নাকি আর এক বৎসর কারাবাস বৃদ্ধি করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন। জষ্টিস রমেশচন্দ্রের প্রস্তাবেই এক বৎসর কারাবাস হইয়াছে। মিঃ জনসন ও জষ্টিস গ্রাণ্ট ন্যায়দর্শীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। জষ্টিস রমেশচন্দ্রও গ্রাণ্টের সহযোগী হইয়া এংলোইণ্ডিয়ানের কোপানলে পতিত হইয়াছেন। দেশীয়ের উপর এংলোইণ্ডিয়ানের এ বিদ্বেষ কি আর ঘুচিবে না? মনুষ্যত্ব কি চিরকালই ইহাঁদের উপর বিমুখ হইয়া থাকিবে? ইহাঁদের ব্যবহারে আমাদিগকেও লজ্জিত হইতে হয়। যে জাতি সাম্যনীতির এত আদর করেন, সেই জাতির কতকগুলি কুলাঙ্গার সন্তান বৈষম্যের বীজ ছড়াইয়া দেশের ভিতর অশান্তির বৃক্ষ উৎপাদন করিতেছে ইহা কি কম আক্ষেপের কথা? স্বার্থান্ধ এংলোইণ্ডিয়ানকে দেখিলে আমাদের দুঃখও হয়। যে জাতি সত্যের আদর করিতে জানে তাহাদের মধ্যে এমন বিবেকবর্জ্জিত ব্যক্তিগণের উপদ্রব দেখিলে কাহার না দুঃখ হইয়া থাকে? সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা অসত্য ও অন্যায়কে অবলম্বন করিয়া স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করেন, এক দিন না এক দিন তাঁহাদের পরাজয় হইবেই হইবে। এক দিন না এক দিন স্বার্থান্ধ এংলোইণ্ডিয়ানকে নীচ জঘন্য বুদ্ধির প্রতিফল পাইতে হইবেই হইবে। সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়া এংলোইণ্ডিয়ানের জন্য আমাদের দুঃখ হয়। ইংরাজ জাতি কর্ত্তব্যপরায়ণ, সত্যপ্রিয়তা ও কর্ত্তব্যশীলতা ইংরাজ নামের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই যখনই আমরা কোন ইংরাজকে সত্যপথ হইতে বিচলিত হইয়া এ দেশীয় লোকের উপর পীড়ন করিতে দেখি অমনি আমাদের মনে হয় ইনি কখনই ইংরাজ নহেন অথবা ইনি ইংরাজ নামের কলঙ্ক।

হাইকোর্ট গিবনের মকদ্দমা বিচার হইবার জন্য এংলোইণ্ডিয়ানদিগের চেষ্টায় প্রধান বিচারপতি সার কোমার পেথিরামের নিকট মকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের জন্য আবেদন করা হয়। ব্যারিষ্টার পিউসাহেব নানা ছন্দে বন্দে বক্তৃতা করিয়া বলিলেন গিবনের উপর সম্পূর্ণ অবিচার করা হইয়াছে। জুরিরা একমতে রায় দিলে তবিরুদ্ধে হাইকোর্টের বিচার করা আইন সঙ্গত নহে। গিবন পীড়িত। তাঁহার উপর এত কঠিন দণ্ডপ্রয়োগ করায় অবিচার হইয়াছে। হাইকোর্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিবার ক্ষমতা চিফ জষ্টিসের আছে। পিউসাহেব এই মকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের জন্য ৫ জন জজের বেঞ্চ বসাইবার প্রার্থনা করেন। প্রথমদিন সার কোমার মকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের জন্য অনুমতি দেন নাই। পরে ৫ জন জজ একত্র হইয়া হাইকোর্ট কৃত বিচারের উপর পুনর্ব্বিচার করিতে সক্ষম কিনা এসম্বন্ধে স্থির করিবার জন্য সেদিন বেঞ্চ বসে। সার কোমার পিউ সাহেবের যুক্তিগুলি একে একে খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে হাইকোর্টের বিচারের উপর হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। গিবনের এক বৎসর কারা দণ্ড ও এক সহস্র টাকা অর্থদণ্ডই বজায় রহিল। এংলোইণ্ডিয়ান কুল আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্বজাতীয়রা কখনও বিচারালয়ে দণ্ডিত হইলে এংলোইণ্ডিয়ান চিরকালই ক্ষিপ্ত হইয়া থাকেন। [illegible]ের মকদ্দমা, চৌকিদার হত্যার জন্য মেয়ারণের মকদ্দমা, সেদিনকার ভিস্তি হত্যার জন্য জামালপুরের ফিরিঙ্গির মকদ্দমা, বিখ্যাত এবেনের মকদ্দমা, কোন মকদ্দমাতে না এংলোইণ্ডিয়ান নাচিয়া উঠিয়া ঘোর অপরাধী স্বজাতীয় পাষণ্ডদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন? বলিতে লজ্জা হয়, ঘৃণা.

বার্লিন ৩ রা সেপ্টেম্বর, প্রিন্স বিসমার্ক এবং সম্রাট উইলিয়মের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রুষীয় মন্ত্রী মুসো গিয়ার্স বার্লিনে আসিয়াছেন।

সোফিয়া ৩ রা সেপ্টেম্বর, প্রিন্স ফার্দিনান্দ অদ্য এখানে আসিয়াছেন, তাঁহার আগমনে সমস্ত নগর মহোৎসবে মাতিয়া ছিল। ফিলিপপলিস নামক নগরে তিনি বলেন যে জাতের প্রাসাদ লাভ করিবার জন্য তিনি বিধিমত চেষ্টা করিবেন।

লণ্ডন ৪ ঠা সেপ্টেম্বর, অদ্য রাত্রে কমন্‌স সভায় লর্ড চর্চিল আয়র্লণ্ডের জন্য নূতন একটি শাসন আইন করিতে প্রস্তুত হওয়াতে পার্নেল সাহেব পূর্ব প্রতিশ্রুত প্রস্তাব উপস্থিত করেন নাই।

বঙ্গের বিচারকার্য বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য ডাক্তার ক্যামেরন একটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ১১১ জনের অমতে উহা গ্রাহ্য হইল না। অতঃপর সেক্রেটারি বলেন ঐ বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে। ডাক্তার এডামসন সাহেব এবং অন্যান্য কর্তা চারিটী বক্তৃতা করেন।

সফিয়া ৪ ঠা সেপ্টেম্বর। প্রিন্স ফার্দিনান্দ অদ্য একটি জনসাধারণী পত্র প্রকাশ করেন যে যখন প্রজাদের ইচ্ছা, তখন তিনি আর বুলগেরিয়ার সিংহাসন পরিত্যাগ করিবেন, অন্যথা রুষ আসিয়া বুলগেরিয়া দখল করিবে। তিনি বলেন, তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করিবার পূর্বে প্রতিনিধি শাসনকর্তা নিয়োগ করিবেন। সেনাপতিগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন এবং সকলে তাঁহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

কলিকাতা।

কলিকাতার মৃত পরীক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটী হইতে ১০০ টাকা বেতন দিয়া ডাক্তার জনরঞ্জন পালকে ইনস্পেক্টারের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাবু জনরঞ্জন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র।

আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি গত ২ রা সেপ্টেম্বর আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য বেহালা নিবাসী বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ন্যায় ইঁহারও কারবঙ্কল রোগে মৃত্যু হইয়াছে

গত ৮ ই সেপ্টেম্বর বুধবার বেলা আন্দাজ সাড়ে চারি ঘটিকার সময় কলিকাতার একজেঞ্জ গৃহের সম্মুখে কতকগুলি মুসলমান একটী গরুর মুখ, সিং পা, বাঁধিয়া আনিতেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা খাটিয়ার উপরে মৃতের ন্যায় এক ব্যক্তিকে শয়ান করিয়া কয়েকজন লোক বহন করিয়া আনিতেছিল। ইহারা উক্ত ব্যক্তিকে একজেঞ্জের সম্মুখে নামায়। শায়িত ব্যক্তির নিম্নদেশ ভয়ানকরূপে আহত, তাহার পরিধেয় বস্ত্র খানি শোণিতাক্ত। অনুসন্ধানে জানা গেল পূর্ব্বদিন পর্ব্বদিবস ঐ শায়িত ব্যক্তি গরুটী হত্যা করিতে গিয়াছিল। গরুটী মরণের সময় বুঝিতে পারিয়া অপরিসীম বেগে হস্তপদের বন্ধন ছিন্ন করিয়া হত্যাকারীকে আক্রমণ করে এবং তাহার নিম্নদেশে শৃঙ্গদ্বারা বিদ্ধ করিয়া দেয়। একজেঞ্জের সম্মুখে কয়েকটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিলেন "তোমরা আমাদের নিকট হইতে গরুটীর উচিত মত মূল্য লইয়া ছাড়িয়া গরুটিকে দাও মুসলমানেরা অস্বীকার করিল। তখন অনেকগুলি হিন্দু একত্র হইয়া ক্রমে একজেঞ্জের সম্মুখে ভদ্রাভদ্র অন্যূন দুই হাজারলোক একত্র হইলেন– সকলেই বলিতেছেন "গরুরমূল্য ও লাভ লইয়া ছাড়িয়া দাও গরুটী হত্যাকারীর হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া এখনতরে হিন্দুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহাকে ছাড়িয়া মূল্য লইয়া যাও।" মুসলমানগণ কোন মতেই স্বীকৃত না হওয়ায় উভয় দলের মধ্যে কথান্তর ও গালাগালি উপস্থিত হইল। হিন্দুরা তখন পুলিষকে সাহায্য করিতে বলিলেন। পুলিষ নিকটে আসিল বটে, কিন্তু এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহাদের কোন অধিকার নাই বলিয়া কিছুই করিলেন না দলের মধ্যে একব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন " গরুটী আমার, হত ব্যক্তি চুরি করিয়া কাটিবার জন্য লইয়া গিয়াছিল"। পুলিষকে অমনিই হস্তক্ষেপ করিতে হইল। গরুটীকে পুলিষ লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আহত ব্যক্তি হাসপাতালে রহিয়াছে। আমাদের বোধ হয় সহরের ভিতরে কোন গুপ্ত স্থানে এই গরুটী হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। যাহাই হউক চক্ষের সম্মুখে আমাদের আর গোহত্যা প্রত্যক্ষ করিতে হয় না বটে কিন্তু মরণের পূর্ব্বে গরুগুলির যে কাতর ভাব বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার সময় হত্যাকারীর হস্তে তাহারা যে ভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে, চীৎকার করিতে করিতে, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে যায় তাহা দেখিলে হিন্দুর বুক ফাটিয়া যায় আমরা এক একটী গরুর কাতর ভাব দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না, ইচ্ছা হয় তখনই মূল্য দিয়া গরুটীকে ফিরাইয়া লই কিন্তু গোখাদক মুসলমান ছাড়িবার পাত্র নহে। চক্ষের সম্মুখে গোহত্যা দেখা যেমন পাপ, গোহত্যা করিতে যাইতেছে দেখিয়া ঘাতকের হস্ত হইতে গরুটীকে রক্ষা না করা তেমনিই পাপ। কিন্তু হায় ইংরাজের রাজ্যে সে পাপে পাপী না হইয়া কয়জন হিন্দু থাকিতে পারেন? হিন্দুর দেশে বসিয়া হিন্দু চক্ষের উপর গোহত্যা করিবে, গোহত্যার জন্য নিরীহ গরুগুলিকে টানিয়া হিঁচড়িয়া লইয়া যাইবে, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে, ভগবতী দুর্ব্বল হিন্দু সন্তানের উপর দারুণ অভিসম্পাত করিতে করিতে দুঃখে ক্ষোভে বধ্যভূমিতে অগ্রসর হইবে—অহো আর্য্য পিতৃগণ! পুণ্যভূমি ভারতের অদৃষ্টে এমন দিন আসিবে তাহা কি কখন তোমরা স্বপ্নে ভাবিয়াছিলে?

কলিকাতার প্যাথুরিয়াঘাটা বৌরাণীর বাটীর সম্মুখে কয়েক বৎসর হইল এইরূপ আর একটী ঘটনা হয়। একজন মুসলমান কসাই একটী গাভীকে বধ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছিল, গাভিটী বৌরাণীর বাটীর সম্মুখে শুইয়া পড়িল। ৩।৪ জন কসাই অনবরত বেত্রাঘাত করিতে লাগিল সকলে মিলিয়া গরুটীকে ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল—গাভিটী উঠিল না। সে যেন মৃত্যু সময়ে পরম ধর্ম্মশীলা হিন্দু রমণীর আশ্রয় পাইবার জন্য তাঁহার দ্বারের সম্মুখে পড়িয়া রহিল। ক্রমাগত বেত্রাঘাত করিতে করিতে অনেক হিন্দু সেখানে সমাগত হইয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। পাষণ্ডেরা তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া গরুটীর উপর পীড়ন করিতে লাগিল। আমাদের কোন বন্ধু বর্ণন করিলেন সে অবস্থায় গাভিটীর দুই চক্ষু দিয়া বাস্তবিকই অশ্রুর ধারা পড়িতেছিল। বৌরাণী ঠাকুরাণীর জনৈক ভৃত্য কর্ত্রীর নিকটে গিয়া এই বিষয় নিবেদন করিল। কর্ত্রী বলিলেন যত মূল্য চায়, ও যত লাভ চায় দিয়া গরুটিকে বাটীর ভিতরে লইয়া এস; ভৃত্য মুসলমানদিগের নিকটে এই অনুরোধ করিয়া অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল—দুর্বৃত্তেরা কোন মতেই স্বীকার করিল না। পরে বৌরাণী আদেশ করিলেন মুসলমানদিগকে দূর করিয়া দিয়া গাভিটীকে বলপূর্ব্বক বাটীর ভিতর লইয়া এস, এ উদ্যমে যদি আমার যথাসর্ব্বস্ব যায় তাহাও দিব। তাঁহার দ্বারপালগণ আদেশ পাইয়া মুসলমানদিগের উপর আক্রমণ করিল। হিন্দুর ন্যায় মুসলমানেরও দলবল সংগৃহীত হইল। তখন ভয়ানক দাঙ্গা উপস্থিত। এই অবসরে রাণীজীর একজন দারবান গাভিটির বন্ধন মুক্ত করিয়া গায়ে হাত দিয়া বলিল " আয় মা আয় " গাভিটী তখনিই যেন রক্ষা কর্ত্তার স্বর বুঝিতে পারিয়া আপনা হইতেই উঠিল এবং দারবানের সঙ্গে রাণীর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। পাষণ্ডেরা অনেক চেষ্টার পর অবশেষে একশত টাকা লইয়া ক্ষান্ত হয়। চক্ষের উপর আমাদের আরাধ্যা দেবীর উপরে এই অত্যাচারটা হয়—বুকের ভিতর যেন শেল বিঁধিয়া দেয়। হিন্দুরাজগণ তোমরা কি গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়া এই হত্যাকাণ্ডটী উঠাইয়া দিতে পার না?

প্রায় এক বৎসর অতীত হইল "সখী সমিতি" নামে কলিকাতায় একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে কেবল কলিকাতার ভদ্র মহিলাগণ সভা শ্রেণিভুক্ত হইতে পারিবেন। অনাথা দুখিনী বিধবা ও বালিকাগণকে শিক্ষা দিবার জন্য এই সভা বিশেষ সযত্ন হইয়াছেন। আমরা আশা করি দীনহীনা বালিকা ও বিধবাগণের এই সভা হইতে যথেষ্ট কল্যাণ সাধন হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

বরদার গুইকুমার এ দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে উদ্যমশীল ও উন্নতমনা। তিনি সম্প্রতি বরদা কলেজে বি, এল, বিভাগ খুলিয়া শিক্ষার্থিগণের বিজ্ঞান শিখিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি বরদায় অর্থকরী বিদ্যার শিক্ষা দিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় খুলিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বোম্বাই-বাসিগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। রিপণ মেমো রিয়াল ফণ্ডে যে টাকা জমা আছে তদ্ব্যতীত যে টাকা বাসলেট জিউবিলি ফণ্ডে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাও লইয়া অর্থকারী বিদ্যা শিক্ষার আয়োজন করা হইবে।

আমেরিকার রেলওয়েতে প্রায় ৩০০০ রমণী চাকরী করিয়া থাকে। যেসকল রেলওয়ে কর্মচারী রেলওয়ে কার্য্য করিতে করিতে তনুত্যাগ করিয়াছে ইহারা সকলেই তাহাদের স্ত্রী। ইহারা মাসিক ৩ পাউণ্ড হইতে পাঁচ পাউণ্ড করিয়া বেতন পাইয়া থাকেন।

গত ২৩এ আগষ্ট ৮০০ বোমাবওয়ান সৈন্য উরুক লাই নামক স্থান অধিকার করিয়া অনেক পালিত পশু কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, মালানডিতে অম্বালার পথ আক্রান্ত হইয়াছিল।

কাশ্মীরে কিছু দিন হইল ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। অনেক লোকের প্রাণহানি হইয়াছে অনেক বাড়ীঘরও ভূমিসাৎ হইয়াছে।

বিলাতের আয়রণ ইনষ্টিটিউটের বি, ডি, পাল চৌধুরী নামক জনৈক ব্যক্তি বর্দীয়া অঞ্চলে একটী পিত্তলের কারখানা খুলিয়াছেন। প্রকৃত উন্নতির একটা নূতন চিহ্ন।

কেহ কেহ বলেন লর্ড ডফরিণ টানা পাখার উপর বড় চটা। কলিকাতার লাটহাউসে একটীও টানাপাখা ঝুলান নাই। ইউরোপীয়দিগের গ্রীষ্মকালে টানাপাখা না হইলে একদণ্ডও চলে না, এই জন্যই বুঝি লর্ড ডফরিণ সিমলা বিহারের এত পক্ষপাতী?

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলেন লর্ড ডফরিণ শীঘ্রই ভারতবাসী ও দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের সম্মুখে গবর্ণমেণ্টের নীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এমন কতক গুলি বিষয় প্রকাশ করিবেন যে আর কাহাকেও সে জন্য তাঁহার উপর বিরক্ত হইতে হইবে না। বাবু প্রতাপচন্দ্রের কথা সত্য হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা কিন্তু যেখানে পীড়ন সেখানে মজুমদার বাবু আমাদিগকে কিরূপ সন্তুষ্ট করিবেন বুঝিতে পারি না। বাবু প্রতাপচন্দ্রের ধর্ম্ম কর্ম্ম কি চুলার দ্বারে গিয়াছে? এ কঠোর রাজনীতির আলোচনা করিবার জন্য তাঁহার সিমলায় থাকিবার প্রয়োজন নাই। তিনি পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিয়া ব্রাহ্ম মন্দিরের বেদীর উপর ৬ ইঞ্চি দূরে উপবেশন করিয়া বক্তৃতা করুন, তাহাতে বরং লোকের অনেকটা উপকার হইতে পারিবে।

শুনা যায় বারাকপুরের সিপাহি সৈন্যেরা ঘৃত ভোজন বন্ধ করিয়াছে। তাহাদিগের রসদের জন্য এবারে ঘী দেওয়া হইয়াছিল, সিপাহিরা তাহা ফেরত দিয়াছে। ঘী না খাইয়া সৈন্যেরা কত দিন বাঁচিতে পারে? গবর্ণমেণ্ট কি অন্ততঃ সৈন্যের জীবন রক্ষা করিবার জন্য চর্ব্বি মিশ্রণ নিবারণ করিবার উপায় দেখিবেন না?

বিবাহ কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট যাহাতে হস্তক্ষেপ না করেন সে জন্য অনারেবল রাও সাহেব ভি, এন মাণ্ডলিক একটী সভা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট একখানি আবেদন পাঠাইতেছেন। সভায় বহুতর লোক সংগৃহীত হইয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন।

গত ৯ ই জুলাই সেসন আদালতে হস্ত ডোমনির আপিল শুনিবার দিন ছিল।

উড়িষ্যা হইতে উড়িয়া মেজি বড়লাটের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে উড়িষ্যা তাঁহার পক্ষে অস্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়াছে, তাঁহাকে অন্যত্র থাকিবার ব্যবস্থা করা হউক। তিনি বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়া পলায়নপর খিবকে ধরিয়া দিয়াছেন তাঁহার উপর এ নিগ্রহ করা উচিত নহে।

পিপল্‌স্ বজেট বলেন আগামী ১লা এপ্রেল হইতে স্যার জিপিল গ্রিফিন পঞ্জাবের গবর্ণর হইবেন।

পঞ্জাবের চীফ কোর্টে আর একজন জজ নিযুক্ত হইবেন।

আনন্দ বাই যোশী আমেরিকা হইতে বিলাতে যাইতেছেন। সেখান হইতে তিনি নবেম্বর মাসে ভারতে আগমন করিবেন।

জনরব যে পঞ্জাবে দেশীয় ভাষায় যে বিদ্রোহ-ব্যঞ্জক বিজ্ঞাপনী প্রচারিত হইয়াছে, দলীপ সিংহই তাহার কর্ত্তা।

আলিগড়ের মুসলমান পুস্তকালয়ে মহারাণী ভারতেশ্বরী তাঁহার স্বকৃত দুইখানি পুস্তক দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন। মহারাজ্ঞী আমাদের ধন্যবাদের পাত্রী।

ঢাকা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—ঢাকার নিম্ন প্রদেশ সমূহ জলাকীর্ণ হইয়াছে। এক বাটী হইতে অন্য বাটীতে যাইতে হইলে নৌকায় করিয়া যাইতে হয়। প্লাবনের জন্য ব্যবসা বন্ধ হইয়াছে নদীর ভিতরে ষ্টীমারের বোট প্রবেশ করিতেছেনা। এমন প্লাবন কখনও দেখা যায়নাই।

শুনা যায় বাবু লালমোহন ঘোষ আগামী নবেম্বর মাসে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতেছেন। তিনি মহাসভায় প্রবেশ করিবার উদ্যম পরিত্যাগ করেন নাই। সম্প্রতি অর্থাভাবে তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া আসিতে হইতেছে। গত নির্ব্বাচনোপলক্ষে তাঁহাকে দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছে। এখন ভারতবাসী তাঁহাকে সহায়তা না করিলে আবার তাঁহার বিলাতে যাওয়া বন্ধ হইবে।

যাহাতে বৎসরের ভিতর দুইবার করিয়া এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা লওয়া হয় বোম্বাইবাসিগণ তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতেছেন। কলিকাতায় এরূপ একটী আন্দোলন করিলে ভাল হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের পরীক্ষা। ছাত্রগণ সহজে যাহাতে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে তৎপক্ষে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অনেক বুদ্ধিমান বালক সামান্য কারণে পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া থাকে। বৎসরের ভিতর দুইবার পরীক্ষার বিধান থাকিলে তাহাদিগকে অকারণে ছয়মাস বসিয়া থাকিতে হয় না। বিলাতে বৎসরের ভিতর অনেকবার প্রবেশিকা পরীক্ষা লইবার বিধি আছে। এখানেও তাহা প্রবর্ত্তন করা উচিত। বোম্বাইয়ের ন্যায় কলিকাতাতেও এইরূপ আন্দোলন করা কর্ত্তব্য।

ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকেই দ্বিপত্নীক ও বহু পত্নীক। কেবল গুইকুমারই নাকি এক পত্নীক।

মথুরাবাসী লক্ষ্মণ দাস মহাভারত ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার জন্য বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়কে ২০০ টাকা দান করিয়াছেন। লক্ষ্মণ দাস আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

দেরাগড় হইতে সহযোগী বেঙ্গলীর একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ— গত ১২ ই আগষ্ট ৮৯ বৎসরের একটী মালো জাতীয় বালক আসিষ্টাণ্ট কমিসনার লী সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়। বালকের পৃষ্ঠ ও নিতম্ব দেশে চৌদ্দটী বেত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল। সে বলে পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যার সময় চা—বাগানের নিকটে তাহার কয়েকটী গাভি চরিতেছিল। চা—বাগানের সাহেব গাভি গুলিকে তাঁহার বাগানের সীমার ভিতর আনিবার জন্য তাঁহার চৌকিদারকে আদেশ করেন। বালক তৎপরে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি করস্থিত বেত্র দ্বারা বালককে দারুণ আঘাত করেন বালক প্রহার খাইতে খাইতে অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পতিয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে বালকের পিতা এই পাশব অত্যাচারের কথা শুনিয়া সাহেবের নিকট আসেই সাহেব ও তাঁর পিতাকেও প্রহার করিয়া তাহার সম্মুখের দুইটী দন্ত ভাঙ্গিয়া দেয়। পিতাপুত্র উভয়ে লী সাহেবের নিকট নালিস করিয়াছে। প্রাতবাদির উপর সমন করা হইয়াছে। লী সাহেব সুবিচারক। আশা করি তিনি আমাদিগকে হতাস করিবেন না।

"মান্দ্রাজ জার্ণল" বলেন একজন ব্যারিষ্টার জজের নিকট বক্তৃতা করিতে করিতে সহসা তাঁহার বস্ত্রের ভিতর হইতে ধূম নির্গত হয়। ব্যারিষ্টারের পকেটে একটী বিলাতি দেশলাই আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠিয়া ব্যারিষ্টারের গাউনে অগ্নি ধরিয়া উঠিয়াছিল।

পৃথিবীতে একশত চল্লিশ কোটী লোকের বাস। ইহাদের সকলকে দীর্ঘে প্রস্থে দশ মাইল বিস্তৃত স্থানে একত্র করা যায়। আর এই দশ মাইল বিস্তৃত স্থানে তাহাদিগকে অক্লেশে বসিবার স্থান দিয়া, একজন লোক টেলিফোনের সাহায্যে সকলকে বক্তৃতা শুনাইতে পারে।

কুমার নীলকৃষ্ণ স ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসনে ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন। তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

• কৃষ্ণদাস পালের জীবনী লিখিবার জন্য ছোটলাট টমসন সাহেব বাবু রামগোপাল সান্যালকে ২৫ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এইত শাসন কর্ত্তার উপযুক্ত কার্য্য।

পাঠক অবগত আছেন ঢাকা মিউনিসিপালিটি হইতে ছোটলাট টমসন সাহেবের ঢাকায় শুভাগমনোপলক্ষে ২০০ শত ৭০ টাকা ব্যয়িত হয়। ঢাকা নিবাসী প্রসন্নকুমার বসু নামক জনৈক করদাতা এই টাকা অনর্থক ব্যয় হইয়াছে বলিয়া মুনসেফ আদালতে নালিস করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটীর কমিশনরেরা এই মকদ্দমা চালাইবার জন্য লিগাল রিমেম্ব্রান্সারকে একজন সরকারি উকিল পাঠাইতে পত্র লিখেন। লিগাল রিমেম্ব্রান্সার নাকি বলিয়াছেন যে কমিশনারগণকে নিজ খরচে মকদ্দমা চালাইতে হইবে। উপযুক্ত কথাই হইয়াছে। এখন মুনসেফ বাবুর নির্ভিকতা ও কর্ত্তব্য শীলতার পরীক্ষা হইবে।

শুনা যায় কলিকাতা হেল্‌থ আফিসার ডাক্তার সিমসন্ সাহেব কলেরা রোগগ্রস্ত মরণোন্মুখ ব্যক্তির ফটোগ্রাফ তুলিতেছেন। কথাটী যদি সত্য হয় তবে বাস্তবিকই বড় ঘৃণার বিষয়। ডাক্তার সিমসন ও যদি কর্ণেল হপারের অনুসরণ করেন সভ্যসমাজে পশুত্বের আর অভাব হইবে কি প্রকারে?

বিলাতে যাইবার জন্য যে পরীক্ষা লওয়া হয় তাহাতে ৬টী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এবার হইতে পরিক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে আর নগদ টাকা পারিতষিক না দিয়া বিলাতে যাওয়া আসার গাড়ি ভাড়া দেওয়া হইবে।

আয়লণ্ডে "ইউনাইটেড আয়র্লণ্ড" নামক একখানি সংবাদ পত্রের সম্পাদক বহুদিন হইতে স্বদেশের হিতসাধনের জন্য কায়মন বাক্যে চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি সম্প্রতি আইরিষ হোমরূল বিলের সংহার দেখিয়া হতাশ হইয়া পরহিত ব্রত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্যাসী হইয়াছেন। সম্পাদক সমগ্র আইরিষ জাতির পূজ্য পাত্র কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের বল আরও অধিক দেখিলে আমরা পরম আহ্লাদিত হইতাম।

দৈনিকে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন মহারাণী স্বর্ণময়ী যে বহরমপুর কলেজের ভার গ্রহণ করিয়াছেন এসংবাদটা মিথ্যা। আমরা পত্রপ্রেরকের কথায় বড়ই চমকিত হইলাম। মিথ্যা সংবাদটী যাহাতে সত্য হয় মহারাণী কি তাহা করিবেন না? তিনি আমাদের পরম আরাধ্য তাঁহার কীর্ত্তি ও অগণনীয়। কলেজটী রক্ষা করিলে তাঁহার গৌরব আরও বর্দ্ধিত হইবে।

কটনসাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া সাধারণের প্রিয়ভাজন হইতেছেন। সেনেট সভার অধিবেশনের সময় পূর্ব্বে কোন সংবাদপত্রের রিপোর্টার কি অপর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। এক্ষণে সেনেট সভায় গত অধিবেশনে কটন সাহেবের অনুগ্রহে আমরা সভার রিপোর্টার পাঠাইতে পারিব। অপর সাধারণের মধ্যে কেহ সেনেটে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে সেনেটের রেজিষ্ট্রারের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

সকল রাজ্যেরই নাকি ঋণ আছে। কেবল পারস্যরাজ অঋণী। সুতরাং পারস্যরাজ সকল রাজার মধ্যে সুখী।

রাণী রাশমণি দুবিবরগ্রস্ত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের দুবিবর ও কোর্ট অবওয়ার্ড জমীদারের রাহু।

উত্তর পশ্চিমের একটী সামান্য গ্রামে রাজারামসিং বলিয়া এক জন জমীদার আছেন। তাঁহার প্রাসাদের সম্মুখে এক দরিদ্রের ঘরে একটী রূপবতী রমণীর উপর রাজার লোভ দৃষ্টি পড়ে। কন্যার পিতা জানিতে পারিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া দেন। দুর্বৃত্ত রাজা অনুসন্ধান লইয়া রমণীকে আনিবার জন্য সশস্ত্র অনুচর প্রেরণ করেন। অনুচরবর্গ কন্যাকে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করে কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া রমণীকে কাটিয়া ফেলে। আদালতে রাজার অপরাধ প্রমাণীত হয় নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট রাজার রাজোপাধি কাড়িয়া লইয়াছেন।

হুগলী সেতুর উপর দিয়া পারাপার হইবার জন্য আর নাকি মাশুল লাগিবে না। পোর্ট কমিশনরেরা শীঘ্রই এইরূপ একটী ব্যবস্থা করিবেন।

রাজসাহীতে একটী স্ত্রীলোক ডুবিয়া মরিতেছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাণ বাচাইয়াছেন। রমণী বলে তাহার স্বামী তাহাকে ভরণ পোষণ করে না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার স্বামীকে বিচারাধীন করিয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র

বারাণসী রহস্য।

আমাদের কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন—মহাতীর্থ কাশীক্ষেত্রের বাঙ্গালী সমাজের দুরাচার ও দুর্দশার বিষয় গত ২২ এ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে সামান্য মাত্র প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে পাঠকগণের কাশীর বিষয়ের কৌতূহল নিবারণ হয় নাই তন্নিবারণার্থ অদ্য আবার লেখনী ধারণ করিলাম।

পূর্ব্বে এই কাশীধামে বাঙ্গালীর সংখ্যা অত্যল্প ছিল, এখন সংখ্যায় দশ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। দুঃখের বিষয় প্রকৃত ধার্ম্মিক ও তীর্থবাসীর সংখ্যা অতি কম। অধিকাংশই কুকর্ম্মান্বিত, সমাজ তাড়িত, স্বদেশ লাঞ্ছিত বজ্জাতীয় ব্রাহ্মণ নির্লজ্জ ভাবে কুকর্ম্ম সাধন ও নির্ব্বিঘ্নে উদর পোষণের আশায় কাশীবাস করিতে আইসে। এই শ্রেণীর লোকের

শকে পবিত্র বারাণসী দ্বিতীয় করেসডাঙ্গায় পরিণত হইয়াছে। ব্রিটীশাধিকারে আইন বিরুদ্ধ কোন কুকর্ম করিয়া ফরাসী অধিকৃত করেসডাঙ্গার আশ্রয় গ্রহণ করিলে যেমন ব্রিটীশ সিংহের ভয় অন্তর্হিত হয়, তেমনি অসচ্চরিত্র ব্যক্তি দেশে সমাজদূষিত কুকর্ম করিয়া লোকলজ্জায় ও সমাজে মুখ দেখাইতে না পারিয়া ভয়ে কিম্বা বিতাড়িত হইয়া অনাথ নাথ ভোলানাথের আশ্রয় গ্রহণ করে। এতাধিক অসচ্চরিত্র কদাচারীর একত্র সমাবেশ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে সমাজ শাসন নাই, সমাজ বন্ধন নাই, লাঞ্ছনা গঞ্জনা কিছুই নাই, অধিকাংশই এক ক্ষুরে মাথা মুড়াইয়া বসিয়াছে, ভদ্রং বল জনের একজন হইয়া অচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। পরস্পর সমচরিত্র ও একাচরণ হেতু কেহ কাহাকে ভয়, লজ্জা করে না। এ জন্য নির্ব্বিঘ্নে সকলপ্রকার কুকর্ম্ম সাধন করিবার কিছুই বাধা হয় না। এমন কুকর্ম্মই নাই, যাহা এখানে সতত সংঘটিত না হয়। যাহারা কাশীবাস করিয়া নিয়ত পাপকার্য্যে রত রহিয়াছে তাহারা কাশীবাসী। তাহাদের তো কথাই নাই। তদ্ভিন্ন আর একটী মহাপাপ গোপনে সংসাধিত করিবার আশায় দুদিনের জন্য আসিয়া পাপ ঝাড়িয়া স্বদেশে যাইতেছে। সে মহাপাপটী ভ্রূণহত্যা। ভক্তগামী বাঙ্গালীর শকটের কল্যাণে এখন ভ্রূণহত্যা মহাপাপের অতি প্রশ্রয় পাইয়াছে। গৃহস্থ ঘরের বিধবা দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের প্রবল বেগ ধারণে অক্ষম হইয়া এবং ইন্দ্রিয় পরায়ণ পাপ প্রবৃত্তি পামরগণের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হইয়া আপাততঃ মধুর (পরিণাম বিষ) বুঝিয়া ক্ষণিক সুখের মোহিনীরূপে মোহিত হয়। পরে প্রকৃতির নিয়ম বশে গর্ভবতী হইলে লোক লজ্জা ভয়ে তাহা গোপন করিবার আশায় তীর্থ দর্শনের নামে কাশী আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে বাঙ্গালীটোলায় একটী ঘর ভাড়া করিয়া থাকিয়া অর্থব্যয়ে উক্ত প্রবৃত্তির পাপীয়সীদিগের সহায়তায় গর্ভপাত করিয়া দিন কতক পরে শরীর সুস্থ হইলে স্বদেশে গিয়া অচ্ছন্দে কালযাপন করে। স্বদেশে সমাজের সকলে কিছু বিসর্গও জানিতে পারিল না। প্রত্যুত, বিধবা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাগত হইল সাধারণের প্রতীত। কেহ কেহ গর্ভনষ্ট না করিয়া প্রসবান্তে সন্তানকে লইয়া কাশীবাস করে। কিন্তু হতভাগিনী তীর্থবাস করিয়াও তীর্থের মাহাত্ম্য ও চরিত্রের গৌরব আর রক্ষা করিতে পারে না। কোন কোন দয়াবতী জীবিত সন্তানটীকে কাহাকে দান করিয়া কিম্বা অর্থলালুপা রাক্ষসী হইলে বিক্রয় করিয়া একাকী স্বদেশে প্রস্থান করে। এরূপ ঘটনা এখানে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। সেদিন কলিকাতাবাসী ব্রাহ্মপরায়ণ সুরুচি সম্পন্ন এক কাবাঙ্গিক পেটের দায়ে পেট বাঁচিতে বিশ্বনাথের শরণ লইয়াছিলেন। এ ব্যাপার এস্থানে সবিস্তারে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

গত মাঘ মাসে পূর্ব্ব বঙ্গদেশীয় অমুকা কলিকাতা ব্রাহ্মদল বাসিনী এক ব্রাহ্মিকা ভগ্নী —আপন ভগ্নীপুত্র ও এক ব্রাহ্ম সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কলিকাতাবাসী বিখ্যাতনামা স্বর্গীয় সাতুবাবুর প্রতিষ্ঠিত শিবালয় বাটীতে দুইটী কুটুরি ভাড়া লইয়া বাস করিলেন। ব্রাহ্মিকা ভগ্নী কায়স্থ কুলোদ্ভবা বিধবা। তাহার ভগ্নীপুত্র যুবক; প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছেন। পড়া বন্ধ নাই, এই বৎসর গত পরীক্ষার সময় বি, এ, পরীক্ষা দিতেন ইহাতে অবশ্য তিনি একজন শিক্ষিত যুবক। আহ্মপর ভেদাভেদ রহিত ব্রহ্মময় ব্রাহ্মত্যাগী যে অন্যভাবে পরস্পর ভ্রাতৃভগ্নীরূপে বিরাজ করিতে করিতে গর্ভোৎপাদন করিয়াছেন, তিনি সমস্ত ব্যয় যোগাইয়া পথের অভিভাবক স্বরূপ ব্রাহ্মটীকে সঙ্গে দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মটী ও শিক্ষিত যুবক মাসী ঠাকুরাণীকে রাখিয়া চাকরাণী আদি বন্দোবস্ত করিয়া মাসেক পরে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মিকা ভগ্নী উচ্চ উদর লইয়া একাকী থাকিলেন। বিধবার গর্ভ সাধারণের চক্ষে কেমন কেমন বোধ হইবে বলিয়া দুই হস্তে চুড়ি পরিয়া লোকের মনে সন্দেহ উৎপাদনের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিলেন। প্রসবান্তে যখন কলিকাতায় যাইবেন, তখন পূর্ব্বমূর্ত্তিকা ভগ হইয়া স্বদলে প্রবেশ করিবেন। এই যুক্তি অনুসারে বিধবা ব্রাহ্মিকা সধবা সাজিয়া সময় সাপেক্ষায় থাকিলেন। উপযুক্ত বোনপো কলেজের ছুটী প্রাপ্ত হইলেই মাসীকে দেখিতে আসিতেন। সুখের বিষয় ব্রাহ্মতারা ব্রহ্মজ্ঞানে টনটনে সুরুচি সম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া গর্ভ নষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন নাই। অধার্ম্মিক আহ্মপর ভেদ জ্ঞানপূর্ণ, তাই ভগ্নী ভাবের সরলতা ও একতার মর্ম্মবোধে অক্ষম অসভ্য হিন্দুগণ বিধবার এরূপ অবৈধ গর্ভসঞ্চার লইয়া একটা হুলুস্থুল করিবে, মূর্খ হিন্দুগণ ইহার মহত্ত্বকথা ও গূঢ় মর্ম্ম না বুঝিয়া অনর্থক একটা গণ্ডগোল করিবে, ব্রাহ্ম বিদ্বেষিশূন্য সংবাদপত্র সম্পাদকগণ ঢাক বাজাইয়া ব্রাহ্মনামে ঢি ঢি করিবে, এই জন্য কলিকাতা হইতে দূরে বারাণসীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শেষে সপুত্র বিধবা স্বদলে আসিলে ব্রাহ্মসমাজে কোন বোধা নাই হইতেন। প্রত্যুত, অমন ত নব বিধিকারী ব্রাহ্মবর্গ সাদরে সদ্যঃপ্রসূতা নারীকে সমাজে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু বিধবা বিধাতা সকল সাধে বিবাদ ঘটাইয়াছেন। গত চৈত্র মাসে পূর্ণগর্ভা পূর্ণচন্দ্র সদৃশ এক অপূর্ব্ব প্রসব করিলেন। কিন্তু ব্যামোর কি বিড়ম্বনা প্রসবান্ত প্রসূতি জ্বরাক্রান্ত হইল। কলিকাতায় উকীলপ্রবরকে সংবাদ পাঠাইলে ব্রাহ্মজাবা টাকা পাঠাইলেন আর শিক্ষিত বোনপোর বিএ, পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী হইলেও এ বৎসরের মত সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়া মাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। পরিতাপের বিষয় যে ১০।১৫ দিন পরে প্রসূতি ও সদ্যজাত কালগ্রাসে ব্রহ্মলাভ করিল। কলিকাতার ব্রাহ্মভগ্নী বাকী থাকা ঠিক না, এবং চরিত্র বল, ধর্ম্মজ্ঞান কত প্রবল, তাহা পাঠকগণ বুঝিয়া লউন। অজ্ঞান হিন্দুদিগের মধ্যে এরূপ ঘটনার অপ্রতুল নাই। কোন কোন হিন্দুবিধবা অবৈধ গর্ভাবস্থায় এখানে আসিয়া প্রসবান্তে লোকের মতে যুক্তি দিয়া প্রকারান্তরে সন্তানকে গ্রহণ করিয়া থাকে। নিম্ন লিখিত ঘটনাটী পাঠে পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বঙ্গদেশের কোন বিশেষ বিশ্রুত সম্পন্ন ঘরের এক বিধবা অবৈধ গর্ভ ধারণ করিয়া, লোকনিন্দা হইতে পরিত্রাণের আশায় তীর্থ ভ্রমণের নামে কাশী আসিয়া উপস্থিত। যথাসময়ে এক পুত্র প্রসব করিয়া কোন স্ত্রীলোকের হস্তে লালন পালনের ভারার্পণ করিয়া একাকী স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। বাটী হইতে প্রতি মাসে টাকা কাশী পাঠাইতেছেন, আর প্রতীক্ষার নিকট পুত্র লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। কিছু দিন পরে বিধবা বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারির জন্য পোষ্যপুত্র গ্রহণের কল্পনা রটনা করিয়া কাশী হইতে স্বগর্ভজাত পুত্রটীকে আনাইয়া সাধারণকে দত্তক গ্রহণ জানাইলেন। পাঠক দেখুন ত, কেমন কারচুপী! কেমন চাতুরী!! কাল প্রভাবে কাশী কুকর্ম্ম সাধনের ধাম হইল। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়?

কলিকাতা হাইকোর্টের অনেক উকিলবাবুর বিধবা কন্যা অবৈধ গর্ভ সঞ্চার দেখিয়া এখানে পাঠাইয়া দিলেন। যুবতী যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিল। উকীলবাবু সপুত্র কন্যাকে দেশে আনিতে পারিলেন না; সুতরাং কাশীবাস করিতে অনুমতি দিলেন এবং জীবিকা নির্ব্বাহের

জন্য মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি প্রদান করিলেন। যুবতীর পিতৃপ্রদত্ত বৃত্তি যোগে কষ্টস্বরের ভাবনা নিবৃত্তি হইল, কিন্তু পুত্রী যৌবনে দশিয়া যথেচ্ছ-বিহারিণী হইয়া পড়ে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আপনার বুঝিতে লাগিল। এই কাশীধাম কাকি ভূত-নাথের রাজ্য।" অতএব ভূত প্রেতের এখানে অভাব নাই। কিছু দিন পরেই ভূতনাথের ছাপা-খানার এক ভূত রমণীর স্কন্ধে আবির্ভূত হইল। এ ভূত জাতিতে ব্রাহ্মণ। ছাপাখানায় মাসিক ৫।৭ টাকা পায় এবং বিধবার পিতা মাসিক পাঁচ টাকা পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। উভয়ের এই আয়ে অন্ন বস্ত্রের অপ্রতুল হয় না। নির্ভাবনায় মনসুখে উভয়ে বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের ন্যায় একত্রে সংসার ধর্ম্ম করিতেছে। বিধবার পুত্রী অদ্যাপি জীবিত আছে। হতভাগা যুবক ভূতের পরামর্শানুসারে যুবতী স্ত্রী দেশে রহিয়াছে, স্বামী অভাবে সাধ্বী লোকে দুঃখে সধবা থাকিয়াও বিধবার ন্যায় পিতৃ গৃহে কাল যাপন করিতেছে। কন্যার দুঃখে দুঃখিত পিতা, কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া এখানে আসিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ওপথর পুরুষ দেশে গমন, কি স্ত্রী গ্রহণ করিলেন না। আহা! সে সময় বালিকার আকুতি ও রোদন দেখিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। হতভাগা অম্লানবদনে বালিকা সহধর্ম্মিণীকে প্রত্যাখ্যান করিল। এখানে এইরূপ কত পামর কত কি ভাবে থাকিয়া দুষ্কর্ম্ম সাধন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

পাঠক! এতক্ষণ ত পেট লইয়া আপনা-দিগকে ত্যক্ত করিলাম। এখন আর একটী অশ্রুত পূর্ব্ব অপূর্ব্ব ঘটনা প্রকাশ করিতেছি। এ ঘটনাটী পাঠে সকলে মাত্রেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবেন সন্দেহ নাই। হুগলী জেলার অধীন কোন পল্লীবাসী এক ব্রাহ্মণ স্বদেশে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন। কিছু দিন পরে স্ত্রী বিয়োগ হইলে—উঃ! লিখিতে লেখনী সঙ্কুচিত হয়, হৃদয় কলুষিত হয়, স্ত্রীর সঙ্গে বিধবা শাশু-ড়ীর প্রতি অর্পণ করিলেন। ক্রমে লোক জানা-জানি হইলে, তৎপর জামাতা সধবা শাশুড়ী সহিত কাশী আসিয়া ত্রিপুরা ভৈরবী নামক গলিতে এক বাড়ী ভাড়া লইয়া স্বামীর ব্যবসা করিতেছেন। প্রায় তিন বৎসর গত হইল এখানে বিধবা শাশুড়ীর গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্যাপি জীবিত আছে। দুঃখের বিষয় সেই পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময় এ পুণ্যক্ষেত্র প্রণিপাত, ব্রাহ্মণের অভাব হয় নাই। এক ভট্টাচার্য্য মুসলমান পৌরহিত্য করিয়া চাল কলা বাঁধিয়া স্বচ্ছন্দে আছিলেন। কিন্তু আমরা ভট্টা-চার্য্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, শাশুড়ীর গর্ভে জামাতার ঔরসে এ সন্তানের সহিত কি সম্বন্ধ হইল? এবং এ পুত্র বড় হইয়া ভবিষ্যতে কোন্ গোত্রোত্তর উল্লেখ করিবে? পণ্ডিত মহাশয় কি ইহার সদুত্তর প্রদানে আমাদের সন্দেহ নিরসন করিবেন? ব্রাহ্মণাধম পামরের এই পুত্রোৎ পাদন ও মহাপাতক কার্য্য এখানে অপ্রকাশ নাই। পাপিষ্ঠ প্রকাশ্যরূপে স্ত্রী পুরুষের ন্যায় বাস করিতেছে। কি বীভৎস দৃশ্য! এরূপ প্রকাশ্য সম্বন্ধ নরাধম সহজে বাঙ্গালী সমাজে চলিতেছে, কোন বাধা আপত্তি নাই। গত বৎসর এই মহাপাপী নারকীর বৃদ্ধ পিতা মাতা এখানে আসিয়া ও পথর পুত্রের বাটীতে কিছু দিন ছিলেন, এবং পৌত্রের চাঁদমুখ নিরীক্ষণে জন্ম সার্থক করিয়া দেশে গমন করিয়াছেন। আহা কি পরিতাপ! যে পুণ্যক্ষেত্রে ধর্ম্মপরায়ণ পুণ্যবান, ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান ব্রাহ্মণগণ মহানন্দে বাস করিতেন, যে মহাতীর্থ দর্শন মাত্রেই পাপ, তাপ দূরীভূত হয়, সেই পবিত্র মুক্তিক্ষেত্র পাষণ্ড পামর-গণের যথেচ্ছ লীলাক্ষেত্র হইল! যে মহাতীর্থে এক সময় অন্নপূর্ণা স্বরূপিণী স্বর্গীয়া রাণী ভবানী প্রত্যহ ১ খানি অট্টালিকা দান করিবার জন্য কোন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে দান গ্রহণ করাইতে না পারিয়া, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যহ ১ খানি বাড়ি দান করিয়াছিলেন, হায়! সেই পুণ্যতীর্থে এখন এমন কুকর্ম্ম নাই, যাহা বাঙ্গালীদিগের দ্বারায় অহরহঃ সংসাধিত না হইতেছে। হা বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ! তোমার চির পরমরম্য আনন্দ কাননে আজ কি ভয়ানক অনাচার হইতেছে? দেবগণ বাঞ্ছিত তক্তরূপ সৌধিত অর্দ্ধচন্দ্রা সদৃশী বারাণসীতে আজ কি দারুণ দুর্দ্দশা উপস্থিত হই-য়াছে! শূলপাণি! তোমার সেই সংহার মূর্ত্তি কোথায়!! একবার শূল হস্তে পাষণ্ড দলন করিয়া ত্রিশূলোপরি সংস্থাপিত ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ তীর্থের পবিত্রতা রক্ষা কর।

কাশীর বাঙ্গালী সমাজের অবস্থা ২। ৪ মাসে লিখিয়া শেষ করা যায় না। অশ্রুতপূর্ব্ব অদৃষ্টপূর্ব্ব কত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি। অসম্ভব ঘটনা ও তীর্থের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য নষ্ট হইতেছে দেখিয়া সৎলোক মাত্রেই ব্যথিত ও দুঃখিত হইতেছেন। আমরাও মর্ম্মাহত হইয়া কাশীর দুর্দ্দশা, যাত্রী ব্যবসার গূঢ় রহস্য দেবি "পণ্ডিত" আখ্যাধারী দিগের ভণ্ডামী, বৃন্দাবনবাসিনীদিগের দুর্দ্দশা, ও চাতুরী প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। এতদ্দেতু "বারাণসী রহস্য" শীর্ষক দিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। যখন লেখনী ধারণ করিয়াছি, তখন সাধারণের কৌতূহল নিবারণ করিতে সমাজপুরুষ ও ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগের চক্ষু ফুটাইতে কখন ত্রুটী করিব না। এ প্রবন্ধ লিখিতে কল্পনা কি অল্পনার আশ্রয় লইব না। যাহা সত্য—নিত্য প্রত্যক্ষ, যাহা কাশীবাসী জনসাধা-রণে জ্ঞাত, তাহাই প্রকাশ করিব। এই সত্য রহস্য লিখিতে যদি কাহারও গায়ে আঁচ লাগে, যিনি যে প্রকৃতির ধর্ম্মচোরা, সেই প্রকৃতির গর্ব্ব খর্ব্ব করাইতে কাহারও হৃদয়ে তীব্র বিষের বিষম জ্বালা ছুটিবে; কিন্তু আমরা নাচার। সত্য, ন্যায়, ধর্ম্ম সম্মুখে রাখিয়া অবিচলিত ভাবে অবিকৃত কার্য্য করিতে অন্যথা করিব না।

—●●—

বারুইপুর।

গত ১০ ই ভাদ্র বুধবার রাত্রে মিউনিসিপা-লিটীর ব্যাঙ্ক ও হুঁসিয়ার পুলিসের চক্ষের উপর জমীদার চৌধুরীবাবুদিগের যে বাজার আছে, ঐ বাজারের পশ্চিম পার্শ্বের ঠিক মধ্যস্থলে, আসনে যাইবার মিউনিসিপাল পাকা রাস্তার উপর কাজী সর্দ্দার নামক জনৈক কাপড় ব্যবসায়ীর কোটা ঘরে সিঁদ খুলিয়া তন্মধ্যস্থ আলমারী ভাঙ্গিয়া চোরে নগদে ও কাপড়ে বিস্তর চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিষ নিদ্রিত। অনুসন্ধানে চোর ধরা পড়িবে বলিয়া বোধ হয় না। গত দেড় কি দুই বৎসরের মধ্যে বারুইপুরস্থ অনেকগুলি ভদ্র-লোকের বাটীতে ও দোকানে চুরি হয়। তাহার কোনটীতেই অনুসন্ধানে চোর ধরা পড়ে নাই।

বারুইপুরের সব রেজেষ্ট্রার প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের নামে কমলাকান্ত মণ্ডল নামক জনৈক ব্যক্তি অত্রস্থ মুন্সফী আদালতে অতিরিক্ত কষ্ট ও মানহানির জন্য ৫০ টাকার দাবিতে নালিস রুজু করিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ আদালতে সব রেজেষ্ট্রারের বিরুদ্ধে আর ও ২।১ নম্বর নালিস রুজু হইয়াছিল। সব রেজে-ষ্টার বাবুর এরূপ রুক্ষ স্বভাব কেন বুঝিতে পারি না। অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় তিনি লোককে অকারণে অযোগ্য কথা বলিয়া কষ্ট দেন। এইবারে কি তিনি সতর্ক হইবেন?

—●●—

বিজ্ঞাপন।

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেট্‌কেস, থারমমিটার ৩৩ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ২২ শিশি কর্ক চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাকমাশুল সহ ১।০ এক টাকা আট আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কএক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১ড্রামের মূল্য ।০এবং রক্তমূত্র পীড়ার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্র সহ মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১ আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডর বস্তুর সহিত ভ্যালুপেয়েবল পার্শেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—০০—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

জে, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

এখানে ক্রমাগত কয়েকখানি জাহাজে লণ্ডন আমেরিকা ও জর্ম্মণি হইতে বিস্তর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, কর্ক শিশি বস্তাবন্দ আনীত হইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এলেন এনসাইক্লোপিডিয়া মূল্য ১৮০ জানিয়ান মেঃ পিডিয়া মূল্য ২৪ প্রভৃতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০ ক্রম ১।০ দাদারটিং ।৵০ নিম্নক্রম ।০ এবং ২ড্রামে ৭৵০ হিসাবে বিক্রয় হয়। ২২ শিশির ওলাউঠার বাক্স নাম পুস্তক ৪॥ ঐ ক্যাম্ফরসহ ৫ ও সাধারণ চিকিৎসার পুস্তক সহ ২৪ শিশির ৮॥, ৩০ শিশির ১০ ৪০ শিশির ১৪, ৪৪ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ১৬ ৭২ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ২২।২০০ শিশির উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও থার্ম্মমিটার সহ ৮০, থার্ম্মমিটার ৪।০৫ (ক্যাটলগ বিতরণীয়।) সমস্ত বাক্সের সহিত পুস্তক ও কোটা মাপিবার যন্ত্র পাওয়া যায়। ঠিকানা ১১৭ নং বহুবাজারষ্ট্রীট কলিকাতা।

জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য—ম্যানেজার।

—০০—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মফঃস্বলের এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—০০—

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা

ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে ঐ পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে।

এজেন্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্যে

প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াস ১২ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।

দাম ১॥০ টাকা; ডাকমাশুল ৵১০

ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়,

ম্যানেজার

—০০—

"ধাতুদৌর্ব্বল্যের প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত।"

সুধাবিন্দ সুধাবিন্দ!!

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, জননেন্দ্রিয়ের শৈথিল্য, শুক্রমেহ, অল্প উত্তেজনায় শুক্রপাত ও অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় এবং তজ্জনিত শিরঃপীড়া, শারীরিক দুর্ব্বলতা, স্মরণশক্তি হীনতা, মানসিক বিষণ্ণতা, হাত পা জ্বালা ও শুক্রের তারল্য প্রভৃতি এক মাস মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া শুক্র অত্যন্ত গাঢ় ও ধারণা শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি ইহা সেবনে সাংসার সমস্ত উপকার দর্শে। ইহা যে সর্ব্বপ্রকার ধাতুর পীড়ার এক মাত্র মহৌষধ তাহার অনেক প্রশংসাপত্র রহিয়াছে এবং এই ঔষধে আরোগ্য হইয়া অনেকে পুরস্কার দিয়াছেন। এক মাসের ঔষধ এক শিশি ২ টাকা ডাক মাশুল ॥০ আনা।

দাদের মহৌষধ।

"ক্ষত ও চর্ম্মরোগের মহোপকারী।"

এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই, অথচ যে প্রকারের দাদ হউক না কেন ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। দাদ কোচদাদ, বিখাউজ, ছুলি, বাত, ছুলি (ছোদ) পারার ঘা, খোস, পাঁচড়া গরমীর ঘা ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষত রোগ তিন দিবসের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহা ক্ষত ও চর্ম্ম রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এই ঔষধে পারা নাই ইহা সার্জ্জন-মেজর কর্তৃক পরীক্ষিত। সুতরাং সাহস সহিত বলিতে পারি এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই নিরাশ হইবেন না। মূল্য প্রতি কোটা ।০ আনা, তিন কোটা ১।০ আনা, ছয় কোটা ২।০ ডজন ৪।০ টাকা।

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী।

ভাক্তর পাবনা।

—০০—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার সেন রায়চৌধুরী জমীদার—বাসণ্ডাগ্রাম ২০
" " রায় প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর গৌরীপুর——১৪
" " রামনাথ মৈত্র————মলভাজা ১৪
শ্রীযুক্ত রাজা শ্রীনারায়ণ পাল—মাণিকচক ১২
" " গিরিজাশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় হাটুঁহনগর————১১
" " উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য জমীদার—গজা ১০
" " গোপালচন্দ্র রায়————শরিলা ৯
" " বিশ্বনাথ নিয়োগী———খরসরাই ৮৸০
" " বেণীমাধব মহাপাত্র———কেশবপুর ৭
" " কৃষ্ণকিশোর রায়————সমুয়া ৭
" " রাজমাধিকা দত্ত——পাটুলা খালী ৭
" " ব্রজনাথ দাস————সর্ব্বরি ৭
" " কাশীনাথ মিত্র চৌধুরী——পটাসপুর ৭
" " রামকুমার দাস শিক্ষক—চিলমারি ৩৷৷০
" " আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত———ধুবড়ি ৩৷৷০
" " শ্রীনাথ রায়————আলীপুর ৩৷৷০
" " নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত——চেরাপুঞ্জী ৩৷৷০
" " মুর্শিদাবাদ পবলিক লাইব্রেরী মুর্শিদাবাদ——৩
" " রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর তাহিরপুর——৩
" " শরৎচন্দ্র দত্ত————ইটালী ৩
" " রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ভাগলপুর ১৷০
" " অঘোরনাথ নাথ————ভবানীপুর ১
" " যুধিষ্ঠিরচন্দ্র দত্ত————রাজপুর ১

— ●● —

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৬৷৷০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, মনি অর্ডার চিঠি বা অর্ডার উহার মধ্যে যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় যাহা স্থান হইতে প্রকাশ হয় আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রেণ্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

৩০ শ ভাগ। " যত্রদর্শনা প্রকৃতিস্তিলায পার্থিবঃ অবসতী অতিনন্দতী ন ভীয়তা"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০,

১২৯৩ সাল। ৫ ই আশ্বিন। ইং ১৮৮৬। ২০,এ সেপ্টেম্বর।

৭ রিপনাব্দ। ৫ ই আশ্বিন।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বা ৭ কিং৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

স্বর্গীয় পিতৃদেবের আদরের ধন এই সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রখানির দীর্ঘজীবন ও উন্নতি কামনায় নিম্নলিখিত মহোদয়গণের হস্তে অর্পণ করিলাম, সোমপ্রকাশ গুরুদেবের অনুবর্ত্তী হইয়া নির্ভীক চিত্তে লোকসমাজে বিচরণ করিবে। পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক সকলেরই আমরা মুখাপেক্ষা।

ট্রাষ্টি	লেখক
পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।	শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল চক্রবর্ত্তী প্লিডার আলীপুর।
অনরেবল কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (পেনসনর হাইকোর্টের জজ)	**সাময়িক লেখক।**
বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্ট প্লিডার।	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ,
বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, প্রফেসর সিটিকলেজ।	বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পেনসনর(নেভাল একাউণ্টেণ্ট)

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র, টাকা কড়ি, মণিঅর্ডার আদি যেরূপ চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে গ্রাহক মহোদয়গণ পাঠাইতেছেন সেই রূপ পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মণিঅর্ডার যোগে গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাহারও নামে পাঠাইবেন না অথবা কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যেন দৃষ্টি থাকে। ইহার পূর্ব্বে যদি কোন গ্রাহক আমাদিগের কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে মণিঅর্ডার যোগে টাকা পাঠাইয়া থাকেন এবং পূর্ব্বপূর্ব্ব মূল্য প্রাপ্তিতে প্রকাশ না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পত্র লিখিবেন এবং পোষ্টের স্বাক্ষরিত রসিদ আদি প্রমাণ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার শর্ম্মণঃ

সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষস্য।

বৈদ্য জীবন।

প্রাচীন সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ। নামেই ইহার গুণের পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই প্রায় দ্ব্যর্থ বোধিনী। কি গৃহস্থ, কি চিকিৎসক সকলেরই ইহা জীবন স্বরূপ, এবং কাব্যামোদীদিগের বিশেষ আমোদের সামগ্রী। আমরা এই গ্রন্থ মূল, টীকা ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ সহিত প্রতি মাসে ৪০ পৃষ্ঠা করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছি। ছয় মাসে সমাপ্ত হইবে। পূজার পূর্ব্বে ১ টাকা পাঠাইলে সমগ্র পুস্তক দেওয়া যাইবে। পরে ২ টাকা। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ভাজাযোড়া, ডাক শ্রীরামপুর হুগলী।

প্রেরিতপত্র

শোকসূচক পত্র

স্বর্গীয়-বিদ্যাভূষণ-মহোদয়স্য-মরণোপলক্ষিত

শোক-গীতয়ঃ।

বিদ্যাভূষণ ! ত্বম্ ত্বং সুরগণাবাসং পরাগাবরং
সংযোগাদিভিরক্ষয়ং মুনিগণৈঃ সংসেব্যমানং সদা।
গম্ভীরং শত-পাপ কুক্তি-নিকরৈঃ সংবেষ্টিতং ভীষণং,
দুর্গং সম্প্রতি বঙ্গবাসিনয়ন। ত্যক্ত্বা ভবাব্ধিং মুদা ॥১
অস্মাকং হৃদয়ন্তরেষত্র রুদতাং ত্বম্ ভুজাস্তৎক্ষণা, ।
দামূলং পৃথুশোকশঙ্কুনিকরাঃ সংপ্রোথিতা দুঃসহাঃ।
ত্বন্নামস্মরণং প্রভাতসময়ে আসাগবঙ্গা নবা,
আজীবং নকরোত্ত্বা বিদধতি প্রখ্যাতকীর্ত্তেহধুনা॥২
মেদিন্যাস্ত্বনিবারণং পরমবপ্রাণাসকাহিরতঃ,
দেদীপ্যা নহয়া চিরান্নিকিদাভূণ্যাভবানঃ পুরা।
সৌম্যাং মূর্ত্তিমিমাং ভবাদৃশদবে আবাক্যাসেঃক্রন্দনা
স্বর্গীয়োপকৃতা যতঃ পরদিনে পুত্রাং প্রকর্ত্তাথত ॥৩
নির্ম্মাতুগুণগায়কঃ সিতভম্ভ ত্রষ্ট প্রমোদপ্রদঃ,
ভাত্যস্মিন্ সুরবর্ত্ম সোমইব যঃ সোমপ্রকাশস্তব।
নিশ্চিন্তঃ কৃতকর্ম্মণোঃ সমসয়োঃ দর্শকন্তোচিরত্তে,
সৃষ্টোঃসাধবতিষ্ঠতাং পরকৃতেত্রাপূর্ব্বকীর্ত্ত্যাঙ্কঃ॥৪

কস্যচিৎ দোষ-দেভোগ

নিবাসিনঃ।

—●●—

সোমপ্রকাশ সম্পাদকের পরলোক গমনোপলক্ষে শোকপ্রকাশ।

" সোমপ্রকাশ " আজি কেন কান্তিহীন ?
নাহিক সে বেশ হেরি যে মলিন ?
জ্যোতি তব কেন আজ রহিয়াছে ঢাকা ?
কলেবর দেখ যেন শোকদুঃখমাখা ?
দীনবেশ দেখি, বিদরে হৃদয়।
অমঙ্গল চিহ্ন, মনে হয় ভয়।
বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েছে তোমার।
আভা বুঝি নিবে গিয়েছে বিদ্যার।
যাঁর করে দীপ্ত, এ " সোমপ্রকাশ "।
করেছেন তিনি, স্বরগে আবাস।
তাই হাহাকার বঙ্গের মাঝারে।
শুনি শোকধ্বনি, প্রতি দ্বারে দ্বারে।
কোথা গেলে আজ, হা বিদ্যাভূষণ,
শ্রীদ্বারকানাথ, বঙ্গের রতন।
পিতার বিরহে, যত পুত্রগণ।
ক্রন্দন ধ্বনিতে ফাটায় গগন।
কুমারিয়া কাঁদে কাতর অন্তরে।
হৃদি বহি অশ্রু ঝর ঝর ঝরে।
কাঁদে বঙ্গবাসী, বিদেশী যাহারা।
হারায়ে ভূষণ, শোকে হয়ে সারা।
বঙ্গের বান্ধব, ছিলেন যে জন।
তাঁর তরে কেবা না করে ক্রন্দন ?
প্রকাশিত যতনে এ " সোমপ্রকাশ "।
বঙ্গের আঁধার করেছেন নাশ।
রাজনীতি পূর্ণ অনন্ত বচনে।
উপদেশ দিয়া রাজার শ্রবণে।
ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করি বিতরণ।
হরিয়া লয়েছে যুবকের মন ?
সমাজনীতির সুব্যবস্থা করি
উপদেশ রত্ন কেবল বিতরি।
হতভাগ্য দুঃখী বাঙ্গালীর হায়,
কে আর কাঁদিবে ব্যথিত হৃদয়ে ?
হে বিদ্যাভূষণ দয়ার সাগর
সাহসী নির্ভীক, বহুগুণাকর,
সত্যবাদী বিজ্ঞ, বঙ্গের গৌরব।
এমন কি আর—হইবে উদ্ভব ?
মনে হয় যবে সে সৌম্য মুরতি।
তেজস্বিতা পূর্ণ মধুর প্রকৃতি।
চিন্তাশীল মুর্ত্তি ক্ষমার আধার।
অন্তর যাঁহার দয়ার ভাণ্ডার।
কেন না কাঁদিব, আজি তাঁর তরে,
পারি না যে শোক রাখিবারে ধরে।
স্বদেশ হিতৈষি ! ঋণী তব কাছে।
কৃতজ্ঞতাবদ্ধ, বল কেবা আছে ?
তোমা হতে বঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি সাধন।
সুমার্জ্জিত সাধুভাষা আলোচন।
বিস্মৃত কে হবে এই উপকার।
তাই তোমা লাগি করি হাহাকার।
উপদেশ পূর্ণ শ্রীমুখের বাণী।
তব ছাত্ররন্দ কবিতে সুজ্ঞানী।
বিদ্যা জ্ঞান ধর্ম্ম, বিলায়ে ভারতে।
সুকীর্ত্তির স্তম্ভ স্থাপিলে জগতে।
এস ভ্রাতা সব পিতার লাগিয়া,
কাঁদি আজি সবে একত্র বসিয়া।
নিবাতে কি পারে সেই শোকানল।
যতই ঢালি না কেন অশ্রুজল।
পিতার শোকেতে আকুল হৃদয়।
দশদিগ যেন শূন্য বোধ হয়।
এ জনমে তাঁয় হেরিব কি আর ?
ঘুচিবে হৃদয়ে এ শোকের ভার ?
দেবাত্মা তাঁহার স্বর্গের উপরে।
নর অমরেতে গুণ গান করে।
বঙ্গে যত দিন এ ভাষা রহিবে।
তাঁর কীর্ত্তি কভু কেহ না ভুলিবে।
আর তবে ভাই করো না রোদন।
বাঁধ হৃদি করি শোক সম্বরণ।
কর তাঁর তরে বিভু আরাধনা।
অক্ষয় স্বরগ করহ কামনা।
শ্রদ্ধাবান হয়ে, শ্রাদ্ধ তাঁর কর।
ব্রাহ্মণ দরিদ্রে আহার বিতর।
এই পথে গতি সকলের হবে।
এ ভব ভবনে কেহ নাহি রবে।
রাখ তাঁর নাম ওহে ভ্রাতৃগণ।
মুছি অশ্রুধারা করি প্রাণপণ।
যদি কাঁদি কর এ শরীর ক্ষয়।
গত পিতৃদেব ফিরিবার নয়।

বশম্বদ
শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(চাঁচল বড়তরফ।

—❀❀—

গোলোকধামে ৺ দ্বারকানাথের অভ্যর্থনা।

এস মা কল্পনে কত দয়া করি মোরে
কেন বা খুলিল আজি স্বরগের দ্বার
সুমধুর রবে ? কেন শুনি আজি এত
কোলাহল অমর আলয়ে ? অকস্মাৎ।
কহিতে লাগিলা দেবী স্নেহ ভরে তবে
মধুর ছন্দোত ভাসে, নিম্নোক্ত প্রকারে।
" জান না কি বাছা ? ভারতমাতার কন্যা
বঙ্গভূমি মার, তাহার প্রাণের পুত্র
সর্ব্ব গুণে গুণী, বিদ্যাই ভূষণ যার
ছিল একমাত্র, বৈদিক কুলভূষণ—
সপ্ত ষষ্টি বর্ষ-পূর্ব্বে লভিলা জনম,
দাক্ষিণাত্য দ্বিজ হরচন্দ্রের ভবনে।
তেঁই এবে, সংসারের ধুলা খেলা করি
(মাতৃক্রোড়ে শিশু শান্ত লভয়ে যেমতি)
বিশ্রাম লভিতে গেলা বিশ্বমাতা কোলে।
(ভবের যন্ত্রণা যেথা জুড়ায় মানব)
তাই সে ত্রিদিব দ্বারে এত কোলাহল,
তাই সে খুলিছে আজি অমর দুয়ার।
দেবগণ সাজাইছে হিরন্ময় দ্বার—
(হীরক খচিত যাহা) নানা জল ফুলে,
রাখিছে হীরক ঘট সুধা পুরি পুরি
দ্বার পাশে স্বর্গীয় কদলী তরু সহ।
আপনি গোলোকপতি দাঁড়াইয়া দ্বারে
পার্শ্বে প্রিয়পুত্র তাঁর (মম সহোদর)
বাল্মিকী, ভরত আর কবি কালিদাস,
মনু পরাশর আর আচার্য্য শঙ্কর
দাঁড়াইয়া তার পাশে জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক,
কবি দার্শনিক নাম কব আর কত
সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে শেষে
আর মম প্রিয় পুত্র কবিবর মধু।
অমর অক্ষয় আর মধুচক্রকার
হোমর মিল্টন আদি বৈদেশিক কবি
শোভিছে অপর দিকে দিক উজলিয়া,
নিমাই, নানক আর রাজর্ষি জনক,
ঈশা মুসা বুদ্ধদেব আদি মহাজন
ভক্তভাবে আসিছেন ত্রিদিব দুয়ারে।
ভারতের বীরপুত্র প্রবল প্রতাপ,
কুরুকুল ধ্বংশকারী পাণ্ডব কেশরী,
অজেয় যুদ্ধেতে যত রাজপুত বলী
বীরবেশে বিরাজিছে স্বর্গ মার্গপাশে।
সীতা সতী দময়ন্তী রূপবতী ছবিতা
আর ভারতের যত পুণ্যবতী সতী,
মাঙ্গলিক দ্রব্য লয়ে অপেক্ষিছে তারা
বরিতে বিদ্যাভূষণে বিশিষ্ট প্রকারে। "
অপূর্ব্ব রথারোহণে হেন কালে তথা
উত্তরিলা ভারতের বরপুত্র আসি,
মহা কোলাহল এবে উঠিল গগনে
বাজিল মঙ্গল বাদ্য শঙ্খ ঘণ্টা আদি,
তুরি ভেরি আর যত মঙ্গল বাজনা,
হুলুধ্বনি পড়ি গেল সতী দল মাঝে,
বীরদল দাঁড়াইলা বক্ষণীর করি।

আপনি অমরপতি বাহু প্রসারিয়া
দিলা কোল হরিবরে ; স্নেহের অন্তরে
চুম্বি শির আশী দিলা তবে "এস বাছা,
স্নেহের পুত্তলি মম থাক চির দিন
এ অমরপুরে, লভ চির শান্তি হেথা,
ভুলি পাপ সংসারের মায়া মোহ যত।"
আলিঙ্গন দিলা আসি ভবী জ্যেষ্ঠ যত,
কোলাকুলি পড়ি গেল সর্ব্বপুত্র দলে।
বিবিধ ভূষণে, দিলা দেবগণ আসি
সাজাইয়া রূপবরে পুণ্যবতী যত
হুলুধ্বনিসহ তাঁরে বরণ করিলা,
আপনি গোলোকপতি মালা পরাইলা,
শোভিলা বিদ্যাভূষণ স্বর্গীয়ভূষণে।

বিনীত
হরিনাভি। } শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

—•••—

উচ্ছাস।

বৎসরের সেই দিন আজি রে আমার।
যে দুর্দ্দিনে জীবনের ধন প্রেয়সীরে,
করাল কালের মুখে—দিয়েছিনু ডালি।।
মম শিশু মুখ চায়! ফেরিতে যে দিনে,
সহরসে শশব্যস্ত ছিল যে জীবন,
হৃদয় সরসে হায়! সন্তাপ তরঙ্গ
তরঙ্গিত করে ছিল হতাশা পবনে,
মানস আকাশে মম, অশনি মেখলা—
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয়েছিল বুকে।।
সোহাগের ধন মম সোহাগিনী সতী,
কনক প্রতিমা সম হৃদি পদ্মাসনে,
সোহাগে সোহাগ তার পরাতাম যারে।
হায় রে! সে পতিপ্রাণা কতই হরষে
পতি পদরজ আহা! ভক্তি সহকারে,
সিঁথির সিন্দুর সহ পরিত ললাটে!
কে বলিতে পারে হায়! কালের কি গতি!
রথ চক্রাধিক বেগে ঘূর্ণিত তাহার
দেখিতে দেখিতে আঁখি পলকে নিমিষে।
সে দুর্দ্দিন এই, হয়ে আশার নির্ব্বাণ
বিসর্জ্জিয়ে ছিনু যবে ভাগিরথী নীরে।
সেই যে দুর্দ্দিন মম শ্মশানের দিন,
মিলাইয়ে ছিনু আঁখি সুচারু নয়নে,
কি জানি মরম রাখি নয়নের কোণে,
নয়নে নয়নে হায়! কি বলিয়া গেল।।
আদরের ধন মম আদরিণী সতী,
কাল স্রোতে ভেসে গেল দেখিতে দেখিতে,
প্রেমের পিপাসা আশা হরি মম প্রাণ,
কালের পুতুল সম শূন্য দেহ রাখি,—
খেলাতে ভবের খেলা এ মায়া সংসারে।।
অকালে করাল কাল হরিল যে দিনে,
জীবনের সুখ শান্তি জনমের মত,
মমতা শিকলি ছিঁড়ি প্রাণ বিহঙ্গিনী
উড়ি গেল শিশু দুটী ফেলিয়ে অকূলে।
কে জানে এমন ভবে হৃদয় কন্দরে,
জ্বালাবে বিষম বাতি স্মৃতি কলঙ্কিনী।।
গত প্রেম কথা স্মরি চিরকাল চিত,
কে জানে দহিবে যেন শ্মশানের চিতা।।
এই ছিল সে দামিনী সংসারের আলো,
কোথায় মিলায়ে গেল দেখিতে দেখিতে?
জানি না স্বপনে হায়! বিধাতৃ লিখন,
বসতি করিবে তাপ তাপিত অন্তরে,
মরমে মরমে বিঁধি দহিবে আমায়,
দুরন্ত—কৃতান্ত সম অনন্ত দহনে।।
আর না হেরিব সতি তব বিম্বাধর,
আর না শুনিব তব অমিয় বচন,
আর না তাপিত পতি, তাপ—নিবারিতে,
শান্ত মনে তব শান্তি মুখ নিরখিবে।।
আ—প্রাণ! প্রচণ্ড তপনের তাপ সম
ঝলসিছে দেহ! পোড়া আঁখি ঝরিতেছে
আজি যে শ্রাবণী গগন! অহো! প্রাণ!
গুমরি পুড়িছে যেন তুষের আগুণ
মন ধক ধক করে। যাতনা নিবে না,
বহিছে সতত যেন শুধু হুতাশনে।
স্মৃতি! দুরন্ত! অন্তরে বসতি কর
অভব তেয়াগী! হেথা দিও অভাগারে,
সময়ে সময়ে হবে বহিবে উচ্ছাস।
হৃদয় মাঝারে করি গাঢ় আলিঙ্গন,
দুজনে কাঁদিব আর ভাসিয়া যাইব,
স্রোত পথ নিশি দিবা ভাবি তাঁর কথা
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা শোক সিন্ধু নীরে।।
শেষ উদাসীন আমি প্রেম কথা স্মরি,
জুড়াই তাপিত প্রাণ! নিবাই বিরহ বহ্নি
নেহারিয়া বিধু মুখ হৃদয় দর্পণে।
ওই না———!
ওই না! আসিছে প্রিয়ে রক্তাম্বর পরা,
মুখে মৃদু মৃদু হাস মরাল গমনি,—
মস্তকে চাঁচর কেশ বেণীরূপে দোলে,
রাতুল চরণে—ঝম নূপুরের রোল।
হৃদি পদ্মে ধুক ধুকি মণি রত্ন হার,
বাহু পাশারিয়ে যেন যাইছে প্রেয়সী,
তবে কেন প্রাণ হেন আনচান করে।।
এস প্রিয়ে, যেওনাকো স্থানান্তরে আর,
কি খেলা খেলাবে সতী কাঁদায়ে পতিরে?
ধরি ধরি, এই ধরি, এই ধরি হায়,——
কই প্রিয়ে? কোথা প্রিয়ে? এখানেত নাই!
এই না দেখিতে ছিনু? চক্ষের নিমিষে,
ওই না আবার প্রিয়ে পালায় কোথায়।।

শ্রীহেমন্তকুমার বাগচৌধুরী
বারুইপুর।

—•••—

হরিনাভি ইংরাজি সংস্কৃত বিদ্যালয়।

আজি প্রায় বিংশতাধিক বর্ষ অতিবাহিত হইল উপরি উক্ত বিদ্যালয়টী পণ্ডিতপ্রবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিদ্যালয়টীতে এতদ্দেশীয় যুবকবৃন্দ শিক্ষালাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। বিদ্যালয়টী যে মহাত্মার কীর্ত্তি তিনি আজ এ জগতে নাই। এখন যেরূপ যোগ্যপাত্রে এই বিদ্যালয়ের ভারার্পিত হইয়াছে তাহাতে ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আর আমাদের সংশয় নাই। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে অট্টালিকা মধ্যে বিদ্যালয়টী এক্ষণে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়। কোন কোন স্থান এরূপ ভগ্ন হইয়া রহিয়াছে যে শিক্ষক ও বালকগণ জীবন্ত প্রোথিত হইবার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত। এইরূপ ভগ্ন অট্টালিকা হইতে স্কুলটী স্থানান্তরিত করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। কোন বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় একটী নূতন বিদ্যালয় মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচনা করিবার জন্য আগামী ২৬ এ সেপ্টেম্বর রবিবার দেশীয় ভদ্র-মহোদয়গণ লইয়া একটী মহতী সভা করিবেন। সভাস্থলে উল্লিখিত বিষয়ের কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার জন্য স্বদেশবৎসল ব্যক্তিমাত্রেরই উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। দেশীয় ভদ্রমণ্ডলীর সাহায্য ভিন্ন কোন গুরুতর কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষের উপর কোন গুরুভার ন্যস্ত হইলে তাহার উন্নতি বহু আয়াসসাধ্য হইয়া থাকে। দেশহিতৈষী মহাত্মাগণ! এখন আর নিশ্চিন্ত থাকিবেন না সকলে স্বর্গীয় দ্বারকানাথের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সচেষ্ট হউন। সকলে বিরাট মিলনে মিলিত হইয়া বিদ্যালয় মন্দির নির্ম্মাণের জন্য মুক্তহস্তে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিয়া এই সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তকগণকে প্রোৎসাহিত করুন। একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মিত হইলে আপনাদিগের দেশহিতৈষণার জ্বলন্ত প্রমাণ থাকিবে, ভাবী বংশধরগণেরও মহৎ কল্যাণের কারণ হইবে। দেশীয় কৃতবিদ্য

যুবকগণ। আপনাদের নিমিত্ত কর্ত্তিমাতি ইং সং বিদ্যালয়ের নিকট যদি আপনারা কিয়ৎপরিমাণে ঋণী থাকেন তবে আশ্রয়বিহীন বিদ্যালয়টির মস্তক গোপনের স্থান নির্ম্মিত করিবার জন্য ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য বহির্গত হউন। রাজপুর মিউনিসিপাল কমিশনরগণ। আপনারা এই যে করদাতৃগণের রক্তশোষণ করিয়া রাস্তা ও পয়ঃপ্রণালীতে যে অর্থ ব্যয়িত করিতেছেন, তাহার কিয়দংশ কি এই মহৎকার্য্যে ব্যয়িত করিবেন না? শুনিয়াছি আপনারা পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া অকাতরে সাহায্য করিয়া থাকেন, আর আপনাদের সম্মুখে এই উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয়টী স্থানাভাবে হতশ্রী হইতে বসিয়াছে, উহা দেখিয়াও কি আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন। আপনারা যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হউন। এই বিদ্যালয় মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেকবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় তাহার কোনটাই কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এখন এই মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে দেশের একটী গুরুতর অভাব বিদূরিত হইবে এবং ভবিষ্যতে বংশাবলী চিরকাল আপনাদিগের যশোগান করিবে। আর সেই স্বর্গীয় মহাত্মার অমরাত্মা অলক্ষ্যে থাকিয়া আপনাদিগকে সৎকার্য্যে উৎসাহিত করিবেন।

শ্রীস্বদেশহিতৈষী।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

নবগ্রাম আবাস হইতে শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় স্বর্গীয় পিতার উদ্দেশে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ আমাদিগকে ৫ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। বোধ হয় সোমপ্রকাশের জন্যই এই দান। স্বর্গীয় পণ্ডিতবরের প্রতি মধুবাবুর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাঁহার পত্রখানি পাঠ করিয়া আমরা অনবরত অশ্রুপাত করিয়াছি। তাঁহার চিত্ত উদার, হৃদয় কোমল, প্রাণ ধর্ম্মগত। তাঁহার দান প্রত্যাখ্যান করিলে সে কোমল হৃদয়ে আঘাত দেওয়া হয়। আজ তাই আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করিলাম। বাবু মধুসূদন চিরদিনই আমাদের স্মরণীয় থাকিবেন।

সবজান্তা—স্পষ্টবাদী লিখিয়াছেন:—সাতক্ষীরা গ্রামের লোকাল বোর্ডের মেম্বর বাবু রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী স্বায়ত্তশাসনের সভ্য হইবার উপযুক্ত পাত্র নহেন। তিনি ধনী কিন্তু তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি তাদৃশ নাই। এরূপ অনুপযুক্ত ব্যক্তি মেম্বর নির্ব্বাচিত হওয়ায় দেশের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হইবে না।

সোমপ্রকাশ।

৫ ই আশ্বিন সোমবার।

অনুরোধে বা খাতিরে কোন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী কোন বিষয়ের জন্য লোকের কাছে চাঁদা আদায় করেন অথবা অনুরোধ করিয়া কাহাকেও কিছু দান করিতে বাধ্য করেন গবর্ণমেণ্টের এরূপ ইচ্ছা নয়। এতদ্বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট একটী নিয়মও জারি করিয়াছেন। নিয়মটীর উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু সকল স্থানে ইহার মহত্ত্ব রক্ষা হয় না। এক লেডি ডফরিণ ফণ্ড লইয়া এই নিয়মটীর আদ্য শ্রাদ্ধ হইতেছে। আজ এখানকার কালেক্টার, কাল ওখানকার কমিশনর, জমীদার, তালুকদার ও বড় বড় ধনী লোককে লেডি ডফরিণ সভায় আহ্বান করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। সিমলায় ইহার একটী বিরাট অধিবেশন হইবে, এইবারে বোধ হয় রাজা রাজড়া, আমীর ওমরাওর নিকট হাত পাতা হইবে। আবার বড় বড় বিচারকগণের অনুসরণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাকিম বাবুরাও নানা বিষয়ের জন্য চাঁদা আদায় করিতে শিখিয়াছেন। সম্প্রতি এক দিন আলীপুরের মুন্সেফ আদালতে একটী ইউরোপীয় রমণী আসিয়া ভিক্ষার্থিনী হন। রমণী আসিয়া আবেদন করেন যে তাঁহার মাতার লিখিত একখানি পুস্তক আছে। তিনি তাহা ছাপাইবার জন্য সাধারণের নিকট ভিক্ষা করিতেছেন। আলীপুরের প্রথম মুন্সেফ বাবু বিপ্রদাস চট্টোপাধ্যায় রমণীর আবেদনখানি লইয়া আদালতের উকিলগণকে পেয়াদা দ্বারা ডাকিয়া পাঠান। আমরা সেই দিন কার্য্যবশতঃ কোন উকিলের সেরেস্তায় ছিলাম। পদাতিক আসিয়া এরূপ বিনয়হীন কর্কশ ভাবে উকিলটীকে হাকিমের খাসকামরায় যাইবার জন্য তাঁহার হুকুম আপন করে যে আমাদের বোধ হইল উকিল বাবু হয় ত এমন কিছু অপরাধ করিয়া থাকিবেন যাহাতে তাঁহার কোন বিশেষ দণ্ড হইবে। উকিল ফিরিয়া আসিলে শুনিলাম মুন্সেফ বাবু সকল উকিলকে ডাকাইয়া উল্লিখিত পুস্তকের মূল্য স্বরূপ প্রত্যেকের এক এক টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করাইয়া লইতেছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুরোধে পড়িয়া অনেকে স্বাক্ষর করিয়া আসিতেছেন। কেহ কেহ বাহিরে আসিয়া বলিতেছেন তা হউক মূর্খ, তাঁহার সন্তোষের জন্য একটা টাকা যায়—তাহাতে ক্ষতি নাই। ইউরোপীয় রমণীর মাতৃকীর্ত্তি রক্ষার জন্য স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কেহই স্বাক্ষর করেন নাই। সত্য কথা যদি অপ্রিয় হয় তবে তাহা না বলাই উচিত। না বলিলে যদি অনিষ্ট হয়, তবে বোধ হয় বলা ভিন্ন কর্ত্তব্য আর কিছুই নাই। এই জন্যই আমরা বলিতে বাধ্য যে উল্লিখিত ইউরোপীয় রমণী আদৌ আমাদের কৃপার পাত্রী নহেন। কত খঞ্জ, বধির, উপায়বিহীন দরিদ্র এক টাকা পাইলে এক মাসের জন্য আহারের চিন্তায় নিশ্চিন্ত হয় কত আশ্রয়হীনা অনাথা এই বর্ষার দিনে গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতেছে, একটাকা হইলে তাহাদের ভগ্ন কুটীরের চালখানি তুলিয়া মাথা রাখিবার স্থান হয়। কত বন্যাপীড়িত হতভাগা টঙের উপরে বসিয়া অনাহারে প্রাণে মরিতেছে, এক টাকায় একদিনের জন্যও তাহাদের প্রাণ বাঁচিয়া যায়। হায়রে এত যোগ্যপাত্র চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান থাকিতে মুন্সেফ বাবু এই সুসম্পন্না রমণীর প্রতি কেন এত সদয় হইলেন বলিতে পারি না। আবেদন পত্রের অগ্রে জষ্টিস চন্দ্রমাধবের স্বাক্ষর, তাহার পর ২৪ পরগণার সবর্ডিনেট জজ বাবু কৃষ্ণচন্দ্রের স্বাক্ষর। ইহাঁরা নিজেই স্বাক্ষর করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। হাইকোর্ট কিম্বা জজ আদালতের উকিল ডাকিয়া স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করেন নাই। মুন্সেফ বাবু বিপ্রদাস উপরওয়ালাদিগের উপর এক চাল বেশী চালিয়া বসিয়াছেন। আমরা এত দয়া ভালবাসি না, আমাদের প্রতিবেশীর একদিনের অন্ন সংস্থান করিবার সময় যখন আমাদের ক্ষমতায় কুলাইয়া উঠে না তখন একজন অজ্ঞাত কুলশীলা বিদেশিনীর জননীর কীর্ত্তি রাখিবার জন্য আমাদের এত দয়া ভাল দেখায় না। এ দয়া নয়—এ বাহাদুরী। কেহ কেহ বলেন এটী উপরওয়ালার প্রীতিভাজন হইবার চেষ্টা। ভিতরের কথা ভগবানই জানেন। এই অযোগ্যপাত্রে দান করিবার জন্য স্বীয় আদালতের উকিলগণকে অনুরোধ করা বিষয়ে মুন্সেফ বাবুকে কোনমতেই প্রশংসা করিতে পারি না।

অযোগ্যপাত্রে দান করিয়া যেমন তিনি দয়ার অপব্যবহার করিয়াছেন নিজে একজন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হইয়া অধিকারস্থ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করায় তেমনি তিনি আইন বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। স্বয়ং আইন রক্ষক বিচারকর্ত্তা হইয়া মুন্সেফ বাবু যদি এইরূপে আইন

লক্ষ্মণের পথ দেখাইয়া দেন, তবে বিচারার্থীরা যে পদে পদেই বেআইনী কার্য্য করিয়া বসিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিশ্বাস বাবুর এই ব্যবহারে অনেকে তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। একে ত তিনি কর্ম্মচারিদিগের সম্মান রাখিয়া চলেন না, পেস্কার ও মুহুরীগণকে "তুমি" "ভিন্ন" "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করেন না। তাহার উপর এইরূপ দুই একটী কার্য্য করিলে তিনি শীঘ্রই সকলের অপ্রিয় ভাজন হইয়া পড়িবেন। আমরা এখন মুনসেফ বাবুকে সাবধান করিয়া দিতেছি আলিপুর অশিক্ষিত স্থান নহে। এতদিন তাঁহার মফস্বলের কার্য্যের উপর কেহ কোন কথা কহিবার ছিল না। আলিপুরে কিন্তু মফস্বলের ব্যবহার চলিবেনা।

—●●—

এবার দুর্গোৎসবের সময় মুসলমানের মহরম পড়িয়াছে। বিজয়ার দিনে হিন্দুর প্রতিমা ও মুসলমানের গোমরা একত্রই বহির্গত হইবে। হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম লইয়া পরস্পর যে দারুণ ঘৃণা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা এক একবার এই বিজয়ার দিনেই স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায়। আর এক বৎসর পূজার সময় গোমরা বাহির হয়, কাশী প্রভৃতি স্থানে এই উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। এ বৎসরে তাহাই ঘটিবার সম্ভাবনা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এখন হইতেই ইহার একটা ব্যবস্থা করুন। নচেৎ আদালত গুলির দীর্ঘ অবকাশের পর বড়ই কার্য্যের সঙ্কট বাড়িবে।

—●●—

মাসকাবারের পুর্ব্বে পূজার ছুটী আরম্ভ হইবে, আফিসের কেরাণিদলের মধ্যে অনেকেরই শূন্য হস্তে ঘরে যাইবার সম্ভাবনা। সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ স্থির করিয়াছেন আফিসের অধ্যক্ষেরা নিজের উপর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কর্ম্মচারিদিগকে বেতন দিতে পারিবেন। অধ্যক্ষগণের এইবার বিশ্বাসের পরীক্ষা হইবে। সওদাগরী অফিসের কেরাণীদের এই একটী সুখ আছে। তাঁহারা প্রায়ই পূজার সময় সাহেবদের নিকট এক এক মাসের অগ্রিম বেতন পাইয়া থাকেন। একমাসের বেতন দিয়া সওদাগরেরা যদি কেরাণিদের উপর বিশ্বাস করিতে পারেন দুই এক দিনের বেতনের জন্য গবর্ণমেণ্ট আফিসের অধ্যক্ষগণ সে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবেন তাহা বোধ হয় না। পোষ্ট আফিসে সচরাচর কেরাণিদলের উপর কিছু অধিক বদান্যতার কথা শুনিতে পাই। পূজার সময় বাঙ্গালীর দুই পয়সা ব্যয় করিবার সময়। নিতান্ত দীন হীন ব্যক্তিও এ সময়ে ঘটী বাটী বিক্রয় করিয়া পুত্র কন্যার এক এক খানি কাপড় দেন। এমন সময়ে দুই এক দিনের জন্য কেরাণিদের বেতন বন্ধ করিলে অত্যন্ত হীনতার পরিচয় দেওয়া হয়, আমরা সে জন্য জেনারল পোষ্ট মাষ্টার সাহেবের নিকট বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।

—●●—

বোম্বাই অঞ্চলে বড়ই একটা আশঙ্কা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট হিন্দুর বিবাহবিধির উপর এইবার হস্তক্ষেপ করিবেন। স্থানে স্থানে এই বিষয় লইয়া বড়ই আন্দোলন হইতেছে। গত ৫ই সেপ্টেম্বর একটী বিরাটসভা আহূত হয়। মিঃ মাণ্ডলিক তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সভা প্রাঙ্গণ সহস্র সহস্র লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কেবল হটা গোলেই অধিক সময় যায়; একটা ব্যবস্থা করিয়া সকলের মতামত লওয়া হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে হিন্দুর বিবাহ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করেন সে জন্য একখানি আবেদন লেখা হয়। আবেদন খানির দুই একটী আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনের জন্য কোন কোন ব্যক্তি প্রস্তাব করেন। কিন্তু গোলযোগের মধ্যে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। সভা যেরূপই হউক আমরা মিঃ মাণ্ডলিকের মতের অনুমোদন করি। গবর্ণমেণ্ট হিন্দুর সামাজিক কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিলে বিষম বিপত্তি ঘটিয়া উঠিবে। গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে সমগ্র হিন্দু সমাজের মত না লইয়া হঠকারিতার পরিচয় দিবেন, তাহা আমাদের বোধ হয় না। মিঃ মালাবারির অনুরোধক্রমে জষ্টিস ওয়েষ্ট এবং জষ্টিস মেলভিল ও স্কট, মালাবারিকে বাল্যবিবাহ নিবারক এক খানি পাণ্ডুলিপির খসড়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যদি সমগ্র হিন্দু সমাজের অভিমত হয় তবে এই পাণ্ডুলিপির অনুযায়ী আইন করিলে চলিতে পারে। জজেরা মালাবারিকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে এ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নাই। কল্পনায় দুঃখের সৃষ্টি করিয়া এ বিড়ম্বনার প্রয়োজন কি?

ঘৃত লইয়া কলিকাতায় যেমন আন্দোলন চলিতেছে কাশী ও বোম্বাই নগরে সেইরূপ আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। কাশীবাসী অনেক হিন্দু সন্তান ঘৃত ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন। বোম্বাই নগরে ঘৃতের উপর অনেকেই সন্দেহ করিতেছেন। কলিকাতায় ঘৃত বিক্রয়ের নিবারণ করিবার জন্য মিউনিসিপালিটী উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। যে পাণ্ডুলিপি খানি বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভার বিচারার্থ রহিয়াছে, তাহা পূজার পূর্ব্বেই বিধিবদ্ধ করিবার জন্য মিউনিসিপালিটী ছোট লাটের নিকট আবেদন করিয়াছেন। ছোট লাট ও বোধ হয় শীঘ্রই দার্জ্জিলিং হইতে অবতরণ করিয়া এই আইন খানি বিধিবদ্ধ করিবা যাইবেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বলেন পূজা উপলক্ষে হিন্দুর গৃহে অনেক ঘৃত ব্যয়িত হয়। দুর্গাপূজার সময়ে ঘরে ঘরেই ঘৃতের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের পূর্ব্বে হিন্দুর হৃদয় হইতে দারুণ [illegible] নিবারণ করিতে হইলে পূজার পূর্ব্বেই আইনটী পাস হওয়া চাই। আমরা সুরেন্দ্রবাবুর মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কিন্তু কেবল বঙ্গদেশে আইন করিলে চলিবেনা। উত্তর পশ্চিম, পঞ্জাব, বোম্বাই এ সকল স্থানে ও শীঘ্র ঘৃত বিক্রয়ের নিষেধক বিধি প্রচার করিতে হইবে। বঙ্গদেশে যেমন [illegible] জন্তুর মেদবসা সংমিশ্রিত করিয়া ঘৃতের ঘৃতত্ব লোপ হইয়াছে, উত্তর পশ্চিম ও বোম্বাই প্রদেশে মাটকলাই বাটিয়া ও নানা তৈল মিশ্রিত করিয়া ঘৃত নামে তৈল বিক্রীত হইতেছে। এখানে আমাদের ধর্ম্ম যায়, সেখানে লোকের স্বাস্থ্যনাশ হয়। কোন কোন ব্যক্তি এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন যে এই সকল প্রদেশে ও মেদমিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এখন হইতেই উদ্যোগী হউন। বঙ্গদেশে ঘৃতে যেমন হিন্দুর ইহপরকাল যাইতেছে, আর কোন স্থানে সেরূপ না হয়। এখানে আমরা চীৎকার করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি সেখানে অগ্রেই কেহ গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইবে না। সমাজের ভিতর অগ্রেই একটা বিপ্লব ঘটিবে, তারপর মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা উপস্থিত হইয়া রাজ্যের শান্তি নাশ হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এখন হইতেই সাবধান হউন।

—●●—

আফগান প্রান্তে রুষ নয় শত বর্গ মাইল বিস্তৃত স্থানের দাবী করেন। ইংরাজ ভয়ে ভয়ে তন্মধ্যে সাত শত মাইল স্থান ছাড়িয়া দিয়াছেন, এখন দুই শত মাইল লইয়া বিবাদ। সেই জন্য বাদাকসানের আমীরের সহিত যোগ করিয়া রুষ ইংরাজকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন। ইংরাজও কাবুলের আমীরের সহিত একত্র হইয়া সমরাঙ্গনে

অবতীর্ণ হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ, অস্ত্র শস্ত্রের আয়োজন, খাদ্যাদির ব্যবস্থা—ভারতগবর্ণমেন্ট আজ কাল কেবল সৈন্য বিভাগ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এদিকে রুষ ও দলসংগ্রহ করিয়া আফগানদিগকে সাহস দিতেছেন। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তসীমা ঘোর কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। রুষ যে কেবল এই দুই শত মাইলের জন্য কটিবদ্ধ করিয়া আসেন নাই ইংরাজ তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। আবার পঞ্জাব প্রদেশের আর একটী ব্যাপারে আমাদের মনে বড়ই ভীতির সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। সেখানে একখানি দেশীয় ভাষায় লিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে পঞ্জাববাসিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, "ফিরিঙ্গি অর্থাৎ ইংরাজেরা বড়ই অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে। প্রবল রুষ ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। কাবুলের আমীর ইংরাজের পক্ষ কিন্তু আমীরের প্রজাবর্গ রুষ পক্ষ। মহারাজ দলীপ সিং অবাং রুষ সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া আসিতেছেন, "অবসর বুঝিয়া রুষের সহিত সম্মিলিত হও দলীপের সহিত যোগদান কর।" ব্যাপারটী বড় ভীতিজনক। আমাদের কোন কোন ইংরাজ সহযোগী পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাণের ভিতর আমাদের ন্যায় ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। কোন কোন সহযোগী আবার এই ব্যাপারটী বাঙ্গালীর কৃত বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন।' পঞ্জাবে বাঙ্গালী কি করিতে যাইবেন? বাক্পটু হউক আর বাচাল হউক, বাঙ্গালী কৃতঘ্ন নহে। ইংরাজের শাসনে বিবোহিত হইয়া ভারত রুষের করায়ত্ত হয়, বাঙ্গালীর এমন ইচ্ছা নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট একশত দোষ বর্ত্তমানেও বঙ্গবাসীর অত্যন্ত প্রিয়, ইংরাজ একশতবার অত্যাচার করিলেও বাঙ্গালীর বন্ধু। বাঙ্গালীর অনুগ্রহেই ইংরাজ ভারতরাজ্য লাভ করিয়াছেন, বাঙ্গালী চিরদিনই আপনীয় রাজার সমান ইংরাজকে ভক্তি শ্রদ্ধার উপহার দিয়া আসিতেছেন। সে বাঙ্গালী হইতে যে ইংরাজের একটী কেশ পর্য্যন্তও উৎপাটিত হইবে কখনই তাহা সম্ভবপর নহে। ইংরাজ আমাদের পুনর্জীবনের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। আমরা যে একটী গৌরবান্বিত প্রবলজাতির সন্তান তাহা ইংরাজই প্রথমে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বকৃত সেই সকল উপকার স্মরণ করিয়া এখনও আমাদের মনে হয় না যে সিংহের রাজ্য বৃক, জম্বুকে আসিয়া পশুরাজ্যের গ্রাস কাড়িয়া লউক। যাঁহারা এরূপ বিজ্ঞাপনের প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নাই। যাঁহারা সন্দেহ করিয়া বাঙ্গালীকে দোষী মনে করিতেছেন তাঁহারা ভ্রান্ত। যদি কখনও রুষের সহিত ইংরাজের সংগ্রাম বাঁধে, ইংরাজ দেখিয়া লইবেন তখনও বঙ্গবাসী কায়মনোবাক্যে ইংরাজের সাহায্য করিতেছেন। আমাদের শরীরে বল নাই, কিন্তু হৃদয়ে বল আছে। যুদ্ধে গিয়া শত্রু সংহার করিতে পারি না কিন্তু রাজার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিকাইতে পারি। এমন জাতিকে সন্দেহ করায় সহযোগিদিগের কেবল নীচতাই প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরাজ আমাদের উপর সন্দেহ করুন আর যাহাই করুন উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট আবার সুশৃঙ্খলায় ভারত শাসনে প্রবৃত্ত হন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

—●●—

আমরা চতুর্দ্দিক হইতে পত্র পাইতেছি যে বিজ্ঞাপনদাতাগণ প্রবঞ্চনা করিয়া এবং গ্রাহক ও পাঠকগণকে প্রলোভন দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। কয়েক খানি পত্র আমরা ইতি মধ্যেই প্রকাশ করিয়াছি। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে এইরূপে প্রবঞ্চনা করিয়া বিদেশীয় লোকের নিকট টাকা আদায় করিতেছেন। এই প্রবঞ্চনার জন্য সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের উপর লোকের কেমন একটা অবিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে। যাঁহারা সত্য বিষয়ের বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন, তাঁহারাও এই অবিশ্বাসের ফলভোগ করিতেছেন। বাবু রাজকৃষ্ণ রায় একজন শেষোক্ত প্রকারের ভুক্তভোগী। সম্প্রতি তিনি এই প্রবঞ্চনার প্রতিবিধান করিবার জন্য সাধারণ পাঠক ও সংবাদ পত্রের লেখকগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর উদ্যোগে বিজ্ঞাপনের প্রবঞ্চনা নিবারণ, ও প্রবঞ্চক বিজ্ঞাপনদাতাগণকে দমন করিবার জন্য একটী সদনুষ্ঠান সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতি সম্বন্ধীয় বিবরণাদি হাটখোলার ৭২ নং বেনীয়াটোলাষ্ট্রীটে সমিতির ম্যানেজারের নিকট লিখিলেই জানা যাইবে। যাঁহারা বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইতেছেন তাঁহারা সংবাদ দিয়া এই সমিতিকে সাহায্য করুন। আমরা ভরসা করি রাজকৃষ্ণবাবু তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

—●●—

সিকিমরাজ্যের ভিতরে তিব্বতের একটী আউট পোষ্ট স্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সেই সিকিম রাজের নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে সিকিমে তিব্বতের আউট পোষ্ট রাখিতে দিয়া তিনি ইংরাজের সহিত সন্ধিবন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন। সিকিমরাজ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া আছেন। সহযোগী ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন "এ জন্য সিকিমকে যদি তিরস্কার করিতে হয় সে তিরস্কার অগ্রে তিব্বত কি চীন রাজকেই করা উচিত। সিকিমে যে তিব্বতের আউট পোষ্ট স্থাপিত হইয়াছে ইংরাজই তাহার কারণ"। বাস্তবিকই ইংরাজ যদি তিব্বত যাত্রার আড়ম্বর করিয়া তিব্বতকে সতর্ক না করিতেন তাহা হইলে সিকিমে আউট পোষ্ট রাখিবার জন্য ইংরাজের কোন প্রয়োজনই হইত না। গবর্ণমেণ্ট নিজের বিপদ নিজে টানিয়া আনেন। এক্ষণে সেই বিপদ নিবারণ করিতে সিকিমে বোধ হয় একটু গোলমালের সম্ভাবনা। বোধ হয় সিকিম রাজ্য আর অধিক দিন স্থায়ী হইতেছে না। তিব্বতমিসন প্রেরণের পূর্ব্বে আমরা একশত বার গবর্ণমেণ্টকে নিষেধ করিয়াছিলাম, এখন গরীবের কথা সত্য কি না গবর্ণমেণ্টের তাহা বোধ হইবে, ডফরিণের শাসনকালে একটী একটী করিয়া এইরূপে আমাদের যে কত বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, অঙ্গুলির পর্ব্বে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এখনও গবর্ণমেণ্ট সতর্ক হউন আমাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করুন, (গ্রাম্যনীতি অবলম্বন করিয়া যাঁর পরে আর আলোচন হইবেন না।) শুনিতে পাই লর্ড ডফরিণ বাঙ্গালা সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকেন। তবে প্রজার শুভাশুভ কিসে হয়, তৎসম্বন্ধে আমাদের মতামত কি তিনি জানিতে পারেন না? প্রজার সুখসচ্ছন্দ বিধান করিতে যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, অসীম ক্ষমতা লইয়া প্রকৃতিরঞ্জনে যদি তাঁহার অপ্রবৃত্তি না হয়, তিনি এখনও আমাদিগের নিকট দেবতার ন্যায় পূজ্য হইতে পারিবেন। নচেৎ আমাদের কেবল অরণ্যে রোদন তাঁহারও ভাগ্যে কেবল মাত্র প্রজার অপ্রীতি ও অসন্তোষ।

বাবু লালমোহন ঘোষের স্বদেশ আগমন।

বাবু লালমোহন ঘোষ অকৃতকার্য্য হইয়া ঘরে আসিতেছেন। এখন তিনি আমাদের তিরস্কার না পুরস্কারের পাত্র? লালমোহন খ্যাতি লাভ করিবার জন্য বিলাতে যান নাই, নীর বাক্ পটুতার পরিচয় দিবার জন্য মহাসভার সভ্য হইবার প্রয়াস পান নাই, ভারতের উন্নতি কল্পে প্রাণপণ করিয়া তিনি বিলাতবাসী হইয়াছিলেন, ভারতবাসীর মঙ্গল সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি স্ত্রী পুত্র পরি

বারের স্নেহশক্তি কারক সংসারের জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তার পর উপর্য্যুপরি দুইবার সভ্য নির্ব্বাচনের সময় বাবু লালমোহন ঘোষ স্বীয় উদারতা, বাকপটুতা, সাহসিকতা ও স্বাধীন চিত্ততার গুণে ডেটফোর্ডবাসী উদারনৈতিক সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক লোকের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। যে ইংলণ্ডবাসী পূর্ব্বে ভারতের নাম মাত্রও জানিতেন না, তাঁহারা লালমোহনের নিকট ভারতের পরিচয় পাইয়াছেন। এখানকার পাইওনিয়ার ও বিলাতের টাইমস পত্রিকার সংবাদদাতার গরল ভাষায় যাঁহারা ভারতের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন তাঁহারা লালমোহনের মুখে প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া আমাদের বন্ধু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। লালমোহনের সহৃদয়তা গুণে সকলেই মোহিত হইয়াছেন তাঁহার স্বমতাবলম্বী অথবা ভিন্নমতাবলম্বী উদারনৈতিক কি রক্ষণশীল, কোন সম্প্রদায় ভুক্ত কোন ব্যক্তিই লালমোহনকে বাঙ্গালী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন নাই। ভারতবাসীর উপর ইংলণ্ডবাসীর দয়ামায়া লালমোহন হইতেই বাড়িয়াছে। লোকে তাঁহার এত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে ভারতে আসিবেন শুনিয়া ডেটফোর্ড বাসিগণ তাঁহার জন্য একখানি অভিনন্দন পত্র প্রস্তুত করিতেছেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডে ভারতের প্রশ্ন লইয়া যে ক্রমাগত আন্দোলন হইতেছে, বাবু লালমোহন ঘোষই তাহার মূল কারণ। লালমোহন যে উদ্দেশে বিলাতে গিয়াছিলেন হাতে হাতে তাহার ফল মিলে নাই বটে, কিন্তু একেবারেই যে তাহার সাধন হয় নাই, এ কথা বলা যায় না। তিনি মহাসভার সভ্য হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ভারতের সহিত ইংলণ্ডের ঘনিষ্ঠতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছেন। পুনরায় নির্ব্বাচনের সময় তাঁহার নির্ব্বাচিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এবারেও যদি তিনি কৃতকার্য্য হন, অথবা তাঁহার জীবনেও যদি মহাসভার সভ্য হইবার সৌভাগ্য না ঘটে তথাপি তিনি ইংলণ্ডে গিয়া এমন উপায় করিয়া আসিয়াছেন, যে কালে ভারতবাসী ইংরাজের ন্যায় সমান অধিকার পাইয়া নির্ব্বিবাদে নিরাপদে মহাসভায় আসন পাইতে পারিবেন।

যিনি এতবড় কাজ করিয়া আসিতেছেন, তিনি কি আমাদের তিরস্কারের পাত্র? বঙ্গবাসী যদি তাঁহাকে এই মহাকার্য্যের সূচনার জন্য অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দেন, তবে বাস্তবিকই কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করা হয়।

অনেকে বলিতে পারেন লালমোহনের ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু যে ভারতসভা লালমোহনকে বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের জানা উচিত ছিল, যে ইংরাজের দেশে বাঙ্গালীর পক্ষে মহাসভার সভ্য হইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই বিড়ম্বনায় অনর্থক অর্থব্যয় করা ভারতসভার উচিত হয় নাই। সহজে লোকের এইরূপই বোধ হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা ইংলণ্ডের গত নির্ব্বাচনের ইতিহাস মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই সাধু উদ্যমের জন্য ভারতসভার সুখ্যাতি ভিন্ন অখ্যাতি করিতে পারিবেন না। বাঙ্গালী ইংরাজের রাজসভায় সদস্য হইতে পারেন না এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস আমরা আজ তাঁহাদিগকে লালমোহনের অকৃতকার্য্য হইবার কয়েকটী কারণ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথম—আইরিস প্রশ্নের আন্দোলন ও গ্লাডষ্টোনের বল ক্ষয়। আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা বিষয়ক এই যে একটা মহা প্রশ্ন পার্লিয়ামেণ্টে উত্থিত হয়, ইহাতে উদারনৈতিক সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই গ্লাডষ্টোনের পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। লালমোহন কর্ত্তব্য বোধে প্রথম হইতেই গ্লাডষ্টোনের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। এই অপরাধে অনেক উদারনৈতিক সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটার, যাঁহারা গত নবেম্বর মাসের নির্ব্বাচনের সময় লালমোহনের হইয়া ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহারা ইচ্ছা সত্বেও এবার তাঁহাকে ভোট দিতে পারিলেন না। এই হিসাবে ২৫২ জন লিবারেল লালমোহনকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেকে কেবল হোমরুল সম্বন্ধে লালমোহনের সহিত অনৈক্য হওয়ায় কোন সভ্যের জন্য ভোট না দিয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন। ইঁহাদের সংখ্যা ২০০। এইরূপে কেবল হোমরুল প্রশ্নের জন্য লালমোহন ৪৫২ জন লোকের ভোট পাইতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়—ভোট দিবার স্থানে ভোটিং অফিসার কতকগুলি ভোটের কাগজে ষ্টাম্প করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ ভোটের সংখ্যা ১৭০ টী।

গত নবেম্বর মাসে যে সকল ব্যক্তি লালমোহনের পক্ষে ভোট দিবার পর স্থানান্তর চলিয়া গিয়াছেন অথবা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা ২৭৩।

এই তিনটী প্রধান কারণে লালমোহন যেসকল ভোট হারাইয়াছেন তাহাদের সমষ্টি করিতে গেলে ৮২৫ টী ভোট হয়। লালমোহন যদি এই ৮২৫ টী ভোট পাইতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই এবার তাঁহাকে সভাপদে মনোনীত করা হইত। তাঁহার অকৃতকার্য্য হইবার আরও কয়েকটী কারণ আছে। ইংলণ্ড যে কয়টী বিভাগে বিভক্ত, ডেটফোর্ড তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এই সর্ব্বপ্রধান বিভাগটী মিঃ এভলিন নামক এক ব্যক্তির জমিদারী। অনেকেই এভলিনের প্রজা ও খাতক। যেখানে টাকার জোর করিয়া ভোট সংগ্রহ করিতে হয়, সেখানে এভলিন ইঙ্গিতমাত্রেই শত শত প্রজার ভোট পাইতে পারেন। এভলিন নিজে একজন টোরি সম্প্রদায় ভুক্ত এবং হোমরুলের প্রবল শত্রু। মাস কয়েক ধরিয়া তিনি প্রজামণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া ঢাক বাজাইতে লাগিলেন "হোমরুলে সর্ব্বনাশ হয়, ইংলণ্ডের রাজত্ব বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় প্রটেষ্টান সম্প্রদায় সর্ব্বনাশ করে।" এই ঢকা ধ্বনিতে অনেকের মনে সন্দেহ জন্মিল, অনেক নিরক্ষর কৃষক হাঁ করিয়া স্বামীর মুখের দিকে বিস্ময়নেত্রে তাকাইয়া রহিল, এবং অবশেষে স্থূল বুদ্ধিতে হোমরুলের প্রতিবাদী হইয়া এভলিনের পক্ষে ভোট দিল। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি জমীদারকে চটাইবার ভয়ে স্বীয় মতের বিরুদ্ধে এভলিনের পক্ষাবলম্বন করিল। যাহারা লালমোহনের গুণে মোহিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও অনেকে দুঃখিত চিত্তে লালমোহনকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ডেটফোর্ডবাসী কৃষক, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী, ব্যবহারজীবী সকল লোকেই লালমোহনকে দেবতা বলিয়া শ্রদ্ধা করিত, দেশের মঙ্গলের জন্য, হোমরুল যুদ্ধে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য, বিপদ হইতে ভগবান লালমোহনকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস ছিল। এক জমীদারের ভয়ে অনেকের কর্ত্তব্যশীলতায় ব্যাঘাত জন্মিয়া গেল, স্বাধীনপ্রবৃত্তির দ্বাররুদ্ধ হইল, ভারতের ভাবী কল্যাণ এভলিনের প্রজাবর্গের কর্ত্তব্য বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহুদূরে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। আজও ডেটফোর্ডবাসী সেজন্য অনুতাপ করিয়া থাকে, আজও কর্ত্তব্যের অনুবর্ত্তী হইয়া ভাবী নির্ব্বাচনের সময় নির্ভীকচিত্তে লালমোহনের পক্ষাবলম্বন করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে। একজাতিবৈরতাই যদি লালমোহনের অকৃতকার্য্য হইবার কারণ হইত তবে লালমোহন কখনই ডেটফোর্ডবাসীর উপাস্য হইতে পারিতেন না। এক বিভাগের মধ্যে তিন সহস্রের অধিক লোকে একমত হইয়া লালমোহনের পক্ষপাতী হইত না। আমরা শুনিয়াছি ভোটিং আফিসে কৃতকার্য্য হইয়া এভলিন যখন বাহির হইয়া যান, কয়েক শত মাত্র লোক তাঁহার পশ্চাতে কেবল সম্মান রক্ষার জন্যই নীরবে অনুসরণ করিতেছিল।

অকৃতকার্য্য হইয়া লালমোহন যখন বহির্গত হইয়া আসেন, তখন সহস্র সহস্র লোক পশ্চাতে জয়ধ্বনি করিতে করিতে পরাজীত বীরের ন্যায় লালমোহনের অনুগমন করিয়াছিল। জাতি বৈষম্যের ফল কখনই এরূপ সন্তোষপ্রদ হইতে পারেনা। জাতি বৈষম্য বর্ত্তমান থাকিলে কখনই সমগ্র ডেট্‌ফোর্ডবাসী গৃহাগমন কালে লাল মোহনকে অভিনন্দন পত্র দিবার জন্ত ব্যস্ত হইত না। আমাদের কোন বন্ধু লিখিয়াছেন জাতি বৈষম্যের কারণ লালমোহন একটী ভোট ও হারান নাই।

আমরা লালমোহনের অকৃতকার্য্য হইবার কারণ এক একটী করিয়া সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলাম। এখন জিজ্ঞাসা করি লালমোহন আমাদের নিকট অবিমৃষ্যকারী বলিয়া নিন্দিত হইবেন অথবা সদ্বিবেচনা ও উদ্যমশীলতার জন্ত বঙ্গবাসীর পূজার পাত্র হইবেন? আমরা অনেকবার বলিয়াছি লালমোহন ভারতবাসীর স্বাধীনতার দূত, ভারতসভা ভারতের কল্যাণের শান্তিপূর্ণ মঙ্গলঘট। যদি কখনও ভবিষ্যতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইয়া ভারতবাসী কৃতার্থ হইতে পারেন লালমোহনও ভারতসভা তাহার মূলীভূত। যদি কখনও আমরা স্বীয় স্বত্বাধিকার লাভ করিয়া ইংরাজের সহিত সমকক্ষ হইতে পারি, এংলোইণ্ডিয়ানের দারুণ অত্যাচার, আবর্জ্জনার ন্যায় দুই হস্তে তফাত করিয়া দিবার শক্তি পাইতে পারি, লালমোহন ও ভারতসভা সেই শক্তির সঞ্জীবনী। কখনও যদি মহারাজ্ঞীর প্রতিজ্ঞাবাক্য পূর্ণ হয়, স্বার্থপর শত্রুবর্গের দিবাস্বপ্ন ভগ্ন হয়, কখনও যদি আপনার ধন আপনি বুঝিয়া লইতে পারি আপনার শাসন আপনি চালাইতে পারি, অপত্য নির্ব্বিশেষে মহারাজ্ঞীর মহাসাম্রাজ্য ভারত রাজ্যের জন্ত মহামতি ইংরাজ জাতীর গৌরবের জন্ত, ধর্ম্মের জন্ত, মনুষ্যত্বের জন্ত ইংরাজের পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করিতে পারি,—আবার যদি কখনও যদি ভারতের বহিঃশত্রু নিবারণ করিবার জন্য ইংরাজের একটী কেশ পর্য্যন্তও বিপন্ন হইতে না দিয়া প্রাপ্ত সময়ে বক্ষ দিয়া ভারতের মস্তকে ইংরাজের গৌরব ধ্বজা উড্ডীন রাখিতে পারি—তবে লালমোহনই তাহার বল, ভারতসভাই তাহার উদ্দীপনা।

এক্ষণ লালমোহন ঘরে আসিতেছেন। ভারতবাসী বিষন্ন না হইয়া আনন্দিত হউন, বাহুপ্রসারণ করিয়া দূতকে আলিঙ্গন করুন—আর কি করিবেন? লালমোহনের আর অর্থ নাই, ভারতসভার আর সম্বল নাই। দরিদ্রের কুটির হইতে এক এক মুষ্টি সহায়তা করিয়া আড়ম্বর আধার আমরা লালমোহনকে বিলাতে রাখিবার ব্যয় সংগ্রহ করিয়াছি। ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স দিয়া আমাদের ও ধানের গোলা শূন্য হইয়াছে। এক সন্ধ্যার অর্দ্ধ ভোজনে আমরা ত দিনে দিনে শীর্ণকায় হইয়া যাইতেছি—আমরা আমাহারে মরিব, তথাপি এক এক মুষ্টি সহায়তা করিয়া ভারতের ভবিষ্য বংশাবলির মঙ্গলের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া যাইব। গুভক্ষণেই ভারতসভা শিরোত্তলন করিয়াছেন। শুভক্ষণেই লালমোহন জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাধীনতার জয়ভেরী বাজাইতে শিখিয়াছেন। এমন সময়ে যদি যোগ না দাও, বঙ্গবাসী! তুমি অধম হীন। এমন সময়ে যদি সহায়তা না কর বঙ্গবাসী! তুমি স্বার্থ পর। এমন উপযুক্ত সময়ে আবার যদি লালমোহনকে ইংলণ্ডধামে পাঠাইয়া না দাও, তবে বঙ্গবাসী? তুমি বুদ্ধিহীন। রাজা, প্রজা, কৃষি, ব্যবসায়ী ধনী দরিদ্র হিন্দু মুসলমান সকলকেই আজ আমরা অনুরোধ করিতেছি উপযুক্ত সময়ে অগ্রসর হউন। একবার সময় বহিয়া গেলে প্রাণ দিলেও আর ফিরিবে না।

—•—

দোষ কার ?

"জোর যার মুলুক তার" ইংরাজ যদি এই দস্যুনীতির সেবক হইতেন আজ আমাদের কোন কথাই বলিতে হইত না। যষ্টির অগ্রে, তরবারির অগ্রে ভারতশাসন যদি ভারত সাম্রাজ্ঞীর অভিপ্রেত হইত আজ আমরা বলিতাম ইংরাজ। তোমার "মুলুক," তোমার ধন, আমাদের কিছুই নহে। আমাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লও, সিন্দুকের চাবি লও, সোনার বাক্স লও, ঘরের চাল কাটিয়া লও, আমরা কিছুতেই দ্বিরুক্তি করিব না। আমাদের মার, ধর, যন্ত্রণা দেও, চা-কর সাজিয়া আমাদের কুলী রমণীদের সর্ব্বনাশ কর, রেলের হুজুর সাজিয়া ভদ্রলোকের শাসন কর, শিকার বলিয়া আমাদের গায়ে রিভলভার ত্যাগ কর—একবারে প্রাণে না মারিয়া আমাদের উপর যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। ইংরাজ যদি আফ্রিকার দাসজাতির উদ্ধার কর্ত্তা না হইতেন, নিরবচ্ছিন্ন প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী না হইতেন স্বাধীনতার তুরি বাজাইয়া দিগ দিগন্তে স্বজাতির গৌরব প্রকাশ না করিতেন, তবে আমরা বলিতাম রাজার রাজ্যে প্রজার অধিকার নাই, রাজজাতির স্বার্থের নিকট প্রজার স্বার্থের গৌরব নাই। রাজার নিকট প্রজা ইংরাজের নিকট ভারতবাসী—মনুষ্যের নিকট পশু। যদি বুঝিতাম ইংরাজ ভারতের সিরাজদৌলা, রোমের নীরো, যদি জানিতাম যেরূপ নৌকা ডুবাইয়া মনুষ্যমরণ দেখিয়া প্রীতি পান, গর্ভিনীর গর্ভ চিরিয়া সন্তান দেখেন, নররক্ত স্রোত বহাইয়া পিশাচের ক্রীড়া খেলিতে পারেন, যদি জানিতাম ইংরাজের দয়ামায়া নাই, মনুষ্যত্ব নাই, তবে বলিতাম ইংরাজ আমরা তোমার ক্রীতদাস। আমাদিগকে ঐ বঙ্গোপসাগরের জলে ডুবাইয়া না দিয়া জীয়ন্ত রাখ।

আমরা ইংরাজকে এরূপ ভাবে দেখিতে শিখি নাই। এ স্বাধীন বর্দ্ধিষ্ণু বীরজাতির মনুষ্যত্বের উপর আমাদের তিল মাত্রও অবিশ্বাস নাই। ইংরাজকে আমরা রাজা বলিয়া সম্মান করি ধার্ম্মিক বলিয়া পূজা করি মনুষ্যসমাজের আদর্শ বলিয়া শ্রদ্ধা করি। ইংরাজ বীর, ইংরাজ স্বাধীনচেতা ইংরাজ সমদর্শী, ইংরাজ মনুষ্যত্ববান। অন্য রাজার তুলনায় ইংরাজ দেবরাজ। এতগুলি গুণের আধার বলিয়া আজ আমাদের উক্তি স্বতন্ত্র, প্রার্থনা স্বতন্ত্র। আজ তাই আমরা ইংরাজকে বলিব এখানে তোমার দোষ, ওখানে তোমার কসুর। এখানে তোমার স্বভাবের সহিত কার্য্যের ঐক্য নাই, ওখানে তোমার গৌরবের সহিত রাজনীতির সামঞ্জস্য নাই। এখানে তোমার বীরত্বের অপমান হয়, ওখানে তোমার মনুষ্যত্বের হীনতা হয়। ইংরাজ প্রজাবৎসল, তাই আমরা তাঁহাকে বলি—তুমি এরূপ করিলে আমাদের ক্লেশ হয়, ওরূপ করিলে আমাদের অনিষ্ট হয়। ইংরাজ যোগ্য ব্যক্তির উপযুক্ত সম্মান দিয়া থাকেন তাই আমরা বলি যোগ্য হইয়া কেন আমরা উচ্চ পদ পাইব না। ইংরাজ সমদর্শী, তাই আমরা বলি ইংরাজ যেমন অধিকার পায়, ভারতবাসী কেন তেমন পায় না? আমরা এ উপদেশ দিবার শক্তি পাইলাম কোথা হইতে?—সেও ইংরাজের নিকট। ইংরাজ আমাদের লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, স্বাধীনতার মন্ত্র দিয়াছেন, উপদেশ দিবার অধিকার দিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। তাই আমাদের স্পষ্টবাদীর ন্যায় সত্য কথাই বলিতে হয় যে আমাদের উপর পীড়ন হইতেছে, অত্যাচার হইতেছে, ইংরাজের গৌরব বিনষ্ট হইতেছে। তাই আমাদের ন্যায্য অধিকার আমরা চাই, যথার্থ প্রাপ্যের জন্ত বিবাদ করি, সমদর্শীতার অভাব দেখিলে অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করি। ইংরাজের নিকট এ শিক্ষা না পাইলে কে এতদূর জানিত? কে এতদূর বলিতে আসিত? এ সকল কথা বলিলে যদি দোষ হয় তবে সে দোষ কার? শিক্ষাদাতা গুরুর।

আর ইংরাজ ! তুমি অমূল্য রত্ন আমাদিগকে বিলাইয়া দিয়া বলিতেছ যাহা দিয়াছি তাহা ঢাকিয়া রাখ লুকাইয়া রাখ, লোক সমাজে প্রকাশ করিও না। আজ তোমার এ কথা শুনিবে কে? এত যদি তোমার মনে ছিল তবে আমাদিগকে এ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন ছিল না। স্বাধীনতার আস্বাদ দিবার আবশ্যক ছিল না। আর্য্য ঋষির কবিত্বের মধু খাবাইয়া আমরা যেমন কাঙ্গাল হইয়াছিলাম তেমনিই কাঙ্গাল করিয়া রাখা তোমার কর্ত্তব্য ছিল পূর্ব্বের সে কথা স্মরণ করাইয়া কেন দিলে? পূর্ব্বের সে অমূল্য রত্নভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া কেন দিলে?—যখন দিয়াছ তখন কম্পিত হইতে হইবে, পিতার স্মরণ হইলা সন্তানের আনন্দে মাতিতে হইবে। যদি উহাতে দোষ থাকে, সে দোষ তোমার তোমার স্বভাবের আর তোমার জাতীয় গৌরবের। আমরা এ চাই, এ চাই বলিয়া যাহারা আমাদের নিন্দা করে তাহারা মূঢ়, মনুষ্যস্বভাবের অনভিজ্ঞ।

—●●—

পান দ্রব্যের সহিত মিশ্রণ নিবারক আইন

কলিকাতায় ঘৃত লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হওয়াতে এই আইন খানির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা বেঙ্গল কাউন্সিলের ১৮৭৬ অব্দের ৪ আইনের সংশোধন। যে সংশোধন পাণ্ডুলিপিখানি ব্যবস্থাপক সভায় অর্পিত হইয়াছে আমরা আজ তাহার সমালোচনা করিব। সমালোচনার পূর্ব্বে পাণ্ডুলিপির কয়েকটী ধারা উল্লেখ করা আবশ্যক।

২ ধারা কৃত্রিম দ্রব্য বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।

কোন ব্যক্তিই এমন কোন আহারীয় দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না যাহা ক্রেতার প্রার্থিতাস্বরূপ ধর্ম্ম বিষয় ও গুণযুক্ত নহে। ত্রুটিতে এক শত টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড।

আমরা এই ধারাটী ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না। মনে করুন আমরা চিনি ক্রয় করিব দোকানদার আমাদিগকে পরিষ্কার চিনি দিল কিন্তু আমরা শুনিয়াছি হাড় পুড়াইয়া তাহাতে যে কয়লা প্রস্তুত হয় চিনি সেই কয়লাতে পরিষ্কৃত হইয়াছে। হিন্দু শবের অস্পৃশ্য অস্থি স্পর্শ করা, অথবা সেই অস্থিস্পৃষ্ট কোন খাদ্য দ্রব্য ভোজন করা আমার ধর্ম্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধ দোকানদার যে চিনি দিয়েছে তাহাতে হাড় মিশ্রিত আছে তাহাতে আমার ধর্ম্মের পরকাল নষ্ট, অথচ চিনির যে ধর্ম্ম বিষয় ও গুণ এই অস্থিস্পৃষ্ট চিনিতে তাহার সকল গুলিই আছে। আমি চাই দেশী সর্করা, দোকানদার কলুষিত চিনি দিয়া আমাকে বলিল উহাতে অস্থির কোন সম্পর্ক নাই। আমি সেই চিনি কিনিয়া লইয়া পরীক্ষায় দেখিলাম তাহা অস্থি সম্পৃক্ত। দোকানদার এই ধারা মতে কিরূপে অপরাধী? যাহাতে ধর্ম্মহানি হয়, অথচ স্বাস্থ্যহানি হয় না এই ধারায় কোন কথারই উল্লেখ করা হইল না। স্বাস্থ্যের অপেক্ষা আমাদের যে ধর্ম্ম বড়, প্রাণের অপেক্ষা আমাদের যে পরকাল বড়—সে ধর্ম্ম, সে পরকালের যে হানি পড়িয়াছে পাণ্ডুলিপি তাহার কি উপায় করিলেন? দাঁত দিয়া টোটা অস্বাস্থ্যকর বলিয়া সিপাহি বিদ্রোহ হয় নাই, ধর্ম্ম বিগর্হিত বলিয়াই এত আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। আর একটা কথা। দোকানদারের নিকট আমি যে দ্রব্য চাই, দোকানদার যাহা বিক্রয় করিতেছে তাহার সহিত যে উহার ধর্ম্ম গুণ ও বিষয় যে এক তাহা পরীক্ষা করিবে কে? মনে করুন ঘৃতে চর্ব্বি মিশ্রিত হইয়াছে। এখন খাঁটি ঘৃতের সহিত চর্ব্বি মিশ্রিত ঘৃতের গুণ ধর্ম্ম ও বিষয় যে সমতুল্য নয়, উহার সিদ্ধান্ত করিবে কে? স্বাস্থ্যকর্ম্মচারী সিমসন ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন চর্ব্বি মিশ্রণে ঘৃত অস্বাস্থ্যকর হয় না। এইরূপেই যদি বিষয় সিদ্ধান্ত হয় তবে যে ভয় হইতে এই আইনের কারণ উদ্ভূত হইয়াছে তাহার নিরাকরণ হইল কৈ?

আর একটী ধারায় বলে—কোন মিশ্রণ পদার্থ যদি অস্বাস্থ্যকর না হয় এবং বিক্রেয় দ্রব্য একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য উক্ত মিশ্রণের প্রয়োজন হয় তবে এরূপ মিশ্রণে কোন অপরাধ হইবে না। এই বিবেচনা মঙ্গলকর হয় নাই। ইহাতেও ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয় এরূপ পদার্থ মিশাইবার জন্য ক্রূরমতি ব্যবসায়ীদিগকে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র স্পিরিট দিয়া দ্রব্যাদি একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হয়। যদি আইনে কেবল সেই স্পিরিট শব্দটীর উল্লেখ থাকে তবে কুটিলমতি ব্যবসায়িরা সুবিধা পাইয়া নানা প্রকার মিশ্রণে লোকের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেনা, উকিলেরাও আইনের কূটতর্ক ধরিয়া বিবাদ করিতে সুবিধা পায় না।

১৯২ ধারায় বলে এই আইন সম্বন্ধীয় কোন মকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করিতে হইলে কমিসনারগণের অনুমতি ও স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীর পরামর্শ লইতে হইবে। ইহাতে বুঝাগেল কোন ব্যক্তি খাঁটি জিনিস বলিয়া বিকৃত পদার্থ দ্বারা প্রতারিত হইলে কমিসনরগণের নিকট প্রতারণার বিষয় আবেদন করিবেন। কমিসনার সেই পদার্থ স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীর দ্বারা পরীক্ষা করিয়া যদি পদার্থটীকে আইন বিগর্হিত মিশ্রণ বলিয়া স্থির করেন তবে তাঁহার সার্টিফিকিট লইয়া আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে। এতগুলি প্রক্রিয়ার পর যদি আদালতে নালিস করিতে হয় তবে গরীবের পক্ষে এই অভিযোগ যে কতদূর দুর্ঘট সহজেই তাহা অনুমিত হইতে পারে। দরিদ্র হউক, আর ধনী হউক এতগুলি কাণ্ডে সময়ক্ষেপ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আইনের এই বিপরীত প্রণালির ফল এই হইবে, সময় ও অর্থব্যয়ের ভয়ে কেহই প্রতারকের উপর নালিস করিতে যাইবেন না। এরূপ সাধারণ বিষয়ের অভিযোগ যতই সহজ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হইবে ততই আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিবে। এই আইন সংক্রান্ত মকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য একটী স্বতন্ত্র মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা উচিত। সেই মাজিষ্ট্রেটকে কোন বিশিষ্ট ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়। মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রথমতঃ মকদ্দমা রুজু হইলে তিনি মিউনিসিপালিটী অথবা পুলিসের ডাক্তার অথবা স্বয়ং কেমিষ্ট অফিসার কর্তৃক বিকৃত দ্রব্য পরীক্ষা করাইয়া লইতে পারেন। এই পরীক্ষার জন্য আবেদনকারীকে কোন ব্যয়ভার বহন না করাইলেই ভাল হয়। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই একটী প্রণালীর উল্লেখ করিলাম। বিশেষ বিবেচনা করিলে মকদ্দমা চালাইবার আরও অনেক সুকর প্রণালী বহিষ্কৃত হইতে পারে। এই প্রকারের কোন সুকর প্রণালী অবলম্বন না করিলে ৪ আইন সংশোধনের কোন ফলই ফলিবে না।

আর একটী ধারায় লেখা আছে মাজিষ্ট্রেটের নিকট মকদ্দমা রুজু হইলে মাজিষ্ট্রেট বিকৃত দ্রব্য বিনষ্ট করিবেন কিন্তু তৎপূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে আসামীর মত লইবেন। আসামী মিশ্রিত দ্রব্য বিনষ্ট করিবার সম্মতি প্রদান না করিলে মাজিষ্ট্রেট প্রমাণ লইয়া তাহা বিনষ্ট করিতে পারিবেন। এই ধারাটীর অর্থ কমিয়া যখন কমিসনারগণের অনুমতি ও স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীর পরামর্শ লইয়া মকদ্দমা রুজু হইবে তখন মিশ্রণ যে অবৈধ দোষাবহ হইয়াছে তাহা ত একেবারেই প্রমাণ হইল। এরূপ অবস্থায় আসামীর মত কি জানিবার যে আবশ্যক কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ইহার আবার প্রমাণ সাবুদ যে কি আবশ্যক তাহাও আমরা বুঝিতে

জরুর। আমরা এইরূপ বিধানের কোন আবশ্যক তাই দেখিতে পাই না।

১৮৭৬ অব্দের ৪ আইনটী কেবল কলিকাতায় ভিতরেই চলে। অন্যান্য স্থানে এ আইনের কোন বল নাই। সুতরাং খাদ্য বিক্রয় নিবারক আইনটী কেবল কলিকাতা ভিন্ন আর কোন স্থানেই খাটিবে না। এইটীই দারুণ সর্বনাশ। কেবল কলিকাতায় যে খাদ্যাদির মিশ্রণ হয় এরূপ নহে যে হুজুর আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া এই আইনের সৃষ্টি দ্বারা কলিকাতায় কলুষিত না করিয়া এখন হইতে মফস্বল ও অন্যান্য স্থানে কলুষিত হইতে আরম্ভ হইবে। এক কলিকাতার স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া এই আইনে প্রকারান্তরে মফস্বলে অধিবাসিগণের ইহ পরকাল খাইবার উদ্যোগ করিতেছে। এ আইন বিধিবদ্ধ হইলে যে ফল না হইল ও সেই ফল। কলিকাতার ইউরোপীয় দিগের স্বাস্থ্য রক্ষাই যদি আইনের উদ্দেশ্য হয় তবে এত আন্দোলন হইল কিসের জন্য? আমরাই বা এত মাথা বকাইয়া মরিলাম কিসের জন্য কেবল কলিকাতার জন্যই আমাদের এত মাথা ব্যথা হয় নাই। কলিকাতার যে তিন ভাগ লোক মফস্বলের অধিবাসী তাহাদের দেশে যদি এই বিকৃতি করণের নিবারক বিধি প্রচলিত না হয় তবে আমাদের এরূপ আইনে কোন প্রয়োজন নাই।

আমরা বলি এ আইনটী ৭৬ অব্দের ৪ আইনের অন্তর্গত না করিয়া একটী স্বতন্ত্র আইন করা হউক। যাহাতে সমগ্র বঙ্গদেশে এই আইন চালে দর্শের উপর ব্যবস্থাদিগণ হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, আইন সম্বন্ধে কোন মকদ্দমা রুজু করিতে হইলে যাহাতে সহজ ও সুবিধে চলে, অস্পষ্ট ধারা গুলি স্পষ্ট করিয়া যাহাতে ব্যবহৃত হয় এবং অনর্থক কতকগুলি ধারার সন্নিবেশ করিয়া নালিসের ঘটা যাহাতে না বাড়িয়া যায় আমরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ বিধি প্রণয়ণ করিতে উপদেশ দি। উপস্থিত পাণ্ডুলিপি খানি বিধিবদ্ধ হইলে আইনের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত জন্মিবে। যে অনিষ্ট নিবারণের জন্য আইনের সৃষ্টি তাহা সমান রূপেই প্রবল থাকিবে।

—●●—

আমাদের দারিদ্র্য নিবারণ সম্বন্ধে স্যামুয়েল স্মিথের মত।

স্যামুয়েল স্মিথ বলেন ভারতের দুই তৃতীয়াংশ লোক বড় দরিদ্র। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে কেবল কৃষিই লোকের জীবিকা। এরূপ স্থলে যে উপায়ে কৃষকের নিকট খাজনা সংগ্রহ হয় তাহারই উপর অনেক পরিমাণে দেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। স্মিথ বলেন ভারতে দুইটী উপায়ে খাজনা আদায় হয়। একটী রাইয়তী প্রথা, দ্বিতীয়টী জমীদারী প্রথা। স্মিথ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী নহেন। আমরা স্মিথের সহৃদয়তার যথেষ্ট প্রসংশা করিতে পারি, তিনি বাস্তবিকই ভারতবাসীর বন্ধু। কিন্তু ভারতবর্ষের জমীদার ও প্রজার সম্বন্ধ, ভূসম্পত্তির উপর গবর্ণমেণ্টের কর নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থানুযায়ী প্রজার শুভাশুভ সম্বন্ধে বিচার করিবার শক্তি এখনও তাঁহার জন্মায় নাই। ভারতবর্ষে এই সকল বিষয়ের যতদূর আলোচনা হইয়াছে বোধ হয় স্যামুয়েল স্মিথ এখনও ততদূর প্রবেশ করিতে পারেন নাই। প্রজা ও জমীদার সম্বন্ধ কর নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রণালি ভারতবর্ষে যতদূর বিবেচনার সহিত স্থিরীকৃত হইয়াছে—এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই এই বিবেচনার ফল। আমাদের দেশের রাইয়তেরা দরিদ্র কিন্তু এখনও যে তাহারা অনাহারে মরিতেছে না কর্ণওয়ালিসের এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই তাহার অন্যতম কারণ। জমীদারের পীড়ন দেবতার অভিসম্পাতে, রাজার অর্থগ্রাহিতা, এ সকলের ভিতরেও ভারতের কৃষক এখনও কেবল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই বন্দোবস্তটীর তিল মাত্রও ব্যতিক্রম করিলে নিশ্চয়ই তাহাদের পতন হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতবাসীর জীবনযাত্রার পথ রুদ্ধ হইবে। যে সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত নাই, সেখানকার রাইয়ত কি জমীদারের দুর্গতির পরিসীমাও নাই। সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টকে সেখানেও ভূমি সম্বন্ধে স্থায়ীরূপ কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে। ছোটলাট ইডেন সাহেব বঙ্গদেশ পর্য্যটন করিয়া একবার বলিয়াছিলেন কৃষকেরা জমীদারদিগের অপেক্ষাও সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতেছে। আমরা সমগ্র ভারত কি বঙ্গদেশ সম্বন্ধে ইডেন সাহেবের এই কথায় বড় একটা সায় দিতে পারি না, কিন্তু অনেক স্থলে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণেই প্রজার অবস্থা যে উন্নত হইয়াছে তাহা আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে ভূমির উপর কয়েক বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করা যায়, ভূম্যধিকারীর তাহাতে বড় একটা টান থাকে না। সুতরাং সে ভূমির অবস্থা উন্নত করিবার নিমিত্ত তাঁহার যত্ন থাকে না। এরূপ অবস্থায় ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ বৎসর বৎসর যে হ্রাস হইয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে হইলে ভূম্যধিকারীকে ভূমির উপর কোন প্রকার স্থায়ী স্বত্ব প্রদান করা আবশ্যক। ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই নিমিত্ত বিশেষ প্রয়োজন।

স্মিথ বলেন ভারতের অনেক ভূমি অদ্যাপিও হাসিল হয় নাই। দুই তৃতীয়াংশ ভূমি এখনও পতিত অবস্থায় রহিয়াছে। ইহাদিগকে কর্ষণোপযোগী করিতে হইলে অগ্রে খাল বিল ও পাতকুয়া কাটিয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। আমরা স্যামুয়েল স্মিথের এই কথাটীর সারবত্তা স্বীকার করি। বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভার গত অধিবেশনে এই বিষয় লইয়া অনেক আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনের সময় স্মিথ সাহেবের এই প্রস্তাবটী কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি। এখন তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

রেলওয়ে সম্বন্ধে স্মিথ বলেন বর্ত্তমানকালে অতি বিবেচনার সহিত রেলওয়ে বিস্তারের প্রয়োজন। বাস্তবিকই নানা স্থানের রেলওয়ে হইতে আমরা কেবল কোটী কোটী টাকার ক্ষতিমাত্রই দেখিতে পাইতেছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভা এসম্বন্ধে পূর্ব্বে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, এখন কতকগুলি রেলওয়ের দুরবস্থা দেখিয়া তাহা আমাদের যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। যেকল রেলওয়ে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া রেলওয়েটী গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনেন সুলা, সিন্ধু, পঞ্জাব, দিল্লি আউদ ও রোহিলখণ্ড এ সকল রেলওয়ে হইতে এপর্য্যন্ত এক কপর্দ্দকও লাভ হয় নাই। অথচ প্রজাবর্গকে এই রেলওয়ে গুলির জন্য কতকোটী মুদ্রার ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছে। রেলপথে বাণিজ্যের সহায়তা করে সত্য, কিন্তু সে বাণিজ্যে দেশের যাহা লাভ রেলওয়ের ব্যয়ের জন্য প্রজার ক্ষতি তাহার চতুর্গুণ। কেবল কতকগুলি ইউরোপীয় বণিকের ব্যবসায়ের চরিতার্থের জন্য যদি গবর্ণমেণ্ট যেখানে সেখানে রেলওয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য না করেন তাহা হইলে দেশের দারিদ্র্য নিবারণের বাস্তবিকই একটী উপায় করা হয়।

—●●—

ইউরোপীয় সমাচার।

বল্গেরিয়া বিভ্রাট।

বল্গেরিয়া বিভ্রাট এখনও নিবৃত্তি হয় নাই। গত সপ্তাহে কতদূর কি হইয়াছে, পাঠক তাহা দেখুন।

সোফিয়া ৭ই সেপ্টেম্বর সংবাদ আইসে। প্রিন্স আলেক জাণ্ডার ষ্টাম্বুলোফ, কারাবেলোফ এবং মুৎকুরোফ এই তিন জন লোককে রাজপুরুষের উপরে রাজ্যের ভার দিয়া বল্গেরিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; এই তিন জনকে লইয়াই আপাততঃ রাজকার্য্যের জন্য নির্ব্বাহক সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। প্রিন্স আলেকজাণ্ডার ডার্মষ্টাড নগরে গিয়া পৌঁছিয়াছেন, সেখানে তাঁহার যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা হইয়াছে। ব্ইবার সময় তিনি বলিয়া গিয়াছেন, জাতীয় সভা যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আবার বল্গেরিয়ায় ফিরিতে প্রস্তুত আছেন; যাইবার সময় সময় তিনি যে ঘোষণা পত্র বাহির করিয়া গিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন, রুষরাজ যখন বল্গেরিয়ার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তখনই আমি সিংহাসন ত্যাগ করিলাম। তিনি অনুরক্ত প্রজাবৃন্দকে ধন্যবাদ দিয়াছেন এবং সকলকেই নির্ব্বাহকসমিতির আজ্ঞাবহ হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৮ই সেপ্টেম্বর। যাহাতে বল্গেরিয়ার কার্য্যকে বৈদেশিকগণ কেহই হস্তক্ষেপ করিতে না হয় তাহার উপর বিধান করিবার জন্য তুরস্কের সুলতান সকল ইউরোপীয় প্রধান গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। তুরস্ক সিরিয়া প্রদেশের ২০ হাজার সৈন্য সজ্জিত করিতে আদেশ দিয়াছেন। বেশিয়া সর্ব্বদাই বিচলিত হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ই সেপ্টেম্বর। টাইমসপত্র বলিয়াছেন, রুষ গবর্ণমেণ্ট মণ্টিনিগ্রোর প্রিন্স নিকোলাসকে বল্গেরিয়ার সিংহাসনে বসাইতে চাহেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণ-
রের আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

চট্টগ্রামের একটীন ডেপুটী ও মণবাইর সেডবে ড সাহেব এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। কটকের কলেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সারণে পুতীন ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। বগুড়া ম নব ডেপুটী মোলবী কমলর রহমান দেড় মাসের ছুটী পাইলেন।

পুলিষ বিভাগ।

পাবনা, সিরাজগঞ্জের আসিষ্টাণ্ট পুলিষ সুপ দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

শিক্ষা বিভাগ।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ লোহারডাগা বিভাগের পালামৌ জিলা স্কুল কমিটীর সভ্য হইলেন (১) ঠাকুর যদুনাথ সিংহ (২) বাবু মধুসূদন সিংহ।

চিকিৎসা বিভাগ।

ময়মনসিংহ মেডিকেল আফিসার ডাক্তার ম্যাকলাউড এক মাস পনর দিনের ছুটী পাইলেন। আসিষ্টাণ্ট সর্জন পূর্ণচন্দ্র সিংহ পালামৌ ডিস্ট্রিক্ট ষ্টেশনের চার্জ পাইলেন। আসিষ্টাণ্ট সার্জন শশীভূষণ সিংহ মজঃফরপুরের চার্জ পাইলেন। মৌলবী আবদুল জোব্বার কলিকাতা মাদ্রাসার একটীন তৃতীয় শিক্ষক হইলেন। কলিকাতা মাদ্রাসার পঞ্চম শিক্ষক মৌলবী আবদুল হোসেন একটীন ৪র্থ শিক্ষক হইলেন। বালেশ্বরের স্কুল ডেপুটী ইন্স্পেক্টর বাবু প্যারীমোহন সেন ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

বালেশ্বরের সব-ইন্স্পেক্টর বাবু মাণিকনাথ ঘোষ ডেপুটী ইন্স্পেক্টর হইলেন। যশোহর জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র ১৪ই জুন হইতে ১২ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ছুটী লইয়াছেন। মেদিনীপুর কলেজের অস্থায়ী হেডমাষ্টার বাবু হরিচরণ রায় ৫ সপ্তাহের ছুটী পাইলেন। মেদিনীপুর কলেজের ৪র্থ মাষ্টার বাবু অভয়চরণ বসু মেদিনীপুর কলেজের তৃতীয় শিক্ষক হইলেন। মেদিনীপুর কলেজের পঞ্চম শিক্ষক বাবু যোগেন্দ্রনাথ হালদার ৪র্থ শিক্ষক হইলেন।

কলিকাতা

বলরাম পুরের আসিষ্টাণ্ট সার্জন বাবু রামলাল চক্রবর্ত্তী বিজয়নি গ্রামের মহারাজা ও সোভাবাজারের কুমার নীলকৃষ্ণ বাহাদুর ৺কৃষ্ণদাস পালের জীবনী লিখিবার জন্য প্রত্যেকে ২৫ টাকা দান করিয়াছেন।

৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কীর্ত্তিস্বরূপ হরিনাভি বিদ্যালয়টীর জন্য একটী গৃহনির্ম্মাণ করা হইবে। বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয় এজন্য আগামী ২৬ এ সেপ্টেম্বর একটী সভা করিবেন। সভায় চাঙ্গড়িপোতা রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি এতদঞ্চলের সকল গ্রামের লোক সমবেত হইয়া এই মহৎ কার্য্যে সহায়তা করেন তবেই মৃত মহাত্মার কীর্ত্তি রক্ষা হয় গ্রাম গুলিরও যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হয়।

বকরিদের পূর্ব্ব দিনে একজনের গৃহের সম্মুখে যে মুসলমানেরা একটী গোহত্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল তাহারা গরুটীর মূল্য লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। হিন্দুরা গরুটীকে পুলিষ হইতে খালাস করিয়া আনিয়াছেন।

আগামী সোমবার ৫ই আশ্বিন (২০ এ সেপ্টেম্বর) কলিকাতা ১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট সিটি কলেজ ভবনে মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনীর সাংবৎসরিক অধিবেশন হইবেক। সভাপতি বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বিবিধ সংবাদ।

ইংলিসম্যান বলেন গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা ও বেহারদেশে অর্থের মূল্যে রাজস্ব আদায় করিবেন, উৎপীড়ন নয় এই আর একটী উপায়। তাহাতে অধিবাসী সেখানকার লোকে দুর্ব্বল—যেখানে কেবল দুইবার সংবাদ পত্রিকায় অত্যাচারের কথা লিপিবদ্ধ অধিবাসীরা আস্ত হয়, যেখানকার লোক নিতান্ত নিঃস্ব, বাছিয়া বাছিয়া সেইখানেই পীড়নের প্রস্তাবনা। গবর্ণমেণ্ট এত নির্দ্দয় হইবেন তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ভবিষ্যৎ নীতি বুঝিতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই।

মান্দ্রাজের চেম্বার অব কমার্স আমদানী শুল্ক স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতেছেন। মান্দ্রাজবাসী সকলেই চেম্বার অব কমার্সের সহায়তা করেন ইহাই প্রার্থনীয়।

ভলু নামে যে দাগী ডাকাইত ধৃত হইয়াছে সে নাকি ভলু নহে। যে ব্যক্তি ফ্রাঙ্ককে ধরাইয়া দিয়াছে সে পলায়নের চেষ্টা করিয়া ইংরাজদিগকে বিপদগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

পর্তুগাল সমুদ্র বিশেষ হইয়াছে। আশু হারানের এক পয়সাও পাওয়া যাইবে না। কৈমন্তিকের প্রভূত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান সভায় কুমার নীলকৃষ্ণ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন কুমার দিন দিন বদান্য গণের অগ্রণী হইতেছেন।

যে টাকার দর অগ্রে পুরা দুই সিলিং ছিল, কিছু দিন হইল তাহা ১ সিলিং ৬পেন্স হয়, এক্ষণে এক সিলিং ৪ পেন্স মাত্র হইয়াছে। হাতে হাতে সর্ব্বনাশ।

শিলচর বলেন মনসাপূজা উপলক্ষে শ্রাবণী সংক্রান্তিতে হবিগঞ্জ এলাকার জুলাইপুরের নীচে নৌকা দৌড় হয়। সন্ধ্যাকালে হঠাৎ বাতাস হওয়ায় অনেকগুলি নৌকা জলমগ্ন হয়। কত মানুষ মরিয়াছে সংখ্যা হয় নাই। আপাততঃ ৫৯ টী লাস পাওয়া গিয়াছে।

মণিপুরের জন্য গবর্ণমেণ্টের নাকি অনেকগুলি কুলির প্রয়োজন। শিলচর ১৫ টাকার লোভ দেখাইয়া কুলি ডাকিতেছেন। আমরা বলি কুলি সাবধান। ডেপুটী কমিশনার দয়ালু ব্যক্তি অপরে তাহা স্বীকার করে। কিন্তু কুলির অদৃষ্ট বড় মন্দ।

মাজালে সিভিলকোর্ট বেলিফ ষ্টেসন হইতে ৪৬৪০ জন বন্যাপীড়িত লোককে অন্নপান দিয়া সাহায্য করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত রসদের নৌকার উপর ও নদীর তীরে অনেককে সাহায্য করা হইয়াছে। মাজালে পূর্ব্ববিভাগে প্রায় ২৫০০ লোককে প্রতিদিন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে।

আমেরিকায় আল্‌ফ্রেড প্যাকার নামক এক জন লোকের নরমাংস ভোজনের অপরাধে ৪০ বৎসর কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে। প্যাকার কয়েকজন সঙ্গী লইয়া আমেরিক র পার্ব্বত্য ভূমির উপর ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেখানে বেল নামক একটা নরমাংসভুক্ রাক্ষস তাহার দলবলকে হনন করিয়া ফেলে। প্যাকার একদিন তাহার নিকট দিয়া চলিয়া যাইবার সময় দেখে তাহার সঙ্গীদের মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, বেল তাহাদের এক জনের একখান পা কাটিয়া রন্ধন করিতেছে। বেল প্যাকারকে দেখিবা মাত্র তাহাকে হনন করিবার জন্য দৌড়িয়া আসে। প্যাকার সাবধান হইয়া তাহাকে গুলি করিয়া মারে। প্যাকারের তখন ক্ষুধায় উদর জ্বলিতেছিল। সে কয়েক দিন ধরিয়া গোলাপ ফুলের কুঁড়ি খাইয়া বাঁচিয়াছিল মাত্র। বেলকে নরমাংস রন্ধন করিতে দেখিয়া তাহারও নরমাংস আহারের জন্য প্রবৃত্তি হইল। প্রথমবার খাইয়াই সে বমন করিয়া ফেলে। ক্রমে নরমাংস ভোজন তাহার অভ্যস্ত হইয়া যায়। সে ফিরিয়া আসিবার সময় কতকগুলি মৃতদেহ সঙ্গে আনিয়াছিল এবং তাহাই ভোজন করিয়া জীবিত ছিল। স্বদেশে আসিয়া সে এই কথা নিজমুখে ব্যক্ত করে। ইহাতেই তাহার ৪০ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিতেছেন আফগান কমিসন শীঘ্র ফিরিবেন না, একটা সীমা বন্দোবস্তের জন্য কমিসনরেরা গবর্ণমেণ্টের মতামত চাহিয়াছেন আবার কেহ কেহ বলিতেছেন ইংরাজ যে আমীরকে সহায়তা করিবেন না তাহাই দেখাইবার জন্য আপাতত কমিসন ফিরিয়া আসিতেছে। যাহাই হউক আমীর যে যুদ্ধ সজ্জা করিতেছেন ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

১২০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রার্থনা করায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্টের মহাজন হইয়াছেন:—

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক	এ. পি. ম্যাক্লে
নিউ ওরিয়েণ্টাল	হারাচরণ গোস্বামী
এ. ডব্লিউ. চাপমান	হরগোপাল মুখোপাধ্যায়
চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	চন্দলাল আগরওয়াল
আগ্রা এণ্ড চার্চা	টি. আর. ডি. এচ. ব্রাউন
চন্দ্রনাথ নন্দী	সি. বি. গর্ডন
দি এ ও লণ্ডন ব্যাঙ্ক	কালাপাৰ্টি জেমস টাউন
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক কোং	মেরক্যাণ্টাইল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
গোকুলচন্দ্র শেঠ	এচ. ই. পার্কিন্স
গ্রেস ক্যাণ্ডরস এণ্ড কোং	জে. উইলসন
গ্রাহাম সন্স কোং	জে. এচ. উড

মিঃ ডব্লিউ লরেন্স এগ্রিকলচারল বিভাগে গবর্ণমেণ্টের সভায় সেক্রেটারি নিযুক্ত হইয়াছেন।

হায়দ্রাবাদে একজন বেলুচি সিপাই একটী বালিকার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়াছিল। বালিকার অভিভাবকেরা তাহাকে অন্যত্র বিবাহ দেওয়ায় সে তাহাকে হত্যা করিয়া পরে আত্ম হত্যা করিয়াছিল।

জাপান গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত খুব মেশামিশি করিতেছেন। সম্প্রতি উক্ত গবর্ণমেণ্ট প্রীতি চিহ্নস্বরূপ প্রিন্স অব ওএলসকে একটী উপাধি দিয়াছেন। এসিয়ার মধ্যে জাপান আবার যত ফিরিঙ্গিআনা করিতে শিখিয়াছে এমন আর কোন জাতিই শিখে নাই।

এংলোইণ্ডিয়ানেরা মিশনের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট মেমোরিয়াল পাঠাইয়াছেন। এ কথা আগেই জানা আছে।

রেঙ্গুন হইতে তারে সংবাদ আসিয়াছে যে কাপ্তান ফিল্লাট ও মিঃ রানোস্ নামক দুই ব্যক্তি হত্যাকারীর হস্তে মরিয়াছেন, রানোস এক জন পুলিষ ব্যবসায়ী। অর্থপ্রাপ্তিই তাহার মৃত্যুর কারণ। কাপ্তান ফিল্লেট রানোসের পক্ষাবলম্বন করায় প্রাণ হারাইয়াছেন।

প্রিন্স আলেকজাণ্ডর বলেন, বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা হইবে রুষ এই প্রতিজ্ঞা করায় তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। জেনারল এসেম্বলি তাঁহাকে পুর্ব্ববার নির্ব্বাচন করিলে তিনি বুলগেরিয়ায় যাইবেন।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা পুলিসের অফিসিএটিং ডেপুটী কমিশনর উইলকিনসন সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বহুদিন ২৪পরগণার ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। উইল্কিন্সন দেশী বিদেশী সকল লোকেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সকলেই দুঃখিত হইয়াছি।

মূল্যের নিরুপিকরণ নিবারক আইন বড়লাটের সম্মতির জন্য পাঠান হইয়াছিল। বড়লাট উহাতে অনুমোদন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যে পাণ্ডুলিপিখানি বেঙ্গল কাউন্সিলের বিচার্য্য রহিয়াছে বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে তাহার বিচার হইবে। ছোটলাট দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করিয়া ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে আসিবেন।

ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারি ক্রস সাহেব বাকি মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর সহিত স্কটলাণ্ড ভ্রমণে গিয়াছিলেন। ক্রস সাহেব যদি ভারতের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখেন, মহারাজ্ঞীর সদয়দৃষ্টি ও এই দিকে পড়িবে।

প্রিন্স আলেকজাণ্ডার রাজ্য ত্যাগ করিবেন বলিয়া এক্ষণ নিঃসন্দেহে রুষের জারের নিকট বশ্যতা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন, জার বলেন তাঁহাকে বুলগেরিয়াতে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইবে না। জার আরও বলিয়াছেন:—আলেকজাণ্ডরের পিতার স্মৃতি, পূর্ব ইউরোপের শান্তি ও রুষের স্বার্থ বজায় রাখিয়া, আলেকজাণ্ডরের উপর কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহা পরে স্থির করা হইবে।

তিব্বত মিশনের জন্য যে সমুদায় দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইয়াছিল এখন তাহা অল্পমূল্যে বিক্রিত হইতে চলিল।

লেডি ডফরিণ ফণ্ডের সাহায্যার্থ জন্য সাহারাণপুরে আর একটী সভা হয়। সাহারাণপুরের কালেক্টার এই সভায় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কালেক্টার সাহেবের খাতিরে সভাগৃহ জমীদার ও তালুকদারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। দশ হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। আমরা লেডি ডফরিণকে অনুরোধ করিয়া বলি এরূপ অবৈধ উপায়ে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা রহিত করা কর্ত্তব্য। অন্যের বেলা যে আইন বলবতী হয়, নিজের বেলায় তাহা দুর্ব্বল করিয়া রাখা উচিত নহে।

ইরিতান প্রদেশে দুই শত তুর্কী সৈন্য একদল রুষকে আক্রমণ করিয়া দুই সহস্র মেষ কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। ইতিপুর্ব্বে আর একবার তুর্কী কর্ত্তৃ সৈন্যের উপদ্রব হইয়াছিল। কর্ত্তৃ প্রজাবর্গকে উপযুক্ত শাসনে রাখিবার জন্য পোর্টকে লেখা হইয়াছে।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিধানানুসারে বাদী কি প্রতিবাদীর মৃত্যু হইলে তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন না করিলে পরে আর মকদ্দমা চালাইতে পারেন না, এই তামাদির নিয়মটী উঠাইয়া দিবার জন্য ইলবার্ট সাহেব সেদিন ব্যবস্থাপক সভায় একটী পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা ইলবার্ট সাহেবের মতের পোষকতা করি। অশৌচ কালে উত্তরাধিকারিগণ কখনই মকদ্দমা চালাইবার জন্য আদালতে যাইতে পারেন না। সুতরাং অনেক সময়ে তাঁহাদের মকদ্দমা খারিজী বা একতরফা হইয়া যায়। আমাদের বোধ হয় এই সংশোধক পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথা কহিবার নাই।

একজন ইউরোপীয় সন্ন্যাসী কাশীতীর্থ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইনি প্রত্যহ দশাশ্বমেধ ঘাটে গমন করেন।

বঙ্গদেশের ভাবী লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার ষ্টুয়ার্ট বেলি ৬ মাসের জন্য অবকাশ পাইতেছেন।

যে কয়েক পকারের বিলাতী ঔষধ বাজারে বিক্রয় হয় তাহার মধ্যে পাঁচ সহস্র প্রকারের ঔষধ আমেরিকার আমদানী।

সালার জঙ্গের সহিত নিজামের একবার যে মনোমালিন্য হইয়াছে আর কোন রূপেই তাহার নিবারণ হইতেছে না। রেসিডেন্ট সাহেবের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতেছে। বড়লাট নাকি হাইদ্রাবাদে গিয়া একটা মীমাংসা করিয়া দিবেন। একবারে যখন মনোভঙ্গ হইয়াছে তখন মীমাংসার চেষ্টা করা বৃথা। বড়লাট সালারজংকে অন্য কোন উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন। ভাঙ্গা মন জোড়া দিবার চেষ্টায় কোন প্রয়োজন নাই।

পারসোর না বোম্বাই নিবাসী কোন সুযোগ্য পার্সিকে সম্মান দিবার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট এক খানি স্বর্ণ পদক প্রেরণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট সার রাম সেটজী জিজিভায়কে এই পদক খানি দিয়া সম্মানিত করিবেন।

অষ্ট্রেলিয়া নিবাসী কয়েকজন লোক খর্গসের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিবার নিমিত্ত দেশের বিড়াল গুলিকে বনে তাড়াইয়া দেয়। বিড়ালেরা খর্গস না মারিয়া তাহাদের সহিত বিলক্ষণ প্রণয় করিয়া লয়। এই উভয় জাতির সংসর্গে এক নূতন জাতি উৎপন্ন হইতেছে। তাহাদের সন্ততিগণ বিড়াল ও খর্গস উভয়েরই গুণ গুলির উত্তরাধিকার গ্রহণ করিয়াছে। মানুষের সংসর্গে পশুর যখন সন্তান উৎপত্তি হইতে শুনা গিয়াছে তখন এ বড় আশ্চর্য্যের কথা নয়।

লর্ড হাটিংটন ভারতে আসিতেছেন। তাঁহার সহিত মহাসভার আর ও কয়েকজন সভ্য এদেশে আগমন করিবেন। লর্ড হাটিংটন যখন একটী প্রধান দলের অধিনায়ক হইলেন তখন ভারত সম্বন্ধে তাঁহার চাক্ষুস জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু গোলাপপুষ্প হইতে তিনি ভ্রমরের ন্যায় মধু সংগ্রহ করিবেন, অথবা কীটের ন্যায় পুষ্পটীর ইহকাল খাইয়া যাইবেন তাহা বলা যায় না। লর্ড হাটিংটনের প্রকৃতি উদার। এংলোইণ্ডিয়ান ভ্রাতৃগণ যদি পশ্চাতে না লাগেন তবেই মঙ্গল।

মিজিপ রাজার মৃত্যু হইয়াছে। কেনেরউন নামক একব্যক্তি একদল ডাকাইতকে পরাভূত করিয়াছেন। ডাকাইতেরা ৯ জন মরিয়াছে। পেগানের বিদ্রোহীরা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। ইমেথিন ডাকাইতে পরিপূর্ণ। টঙ্গু ও থেইট-মোতে অনেক ডাকাইত ধরা পড়িয়াছে।

মিউনিসিপালিটীতে গবর্ণমেণ্ট আর বন্দুক দিবেন না। মূল্য দিলেও বন্দুক পাওয়া যাইবে না। নিয়ম হইয়াছে যেখানে বারিক, কি সৈন্য নিবাস অথবা দুইটী রেজিমেণ্টের সমান সৈন্য থাকিবে, সেখানেই কেবল বিবেচনা পূর্ব্বক বন্দুক দেওয়া যাইবে। কি ভয়ানক অবিশ্বাস। এত বড় অবিশ্বাসের উপর গবর্ণমেণ্ট প্রজাকে কি আরও রাজভক্ত হইতে বলেন?

সিংহলে একজন বৌদ্ধ পুরোহিত উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। মৃত ব্যক্তির সম্মুখে একটী কাগজের পুঁটুলি তাহার উপর লেখা "বৌদ্ধের উপহার।"

মান্দালে হইতে তারে সংবাদ আসিয়াছে যে নিম্নতম আদালত হইতে কয়েদিদিগের উপর যে দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে কমিশনর তাহার পুনর্ব্বিচার করিতে পারিবেন।

ব্রহ্মদেশে কীটের বড় দৌরাত্ম্য, সাপ বিছা ও বেঙের অভাব নাই। এক প্রকার সাদা পিপীলিকা আছে, তাহার দংশনে অস্থির হইতে হয়।

বনার জাতি ক্রমে যুদ্ধবিগ্রহের উপক্রম করিতেছে। শীঘ্রই ইংরাজকে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইবে। শীঘ্র সকল দিকেই সৈন্য প্রেরণের আবশ্যক হইবে।

ডিউক এবং ডচেস কনট ভারতবর্ষে রওনা হইয়াছেন। শীঘ্রই বোম্বাইয়ে পৌছিবেন। ইহাঁরা দুই জনেই আমাদের বন্ধু।

ইংলণ্ডের কারখানা হইতে চীনের জন্য দুই লক্ষ বন্দুক প্রস্তুত হইতেছে। বিখ্যাত কামানকার ক্রুপ চীনের নিকট কামানের বায়না লইয়াছেন।

চীনের ভিতর রুষ ও জার্ম্মণ পরস্পর বৈরী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

দুর্গাপুজা উপলক্ষে স্কুল ও কালেজ সমুদায় আগামী ১ লা অক্টোবর হইতে ৩০ এ পর্য্যন্ত এক মাস বন্ধ থাকিবে।

বিলাতের গত নির্ব্বাচনে ২৪৮ জন আইনজ্ঞ ব্যক্তি মহাসভার সভ্যপদ লাভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৪০ জন ব্যারিষ্টার, ৯৯ জন সলিসিটার, ৮৮ জন ব্যারিষ্টার (ইহাঁরা ব্যারিষ্টারি করেন না) এবং একজন বিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৪০ জন ব্যারিষ্টারের মধ্যে ৬০ জন রক্ষণশীল, ২২ জন ইউনিয়নিষ্ট উদারনৈতিক, এবং ১০ জন পার্ণেলাইট। এই সকল ব্যারিষ্টারের মধ্যে অনেকেই গ্লাডষ্টোনের মতাবলম্বি।

সি এ ইলিয়ট সাহেবই যে সার ই গার্ট নেলীর পদ পাইবেন তাহার কিছুই স্থির হয় নাই। মিঃ কর্ডারিরও এ পদ পাইবার সম্ভাবনা আছে।

ইউ নামক স্থানের ১২ মাইল উত্তর পশ্চিমে কিপুং গ্রামে কাপ্তেন হিগিন্স ১১০ জন সৈন্য লইয়া দুইসহস্র মগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। ৫০ জন মগ হত হইয়াছে। ইংরাজের পক্ষে এক প্রাণিও মরে নাই। গত ১৮ ই আগষ্ট এই ঘটনা হয়। ঐ দিন স্মিথ সাহেব আর একদল ডাকাইতের সহিত লড়াই করেন। ডাকাইতদের ৩০ জন মরে, আর ইংরাজের একজন পুলিষ সিপাহি হত ও দুই জন গোরা আহত হয় মাত্র। কোন সংবাদটাই বিশ্বাস যোগ্য নহে।

একবার শুনা গিয়াছিল পারস্য রাজ রুষের বড় গোঁড়া হইয়া দাড়াইয়াছেন। আবার শুনা যায় প্রণয় চটিয়াছে। পারস্য রাজ রুষাধিকৃত স্থানে বাণিজ্যের জন্য খাদ্যাদি প্রেরণ বন্ধ করিয়াছেন।

পঞ্জাবের খাজনার আইন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার জন্য পঞ্জাবের চীফকোর্ট আরও কিছু দিন সময় চাইয়াছেন। বিলখানি এখন শীঘ্র পাস হইতেছে না।

১৮৮৫।৮৬ অব্দের প্রথম মাসের সহিত এ বৎসরের প্রথম মাসের আয় ব্যয় তুলনা করিয়া দেখা যায় এ বৎসরের ৫৭১০০ পাউণ্ড আয় বৃদ্ধি ও ৩৯১,৭০০ পাউণ্ড ব্যয় হ্রাস হইয়াছে।

হাইদ্রাবাদে একপ্রকার স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হইতে চলিল। এখানে লোকালফণ্ড বোর্ড স্থাপিত হইবে। এই বোর্ডের হস্তে মিউনিসিপালিটীর ভার থাকিবে। মহিসুরেও একপ্রকার স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হইয়াছে। দেশীয় রাজাগণের রাজ্য মধ্যে এইরূপ সকল স্থানে স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হইলেই মঙ্গল হয়।

আয়র্লণ্ডের দেখ দেখি ওয়েল্‌সও হোমরুল পাইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। ওয়েল্‌স নিজের আইন নিজে প্রস্তুত করিতে চান শিক্ষা বিষয় স্বাধীনতা চান এবং নির্দ্দিষ্ট চর্চ্চ ও জমীদারী ব্যবস্থা উঠাইয়া দিতে চান। এ চেষ্টার ফল কি হইবে, বলবান আয়র্লণ্ডের দৃষ্টান্তে ওয়েলস কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই?

শ্রীহট্টের অনেক চা-কর ইনকম ট্যাক্স দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের পোষ্য পুত্রদের এমন দুর্দ্দশা কেন হইল?

থিব বড়লাটের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে রত্নগিরি তাঁহার পক্ষে অস্বাস্থ্য কর। তাঁহাকে

যেন শীঘ্রই স্থানান্তরিত করা হয়। পাঠকের হয়ত স্মরণ আছে—যখন থিবকে ভারতবর্ষে আনা হয় তখন তাঁহাকে বলা হইয়াছিল তাঁহাকে একবার বড় লাটের সহিত সাক্ষাত করাইবার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে। মাস কয়েক পরেই আবার তাঁহাকে স্বরাজ্যে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। এ প্রবঞ্চনা ও দস্যুবৃত্তির পর ইংরাজ এখন কি থিবের উপর সদয় হইবেন না?

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন সেরিফের পদের প্রয়োজন নাই। শীঘ্রই এই পদটী উঠাইয়া দেওয়া হইবে। কলিকাতায় সেরিফও আমাদের প্রয়োজন নাই। ছোটলাট কি তাহা বুঝিবেন?

আমাদের কোন কোন সহযোগী প্রস্তাব করিয়াছিলেন ইলবার্টের পদে একজন দেশীয় লোককে নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। স্বরবিরের গবর্ণমেণ্টে এ সকল প্রস্তাব প্রস্তাবেই রহিয়া যায়। কখনই কার্য্যে পরিণত হয় না। বিলাত হইতে সংবাদ আসিয়াছে মিঃ এণ্ড্রুস্বল এই পদে নিযুক্ত হইবেন।

প্রাপ্ত।

"অতি অপূর্ব্ব উপহার।"

একখানি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলাম "অতি অপূর্ব্ব উপহার আপাততঃ চারি সপ্তাহের জন্য লক্ষাধিক টাকা ব্যয়" আহা কি চমৎকার বিজ্ঞাপন, ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, বিংশতি সহস্র লোকের মধ্যে কেবল হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করাই ইহার মোখ্য উদ্দেশ্য। ধর্ম্মাত্মা বঙ্গবাসী একা সপ্তাহে সপ্তাহে ধর্ম্ম কথা যোগাইতে পারেন না বলিয়াই, পরম ধার্ম্মিক দৈনিক দ্বারা সেই অভাব পূরণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। দৈনিকের গ্রাহক হইলে তোমাদের আহার ঔষধ দুই হইবে। প্রত্যহ ধর্ম্ম কথার সহিত নানাপ্রকার খোস খবর পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ২০ টাকার পুস্তক লাভ হইবে, তাহার উপর আবার ৫ টাকা মূল্যের তিন খান আইন কাণ্ড পাইবে।

অপূর্ব্ব উপহার বটে, বোধ হয় বঙ্গবাসীর কেহই এ সুযোগ ছাড়িবেন না। এখন ত লক্ষাধিক টাকা মাত্র উপহার, আরও এক লাক টাকা মজুত আছে। চাটুয্যে মহাশয়!!! আপনারা ধন্য, আপনাদের মধ্যে যথার্থই ধর্ম্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ধর্ম্মের জন্য লোকে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছে, লক্ষ টাকা বা কোন্ ছার, তবে কথা হইতেছে যে এখনকার মনুষ্যগুলা ভারি নির্ব্বোধ পাছে আপনাদের নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার কথা তলাইয়া বুঝিতে না পারে সেই ভয়। আপনাদের এমন নিঃস্বার্থ—বর্ষার গঙ্গা জলের ন্যায় নির্ম্মল পরোপকারিতা যদি কেহ বুঝিতে না পারে তবে সে মনুষ্য মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না।

ধর্ম্মপিপাসু গ্রাহক মহোদয়গণ! আপনারা ত দৈনিকে কেবল খাঁটি ধর্ম্মকথা পাঠ করিবেনই কিন্তু উপহার প্রাপ্ত পুস্তক পাঠই আপনাদের ধর্ম্ম কর্ম্মের চূড়ান্ত হইবে। পুস্তকের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল "স্থির চিত্তে পাঠ করুন।"

বিদ্যাসুন্দর (আগাগোড়া ধর্ম্ম কথায় পূর্ণ)
ভারত উদ্ধার (মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম বলিলেই হয়)
পাঁচু ঠাকুর (বেদ বিশেষ)
বাঙ্গালি চরিত (এমন ধর্ম্মগ্রন্থ আর নাই)
ইংরেজ চরিত (শ্রীমদ্ভাগবৎ বিশেষ)
বিলাতের পত্র (মহাভারত কোথায় লাগে)
চিনিবাসচরিতামৃত (চৈতন্যচরিতামৃতের শেষসংস্করণ)
ইত্যাদি * ইত্যাদি * ইত্যাদি

ভাই! বঙ্গবাসী আর পরকালের জন্য ভাবিও না। পূর্ব্বে লোক দৈহিক দেহটী এখানে রাখিয়া কেবল প্রাণটী হাতে করিয়া স্বর্গে যাইত, এখন হইতে দৈনিকের প্রদত্ত উপহারের কল্যাণে তোমরা স্ব শরীরে স্বর্গে যাইবে। দেখিও ভুলিও না সত্ত্বর ১০ টী মাত্র টাকা বঙ্গবাসী আফিসে পাঠাইয়া দাও আর ঘরে বসিয়া পায়ের উপর পা দিয়া এক বৎসর ধরিয়া খাঁটি ধর্ম্মামৃত পান কর। তোমরা মনে রাখিও "আপাততঃ বিংশতি সহস্র গ্রাহক না হইলে ধর্ম্মের হতন প্রচার সম্যক্রূপে হইবে না" "বাঙ্গালী জীবন কি ধর্ম্মের জন্য নাচিয়া উঠিবে" (নাচিয়া উঠিত, যদি ১০ টী মুদ্রা না চাহিতে) "সংবাদপত্র গ্রাহকের পক্ষে এ মুতন শুভ দিন আর আসিবে না" (আসিবে বৈ কি ঐ যে আরও এক লাক টাকা তোমাদের হাতে আছে।

ধর্ম্মের নামে কি না, হয় যদি ধর্ম্মপিপাসায় তোমাদের বুক ফাটিতে থাকে তবে তোমরা শীঘ্র শীঘ্র দৈনিকের গ্রাহক হও, সময় বেশি নয় "চারি সপ্তাহ মাত্র" উপহার প্রাপ্ত পুস্তকগুলি আগাগোড়া পাঠ করিও তাহা হইলে তোমাদের ইহকাল পরকাল বেশ বজায় থাকিবে, অধঃপাতে যাইবার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, তোমাদের জন্য নূতন স্বর্গ প্রস্তুত হয় হয় হইয়াছে, দৈনিকের কল্যাণে তাহাতে চিরকালের জন্য দখলিকার হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিসগণ ক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকত, তাহাতে কোন ওজর আপত্ত হইবে না; যদি হয় সে নামঞ্জুর।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

কথায় বলে দিন যায় ত ক্ষণ যায় না। আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি গত ৬ই সেপ্টেম্বর অতি প্রত্যূষে অত্রত্য শ্যামাচাঁদ্দানি পল্লীর মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু অমরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র সতীশ মুখোপাধ্যায় গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া একখানি ছোরা দ্বারা আপনার গলদেশে আঘাত করিয়া ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সতীশ আজ কয়েক মাস হইতে বায়ুরোগে আক্রান্ত ছিল। বালকটী অতি বুদ্ধিমান ও শান্ত প্রকৃতির ছিল। এই গত এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফাষ্ট আর্ট পড়িতেছিল। আমাদিগের অধিক তরও দুঃখের বিষয় এই অতি অল্প দিন হইল সতীশের বিবাহ হইয়াছে। এখন হিন্দুধর্ম্মের কঠোর শাসনে সতীশের বাল বিধবা বনিতার উপর আধিপত্য করুক।

"আছে গরু না বয় হাল তার দুঃখ চিরকাল" আমরা শান্তিপুরের দুই একটী রাস্তা দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি। এ দিকে কি মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণের শুভদৃষ্টি পড়ে না? যে রাস্তাটী ট্রাঙ্করোড হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মতলার পার্শ্ব দিয়া বরাবর উত্তর পূর্ব্ব মুখে চলিয়া গিয়াছে সেই রাস্তাটীর অবস্থা দেখিলে এখানে যে মিউনিসিপালিটী আছে এমত বোধ হয় না। এই রাস্তার পার্শ্বে কতকগুলি দুঃখী মুচি ও বেশ্যার আবাস আছে। এই বর্ষাকালে গমনাগমনে তাহাদের যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ হয় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তাহারা কি দুঃখী মুচি বা বেশ্যা বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ হইতে ঐ রাস্তাটীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না? তাহারা রীতিমত ট্যাক্স দিবে অথচ ভাল রাস্তা পাইবে না এটা কি যুক্তি সঙ্গত? না ন্যায় সঙ্গত? মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান কমিশনরগণ দুঃখী মুচির শ্রমোপার্জ্জিত এবং বেশ্যার দেহোপার্জ্জিত ঘৃণিত অর্থের ভাগ অর্থাৎ ট্যাক্স লইবেন অথচ তাহাদের যাতায়াতের রাস্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না ইহা অপেক্ষা আর লজ্জার কথা কি হইতে পারে?

—**—

বিজ্ঞাপন।

—**—

—**—

—**—

—**—

কে, ডি. সরকারের উপদংশ রোগের পারা বৰ্জ্জিত মহৌষধ।

সিপাহি বিদ্রোহের অবসান সময় নেপালের জঙ্গলে এক মুসলমান ফকীরের নিকট প্রাপ্ত। বিগত ২৬ বৎসর ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও যশের প্রচারের সহিত ইহার গ্রাহক এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছে যে বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম। ইহাতে কোন প্রকারের পারা নাই, ইহা অল্পকালমাত্র সেবনেই সহস্র সহস্র লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিরারোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র ইহার লেপনেই রোগোন্মুক্ত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারায় শিশু সন্তান ও পৈত্রিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহা রোগের সর্ব্বাবস্থায় আশু ফলপ্রদ এমন কি পারাঘটিত ঔষধ সেবনজনিত দূষিত রক্ত ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্ষত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের এরূপ পারা বৰ্জ্জিত অব্যর্থ মহৌষধি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রদত্ত প্রসংশাপত্র এবং ঔষধি সেবনের নিয়মাদি ঔষধের শিশির সহিত থাকিবে, আমাকে লিখিলেই উক্ত প্রসংশাপত্রাদি বিনাব্যয়ে পাইবেন। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২॥০ প্যাকিং ।০

শ্রীকালী দাস সরকার
গবর্ণমেন্ট পেনসনর— লক্ষ্ণৌ।

—●●—

৺ সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রণীত।
জগদ্বিখ্যাত সর্ব্বপ্রধান সংস্কৃত মহাকোষ।

শব্দকল্পদ্রুম।

সর্ব্বসাধারণ শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী ব্যক্তিবর্গের সুবিধার্থে উৎকৃষ্ট দেবনাগর অক্ষরে, উৎকৃষ্ট কাগজে, সংশোধিত ও বৃহৎপত্রাদি সহিত পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংখ্যা ক্রমে মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রতি সংখ্যায় রয়াল ৪ পেজী ৮ ফরমা আছে। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রচারিত সংস্করণের ২৪ ফরমায় যত কথা আছে, ইহাতে তাহা অপেক্ষাও অধিক কথা আছে। নিয়মিত গ্রাহকগণের পক্ষে প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

শব্দকল্পদ্রুম গ্রহণার্থী মহাশয়গণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলেই শব্দকল্পদ্রুমের নিয়মাবলীর সহিত যত সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠান যাইবে। (৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে)।

৭১নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা।	শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু। সি.ই। শ্রীভবচরণ বসু।

শব্দকল্পদ্রুমের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক।

—●●—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।
৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।
বিক্রয়

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেটকেস, থার্ম্মমিটার ৩৩ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ২২ শিশি কর্ক চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাকমাশুল সহ ১৲১০ এক টাকা আধ আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১ড্রামের মূল্য ।০ এবং বহুমূত্র পীড়ার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্র সহ মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১ আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডর বাক্স সহিত ভ্যালুপেয়েবল পার্শেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—●●—

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

কেবল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিলে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩॥০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি বরাত চিঠি মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপরাইটার দায়ী নহেন।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৩০ শ ভাগ। প্রবর্ত্তনা' প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ৪৫ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০

১২৯৩ সাল। ১২ ই আশ্বিন। ইং ১৮৮৬। ২৭এ সেপ্টেম্বর।

৭ রিপনাব্দ। ১২ ই আশ্বিন।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৬।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

স্বর্গীয় পিতৃদেবের আদরের ধন এই সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রখানির দীর্ঘজীবন ও উন্নতি কামনায় নিম্নলিখিত মহোদয়গণের হস্তে অর্পণ করিলাম, সোমপ্রকাশ গুরুদেবের অনুবর্ত্তী হইয়া নির্ভীক চিত্তে লোকসমাজে বিচরণ করিবে। পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক সকলেরই আমরা মুখাপেক্ষী।

ট্রষ্টি	লেখক
পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।	শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল চক্রবর্ত্তী রাজপুর—আলীপুর।
রায় কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (পেন্সনর হাইআদালতের জজ।)	সাময়িক লেখক।
বাবু নিত্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্ট প্লিডার।	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ,
বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, প্রধান সিটিকলেজ।	বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পেন্সনর ডেপুটি একাউণ্টেণ্ট।)

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র, টাকা কড়ি, মণিঅর্ডার আদি যেরূপ চাংড়িপোতা সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে গ্রাহক মহোদয়গণ পাঠাইতেছেন সেইরূপ পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মণিঅর্ডার যোগে গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাহারও নামে পাঠাইবেন না অথবা কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যেন দৃষ্টি থাকে। ইহার পূর্ব্বে যদি কোন গ্রাহক আমাদিগের কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে মণিঅর্ডার যোগে টাকা পাঠাইয়া থাকেন এবং পূর্ব্বপূর্ব্ব মূল্য প্রাপ্তিতে প্রকাশ না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পত্র লিখিবেন এবং পোষ্টের স্বাক্ষরিত রসিদ আদি প্রমাণ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষস্য।

বৈদ্য জবন।

প্রাচীন সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ। নামেই ইহার গুণের পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই প্রায় দ্ব্যর্থ বোধিনী। কি গৃহস্থ, কি চিকিৎসক সকলেরই ইহা জীবন স্বরূপ, এবং কাব্যামোদীদিগের বিশেষ আমোদের সামগ্রী। আমরা এই গ্রন্থ মূল, টীকা ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ সহিত প্রতি মাসে ৪০ পৃষ্ঠা করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছি। ছয় মাসে সমাপ্ত হইবে। পূজার পূর্ব্বে ১ টাকা পাঠাইলে সমগ্র পুস্তক দেওয়া যাইবে। পরে ২ টাকা। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত, ভাঙ্গাবোড়া, ডাক্ শ্রীরামপুর হুগলী।

কর্ম্মখালি।

হাঁওড়ী মাইনর স্কুলে ৭ টী ছাত্রকে ইংরাজী পড়াইবার জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ১০ টাকা। আহার বিছানা সমস্ত পাইবেন। বাটিতে কায়স্থ কিম্বা ব্রাহ্মণ হইলে ভাল হয়। যিনি এণ্ট্রেন্স পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং যিনি উক্ত পরীক্ষায় ফেল হইয়াছেন, এবং ইংরাজীতে দখল আছে এমন ব্যক্তির আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দত্ত
সাং—হাঁওড়ী
পোঃ—মগরাহাট
২৪ পরগণা।

প্রেরিতপত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

বঙ্গবাসীর দুরাকাঙ্ক্ষা।

"একেই মনে বাঁদ তাতিয়ে শিবের গীত।"
গত ২০ এ ভাদ্র শনিবার তারিখের বঙ্গবাসীতে সোমপ্রকাশের সম্পাদক স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের যে জীবনচরিত প্রকাশিত হয়, তাহার এক স্থলে বঙ্গবাসীর সম্পাদক মনের আবেগে লিখিয়া ফেলিয়াছেন "বিদ্যাভূষণ মহাশয় বহুকাল ধরিয়া সোমপ্রকাশের সম্পাদকতা করিয়া বাঙ্গালা সংবাদপত্র পরিচালনের সূত্রপাত ও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দিয়া শেষ দশায় উহার সংক্রণ

এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তদবধি সোমপ্রকাশের অবনতিরও সূত্রপাত হইয়াছে। বলিতে বড় দুঃখ হয় যে [illegible] ও সর্ব্বশেষে, সেই সংবাদপত্রে [illegible] হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত সকল প্রকাশ্যে আলোচিত ও প্রচারিত হইতেছে।"

বঙ্গবাসী সোমপ্রকাশের উপর দুইটী চার্য্য আনিয়াছেন। প্রথম—সোমপ্রকাশের সহিত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনেক দিন হইতে সম্বন্ধ না থাকা—ইহার অর্থ এই সোমপ্রকাশের ক্রমে অবনতি হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয় চার্য্য এই যে এক্ষণে সোমপ্রকাশে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধমত সকল প্রকাশ্যে আলোচিত ও প্রচারিত হয়। প্রথম চার্য্য খণ্ডনের জন্য আমার বক্তব্য এই যে, আজ আমার সহিত সোমপ্রকাশের ন্যূনাধিক ২০।২২ বৎসরের সংবাদদাতারূপে সম্বন্ধ, সুতরাং আমি বিশেষরূপে জানি আমার পূজ্যপাদ [illegible] অধ্যাপক স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোমপ্রকাশের সহিত কখনই কোন কালেই সংস্রব ত্যাগ করেন নাই। বরং তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সোমপ্রকাশের সহিত সর্ব্বতোভাবে সংস্রব রাখিয়াছিলেন। যদিও তিনি গত কয়েক মাস হইতে স্বাস্থ্যলাভের জন্য সাওনায় অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি সম্পাদকীয় স্তম্ভ তাঁহার দ্বারাই পূর্ণ হইত এবং কাগজের কোন অংশ তাঁহার অনভিমতে সম্পাদিত হইত না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহামতি সার এসলি ইডেনকে যে সত্য কথা দান করিয়াছিলেন কখনই সে সত্যবাক্যের লঙ্ঘন করেন নাই। যে বয়সে ও যে অবস্থায় অন্যান্য সম্পাদকগণ এতাদৃশ গুরুতর কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধিত হন সোমপ্রকাশের স্বর্গীয় সম্পাদক সে বয়সে ও সে সময়ে পত্রিকা সম্পাদন পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব বঙ্গবাসী কি জন্য যে এরূপ কৌশলময় প্রলাপ উক্তি করিয়াছেন তাহা আমি পরে দেখাইতেছি। "বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোমপ্রকাশের সহিত সংস্রব ত্যাগ করায় [illegible] অবনতি হইয়াছে।" বঙ্গবাসীর এ কথার কোন মূলই নাই বরং সোমপ্রকাশের সহিত স্বর্গীয় অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ৩০ বৎসরেরও অধিক সংস্রব থাকায় সোমপ্রকাশের ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া কি গবর্ণমেণ্ট কি দেশীয় সমাজের নিকট সম্মান ও আদরণীয় হইয়াছিল।

সোমপ্রকাশের উপর বঙ্গবাসীর দ্বিতীয় চার্য্যের উত্তর এই যে সোমপ্রকাশে কখনই হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত সকল আলোচিত বা প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে ইহাতে [illegible] উহার [illegible] বা আলোচিত হইয়া থাকে. কিন্তু পাঠকবর্গ! বঙ্গবাসীর মনের কথাটা আজও একটু খুলিয়া বলি। সোমপ্রকাশ বিলাত প্রত্যাগত যুবকগণকে সমাজে গ্রহণ করিবার অনুকূল ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন। ইহাকেই "বঙ্গবাসী" হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে সোমপ্রকাশের সংস্রব ত্যাগ করেন নাই, ইহার যে ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাতে যে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধমত সকল প্রকাশিত বা আলোচিত হয় নাই, গত ১১ই শ্রাবণ তারিখের সোমপ্রকাশে লিখিত "বাবু অমৃতলাল রায় ও হিন্দুসমাজ" এই শীর্ষক প্রস্তাবটী পাঠ করিলেই আমার কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। উক্ত প্রস্তাবের এক স্থলে লিখিত হইয়াছে—"কেহ কেহ লাভ ক্ষতি ছাড়িয়া কেবল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বিলাত ফেরত যুবককে সমাজ হইতে তাড়াইতে চান। অনেকেই এই বৃদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ অনেকবার শুনিয়াছেন, এখন যাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়া সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে স্ব স্ব মত অভিব্যক্ত করিতে শিখিয়াছেন তাঁহাদের অনেককেই বিদ্যাসাগরের ক, খ, পড়িতে দেখিয়াছি—তাঁহারা একবার যেমন বৃদ্ধের কথা শুনিয়াছেন এখন তেমনি আর একবার শ্রবণ করুন। ম্লেচ্ছদেশে বাস, ম্লেচ্ছের ভোজন ও ম্লেচ্ছ স্ত্রী গমন ইত্যাদি অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিলে শাস্ত্রানুসারে অপরাধীকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রমাণের জন্য শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। বাবু অমৃতলালকে সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য ভট্টপল্লীবাসী পণ্ডিতবর চন্দ্রনাথ, রাখালচন্দ্র ও মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহোদয় প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ যেসকল ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাই আমাদের মত সমর্থনের জন্য যথেষ্ট হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি।" পাঠকবর্গ! "অনেকেই এই বৃদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ অনেকবার শুনিয়াছেন।" এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটী কি বিদ্যাভূষণ মহাশয় নন? তবেই দেখা যাইতেছে স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত ১১ই শ্রাবণ পর্য্যন্তও সোমপ্রকাশের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। বঙ্গবাসী [illegible] বলিয়াছেন "তারকানাথ—পণ্ডিত তারকানাথ শাস্ত্রজ্ঞ ইত্যাদি" যিনি হিন্দুশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, যাঁহার সংস্কৃতশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হিন্দুধর্ম্মে যাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল, তিনি কি প্রকারে সোমপ্রকাশে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত সকল প্রকাশ্যে আলোচনা বা প্রচার করিবেন? "[illegible] একবার যেমন বৃদ্ধের কথা শুনিয়াছিলেন এখন তেমনি আর একবার শ্রবণ করুন" এটী সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কলের জল ব্যবহারের কথা। যখন কলিকাতার হিন্দুসমাজে কলের জল ব্যবহারের কথা সোমপ্রকাশে সর্ব্বপ্রথম আলোচিত হয়, সে সময় এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটী বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া হিন্দুসমাজে কলের জল ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রদান করেন এবং পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রভৃতি, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত শিরোধার্য্য করিয়া কলের জল পানাদি করিতে থাকেন। তখনও বঙ্গবাসী সদৃশ (যথা, পরিদর্শক প্রভৃতি) হিন্দুধর্ম্ম [illegible] সংবাদপত্র সম্পাদকেরা বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে অহিন্দু অশাস্ত্রজ্ঞ ম্লেচ্ছ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। অথচ সেই কলের জল এখন কলিকাতার হিন্দুজাতির জীবনস্বরূপ হইয়াছে। বঙ্গবাসীর বাড়াবাড়ী দেখিয়া অনুমান আশঙ্কা হইতেছে হয়ত তিনি কোন দিন বা কলের জল পান নিষেধ করিয়া বসেন।

পাঠকবর্গ! বঙ্গবাসীর হৃদয়ের আসল ভাবটী দুর্য্যোধনের ন্যায় দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত আছে। সোমপ্রকাশের প্রতি উপরি উক্ত দুইটী চার্য্য আনিবার যে গূঢ় মতলব আছে তাহা এই—সোমপ্রকাশ বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের শিরোমণি। তার নীচেই আজকাল নবাবভাকরের আসন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করায় বঙ্গবাসী ঐ প্রধান স্থান অধিকার করিবার মনস্থ করিয়াছেন, তাই কলে কৌশলে চেষ্টা হইয়াছে, সোমপ্রকাশের আর সে কাল নাই, সে প্রভা নাই, সোমপ্রকাশ অহিন্দু নাস্তিক। আপনা আপনি মত হইলে মতলব সিদ্ধ হইবে না। হিতৈষী, ও ব্যবসাদারী লোকে দেখিলেই বুঝিতে পারে। তাহা বুঝাইবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না।

উপসংহার কালে আমার বক্তব্য এই যে সোমপ্রকাশ স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের বড় আদরের ধন, বড় স্নেহের সামগ্রী ছিল। তিনি মৃত্যুকালে কয়েকজন বিদ্বান পারদর্শী চিন্তাশীল মহাত্মা হস্তে ইহার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া গিয়াছেন, আমি ভরসা করি তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ ঐ সকল বিদ্বান পারদর্শী চিন্তাশীল মহোদয়গণের সহিত

পরামর্শ করিয়া উত্তরোত্তর সোমপ্রকাশ উজ্জ্বল এত তাহা রক্ষা করিবেন।

বাগআঁচড়া
১২ ই সেপ্টেম্বর

বশম্বদ
শ্রী গণেশচন্দ্র ঘোষ।
সাং ইলছোবা মোণ্ডলাই

—•—

(সোমপ্রকাশের অধঃপতন হয় নাই॥)

শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়। আমাদের চিরভক্তিভাজন পরলোকগত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের বিয়োগে আপনার সাধারণ ও দেশীয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমূহ অনেক দেশী শোক প্রকাশ করিয়াছেন। হায়! যাঁহার নিকট সকলেই ও সকলেই চিরঋণী যাঁহার তেজস্বিনী লেখনী জলদ-গম্ভীরভাষায় ত্রিংশ বৎসর কাল দেশীয় কুসংস্কার, দেশাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন—ইংরাজের অবৈধ আচরণ ও অবিচারের ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহার বিয়োগে কোন্ পাষণ্ড এক বিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারে? প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তিকেই তাঁহার জন্য কাঁদিতে হইয়াছে। কিন্তু আজ আমরা বড়ই দুঃখিত হইলাম যে প্রত্যেক সংবাদপত্রের মত শোক প্রকাশ করিতে গিয়া আমাদের বালক বঙ্গবাসী বালকত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গবাসী এ সময় কেমন করিয়া বলিলেন যে সোমপ্রকাশের অধঃপতন হইয়াছে পিতার বিয়োগ হইয়াছে বলিয়া কি সোমপ্রকাশের একবারে অধঃপতন হইল? বালক বঙ্গবাসী তুমি কি জান না যে সোমপ্রকাশ তাহার ত্রিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, যদি পিতার আশীর্ব্বাদ থাকে সন্তান নিশ্চই কাটিয়া উঠিবে। পিতা মাতা কাহার ও চিরস্থায়ী নহে বঙ্গবাসী কি বিশ হাজার গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া কি একেবারে অহঙ্কারে কিছু দেখিতে পান না? বঙ্গবাসী কি মনে করিয়াছেন যে তিনি সকল সংবাদ পত্রের গ্রাহকদিগকে ভাঙ্গাইয়া বিশ হাজারের উপর আরও শূন্য বাড়াইয়া লইবেন? হায়! পঞ্চানন্দ লিখিয়া লোকের কুৎসা কীর্ত্তন করিয়া ও অকীর্ত্তি লিখিয়া যদি গ্রাহক বাড়াইতে হয় তাহা হইলে এতদিন অনেক কাগজ বিশ হাজার কেন বিশ লক্ষ গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারিত। পঞ্চানন্দ ছড়া বিলাস প্রিয় উনবিংশ শতাব্দীর বাবুদিগের প্রিয়, তাই বঙ্গবাসীর গ্রাহক জুটিয়াছে—আপনার দোষ না দেখিয়া পর দোষ কীর্ত্তনে নব্য বাবুদের বড়ই আনন্দ—তাই বঙ্গবাসীর গ্রাহক জুটিয়াছে—হিন্দু সমাজের মধ্যে এত অনর্থ ঘটিয়া যাইতেছে—হিন্দু অভিমানী যুবক উইলসন দেবের হোটেলের বসনাতৃপ্তিকর বিফষ্টেক খাইয়া উদর পূর্ণ করিতেছেন—হিন্দু পরিবারের মধ্যে অসৎস্রোতার স্রোত চলিয়া যাইতেছে—কুলীন বিবাহের অত্যাচারে দেশ ছারখার যাইতেছে—সুরার আদর দিন দিন বাড়িতেছে—বঙ্গবাসী তাহা অসন্দিগ্ধ চিত্তে দেখিতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু দেশ সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারক ব্রাহ্ম সমাজের তিল প্রমাণ দোষ পাইলে (কোন কোন স্থলে না পাইয়াও) তাহাকে তাল করিয়া থাকেন। ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে যে মহাত্মাঁর নাম কেহই জানিত না তাঁহাকেই একবারে ধর্ম্মের নেতা পরকালের নেতা করিয়া তুলিলেন। তিনি যে কি নূতন কথা বলিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। হিন্দু দেবমূর্ত্তির ভিতরে যেসকল গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে সে সম্বন্ধে তাঁহার মুখ হইতে কোন নূতন কথা বাহির হয় নাই। বঙ্গবাসীর পাঠকবর্গ যদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রকাশিত "সেবকের নিবেদন" পুস্তকের প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া দেখেন তাহা হইলেই জানিতে পারিবেন যে সে কথা অনেক দিন পূর্ব্বে ব্রাহ্ম মন্দিরের বেদী হইতে প্রচারিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ কেবল মূর্ত্তির বিরোধী কিন্তু মূর্ত্তিগত ভাব সত্যের বিরোধী নহেন। যাহা হউক বঙ্গবাসী মনে করেন যে তিনি প্রতি সপ্তাহে গ্রাহকদিগকে কি নূতন নূতন তত্ত্ব ও সত্য প্রদান করিতেছেন—দেশের কি একটা মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। গ্রাহক বৃদ্ধি সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর যাহা কিছু বাহাদুরী তাহা আমাদের এবং গভীরদর্শী মহোদয়দিগের অবিদিত নাই।

যাহা হউক আমরা এত কথা বলিতাম না, কারণ আমরা জানি যে বঙ্গবাসীর মূল্য কতদূর তাহা ভারত একদিন বুঝিতে পারিবে। সত্য কথনই গুপ্ত থাকিবে না। তবে আজ আমাদের পরলোকগত বঙ্গবাসীর জীবনদাতা পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ প্রকাশিত সোমপ্রকাশ পত্রের উপর এরূপ অন্যায় উক্তি প্রকাশ করাতেই আমরা আমাদের লেখনীকে কলুষিত করিয়া, সহিষ্ণুতাকে অতিক্রম করিয়া বঙ্গবাসীর সম্বন্ধে এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি। ভরসা করি বঙ্গবাসীও সহৃদয় পাঠকবর্গ আমাদের এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

—••—

ত্রিহুতষ্টেট রেলওয়ে।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়। আমাদের চাকুরি প্রিয় বাঙ্গালী জাতির উপর গবর্ণমেণ্টের ক্রমশঃই নিগ্রহ বাড়িতেছে বাঙ্গালীজাতি কোন প্রকারে যে পেটের অন্ন করিয়া খাইবে গবর্ণমেণ্ট সে পথও ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে লোকে অন্য বিভাগে ভালরূপ চাকুরির সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারিলে রেলওয়ে বিভাগে আসিয়া অনায়াসে চাকুরি লাভ করিতে পারিত। অল্প বিদ্যায়, অল্প আয়াসে ২।৪ ছত্র লিখিতে পারিলে, টেলিগ্রাফের তার নাড়িলে এ বিভাগে অনায়াসে চাকুরি যুটিয়া যাইত কিন্তু হায়। এখন আর সে কাল নাই। এখন টেলিগ্রাফ শিখিতে আসিতে হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিতে হইবে। এখন সমস্ত বৎসর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া ২।৪ দিনের ছুটীর প্রার্থনা করিলেও ছুটী নাই। এখন বাপ মার মৃত্যুতে কাছা পরিধান করিয়া গললগ্ন বস্ত্রে স্টেশন মাষ্টারের নিকট ছুটীর প্রার্থনা করিলে ২।৪ টা মিষ্ট কথা শুনিয়া আসিতে হয়।

মহাশয়। অদ্য আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের এই ত্রিহুতষ্টেট রেলওয়েরও সেই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আজ কয়েক বৎসর হইতে এই রেলওয়ের কর্ম্মচারীদিগের পেন্সন দিবার প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। চিরকাল পরিশ্রম করিয়া বৃদ্ধ পলিতকেশ কর্ম্মচারীদিগের যে একটা প্রবন্ধের পথ ছিল তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন আর ছুটী ও ছুটীর পাস নাই এক বৎসর পরিশ্রমের পরে যদি দুইবার পাস দেওয়া হইত তাহা হইলেও যথেষ্ট অনুগ্রহ।

আবার সম্প্রতি স্টেট রেলওয়ের ম্যানেজার মহোদয় দরিদ্র কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে যে এক নূতন আদেশ বাহির করিয়াছেন তাহাতে যে কর্ম্মচারীদিগের উপর অনেক নিগ্রহ করা হইয়াছে, ভরসা করি আমাদের সুযোগ্য ম্যানেজার মহোদয় ও গবর্ণমেণ্ট একবার ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। পেন্সন্ প্রথা বন্ধ হইয়াও দরিদ্র কর্ম্মচারীদিগের আর একটী সান্ত্বনা ছিল, উহা বর্ষে বর্ষে বেতন বৃদ্ধি। কিন্তু হায় ম্যানেজারের নূতন আদেশে সে সান্ত্বনা চলিয়া গিয়াছে এখন ২ বৎসর অন্তর ভিন্ন আর কাহারও বেতন বৃদ্ধি হইবে না। সে বৃদ্ধিও কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য যে আমরা গবর্ণমেণ্টের এ কার্য্যকে প্রশংসা করিতে পারি না। যখন গবর্ণমেণ্টের সকল বিভাগেই পেন্সন দিবার প্রথা প্রচলিত আছে তখন ষ্টেট রেলওয়ের দরিদ্র কর্ম্মচারীরা সে আশা হইতে কেন বঞ্চিত হইল। ইহা কি গবর্ণমেণ্টের ন্যায়পরতার কার্য্য? কিন্তু এ

দিগকে আবার দরিদ্র কর্ম্মচারীদিগকে নিয়ম বহি-ভূর্ত সময়ে নিয়মাতিরিক্ত কাজ তাড়া পরিশ্রম করাইয়া লওয়া হইতেছে। দুঃখের বিষয় তাহা কেহ বা দেখে কেহ বা শুনে। কিন্তু একটী সামান্য ত্রুটিতে কর্ম্মচারীদিগের উপর "ফাইন" জিনিসের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা যে সমগ্র সংবাদপত্র এই বিষয়ের আন্দোলনে যথার্থ দেশ হিতৈষিতার পরিচয় দান করুন।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার
সমস্তিপুর—দ্বারভাঙ্গা।

—••—

প্রায় ৫।৬ মাস হইল " উত্তরপাড়া ইউনিয়ন " নামক একটী সভা উক্ত গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রামের প্রধান প্রধান লোক হইতে সামান্য লোক পর্য্যন্ত সকলেই উহার সভ্য। সভার অধ্যবসায় সৎসাহস দর্শনে কতকগুলি নিন্দুকস্বভাব কপট লোক ইহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহারা সময়ে সময়ে সভার ও গ্রামের প্রধান প্রধান লোকের নামে মিথ্যা অপবাদ সংবাদপত্রে ও জনসমাজে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। শুনিলাম দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে সভার নামে মিথ্যাবাদ প্রচার করিতে যাওয়ায় সকলের কাছেই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন।

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন উত্তরপাড়ার মিউনিসিপালিটীর দুইটী দলে বহুকাল হইতে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, যখন আত্মশাসন প্রথা গ্রামের মিউনিসিপালিটিতে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বোধ হইল এইবার বিবাদের অবসান হইবে। মিউনিসিপালিটিতে আত্মশাসন প্রথা প্রচলিত হইল বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট চেয়ারম্যানকে নিযুক্ত করায় যে বিবাদ সেই বিবাদই রহিয়া গেল এখন দিন দিন বিবাদের বৃদ্ধি হইতেছে। বোধ হয় চেয়ারম্যান গ্রামের লোক কর্ত্তৃক মনোনীত হইলে কখনই এরূপ হইত না। এই দলাদলির জন্য আমরা মিউনিসিপালিটির কার্য্য প্রণালীতে কতকগুলি অমার্জ্জনীয় দোষ দেখিতে পাই।

কিছু দিবস হইল কলিকাতার কোন ইংরাজ কোম্পানি কর্ত্তৃক উত্তরপাড়ার হিন্দু সাধারণের বসতির মধ্যে অস্থিচূর্ণের একটী কল ও কারখানা সংস্থাপিত হইয়াছে। নানা দেশের সমাংস ও শুষ্ক অস্থি সকল রেলের দ্বারা আনীত হইয়া এই স্থানে চূর্ণীকৃত ও স্থানান্তরে প্রেরিত হইতেছে। এই কলের দুর্গন্ধ ও অস্থি চূর্ণের ধূলিবৎ সূক্ষ্ম রেণু সকল বাতাসের সহিত নিকটবর্ত্তী অধিবাসিগণের বাসভবনে ও জলাশয়ে প্রায় প্রতিনিয়তই পতিত হওয়ায় লোকের এখানে বসবাস করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। মিউনিসিপালিটী সামান্য আয় বৃদ্ধির জন্য দেশের সমগ্র লোকের স্বাস্থ্য হানিকর বিষয়ে কি ভাবিয়া যে উক্ত কোম্পানিকে লাইসেন্স দিলেন বলিতে পারি না। আমরা শুনিয়াছি কতিপয় কর্ত্তব্যশীল সম্ভ্রান্ত কমিশনর লাইসেন্স দিবার পক্ষে আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু অধিকাংশ সভ্যের ভিন্ন মত হওয়ায় তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মিউনিসিপালিটীর প্রায় প্রত্যেক কার্য্যেই এইরূপ গলদ দেখা যায়। কমিশনরগণ লোকের ভাল মন্দ কিছুই দেখেন না। বিশেষতঃ ইউনিয়ন সভা হিন্দু পল্লি হইতে হাড়ের কল উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করায় কয়েকজন কমিশনর তাঁহাদের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

যেখানে গ্রামের ময়লা ফেলা হয় তাহার নিকটেই অনেক লোকের বসতি। বিকট দুর্গন্ধে ঐ সকল লোকের অসহ্য কষ্ট হওয়ায় ইউনিয়ন মিউনিসিপালিটী উহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত মিউনিসিপালিটীতে এক আবেদন করেন। কিন্তু মিউনিসিপালিটী ইউনিয়ন সভার দরখাস্তে কর্ণপাত করেন নাই। সভা ঐ স্থান পরিদর্শনের জন্য স্যানিটারি কমিশনরকে লেখায়, ডেপুটী স্যানিটারি কমিশনর ঐ স্থানটী দেখিয়া গিয়া লিখিয়াছেন যে " জনাকীর্ণ বস্তির নিকট সহরের ময়লা ফেলা কোন মতেই উচিত নহে, উহাতে স্বাস্থ্যের ও নিকটস্থ জলাশয় সকলের পক্ষে বিষম অনিষ্ট হয়। " ইউনিয়ন সভা এই ময়লা ফেলিবার স্থানটী পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করায় অনেকের বিরাগভাজন হইয়াছেন।

যাহাতে মিউনিসিপাল আফিস প্রত্যহ নিয়মিতরূপে মিউনিসিপাল আফিস হয়, সাধারণে মিউনিসিপালিটির আয় ব্যয়ের বজেট ও হিসাব পত্রাদি অনায়াসে দেখিতে পান মিউনিসিপালিটির পূর্ত্তকার্য্যাদি চেয়ারম্যানের লোক অথবা মিউনিসিপালিটির কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা না হইয়া সাধারণ কণ্ট্রাক্ট দ্বারা সম্পন্ন হয়, যাহাতে মিউনিসিপালিটির সভামধ্যে একজন রিপোর্টার থাকিতে পারে, যাহাতে ডাক্তার খানার টাকা ডাক্তার খানাতেই ব্যয়িত হয়, মিউনিসিপালিটি ছাপাই ও সরঞ্জমি প্রভৃতি বিষয়ে অন্যান্য মিউনিসিপালিটি অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় না করেন, যাহাতে পরস্পরে সদ্ভাবে থাকিয়া দেশের ও গ্রামের বাস্তবিক অভাব দূর করিতে পারা যায়, দুর্ব্বলকে প্রবলের অত্যাচার সহিতে না হয়, দরিদ্র ও পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধাদি দিয়া আরোগ্য করিতে পারা যায় বিনা বেতনে দরিদ্রগণ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পারে, ইউনিয়ন কমিটী তাহারই চেষ্টায় প্রতিনিয়তই উদ্যোগী। এই জন্যই কমিটী কয়েকজন স্বার্থপর, কাণ্ডজ্ঞান শূন্য ভীরুস্বভাব লোকের চক্ষুশূল হইয়াছে। শুনা যায় রাজপুরুষ দিগের নিকটে তাঁহারা সভার বিরুদ্ধে উড়ো চিঠি পাঠান এবং সভ্যদিগকে ভাঙ্গাইয়া লইতে বিধিমতে চেষ্টা করেন। কি পরিতাপের কথা!

আমরা আশা করি সভার সভ্যগণ ঐ সকল ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডীর কথায় কিছুমাত্র বিচলিত নহেন। তাঁহারা এই প্রতিকূল ব্যবহারে দ্বিগুণ বল প্রাপ্ত হউন এবং ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দ্বিগুণ সাহসে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। সভা অল্পদিনে যেসকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন ভবিষ্যতেই তাহা দেখিয়া সভ্যগণকে অগণ্য সাধুবাদ দিতেছেন। যাহারা নিন্দুক হইয়া এই সভার আবর্জ্জনা দোষ করেন তাহারাও কালে ভ্রম প্রমাদ বুঝিতে পারিবেন। অনুগ্রহ করিয়া যখন এই সভায় যোগ দিবেন তখন দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে।

জনৈক গ্রামবাসী।

—••—

মহাশয়। তমোলুকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যতদূর ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিতে পারিলাম তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করিলাম। আশা করি মহাশয় স্বকীয় সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকা পার্শ্বে স্থান দান করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

তমোলুকের প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যা তাম্রলিপ্তী বা তমালিকা। ইহা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা এই উভয় দেশের মধ্যবর্ত্তী, ইহার উত্তর পূর্ব্ব দিয়া রূপনারায়ণ প্রবাহিত হইয়া গেঁওখালির পার্শ্বে হুগলিনদীর সহিত মিলিত হইয়া প্রবলবেগে সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধ জনিত দুষ্কৃতি হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তি মানসে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া যৎকালে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রক্ষক নিযুক্ত করতঃ যজ্ঞের অশ্ব মোচন করিয়াছিলেন তৎকালে সেই অশ্ব ভ্রমণ করিতে করিতে এই নগরে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তাম্রধ্বজ রাজা এখানকার শাসনকর্ত্তা। তাঁহার পুত্রেরা সেই অশ্ব ধৃত করিয়াছিলেন। তাহাতে অর্জ্জুনের সহিত তাঁহাদের সংগ্রাম বাধিয়া উঠে। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া উভয়ে ব্রাহ্মণবেশে রাজসদনে উপস্থিত

হইলেন এবং অর্জ্জুনকে তাত্রাক্ষের ঈশ্বরপরায়ণতার প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া দুইজনে স্ব স্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। রাজা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ আপন ভবনে সমাগত দেখিয়া ভক্তিবুদ্ধি দ্বারা পদতলে নত হইলেন। ভগবান্‌ কৃষ্ণও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ও বরদ হইলেন, তাত্রাক্ষ প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যেন প্রতিদিন আপনার আলয়ে ঐ যুগলমূর্ত্তি অবলোকন করিতে পান, ভগবান তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিয়া যজ্ঞের অশ্ব মোচন করত অর্জ্জুনের সহিত প্রস্থান করিলেন। তাত্রাক্ষ কৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই মূর্ত্তিদ্বয় এখনও এস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে।

বশম্বদ
শ্রীরাখালদাস গঙ্গোপাধ্যায়
তমোলুক।

সোমপ্রকাশ

১১ ই আশ্বিন সোমবার

বকরীদের দিনে কলিকাতায় হিন্দু মুসলমানের বিবাদের কথা আমরা পাঠকগণকে অবগত করিয়াছি। চন্দননগরেও এই উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানের বিবাদ হয়। আবার এলাহাবাদে এই উভয় জাতির মধ্যে সম্প্রতি ভয়ানক দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। সহরের ভিতরে গোহত্যা করা আইন বিরুদ্ধ। কোন সহযোগীর সংবাদদাতা বলেন এলাহাবাদে মুসলমানেরা বকরীদের দিন প্রকাশ্য স্থলে গোহত্যা করায় হিন্দুরা মাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, মাজিষ্ট্রেট শান্তিরক্ষার জন্য পুলিষ প্রেরণ করেন। তথাপি হিন্দুর মহাতীর্থ প্রয়াগে হিন্দুর সম্মুখে প্রকাশ্য স্থানে গোহত্যা হইয়া গিয়াছে। হিন্দুসম্প্রদায় একেবারে অধৈর্য্য হইয়াছিলেন। বাজারের দোকান পসার বন্ধ হইয়াছিল। স্থানে স্থানে তুমুল বিগ্রহ উপস্থিত হইয়া পুলিষের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিল। অদ্যাপি হইতে লুধিয়ানা পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমানের এই বিষম বিগ্রহ সহজে প্রশমিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন হিন্দুরা অকারণে এই উৎপাতের সূত্রপাত করিয়াছে। গোহত্যা দর্শন করিলে হিন্দুর কি পাতক হয়, গোহত্যা নিবারণ করিবার চেষ্টা না করিলে হিন্দুর প্রাণে কত বড় মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হয়, যাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা হিন্দুর দোষ দিবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে গোহত্যা করা যে নিতান্ত আইন বিগর্হিত আমাদের এংলোইণ্ডিয়ান সহযোগী ও কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাহা বিবেচনা করেন না কেন? আমাদের মুসলমান ভ্রাতাগণ যেমন হিন্দুর উপর বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতে, হিন্দুর ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর আঘাত করিতে সঙ্কুচিত হন না, আমাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণও তেমনি হিন্দু মুসলমানের শত্রুতা বর্দ্ধন করিতে অজ্ঞাতসারে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই কারণেই হিন্দু মুসলমানের আজও মনোমালিন্য দূর হইতেছে না। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অশিক্ষিতের ভাগ অধিক, সেই জন্য ধর্ম্ম বিদ্বেষও অধিক। হিন্দু, মুসলমানকে শিক্ষিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, মুসলমানের উদারতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন, গবর্ণমেণ্ট যে মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি কামনায় নানা প্রকারের প্রস্তাব করিতেছেন, উদার চিত্তে তাহাতে সম্মতি ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। মুসলমান কিন্তু হিন্দুর সে সাধু উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন না, হিন্দুর সহিত একত্র হইতে চাহেন না, হিন্দুর ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর শেল হানিতে ছাড়েন না। বকরীদের সময় গোহত্যা করাই যে মুসলমানের ধর্ম্ম, গোরু না কাটিলে সে ধর্ম্মের যে হানি হয়, আমরা কখনই তাহা স্বীকার করি না। আমরা অনেক সচ্চরিত্র মুসলমানের নিকট শুনিয়াছি ইসলাম ধর্ম্মে বকরীদের দিন গোভোজনের কোন ব্যবস্থা নাই। ভারতের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশে গোমাংস ভোজন যে অস্বাস্থ্যকর নহে তাহাও আমাদের বোধ হয় না। আমরা ভারতবর্ষে যত পঙ্গু অন্ধ বধির ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত লোক দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই মুসলমান। মুসলমানের ভিতর বসন্ত এবং ওলাউঠা রোগের যত প্রাদুর্ভাব হিন্দুর ভিতর সেরূপ নাই। মুসলমান যত অকাল মৃত্যুর শিকার হিন্দু ততদূর নহেন। এসকলের কারণ কেবল উষ্ণপ্রধান দেশে গোমাংসের ন্যায় ভয়ানক উষ্ণ দ্রব্য ভোজন। মুসলমান যখন ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন, তখন এ দেশের উপযোগী আহার করাই তাঁহাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, ধর্ম্মহানি হয় না, অথচ অন্যের ধর্ম্মবিশ্বাসের উপরও আঘাত করা হয় না, মুসলমান এমন সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে কবে শিখিবেন?

—◆◆—

আমরা পাঠকগণকে মান্দ্রাজের মৌরসিদারদিগের কথা শুনাইয়াছি। গত শ্রাবণের সমরমাক্ষ্রাজবাসী দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়া একবারেই নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। মৌরসিদারেরা এই মান্দ্রাজবাসী দরিদ্রদিগকে ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। মিঃ এচ, এস, টমাসকে এই বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। টমাস রিপোর্ট দিয়াছেন ট্যাক্স হইতে ট্যাক্সদাতা দরিদ্রগণকে অব্যাহতি দিবার কোন কারণ নাই। গবর্ণমেণ্ট মৌরসিদারদিগের কথায় অবিশ্বাস করিয়া টমাসের রিপোর্টকেই প্রামাণ্য করিয়াছেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র কমিসন পাঠাইবার জন্য আবেদন করেন। লর্ড গ্রাণ্টডফ সে প্রার্থনা ও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এখন মৌরসিদারদের আর উপায় কি? তাঁহারা ষ্টেটসেক্রেটরির নিকট আবেদন করুন। গ্রাণ্টডফের ন্যায় দুর্দান্ত, কঠোর-চরিত্র শাসনকর্ত্তার হস্তে প্রজাপালন আর প্রজাপীড়ন একই কথা।

— ◆◆ —

চা-কর দিগের দেখাদেখি একদল উট্রোপীয় সৈন্যও অকারণ কুলি মজুর দরিদ্র লোকের প্রাণবধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেদিন পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে কয়েকজন সৈনিক পক্ষী শিকার করিতে গৃহস্থগণের ময়ূর গুলির উপর দৃষ্টিপাত করেন। একজন কৃষীবল নিষেধ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়া আসিয়াছেন। আবার শুনা যায় সিমলার নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে তিনজন গোরা কয়েকজন দেশীয় লোকের উপর আক্রমণ করে। গোরা প্রভুগণ কোন কারণেই উত্তেজিত হন নাই, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই দুইজনের মধ্যে একজনের প্রাণ সংহার করিয়া বসিয়াছিলেন। হতব্যক্তি মৃত হইয়াছে। শীঘ্রই কোর্ট মার্সালে তাহার বিচার হইবে। আর একজন গোরা সেদিন আর এক ব্যক্তিকে ভয়ানক আঘাত করে। আহত ব্যক্তি কিছুদিন পরেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এক চা করের অত্যাচারেই সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহার উপর সৈনিক প্রভুরা যদি মনুষ্যের উপর মনুষ্যত্ব প্রদর্শন করেন তবে যে দেশে থাকা দায়।

—◆◆—

আজ কাল আমাদের দেশে স্থানে স্থানে সূতা ও কাপড়ের কল স্থাপিত হওয়ায় বিলাতি কাপড়ের ব্যবহার কিঞ্চিন্মাত্রায় কমিয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বিলাত হইতে ভারতে যত কাপড়ের আমদানী হইত, এখন আর তত আমদানী নাই। বিলাতি কাপড়ের দরও ক্রমে সাস্তা হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপর যদি আবার আমদানি শুল্ক নির্দ্দিষ্ট হয় ম্যাঞ্চেষ্টার আর সস্তা দরে কাপড় যোগাইতে পারিবেন না। কিন্তু এদিকে যেমন বিলাতি কাপড়ের দর চড়িয়া উঠিবে, অন্যদিকে তেমনি দেশী বস্ত্রের আদর বাড়িবে। আমদানি শুল্কও যদি শীঘ্র ধার্য্য না হয়, আমাদের বোধ হয় আর ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে ভারতের অর্দ্ধেক লোককে দেশী কাপড় ব্যবহার করিতে দেখিব। ম্যাঞ্চেষ্টার যাহাই মনে করুন, আমাদের কিন্তু কাপড় ও তুলার বাজার দেখিয়া আনন্দ হয়। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলিতে বেশ দশ টাকা লাভ হইতেছে। দেখাদেখি আগ্রা প্রভৃতি অন্যান্য স্থানেও কল বসিয়াছে। বঙ্গদেশেই কেবল কাপড়ের কলের অভাব। স্থানে স্থানে যে দুই একটী কল আছে তাহাতেও বড় লাভ হয় না। দেশের জমীদারগণ যদি সাহায্য করিয়া সহরে সহরে কল স্থাপন করেন এবং গবর্ণমেন্ট কলগুলিতে এক একটী সরকারী অংশ গ্রহণ করেন, তবে প্রচুর পরিমাণে দেশী কাপড় উৎপন্ন হইতে পারিবে। বিলাতির সহিত দেশীর দর সমান না হইলে দরিদ্র লোকে শীঘ্র ম্যানচেষ্টারের অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। "আমরা আর বিলাতি কাপড় পরিব না, এখন হইতে দেশী কাপড় ব্যবহার করিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া অনেকে স্থানে স্থানে সভা করিতেছেন বটে, কিন্তু যেখানে মূল্যের ইতর বিশেষ সেখানে যে দেশের লোকে সকলেই অধিক মূল্য দিয়া দেশী কাপড় ক্রয় করিতে যাইবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। আবাল বৃদ্ধ সকল লোকের দেশের উপর অদ্যাপি এতদূর দৃষ্টি পড়ে নাই। বিলাতি আমদানি বন্ধ করিয়া দেশী কাপড়ের প্রচলন করিতে গেলে অগ্রে লোকের অর্থের দিক দেখিতে হইবে। যাহাতে বিলাতির সহিত দেশীর দর সমান কিম্বা তদপেক্ষা অল্প করা যায়, শীঘ্র এমন উপায় করিতে হইলে অগ্রে কাপড়ের কলের বিস্তার আবশ্যক। সুযোগ বুঝিয়া ধনিগণ যদি এই ব্যবসায়ে অগ্রসর হন তাঁহাদের বিলক্ষণ লাভ হয় দেশেরও সমূহ কল্যাণ সাধিত হয়।

—০০—

বাঙ্গালা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ভাষা স্বরূপে গৃহীত হয় না কেন?

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার যে অবস্থা ছিল, এখন তাহার অনেক উন্নতি হইয়াছে সাহিত্য, ইতিহাস ন্যায়, দর্শন, সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালায় এখন কিছুরই অভাব নাই। এফ, এ, এবং বি, এ, ক্লাসের উপযোগী এখন অনেক বাঙ্গালা পুস্তক রচিত হইয়াছে। এসময়ে শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ যদি বঙ্গভাষার উন্নতি কামনা করেন তবে বঙ্গভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করা কর্ত্তব্য। বঙ্গভাষা এখনও অসম্পূর্ণ আছে তাহা আমরা স্বীকার করি। এখনও অনেক ভাব বঙ্গভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে সংস্কৃত কিম্বা বিদেশীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। অধিক আলোচনা হইতে থাকিলে এই অভাব ক্রমেই পূরণ হইবে। সংস্কৃত ভাষা অক্ষয় ভাণ্ডার। স্বদেশীয় বা বিদেশীয় ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য যখন যে বাক্যের প্রয়োজন হয়, এই কুবেরের ভাণ্ডার হইতে তখনই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বঙ্গভাষার অপূর্ণ ভাব আলোচনা করিতে করিতে এই বিশাল সংস্কৃত ভাষা হইতেই পূরণ হইতে পারিবে। যাঁহারা মনে করেন এই অপূর্ণতা দোষে বাঙ্গালা ভাষা উচ্চশিক্ষার সহকারী হইতে পারে না, তাঁহারা ভাষার ইতিহাস মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন নাই। ইংরাজি ভাষার সংগঠন কতদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে? এক স্যাক্সন ভাষায় নর্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মণ, গ্রীক ও লাটিন ভাষার মিশ্রণের পর যখন ইংরাজী ভাষার এক প্রকার আকার গঠিত হয়, তাহার পর ৫০ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই ইংরাজী ভাষায় অনেক গ্রন্থ প্রচারিত হইল। আজও পর্য্যন্ত সেই সকল গ্রন্থের দুই একখানি শিক্ষিত ইংরাজের পাঠ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তখনকার ৫০ বৎসরে ইংরাজীভাষা যেরূপ বেগে উন্নতির পথে ধাবিত হইয়াছিল, এক্ষণকার ৫০ বৎসরে বাঙ্গালা ভাষা তাহার একশত গুণ অধিক বেগে উন্নত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় এক্ষণে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচিত হইয়াছে। কালে তাহার পরিপুষ্টিসাধন হইলেও তাহা শিক্ষিত এই মণ্ডলীর পাঠ্য স্বরূপে পরিগণিত হইবে। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সকল পুস্তকের আদর না থাকে তবে পুস্তক প্রণেতা এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষার অনাদর করা হয়। যদি শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা প্রবিষ্ট করা যুক্তি যুক্ত মনে করেন আমরা পরে এই সকল পুস্তক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিব।

অনেকে বলিয়া থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা প্রবেশ করাইলে সংস্কৃত ভাষার কিছু অনাদর হইবে। আমরা এ যুক্তিটী সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না। বাঙ্গালী যেমন সংস্কৃত ভাষার আদর করেন মহারাষ্ট্রী কি দ্রাবিড়, হিন্দুস্থানী কি উড়িয়ারা তদপেক্ষা সংস্কৃতের কিছু কম আদর করেন না। এই সকল ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ভাষা স্বরূপে গৃহীত হইয়া যখন সংস্কৃতের গৌরব হ্রাস করে নাই, বঙ্গভাষাও যে প্রশ্রয় পাইয়া মাতৃহন্তা হইবে তাহার কোন সম্ভবনা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বঙ্গভাষা গৌরব পায়, ইহার অপুষ্ট অঙ্গগুলি সংস্কৃত হইতেই পুষ্টিলাভ করিবে তাহাতে সংস্কৃতের আদর কমিয়া না গিয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। সংস্কৃত ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিরোহিত করাকে আমরা পাপ মনে করি। এ কল্পনা যদি কাহারও মস্তিষ্কে উদয় হয় আমরা তাহাকে দুষ্ট কল্পনা বলিয়া নিন্দা করি। আমরা সংস্কৃত ভাষার যাহাতে অনাদর হয় এমন কোন যুক্তির পক্ষপাতী নহি। সংস্কৃত ভাষার উদ্ধারের জন্য অধ্যাপকেরা প্রাণপণ করুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম মঞ্চে সংস্কৃত ভাষা যাহাতে প্রথম আসন প্রাপ্ত হন তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার এই উন্নতির মুখে অবজ্ঞা করিয়া ফেলিয়া রাখা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম। সংস্কৃত আমাদের দেবভাষা, কিন্তু বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা। কোন কালে সংস্কৃত ভাষা যে আমাদের ভিতর কথা কহিবার পত্রাদি লিখিবার, প্রচলিত ভাষা হইতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে বঙ্গভাষার অবহেলা করিলে কালে আমাদিগকে এই অবহেলার জন্য অনুতাপ করিতে হইবে। এই ভাষার যাহাতে উন্নতি হয়, গবর্ণমেন্টেরও তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। আজ কাল ইংরাজী শিক্ষার যেরূপ প্রবল ইচ্ছা, তাহাতে দেশীয় ভাষায় যদি আমাদের অভিপ্রেত সামগ্রী সমুদায় পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ইংরাজের মুখে তাহার বিলক্ষণ অবনতি হইবার সম্ভাবনা। সংস্কৃত ভাষা অতীব দুরূহ ভাষা। যুবকেরা সেইজন্যই সংস্কৃত শিক্ষায় বড় একটা আস্থা প্রদর্শন করেন না। সহজ বাঙ্গালা ভাষায় যদি তাঁহাদের রুচি প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়া যায়, তবে উহা হইতেই সংস্কৃতের উপর তাঁহাদের শ্রদ্ধা বাড়িবে। বাঙ্গালা সংস্কৃত ভাষার একটী সুমিষ্ট ফল। এই ফলের আস্বাদন পাইলেই বৃক্ষের অনুসন্ধানে তাঁহাদের বলবতী ইচ্ছা জন্মিবে। যাঁহারা বাল্যকাল হইতে সংস্কৃত ভাষার রসাস্বাদন লাভ করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন স্বতন্ত্র সংস্কৃত ভাষার আলোচনা রহিল তখন তাঁহাদেরও কোন প্রকারের অভাব থাকিল না। এই সকল কারণে আমাদের স্থির বিশ্বাস যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা প্রবেশ করাইলে,

তাহার সংস্কৃত চর্চ্চার হ্রাস হইবেনা, বরং সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সাধারণ ছাত্রবর্গের প্রবৃত্তি জন্মিয়া সংস্কৃতেরই আলোচনার পথ বিস্তৃত হইতে পারিবে।

বাঙ্গালা ভাষা এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল। তখন বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ শিক্ষার্থী যুবক গণের উপযোগী কোন বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় তখন বঙ্গভাষার উন্নতির জন্যই উহাকে পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত ভাষাকে বঙ্গদেশের দ্বিতীয় ভাষার স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেলেন। তখন একার্য্যটী সুবিবেচনারই কার্য্য হইয়াছিল। এখন বাঙ্গালা ভাষার আর সে অবস্থা নাই। গত ১৮। ১৯ বৎসরের মধ্যে বঙ্গ ভাষায় এক নূতন যুগ উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর ইহাকে পরিত্যক্ত অবস্থ রফেলিয়া রাখা কতৃপক্ষগণের কর্ত্তব্য হয় না। কটন সাহেব এক জন বিবেচক ব্যক্তি। আমরা আশাকরি আমাদের এই প্রস্তাবটী তাঁহার কর্ণগোচর হইবে,এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সভায় ইহা লইয়া একটী স্বতন্ত্র আন্দোলন করা হইবে।

—❀❀—

গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষার ছাত্রবৃত্তি।

অনেকেই গিলক্রাইষ্ট বৃত্তির কথা শুনিয়াছেন। গিলক্রাইষ্ট নামক একব্যক্তি ভারতবাসীর উচ্চ শিক্ষার্থে ব্যাঙ্কে কিছু টাকা রাখিয়া যান। সেই টাকার সুদ হইতে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ও ব্যয় সঙ্কুলন করিবার জন্য কয়েকজনকে উহার ট্রষ্টী নিযুক্ত করা হয়। টাকার বাৎসরিক সুদ দুই শত পাউণ্ড অর্থাৎ দুই হাজার টাকার অধিক। ১৮৬৮ অব্দে এই দুই সহস্র টাকায় দুইটী বৃত্তি স্থাপনা হয়। প্রথম কয়েক বৎসর বিলাতে যাইবার সুযোগে অনেকে পরীক্ষা দিবার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু ক্রমেই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। ১৮৮২ অব্দে কেবল একজন ছাত্র পরীক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত হন। আর একজনকে বৃত্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিতে হয়। ক্রমে বার্ষিক দুইশত পাউণ্ডে দুইটী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট না করিয়া ১৫০ পাউণ্ডে কেবল একটী বৃত্তি নিরূপিত হয়। তাহাতেও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইল না। গিলক্রাইষ্ট বৃত্তির ট্রষ্টিগণ এখন এই বৃত্তি উঠাইয়া দিয়া ভারতবর্ষেই যাহাতে ভারতবাসীর উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয় তদর্থে বৃত্তির অর্থ ব্যয় করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী বড়লাটের নিকট লিখিয়াছেন। শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষীয়গণ এ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা তাঁহাদিগকে জানাইতে হইবে। ট্রষ্টিগণ সন্দেহ করিয়াছেন যে লাটিন শিক্ষাই গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষার অন্তরায়। তাঁহারা আরও বলেন যে, জাতি যাইবার ভয়েই বোধ হয় ছাত্র সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস হইতেছে। আমরা ট্রষ্টিগণের দ্বিতীয় অনুমানটী ততদূর সত্য বলিয়া বিবেচনা করি না। ১৮৬৮ অব্দে জাতি যাইবার ভয় সত্ত্বেও যখন ছাত্রসংখ্যা অল্প হয় নাই, বরং কয়েক বৎসর বাড়িয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশই যখন বর্দ্ধিত হইয়াছে, তখন ৭।৮ বৎসর পরে এতদিনে যে ছাত্র সম্প্রদায় জাতির ভয়ে বিলাতে যাইবার সুবিধা পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা কখনই বোধ হয় না। জাতি যাইবারও যদি ভয় হয়, তবে ত জাতিতে উঠিবারও এখন উপায় হইতেছে। সমাজও এখন একটু উদারতা অবলম্বন করিতে শিখিয়াছেন। যাঁহারা বিলাতের উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার প্রয়াসী, কেবল এক সমাজের ভয়ে তাঁহারা কখনই পশ্চাৎপদ হইতে পারেন না। ট্রষ্টিগণের প্রথম অনুমানটী বড় মিথ্যা নহে। ল্যাটিন শিক্ষা আমাদের পক্ষে কতকটা দুরূহ। লাটিনের স্থলে সংস্কৃত, ও পার্সি ভাষা শিক্ষার নিয়ম করিলে আমাদের পক্ষে সুকর হয় বটে,কিন্তু লাটিন শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষার অন্তরায় নহে। কোন একটী ভাষার সামান্য ব্যাকরণ ও কয়েক খানি সাহিত্য পাঠ করিতে অক্ষম বলিয়াই যে ছাত্রগণ গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা দিবার জন্য অগ্রসর হন না তাহা প্রকৃত কথা নহে।

গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লইয়া বিলাতে শিক্ষা করিতে যাইবার পক্ষে অপ্রবৃত্তির আরও কারণ আছে ছাত্রেরা বৃত্তি লইয়া ৫ বৎসরকাল বিলাতে বিদ্যাভ্যাস করেন। তাহার ফল কি হয়? যে পরিশ্রম যে অর্থব্যয়ে তাঁহারা বিদ্যাভ্যাস করেন গবর্ণমেণ্ট তদনুরূপ বেতন দিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন না। পাঁচ বৎসরকাল বিদ্যাভ্যাস করিয়া ঘরে আসিয়া যদি পরিবারবর্গের দারিদ্র্য নিবারণ করিতে না পারিবে, তবে এ পাঁচ বৎসর পণ্ডশ্রম করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? বিদ্যার জন্য বিদ্যাভ্যাস এ কথাটী এখন বড় শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকের যখন উদরান্নের জন্য চিন্তা করিতে হয় না, তখনই বিদ্যার জন্য বিদ্যাভ্যাস কথাটী ভাল শুনায়। কিন্তু যখন তণ্ডুলের ভাবনায় আমাকে অধীর হইতে হয়, দুগ্ধ পোষ্যের দুগ্ধ যোগাইবার জন্য যখন আমাকে কাতর হইতে হয়, তখন যে আমি নিশ্চিন্তমনে লাটিন শিখিব, বিদ্যার জন্যই বিদ্যা শিক্ষা করিব ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। গবর্ণমেণ্ট একে ত দুই তৃতীয়াংশের নিয়ম জারী করিয়া ভারতবাসীকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় নিরুৎসাহ করিয়াছেন। কেহ যদি পরীক্ষা দিয়া গৃহে আসেন, তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট হয়ত শিক্ষা বিভাগের কোন একটী সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ক্ষান্ত হন। তাঁহার পদমর্য্যাদা রাখিতে গেলে সে বেতনে কখনই তাঁহার কুলায় না। সুতরাং তখন তাঁহাকে মনে মনে এই বলিয়া অনুতাপ করিতে হয় যে "এই পাঁচ বৎসরকাল যদি ভারতবর্ষেই কাটাইতে পারিতাম তবে আমার চাল চলন বাড়িত না, পরিবারবর্গেরও এত ক্লেশ হইত না। নানা প্রকারে অর্থাগমের উপায় করিয়া এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম।" গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় যে ভারতবাসী অগ্রসর হইতে চান না গবর্ণমেণ্টের নিরুৎসাহই তাহার প্রধান কারণ। ধনীর সন্তান যদি বিলাতে যাইতে চান, তবে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তির উপর তাঁহার লক্ষ্য থাকে না। তিনি কেবল লণ্ডন অথবা এডিনবরায় শিক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। বিলাত, আমেরিকা, ফ্রান্স, জর্ম্মণী প্রভৃতি নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া জ্ঞান শিক্ষা লাভ করিয়া আসেন তাঁহারাই বিদ্যাশিক্ষা-বিদ্যার জন্য বিদ্যা শিক্ষা। যাঁহারা গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা দিয়া বিলাতে যান, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রই দরিদ্রের সন্তান। পাঁচ বৎসরকাল কায়ক্লেশে পরিবার প্রতিপালনের উপায় করিয়া ইঁহারা বিলাতে যান, উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট ইঁহারা আশানুরূপ ফল পাইতে পারেন না। অনেকে আবার পাঁচ বৎসরকাল পরিবার প্রতিপালনের উপায় করিয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়া বিলাতে যাইতে চাহেন না তাই গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা দিতে ছাত্র সম্প্রদায়ের অপ্রীতি। গিলক্রাইষ্ট বৃত্তির ট্রষ্টিদিগকে আমরা একটা উপায় বলিয়া দিতেছি। বোধ হয় এই উপায় অবলম্বন করিলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে। এখন ১৫০ পাউণ্ড করিয়া একটী মাত্র বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই ১৫০ পাউণ্ডের স্থলে দুই শত পাউণ্ডে একটী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কেবল বার্ষিক ১০০ পাউণ্ড করিয়া দেওয়া হউক। ৫ বৎসরকাল একশতপাউণ্ড করিয়া আর যে ৫শত পাউণ্ড বাকি থাকিবে, ছাত্র শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময় এই ৫ • শত পাউণ্ড এককালিন পাইবেন এরূপ ব্যবস্থা করা হউক। এইরূপে ৫ হাজার টাকার অধিক মূলধন পাইয়া

ছাত্র যখন ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবেন তখন কিয়দ্দিনের জন্য তাঁহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের চিন্তা থাকিবে না। যাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল তাঁহারা এই ৫ সহস্র টাকা উপলক্ষ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ ব্যতীত উপার্জ্জনের স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন।

ট্রষ্টিগণের পত্রের মর্ম্মে বুঝা যাইতেছে তাঁহারা নিতান্ত বাধ্য হইয়াই এই পরীক্ষা উঠাইয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষেই উচ্চ শিক্ষার জন্য এই অর্থব্যয় করা তাঁহাদের মতে যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। আমরা কিন্তু সে কথাটা ভাল বুঝি না। বিলাত যাইবার প্রবৃত্তি অনেক যুবকের মনে বলবতী হইয়াছে। অবস্থাচক্রে পড়িয়াই তাঁহারা বিলাতে যাইতে পারিতেছেন না। যদি তাঁহাদের সংসার প্রতিপালনের দিকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করা যায়, অথবা বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া যদি তাঁহারা স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য কিঞ্চিৎ মূলধন সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে বোধ হয় তাঁহাদের বিলাতে যাইয়া শিক্ষা লাভ করিবার পক্ষে কোন অপ্রবৃত্তির কারণ থাকেনা। আমরা এই নূতন প্রস্তাবটী শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট অর্পণ করিলাম। তাঁহারা এসম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সময় এই প্রস্তাবটীর সমালোচনা করেন ইহা আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা। গিলক্রাইষ্ট বৃত্তিটী একেবারে উঠিয়া না যায় তৎপক্ষে যত্নবান হওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

গিলক্রাইষ্ট বৃত্তির ট্রষ্টিগণের নিকট আমাদের আরও একটী প্রার্থনা আছে। তাঁহারা যেমন ষ্টেট সেক্রেটারী দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের স্ব ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া গবর্ণমেণ্টও শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের মতামত চাহিয়াছেন, তেমনি যদি একবার বিলাত প্রত্যাগত যুবকদিগের ভাবী উন্নতির উপায় করিবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটারীও ভারতগবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন, তবে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, আমাদেরও যথেষ্ট উপকার করা হয়। ভবিষ্যতে অর্থ, খ্যাতি ও মর্য্যাদার প্রলোভন যতই বৃদ্ধি করা হইবে গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা দিবার জন্য ছাত্রগণের ততই স্ফূর্ত্তি হইবে।

—❀❀—

আমদানি শুল্ক।

তুমি গরীব প্রজা। তোমার জমীদার সমস্তই কিস্তিতেক আমিরীর টাকা আদায় করিয়া লন; তাহার উপর এক শত প্রকারের বাব, আবাব, নজর, নজুট দিতে দিতে তোমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয়। আজ জমীদার ঘরে বিবাহ, সাদী সেলামী দাও; আজ জমীদারের পিতৃদায়, চাঁদা মাতম দাও; জমীদার আজ দায়গ্রস্ত, প্রজা আসিয়া সাহায্য কর। প্রজার উদরান্ন জুটুক আর নাই জুটুক, জমীদার ঋণগ্রস্ত হইলে প্রজার ভিটা পর্য্যন্তও বিক্রয় করিতে হইবে। এই ত প্রজাপোষণ। ইহার উপর তোমার জমীদার যদি বলেন, "আমার ভাই ভগিনী আত্মীয় কুটুম্বকে তোমাদের প্রতিপালন করিতে হইবে; নিজে খাও, না খাও, অগ্রে আমার জ্ঞাতিদের অন্ন যোগাইতে হইবে" তবে তুমি গরীব, তোমার উপর জমীদারের কেমন বিচার হয়? আমাদের গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র প্রজার উপর সেইরূপ বিচার করিতেছেন। একে ত আমাদের দুই বেলার উদরান্নের সংস্থান নাই, ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্রতম প্রদেশ ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই। তাহার উপর দুর্ব্বিসহ করভার—খাও, না খাও গবর্ণমেণ্টের আকণ্ঠ পুরিয়া কর দাও—ঋণের জন্য কর দাও, দায়ের জন্য কর দাও, বিপদগ্রস্ত হইলেও কর দাও, রাজ্য লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য কর দাও। কেবল দ ও দাও শব্দে প্রজা উত্যক্ত। "অস্তি নাস্তি ন জানাতি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ" কেবল দেহি দেহি শব্দে শোষণ করিতে করিতে ইংরাজ যদি আবার জ্ঞাতিবর্গের প্রতিপালন ভার আমাদের স্কন্ধে ফেলিয়া দেন, তবে সে কি ভয়ানক পীড়ন স্বার্থপর গবর্ণমেণ্ট তাহা অনুভব করিতে পারেন না। বাস্তবিকই আমাদের এইরূপ পীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে। ইংরাজের জ্ঞাতি কুটুম্বের উদর পূরণ করিতে করিতে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছি। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র স্বরূপ ভারতের বক্ষের উপর বসিয়া শ্মশ্রু উৎপাটন করিতেছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহারা স্বদেশে বসিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ভারতবাসীর কুটির লুণ্ঠন করিতেছেন, তাঁহাদের বিলাস বৈভবের জন্য কেন যে গবর্ণমেণ্ট আমাদের স্কন্ধের উপর হন্তা হন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা যদি এক শিশি পাট লইয়াও বিদেশে বিক্রয় করিতে যাই, তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্ট বলিবেন অগ্রে আমাদের পাওনা গণ্ডা দাখিল করিয়া যাও। দেশে বসিয়া যদি ফিরি করিয়া মুড়ি কড়াই বিক্রয় করি, গবর্ণমেণ্ট আমাদের সিকি পয়সা মুনফা হইতেও রাজভাগ কাড়িয়া লন; আর ম্যাঞ্চেষ্টারের পদাক্রান্ত বণিক জাতি কাপড়ের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া দেশের সমুদয় ধন লুটিয়া লইতেছেন গোরাঙ্গদেব বিনামূল্যে সুরা সুধার স্রোত প্রবাহ ভারতের দিকে বহাইয়া দিয়া ভারতবাসীর যথাসর্ব্বস্ব ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছেন, কাচের গ্লাস, চীনের বাসন, তদ্রূপ বিলাসের সামগ্রী জাহাজ ভরিয়া আনয়ন করিয়া ভারতবাসীর ধন সম্পত্তি হরণ করিয়া লইতেছেন—অথচ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের এক কপর্দ্দকও স্পর্শ করিবেন না—কারণ তাহারা জ্ঞাতি। পরের জন্য জ্ঞাতিবিরোধ কেন করিব? পরের দায়ে ঘরের অর্থ কেন ছাড়িব? পরের দারিদ্র্য হরণ করিয়া ঘরের স্বার্থ কেন পরিত্যাগ করিব?

গবর্ণমেণ্ট এই ভাবিয়া আমদানি শুল্ক রহিত করিয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টারের উপর স্বদেশীয় বণিকদিগের উপর ইংরাজের বড় ভয়। প্রজাপীড়নের উপর গবর্ণমেণ্টের ততদূর ভয় নাই, প্রজাদিগের জন্য তাঁহাদের ততদূর দয়া নাই স্বার্থান্ধ হইয়া অধর্ম্ম ও পক্ষপাতিত্বের জন্য অণুমাত্রও আত্মগ্লানি নাই। এত বড় স্বার্থপর শোষক রাজা কেহ কি কুত্রাপিও দেখিয়াছেন?

গবর্ণমেণ্ট কোন্ যুক্তিতে আমদানি শুল্ক রহিত করিয়াছেন বলিতে পারি না। আমরা যখন ঘরের জিনিষ বিলাতে বিক্রয় করিতে যাইবার সময় গবর্ণমেণ্টকে ষোল আনা প্রণামী দিয়া যাই, জ্ঞাতি কুটুম্ব কেন তাহা দিবেন না? বিদেশী লোকে বাহিরের জিনিষ আনিয়া আমাদের দেশে বিক্রয় করিবার সময় কেন আমরা কর না লইয়া ছাড়িয়া দিব? বিদেশীরা যে মুনফা করিয়া লন, সে অর্থ কি আমাদের দেশে থাকিতে পায়? আমাদের দেশ হইতে যখন বিদেশী বণিক লাভ করিয়া লইয়া যান, সে লাভে রাজার অংশ কেন আমরা ছাড়িয়া দিব?

গবর্ণমেণ্ট নিজেই পরগ্রাহিতা ও অবিমৃষ্যকারিতাদোষে পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইয়া ঘরে আসিতেছেন আর কুকর্ম্মান্বিত পুত্র যেমন বিপদগ্রস্ত হইয়া পিতামাতার স্কন্ধে পতিত হয়, পীড়ন করিয়া পিতামাতার নিকট অর্থ সংগ্রহ করে, সেইরূপ প্রজার স্কন্ধে পতিত হইয়া "দেহি দেহি" শব্দে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমদানি শুল্কে অর্থাগমের প্রশস্ত উপায় থাকিতে কেন যে ঘৃণিত ইন্‌কম ট্যাক্স, কেন যে একশত কুড়ি লক্ষ টাকার ঋণ প্রার্থনা, আবার কেন যে কর বৃদ্ধির কল্পনা, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ সকল কখনই মঙ্গলের লক্ষণ নহে। গবর্ণমেণ্ট একটু স্বার্থদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন, দরিদ্র প্রজাকে রক্ষা করুন, চক্ষুলজ্জার আবরণ ভেদ করিয়া আমদানি শুল্ক স্থাপন করুন। কথায়

কেবল প্রজাপালন চলে না। দেশলাই কাঠি, রেলের গাড়ী আর তারের সংবাদেই কেবলপ্রজার উন্নতিসাধন হয় না। দুই দুকি আহার করিতে পাইয়া যদি আমাদের পদব্রজে ভ্রমণ করিতে হয় চকমকি ঠুকিয়া আগুন জ্বালিতে হয়, আর লোক পাঠাইয়া দেশ দেশান্তরের সংবাদ আনিতে হয়, সে আমাদের সহস্র অংশে শ্রেয়স্কর। গবর্ণমেণ্ট কথার উন্নতি ছাড়িয়া দিন, ন্যায়ানুগত অর্থাগমের উপায় অবলম্বন করিয়া যদি আমাদের অন্যায় করভার মোচন করিতে পারেন তাহার চেষ্টা দেখুন।

ইন্‌কম্ ট্যাক্সে যে অর্থ উপার্জ্জন হইতেছে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কোন সাহায্য হয় নাই, বরং প্রজার বিলক্ষণ সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমদানি শুল্ক স্থাপন করিলে যে অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের অনেক সঙ্কুলন হয়, প্রজার নিকট আর ইন্‌কম্ ট্যাক্স আদায় করিবার আবশ্যক হয় না। প্রজাপীড়ন করিয়া জাতি রক্ষা করা রাজার ধর্ম্ম নহে। গবর্ণমেণ্ট যদি অর্থাভাবে কাতর হইয়া থাকেন, চতুর্দ্দিকে বিপদ গ্রস্ত হইয়া থাকেন তবে চক্ষুলজ্জা ছাড়িয়া দিয়া আমদানি শুল্ক স্থাপন করুন। ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে যাহা প্রাপ্য তাহা অনুচিত ভয়ে ছাড়িয়া দেওয়া ভীরু ও স্ত্রীলোকের কর্ম্ম।

—••—

গত ৩০ এ আগষ্ট পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের স্লেটার নামক একজন ইংরাজ গার্ড কয়েকজন স্ত্রীলোকের উপর আক্রমণ করে। তাহাদের মধ্যে রোহিণী নাম্নী একটী বিধবা স্ত্রীলোক যেরূপে সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে উক্ত রেলওয়ের অধ্যক্ষ স্লেটারকে সস্পেণ্ড করিয়াছেন। প্রধান ইনস্পেক্টর ক্রেন সাহেব মনোযোগপূর্ব্বক মকদ্দমার তদারক করিতেছেন। ইনস্পেক্টর ক্রেন সাহেব যেরূপ বন্ধুর সহিত কার্য্য করিতেছেন তাহাতে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইনি সফলকাম হইলে সাধারণের নিকট যে যশোলাভ করিবেন। সহযোগী "সঞ্জীবনী" রোহিণীর নিজের মুখের এজেহার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

"চাকদহ ষ্টেষণ হইতে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট করিয়া পোড়াদহ ষ্টেষণে নেমে পাবনা যাওয়ার মানসে আমি ও আমার সঙ্গী মহেশ মণ্ডল ও কোঙ্কর মণ্ডল ১২ ই ভাদ্র বেলা ১০ টার সময় গাড়ীতে উঠি। আমি স্ত্রীলোকের গাড়ীতে উঠিলাম সেই সময়ে গাড়ীতে ৮।১০ জন স্ত্রীলোক ছিল। মধ্যে কোন ষ্টেষণে একটী যাত্রীত সমুদায় স্ত্রীলোক নামিয়া গেল ও আর একটী স্ত্রীলোক আসিয়া উঠিল। অপর দুইটী স্ত্রীলোক জাতিতে বোষ্টম ছিল। আমরা সকলেই প্রায় এক বয়সী (৩২।৩৬)। গার্ড আসিয়া আমাদিগকে নামিতে বলিল আমি বলিলাম "এ গাড়ীতে যেটা হলে সেই আমরা নাম্‌ব কেন?" তাহাতে সে বলিল। "জোর কর কেন, নাম।" তখন আমরা নামিয়া পড়িলাম। গার্ড আমাদিগকে সকলের আগের গাড়ীতে লইয়া গেল। ইহার আগে আর কোন যাত্রীর গাড়ী ছিল না। কেবল এক গাড়িতে কয়েকটা সাহেব ছিল। আমি আমার সঙ্গী পুরুষেরা যে গাড়িতে ছিল তাহাতে যাইয়া বসিতে চাহিলাম। কিন্তু গার্ড বলিল যেটা তোমাদের গাড়ীতে উঠিতে পারিবে না। আমরা সাহেবের নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে উঠিলে সাহেব আমাদিগকে দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়া গেল গাড়ী ছাড়িলে সাহেব আমাদের গাড়ীর দ্বারের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া হাত ছাউনি দিতে লাগিল। প্রায় আটবার আসিয়া এরূপ করিয়া ফিরিয়া গেল। আমরা বেঞ্চের উপর বসিয়া ছিলাম, কিন্তু নর আটেক আসার পর আমরা ভয়ে বেঞ্চ হইতে নামিয়া বসিলাম। জানালা খোলা ছিল; আমি জানালা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু না পেরে নেমে বসিলাম। সাহেব আমাদিগকে না দেখিতে পাইয়া জানালা দিয়া গর্দ্দান পর্য্যন্ত বাহির করে উঁকি মেরে দেখতে লাগিল। যেমন উঁকি মের দেখা অমনি আমি দাঁড়াইয়া বল্লুম "বাবু তোমরা কর্ত্তা আমাদের পিতা স্বরূপ, এমন কচ্চন কেন।" ইহাতে সাহেব জিজ্ঞাসিতে কি বলিল বুঝিতে পারিলাম না। সেবার ফিরে গেল, গিয়েই আবার তখনি ফিরে এসে খপ্ করে দ্বার খুলে ফেল্লে যাই দ্বার খুলে গার্ড এক পা গাড়িতে দিয়াছে অমনি আমি অন্য দিকের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়িয়া গেলাম। জাত যাব যাবে এই ভয়েই প্রাণের আশা ছেড়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়িয়াছিলাম। অন্য দুইটী স্ত্রীলোক আমাকে পড়িতে ও সাহেবকে গাড়ীতে আসিতে দেখিয়া "আর্ত্ত আর্ত্ত" করিতে লাগিল, একজন আমার পায়ের খোড়ায় আসিয়া পা ধরতে অমনি আমি ও হাতে ছুটে গেয়ে পড়িয়া গেলাম। আমি পড়িয়া গিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়েছি তাহার পর কি হইয়াছে জানি না। যখন জ্ঞান হইল তখন দেখি বনের মধ্যে পড়ে আছি। আমি চেয়ে দেখি অনেক লোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটী ছেলে ভিজে গামছা নিঙড়ে মাথায় জল দিতে চাহিলে আমি হাত নাড়া দিয়ে নিষেধ করিলাম। কথা বলিতে পারিলাম না। আমার জ্ঞান হয়েছে ইহার অনেক পরে সঙ্গীয় লোক দুইটী আমার কাছে আসিয়াছিল। যেখানে পড়েছিলাম সেই খানেই গাড়ীতে উঠাইয়া নিয়া গেল, কোন্ ষ্টেষণে নামালে বলিতে পারি না বোধ হয় দামুকদিয়ার কাছে নামাইয়া ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় ব্যথা হয়েছে" পাছে হাঁড়পাতালে দিয়ে যায় এই ভয়ে আমি বলিলাম "পিঠে ব্যথা হয়েছে ও মুখ দিয়ে একটু আধটু রক্ত পড়ে ছিল" কিন্তু আমার মাজায় ও মাথায় ব্যথা হইয়াছিল ও নাক দিয়ে রক্ত পড়তেছিল তাহা বলি নাই। পিঠে মালিস করিতে দিয়া এক শিশি ঔষধ দিল আমাকে যাইতে বলিল। সারাঘাট (দামুকদিয়া) ষ্টেষণে ভাড়া দিয়ে পোড়াদহ এসে জুটিনা যাইয়া নৌকা ভাড়া করে পাবনা গেলাম।

প্রাপ্ত

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যুর পর বাঙ্গালা সংবাদপত্রের একজন মুরুব্বি খাড়া হইয়াছেন। মুরুব্বি আমাদের দুগ্ধপোষ্য দৈনিক। আমরা বাল্যকালে "গুরু মহাশয়" ও "ঠাকুরদাদার" খেলা খেলিতাম। দলের মধ্যে একজন গুরু মহাশয় সাজিয়া ছড়ি করে "ন্যাক ন্যাক" করিত, কখনও মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া ঠাকুরদাদা সাজিয়া বালকদিগের পশ্চাতে ধাবমান হইত। দৈনিক আজ গুরু মহাশয় সাজিয়া মনে করিয়াছেন দুই বৎসর বয়ঃক্রমে আমি কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে একজন হইয়াছি; যাঁহারা ত্রিশ বৎসরকাল কলম পিসিয়া বুড়া হইতে চলিলেন, তাঁহাদের উপর একবার টেক্কা মারিতে শিখিয়াছি। বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার মত দৈনিক "সোমপ্রকাশের" উপর হস্ত বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। গুরুদেবের মৃত্যুর পর এক সোমবার হইতে দ্বিতীয় সোমবার পর্য্যন্ত সোমপ্রকাশ শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া বাহির হইয়াছিল। দৈনিক তাই বলিতেছেন বয়াটে ছেলে মুরুব্বিহীন হইলে যেমন হয়, সোমপ্রকাশের আজ সেই অবস্থা হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন সোমপ্রকাশ যে যাবৎকাল [illegible] শোকপ্রকাশ করিতেছেন

"খানঝঁড়া" পরিয়া বাহির হইলেই হিন্দুর হিন্দুয়ানী রক্ষা পাইত। বালকের এরূপ ধৃষ্টতা সকল সময়ে মার্জ্জনীয় হয় না। যেসকল অকাল পরিপক্ক বালক একেবারেই মুরুব্বিয়ানা করিতে যায়, তাহাদের দ্বারা দেশের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না। সেই জন্যই লোক সমাজে তাহাদের কিছু শিক্ষা পাওয়া উচিত। যাহারা বাল্যকাল হইতে "মুরুব্বির" নিকট শিক্ষিত হইয়া আসিতেছে, মুরুব্বির চিন্তাশীলতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অভ্যাস করিয়া আসিতেছে তাহাদের পূর্ণ বয়ঃক্রমকালে মুরুব্বির মৃত্যু হইলে "বয়াটে" হইতে হয় না। কিন্তু যাহারা জন্ম হইতেই মুরুব্বিহীন, উৎসর্গীকৃত ষণ্ডের ন্যায় বন্ধনহীন হইয়া যাহারা দেশের লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া বেড়ায়, যাহারা বাল্যকালে গুরু মহাশয়কে ফাঁকি দিয়া বিদায় হয় গুরু ও শিক্ষকের অবমাননা করিয়া জ্ঞানী হয়, সাধুচরিত্র ব্যক্তিগণের কুৎসা ঘোষণা করিয়া মানভাজন হয়, আর সকল কার্য্যের অগ্রণী হইয়া, জ্যেষ্ঠতাতত্ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া স্বীয় মূর্খত্বেরই প্রকাশ করিয়া বসে, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে মুরুব্বিহীন। এই সকল মুরুব্বিহীন বালক আজ কাল গুরুদেবের প্রবর্ত্তিত বাঙ্গালা সংবাদপত্রের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দৈনিক সোমপ্রকাশের কৃষ্ণবর্ণের শোকবেশ দেখিয়া বলিয়াছেন সোমপ্রকাশের এ বিদেশীয় প্রথানুযায়ী কাল পেড়ে কাপড়। আমরা বলি বালক! শোকের সঙ্গে কৃষ্ণবেশ বিদেশী প্রথার অনুকরণ নহে। আমাদের দেশেও কৃষ্ণবস্ত্র পুরাকালে শোকচিহ্নজ্ঞাপক ছিল। রাম যখন দণ্ডকারণ্যে দশরথের মৃত্যু সংবাদ পাইলেন তখন তিনি বল্কলবাস পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণবাসের অভাবে কৃষ্ণাজিন পরিধান করিয়াছিলেন। কুরুকুল ধ্বংস করিয়া পাণ্ডবগণ যখন গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধাদি করিতে যান তখন তাঁহাদের কৃষ্ণবর্ণই পরিধেয় ছিল। ম্যাঞ্চেষ্টারের ব্যবসায়ীরা রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে ভারতবর্ষে লঙ্ক্লথ নয়ানসুক ও মলমল পাঠাইতে পারেন নাই। তখন শোকবেশ ধরিতে হইলে কৃষ্ণবেশই পরিধান করিতে হইত। এ সকল জানিতে গেলে পড়া শুনার আবশ্যক করে। দৈনিক পরশ্ব দিন হইতে হিন্দুয়ানীর ঢাক বাজাইতে শিখিয়াছেন। "না পড়ে পণ্ডিত" জেঠা ছেলের মত তাঁহার মুখে এসকলের বিচার আচার কি ভাল শুনায়? দৈনিকের আবার গুণও অনেক। সোমপ্রকাশ মাসাবধি কৃষ্ণবেশ ধারণ করিয়াছে এটা কি সত্য কথা? এক সোমবার হইতে দ্বিতীয় সোমবার পর্য্যন্ত কয় দিন? যে হিসাবে দৈনিক ও বঙ্গবাসী আপনাদের ২০ হাজার ও ৮ হাজার গ্রাহক বলিয়া প্রকাশ করেন এক সপ্তাহ কাল বুঝি সেই হিসাবেই তাঁহাদের নিকট এক মাস? একটা বিষয়ে আমরা দৈনিককে বাহবা দিই। বালকের যথেষ্ট সাহস ও সহিষ্ণুতা আছে। জানা হউক না জানা হউক, ঝট করিয়া একটা মত প্রকাশ করিতে দৈনিক বড় পটু। সে জন্য যদি তিরস্কার খাইতে হয় দৈনিক তাহা অম্লান বদনে সহিতে পারেন। আমরা এ সকল অকাল পরিপক্ক বালকের উপায় কি হইবে ভাবিয়া পাই না। আবার যে সকল অপক্ব বুদ্ধি লোক ইহাদিগের কথায় ভুলিয়া বিপথগামী হইতেছে তাহাদের জন্যও আমাদের দুঃখ হয়। এই বালকদের কি শাসনকর্ত্তা নাই? শুনিয়াছি শশধর তর্কচূড়ামণি ইহাদের উপর কৃপা করিয়া থাকেন। চূড়ামণি মহাশয় বালকদিগকে অধঃপাতে যাইতে দেখিয়া কি একবার চক্ষু রাঙ্গাইতে পারেন না? ইহাদিগকে তাঁহার বাল্যাশ্রমে রাখিয়া কিছু দিন শিক্ষা দিলে দেশের অনেকটা মঙ্গল হয়।

দৈনিক ও বঙ্গবাসীর একটা উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য আপনাদের পসার বৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি লাভ। ইহারা ফুঁড়িয়া বড় হইবেন আর একেবারে রাজ্যের টাকা গুড়াইয়া ব্যবসায় আড়ম্বর বাড়াইবেন। বালকের আশা অনেক। এই পূজার সময় আমরাও আশীর্ব্বাদ করি দৈনিক কুবেরপতি রাজা হউন। কিন্তু লাফাইয়া কেহ বড় হইতে পারে না। "ফাজবড়া" বলিয়া লোকের নিকট বড়াই করিলে কেহ মান দেয় না, আর লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের উপর অযথা আক্রমণ করিলেও প্রতিপত্তি পাওয়া যায় না। যদি গুণ থাকে সমাদরের জন্য ঢাক বাজাইতে হইবে না। গুণীর গুণ ঘরে বসিয়াই বিস্তৃত হয়। বালক দৈনিক বয়স হইলেই বুঝিতে পারিবেন গুরুকে অবমাননা করিলে গুরুর তাহাতে গুরুত্ব যায় না, লঘুরই বরং লঘুত্ব প্রকাশ পায়। যদি বুদ্ধিমান হন দৈনিকের পাঠকও তাহা বুঝিয়া লইবেন। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে বয়াটে ছেলেদের আক্রমণে সোমপ্রকাশের কোন ক্ষতিই হইবে না।

আমরা নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রখানি প্রকাশ করিলাম। দৈনিক যেরূপ বালচাপল্য প্রকাশ করিয়া সোমপ্রকাশের নিন্দা করিয়াছেন তাহা সোমপ্রকাশের প্রতিবাদের যোগ্য নহে। সেজন্য এসম্বন্ধে আমাদের কোন মতামত প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। লেখক বলিয়াছেন কেবল সাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়াই এই পত্রের উদ্দেশ্য। আমরাও কেবল সেই উদ্দেশ্যে এইপত্র খানি প্রকাশ করিলাম।

সোঃ—সঃ

কোম্পানির কাগজের দর।

৪ টাকা সুদের কাগজ		৯৮
৪৷০ ১৮৭০	(১৮৮)	১০০—
৪৷০ ১৮৭৮।৭৯	(১৯৩)	১০২—১০৩৸৹
৪৷০ ১৮৭৯	(১৮৯৩)	ঐ ঐ

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১৩ ই সেপ্টেম্বর। পার্ণেল সাহেব পার্লিয়ামেণ্টে যে বিল উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে আদালত সমূহকে দুই বৎসরের খাজনা মাপ করিবার এবং অর্দ্ধেক খাজনা কমা দলে করী হইতে বেদখলী রহিত করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

সোফিয়া ১৩ ই সেপ্টেম্বর। কল্য জাতীয় সভার অধিবেশন হইয়াছিল. রাজপ্রতিনিধিগণ যে ঘোষণা বাহির করিয়াছেন তাহাতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং রাজনৈতিক সম্প্রদায়কে নির্ব্বিবাদে আপন কার্য্য করিতে দেওয়া হইয়াছে। বুলগেরিয়ার এক জন রাজা নির্ব্বাচন জন্য শীঘ্রই একটী সভা আহূত হইবে। ঐ ঘোষণার উত্তরে রুষীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, যদি শান্তি রক্ষিত হয় তবে তাঁহারা রাজপ্রতিনিধিগণকে মানিবেন এবং যাহাতে রুষের সহিত বুলগেরিয়ার মিলন হয় তাহার চেষ্টা দেখিবেন। যত দিন না সাধারণের মন একটু শান্ত হয় ততদিন পর্য্যন্ত রাজা নির্ব্বাচন কার্য্য স্থগিত রাখিবার জন্য রুষীয় গবর্ণমেণ্ট পরামর্শ দিয়াছেন।

জার বলগেরিয়ার গবর্ণমেণ্টের অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়াছেন যে, যদি দেশমধ্যে শান্তি রক্ষিত হয় তবে তিনি উক্ত দেশ রক্ষা করিবেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৩ ই সেপ্টেম্বর। পোর্টি প্রিন্স আলেকজাণ্ডারের সিংহাসন ত্যাগ মানিয়াছেন।

কোন রাজ্য কর্ত্তৃক বলেরিয়ার দখল নিবারণ জন্য সুলতান রাজন্যবর্গকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার উত্তরে তাঁহারা বলিয়াছেন যে কেহই উক্ত দেশ অধিকার করিবেন না।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৭ ই সেপ্টেম্বর বলগেরিয়া যে বিপদে পড়িয়াছে তাহা হইতে উদ্ধার জন্য জেনারেল কুলবার পরামর্শ দিবেন।

সোফিয়া ১৭ ই সেপ্টেম্বর। বাল্গা প্রিন্স আলেকজাণ্ডারকে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা, বলগেরিয়ার জাতীয় সভা তাঁহাদিগের বিদেশ নিন্দা করিয়াছেন এবং যাহাতে তাঁহারা দণ্ড পায় তজ্জন্য রাজপ্রতিনিধিগণকে অনুরোধ করিয়াছেন।

সোফিয়া ১৮ ই সেপ্টেম্বর বিদ্রোহিগণের বিচারার্থ বলগেরিয়ার জাতীয় সভা একটা আইন পাশ করিয়াছেন, জাতীয় সভা এক্ষণে বন্ধ হইয়াছে। আগামী ২৫ এ নূতন জাতীয় সমাজ গঠিত হইবে।

মস্কো ১৮ ই সেপ্টেম্বর। একখানি রুষীয় সংবাদপত্রপূর্ব্ব ইউরোপ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন রুষিয়ার সৈন্যগণ অপ্রস্তুত অতএব রুষিয়া বলগেরিয়া সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করেন তাহা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।

—❀❀—

হাইকোর্টে বিচারপতি স্যাকডোনাল্ডের শূন্যপদ আর কাহাকেও নিযুক্ত করা হইবেনা। ষ্টেট সেক্রেটারি হুকুম দিয়াছেন ১২জন জজের অধিক যাঁহারা জজস্বরূপে কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদের পদশূন্য হইলে শূন্যস্থান আর পূরণ হইবেনা।

কলিকাতা পুলিস কোর্টের বারকমিটী স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা আর মুক্তিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিবেন না। উক্ত আদালতে এমন অনেক উকিল আছেন যাঁহারা এই সভার সভ্য নহেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন মক্কেলের অন্বেষণে আদালতের ভিতরে ও বহির্ভাগে বেড়াইয়া থাকেন। বারকমিটী এই সকল উকিলকেই অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারা যেন আর আদালতের ভিতরেও বহির্ভাগে ভ্রমণ করিয়া না বেড়ান।

কলমুদ্দি নামক এক ব্যক্তির হত্যা অপরাধে কলিকাতার ডি, এম, ট্রেল নামক একজন ইউরোপীয় মুদ্রাঙ্কন ব্যবসায়ী পুলিস কোর্টের বিচারাধীন হইয়াছেন। প্রসিকিউসন পক্ষের কয়েকজন সাক্ষী বলিয়াছে কলমুদ্দি কার্য্যে ব্যস্ত ছিল এমন সময় ট্রেলের একজন বন্ধু তাঁহাকে কোন একটী কার্য্য করিবার জন্য হুকুম করেন। কলমুদ্দির হাতে কাজ থাকায় সে বলিল "এখন থাক্, একটু বিলম্বে করিব।" সাহেব উহাতে ক্ষেপিয়া উঠিয়া ট্রেলের নিকট যাইয়া আবেদন করে। ট্রেল অবিলম্বে কলমুদ্দির নিকট আসিয়া দুই একটী কথান্তরের পর কলমুদ্দিকে আঘাত করে। কলমুদ্দি সেই আঘাতে ভূতলে পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করে। জুরিরা ট্রেলকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন লইয়া ট্রেলকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রসিকিউসন পক্ষের একজন সাক্ষীকেও নাকি অবরুদ্ধ করা হইয়াছে। মকদ্দমাটী যতদিন বিচারাধীন আছে আমরা এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে চাহিনা।

বিবিধ সংবাদ।

লোসপানক একব্যক্তির প্ররোচনায় ১৬ হাজার ফরাসী রমণী নিজের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পেনামা খালের ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। মার্ভ হইতে তারে সংবাদ আসিয়াছে একপক্ষ কাল কাইজাবাদ নামক স্থানে আফগান ও সাবাক্সীন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

আফগানের উদ্দেশ্য সাবাকসীনকে করায়ত্তভুক্ত করা। পঞ্জাব হইতে যে ইংরাজ সৈন্য পাঠান হইতেছে তাহার উদ্দেশ্য কি এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। রুষের কার্য্য এখনও কিছু শুনা যায় নাই।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সম্প্রতি বিদ্রোহ বাঞ্জক আর একখানি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে প্রকাশ্য স্থানে সমূহে আরও একখানি বিদ্রোহ বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। গতিক ভাল নহে। অনুসন্ধান করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

খাদ্য দ্রব্যের বিকৃতি নিবারক পাণ্ডুলিপিখানি গতবারের ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করা হয়। সভ্যগণ সকলেই বলিয়াছেন আইনখানি অসম্পূর্ণ হইয়াছে। সকলেই আইনের প্রকৃত অভাবগুলি বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছেন উপস্থিত বিলখানি বিধিবদ্ধ হইলে কোন ক্রমেই ফলদায়ক হইবে না। ব্যবস্থাপক সভায় সেদিন বিলখানি পাস হয় নাই, উপযুক্ত সংশোধনের জন্য সম্প্রতি সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হইয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যে সিলেক্ট কমিটী মতামত প্রকাশ করিবেন এইরূপ কথা হইয়াছিল। খাদ্য দ্রব্য বিশেষতঃ ঘী, চিনি ও মুকা দেওয়া দুগ্ধ লইয়া যেরূপ আন্দোলন উঠিয়াছে তাহাতে পূজার পূর্ব্বেই এসম্বন্ধে কোন আইন বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। ছোটলাট দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, আবার শীঘ্রই দার্জ্জিলিংএ প্রত্যাগমন করিবেন।

চৌবাটী নামক স্থানে একজন মুসলমান তাহার স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিয়া নিজের একটী শিশুসন্তানকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করে। কিছু ক্ষণ পরে সে স্থির থাকিতে না পারিয়া কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। সন্তানটী মরিয়াছে। পিতাকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করিয়া পুলিসের হস্তে দেওয়া হইয়াছে।

১৮৭৭ অব্দে নদীয়ার ধর্ম্মাবতার সেসনজজ রাণাঘাট নিবাসী বাবু ভুবনমোহন দত্তের স্ত্রী নিস্তারিণী দাসীকে একাদশ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস ও ২৫০ টা আর্থিক দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। টাকা না দিতে পারিলে আর এক বৎসরের কারাদণ্ডের বিধান হয়। ছোটলাট টমসন সাহেব সেদিন যখন ভাগলপুর পরিদর্শন করিতে যান, তখন এই রমণীকে ক্ষমা করিয়া অব্যাহতি দিবার জন্য তাঁহার নিকট অনেকগুলি আবেদন করা হয়। বালিকা বিদ্যালয় দেখিতে গিয়া একটী বালিকার হস্তে ও তিনি এইমর্ম্মে আর একখানি আবেদন প্রাপ্ত হন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম ছোটলাট এই সকল আবেদন গ্রাহ্য করিয়া নিস্তারিণীকে আগামী ২৬ এ অক্টোবর হইতে খালাস দিবার অনুমতি দিয়া আসিয়াছেন। এই সদয় ব্যবহারে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

কান্ত তেওয়ারীর মকদ্দমার আপিল ডিসমিস হইয়াছে। কেবল কান্তের স্বামীর ৩ বৎসরের স্থানে দুই বৎসরের সাজা হইয়াছে। এই মকদ্দমাটী যাহাতে হাইকোর্টে পাঠান হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ইন্দোর, ভুপাল ও গোয়ালিয়ারের অনুকরণ করিয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অনেক দেশীয় রাজা মহারাজা হইতে, আমদানী শুল্ক উঠাইয়া দিতেছেন। রাজগণের এই সদাশয় কার্য্যে ভারতবাসী মাত্রেরই প্রীতি উৎপাদন করিয়াছে।

পুনার দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে লর্ড রিয়াই স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতা স্থলে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন হিন্দুর বিবাহ প্রথার উপর গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার কোন ইচ্ছা নাই।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একটী ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন করা হয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন।

ফিয়াসে উত্তর পশ্চিমের ছোট লাট সার আলফ্রেড লায়েলের নামে মান হানীর দাবীতে নালিস করিবার জন্য বড় লাটের সম্মতি প্রার্থনা করেন। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম বড়লাট উহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই। এই কি বিচার? একে ভীরুতা?

গত সপ্তাহের কয়েক দিন ধরিয়া ঢাকায় যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছে এমন বৃষ্টি আর কখনও দেখা যায় নাই। নদীর জল নগরের ভিতর হইতে ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইতেছিল। বৃষ্টির বেগে আবার পূর্ব্ববৎ প্রবল হইয়া ঢাকা নগরী প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে অনেক গুলি ইষ্টক নির্ম্মিত ঘর বরুণের উদরসাৎ হইয়াছে। দরিদ্রের আর দাঁড়াইবার স্থান নাই।

উলুবেড়িয়া নিবাসী একজন মুসলমান কিছুদিন অনাহারে থাকে। তার পর ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মঘাতী হইয়াছে।

ঋণপীড়িত একব্যক্তি স্বীয় সন্তানগণের আহার যোগাইতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

হাইদ্রাবাদের নিজাম বড়লাটের সম্ভাষনার্থ ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। টাকা কি কাঁদড়াগ?

শৈশব বিবাহের বিরুদ্ধ কলিকাতার টাউন হলে যে সভা হয় তাহা বিলাতের মহাসভায় কর্ণে উঠিয়াছে। লেথব্রিজ সাহেব জিজ্ঞাসা করায় আমাদের নূতন ষ্টেট সেক্রেটারি উত্তর দিয়াছেন ভারত গবর্ণমেণ্টকে এই সভার আলোচনা সম্বন্ধে প্রকাশ্য ভাবে জ্ঞাপন করা হয় নাই।

আবা দিগে একদিন একটী উল্কাপাত হয়। উল্কাপিণ্ড ৬ ফিট মাটির ভিতর প্রবেশ করে। গবর্ণমেণ্ট এক হাজার মুদ্রা দিয়া এই পিণ্ডটী ক্রয় করিয়া একটী কাযখানার ভিতর রাখিয়াছেন। উহার এক একটী অংশ নানা স্থানের বিজ্ঞান সভায় প্রেরণ করা হইবে।

টেবানদী দিন দিন স্ফীত হইতেছে। শীঘ্রই যদি মাজ্জাপের বাঁধটীর সংস্কার না হয় মাজ্জাপে ভ সিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

ফ্রান্স দেশের কোন সংবাদ পত্রের একজন পত্রপ্রেরক বলেন তথায় এক টী কুম্ভকর্ণের অবতার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি একজন রমণী। এই রমণী ক্রমাগত ১৯ দিন দিবারাত্র ঘুমন্ত ছিলেন। হাঁসপাতালে তাঁহার বাস. সেখানে এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে আর একবার ক্রমাগত ৫০ দিন তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখা গিয়াছে। শেষবার ২০ দিনের দিন জাগরিত হইয়াই উচ্চরবে হাস্য করিতে থাকেন। ১০ মিনিট কাল এইভাবে হাস্য করিয়া তাঁহার বড়ই ক্লান্তিবোধ হয়। ডাক্তারেরা তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন।

কোন পারস্য সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে এক জন রুষ এজেণ্ট মাণ্টির মোহাম্মদ আতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে তাঁহারা কিরূপ সন্ধি অনুসারে বাজোব কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে পারেন।

সার ফ্রান্সিস্ কোতে একটী বেলুন প্রস্তুত হইতেছে, উহা সকল বেলুনের অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে ১২ জন লোক বসিতে পারে।

অন্যান্য দেশের জেলে কয়েদিগণের যেরূপ মৃত্যু সংখ্যা বঙ্গদেশে তদপেক্ষাধিক। দেখুন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এটী বড় অগৌরবের কথা।

তেনজেভার এক দল বিচারাধিন কয়েদী গত ২ রা সেপ্টেম্বর জেল ভাঙ্গিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। একজন জমাদারের নিকট চুরুট ধরাইবার নিমিত্ত অগ্নি চায়। জমাদার অগ্নিদিতে অসম্মত হওয়ায় সে ব্যক্তি আরও কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া জমাদারের উপর আক্রমণ করে, এবং জেলের দ্বার ভাঙ্গিয়া বাহির হইবে এমন সময় একটা হট্টগোল উপস্থিত হয়। জেলের শীঘ্র সৈন্য নিবাসে সংবাদ দেওয়ায় একদল গোরা রেজিমেণ্ট আসিয়া পলায়নপর কয়েদিগণকে আটক করিয়া ফেলে।

প্রাপ্ত

কলিকাতা বৈদ্যসমাজ সংরক্ষিণী সভা।

মহাশয়। মনুষ্য যখন দিবেষ পরায়ণ হইয়া কোন একটা জিদ্ বজায় করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয় তখন তাহার দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। তাহার সে কার্য্যে দেশের সমাজের ও নিজের শত সহস্র অনিষ্ট হইলেও সে তাহা করিবে। মানুষের এই দুর্ব্বলতায় সময়ে সময়ে সমাজের অনেক আশামুকুল প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, অনেক উন্নতির সোপান গঠিত হইবার পূর্ব্বেই ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রমাণের জন্য অনেকদূর যাইতে হয় না হিন্দু সমাজের ৫০ বৎসরের ইতিবৃত্ত বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই বোঝা যায়। আজ অমৃতলালের প্রায়শ্চিত্ত লইয়া বৈদ্যসমাজ সংরক্ষিণী সভা যেরূপ আড়ম্বর করিয়া তুলিয়াছেন তাহাতে আমার উপরোক্ত কথাই প্রমাণীকৃত হইতেছে। সংরক্ষিণী সভা সামান্য অভিমানে যে জিদ্ বজায় করিবার জন্য তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিয়াছেন তাহার পরিমাণ যে কি শোচনীয় হইবে তাহা বোধ হয় উক্ত সভার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। তাঁহারা ধর্ম্ম ভেবে যে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন পরিণামে যে তাহা ঘোরতর অধর্ম্ম ও অত্যাচার বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগের আচরণ ও কার্য্যকলাপ ভবিষ বংশীয়দিগের আত্মসম্পাদের বিষয় হইবে।" সম্প্রতি উক্ত সভার সভাপতি ও সম্পাদকদ্বয়ের স্বাক্ষরিত এক খানি ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছে। তাহাতে বিলাত প্রত্যাগত হিন্দু সন্তান প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও অব্যবহার্য্য থাকিবেন। এই বিষয়টী বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়েস্থ ইত্যাদি জাতিকে জ্ঞাত করান হইয়াছে। উক্ত সভার ঘোষণা পত্র খানি পাঠ করিয়া মনে হইল বিদ্বেষ বুদ্ধির বশীভূত হইয়া একটা জিদ্ বজায় করিবার জন্য মানুষ না পারে এমন কাজই নাই। সংরক্ষিণী সভাকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা যে ঘোষণা পত্র প্রচারিত করিয়াছেন তাহা কি সমগ্র হিন্দু সমাজের অনুমোদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে? না কেবল কলুটোলা ও সাঁখারিটোলা এবং কেবল বাগের ২।৪ জন কেরাণী বৈদ্যের অনুমোদিত হইয়া প্রচারিত হইল? উক্ত সভার এরূপ বালসুলভ চপলতা দেখিয়া উক্ত সভার যে কিছুই গুরুত্ব নাই এবং উক্ত সভা যে বৈদ্যদিগের প্রতিনিধি সভা নহে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। জামালপুরে "বৈদ্যসমাজ সংস্কারিণী সভা" নামে একটী সভা আছে গত ১৮ ই শ্রাবণ উক্ত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র মজুমদার ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ সেনের স্বাক্ষরিত একখানি দীর্ঘ পত্র সংরক্ষিণী সভায় প্রেরিত হয়— সে পত্র সম্বন্ধে সংরক্ষিণী সভা কি করিলেন? তাহা সাধারণে প্রচার না করিয়া গোপন করিলেন কেন? ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে সংরক্ষিণী সভা বৈদ্যদিগের প্রকৃত প্রতিনিধি সভা নহে কেবল একটা দলাদলির আড্ডা মাত্র। উক্ত সভার কার্য্য কলাপে অসন্তুষ্ট হইয়া প্রায় ৩।৪ শত বৈদ্য একত্রিত হইয়া গত ২২ এ ভাদ্র সীথিতে শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বসাট মহাশয়ের বাটীতে বৈদ্যদিগের প্রকৃত প্রতিনিধি সভা সংস্থাপিত করিয়াছেন। সাতৈসকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মজুমদার আনন্দপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র চৌধুরী কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণ সভার অভিনেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীপুর, সাতসৈকা, কালিমহর, কাঞ্চনপল্লী, চুচুড়া ও গৌরীভার অনেক গণ্যমান্য বৈদ্যগণ সভায় উপস্থিত হইয়া বিলাত প্রত্যাগত বৈদ্য সন্তানকে যে সমাজে লওয়া একান্ত আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় গৌরীভা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সেন (যিনি সভাজাল গুপ্তের প্রস্তাবিত প্রায়শ্চিত্তের প্রথম স্বাক্ষরকারী) তিনি গৌরীভার এবং তাঁহার স্বজনপ্রাণী বংশতিলক ও গুণের বেনাই, কলিকাতার লোকের বাড়ি বাড়ি যাইয়া বলিতেছেন যে— যাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন তাঁহারা মূর্খ অতএব তাঁহাদিগের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া প্রায়শ্চিত্তের স্বপক্ষে মত দিবেন না। আমরা বলি হরিশ্চন্দ্র সেন ও তাঁহার বংশ তিলকের ন্যায় শত সহস্র প্রাণীর রাসভ চীৎকারে কেহই কর্ণপাত করিবেন না। অতএব সময় থাকিতে তাঁহারা গা ঢাকা দিউন। এই পত্রের সহিত প্রায়শ্চিত্তের স্বপক্ষে যে সভা হইয়াছে তাহার মন্তব্য পাঠাইলাম অনুগ্রহ করিয়া আপনার পত্রে প্রকাশ করিবেন।

মন্তব্য।

১। যে সকল বিলাত-প্রত্যাগত বৈদ্যসন্তান যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া মনায় পু হিন্দু-

সমাজভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে পুনর্গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক। প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই মত যে এরূপ পুনর্গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত, এবং হিন্দুদিগের আচার ও ব্যবহারের বিরুদ্ধ নহে।

২। হিন্দুধর্ম্ম সংরক্ষণ ও হিন্দুসম্প্রদায় মধ্যে কলহ ও মতভেদাদি নিবারণ করিতে হইলে উদারভাবে শাস্ত্রের প্রকৃত যথার্থ গ্রহণ করা আবশ্যক, নতুবা কেবল শব্দার্থ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা করা সুকঠিন হইবে।

৩। এই প্রশ্নসম্বন্ধে "বৈদ্যসমাজ সংরক্ষিণী সভা" যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত জাতীয় সভার অনুযায়ী নহে। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, কেবল আমাদেরই কেন আমাদের অধিকাংশ স্বজাতীয় মহোদয়গণই, এমন কি, উপরি উক্ত সভার অনেক সভ্যও ঐ সভার এই প্রকার ভাব দর্শনে দুঃখিত হইয়াছেন।

৪। যে সকল সদনুষ্ঠানের উপর আমাদের সমগ্র বৈদ্যজাতির মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, দলাদলি ও কলহের ভাব পরিহারপূর্ব্বক সমস্ত বৈদ্যসন্তানই তাহাতে যোগদান করিতে পারেন, এরূপ একটী প্রতিনিধি সভা সংস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। সুতরাং আপনারা বৈদ্য মহোদয়গণকে যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর আহ্বান ও পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণপূর্ব্বক যাহাতে তাঁহারা সকলেই এই সভার সভ্য হইয়া এরূপ শাস্ত্রসম্মত অনুষ্ঠানের সহায়ীভূত হন, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিতে আমাদের মধ্যে কেহই ত্রুটী করিবেন না।

৫। আপনারা বৈদ্যমহোদয়দিগকে পাঠাইবার জন্য একখানি যথোপযুক্ত নিবেদনপত্র প্রস্তুত ও সভার মন্তব্যগুলির সহিত সেই নিবেদন পত্র তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করণার্থ আপাততঃ একটী অস্থায়ী "কমিটী" নিয়োজিত করুন, এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই অস্থায়ী কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হউন।

ভ্রমণকারির পত্র।

আমরা অনেক দূর ভ্রমণ করিলাম, সদর মফস্বল সকল স্থলেই আজ কাল এলোপ্যাথিক চিকিৎসার বিস্তার। আমাদের আর্য্য চিকিৎসা একেবারেই লোপ পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকে বলিবেন এখন কয়েকজন বিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদীয় বৈদ্য দেশ ব্যবসায় বিস্তার করিতেছেন। আমরা কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। যে আয়ুর্ব্বেদের আধিপত্য আমাদের দেশে এক চেটে ছিল, সে স্থলে দুই পাঁচ জনকে স্থান বিশেষে কবিরাজি করিতে দেখিলে কি বলা যায় যে আর্য্য চিকিৎসা আমাদের দেশে প্রবল আছে? তবে কেবল লুপ্তপ্রায় বিদ্যার পুনরুত্থানের সূচনা হইতেছে মাত্র। এক্ষণে যে এলোপ্যাথি চিকিৎসা দেশ অধিকার করিয়াছে, উহাকে জীবনরক্ষক কি জীবননাশক বলিব তাহা স্থির করা কঠিন। আমাদের বিস্তার বর্ণনার আবশ্যক নাই, এলোপ্যাথির দোষ গুণ আজ কাল অনেকে উপলব্ধি করিতেছেন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে কথঞ্চিৎ উক্ত চিকিৎসা দ্বারা উপকার সম্ভাবনা আছে তাহাও ফলদায়িনী হয় না। আমরা প্রত্যেক অনেকগুলি গবর্ণমেণ্টের দাতব্যচিকিৎসালয় পরিদর্শন করিলাম এবং চিকিৎসালয়ের অনেক চিকিৎসকের সহিত আলাপ করিলাম, সকলেই বলেন ঔষধ অভাবে তাঁহারা সময়মত কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহাদের এই কথা তদ্ভিন্ন যেখানে সেখানে যমের সহোদর স্বরূপ যাঁহারা অবস্থিতি করেন তাঁহাদের হাতে যে কি ফল ফলে অনেকেই তাহা বুঝিতেছেন।

ধীরে ধীরে হোমিওপ্যাথি এ দেশের মধ্যে আধিপত্যের সূত্রপাত করিতেছে। ইহা আমাদের একটী মঙ্গলের বিষয় সন্দেহ নাই। কারণ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদের অনুরূপ। এলোপ্যাথিতে রোগীকে ঔষধ খাওয়াইয়া নাস্তানাবুদ হইতে হয় এ চিকিৎসায় তাহার কোন কষ্ট নাই, অতি অল্প মাত্র ঔষধের মাত্রা। বিশেষ যে যে স্থলে আমরা হোমিওপ্যাথি শিক্ষিত চিকিৎসকের চিকিৎসা পরিদর্শন করিতেছি সকল স্থানেই আনন্দ অনুভব করিয়াছি। সম্প্রতি প্রায় মাস বধি বনওয়ারিনগরের বনমালী দাতব্য চিকিৎসালয়ের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চিকিৎসাদি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার নিবাস কলিকাতার পর পার সাত্রাগাছি গ্রাম। প্রথম মেডিকেল কলেজে পাঠ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অপারক হন, তদপর আগ্রহের সহিত হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিয়া প্রথমে নেপাল সম্রাটের শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিয়া সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন, তারপর কাশ্মীরাধিপতির রাজধানীতে কিছু দিন থাকিয়া পরিশেষে ঢাকায় হোমিওপ্যাথি স্কুলের প্রফেসার হন। এক্ষণে প্রস্তাবিত স্থলে আছেন, শুনিতে, মির্জ্জা পাহলা সহরে যে সকল রোগী সিবিলিয়ান ডাক্তার পরিত্যাগ করেন, ইনি গিয়া তাহা আরোগ্য করেন। আর আমরা মাসাবধি নিকটে থাকিয়া ইহার মধ্য তড়াশের মেলাক্ষেত্রে এক পক্ষ হইল, এই নানাবিধ্নপূর্ণ বাদ দুমের মেলাস্থলের ইহার চিকিৎসা দেখিয়া হোমিওপ্যাথি ঔষধের প্রতি ও রামদাস বাবুর বহুদর্শিতার প্রতি যার পর নাই আকৃষ্ট হইয়াছি। নিবাত র বাক্যের ভাব শুনিয়া কয়েকটী রোগীকে আমাদের সাক্ষাতে ঔষধ দিলেন, তাহাদের তদনুসারে আরোগ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম এবং এজন্য এ সম্বন্ধে দেশীয় বিবরণাদি লেখা বন্ধ রাখিয়া হোমিওপ্যাথির বর্ণনায় বাধ্য হইলাম। আরও একটী বিশেষ আনন্দ এই যে অভাগ্যতঃ দৃষ্ট হয়, আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনেরা প্রায়ই ইংরাজী মেজাজে চলেন, কিন্তু রামদাস বাবুর সে ভাব তিলমাত্র নাই। হিন্দুয়ানিতে অচলাভক্তি শালগ্রাম শিলা সদত গলায় বাঁধা, যে স্থলে গমন করেন শীলা ভিন্ন এক পা যান না, প্রাতঃকালে পূজা ভিন্ন কোন কাজ করেন না এতদূর অমায়িক। একজন রাখাল গিয়া অসময়ে একটা কথা বলিলে তাহাতে বিরক্ত না হইয়া তাহার কথার উত্তর দিয়া সন্তোষ করেন, দিন দুঃখী কি মধ্যম অবস্থার লোক সকলকেই বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করেন, বাস্তবিক রামদাস বাবুর আদর্শ ডাক্তার মাত্রেরই হওয়া উচিত। আমরা অন্তরের সহিত রামদাস বাবুকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি এইরূপ অবিচলিতচিত্তে প্রকৃতিপুঞ্জের চিরমঙ্গল সাধনে যত্নবান থাকুন।

উপসংহারে বলি বনমালী বাবু উপযুক্ত চিকিৎসক পছন্দ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনিও ধন্যবাদের পাত্র, তবে বনমালী বাবু যেরূপ ডাক্তার পছন্দ করিয়াছেন, এইরূপ অন্য অন্য বিভাগের কর্ম্মচারী পছন্দ করিতে শিখুন। বড় লোকের সভা চাটুকারে পূর্ণ থাকে এ কথাটী যেন সর্ব্বদা স্মরণ করেন, আর কাষ্ঠকামের ন্যায় উগ্র স্বভাব কাণ্ডজ্ঞান হীন লোকের সংসর্গ হইতে যত অন্তর থাকিতে পারেন তাহার চেষ্টা করুন। বড় হইলেই একটু মনে অভিমান হয় যে তিনিই সকলই বুঝিতে পারেন, এবং চাটুকারের মোহিনীভাবে মোহিত হন, বনমালী বাবু সর্ব্বগুণে ভূষিত, এই জন্য তাঁহার প্রতি এ উপদেশ উপযুক্ত বোধে লিখিলাম, আর এক কথা ভদ্র লোকের বিশেষরূপ মনের ভাব না জানিয়া কেবল চাটুকারের কথায় কোনরূপ মতামত প্রকাশ না করেন।

—✽—

সোমপ্রকাশ

৩০ শ ভাগ। " ঐঁবর্ণতা প্রকৃতিস্থিতাভ পার্থিবঃ অব্যতী অতিজয়তী ন ভীবলা। " ৪৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫।০, | ১২৯৩ সাল। ১৯ এ আশ্বিন। ইং ১৮৮৬। ৪ ঠা অক্টোবর। ৭ রিপনাব্দ। ১৯ এ আশ্বিন। | অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

স্বর্গীয় পিতৃদেবের আদরের ধন এই সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রখানির দীর্ঘ-জীবন ও উন্নতি কামনায় নিম্নলিখিত মহোদয়গণের হস্তে অর্পণ করিলাম, সোমপ্রকাশ গুরুদেবের অনুবর্ত্তী হইয়া নির্ভীক চিত্তে লোকসমাজে বিচরণ করিবে। পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক সকলেরই আমরা মুখাপেক্ষী।

ট্রষ্টি	লেখক
পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।	শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস চক্রবর্ত্তী ডিপুটি কালেক্টর — আলীপুর।
বাবু কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পেনসনর (হাইকোর্টের জজ)	**সাময়িক লেখক।**
বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্ট প্লিডার।	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ,
বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, প্রফেসর সিটিকলেজ।	বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পেনসনর (পেন্সন একাউণ্টেণ্ট।)

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র, টাকা কড়ি, মণিঅর্ডার আদি যেরূপ চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে গ্রাহক মহোদয়গণ পাঠাইতেছেন সেই রূপ পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মণিঅর্ডার যোগে গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাহারও নামে পাঠাইবেন না অথবা কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যেন দৃষ্টি থাকে। ইহার পূর্ব্বে যদি কোন গ্রাহক আমাদিগের কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে মণিঅর্ডার যোগে টাকা পাঠাইয়া থাকেন অথচ পূর্ব্বপূর্ব্ব মূল্য প্রাপ্তিতে প্রকাশ না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পত্র লিখিবেন এবং পোষ্টের স্বাক্ষরিত রসিদ আদি প্রমাণ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষস্য।

বৈদ্য জীবন।

প্রাচীন সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ। নামেই ইহার গুণের পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই প্রায় ব্যর্থ বোধিনী। কি গৃহস্থ, কি চিকিৎসক সকলেরই ইহা জীবন স্বরূপ, এবং কাব্যামোদী-দিগের বিশেষ আমোদের সামগ্রী। আমরা এই গ্রন্থ মূল, টীকা ও বিশুদ্ধ অনুবাদ সহিত প্রতি মাসে ৪০ পৃষ্ঠা করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছি। ছয় মাসে সমাপ্ত হইবে। পূজার পূর্ব্বে ১ টাকা পাঠাইলে সমগ্র পুস্তক দেওয়া যাইবে। পরে ২ টাকা। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত, ভাস্তাঘোড়া, ডাক্ শ্রীরামপুর হুগলী।

সকলেরই ব্যবহার্য্য

কেশ-বিনাশক চূর্ণ।

শরীরের যে কোন স্থানের লোম উঠাইবার ইচ্ছা করিবেন, এই চূর্ণ একবার মাত্র লাগাইলে তিন মিনিটের মধ্যে উত্তমরূপে লোম বিনাশ হইবে।

মূল্য—প্রতি কৌটা ৷০, প্যাকিং ⁄০ আনা।
„ „ উত্তম ৫ „ ।০ „

এই চূর্ণ ঘোলা কিম্বা কোন প্রকার ক্ষত স্থানে লাগান নিষেধ।

এইচ কার,
২৯ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।
৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেটকেস, থারমমিটার ৬৩ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ২২ শিশি কর্ক চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মানি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "নরুণ বিদ্যাম তত্ত্ব বা, হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক

প্রেরিতপত্র

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

শারদোৎসবে হর্ষোচ্ছ্বাস।

১

সুনীল, সুন্দর, বিমল গগনে
বিমল কৌমুদী হাসে
তাহে চল চল কুমুদিনী সতী
সুখের সাগরে ভাসে।

[illegible]

[illegible] কুসুম-সুষমা
[illegible] প্রকৃতি-কায়
মৃদুল শীতল [illegible] সমীর
সুবাস বহিয়া যায়।

৩

মধুর সে বাসে অধীর অন্তর,
মধুক মধুপকুল,
মধুলোভে খুঁজে, মধুর গুঞ্জনে,
মধুর আধার ফুল।

৪

শ্যামল সুন্দর—নব কিসলয়,
নবীন তৃণের রাজি,
তুহিন-শীকরে শোভিতেছে যেন
মুকুতা ভূষণে সাজি।

৫

হরিত বসন প্রকৃতি সুন্দরী
পরিল বিলাস ছলে
হরিত অঞ্চলে হরিত-বালিকা
হরষে খবিয়া খেলে।

৬

সুদূর-বিস্তার ক্ষেত্র সমূহের
শস্যের স্তবক পরে,
দুহল হিল্লোলে খেলে সে অঞ্চলে
মেদুর সমীর ভরে।

৭

কোথা বা তা'দের শ্বেত পীত নীল
সুরাগ কুসুম-রাগ,
করিছে ভূষিত ভদ্রার ভূবনে
সুচারু বসন-ভাগ।

৮

কিসের লাগিয়া, অতল জলজ
সহসা কমল ফুটে
সুনীল গগণ কি-হেতু বিমল,
অপনি মানিক ছুটে?

৯

সুধাকর-কর কি-হেতু এমন
সহসা বিশদ হেরি?
কেন বা প্রকৃতি সাজে অকস্মাৎ
মোহন ভূষণ পরি?

১০

বুঝেছি বুঝেছি, এতক্ষণ পরে
কারণ ইহার এবে,
কেন চরাচর মনের উল্লাসে
সাজিছে সকলা সবে।

১১

[illegible] মা শরতে, বরষ—অন্তরে
[illegible] আবার ফিরে
এই মা [illegible] ভারত বাতার
ভাবীর সুখের নরে।

১২

এই মা সময়ে ভবের ভবানী
ত্রিতাপ-হারিণী তারা
সন্তানের দুখ না পারি সহিতে
অর্পবে আসেন ধরা।

১৩

বুঝেছি, তাহেতেই দিবকর বালিকা
ছাড়িয়া সকল কাজ,
প্রকৃতির শীরে পড়ে কনকবে
লোচন লোভন সাজ।

১৪

বাহা বুঝি মনে করেছে রূপসী
হরিত বসন পরে
বিবিধ বরণ বসাবে কুসুম,
মানসে যেমন ধরে,

১৫

পরিয়া তাহার সুনীল অম্বরে
খসায়ে চিকণ কেশ,—
ফুলডালা-করে মায়েরে ভেটিতে
পরা'তে মোহন বেশ।

১৬

তাহাতেই এত উল্লাস অন্তর
বঙ্গের সন্তানগণ
বালক, বনিতা, যুবক, স্থবির
সমান সবার মন।

১৭

বরষ যাবৎ বরষি নয়নে
দুখের—বরষা ধার,
সুখের শরতে নিরখি জননী
ভাসিবে সুখের পার।

১৮

সহসা দীনতা হেরিলে মায়ের
পরাণ ব্যথিত হবে,
তাহাতেই বুঝি—সাজিছে নূতন
বসন ভূষণে সবে।

১৯

মায়েরে যতনে পরম আগ্রহে
বসায়ে আসন আর,

ভক্তিযোগ সহ পূজিল চরণ
জানাবে যেমন পারে।

২০

এস মা অচিরে! জগৎ জননী!
দুঃখের আরত বাবে
যেখানে কাঙাল যতেক তনয়
নাচিছে তোমার আশে॥

২১

বৎসরের পরে আসিবে মা তুমি
আনন্দ বাড়িবে অতি,
হাসিছে খেলিছে সাজিছে মা সেহ
যেমন মানস যার।

২২

কোথা মা পাইব স্বর্ণ-সিংহাসন
রতন মুকুতা মণি
গেছে যে সেদিন, ভারত এখন
দুখের আঁধার খনি!

২৩

লোকে বলে তুমি, স্নেহরসে গলা
জগতে জননী পার
ধনী বা নির্ধন সকল সন্তানে
সমান তাঁহার মন।

২৪

সত্য যদি তাহা করুণাময়ি মা
কর গো করুণা দান
জননীর স্নেহে দুখের ভারতে
দাও গো কুটিরে স্থান।

২৫

পাদ্য অর্ঘ দিয়া রাঙা পা দুখানি
পূজি মা ভকতি যোগে,
নিবেদি মা-শেষে শকতি যেমন
সমুদ মধুর ভোগে।

২৬

কর মা বিরাজ দেবী বীণাপাণি
চঞ্চলা কমলা সঙ্গ,
করুন বিরাজ গণেশ শঙ্কর
লইয়া কুমারগণে।

২৭

তার পরে মাগো জানাব চরণে
মনের বেদন যত,
একে একে কব কি যাতনা দিবে
মনে গো মরম কত।

২৮

তনয়ের দুখ জননী বিনা মা—
বল মা বুঝে কে আর।
যত কাঁদি কিছু বলি মা তাহাকে
মুছি মা নয়ন ধার।

২৯

স্বর্গভূমি সম তোমার ভারত
মরুর সমান এবে
কণ্ঠাগত প্রাণ কাঁদিতেছে ওই
তনয় তোমার সবে।

৩০

ত্যজি আর্য্যভাব, আর্য্যের আচার,
গৌরব আর্য্যের যত
যাদবের মত, দেখাব জননী!
হয়েছে দানব মত।

৩১

এই আর্য্যকুলে যাঁ'রা একদিন,
জ্ঞানের গৌরব লয়ে
জন্মিয়াছে তাঁরা অমর অতুল
দেবের দেবতা সনে।

৩২

কি বলিব মাগো! হিন্দুর হৃদয়,
তাদেরি তনয় সব,
দুর্শিক্ষার ফলে (কেমনে মা বলি)
পিশাচ প্রকৃতি এবে।

৩৩

কুলের লক্ষণ মিথ্যা জাতি করি
আছিল জননী! যত,
কু-লক্ষণ রূপে পরিণত এবে,
কুলের গৌরব গত।

৩৪

যে আর্য্যবচনে ত্রিদিব হইতে
অমর ভূতল গত।
তাহারি তনয় সেবে ম্লেচ্ছপদ
কব মা বেদন কত।

৩৫

সত্যপ্রিয় সেই পুণ্যাত্মা কুলে
লভিয়া জনম এবে,
কেমনে কে জানে করে মা চাতুরী
আপনা পাসরি সবে।

৩৬

সেই আর্য্যকুলে পিতৃসত্য হেতু
বিধাতা নির্দেশ ক্রমে
রাজ্যধন ত্যজি চতুর্দশ বর্ষ
বিজন কাননে ভ্রমে,

৩৭

তাহাতেই আজি কুলাঙ্গার যত,
(কেমনে আনি মা মুখে)
পিতারে বধে জনক জননী
আপন মনের সুখে।

৩৮

কোথায় জননী! একে একে সব,
আর মা কহিতে নারি,
নিজ দেশে করে আঁখিনীর
নয়ন ভাসিয়া যায়॥

৩৯

মা হ'য়ে কেমনে আছিস্ মা ভুলে
নয়ন কাঁদিয়া যেন,
পিতার সমান, পাষাণ দুহিতে
হিয়া কি পাষাণ হ'ল?

৪০

সুকুমার শিশু ক্রীড়ার সময়
সহসা পাইলে ভয়,
আতঙ্কে যেমন জননীর কাছে
কাঁদিয়া ধাইয়া যায়।

৪১

সেইরূপ ডাকে তরাসে আকুল
তনয় কাঁদিয়া তোর,
ত্বরা ত্বরা মাগো! শিবস্বরূপিণি
আয় মা! বিপদ ঘোর।

৪২

দুষ্ট পাপ আসি করে অধিকার
হৃদয় আসন, ছলে
ষড় রিপু সেনা দুর্জ্জয় জগতে
পীড়ন করয়ে বলে।

৪৩

সংসার কারায় বন্দী আছি দিবে!
মায়ার নিগড় পায়,
হীন বল অতি পলাই কেমনে,
যায় মা জীবন যায়!

৪৪

শঙ্করের সনে আয় মা শঙ্করি!
কার্ত্তিক গণেশ লয়ে,
লক্ষ্মী সরস্বতী——করিয়া সঙ্গিনী
আয় মা সত্বর হয়ে।

৪৫

বাসনা গো! মনে, শঙ্করের পদে
দুখের বারতা কব,
"আশুতোষ" একে দয়ার আধার
জনক আমার তব।

৪৬

তনয়ের দুঃখে কেন না গলিবে
কোমল পিতার প্রাণ,

অসহ্য হলে মাগো, শক্তি নাশিনি!
সঙ্কটে পাইব ত্রাণ।

৪৭

গলবস্ত্র বাঁধে কুমার চরণে
সজল নয়নে কয়,
"দেখ মা দুখের শোচনীয় দশা
করুণা অভাবে ভয়!

৪৮

"গৃহে অন্ন নাই হাহাকার রব"
ক্ষুধায় জঠর জ্বলে—
রাজস্বের দায়ে যায় মা জীবন
পীড়ন করয়ে বলে!

৪৯

"বরষে বরষে দুর্ভিক্ষ ভীষণ,
কতই জীবন নাশ,
কেমনে মা হ'য়ে কাটিলে যন্ত্রনা
ছেলের মমতা পাশ।

৫০

"সবাই চঞ্চলা, কমলা গো তুমি
জগতে শুনিতে পাই,—
গিয়াছ মা চলি, ত্যজিয়া ভারত,
বুঝেছি এখন, তাই।"

৫১

"কিন্তু মা ভেবেছি, (জানিনা কেমনে
প্রকৃতি অথবা বৃথা)
চপলতা দোষ অবলা জাতির
বড়ই দোষের কথা।

৫২

"চপলা যদি মা, ভিন্ন দেশে কেন,
চপলা নাহিক হও,
ক্রীত কিঙ্করীর সমান কেন গো
সেবিতে তথায় রও?"

৫৩

"দোষী যদি হয় ভারত সন্তান
তোমার চরণ তলে,
জননী ত তুমি, কেন নাহি ক্ষম
অবোধ তনয় ব'লে।"

৫৪

"বিষম যাতনা করুণাময়ি মা,
আর যে সহিতে নারি,
সকাতরে কাঁদি, ঝরিছে নয়নে
দাও মা করুণা বারি।"

৫৫

'ধরিয়া বাণীর কমল-চরণ
কাতরে কহিছ তাঁয়,
"উচ্চশিক্ষা কেন দিলা মা তাহাদে
ঘটালে বিষম দায়।"

৫৬

সামান্য শিক্ষায় ছিল পুরাকালে
জাতির গৌরব মান,
সোদর সোদরা — জনক জননী
তখনে পাইত স্থান।

৫৭

"আর্য্যের গৌরব রাখিয়াছে ঘিরি,
গহন গগণ আর,
আর্য্যের গৌরব আপনার বলে
হয়েছে সাগর পার।"

৫৮

"আর্য্যধর্ম্ম বলে আর্য্যের নিষ্ঠায়,
লইয়া শরীর তার,
গেছে স্বরলোকে দেখ মা চাহিয়া
ভারত শ্মশান তা'র।"

৫৯

"কিন্তু হায়, হায়, হের মা আপনি
কালের কুটিল গতি,
উচ্চশিক্ষা লভি সেই আর্য্যসুত
ত্যজেন আপন জাতি।"

৬০

"জনক জননী ধরার দেবতা
তাঁদের উপরে কোপ,
দুর্বিনীতা যত, ঐ কুলের বনিতা,
ধর্ম্মের হইল লোপ।"

৬১

"চরণ রাজীবে করি মা মিনতি
কাতরে কাঁদিয়া আজ,
উচ্চশিক্ষা তব রাখ নিজ কাছে
নাহিক তাহাতে কাজ।"

৬২

"এ শিক্ষায় যদি এত শুভ ফল
অজ্ঞান তিমিরে রব,
পদে পদে তার বিষম এমন
যেমন নাহিক পাব।"

৬৩

সিদ্ধিদাতা দেব গণাধিপ কাছে
বিনয়ে রোদন করি,
সিদ্ধির আশয়ে করিব প্রার্থনা
যুগল চরণ ধরি।

৬৪

দেব সেনাপতি কুমারের পদে
কাতরে শরণ ল'ব,
মোহ আদি রিপু জয়ের কারণ
কাঁদিয়া তাঁহারে ক'ব।

৬৫

ভবের কাণ্ডারী অম্বিকে ভবানী!
ফুটে গো কণ্টক পায়,
আয় মা অঙ্গনে, ভবের ভাবিনি
কাঁদিব সবার পায়।

৬৬

জয়-জয়-জয়া অশিব নাশিনি!
দুর্গতি নাশিনি! আর,
অভয় চরণ হেরিব অন্তরে।
আয় মা ত্বরায় আয়।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
রাজপুর।

—০০—

বঙ্গে মহাপূজা।

১

বৎসরের পর আজ, ভারতভূমির মাঝ,
আনন্দ তরঙ্গ উঠিল আবার।
আবার ভারতবাসী, সুখের সুহাস হাসি,
উঠিল বিষাদ করি পরিহার।

২

বাল বৃদ্ধ নরনারী, নূতন বসন পরি,
নূতন হৃদয় করিল ধারণ।
উজলি উৎসাহে মুখ, অনুরাগে ভুলি দুখ,
প্রাণের করিছে সবাই মগন।

৩

ভিখারী ভূপতি, যত হিন্দুজাতি,
প্রফুল্লতাময় সবার হৃদয়।
পেয়ে যেন শুভদিন, অতি দীন হীন জন,
আশায় উদ্দীপ্ত সেও যে হয়।

৪

কিন্তু আজ বঙ্গধামে, দেবীর পূজার নামে,
এ কি রে অনর্থ হতেছে ঘটন।
প্রকৃত পূজায় ছাড়ি, বাহ্য আড়ম্বর করি,
ধর্ম্মের নামেতে কলঙ্ক লেপন।

৫

দেবতা উৎসব স্থানে, আজি বঙ্গবাসিগণে,
আসুরিক পূজা করে অনুষ্ঠান।
বারযোষিতা বারুণীগরি, অশ্লীল আমোদ করি,
অপবিত্র করে মহাপুণ্য স্থান।

৬

নাই প্রেম ভক্তি আর, নাহি পশু বলিদান,
নাই সে সাত্ত্বিক পূজার পদ্ধতি।
নাহি আর পাপ বলি, নাহি কিছু পুণ্য বলি,
মহাবলি আজ প্রাণীবলি রীতি।

যেন জ ব যেন সূক্ষ্ম বেক্ষণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

—●●—

আমাদের রাণাঘাটস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।—কথায় বলে "দেখে শিখা আর ঠেকে শিখা।" আমরা যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম এক্ষণে তাহাই ঘটিয়াছে। আমরা গত ২৬এ আগষ্ট তারিখের সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলাম "ভাগিরথীর এবং চূর্ণীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে। সমুখে ভাদ্র ও আশ্বিনের অর্দ্ধাধিক জল বৃদ্ধি হইবার এখনও সময় আছে। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম মুর্শিদাবাদ জেলার জলিতাছুড়ির বাঁধের এখনও জীর্ণ সংস্কার হয় নাই। সুতরাং জলপ্লব হয় বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আমরা ভরসা করি স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরা পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইবেন।

আমরা উপরে যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম এক্ষণে সেই বিপদ্ উপস্থিত। বন্যার জল ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু রাণাঘাট থানার অধীন তারাপুর, পাঁজোপুর, চাকদহ থানার অধীন সরাটী চাঁদমারি, উমাপুর, দৈবকীপুর, গাদিপাড়া সাহেবডাঙ্গা, সরডাঙ্গা এবং বানজোয়াম পরগণার অধীন ভুবিরগাছি, গোপালপুর প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রাম বন্যার জলে ডুবিয়া যাইতেছে। দুঃখী প্রজাগণ এবং গবাদি পশুসমূহের ক্লেশের পরিসীমা নাই। আমন ধান্য সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর কৃষকেরা মহাজনকে কিছুমাত্র ধান্য দেয় নাই। মহাজন অন্যের নিকট ধার করিয়াও প্রজার প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। জমীদার প্রজার নিকট দশমাংশের একাংশ খাজনা লইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, এবার কি জমীদার, কি মহাজন উভয়েই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। এদিকে সরকার বাহাদুর গত বৎসর যেসকল বন্যা প্রপীড়িত প্রজাকে দুই এক টাকা ধার দিয়াছিলেন তাঁহা, তাহারা এ বৎসর বন্যার জন্য পরিশোধ করিতে কাতর হইতেছে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ ঐ টাকা আদায় করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিতেছেন। সার্টিফিকেট জারি করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার কল্পনা হইতেছে। আমরা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষগণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি তাঁহারা প্রজাগণের ক্লেশ নিবারণ জন্য প্রবৃত্ত হউন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম আমাদিগের বহুদর্শী ম্যাজিষ্ট্রেট হল্কিন্স সাহেব বাহাদুর পুনরায় স্বীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অবশ্যই প্রজাগণের উপস্থিত বিপদ ও ক্লেশের সংবাদ মাননীয় সুযোগ্য কমিশনর যো-স্মিথ মহোদয়ের ও মহামান্য টমসন বাহাদুরের কর্ণগোচর করিয়া উঁহাদের আশু ক্লেশ ও দুঃখের অবসান করিবেন।

আমরা এই পত্রখানি লিখিয়া শেষ করিলে সংবাদ পাইলাম, শান্তিপুর থানার অধীন বেলিয়া, মদিক নগর, মথুরাপুর, গয়েশপুর, প্রভৃতি গ্রাম বন্যার জলে ডুবিয়া যাইতেছে।"

এবার বরুণদেব বাঙ্গালীর উপর বড়ই বিরূপ হইয়াছেন। আমাদের সংবাদদাতার উল্লিখিত পত্র খানি পড়িয়া দেখিলে মনে দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়। গবর্ণমেন্ট জলিত ভুড়ির বাঁধ লইয়া এখনও কি করিতেছেন? যাঁহারা কেবল পর্য্যবেক্ষণের জন্য ইঞ্জিনিয়ার পাঠান হইয়াছে মাত্র, আকাশের যেরূপ গতিক, তাহাতে কেবল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইলে চলিবে না। বাঁধটীর জীর্ণ সংস্কারের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এখন যদি হস্তক্ষেপ না করা হয় জল একবার উথলিয়া উঠিলে বাঁধ রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িবে। বন্যার স্রোতের উপর গ্রাম ভাসিয়া যাইতেছে। প্রজার একমুষ্টি আহারের সংস্থান নাই; এই ভয়ানক অবস্থায় গবর্ণমেন্ট গত বৎসর প্রজাগণকে যে দাদন দিয়াছিলেন তাহাই এখন পীড়ন করিয়া আদায় করা হইতেছে। এই নিষ্ঠুর কর্ম্মে ভগবান যে বিরূপ হইবেন কর্তৃপক্ষগণ কি তাহা বিবেচনা করিতে পারিতেছেন না? আমরা আশা করি বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের ট্রেন্সলেটার অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সংবাদদাতার এই পত্র খানির অনুবাদ করিবেন এবং শীঘ্রই তাহা গবর্ণমেন্টের গোচর করিবেন। গবর্ণমেন্টের কর্ণগোচর হইলে কখনই এত ভয়ানক পীড়ন হইতে পারিবে না।

এদিকের ব্যাপার শুনিব কি পূর্ব্ববঙ্গের হাহাকার শুনিতে শুনিতে কর্ণ বধির হইয়া গেল। আবার ঢাকা বাসিগণের আর্ত্তরব শুনিয়া বুক ফাটিয়া যায়। সেখানে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঘর পড়িতেছে গোলা ভাঙ্গিতেছে। কৃষকেরা চাষ বাসের বিজয়া করিয়া আসিয়া ভাবধাম সমুদ্রের উপর টঙ বাঁধিয়া বাস করিতেছে। সেখানে কেবল সামান্য চিড়ার ধান্য ভাজিয়া তাহাই ভোজন করিয়া বাঁচিয়া আছে। রাশি রাশি ধান্য বন্যার জলে ভাসমান, গরু ছাগল মৃত অবস্থায় পচিয়া উঠিয়া রোগোৎপাদন করিতেছে। ধান রাখিবার এক বিন্দু স্থান নাই, ধান শুকাইবার একবিন্দু ভূমি নাই, কেবল অনাহার, কেবল হাহাকার, সহযোগী ঢাকাপ্রকাশ বলেন মারীভয় ও দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। এখনও গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিলে ভাবী দুর্ভিক্ষের অনেকটা নিবারণ হইতে পারে। আমরা ছোটলাট টমসন সাহেবের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করি তিনি একবার পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। সার্‌রিচার্ড গত বৎসরের প্লাবনের সময় প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এবারও সহায়তার আবশ্যক। মারীভয় ও দুর্ভিক্ষ একবার প্রবল হইয়া উঠিলে আর টাকায় কুলাইবেনা, অধিবাসিবর্গের বিপদের নিবারণ হইবেনা। সময়ে আমরা টমসন সাহেবের নিকট সনির্ব্বন্ধে প্রার্থনা করিতেছি। যদি প্রজার হিতে রাজার মঙ্গল হয়, যদি প্রজাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিলে রাজার ধর্ম্ম রক্ষা হয়, তবে আমরা টমসন সাহেবের কার্য্য ত্যাগের সময় এই রাজধর্ম্ম পালন করিয়া কীর্ত্তি রাখিতে বলি। পূর্ব্ববঙ্গে এবার যদি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় সমগ্র বঙ্গদেশ অন্ন বিহনে মারা যাইবে। একে ত ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স দিয়া আমরা উত্যক্ত হইয়াছি, আমাদের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে। ইহার উপর দৈবও যদি প্রতিকূল হন রাজা যদি প্রতিপালন করিতে যত্নবান না হন, তবে বাঙ্গালী জাতি ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইবে। টমসন একবার সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন আর যেন আমাদের দুর্ভিক্ষপীড়ন সহ্য করিতে না হয়।

—●●—

মহামায়ার আবাহন।

সোমবার সপ্তমী প্রাতঃকাল।

"ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়।
যজ্ঞভাগ গৃহাণত্বং ষষ্ঠ্যাদিঃ শক্তিভিঃ সহ।"

বৎসরের মধ্যে তিনটী দিন বাঙ্গালীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। সেই তিনটী দিনের জন্য একমাস পূর্ব্ব হইতে বঙ্গবাসী দিন গণিতে থাকে। আজ ২০ দিন আছে, ১৫ দিন আছে এক সপ্তাহ আছে; আজ দ্বিতীয়া, আজ তৃতীয়া—আশায় পরিপূর্ণ হয়ে বঙ্গের ক্ষীণ সন্তান এক মহাদিনের অপেক্ষা করিতে থাকে। দারিদ্রের যাতনায় পেষিত হয়ে দৈবের বিড়ম্বনায় বিপর্য্যস্ত হয়ে, শোকের বহ্নিতে দগ্ধ হয়ে, অত্যাচারের শাণিত অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হয়ে পথের কাঙ্গালী বাঙ্গালীর ছেলে পথের পানে চেয়ে থাকে কবে তার জননী মা আসিবেন। মা আসিলে তার যেন সব জ্বালা জুড়ায়, সকল দুঃখের অবসান হয়, মরমের ভার মোচন হয়। জগতে এমন কেহ নাই যে বাঙ্গালীর দুঃখ বুঝে। সে দুঃখের কথা মরমের ব্যথা মরমের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া যে দিন বাঙ্গালীর জননী কাঙ্গালীর কুটীরে উদয় হন,

সেই দিন সে পাপের ভাষা বলে, দ্বন্দ্বের সেবন করে, আর ধনের জন্য লালে। সেই মা আজ বাঙ্গালীর ঘরে বিরাজমান,—জগতের জননী, ত্রিতাপ হারিণী দশভুজা মা দীনের কুটিরে বিরাজমান, এই কোমল কান্তির কোমল প্রাণে পাপের কালিমা মুছাইয়া দিতে সংসারের যন্ত্রণা নিবারণ করিতে, দুঃখের ধূলি কর্দম মুছাইয়া দিতে, বিশ্বজননী গিরিনন্দিনীর আজ সন্তানের গৃহে আবির্ভাব। বর্ত্তমান এই মরুর মধ্যে তাই আজ মন্দাকিনীর পবিত্র স্রোত প্রবাহিত। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে তাই আজ স্বর্গের জ্যোতি প্রকাশিত। পাপের ধূলি বিবাদের স্রোতজলে কর্দম করে—দুর্ভাগ্য বঙ্গের সন্তান সেই কর্দমে প্রলিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল আনন্দময়ীর আনন্দ ক্রোড়ে স্থান পাইয়া আবার যেন উঠিয়া বসিল। মন্দাকিনীর পুণ্য স্রোতে পাপের কর্দম ধুইয়া গেল। তাই দুর্ব্বলের প্রাণে আজ ভক্তির বল শুষ্ক হৃদয়ে আজ ভক্তির স্রোত, মলিন জীবনে আজ প্রেমের প্রবাহ। তাই আজ আশায়, উৎসাহে, আনন্দে, নবজীবন লাভ করে উর্দ্ধনেত্রে কৃতাঞ্জলি হয়ে বাঙ্গালী ডাকিতেছে—ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়।

এস জননি! ব্রহ্মময়ি! পাপীর হৃদয়ে এস; সংসার সংসার করিয়া যাহারা মরে তাহাদের প্রাণে উদয় হও, স্বার্থভাব লইয়া যাহাদের ব্যবসা তাহাদের কার্য্যে পরার্থভাব শিখাইয়া দাও, দারিদ্র্যে যাহারা কাতর তাহাদিগকে পরমার্থ রত্ন প্রদান কর, প্রবলের পীড়নে যাহারা পীড়িত তাহাদিগকে মহাশক্তির সঞ্চার দাও; শোকে যাহারা মুহ্যমান তাহাদিগকে শান্তির কথা শুনাও, বিষয় লইয়া যাহারা উন্মত্ত তাহাদিগকে বৈরাগ্যের মন্ত্র শিখাও। বাঙ্গালী আজ এক মহাযজ্ঞের অবতারণা করিয়া বসিয়াছে। সে যজ্ঞে পাপের আহুতি পড়িবে দানবের সমান প্রবৃত্তি সমূহের বলিদান পড়িবে। যজ্ঞেশ্বরি! তোমার অষ্টশক্তি সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালীর ঘরে অবতীর্ণ হও। যজ্ঞভাগ নয়নের অশ্রুবিন্দু, আর প্রেমের চন্দনমাখা, ভক্তির গঙ্গাজলে ধোয়া বিশ্বাসের একটী বিল্বপত্র। ইহাই তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। আজ আমরা যোগের কথা ভুলিয়াছি, আত্মসংযম পরিত্যাগ করিয়াছি, মহামুনির উপদিষ্ট যজ্ঞ প্রকরণের বিধি ব্যবস্থা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু ঈশ্বরি! বাঙ্গালীর একটি ভরসা। তোমাকে পাইয়া বাঙ্গালী আজ কৃতার্থ। তোমার মুখচ্ছবির আভাস পাইয়া বাঙ্গালী আজ উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে।—

"ওঁ আগচ্ছ দেবি কল্যাণি জগন্মঙ্গল কারিণি
উত্তিষ্ঠ বরদে দেবি পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে॥"

এ অধমের ভক্তির পূজা তুমি গ্রহণ কর। এ দীন হীনের প্রতি প্রসন্ন হও। মহামহিম তোমার যদি অপার দয়া না থাকিতে তবে কি হীনচেতা পাপী, অজ্ঞান তামসী মহাশক্তির সান্নিধ্য কল্পনা করিতে পারে? তবে কি পাতকী সাহস করিয়া উচ্চারণ করিতে পারে—

"ওঁ দেবি দুর্গে জগন্মাতঃ সৃষ্টি সংহার কারিণি
পত্রিকায়াং সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়।"

জননী হইয়া আজ তুমি সন্তানের সম্মুখে উদয় হইয়াছ। আজ জীব! ঐরূপ রাশির দিকে একবার চেয়ে দেখ। একবার মায়ার আবরণ উন্মোচন করে ঐ মহামায়ার দিকে নিরীক্ষণ কর। যত জন্মের পাপরাশি দূরে যাবে, যত উচ্চের পুণ্য ফল লাভ হবে, যত স্বর্গের সুখসম্ভোগ তুচ্ছ হবে। উদ্ধার যদি হতে চাও ঐ মায়ের মুখ নিরীক্ষণ কর, মানব দেহে দেবত্ব যদি পেতে চাও, মায়ের চরণে পড়িয়া চরণের ধূলি অঙ্গে মাখ। আজ বঙ্গদেশ ধন্য হইল, ভারত তুমি ধন্য হইল, মায়ের চরণে প্রণিপাত করিয়া আমাদের জীবন চরিতার্থ হইল।

—●●—

ব্যবস্থাপক সভার পুনঃ সংগঠন।

আজ পূজার দিনে পাঠকগণকে আমরা একটী শুভ সংবাদ দিব। এত দিন ধরিয়া আমরা যে ব্যবস্থাপক সভার পুনঃসংগঠন করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছিলাম লর্ড ডফরিণ তাহার অনুকূলে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গদেশে এই বিষয় লইয়া প্রথমে যখন আন্দোলন উপস্থিত হয়, প্রজাসমিতি, জমীদারসমিতি, ভারতসভা, ইণ্ডিয়ান লীগ ইত্যাদি প্রধান প্রধান সভায় ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার লইয়া যখন প্রথমে তর্ক উপস্থিত হয়, তখন আমাদের কোন কোন ইংরাজ সহযোগী "বাবু আন্দোলন" বলিয়া আমাদিগকে বিদ্রূপবাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের কাণ ভাঙ্গাইয়া আমাদের উন্নতির পথ রোধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। লর্ড ডফরিণ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বঙ্গদেশে যে আন্দোলনের অগ্নি প্রথম জ্বলিয়াছিল ক্রমে তাহা উত্তর পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া আর্য্যাবর্ত্ত আন্দোলিত করিয়াছে। লাহোরে এই বিষয় লইয়া প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ক্রমে আগ্রা প্রভৃতি প্রধান নগরীতে অল্পে অল্পে সেই আন্দোলন প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছে। উত্তর পশ্চিম ও বোম্বাই প্রদেশ যখন বঙ্গদেশের অনুকরণ করিলেন তখন বাঙ্গালীর আন্দোলনকে কয়েকজন এংলোইণ্ডিয়ান ব্যতীত আর কেহই "বাবু আন্দোলন" বলিতে পারেন নাই। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম লর্ড ডফরিণ ইহাকে "বাবু আন্দোলন" বলেন নাই। ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাতন্ত্র সভ্য নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যদি কেহ আমাদের সহায়তা করেন, আমরা লর্ড ডফরিণের কাছে সেই সহায়তা প্রার্থনা করি। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যতদূর জ্ঞাত আছি তাহাতে আমাদের বিশ্বাস লর্ড ডফরিণ কেবল প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থা প্রণালীর সাধক হইয়াই এত বড় গৌরবের পদ লাভ করিয়াছেন। ইজিপ্টবিদ্রোহ প্রশমিত হইবার পর তথায় যখন ঘোর অরাজকতা রাজত্ব করিতেছিল লর্ড ডফরিণ তখন প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থা প্রণালী প্রচলিত করিয়া ইজিপ্ট রাজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া আসেন। ইজিপ্ট সেই অবধি ইংরাজ শাসনের ঔদার্য্য ও মহত্ত্বের আস্বাদ পাইয়া নিরস্ত হইয়াছে। লর্ড ডফরিণ মূর্খ ইজিপ্টীয়কে যে অধিকার প্রদান করিয়া আসিলেন, সহস্র গুণে অধিক উন্নত শিক্ষিত, রাজভক্ত ভারতবাসীকে যে তাহা প্রদান করিবেন না, কখনই তাহা সম্ভব কথা নহে। ডফরিণ চরিত্রের উজ্জ্বল ভাগ এইবার প্রকাশিত হইতেছে। আমারা তাঁহার অসাধু ও অদূরদর্শিতার কার্য্যগুলিকে নিন্দা করিয়া আসিতেছি। এখন প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় তাঁহার সংকার্য্য ও সদভিপ্রায় গুলির প্রশংসা করিব। এংলোইণ্ডিয়ান সহযোগীগণ দেশীয় সংবাদপত্রের নামে তাঁহার নিকট যে কুৎসা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমাদের বোধ হয় তাহাতেই এত দিন লর্ড ডফরিণ আমাদের উপর বিমুখ ছিলেন। এখন তিনি বুঝিতে পারিবেন এংলোইণ্ডিয়ানেরা কেবল তাঁহার চাটুকার, কিন্তু আমারা তাঁহার যথার্থ বন্ধু। এংলোইণ্ডিয়ানেরা দোষ গুণের বিচার না করিয়া তাঁহার প্রশংসা করেন, আমরা তাঁহার প্রকৃত দোষ গুলি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিই, তাঁহার গুণের জন্য অকপট হৃদয়ে তাঁহার প্রশংসা করি। লর্ড ডফরিণ যদি তাঁহার সাধু ইচ্ছা, কার্য্যে পরিণত করেন যে বাঙ্গালা সংবাদপত্র এত দিন তাঁহার অযশ ঘোষণা করিতেছিল সেই পত্র সমূহ আবার শতমুখ হইয়া তাঁহার গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিবে।

একটী বিষয় সম্বন্ধে আমরা লর্ড ডফরিণকে অগ্রেই উপদেশ দিতেছি। ব্যবস্থাপক সভার জন্য যে সকল নব-প্রতিনিধি সভ্য নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা যেন সকলেই প্রজাকর্তৃক নির্ব্বাচিত হন।

থাকেন? আধুনিক শিক্ষা প্রণালী হইতে ধর্ম ও সুনীতি এককালে তিরোহিত হইয়াছে। অভিভাবকেরা ছাত্রগণের ধর্ম্মশিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। যে কোন উপায়ে দুই অক্ষর ইংরাজি শিখিয়া যদি তাঁহারা ইংরাজের চাকুরী করিতে পারেন কেরাণিগিরি ওকালতি, মাষ্টারি, ডাক্তারী, অথবা ডাকিনী করিয়া যদি তাঁহারা দুই দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন, তবে আর তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিতে চান না। ছাত্রগণও ধর্ম্মশূন্য শিক্ষা পাইয়া সচরাচর কর্ত্তব্যহীন নাস্তিক ও উন্মার্গগামী হইয়া সাধারণের চক্ষে বিপ্লবের খেলা খেলিতে থাকেন। ধর্ম্মশূন্য যে শিক্ষা তাহা বাজীকরের ভেল্কি শিক্ষা। যাদুকর প্রকাশ্য বিস্তারে আলোচনা করিয়া যেমন লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া অর্থোপার্জ্জন করে—শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র তেমনি অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়া সাধারণের নিকট স্বীয় সাধুশীলতার বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া অর্থাগমের উপায় দেখিতে থাকেন। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নীতিশূন্য ও ধর্ম্মশূন্য হইয়াছে। ছাত্রের চরিত্র আর সুগঠিত হইতে পায় না। কাজেই লোকে যখন শিক্ষিত যুবককে কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যতিক্রম করিতে দেখে তখনই বিস্মিত হইয়া বলে "এ লোকটী না লেখা পড়া শিখিয়াছে?" এ লেখা পড়ার মুখে ছাই। ছাত্রগণের নীতি যদি বাল্যকালে ভিত্তিহীন হইল, চরিত্র যদি গঠনাভাবে উচ্ছৃঙ্খল হইল, ধর্ম্ম যদি আলোচনার অভাবে হৃদয়ের আসন পরিত্যাগ করিয়া গেল, তবে ধর্ম্মগতপ্রাণ ভারতমাতা কোন আশায় আর তাঁহাদের মুখ চাহিয়া জীবিত থাকিবেন? আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মালোচনার অভাব দেখিয়া বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। বিলাতের গবর্ণমেণ্টে ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। অনেক ছাত্র ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট এই বিভাগে পুরোহিতের চাকরী পাইয়া থাকেন। এখানেও ধর্ম্মের জন্ত আমরা গবর্ণমেণ্টকে কর দিয়া থাকি। গবর্ণমেণ্ট সেই অর্থ আমাদের ধর্ম্মালোচনায় ব্যয় না করিয়া খ্রীষ্টান যাজকের উদরপূরণ করিয়া থাকেন। প্রদেশের প্রধান কালেজগুলিতে সেই অর্থে যদি হিন্দুর জন্য হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারক, মুসলমানের জন্ত ইসলাম ধর্ম্মের অধ্যাপক নিযুক্ত হইত, তবে না আমাদের নিকট কর আদায় সার্থক হইত? গবর্ণমেণ্ট কিন্তু তাহা করিবেন না—হিন্দুর হিন্দুয়ানী, মুসলমানের ইসলামি, অন্ততঃ ঈশ্বর ও পরকালের অস্তিত্বসম্বন্ধে কয়েকটী সাধারণ ধর্ম্ম বিশ্বাস, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, দয়া দাক্ষিণ্য সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়পরতা, পরোপকার প্রভৃতি মূল ধর্ম্মনীতির কয়েকটী প্রধান সূত্র ছাত্রের হৃদয় হইতে অল্পে অল্পে লুপ্ত হইয়া যাইবে। কেশব চন্দ্র সেন যতদিন জীবিত ছিলেন ছাত্রগণের চরিত্রের উপর তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত ছিল। প্রতি শনিবার তিনি কলিকাতার ছাত্র সম্প্রদায়কে নীতি ও সাধারণ ধর্ম্মের উপদেশ দিবার জন্য আলবার্ট কালেজে উপস্থিত হইতেন। একদিকে প্রেসিডেন্সি কালেজের নাস্তিকতা, অপরদিকে কেশব চন্দ্র সেনের ধর্ম্মোপদেশে ছাত্রসম্প্রদায় কেশবের জীবদ্দশায় সহসা বিপথে পদার্পণ করিতে সমর্থ হন নাই। সেদিন গিয়াছে। কেশবের সঙ্গে সঙ্গে বালকগণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন বিলাতের যুবতী সম্প্রদায় লইয়া যেমন একটা কলরব উঠিয়াছিল, কলিকাতায় যুবক সম্প্রদায় লইয়া অল্পে অল্পে সেইরূপ কলরব উঠিতেছে। এখন হইতে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা চরিত্র সংগঠনের উপায় যদি না করা হয় বালকগণের পরিণাম রক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ধর্ম্ম ও নীতির আলোচনা না হয় বাঙ্গালীর ভবিষ্য সমাজ নিশ্চয়ই অধঃপতিত হইবে।

উপযুক্ত সময়েই মান্দ্রাজের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত মান্দ্রাজে একটী বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে বেদ, উপনিষদ পুরাণাদির অধ্যাপনা হইয়া থাকে। শাস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণের চরিত্র সংগঠিত ও ধর্ম্মমত পরিপুষ্ট হইয়া আসে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এইরূপ বৈদিক বিদ্যালয়ের স্থাপনা হইয়াছে। কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের সুনীতি সঞ্চারিণী সভা উত্তর পশ্চিমের স্থানে স্থানে বিশেষ উপকার সাধন করিতেছে। আর্য্যসভার অন্তর্গত অনেকগুলি সংস্কৃত পাঠশালাতেও বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক উপদেশের শিক্ষা হইয়া থাকে। অভাব কেবল বঙ্গদেশে। কলিকাতার "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" ছাত্রগণের অভাব সংস্কার কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন বটে, কিন্তু আরও ধর্ম্মালোচনার আবশ্যক, আরও সুনীতি বিস্তারের প্রয়োজন। পণ্ডিতগুলি কি নিস্তব্ধ হইয়াছেন? বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ধর্ম্মশিক্ষার অনুপ্রবেশ না হয়, কলিকাতায় কি একটা বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারে না? আমরা ছাত্র সম্প্রদায়ের কার্য্য কলাপ দেখিয়া ভীত হইয়াছি। লোকেও দিন দিন তাঁহাদের স্বভাব চরিত্রে বিরক্ত হইতেছেন। সংস্কারের যদি উপায় না হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উচ্চশিক্ষার বিস্তারের আমাদের প্রয়োজন কি?

পুস্তক সমালোচনা

আমরা নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। স্থানাভাবে ইহাদের সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে পারিলাম না ক্রমে ক্রমে সমালোচনা করা যাইবে।

১। রাজ চিকিৎসক—প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা। (মাসিক পত্রিকা) সোনার টুকরা। বঙ্গীয় যক্ষ্মম। সবর্ম্মা সমাধি। ৫। উদ সীন উদাসীনা। ৭। বঙ্গ বৈদ্য নির্ণয়। চিকিৎসা সম্মিলনী। (মাসিক পত্রিকা) ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড। বৈদব্যাস ৩য় খণ্ড। তত্ত্ব মঞ্জরী দ্বাদশ সংখ্যা। বঙ্কিম চন্দ্র। মানব জাতীর স্বত্ব এবং দায়ীত্ব ও বাঙ্গালী জাতীর সেই দায়ীত্ব প্রতিপালন। নবযুগল। Salambo। সুধাকর।

আনন্দ তুফান ও আধ্যাত্মিক শারদীয়া উৎসব লীলা। শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রণীত ও শ্রীগোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রকাশিত। এই পুস্তক খানিতে দুর্গোৎসবের পূজা, বলিদান, আরতি, প্রণাম, ও বরণ, ইত্যাদি বিষয় সরল এবং সুন্দর কবিতায় লেখা হইয়াছে। কোন বিষয়ের বিবরণ নাই, কিন্তু সকলগুলিতেই ভক্তি ও সরলতার মধুরিমা আছে। পড়িতে পড়িতে পাঠকের প্রাণ সরস হয়। নিদ্রাভঙ্গ ও আনন্দ শীর্ষক কবিতাটী অতি সুন্দর আধ্যাত্ম ভাবে পরিপূর্ণ।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ২১ সেপ্টেম্বর। মার্ভ হইতে একটী টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে; তাহার মর্ম্ম এই যে, হৈরাতের প্রায় একপক্ষ ধরিয়া আফগান ও বালাকশার এই দুয়ের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে, দাদাক শাহ প্রদেশ অধিকার করাই আফগানদিগের উদ্দেশ্য।

সোফিয়া ২০ এ সেপ্টেম্বর। রুষীয়া বলিয়াছেন, বিদ্রোহী দিগের বিচার স্থগিত রাখা উচিত, বলগেরিয়ার রাজপ্রতিনিধিগণ উত্তরে বলেন যে বিচারের গতি স্থগিত হইতে পারে না, তবে রুষীয় প্রতিনিধি জেনারেল কুলবার্স আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

প্যারিস ২০ এ সেপ্টেম্বর। ফরাসী সংবাদপত্রসমূহ মিসরীয় ব্যাপার সম্বন্ধে তর্ক উপলক্ষে বলেন উক্ত দেশে সমস্ত ইউরোপীয় রাজার হস্তক্ষেপ করা উচিত।

লণ্ডন ২২এ সেপ্টেম্বর। পার্ণেল সাহেব খাজনা সম্বন্ধে যে বিল পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা নামঞ্জুর হইয়াছে ২০২ জন তাঁহার পক্ষে এবং ২৯৭ জন বিপক্ষে মত দেন।

সমর সচিব স্মিথ সাহেব একটী প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে সুয়াকিনে শত্রুগণ বিধ্বস্ত হইয়াছে, এখনও এরূপ বলা যায় না; তবে ব্রিটিশ সেনাসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি বিষয়ে জেনারেল ষ্টিফেন সনকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে

পাঠ্য পুস্তক দেখিয়া লিখন, ১০০০পর্য্যন্ত গণন ও লিখন।

" " " ৩য় "—শিশুশিক্ষা ৩য়ভাগ বা তত্তুল্য কোন পুস্তক পাঠ্য পুস্তক হইতে শ্রুতি লিখন।

গণিত—সরল যোগ।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণী।

সাহিত্য—বোধোদয় ও পদ্যমালা ১ম ভাগ, পদ্যমালা হইতে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট কবিতা মুখস্থ করণ। বিশেষ্য বিশেষণ জ্ঞান।

গণিত - সরল বিয়োগ পর্য্যন্ত, নামতা ১০×১০।

(৩) শিল্প—মোজা (বেঁকে) সিলাই।

হস্তলিপি।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

সাহিত্য—আদর্শনারী ১ম ভাগ অথবা (৪) আখ্যানমঞ্জরী ১ম ভাগ কবিতামালা ১ম ভাগ, (শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত) কবিতামালা হইতে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট কবিতা মুখস্থ করণ, ব্যাকরণ হইতে স্বরসন্ধি।

ভূগোল—ভূগোল সূত্র হইতে (ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ ব্যতীত) এসিয়া পর্য্যন্ত। পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণাদি পড়িতে হইবে না।

গণিত—সরল ভাগ পর্য্যন্ত।

শিল্প—বখেয়া সিলাই।

হস্তলিপি।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

সাহিত্য—নারীশিক্ষা ১ম ভাগ, কবিতামালা ২য় ভাগ হইতে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী কবিতা, ১ম শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে পদ, কারক, লিঙ্গ, ও সন্ধি।

রচনা—গৃহপালিত জন্তু ও আম কাঁটাল প্রভৃতি গৃহরোপিত বৃক্ষ বিষয়ক। ইতিহাস— শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস (হিন্দুরাজত্ব)। ভূগোল—ভূগোলসূত্র অথবা তত্তুল্য অন্য কোন ভূগোল হইতে ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ সহিত এসিয়া।

গণিত—লঘূকরণ, মিশ্রযোগ ও বিয়োগ।

বিজ্ঞান—বস্তুপরিচয় ১ম ভাগ।

শিল্প—রিপুকরণ।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী।

সাহিত্য—নারীশিক্ষা ২য় ভাগ (বিদ্যাবিভাগ ও পত্রাংশ ব্যতীত) অথবা ৫। চারুপাঠ ২য় ভাগ, পদ্যপাঠ ২য় ভাগ ১ম শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ সমাপ্ত।

রচনা—পারিবারিক বিষয়ক। যথা—পিতৃ মাতৃ ভক্তি, সৌভ্রাত্র, দাস দাসীর প্রতি ব্যবহার ইত্যাদি।

ইতিহাস—শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস।

ভূগোল—এসিয়া ও ইউরোপের সাধারণ জ্ঞান। (ভূগোল সূত্র অথবা তত্তুল্য অন্য কোন পুস্তক হইতে)। বঙ্গদেশের জেলা ও প্রধান প্রধান নগর (শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন প্রণীত পুস্তক হইতে)।

গণিত—মিশ্রগুণন ও ভাগ পর্য্যন্ত।

বিজ্ঞান—শরীর পালন।

শিল্প—পশমের কাজ (কমফর্টার ও টুপি)।

[illegible]বার্ষিক শ্রেণী।

সাহিত্য—[illegible] চারুপাঠ [illegible] বনবাস, পদ্যপাঠ ৩য় ভাগ, [illegible] (লোহারাম [illegible])।

ইতিহাস—ভারতবর্ষের [illegible] রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত) [illegible]

ভূগোল—ভূগোলসূত্র সম্পূর্ণ।

গণিত—ত্রৈরাশিক, শুভঙ্করী হইতে মুদকষা, সেরকষা ও মাস মাহিনা।

বিজ্ঞান—ধাত্রীশিক্ষা ১ম ভাগ অথবা ভূবিদ্যা।

শিল্প—জামা সেলাই ও পশমের কাজ (মোজা জুতা ইত্যাদি)।

রচনা।

ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণী।

সাহিত্য—ধর্ম্মনীতি (৮ অধ্যায় ব্যতীত) আর্য্য কীর্ত্তি মেঘনাদবধের প্রথম দুই সর্গ।

ইতিহাস—শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত ইংলণ্ডের ইতিহাস ও তৎপ্রণীত পুরাবৃত্তসার হইতে রোম ও গ্রীস।

ভূগোল—পৃথিবী (শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

গণিত—পাটীগণিত সমাপ্ত, ও জ্যামিতির ১ম অধ্যায়ের প্রথম ২০ প্রতিজ্ঞা।

বিজ্ঞান—ধাত্রীশিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ।

শিল্প—জামা সেলাই বুটিতোলা এবং জরি ও চুমকির কাজ।

রচনা।

. পঞ্চম ও ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষার্থিনীরা অধ্যাপনা বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে যথা ক্রমে "নিম্ন ও মধ্য শিক্ষকতার প্রশংসা পত্র" পাইবেন। তাঁহাদিগের বয়ঃক্রম অন্যূন ১৫ বৎসর হওয়া আবশ্যক। নিম্ন ও মধ্যশিক্ষকতার পরীক্ষোত্তীর্ণাগণ উচ্চতর বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে "উচ্চ শিক্ষকতার প্রশংসাপত্র" পাইবেন।

বিশেষ পরীক্ষা।

১ম শাখা—ঋজুপাঠ ১ম ভাগ, সংস্কৃত উপক্রমণিকা ব্যাকরণ।

২য় "—শিক্ষা (শ্রীযুক্ত [illegible] প্রণীত), ব্যাকরণ কৌমুদী হইতে শব্দ ও ধাতুরূপ, সরল অনুবাদ।

৩য় "—রঘুবংশ ১ম চারি সর্গ, ব্যাকরণ ও সরল সংস্কৃত রচনা।

৪র্থ "—উত্তর রামচরিত।

ইংরাজি।

১ম শাখা - Royal Reader No. 1

২য় "—Royal Reader No. 111 "Grammatical Catechist By Babu Nakar Chaudra Biswas,

৩য় "—Parnell's Hermit, Allibaba and the Forty Thieves Bain's First Grammar, Composition and Translation.

৪র্থ "—A Book of Golden Deeds (Selection), The Deserted Village, and Composition.

বাঙ্গালা।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান প্রধান গ্রন্থ সকল, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত আনন্দমঠ ও রচনা।

গণিত।

পাটীগণিত, বীজগণিত, (সমীকরণ পর্য্যন্ত), জ্যামিতি ১ম অধ্যায় অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা সহিত।

বিজ্ঞান।

উদ্ভিদবিদ্যা (বাবু যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত), পদার্থবিদ্যা (বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত), পৃথিবী (শ্রীমতি স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত)।

গার্হস্থ্য বিষয়।

১ম শাখা—রন্ধন ও মুষ্টিযোগ।

২য় "—গৃহকর্ম্ম (গৃহকর্ম্ম, সুশীলার উপাখ্যান ২য় ভাগ, ও সুরুচির কুটীর)।

কারুকার্য্য।

১ম শাখা—পশম ও ছুঁচীকার্য্য।

২য় "—চিত্র ও ছাঁচ।

নীতি।

রামায়ণ ও মহাভারতের নীতি।

(৩) শিল্পের জন্য স্বতন্ত্র পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। এই বিষয়ের পরীক্ষা ঐচ্ছাধীন।

(৪) একাধিক পুস্তকের উল্লেখ থাকিলে ৪ চিহ্নিত পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগেরই জন্য নির্দ্দিষ্ট বুঝিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে ঐ পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে। এজেণ্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

ভৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।

দাম ১॥০ টাকা; ডাকমাশুল ৵১০

ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

ম্যানেজার

—❀❀—

ইলকট্রো গ্যালভানীয়

অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত।

বি, এম, কার নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক,

নং ২৮ মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।

আমার নির্ম্মিত অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত অতি-রিক্ত বিক্রয় দেখিয়া অনেক অনেক রকম নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিতেছে। ইহা সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষে আমিই নির্ম্মাণ করিয়াছি। সুবি-খ্যাত মিসাস গীলবার্ট ষ্টোনবার্ট অফ কার্টিস, চারস লকেট, আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতেন, ম্যালেরিয়া ও পুরাতন জ্বর আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওলাউঠা ও বসন্ত রোগে ইহার আশ্চর্য্য উপকারিতা শক্তি দেখা যাইতেছে। এমন কি ইহা ধারণ করিলে সংক্রামক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভব নাই, বস্তুতঃ ইহা রক্তপরিষ্কার করতঃ পীড়া আশ্চর্য্যরূপে ও অল্পকাল মধ্যে নিবারণ করে। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে যাহারা ফল পান নাই এই তাড়িত ধারণে ফল পাইতেছেন। সোনা ও রূপার নির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরি তাড়িত সংযুক্ত বলিয়া উক্ত করিলে সে বিতান্ত অমূলক ও তাহা ব্যবহারে কোন ব্যক্তি আরোগ্য কখনই হইতে পারে না। প্রতি কবচের মূল্য ১৷৵০ আনা, ডজন ১২৷০; প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ২ টাকা, ডজন ২০; প্রতি অনন্তের মূল্য ১৷০, ডজন ১৫ প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬ খানি ।৵০ আনা ডজন ৸৵০; যাঁহারা অঙ্গুরী ও অনন্ত লইতে ইচ্ছুক মাপ পাঠাইবেন।

—❀❀—

ইলকট্রো গ্যালভানীয়

অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত।

পি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক।

৩৪নং মেছেয়াবাজার লেন—পটলডাঙ্গা—কলিকাতা।

এই অঙ্গুরী কবচ ও অনন্তের এমন আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, যেসকল রোগে মনুষ্য একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন অথচ ডাক্তারি হাকিমি এবং কাবরাজি চিকিৎসায় কিছুতেই কিছু উপশম হয় নাই, তাঁহারা এই মহৎ শক্তি এবং জীবন স্বরূপ কবচ অঙ্গুরী ও অনন্ত ধারণ করিলে সেই সমস্ত দারুণ রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপ মুক্তিলাভ করিবেন। অতএব যদি কেহ ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করেন তবে আমার নিকট তাড়িত অঙ্গুরী, কবচ কিম্বা অনন্ত লইয়া যাউন, আর রোগের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। এবং সুস্থ শরীরে ইহা ব্যবহার করিলে ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ স্পর্শ করিতে পারে না। অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত ক্রয় কালীন (P C D. নামাঙ্কিত দেখিয়া লইবেন এবং অঙ্গুরী ও অনন্তের মাপ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

প্রতি কবচের মূল্য	১৷০ ডজন ১২ টাকা
প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য	১৷০ ডজন ১৫
প্রতি অনন্তের মূল্য	১৷০ ডজন ২৫

প্যাকিং ও পোষ্টের খরচা এক হইতে ৬টা ।/০ ৭ হইতে ১২ টি ৷৵০ লাগিবে।

● চারি রকম অঙ্গুরীর মধ্যে যাহারা যে রকম লইতে ইচ্ছা করিবেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই নম্বর ধরিয়া লিখিয়া পাঠাবেন। এই সমস্ত ব্যাধি নাশক অকৃত্রিম তাড়িতপ্রদ কেবল আমার নিকট পাওয়া যায়।

—❀❀—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মফস্বলের এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি বাক্স ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স বাক্সসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—❀❀—

কে, ডি. সরকারের উপদংশ রোগের পারা বর্জ্জিত মহৌষধ।

সিপাহি বিদ্রোহের অবসান সময় নেপালের জঙ্গলে এক মুসলমান ফকীরের নিকট প্রাপ্ত। বিগত ২৬ বৎসর ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও যশের প্রচারের সহিত ইহার গ্রাহক এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছে যে বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম। ইহাতে কোন প্রকারের পারা নাই, ইহা অল্পকালমাত্র সেবনেই সহস্র সহস্র লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিরা-রোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র ইহার লেপনেই রোগোন্মুক্ত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারায় শিশু সন্তান ও পৈত্রিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাই-য়াছে। ইহা রোগের সর্ব্বাবস্থায় আশু ফলপ্রদ এমন কি পারাঘটিত ঔষধ সেবনজনিত দূষিত রক্ত ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্ষত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের এরূপ পারা বর্জ্জিত অব্যর্থ মহৌষধি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রদত্ত প্রশংসাপত্র এবং ঔষধি সেবনের নিয়মাদি ঔষধের শিশির সহিত থাকিবে,

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

করে। তাহারা ১৯ জন মুসলমান ও ৪ জন হিন্দুকে অবরুদ্ধ করে। বিরুদ্ধ দলের একটী হিন্দু বালিকা ও এক জন মুসলমানের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। মুসলমান দিগকে বিদায় করিয়া দিয়া সৈন্যগণ রামলীলার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। জুমা মসজীদের নিকটও একটু সামান্য প্রকারের দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। তাহাতে ১৫ জনকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে।

—◆◆—

৬ই অক্টোবর মুসলমান দিগের মধ্যে ৩৮ জনকে চালান দেওয়া হয়। অত্যাচারী সম্প্রদায় ইহাতে প্রশ্রয় পায় এবং নানা স্থানে অত্যাচার আরম্ভ করে। এই দিবস মুসলমান দিগের তাজিয়া বাহির হইবে। সে জন্য ঘোষণা করা হয় যে রাত্রি আট ঘটিকার পর কোন হিন্দু আর প্রকাশ্য স্থানে বাহির হইতে পারিবেন না। মুসলমানেরা তাজিয়া বাহির করিয়া দেখে কোথাও হিন্দু নাই, সুতরাং অত্যাচার আর কিরূপে হইবে? তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক চাঁদনী চকের পুলিসের সম্মুখে হিন্দু গৃহস্থগণের ঘরের দিকে পাথর ছুড়িতে থাকে এবং কর্ম্মচারী তাহার গ্লানি দিয়া একটা কল্প উপস্থিত করে যে হিন্দুরা ঘরের ভিতর হইতে তাহাদের উপর পাথর ছুড়িতেছে। একজন নির্দ্দোষী হিন্দু অসতর্ক ভাবে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল মুসলমানেরা তাহাকে টানিয়া আনিয়া প্রহার করে। ৭ ই অক্টোবর বেলা দশটার সময় আবার অত্যাচার আরম্ভ হয়। একটা জনরব উঠে যে জুমা মসজীদের বেদীর উপর হিন্দুরা একটা শূকর বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে। মুসলমান ক্ষেপিবার যথেষ্ট কারণ হইল আবার প্রায় তিন শত নীচ বখাটে জুটিয়া দোকান পসার লুটনার এবং পথের পার্শ্বের হিন্দু দেবালয়ে লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল চৌতারি দিকে বলে মসজেদে মুসলমানেরা মারপিট করিতেছে. সে দিন আর রামলীলা যায় না, এমন সময় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ রামলীলা বাহির করিতে বলেন, বৃষ্টি আসিয়া কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত মারপিট বন্ধ হয়। বৃষ্টি থামিয়া গেলে আবার যেমন তেমনিই। এমন হিন্দু মুসলমানের বিবাদ বহুদিন শুনা যায় নাই।

—◆◆—

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাঙ্গালীর ক্রমশই দুর্দ্দশা বাড়িতে চলিল। একে ত বাঙ্গালী কেরাণীর আর উত্তর পশ্চিমে চাকরি পাইবার আশা নাই। তাহার উপর শুনা যায় বাঙ্গালী ছাত্রগণও নাকি আর সেখানে বৃত্তি পাইবেন না। স্থানীয় গেজেট মুদ্রিত হইয়া গেলাবঞ্চনা শিক্ষা বোর্ডে বাহির হয়। গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় কি উত্তর পশ্চিমবাসীকে অধিক অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে উন্নত করা? যদি তাহাই হয়, তবে আমরা এরূপ ব্যবহারকে যুক্তি যুক্ত বলে করি না। বাঙ্গালীর উপর অবিচার করিবেন কিন্তু উত্তর পশ্চিমবাসীর প্রতি অনুগ্রহ করা হয় না। গবর্ণমেণ্ট যদি ইহাদিগকে শিক্ষিত ও উন্নত করিতে চান তবে তাহার অন্য উপায় আছে। উড়িষ্যাবাসিগণ একবার, বঙ্গ উড়িষ্যাদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন, লর্ড ডফরিণ তখন বলিয়াছিলেন অবিচার ও অনুগ্রহ তাঁহার শাসন নীতির অন্তর্গত নহে। উড়িষ্যাবাসী যেরূপ উপযুক্ত হইবেন বাঙ্গালীর ন্যায় তিনিও সেইরূপ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ পাইবেন। একজনের প্রতি অধিক অনুগ্রহ করিতে ইতরের প্রতি অবিচার করা হয়। উত্তর পশ্চিমের গবর্ণমেণ্ট লর্ড ডফরিণের নীতি নিরবচ্ছিন্ন কার্য্য করিতে কেন যে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। এলাহাবাদের বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রের সংখ্যা অধিক সুতরাং এখানে অনেকের পক্ষে বৃত্তি পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই দরিদ্র ছাত্র বৃত্তি পাইবার আশায় উত্তর পশ্চিমে আসিয়া পরীক্ষা দিয়া থাকেন। বাঙ্গালী ছাত্রের কষ্টের পরিশ্রমশীলতা এবং পাঠে মনঃসংযোগ দেখিয়াদেখিয়া ও উত্তর পশ্চিমের ছাত্রগণ শিক্ষা লাভ করে। বাঙ্গালীর দৃষ্টান্তে হিন্দুস্থানী চতুর হইতে শিখে এবং উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে উদ্যোগী হয়। শিক্ষা সম্বন্ধে বাঙ্গালী ছাত্র যে উত্তর পশ্চিমবাসীর আদর্শ তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সেই বাঙ্গালী ছাত্রগণকে নিরুৎসাহ করিয়া উত্তর পশ্চিম হইতে তাড়াইয়া দিলে কেবল যে যোগ্যতার প্রতি অবিচার হয় তাহা নহে, পরন্তু অযোগ্যের আদর্শকে দূরবর্ত্তী করিয়া তাহার যোগ্যতালাভের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেওয়া হয়। যেখানে শিক্ষার সম্যক বিস্তার হইতে পারে নাই বুদ্ধিমান শ্রীশক্তি সম্পন্ন শিক্ষার্থিগণ উৎসাহ পাইলে শীঘ্রই সেখানে অধিকার বিস্তার হইয়া পড়ে। উত্তর পশ্চিমে গবর্ণমেণ্ট যে অনুগ্রহ টুকু প্রকাশ করিতে চান বাঙ্গালী ছাত্রকে নিরুৎসাহ করিলে শীঘ্রই তাহার সুফল ফলাইবার নহে।

—◆—

রোহিণী এবং গার্ডমেসিংএর মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। একজন ফুলার কোন প্লাটফর্ম গাড়ী বলিয়াছিল রোহিণী জেনানা গাড়ীতে চেতন পাইয়াছিল। জেনের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়ে। জেলা জজ আদালতের অন্যান্য সাক্ষীর মুখে প্রকাশ পায় যে রোহিণীর সঙ্গে অমানতের কোন গোলাল ছিল না। ব্যারিষ্টার গিডিয়ন সাহেব আসামীর পক্ষে বহুক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন জৈনদের নিকটে এরূপ অপরাধে লিপ্ত হওয়া বুদ্ধিজীবির পক্ষে অসম্ভব। ফরিয়াদির পক্ষের উকীল বাবু অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় মকদ্দমার ঘটনা আসামীর সাক্ষ্যের উপর অধিক নির্ভর করিয়া বলেন গার্ড স্ত্রীলোকগণকে এক গাড়ী হইতে অন্য গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিল. তিনি আরও বলেন আসামীর প্রতি ফরিয়াদির সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। ফরিয়াদি পক্ষের সকল সাক্ষী একত্র হইয়া যে এরূপ একটী মিথ্যা মকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে উহা অসম্ভব। অবশেষে সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট হপকিন্স সাহেব আসামীর তিন শত টাকা অর্থদণ্ড এবং ক্রটিতে তিন সপ্তাহ বিনা পরিশ্রম কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিরপেক্ষভাবে এই মকদ্দমার বিচার করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গলের পুলিসের ইনস্পেক্টর ক্লীন সাহেবও আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ক্লীন সাহেব যদি সবিশেষ চেষ্টা না করিতেন এ মকদ্দমাটী কখনই বর্ত্তমান ভাবে আদালতে উপস্থিত হইতে পারিত না।

—◆◆—

ব্রহ্মযুদ্ধ লইয়া মহাসভায় আন্দোলন।

ব্রহ্মযুদ্ধ লইয়া মহাসভায় একদিন তুমুল আন্দোলন উঠে। ব্রহ্মযুদ্ধের খরচার ভারতের প্রজা কেন বহন করিবে ইহাই সে দিনের বিচার্য্য হয়। মিঃ এস স্মিথ ব্রহ্মাধিকারের জন্য মহাসভাকে দুঃখ প্রকাশ করিতে বলেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কারণ ছিল কিন্তু ব্রহ্মদেশ রাজ্যভুক্ত করিবার কোন কারণ নাই। সার জর্জ ক্যাম্বেল প্রকারান্তরে এই মতের সমর্থন করেন। আরও ৯।১০ জন সভ্য ব্রহ্ম সংযোগ কার্য্যে একবাক্যে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিতেছেন। সার জর্ন গর্ষ্ট এবং সার ইউ, কে, সাটলওয়ার্থ পূর্ব্বাপর ইহাদের বিপক্ষ ছিলেন। সভায় সেদিন মহা তর্ক উপস্থিত

হয়। কয়েকজনের মধ্যে বিবাদেরও সূচনা দেখা গিয়াছে। এই বিবাদ উপস্থিত দেখিয়া প্রসিদ্ধ চৌরি চুড়ামণী গর্ষ্ট সাহেব উক্ত দিবসের জন্য সভা বন্ধ রাখেন।

আমরা এই সভার অনেক সভ্যের মহত্ত্বতা দেখিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। দুর্ব্বল পক্ষ অবলম্বন করাই মনুষ্যত্ব, সবল বিরুদ্ধবাদে সত্যের পক্ষ সমর্থন করাই বীরত্ব। ইংরাজ জাতির মধ্যে এই মনুষ্যত্ব ও বীরত্বের অসদ্ভাব নাই। তাই আমরা দেখিলাম কমন্স সভার বিখ্যাত সভ্যগণ একে একে স্মিথ সাহেবের পক্ষপাতী হইয়া ভারতবাসীর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন। ব্রহ্মসংযোগ যে ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয় কার্য্য হইয়াছে তাহা আমরা অনেকবার প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি লর্ড ডফরিণ ব্রহ্মসংযোগের যে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার সকল গুলিই অমূলক। একবার বলা উচিত থিবু প্রজাপীড়ক রাজা অতএব সেজন্য দমন করা আবশ্যক। এত দিনের পর রত্নগিরিতে থিবুর সদ্ব্যবহার দেখিয়া কেহই বলিতে পারেন না যে প্রজাপীড়ন থিবুর স্বভাবসিদ্ধ ছিল। থিবু যদি প্রজাপীড়ন করিতেন, মগ এমন পাত্র নয়, যে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে। মগ তাঁহার রাজ্যে সন্তুষ্ট ছিল— ইহাতেই প্রমাণ পায় প্রজাপীড়ন কার্য্যে থিব কখনই স্বীয় হস্ত কলুষিত করেন নাই, ইংরাজের অধিকার মগের নিকট অপ্রিয়, ইংরাজ অমৃতের ছলে ব্রহ্মবাসীকে বিষ ভোজন করাইতেছেন, তাই আজ এত দুর্যোগ, এত ধনক্ষয়, এত বলক্ষয়।

মহাসভার আন্দোলনে এখন আমাদের স্থির বিশ্বাস হইতেছে কেবল দক্ষিণ ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষকে ফরাসীর আক্রমণ হইতে উদ্ধার করাই যে লর্ড ডফরিণের ব্রহ্মসংযোগের উদ্দেশ্য তাহা নহে— রাজ্য পিপাসা ব্রহ্মাধিকারের মূল কারণ। লর্ড ডফরিণের গবর্ণমেণ্ট ও বিলাতের মন্ত্রী মণ্ডলীর এই বিষম রাজ্য পিপাসা নিবৃত্তির জন্য অর্থ দিবে কে? সে ভারতবাসী, বাহাদুরী লইবে কে? সে ইংরাজ। কিন্তু এই বাহাদুরী দেখাইবার নিমিত্ত অর্থব্যয়ের একটা সীমা আছে ত? গবর্ণমেণ্ট বজেটে যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইতিমধ্যেই তাহার অতিক্রম হইয়াছে, এখনও ব্রহ্মদেশ বিদ্রোহী মগে পরিপূর্ণ এখনও ইংরাজ সৈন্যের হস্তে বনে প্রাণে মরিতেছেন। কত বৎসর যে এই ভাবে চলিয়া যাইবে তাহা বলা যায় না। কত লক্ষ মুদ্রা এখনও যে দরিদ্র ভারতের কুটীর হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। এক ব্রহ্মের জন্য ভারতকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। মহাসভার নিরপেক্ষ সভাগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহা তাঁহারা স্থির করিয়া বলিয়াছেন ব্রহ্মযুদ্ধের ব্যয় বিলাতবাসীকেই বহন করিতে হইবে। মনুষ্যত্বের পক্ষ হইয়া তাই এক এক জন করিয়া সভাগণ বন্ধুভাবে ভারতবাসীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন।

ব্রহ্মে কখনও শান্তি স্থাপিত হইবে এরূপ আমাদের আশা নাই। আমাদের বিবেচনা হয় যত দিন থিবু কিম্বা অন্য কোন রাজাকে ব্রহ্মরাজ্য প্রত্যর্পণ করা না হইবে ততদিন বিদ্রোহের শান্তি হইবে না, ততদিন মগ কখনও ইংরাজকে সুস্থির হইতে দিবে না। কোন কোন গবর্ণমেণ্ট প্রজার মঙ্গলের জন্য এক একটী আয়ের উপায় করিয়া যান, লর্ড ডফরিণ আমাদের জন্য প্রতিনিয়ত ব্যয়ের প্রস্রবণ খুলিয়া যাইতেছেন। মগ যেমন কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না, আকণ্ঠ শোষিত ভারতের প্রজাও তাঁহাকে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। এখনও আমরা আশা করি মহামতি ভারত গবর্ণমেণ্টের মত গতি ফিরাইয়া দিবেন, সার জন গর্ষ্ট ও সার ইউকে সটেলওয়ার্থকে দীনদুঃখী ভারতবাসীর প্রতি কৃপানেত্রে চাহিতে বলিবেন। একান্তই যদি ব্রহ্মদেশ কোন রাজার হস্তে প্রত্যর্পণ করা না হয়, ইংলণ্ড ব্রহ্মযুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করুন। ব্রহ্মে আমাদের কোন আবশ্যক নাই ও কোন উপকার নাই। ব্রহ্ম লইয়া ইংরাজ জাতির যদি প্রতিপত্তি পাইবার ইচ্ছা থাকে তার মত ইংরাজই সে যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য দায়ী।

—●●—

পঞ্জাবের ডেপুটী কমিশনার
মিঃ এ আর বুলম্যান।

অম্বালার হিন্দু মুসলমান বিগ্রহ কাহিনীতে বুলম্যান সাহেবের যেসকল অত্যাচারের কথা শুনা গেল, যদি তাহা সত্য হয় তবে তাঁহাকে অত্যাচারী হাকিমদলের শিরোমণি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা এই বিগ্রহের কথা আজ সবিস্তার বর্ণন করিব:—

বামন দ্বাদশী উপলক্ষে প্রতি বৎসর অম্বালার হিন্দুদিগের একটী উৎসব হইয়া থাকে। সেই উৎসব উপলক্ষে নগরের মধ্যস্থলে একটী মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। অম্বালার হিন্দু অধিবাসিগণ সকলেই মণ্ডপে সমাগত হইয়া মণ্ডপ হইতে একটী দেব মূর্ত্তি স্কন্ধে লইয়া নৃত্য কীর্ত্তন করিতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী অন্য একটী দেব মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর একটী নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া উৎসব সমিতি গমন করে। স্থির প্রচলিত রীতি অনুসারে এ বৎসরও উৎসব সমিতি নির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিতেছিল। প্রথম দিবস কোন বিঘ্নই উপস্থিত হয় নাই। দ্বিতীয় দিবসে পথের মধ্যে সমিতিকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করা হইল। প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম করাকে হিন্দু অধর্ম্ম মনে করেন। রাজকর্ম্মচারী দ্বারা এই প্রথার অবমাননা হইতে দেখিয়া প্রথমে তাঁহারা বারবার অনুনয় বিনয় করেন। অবরোধকারীরা তাঁহাদের অন্যত্র পথ দিয়া চলিয়া যাইতে বলিল। ধর্ম্ম বিষয়ের মস্তকে এইরূপ পদাঘাত করিতে দেখিয়া উৎসব সমিতি ভাঙ্গিয়া গেল। একটী গুপ্ত পথ দিয়া দেবমূর্ত্তি মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। হিন্দুর হিন্দুয়ানী আর রক্ষা পায় না দেখিয়া অম্বালাবাসী হিন্দুগণ তার পর দেব মন্দিরে সমবেত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য অত্যাচারের প্রতিবিধান জন্য ডেপুটী কমিশনরের বিরুদ্ধে উচ্চ কর্ম্মচারীর নিকট আবেদন করিবার জন্য সকলেই শান্তভাবে মন্ত্রণা করিতে থাকেন। শান্তিভঙ্গের কোন কারণই হয় নাই। প্রকাশ্য সভায় যেমন সচরাচর ধীর ভাবে কোন বিষয়ের সমালোচনা করা হয় এখানেও তাহাই হইতেছিল। পরামর্শ স্থির হইলে সভা ভঙ্গ করিয়া সকলে চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখা গেল মন্দিরের সম্মুখ দিয়া গাড়ি গাড়ি গোমাংস যাইতেছে। সে দিন মুসলমানের বকরীদ। পবিত্র দেব মন্দিরের সম্মুখে গোমাংস দেখিয়া হিন্দুর হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তাঁহারা সহরের ভিতর গোরু কাটা হইয়াছে সন্দেহ করিয়া বাহকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন। প্রকাশ্য পথ দিয়া গোমাংস লইয়া যাওয়া সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। হিন্দুগণ তাহারই জন্য গাড়ি থামাইলেন। তার পর শুনা গেল ডেপুটী সাহেব আসিতেছেন। অতএব আর কোন বচসা হইল না। মুহূর্ত্তেকের মধ্যে ডেপুটী কমিশনর ও পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বেত্র হস্তে দলের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত। আসিতে আসিতেই সাহেবেরা বেত্র চালনা আরম্ভ করিলেন। মার মার, ধর ধর, শব্দে পুলিস হিন্দুদিগের অনুধাবন করিতে লাগিল। কাহারও মস্তক, কাহারও পৃষ্ঠদেশ, ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। স্বয়ং ডেপুটী মহাত্মার আসরে নামিয়াছেন দেখিয়া কেহই প্রতিবাদের চেষ্টা করিলেন না, সকলেই উৎপীড়িত হইয়া পলায়নপর

হইলেন। ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যে সময়ে অবস্থান করিয়াছেন এইরূপ তাঁর যাহাকে সম্মুখে পাইলেন তাহাকেই ধরিয়া হাতকড়ি দিয়া বন্দী করিয়া ফেলিলেন। ৬০ জন বন্দী হইল।

তার পর উহাদের বিচার। অপরাধ কি? বে-আইনী জনতা। কোন অসদভিপ্রায়ে মন্ত্রণা করিবার জন্য যদি পঞ্চাধিক লোক সমবেত হয় তবে তাহাকে বেআইনী জনতা বলে। উল্লিখিত ঘটনাটী যদি সত্য হয় তবে এই জনতাটী কিরূপে যে আইনী বলা যাইতে পারে। হিন্দুর বিশ্বাস মত যাহা অধর্ম; আইনেও যাহা নিবারণ করে, এমন বিষয়ের প্রতিবিধানের জন্য সমবেত হওয়া কি আইন বিরুদ্ধ? হিন্দুরা কোন অসদভিপ্রায়ে সমবেত হয় নাই। মুসলমানেরা গোমাংস লইয়া যাইতেছে বলিয়া কাহারও উপর আক্রমণ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এক গাছা লাঠী কি অন্য কোন প্রকারের প্রহরণ হিন্দুদিগের হস্তে ছিল না যে ডেপুটী কমিশনার মনে করিবেন ইহারা অসদভিপ্রায়েই সমবেত হইয়াছেন। এই অসদভিপ্রায় প্রমাণের ভার ডেপুটী সাহেবের উপর। তিনি কি প্রমাণ করিয়াছেন? সাহেব বলেন তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া হিন্দুদিগকে বিদায় হইতে বলেন। এ কথা না শুনাতে তাঁহাকে বেত্র তাড়না করিতে হইয়াছে। কথাটী সত্য হইতে পারে। এত বড় জনতার ভিতর সাহেব যাহা বলিয়া থাকিবেন হয়ত তাহা কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। সাহেবের কথা যদি শুনিয়া থাকিবেন হিন্দুরা তবে অকারণ দাঁড়াইয়া মার খাইতে যাইবেন কেন?—কিন্তু ইহাতেই বা অসদভিপ্রায় প্রমাণের ভার মোচন হইল কিরূপে? এই ঘটনা সম্বন্ধে আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাতে দেখা যায় সাহেব হিন্দুদিগের অসদভিপ্রায় প্রমাণ করিতে পারেন নাই। যদি তাঁহাদের কোন অসদভিপ্রায় না থাকে তবে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিবার ক্ষমতা ডেপুটী সাহেবের নাই। ভবিষ্যতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে, সাহেব যদি এরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন তবে বিদায় করিবার জন্য একটু উচ্চ স্বরে হুকুম দেওয়া তাঁহার উচিত ছিল। হুকুম যদি জানিয়া শুনিয়াও অমান্য করা হইয়া থাকে, তবে তিনি কেবল অপরাধিগণকে অবরুদ্ধ করিতে পারেন। প্রথমেই স্বহস্তে বেত্রাঘাত করিবার তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না।

প্রায় ৬০ জন লোককে এইরূপে অবরুদ্ধ করিয়া ডেপুটী কমিশনর চলিয়া যান। পুলিস ইতিমধ্যে অনেকের হাতকড়ি খুলিয়া দিয়া কেবল ১৪ জন অপরাধীকে হুজুরে হাজির করেন। হুজুরে বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আসামীদিগের পক্ষের উকীল লালা মুরলীধর মকদ্দমাটী উক্ত আদালত পরিবর্ত্তনের অনুমতি পাইবার জন্য মুলতুবির দরখাস্ত করেন। সাহেব দরখাস্ত পাইয়া অগ্রাহ্য করিলেন। বাবু মুরলীধর যখন দেখাইয়া দিলেন যে এরূপ কার্য্য আইন সঙ্গত নহে, তখন হুজুরে সাহেব বলিয়া বসিলেন তবে আমি মকদ্দমা মুলতুবি রাখিতে দিব না। মকদ্দমা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দরখাস্ত করা হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে মকদ্দমার ডাক হইলেই উকীল আসিয়া দরখাস্ত দাখিল করেন। যদি কিছু বিলম্বও হইয়া থাকে তবে কি আইনে লেখা আছে যে মুলতুবির দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না? আমরা যতদূর জানিয়াছি তাহাতে বোধ হয় দরখাস্ত দাখিলের পূর্ব্বে কাহারও জবানবন্দী গ্রহণ করা হয় নাই। এমত অবস্থায় মুলতুবির দরখাস্ত অগ্রাহ্য করায় কি প্রমাণ পায়? যে অপরাধে সাহেব আসামীদের দণ্ডনীয় করিয়াছিলেন তাহা দণ্ডবিধি আইনের ১৫১ ধারা। এই ধারায় কোন সমারি মকদ্দমার আপিল নাই। আমাদেরও বোধ হয় সাহেব নিজে বিচার করিয়া দণ্ড দিবার অভিপ্রায়েই এই চতুরতা করিয়াছিলেন। তাঁহার চতুরতার কথা আরও শুনিলে অবাক হইতে হয়। ইতিপূর্ব্বে কমিশনরের নিকট একখানি দরখাস্ত করা হয়। সেই দরখাস্ত গ্রাহ্য করিয়া কমিশনর সাহেব মিঃ মুলন্যানকে মকদ্দমার নথী পাঠাইবার জন্য টেলিগ্রাফ করেন। টেলিগ্রাফ আফিসে তাহার প্রমাণ আছে। লালা মুরলীধর স্বয়ং ব্যারিষ্টার লী সাহেবের একখানি টেলিগ্রাম পান, তাহাতেও লেখা ছিল যে কমিশনর কোর্টে বিচারের জন্য নথী তলব করা হইয়াছে। এই টেলিগ্রাম খানি ডেপুটী সাহেবকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করা হয় সাহেব এরূপ কোন টেলিগ্রাফ পাইয়াছেন কি না। সাহেব বলেন "চীফ কোর্ট আমাকে কোন উপদেশ দেন নাই।" সাহেব তার পর বিচার আরম্ভ করেন। বিচারে ১১ জনের উপর প্রত্যেকের ৫০ টাকা করিয়া দণ্ড হয়। দুই জনের ১০ টাকা করিয়া, আর একজনকে অব্যাহতি দেওয়া যায়।

এখানেই সাহেব ক্ষান্ত হইলেন না। এই মকদ্দমায় ওকালতি করিবার সময় লালা মুরলীধর বলিয়াছিলেন তিনি নিজেও ঘটনার পূর্ব্বে এই দলের মধ্যে ছিলেন। কোন অসদুদ্দেশ্যে সমিতিক লোকে সমবেত হয় নাই। এই অপরাধে মকদ্দমার দুই দিন পরে লালা মুরলীধরকে আটক করা হইল। সাহেব যখন দলের নিকট গিয়া হিন্দুদিগকে চলিয়া যাইতে অনুমতি করিলেন লালা মুরলীধর তখন উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার উপর অন্যে এই প্রকার কোন হুকুম না দিয়াই অপরাধী করা হইয়াছে। একে ত এই হিন্দু সমিতি অসদুদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ হইল না, তাহার উপর ১৫১ ধারার দল ভাঙ্গিবার যে হুকুম দেওয়া আবশ্যক তাহা মুরলীধরকে না শুনাইয়া তাঁহাকে অপরাধী করা হইয়াছে। এই মকদ্দমাটী এখন চীফ কোর্টের বিচারাধীন রহিয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা অনাবশ্যক।

এই অদ্ভুত কাণ্ডের যথার্থ অনুসন্ধান করিবার জন্য আমরা এচিসনের গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি। সার চারলস একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এই ব্যাপারে যদি বাস্তবিকই উল্লিখিত প্রকারে হিন্দুর উপর অত্যাচার হইয়া থাকে তবে মুলন্যান সাহেবকে উপযুক্ত দণ্ড দিয়া সত্যের সম্মান রক্ষা করুন। লোকে বলে কেবল সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায়কে জব্দ করা ও ভয় দেখানই মুলন্যানের ইচ্ছা, ঘটনা গুলি যদি সত্য হয় তবে আমাদেরও অনুমান স্বতন্ত্র নহে। গবর্ণমেণ্ট কিন্তু এমন একটী ভয়ানক ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইয়া না থাকেন ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

—●●—

উচ্চ পদে দেশীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ।

রাজা হরিশ্চন্দ্র এক ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া স্বীয় রাজ্য সম্পত্তি স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্তও দান করিয়াছিলেন। সেই অবধি রাজার কথায় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। প্রজার নিকট রাজা যাহা প্রতিজ্ঞা করেন সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া প্রজার সহিত প্রতারণা করিবার কোন প্রয়োজনও নাই। যে দেশের প্রজা রাজবিদ্রোহী, রাজা সেখানে স্তোকবাক্যে কার্য্যসিদ্ধি করিয়া প্রবঞ্চনা করিতে পারেন, কিন্তু যেখানকার প্রজা রাজাকে দেবতার সমান জ্ঞান করে সেখানে এরূপ প্রবঞ্চনার কোন কারণ নাই। রোম দেশের প্রজাবর্গ কখন কখন বিদ্রোহী হইয়া রাজার সর্ব্বনাশ করিতে যাইত। সেখানে রাজা তখন দুর্ব্বল রাজনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া প্রজাগণকে নানাপ্রকারে প্রলোভন দেখাইয়া নিরস্ত করিতেন। অসভ্য জাতির ইতিহাসে

কখন কখন এইরূপ ভোজ ; রাজা প্রজা তুলানর কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সভ্য জাতি ও সভ্যসমাজে ৫ রকম রাজার কথা কখনও শুনা যায় নাই। ভারতবর্ষে রাজার প্রজারথার কথা নিতান্ত অশ্রুতপূর্ব। হিন্দুরাজা সময় বিশেষে স্বেচ্ছাচারী হইতেন কিন্তু বিদ্যা আশা দিয়া ৫ জার প্রীতিভাজন হইতে ঘৃণা বোধ করিতেন। মুসলমান অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন, কিন্তু "দিব" বলিয়া আশা দিয়া কখনও প্রজাকে প্রত্যাখ্যান করিতেন না। তার পর ইংরাজ বাহাদুর যখন ভারতের রাজদণ্ড মুসলমানের হস্ত হইতে কৌশলে কাড়িয়া লইয়া সমগ্র ভারত এক ছত্র করিয়া ফেলিলেন, তখন নূতন রাজা আমাদিগকে কি বলেন শুনিবার জন্য আমরা উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। ইংরাজ ঘোষণা করিলেন—জাতি বিচার থাকিবে না, ধর্ম্মের বিচার থাকিবে না, জন্ম ও জন্মভূমির প্রভেদ থাকিবে না, শ্বেত কৃষ্ণ সকল প্রজা ইংরাজের অধীনে তুল্য দৃষ্টিতে রক্ষিত হইবে, সমভাবে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবে, পার্থক্য ও প্রভেদ পরিহার করিয়া গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে উপযুক্ত পদে বরণ করিবেন। আমরা ভাবিলাম এই উদারতাগুণেই ভগবান সোণার থাল ভারতকে ইংরাজের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। বৎসরের পর বৎসর গেল, ইংরাজের যশ, ইংরাজের মহত্ত্বের কথা আবাল বৃদ্ধ বনিতার শ্রুতিগোচর হইল,—ক্রমে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মহাসভার আইন জারী হইল ভারতবর্ষে ভারতবাসী ইংরাজের সহিত সমান অধিকার পাইবেন। ডিরেক্টার সভা এই আইনটির ৩।৪ ধারা ব্যাখ্যা করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন—ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ইংরাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিন যায়, প্রতিজ্ঞার একটী বর্ণও পূরণ হয় না, ভারতবাসী উপযুক্ত হইয়াও ইংরাজের অধীনে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। ২০ বৎসর কাটিয়া গেল, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের ন্যায় ভারতবাসীদেরও সিভিল সার্ভিসে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা হইল। তখন সমুদ্র পারে জাতি খোয়াইয়া চিহ্নিত হইতে কে যায়? অতি অল্প লোকই বিলাতে জলাঞ্জলি দিয়া সিভিলিয়ান পদবী লাভ করিয়া আসিলেন, কিন্তু ইংরাজের সমান উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না।

কোম্পানির মুলুক ক্রমে মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার করকমলে ন্যস্ত হইল। মহারাজ্ঞী ভারতসাম্রাজ্য হাতে লইয়া পুনরায় ঘোষণা করিলেন—জাতি বিচার থাকবে না, ধর্ম্মের বিচার থাকিবে না, উপযুক্ত হইলেই ভারতবাসী ইংরাজের অধীনে সকল পদেই অধিষ্ঠিত হইতে পারিবেন।" আমরা শুনিলাম ইংরাজ এত দিন যে প্রতিজ্ঞার ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন আজ মহারাজ্ঞীর মুখে ইহাও সেই ঘোষণা। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের প্রতিজ্ঞা কাণ্ডের প্রথম অভিনয় শেষ হইল।

তিন বৎসর পরে চিহ্নিত এবং অচিহ্নিত কর্ম্মচারীর প্রভেদ হইল, প্রতিজ্ঞা কাণ্ডের দ্বিতীয় অভিনয় আরম্ভ হইল। পার্লিয়ামেণ্টের আর একখানি আইনে প্রচার হইল যে চিহ্নিতের পদ অচিহ্নিত কর্ম্মচারী প্রাপ্ত হইবে না। এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইবামাত্রই কয়েকজন উচ্চ পদস্থ দেশীয় কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করা হয়। ক্রমে যেসকল পদে দেশীয় কর্ম্মচারীর নিয়োগ ব্যবস্থা করা হয় তাহাও একটী একটী করিয়া চিহ্নিত ইংরাজ অধিকার করিয়া লইলেন। কয়েকজন পুরাতন কর্ম্মচারী ভিন্ন উচ্চ পদে আর কাহারও স্থান রহিল না। দলে দলে ইংরাজ মহাপুরুষগণ আসিয়া দেশীয়ের প্রাপ্য স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন। দলপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের মনে জাতিবৈরিতা প্রবল হইয়া উঠিল। ভারতবাসী ...র বসিয়া হুকুম দিবেন ইংরাজ অবনত শিরে সেই হুকুম তামিল করিবেন এই চিন্তা চিহ্নিতের মনে অসহ্য হইয়া উঠিল। চিহ্নিত সিভিলিয়ানদের তুষ্টি সাধন মানসে গবর্ণমেণ্টও উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ভীত বিজেতার পার্থক্য লইয়া যখন প্রবল আন্দোলন হয় তখন সেই সময়ে দেশীয় লোকের সহায় হইয়া তাহাদের বিলাত গমনের নিমিত্ত বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। সে প্রবল লোকের মুখে লর্ড লরেন্সের সাধু উদ্দেশ্য ভাসিয়া গেল। এক বৎসরের মধ্যে বৃত্তি গুলি উঠাইয়া দিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিলেন ভারতবাসী যাহাতে উচ্চ পদে স্থান পাইতে পারেন তজ্জন্য পার্লিয়ামেণ্ট হইতে বিশেষ উপায় নির্দিষ্ট হইবে। উপায়ও নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। সিভিলিয়ান সম্প্রদায়ের ভয়ে গবর্ণমেণ্ট আইনানুযায়ী কার্য্য করিতেও বিমুখ হইলেন। [illegible]টারি আর্গাইল চিহ্নিত এবং অচিহ্নিতের বিলকুল পার্থক্য রাখিলেন কিন্তু চিহ্নিত দেশীয় সিভিলিয়ানের সহিত চিহ্নিত ইংরাজের পার্থক্য রাখার প্রথা ... অক্ষিমত হইক না।

এইখানে প্রতিজ্ঞা কাণ্ডের তৃতীয় অভিনয় আরম্ভ হইল। চিহ্নিত ইংরাজ প্রস্তাব করিলেন দেশীয় লোকে আর নিযুক্ত হইতে না পায়। কেহ কেহ বলিলেন দেশীয়ের অধীনে বিচারকার্য্য করা সম্পূর্ণ রাজনীতি বিরুদ্ধ, কাহারও বিবেচনা হইল দেশীয় লোকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলে ইংরাজের রাজ্য শীঘ্রই নির্ম্মূল করিয়া ফেলিবে। কোন কোন মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন ইংরাজেরা জাতিশ্রেষ্ঠ। দেশীয়ের উপর প্রভুত্ব করা তাঁহাদের যোত্রাধিকার। এইরূপ বিষম আন্দোলনে সিভিলিয়ান সমাজ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। লর্ড লিটন তখন ভারত সিংহাসনের প্রতিনিধি সম্রাট। ইনি আবার সিভিলিয়ান সম্প্রদায়ের শিরোভূষণ, উদার নীতির দ্বেষ্টা এবং স্বেচ্ছাচার শাসনের নিদর্শন। লর্ড লিটন বুঝিলেন ভারতবাসীকে প্রভুর দেওয়া স্থান বলে, বিজেতার নিকট সেবার অধীনতাও নীতিসঙ্গত নহে। ভারতবাসী বাঙ্গালার বুদ্ধিমান হউন, লেখা পড়া নিপুণ, তথাপি তিনি "কালা আদমী"। ইংলণ্ডবাসী বাঙ্গালার মূর্খ হউক, দুর্ব্বল হউক, অত্যাচারী হউক প্রজাপীড়ক হউক, তথাপি তিনি শ্রেষ্ঠজাতি ইংরাজ—সেও [illegible] কখনই সমান অধিকার লাভ করিতে পারে না। তাঁহার এই মর্ম্মে ষ্টেটসেক্রেটারির নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ষ্টেটসেক্রেটারি পার্লিয়ামেণ্টকৃত ব্যবস্থা এবং মহারাজ্ঞীর প্রতিজ্ঞাবাক্য স্মরণ করিয়া লিটনের প্রার্থনায় সম্মতি প্রদান করিতে পারিলেন না। লিটনের সাধের প্রস্তাব জলে ডুবে পড়িয়া রহিল।

লীটনের কার্য্যকাল হইতে ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগের একপ্রকার [illegible] সিদ্ধ হইয়াছে। যদি দেশীয় ব্যক্তিগণকে সিভিলসার্ভিস হইতে তাড়াইবার অভিপ্রায়ে পাকেচক্রে অল্প একটা ব্যবস্থা পরীক্ষা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ইংরাজ সিভিলিয়ান সম্প্রদায় তাঁহার কার্য্যকাল হইতেই অধিক পরিমাণে প্রেমদাস্য হইয়া পড়িয়াছেন। এখন সিভিলিয়ান সম্প্রদায়ের অনেকেই ভারতবাসীকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করেন না, দেশীয় লোকের এ প্রকার ইংরাজের সহিত সমান হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা যে কোন অধিকারে অধিকারী হইতে পারে ইহা তাঁহাদের বিচারে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। লীটনের সময় হইতে ইংরাজের বিদ্বেষও একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাপ্ত হইতেছেন তত দিন আমরা কোন আড়ম্বরে ভুলিতে পারি না যত দিন কর্ত্তাজাতীর প্রতিজ্ঞা বাক্যের প্রত্যেক বর্ণ কার্য্যে পরিণত হইতেছে তত দিন আমারা কোন কমিশনে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। লর্ড ডফরিণ বলিয়াছেন কমিসনের কোন অনুসন্ধান কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না। এটী প্রশংসার বিষয় বটে কিন্তু সে প্রশংসা তিনি বিদেশী লোকের নিকট পাইবেন। লর্ড ডফরিণ যদি আমাদের কোন মূতন স্বত্বাধিকার প্রদান করিবার জন্য কমিশন বসাইতেন আমরা শতমুখে তাঁহার গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতাম। উপস্থিত কমিশনে আমাদের আশাপ্রদ আর একটী বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। আমরা একবার ভাবিয়াছিলাম মহাসভায় সিবিল সার্ব্বিস প্রশ্নের উত্থাপন হইয়া বিলাত হইতেই একটী অবৈতনিক অনুসন্ধান কমিশন নিযুক্ত হইবে। এরূপ কমিশন বসিবার শীঘ্রই সম্ভাবনা ছিল। উহাতে আমাদের অনেক উপকারও হইতে পারিত। লর্ড ডফরিণের কমিশন বসিয়া বিলাতি কমিশনের আশা ঘুচাইয়া দিয়াছে। ঠিক এইরূপ চতুরতা করিয়া লর্ড ডফরিণ বিলাতের অনুসন্ধান সমিতিকে কোরকে বিনষ্ট করিয়াছেন।

লর্ড র‍্যাণ্ডল্‌ফ চর্চ্চিলের চপলতায় যেই অনুসন্ধান সমিতি স্থগিত হইল অমনি সুচতুর লর্ড ডফরিণ স্বকীয় অধিকারের মধ্যে এক প্রকাণ্ড কমিশন বসাইয়া বিলাতি কমিশনের পুনর্জ্জীবনের আশা তিরোহিত করিয়া দিলেন। ইংলণ্ডবাসী বুঝিলেন ডফরিণ বড় উদার প্রকৃতি, বিদেশী লোকে বুঝিলেন প্রজার হিতসাধনের জন্য বড় লাটের বড় যত্ন। আমরাও বুঝিলাম গবর্ণমেণ্টের যেসকল গুরুতর অপব্যয়, পাছে বিলাতি কমিশন তাহা ধরিয়া বসিয়া গবর্ণমেণ্টকে অপদস্থ করেন, আর রাজকর্ম্মচারিগণের বিলাসিতার ব্যাঘাত দেন, তাই অবিলম্বে তাঁহাকে অনন্ত বলশালী আধিকারভুক্ত অনুগত কর্ম্মচারিগণকে বেতন দিয়া একটী অনর্থক কমিশন গঠন করিতে হইল। বহু ব্যয়সাধ্য উপস্থিত সিভিল সার্ব্বিস কমিশনও যে কতদূর অর্থযুক্ত হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

লর্ড ডফরিণের এইরূপই বিচিত্র রাজনীতি। সহযোগী লিখিয়াছেন বর্ত্তমান কমিশনের জন্য তাঁহার গুণানুবাদ করিতে পারেন কিন্তু আমরা কমিশন প্রস্তাবনার প্রয়োজনকর সুমিষ্ট ভাষায় আত্মবিস্মৃত হইতে পারি না। প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে দেশী এংলোইণ্ডিয়ান এবং ইউরেশিয়ান সকল সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া প্রত্যেক প্রভিন্সিয়াল গবর্ণমেণ্ট সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিবেন। লর্ড ডফরিণ প্রতিনিধিগণের মধ্যে বাছাই করিয়া কমিশনর নিযুক্ত করিবেন। প্রস্তাবটী শুনিতে বড় সুন্দর কিন্তু নির্ব্বাচনের শীর্ষ স্থানে স্বয়ং বড়লাট এবং এক একজন গবর্ণর নির্ব্বাচক হইয়াই সকল পণ্ড করিয়া দিবেন। যদি প্রকৃতই প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থা হয় সাধারণ লোকে স্ব স্ব প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া দিতে পান না কেন? কমিশনের সেক্রেটারি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অণ্ডার সেক্রেটারি ডক সাহেব— লর্ড ডফরিণের দক্ষিণ হস্ত। উপর ওয়ালার একটী অঙ্গুলিতে যাঁহাকে মধ্যাহ্নকে সায়াহ্ন বলিতে হয় তিনি কি কখনও একটী স্বাধীন কমিশনের সেক্রেটারী হইয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারেন? কমিশনের প্রেসিডেণ্ট সার চারলস এটিসন যদি কমিশনের নিকট আমরা কোন উপকার পাই এই প্রত্যাশাই তাহার কারণ। সার চারলস ভারতবাসীর নিকট দেবতার সমান পূজা পাইতেছেন এমন একটী গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া পাছে তাঁহার সম্মানের লাঘব হয় ইহাই আমাদের ভাবনা।

কমিশনে ১৬ জন সভ্য নিযুক্ত হইবেন। এই ১৬ জনের বেতন কত সহস্র মুদ্রা হইবে সে সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। এক কপর্দ্দকও ব্যয় না করিয়া বিলাত হইতে যাহা আমরা পাইতাম, সহস্রের উপর সহস্র ঢালিয়া লর্ড ডফরিণ তাহাতে বাধ সাধিলেন। আমাদের কোন কোন সহযোগী অতি সরলভাবে গবর্ণমেণ্টের রেজোলিউসন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। উঁহারা যদি কিছুদিন বিলম্ব করেন, দেখিতে পাইবেন উপস্থিত কমিশনে আমাদের মঙ্গলের অপেক্ষা অমঙ্গলের পরিমাণ কত অধিক।

পুস্তক সমালোচনা

উদাসীন (দৃশ্যকাব্য কাব্য) শ্রীত্যক্ত চন্দ্র সরকার বিরচিত। এই পুস্তকে কবি একজন পিতৃবিয়োগ কাতর যুবককে পিতার প্রেতাত্মা এবং বিরাগ, উৎসাহ, বিবেক, আশা মায়া এবং সান্ত্বনার উপদেশ শুনাইয়া প্রকৃতির উপর আবাধ করিয়া দিয়াছেন। কাব্যের বেশ লালিত্য আছে। ভাবটিও বিশুদ্ধ লিপি চাতুর্য্য ও মন্দ নহে।

কল্পনা সমাধি বা ষট্চক্র ভেদ। শ্রীমতী নবীন কালী দেবী প্রণীত। লেখিকার প্রতি কবিতা দেবী যে সুপ্রসন্না তাহা আমরা ঐ প্রণীত প্রণয় প্রবণ এ মনোমন্দীর—স্ব সঙ্গীত পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি। কল্পনা সমাধিতে লেখিকার বর্ণনা কুশলতা প্রকাশ পাইয়াছে। স্থানে স্থানে কবিতাগুলি সুমধুর হইয়াছে। দুরূহ ষট্‌চক্র ভেদের আভাষ লইয়া এরূপে রস সংযুক্ত করা বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রশংসনীয় তার আর সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মবীর মহম্মদ (দৃশ্যকাব্য) শ্রীমধুরকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। এই পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে ভক্তি প্রকাশ হয়, বিশ্বাস দৃঢ় হয় মহম্মদের অলৌকিক সহিষ্ণুতা এবং অলৌকিক উপায়ে ধর্ম্ম বিস্তারের কথা শুনিলে হৃদয় বলবান হয়। বিষয়টী যেমন উচ্চ লেখকের রচনাও তাহার অনুরূপ। আমরা লেখককে অনুরোধ করি মহম্মদের ন্যায় চৈতন্য, বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, নানক, রামপ্রসাদ ইত্যাদি ধর্ম্মবীরগণের চরিত্র এবং ধর্ম্ম বিস্তার তাঁহার রচনার বিষয় হউক।

দ্রব্যগুণ সংগ্রহ। শ্রীনবীনচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। এই পুস্তকে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য সমুদায়ের বর্ণানুক্রমিক তালিকা ক্রমে তাহাদের গুণ ও ধর্ম্মের বিবরণ লেখা আছে। পরিশিষ্টে নানাপ্রকার ব্যাধির অনুষ্ঠের ভক্ষ্য ও নানাপ্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এরূপ একখানি পুস্তক প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতেই রাখা আবশ্যক।

নবযুগ—রাজনৈতিক নাটক। শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের দশম বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষ যখন এই নাটকখানির অভিনয় হয় তখন আমরা এতৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে রাজনীতি লইয়া নাটকের ভিতর বড় চলাচলি হইয়াছিল। সম্প্রতি সে চলাচলিটা কিছু কমিয়াছে। এমন সময় নবরস সংযুক্ত নবযুগ অবশ্যই পাঠকের প্রীতিপ্রদ হইবে।

উদ্গীথা শ্রীবিশ্বনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। কবিতাগুলি গভীর শান্তিরস পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে কেবল জ্যোতিতত্ত্ব দোষ দেখা যায়। "সেই পরমানন্দ সাধকের চিন্ময়" এইরূপ জ্যোতিবিশিষ্ট চরণে আমরা দোষ গুণ বলিতে পারি না। লেখক যদি একজন প্রসিদ্ধ কবি না হইতেন আমরা তাঁহার এ সামান্য দোষের উল্লেখ করিতাম না।

এলোপাথিক চিকিৎসা—আয়ুর্ব্বেদ, বিজ্ঞান, শিল্প, রসায়ন বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন। শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত—এরূপ চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকার বহুল প্রচার আবশ্যক। সম্পাদক ও পাঠক সমাজে উৎসাহ প্রাপ্ত হন ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

সোমপ্রকাশ

৩০ শ ভাগ। “ [illegible] ” ৫০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৹

১২৯৩ সাল। ১৬ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৮৬। ১ লা নবেম্বর।
৭ রিপনাব্দ। ১৬ ই কার্ত্তিক।

অগ্রিম [illegible] মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৬৷৹ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মফস্বল ও কলিকাতার গ্রাহক এবং পাঠক মহোদয়দিগের সুবিধার জন্য আমরা শারদীয়া পূজার অবকাশে সোমপ্রকাশ যন্ত্র ও কার্য্যালয় আদি কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২২২ নং শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ দেব উকীল মহাশয়ের ভবনে স্থাপন করিয়াছি। গ্রাহক মহোদয়গণ পত্রাদি ও সোমপ্রকাশের মূল্যাদি উক্ত ঠিকানায় নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইবেন। সোমপ্রকাশ একণে হইতে নিয়মিতরূপে সত্বর যাহাতে গ্রাহকগণের হস্তগত হয় তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মফস্বল ও কলিকাতার যেসকল গ্রাহক উপযুক্ত সময়ে সোমপ্রকাশ না পাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই নূতন ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা তাহার সংশোধন করিব। চাঙ্গড়িপোতা সোনারপুর পোষ্ট আফিসের ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবার আবশ্যক নাই।

আমরা কলিকাতায় আসিয়া নানা প্রকার জবওয়ার্ক ও পুস্তকাদি মুদ্রন কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। যাঁহারা সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে চেক দাখিলা, চিঠি, লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি যাবতীয় বিষয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা উপরি উক্ত ঠিকানায় আমার নিকট অর্ডার পাঠাইলে নূতন অক্ষরে সত্বর প্রাপ্ত হইবেন। আমরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা নানা প্রকার নূতন অক্ষর বর্ডার ও নকসা আনয়ন করিয়াছি। সুলভ মূল্যে ও সুন্দররূপে যে কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে কোনরূপ প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা নাই। এই যন্ত্রালয় বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত এবং নানাবিধ কার্য্য যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা গ্রাহক মহোদয়ের মধ্যে অনেকে অবগত আছেন। অতএব সর্ব্বসাধারনকে অবগত করা যাইতেছে তাঁহারা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাদিগকে মুদ্রন কার্য্যাদি অর্পন করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র, টাকা কড়ি, মণিঅর্ডার আদি গ্রাহক মহোদয়গণ একণ হইতে ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মণিঅর্ডার যোগে গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাহারও নামে পাঠাইবেন না অথবা কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যেন থাকে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষস্য।

বিত

সমাধি—দৃশ্য (নদীতটে)

(সায়ংকাল।)

অস্তগত দিন মণি—সান্ধ্য সমীরণ
ধীরি ধীরি বহে এই গণ্ডকের স্রোতে,
অবসন্ন দেহা—অই পশ্চিম গগন
ডুবিল নিশার ঘোর অন্ধ কালিমাতে।

১

কেন কাল বসি অই গণ্ডকের তটে
ভীষণ উচ্ছ্বাস এক উঠিল হৃদয়ে,
সমাধির দৃশ্য—আজ কল্পনার পটে
আঁকিল বিচিত্র চিত্র গৌরব সময়ে।

২

সমাধির দৃশ্য—আজ ব্যথিত অন্তরে
জাগাইল পূর্ব্বস্মৃতি পাশ্চাত্য ভূমির,
কল্পনা উচ্ছ্বাস অ.ড—সন্ধ্যার সমীরে
নিশার তরঙ্গ সহ ভীমা গণ্ডকীর।

৩

বৈদেশিক কবিকুল—"সেলি" "সেক্ষপীর"
"হোমর বা'রণ পোপ" স্কট মিল্টন"।
পারস্য ভূমির রত্ন "হাপিজ" কবির
এই সমাধির দৃশ্যে হতেছে স্মরণ।

৪

এই সমাধির দৃশ্যে—"পার্কার" "লুথার"
দেশহিতে বিসর্জ্জিত পাশ্চাত্য জীবন,
এই সমাধির দৃশ্যে "এপঙ্গলপার্টার"
বীর রত্ন আজ সবে হতেছে স্মরণ।

৫

এই সমাধির দৃশ্যে "বোনাপার্ট" বীর
"জুলিয়স" "জরক্সিস" বীর চূড়ামণি,
এই সমাধির দৃশ্য পাশ্চাত্য ভূমির
মনে পড়ে মাসিডন্ "ইটালি গিরিশ"।

৬

এই সমাধির দৃশ্যে মনে প'ড়ে আজ
গীতি বিশারদ সেই অফিসের গীত,
এই সমাধির দৃশ্যে চিত্রকর রাজ
"রাফেলের" চিত্র মনে হয় উপনীত।

৭

এই সমাধির দৃশ্যে—"ঈশা, মুশা" জন,
মহম্মদ, রামমোহন, মহা ঋষি সনে,
সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ী "বিধান নন্দন"
মনে পড়ে ব্রহ্মানন্দ প্রাণের কেশবে

৮

মনে পড়ে সুপণ্ডিত সাধু সক্রেটিস
মনে পড়ে "গ্যালিলীর প্লেটো মিল্টন"
মনে পড়ে বৈজ্ঞানিক "আর্কি মিডিস্"
মনে পড়ে সেই সব অমূল্য রতন।

৯

মনে পড়ে সুপণ্ডিত সাধু "পিথাগোরস্"
মনে পড়ে খ্যাতনামা নাস্তিক মিচল,
মনে পড়ে "দেশ্যারেল কুক কলম্বস"
মনে পড়ে আজি কাঁদায়ে হৃদয়।

১০

মনে পড়ে আজ যায় কল্পনার স্রোতে
স্রোতস্বতী স্রোত সম ভীষণ নিনাদে,
আঁকিল বিষম চিত্র কল্পনা চিত্রতে
অস্তগত রবি অই সান্ধ্য সমীরণে।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার
সমস্তিপুর।

১। সমস্তিপুরের পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবাহিত গণ্ডক নদীর দক্ষিণ তীরস্থ সমাধিক্ষেত্র দর্শনে এই ক্ষুদ্র কবিতাটী লিখিত হইল ——রচয়িতা।

সোমপ্রকাশ

৯ ই কার্ত্তিক সোমবার

ঘৃত লইয়া যেমন আন্দোলন উঠিয়াছিল আইন প্রচলিত হইয়া তদনুরূপ ফল ফলিতেছে না। স্থানে স্থানে দুই একজন দোকানদারের দণ্ড হইতেছে বটে কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় যেহ মিশ্রিত ঘৃতের অসদ্ভাব নাই। সামান্য মিঠাইয়ের দোকানের ত কথনই নাই, মুদীর দোকানেও বিক্রেয় ঘৃত প্রচুর রহিয়াছে। যদি অভিযোগ করা হয় তবে বোধ হয় প্রত্যেক মুদী ময়রা ও ঘৃত ব্যবসায়ী ধরা পড়ে। কলিকাতায় মিউনিসিপালিটী যদি একবার সহরের সকল দোকানদারের ঘৃত পরীক্ষা করিয়া দেখেন তবে এই অনিষ্ট নিবারণ হইতে পারে এখনও লোকের অভ্যাস দূর হয় নাই। মিউনিসিপাল সহরের প্রত্যেক ওয়ার্ডের দোকানদারদিগের বিক্রেয় ঘৃত পরীক্ষা করিয়া এক দিক হইতে ক্রমাগত অপরাধিগণের দণ্ড বিধান করুন নচেৎ শীঘ্র অনিষ্ট নিবারণের সম্ভাবনা নাই।

—•••—

পাইওনিয়র বলেন দেশীয় সৈন্যের প্রত্যেক রেজিমেন্টের উপর এক একজন ইংরাজ অফিসার নিযুক্ত হইবেন। আমরা এরূপ বন্দোবস্তের অনুমোদন করিতে পারিনা। উহাতে অনর্থক অর্থনাশ হইবে মাত্র। সৈন্য বিভাগে যে বন্দোবস্তে কার্য্য চলিতেছে লর্ড নেপিয়ার মাগডালা এবং সার হেনরি নর্ম্মান তাহার কর্ত্তা। লর্ড সালিসবরি মিঃ গ্রাণ্ট ডফ ও লর্ড নর্থব্রুক প্রভৃতি খ্যাতনামা রাজনীতিজ্ঞেরা উহার সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন বিশেষ আবশ্যক হইলে কমাণ্ডারন চীফ কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারেন। নচেৎ উল্লিখিত ব্যক্তিরা ভারতীয় সৈন্য সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রশস্ত। আমরা রবার্টস সাহেবকে এই রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিতগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিই।

—••—

অনেকে বলেন বর্ত্তমান সিভিল সার্ভিস কমিশন আমাদের পক্ষে "মন্দের ভাল।" যাঁহারা সিভিল সার্ভিস কমিশনে আমাদের কোন উপকার হইবে বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত সরলচিত্ত। আমরা এই কমিশনের উপর তত দূর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না তাহার কারণ কি? ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর আমাদের বিশ্বাসের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। লর্ড লিটন প্রথমেই এই বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া মধ্যবিধ সিভিল সার্ভিস প্রথা প্রচলন করেন। ১৮৭৮ অব্দে তিনি একবার বলেন "মহাসভার আইনটী এত অবাক্ত এবং মহারাজ্ঞীর প্রতিজ্ঞাবাক্য এত বিপজ্জনক যে পার্লিয়ামেণ্টের সিভিল সার্ভিস আইনটি প্রচার করিবার পরই কি উপায় উদ্ভাবন করিবেন গবর্ণমেণ্ট তাহার চেষ্টায় নিযুক্ত হন।" লিটনের এই কথাটী শুনিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এবং লিটনের ন্যায় শাসনকর্ত্তার উপর বিশ্বাস করিতে আর কে অগ্রসর হইতে পারে? লিটনের একটী গুণ ছিল তিনি স্পষ্টবাদী। লর্ড ডফরিণ স্পষ্ট কথায় লিটনের ভাব প্রকাশ করেন না; কিন্তু মিষ্ট কথায় মন ভুলাইয়া লিটনের উদ্দেশ্য সাধন করেন। তাই আমাদের বিশ্বাস সিভিল সার্ভিস কমিশন আমাদের প্রতারণার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

রিউটারের টেলিগ্রামে প্রকাশ যে ইউরোপের যেসকল রাজা বুলগেরিয়ার শাসন সমিতির পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন প্রকৃত কার্য্যকালে তাঁহারা সকলেই হাত গুটাইয়া বসিয়াছেন। তুর্কি পর্য্যন্তও চিরশত্রু রুষের বিরুদ্ধে বুলগেরিয়ার শাসন সমিতিকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। যতদিন প্রিন্স

আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন কএকগুলি চক্রান্তকারী লোকে বুলগেরিয়ার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিল। প্রিন্স আলেকজাণ্ডারকে পদত্যাগ করাইয়া কিয়দ্দিন তাহারা বুলগেরিয়ার শাসন সমিতির স্বপক্ষ ছিল বলিয়া ইহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল অমনি তাহারা জাল গুটাইয়া পলায়ন করিল। বুলগেরিয়া এক প্রকার ধরিতে গেলে রুশের কর্ত্তৃত্বাধীন। কাশ্মীরে যেমন অন্য কোন জাতি কর্ত্তৃত্ব করিতে আসিলে ইংরাজ স্বার্থের ব্যাঘাত হয়, বুলগেরিয়ায় অপর কোন রাজা শাসন বিস্তার করিলে রুষেরও তেমনি স্বার্থের ব্যাঘাত হয়। রুষ বোধ হয় বুলগেরিয়াকে স্বাস শাসনে রাখিতে চান তাই চক্রান্ত। ইংরাজ এই ব্যাপারটা পূর্ব্বে বড় বুঝিতে পারেন নাই। তাই আশা করিয়া বুলগেরিয়া করে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়াছিলেন।

—●●—

বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বিশ বৎসরকাল বিশ্বস্তভাবে প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাশ্মীরের রাজলক্ষ্মীও নীলাম্বরের সহিত অন্তর্হিত হইয়াছেন। অনেকে মনে করিতে পারেন নীলাম্বর মাসিক ২৫০০০ টাকা বেতন পাইতেন এখন হয় ত তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিতেছেন কিন্তু নীলাম্বর ধনী হইয়া আসেন নাই। সৎকার্য্যেই তাঁহার অর্থ ব্যয়িত হইত। এক্ষণে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত অনেক অসচ্ছলে দিনাতিপাত করিতে হইবে। নীলাম্বর ধনী হইয়া আসেন নাই কিন্তু তিনি যে গৌরব বিভূষিত হইয়া আসিয়াছেন তাহা প্রত্যেক সভ্য রাজ্যের রাজমন্ত্রীর প্রার্থনীয়। নীলাম্বর যখন ভূতপূর্ব্ব কাশ্মীরাধিপতির কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হন তাঁহার নিজের দৃষ্টি তখন উপরের দিকে। সেই উর্দ্ধদৃষ্টি আজ ২০ বৎসরকাল নিম্নদেশ লক্ষ্য করে নাই। কাশ্মীর রাজ্য স্বার্থপর কর্ম্মচারীগণে পরিপূর্ণ। তাহারা কেবল ভাণ্ডার লুটিয়া আপন উদর পরিপূর্ণ করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিত, রাজ্যের সম্পদে বিপদ ঘটাইয়া মহানর্থের সৃষ্টি করিত। নীলাম্বর সেই বৃকোদরগণের মধ্যে জল, দুগ্ধ এবং বাহ্যিক সম্মানের পাত্র হইয়া প্রতিনিয়ত রাজ্যের মঙ্গলসাধনে যত্নবান থাকিতেন। ভূতপূর্ব্ব কাশ্মীররাজ একবার সকল কর্ম্মচারীর বেতন হ্রাস করিয়া নীলাম্বরের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় একদিন তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন "ধর্ম্মপরায়ণ বিশ্বাসী ভৃত্যকেই পুরস্কার দেওয়া কার্য্য। অন্যান্য কর্ম্মচারীর বেতন দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিলেও তাহারা চুরি করিতে ছাড়িবে না।" মৃত্যুকালে বৃদ্ধ মহারাজ পুত্রকে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন তিনি যেন সর্ব্বদা নীলাম্বরের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করেন। পুত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কাশ্মীরের উপর ইংরাজের দৃষ্টি পড়িল। বাবু নীলাম্বর যে বালককে সৎপরামর্শ দিয়া রাজ্যের কল্যাণ করিতে থাকিবেন এংলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়গণের তাহা সহ্য হইল না। নিম্নতন কর্ম্মচারীরাও সময় বুঝিয়া মহারাজার কর্ণভারী হইয়া ময়ঙ্কর নাম্নী নীলাম্বরের নিন্দার স্বর তুলিল। যুবরাজের অনুচরবর্গও সেই স্বরে যোগ দিল। তখনও যুবরাজ পিতার উপদেশ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তখনও নীলাম্বরের পরামর্শ লইয়া তিনি স্বরাজ্যের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্রমে নীলাম্বরের সুপরামর্শ ব্যর্থ হইতে লাগিল। প্রথমে পিতার শ্রাদ্ধের জন্য মহারাজ পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বসিলেন। তার পর কলিকাতা জনৈক পারিষদগণের পরামর্শ লইয়া তাঁহাকে আর পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয়। ইহার পরই সিংহাসন প্রাপ্তি উপলক্ষে আর পাঁচ লক্ষ ব্যয়। সহচরগণের প্ররোচনায় এবং ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষদিগের সন্তোষ বিধানের উদ্দেশে ক্রমে মহারাজের পৈত্রিক ঋণ বাহির হইতে লাগিল। যে ১ হাজার পাইবে সে ৫০ হাজার দাবী করিয়া বসিল, যাহার নিকট কখনও এক কপর্দ্দক ঋণ করা হয় নাই সে ব্যক্তি লক্ষ মুদ্রা ঋণের দাবী করিয়া উপস্থিত হইল। এই সকল উত্তমর্ণ মহারাজার সহচরবর্গের আত্মীয় স্বজন রূপার পাত্র অথবা স্বার্থান্বেষী হওয়াই সম্ভব। পিতৃঋণের পরিমাণ ৮ লক্ষ মুদ্রা। ভূতপূর্ব্ব মহারাজার শাসনকালে রাজধনাগার কখনই এরূপ অবস্থাপন্ন হয় নাই যে তাঁহাকে ৮ লক্ষ টাকার ঋণ করিতে হইয়াছে। এই সকল ঋণ পরিশোধের সময় নীলাম্বরের একটী কথাও শুনা হইল না। অপরিমিত ব্যয়ে ক্রমে রাজধনাগার শূন্য হইয়া আসিল, শূন্য ধনাগার লইয়া নীলাম্বর তাঁহার প্রতিশ্রুত সংস্কার কার্য্যের কিছুই সাধন করিতে পারিলেন না। অনুচরবর্গও সময় পাইল ইতিপূর্ব্বে নীলাম্বর ধনাগার হইতে অর্থ লইয়া কর্ম্মচারিদিগের বক্রী বেতন চুকাইয়া দেন এবং তাঁহাদের মাসে মাসে বেতন পাইবার বন্দোবস্ত করেন অনুচরবর্গ এই উপলক্ষ রটাইয়া দিল নীলাম্বর অপরিমিত ব্যয় করিয়া ধনাগার শূন্য করিয়াছে অথচ তাঁহার প্রতিশ্রুত সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। ক্রমে সকল বিষয়েই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত হইল। সময় বুঝিয়া বাবু ~~নীলাম্বর পদচ্যুত্যর্থে ... কার্য্য ... করিয়ার~~ আবেদন করিলেন। যুবরাজের তখনও পিতৃবাক্য স্মরণ ছিল, নীলাম্বরের সদগুণ ও কার্য্যদক্ষতা স্মরণ ছিল। তিনি নীলাম্বরের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে লিখিয়া দিলেন রাজ্যের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে। নীলাম্বর রাজ্যের আয় ব্যয়ের একখানি বজেট প্রস্তুত করেন, নিম্ন কর্ম্মচারিদিগের প্ররোচনায় সে বজেট কার্য্যে পরিণত হইল না। নীলাম্বর আর দুইবার কর্ম্মত্যাগের আবেদন করেন। যুবরাজ তাহাও অগ্রাহ্য করিয়া বসেন। ক্রমে এংলোইণ্ডিয়ান সম্পাদকগণের ঈর্ষা দৃষ্টি পড়িল। কেহ নীলাম্বরকে অবসর দিবার প্রস্তাব করিলেন, কেহ বলিলেন নীলাম্বর থাকিতে রাজ্যের মঙ্গল নাই। কেহ বা চক্ষু রাঙ্গাইয়া যুবরাজকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। চলিত কথায় সম্মান ভূলের সমান বিস্তৃত রাজ্যের মন্ত্রী হইয়া সম্মান পাইতেছেন ইহা তাঁহাদের চক্ষে অসহ্য হইল। নিম্ন অধর্ম্মশীল কর্ম্মচারিগণ নীলাম্বরের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। যুবরাজ স্বয়ং বিরক্ত হইলেন—ভাব গতিক বুঝিয়া নীলাম্বর আবার কার্য্য ত্যাগের আবেদন করিলেন। এবার আবেদন গ্রাহ্য হইল। নীলাম্বর ২০ বৎসর নিঃস্বার্থ ভাবে বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় অনবরত রাজ্যের মঙ্গল কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অবশেষে কাশ্মীর হইতে বিদায় লইলেন। অকৃতজ্ঞ যুবরাজ চক্রীর চক্রান্তে পড়িয়া তাঁহাকে পেন্সনটাও দিতে পারিলেন না। নীলাম্বর ফিরিয়া আসিয়াছেন। সুবিখ্যাত কাশ্মীর রাজার মন্ত্রীত্ব পাইয়া উনি বাঙ্গালীর যতদূর মুখোজ্জল করিয়াছিলেন, অসম্মানে কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি আমাদের ততোধিক মুখোজ্জল করিয়াছেন। উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি যেরূপ বিশ্বাস ও ধর্ম্মপরতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন ইতিহাসে তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দুর্লভ। যদি কোন ইতিহাসবেত্তা বর্ত্তমান কালের ভারতীয় ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন বাবু নীলাম্বরের কার্য্যকাল বর্ণনা করিয়া তিনিও আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন।

—●●—

বিটসেরি সাহেব যখন ভগলপুরের মাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন তাঁহার এই প্রকৃতি ছিল ভাগলপুর আদালতের উকীল মোক্তার পক্ষাদ সকলেই

তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁহারা পলাইয়া তাঁহার আর এক মেজাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রঙ্গপুরের অত্যাচার জল বায়ুতে বয়োবৃদ্ধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সে অমায়িক প্রকৃতি বিকৃতিপ্রাপ্ত গিয়াছে। হরিণ মারা মকদ্দমার নিউবেরি সাহেবের তাহার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় প্রমাণ ডালের মকদ্দমা। ডাল একজন ফিরিঙ্গি গার্ড। এক দিন তিনি তাঁহার সপত্নীক বন্ধু মিঃ রোজের সহিত নৌকারোহণ করিয়া টিস্তা নদী পার হইতে ছিলেন। নৌকায় আসিবার সময় দেখেন একস্থানে কয়েক জন কালা বাঙ্গালী বসিয়া আছে। কালা বাঙ্গালীদের মধ্যে একজন কোচবিহারের জজ বাবু যাদব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আর কয়েক জন তাঁহার ভ্রাতা। সাহেব বিবি যখন নৌকায় আসেন এই কালা বাঙ্গালীরা তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা বিশেষতঃ রোজ পত্নীর সম্মান রক্ষার্থ দণ্ডায়মান না হইয়া বড়ই বে-আদবী করিয়াছিলেন। ফিরিঙ্গি রমণী তখন মধুপান করিয়া ইন্দ্রত্ব পাইয়াছেন। এই বে-য়াদবীটা সহ্য করিতে না পারিয়া অযাচা প্রয়োগ আরম্ভ করেন। সাহেবেরা তাঁহাকে ক্ষান্ত করেন।

—●●—

তারপর নদী পার হইয়া ইংরাজ বাঙ্গালী কাটনিয়া ষ্টেসনের রেলে উঠিবেন। কালা আদমী অগ্রেই দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া আছেন। ফিরিঙ্গিগণ তাঁহার নিকট আর এক খানি গাড়িতে তাহার মোট ঘাট বোঝাই করিতে ছিলেন। বিবির ন্যায় সাহেবেরাও মধুমত্ত। ডালের টুপি একটা খোঁচাই লাগিয়া পড়িয়া যায়। ডাল এই উদ্যোগে বাঙ্গালীদের উপর গালিবর্ষণ আরম্ভ করেন। বাবুরা এই বিষয় ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট জ্ঞাপন করেন। ষ্টেসন মাষ্টার দেখিলেন সাহেব বেএক্তার টিকিট লইবার জন্য ষ্টেসনে অত্যাচার করিতেছে। তিনি তাহার নামে ষ্টেসনে অত্যাচার এবং যাত্রির উপর অত্যাচার এই দুই কারণে অভিযোগ করেন। বিচারটা নিউবেরি সাহেবের নিকট হয়। সাহেব বিবি মাতাল হইয়াছিলেন মাজিষ্ট্রেট তাহা বিশ্বাস করিলেন না। সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকগণকে যে গালি দেওয়া হইয়াছে সে কথাটা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল—কিন্তু আসামী অপমানিত হইয়া গালি দিয়াছে তাহা তাহার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা। মকদ্দমা ডিসমিস হইল। আর পাঁচ জনকে দেখিয়া শুনিয়া নিউবেরি সাহেবও আজ কাল এক জন ক্ষুদ্র বিষ্ণুর মধ্যে হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

— ●● —

ভারত সাম্রাজ্ঞীর স্মৃতিচিহ্ন এবং প্রস্তাবিত উৎসব।

যাঁহারা আমাদের যত পরিমাণ উপকার করেন আমরা তাঁহাকে তত পরিমাণ কৃতজ্ঞতার উপহার দিয়া থাকি। যাঁহারা আমাদের মঙ্গলের জন্য সামান্য চেষ্টাও করিয়া থাকেন, আমরা সহস্র মুখে তাঁহার গুণানুবাদ কীর্ত্তন করি। উপকর্ত্তা যদি রাজা হন তবে বংশপরম্পরায় তাঁহার প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করিয়াও আমরা তৃপ্তিলাভ করি না। কোন রাজা প্রজার জন্য যদি বৎসামান্যও ত্যাগস্বীকার করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহার চরিত্রকে স্বর্গীয় বর্ণে চিত্রিত করিয়া লোক সমাজে প্রকাশ করি। সে রাজার যদি আর কোন সৎকার্য্য খুঁজিয়া না পাই তবে অন্য রাজার কাহিনী হইতে সৎকার্য্য গুলি খসাইয়া লইয়া তাঁহার স্কন্ধে আরোপ করিয়া থাকি। লক্ষ্মণ সেনের সৎকার্য্য গুলি বল্লালের স্কন্ধে চাপাইয়া দিই, সের সাহার ভূষণ গুলি খুলিয়া লইয়া আকবরের অঙ্গে পরাইয়া দিই। এই কারণেই কোন কোন বৈদেশিক ইতিহাসবেত্তা হিন্দুর ইতিহাসকে অতিরঞ্জিত বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি বুঝিতেন হিন্দুর হৃদয়ে রাজভক্তি কতদূর প্রবল তাহা হইলে কখনই এই জ্ঞানবান মহাজাতির নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। রাজা যে জাতি হউন, যে বংশই হউন, তিনি আমাদের আরাধ্য। সংস্কৃতশাস্ত্র উপদেশ দেয় রাজা হিন্দুর দেবতা। আবার যিনি প্রজারঞ্জক তিনি আমাদের ঈশ্বর। এই ভাবেই হিন্দুসন্তান ভারত সাম্রাজ্ঞীর পূজা করিয়া থাকেন। হিন্দুরাজ্যে ইংরাজ যেকিছু সৎকার্য্য করিয়াছেন তাহা সাম্রাজ্ঞীর রাজত্ব কালে, ইংরাজ শাসনে ভারতবাসীর যেকিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা মহারাজ্ঞীর কর্ত্তৃত্ব কালে। আমরা যদি ইতিহাসবেত্তা হইতাম আজ পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিতাম মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া সম্রাটকুলের শীর্ষস্থানীয়া। ইঁহাকে সাজাইবার জন্য অন্যের নিকট ভূষণ আনিতে হইবে না। কল্পনার বলে বিচিত্র অলঙ্কারের সৃষ্টি করিতে হইবে না। ভিক্টোরিয়া নিজের গুণেই নিজে ভূষিতা। তাঁহার প্রকৃত ভূষণের বর্ণনা করিতেই ইতিহাসবেত্তা হারি মানে।

এমন সাম্রাজ্ঞীর স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার চেষ্টায় হিন্দু কি অমনোযোগী হইয়া থাকিতে পারেন? যে জাতি প্রজারঞ্জক রাজার মান গীতিকা গাথায় গান করিয়া শতাব্দির পর শতাব্দি পর্য্যন্ত পুরুষ পরম্পরায় ঘোষণা করে, বালক বালিকার কণ্ঠস্থ করাইয়া পুরাকাহিনীর শিক্ষা দেয়, কাঙ্গালী গাঁথিয়া, নাটকে বাঁধিয়া কীর্ত্তি কাণ্ডের অভিনয় করে, প্রজাবৎসলা স্নেহপ্রাণা ভিক্টোরিয়া যে তাঁহাদের স্মৃতি পট হইতে বিলুপ্ত হইবেন কখনই তাহা সম্ভব হইতে পারে না। ভিক্টোরিয়ার সৌন্দর্য্যকীর্ত্তি আর কোথাও যদি রক্ষিত না হয়, তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন আর কেহই যদি স্থাপন করিতে না পারেন, ভারতবর্ষে হিন্দুর নাম যত দিন থাকিবে, হিন্দুর মুখে ততদিন মহারাজ্ঞীর গুণানুবাদ কীর্ত্তিত হইবে হিন্দুর হৃদয়ে হিন্দু সাম্রাজ্ঞীর দেবী মূর্ত্তি বিরাজিত থাকিবে।

মহারাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠ সন্তান প্রিন্স অব ওয়েলস জননীর কীর্ত্তিচিহ্ন রাখিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। আগামী বৎসর উৎসবের বৎসর। এই বৎসরে ভিক্টোরিয়ার নামে একটী প্রকাণ্ড সভা স্থাপিত হইবে। সভায় ভারতেশ্বরীর অধীনস্থ সকল প্রদেশ হইতে দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প এবং বাণিজ্যজাত সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করা হইবে। দেশে বিদেশে সুশিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে অধ্যাপকগণ আলোচনা করিবেন, কুইনের রাজ্যে সভ্যতা এবং উন্নতির পরিচায়ক যে কিছু পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, যে কিছু নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, যেকিছু শিল্প নৈপুণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যেকিছু বিদ্যায় স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে এখানে তাহা নানা স্থান হইতে সমানীত হইবে, তন্ন তন্ন করিয়া তাহার আলোচনা হইবে। এখানে বড় বড় প্রদর্শনীর ন্যায় নানাপ্রকার অদ্ভুত পদার্থ সমুদায় সংগৃহীত হইবে, মহারাজ্ঞীর অধীন সমুদায় রাজ্য খণ্ডের সহিত সম্বন্ধ বন্ধন দৃঢ়ীকৃত হইবে এবং সকল রাজ্যেরই শুভাশুভ সমাচার আনীত হইয়া তদ্বিষয়ের সমালোচনা হইবে। মহামান্য প্রিন্স অব ওয়েলস লর্ড মেওরের নিকট এই বিষয়ের প্রস্তাব করেন। লর্ড মেওর তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। গত ২৭এ সেপ্টেম্বর মেওর হাউসে প্রধান প্রধান জমীদার সওদাগর এবং রাজকর্ম্মচারী একত্র হইয়া একবাক্যে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। বড় বড় সংবাদপত্রিকার সম্পাদকেরা প্রিন্স অব ওয়েলসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এই স্মৃতি প্রদর্শনী স্থাপনের জন্য উৎসাহ দিতেছেন। স্থানে স্থানে চাঁদা সংগ্রহের আয়োজন হইতেছে। এ আয়োজনে কাহারও নিরুৎ-

সাহ নাই, হুইগ টোরি, ন্যাসনালিষ্ট কোন সম্প্রদায়ের ইহাতে মতভেদ নাই. বিলাতে আজও পর্যন্ত সর্ব্ববাদী সম্মত এরূপ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায় নাই।

আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি ভারতবাসীরও এরূপ অনুষ্ঠানে সহানুভূতি আছে। ভারতবাসী যোগোর যোগ সম্মান অতীতের অনুরূপ স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য যতদূর যত্নবান মহারাজ্ঞীর রাজত্ব মধ্যে এমন দ্বিতীয় জাতি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই স্মৃতি সভার কার্য্যভার প্রিন্স অব ওয়েলস স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। সংগৃহীত অর্থ কয়েকজন ট্রষ্টীর হস্তে প্রদত্ত হইবে। অধ্যক্ষগণ ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সমাচার কি উপায়ে সংগ্রহ করিবেন এখনও আমরা তাহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই। আমাদের বিবেচনায় প্রতিনিধি ব্যবস্থায় এ কার্য্যটি সম্পন্ন করিলেই ভাল হয়। বিলাতের কোন কোন সম্বাদ পত্রেও আমাদের এই মতের সমর্থন করা হইতেছে। যে যে রাজ্যের সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে সেই সেই স্থানের শাসনকর্ত্তাগণ যদি বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করেন তবে স্মৃতি সভায় তত্তদ্দেশীয় সংবাদ ও বক্তব্য সকল সম্যক প্রকারে জ্ঞাপন করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থাটীর নিতান্ত প্রয়োজন। আর একটী কথা আছে। মহারাজ্ঞী যখন ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করেন, তখন অনেকেই আশা করিয়াছিল এইবার আমাদের কোন না কোন দুঃখ দূর হইবে। কেহ নূতন রাজ পদে অভিষিক্ত হইলে, রাজপুত্র পৈত্রিক সিংহাসন লাভ করিলে অথবা শাসনকর্ত্তা নূতন উপাধি লাভ করিলে ভারতবর্ষে একটা রীতি আছে যে রাজা প্রজার কোন বিশেষ দুঃখ নিবারণ করিয়া প্রজা সাধারণের আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। হয় ত বহু দিনের কারারুদ্ধ অপরাধিদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, না হয় প্রজাপীড়ক কোন বিপরীত আইন উঠাইয়া দিয়া প্রজা গণের ভার মোচন করা হয়। কখনও কোন বিশেষ করভার মোচন করিয়া প্রজাগণের প্রীতি উৎপাদন করা হয়। মহারাজ্ঞী যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতরাজ্য স্বহস্তে গ্রহণ করেন তখনও তিনি এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া ভারতবাসীকে আশা দিয়াছিলেন "তোমরা যে যে উপযুক্ত হইবে আমার রাজ্যে ইংরাজের সহিত সমান অধিকার লাভ করিতে পারিবে।" এই প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যে পরিণত করা হইল না। তার পর সে দিন দিল্লীর রাজসূয়ে ইংলণ্ডেশ্বরী যখন "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ করেন তখনও অনেককে নিরাশ হইতে হইয়াছে। মহারাজ্ঞীর রাজত্ব কালের এই তৃতীয় উৎসব উপস্থিত। ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তে আমরা যতই লাঞ্ছিত হই না, ভারতবর্ষের ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ যতই আমাদের উৎপীড়ন করুন না আমাদের মহারাণী ভারতেশ্বরী যখন উৎসবের দিনে ভারত সন্তানকে আহ্বান করেন তখন আমরা নূতন আশায় আশ্বস্ত হইয়া নূতন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া যাই ভাবি বুঝি জননী আমাদের কোন নূতন উপহার প্রদান করিবেন। আমাদের সে জ্ঞান তখন থাকেনা যে ইংরাজ বিজেতা আমরা বিজিত। সেই আশায় আজও আমরা মহারাজ্ঞীর স্মৃতি উৎসবে যোগ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। যদি আমাদের নিরাশ হইতে হয় তবে বারম্বারই ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিতে হইবে। যদি ভাবী সম্রাট প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবাসীর উপর স্নেহ থাকে তবে তিনি এই সময় প্রকাশ করিয়া প্রথম হইতেই আমাদের নিকট রাজার সম্মান লাভ করুন। যদি পুত্রের উপর জননীর বাৎসল্য থাকে, তবে ভারতেশ্বরী এই বারে তাহা প্রকাশ করিয়া ভারতবাসীর রাজভক্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করুন। অস্ত্র আইন প্রচলিত আছে, ভারতবাসিগণ ইংরাজের সমান অধিকার হইতে বঞ্চিত আছে দুর্ব্বিসহ করভার আছে, অপরিমিত ব্যয় আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মারীভয় আছে—কি না আছে? ইহার একটী দুঃখও যদি নিবারণ হয় বুঝিব আমরা মহারাজ্ঞীর প্রজা বটে, আমাদের একটী অশ্রুও যদি মোচন হয়, জানিব ইংরাজের শরীরে হৃদয় আছে, মহারাজ্ঞীর প্রাণে বাৎসল্য আছে। উৎসবের দিনে মহারাজ্ঞী আমাদের সানুনয় প্রার্থনায় কর্ণপাত করুন, নিজের প্রতিজ্ঞাবাক্য পরিপূর্ণ করুন অন্ততঃ যে সিবিল সর্ব্বিস লইয়া আমরা এই ২৮ বৎসর কাল চীৎকার করিয়া আসিতেছি তাহারই পথের কতকগুলি কণ্টক উঠাইয়া দিয়া ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হউন।

—কক্ষী

ইংরাজী শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়।

জয়নিত্রের ক্যায় ইংরাজী শিক্ষিত যুবক ধরা পড়িয়াছেন। ইংরাজীতে কথা কওয়া, ইংরাজীতে পত্র লেখা, ইংরাজী চাল, ইংরাজী চলন, ইংরাজী পোষাক এই সকল অপরাধের জন্য ইংরাজী শিক্ষিত যুবকগণ আজ নরকস্থ হইতে বসিয়াছেন। এক দল লোকে একেবারে এই যুবক সম্প্রদায়কে হেয়জ্ঞান করিয়া তাহাদের ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। অমুক যুবক চুরট খায় সে অন্যায় খায়, অমুক সিঁতা কাটে সে মনুষ্য নামের অযোগ্য, অমুক বাঙ্গালা কথা বলিতে বলিতে ইংরাজী বলিয়া ফেলে, তাহাকে জাহান্নমে দেওয়া হউক। বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ যেসকল অপরাধ করিবার অনুমতি পাইলে বড়ই আনন্দের সহিত করিতে যান, তাঁহারা যে সকল অপরাধ গোপনে করিয়া শ্রী ও লাভ করেন, যুবকগণ প্রকাশ্যভাবে সেই সকল অপরাধে অপরাধী হইয়া ধরা পড়িয়াছেন। আমরা যুবকদিগের এই সকল অপরাধের প্রশ্রয় দিই না। যাহাতে জাতীয়তার সামান্য মাত্রও ক্রটী হয় আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। কিন্তু এই বিজাতীয় অনুকরণের জন্য যুবকদিগকে যেরূপ হেয়জ্ঞান করিয়া লাঞ্ছনা দেওয়া হয় আমরা তাহার বড় একটা অনুমোদন করিতে পারি না। দেখিতে গেলে যুবকগণ এই সকল অপরাধ অভিভাবক দিগের দোষেই জন্মিয়া থাকে। বালক মাতৃভাষায় বর্ণমালা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে অভিভাবক তাহাকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সেখানে ইংরাজী ভাষার আলোচনা, ইংরাজী শাস্ত্রের জ্ঞান ইংরাজী ইতিহাসের কথাবার্ত্তা। বালক যখন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক আরম্ভ করিতে যাইবে, তখন মিসনরি বিদ্যালয়ে তাহাকে যিশু খৃষ্টের দশটী আজ্ঞা কণ্ঠস্থ করিতে হইতেছে। যখন সে ভাগবতের একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা জানে নাই তখন তাহাকে মথী লিখিত সুসমাচারের পরীক্ষা দিতে হইতেছে। ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজী ইতিহাস ইংরাজী দর্শন শিখিবার জন্য ক্রমে তাঁহাদের ইংরাজের নিকট যাইতে হইতেছে। এইরূপে কথা ফুটিতে আরম্ভ করিলেই বালক একেবারে পরের ভাষা, পরের আচার ব্যবহার, পরের ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করিয়া থাকে। সুতরাং পরের অনুকরণ করিতে তাহারা যত্নবান হইবেনা কেন? শিক্ষক যত বালকের অনুকরণের আদর্শ এমন আর কেহই নহে। সুকুমার বয়স হইতে শিশু যাহার আলোচনা করে অলক্ষিত ভাবে তাহার রুচি অভ্যাস ও প্রবৃত্তির উপর তাহাই প্রবলবেগে কার্য্য করিতে থাকে। ক্রমেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে বিজাতীয় প্রবৃত্তি ও ভাব সমূহ পরিপুষ্ট হয়। অভিভাবক প্রথম হইতেই বালককে অর্থকারী বিদ্যা শিখাইতে গিয়া কয়েক বৎসর পরেই দেখেন বালক অর্থকরী বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি বিজাতীয় চাল চলন অভ্যাস করিয়াছে।

ভিন্ন দেশীয় রুচি প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াছে। যদি বাল্যকালে জাতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া পরে ইংরাজী শিখিতে দেওয়া হয় তবে কাহাকেও এ সকল বিলাতি চাল চলনের বড় একটা অনুকরণ করিতে দেখা যায় না। অর্থের লোভে দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে ইংরাজী শিখিতে দিয়াই এই অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

অভিভাবকের দোষেই বালকের দোষ এজন্য তাহাকে সর্ব্বদা অঙ্গুলির অগ্রে রাখা কর্ত্তব্য নহে। এই যুবকদিগের উপর আমাদের ভবিষ্য সমাজ নির্ভর করে। ইংরাজী চাল চলনের জন্য ইহাদের উপর একেবারে চটিয়া গেলে কাজ চলিবে না মঙ্গল ও হইবে না। অগ্রপ্রকৃত উৎকারী দিয়া ইহাদিগকে উন্মুক্ত করিলে ইহারা কখনই বিজাতীয়তা পরিত্যাগ করিয়া জাতীয়তা রক্ষার জন্য যত্নবান হইবে না, বরং যাহারা শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান উত্তক্ত হইলে তাহারা স্বমত সমর্থনের জন্য চেষ্টা করিবে, স্বজাতি ও সমাজের উপর বেষ্টা হইলে, ভবিষ্য সমাজের আশা ভরসা একেবারেই চুলার দ্বারে চলিয়া যাইবে। ইহাদের সহিত বয়োবৃদ্ধগণের এখন সদ্ভাব রক্ষা করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। বৃদ্ধ যদি এক দিকে টানিয়া ধরেন, আর যুবক যদি বিপরীত দিকে বলপ্রয়োগ করেন, উভয় সম্প্রদায়ের সদ্ভাব বন্ধনী ছিঁড়িয়া যাইবে। যুবক বৃদ্ধের উপদেশে বঞ্চিত হইবেন, বৃদ্ধও ভবিষ্য সমাজের মাথা খাইয়া চলিয়া যাইবেন। এখন দুই পক্ষকেই কিছু নরম হইতে হইবে। বন্ধুভাবে মিষ্ট কথায় সদুপদেশ দিয়া যুবককে সমাজের দিকে আকর্ষণ করিতে হইবে। যুবকদিগকেও বিজাতি প্রিয়তা ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধকে উপযুক্ত সম্মান দিতে হইবে। যেসকল অভিভাবক ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের উপর খড়্গহস্ত, তাঁহাদের, বিবেচনা করা উচিত যে তাঁহারাই যুবকদিগের অপরাধের মূল। যদি তাঁহারা অর্থের লোভ পরিত্যাগ করিয়া বালককে প্রথম হইতে আর্যশাস্ত্র ও আর্য্যধর্ম্মের শিক্ষা দিতে পারিতেন, তাহা হইলে যুবক ও বৃদ্ধের ভিতর আজ এতদূর রুচিগত প্রভেদ দৃষ্ট হইত না। "নায় ছাড়িয়া এখন আর হালে পানি পায় না"। এখন স্রোতের বেগে নৌকা ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত থাকা ভিন্ন সমাজ রক্ষার আর উপায় কি?

কাল বড় ভয়ানক বস্তু। পরিবর্ত্তন অনুসার কালের ধর্ম্ম। পরিবর্ত্তন কেবল যে আজ দুই দশ বৎসর হইতেছে তাহা নহে। যাঁহারা মহাভারত ও পুরাণাদি দেখিয়া হিন্দু রাজ্যের পূর্ব্বাপর ইতিহাসের বিষয় চিন্তা করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন পূর্ব্বকাল হইতেই হিন্দু সমাজের উপর্য্যুপরি পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। এখন পরিবর্ত্তনের সময় যেমন কালের প্রভাব দেখা যায়, তখনও সেইরূপ দেখা গিয়াছিল। তখন যেরূপ প্রতিরোধ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল এখনও তাহাই হইবার সম্ভাবনা। জাতীয় প্রথা ও রীতি নীতি এবং জাতীয় সমাজের আমূল সংস্কার আমূল পরিবর্ত্তন বলিয়া যে একটা রব উঠিয়াছে আমরা কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত হইতে পারি না। তাই আমরা সমাজের বয়োবৃদ্ধ অধিনায়কগণকে অনুরোধ করি তাঁহারা কষা কসিটা কিঞ্চিৎ কমাইয়া দিন, যুবকেরাও তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির কিঞ্চিৎ দমন করুন। নচেৎ সমাজের মঙ্গল নাই।

—◆◆—

মালাবারির বিবাহ ব্যবস্থার প্রস্তাব সম্বন্ধে লর্ড ডফরিণের অভিমত।

মালাবারি যে হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে আইন করিবার জন্য বড় লাটের নিকট আবেদন করেন তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকগণকে অবগত করিয়াছি। লর্ড ডফরিণ প্রত্যুত্তরে ইণ্ডিয়ান গেজেটে প্রকাশ করিয়াছেন যে এরূপ আইন করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল এবং গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারীগণের সম্মতি নাই। লর্ড ডফরিণও তাঁহাদের সহিত এক মত হইয়া হিন্দু বিবাহে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত নহেন। তাঁহার অসম্মতির কারণ গুলিও গেজেটে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বড় লাট বলেনঃ—

মালাবারি যে বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন তৎস্বরূপ কার্য্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী নীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। যেখানে জাতিগত অথবা দেশাচার গত কোন কার্য্যে বর্ত্তমান ফৌজদারী আইনের ব্যাঘাত হয় গবর্ণমেণ্ট সেখানে আইনের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবেন। যেখানে জাতি বা দেশাচার গত কোন নিয়ম দেওয়ানী আদালতের দ্বারা কার্য্যকারী হইতে পারে কিন্তু যাহাতে সাধারণ নীতি অথবা ধর্ম্ম নীতির ব্যাঘাত জন্মে গবর্ণমেণ্ট সে নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিতে অস্বীকার করিবেন। যে কোন বিষয়ের নিয়মাদি করিবার ক্ষমতা প্রজাগণের হস্তে এবং যাহা কার্য্যে পরিণত করিতে দেওয়ানী আদালতের সাহায্য আবশ্যক করে না, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কোন সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছা করেন না।

এই সকল সাধারণ নীতি বিশেষ বিশেষ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার সময় অনেক মতভেদ হওয়া সম্ভব। সেজন্য একটী সামান্য নিয়মে এই সকল বিষয় স্থির করিতে হয়। সে নিয়মটী এই - গবর্ণমেণ্টের হস্তে যতটুকু শাসন ক্ষমতা আছে তাহার চালনা করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় কি না, যদি না পারা যায় তবে বর্ত্তমান কার্য্য পদ্ধতির ব্যতিক্রম করিয়া কোন ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। এই সামান্য নিয়মের প্রয়োগ করিয়াই মালাবারির প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট সম্মতি প্রদান করিতে পারেন নাই। এ সকল বিষয় প্রজাবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর। কালক্রমে দেশের ভিতর শিক্ষার ক্রমবিস্তার হইয়া অধিবাসিগণ যেমন উন্নত হইবেন সেই পরিমাণেই তাঁহাদের সমাজও উন্নত হইয়া উঠিবে।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা মতে ধর্ম্মনীতির যেরূপ আদর্শ ধরা হইয়াছে তাহা এতদ্দেশীয় জাতি বৈষম্য গত ধর্ম্মনীতির সহিত কোন কোন স্থলে অসদৃশ। গবর্ণমেণ্টের আদর্শ ধর্ম্মনীতি প্রয়োগ করিলে দেশীয় নীতি পদ্ধতি ক্রিয়াকলাপ দেশাচার এবং চিন্তা প্রণালী সংস্কৃত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু উপদেশ দেওয়া আইনের উদ্দেশ্য নহে। এই কারণেই এক দিক হইতে আইন এবং অন্যদিক হইতে জাতিভেদ ও দেশাচারের বিবাদ বাঁধিলে আইনের কর্ত্তব্য স্বীয় নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির ভিতরে কার্য্য করা।

আমরা লর্ড ডফরিণের কথায় আপ্যায়িত হইয়াছি। কথা গুলি তাঁহার ন্যায় বিবেচক রাজনীতিজ্ঞের উপযুক্তই হইয়াছে। মালাবারি সমাজ সংস্কার ভ্রমে সমাজের যে মহানিষ্ট সাধন করিতে গিয়াছেন লর্ড ডফরিণ তাহা নিবারণ করিয়া প্রজাবর্গের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। মালাবারি একজন উন্নতমনা শিক্ষিত ব্যক্তি। লর্ড ডফরিণের উপদেশ বাক্যে তিনিও জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। আমাদের রাজা বিদেশী, তাঁহাদের রুচি ভিন্ন, চিন্তা প্রণালী ভিন্ন এবং ধর্ম্মনীতির ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে যাওয়া নিতান্ত অযুক্তি যুক্ত। রাজা যদি স্বদেশী হইতেন সামাজিক ক্রিয়া কাণ্ডের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি থাকিত না। হিন্দুর রাজাই পূর্ব্বাপর দেশাচারের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন এখন ইংরাজের হস্তে সেই

ক্ষমতা টুকু বাড়াইয়া দিতে গেলে আমাদের সর্ব্বনাশ বিবেচক শাসনকর্ত্তা ও তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া মালাবারির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সমাজ সংস্কারের জন্য যদি মালাবারির তৃষ্ণা বাড়িয়া থাকে তিনি সামাজিক উপায় অবলম্বন করিয়া সে তৃষ্ণা নিবারণ করুন। একে ত যেসকল বিষয় আইনের প্রয়োজন তাহাতেই আমরা আইনের জ্বালায় অস্থির তাহার উপর আবার যদি সামাজিক বিষয়ে আইন প্রবিষ্ট করা হয় তাহা হইলে চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ পড়িয়া যাইবে। মালাবারি অনেকবারেই রাজনীতি ছাড়িয়া সমাজ সংস্কারক হইয়াছেন তাই এখনও আইনের আকর্ষণ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। যদি সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন হয়, তবে আমরা বলি মালাবারি অগ্রে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা করুন যিনি স্বধর্ম্মের গূঢ় ভেদ করিতে না পারিয়াছেন তাঁহার পক্ষে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের সহিত হিন্দুর আচার ব্যবহারের নিকট সম্বন্ধ। মালাবারি অগ্রে ধর্ম্মের আলোচনা না করিয়া সমাজ সংস্কার করিতে গেলে পদে পদেই ভ্রমে পতিত হইবেন।

—**—

রঙ্গপুরের হরিণ মারা মকদ্দমা।

রঙ্গপুর ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন জনের রাজ্য। ব্রহ্মা মিঃ সটেলওয়ার্থ পুলিশের সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইনি অনর্থের সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ টাক ইনি তাহাদিগকে পালন করেন, আর মহেশ্বর মিঃ নিউবেরী ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট—ইনি উপযুক্ত ব্যক্তির সংহার করেন। তিন জনের বড় সুখের রাজ্য। এক দিন তিন জনে একত্র হইয়া শিকারে বহির্গত হইবেন, এজন্য স্থানীয় জমীদার বাবু অন্নদা প্রসাদ সেনের নিকট তাঁহারা একটী হাতি চাহিয়াছিলেন। জমীদার বাবু অসুস্থ থাকায় হুজুরদিগের নিকট হাতি হাজির করিতে পারিলেন না। সাহেব সটেলওয়ার্থ ইহাতে বড়ই অপমানিত বোধ করেন। মনে মনে সাহেব প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখেন সুযোগ পাইলে ইহার প্রতিশোধ লইবেন।

বাবু অন্নদা প্রসাদের একটী পোষা হরিণ শিশু ছিল। সেটী বড় নিরীহ। মাথায় শৃঙ্গ ছিল না যে কাহারও অনিষ্ট করিবার কোন প্রবৃত্তি ছিল না। তথাপি ইহাকে সর্ব্বদাই বেড়ার ভিতর রাখা হইত। এক দিন হরিণ শিশুটী কোন প্রকারে বাহিরে আসিয়া সহকারী সাহেবের নজরে পড়ে। সাহেব অমনি তাহাকে গুলি করিয়া প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে আরম্ভ করেন। জমীদারের দেওয়ান মৃত হরিণটীকে আনিবার সময় সাহেব নাকি তাহাকে বলেন "তোমার বাবুকে আমি দেখিব। তোমার বাবু আমার হাতীর অবমাননা করিয়াছে।"

দাওয়ান এই কথায় বিরক্ত হইয়া একজন উকিলের সাহায্যে হরিণ সংহার ব্যাপারটী মহেশ্বর নিউবেরির নিকট জ্ঞাপন করেন এবং হরিণটীও তাঁহাকে দেখান হয়। উকিল বাবু সটেলওয়ার্থ সাহেবকে অবগত করেন যে তাঁহার নামে নালিশ করা হইবে। সটেলওয়ার্থ বুঝিলেন এখন সাবধান হওয়া উচিত। তিনি তাঁহার একজন বন্ধুর দ্বারা আএস্থদ্দিনকে খাড়া করিলেন। আএস্থদ্দিন দেওয়ানের নামে নালিশ করিল যে রক্ষক দেওয়ানের অধীনে হরিণটী তাহার অনিষ্ট করিয়াছে। প্রমাণাভাবে সে নালিশ ডিসমিস হইল। সটেলওয়ার্থ দেখিলেন সর্ব্বনাশ, বাঙ্গালী মাজিষ্ট্রেট মকদ্দমা হারাইয়া দিয়া বড়ই বিভ্রাট করিয়া বসিয়াছে। অমনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বসিয়া মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। স্থির হইল হরিণ কর্ত্রী জমীদারের পিতৃব্য পত্নী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসীকে আদালতে আনিতে হইবে। কাশী মোহন সেন নামক একজন পুলিশ সবইনস্পেক্টর ইহাদের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ১৯ই সেপ্টেম্বর কাশী মোহন বাবু প্রসন্নময়ীর বিরুদ্ধে রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কোর্টে এই বলিয়া নালিশ উপস্থিত করেন যে প্রসন্নময়ী উপদ্রবশীল একটী জন্তু পুষিয়া উহাকে অরক্ষিত ভাবে রাখিয়াছেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রথমে এরূপ অদ্ভুত অভিযোগ গ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তার পর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া আবার প্রসন্নময়ীর নামে সমন বাহির করিলেন। ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষ প্রসন্নময়ীর পক্ষে উপস্থিত হইয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যপ্রণালীর দোষ গুলি স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। ডেপুটী বাবুকে স্বীকার করিতে হইল যে তিনি নিউবেরি সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া সমন বাহির করিয়াছেন। মনমোহন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন এ মকদ্দমায় ফরীয়াদি কে? ডেপুটী বাবু আএস্থদ্দীনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। ডেপুটী বাবু ভ্রমে পড়িলেন এ মকদ্দমায় ফরিয়াদি আএস্থদ্দীন নহে, কাশীমোহন। কাশী মোহন আদালতে উপস্থিত নাই—ছুটী লইয়া পলাইয়াছেন। তার পর ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের উপর নোটিশ জারি করিয়া কাশীমোহনের একজন একটিং দেওয়া হয়। একটিং বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় হাজির—তিনি বলিলেন মকদ্দমার আমি কিছুই জানি না। ব্যারিষ্টার বাবু মনমোহন বলিলেন এ মকদ্দমাটী সম্পূর্ণ প্রতিহিংসা প্রসূত। সটেল ওয়ার্থ ও নিউবেরি সাহেবের মন্ত্রণায় ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং নিউবেরি ও সটেলওয়ার্থ সাহেবের সাক্ষ্য লওয়া প্রয়োজন। এই মর্ম্মে দুই খানি দরখাস্ত করা হয়। ডেপুটী বাবু বলিলেন নিউবেরি সাহেব ছুটী লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে সটেলওয়ার্থ সাহেবকে সাক্ষ্য দিবার জন্য বার বার সংবাদ পাঠান হয়। সটেলওয়ার্থ অন্য একটী গৃহে বসিয়া মকদ্দমার ব্যাপার দেখিতেছিলেন। মনমোহন বাবুর বারম্বার প্রার্থনা এবং ডেপুটী বাবুর বারম্বার সংবাদ প্রেরণেও সটেলওয়ার্থ আদালতে হাজির হইলেন না। ডেপুটী বাবু তিনিও আবশ্যক বুঝিয়া নিকটস্থ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইবেন এরূপ তাঁহার সাহস বা ক্ষমতায় কুলাইয়া উঠিল না। ইতিমধ্যে নিউবেরি সাহেব বিদায় লইবার জন্য ডেপুটী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ডেপুটী বাবু বাহিরে গিয়া কিয়ৎক্ষণ সাহেবের সহিত আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন মনমোহন বাবু বক্তৃতা করিতেছিলেন। বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে ডেপুটী বাবু কলম ঘুরাইয়া রায় লিখিলেন। বক্তৃতা শেষ না হইতেই মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া চলিয়া গেলেন।

এ মকদ্দমা সম্বন্ধে আমরা এখন কি বলিব? বলিবার সময় আসুক।

ইউরোপীয় সমাচার।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ১৯ এ অক্টোবর। ইংলণ্ড এবং অপর কয়েকটী রাজ্য বলিয়াছেন, যদি প্রিন্স আলেকজাণ্ডার বুলগেরিয়ার সিংহাসনে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা ঐ বিষয়ে মত দিবেন না।

জারের পুত্র জ্বররোগে পীড়িত।

সোফিয়া ১৭ এ অক্টোবর। তুরস্কের প্রতিনিধি গাদবান এফেন্দি এখানে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সেই কার্য্যের দাবী দাওয়ার অনুকূলে কার্য্য করিবেন।

পারেন তখন ইংরাজের চক্ষে ব্যাভিচার দোষ তত দূর গুরুতর বলিয়া বোধ হওয়া সম্ভব নহে। মাজিষ্ট্রেট যে শ্রেলিংএর এক জন ইংরাজ ব্যারিষ্টারের খাতির না রাখিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়াছেন ইহাতেই তিনি আমাদের প্রশংসার পাত্র।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম বাবু নবীন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য তিন মাসের জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বাবু নবীন চন্দ্র ফ্রি চর্চ্চ কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্র। ইনি একজন কৃতবিদ্য কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি। গবর্ণমেণ্ট ইহাকে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করিলে সুবিচার কার্য্য করা হয়।

ট্রেল সাহেব সেসন সোপরর্দ্দ হইয়াছেন।

গত শুক্রবার রাত্রে হরিনাভি গ্রামে যোগীজাতির এক ব্যক্তির বাটীতে একটী বালিকা সর্পাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলী বলেন ; কনিংহাম সাহেব সিভিল সার্ভিস কমিশনের মেম্বর নিযুক্ত হইবেন শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম।

কলিকাতার পোষ্টমাষ্টার জেনারল কিল্‌ট সাহেব নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি কলিকাতায় থাকিবেন।

মণিরামপুর হত্যা গৃহ লইয়া হিন্দু সম্প্রদায় উত্তক্ত হইয়াছিলেন। মেজর আর, সি, ষ্টারণডেল সাহেবের বিশেষ চেষ্টায় হত্যাগৃহটী স্থানান্তরিত হইয়াছে। মণিরামপুরবাসীরা নরকের হস্ত এড়াইয়াছেন। ষ্টারণডেল সাহেব আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র।

রাজস্ব সমিতি কি দার্জ্জিলিংএই আফিস খুলিবেন? বড় বড় কর্ম্মচারিগণ দার্জ্জিলিংএ যাইতেছেন। কটন সাহেব দার্জ্জিলিংএ এক সপ্তাহ কাল থাকিবেন।

ব্যয় সংক্ষেপ সমিতির এ ব্যয় বাহুল্য কি হাস্যকর ব্যাপার নহে?

বিবিধ সংবাদ

আবার শুনা যায় রাজস্ব সমিতির পক্ষে এক জন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইবেন। ব্যারিষ্টারের যে প্রয়োজন কি তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। ব্যয় সংক্ষেপ কার্য্যে মকদ্দমা কি, পক্ষাপক্ষই বা কি আর তাহাতে ওকালতিরই বা প্রয়োজন কি তাহা আমাদের মস্তিষ্কে স্থান পায় না। রাজস্ব সমিতি পক্ষে ব্যারিষ্টারের অর্থ কি গবর্ণমেণ্টের পক্ষের ব্যারিষ্টার?

রুষে একদল বিষম ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। ইহাদের মত যে কোন ব্যক্তিকে শারীরিক ক্লেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহারা পীড়িত ব্যক্তিগণকে একেবারে সংহার করিয়া তাহাদের যন্ত্রণার অবসান করে। এক দিন একটী কৃষক বালকের স্ত্রীর পীড়া হয়। স্ত্রীলোকটীর মাতা এবং পিতৃব্য পত্নী এই বিষম ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত। একদিন তাহারা গোপনে এই স্ত্রীলোকটীকে জামাতার বাটী হইতে স্বীয় ভবনে লইয়া যায়। বালক ইহাদের ব্যবহার জানিত। সে বাটীতে আসিয়া দেখিল তাহার স্ত্রী সেখানে নাই। শ্বশুরবাটীতে গিয়া দেখে তাহার স্ত্রী স্নাত হইয়া শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া মৃতের ন্যায় শুইয়া আছে তখনও তাহার জীবন বিনষ্ট হয় নাই। বালক তাহার স্ত্রীকে সান্ত্বনা করিয়া আপনি একটী গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া থাকে। কিয়ৎক্ষণ পরে এক ব্যক্তি লাল পোষাক পরিয়া ঘরের ভিতর আইসে। পরক্ষণেই একটা গোঁয়ানি শুনিতে পাওয়া যায়। বালক অমনি লাফ দিয়া তাহার দিকে দৌড়িয়া যায়। সে ব্যক্তি ধরা পড়ে নাই কিন্তু তাহার দলের অনেক লোককে ধৃত করিয়া পুলিসের হস্তে দেওয়া হইয়াছে।

মহারাণীর ভোজন—একখানি ফরাসী সংবাদ পত্রে মহারাণীর ভোজের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। ভোজনের পনর মিনিট পূর্ব্বে নিমন্ত্রিতগণ ভোজনের স্থানে অর্দ্ধবৃত্তাকারে অধিষ্ঠান করেন। তার পর বাদ্যে ভোজন সঙ্গীত গীত হইতে থাকে। সঙ্গীতবাদ্য সহকারে মহারাণী সাক্ষাৎ স্থানে প্রবেশ করিয়া নিমন্ত্রিত পুরুষগণকে অভিবাদন করেন এবং রমণিগণের সহিত করমর্দ্দন করেন। তার পর নিমন্ত্রিতদিগের অগ্রবর্ত্তী হইয়া ভোজন গৃহে প্রবেশ করা হয়। ভোজন স্থানে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনের বামপার্শ্বে মহারাণীর পরিবারবর্গ উপবেশন করেন। দক্ষিণ দিকে নিমন্ত্রিতের আসন। রাজভোগ ব্যতীত অন্যান্য ভোজের সময় মহারাণী হস্তানা হাতে দেন। ভোজনের সময় দুইটী বড় কঠিন নিয়ম আছে:—প্রথম মহারাণীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেহ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয় কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি এমন কোন কথা কহিতে চান যাহাতে মহারাণীর প্রয়োজন বোধ হইবে, তিনি তাহা অন্যএক নিমন্ত্রিতের নিকট ব্যক্ত করিবেন। উভয়ের মধ্যে তৎসম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া মহারাণীকে শুনাইতে হইবে। মহারাণী স্বয়ং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই যে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন।

ইরাবতীর জল ক্রমশই বাড়িতেছে। আর একটা বৃষ্টি হইলেই মান্দালে নগর ভাষাইয়া দিবে। এখনেও কি কর্ত্তৃপক্ষগণ নিশ্চিন্ত থাকিবেন?

কিছু দিন হইল মান্দালে নগরে একটী মহতব্য গৃহের সম্মুখে একবার সহস্র সহস্র বন্যাপীড়িত লোক সংগৃহীত হয়। গৃহের দ্বার যেমন উদ্ঘাটিত হইবে অমনি জনতার বেগে ১০।১২ জন লোক নিম্নে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

বঙ্গদেশে গত বৎসর আফিম বিভাগে ৪ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়। গবর্ণমেণ্ট এখনও উহাদের কর্ম্ম জুটাইয়া দিতে পারিতেছেন না। এ বৎসর আর আফিম বিভাগের পরীক্ষা লওয়া হইবে না।

বেসিন এবং টংগুয়া বিভাগে দলে দলে ডাকাইত সংগৃহীত হইতেছে। উত্তর ব্রহ্মেও হয় হাজার নর একত্র হইয়াছে। ব্রহ্ম বিপদ সঙ্কুল।

ফিরোজপুরের বালিয়া সিং নামে একব্যক্তি ৪ জনকে খুন ও আর এক জনকে জখম করিয়া পলাইতেছিল নদী পার হইবার সময় পুলিষ তাহাকে ধরিয়াছে।

সিমিলিতে কাটেনিয়া ব্যাঙ্ক স্থানের মিউনিসিপাল কমিশনরগণ ইতিমধ্যে একযোগে কার্য্য ত্যাগ করিয়া যায়।

ভবেলায় মুসলমানেরা হিন্দুদিগের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে তাহার প্রতিকার করিবার জন্য ভবেলায় একটী সভা হয়। সভা হইতে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়াছে।

বেনারস কটক রেলওয়ে শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। ইহা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের একটী শাখা স্বরূপ ১৭০ মাইল গমন করিবে।

বিলাতযাত্রী ছাত্রের জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট যে ছয়টী বৃত্তি স্থির করিয়াছেন তাহাতে ছাত্রগণের বয়স এক বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বলেন ২১ বৎসর হইতে ২২ বৎসর না করিলে মুসলমান ছাত্রদিগের পক্ষে অসুবিধা। "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।" আবার ইহাদিগকে যে এক শত পাউণ্ড করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইত তাহার পরিবর্ত্তে কেবল বিনা মূল্যে যাতায়াতের টিকিট দেওয়া হইবে।

আমরা "সুনীতি ও সম্বাদ" নামে এক খানি সম্বাদ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকা খানির লেখা মন্দ, কিন্তু সুনীতি স্থান দিয়া ইহাতে ধর্ম্মের কিছু অধিক আলোচনা হইতেছে। পত্রিকাখানির তত্ত্বাবধায়ক, না হয় লিপিবার বিষয়গুলির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা উচিত। ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার সময় অনেকে অন্য ধর্ম্মের উপর কটাক্ষ করিয়া থাকেন। এ একটী বিষম রোগ। ইহাতে পাঠকের মনে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উত্তেজিত না করিয়া বরং ঘৃণারই উত্তেজনা করিয়া থাকে। আমরা "সুনীতি ও সংবাদ" নামক পত্রিকার এই রোগটী দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। পাঠকের অবগতির জন্য একটী অংশ উদ্ধৃত করিলাম ;— "এ তোমার সেই শান্তি নিকেতনের শান্তি সুধা-সিঞ্চিত কমনীয় কামিনী কণ্ঠকূজিত মধুর পঞ্চম স্বর, কম্বু বিশ কর্ম্মভোজের রমা শয্যা নহে।" "ধ্যান মগ্ন আলোক মগ্ন সুর এস্থানের উপাস্য নহে। নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের অধিকার এখানে নাই।" লেখক শ্যামা পূজা নামক প্রস্তাবে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপর তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এই সকল কথা লিখিয়াছেন। আমরা লেখককে বলি অন্য ধর্ম্মের উপর ঘৃণা প্রদর্শন করিলেই কিছু স্বধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করা হয় না, সাধারণকে ধর্ম্ম শিক্ষাও দেওয়া হয় না। ইহাতে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মেরই প্রচার হয় মাত্র। "সুনীতি ও সম্বাদ" জন্ম গ্রহণ করিয়াই এই রোগগ্রস্ত হইয়া আমাদের দুঃখের কারণ হইয়াছেন। বোধ হয় লেখক অল্পবয়স্ক। আমরা লেখককে বন্ধুভাবে উপদেশ দিতেছি ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার সময় আর যেন ওরূপ চপলতা প্রকাশ না হয়।

হরিণাপুর হইতে "স্বদেশী" নামে আর একখানি সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছে। স্বদেশী বড় ধীর প্রকৃতি। এরূপ না হইলে সংবাদপত্রে দেশের কোন উপকার করিতে পারে না। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন এবং উন্নতির বাসনা করি।

স্টাণ্ডার্ড নামক সংবাদপত্রে প্রকাশ যে ইজিপ্টে ইংরাজের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে। ইংরাজ ইজিপ্টে বলহীন হইয়া পড়িয়াছেন। ফ্রান্স মনে করেন অতি সামান্য চেষ্টায় তাঁহাদিগকে ইজিপ্ট হইতে তাড়াইতে পারা যাইবে। জার্ম্মানিরও নাকি ইহাতে সম্মতি আছে। লর্ড র‍্যাণ্ডলফ চর্চ্চহিল এই জন্যই কি প্রিন্স বিস্‌মার্কের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন?

"ভারত জীবন" নামক আর একখানি সংবাদ-পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

সিভিলসার্ভিস কমিশন সম্বন্ধে কতক গুলি প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট গুলির নিকট প্রেরণ করা হইবে।

পাইওনিয়ারে বিলাত হইতে কোন সংবাদ-দাতা তারে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে সার লিপিল গ্রিফিনের পঞ্জাবে গবর্ণর হইবার কথাটী অমূলক।

বিলাতে আবার অনুসন্ধান সমিতি লইয়া ধুয়া উঠিয়াছে- সার রোপার লেথব্রিজ রয়াল কমি-শনের জন্য মহাসভায় প্রস্তাব করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে আর দুর্ভিক্ষের ভয় নাই। বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যের অবস্থাও মন্দ নহে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের দেখা দেখি সিলোনের গবর্ণমেণ্টও ভদ্রবংশীয়দিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন।

মহাভারতের অনুবাদ করিবার জন্য জয়পুরের মহারাজা ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী আগামী নবেম্বর মাস হইতে টিকিটের পুস্তক বিক্রয় করিবেন। যাঁহারা সর্ব্বদা ট্রামওয়েতে যাতায়াত করেন তাঁহাদের পক্ষে এটী বেশ সুবিধা।

কর্ণেল রিজওয়ে দলবল সহ কাবুলে উপস্থিত হইয়া আমীরের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

সানসর্ক্কারদিগকে বশে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইতেছে।

কুপাইসৈন্য নিবাস হইতে একদল সৈন্য পাইড নামক একটী ডাকাইতের গ্রাম আক্রমণ করে। ৪ জন ডাকাইত হত হইয়াছে।

নববিধান সমাজের বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষের মৃত্যুতে আমরা নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়াছি। প্রসন্ন বাবুর অন্তঃকরণ সরল ও উদারভাবে পরিপূর্ণ ছিল।

ব্যবস্থাপক সভার পুনঃসঙ্গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত সেদিন জনাইয়ে একটী সভা হয়। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন।

এটোয়াতেও হিন্দু মুসলমানের একটী ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।

আমলকীর চমৎকার গুণ। যাহারা অম্ল-পিত্ত রোগে কষ্ট পাইতেছেন প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা অন্তর আমলকীর জল সেবন করিলে রোগ সম্পূর্ণ রূপে আরাম হইতে পারে।

আমাদের পশ্চিম প্রদেশীয় কোন সহযোগী বলেন বড় লাট লর্ড ডফরিণের পুত্র পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত চিকিৎসা করা হইতেছে, আমরা এই সংবাদে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। তিনি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

মনি অর্ডারে কালেক্টোরীতে টাকা জমা দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই ব্যবস্থা ক্রমে কিরূপ কার্য্য হয় তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথমে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর হুগলী, হাবড়া, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ এবং ময়মনসিংহে অগ্রে এই নিয়মটী প্রয়োগ করা হইবে।

বোম্বাই গেজেটে প্রকাশ যে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রদেশের কর্ম্মচারিগণকে নির্দ্দিষ্ট বার দরমাহার অর্দ্ধেক মাত্র দিবেন। অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বোম্বাইয়ের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিবেন কি?

কোন সংবাদপত্রের সংবাদদাতা বলেন ;— আজকাল ঢাকার ও পাবনা এই দুইটীর তুলনা করিলে দ্বিতীয়টী প্রথমটী অপেক্ষা স্বল্পব্যয় সাপেক্ষ বলিয়া বোধ হয়।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের আয় ২০ কোটী মুদ্রা এবং ব্যয় ১০ কোটী মুদ্রা সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করা হয়। অন্যান্য প্রদেশে এই টাকা বিতরণ করা হয় কিন্তু বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের চতুর্দ্দিকে অভাব। সিভিলকার্টে অর্থের প্রয়োজন, শিক্ষা বিভাগে অর্থের প্রয়োজন, চিকিৎসা বিভাগে দারুণ অনটন সাহায্য চাও গবর্ণমেণ্ট এক কপর্দ্দকও দিতে পারিবেন না। "যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই"। যেখানে যেমন আয় সেখানে তেমনি ব্যয় করিলেই ত সুশৃঙ্খলায় রাজ্য চলে। বাঙ্গালার যাহা আয় তাহা যদি বাঙ্গালা দেশেই ব্যয় করা হইত তাহা হইলে আজ আমাদের ত্রাহি ত্রাহি রব যেমন তেমন করিয়া বাঙ্গালীর অন্ন মারা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়।

আমরা "দিনাজপুর মাসিক পত্রিকা" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। দিনাজপুরের পূর্ব্বতন সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট বিডন সাহেব এবং তথাকার পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের উদ্যোগে এই পত্রিকা খানি কেবল শিল্প ও কৃষি বিষয়ের আলোচনা করিয়া দিনাজপুরবাসী দরিদ্র কৃষকদিগের মঙ্গল সাধন করা। ক্রমে ইহাতে নানাপ্রকার বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। দিনাজপুর অঞ্চলে এরূপ একখানি মাসিক পত্রিকার অভাব আছে। আমরা এই পত্রিকাখানির উন্নতি কামনা করি।

হাইদ্রাবাদের নিজামের দেখা দেখি বরদার গুইকুমার ও লর্ড ডফরিণের অভ্যর্থনার নিমিত্ত বহুল অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইঁহারা দুই জনই উৎসাহী এবং উন্নতিশীল যুবক। ইঁহাদের হস্তে অর্থের এতদূর অপব্যয় হয় ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে।

জনরব উঠিয়াছিল যে কাশ্মীরের মহারাজা দেওয়ান গোবিন্দ সাহাইকেও পদচ্যুত করিবেন। মহারাজ এই জনরবটী মিথ্যা বলিয়া প্রচার করিবার জন্য পঞ্জাবের একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদককে অনুমতি দিয়াছেন।

সুরাট নগরে আর একটী লেডি ডফরিণ সভা হইয়া গিয়াছে। মিঃ মেলক এই সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দুই সহস্র টাকার অধিক সংগৃহীত হইয়াছে।

মিরাটের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ— একজন বালিকে বিছায় কামড়ায়। একজন পথিক ক্ষত স্থানে তামুরিয়া পাতার রস দিবামাত্রই যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

লেডি গ্রাণ্ট ডফ মান্দ্রাজে বিলক্ষণ সম্মান পাইতেছেন। তাঁহার বিলাত গমনোপলক্ষে মান্দ্রাজের মেডিকেল কলেজে তাঁহার নামে একটী পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট হইবে। মেডিকেল কলেজে যে ছাত্রী প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন তিনিই এই পুরস্কার লাভ করিবেন।

“হিন্দু” বলেন মান্দ্রাজ হইতে সিভিল সার্ভিস কমিসনে সাক্ষ্য দিবার জন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতেছেন। সহযোগীর মতে তদ্দেশবাসী ইংরাজদিগের মধ্যে মিঃ এচ ই ষ্টাক্স, মিঃ গোস, মিঃ নিকলসন্ মিঃ গ্যালটন ইঁহারাই প্রতিনিধির উপযুক্ত।

শুনিতে পাওয়া যায় দলীপ সিং এক্ষণে ফরাসি দেশে বাস করিতেছেন। এদিকে তাঁহার স্ত্রী পুত্র ইংলণ্ডে বসিয়া ইংরাজের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া আছেন। মহারাণী শিক্ষিতা রমণী। আলেকজান্দ্রিয়ায় মিঃ মুলার নামক একজন বণিক তাঁহার পিতা ছিলেন। মিঃ মুলার এবং ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারি এই ২জনে মহারাণী ও তাঁহার পুত্রের জন্য ট্রষ্টি নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের যে প্রদত্ত পেন্সন দলীপ সিংহ প্রত্যাখ্যান করেন তাঁহার স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনের জন্য তন্মধ্যে বার্ষিক ৭।৮ হাজার পাউণ্ড ব্যয়িত হইবে। তাঁহার পুত্রের জন্যও গবর্ণমেণ্ট কিছু করিতে পারেন। মহারাণী সম্পূর্ণ পতিপ্রাণা এবং ধর্ম্মপরায়ণা। পতির কেহ নিন্দা করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন না। মহারাজা শিখধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এমন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া ইঁহার আত্মীয়েরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন পঞ্জাবের কৃষিবিভাগ শীঘ্রই উঠিয়া যাইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিবাদী।

দিল্লীবাসী হিন্দুরা মুসলমানের ভয়ে দেওয়ালীর সময় আনন্দ করিতে পারে নাই। মুসলমানের অত্যাচার জ্ঞাপন করিবার জন্য ইহাঁরা বড় লাটের নিকট একজন প্রতিনিধি পাঠাইতেছেন।

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৮ কোটী বিলাতি দেশলাইয়ের বাক্স প্রেরিত হয়।

তিব্বতের নিকটে একটী অসভ্য প্রদেশের প্রাণতাবা চীনের নিকট অনেক ভূমি উপহার পাইয়া সুখে রাজত্ব করিতেছিলেন। অত্যাচারী রুষ তাঁহার সে সুখে বাধা জন্মাইয়া তাঁহার রাজ্যপাট কাড়িয়া লইয়াছেন। প্রাণতাবা চীন সম্রাটের নিকট আবেদন করিবার নিমিত্ত চীনে উপস্থিত হইয়াছেন।

পুণার ডেকান কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার রামকৃষ্ণ জি বান্দারকার ভিয়েনার প্রাচ্য সমিতিতে গমন করেন। তিনি সেখান হইতে ইংলণ্ডে গিয়াছেন। সমিতি ডাক্তর রাজেন্দ্রলালের অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

৺ কৃষ্ণদাস পালের পুত্র এবং “হিন্দুপেট্রিয়টের বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী দিগের সহিত বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে। শুনা যায় এজন্য তাঁহাদিগকে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে। কৃষ্ণদাসের কীর্ত্তি স্বরূপ হিন্দুপেট্রিয়ট” লইয়া এরূপ গালা গালি শুনিলে আমাদের প্রাণে বড় আঘাত লাগে। উভয় পক্ষে কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করিয়া বিবাদটা মিটাইয়া লইলেই আমাদের বড় আনন্দের হয়।

কলিকাতার রেজিষ্ট্রার বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বাটীতে চুরি হইয়াছে। নগদ টাকা ও জিনিষপত্র প্রায় ২০০০ টাকা চুরি গিয়াছে।

লাহোরের ত্রিদিপক্ষ নামক সংবাদ পত্রিকায় বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের কার্য্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজ যদি এই পত্রিকা খানি পড়িয়া দেখেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন নীলাম্বরকে ছাড়িয়া কাশ্মীর রত্ন শূন্য হইয়াছে। আমরা এখনও আশা করি নীলাম্বর রাজার হস্তে সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইবেন।

শুনা যায় পবলিক সার্ভিস কমিসনের জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট তিনজন লোক বড়লাটের নিকট পাঠাইতেছেন। একজন বর্দ্ধমানের কমিসনর জন বিমস দ্বিতীয় ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব অফিসিএটিং সেক্রেটারি মিঃ আর এচ্ উইলসন। তৃতীয় ব্যক্তি কে হইবে তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। বোধ হয় বাঙ্গালীর ভাগ্য এতদূর সুপ্রসন্ন হইবে না। সমদর্শী লোককেই কমিসনে প্রেরণ করা হয় ইহা গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা।

ইতিমধ্যেই বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সিভিল সার্ভিস্ কমিসনের জন্য এংলোইণ্ডিয়ান সভাকে প্রতিনিধি পাঠাইতে লিখিতেছেন। ভারত সভা এবং অন্যান্য দেশীয় সভাগুলি কি অপরাধ করিয়াছেন?

লর্ড সেলর সভাগণ ঝাঁকে ঝাঁকে ভারত ভ্রমণে বহির্গত হইতেছেন। আগামী শীত কালেই তাঁহারা রওনা হইবেন। ইহাঁরা আমাদের বন্ধু হইবেন না লর্ড ডফরিণের খপ্পরে পড়িয়া আমাদের প্রতি দয়া মায়া হীন হইবেন?

মুসলমানদিগকে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত কেন গবর্ণমেণ্ট পাগল হইয়া উঠিয়াছেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের যে রেজলিউসন বাহির হয় তাহাতে প্রকারান্তরে কর্ত্তৃপক্ষগণকে বলা হইতেছে তাঁহারা গুণগত বিচার না করিয়া জাতিগত বিচার করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। এ কি যুক্তিযুক্ত বিচার?

বুলগেরিয়া লইয়া ইউরোপে বড় খেলাই চলিতেছে। এই শুনা গেল ইউরোপের রাজন্যবর্গের প্ররোচনায় বুলগেরিয় গবর্ণমেণ্ট শাসনসভা সংগঠন করিয়াছেন আবার শুনা যায় রুষ যখন শাসন সভাকে একটু চাপিয়া ধরিয়াছেন অমনিই যে যার পথ দেখিয়া পলায়ন করিতেছেন। এই কি ইউরোপের রাজনীতি?

ইউরোপ এবং আমেরিকার স্থানে স্থানে কলেরার বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

তুরিকরাজ এসিয়া প্রান্তের দুর্গ সকল সুদৃঢ় করিতেছেন।

রাজস্বসমিতি শীঘ্রই জাল গুড়াইবার আদেশ পাইয়াছেন।

সম্প্রতি সিমলায় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

তারকেশ্বরের মহান্ত মাধবগিরির নামে ত্রিগুণাচরণ গিরি যে অভিযোগ উপস্থিত করেন, তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ পাওয়ায় মাধবগিরি মিথ্যা অভিযোগের জন্য ত্রিগুণার নামে নালিস করেন। তাহাতে ত্রিগুণাগিরির এক বৎসর ৬ মাস কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে।

বিলারিবাসী রাজা কৃষ্ণকুমার পাইওনিয়ার পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে ধনাধ্যক্ষ সভার প্রতিনিধি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে। গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থাপক সভা সংগঠন করিয়াছেন তাহা এ দেশের পক্ষে বিলক্ষণ উপযোগী। রাজা শিবপ্রসাদ উত্তর পশ্চিমে রাজা কৃষ্ণকুমার বঙ্গদেশে ইংরাজের অনুগ্রহ পাইবার জন্য স্বজাতির নিকট কৃতঘ্ন হইয়াছেন।

হাওড়া হইতে সিয়খালা পর্য্যন্ত ২০ মাইল বিস্তৃত একটী রেলপথ নির্ম্মিত হইতেছে। কলিকাতার মেসার্স এবং ওয়ালস লাভেট ষ্টীম ট্রামওয়ে চালাইবেন এবং মূলধনের ৩ অংশ টাকা দিবেন। বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং জনাই নিবাসী বাবু অরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মদনলাল মুখোপাধ্যায় এই ব্যবসার প্রধান উদ্যোগী।

রুষের সৈন্য বল অধিক কিন্তু সাধারণ সৈন্য সম্প্রদায় নিতান্ত অশিক্ষিত ও ক্ষীণবীর্য্য। ইংরাজ সামান্য সৈন্য লই ? কেমন করিয়া যে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া আছেন ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না। আফগানেরাও ইংরাজের সৈন্যসংখ্যা দেখিয়া বিস্মিত হয়।

গত ২১ এ অক্টোবর বড় লাট সাহেবের মন্ত্রণা সভায় নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইবার কথা ছিল। (১) ১৮৭৯-৮২ সালের ডেকান এগ্রিকলচারিসটস এক্টের বিলের উপর সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট পঠিত হইবে। (২) তাড়িতের আলোক সম্বন্ধে একটা আইন করিবার বন্দোবস্ত হইবে। (৩) ১৮৭৯ সালের গ্রাণ্ডার এবং ফ্রান্সি এক্ট বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও প্রচলিত করিবার বন্দোবস্ত হইবে। (৪) বাঙ্গালা উত্তর পশ্চিম এবং আসামের সিভিল কোর্ট আইন সংশোধক বিলের উপর সিলেক্ট কমিটীর প্রাথমিক রিপোর্ট প্রদান করা হইবে।

"ধর্ম্মনীর মহম্মদ" নামক পুস্তকখানি লইয়া মুসলমান সম্প্রদায় বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন পুস্তকখানিতে মহম্মদের অবমাননা করা হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সমালোচনা করিয়াছি, ইহার কোন স্থানেই মহম্মদের মর্য্যাদার ত্রুটী করা হয় নাই। মহম্মদের মহত্ত্বের কথা প্রচার ভিন্ন লেখকের উদ্দেশ্যও আর কিছুই হইতে পারে না।

ডাকাইত পুরোহিত নিয়াজ চুংকে মোজাফ্ফর হইতে কিয়াকটুতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সেখানে তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইবে।

রেঙ্গুন গেজেট বলেন ব্রহ্মদেশ পুনর অরাজক হইয়া উঠিয়াছে। স্যর চার্লস ক্রস্থ্‌ওয়েট মাকফার্সনের পদে একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলে অনেকটা উপদ্রব শান্ত হইতে পারে।

পুস্তক সমালোচনা।

কৃষি-শিক্ষা—শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক প্রণীত। মূল্য ॥০ আট আনা। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

প্রায় ৫।৬ বৎসর হইল, আমি ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া, বোধ হয় তাহার সমালোচনাও করিয়া থাকিব। এতদিন পরে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হওয়া দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। কেন না পুস্তকখানি যেরূপ উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় তাহাতে আমি মনে করিয়াছিলাম, উহা অনেকে পাঠ করিবেন এবং বহুসংখ্যক মডেল স্কুলে পাঠ্যরূপে গৃহীত হইবে। এখন বোধ হইতেছে, তাহার কিছুই হয় নাই, হইলে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতে এত সময় লাগিবে কেন।

পুস্তকখানি কেমন উৎকৃষ্ট, কত প্রয়োজনীয় এবং কত যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত লেখা হইয়াছে; আমি নিজে তাহা না বলিয়া কেবল উহার অন্তর্গত বিষয় গুলির নাম উল্লেখমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইব। সোমপ্রকাশের বিজ্ঞ পাঠকগণ তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন পুস্তকখানি কেমন, কত প্রয়োজনীয়: ১ম কৃষি কার্য কি? ২য় মনুষ্যের প্রথমাবস্থায় বাণিজ্য পক্ষ কৃষি সহজ, সুবিধাজনক ও এক মাত্র অবলম্বন। ৩য় কৃষির তালিকা। ৪র্থ বাণিজ্যাপেক্ষা কৃষির অল্প লাভ কেন? ৫ম কৃষিই শিল্প ও বাণিজ্যের মূল। ৬ষ্ঠ কৃষকগণ কোনরূপ শিল্পকার্য্য করিয়া থাকেন কি না? ৭ম কোন্ কোন্ শিল্প এদেশীয় সাধারণ লোকের অবলম্বনীয় ও লাভ জনক? ৮ম কৃষিকার্য্য কিরূপে করিতে হয়? ৯ম কৃষি পরাশর। ১০ম কৃষি বিষয়ক প্রবাদ। ১১শ সার। ১২শ পাইট। ১৩শ প্রধান প্রধান শস্যের আবাদ কিরূপ? ক খর্জ্জুর, খ পাট, গ আলু, ঘ মিস্রী, চ কোপী, ছ আদা জ পলাণ্ডু, ঝ তামাক ঞ ধান্য, ট পান ঠ চা, ড ভুট্টা ঢ নীল, ণ ইক্ষু ত কার্পাস, থ বিট পালং, দ গাজোর, ধ স্যালগম, ন এণ্ডা ও সুবতি মূলা, প বিদেশীয় পলাণ্ডু, ফ লিক্, ব পাটনাই সালিম, ভ পার্শ্লী, ম ওয়াটার ক্রেস গার্ডিন, য রুবার্ব, র এণ্ডিব ছাজদ, ল কস্‌ছালাদ, ব টেন, শ সেজ, ষ সেলেরি, স মারজারম, হ বাঁধা কপি ক্ষ ফুলকপি, চ ওলকপি, ১৪শ বারমেসে, ১৫শ গম, ১৬শ কলম ১৭শ আওলাত, ১৮শ কৃষির যন্ত্রাদি ১৯শ পশুপালন, ২০শ পশু চিকিৎসা, ২১শ জমিজমা, ২২শ এক লাঙ্গলের আবাদ, খরচ উৎপন্ন ও লভ্য। প্রায় প্রত্যেক বিষয় অবলম্বন করিয়া এক একটী বিষয় লিখিত হইয়াছে। কলম অধ্যায়ে সকল প্রকার কলমের বিবরণ আছে। বারমেসে অধ্যায়ে—বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত কোন্ কোন মাসে কোন শস্যাদির চাষ আবাদ কিরূপে করিতে হয় তাহার বিশেষ বিবরণ আছে। পুস্তক মধ্যে আবাদ, খরচ, উৎপন্ন ও লভ্যের একটী তালিকা আছে। থ অক্ষর হইতে ঢ অক্ষর পর্য্যন্ত দ্রব্য গুলি বিলাতি শাক সব্জি ও মসলার নাম, যাহা বাঙ্গালিদিগকে সাহেবদিগের প্রাত্যহিক আহার হয় না।

শুদ্ধ আমিই যে এই পুস্তকখানির অত্যন্ত প্রশংসা করিতেছি এমত নহে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরও স্বীয় স্বীয় মন্তব্য পুস্তকের ভূমিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন পুস্তকখানি অব্যবসায়ীর লেখা। গ্রন্থকার অব্যবসায়ী বটে, কিন্তু পুস্তকখানি অব্যবসায়ীর লেখা বলিয়া বোধ হয় না, বরং অনেক ব্যবসায়ীর লিখিত পুস্তক অপেক্ষা সুন্দর সুশৃঙ্খল ও ফলোপধায়ক হইয়াছে। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, বাঙ্গালী পাঠকগণ অতঃপর নামের বা উপাধীর মহিমায় মোহিত না হইয়া বিষয় বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন।

মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিষয়ে "উদ্ভিদ বিচার" ও "রসায়ন শিক্ষার অঙ্ক নিয়ম শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা "কৃষি শিক্ষার" জীবন্ত উপদেশ দেওয়া যে গবর্ণমেণ্ট কেন আবশ্যক মনে করেন না আমি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠশালায় যে সকল ছাত্র পাঠ করে, তাহার শতকরা ৯০ জন কৃষক সন্তান। ঐ ছাত্রগণ লোয়ার প্রাইমারি পরীক্ষা দেয় ঐ পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় কেন? ঐ পাঠ্য "কৃষিপ্রবেশ" "কৃষি বিজ্ঞান" "কৃষিসূত্র" "কৃষিপাঠ" হয় না কেন? এক দিকে গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচন অন্য দিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বই—সুতরাং সকল দিকে ঘোর ভুক্তীভাব। আজ কাল বড় বড় এম এ, বি এ, ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইতেছেন, এ সকল তাঁহাদের চক্ষে পতিত না হওয়া বড় ক্ষোভের

বিষয়।। পুস্তকখানার আর একটী বিশেষ গুণ উল্লেখ না করা অন্যায় বোধ হয়। এই পুস্তকখানির লেখার এমনি উত্তম প্রণালী যে, যিনি উহার উপদেশ সকল পাঠ করিবেন, তিনিই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

বাগাছ টী } বশম্বদ
২ রা কার্ত্তিক} শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন রায়।
সাং উলাছাবা ম গুলাই।

ভ্রমণকারির পত্র

জেলা পাবনা স্থল।

আমাদিগের চির প্রথা মত শারদীয় উৎসবান্ত বিজয়ার পোষ্যলিঙ্গন নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ সোমপ্রকাশের অধ্যক্ষ লেখক কার্য্যনির্ব্বাহক গ্রাহক পাঠক প্রভৃতি মহোদয়বর্গ সকলে গ্রহণ করুন।

আমরা সিরাজগঞ্জ হইতে প্রায় ২০ মাইল অন্তর স্থল নামক স্থানে ভ্রমণ ও শারদীয় পূজা দর্শন প্রত্যাশায় পূজার পূর্ব্ব পঞ্চমীর দিবস আসিয়াছি। পাবনা জেলা যে রূপে পরিপূর্ণ পূর্ব্ব পত্রে পাঠক মহোদয়দিগকে অবগত করিয়াছি, স্থলপথে কোথাও যাইবার উপায় নাই; আমাদের নৌকাযোগেই আসিতে হইয়াছে। স্থল পাবনা জেলার মধ্যে একটী গণনীয় পুরাতন গ্রাম। এখানে রাঢ়ীয় শ্রেণীর একঘর ব্রাহ্মণ জমীদারের বাস। রাজসাহী বিভাগে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের বাস আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহাঁরা কলিকাতার দক্ষিণ সরস্বনা গ্রাম হইতে জমীদারী উপলক্ষে এখানে আসিয়া ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ব্ব হইতে বাস করিতেছেন। এক্ষণে ইহাঁরা বহু গোষ্ঠীতে পরিণত হইয়াছেন এবং ইহাদের দৌহিত্র ও দৌহিত্রের দৌহিত্র ইত্যাদিতে প্রায় দুই শত ঘর ব্রাহ্মণের আবাস হইয়া পড়িয়াছে। এই জমীদার পরিবারের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী শিক্ষিত, কিন্তু ইহাদের হিন্দুয়ানি নষ্ট হয় নাই। কেবল কলিকাতা ফেরত দুই একজন যুবক ইংরাজী শিখিয়া কিছু চাল বিগড়াইয়া বসিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই ভদ্র স্বভাব। এই বংশের অন্ত তর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শরাণচন্দ্র পাকড়াসী মহাশয় সিরাজগঞ্জের স্বায়ত্তশাসনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। উপযুক্ত পাত্রে কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে, আমরা শরাণবাবুর সদালাপ সদ্ব্যবহার ও সরলতা দেখিয়া সুখী হইয়াছি।

এখানে অনেকগুলি দুর্গা প্রতিমার পূজা হয়। তন্মধ্যে স্থানীয় জমীদার মহাশয়দিগের বাটীতে জগদম্বাকে নূতন রূপে নিরীক্ষণ করিলাম, আমরা বাল্যাবধি দশভুজা মূর্ত্তি হেমবর্ণ বা রক্তিমবর্ণেই দর্শন করিয়া আসিতেছি। এখানে তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণা দেখিলাম। যেরূপ কলিকাতা অঞ্চলে প্রতিমা গঠিত হয় সমুদায়ই তদনুরূপ, কেবল দশভুজার কাল রং। এতদ্ভিন্ন আর সকলই হেমবর্ণ। আর এক কথা এই, কি কৃষ্ণবর্ণা কি হরিদ্রাবর্ণা কোন বর্ণের প্রতিমার চাল আমাদের কলিকাতা অঞ্চলের ন্যায় চিত্রিত হয় না। কৃষ্ণবর্ণা প্রতিমার চালের মধ্যস্থলে মৃণ্ময় শিব গঠিত হয়, অপর প্রতিমার ঐ স্থলে কেবল শঙ্কর মূর্ত্তি চিত্রিত হয়। তদ্ভিন্ন সমুদায় চাল রাং দ্বারা মণ্ডিত করা হয়। অনেক প্রতিমায় অদ্যাপি মাটীর অলঙ্কার ব্যবহৃত হইতেছে।

এই ত গেল প্রতিমা গঠনের প্রণালী। তার পর পূজার পদ্ধতিরও কিছু কিছু রূপান্তর দেখা গেল। আমাদের দেশে একটী ঘট হইলেই পূজা নির্ব্বাহ হয় এখানে সারি সারি তিন ঘট স্থাপন করা হয়, ঘটের উপর শুষ্ক নারিকেল দেওয়া হয়। (বোধ হয় নারিকেলের অভাব বশতঃ) আমাদের ঘটের গলদেশে উত্তরীয় বস্ত্র অর্পিত হয়, এখানে তিনটী ঘটের মুখের নারিকেল আবরণ করিয়া উত্তরীয় বস্ত্র দেওয়া হয়। পূজক উত্তরীয় গ্রহণ না করিয়া কেবল পবিত্রের গন্থ মাত্র পরিধান করিয়া পূজা করেন। আরতীর পূর্ব্বে প্রথমে দুইটী ধুমচী পুরোহিত দুই হস্তে লইয়া আরতীর ন্যায় ধূনার ধূম বিস্তার করিয়া পরে পঞ্চ প্রদীপ ইত্যাদি দ্বারা আরতী করেন। সপ্তমী অষ্টমী দুই দিবস পূজার অন্তে হোম হয় না। কেবল মহানবমীর পূজার পর হোম হয়। জমীদারদিগের বাটীতে দিবাভাগে খিচুড়ী ও লুচি ভোগ হয়, যামিনী যোগে প্রথা মত অন্ন ব্যঞ্জন ভোগ হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে প্রতিমার ঘট বিসর্জ্জন করিয়া ঘটপূর্ণ শান্তিজল আনয়ন পূর্ব্বক সন্ধ্যা সময়ে ঘট স্থিত শান্তি বারি অর্পণ ও দুর্গানাম লিখন, সিদ্ধি ও মিষ্টান্ন ভক্ষণ ও বিসর্জ্জনের সময় দৈধ দধির ভোগ দেওয়া হয়। এখানে প্রথমতঃ বিসর্জ্জনের সময় পর্য্যুসিত অন্ন ও দধি ভোগ দেওয়া হয়। পরে সকলে স্নান করিয়া আসিয়া নূতন লেখনী দ্বারা দুর্গা নাম লিখিয়া প্রতিমার পদতলে অর্পণ করেন, আর প্রতিমার সম্মুখস্থিত ঘট হইতে বারি লইয়া তখনই শান্তির জল প্রদান করা হয়। অপ রাহ্ণে বিসর্জ্জন হয়। যে স্থলে বিসর্জ্জন করিতে যাওয়া হয়, বিসর্জ্জন অন্তেই সেখান হইতে পথে পথে মিষ্টান্ন ভক্ষণ ও আলিঙ্গন করা হয়। বাটীতে আসিয়া আবার কোলাকুলী হয়, কিন্তু সিদ্ধি ভক্ষণ কি মিষ্টান্ন ভক্ষণ বাটীতে হয় না। বিজয়ার পর দিন প্রাতে পুনরায় দুর্গা নাম লেখা হইয়া থাকে।

আর একটী কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। মহানবমীর দিবসে প্রায়ই সকল বাটীতে মহিষ বলিদান হইয়া থাকে। আমাদের দেশে বলিদানের পর কাদামাটি হয় এখানে তাহা হয় না। কিন্তু বলিদানের পর কোলাকুলির নিয়ম।

আমাদের দেশে যেরূপ বাটীতে বিবিধ প্রকার ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া নবমী দিবসে ভোগ দেওয়া হয় এস্থানে সে রীতি নাই। বাটীর স্ত্রীলোকেরা যেরূপ লাড়ু করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন চূর্ণ মণ্ডা এবং অল্প পরিমাণে রসগোল্লা প্রস্তুত হয় কিন্তু একটী কার্য্যে এ দেশের স্ত্রীলোকের প্রশংসার বিষয় এই যে উহারা শুষ্ক নারিকেলের নানাপ্রকার কারুকার্য্য করিয়া থাকেন এবং চিড়ি চিত্রার মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাতলা পাত প্রস্তুত করিতে পারেন। এ দেশে নারিকেলের অভাব। এজন্য উহা বড় আদরের দ্রব্য। উহা হইতে উপহার উপযোগী দ্রব্যাদি উৎপন্ন করা হয়। বাটীর চাকর বার্ষিক স্বরূপ নারিকেল হইয়া থাকে। নারিকেলের মূল্যও বিলক্ষণ ৬৩। ৬৪ টাকায় হাজার বিক্রয় হইতে দেখা যায়।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটী বাটীই প্রায় যাত্রা হইয়া থাকে। এজন্য কলিকাতা যশোহর প্রভৃতি স্থল হইতে যাত্রার দল সিরাজগঞ্জ উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে বড় লোকেরা বায়না করিয়া আনে। যে সকল দল কলিকাতায় প্রতি রাত্র ১৬। ২০ কি ২৫ টাকা পাইলে যথেষ্ট মনে করে তাহারা এখানে সাইট হইতে এক শত টাকা পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে।

এক্ষণে এ সকল স্থানের জল খুব কমিয়া যাইতেছে। বৈষয়িক ধান্যের অবস্থা সন্তোষকর। স্বাস্থ্য কিছু মন্দ হইতেছে, যত জল কমিবে ততই স্বাস্থ্যের অবস্থা শোচনীয় হইবে।

আমাদের দেশে কোজাগরি পূর্ণিমায় যিনি দুর্গোৎসব করেন, তিনি প্রায় প্রতিমা করিয়া লক্ষ্মী পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু এখানে কাহারও বাটীতে লক্ষ্মী প্রতিমা দৃষ্ট হইতেছে না। তবে পূজা ও সঙ্গীত ইত্যাদি হইয়া থাকে।

—◆◆—

রোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র ইহার লেপনেই রোগোন্মুক্ত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারায় শিশু সন্তান ও পৈত্রক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহা রোগের সর্ব্বাবস্থায় আশু ফলপ্রদ; এমন কি পারাঘটিত ঔষধ সেবনজনিত দুষিত রক্ত ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্ষত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের এরূপ পারা বর্জ্জিত অব্যর্থ মহৌষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রদত্ত প্রসংশাপত্র এবং ঔষধ সেবনের নিয়মাদি ঔষধের শিশির সহিত থাকিবে, আমাকেই লিখিলেই উক্ত প্রসংশাপত্রাদি বিনাব্যয়ে পাইবেন। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২॥৵ প্যাকিং ।০

শ্রীকালী দাস সরকার

গবর্ণমেণ্ট পেনসনর—লক্ষৌ।

—✱✱—

৺সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রণীত।

জগদ্বিখ্যাত সর্ব্বপ্রধান সংস্কৃত মহাকোষ।

শব্দকল্পদ্রুম।

সর্ব্বসাধারণ শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারার্থ উৎকৃষ্ট দেবনাগর অক্ষরে উৎকৃষ্ট কাগজে, সংশোধিত ও ব্যুৎপত্ত্যাদি সহিত পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংখ্যা ক্রমে মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রতি সংখ্যায় রয়াল ৪ পেজী ৮ ফরমা আছে। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রচারিত সংস্করণের ২৪ ফরমায় যত কথা আছে, ইহাতে তাহা অপেক্ষা ও অধিক কথা আছে। নিয়মিত গ্রাহকগণের পক্ষে প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

শব্দকল্পদ্রুম গ্রহণার্থী মহাশয়গণ নিম্ন স্বাক্ষরকার নিকট পত্র লিখিলেই শব্দকল্পদ্রুমের নিয়মাবলীর সহিত যত সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে পাঠান যাইবে। (৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে)

৭১নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু। সি.ই। শ্রীহরিচরণ বসু।

শব্দকল্পদ্রুমের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক।

—✱✱—

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীমতী জাহ্নবীচৌধুরাণী—ময়মনসিংহ ৩০
শ্রীযুক্ত বাবু পীতাম্বর মাইতি—মাটিয়াল ২১
" " রমেশচন্দ্র সামন্ত জমীদার—চণ্ডিভেটি ১৫
" উত্তরপাড়া পবলিক লাইব্রেরি—উত্তরপাড়া ১০
" " এচ এচ মহারাজা—দিনাজপুর ১০
" রাজা জ্যোতীপ্রসাদ গর্গ—মহিষাদল ১০
" " উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—[illegible] ৭
" " বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—[illegible] ৭
" " গোপালকিশোর ধর [illegible]—বগুড়া ৭
[illegible]চন্দ্র দত্ত—[illegible] ৭
গোবিন্দমাধব রায়—[illegible]পুর ৭
উমেশচন্দ্র সেন—কলিকাতা ৫।০
প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—শাসন ৫।০
পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—কল্যাণপুর ৫।০
প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বহরমপুর ৫।
মহেন্দ্রনাথ বসু—মানিকতলা ৫
গোবিন্দচন্দ্র তরফদার—দেবরূপগড় ৫
কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—পটলডাঙ্গা ৩।০
বেণীমাধব বসু—বারাসাত ৩।০
সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—ভবানীপুর ৩।০
দ্বারকানাথ দত্ত—ভবানীপুর ৩।০
অভয়াচরণ গুই—বারাণসী ৩।০
চারুচন্দ্র ঘোষ—কাশীপুর ৩।০
রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বারাসত ৩
বি, এম, কর—মৃজাপুর ৩
" নগেন্দ্রনাথ মল্লিক—কলিকাতা ২।০
" কালীপ্রসন্ন সরকার—মাকড়দহ ২
" গদাধর চক্রবর্ত্তী—নলবেড়িয়া ২
" রাজকুমার মিত্র—বাদারঘাট

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য

মূল্যের নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাকমাসুল সমেত ৬৷০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ২৫২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট কিম্বা রেজেষ্টারি চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার প্রপরাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র ২৫২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৫০ ভাগ

“ সুবর্ণনাং প্রতিসম্বিদায় যার্থিঃ: সম্বলী অনিলমলী ন গীয়তে । ”

৫১ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০

১২৯০ সাল। ২৩এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৮৩। ৮ই নবেম্বর।

৭ রিপনাব্দ। ২৩ এ কার্ত্তিক।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মহোদয়দিগের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া সোমপ্রকাশের মূল্যাদি এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশ ডিপজিটারীতে না গিয়া অথবা মূল্যাদি না দিয়া ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে অনুগ্রহ করিয়া আসিলে সমস্তবিষয়ের স্থির হইবে। সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে যাইবার প্রয়োজন নাই।

মফস্বল ও কলিকাতার গ্রাহক এবং পাঠক মহোদয়দিগের সুবিধার জন্য আমরা শারদীয়া পূজার অবকাশে সোমপ্রকাশ যন্ত্র ও কার্য্যালয় আদি কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২২২ নং শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ দেব উকীল মহাশয়ের ভবনে স্থাপন করিয়াছি। গ্রাহক মহোদয়গণ পত্রাদি ও সোমপ্রকাশের মূল্যাদি উক্ত ঠিকানায় নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইবেন। সোমপ্রকাশ এক্ষণ হইতে নিয়মিতরূপে সত্বর যাহাতে গ্রাহকগণের হস্তগত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মফস্বল ও কলিকাতার যেসকল গ্রাহক উপযুক্ত সময়ে সোমপ্রকাশ না পাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই নূতন ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা তাহার সংশোধন করিব। চাঙ্গড়িপোতা সোনারপুর পোষ্ট আফিসের ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবার আবশ্যক নাই।

আমরা কলিকাতায় আসিয়া নানা প্রকার জবওয়ার্ক ও পুস্তকাদি মুদ্রন কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। যাঁহারা সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে চেক দাখিলা, চিঠি, লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি যাবতীয় বিষয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা উপরি উক্ত ঠিকানায় আমার নিকট অর্ডার পাঠাইলে নূতন অক্ষরে সত্বর প্রাপ্ত হইবেন। আমরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা নানা প্রকার নূতন অক্ষর বর্ডার ও নকসা আনয়ন করিয়াছি। সুলভ মূল্যে ও সুন্দররূপে যে কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে কোনরূপ প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা নাই। এই যন্ত্রালয় বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত এবং নানাবিধ কার্য্য যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা গ্রাহক মহোদয়ের মধ্যে অনেকে অবগত আছেন। অতএব সর্ব্বসাধারনকে অবগত করা যাইতেছে তাঁহারা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাদিগকে মুদ্রন কার্য্যাদি অর্পন করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র টাকা কড়ি, মণিঅর্ডার আদি গ্রাহক মহোদয়গণ এক্ষণ হইতে ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মণিঅর্ডার যোগে গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাহারও নামে পাঠাইবেন না অথবা কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যেন দৃষ্টি থাকে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষস্য ;

ভারত-শিল্প-সমিতি।

আমাদের কারখানায় সকল প্রকার সীল মোহর, চাপরাস, মনগ্রাম, নামের কার্ড, উড এনগ্রেভিং, অঙ্গুরী ও ঘড়ীর উপর নাম খোদাই ও সকল প্রকার রবারষ্টাম্প অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সকল রকম ছাপার কার্য্যও অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, যাঁহার যেমন কার্য্য হউক না কেন আমাদের দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে। (১০ আনার) ষ্টাম্প পাঠাইলে নিয়মাবলী সহ প্রশংসা পত্রযুক্ত তালিকা পাঠান যায়।

পুস্তক বিভাগ।

এখানে সকল প্রকার ছাপান পুস্তক ও অটিক নভেল বাঙ্গালা ইংরাজী জীবনচরিত, জগৎবৃত্তান্ত ম্যাপ, এটলাস যাঁহার যাহা দরকার সমুদয় পাইবেন। ১০) অর্দ্ধ আনার ষ্টাম্প পাঠাইলে ক্যাটেলাগ পাঠান যায়।

জে, কে, শর্ম্মা এণ্ড কোং।

৯৭ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দি—জেন্নুইন হোমিওপ্যাথিক ফারমেসি

নং ১৫৫।২ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমস্ত।

অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয়।

উক্ত ঔষধালয়ের জয়ন্তীর্থ উপলক্ষে অক্টোবর নবেম্বর ও ডিসেম্বর এই ৩ মাসের জন্য আমরা সমস্ত ঔষধ অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় করিতেছি।

ঔষধ সমস্ত নূতন ও অকৃত্রিম।

৩ জন বহুদর্শী ও উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ইহার তত্ত্বাবধায়ক।

আমাদের ঔষধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ কি ইউরোপ, কি আমেরিকা কি ভারতবর্ষ, আর কোথাও পাইবেন না।

যেসকল গ্রাহক এই সময়ের মধ্যে অন্ততঃ ৫ টাকার ঔষধ লইয়া নিয়মিত গ্রাহক হইবেন তাঁহাদের ১ম ১০০০ এক সহস্র গ্রাহককে আমরা চিরদিন অর্দ্ধ মূল্যে ঔষধ যোগাইব।

চিকিৎসকেরা এই সময় ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া লউন। এরূপ সুবিধা আর কখন পাইবেন কি না সন্দেহ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি অর্থাৎ পকেটকেস, থারমমিটার প্রভৃতি আমাদের নিকট অতি সুলভ মূল্যে পাইবেন।

আমরা ফ্রান্স হইতে স্যানটুত্ত সিড্‌লিজ নামক একটী আশ্চর্য্য ঔষধ আনাইয়াছি। ইহা দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধতা, বায়ুদোষ, অম্লদোষ যকৃৎদোষ পেটের সকল রকম পীড়া ও বাতরোগ প্রভৃতি অতি শীঘ্র সারিয়া যায়। ইহা প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে রাখা উচিত। বালক, স্ত্রীলোক, প্রভৃতি সকলের পক্ষে উপযোগী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা টীকাকারে অর্দ্ধ পাউণ্ড শিশির মূল্য ২।। দুই পয়সার টিকিট পাঠাইলে আমরা ইহার ব্যবহার গুণ ও উপকারিতাদি সম্বন্ধে ৩২ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক বিনামূল্যে পাঠাইয়া দিব।

নং ১৫৫।২ বহুবাজার, কাটুর্জি, বেনার্জি ও মুখার্জি ষ্ট্রীট—কলিকাতা হোঃ ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা

বৈদ্য জীবন।

প্রাচীন সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ। নামেই ইহার গুণের পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই প্রায় অর্থ বোধিনী। কি গৃহস্থ, কি চিকিৎসক, সকলেরই ইহা জীবন স্বরূপ, এবং কাব্যামোদীদিগের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী। আমরা এই গ্রন্থ মূল, টীকা ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ সহিত প্রতি মাসে ৪০ পৃষ্ঠা করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছি। ছয় মাসে সমাপ্ত হইবে। পূজার পূর্ব্বে ১ টাকায় সমগ্র পুস্তক দেওয়া হইয়াছে। এখন ২ টাকা। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ভাঙ্গাবোতা, ভায়া শ্রীরামপুর হুগলী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

জে, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

এখানে ক্রমান্বয়ে কয়েকখানি জাহাজে লণ্ডন আমেরিকা ও জর্ম্মণি হইতে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পুস্তক, কর্ক শিশি যন্ত্রাদি আনীত হইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এলেন এনসাইক্লোপিডিয়া মূল্য ১৮০ হানিমান মেঃ পিউরা মূল্য ২৪ প্রভৃতি বড় বড় পুস্তক পাওয়া যায়। বিলাতী ২০০ ১০ মাদারটিং ।৶০ নিম্নক্রম ।০ এবং ২ ড্রাম ।৶০ হিসাবে বিক্রয় হয়। ২২ শিশির ওলাউঠার বাক্স সহ পুস্তক ৪॥ ঐ ক্যাম্ফরসহ ৫ ও সাধারণ চিকিৎসার পুস্তক সহ ২৪ শিশির ৮॥, ৩০ শিশির ১০ ৪০ শিশির ১৪, ৪৪ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ১৬ ৭২ শিশির বাহ্যিক ঔষধ সমেত ২২।২০০ শিশির উৎকৃষ্ট বাক্স পুস্তক ও থার্ম্মমিটার সহ ৮০্ থার্ম্মমিটার ৪।০ ৫ (ক্যাটেলগ বিতরণীয়।) সমস্ত বাক্সের সহিত পুস্তক ও ফোটা দালিবার যন্ত্র পাওয়া যায়। ঠিকানা ১১৭ নং বহুবাজারষ্ট্রীট কলিকাতা।

জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য—ম্যানেজার।

—●●—

সকলেরই ব্যবহার্য্য

কেশ বিনাশক চূর্ণ।

শরীরের যে কোন স্থানের লোম উঠাইবার ইচ্ছা করিবেন, এই চূর্ণ একবার মাত্র লাগাইলে তিন মিনিটের মধ্যে উত্তমরূপে লোম বিনাশ হইবে।

মূল্য—প্রতি কৌটা ।০, প্যাকিং ৶০ আনা
ডজন ৫ " ।০ "

এই চূর্ণ ঘোস কিম্বা কোন প্রকার ক্ষত স্থানে লাগান নিষেধ।

বি, এম, কার,

২৯ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—●●—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

এম, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেটকেস, থারমমিটার ৩০ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ২২ শিশি কর্ক চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী বারটীর বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাকমাশুল সহ ১১০ এক টাকা আধ আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১৩ ডোজের মূল্য ।০এবং মধুমূত্র পীড়ার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্র সহ মূল্য ১৷০ দেড় টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার বার্ণহিলের প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১ আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডার মূল্যর সহিত ভ্যালুপেয়েবল পার্শেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—●●—

প্রেরিতপত্র।

ভাগ্যবিধি।

(১)

প্রভাতিল বিভাবরী ভাসিল ধরণী।
জাগিল জগৎবাসী, উষা সমাগমে
দিবাকরে হেরে হাসে সবে পদ্মিনী।
হাসিল প্রকৃতি সতী স্বভাব নিয়মে।
ধরাবাসী সর্ব্বজীব আনন্দ অপার।
কেবল কাঁদিছে দেখি অভাগা অন্তর।

(২)

নয়ন আনন্দ-কর ফুল্ল ফুল হেরে,
অভাগার নাহি হয় মানস মোহন।
মুক্তাফল কত শোভে দুর্ব্বাদল শিরে।
নিশার শিশিরে তাহা হয়েছে শোভন।
কিন্তু আজীবন কাঁদে অভাগা হৃদয়।

(৩)

পরিপূর্ণা ভাগিরথী জোয়ার উচ্ছাসে
সৈকত প্লাবিত করি, সাগর আশায়
ধাইতেছে তীর বেগে, মনের হরষে।
এ হেন তদৃশ্য দেখি নাহি প্রীতি হয়।
অথবা প্রভাত গীত ললিত সুস্বর।
শুনিয়াও সুখী নয় অভাগা অন্তর।

(৪)

স্তিমিত যখন সূর্য্য পশ্চিম গগনে।
লোহিত বসন পরি অস্তাচলে যায়।
সেরূপ মাধুরীরূপ হেরিলে নয়নে
আনন্দে উৎফুল্ল কাহার না হৃদয়?
তাহাতেও তুষ্ট নয় অভাগার মন।
কি কারণে সুখহীন বুঝি না কারণ।

(৫)

অথবা পূর্ণিমা নিশা, পূর্ণশশধর
প্রদানে কিরণ সুধা, আকাশেতে বসি,
হাস্যমুখে, নিরাপদে সরল অন্তরে,
পাইয়া চাঁদের আলো, হাসে ধরাবাসী।
এ হেন সুখের চাঁদ হেরিলে নয়নে।
সুখহীনে শোকশেল হৃদয়েতে হানে।

(৬)

এক বিধি সৃজিয়াছে 'তোমায়' 'আমায়।'
একজন রচয়িতা এ বিশ্ব সংসার।
তবে কেন এ অন্তর করে হায়। হায়।।
কারণ জানিনা তাই ভাবি নিরন্তর।
তুমি আমি একরূপ একই শরীর।
তবে কেন আজীবন হয়েছি অস্থির।

(ক্রমশঃ)

বশম্বদ
শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।
৬১ নং চড়কতলা, ভবানীপুর।

—◆◆—

ঘাটাল লোকাল বোর্ড।

মহাশয়। ঘাটাল মহকুমা তিন থানায় বিভক্ত। এই তিন থানার উক্তিপূর্ব্ব প্রজাগণ কর্তৃক ১২ জন মেম্বর নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট হইতে ৬ জনের নিযুক্ত হইবার আদেশ ছিল, তজ্জন্য ঘাটালের সর্ব্বাধ্যক্ষ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ৬ জনের আবশ্যক স্থলে নকুমাত্র অপর ১২ জনের নাম জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তথা হইতে ৫ জন মেম্বরের নাম প্রকাশ হইয়াছে। অবশিষ্ট একজনের নাম অদ্যাপি প্রকাশ হয় নাই। উক্ত ১৮ জন মেম্বরের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইসচেয়ারম্যান। ঘাটাল মহকুমা হইতে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্যের মেম্বর জন্য ২ জন নির্ব্বাচিত হইবে, এ কারণ গত ১৯ সে আশ্বিন ঘাটাল সবডিভিজন আফিস বাটীতে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে ১৭ জন মেম্বর উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন জন্য সভ্যগণ স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে বিচক্ষণ ঘাটাল মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ডাক্তার বাবু প্রবোধনাথ বসু বলিলেন যে অদ্য চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। যে হেতু ১৮ জন মেম্বরের মধ্যে একজনের নাম অদ্যাপি প্রকাশ হয় নাই, ইহাতে চন্দ্রকোণার মিউনিসিপালিটীর চেয়ার ম্যান বাবু চন্দ্রশেখর দাস ও উকীল বাবু যোগেন্দ্র নাথ সেন অনুমোদন করায় উক্ত নির্ব্বাচন কার্য্য স্থগিত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। কিন্তু জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের বিলম্ব দেখিয়া বোধ করি বিশেষ কার্য্য ক্ষতি বিবেচনা করিয়া পুনরায় উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার আদেশ প্রদান করেন। বিগত ২রা কার্ত্তিক ঘাটাল সবডিভিজন আফিস বাটীতে ২য় অধিবেশন হয়। প্রথমতঃ ঘাটাল মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান কার্য্যদক্ষ ডাক্তার বাবু প্রবোধনাথ বসু বলিলেন আমি চেয়ারম্যান পদ প্রার্থনা করি না। ইহা অন্যে যিনি ইচ্ছা করেন করুন। যেহেতু ডিসপেনসেরি ও ঘাটাল মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান পদের ভার আমার প্রতি অর্পিত আছে ইহাতেই আমার সকল সময় অতিবাহিত হয়। জাড়া নিবাসী জমীদার বাবু উমেশচন্দ্র রায় অস্থায়ী চেয়ারম্যানের ও চাঁদপুর নিবাসী ঘাটাল মুনসেফ আদালতের অন্যতর উকীল বাবু যোগীন্দ্রনাথ সেন স্থায়ী ভাইসচেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। শুনিতে পাই ঘাটালের মুনসেফ বাবু উক্ত ৬ষ্ঠ মেম্বরের পদ পূরণ করিবেন এবং তিনি মেম্বর পদে নিযুক্ত হইলে মেম্বরগণ তাঁহাকেই স্থায়ী চেয়ারম্যানের পদে অভিষিক্ত করিবেন। যতদিন মুনসেফ বাবু উক্ত পদ অলঙ্কৃত না করেন, ততদিনের জন্য উমেশ বাবু চেয়ারম্যানের কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়। উমেশ বাবু আমাদিগের দেশের এক জন প্রধান জমীদার। খ্যাতিসম্পন্ন এবং শ্রেষ্ঠ বংশজাত। ইহঁার স্বভাব অমায়িক, সরল দয়ালু ও রাগ দ্বেষাদি শূন্য। ইনি প্রজা পালন করিয়াই জীবনের শেষাবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। ঘাটাল মহকুমার অধিকাংশ পল্লী ইঁহাদের জমীদারীর অন্তর্গত। সুতরাং তিনি অনেক গ্রাম ও গ্রামবাসীর অবস্থা ভালরূপ অবগত আছেন। কোথায় পথ ঘাট হওয়া উচিত, কোথায় বিদ্যালয়ের অভাব আছে, কোথায় আবকারী ও খোঁড় হওয়া উচিৎ, ডাক্তারখানা কোন পল্লীবাসিগণের একান্ত প্রার্থনীয়, কোথায় নূতন সড়ক আবশ্যক হইতেছে ইত্যাদি আত্মশাসন প্রণালীর, মেম্বরগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় তিনি যতদূর জানিতে পারিবেন অন্য ততদূর জানিবেন কি না সন্দেহ। সংক্ষেপে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যেসমস্ত গুণ থাকিলে লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়া উচিত, উমেশ বাবুর তাহার অনেক আছে। অনেকে বলিতে পারেন, তিনি ইংরাজী ভালরূপ জানেন না। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে বা কোন ইংরাজি পত্রের উত্তর লিখিতে তাঁহাকে অন্যের সাহায্য লইতে হইবে। ইহা একটি প্রকৃত আপত্তি তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু জিজ্ঞাসা এই জগতের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি অন্যদীয় সাহায্য না লইয়া নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে পারেন। রাজপুরুষ মাত্রেই অন্যের সাহায্যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। অন্যে কি বলিতেছে জানিবার জন্য ইন্টারপ্রেটারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে

হয়। সমস্ত জানিয়া শুনিয়া মেম্বরগণ কেন যে উমেশ বাবুকে ত্যাগ করিয়া মুনসেফ বাবুর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন তাহা বুঝা গেল না। মুনসেফ বাবু অন্য দেশবাসী। মহকুমায় বসিয়া বিচার করেন। ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট কেবল যে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রাম পরিদর্শন করিতে হয়। তিনি দেশের কি জানিবেন? পল্লীবাসীর অভাব কতদূর উপলব্ধি করিতে পারিবেন? তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র স্বীকার করি, কিন্তু তাঁহার সময় কোথায়। তিনি বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যা কাল পর্য্যন্ত কাছারীতে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন, সর্ব্বদা স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মেই ব্যস্ত এক দণ্ড তাঁহাকে নিশ্চিন্ত দেখিতে পাই না। তাঁহার কার্য্যবাহুল্য প্রযুক্ত মধ্যে মধ্যে এডিসনাল মুনসেফ আসিয়া থাকেন। মহাত্মা রীপণ সাধারণ প্রজাগণকে ক্রমশঃ কার্য্যক্ষম করিয়া স্ব স্ব দেশের উন্নতি সাধনে বিনিয়োগ দ্বারা রাজপুরুষদিগের গুরুভারের লঘুতা সম্পাদন করিবার ইচ্ছায় আত্মশাসন প্রণালী প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। মেম্বরগণ দেখিবেন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী বিদেশীয় মুনসেফকে ঘাটাল লোক্যাল বোর্ডের প্রধান পদে আরূঢ় করিলে উক্ত মহাত্মার ইচ্ছানুরূপ "আত্মশাসন" ঘটিবে না। ঈশ্বরেচ্ছায় ভারতেশ্বরী প্রতিনিধিগণের হস্তে আমাদিগকে যে স্বাধীনতা রত্ন প্রেরণ করিয়াছেন সভ্যগণ কেন তাহার অপব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন? উমেশ বাবুর অপেক্ষা যে চেয়ারম্যান পদের উপযুক্ত ব্যক্তি কেহ নাই তাহা বলি না। মেম্বরগণ না হয় আপনাদিগের মধ্য হইতে যাহাকে তদপেক্ষা উপযুক্ত বোধ করেন তাঁহার হস্তে কর্ত্তৃত্ব ভার প্রদান করিয়া সরল মনে দেশের মঙ্গল ও গৌরব বর্দ্ধন করুন। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের আরও ২ জন মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। জাড়া নিবাসী জমিদার উমেশ বাবুর ভ্রাতা যোগীন্দ্রচন্দ্র রায় ও বাসুদেবপুর নিবাসী বাবু রামচরণ চক্রবর্ত্তী। ইঁহারা উভয়ে আমাদের জেলা মেদিনীপুর জজ আদালতে ওকালতী করেন।

সন ১২৯৭ সাল শ্রীঃ—
১০ই কার্ত্তিক ঘাটাল

—০০—

অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড।

কি আশ্চর্য্য, ইংরাজ সুশাসনে দেশ শাসিত তথাপি আজিও আমাদিগকে এরূপ ভীষণ হত্যাকাণ্ডের বিষয় দেখিতে ও শুনিতে হইতেছে। পুলিসের অসাবধানতা বশতই আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে এরূপ হত্যার বিষয় শুনিতে হয়। এই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর হত্যার বিষয় লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

কয়েক দিবস বিগত হইল গোঘাট থানার এলাকায় পুখুর নামক গ্রামের নিকট দামোদর নদের ঘাটে দস্যুগণ একব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হত্যাকারীরা তাহাকে গোপনীয় স্থানে নিক্ষেপ না করিয়া প্রকাশ্যভাবে নদীর ঘাটের উপর একটি অশ্বত্থ বৃক্ষে গলে রজ্জু বান্ধিয়া ঝুলাইয়া দিয়া মৃত ব্যক্তির উদরটী ছিন্ন করিয়া হতভাগার হস্ত ও পদতলে বন্ধন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। গোঘাটের পুলিষ সব্ ইনস্পেক্টার মহাশয় সংবাদ পাইয়া লাশ পাশ বাগ রাখিয়া তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদন্তের রিপোর্ট অবগত না থাকবার জন্য তৎসম্বন্ধীয় কোন কথা আপাতত লিখিতে পারিলাম না। ফলত ঐ ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সব্ ইঃ বাবু করিয়াছেন। বড় পরিতাপের বিষয় এই যে হতব্যক্তির নাম কি ও বাড়ী কোথায় পুলিষ এপর্যন্ত তাহা অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই ইহা কেবল পুলিষের ঔদাস্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি পুলিষ আত্মহত্যা বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন ও হত্যাকারিগণের কোন অনুসন্ধান না করেন তাহা হইলে এরূপ হত্যাকাণ্ড সর্ব্বদাই ঘটিবে। আমার সামান্য বুদ্ধিতে অনুমান হয় পুলিষের অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। যদি ঐ হতভাগার উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ হইত তাহা হইলে হস্ত ও পদতলে বন্ধন থাকিত না। অদ্য অবগত হইলাম যে কোতলপুর থানার অন্তর্গত মির্জ্জাপুর নিবাসী ভারতচন্দ্র দুই নামক জনৈক ভার্নালি করিত্রা খরিদ কারণ টাকা সঙ্গে লইয়া ১২।১৪ দিবস হইল বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পুত্রগণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে তাহাদের পিতাকে দস্যুতে হত্যা করিয়াছে। হতব্যক্তির চেহারার সহিত উক্ত ভারতচন্দ্রের চেহারার বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে ঠিক না করিয়া জানিলেন। আমার বোধ হয় পুখুরের নিকটবর্ত্তী দস্যুগণ অর্থ লোভে তাহারা তাহাকে নদীর গর্ভে হত্যা করিয়া বৃক্ষে ঝুলাইয়া দিয়া ছিল। আশা করি গোঘাটের সব্ ইঃ বাবু ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন এবং পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ দস্যুগণকে অনুসন্ধান দ্বারা ধৃত করিতে বিশেষরূপ চেষ্টা করিবেন।

১৩ই কার্ত্তিক ১২৯৭ সাল।

বশম্বদ
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ভূতপূর্ব্ব জনৈক শিক্ষক।
বদনগঞ্জ হুগলি।

—০০—

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পুঁটিশুড়ি থানে একটি গ্রাম আছে, ঐ গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তি নিরক্ষর, সুতরাং কৃষি কর্ম্ম দ্বারা কোন মতে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। উক্ত গ্রামে প্রায় ২৫ আড়াই শত ভদ্র লোকের বসতি। কিন্তু উক্ত গ্রামে এতাবৎকাল পর্যন্ত আদৌ বিদ্যাচর্চ্চার কোন সুবিধা ছিল না। সাধারণে কেবল মাত্র আহার নিদ্রা ও পরিজনের দ্বারা দিন অতিপাত করেন। মূর্খতা তাহাদের অযত্ন সম্ভূত ভূষণ। সেই নিমিত্ত তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদিরাও জ্ঞানাভাবে অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া নানা প্রকার কুক্রিয়াসক্ত হইয়া চিরজন্ম নিজের ও আত্মীয় বর্গের কণ্টক স্বরূপ হইয়া দুঃখে কালাতিপাত করত। অধুনা আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে স্থানীয় জমীদার মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গোঁ ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বয়ের ঐকান্তিক যত্নে অদ্য প্রায় ৩।৪ তিন চারি মাস হইল একটি উচ্চ শ্রেণীর বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামান্তর হইতে দুই জন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া উত্তম রূপ শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। অত্যল্প সময়ের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের এ প্রকার উন্নতি দেখিয়া আমরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উক্ত বিদ্যালয়টীতে উচ্চ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উপযোগী পুস্তক সমূহ পড়ান হইতেছে, কিন্তু আমারা ইহার একটী মহৎ অভাব দেখিলাম যে, রাজভাষা শিক্ষার জন্য তথায় কোনরূপ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। বিশেষতঃ দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম যে, উক্ত গ্রামের কতিপয় নীচমনা প্রতিদ্বন্দ্বী লোক ইহার উন্নতি বিষয় চেষ্টা না করিয়া বরঞ্চ ইহার অবনতির জন্য তাহাদের সমূহ চেষ্টা।

উপসংহার কালে আমরা বিদ্যালয় সমূহের ইনস্পেক্টর (Inspector of schools) মহোদয়কে অনুরোধ করি তিনি এই বিদ্যালয়টীতে

এই সাহায্য (Aid) প্রদান করতঃ বিদ্যালয় গুলিকে স্থায়ী রূপে পরিণত করিয়া দরিদ্র প্রজাবর্গ দিগের এই মহৎ অভাব দূর করতঃ চিরকাল বাধিত করেন, কারণ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত এই বিদ্যালয়টী কোন প্রকারে স্থায়ীরূপে পরিণত হইতে পারে না।

১৪ই কার্ত্তিক | নিবেদক
সন ১২৯৭ সাল। | শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সোমপ্রকাশ।

২৩এ কার্ত্তিক সোমবার।

দেশীয় সৈন্যগণ বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় প্রাণপণ করিয়া ইংরাজের কার্য্যে বীরত্ব ও রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তথাপি গবর্ণমেণ্টের নিকট এখনও ইহারা উপযুক্ত আদর পাইতেছেন না। সময়ে সময়ে ইঁহাদের বীরপণার কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১১ নং বাঙ্গলা পদাতিক সৈন্যের মধ্যে জমাদার রামদয়াল আওয়াস্তি নামক একজন সৈনিক ব্রহ্মদেশে কামাড়ং নামক স্থানে ২০ জন মাত্র পদাতিক সৈন্য লইয়া ক্রমাগত ২৪ ঘণ্টাকাল বহুসংখ্যক মগ সৈন্যের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মগ আক্রমণকারী, দীর্ঘ সৈন্য প্রতিদ্বন্দ্বী। জন কয়েক মাত্র সেনা লইয়া প্রকাণ্ড মগ সৈন্যের প্রতিরোধ করিয়া অহোরাত্র অবিশ্রান্ত ভাবে যুদ্ধ করা কি সামান্য বীরত্বের কথা? আজ যদি কোন ইংরাজ সৈনিক যুদ্ধের অধিনায়ক হইতেন তাহা হইলে সমাজ তাঁহাকে সম্মান দিয়া আদর করিতেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উচ্চ শ্রেণীর কমাণ্ডারের পদে নিযুক্ত করিতেন। দেশী বলিয়া রামদয়াল আওয়াস্তি কেবল তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন।

কোন বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন ইউরোপিয়েরা যে আমাদিগকে বৈদেশিক আচার ব্যবহার শিখাইতেছেন তাহার একটা উদ্দেশ্য আছে। ইঁহারা আমাদের কোট পেণ্টুলেন দিয়া বানর সাজাইয়া আমাদের ঋষিতুল্য পবিত্র পরিচ্ছদ, নামাবলি পৈতা, ও হবিষ্যান্নের থালা লইয়া পলায়ন করিবেন। বৃদ্ধ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া আমরা হাস্য করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি সেই বৃদ্ধ বুড়ের কথা ফলিয়া উঠিল। কাউণ্ট আল্ফ্রিডো পিউটারমোর্টিন নামক একজন ইতালী দেশীয় পরিব্রাজক পেশোয়ার প্রদেশে ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পেশোয়ারবাসী ভগবান দাস তাঁহাকে উপবীত ধারণ করাইয়া দেশ মধ্যে বহির্গত হন। কাউণ্ট বলেন একজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য আমাকে উপবীত ধারণ করান হয়। হিন্দুধর্ম্ম মতে উপবীত না থাকিলে কেহ যাগ যজ্ঞ অথবা দেবার্চ্চনা করিবার অধিকার পায় না। আমি হিন্দুর তীর্থস্থান ও দেবালয় পর্য্যটন করিবার জন্য উপবীত ধারণ করি। আর একবার জনৈক কাশ্মীরে একজন ইংরাজ জনৈক যোগ পরায়ণ তপস্বীর অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং অবিলম্বেই শাস্ত্রীয় মতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন। অধ্যক্ষ তৃতীয় মিসবিক্রিকে বলিতে শুনিয়াছি যে ভারতবর্ষে বাস করিতে হইলে এদেশীয় রীতি নীতি ও আচার পদ্ধতির সম্মান করিয়া চলা আবশ্যক। কথাগুলি ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের কেমন লাগিতেছে?

"টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ার" কলিকাতাস্থ সম্বাদদাতা বলেন সার্ চারল্‌স এচিসন পঞ্জাববাসীর বড় অপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমরা সম্বাদদাতার সত্যপ্রিয়তা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ার যে অনেক গ্রাহক ও পাঠক আছে সম্বাদদাতা কি তাহা অবগত নহেন? তাঁহাদের নিকট সম্বাদদাতার মিথ্যা রটনা ধরা পড়িবে এ কথাটাকিও তাঁহার মস্তিষ্কে উদয় হয় নাই? এমন ভয়ানক মিথ্যাবাদ যে সম্বাদদাতা, সম্বাদ পত্রে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত না হন তাঁহার সম্বাদদাতা হওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। বড় বড় তোষামদ প্রিয় জমীদারের মোসাহেবী পদই তাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত। পঞ্জাবে কি সমগ্র ভারতবর্ষে এমন লোক বর্ত্তমান নাই যিনি এচিসনের গুণানুবাদ কীর্ত্তন না করেন। ভারতবাসীর নিকট এরূপ সম্বাদ হাস্যকর হইবে মাত্র। ভিন্ন দেশবাসিরা এই সম্বাদে সার চারলসের উপর বিরক্ত হইবেন কেবল এই জন্যই আমরা সম্বাদদাতাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছি। সার চারল্‌স আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার বিনীত স্বভাব, উদার প্রকৃতি, কর্ত্তব্য নিষ্ঠা এবং কার্য্যদক্ষতার প্রশংসা না করেন, তাঁহার শত্রুবর্গের মধ্যেও এমন লোক দেখিতে পাওয়া দুষ্কর। তাঁহার স্বভাবগুণে উন্নত শীর্ষ ধীবর পদানত হইয়াছেন। গর্ব্বিত লেপ্‌লেও তাঁহার অনুগত হইয়াছেন, আর যে তীক্ষ্ণ স্বাধীন, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ইংরেজদেবী, অহঙ্কারী বলিয়া নির্ভিদিরাম সমাজে সাহার এক দুর্নাম সেই স্বাধীন পর্য্যন্তও এচিসনকে হৃদয়ের আসনে বসিতে দিয়াছেন। প্রজারঞ্জন যে রাজার কর্ত্তব্য প্রজার হিতে আত্মসমর্পণ যে রাজর্ষির কর্ত্তব্য, প্রজার নিকট সরলতা, অকপটতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করা যে নরপতির কর্ত্তব্য সার চারল্‌স তাহা যেমন বুঝিয়াছেন অন্য কোন গবর্ণর তেমন বুঝিতে সক্ষম হন নাই। এচিসনের কর্ত্তব্য নিষ্ঠা যেমন প্রসিদ্ধ, তাঁহার সাধুবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতাও তেমনি প্রশংসনীয়। পঞ্জাবে সার চারল্‌স যদি শাসন দণ্ড হস্তে করিয়া না থাকিতেন তবে কাশ্মীর প্রান্তে কখনই শান্তি বিরাজ করিতে পারিত না, আফগান সীমায় ইংরাজের প্রতাপ প্রবল থাকিতে পারিত না। আফগান সীমায় যে রুষের সহিত বিবাদ বাধিতে পারে নাই, আফগানবাসিরা যে ইংরাজের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতে পারে নাই, তাহার মন্ত্রণা, ব্যবস্থা এবং আয়োজন কার্য্যে এচিসনই প্রধান সহায় ছিলেন। লর্ড রীপণ এচিসনকে প্রীতি করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাকে এচিসনের গুণানুবাদ করিতে কহিতে, স্বীয় রাজনৈতিক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সীমায় পদার্পণ করিতে দেখা গিয়াছে। এচিসনের স্থান আর যে তদুপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা পূরণ হইবে আমাদের সে আশা নাই। সে দিন পর্য্যন্তও তাঁহার বিনয়পূর্ণ উদারপ্রকৃতির যে নিদর্শন পাইয়াছি তাহা আর কোন শাসনকর্ত্তার চরিত্রে দেখিতে পাইব কিনা সন্দেহ। পাঠক অবগত আছেন একবার পঞ্জাব চিফ্‌স কলেজটী তাঁহার নামে অভিহিত করিবার নিমিত্ত সহস্রাধিক লোক তাঁহার নিকট আবেদন করে। সভাস্থলে এচিসন উপস্থিত হইয়া বলেন, "আমি যদি আপনাদের প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে না পারি আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। "পঞ্জাব চিফ্‌স কলেজ" নামটী বড় মিষ্ট নাম। ইহাতে কলেজের প্রকৃত অবস্থারই পরিচয় দিতেছে। আপনারা যদি এই কলেজকে "এচিসন কলেজ" নাম দেন তবে উহা অর্থশূন্য নাম হইবে। যে সকল অগ্রগণ্য পঞ্জাবেশ্বরদিগের জন্য এই কলেজের সৃষ্টি,

এই বিদ্যালয় হইতে তাঁহাদের সন্তান সন্ততির কল্যাণ হইতেছে; অধীশ্বরগণও প্রাণপণে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন—দূরে থাকিয়া এই কথা যদি আমি শুনিতে পাই তাহা হইলে আমার যতদূর প্রীতি হইবে, আমার নামে কলেজটীকে অভিহিত করিলে কখনই ততদূর প্রীতিলাভ করিতে পারিব না।" সার চারলস ভারতবাসীর হৃদয়ে স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া যাইতেছেন। নিন্দুকের নিন্দাবাদে কখনই তাহা অপনোদিত হইয়া যাইবে না।

—

মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত প্রিন্স অব ওয়েলস যে স্মৃতিসমিতি খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন আজ কাল বিলাতের দুই একখানি সম্বাদপত্রে তাহার প্রতিবাদ দেখা যাইতেছে। প্রতিবাদকারিরা বলেন দক্ষিণ কেনসিংটন সম্প্রদায় প্রিন্স অব ওয়েলসকে বিপথে লইয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন "এরূপ কার্য্যে যে সাধারণের সহানুভূতি নাই ম্যানসন হাউসের সভাগণ তাহা বিবেচনা করিতে পারেন নাই। যে ব্যক্তি হইতে এই কল্পনার উৎপত্তি হয় তাঁহার সহিত মহারাজ্ঞীর নিকট সম্বন্ধ। প্রথমতঃ এই জন্য আমরা ইহার ভিত্তিতেই দোষ দেখিয়া থাকি। যেরুচির অনুবর্ত্তী হইয়া এই কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইতেছে তাহাতে তোষামোদ এবং হঠকারিতার পরিচয় প্রদান করে। এই প্রস্তাবের এক অংশে লেখা আছে যে ভাবী সম্রাট এই সভার নির্দ্দিষ্ট সভাপতি থাকিবেন তাহাতে চাটুকারের ভাব মাত্রই বিশেষরূপে প্রকাশ করিতেছে। কেনসিংটন সম্প্রদায়ই এই প্রস্তাবের মূল। যুবরাজ অবশ্য একজন উদার প্রকৃতি এবং সাধুদর্শী ব্যক্তি। তাঁহাকে এই সম্প্রদায়ের প্রয়োজনার ফাঁদে পড়িতে হইয়াছে। এই প্রস্তাব ভাবী সম্রাটের সম্মতি গ্রহণ করিলে রাজভক্তি প্রদর্শন করা হইতে পারে কিন্তু এরূপ স্বাধীন ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ইহাকে যুক্তি সঙ্গত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা হয় না। স্পষ্টই বোধ হইতেছে এইরূপ যে দুইটী বিশেষ প্রশ্নের মীমাংসা করা হয় নাই। ১। প্রস্তাবিত সভাটী মহারাজ্ঞীর উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন কিনা? ২। জনসাধারণে ইহাকে উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে গ্রহণ করিবে কিনা? এরূপ প্রকারের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। অন্য কোন প্রকারে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার উপায় করা যাইবে কিনা তৎসম্বন্ধেও কিছু প্রকাশ পায় নাই।"

ষ্টার ইন-দি-ইষ্ট বা পূর্ব্বাকাশের তারা।

ইংরাজ স্বাধীন সুসভ্য জাতি, ইংরাজের সমান আর কোন জাতিই স্বাধীনতার এত আদর করিতে জানে না। ইংরাজের রাজ্যে প্রজা চিরকাল সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করে। ইংরাজ প্রজাকেও স্বাধীনতা দিয়া কৃতার্থ করেন। এমন জাতি আমাদের রাজা। এমন জাতির অধীনে এক শত ত্রিশ বৎসর কাল আমরা অনুগত রাজভক্ত প্রজা হইয়া মন যোগাইয়া আসিতেছি। ইংরাজ আর যে যে স্থান অধিকার করিয়াছেন কোথাও এত ইংরাজভক্ত অধীন জাতি বাস করে না। তথাপি সেসকল দেশের লোকে যাহা পাইয়াছে আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত হই কেন? ইংরাজ যে স্বাধীনতা রত্ন লইয়া দেশে বিদেশে অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন কেনেডা, কুইবেক ওন্টারিও এবং মানিটোবার অর্দ্ধসভ্য অধিবাসিগণ যে ধনের অধিকারী হইয়া সভ্য সমাজে গণনীয় হইয়া চলিয়াছেন নিউগরণ স্কটক্‌,ব্রিটিস্ কলোম্বিয়া এবং নভাস্কোসিয়ার বর্ব্বর জাতি যে রত্নের আস্বাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, ইংরাজের অবারিত কৃপায় এন্ডামান্ড দিপের অনার্য্যবংশ যে অধিকার লাভ করিয়া স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করিতেছেন—বিশ্বাসী, কৃতজ্ঞ, সুসভ্য, সুশিক্ষিত, আর্য্যের সন্তান আজ সেই ধনের কাঙ্গাল হইয়া ইংরাজের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন, সেই অধিকার ভিক্ষা করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সিংহদ্বারে চীৎকার করিতেছেন, রাজভক্তির প্রবল স্রোতে আত্ম সমর্পণ করিয়া ইংরাজের জন্য দেহ প্রাণের নিরঞ্জন করিতেছেন—তথাপি ইংরাজ সন্দিগ্ধ—তথাপি ভারতবাসীর উপর ইংরাজ বিশ্বাস হীন, তথাপি আমাদের এত যুক্তির উপর আর এক যুক্তি বিতরণ করিতে হইলে ইংরাজ কাতর হইয়া তিন শত বার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকেন। একি সামান্য পরিতাপের কথা? ভারতে বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। ইংরাজের অধিকৃত কোন্ দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই? তথাপি ১৮৫৭ অব্দে যে বিদ্রোহের জন্য ইংরাজ ভারতকে অবিশ্বাস করিয়া বসিয়াছেন, সেই সিপাহি বিদ্রোহেই ভারতবাসীর রাজভক্তির অগ্নি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। একদল উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যের দুর্ব্বিপাকে আহত হওয়ায় যেমন তাহারা ইংরাজ রাজ্যে অশান্তির প্রচার করিয়াছিল, শত সহস্র সম্প্রদায় তেমনি ইংরাজের জন্য ধন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া ভারতবক্ষে ইংরাজের জয়ধ্বজা অক্ষুণ্ণ ভাবেই রক্ষা করিয়াছিল। ১০ সহস্র লোকে বিপথগামী হইয়া যে অনর্থের উৎপত্তি করিয়া দেয় ২৯ কোটী লোক সমবেত হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হয়। যেখানে সহস্র সংখ্যক লোকের স্থানে কোটী সংখ্যক লোকে রাজার জন্য স্বত্ব বিসর্জ্জন করে সে দেশে কি রাজভক্তির অসদ্ভাব? ইংরাজ যদি সেই ঘোর দুর্দ্দিনে ভারতবাসীর সহায়তা না করিতেন কোথায় থাকিত তাঁহার রাজ্যপাট, কোথায় থাকিত তাঁহার ভারতবর্ষের অখণ্ড প্রভুত্ব? এরূপে ভারতবাসীর কঠোর পরীক্ষা করিয়া সে দুর্দ্দিন চলিয়া গিয়াছে। ভারতেশ্বরীও ভারতবাসীর রাজভক্তির প্রশংসা করিয়া আমাদিগকে প্রতিজ্ঞাবাক্যে আশ্বস্ত করিয়াছেন। তার পর যত দিন যায়, ততই মহারাণীর আশ্বাস বাক্য ওষ্ঠ-প্রান্তেই বিলীন হইয়া পড়ে। আমরা যাহা চাই আজ তাহা পাই না, যাহার জন্য অভাব জানাই, তাহাতেই হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসি। চাহিলাম শাসন পদ্ধতির সংস্কার, সে প্রার্থনা অরণ্যে রোদন হইল। চাহিলাম ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি ব্যবস্থা, সে ভিক্ষা প্রদান করিতে ইংরাজ সঙ্কুচিত হইলেন। চাহিলাম স্বজন আত্মশাসন সে চীৎকারের শব্দ ইংরাজের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করিতে পারিল না। ভারতবাসীর উপর ইংরাজের কেমন যে একটা প্রার্থক্য ভাব তাহকোন ক্রমেই আর তিরোহিত হইল না।

মহাত্মা রীপণ যখন ভারতভূমে পদার্পণ করিয়া এই অধঃপতিত দেশের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন এইবার বুঝি ভারতবাসী স্বীয় অধিকার লাভ করিতে পারিবেন। রীপণের সঙ্গে সঙ্গে সে আশা অন্তর্হিত হইল; লর্ড ডফরিণ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ কিন্তু অবিশ্বাস নীতির প্রধান পরিপোষক। মুখের মিষ্ট কথায় প্রজা ভুলাইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করাই তাঁহার অভ্যাসগত গুণ অথবা দোষ; কিন্তু এই দোষ বর্জ্জন বেগ ডফরিণের হস্তে ইজিপ্ট যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন ভারতবাসী তাহা হইতেও বঞ্চিত। যাহার কারণ একমাত্র অবিশ্বাস। লর্ড ডফরিণ মুখে প্রকাশ করেন ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি ব্যবস্থা না করিলে সুশাসন হইবে না; অথচ কার্য্যে দেখিতে পাওয়া যায় কেবল স্বাতন্ত্র্য সহকারেই রাজ্য শাসন করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

৩

ছিল এক দিন
রাজরাজেশ্বরী
সে গৌরব আজ গিয়াছে চলে।
জ্ঞান বিদ্যাধন
যত যে উজ্জ্বল গিয়াছে ফেলে।

৪

চৌদিকে আমার
স্বর্গ অভিলাষী
যাবনী সন্তান ফিরিছে দলে।
নমিতমা শীর
কাহারও চরণে
শুধু জন্মভূমি আর বিভুপদে।

৫

কিরীট তারারে
দেশত্যাগী ভয়ে
কাঁদি ধূলি ভস্ম মাখিয়া যায়।
পুত্র নীচাশয়
অলস নিদ্রায়
লোভ স্বার্থ পথে ছুটিয়া যায়।

৬

মরেছে কি আশা
বিচার প্রত্যাশা
নবদিন আর উদিবে কবে।
ওরে পুত্রগণ
জননী তোদের
চিরদিন দুঃখ ভাসিতে রবে?

৭

কেঁদনা জননী!
হের তারাবলি
পূর্ব্বাকাশ পাশে জগতে ঐ
তে মার সন্তান
বাহুর অগাধে
ঘুম ভেঙ্গে জন উঠিছে ঐ।

৮

কেঁদনা দুখিনী
ভারত জননী
কেঁদনা আর্য্যার গৌরব ধন
দেখ দলে দলে
সন্তান সকল
প্রাণে প্রাণ দিয়ে করে আগমন

—**—

ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য।

ভারতবর্ষের পণ্য দ্রব্যের আমদানী রপ্তানির পাঁচবৎসরের হিসাব বাহির হইয়াছে। হিসাব দেখিলে বোধ হয় ভারতে বাণিজ্যের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। ১৮৮৫।৮৬ অব্দে ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত ৫২ কোটী টাকার মাল আমদানী হইয়াছে। রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ৮৩ কোটী। ১৮৮৪।৮৫ অব্দে আমদানী রপ্তানী এ বৎসরের অপেক্ষা কিছু অধিক হয়। তাহার কারণ উক্ত বৎসরে এদেশের উৎপন্ন শস্য ও পণ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ সকল বৎসরের অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। ইহার আর একটী কারণও দেখা যায়। সে বৎসর আমেরিকা, বাণিজ্য যুদ্ধে ভারতবর্ষের নিকট পরাজিত হইয়া গিয়াছে। সে বৎসরে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় গমের রপ্তানি দিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৮৮৫।৮৬ অব্দে ভারত-আমদানী অপেক্ষা রপ্তানির মূল্য ৩০ কোটী টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। আমদানী অপেক্ষা রপ্তানিতে দেশের ধন বৃদ্ধি হয় এরূপ যাঁহাদের বিবেচনা তাঁহারা বোধ হয় ভাবিবেন এইবার ভারতবর্ষ ফাঁপিয়া উঠিবে।

অন্যান্য দ্রব্য জাতের মধ্যে গমের কিছু অধিক রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসর এখান হইতে ৮ কোটী টাকার গম রপ্তানি হয়। গত ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য ইহার অর্দ্ধেক মাত্র ছিল। রপ্তানি গমের অর্দ্ধেক বোম্বাই হইতে প্রেরিত হইয়াছে। সকলেই জাত আছেন বোম্বাইয়ের সমান বাণিজ্য প্রিয় দেশ ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি দেখা যায় না। গত দুই বৎসর অপেক্ষা ও বৎসর চাউলের ৬ লক্ষ হন্দর অধিক। তুলার রপ্তানি গত বৎসরের অপেক্ষা ২।০ কোটী টাকার হ্রাস। এই ন্যূনতার কারণ এই যে গত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কলের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে। নূতন নূতন যেসকল কল বসিয়াছে দেশীয় উৎপন্ন তুলা সেই সকল স্থানে অধিক পরিমাণে ক্রীত হইতেছে তথাপি চীন দেশে আমাদের যত তুলা যায় আমেরিকা হইতে তত রপ্তানি হইতে পায় না। গত বৎসর ২৫ লক্ষ টাকার অধিক চা রপ্তানি হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষই এই আধিক্যের কারণ নহে। চীন এবং জাপান হইতে ভারতবর্ষে অনেক পরিমাণে চা আমদানী হয়। সেই আমদানী চাই ভারতবর্ষের চায়ের সহিত মিশাইয়া পারস্য এবং অন্যান্য দেশে পাঠান হইয়া থাকে। আসাম এবং অন্যান্য প্রদেশের চাষ বাড়িয়াছে সত্য কিন্তু যত দিন রহিবে যে রপ্তানি করিবার জন্য চীন এবং জাপানের চায় আবশ্যক হইবে তত দিন ভারতবর্ষের গৌরব থাকিবে না। চীনকে কাবা করিতে পারিলেই আমরা চা লইয়া ইউরোপে একাধিপত্য করিতে পারিব। বেলজিয়ম এবং ইটালি ভারত প্রেরিত প্রবাসাত খাদ্য গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু আমেরিকা ভারতের উপর ঈর্ষা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। ইটালিও আত্মরক্ষা হইয়া বসিয়াছেন। এই দুই প্রদেশে ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্য বৎসরান্তরেই প্রেরিত হইয়া থাকে। আমেরিকা আবার বিবিধ চাষ বাড়াইয়া ভারতবর্ষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।

ভিন্ন দেশ হইতে আমাদের দেশে যে যে মাল আমদানী হয় তন্মধ্যে কাপড়, ধাতু, চিনি, তৈল, কয়লা এবং রেল গাড়ী সর্ব্বপ্রধান। এই সকল দ্রব্যের আমদানীও গতবৎসর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৎসর প্রায় ২৪ কোটী টাকার বস্ত্র, সাড়ে পাঁচ কোটী টাকার ধাতুদ্রব্য এবং ১ কোটী টাকার তৈল আমদানী হইয়াছে। তৈলের যত আমদানী হইতেছে তন্মধ্যে অধিকাংশই ভারত প্রেরিত তিসি রেড়ি এবং সরিষা হইতে প্রস্তুত হইয়া আইসে। যদি ভারতবর্ষে তৈলের কল বৃদ্ধি হয় তাহা এখান হইতে ঐ সকল দ্রব্য না পাঠাইয়া এখানে বসিয়াই তৈল প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে, এবং তিসি রেড়ি ও সরিষার পরিবর্ত্তে প্রস্তুতক তৈলই দূরদেশে রপ্তানি হইতে পারিবে। আমাদের এখন আমদানী কল-কবজার কিছু আধিক্য হওয়া আবশ্যক। ধনী ব্যবসায়িগণ চেষ্টা করিলে ভারতবর্ষে কল কবজার অভাব দূরীকৃত হইতে পারে। গত বৎসরে ২০ লক্ষ টাকার দেশলাই এবং ৩৪ লক্ষ টাকার মোটাকাগজ আমদানী হয়চতুর্দ্দিকে কাগজের কলের এত বৃদ্ধি হইয়াও যে এদেশে কাগজের এত আমদানী হয় ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। দেশলাইয়ের জন্য প্রত্যহ ২০ লক্ষ টাকা যাই কেন? আমাদের দেশে এত বড় পদার্থবিদ্ পণ্ডিত আছেন তাঁহারা কি করিতেছেন? এই আধ পয়সা মূল্যের দেশলাইটী পর্য্যন্তও করিয়া লইবে কি তাঁহাদের কল্পনায় কুলাইয়া উঠে না? দেশলাইয়ের জন্যও আমরা পরের মুখাপেক্ষী হই, এটা সামান্য লজ্জার কথা নহে। তার পর ছাতা আর গ্লাস। এবার প্রথমটীর জন্য আমাদের ১৯, এবং দ্বিতীয়টীর জন্য ৫১ লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছে। আজ কাল অনেক সওদাগর এখানে বসিয়া ছাতা প্রস্তুত করিতেছেন। কিন্তু বড় বড় বণিকেরা বহির্দ্দেশ হইতে ছাতা আনিতে পারিলেই সুখী হন? ছাতার ব্যবসায়িরা কি

রুষেরা বিদ্রোহিদিগকে অপদার্থ করিবার জন্য চক্ষু গেজেট বুলগেরিয়া অধিকার করিবার জন্য তাহাদিগকে উপদেশ দিতেছেন।

ইংলিসম্যান বলেন বড়লাটের পুত্র লর্ড ব্রাণ্ডিভরের পীড়া কিছু কঠিন নহে। লণ্ডন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে, লেডি ডফরিণ পুত্রের শীঘ্র আরোগ্যলাভের আশা পাইয়াছেন।

সার ফেড্রিক রবার্ট মণ্ডিদিগের সহিত মিলিতে পাইবেন কিনা তাহা এখনও স্থির হয় নাই। ব্রহ্মদেশে আর কেডেরিক কিছু দিনের জন্য গমন করিয়া আবার ফিরিয়া আসিবেন। জেনারল হোয়াইট ব্রিটীস সৈন্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবেন।

গত সপ্তাহে আমরা মহারাণীর ভোজনের অনুষ্ঠান পাঠকগণকে অবগত করিয়াছি। ভোজনের সময় আর একটী নিয়ম আছে। সেটী এই—মহারাণীর ভোজন সমাপ্ত হইলেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে ভোজন সমাপন করিতে হইবে।

কোন সহযোগীর সমস্তিপুরস্থ সম্বাদদাতা বলেন,—"ইতিপূর্ব্বে সমস্তিপুরের অধিবাসিগণ কলেরায় ছার খার হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন সংবাদ রাখেন নাই। যাই কলেরায় একজন ইউরোপীয়ের মৃত্যু হইল অমনি সরকার বাহাদুর ব্যস্ত হইয়া রোগ নিবারণের চেষ্টা করেন। কথাটী যদি সত্য হয় বড়ই ঘৃণিত কার্য্য হইয়াছে। পক্ষপাতেরও একশেষ ঘটিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান "ইউনিয়ন" বলেন যে এলাহাবাদের মুসলমানেরা উত্তর পশ্চিমের গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে সেখানকার হিন্দুরা মুসলমানদিগের উপর বড়ই বিরূপ। হিন্দুরা মুসলমানের যে অর্থ নষ্ট করিয়াছে তাহার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

কয়েকখানি বিলাতি সম্বাদ পত্রকে লর্ড ডফরিণের রোগে ধরিয়াছে। 'ড্যানিটী ফেয়ার' এই দলের শিরোভূষণ। ইনি বলেন ভারতবর্ষের পূর্ব্বের সে দিন গিয়াছে। এখন কতকগুলি লোকে লেখা পড়া শিখিয়া স্বাধীনভাবে বিজেতার সহিত সমান অধিকার পাইতে চায়। ইহাদের দেখাদেখি ইতর লোকেরও প্রকৃতি স্বাধীনতার দিকে ছুটিয়াছে। দেশীয় মুদ্রা যন্ত্র ইহাদের শিক্ষা গুরু। দেশীয় সম্বাদ পত্র ইংরাজ রাজের উপর বড়ই বিরক্ত হইয়া সাধারণলোকের মত মতি কলুষিত করিয়া দিতেছে।" "ভ্যানিটি ফেয়ার' প্রভৃত এদেশীয় ভাষার বর্ণমালাও জানেন। যা জানিয়া শুনিয়া একটা মতপ্রকাশ করিতে সহযোগী যখন এত পটু, তখন তাঁহাকে "ভ্যানিটী ফেয়ার" নাম না দিয়া কেবল "ভ্যানিটী" নাম দিলেই ভাল হয়।

মহারাজা দুলীপসিংহ আগামী ১১ই নবেম্বর বিলাত পরিত্যাগ করিবেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই তাঁহার এখানে আসা সম্ভব।

পালমপুর নামক স্থানে উপর্য্যুপরি দুই দিন ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন গত ২০এ অক্টোবর প্রাতে ৫টার সময় দ্বিতীয় দিন ২২এ অক্টোবর অপরাহ্ণ ৮।৫০ মিনিটের সময়।

বিলাত হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ভারতে আগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। লর্ড সাটন্ বরি, সার সামুয়েল, লেডি বেকার এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের চিফ জষ্টিসের স্ত্রী লেডি এডগার বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে টাউনহল এফ, এ পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। এই সঙ্গে ইউনিভার্সিটী পরীক্ষাও বসিবে। এম এ পরীক্ষা ৬ দিন চলিবে।

"মিরার" শুনিয়াছেন ইনস্পেক্টর জেনারল অব পুলিস রঙ্গপুরের মকদ্দমা সম্বন্ধে সটেনওয়ার্থ সাহেবের অসদ্ব্যবহারের নিমিত্ত তাঁহার নিকট কৈফিয়ত তলব করিয়াছেন। সাহেব কি কৈফিয়ত দেন জানিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া রহিলাম।

সর্ব্বো হইতে সম্বাদ আসিয়াছে যে লর্ড ক্লানউইলিয়ম দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ সন্তান সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে লেডি ডফরিণ তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কুত্রাপি যাইবেন না। যাঁহারা এ ভাবের ব্যক্তিগণের মধ্যে স্নেহ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। লেডি ডফরিণ সে প্রকৃতির লোক নহেন।

সার জিপিল গ্রিফিন বলেন মধ্যদেশে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দস্যুবৃত্তির বৃদ্ধি হইয়াছে। ভারপ্রিন্ডারের কর্ম্মচারিগণ আফগান দেকরাদি এবং অপর জাতীয় দস্যুদলের সাহায্যে প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিয়া খাজনা আদায় করা হয় বলিয়া গোয়ালিয়ারের প্রজাবর্গ উদ্ব্যস্তগামী হইয়া উঠিয়াছে। এই অত্যাচার নিবারণের বহুল চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হওয়া যাইতেছে না। সিন্ধিয়ার মহারাজার সৈন্যগণের চেষ্টায় অনেক ডাকাইত ধরা পড়িতেছে। এ সম্বন্ধে বোধ হয় আগামী বর্ষে ভাল রিপোর্ট পাঠান যাইতে পারা যাইবে।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি মাকফেরিক পবলিক সার্ভিস কমিসনের কার্য্য সমাপ্তের আসন পাইয়াছেন।

মাকুইস অব হার্টিংটন ভারতে আসিবার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান যেরূপ বলেন, তাহাতে বোধ হয় সিবিল সার্ভিস কমিসন ব্যয় সংক্ষেপ সমিতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। উহার মুখ্য উদ্দেশ কেবল অনুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সংক্ষেপ করা। ইংলিসম্যানের উপর সময়ে সময়ে অত্যাচার হয়। তিনি যে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যগুলি সম্বন্ধে সময় সময় আমাদের নিকট গুপ্তভেদ করিয়া থাকেন ইহা আমাদের সামান্য মঙ্গলকর নহে।

মিঃ এচ্ এফ এচ কটন সাহেব বাখরগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্টের মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টার ছিলেন। সিভিল সার্জ্জেণ্ট বাবু নবকৃষ্ণ সেন সেই পদে নিযুক্ত হইয়া উক্তপদে আর একজন দেশীয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন।

বোম্বাইএর মেডিক্যাল এনালাইজার ৪ প্রকার ঘি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ১ম প্রকারের ঘৃত খাঁটী। আর এক প্রকার যদিও তত উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু চলন সহি, ৩য়। নিকৃষ্টবীর্য্য ঘৃত। ৪র্থ প্রকার সম্পূর্ণ বিকৃত। উহাতে ঘৃতের ভাগ অল্প আছে।

ইটালি বেলজিয়ম, হলণ্ড, জার্ম্মনি ইত্যাদি দেশে হিন্দু প্রথার অনুসরণ করিয়া শব দাহ করিতেছেন।

স্পেক্টেটর বলেন ইউরোপ দিন দিন দুর্নীতি পরায়ণ হইতেছে। রুস ব্যতীত প্রত্যেক দেশেই একদল নরহন্তা রাজনীতিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণের পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াইতেছে। ইহারা রাজনীতির উদ্ভিদমানে ব্যাঘাত করে এবং সুশাসন প্রচারের পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়ায়। বুলগেরিয়ার যুবরাজ আলেকজাণ্ডার দুইবার হত্যাকারীর হস্তে পড়িলেন রাউমেনিয়াতে প্রিমিয়ারকে লইয়া টানাটানি, বিলাতে মিঃ গ্লেডষ্টোনের পার্শ্বে পার্শ্বে পুলিস ইন্সপেক্টার রাখিয়া দিতে হয়। অন্যান্য দেশে গোপনে হত্যাকাণ্ড হয়, বুলগেরিয়ায় এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের প্রকাশ্য শত্রু। যাগে পাইলে ইহারা রাজা ও রাজকুমারকে পর্য্যন্ত চুরি করিয়া পলায়ন করে। ইউরোপ এই রূপ এ সময়ে দশা প্রাপ্ত হইতেছে। বলিতে

গেলে ইউরোপের রণক্ষেত্র এসিয়ার অপেক্ষা ভয়াবহ। এসিয়াতে প্রকাশ্য শত্রুতে যে হত্যা কাণ্ড সম্পন্ন হয়, ইউরোপে সভ্যতার আচ্ছাদনে ঢাকিয়া থাকিয়া অস্ত্রের চালনা হইয়া থাকে। ইতিহাসের ঘটনা যদি সত্য হয় তবে ইউরোপের রাজনীতিজ্ঞের সর্ব্বই দুর্দ্দিন উপস্থিত।

৩১এ অক্টোবর গ্রাণ্ড সোবরণী সভার অধিবেশন হইয়াছে। গ্রীকেরা একজন রাজা নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

কাইরোতে জনরব যে ইংরাজেরা যাহাতে ইজিপ্ট পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন ফরাসিরা তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

যাহারা গোপন করিয়া প্রিন্স এলেকজাণ্ডারকে আটক করিয়া লইয়া যায় তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। রুষকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জেনারল কুলবার্গ অল্টিমেটম উঠাইয়া লইয়াছেন।

জনরব যে রুষের জার ডেনমার্কের প্রিন্স ওয়াল্ডিমারকে বুলগেরিয়ার রাজত্ব দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

সোফিয়া এবং তারণাতে যুদ্ধের কথা উঠিয়াছে। জেনারল কুলবার্গ গ্রীকদিগকে পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন যে বর্ত্তমান অবস্থায় রুষ তারণাতে যুদ্ধের আয়োজন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আলেকজাণ্ডারের অবরোধ কর্ত্তাগণকে ছাড়িয়া দিবার জন্য তিনি বারবার দাবী করিয়া পাঠাইতেছেন।

ট্রেলের মকদ্দমা পুলিশ হইতে সেসনে সোপরদ্দ হইয়াছে। হত্যার অপরাধ ক্ষমিয়া গিয়া সাংঘাতিক আঘাতের অপরাধে দাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় ট্রেল সাহেব সেসনে সোপরদ্দ হইয়াছেন।

ডাক্তার আর, কে, বসু, এবং এস, পি, সিংহ, বিলাতের চিকিৎসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

২১এ অক্টোবর গোয়ার গভর্ণর জেনারলের স্ত্রীর জ্বর রোগে মৃত্যু হইয়াছে। গভর্ণর সাহেব নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছেন। স্ত্রীবিয়োগ সহ্য করিয়া রাজ্য শাসন করিতে তাঁহার শক্তি নাই। সেইজন্য সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার জন্য সন্তপ্ত হইয়াছি।

গজনীর এদ্রেদন অসভ্য জাতি আমীরের বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে বিভাগে ব্যয় সংক্ষেপ করিবার কল্পনা করিয়াছেন। রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের বেতন হইতে শতকরা দশ টাকা কমিয়া যাইবে। এইবার গরিব কেরাণী, কেবল কর্ম্মচারিরা মারা যাইবে। অগ্রেই আমরা বুঝিয়াছিলাম যখন ব্যয় সংক্ষেপের ধুয়া উঠিয়াছে তখন গরীবদেরই সর্ব্বনাশ।

ইংলিসম্যান তারে সংবাদ পাইয়াছেন যে খিলজাই জাতীয় এক অংশ আমীরের বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি গজনীর ভিতরেই বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। গজনীতে আমীরের একদল সৈন্য প্রভূত রাজস্ব লইয়া যাইতেছিল। বিদ্রোহিরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। বিদ্রোহীদের অধ্যক্ষ সাদু তাহাদিগের অনুধাবন করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সাদু এক জন বিখ্যাত দস্যু। উত্তর আফগানে আমীর একবার সাদুর হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। মোল্লা মুস্কি আলমের বংশধরগণ বিদ্রোহী সৈন্যের অধিনায়ক। অনেক কাকাবা ইহাদের সহিত যোগ দিয়াছে খিলজাই জাতি আমীরের উপর বড়ই অসন্তুষ্ট। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমীর তাহাদের অধিকগণকে বিনাশ করিয়াছে। বর্ত্তমান উৎপীড়নটী কেবল করের উৎপীড়নই উৎপন্ন হইয়াছে।

এডভোকেট অব ইণ্ডিয়া তারে সংবাদ পাইয়াছেন জয়পুরেও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটে। বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। হিন্দুরা মুসলমানদিগের গৃহে গৃহে গমন করিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। এটী কতদূর সত্য বলা যায় না। কিন্তু জয়পুরের যুবরাজের পক্ষে এটী বড় নিন্দার কথা। অন্যান্য রাজ্যের রাজারা যখন হিন্দু মুসলমানকে শান্ত করিতে পারিয়াছিলেন জয়পুররাজ তাহা পারিলেন না কেন? শুনা যায় জয়পুরের অধিবাসিগণ রাজার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতেছেন। বৃদ্ধ রাজার রাজ্যে প্রজাবর্গের অসন্তোষের কোন কারণই ছিল না। যুবরাজ পিতার সম্মান রক্ষা করিতে পারিলেন না।

নেপাল হইতে একজন বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজক পার্শি ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার নিমিত্ত সিলোনে আসিয়াছেন। এই ভাষার প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়া স্বদেশে ধর্ম্ম প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

ভ্রমণকারীর পত্র

জেলা পাবনা।

অত্র মহকুমার মধ্যে একটী গণ্ডগ্রাম তাহা পূর্ব্ব পত্রে উল্লেখ করিয়াছি। এখানে জমীদারদিগের বসবাস। এজন্য স্থানটী জেলার মধ্যে গণনীয় হইয়াছে। স্থানান্তরে কেবল বাধা চতুর্দ্দিকে কেবল প্রশস্ত খালবিল। যখন এখানে শারদীয় পূজার সময় আসি, তখন সমুদায় স্থান জলময়. নৌকা ভিন্ন পাইখানা যাইবার উপায় নাই তাহিলাম জল এলাম না জলে এলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য এই অদ্য আট দশ দিন গেল সে জলরাশির আর চিহ্ন মাত্র নাই। যে স্থান প্রশস্ত তটিনী অনুভব হইত সেখানে এখন বিস্তীর্ণ ময়দান দেখা যাইতেছে। আর একটী আশ্চর্য্য এই আমাদের দেশে আবৎ ভাদ্র মাসে বিলক্ষণ পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু এখানে তৎকালে পীড়ার চিহ্নমাত্র থাকে না। অথচ লোকের উঠান ও গৃহের মধ্যে পর্য্যন্ত জলে পরিপূর্ণ। আজ কাল যেমন জল কমিতে আরম্ভ হইয়াছে অমনি জ্বর প্রবল বেগে আসিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ কাল প্রতি বাটীতেই জ্বরের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পরিবার বিশেষে এক এক বাটীতে পাঁচ সাত দশটী পর্য্যন্ত জ্বরে পীড়িত। যাহাদের জ্বর হয় নাই তাঁহারাও ও জ্বরের আশঙ্কায় সতর্ক হইয়া চলিতেছেন আমাদেরও দেখিয়া শুনিয়া সাবধান হইতে হইয়াছে। যদিও এ স্থানটী একটী মফস্বল স্থান তথাচ এখানে দেশীয় ডাক্তারের অভাব নাই। পাড়ায় পাড়ায় ডাক্তারীর অন্য-রেরা চালাবার দিবার চেষ্টায় বিরাজমান। সুখের মধ্যে এই এখানে এখন দেশীয় বৈদ্য চিকিৎসার আদর আছে। অনেক জন কবিরাজী চিকিৎসক এবং ২।১ জন হোমিওপেথিক আছেন।

অদ্য চারি পাঁচ দিন হইল এখানে বড় একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। অত্র হইতে এক মাইল অন্তর বা বাটী নামক স্থানে এই স্থানের জমীদারদের বংশীয় কয়েক ভদ্রলোক বাস করেন। সেই বংশের একটী পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক পীড়িত থাকে, বহুদিন ঔষধ ব্যবহারেও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারে নাই পাঁচ দিন পূর্ব্বে নিশীথের শেষ সময়ে উক্ত বালকটী মা মা শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। চিৎকার শুনিয়া উহার পিতা মাতা প্রভৃতি বাটীর লোক সকলে নিকটস্থ হইয়া দেখে

বালক দুইটী হস্তে জোরের সহিত মুষ্টি ধারণ করিয়া আছে। এত জোরে মুঠা ধরিয়া আছে যে শরীর আড়ষ্ট হোয়। তাহার মাতা চীৎকার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বালক বলিল এই মাত্র একটী বৃদ্ধা আমার নিকট আসিয়া বলিল বাছা তুই বড় কষ্ট পাইতেছিস অতএব তোকে এই সিকটী দিতেছি হস্তে করিয়া লহ। ঈশ্বরের সিকটী মাতুলির ভিতরে রাখিয়া ধারণ করিও নিরোগ হইবে, এই বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেল। এক্ষণে হাত মুঠা করিয়া আছি তোমরা দেখ আমার হাতে ঔষধ আছে কি না। এই বলিয়া বালক মুঠা খুলিলে সকলে দেখিল দক্ষিণ হস্তে একটী সিকড় আছে। পরদিন প্রাতে তাহার পিতা স্বর্ণ মাদুলি করিয়া উক্ত সিকড়টী উহাকে পরাইয়া দিলেন, সেই অবধি বালকটী রোগ মুক্ত হইয়াছে ঈশ্বরের অনন্তলীলা উহত্ত্বা করে কাহার সাধ্য।

আর একটী নূতন সংবাদ আজ পাঠকগণকে উপহার দিব। সে দিন আমরা এখানে আসিবার সময় জনৈক জমীদারের নৌকায় সিরাজগঞ্জে আশ্রয় লই। নৌকা খানি বন্দরে বাধা আছে, এমত সময় তাঁহার বাটীর জনৈক কর্মচারী পূজার বাজার করিবার জন্য তাহার নিকট আসিল। জমীদার মহাশয় অন্যান্য কথার পর কর্মচারিটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন এখন দুধ কি দর বিক্রয় হই তেছে। তদুত্তরে কর্মচারিটী বলিল একটাকা চারি আনা সের বিক্রয় হইতেছে এই কথা শুনিবা মাত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন দুধের সের এত হলে লোক বাঁচে কি করে, জমীদার বলিলেন সেবের অর্থ আছে। আপনাদের দেশে পাঁচসেরে এখানকার একসের হইবে। তখন ভাবিলাম কতকটী রক্ষা। তত্রাচ আশ্চর্য্যের বিষয় সহর হইতে এত দূরে পাঁচসেরের দুধ টাকায়, তবে আর কলিকাতার সহিত প্রভেদ কি? সিরাজগঞ্জে যখন দেড় টাকা সের দুধ টাকায় একসের, কিন্তু এখানে আইট তোলা ওজনের সের। এদেশে গব্য রস অগ্নি মূল্য দেখিতেছি। তবে ইহার কারণ আছে প্রবল বর্ষার জন্য গো সকল খাইতে পায় না। উহারা কাদার উপর অষ্ট প্রহর বাঁধা থাকে। সামান্য কিছু শুষ্ক পোয়াল খড় খাইতে পায় মাত্র। এরূপ অবস্থায় গাভির দুধ কোথা হইতে হইবে কাজেই দুর্মূল্য। শুনিলাম বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালে দুধ সস্তা হয়, উপরের উল্লিখিত সের অর্থাৎ পাঁচ সের তিন চারি আনায় বিক্রয় হয় ইহাতেই বোধ হইতেছে যেখানে গাভি যথেষ্ট আছে কেবল আহার অভাবে দুধের পরিমাণ হ্রাস হইয়া মূল্য বৃদ্ধি হয়।

এ দেশে তরকারি দুর্লভ, মৎস্য অজস্র, লোকে অর্দ্ধেক মাছ ও অর্দ্ধেক ভাত খায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্থানে ২ নিমন্ত্রণ খাইতেছি, মৎস্যের তরকারি সাত আটটী, নিরামিষের মধ্যে দাউল দুই তিন রকম হয় মাত্র। তদ্ভিন্ন অন্য তরকারি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। মৎস্য লোভেরা এক বার এ দেশে আসুন এদেশে মৎস্য রন্ধনের প্রণালী ভিন্ন প্রকার। আমাদের দেশে যেরূপ রীতি মত মাছ ভাজিয়া তরকারি হয় এদেশে ইহারা তাহা পছন্দ করে না ইহারা বলেন ওরূপ করিলে মাছ পুড়িয়া যায় এখানে যেরূপ তরকারী হয় তাহাকে কাচা মাছের তরকারি বলিলেও হয়।

সংবাদদাতার পত্র

পুণা।

বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পুণা -পুণা কলিকাতা হইতে রেলযোগে প্রায় ১৫০০ শত মাইল পথ। পুণা অতি প্রাচীন সহর পুণা সহরের পুণা নাম করণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করেন যেটী প্রধান তাহাই লিখিত হইল। কথিত আছে মহারাষ্ট্র শিবজী এই সহর তাঁহার রাজপুরোহিত ও প্রধান মন্ত্রী বাজীরাওকে দান করায় পুণ্য করেন সেই অবধি এই নগরী পুণ্য নামে খ্যাত এক্ষণে তাহাই অপভ্রংশে পুনা নাম হইয়াছে। এখানে বোম্বাই প্রদেশের অনেক প্রধান প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত অত্রত্য প্রধান অধিবাসীদিগের নাম মহারাষ্ট্রীয়। এতদ্ভিন্ন হিন্দু মুসলমান পার্শী প্রভৃতি অন্য প্রকার অনেক বসতি আছে। কলিকাতা হইতে এখানে আসিতে প্রায় পূর্ণ তিন দিবস সময় লাগে ভাড়া তৃতীয় শ্রেণীর সর্ব্বশুদ্ধ ২২ টাকার বেশী হইবে না কলিকাতার লোকের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এলাহাবাদ হইয়া জব্বলপুর পর্য্যন্ত তৎপরে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ের জব্বলপুর ষ্টেশনে চড়িয়া একবারে কল্যাণী জংসন হইয়া পুনায় আসিতে হয় এই রাস্তা হইল প্রধান পথ, (Main line) ইচ্ছা করিলে জব্বলপুর ষ্টেশনে চড়িয়া আর ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া সোজা আসায় ষ্টেট রেলওয়ে হয়া ধোন্দ ষ্টেশনে নামিয়া পুণায় যাওয়া যায়। পুণা সহর সমুদ্র সমতল হইতে ১৮৪১২ ফীট উচ্চ অবস্থিত। এ প্রদেশের প্রায় সমস্ত নগরই পর্ব্বত মালায় পরিবেষ্টিত। চারিদিকেই শস্য শ্যামলা প্রকৃতি পর্ব্বতগাত্রে নিজ সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া দর্শকের নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতেছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর অতি রমণীয়। যদি পর্ব্বতমালা না থাকিত তাহা হইলে বঙ্গদেশের সঙ্গে তুলনা দিতে পারিতাম। বঙ্গদেশোৎপন্ন সমস্ত ফল মূল এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এমন কি আমি নিজে একবার জৈষ্ঠ মাসে উত্তম কাঁঠাল ও মোচা পাকা খাইতে পাইয়াছি। এখানে দেখিবার শুনিবার ও জানিবার অনেক আছে, আমার এ দীর্ঘ প্রবাসে যাহা জানিয়াছি তাহার বিবরণ আপনার পাঠকদের দিব। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান সকলের মধ্যে নওসারি দুর্গ, উহা কি কি রাজপাথর উপর নির্ম্মিত তাহা দেখ. মেশহইলপুনা বিজ্ঞান কলেজ, পার্ব্বতী নাম্নী পাহাড় উপবিরাজমান হর মুর্ত্তির ক্রোড় সুদর্শনী পার্ব্বতী দেবী প্রতিমা। ঐ পাহাড়ের নিম্ন অপূর্ব্ব উদ্যান নাম হীরাবাগ রাখিয়াছিলেন, এখন পর্য্যন্ত ঐ নাম অভিহিত ও খ্যাত। গণেশ খণ্ড (গণেশ খণ্ড?) বাস্তবিক লাট সাহেবের বাস ভবন। পুরাতন বাজার এপদগীরা ইহাকে জনা বাড়ী বলে। সদর বাজার সেন্টপলের গির্জ্জা, মিউনিসিপাল বাজার পুনা চিত্রশালিকা, নওসারি দুর্গ, আবাবা জেল, ইণ্ডিয়ান কুইন্স ভোট সেমুন বা ॥ বাও উদ্যান (Bound garden) জলের কলের কারখানা পুষ্কর গড়, সিংহ গড় এবং মূলা মুথার জলপ্রপাত ইত্যাদি।

১। নওসারি দুর্গ পুণা হইতে ১॥ মাইল দূরে অবস্থিত উহা কির্কি Kirkee) রাজপথ সংরক্ষিত অত্যুচ্চ পাহাড় উপরি নির্ম্মিত বৃহৎ দুর্গ। এই প্রকাণ্ড দুর্গ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কোন পার্শী কর্ত্তৃক তাঁহার স্মরণ চিহ্ন স্থাপনার্থ নির্ম্মিত, এই দুর্গ একত্র শত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত উহার গঠন প্রণালী প্রাচীন রোমীয়দিগের অট্টালিকা ইত্যাদির গঠন অনুযায়ী।

২। পুণা বিজ্ঞান কলেজ। এই কলেজে প্রধানতম দুইটী বিভাগ আছে। একটীতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা সংক্রান্ত সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। অপরটীতে কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ অন্তর্গত একটী প্রকাণ্ড কারখানা আছে (workshop)

ইহার এক ভাগে কাষ্ঠ নির্ম্মিত নানা প্রকার আসবাব তৈয়ারি হয়। অপরটীতে লৌহ গলাই, ঢালাই ও কল কবজা নানা প্রকার আবশ্যকীয় বিষয় সকল ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ক্রমশঃ

—●●—

শান্তিপুর।

ইতিপূর্ব্বে অত্রত্য ডাকঘরপাড়া নিবাসী ভগবানচন্দ্র কলু নামক জনৈক ব্যক্তি, সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, মধুসূদন লাহিড়ী ও যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে মারপিট ইত্যাদি বাবদে নবাগত জুনিয়র ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়মাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমীপে যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল গত কল্য ১লা নবেম্বর সোমবার শান্তিপুরের অনরারি মাজিষ্ট্রেটগণ কর্ত্তৃক তাহা সন্তোষকর প্রমাণ অভাবে ডিসমিস্ হইয়া গিয়াছে। এই মকদ্দমায় স্বয়ং ডেপুটী বাবু স্থানীয় এবং অনরারি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস রায়, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ প্রামাণিক বিচারপতি ছিলেন। বিচারপতিগণ আইন ও প্রমাণের দাস। অনেক সময়ে সত্য মকদ্দমা প্রমাণাভাবে ডিসমিস্ হইয়া যায়। সুতরাং এই মোকদ্দমাতেও প্রমাণ অভাবে তিনজন বিচারপতিই যোগেশচন্দ্র ও মধুসূদনকে অব্যাহতি প্রদান করেন। কিন্তু সুরেন্দ্রকে স্বয়ং ডেপুটী বাবু দোষী স্থির করিলেও অবশিষ্ট বিচারপতিরা তাহাকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করায় আইনের মর্ম্মানুসারে অধিকাংশ হাকিমেরনায় বাহাল হয় অর্থাৎ সুরেন্দ্রও খালাস পায়। সুরেন্দ্র সম্বন্ধে যতদূর প্রমাণ ছিল তাহাতে সুরেন্দ্র মুক্তিলাভ করায় বিচারটী ঠিক হইয়াছে কি না তাহা আমরা এক্ষণে নিজের মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি তবে যখন উপযুক্ত আদালত হইতে সুরেন্দ্র অব্যাহতি পাইয়াছে তখন সুবিচার হইয়াছে ইহাই মনে করিয়া লইতে হইবে। এই মোকদ্দমার বাদী দুঃখী সহায় হীন। প্রতিবাদীগণ সম্পন্ন ও প্রবল। প্রবলে দুর্ব্বলে বিবাদ হইলে প্রবল পক্ষ নানা উপায়ে দুর্ব্বলকে শাসন ও জব্দ করিয়া থাকে। অতঃপরও যে প্রতিবাদীগণ বাদীকে নানারূপে জব্দ বা শাসন করিবে না একথা কে সাহস সহকারে বলিতে পারে? আমরা এই মোকদ্দমায় বাদী, বাদীর সাক্ষীর এবং অনরারি মাজিষ্ট্রেটগণের রায়ের নকল পাইলে এই মোকদ্দমায় আমূল বৃত্তান্ত, কি কারণে এই মোকদ্দমা উত্থাপিত হইয়াছিল এবং এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে অন্যান্য ঘটনা তথা সুরেন্দ্র অব্যাহতি পাওয়ার সম্বন্ধে আমাদিগের নিজের মত প্রভৃতি মোকদ্দমার যাবতীয় বিষয় সোমপ্রকাশের বিজ্ঞ পাঠকবর্গকে সময়ান্তরে সবিস্তার উপহার প্রদান করিব।

২। "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়" এই একটী প্রবাদ বাক্য আছে। একজন চাসা একটী মাকড় মারে, মাকড় মারার পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য ঐ চাসা এক বিপ্রের নিকট ব্যবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন "ওরে চাসা তুই ৪ কাহন কড়ি উৎসর্গ করিয়া বিপ্রকে (ব্রাহ্মণকে) দান কর তোর মাকড় মারা পাপ খণ্ডন হইবে" কিছু দিন পরে ঐ ব্রাহ্মণের একপুত্র একটী মাকড় মারে ঐ চাসা তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণ সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করে মহাশয় আপনার পুত্র আজ একটা বৃহৎ মাকড় মারিয়াছে সুতরাং বড় পাপ হইয়াছে" "এই বড় মাকড় মারার দরুণ কয় কাহন কড়ি ব্যবস্থা?" ব্রাহ্মণ পাঁজী পুঁথি অনেকক্ষণ উল্টাইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন আমি বর্ণজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আমার পুত্র মাকড় মারিয়াছে তাহাতে পাপ হয় না তবে ধোকড় হয় বটে।" এই মাকড় শব্দ কোন জন্তুকে বুঝায় আর ধোকড় শব্দের অর্থই বা কি তাহা আমরা জানি না। কিন্তু প্রবাদটী বড় পাকা গোছের। আমাদিগের শান্তিপুরের মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ এই প্রবাদের একটী বিলক্ষণ উদাহরণ স্থল। এখানকার বড় বাজারের সন্নিকটে "রথের সরাণ" বলিয়া একটী বৃহৎ রাস্তা আছে। অত্রত্য সুপ্রসিদ্ধ বাটীওয়ালা গোস্বামী প্রভুদিগের শ্রীশ্রী৺গোকুলচাঁদ ঠাকুর ঐ রাস্তার মালিক। এই পথের উপর মিউনিসিপালিটীর কোন অধিকার নাই খোদ সরকার বাহাদুর ইহার ত্রিসীমাতেও যাইতে পারেন না। কি রায় রামশঙ্কর বাহাদুর কি নবীন বাবু, কি রমেশ বাবু, কি প্রাণচরণ বাবু (যিনি অতি শান্তপ্রকৃতির লোক কুকুরটীকেও ছেই বাক্য প্রয়োগ করেন না) যিনি যখন রাণাঘাট সবডিবিজনের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন প্রায় সকলেই এক একবার এই পথ লইয়া গোলমাল বা নাড়া চাড়া করিয়া দেখিয়াছেন, কেহই এই রাস্তার উপর মিউনিসিপালিটীর বা সরকার বাহাদুরের আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। এই পথ লইয়া অনেক বার অনেক আদালতে বায় হাইকোর্ট পর্য্যন্ত ও মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক মোকদ্দমাতেই কি নিম্ন আদালত সমূহ কি মহামান্য হাইকোর্ট, সকল বিচারালয়ই ৺গোকুলচাঁদকে জয়ী করিয়াছেন। সম্প্রতি অত্রত্য মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ এই রাস্তা রীতিমত পাকা না থাকায় এবং বর্ষাকালে লোক সমূহের যাতায়াতের কষ্ট হয় ইত্যাদি উল্লেখে রাস্তা মেরামত করিবার জন্য গোস্বামী প্রভুগণকে একখানি নোটিশ জারী করেন। ইতিমধ্যে গোস্বামী প্রভুগণ যথাসাধ্য প্রাণপণে পথটী উত্তমরূপ প্রস্তুত এবং জল নির্গমের উপায় করিতে থাকে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাস্তাটি সম্পূর্ণ ঠিক না হওয়ায় প্রভু সন্তানগণের নামে নোটিসের মত অমান্য করা বলিয়া একটী মোকদ্দমা উত্থাপিত হয়। এক্ষণে আমরা শুনিতেছি যিনি মিউনিসিপালিটীর সভাপতি তিনিই বিচারপতি (ডেপুটী বাবু রূপে) এই উপলক্ষে নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট মাষ্টার হপকিনস্ সাহেব বাহাদুরের নিকট প্রভু গোস্বামী মহোদয়গণ এক দরখাস্ত করিয়াছেন। মোকদ্দমার ফলাফল আমরা পাঠকবর্গকে পরে জানাইব।

রথের সরাণের রাস্তার উপর মিউনিসিপালিটীর এবং সরকার বাহাদুরের কোন কর্ত্তৃত্ব বা অধিকার না থাকিলেও যাহাতে রাস্তা রীতিমত থাকে লোক এবং শকটাদির যাতায়াতের সুগম হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার কি স্থানীয় মিউনিসিপালিটী, কি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ উভয়েরই অধিকার আছে। রাস্তাটী রীতিমত থাকে সে বিষয়ে আমাদিগের মত দ্বৈধ নাই। মিউনিসিপালিটী সে জন্য যে রথের সরাণের অধিকারী প্রভু সন্তানগণকে নোটিশ দিয়াছেন তৎ প্রতি ও আমাদিগের কিছু মাত্র আপত্তি নাই। গোস্বামী মহোদয়েরা যদি ঐ নোটীশের মর্ম্মানুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নোটীশের লিখিত কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া থাকেন সে জন্য নোটিশ অমান্য করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন, এবং সে জন্য যদি উহারা ন্যায় বিচারে দণ্ডিত হন সে বিষয়েও আমরা দ্বিরুক্তি করিব না। তবে মাকড় মারিলে ধোকড় হয় কেন? যে রাস্তাটী শ্রীশ্রী৺ব্রহ্মাণ্ডতলার পার্শ্ব হইয়া বরাবর চলিয়া গিয়াছে সে পথটী কি ৺গোকুল চাঁদ ঠাকুরের রথের সরাণের রাস্তা অপেক্ষা অতি জঘন্য নয়? স্বর্গে ও নরকে যত প্রভেদ ৺গোকুল চাঁদ ঠাকুরের রাস্তা এবং এই রাস্তার তত প্রভেদ। আমরা আজ ৫।৬ বৎসর হইতে এই ভয়ঙ্কর জঘন্য রাস্তাটী দেখিয়া আসিতেছি। এই পথটী অপেক্ষা গোস্বামী প্রভুদের রথের সরাণের পথটী সোণার চাঁদ।

আমরা এই সোমপ্রকাশেই ব্রহ্মতলার পার্শ্বের এই রাস্তাটীর দুরবস্থার বিষয় ৪।৫ বার লিখিয়াছি; কিন্তু কৈ মিউনিসিপালিটীর কি ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র রায়, মহাশয় কি কমিশনর বর্গ, কি ওবরসিয়ারগণ কেহই এই রাস্তাটীতে এক বার পদার্পণও করিলেন না, করিলে অবশ্যই ইহার জীর্ণ সংস্কার এত দিনে হইয়া যাইত। এই রাস্তার উত্তর পার্শ্বে কয়েক ঘর সামান্য বেশ্যা ও মুচিগণের বাস আছে। মিউনিসিপালিটী এই সকল দুঃখী বেশ্যার দেহ উপার্জ্জিত দুর্গন্ধ কড়ির এবং নিরন্ন মুচিদিগের "ছেঁড়া জুতা সেলাইয়ের অর্দ্ধেক ভাগ লইয়েন অথচ তাহাদের যাতায়াতের রাস্তা একটী প্রকাণ্ড "ভাবড়" থাকিলে উহার অপেক্ষা আর অধিক লজ্জার বিষয় কি হইতে পারে? এই পথটী কি "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়" তাহার উদাহরণ স্থল নয়? আমরা ভরসা করি আমাদিগের মিউনিসিপালিটীর নূতন চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় এই রাস্তাটী স্বচক্ষে দর্শনান্তর মিউনিসিপালিটীর কার্য্য কলাপের ভুর ভাঙ্গিয়া দিয়া দুঃখী মুচি, বেশ্যা, ট্যাক্সদাতৃগণের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়া তাহাদের অজস্র ধন্যবাদের পাত্র হইবেন। আমাদিগের বারংবার লিখিত বিষয়েরও যথার্থ প্রমাণিত হইবে।

৩। শান্তিপুরের ৺রাসের ধুম, বঙ্গ দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই শুনা বা জানা আছে এখানে ন্যূনাধিক ত্রিশ ৩০ সহস্র লোকের বাস, এবং এই রাস উপলক্ষে প্রতিবৎসর প্রায় ৫০।৬০ হাজার লোকের সমাগম হয় সুতরাং গড়ে কিছু কম লক্ষ লোক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর এখানকার মিউনিসিপালিটী ঐ সকল লোকের প্রস্রাব, শৌচ প্রভৃতির জন্য যে পাইখানা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতেন তাহাতে ভালরূপ সকলের সুবিধা বা স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, আমাদিগের নবাগত ডেপুটী বাবু এবার এই রাসের সময় স্থানীয় লোকের এবং সর্ব্বসাধারণ রাস যাত্রীগণের স্বাস্থ্য শৌচ প্রভৃতি কার্য্য করিবার এবং উপযুক্ত পুলিশ পাহারার স্থানর বন্দোবস্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।

৪। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম এখানকার বন্ধুসমিতি সভার কার্য্য প্রণালী সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে।

—

—●●—

—●●—

—●●—

—●●—

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, জন একাকীরপত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপরাইটার দায়ী নহেন।

☞ এই পত্র ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

৩০ শ ভাগ। সর্ব্বদা প্রকৃতিস্থিতায় প্রার্থিতঃ সম্মতিঃ মনিমতাং ন ভীবনা। ২২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৬ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৩৷০

১২৯৩ সাল। ৩০এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৮৬। ১৫ই নবেম্বর।

৭ রিপনাব্দ ৩০ এ কার্ত্তিক।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩৷০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহক মহোদয়দিগের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া সোমপ্রকাশের মূল্যাদি এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশ ডিপজিটারীতে না গিয়া অথবা মূল্যাদি না দিয়া ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে অনুগ্রহ করিয়া আসিলে সমস্ত বিষয়ের স্থির হইবে। সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে যাইবার প্রয়োজন নাই।

মফস্বল ও কলিকাতার গ্রাহক এবং পাঠক মহোদয়দিগের সুবিধার জন্য আমরা শারদীয়া পূজার অবকাশে সোমপ্রকাশ যন্ত্র ও কার্য্যালয় আদি কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২২২ নং শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ দেব উকীল মহাশয়ের ভবনে স্থাপন করিয়াছি। গ্রাহক মহোদয়গণ পত্রাদি ও সোমপ্রকাশের মূল্যাদি উক্ত ঠিকানায় নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইবেন। সোমপ্রকাশ এক্ষণ হইতে নিয়মিতরূপে সত্বর যাহাতে গ্রাহকগণের হস্তগত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মফস্বল ও কলিকাতার যেসকল গ্রাহক উপযুক্ত সময়ে সোমপ্রকাশ না পাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই নূতন ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা তাহার সংশোধন করিব। চাঙ্গড়িপোতা সোনারপুর পোষ্ট আফিসের ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবার আবশ্যক নাই।

আমরা কলিকাতায় আসিয়া নানা প্রকার জবওয়ার্ক ও পুস্তকাদি মুদ্রন কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। যাঁহারা সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে চেক দাখিলা, চিঠি, লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি যাবতীয় বিষয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা উপরি উক্ত ঠিকানায় আমার নিকট অর্ডার পাঠাইলে নূতন অক্ষরে সত্বর প্রাপ্ত হইবেন। আমরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা নানা প্রকার নূতন অক্ষর বর্ডার ও নকসা আনয়ন করিয়াছি। সুলভ মূল্যে ও সুন্দররূপে যে কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে কোনরূপ প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা নাই। এই যন্ত্রালয় বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত এবং নানাবিধ কার্য্য যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা গ্রাহক মহোদয়ের মধ্যে অনেকে অবগত আছেন। অতএব সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে তাঁহারা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাদিগকে মুদ্রন কার্য্যাদি অর্পন করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র টাকা কড়ি, মণিঅর্ডার আদি গ্রাহক মহোদয়গণ এক্ষণ হইতে ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকাকড়ি মণিঅর্ডার যোগে গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাহারও নামে পাঠাইবেন না অথবা কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া সম্ভব। গ্রাহকগণের এ বিষয়ে যেন দৃষ্টি থাকে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষস্য ;

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।

মূল, শাঙ্করভাষ্য, ও শাঙ্কর ভাষ্যানুমোদিত বাঙ্গলা ব্যাখ্যা।

বাঙ্গলা ব্যাখ্যাকার পণ্ডিত শ্রী শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয় কর্ত্তৃক বিশেষরূপ সংবর্দ্ধিত ও সংশোধিত।

এরূপ ব্যাখ্যা পূর্ব্বে কখন প্রকাশিত হয় নাই।

মূল্য ষাঁর ডাঃ মাঃ ২।০ টাকা মাত্র।

(মাসিক) বেদব্যাস (পত্র)

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক,

সম্পাদিত।

হিন্দু ধর্ম্মের এক মাত্র মাসিক পত্র।

বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ২ টাকা, অসমর্থ ১ টাকা, কিন্তু গীতা ও বেদব্যাস একত্রে লইলে মায় ডাঃ মাঃ

৩ টাকায় দুইই পাইবেন।

ঠিকানা,—৬৬ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

বেদব্যাস কার্য্যাধ্যক্ষ।

দি—কেম্বুইন হোমিওপ্যাথিক ফারমেসি

নং ১৫৫।২ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমস্ত।

অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয়।

উক্ত ঔষধালয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর এই ৩ মাসের জন্ত আমরা সমস্ত ঔষধ অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় করিতেছি।

ঔষধ সমস্ত নূতন ও অকৃত্রিম।

৩ জন বহুদর্শী ও উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ইহার তত্ত্বাবধায়ক।

আমাদের ঔষধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ কি ইউরোপ, কি আমেরিকা কি ভারতবর্ষ, আর কোথাও পাইবেন না।

যেসকল গ্রাহক এই সময়ের মধ্যে অন্ততঃ ৫ টাকার ঔষধ লইয়া নিয়মিত গ্রাহক হইবেন তাঁহাদের ১ম ১০০০ এক সহস্র গ্রাহককে আমরা চিরদিন অর্দ্ধ মূল্যে ঔষধ যোগাইব।

চিকিৎসকেরা এই সময় ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া লউন। এরূপ সুবিধা আর কখন পাইবেন কি না সন্দেহ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি অর্থাৎ পকেটকেস, থারমমিটার প্রভৃতি আমাদের নিকট অতি সুলভ মূল্যে পাইবেন।

আমরা ফ্রান্স হইতে স্যানটুফ্ সিডলিজ নামক একটী আশ্চর্য্য ঔষধ আনাইয়াছি। ইহা দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধতা, বায়ুরোগ, অম্লরোগ, যকৃৎদোষ পেটের সকল রকম পীড়া ও বাতরোগ প্রভৃতি অতি শীঘ্র সারিয়া যায়। ইহা প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে রাখা উচিত। বালক, স্ত্রীলোক, প্রভৃতি সকলের পক্ষে উপযোগী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা গুটিকাকারে অর্দ্ধ পাউণ্ড শিশির মূল্য ২। দুই পয়সার টিকিট পাঠাইলে আমরা ইহার ব্যবহার গুণ ও উপকারিতাদি সম্বন্ধে ৩২ পৃষ্ঠায় একখানি পুস্তক বিনামূল্যে পাঠাইয়া দিব।

নং ১৫৫।২, বহুবাজার, } চাটার্জি, সেনার্জি ও মুখার্জি
ষ্ট্রীট—কলিকাতা। } হোঃ ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা

বৈদ্য জীবন।

প্রাচীন সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ। নামেই ইহার গুণের পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই প্রায় দ্ব্যর্থ বোধিনী। কি গৃহস্থ, কি চিকিৎসক, সকলেরই ইহা জীবন স্বরূপ, এবং কাব্যামোদীদিগের বিশেষ আমন্দের সামগ্রী। আমরা এই গ্রন্থ মূল, টীকা ও বিশদ বঙ্গানুবাদ সহিত প্রতি মাসে ৪০ পৃষ্ঠা করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছি। ছয় মাসে সমাপ্ত হইবে। পূজার পূর্ব্বে ১ টাকায় সমগ্র পুস্তক দেওয়া হইয়াছে। এখন ২ টাকা। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ভাঙ্গামোড়া, ভায়া শ্রীরামপুর হুগলী।

কে.ডি. সরকারের উপদংশ রোগের পারা বর্জ্জিত মহৌষধ।

সিপাহি বিদ্রোহের অবসান সময় নেপালের জঙ্গলে এক মুসলমান ফকীরের নিকট প্রাপ্ত। বিগত ২৬বৎসর ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও যশের প্রচারের সহিত ইহার গ্রাহক এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছে যে বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম। ইহাতে কোন প্রকারের পারা নাই, ইহা অল্পকালমাত্র সেবনেই সহস্র সহস্র লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চির আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র ইহার লেপনেই রোগমুক্ত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারা শিশু সন্তান ও পৈত্রক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহা রোগের সর্ব্বাবস্থায় আশু ফলপ্রদ; এমন কি পারাঘটিত ঔষধ সেবনজনিত দূষিত রক্ত ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্ষত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের এরূপ পারা বর্জ্জিত অব্যর্থ মহৌষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন ভদ্রলোক ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রদত্ত প্রশংসাপত্র এবং ঔষধ সেবনের নিয়মাদি ঔষধের শিশির সহিত থাকিবে. আমাকেই লিখিলেই উক্ত প্রশংসাপত্রাদি বিনামূল্যে পাইবেন। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২।০ প্যাকিং।০

শ্রীকালী দাস সরকার

গবর্ণমেণ্ট পেনসনর— লক্ষ্ণৌ।

—❀❀—

সকলেরই ব্যবহার্য্য

কেশ-বিনাশক চূর্ণ।

শরীরের যে স্থানে যাবের লোম উঠাইবার ইচ্ছা করিবেন, এই চূর্ণ একবার মাত্র লাগাইলে তিন মিনিটের মধ্যে উত্তমরূপে লোম বিনাশ হইবে।

মূল্য—প্রতি কৌটা ।০, প্যাকিং ৵০ আনা
" " ডজন ৩ " ।০ "

এই চূর্ণ খোস কিম্বা কোন প্রকার ক্ষত স্থানে লাগান নিষেধ।

বি, এম, কার,

২৯ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—❀❀—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল

এম, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেটকেস, থারমমিটার ৩৩ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ২২ শিশি কর্ক চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মাণ ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাকমাশুল সহ ১৷২০ এক টাকা আধ আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১ড্রামের মূল্য ।০ এবং বহুমূত্র পীড়ার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্র সহ মূল্য ১।০ দেড় টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পুরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১ আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডার কপর সহিত ভালুপেয়েবল পার্শ্বেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—❀❀—

ভারত শিল্প সমিতি।

আমাদের কারখানায় সকল প্রকার শীল মোহর, চাপরাস, মনগ্রাম, নামের কার্ড, উড এনগ্রেভিং, অঙ্গুরী ও ঘড়ীর উপর নাম খোদাই ও সকল প্রকার রবারষ্টাম্প অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সকল রকম ছাপার কার্য্যও অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, যাঁহার যেমন কার্য্য হউক না কেন আমাদের দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে। (১০ আনার) ষ্টাম্প পাঠাইলে নিয়মাবলী সহ প্রশংসা পত্রযুক্ত তালিকা পাঠান যায়।

পুস্তক বিভাগ

এখানে সকল প্রকার স্কুলপাঠ্য পুস্তক ও নাটক নভেল, বাঙ্গালা ইংরাজী জীবনচরিত, জনধর্ম্মশাস্ত্র, ম্যাপ, এটলাস যাঁহার যাহা দরকার সমুদয় পাইবেন। ১০ অৰ্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে ক্যাটেলাগ পাঠান যায়।

জে, কে, শর্ম্মা এণ্ড কোং।
৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র।

বিলাপ.

(দ্বিজবর ৺ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্বর্গ প্রাপ্তি উপলক্ষে লিখিত।)

ভারত ভাগ্যেতে আজ দুঃখের রজনী
আসিয়া উদয় হল, হায়। হায়।
ভারত রতন আজ ত্যজিয়া অবনী
যাইলেন স্বর্গধামে কাঁদায়ে সবায়।

(২)

হায় রে করাল, অন্ধকার করি
ভারতের চন্দ্র আজ লইলি হরিয়া
হৃদয় জ্বলিছে সদা, কি করি, কি করি,
যায় প্রাণ, হায়! হায়! যায় বাহিরিয়া

(৩)

হায় কাল! কি বিশাল রসনা তোমার,
লইলে দরিদ্র ধন হরণ করিয়া
পাষাণে গঠিত কাল হৃদয় তোমার
পরিচয় দাও তুমি খালি কাঁদাইয়া।

(৪)

ভিখারী কাঙ্গালী তাঁর আগ্রহের ধন
কেন রে নিষ্ঠুর কাল কাড়িলি এখন!
কমলের পরিচয় দিলে কি এখন
দলিত করেরে পুনঃ দুই পদে দলি।

(৫)

হইনু অনাথ আজি আমরা সকলে
ভাবাইনু আজি মোরা কাঙ্গালির দল
কিবা পাপ করেছিনু কোন পাপ ফলে
এমন রতন আজি হারানু সবায়।

(৬)

হায়। হায়। সর্ব্বনাশ হইল রে আজ
দুঃখেতে অস্থির হায়। হয়েছে পরাণ।
হায় রে নিষ্ঠুর বিধি করিলা একাজ
কি ফল হইল তব বল হে পাষাণ।

(৭)

হায়। আজ হারানু ভারত রতন
বড়ই অভাগা মোরা তাই এ ধনে
প্রাণ ভরি দরশন করিতে কখন
পাইব না পুনঃ হায় মোদের জীবনে।

(৮)

দয়াময়।
কেন হে নির্দ্দয় হল হইলে এমন
কেন হেন বজ্রাঘাত হইল গো শিরে,
সদয় হইয়া বিধি দিছিলে যে ধন
নির্দ্দয় হইয়া পুনঃ নিলে কেন ফিরে।

(৯)

সব গেল-সব গেল-হল অন্ধকার
ভারত হইল আজ অন্ধকার ময়।
এ আঁধার কখন কি ঘুচিবেনা আর
পাবনা কি পুনঃ মোরা সেই মহাশয়।

(১০)

হে মহান।
আর থাকি পাব তোমা করিতে দর্শন
পাবনা কি আর মোরা হৃদয় জুড়াতে
নিষ্ঠুর হইয়া কেন ত্যজি কি কারণ
আরম্ভিলা আমা সবা শোকেতে পোড়াতে

(১১)

এস বঙ্গবাসীগণ। সবে প্রাণ ভরি
কাঁদিয়া ভিজাই তাঁর স্বর্গীয় চরণ
কাল চোরে যে রতন করিয়াছে চুরি
পুনঃ পাইব না হায় তাঁহারে কখন।

(১২)

দেব।
তোমার বিমল কীর্ত্তি সজীব করিয়া
রাখিব তোমারে দেব। জগৎ ভিতরে
কিন্তু কি পাবনা শান্তি সে পদ হেরিয়া
যে পদ হরেছে কাল নিষ্ঠুর অন্তরে।

(১৩)

যার অতুল কীরিতি হায় করিবে প্রকাশ,
যুগ যুগান্তর ধরি এই পৃথ্বীতে
জগত বিখ্যাত আহা এ সোমপ্রকাশ,
পাব না কি পুনঃ তাঁরে নয়নে হেরিতে

(১৪)

দয়াময়।
জগেতে বঞ্চিত করি আমা সবাকারে,
স্বরগে লইয়া গেলে যে মহাত্মারে
জগতে রাখিও প্রভু শুভ্র আত্মা তাঁর
কৃপা করি স্থান দিও তাঁরে ও চরণে।

শ্রীমহিমচন্দ্র মিত্র।

—●●—

বিষাদ প্রতিমা।

কে তুমি দাঁড়ায়ে বিষাদ প্রতিমা,
কেন গো মলিন ওমুখ চন্দ্রিমা?
কেন একাকিনী বিষাদ অন্তরে,
বুক ভাসাইছ অবিরল ধারে?
বসন মলিন আলু থালু কেশ,
বদন মণ্ডলে নাহি সুখ লেশ,
যথা সন্ন্যাসিনী ভস্মমাখা গায়,
খড়ি উড়িতেছে ও সুচারু কায়,
নাহিক উল্লাস, নাহি শান্তি মনে,
পাগলিনী প্রায় আশাহীন প্রাণে,
অনন্য অন্তরে যথা অনাথিনী
পদ নখে বালা খুঁড়িছ ধরণী।
জানি জানি জানি নহ কাঙ্গালিনী
আছে যে তোমার জনক জননী,
আছে সহোদর আছে সহোদরা
প্রাণের সহিত ভালবাসে তারা।
তবে কেন তুমি সদা বিষাদিনী?
তবে কেন কাঁদ দিবস যামিনী?
আছেত তোমার বসন ভূষণ
আছেত তোমার স্বরূপ যৌবন?
তবে কেন তুমি সদা উদাসিনী?
তবে কেন ফের যথা উন্মাদিনী?
কি তব ভাবনা কি তব যাতনা?
বলনা ললনা, কি তব কামনা?
কার তরে তব সদা আঁখি ঝরে?
কার তরে তুমি আছ প্রাণে মরে?
আছ ত আদরে আদরিণী হয়ে
জনক জননী সহোদর লয়ে।

তাঁরাও তোমায় স্নেহ মাখা হয়ে
তোষেন সতত আনন্দ অন্তরে।
তবে কেন তুমি ওগো অভাগিনী?
বিরলে কাঁদিয়া ভাসাও ধরণী?
কি কীট পশিল মরম প্রসূনে?
কে দংশিল তব কোমল পরাণে?
কার তরে সদা পোড়ে তব হিয়া?
কারে তুমি ভাব নয়ন মুদিয়া?

আহা!

বুঝেছি তোমার হৃদয়ের জ্বালা।
তুমি যে বঙ্গের পতিহীন বালা,
তাই সদা তব অশ্রুধারা বহে,
তাই তব তুমি বিষাদের নীরব।
কেমনা কেমনা দুঃখিনী ভগিনী
তব সম হেরি কত অভাগিনী
প্রতি ঘরে ঘরে গুমুরে গুমুরে
কাঁদে নিরবধি ব্যথিত অন্তরে।
কত বঙ্গ নারী সংখ্যা নাই তার
বিরলে ফেলিছে নয়ন আসার
মরমে দহিছে দীরঘ নিশ্বাসে
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে রিপু দল ত্রাসে।
অভাবেরি ডাকে রিপুর তাড়নে
কত অভাগিনী পাপ প্রলোভনে
পড়িছে অতল নরকের কূপে
নিরব চরণে প্রাণ দিছে সঁপে।
তাই সে কারণে আপন বাতনা
কত নারী পায় কে করে গণনা?
তাই বলি বোন্ থাক্ সাবধানে
ভুলনা ভুলনা পাপ প্রলোভনে।
শুননা শুননা অরির ডাক্
সোনার জীবন কোরোনাকো খাক্।
পেয়েছ যদ্যপি মানবী জীবন
অকাতরে কর পুণ্য উপার্জ্জন
চিরকাল যাহা থাকিবে সঙ্গেতে
আদর্শ সতীত্ব দেখিতে জগতে।

হরিনাভি

বিনীত
শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

—●●—

বিষম যুয়াচুরি।

গত ২৮ এ অগ্রহায়ণের সঞ্জীবনীর ক্রোড়পত্র বলিয়া এবং তৎপূর্ব্বে অনেকগুলি সংবাদ-পত্রে "ইন্দ্রজাল কল্পতরু" নামীয় কোন পুস্তকের বিজ্ঞাপন বাহির হয়। কোন তীর্থস্বামী ব্রহ্মচারী ইহার প্রণেতা। ১৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটের ফকিরচন্দ্র সরকার ইহার প্রকাশক বলিয়া বিজ্ঞাপনে প্রকাশ থাকে। এই বিজ্ঞাপনে ভুলিয়া বিস্তর ভদ্র ব্যক্তি ফকির সরকারের নামে টাকা পাঠান; কিন্তু পুস্তক পান না। পুস্তক না পাওয়া হেতু অনেকেই ফকিরের নামে অভিযোগ করিয়া সঞ্জীবনী আফিসে ও অনুসন্ধান সমিতিতে পত্র লিখেন। তদনুযায়ী এবং সঞ্জীবনী সম্পাদকের পরামর্শ ক্রমে আমরা অনুসন্ধানে দেখি, ফকিরচন্দ্র সরকারের বিজ্ঞাপনে যে ঠিকানা লেখা ছিল, সেটি একটি খোলার ঘর সেখানে মুদীর দোকান। প্রথম দিন মুদির নিকট ফকির সরকারের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, 'ফকির সরকার নামে এক ব্যক্তি বাসায় থাকিত বটে, কিন্তু এখন আর এখানে নাই। কোন্ বাসায় গিয়াছে জানি না। মুদীর নিকট এইরূপ উত্তর পাইয়া আমরা পার্শ্ববর্ত্তী অন্য একটি দোকানেও সন্ধান লইলাম এবং বাবু হরিমোহনের চিড়িয়া খানার দক্ষিণ পশ্চিম কোণ সংলগ্ন সুকিয়া ষ্ট্রীটের খোলার ঘরে তাৎকালিক বাসার সন্ধান পাইয়া সেখানে যাইলাম। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেখানেও তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল না। সে খোলার ঘরবাসী দোকানদারগণ বলিল "এই বাসায় ফকির থাকিত বটে, কিন্তু এখন দেশে গিয়াছে। তাহার দেশ কোথায় জানি না"।

ইহার পর আর একদিন কার্য্যগতিকে ফকিরের প্রথম ঠিকানায় যাইতে হইল। সে দিন সে মুদীর দোকানে আর একটি নূতন লোক থাকায় তাহাকে ফকিরের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম। সে প্রথমে আমতা আমতা করিতে লাগিল। কিন্তু তার পর তত্রস্থ আর একটি ভদ্র ব্যক্তির সঙ্কেতে বলিল, "ফকির সরকার এখনও দেশে আছে। সেখানে অন্য নামে "ধর্ম্ম প্রচার" না কি এক খানা নূতন বই প্রকাশ করছে।

ইতিপূর্ব্বে, ৩বা এপ্রেলের ও তৎপূর্ব্বে বঙ্গবাসীতে শিংটি শিবপুর হইতে শশীভূষণ দত্ত ধর্ম্ম প্রচারের গ্রাহকগণকে "ওয়াচ ঘড়ি" প্রভৃতি বিতরণের লোভ দেখাইয়া অনেক টাকা ফাঁকি দেয়; একথা আমরা ৩১ এ আগষ্ট তারিখের দৈনিক ও তৎপরে সোমপ্রকাশে প্রকাশিত বাবু সদানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রে অবগত ছিলাম। সুতরাং মুদীর এই কথা শুনিয়া ফকির সরকার সম্বন্ধে আমাদের আরও সন্দেহ জন্মিল। তার পর ধর্ম্ম প্রচারের প্রকাশকের নামেও দেখিলাম ফকিরচন্দ্র সরকার। সুতরাং আমাদের প্রতীতি জন্মিল ফকির বহুরূপী।

শশী দত্তের নিকট ঠকিয়া সদানন্দ বাবু তাহার নামে নালিস করিতে প্রবৃত্ত হন, সুতরাং অনুসন্ধান সমিতির গুরুত্ব বুঝিয়া আমরাও তাহাতে যোগ দিলাম এবং শশী বা ফকিরের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু সদানন্দ বাবু বা আমরা এতাবৎ তাহাদের কোথাও সন্ধান পাইতেছি না। যদি কেহ তাহাদের গুপ্ত সন্ধান দিয়া আমাদের এই কার্য্যের সহায় হন, তবে বড়ই উপকৃত হই।

আজ কাল এইরূপ প্রবঞ্চক বিজ্ঞাপন দাতাগণের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহাদের পরিচয় আমরা ক্রমশঃ দিতে চেষ্টা পাইব। ফলতঃ বিজ্ঞাপন দেখিয়াই টাকা পাঠাইবার পূর্ব্বে অপরিচিত স্থলে, অন্ততঃ উত্তরের জন্য একখানি ষ্ট্যাম্প পাঠাইয়া ও অনুসন্ধান সমিতির নিকট তাহার বিশেষ বিবরণ জানা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি, ১৪ই ও ২২শে কার্ত্তিকের বঙ্গবাসীতে "মিকিমুলো বো মণ্ডপাধিক ঔষধ শীর্ষক একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। অথচ অনুসন্ধানে ১১৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে "মিত্র এবং কোম্পানি" নামীয় কোন ফারম দেখা না। সুতরাং সাধারণে যেন বিবেচনা করিয়া টাকা পাঠান।

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
২০।১১।৮৬

বশম্বদ
শ্রীকালিদাস লাহিড়ী
অনুসন্ধান সমিতির
ধনাধ্যক্ষ।

—●●—

সত্যানের জাগতে নাস্তাং

অক্ষের সম্পাদক মহাশয়!

উপরিউক্ত ঋষি বাক্য কখন মিথ্যা হয় না। আজ অনন্ত লালের প্রায়শ্চিত্তান্দোলনে উক্ত বাক্যের যথার্থতা হিন্দু সমাজ প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিলেন। স্বর্গীয় গুরুদেব সোমপ্রকাশের ভূতপূর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত প্রবর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গম্ভীর উপদেশ হিন্দু সমাজ শ্রবণ করেন। কলিকাতা বৈদ্য সমাজ সংশোধিনী সভা উপস্থিত আন্দোলন সম্বন্ধে যেরূপে মীমাংসা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে কলিকাতা ও অপরাপর স্থানের বৈদ্য মণ্ডলী দুঃখিত হইয়া একটী প্রকৃত প্রতিনিধি সভা স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সভার সম্পাদক প্রেসিডেন্সি কলেজের অঙ্ক শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী গুপ্ত "প্রতিতোদ্ধার" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া-

প্রত্যাবর্ত্তন কালে নগরের পূর্ব্বদিকে আফগান জেনারল এবং প্রধান কমাণ্ডার তাঁহাদিগকে আফগান সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত সৈন্য নিবাসে লইয়া যান। সেখানে ৩২টী কামান সুসজ্জিত। ২৮০০ পদাতিক এবং ৮০০ অশ্বারোহী সৈন্য সসম্মানে তাহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। পার্ব্বতীয় কামান এবং কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য দেখিয়া কমিসনের বোধ হইয়াছিল ইহারা কর্ম্মক্ষেত্রে বিলক্ষণ সমরপটু। আমীর বড়লাটের নিমিত্ত কাবুলের অস্ত্রাগারে নির্ম্মিত কতকগুলা বন্দুক তরবারি ও গুলিগোলা উপঢৌকন দেন। সন্ধ্যার সময় সারওয়েষ্ট রিজওয়ে আমীরের প্রতিনিধি কাজী সাহাবুদ্দিন খাঁর বিদায় লইবার জন্য দরবার করেন। কাজী সাহাবুদ্দিন গত ২ বৎসর ধরিয়া বরাবর কমিসনের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। দরবারে সম্ভ্রান্ত ভাবে বিদায় গ্রহণ করা হইলে কমিসন কাবুল পরিত্যাগ করিয়া ভারতাভিমুখে বহির্গত হইলেন। কিয়দ্দিনের পর একণে তাঁহারা পঞ্জনদ পার হইয়া লাহোরে উপনীত হইয়াছেন। বড় লাট ও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ মানসে লাহোরে গমন করিয়াছেন।

—**—

ব্রহ্মের জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র নিংগন পণ্ডিচারী হইতে লিখিয়াছেন।—"ইংলণ্ডের মহাসভায় ব্রহ্মযুদ্ধ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠে তাহাতে কোনকোন সভ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ব্রহ্ম রাজ্য জয় করিয়া কোন দেশীয় রাজার হস্তে দেওয়া হইল না কেন। ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারি এই বলিয়া প্রশ্নের উত্তর দেন যে লর্ড ডফরিণ একজন দেশীয় রাজাকে ব্রহ্ম সিংহাসন প্রদান করিবার মানসে মান্দালে গমন করেন। রাজবংশের যদিও ৭০।৮০ জন সিংহাসন প্রার্থী হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও রাজ্য শাসনে ক্ষমতাবান বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্যই ব্রহ্ম সংযোগের প্রয়োজন হয়। ব্রহ্মদেশ একণে মহারাণীর রাজ্যভুক্ত হইয়াছে, ইংরাজ এখন তাঁহার শাসন কার্য্য নিজেই সম্পন্ন করুন অথবা যাহাই করুন সে পক্ষে আমার বিরক্ত হইবার কোন কারণ নাই কিন্তু আমাকে জারজ সন্তান, এবং সিংহাসনে বসিবার অযোগ্য পাত্রের মধ্যে গণ্য করায় আমার পক্ষে বিশেষ ক্ষতি জনক হইয়াছে। ইহাতে আমার মর্য্যাদার হানী হইয়াছে আমার প্রতি প্রকৃত পক্ষে অবিচার করা হইয়াছে। আমি যে পুস্তকখানি পাঠাইতেছি তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে আমি জারজ নহি। রাজার যথানীতি বিবাহিতা রাজমহিষীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ সন্তান। ইংরাজ আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন আমি এরূপ কোন কার্য্য করি নাই। তবে আমি যে ফরাসীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি তাহা কেবল ইংরাজের হস্তে বন্দী অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে পণ্ডিচারীতে থাকিয়াও আমি সময়ে সময়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টে পত্রাদি লিখিয়াছি। ইংরাজের বন্ধুভাব ব্যতীত আমার আর কোন ভাব নাই।"

—**—

ইংরাজ ব্রহ্মের উপর যে অবিচার করিয়াছেন তাহা সভ্য জগতে সভ্য রাজার হস্তে সম্ভবে না। আমরা বার বার বলিয়া আসিতেছি ব্রহ্ম স্বাধীন রাজ্য। ব্রহ্মরাজের কার্য্যাকার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকারই ইংরাজের ছিল না। বরং কাবুলের আমীর যদি কোন স্বতন্ত্র রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন ইংরাজ তাহাতে কথা কহিতে পারেন। আমীরের সহিত ইংরাজের যে সম্পর্ক ব্রহ্মের সহিত তাঁহার সে সম্পর্ক নাই। গত ব্রহ্ম যুদ্ধের পর ইংরাজের যে সন্ধি হয় তাহাতে এমন কোন কথা ছিলনা যে ব্রহ্ম অন্য কোন রাজার সহিত আত্মীয়তা করিতে পারিবেন না। আত্মীয়তা করিতে হয় কেবল ইংরাজের সহিত আত্মীয়তা করিতে পারিবেন। তার পর ব্রহ্ম সংযোগের ঘৃণিত ব্যাপার। ৭০।৮০ জন রাজবংশীয় লোকের একজনও সিংহাসন পাইবার উপযুক্ত পাত্র নহেন, ইহা কি সম্ভব। তার পর থিব রাজার সম্বন্ধে যে ভয়ানক অপবাদ কথন হইয়াছে তাহা কি শিক্ষিত রাজার শোভাপায়? ব্রহ্ম ব্যাপারে ইংরাজের কাণ্ড দেখিয়া আমরা নিতান্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি। লর্ড ডফরিণ যাহাই বলুন ইংরাজের রাজ্য পিপাসা নিশ্চয়ই যে এই অনর্থের কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইংরাজ এই বিকার পিপাসায় আকণ্ঠ পুরিয়া বিষপান করিয়াছেন, বিষের জ্বালায় ছটফট করিয়া এখন ব্রহ্মের চতুর্দ্দিকে দৌড়িয়া বেড়াইতেছেন। কেবল অত্যাচার, অগ্নিকাণ্ড, দস্যুবৃত্তি রোগ, আর শোক, অপমান কোথাও আর অবধি নাই। পাপের ফল এইরূপেই হাতে হাতে ফলে। দেখিল ইংরাজ। ভগবান বিরূপ হইলে কোন রাজার নিস্তার নাই। বিধির নির্ব্বন্ধে কাহারেও পরিত্রাণ নাই। এখনও ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া আত্ম রক্ষা কর।

—**—

৺ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী।

জগদ্ধাত্রী জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিজয়ার দিবস সর্ব্বাধিকারী প্রসন্নকুমারকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি। এক একটী করিয়া বঙ্গভূমির উজ্জ্বল রত্ন নিবিয়া যাইতেছে। এক একটী করিয়া বঙ্গমাতার পঞ্জরের অস্থি খসিয়া যাইতেছে। জননীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমরা দুর্ব্বল সন্তান কেবল নয়নের জলে ভাসিবার জন্য পড়িয়া রহিয়াছি। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী কে ছিলেন পাঠককে তাহা বলিতে হইবেনা শিক্ষক সমাজে, পণ্ডিত সমাজে, ছাত্র সমাজে ছাত্রগণের অভিভাবক সমাজে এমন কেহ নাই যিনি প্রসন্নকুমারের প্রসন্নমূর্ত্তি বিস্মৃত হইতে পারিবেন।

প্রসন্নকুমার কিয়দ্দিন সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপালের কার্য্য করেন। তার পর তাঁহার হস্তে বহরমপুর কালেজের কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। এই উভয় স্থানেই তিনি বিলক্ষণ পারদর্শিতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপকতা কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকট তিনি দেবতার সমান আরাধ্য হইয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার যেমন বিদ্বান তেমনি জ্ঞানী। বিদ্যা এবং জ্ঞানের সহিত বিনয়ভূষণে ভূষিত হইয়া তিনি সর্ব্বত্রই সমাদর পাইয়াছেন। প্রসন্নের মুখ কেহ কখনও অপ্রসন্ন দেখে নাই। সে প্রসন্ন বদনে কেহ কখনও রূঢ় কথা শ্রবণ করেন নাই। শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, ধনী কি নির্ধনী, সকলের সহিত সর্ব্বদাই তিনি অমায়িক ভাবে ব্যবহার করিতেন। কেহ কখনও তাঁহার অহঙ্কৃত মূর্ত্তি সন্দর্শন করেন নাই। তিনি আবার গরীবের "মা বাপ" দয়ার অবতার। অর্থ দান করিয়া উপাধি ক্রয় করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। অথচ তিনি গোপনে গোপনে দরিদ্রের জন্য যে দয়ার প্রস্রবন খুলিয়া দিতেন তাহাতে দরিদ্র ছাত্রসম্প্রদায় চিরদিনের জন্য কৃতার্থ হইয়া যাইত।

ছাত্র জীবনে যদি কাহারও অনুকরণ করিতে হয় প্রসন্নকুমারই তাঁহার যথার্থ আদর্শ। পঠদ্দশায় তাঁহার অধ্যবসায় ও উৎসাহ গুণে তিনি সহপাঠিগণের শীর্ষস্থানীয় হইয়া ছিলেন। সকল পরীক্ষাতেই তিনি যেরূপ প্রশংসার সহিত

কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এ পর্য্যন্ত আর কোন ছাত্রকেই সেরূপ খ্যাতি লাভ করিতে দেখা গেল না। সেই অধ্যাপনার গুণে তিনি ইংরাজি এবং সংস্কৃত অধ্যাপক সমাজে শীঘ্রই পরিচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি নিজে যেমন শিক্ষিত ছিলেন দেশের ভিতর সুশিক্ষার জ্যোতি প্রকাশ করিতে সেইরূপ তাঁহার আন্তরিকী যত্ন ছিল। তিনি যখন সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন তখন স্বীয় নিবাস স্থান খানাকুল-কৃষ্ণনগরে সংস্কৃত কলেজের আদর্শ লইয়া একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের সমুদায় ব্যয় তিনি স্বয়ং বহন করিতেন ও ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেন। বিদ্যালয়ের যেসকল দরিদ্র বালক উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ শিক্ষার অভিলাষী হইতেন, প্রসন্নকুমার তাঁহাদিগকে কলিকাতায় আনিয়া নিজ ব্যয়ে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করাইতেন। এইরূপে কত বালক যে তাঁহার কৃপায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া সুখী হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রসন্নকুমার ইংরাজিতে যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রেও তেমনি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত পুস্তক ও সংস্কৃত শাস্ত্রকে তিনি আশ্চর্য্যরূপ ভাল বাসিতেন। সংস্কৃত কলেজে যেসকল ধূলি ধূসরিত তুলটের পুথি ছিল সেগুলি তাঁহার যত্নে পরিষ্কৃত হইয়া আলমরার উপর উঠিয়াছিল। তিনি অধ্যাপনা কার্য্যে অবসর পাইলেই পুস্তকালয়ের গৃহে ঐ পুথির রাশির ভিতর কীটের ন্যায় পড়িয়া থাকিতেন। তখন প্রেসিডেন্সি কালেজ হিন্দু কালেজের একাংশের গৃহগুলি অধিকার করিয়াছিল। হিন্দুকালেজ গৃহে একটী ইংরাজি পুস্তকালয় স্থাপিত করিবার কল্পনা করিয়া মিঃ সটক্লিফ একবার সংস্কৃত লাইব্রেরীর গৃহ খালি করিয়া লইতে বলেন। প্রসন্নকুমার ইহাতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু সটক্লিফের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ছোট লাট বাহাদুর সটক্লিফের পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রসন্নকুমারের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন। প্রসন্নকুমার দেখিলেন তাঁহার আদরের সংস্কৃত পুথি গুলি আবার ধুলায় পড়িয়া পড়িয়া কীটের উদরস্থ হয়। তিনি ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় পদত্যাগ করিয়া বসেন। ছোট লাট তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। তিনি তাঁহার আদরের পুথি গুলি বিনষ্ট করিতে দিয়া কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহার পদে দুইজন লোক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই ছাত্রগণের প্রীতিভাজন হইতে পারিলেন না। সকলেই তাঁহার সংস্কৃত শাস্ত্রানুরাগ এই অলৌকিক বীরত্ব দেখিয়া তাঁহারই জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল। অগত্যা শেষে ছোট লাটকে প্রসন্নকুমারের শরণাপন্ন হইতে হইল। প্রসন্নকুমার অগ্রে তাঁহার সংস্কৃত পুথি গুলির নিমিত্ত উপরে একটী ঘর করিবার জন্য অনুমতি দেন তৎপরে স্বীয় কার্য্যে প্রত্যাগমন করিতে স্বীকৃত হন। আজ কাল ছাত্র কি অধ্যাপক সমাজে এবীরত্ব কাহার আছে?

প্রসন্নকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিলেও সেই দরিদ্র উপার্জ্জনের অধিকাংশই দানে ব্যয়িত হইত। পরিবারবর্গের প্রতি তাঁহার স্নেহ মমতা অতুলনীয় ছিল তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর হইতে ভাই ভগ্নি গুলির প্রতি তিনি জননীর ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহার পরিবার বর্গের মধ্যে কেহ কখনও তাঁহার উপর বিরক্ত হইবার কারণ পান নাই।

বঙ্গভাষায় প্রথম গণিত শিক্ষায় প্রবর্ত্তক প্রসন্ন কুমার। তৎপ্রণীত পাটীগণিত বঙ্গবিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উপায়। গণিতের ইংরাজি বাক্য গুলিকে প্রসন্নকুমার যে সরল বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন আধুনিক গণিতকারগণ সেই ভাষাই অবলম্বন করিয়া পুস্তক প্রণয়ন করিয়া থাকেন। প্রসন্নকুমার গণিত বিদ্যায় যেমন পারদর্শী ইতিহাস, দর্শন কাব্য এবং সাহিত্যেও তাঁহার তেমনি পাণ্ডিত্য ছিল। সকল প্রকার বিদ্যার উপর তিনি আবার সকল গুণের আধার ছিলেন তাই "সর্ব্বাধিকারী" নাম তাঁহাকেই যাথার্থ লাভ করিয়াছিল। শিক্ষা বিভাগে অতি অল্প লোকেই তাঁহার সমান সমাদর পাইয়াছেন। ৫০ বৎসরের নিয়মে বাধ্য হইলে তাঁহাকে অনেক দিন পেনসন লইতে হইত। গবর্ণমেণ্ট স্বল্পকাল ধরিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত স্থান পূরণ করিবার উপযুক্ত পাত্র পান নাই বলিয়া তাঁহাকে ৫০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল শিক্ষা বিভাগে রাখিয়াছিলেন। অল্প দিন হইল সর্ব্বাধিকারী পেনসন লইয়া বাটীতে বসিয়া থাকেন। সেই সময়ে কেবল দান ও পরোপকার কার্য্যেই তাঁহার দিন কাটিয়া যাইত। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীকে হারাইয়া শিক্ষা বিভাগ বাস্তবিকই অদ্ভুত প্রকারে ক্ষতি গ্রস্ত হইলেন। এক্ষণে কোন প্রকারে শিক্ষা বিভাগে তাঁহার স্মরণ চিহ্ন রক্ষা হয় ছাত্র ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের সেপক্ষে চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

—০০—

পবলিক সর্ভিস কমিশন।

যাহা একবার সিভিল সর্ভিস কমিসন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল এখন তাহা পবলিক সর্ভিস কমিসন বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িল। লর্ড কিম্বার্লি যখন ভারতবর্ষের ষ্টেটস সেক্রেটারি নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি নিজেই প্রকাশ করেন সিভিল সর্ভিসের অবসীমা প্রথম পরিষ্কার করিবার জন্যই এই কমিশন সৃষ্টি। এখন দেখা যাইতেছে সরকারী কর্ম্মের সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। লর্ড লিটন চিহ্নিত সিভিল সার্ভিস অঙ্গচ্ছেদ করিয়া আমাদের যে ছেলে ভুলান খেলনা দিয়াছিলেন লর্ড ডফরিণ তাহাই চকচিকা বৃদ্ধি করিয়া ভারতবাসীকে ভুলাইতে আসেন। যখন দেখিলেন দেশের বিশেষজ্ঞ বুঝিয়াছে তখনই খেলনাটীকে কার্য্যোপযোগী করিবার ছল করিয়া তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন সিভিল সার্ভিস কমিসন পবলিক সার্ভিস কমিসন হইয়া পড়িল। এ কমিশনে আমাদের কি উপকার হইবে সাধারণে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সম্প্রতি বিশ্বাস যে গভর্ণমেণ্টকে কমিসন রোগেই ধরিয়াছে। বর্ত্তমান কমিটী সেই রোগের ফল।

শিক্ষিত সম্প্রদায় এই রোগের চিকিৎসা জন্য অনেক চিন্তা করিতেছেন। [illegible] সিভিল সর্ভিসে ভারতবাসীর পথরোধ। লর্ড লিটন বলিয়া দিয়াছেন। মহারাণীর ঘোষণা পত্র এবং মহাসভার উদার আইনে ভারতবর্ষে যে অনর্থের বীজ রোপিত হইয়াছে কৌশলে তাহার অঙ্কুর কর্ত্তন করিতে হইবে। বীজ বিনষ্ট হইবে না অথচ অঙ্কুরিত হইতেও পারিবে না। ভারতবাসীকে বঞ্চনা করা হইবে না অথচ তাহাদিগকে অনুচিত বৃদ্ধি লাভ করিতেও দেওয়া হইবে না সাপ মরিবে লাঠি ভাঙ্গিবে না। এইরূপ কৌশল জাল বিস্তার করিয়া ভারত শাসন করিতে লর্ড লিটন উপদেশ দিয়াছেন। সেই উপদেশে উপদিষ্ট হইয়া লর্ড ডফারিণ সিভিল

সার্ভিস কমিসনের কাল বিস্তার করিবা হন। লর্ড ডফরিণ লর্ড লিটনের প্রণালী বজায় দিয়া হবু মত সভার ব্যবস্থা বঙ্গবাসীর ধারণা পত্রের সম্মান করিতে গেলে ভারতবাসীকে উচ্চ পদে বঞ্চিত করা যায় না। লর্ড ডফরিণ এমন কথা বলিয়া বরং পণ্ডন বরং ভারতবাসীকে অনেক আশা ভরসা দিয়া অনেক প্রকারে প্রবোধ দিয়া দেখাইয়া কাহি সিদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করেন দুঃখের মধ্যে এ যে চক্ষু মেলিয়া ভারতবাসী তাঁহার দূর কল্পনার উদ্দেশ সকল বুঝিয়া থাকে না। পবলিক সার্ভিস কমিসনের দূরসংস্থিত উদ্দেশ্য সাধনের কল্পনা বুঝিয়াই বলিতেছেন এমন উপকার না করিলেই আমাদের যথেষ্ট লাভ।

কিন্তু আমাদের অরণ্যে রোদন কর্ণপাত করিবে কে? কমিসন "নাছোড়বান্দা।" লর্ড ডফরিণ বলিতেছেন "আমি তোমাদের উপকার করিব।" সাধ্য কি যে তোমরা সে উপকারের হাত এড়া যাও। ভাল উপকার যেন স্বীকার করিলাম। পবলিক সার্ভিস কমিসন প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু কমিসনের প্রতিনিধি সভ্য নির্ব্বাচনের কিরূপ ব্যবস্থা হইল। কমিসনের জন্য ৯ জন ইউরোপীয় এবং ইউরেশীয়, আর ৬ জন দেশীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইউরোপীয় কমিসনরের মধ্যে একজন মাত্র নন অফিসিয়াল। ইউরোপীয় সভ্যগণ সকলেই সিভিল সার্ভাণ্ট দেশীয় সিভিল সার্ভণ্টদিগের এক জনকেও সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই। যেখানে দেশী বিদেশীদিগের মধ্যে সিভিল সার্ভিসের প্রবেশাধিকার লইয়া মতান্তর, সেখানে যে কোন বিচারে দেশীয় সিভিল সার্ভেণ্টদিগের মধ্যে এক জন কেও গ্রহণ করা হইল না তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তারপর বঙ্গদেশের ভাগে, কেবল রমেশচন্দ্র মিত্র সভ্য হইতে পাইলেন। বঙ্গদেশ উন্নতি এবং লোক সংখ্যায় ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থানীয় অথচ এখানে একজনের অধিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইল না। বঙ্গদেশের ভাগে যাহা ঘটিয়াছে পঞ্জাবের অদৃষ্টে তাহাও ঘটে নাই। সেখানে স্বয়ং কমিসনর এচিসন ভিন্ন আর কেহই সভ্য পদে অধিরূঢ় হইতে পারেন নাই। মান্দ্রাজ ও বঙ্গদেশের ন্যায় দুর্ভাগা। সেখানেও একজনের অধিক নির্ব্বাচন হয় নাই। কেবল বোম্বাইয়ের ভাগ্যই সুপ্রসন্ন হইয়াছে। সেখানে দুইজন দেশীয় লোকে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমরা বোম্বায়ের উপর ঈর্ষা করি নাই। বোম্বায়ের নির্ব্বাচিত দুইজন প্রতিনিধিই উপযুক্ত শিক্ষিত এবং সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র। এই দুই জনের উপর যদি বাঙ্গালাই বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করা হইত তাহা হইলে আমরা আরও সন্তুষ্ট হইতাম। কিন্তু যে কারণে বোম্বাই দুই জন সভ্য পাইলেন সে কারণে বঙ্গদেশ আর এক জন সভ্য প্রাপ্ত হন না কেন। যদি বিচার করিয়া কার্য্য করা হয় বঙ্গদেশে বোম্বায়ের অপেক্ষা দুইজন অধিক সভ্য নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য।

এদেশীয় লোকের সংখ্যা যে নূন হইবে আর বঙ্গদেশের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অবিচার করা হইবে তাহা কিছু বিচিত্র নহে। গবর্ণমেণ্ট একেই মনসাদেবী তাহার উপর সাহেব রক্ষিণী সভার ধূনার গন্ধ পাইয়াছেন। বাঙ্গালীর প্রতি যে অশ্রদ্ধা দেখান হইবে তাহা কিলক্ষণ সম্ভব। বাঙ্গালী অধিকাংশ এঙ্গলোইণ্ডিয়ান অধিকারের চক্ষুশূল। বাঙ্গালী জাতি নির্ব্বংশ হইলে এংলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের শিরঃপীড়া নিবৃত্ত হয়। কারণ বাঙ্গালী স্পষ্ট কথা বলিয়া ফেলে, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দোষ দেখাইয়া দেয়। বাঙ্গালীর উপর এতদূর বিদ্বেষ, তথাপি ভারতে যে ইংরাজ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে বাঙ্গালী তাহার মূল কারণ। ইংরাজের নিকট যদি কোন জাতি পুত্রের ন্যায় ভক্তিমান হইতে পারে বাঙ্গালী তাহার অগ্রগণ্য। এংলোইণ্ডিয়ান তাহা বিস্মৃত হউন। গবর্ণমেণ্ট ও কুপরামর্শ লইয়া আমাদের উপর অবিচার করুন কিন্তু ধর্ম্ম ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ইংরাজ যদি ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য না হন বাঙ্গালীর উপকার ইহজন্মেও বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

বাঙ্গালীর উপর কৃপাদৃষ্টি থাকুক আর না থাকুক সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে ভারতবাসীর উপর গবর্ণমেণ্ট যদি অনুগ্রহ করেন তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হইয়া যাই। বর্ত্তমান কমিসনের সভ্য নির্ব্বাচনে অনুমোদন করিবার ক্ষমতা এখনও বড়লাটের হস্তে আছে। অনুমোদনের সময় যদি তিনি আর বাঙ্গালী সভ্য না লইতে চান আমরা যাচায় কিন্তু পবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা যাহাতে চিহ্নিত সিভিল সার্ভিসের পথ কণ্টক রোপিত না হয় ইহাই তাঁহার নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

—❀❀—

ভারতের জন্য ভারত শাসন।

ভুভার হরণ করিয়া ভারতবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য বুধরাজ ইংরাজকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন। বিলাতের টাইমস পত্রিকা বলেন কোন ভারতবাসীকে শাসন করিবার জন্য দেবতা ইংরাজের স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আগমন। ইংরাজ যদি না আসিতেন ভারতবর্ষ ছারখার হইয়া যাইত, ইংরাজ যদি আমাদের উপর অনুগ্রহ না করিতেন ভারতের নাম এতদিনে লুপ্ত হইয়া যাইত। এই দেশ অজ্ঞ, অসভ্য, অশক্ত ভারতবাসী ইহারা কেবল ইংরাজের অধীনে থাকিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের আশা ভরসা ইংরাজ, জ্ঞান গৌরব ইংরাজ, গতি প্রতিপত্তি ইংরাজ। ইংরাজ প্রভু ইহারা ভৃত্য, ইংরাজ রক্ষক ইহারা কৃতদাস। ব্রাহ্মণ যেমন ব্রহ্মার মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া পদোৎপন্ন শূদ্রের মাথায় পা দিয়া বসিয়াছেন ইংরাজ তেমনি কলিযুগে দেবরাজ ইন্দ্রের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়া পদোৎপন্ন ভারতবাসিকে শাসন করিতে আসিয়াছেন। ইংরাজ মুখের অন্ন না তুলিয়া দিলে ভারতবাসীর দিন চলিবে না। পানীয়ের জল না ঢালিয়া দিলে ভারতবাসীর প্রাণ বাঁচিবেনা। ইংরাজ আজ যদি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান কাল ভারতবর্ষের লোক আপনা আপনি কাটাকাটি করিয়া প্রাণ হারাইবে। যাহাতে আমরা না মরি তাহারই জন্য ইংরাজের ভারত শাসন। যাহাতে আমরা অন্ন জল পাই তাহারই জন্য ইংলণ্ডের ভারত শাসন, যাহাতে এই পুরাতন অশিক্ষিত অসভ্য জাতির একবারে লোপাপত্তি না হয় তাহারই জন্য ইংরাজ আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। টাইমস বলেন ইংরাজের ইহাতে লাভ নাই কেবল ভারতের জন্যই ভারত শাসন করিতে ইংরাজ ভূভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

গ্লাডষ্টোন বলিয়াছিলেন ভারতের জন্যই ভারত শাসন কর, টাইমস সেইটিকে ধরিয়া বলিতেছেন ইংরাজ না থাকিলে ভারতের জন্য ভারত শাসন চলিবে না। আমরা বলি ইংরাজ চিরজীবী হইয়া ভারত শাসন করুন, কিন্তু ভারতের জন্য ভারত শাসন করিবার তাঁহার কোন আবশ্যক নাই। ইংরাজ ইংলণ্ডের জন্যই ভারতবর্ষের শাসন করিতে থাকুন। ইংলণ্ডের যাহা ও গৌরব বৃদ্ধি হউক, সম্মান ও মর্য্যাদা বাড়িয়া যাক।

ইংরাজ তাহারই প্রতি লক্ষ রাখিয়া ভারত শাসন করুন।

ইংরাজ যে বংশের সন্তান ভারত শাসন যদি সেই বংশের মান রক্ষা করে তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হইয়া যাই। সেই স্বাধীনচেতা স্বাধীনপ্রিয় কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাজাতির বংশধরগণ আজ যদি ভারতবর্ষের প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করেন তাহা হইলেই আমরা আপ্যায়িত হইয়া যাই। যে জাতি দাস ব্যবসা উঠাইয়া দিয়া সভ্য সমাজে অক্ষয় কীর্ত্তি ধ্বজা প্রোথিত করিয়াছেন আজ যদি সেই জাতির সন্তান ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দাসত্ব ব্যবসা উঠাইয়া দিয়া ইংলণ্ডের নাম গরীয়ান করেন তাহা হইলেই আমরা লাভবান মনে করি। আমরা ইংরাজের চরণে ধরিয়া বলি ভারতের জন্য ভারত শাসনের আর প্রয়োজন নাই। আমাদের ভাল মন্দ কিসে হইবে না হইবে তোমাদের তাহা অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক নাই। তোমরা নিজের স্বার্থ দেখ, নিজের গৌরব রক্ষা কর, তাহা হইলেই আমাদের রক্ষা হবে। আমাদের জন্য আমাদিগকে শাসন করিতে গেলে ভারতের শরীরে অস্থিমজ্জা অবশিষ্ট থাকিবে না।

টাইমসের সুযোগ্য সম্পাদক তাঁহার সুদীর্ঘ প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ ইংরাজের গলগ্রহ। হিন্দুর বিধবা ভগ্নির সমান ভারতবর্ষের ভরণপোষণের ভার ইংলণ্ডের স্কন্ধে। সেইজন্যই ইংরাজ না থাকিলে ভারতবাসীর চলিবে না। ইংরাজ না থাকিলে ভারতবাসীর কণ্ঠনলি দিয়া অন্নের গ্রাস উদরস্থ হইবে না। ভারতবাসী যতদূর শিক্ষিত হউন, তাঁহাকে ইংরাজের বশ্য হইয়া চলিতে হইবে। ইংরাজের অঙ্গুলির ইঙ্গিতে কুক্কুরের ন্যায় তাহাকে প্রভুর অনুসরণ করিতে হইবে। সুবিচার হউক, অবিচার হউক ইংরাজ যাহা করিবেন, ইংরাজ কর্ম্মচারী যাহার বিধান করিবেন তাহাতেই ভারতের মঙ্গল।

আমরা সহযোগীর কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সহযোগী মনে করিয়াছেন ভারতবাসী হটেণ্টট জাতির সমান। তিনি যদি ভারতের আভ্যন্তরিক ইতিহাস অবগত হইতেন, এংলো ইণ্ডিয়ান পত্রের বিষ-বর্ষণে যদি তাঁহার কর্ণকুহর বিধির হইয়া না যাইত তবে তিনি অবশ্যই বলিতেন বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের জন্য ভারত শাসনের আবশ্যক নাই। ভারতের দ্বারা ভারত শাসনই নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। টাইমস বলেন ভারতবাসী শাসন কার্য্য অনুমাত্রও স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হইতে পারে নাই। বিলাতের যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হয় তাহা অতি সামান্য পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যেসকল ভারতবাসী ইংরাজের সমকক্ষ হইতে চান তাহারা ভ্রান্ত। কয়েক খানি পুস্তক পাঠ করিয়া তাহারা কখনই লেখা পড়া শিখিতে পারে না বহুজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নামক দুইটী পদার্থে তাহাদের অভাব। আমরা সহযোগীর মতে মত একটা বিরোধী নহি। তবে জিজ্ঞাসা এই যে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজ অল্প বয়স সময়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বসেন ভারতবাসী সেই পরীক্ষাতেই প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বহুজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেননা কেন? ভারতবাসীর শক্তি ও জ্ঞানশীলতা জগদ্বিখ্যাত। অনেক সুযোগ্য ইংরাজ অধ্যাপক তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তবে বহুজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেবী কি টাইমসের দেবতার জাতির উপর এতই সুপ্রসন্ন যে ইংরাজ ভূমিষ্ঠ হইয়াই ইহাদের কৃপার পাত্র হইয়া পড়েন? আর ভারতবাসী জন্মাবধি দিবা রাত্র কঠিন পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন ব্রতে বাল্য জীবন সমর্পন করিয়া আত্ম বলিদান রূপ মহা যোগের সাধনা করিয়াও উক্ত দেবীর প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন না?

টাইমস ভারত গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট আর দেশীয় পদ্ধতি অনুসারে ভারত শাসন না করেন। ইংরাজী রুচি ইংরাজী নীতি পদ্ধতিক্রমে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা না করিলে ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই। টাইমসের সম্পাদক এইখানে ন্যায়ের ব্যতিক্রম করিয়া বসিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি মদ্যপান ও মাংস ভক্ষণ ইংলণ্ডবাসীর পক্ষে স্বাস্থ্যজনক, সেই জন্যই কি ভারতবাসীর পক্ষে স্বাস্থ্যজনক হইবে? অহিফেন সেবন চীনের প্রীতিজনক, সেইজন্য ভারতবাসীর পক্ষেও কি তাহাই হইবে? এক দেশে এক জাতির পক্ষে যে নীতি পদ্ধতি কল্যাণকর হয় ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতির পক্ষে যে তাহাই হইবে ইহা কখনই ন্যায়সঙ্গত নহে। টাইমসের সম্পাদক মান্দ্রাজের গ্রাণ্ট ডফের প্রকৃতির লোক। গ্রাণ্ট ডফ যেমন দুর্দ্দমনীয় বাল ক্রামেন, সংস্কার সংস্কার করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করেন টাইমসও ভারত গবর্ণমেণ্টকে তাহাই করিতে পরামর্শ দেন। এই প্রকার পরামর্শ বড় বিপদজনক, ইংলণ্ডের প্রধান সম্বাদপত্রে এই ন্যায় বিরুদ্ধ, অযুক্তিযুক্ত পরামর্শ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা এত কথা বলিলাম। "কিন্তু বোবারও কথা বাড়িয়া থাকেন।"

আমরা বলি সম্পূর্ণ ইংরাজি পদ্ধতিক্রমে ভারত শাসন চলিবে না। ভারতবাসী আর সে ক্লাইব কি হেষ্টিংসের সময়ের লোক নাই। যে ইংরাজ তাঁহাদের নাসিকার অগ্রে সূত্র বাঁধিয়া যেথায় সেথায় নাচাইয়া বেড়াইতেন ইংরাজের নিকট তখন আমরা স্বাধীনতা শিখিয়াছি, এখন শিক্ষিত হইয়া আমরা স্বাধীনতার বাসনা করিতে চাই। শাসনকর্ত্তা অধিক দিন আর আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন না। আমাদের জন্যই আমাদিগকে শাসন করিবার যে প্রণালী ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিয়াছেন এখন তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ইংরাজ এখন ইংলণ্ডের জন্য ভারত শাসন করুন, ভারতবাসীর দ্বারা ভারত শাসন করুন ভারতের জন্য ভারত শাসন নীতির কুটার্থ ধরিয়া ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ করিতে আর আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি না।

গ্রাণ্ট ডফের আত্ম পরিচয়।

দয়া করিয়া যে নর্ত্তকী বাহবা না পায় সে বৃত্ত সমাপন করিলে আপনা আপনি বাহবা দেয়। বাহবাটী আসর জাকাইবার প্রকরণ। গ্রাণ্ট ডফের পঞ্চ বৎসর শাসনকাল উত্তীর্ণ হইল। আর কিছুদিন কর্ম্ম কালের বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল, এখন তাঁহাকে বিদায় লইয়া বিলাতে গমন করিতে হইতেছে। তিনি যে এতদিন ধরিয়া মান্দ্রাজবাসীকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন করিয়াছেন মান্দ্রাজ শাসনের প্রণালী যেরূপ গরলের অনুপ্রবেশ করাইয়াছেন এই বিদায়ের সময় সেই সকল অপরাধ ঢাকিয়া বাহবা লইবার জন্য মান্দ্রাজের একখানি মিনিট প্রকাশ করিয়াছেন। মিনিটের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল মান্দ্রাজলাটের আত্মগুণ বর্ণন। এমন স্থানটী নাই যেখানে লাট সাহেব

দৃষ্টীর প্রতি লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন মহাপ্রদর্শনীতে ভারতবর্ষের যেসকল দ্রব্য সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছিল তন্মধ্যে মণিরত্নের দিকে ত কারও দৃষ্টি ছিল। ঐ তৃতীয় রত্ন দেখিতে আসিয়া রত্নাদির দিকে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষিত হয়? এটা কিছু বিচিত্র নহে প্রাচ্যলোকের বাজার মনুষ্যত্ব বীরত্ব অথবা গাম্ভীর্য থাকুক প্রকৃতিগত রুচি প্রবৃত্তি কোথায় যাইবে?

ডিউক অব কনট বোম্বাই সৈন্যের কমাণ্ডার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বোম্বাই সৈন্যের সম্প্রদায়ের বাস্তবিকই বড় গৌরবের বিষয়।

বুক সাহেব মান্দ্রাজের গভর্ণর হইয়া আসিতেছেন। তিনি বলে আজ কাল কমন্স সভায় কতকগুলি সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তন্মধ্যে অধিকাংশই ভারতের মঙ্গল প্রার্থী। বুকসাহেব নিজে ভারতের কল্যাণ ব্রত গ্রহণ করিয়া আসিবেন। আমরা অনেক সময়ে অনেক কর্ম্মচারী মহাত্মাকে বড় বড় প্রতিজ্ঞা করিতে দেখিয়াছি। কার্য্যের সময় তাঁহাকে সকলেই প্রায় অন্তরাল দাঁড়াইয়া থাকেন। বুক সাহেবের গায় যেন এদেশে ইণ্ডিয়ানের বাতাস না লাগে।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর।

এখানকার ইংরাজি স্কুলে আজ কয়েক বৎসর ক্রমান্বয়ে শিক্ষক পরিবর্ত্তন হইতেছে। ইহাতে বালকদিগের অধ্যয়ন সম্বন্ধে বোধ হয় অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটিতেছে। স্কুলের বন্দোবস্ত সম্বন্ধেও নানা কথা শুনিতে পাইতেছি, ইস্কুল কমিটি বা স্কুলের সেক্রেটারি কোন একটা নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে কার্য্য না করিয়া খাম খেয়ালি রকমে কার্য্য করিয়া থাকেন। আজ আমরা ইহার সত্যতা প্রমাণের জন্য ২।১ টি ঘটনা প্রকাশ করিব। ভরসা করি সাধারণে ইহাতেই আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন। গত বৎসর তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র রায় বি এ, পাশ হইলেই তাঁহাকে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ দেওয়া হইবে বলিয়াও ইস্কুল কমিটি তাঁহাকে সে পদ না দিয়া বিশেষ খাম খেয়ালির পরিচয় দিয়াছেন। সুরেন বাবু যেরূপ উপযুক্ত, বিনয়ী ও সাধুচরিত্র ব্যক্তি ছিলেন বোধ হয় সেরূপ শিক্ষক জামালপুর স্কুলের অদৃষ্টে আর কখনও ঘটিবে কি না সন্দেহ। তাঁহার এখান হইতে যাওয়াতে স্কুলের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র। তাহার পর সে দিন জনৈক শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীচরণ গুপ্তকে পূজার সময় পাশ না দেওয়াতে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শুনিলাম ৬ মাস কার্য্য না করিলে ও শিক্ষক পাশ পাইতে পারেন না। এই জন্য সেক্রেটরি মহাশয় তাঁহাকে পাশ দেন নাই। আমরা সেক্রেটারি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি এ নিয়ম কি সর্ব্বত্র রক্ষিত হইয়াছে বা হইতেছে? আমরা জানি কোন কোন শিক্ষক ২।১ মাস কার্য্য করিয়াই পাশ পাইয়াছেন। রেলওয়েতে (free pass Regulation) একটী নিয়ম আছে যে ৬ মাস কার্য্য না করিলে কোন শিক্ষক পাশ পাইবেন না। তবে স্কুলের কর্তৃপক্ষের তাহা স্বেচ্ছাধীন অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে পাশ দিতেও পারেন আর নাও দিতে পারেন। পার্ব্বতী বাবু ৫ মাস কার্য্য করিয়াছিলেন এবং কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আসিবার সময় ও পাশ পান নাই অতএব সেক্রেটারি মহাশয়ের তাঁহাকে পাশ দেওয়া উচিত ছিল। পার্ব্বতী বাবুকে যদি পূজার সময় পাশ দেওয়া হইত তাহা হইলে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেন না। আবার সে দিন না কি সেক্রেটারি মহাশয় আর এক কাণ্ড করিয়া চূড়ান্ত খামখেয়ালির পরিচয় দিয়াছেন। সেক্রেটারি মহাশয়ের প্রতি আমাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। কাজে কাজেই সে কাণ্টা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারি না, তবে এখানে সে কথা লইয়া যেরূপ আন্দোলন হইতেছে তাহাতে সকল কথা গুজব বলিয়া বোধ হয় না। স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক পূজার অবকাশের পর স্কুল খুলিবার দিন বাটী হইতে তাঁহার মাতার আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ আইসে অতএব ২।৪ দিন ছুটির আবশ্যক বলিয়া সেক্রেটরি মহাশয়ের নিকট একটি টেলিগ্রাফ পাঠান। সেক্রেটারি মহাশয় সেই টেলিগ্রাফের উত্তরে লিখিলেন, যদি পত্র পাঠ কর্ম্মে আসিয়া নিযুক্ত না হও তাহা হইলে ডিসমিস হইবে। কি সর্ব্বনাশ! মাতাকে গঙ্গা যাত্রা করান হইয়াছে এমন সময়ে সেক্রেটরি মহাশয়ের ঐ রূপ নিষ্ঠুর পত্র পাইয়া উপস্থিত হইল। শিক্ষকটির অদৃষ্ট ভাল, যে সেই দিনেই তাঁহার মাতার ৺লাভ হইল তিনি ও ফৌজদারী আদালতের আসামীর ন্যায় হুজুরে হাজির হইলেন। এই ঘটনায় দ্বিতীয় শিক্ষক যে সেক্রেটারি মহাশয়ের উপর একান্ত বিরক্ত হইয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য এবং তিনি যে এরূপ হৃদয়হীন লোকের সহিত কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবেন তাহা ও অসম্ভব। আমরা সেক্রেটারি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি এরূপ পত্র লিখিলেন কেন? যদি তিনি কর্ত্তব্যানুরোধে লিখিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার বুঝা ভুল হইয়াছে। কারণ—Even sense of duty can not surpass the moral obligation—কর্ত্তব্য জ্ঞান নৈতিক কার্য্যকে অতিক্রম করিতে পারেন। আমরা জানি যে সেক্রেটারি মহাশয়ের অনেক সদ্গুণ আছে এবং তিনি এক জন উচ্চদরের শিক্ষিত ব্যক্তি, অতএব তাঁহাকে কোন কার্য্যে কঠোরিতা প্রকাশ করিতে দেখিলে দুঃখিত হই।

শুনা গেল আজ কয়েক সপ্তাহ এখানকার হরি সভাতে নারায়ণ শিলা লইয়া যাওয়া হয় না। অথচ প্রতি রবিবার হরিসভার অধিবেশন হয়। আমাদিগের বোধ হয় হরিসভার সভ্যগণ ক্রমে ক্রমে নিরাকারবাদী ব্রাহ্মদিগের অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হরিসভার সৃষ্টি ব্রাহ্ম সমাজের অনুকরণ একণে তাহার উপাসনা এবং কার্য্য প্রণালী ও ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণীয় হইতে লাগিল। কোন সময়ে হরিসভা গৃহে থিওসফিকেল সোসাইটির সভ্যগণ তাঁহাদিগের বাৎসরিক উৎসব করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু উৎসব ক্ষেত্রে তাঁহারা নারায়ণ শিলা আনিবেন না বলায় হরি সভার সভ্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে আপত্তি করিলেন যে হরি সভা গৃহে ৺নারায়ণ শিলা অবর্ত্তমানে কোন কার্য্য হইতে পারে না। একণে উক্ত মহোদয়গণকে জিজ্ঞাসা করি এখন ৺নারায়ণ শিলার অবর্ত্তমানে হরিসভার কার্য্য কোন শাস্ত্রমত হইতেছে? হরিসভার অন্তর্গত একটী স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা শুনিলাম হরিসভার পণ্ডিত মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইয়া থাকেন কিন্তু এই সামান্য টাকাও তিনি নিয়মিতরূপে প্রতি মাসে প্রাপ্ত হইতেছেন না। হরিসভার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়ে আমরা বড়ই দুঃখিত হই ভরসা করি জামালপুরের সমস্ত হিন্দু হরিসভার উন্নতি কল্পে সহায়তা করিবেন।

এখানকার বৈদ্যদিগের দলাদলি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। বিরোধিগণ আপনাদিগের দুর্ব্বলতা [illegible] বুঝিতে পারিয়াছেন। যাঁহারা আজ বিরোধী ছিলেন তাঁহারা সংসর্গী দোষ ক্রমশঃ প্রায়শ্চিত্তের দলে প্রবেশ করিতেছেন।

বিজ্ঞাপন.

চিকিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রের পুস্তকালয়।

৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে ঐ পুস্তকালয় থেকে বিক্রি হইবে। এজেণ্ট দ্বারা আর বিক্রি হইবে না।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজি ৬০০ পৃষ্ঠার বেশী।

দাম ১॥০ টাকা; ডাকমাশুল ⁄১০

ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার।

—●●—

ইলক্‌ট্রো গ্যালভানীয়

অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত।

বি. এম, কার নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক ;
নং ২৮ মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।

আমার নির্ম্মিত অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত অতিরিক্ত বিক্রয় দেখিয়া অনেকে অনেক রকম নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ইহা সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষে আমিই নির্ম্মাণ করিয়াছি। সুবিখ্যাত মিসেস গীলবার্ট ষ্ট্রবয়ট অকটাভিস, চারম লকেট, আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতেন, বহুদিনের ও পুরাতন জ্বর আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হওয়া থাকে, বিশেষতঃ ওলাউঠা ও বসন্ত রোগে ইহার আশ্চর্য্য উপকারিতা শক্তি দেখা যাইতেছে, এমন কি ইহা ধারণ করিলে সংক্রামিক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভব নাই। বস্তুত ইহা রক্তপরিষ্কার করতঃ পাড়া আশ্চর্য্যরূপে ও স্বল্পকাল মধ্যে নিবারণ করে। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে যাহারা ফল পান নাই এই তাড়িত ধারণে ফল পাইতেছেন। সোনা ও রূপার নির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরী তাড়িত সংযুক্ত বলিয়া উক্তি করিলে সে নিতান্ত অমূলক ও তাহা ব্যবহারে কোন ব্যক্তি কখনই আরোগ্য হইতে পারেনা। প্রতি কবচের মূল্য ১।৵০ আনা, ডজন ১২॥০ ; প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ২ টাকা, ডজন ২০ ; প্রতি অনন্তের মূল্য ১॥০ ডজন ১৫ প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬ থান।৵০ আনা ডজন ৮৶০ ; যাঁহারা অঙ্গুরী ও অনন্ত লইতে ইচ্ছুক মাপ পাঠাইবেন।

—●●—

ইলক্‌ট্রো গ্যালভানীয়

অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত।

পি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক।

৩৪ নং সেনিয়াটোলা লেন পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

তাড়িতের অপরিসীম গুণ বর্ণন।

আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারত মধ্যে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন ঢাকা, এলাহবাদ, সিলহাট, কটক, মেদিনীপুর, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ, আসাম, বেণারস, হাইদ্রাবাদ, দিল্লী, লাহোর কাশ্মীর ও জর্দ্দিনের সমস্ত সভ্যজাতি এখন এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে আমার উৎকৃষ্ট ব্যাধি যাহা এলোপ্যাথিক, হাইড্রোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক, ক্রমোপ্যাথিক ইত্যাদি নানা প্রকার ডাক্তার কবিরাজে যে সমস্ত রোগ ধ্বংস ও আরাম হইবে না বলিয়া রোগীদিগকে একবারে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা আমার এই মহৎশক্তি জীবন স্বরূপ বৈজ্ঞানিক তাড়িৎ চিকিৎসা দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছেন। আমার ঐই তাড়িৎ অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেএবং তাড়িৎ সংযুক্ত জন্য ব্যবহারে যাঁহার শরীরে রোগ নিকটে আসিতে পারে না, কবচ ও অনন্ত ক্রয় করিবার P.C.D. মার্কাযুক্ত দেখিয়া লইবেন কারণ কোন কোন ধূর্ত্ত লোক লোভের বশতাপন্ন হইয়া অনুকরণ করিয়াছেন বলা বাহুল্য। যেহেতুক ধাতু পরিমাণ বিশেষ একত্রিত সংযোগের দ্বারায় তাড়িৎ উৎপাদিত হয়, অর্থলোভি লোক সেই সকল ধাতুর যথার্থ পরিমাণ না জানিয়া সর্ব্ব সাধারণকে ঠকাইতেছে P.C,D মার্কায় অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত তাহাই আমার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং তাহা দ্বারাই জগতের সমস্ত লোকে ৬।৭ বৎসর হইতে বহু প্রসংশা করিতেছেন ও প্রসংশাপত্রও দিতেছেন।

প্রতি কবচের মূল্য ১॥০ ডজন ১২, প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ১॥০ ডজন ১২ ও অনন্তের মূল্য ১॥০ ডজন ১৫ প্যাকিং ও পোষ্টেজ।৵০ অঙ্গুরী ও অনন্তের মাপ পাঠাইবেন ও চারি রকম অঙ্গুরীর মধ্যে যে প্রকার লইবেন নম্বর ধরিয়া লিখিবেন।

—●●—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মফস্বলের এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি বাক্স ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা. ২ শিশির বাক্স ৬০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

—●●—

ভ্রমণকারির ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

অর্থাৎ।

বাঙ্গালা বেহার, উড়িষ্যা, আসামের সংক্ষেপ বিবরণ। ভ্রমণ প্রাকৃত ও সকল সম্প্রদায়ের পাঠ্য এরূপ পুস্তক বঙ্গ ভাষায় আর নাই।

আমরা প্রত্যেক জেলায় যাইয়া যাহা যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি তদ্ভিন্ন লোকপ্রবাদ পুরাবৃত্ত তীর্থ আদির বিষয় যতদূর অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি, এবং সামাজিক আচার ব্যবহার রীতি নীতি, কৃষি বাণিজ্য, রাজনীতি, প্রভৃতির সংগ্রহ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জেলায় গমনের পথের বিবরণ সহ পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে এক রূপ প্রস্তাবিত স্থান সকলের প্রাকৃতিক পত্রিকা সমুদায় আভ্যন্তরিক বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে প্রস্তাবিত পুস্তক সংগ্রহ হইয়াছে, এইরূপ সমগ্র ভারতের বিবরণ ক্রমশ বঙ্গবাসীকে উপহার দেওয়ার মানস অত এব স্বদেশের বিবরণ অবগতার্থে এসকলে কিছু কিছু ব্যয় স্বীকার গ্রাহক হইয়া আমাকে উৎসাহী করুন। বঙ্গে মদীয় এই অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নূতন। সামান্য কিছু ব্যয় করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না, খরচ বোধ হয় বিফলে যাবে না। বিশেষ এ ব্যাপারে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সম্পূর্ণ সাহায্য পাইবার একান্ত প্রত্যাশা।

পুস্তক খানি ডিমাই আটপেজি ফর্মা ৬০ ফর্মার প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় চার খণ্ডে শেষ হইবে। আগামী ১লা মাঘ প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইবে তৎপর প্রত্যেক দুইমাস অন্তর ছয় মাসে সমুদায় প্রকাশ হইবে।

অগ্রিম সমুদায় চার খণ্ডের মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০ আনা। প্রত্যেক খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল ।।৶০ আনা ৩০এ পৌষের মধ্যেই মায় মাশুল ১।০ টাকা দিলে সমস্ত পুস্তক ও ।।০ আনা দিলে এক খণ্ড পাইবেন। এ নিয়ম কেবল এই কাল পর্য্যন্ত।

অপি সোমপ্রকাশের সংবাদদাতা একাবধ সোমপ্রকাশের সমুদায় গ্রাহক ও সমুদায় বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রী অর্দ্ধ মূল্যে ১ টাকা ও মাশুল ।০ আনা ৩০এ পৌষের মধ্যে দিলে সমস্ত পুস্তক পাইবেন। কলিকাতার গ্রাহকগণ যদি আফিসে টাকা দিয়া যান ও পুস্তক আনয়ন করেন ডাকমাশুল লাগিবে না। এই ঠিকানায় অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ
সোমপ্রকাশ আফিস ২২২ নং
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নিবেদক শ্রীরসিককৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভ্রমণকারী।

—০০—

ইলেক্‌ট্রো গ্যালভানীয় কবচ ও অঙ্গুরী

জগতের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মা গ্যালভানির পরম নিয়ম অনুসারে আমরা স্বর্ণ এবং রৌপ্যের কবচ ও অঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত করিয়া ও তাহা তাড়িত সংস্থাপিত করতঃ তাহা দ্বারা যে সমস্ত দুঃসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য করিয়াছি, তাহা অনেকেই জানেন। আমাদের নির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরীয়কের বিশেষ আদর দেখিয়া কেহ কেহ হিংসা পরবশ হইয়া নিম্নাক্ত কায়া জনক কথা সকলের নিকট প্রচার আরম্ভ করিয়া সাধারণকে ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অতএব ক্রেতাগণের নিকট আমাদের সাদুনয় নিবেদন যে তাঁহারা যেন সতর্ক হন এবং দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক প্রতারিত না হন। সাধারণকে বুঝাইবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। কবচ বা অঙ্গুরীয়ক ক্রয় কালে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা উহা স্পর্শ করিলেই তাড়িত প্রবাহ স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন। ক্রেতার পক্ষে এই যথেষ্ট প্রমাণ। এই কবচ ও অঙ্গুরীয়ক দেখিতে অতি সুন্দর।

রৌপ্য কবচ ১খানি ২ রৌপ্য অঙ্গুরীয়ক ১খানি ৩
স্বর্ণ কবচ... ...২০ স্বর্ণ অঙ্গুরীয়ক... ...১৮

উপরোক্ত কবচ ও অঙ্গুরীয়ক ধারণে দুঃসাধ্য ব্যাধি সকল আরোগ্য হয়।

ইহা ব্যতীত নিম্নলিখিত ঠিকানায় নানাবিধ ঘড়ি, চেইন, বোতাম, অলঙ্কার, চসমা, চতুর্দ্দশ প্রস্তর ইত্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এবং ঘড়ি মেরামতের কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে।

কে, সি, দাস এণ্ড কোং
২৪ নং মজাপুর ষ্ট্রীট—কলিকাতা

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিশেষ প্রকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি, গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, চেক, মনিঅর্ডার, হুণ্ডি, বা অর্ডার, কিম্বা অন্যান্য যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, জনৈককারীরপত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

অবস্থায় ভাল লোক থাকিবে কি প্রকারে, কাজেই কাজেই জেলের স্বত্ব করিয়া উঠিতে পারে না। কামদার নিযুক্ত করার আর একটী নিয়ম আছে। এবিষয়ে লোকের গুণাগুণের প্রতি তত লক্ষ্য করা হয় না কিছু টাকা গচ্ছিত স্বরূপ মন্দিরের কর্ত্তার কাছে রাখিলেই জামদারি পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় কর্ত্তব্যশীল লোক মিলিবার অল্পই সম্ভাবনা। আমাদের বিবেচনায় জামদারদের বেতন নির্দ্ধারিত করা হউক। তাহা হইলে অনেক ভাল লোক পাওয়া যাইবেক। দেবালয়ের কর্ত্তপক্ষগণও যেন এদের উপর বিশেষ মনোযোগ প্রদান করুন। সৎ লোকের ধর্ম্ম হানী হইলে তাহাদেরই পাপস্পর্শ হইবে। ইতি তারিখ ২৫এ কার্ত্তিক।

সোমপ্রকাশ।

৭ই অগ্রহায়ণ সোমবার

বাঙ্গালী গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চপদ পাইবার আশা পাইওনিয়ার তাহার বধ সাধনের ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিয়াছেন। পাইওনিয়ার বলেন বাঙ্গালীকে যদি ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করা হয় তবে হিন্দু মুসলমানের বিবাদের সময় তাঁহারা পক্ষপাত করিয়া বিচার করিবেন। এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ইংরাজ বিচারকর্ত্তাগণের যে রূপ নীতির বল, সহযোগী মনে করেন বাঙ্গালী বিচারকর্ত্তাগণেরও সেইরূপ হইবে। তাঁহার আরও বিশ্বাস যে বাঙ্গালী কখনও নিরপেক্ষ বিচারক হইতে পারেন না। আমরা সহযোগীর অনুমানকে সাধুবাদ দিই। একটী কথা সহযোগীর স্মরণ আছে কি? এই দেশী-বিদেশীর পার্থক্যের দিনও দুই এক জন বাঙ্গালী ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের আসন অধিকার করিয়া আছেন। ইঁহাদের আদালতে হিন্দু মুসলমানের বিবাদ নিষ্পত্তি হয় সহযোগী তাহা স্বীকার করিবেন। সে বিচারের আপীলে কখনও পক্ষপাত হইয়াছে বিচারকগণ, তাহা বলিতে পারেন না। প্রকৃত পক্ষে ইঁহারা যেরূপ দক্ষতার সহিত নিরপেক্ষ ভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তাহাতে অনেক ইংরাজ বিচারকের ঈর্ষা হয়। বিচার বিভাগের উচ্চতম মঞ্চে সম্প্রতিও একজন বাঙ্গালী অধিষ্ঠিত করিতেছেন। এটিও পাইওনিয়ারের ন্যায় একদেশদর্শী সম্বাদ পত্রের চক্ষুশূল। অথচ এই বাঙ্গালী বিচারকের ন্যায় উপযুক্ত ন্যায়বিশারদ উদার চেতা অপক্ষপাতী স্বদক্ষ বিচারপতি বিচারক সমাজে অতীব বিরল। পাইওনিয়ার বাঙ্গালী বিচারকের আদর্শ স্থানীয় এই সকল মহাত্মার উদাহরণ লইয়া কি বাঙ্গালী বিচারকের চরিত্র গঠন করিতে পারেন না? বাঙ্গালী মাজিষ্ট্রেট ও জজ হইয়া যেরূপ হইয়াছেন ভবিষ্যতে মাজিষ্ট্রেট ও জজ হইয়া সেইরূপই হইবেন তাহার কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ হইবেনা।

—◆◆—

ষ্টেটসম্যানের শ্রীনগরের সম্বাদ দাতা লিখিয়াছেন—শ্রীনগরের সি, এচ, ব্রাইটন নাইট নামক এক জন শিকারী ভল্লুক ভ্রমে একজন কুলিকে গুলি করিয়া বসিয়াছেন। বেচারা গুলি খাইয়া তখনই প্রাণত্যাগ করে। নাইট সাহেবের এজাহার লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আসামীর এজাহার কমিসনার প্রাইডেন সাহেবের নিকট পাঠান হইয়াছে। আসামী বাহিরে থাকিবেন বিচারক আদালতে বসিয়া বিচার করিবেন। শ্রীনগরের এই কুলি হত্যার অভিনয় হইবার সময় মান্দ্রাজেও একটী হত্যাভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। ২২এ অক্টোবরে এক জন রেলওয়ে কুলি কার্য্য সমাপন করিয়া গৃহে যাইতেছিল এক্‌জামিনার উইলিয়ম সাহেব এক সময় খেয়াল ক্রমে একটী বন্দুক তুলিয়া লন, এবং কুলির দিকে ইচ্ছা পূর্ব্বক বন্দুক ছুড়েন। গুলি লাগিয়া সে ব্যক্তি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। তাহাকে রক্তাক্ত অবস্থায় কলম্বটুরের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। উইলিয়মস বলেন, বন্দুকে গুলি ছিল তাহা তিনি জানিতেন না

—◆◆—

কুলিহত্যা সম্বন্ধে ইংরাজের খাম খেয়ালির ভ্রম প্রমাদ আজ কাল যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে উপেক্ষা করা বিচারক গণের কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। আইনে ভ্রমের অব্যাহতি আছে বটে, কিন্তু মনুষ্যের জীবন মরণের উপর সদা সর্ব্বদাই যদি ভ্রম প্রমাদ হয় তবে সেই সকল ভ্রম বাস্তবিক ভ্রম প্রমাদ কিনা তাহার গূঢ় অনুসন্ধান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উইলিয়মসের ন্যায় খাম খেয়ালে ব্যক্তি বিশেষে প্রতিবিধান করা আবশ্যক। যদ কুলিকে আঘাত করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না, আর বন্দুকে গুলি নাই জানিতে পারিয়াছিলেন, তবে বন্দুক তুলিয়া ক্যাপ বসাইয়া বন্দুক ছুড়িবার তাঁহার কি আবশ্যক ছিল?

—◆◆—

সেদিন প্রেসিডেন্সি জেলে এক জন কয়েদীর মৃত্যু হইয়াছে। কয়েদীর মুক্তির আর ১৫ দিন মাত্র অবশিষ্ট ছিল। একদিন তাহার জ্বর হয়। কিন্তু জেলদারগা সেই জ্বরের উপর তাহাকে রৌদ্রে খাটিতে দেন। করোনার সাহেব তাঁহার রায়ে লিখিয়াছেন স্বাভাবিক কারণেই কয়েদীর মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু জ্বরের উপর রৌদ্রে পরিশ্রম করিতে দিয়াই মৃত ব্যক্তির মারাত্মক রোগ জন্মিয়াছিল। জেলের কর্ত্তৃপক্ষ হইলেই কি নির্দ্দয় হইতে হয় যে কাহারও জীবন মরণের উপর তাঁহাদের লক্ষ্য থাকেনা? মনুষ্য জীবনের উপর এইরূপ হস্তক্ষেপ দেখিলে বোধ হয় খ্রীষ্টধর্ম্ম অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। কতকগুলি খ্রীষ্টান নামাখ্য নরাধম ইংরাজ রাজ্যে এইরূপ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়া সমস্ত খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে দূষিত করিতেছেন গবর্ণমেণ্টও উদাসীন হইয়া ইহাদের নির্দ্দয়তার প্রশ্রয় দিতেছেন। জেলের ভিতর যেসকল অত্যাচার হয় তাহার একটি বর্ণও বাহিরে প্রকাশ হইতে পায় না। কয়েদিরা দিবারাত্র এই সকল অত্যাচার সহ্য করে, চক্ষের জল চক্ষে রাখিয়া দিবারাত্রি অতিবাহিত করে। জেলের ভিতর কর্ত্তৃপক্ষগণ যথেচ্ছাচারী রাজা। তাঁহাদের ন্যায় অন্যায় সকল প্রকারের আদেশ কয়েদিদের শিরোধার্য্য করিতে হইবে, আহারের খাদ্য অখাদ্য হয়, অনাহার হউক, ক্ষুধাতুর হউক নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অতিক্রম হউক, কয়েদিকে বোবা হইয়া মুখ বুজিয়া তাহাই আহার করিতে হইবে। তাঁহাদের আবাস স্থান স্থলিত অস্বাস্থ্যকর ইহার উপর জ্বর জাড়ি হইলেও যদি আবার কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় তবে তাহাদের প্রাণরক্ষা কি রূপে? আমরা গবর্ণমেণ্টকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করি জেলের উপর গবর্ণমেণ্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।

—◆◆—

ধর্ম্মপ্রচার।

দুর্গা এবং ভক্ত এই দুটা পরস্পর বিরুদ্ধ। একের যেখানে আবির্ভাব অন্যের সেখানে তিরোভাব।

টিসন প্রণালী অবলম্বন করিয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দেশীয় লোক এখন মুন্সেফ সবর্ডিনেট জজ, ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট, আবকারী, পোষ্ট অফিস, লবণ, টেলিগ্রাফ জেল, রেজিষ্ট্রেসন, ইত্যাদি নানা বিভাগের কর্ম্মচারী গণ এখন নানা প্রকারে নিযুক্ত হইয়া থাকেন কোনটীতে পরীক্ষা লইবার বিধি আছে। কোন বিভাগে কর্ম্মচারি নিয়োগের স্বেচ্ছাচারিতা আছে। যাহাতে সকল বিভাগেই কম্পিটিসন পরীক্ষার কর্ম্মচারী নিয়োগ হয় তাহার উপায় বিধান করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। কিন্তু এই সকল কার্য্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কম্পিটিসন পরীক্ষা লইলে চলিবে না। সকল গুলিকেই একত্র করিয়া একটী মাত্র সাধারণ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য মনে করুন এবৎসরে ১০ জন, মাজিষ্ট্রেট ১ জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ৮ জন জেল দারগা নিযুক্ত করিতে হইবে। এই ৩৮ জনের নিমিত্ত একটি সাধারণ পরীক্ষা হইবে। যে ২০ জন সকলের প্রথম হইবেন তাঁহারা মাজিষ্ট্রেট হইতে পারিবেন, তাঁহাদের নিম্নে যে ১০ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদিগকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদ দেওয়া হবে। এইরূপে বিভিন্ন বিভাগে যত কর্ম্মচারীর প্রয়োজন এক পরীক্ষা হইতেই তাঁহাদের জন্য লোক নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

মিঃ হটেনটাপের এই প্রস্তাব গুলি গভর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইলে আমাদের সন্তুষ্ট হইব। এরূপ উত্তম প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্ট যদি সম্মত না হন তবে বুঝা যাইবে তাঁহারা কেবল ভারতবাসীকে চেতনা করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। প্রস্তাবগুলি যেমন বিজ্ঞতার পরিচায়ক তেমনি উদারতা জ্ঞাপক। টপ সাহেব আমাদের জন্য যেরূপ উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত করুন।

— ●● -

ব্রহ্মসংযোগ বিষয়ে লর্ড ডফরিণের আত্মসমর্থন।

আত্ম মর্য্যাদাপ্রিয় কোন বিচক্ষণ পদস্থ ব্যক্তি যদি বুদ্ধির অপরিণামে কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া বসেন সাধারণের নিকট সম্মান রাখিবার জন্য প্রায়ই তাঁহাকে স্বকার্য্য সমর্থনের জন্য কূট তর্কের জাল বিস্তার করিতে হয়। এরূপ লোকে কখনও সরল হইতে পারেন না। আত্মাপরাধ বুঝিতে পারিয়া সরলভাবে তাহা লোকের নিকট প্রকাশ করিতে পারেন না। আমাদের শাসনকর্ত্তা লর্ড ডফরিণেরও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। ব্রহ্মযুদ্ধের আড়ম্বরের পর লর্ড ডফরিণ ভারতবর্ষে নিজের একটা কীর্ত্তি রাখিবার জন্য ব্রহ্মরাজ থিবকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন, ব্রহ্মরাজ্য স্বরাজ্য ভুক্ত করিয়া, বিজয়পত্র মস্তকে ধরিয়া ঘরে আসিলেন। সে সুখের দিন গিয়াছে। সে কীর্ত্তির স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে গজদন্ত আনিব—মণি মাণিক্য আনিয়া ধনী হইব ব্রহ্মের সিংহাসনে বিজয়ী ইংরাজ পতাকা উড্ডীন করিব—ফরাসীকে ভয় দেখাইব, চর্ম্মকে ঝাঁকাইয়া দিব—রুষের মনস্তাপ জন্মাইব, পূর্ব্ব রাজ্যে একছত্র করিয়া ইংরাজ গৌরব গরীয়ান করিব—এতগড় আশায় বুক বাঁধিয়া লর্ড ডফরিণ কৌশল ক্রমে ব্রহ্মরাজ্য স্বরাজ্য ভুক্ত করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম সংযোগ করিয়া যখন ব্রহ্ম যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইল, মগের প্রাণে আগুণ জ্বলিয়া উঠিল, দলে দলে সৈন্য পাঠাইয়া যখন ব্রহ্মে শান্তি স্থাপনের অনবরত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়িল, এখন ব্রিটিস সৈন্য মগের হস্তে নিপাত হইতে লাগিল, বুটনের বশ্যতা পর ব্রহ্মবাসী ডাকাইতের হস্তে ধনে প্রাণে মরিতে আরম্ভ করিল, চতুর্দ্দিক হইতে শত্রু দলে দলে ছুটিয়া ধরিয়া ইংরাজ সংহতকে হত বিব্রত করিতে লাগিল—তখন লর্ড ডফরিণ চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার স্বপ্ন প্রকৃত নহে। আবার যখন মহাসভায় লর্ড ডফরিণের ব্রহ্মকাণ্ড লইয়া তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইল, ইংলণ্ডবাসী ও দীনচেতা কতিপয়গণ যখন ব্রহ্মের ব্যাপার ঘৃণা করত লর্ড ডফরিণের নিন্দা করিতে লাগিলেন, টোরী প্রধান সারজন গর্ষ্টের বিশেষ চেষ্টাতে যখন সে আন্দোলনের বেগ হ্রাস হইল না তখন লর্ড ডফরিণ ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার স্বপ্ন প্রকৃত নহে।

এই অমূলক স্বপ্ন বুঝিতে পারিয়াও লর্ড ডফরিণ স্বপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিতেছেন। সার জন গর্ষ্টের যখন মহাসভায় শত শত সভ্য প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ব্রহ্মসংযোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন ভারতসচীব তখন কথায় সকল প্রশ্নের উত্তর দেন যে ব্রহ্মরাজ্য ভারতরাজ্যের অন্তর্ভূত করা ভিন্ন ইংরাজের আর উপায়ান্তর ছিল না তাই লর্ড ডফরিণকে ব্রহ্মসংযোগে বাধ্য হইতে হইয়াছে। এই একটি কথার ব্যাখ্যা করিয়া লর্ড ডফরিণ গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী “ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্লু বুক” প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত না করিয়া উহাকে একটি স্বতন্ত্র আত্মাধীন রাজার হস্তে সমর্পণ করা যাইতে পারিবে কি না ইহা তাঁহার প্রথম বিবেচনার বিষয় ছিল। অনেক বিবেচনার পর তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে আফগানস্থানের ন্যায় ব্রহ্মদেশকে একজন স্বতন্ত্র অথচ ইংরাজ দৃষ্টির অন্তর্ভূত স্বাধীন নামধারী রাজার অধীনস্থ করিবে চলিবেনা। ব্রহ্মের এমন বল নাই যে ইংরাজের সাহায্য ব্যতিরেকে বহিঃশত্রু নিবারণ করিতে পারেন, সুতরাং যখনই তুরাত্ম শত্রু ব্রহ্মদেশ অধিকার করিতে আসিবে, অথবা ব্রহ্মের ভিতর কোন প্রকার শক্তি চালাবার চেষ্টা করিবে তখনই ইংরাজকে স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মের হইয়া যুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম সংযোগ না করিলে আর একটী অনর্থ ঘটে—ব্রহ্মের সিংহাসনে রাজার অধিষ্ঠান থাকিলে চীনের বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। চীন অন্যায়রূপে আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মের উপর আধিপত্যের ভান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মসংযোগ না করিলে ইংরাজকে কাল্পনিক অধিকারের প্রশ্রয় দিতে হয়। প্রত্যুত নগরাসন্নের দোষে বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

“ব্লুবুকে” ব্রহ্মসংযোগের যে সমুদায় কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সংক্ষেপেও তাহার বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই কারণ গুলি কতদূর যুক্তিযুক্ত পাঠক এখন তাহাই বিচার করিয়া দেখুন।—

বড়লাট বলেন আফগানস্থানের ন্যায় ব্রহ্মদেশকে করায়ত্ব স্বাধীন রক্ষা করিতে পারা যায় না। লর্ড ডফরিণ যখন এই ‘ব্লুবুকে’ প্রকাশ করেন ব্রহ্মের তাৎকালিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এরূপ বিবেচনা নিতান্ত অযুক্তিকর বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজ যখন রাজসজ্জা করিয়া ব্রহ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন ব্রহ্ম তখন নিশ্চেষ্ট। ইংরাজের অস্ত্রের প্রতিঘাত করিবার জন্য ব্রহ্মের একখানি তরবারও উত্তোলিত হয় নাই। একটী বন্দুকও অগ্নি নির্গমন করে নাই। আস্ফালন করিবাই ইংরাজ আগত হইলেন, সিংহাসনে বসিয়াই ইংরাজের হস্তে ধরা দিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কে বুঝিবে ব্রহ্মের বল আছে? বহিঃশত্রু নিবারণ করিবার ক্ষমতা আছে? কাজেই লর্ডডফরিণের কোনমতেই অযুক্তি

যুক্ত হয় নাই। এখন সে বিবেচনা দূর হইয়াছে। তাঁহার বল কতটুকু তাহা জানিতে ইংরাজ তাহার পরীক্ষা লইতেছেন। ত্রিশ সহস্র শিক্ষিত সৈন্য একদিনের জন্যও যে জাতির নগর শান্তি রক্ষা করিতে সক্ষম হইল না সে জাতি কি গলহীন জাতি? তাহার কি বহিঃশত্রু নিবারণের ক্ষমতা নাই। লর্ড ডফরিণ যদি এই কয় মাস পরে 'ব্লু বুক' লিখিতেন তাঁহারা এই যুক্তি লোক সমাজে উপহাসের বিষয় হইত।

তৎপরে চীনের ঈর্ষা প্রকাশ। আমরা জিজ্ঞাসা করি যেদিন যে চীনের সিংহাসনে দশমবার্ষিক কর দিবার বন্দোবস্ত হইল তাহাতে কি ব্রহ্মে চীনের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হইল না? যে জাতি স্বাধীনতার অবস্থায় ব্রহ্মব্যাপারে সেই জাতি চীনের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। এ অপমান রাখিবার কি আর স্থান আছে? ব্রহ্ম সংযোগ না করিলে চীনের যতটুকু প্রশ্রয় দেওয়া হইত, সংযোগ করিয়াও তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। তবে এ বিড়ম্বনার আবশ্যক কি ছিল?

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক লর্ড ডফরিণের তৃতীয় কারণ আমরা জিজ্ঞাসা করি যে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাঘাত ঘটে সেই দেশই কি ইংরাজের কর্তৃত্বাধীন করা উচিত? তদ্ব্যতীত ইংরাজের বাণিজ্যের বড় একটা সুবিধা নাই। তাই বলিয়া লর্ড ডফরিণ কি সাজিয়া গুজিয়া ভিক্ষাতের স্বাধীনতা লোপ করিতে যাইবেন?

লর্ড ডফরিণের ব্লুবুকে এংলোইণ্ডিয়ান ব্যতীত আর কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ব্রহ্ম সংযোগের কারণগুলি প্রথমেই শুনিতে বড় যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হয়। একটু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই যুক্তিগুলি অসার ও ভিত্তিহীন বলিয়া উপলব্ধি হইবে। লর্ড ডফরিণ তাঁহার প্রকাণ্ড মিনিটের একস্থলে প্রকাশ করিয়াছেন ব্রহ্মের সিংহাসনে বসাইবার জন্য উপযুক্ত লোক নাই তাই ইংরাজকে স্বয়ং সে সিংহাসন গ্রহণ করিতে হইয়াছে। মিংগেন রাজপুত্র কার্যদক্ষ হইলেও নিতান্ত নৃশংস। আত্মীয় বধে রক্তাক্ত হস্ত হইয়া তিনি প্রজা সাধারণের অপ্রিয়ভাজন হইয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি ইংরাজের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া ইংরাজ শত্রু ফরাসীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আত্মীয় বধ করিয়া মিংগেন যুবরাজ যে পশুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কিন্তু লর্ড ডফরিণের এটুকুও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে আত্মীয়বধ এসিয়ার রাজাদিগের অভ্যস্ত। তাঁহারা সিংহাসন প্রাপ্তির পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য সর্ব্বদাই এইরূপ নৃশংস কার্য্যে হস্ত কলুষিত করিয়া থাকেন। এসিয়ার এই নৃসংশ কাণ্ড ইউরোপেও বড় কম দেখা যায় না। ইউরোপীয় ইতিহাসের পত্রে পত্রে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সর্ব্বত্রই রক্ত বংশের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল ইউরোপীয় রাজনীতিবিদ পদস্থ ব্যক্তিগণের সমাজে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় এক দল শত্রু তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান, সুবিধা পাইলেই তাঁহাদের ইহজগতের লীলা খেলা ফুরাইয়া দেয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া লর্ড ডফরিণ মিংগেন রাজকে একেবারেই যে পশুর ন্যায় গণ্য করিলেন এটা কিছু পক্ষপাতহীন কার্য্য হয় নাই। এক নেপালের রাজ সংসারে কত হত্যা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহার কিরূপ প্রতিবিধান করিতে পারিয়াছেন। আজও নেপালের সিংহাসনে যে রাজা বসিয়া আছেন ইংরাজ তাঁহারই কার্য্যাকার্য্যের কিরূপ সমালোচনা করিতেছেন। নেপালের হত্যা কাণ্ড উপেক্ষা করিয়াও যদি উক্ত রাজ্য স্বতন্ত্র রাখা রাজনীতি সিদ্ধ হয়, ব্রহ্মের রাজা একবার নৃসংশ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াও কেন যে রাজ পদ বঞ্চিত হইবেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ৭০ জন রাজ পরিবারের মধ্যে কেহই যে রাজসিংহাসনের উপযুক্ত হইতে পারিলেন না এটাও কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে?

লর্ড ডফরিণের "ব্লু বুক' পড়িয়া বোধ হয়। তিনি নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া স্বমত সমর্থনের জন্য কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং কারণ গুলি যে কূট তর্কপূর্ণ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কার্য্যকারণ প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া বাজ্যশাসন করাই রাজনীতির গুপ্তভেদ বড়ই বিরুদ্ধ কিন্তু যেসকল বিষয়ের প্রকাশ না হইলে অনর্থপাতের সম্ভাবনা সেগুলি প্রকাশ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য লর্ডডফরীণ রাজনীতির এই শেষ উপদেশটি অগ্রাহ্য করিয়া প্রথম উপদেশের অনুবর্ত্তক হইয়া পড়িয়াছেন তাই ব্রহ্মব্যাপারে তাঁহাকে অবিমৃষ্য কারিতার ফলভোগ করিতে হইয়াছে। এখন সে কথাটি স্বীকার করা তাঁহার ন্যায় মর্য্যাদাবান লোকের পক্ষে বড়ই কষ্টকর সুতরাং তাঁহাকে আত্মাপরাধ গোপন করিতে হইতেছে। 'সেয়ানে ঠকিলেও সাপকেও কহেনা" লর্ডডফরিণ ঠকিয়া গিয়া এখন তাহা কিরূপে স্বীকার করিবেন?

স্বীকার করুন আর না করুন তিনি যে আত্মাপরাধ বুঝিতে পারিয়াছেন ইহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কোন সহযোগী শুনিয়াছেন যে লর্ড ডফরিণ উত্তর পশ্চিম ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা পথ পরিবর্ত্তন করিয়া রত্নগিরির দিকে পাদচালনা করিয়াছেন। রত্নগিরির নিকট ভিজিয়াড্রুগ নামক একটি নগরেই তাঁহার ভ্রমণ পর্য্যবসিত হইবে। লর্ড ডফরিণের শরীর রুগ্ন। তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য উত্তর পশ্চিমে ভ্রমণ করিতেছিলেন। উত্তর পশ্চিম পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ পথ গমন করা যে উদ্দেশ্যহীন তাহা আমাদের বোধ হয় না। লর্ড ডফরিণ উত্তর বিভাগের কমিসনরের সহিত কয়েক দিবস গূঢ় মন্ত্রণায় নিবিষ্ট ছিলেন তারপর এখন রত্নগিরির নিকটস্থ হইতে চলিলেন। উদ্দেশ্য কি? সহজেই বিশ্বাস হয় এবার থিবের সহিত একটি নূতন বন্দোবস্ত হইবে। আমাদের অনুমান যদি সত্য হয় ব্রহ্মের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছে, ভারতের ব্যয়ভার লাঘব হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমাদের বিবেচনা হয় যদি ব্রহ্মে আর এক বৎসরকাল ইংরাজ শাসন প্রচলিত রাখা যায় ভারত এবং ব্রহ্ম উভয়েই নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইবে। লর্ড ডফরিণ বুঝিয়া কার্য্য করুন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা লোক বিখ্যাত কিন্তু এবার তিনি ধরা পড়িয়াছেন। এখনও যদি ব্রহ্ম সিংহাসনে দেশের স্বদেশী রাজা স্থান প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে ইংরাজের সকলদিকেই সর্ব্বনাশ।

পুস্তক সমালোচনা

মানব জাতীর স্বত্ব ও দায়িত্ব এবং বাঙ্গালী জাতির সেই দায়িত্ব পালন শোভাবাজার ডিবেটিং ক্লাবে শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত শ্রীশিবদাস ঘোষ কর্ত্তৃকপ্রকাশিত। লেখক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে মনুষ্যনামধারী জীবের শ্রেষ্ঠতার কারণ, আত্মীয় নিকট দায়ীত্বশারীরিক দায়ীত্ব, পারিবারিক দায়ীত্ব সত্ব এবং জাতিগত দায়ীত্ব, জন্মভূমিগত দায়ীত্ব এই কটী বিষয় এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। গ্রন্থকার বলেন আত্মার উন্নতি পবিত্রতা সন্তোষ ও সন্তোষসাধন আত্মীয় প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য আত্মীয় সেই দায়ীত্ব পালনের দুইটী মাত্র উপায় আছে। যাহা দুইটী নীতি এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা কহিতে গিয়া লেখক সামান্য হইতে বিশেষ ভাবে এই সন্তানের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম এবং নীতির অতি সামান্য পরিচয় দিয়া একে

হয়। একাল পর্য্যন্ত যে সকল প্রজা বিবাদী ভূমি দখল করিতে থাকে তাহারা যথার্থ দেয় রাজস্ব প্রায়ই দেয় না, ঐ আবার কুরী কাইয়তগণের উপর রাজস্বর ভাড়া হইলে ক্রমে এক পক্ষ হইতে অন্য পক্ষ এইরূপ উভয়পক্ষের আজ্ঞায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ দস্ত হইয়া জমীদারদিগের মোকর্দ্দমার সহায়তা করে। মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া জমীদারদিগের মত স্থির হইলে পরিশেষে প্রজাদের সহিত জমা নিরস্ত ও কর আদায় জন্যই আবার জমীদারদিগকে কিছুদিন বিবাদে প্রবৃত্ত থাকিতে হয়। বিবাদের কারণ এইরূপে বৃদ্ধি হয়। জমীদার উপযুক্ত নিরপেক্ষ লোকের বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টিত হন, প্রজাগণ তদবধি কাএমি কি কোন প্রকার পাকা মেয়াদি স্বত্ব পাইবার বাসনা করে। এই রূপ কিছু দিন যুদ্ধ হইয়া পরিশেষে উভয় পক্ষ নাজেহাল হয়। এই সকল জমীদার ও প্রজাগণ বিবাদে অধিকাংশ স্থলে জমীদারকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ইহাদের বিবাদ সময়ে প্রায় অনেক রাজস্ব অনাদায়ী হইয়া যায়।

এ জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের ভাগ অধিক। এ কারণ অগত্যা হিন্দুদিগের মুসলমানের সহিত অনেকটা সংস্রব রাখিতে হয়। আমরা মুসলমানকে অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে দিই না। আমাদের বস্ত্র কি শয্যাদি যবনস্পর্শ হইলে অপবিত্র মনে করি। এমন কি পাকশালা প্রভৃতি অন্দর মহলের গৃহ নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত মুসলমান মজুর দ্বারা করাইতে ইচ্ছা করি না। নিজ ব্যবহার্য্য থালা ঘটী গাড়ু ইত্যাদিতে মুসলমানকে জল খাইতে দিবার পদ্ধতি আমাদের দেশে নাই, এ দেশে ঐ সমুদায় অধিকার মুসলমানদিগের আছে। আর এক কথা এ স্থানে হিন্দু জাতীয় বেশ্যা অতি অল্প। যবনীরাই বারবিলাসিনীরূপে বিরাজমান। কিন্তু ঐ যবনীরা বারাঙ্গনা গৃহে সমুদায় হিন্দুই অবাধে গমনাগমন করিয়া থাকেন। তাহাতে সামাজিক হানি হয় না। চিপিটক মুসলমান স্পর্শ দূষিত হয় না মুসলমানের আনীত অন্যান্য সামগ্রী মুড়ী অবাধে হিন্দুরা ব্যবহার করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে যেরূপ বারইয়ারি এদেশেও তাহা আছে এখানে উহাকে মেলা কহে। আমাদের দেশে বারইয়ারিতে দুইচারিদিন ভালরূপ গীত বাদ্য হইয়া শেষ হয়। এসকল স্থানে ওরূপ দুইচারিদিনে বারইয়ারি মেলা শেষ হইবার নয়। মেলাক্ষেত্রে অতি অল্পমাত্র উৎসব হয় যেখানেই, যত দিনের জন্য হয় হউক, কমবেশী মাসাবধি থাকে। এই সকল মেলায় সঙ্গীত দ্বারা মেলা বেশী করিই প্রায় নহে তবে কোন কোন স্থানে মধ্যে মধ্যে দুই এক দিন যাত্রা বা পাঁচালী নাচ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল স্থানের মেলাতেই সর্ব্ব প্রকার পণ্যদ্রব্যের আমদানী হইয়া খরিদ বিক্রয় হয়। এই সকল খরিদ বিক্রয় বশতই মেলা দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হয়। মেলার আর একটী জঘন্য উপসর্গ বেশ্যা। যে স্থানে মেলা হইবে তত্রস্থান হইতে তথায় বেশ্যা দল উপস্থিত হইয়া মেলার শেষাবধি অবস্থিতি করিবে উহাদের অবস্থিতি জন্য মেলার কর্তৃপক্ষগণ মেলার স্থল হইতে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন ইহাদের মত বেশ্যা না হইলে মেলা জাকে না।

পাবনা একটী কাপড়ের জন্মস্থান। যদিও এখানে দেশী বস্ত্রের দুর্দ্দশা তত্রাচ এখানে বহু তন্তুবায় এ জেলায় বস্ত্র বয়ন করে এবং উত্তম উত্তম ধুতি চাদর প্রস্তুত করিতে সক্ষম শান্তিপুরের অবিকল অনুরূপ বসন বুনিতে সক্ষম ইহারা এ সকল দেশে সাদা সুতার ধুতি চাদরের জোড় চলিত আছে। পশ্চিমের ধুতিতে যেরূপ লাল কাল পাড় জোড়ের চাদরেও তদনুরূপ পাড় থাকে। রাজসাহী ও ঢাকা বিভাগে পাবনার দেশী বস্ত্রের বিলক্ষণ আদর আছে। এ সকল দেশে চন্দ্রকোণা কি রামজীবনপুরের বস্ত্রের ব্যবহার প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। এখন পাবনার উৎপন্ন বস্ত্রই উল্লিখিত বিভাগে সর্ব্ব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

এ দেশে শীতারম্ভের সহিতই কুজ্ঝটিকার উৎপত্তি হয় এখনও রীতিমত শীত পড়ে নাই তত্রাচ প্রত্যহ প্রাতে কুয়াসা দেখা যাইতেছে হৈমন্তিক ধান্যের অবস্থা উত্তম।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

১। গত ১১ই নবেম্বর রাত্রিতে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের মদনপুর ষ্টেশনে দুইখানি মাল গাড়ীতে যে সংঘর্ষণ হইয়াছিল তাহাতে উক্ত রেলওয়ের কর্তৃপক্ষেরা ১৮৭৯ সালের ৪ আইনের সাধারণ রুলের আট এবং পঁচিশ ধারার মর্ম্মানুসারে, গার্ড সি, এফ, ব্যাড্লে এবং ড্রাইভার আই, এস, নিউম্যান সাহেবকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করায় কৃষ্ণনগরে উহাদের বিচার হইতেছে বিচারের ফলাফল পরে প্রকাশ করিব। গত পূর্ব্ব বৎসর জগৎবাটীর যে গাড়ীতে অনেকের সংঘর্ষণ হইয়াছিল, তাহাতে ভবিষ্যতে কি কি উপায়ে সংঘর্ষণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এ সম্বন্ধে প্রস্তাব হয়, সেই উপলক্ষে আমাদিগের শাখাটের ভূতপূর্ব্ব বহুদর্শী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু মহোদয় এই একটী প্রস্তাব করেন যে কি প্যাসেঞ্জার কি মালগাড়ী কোন গাড়ীরই ড্রাইভার গাড়ী না থামাইয়া লাইন ক্লিয়ার লইতে পারিবেন না। এক্ষণে সেই নিয়মানুসারে কি লাইন ক্লিয়ার লওয়া হয়? আমরা অনেকবার অনেকে দেখিয়াছি ড্রাইভারগণ গাড়ী না থামাইয়াই একটী গোলাকৃতি বেত্রের উপরি সংলগ্ন লাইন ক্লিয়ারের কাগজখানি লইয়া যায়। একজন খালাসি ঐ গোলাকৃতি বেত্রটী প্লাটফরমের পার্শ্বে ধরিয়া থাকে এদিকে গাড়ী গমন করিতে করিতেই ড্রাইভার ঐ বেত্র গাড়ী সংলগ্ন লাইন ক্লিয়ারের কাগজ তুলিয়া লয়। এবং কাগজখানি খুলিয়া লইয়া ঐ গোলাকৃতটী এঞ্জিন হইতে কিছু দূর গাড়ী গমন করিলেই ফেলিয়া দেয়। রেলওয়ে সমূহ একণে সরকার বাহাদুর নিজে স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন অতএব আমরা মহামান্য সার রিভার্স টমসন বাহাদুরকে বিনয় সহকারে জানাইতেছি ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণ অর্থাৎ ড্রাইভারগণ প্রকৃত প্রস্তাবে গাড়ী থামাইয়া লাইন ক্লিয়ার লয় কি না, এ বিষয়ের বিশেষ তদন্ত ও অনুসন্ধান করেন। গাড়ী থামাইলে দুই এক মিনিট সময় নষ্ট হয় বটে কিন্তু ইহা একটী সংঘর্ষণ না হইবার অন্যতম প্রশস্ত উপায়।

২। সংপ্রতি এখানকার শ্রীশ্রীত রাসযাত্রা খুব ধুমধামের সহিত হইয়া গিয়াছে। এখানে প্রায় ৩০ সংখ্যা লোক রাস করে এবং এই রাসযাত্রা উপলক্ষে এবার প্রায় ৭০।৮০ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিল, সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় লক্ষ লোক। শান্তিপুরের রাস শুদ্ধ আমাদের, বিষয় এরূপ নহে বঙ্গদেশের রূপ মেলা শান্তিপুরের রাসের মেলা প্রভৃতিগুলি অন্য বাণিজ্যের মেলা একটী উৎকৃষ্ট উপায়। অনেকে অনুমান করেন এবার এই রাস যাত্রা উপলক্ষে নিদান ১৪ চৌদ্দ হাজার টাকার কাপড়, কাটা কাপড় দিং ১০ দশ হাজার টাকার চাউল ময়দা দং ৮ আট হাজার টাকার তৈজস পত্র দিং ৬ ছয় হাজার টাকার, মিষ্টান্ন ১০ দশ হাজার টাকার পাথর ১ এক হাজার টাকার মধ্যে

হায়ীর দোকানের দিন ১০ দশ হাজার টাকার এবং অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য ১০ হাজার টাকার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে ॥ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৯০।৭০ হাজার টাকার ক্রয় বিক্রয় হয়, এবারও এই রাসে একটী নূতন বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। এই রাসের তিন দিবস এবং ৮৫পরে কয়েকদিন প্রকাশ্য স্থলে প্রকাশ্যরূপে জুয়া খেলা হইয়া গিয়াছে। পুলিস কি সে বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান লইয়াছেন? আমাদিগের প্রবল প্রতাপান্বিত ডেপুটী বাবু এই রাসের কয়েক দিন এখানে থাকিতে এরূপ হইল কেন? জুয়াখেলা ওয়ালাদিগের সহিত পুলিসের বন্দোবস্ত আছে কিনা তাহা আমরা জানিনা তবে সে দিন এখানকার জনৈক বিজ্ঞ লোক ডেপুটী বাবুর সম্মুখেই প্রকাশ্য এজলাসে পুলিসের গুণাগুণ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আমরা এই রাসযাত্রা উপলক্ষে এখানকার মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের একটী কার্য্য দেখিয়া বাস্তবিক বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। প্রবর্তী এই—রাসযাত্রা উপলক্ষে প্রায়ই পীড়াদি হইয়া থাকে, এবার এখানে এই উপলক্ষে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি শরৎ বাবু বিশ্বার্থভাবে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত আহারাদি না করিয়াও রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে গরুর বা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া শুশ্রূষার্থ অন্যত্র বন্ধু সমিতির গঙ্গাতীরস্থ গৃহে প্রেরণ করিতেছেন। স্থানে স্থানে, গলিতে গলিতে ভ্রমণ করিয়া পীড়িত লোকের অনুসন্ধান করিতেছেন। এপর্য্যন্ত ১৫টী কলেরা গ্রস্ত লোক পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে স্বনামখ্যাত হোমিওপ্যাথী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের বিশেষ যত্ন ও সুচিকিৎসার গুণে ৭টী রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া স্বদেশ চলিয়া গিয়াছে। ৩টীর মৃত্যু হইয়াছে অবশিষ্ট ৫টী ব্রজ বাবুর চিকিৎসাধীন আছে। বলা বাহুল্য, যে তীর মৃত্যু হইয়াছে। উহাদিগকে যখন পাওয়া যায় তখন তাহাদের জীবনের আশা ছিল না। সময়ে পাওয়া গেলে বোধ হয় ব্রজ বাবুর চিকিৎসা গুণে ঐ তিনটী লোকও বাঁচিয়া যাইত। কলেরা এক্ষণে সাংক্রামিক হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। নিজ শান্তিপুর বাসী দুই একটী লোকও এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

অভিরা তন্নী কতি রাধাঘাটের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেন্ট এখন হইতে সাবধান হউন।

এই রাসের সময় শান্তিপুর গড় নিবাসী শশীভূষণ বাগ্চী নামক এক ব্যক্তি ১০ পাঁচ সিকা মূল্যের ১টী কমফারটার চুরি করায় শান্তিপুরের পুলিস তাহাকে ধরিয়া বিচারার্থ ডেপুটী বাবুর সমীপে প্রেরণ করায় তাহার ৩ সপ্তাহ কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। এখানকার পুলিশ ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকর্দ্দমার কিনারা করিতে মজবুত। বড় বড় চুরি বা খুনের ইহারা কিছুই কিনারা করিতে বা আসামীকে সাজা দেওয়াইতে পারেন না লক্ষ্মীতলায় খুনের ও সৌদামিনী পেশাকরের খুনের কি হ'ল? আবার জিজ্ঞাসা করি, এই রাসের সময় গোয়াড়ীর জনৈক মুসলমান ভদ্র লোকের যে অনেকগুলি টাকা চুরি গেল তাহারই বা কি কিনারা হইল আর গত ২০এ কার্ত্তিক ৺জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জ্জনের রাত্রিতে এই থানার অধীন নালিপোতা পোষ্ট আপিস হইতে আইরণচেষ্ট সমেত ২৮৫ টাকা নগদ ও ১৩ টাকার ষ্টাম্প যে চুরি গিয়াছে তন্মধ্যে ১৩ টাকার ষ্টাম্প চোরেরা ফেলিয়া গিয়াছে কিন্তু ঐ নগদ টাকার এবং প্রকৃত চোরের কিনারাই বা পুলিস কি পারিতেছেন? দেখা যাউক এবার ইনস্পেক্টর বাবু স্বয়ং আহারনিদ্রা খাইয়া লাগিয়া গিয়াছেন কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎবাণী বলিয়া রাখিতেছি ইতি পূর্ব্বে ঐ নালিপোতা পোষ্ট আপিস হইতেই যে ৮২॥৵০ বিরাশী টাকা ৩ আনা চুরি হয় তাহাতে শান্তিপুরের পুলিশ যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবারও সেইরূপ কৃতকার্য্য হইবেন অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাস, পুলিশ সেবারের ন্যায় এবারও সেইরূপ অযোগ্যতার পরিচয় দিবেন। তবে যদি এবার ইনস্পেক্টর বাবু নালিপোতার চুরির কিনারা করিতে পারেন না। হয় আমরা তাঁহার নিকট লজ্জিত হইব।

বিজ্ঞাপন।

ডজন ২৭; প্রতি সমস্তের মূল্য ১॥৶০ ডজন ১৫ প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১৲ হইতে ৩ পর্য্যন্ত। প্রতি ডজন ১৶০; যাঁহারা অঙ্গুরী ও অনন্ত লইবেন তাঁহারা মাপ পাঠাইবেন।

ইলক্‌ট্রো গ্যালভানীয়

অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত।

পি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক।

৩৪ নং বেনিয়াটোলা লেন পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

তাড়িতের অপরিসীম গুণ বর্ণন।

আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারত মধ্যে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন ঢাকা, এলাহবাদ, শিলহাট, কটক, মেদিনীপুর, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ, আসাম, বেণারস, হাইদ্রাবাদ, দিল্লী, লাহোর কাশ্মীর ও জগতের সমস্ত সভ্যজাতি এখন এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে অনেক উৎকট ব্যাধি যাহা এলোপ্যাথিক, হাইড্রোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক, ক্রমোপ্যাথিক ইত্যাদি নানা প্রকার ডাক্তার কবিরাজ যে সমস্ত রোগ দুঃসাধ্য ও অচিকিৎস্য হইবে না বলিয়া রোগীদিগকে একেবারে হতাশ করিয়া দিয়াছেন তাঁহারা আমার এই সর্ব্বশক্তি জীবন স্বরূপ বৈজ্ঞানিক তাড়িৎ চিকিৎসা দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছেন। আমার এই তাড়িৎ অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে এবং তাড়িৎ সংযুক্ত জন্য ব্যবহারে মানব শরীরে রোগ নিকটে আসিতে পারে না, অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত ক্রয় করিতে P.C.D. মার্কাঙ্কিত দেখিয়া লইবেন কারণ কোন কোন দুষ্ট লোক লোভের বশতাপন্ন হইয়া অনুকরণ করিতেছেন বাহ্য আড়ম্বর। যে কয়েকটী বস্তু পরিমাণ বিশেষ একত্রিত সংযোগ দ্বারা তাড়িৎ উৎপাদিত হয় সর্ব্বলোক লোক সেই সমস্ত বস্তুর সম্পূর্ণ পরিমাণ বা মূল্য না পারায় ঠকাইতেছে, P.C.D. মার্কার অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত আমাই আমার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং তাহা অদ্যাবধি জগতের সমস্ত লোকে ৬।৭ বৎসর হইতে বহু প্রশংসা করিয়াছেন ও প্রশংসাপত্রও দিতেছেন।

প্রতি কবচের মূল্য ৩।০ ও ২৲ ১৷৵০ প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ১।০ ডজন ১৫ ও অনন্তের মূল্য ৩।৵০ ডজন ১৫ প্যাকিং ও পোষ্টেজ।৴০ অঙ্গুরী ও অনন্তের মাপ পাঠাইবেন ও চারি রকম অঙ্গুরীর মধ্যে যেপ্রকার লইবেন নম্বর ধরিয়া লিখিবেন।

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মফঃস্বলের এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—●●—

ভ্রমণ কারির ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

অর্থাৎ।

বাঙ্গালা বেহার, উড়িষ্যা, আসামের সংক্ষেপ বিবরণ। ভাষা প্রাঞ্জল ও সকল সম্প্রদায়ের পাঠ্য এরূপ পুস্তক বঙ্গ ভাষায় আর নাই।

আমরা প্রত্যেক জেলায় যাইয়া যাহা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহার লোকপ্রবাদ পুরাবৃত্ত কীর্ত্তি প্রভৃতি বিষয় যতদূর অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি এবং স্থানীয় আচার ব্যবহার রীতি নীতি, কৃষি বাণিজ্য, রাজনীতি, প্রভৃতির সংগ্রহ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জেলায় গমনের পথের বিবরণ সহ পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে এক রূপ প্রত্যেক ভাগ মহলের প্রাকৃতিক ও পল্লিকা সমুদায় ব্যাখ্যা স্থির সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

সহৃদয় ও পাঠকগণের কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক সংগ্রহ হইয়াছে, একরূপ ভ্রমণ ভারতের বিবরণ ক্রমশ সম্পাদকের উপহার দেওয়ার বাসনা, অন্য এক দেশের বিবরণ সংগ্রহার্থে একলে কিছু কিছু ব্যয় স্বীকারে গ্রাহক হইয়া আমাকে উৎসাহী করুণ। বস্তুতঃ মদীয় এই অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নূতন। সামান্য কিছু ব্যয় করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না, বরঞ্চ দোষ হয় বিকল্প হবে না। বিশেষ এ ব্যাপারে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সম্পূর্ণ সাহায্য পাইবার একান্ত প্রত্যাশা।

পুস্তক খানি ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মা ৬০ ফর্ম্মার প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় চার খণ্ডে শেষ হইবে। আগামী ১লা মাঘ প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইবে তৎপর প্রত্যেক দুইমাস অন্তর ছয় মাসে সমুদায় প্রকাশ হইবে।

অগ্রিম সমুদায় চার খণ্ডের মূল্য ২৲ টাকা ডাক মাশুল ।০ আনা। প্রত্যেক খণ্ডের অগ্রিম মূল্য মায় ডাকমাশুল ॥৶০ আনা ৩০এ পৌষের মধ্যেই মায় মাশুল ১।০ টাকা দিলে সমস্ত পুস্তক ও ॥০ আনা দিলে এক খণ্ড পাইবেন। এ নিয়ম কেবল এই কাল পর্য্যন্ত।

যদি সোমপ্রকাশের সংবাদদাতা, একারণ সোমপ্রকাশের সমুদায় গ্রাহক ও সমুদায় বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রী অর্দ্ধ মূল্য ১ টাকা ও মাশুল ।০ আনা ৩০এ পৌষের মধ্যে জমা দিলে সমস্ত পুস্তক পাইবেন। কলিকাতার গ্রাহকগণ যদি আফিসে টাকা দিয়া যান ও পুস্তক আনয়ন করেন ডাকমাশুল লাগিবে না। এই ঠিকানায় অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ।

সোমপ্রকাশ আফিস ২২২ নং

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নিবেদক শ্রীরসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রমণকারী।

—●●—

সোমপ্রকাশ।

৩১ শ ভাগ

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। »

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০

১২৯৩ সাল। ১৪ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮৬। ২৯এ নবেম্বর।

৮ রিপনাব্দ। ১৪ই অগ্রহায়ণ।

সংখ্যা।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সুলভ এজেন্সি।

মফস্বলবাসী সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যাঁহারা যে কোন সামগ্রী কলিকাতা নগর হইতে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা আমাদিগের কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা যত সুলভে পারি ক্রয় করিয়া অবিলম্বে সেই সকল দ্রব্য যত্নের সহিত পাঠাইয়া দিব। ক্রয় করিবার অর্ডর প্রেরণ কালে অনুমান করিয়া কিছু টাকা পাঠাইবেন। বাজারে যেরূপ দরে খরিদ হইবে লিখিয়া অবগত করা হইবেক এবং দ্রব্যাদি ভালু পোষ্টে অথবা পার্শেলে পাঠান যাইবে। প্রেরিত দ্রব্যের বিক্রি মূল্য ঐ সময়ে দিলে চলিবে। কার্য্য বুঝিয়া কমিসন স্থির করিয়া পত্র লেখা হইবে।

গ্রাহক মহোদয়দিগের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া সোমপ্রকাশের মূল্যাদি এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশ ডিপজিটারীতে না গিয়া অথবা মূল্যাদি না দিয়া ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে অনুগ্রহ করিয়া আসিলে সমস্ত বিষয়ের স্থির হইবে। সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে যাইবার প্রয়োজন নাই।

সোমপ্রকাশ যন্ত্র ও কার্য্যালয় আদি কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২২২ নং ভবনে স্থাপন করা হইয়াছে। গ্রাহক মহোদয়গণ পত্রাদি ও সোমপ্রকাশের মূল্যাদি উক্ত ঠিকানায় নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাবেন। সোমপ্রকাশ এক্ষণ হইতে নিয়মিতরূপে সত্বর যাহাতে গ্রাহকগণের হস্তগত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মফস্বল ও কলিকাতার যেসকল গ্রাহক উপযুক্ত সময়ে সোমপ্রকাশ না পাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পত্র লিখিলে আমরা তাহার সংশোধন করিব। চাঙ্গড়িপোতা সোনারপুর পোষ্ট আফিসের ঠিকানায়পত্রাদি লিখিবার আবশ্যক নাই।

আমরা কলিকাতায় আসিয়া নানা প্রকার জবওয়ার্ক ও পুস্তকাদি মুদ্রন কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। যাঁহারা সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে চেক দাখিলা, চিঠি, লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি যাবতীয় বিষয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা উপরি উক্ত ঠিকানায় আমার নিকট অর্ডার পাঠাইলে নূতন অক্ষরে সত্বর প্রাপ্ত হইবেন। আমরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা নানা প্রকার নূতন অক্ষর বর্ডার ও নকসা আনয়ন করিয়াছি। সুলভ মূল্যে ও সুন্দররূপে যে কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে কোনরূপ প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা নাই। সর্ব্বসাধারনকে অবগত করা যাইতেছে তাঁহারা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাদিগকে মুদ্রন কার্য্যাদি অর্পন করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র টাকা কড়ি, মণিঅর্ডার আদি গ্রাহক মহোদয়গণ এক্ষণ হইতে ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মণিঅর্ডার যোগে গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাহারও নামে পাঠাইবেন না অথবা কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যেন দৃষ্টি থাকে

পেন্দ্রকুমার শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষস্য

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।

মূল, শাঙ্কর ভাষ্য, ও শাঙ্কর ভাষ্যানুমোদিত বাঙ্গালা ব্যাখ্যা।
বাঙ্গালা ব্যাখ্যাতা
পণ্ডিত
শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয় কর্ত্তৃক বিশেষরূপ সংবর্দ্ধিত ও সংশোধিত।
এরূপ ব্যাখ্যা পূর্ব্বে কখন প্রকাশিত হয় নাই।

মূল্য মায় ডাঃ মাঃ ২।০ টাকা মাত্র।

(মাসিক) বেদব্যাস (পত্র)

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক,

সম্পাদিত।

হিন্দু ধর্ম্মের এক মাত্র মাসিক পত্র।

বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা, অসমর্থ ১ টাকা কিন্তু গীতা ও বেদব্যাস একত্রে লইলে মায় ডাঃ মা ৩ টাকায় দুইই পাইবেন।

ঠিকানা,—৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

বেদব্যাস কার্য্যাধ্যক্ষ।

দি—জেনুইন হোমিওপ্যাথিক ফারমেসি।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধসমস্ত

অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয়।

অর্থাৎ অকৃত্রিম হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

আমরা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিব। আমাদের ঔষধ সমস্ত নূতন ও অকৃত্রিম। তিন জন বহুদর্শী চিকিৎসক তত্বাবধায়ক। যাহারা এখন অন্ততঃ ৪, ঔষধ লইবেন তাঁহারা চিরদিন অর্দ্ধ মূল্যে পাইবেন। সুন্দর মেহগনি কেস মরকেকো পকেট কেস থারমমিটর ষ্টেথসকোপ গ্লাস মরটার, মেজর গ্লাস ড্রপ-কনডক্টর, শিশি কর্ক, গ্লবিউলস, পিলিউলস্,সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছি। মাঃ টিং ৴৫. ১২ ডাঃ পর্য্যন্ত ৶৫, ৩০ ডাঃ ৵৫, ২০০ ডাঃ ||৶৫ ড্রাম রুবিনির কর্পূরারক বড় শিশি ||০। ওলাউঠার বাক্স পুস্তক ও কর্পূরারক সহিত ৩||০, কোষ্ঠবদ্ধতা ও অম্লের মহৌষধ ন্যাপ্‌টুড সিডলিজ ২|০ ৩ সিডলিজের ২ পৃষ্ঠার পুস্তক বিনা মূল্যে।

সচরাচর ১ দিবসে আরোগ্য হয় এরূপ দদ্রু রোগের মহৌষধ |০, কমপাউণ্ড লেপট্যাণ্ড্রিন পিল অর্থাৎ মেলেরিয়া ও প্লিহাদির অব্যর্থ মহৌষধ ১||০, ঐকাহিক অর্থাৎ ১ দিবস অন্তর জ্বরের আশ্চর্য্য হোঃ ঔষধ ১৲ টাকা।

—❁❁—

নং ১৫৫।৫ বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা।	চাটুর্জ্জি,বেনার্জ্জি ও মুখার্জ্জি হোঃ ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা

বৈদ্য জীবন।

প্রাচীন সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ। নামেই ইহার গুণের পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই প্রায় ব্যর্থ বোধিনী। কি গৃহস্থ,কি চিকিৎসক, সকলেরই ইহা জীবন স্বরূপ, এবং কাব্যামোদীদিগের বিশেষ [illegible] বাহ সহিত, প্রতি [illegible] ৪ [illegible] খণ্ডে প্রকাশিত করিতেছি। ছয় মাসে সমাপ্ত হইবে। পূজার পূর্ব্বে ১ টাকায় সমগ্র পুস্তক দেওয়া হইয়াছে। এখন ২ টাকা। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত, ভাস্কাঘোড়া, ডাকঃ শ্রীরামপুর হুগলী।

সকলেরই ব্যবহার্য্য

কেশ-বিনাশক চূর্ণ।

শরীরের যে কোন স্থানের লোম উঠাইবার ইচ্ছা করিবেন, এই চূর্ণ একবার মাত্র লাগাইলে তিন মিনিটের মধ্যে উত্তমরূপে লোম বিনাশ হইবে।

মূল্য—প্রতি কৌটা |০, প্যাকিং ৴০ আনা
" " ডজন ৫ " |০ "

এই চূর্ণ খোস কিম্বা কোন প্রকার ক্ষত স্থানে লাগান নিষেধ।

এচ, কার,

২৯ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—❁❁—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেটকেস, থারমমিটার ৩৩ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ২২ শিশি কর্ক চামচা প্রভৃতি সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড,জার্ম্মণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাকমাশুল সহ ১৲১০ এক টাকা আড় আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ [illegible] বের মূল্য |০এবং বহুমূত্র পীড়ার বিশ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্র সহ মূল্য ১৷০ দেড় টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১ আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডর বস্তুর সহিত ভ্যালুপেয়েবল পার্শেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—❁❁—

কে,ডি. সরকারের উপদংশ রোগের পারা বর্জ্জিত মহৌষধ।

সিপাহি বিদ্রোহের অবসান সময়ে নেপালের জঙ্গলে এক মুসলমান ফকীরের নিকট প্রাপ্ত। বিগত২৬বৎসর ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও যশের প্রচারের সহিত ইহার গ্রাহক এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছে যে বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম। ইহাতে কোন প্রকারের পারা নাই, ইহা অল্পকালমাত্র সেবনেই সহস্র সহস্র লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিরারোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র ইহার লেপনেই রোগোন্মুক্ত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারায় শিশু সন্তান ও পৈত্রিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহা রোগের সর্ব্বাবস্থায় আশু ফলপ্রদ, এমন কি পারাঘটিত ঔষধ সেবনজনিত দূষিত রক্ত ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্ষত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের এরূপ পারা বর্জ্জিত অব্যর্থ মহৌষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন ডাবিজ্ঞ ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রদত্ত প্রশংসাপত্র এবং ঔষধ সেবনের নিয়মাদি ঔষধের শিশির সহিত থাকিবে, আমাকেই লিখিলেই উক্ত প্রশংসাপত্রাদি বিনা ব্যয়ে পাইবেন। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২|০ প্যাকিং |০

শ্রীকালী দাস সরকার

গবর্ণমেণ্ট পেনসনর—লক্ষ্ণৌ।

—❁❁—

প্রেরিত পত্র।

"আত্ম—বিলাপ"।

১

সহেনা যাতনা আর এ ছার-জীবনে
কবি কি উপায়।
পড়িয়ে মায়ার জালে, আত্ম গেছি ভুলে,
এবে প্রাণ যায়।
জানিনা ত এ সংসার, কাঁদাইবে নিরন্তর,
মোহের ছলনে প'ড প্রবেশিনু তায়।
কার, কারে নাহি ভাবি করি হায় হায়।
ভঙ্গুর সুখের আশে ভ্রমিয়ে বেড়াই
সংসার বাজারে।
কাম, ক্রোধ লোভ মোহ জ্বালাইছে অহরহ
প্রবেশি অন্তরে।
পর নিন্দা প্রতারণা কেবল শুনে না মানা,
অধিকার করে মন প্রকাশিছে বল।
উপলক্ষ এই দেহ রয়েছে কেবল।

২

জানিয়া জানে না মন অসার সংসার
মায়া পারাবার।
তাই বন্ধু, প্রিয় যারা সময় হইলে তারা,
রহিবেনা আর।
যবে যম দূত আসি লাগাবে গলায় ফাঁস
কোথা রবে আত্মজন অন্তিম সময়।
এখন ও ভাবনা মন কি হবে উপায়,
মাস ঋতু গ্রাস করে আয়ু
পঞ্চ ভূত পাবে।

৩

আয়ু ক্ষয় দিন দিন অন্তর হতেছে ক্ষীণ
বাধা নাই মানে।
ইন্দ্রিয় সুখ অভিলাষে বেড়াইছে হেসে হেসে,
পরিণামে পরিতাপ ঘটিবে নিশ্চয়।
সময় থাকিতে তার ভাবনা উপায়।
অনেক সংসার প্রেমে মত্ত যেই জন।
কাঁদে দেখি শেষে।
প্রেম তত্ত্ব যারা বুঝে মিথ্যা প্রেমে মত্ত হয়ে
কাল যাপে ক্লেশে।
নিশ্চিন্ত থাকেন যদি ভাবে সে অভাব বিধি
বুঝে, সেই জন এই ধরার নিরয়ে।
কেবল নির্ভর করে আপন করমে।

৪

সময় থাকিতে কর আত্ম অনুসন্ধান
যদি চিত্ত চাও।
মায়া জাল ছিন্ন করি দম্ভ রাগ পরিহরি
মনে শান্তি লও।
উপদেশ তীক্ষ্ণ বাণে নিষ্ক্রেজিয়া রিপুগণে
সৎ পথে রহি মম ভাব সেই জন।
সময় থাকিতে কর পথ অন্বেষণ।

১ অগ্রহায়ণ অসম্পূর্ণ
কুমিরা খুলনা বসন্ত
শ্রীহরিচরণ ঘোষ

—•••—

মহাশয়! আপনার জগদ্বিখ্যাত সোমপ্রকাশে নিম্ন লিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইলে পরম উপকৃত হইব।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বড়বেলুন গ্রামে পূর্ব্বে একটি বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি স্কুল ছিল, পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত স্কুলটি মধ্য ইংরাজী স্কুল রূপে পরিণত হইয়াছে। মাইনর স্কুল হইবার পূর্ব্বে এই স্কুলের পরীক্ষার ফল এত উৎকৃষ্ট হইত যে, বড়বেলুন স্কুল বর্দ্ধমান সারকেলের বাঙ্গালা স্কুলের উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছিল। মাইনর স্কুল স্থাপিত হইবার সময়, স্থানীয় তালুকদারের ভাগিনের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হেডমাষ্টারের পদে নিযুক্ত হয়েন। ঐ সময় হইতেই (এখন বলিতে হয়) স্কুলটির অমঙ্গলের সূত্রপাত হয়। স্কুলের সম্পাদক মহাশয় চিকিৎসা ব্যবসায়ী সুতরাং তিনি সকল সময়ে স্কুলের কার্য্য দেখিতে পাইতেন না। এজন্য হেডমাষ্টারের হস্তে স্কুলের সকল কার্য্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। হেডমাষ্টার মহাশয় সম্পাদকের ন্যায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, আপন ইচ্ছানত কার্য্য করিতেন। কোন দিন ২ প্রহরের সময়, কোন দিন দুই প্রহর একটার সময়, কোন দিন দুইটার সময় স্কুলে যাইতেন, কোন দিন বা একবারও উপস্থিত হইতেন না। এই সকল কারণে স্কুলটির নিতান্ত দুরবস্থা হইয়া পড়ে। গত ৩রা ভাদ্র গ্রামস্থ অনেকগুলি ভদ্রলোক সমবেত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র... সরকার মহাশয়কে সম্পাদকের ও শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র পাঠক মহাশয়কে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন। মেম্বর ৫ জন ছিলেন তৎপরিবর্ত্তে ১২ জন হইয়াছেন। এক্ষণে ইহাদের নূতন রকম কার্য্যকলাপে হেড মাষ্টার মহাশয় অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সম্পাদক ও মেম্বরগণকে সর্ব্বদা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন। ইহার ইচ্ছা যেন কর্তৃত্ব ভার টুকু কাহারও হস্তে দেন। ইহার ভয়ে গ্রামস্থ কোন ভদ্র লোকই স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইতে সাহসী হয়েন না।

আমি বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, শিক্ষক হইয়া এরূপ আচরণ করাইকি ভাল?

একটু ধীর ভাবে কার্য্য করা কি উচিত নহে? সর্ব্বদা অগ্নিশর্ম্মা হইয়া থাকা ভাল নহে।

বিবেদক
শ্রীগোপাল চন্দ্র ঘোষ
জনৈক মেম্বর
পোষ্ট নাসীগ্রাম
জেলা বর্দ্ধমান

—••—

মহাশয়! আজ কিয়দ্দিন অতীত হইল আমি ভারতবাসীপত্রিকা পাঠে অবগত হইলাম কোন মহাপুরুষ দক্ষিণ বারাকপুর মিউনিসিপালিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু ভবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে যাবতীয় সদগুণের একমাত্র আধার বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমি দক্ষিণ বারাকপুর মিউনিসিপালিটীতে আজ বহুদিন হইতে বাস করিতেছি, কিন্তু তিনি যে এরূপ গুণের সাগর তাহার পরিচয় পাই নাই। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির প্রখরতার লক্ষণও এতদূর দেখি নাই। যাহাহউক ভারতবাসীর কথায় কথা কহিবার আবশ্যক ছিলনা, কিন্তু যখন দেখি বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের মুখস্বরূপ সোমপ্রকাশ পত্রিকাতেও এ বিষয়ের আন্দোলন করা হইয়াছে যখন আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ও বহুদর্শী সম্পাদক এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন বক্তাকে কিছু উচিত বলিতে হইল।

উচিত বক্তা দক্ষিণ বারাকপুর মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কেবল অনুরোধে লিখিয়াছেন তাহা পদে পদে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন সচ্চরিত্র বহুদর্শীতা ও ন্যায়পরতা গুণে দয়াবান (?) গভর্ণমেণ্ট ভবনাথ

বাবুকে চেয়ারম্যান করিয়াছেন একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা সকলেই অবগত আছেন। যে সাউথ বারাক-পুরে চেয়ারম্যান গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয় না, ইহা কমিশনারেরাই করিয়া থাকেন। তবে ভবনাথ বাবু কি করিয়া গভর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত হইলেন তাহা উচিত বক্তাই বলিতে পারেন। এ মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান গভর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপালিটী হইতে প্রতি মাইলে ॥০ আনা করিয়া পাকের খরচ পাই-তেন। এসংবাদ উচিত বক্তা কোথা হইতে পাইলেন বলিতে পারি না। আমি দক্ষিণ বারাক-পুর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে এ সংবাদটী সম্পূর্ণ মিথ্যা। উচিত বক্তা আরও বলিয়াছেন যে ভবনাথ বাবু প্রত্যহ ২ ঘণ্টা করিয়া আপিসের কার্য্য করেন ও প্রত্যেক মাসে মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত গ্রাম সমূহে রীতিমত ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কিন্তু উচিত বক্তাকে জিজ্ঞাসা করি ইহা কি তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য নহে? ইহাতে তাঁহার মহত্বের পরিচয় কিছুই নাই, তবে যদ্যপি তিনি মিউনিসিপ্যাল ভাণ্ডার হইতে অর্থ শোষণ না করিয়া নিজ খরচে গ্রাম সমূহে পরিভ্রমণ করিতেন তাহা হইলে তিনি সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইতেন সন্দেহ নাই। হপ-কিনসন সাহেবেরও ভবনাথ বাবুর সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব্বাপেক্ষা মিউনিসিপালিটীর খরচ অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। উচিত বক্তা বলেন ভবনাথ বাবু নিজগ্রাম পরিদর্শন করিতে গাড়ী ভাড়া লন না, কিন্তু আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে গ্রামটী দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১মাইলও নহে। সুতরাং ভ্রমণ করিতে যে গাড়ীর আবশ্যক হয় তাহা কথ-নই যুক্তি সঙ্গত নহে। মিউনিসিপ্যালিটিতে অধুনা যে প্রকার কার্য্য কলাপ হইতেছে তাহা অতীব শোচনীয়। শুনিতে পাই ইহার উপর গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে তজ্জন্য চেয়ারম্যান মহা-শয়কে অনুরোধ করি তিনি যেন একটু সাবধান ভাবে কার্য্যাদি করেন। নতুবা মিউনিসিপ্যালিটির অচিরাৎ ধ্বংশ হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।*

একান্ত বশম্বদ।
শ্রীসব ভাত্তা

*আমরা এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিনা। কেহ কেহ ভবনাথ বাবুর প্রশংসা করেন কেহবা তাঁহার প্রতি তত্তুষ্ট নহেন। আমাদিগকে উভয়ের কথাই শুনিতে হয়। তজ্জন্য বক্তাবর্গ এখন ক্ষান্ত হইলেই আমাদের ইচ্ছা। ভবনাথ বাবু একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁহাকে লইয়া এরূপ তর্ক বিতর্ক করা যাহাতে আমাদের না করিতে হয় তিনি নিজেও তাহা করিতে পারেন —সোঃ সঃ

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোম প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু।

"আমি যদি, কথা কহি, একে হবে আর।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে, ভাঙ্গে হীরা ধার॥"

মহাশয়। বিগত ২৬এ কার্ত্তিক সোম প্রকাশে জনৈক পত্র প্রেরকের পত্র পাঠ করিয়া একবারে চমৎকৃত হইয়াছি। "পত্র প্রেরক" ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক আত্মনামের পরেই এই পরিচয় দিয়া "অদ্ভুত হত্যা" এই শির্ষকে থানা গোঘাট সংক্রান্ত পুখুরিয়া গ্রাম দামোদর নদের তটে দস্যু কর্ত্তৃক এক ব্যক্তির হত্যা হওয়ার কথা লিখিয়াছেন।

পরন্তু ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক কে? রঙ্গমঞ্চে ইনি আবার কে আবির্ভূত হইলেন, প্রথমে তাহা নিশ্চয় করিতে পারি নাই বটে কিন্তু পরে জানিয়াছি লেখক যিনিই হউন অদ্ভুতস্বভাব ব্যক্তি বটেন। আদৌ ভূতশুদ্ধি জানেন না। যাহা লিখিলে আজ কালকার আইনে প্রমাণের ভার স্কন্ধে লইতে হয়, এমন অনর্থক ভূতের বোঝা ঘাড়ে লইবার ও ভূতের শ্রাদ্ধ করিবার দরকার কি?

বোধ হয় লেখক লিখিবার কালে আদৌ সে চিন্তাটী করেন না। তৎকালে দেশের সুমঙ্গলের দিকেই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সুতরাং বলিতে হইলঃ—

"লিখিবার দোষ নাই, বুঝিবার ভ্রম।
চিত্ত বোধ আছে কিন্তু বিবেচনা কম॥"

লেখাটাতে লিপি-চাতুর্য্য কিছুই নাই। নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করিলে উদ্দেশ্য অতীব মহৎ।

কিন্তু, এখন আর সেকাল কৈ? যেখানে সেখানে ভূতের আড্ডা। একটী গল্প আছে যে মানুষকে ভূতে পাইলেই মানুষ ভূত ও ভূতনাথ হয়। বাহুল্য ভয়ে, সে গল্পটী লিখিলাম না। ভূত কিম্ভূত কিমাকার বোধ হয় ততোধিক বেণী কড়াইএর হত্যাকাণ্ডে সোমপ্রকাশের পাঠক মহোদয়গণ তাহা অবগত আছেন। পুলিষের অসাবধানতায় এক ব্যক্তি হত হইয়াছে এই নৃশংস লোমহর্ষণ ব্যাপারটী শুনিতে বড় ভয়ঙ্কর। কেননা, অনেক স্থলে কিঞ্চলুক খুঁড়িতে গেলে কেউটীয়া বাহির হইয়া পড়ে। ইহাতে অনেকের গাত্র জ্বালাও ঘটিতে পারে বিচিত্র কি?

বিশ্বস্ত সূত্রে যাহা জ্ঞাত হইয়াছি তাহা একরূপ লিখিয়া কাহারও অন্তঃকরণে আঘাত দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে। কেননা অন্যায়ে (পত্র প্রেরক কর্ত্তৃক) ঐ কথা সোমপ্রকাশে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, এবং (অজ্ঞাতব্যক্তি কর্ত্তৃক) জেলা ও মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয় গণের সমীপে দরখাস্ত হওয়াতে অমূল্য অনেক আন্দোলন ও হট্টগোল হইতেছে?

শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, সেই ব্যক্তির বাসস্থান জেলা বাঁকুড়ার অধীন থানা কোতলপুরের অন্তর্গত মির্জাপুর গ্রামে এবং সে জাতিতে তামলী, তাহার নাম তারাচাঁদ ভুঞা। ঐ ব্যক্তির বয়ঃক্রম ৭০ বৎসরের ঊর্দ্ধ হইয়াছিল। যে স্থানে তাহার মৃত দেহ (পুখুরে গ্রামে) একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের প্রধান শাখায় ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা হস্ত পদ বন্ধন মুক্ত উদ্বন্ধনে লম্বমান ছিল, সেই স্থান তাহার বাটী হইতে ৫ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। স্থানটী অতি ভীষণ ও নির্জ্জন।

জনরব যে মৃত ব্যক্তি নিজ বাটী হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ সহ তামাক খরিদ করিবার জন্য কামার পুকুর নামক গ্রামে গিয়া জনৈক দোকান দারের নিকট তামাক ক্রয় করিয়া ঐ পুখুরে গ্রাম হইয়া একাকী প্রত্যাগমন করিতে ছিল। আবার কেহ কেহ একথা বলেন, যে মৃত্যুর ২।৩ দিন পূর্ব্বে তারাচাঁদ নিজ বাটী হইতে হটাৎ অদর্শন অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হওয়াতে তাহাকে নিশিতে (ভূতে) ভুলাইয়া ছিল। পরন্তু তাহার মৃত্যু কখন কোন সময় কি হেতুতে যে ঘটিয়া ছিল, তাহা কেহ চক্ষুতে দেখে নাই ও ঠিক বলিতে পারে নাই।

স্থানীয় পুলিষ কর্ত্তৃক তদন্ত হইবার কালীন অনেকে একত্র হইয়া ঐ ব্যক্তির ইচ্ছা পূর্ব্বক উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করা প্রকাশ করায় পুলীস তদনুসারে, মৃত ব্যক্তির আর কোনই ঠিকানা বা তাহার পুত্র পরিবারাদির আহ্বান না করিয়া অনুসন্ধানের কার্য্য সমাধান করেন এবং "নিঃসন্দেহ বশতঃ" আইন মতেই হউক, বা ভূতের ব্যবস্থা-তেই হউক, মৃত দেহের ডাক্তারের পরীক্ষার বা কোন কর্ত্তৃপক্ষের দর্শন জন্য না পাঠাইয়া অথবা মৃতব্যক্তির পরিবারদিগকে না দেখাইয়া গ্রাম্য নিশাচরের দ্বারা ঐ মৃত দেহ শ্রেষ্ঠকাষ্ঠে ত্যক্ত করাইয়া (মৃত ব্যক্তির) আত্মহত্যার বিষয় রিপোর্ট করেন। ঐ রিপোর্ট হইবার পরঃ— যখন ক্রমে ক্রমে ঐ ভূতে মারার গল্প সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হয়, তখন তারাচাঁদের আত্মীয় স্বজন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া একথা বলে যে মৃত ব্যক্তির শরীরে এমন কোন গুরুতর রোগ, শোক কোন যন্ত্রণাছিল না যে সে তদুপযুক্ত আগ্রহেই বিসর্জ্জনে

প্রবৃত্ত হইবে ? তিনি, বিজ্ঞ বৃদ্ধ, বিশেষতঃ যখন তাঁহার গাত্রাবরণ ছিন্ন উত্তরীয়ে জড় পদ আবদ্ধ ও জড়িত ছিল, তখন কোন্ব্যক্তি যে, পাছে রজ্জু বুলাইবে, তাঁহার সত্তর কিরূপে ? সুতরাং সে যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিনাশিত হইয়াছে, ইহাই সম্ভব।

মৃত ব্যক্তির সৈরন্ধ্রি বালিকা জনৈক পুত্র-বধূ একদা স্বর্ণগঞ্জ দোকানে আপনার পিতৃ-ভবনে বসিয়া বিলাপ করিতে থাকায় বোধ বোধ হয়, লেখক সেই বিলাপ শুনিয়া এবং পত্র দুঃখে দুঃখিত হইয়া সলজ্জান্তকরণে "পুলিসের জন" বলিয়া লিখিয়াছেন

ফলিতার্থ তৎসম্বন্ধে যিনি যাহাই মনে করুন, ইহাতে মহৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত রাগ, দ্বেষ, কি ঈর্ষাবশতঃ পত্র প্রেরকের ঐ কথা লিখিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। তাঁহার কোন মন্দ অভিপ্রায় থাকিলে আপনার নাম ধাম লিখিয়া ধরা দিতেন না। যাহাতে কেহ ধরিতে ও স্পর্শ করিতে না পারে তদ্রূপভাবে দর্পণে মধ্যে থাকিয়া আপনার প্রতিবিম্ব দেখাইতেন।

তবে একটা কথা আছে যে, কোন কথা তদন্ত না করিয়া শুনা কথার উপর নির্ভর করিয়া লেখা বড় দোষ। সময় বিশেষে তাহাতে ঠকিতে হয়। ঘটনা সত্য হইলে লিখিবার বাধা নাই, কিন্তু কাল এমনি কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে যে অনেক স্থলে উচিৎ কথা লিখিলেও আবার অনেকের ক্রোধে পড়িতে হয়।

২রা অগ্রহায়ণ ১২৯৩। } আপনার ভূতপূর্ব্ব সংবাদদাতা,
জেলা, হুগলী, বদনগঞ্জ } শ্রীশশধর দত্ত
বদনগঞ্জ।

সোমপ্রকাশ

১৪ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

আমরা "জগৎবাসী" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। জগৎবাসীতে সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। এরূপ সম্বাদপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া যতই প্রচার হয় ততই মঙ্গল কিন্তু ভারতবর্ষে মুদ্রাঙ্কন ব্যাপার যেরূপ বহুব্যয় সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে কোন সম্বাদ পত্রই সচ্ছন্দে চলিতে পারে না। বিলাতে যে সকল সম্বাদপত্র প্রচারিত হয় তাহার অধ্যক্ষগণ প্রায়ই লাভবান হইয়া থাকেন। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এরূপ সম্বাদ পত্রের সংখ্যা অতি বিরল। লাভ না পাইয়া অধ্যক্ষ ও সম্পাদকগণকে প্রায় ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। অনেকে ঋণ গ্রস্ত হইয়া সম্বাদ পত্রের প্রচার বন্ধ করেন। কেবল যাঁহারা ঘরের পয়সা দিয়া দেশের উপকার করিতে কৃতসংকল্প তাঁহারাই দৃঢ়ব্রত হইয়া সম্বাদ পত্র প্রচারের ভার বহন করিয়া থাকেন। "জগৎবাসীর" স্কন্ধে এই ভার অর্পিত হইয়াছে আমরা ইহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। সঙ্গে সঙ্গে যে সকল কৃতবিদ্য ব্যক্তি কার্য্যকরী বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আমাদের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন তাঁহাদের নিকট আমাদের একটা নিবেদন আছে। এই বহুব্যয়সাধ্য মুদ্রাঙ্কন ব্যাপারটী স্বল্পব্যয় সাধ্য না করিতে পারিলে দেশীয় সম্বাদ পত্রিকা জীবনের স্থায়িত্ব সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। যাঁহারা বহুবিধ যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন তাঁহারা একবার আমাদে মুদ্রা যন্ত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। যে প্রণালীতে বিলাতের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সম্পন্ন হয় ভারত বর্ষে সেই প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের যথেষ্ট সংক্ষেপ করিতে পারা যায় পুস্তকপ্রণেতাও সম্বাদপত্র সম্পাদক সরল ভাবে দেশের মধ্যে শিক্ষার বহুল প্রচার হয়, আপামর সাধারণ সকলেই রাজনীতি সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির অধিক আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়া ক্রমেই দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন এংলোইণ্ডিয়ান এবংপত্র সম্প্রদায়কেও আর বলিতে হয় না যে ভারতবর্ষের আন্দোলন কেবল নিকর্ম্মা উকীল মোক্তার ও শিক্ষকদিগের আন্দোলন এবং স্বদেশহিতৈষণার আড়ম্বর মাত্র।

কলিকাতা এবং সুবর্ব্বণ মিউনিসিপ্যালিটী একত্র করিয়া এই উভয় স্থানের জন্য যে কিম্ভূত কিমাকার বিলের সৃষ্টি হইয়াছে সম্প্রতি ষ্টেটসেক্রেটারী তাঁহার প্রতিবাদী হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন: নূতন মিউনিসিপ্যাল বিল প্রচলিত হইলে হাইকোর্টের ক্ষমতার লাঘব হইবে। মিউনিসিপ্যালিটী কলিকাতার উপকণ্ঠ স্থান সমূহে অধিকার বিস্তার করিতে পাইবেন, কিন্তু উক্ত মিউনিসিপ্যালটী হাইকোর্টের অধীনে থাকিবাও উপকণ্ঠ স্থান সমূহে হাইকোর্টের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিতে পারিবে না। হাইকোর্টের এইরূপ ক্ষমতাসংকোচ করিবার অধিকার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নাই। মহাসভার আইনানুসারে হাইকোর্ট যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বেঙ্গল কাউন্সিল তাহার মূলচ্ছেদ করিয়া দিতেছেন। আমরা এই নূতন পাণ্ডুলিপি খানিতে এত অভাব ও দোষ দেখিতে পাই যে আমাদের বিবেচনায় উহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিলেই ভাল হয়। নূতন মিউনিসিপ্যাল বিলের জন্মদাতা কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর জনৈক কমিশনর বাবু কালীনাথ মিত্র প্রমুখ কয়েক জন খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি। কালী বাবু ইতি পূর্ব্বে কলিকাতারহিন্দু সম্প্রদায়কে গোখাদক বলিয়া গালিদিয়াছিলেন। তার পর তিনি এই মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রণেতা হুবিয়া সকলেই তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াবলিয়াছেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এই কারণেই কালীবাবুকে কাউন্সিলে বসিবার আদেশ করিয়াছেন। আমরা কালীনাথ মিত্রের বড় একটা পক্ষপাতী হইতে পারি না। কালীনাথ বাবু কৃত বিদ্য ব্যক্তি নহেন। ইংরাজের তোষামোদেই তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি। এরূপ স্থলে কালীবাবুকে সভ্যপদে নিযুক্ত করিলে দোষের হয়। কালীবাবুর স্থানে অপর কোন ইংরাজও যদি নিযুক্ত হন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কালীনাথ বেঙ্গল কাউন্সিলে সভ্যের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন তাহা বোধ হয় না। অল্পবুদ্ধের হস্তে ব্যবস্থার ভার দেওয়া বিশেষ অনিষ্টকর। আমরা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করি তিনি একজন দ্বিতীয় শিবপ্রসাদকে বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্যপদে নিযুক্ত না করেন।

স্কুল বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার ও ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারগণ প্রায়ই এদেশীয়। তাঁহারা যেমন দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন তেমনি তাঁহাদের স্বভাব চরিত্র দোষশূন্য। শুনা যায় শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার ক্রফ্‌টসাহেব পবলিক সার্ভিস কমিসনকে লিখিয়াছেন যে শিক্ষা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার পদে এদেশীয় লোকই উপযুক্ত ও কার্য্যক্ষম। যাহাতে এই সকল লোক ইন্‌স্পেক্টারের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পান ক্রফ্‌ট সাহেব তাহারই জন্য সমিতিকে লিখিয়াছেন। আমরা ক্রফ্‌ট সাহেবের এই সাধু প্রস্তাবে পরম আপ্যায়িত হইলাম। ক্রফ্‌ট যে পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন তাহা তাঁহারই উপযুক্ত পদ। তিনি অধীনস্থ কর্ম্মচারী দিগের গুণাগুণ বুঝিতে পারেন। তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্যের উপরও সাহেবের বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। তিনি যে গুণের আদর করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহা আমাদের কম আনন্দের কথা নহে। বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের প্রতি বৎসর যে রিপোর্ট বাহির হয় তাহার প্রত্যেক পংক্তিতে বাঙ্গালী সব ইন্‌স্পেক্টার ও ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারদিগের সুখ্যাতি আছে। কোন বৎসরে ইঁহারা যে কর্ত্তৃপক্ষের অপ্রিয় ভাজন হইয়াছেন ইহা আমরা জানিনা। ক্রফ্‌ট সাহেব ও ইঁহাদের কঠোর পরিশ্রম, অভিজ্ঞতা, সৎস্বভাব ও

সক্ষতা দেখিয়া প্রীত হইয়াছেন। শিক্ষা বিভাগে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এমন উপযুক্ত কর্ম্মচারী আর কোন বিভাগে দেখিতে পাওয়া যায়না। সম্প্রতি স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে নিম্ন শিক্ষার ভার মিউনিসিপ্যালিটীর হস্তে আসিয়াছে। সেই অবধি অনেক গুলি সুদক্ষ সব ইন্‌স্পেক্টারের অন্ন মারা গিয়াছে। ইঁহাদিগকে কোন না কোন কার্য্যে পুনগ্রহণ করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

—◆◆—

হাইদ্রাবাদের নিজাম ও তাঁহার মন্ত্রীর সহিত বিবাদ কিছু গুরুতর হইয়া দাড়াইয়াছে। নবাব সোলার জংকে আর মন্ত্রীত্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে চাহেন না। সালারজং হাইদ্রাবাদের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় কার্য্যপটুতার পরিচয় দিবার অভিলাষ করেন। নবাব মুসলমান অধিপতিগণের শিরোমণি। তাঁহার সংস্কৃত রুচি, উদার নীতি এবং শাসন কার্য্যে সমদর্শিতা লোকপ্রসিদ্ধ। সালারজংও স্বীয় কার্য্য দক্ষতা এবং অমায়িকতা-গুণে সাধারণের প্রিয়ভাজন হইয়াছেন। হাইদ্রাবাদের মুসলমান প্রজা এমন কি ভারতবর্ষের সকল মুসলমান সম্প্রদায় সালারজংঙ্গের পক্ষপাতী। রাজা এবং রাজ মন্ত্রী উভয়েই অল্পবয়স্ক। বহুদিন হইতে উভয়ে একত্রে থাকিয়া পরস্পরের প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন। এখন উভয়েরই মনোমালিন্য জন্মিয়াছে। দোষ কার তাহা আমরা বলিতে পারি না। কাহার অপরাধে উভয়ের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে তাহাও আমরা অবগত নহি। নবাব স্বয়ং শ্রমশীল কার্য্য দক্ষ ও প্রজারঞ্জক, মন্ত্রী রাজ্যের মঙ্গলপ্রার্থী, উৎসাহশীল বিশ্বাসী এবং লোক প্রিয় কর্ম্মচারী উভয়ের সমবেত সাধনে হাইদ্রাবাদের দিন দিন উন্নতি সাধিত হইতেছে। সালার জঙ্গের অভাবে নবাবের রাজ্যে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা অথচ নবাব বুদ্ধিমান হইয়াও বুঝিতেছেন না। ইহার অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ আছে। আমাদের বোধ হয় যে কারণে নীলাম্বর বাবুকে কাশ্মীরের মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, সালার জঙ্গের সহিত নবাবের বিবাদেরও সেই কারণ। ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত হস্ত আছে। কোন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির বোধ হয় অভিষ্ট সিদ্ধির উপায় করিবার জন্য প্রথমে নবাবের প্রিয় ভাজন হইয়াছেন, পরে মন্ত্রীর উপর তাঁহার মন চটাইয়া স্বকার্য্য সাধনের চেষ্টা দেখিতেছেন। তোষামোদে ভুলেন না বুদ্ধিমান সমাজে লোক বিরল। অনেক কৃতবিদ্য [illegible] তোষামোদে ভুলিয়া অকার্য্য করিতে দেখা গিয়াছে। শাস্ত্রে আছে স্বয়ং ভগবানও একবার তোষামোদে ভুলিয়া পক্ষপাত করিয়াছিলেন। নবীন নবাব বুদ্ধিমান ও কৃতবিদ্য হইলেও বোধ হয় তোষামোদের আকর্ষণে বশীভূত হইয়া থাকিবেন। তাহাতেই এই অনর্থের উৎপত্তি। আমাদের অনুমান যদি সত্য হয় নবাব সাবধান হউন, মন্ত্রীও তাঁহার প্রতি-বিধানের চেষ্টা করুন। আমরা রাজা ও রাজমন্ত্রীর বিবাদ উপলক্ষে হাইদ্রাবাদের প্রজাবর্গের যেরূপ মতামত জানিতে পারিলাম তাহাতে বোধ হয় প্রজাবর্গ রাজা কি রাজ মন্ত্রী কাহারও উপর অসন্তুষ্ট নহেন। মন্ত্রী যাহাতে স্বকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পূর্ব্বের ন্যায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন তাহার উপায় বিধান করাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। গত ১৭ই নভেম্বর হাইদ্রাবাদের প্রজাবর্গ নবাবকে তারযোগে যে বিজ্ঞাপন দেন তাহার মর্ম্ম এই:—"হাইদ্রাবাদ রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে মুসলমান রাজ্যের গৌরব স্বরূপ। আমরা ক্রমেই ইহার উন্নতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। আপনার সহিত রাজমন্ত্রী সালারজঙ্গের বর্ত্তমান সময়ে যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের অন্তঃকরণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। নবাব আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন। মন্ত্রী সালারজং তাঁহার বিখ্যাত রাজভক্ত পিতার অনুসরণ করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে আমরা তাঁহার জন্য নবাবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি। ভারতবর্ষের সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় মন্ত্রী সালারজঙ্গের জন্য বড়ই দুঃখিত হইয়া এই বিবাদের পরিণাম অপেক্ষা করিতেছেন। আপনার কৃপায় মুসলমান রাজ্যে একটী নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। এই দয়া ভিক্ষার জন্য অতঃপর অনেক আবেদন প্রাপ্ত হইবেন। ১৭ই নভেম্বর নবাবের নিকট আর এক খানি আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। নবাব এই সকল আবেদনের প্রতি সুবিচার করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সালারজংকে পরিত্যাগ করিলে আমরা দুঃখিত হইব। যদি কোন উপায়ে বিবাদের মীমাংসা হইয়া সালারজংকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত রাখা যায় আমরা তাহা অবলম্বন করিবার জন্য নবাবকে বিশেষ অনুরোধ করি।

আমাদের বড় একটা দুর্ভাগ্য যে বিলাতের মুখপত্র টাইমস পত্রিকা আমাদের উপর বড় বিরূপ। টাইমসের বর্ত্তমান সম্পাদক বকল সাহেব বহুদিন হইতে এংলোইণ্ডিয়ান মন্ত্রে দীক্ষিত। ভারতের নামে তিনি হাড়েচটা, বাঙ্গালীর নামেও একবারে খড়্গ হস্ত। আমরা সাহেবের নিকট কি অপরাধ করিয়াছি জানিনা কিন্তু এদেশে যেমন আমাদের পাইওনিয়ার দেশীয় ইংরাজ ও ফিরিঙ্গীগণের কাণ ভাঙ্গাইয়া গভর্ণমেণ্টের তোষামোদ করিয়া থাকেন। বিলাতের টাইমস পত্রিকাও তেমনি রাজ মন্ত্রী হইতে কৃষকগণ পর্য্যন্ত সকল সম্প্রদায়ের লোকের মনে ভারতবাসীর প্রতি একটা ঘৃণা জন্মাইয়া দিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেন সতঃপরতঃ চেষ্টা করিতেছেন। টাইমসের উদ্দেশ্য ভারতবাসীর উন্নতির বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা। ইতিপূর্ব্বে, টাইমসের একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন:—সম্প্রতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে হিন্দু মুসলমানের যে বিবাদ হয় তাহাতে বোধ হয় ভারতবাসী আত্মশাসনের উপযোগী হন নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি, বেলফাষ্টে সম্প্রতি যে দারুন বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, টাইমসের সম্বাদদাতা তদ্দৃষ্টে আইরিষ জাতিকে স্বায়ত্ব শাসনের অনুপ-যোগী বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিলেন না কেন? সম্বাদদাতার বাঙ্গালীর উপর জাতক্রোধ। তিনি বলেন এই স্ত্রীপরায়ণ বাকপটু কুটিল জাতিই ভারতবর্ষের ভিতরে স্বায়ত্ব শাসনের আন্দোলন উত্থাপন করিয়া চতুর্দ্দিকে বাকচাতুরী প্রকাশ করিয়া বেড়ায়। ইহাদের আন্দোলনের বল নাই, জাতীয়তা নাই, প্রণালী নাই। এরূপ আন্দোলনে কোন রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটা অসম্ভব। আমরা এই বাঙ্গালী বিদ্বেষী সম্বাদদাতার কথা উপেক্ষা করিতে পারি, কিন্তু টাইমস সম্পাদক স্বয়ং যখন লেখনী ধরিয়া বাঙ্গালী ও ভারতবাসীর উপর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন তখনই আমাদের প্রাণে বাজে। উদারচরিত ইংলণ্ডবাসী টাইমসের অসত্য বাদে ভ্রমে পড়িয়া যখন আমাদের উপর বীতশ্রদ্ধ হন তখন আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে। সৌভাগ্যের বিষয় যে ইংলণ্ডে এখন অনেক লোকে ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিতেছেন, ভারতের শাসন-কর্ত্তার কার্য্যাকার্য্য আলোচনা করিতেছেন, এবং ভারতবাসীর স্বত্বাধিকার বুঝিয়া স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতেছেন। ভবিষ্যতে টাইমসও নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন ইহা আমাদের প্রত্যাশা।

—

আর কয়েক মাসের মধ্যে ইংলণ্ডে মহারাজ্ঞীর স্মৃতি প্রদর্শনী খোলা হইবে। আমাদের কোন স্বদেশ হিতৈষী বন্ধু লিখিয়াছেন ভারতেশ্বরীর স্মৃতি রক্ষার

জন্য ভারতবর্ষেও একটা কোন কার্য্যের অবতারণা করা কর্ত্তব্য। আমরা পত্রপ্রেরকের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। ভারতবাসীর যদি রাজভক্তি থাকে তবে কেহই এরূপ প্রস্তাবে অসম্মত হইতে পারেন না। ভারতেশ্বরীর রাজ্যে বাস করিয়া আমরা যাহা পাইয়াছি আর কোন বিদেশী রাজার অধীনে থাকিয়া তাহা আমাদের মিলিয়াছে কি না সন্দেহ। আমাদের অনেক অভাব আছে সত্য কিন্তু যে সকল অভাবের পূরণ হইয়াছে তজ্জন্য যদি কৃতজ্ঞ হইতে হয় মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াই সেই কৃতজ্ঞতার আধার পাত্র। কিন্তু কিরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা উপযুক্ত রূপে সেই কৃতজ্ঞতার স্মৃতি চিহ্ন রক্ষা পায়। পত্রপ্রেরক বলেন সভা করিয়া বক্তৃতা দেওনায় অথবা অগ্নিকাণ্ড করিয়া উৎসব করায় রাজ্ঞীর স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা হয় না। যদি সমগ্র ভারতীয় জাতির রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় তবে সাধারণের কোন মঙ্গলকার্য্যের সহিত মহারাজ্ঞীর নাম সংযুক্ত রাখা কর্ত্তব্য। সর্ব্বত্রই যখন এই নীতির অনুবর্ত্তক অনুষ্ঠানের অবতারণা করা হইতেছে তখন বঙ্গদেশে ঐরূপ একটী অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্গদেশে একটী বিশেষ অভাব দেখা যায়। সেটী কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষা। কলিকাতায় যদি কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় তাহা হইলে দেশের সমূহ কল্যাণ সাধিত হইবে। সেই কল্যাণকর অনুষ্ঠানের সহিত ভারত সাম্রাজ্ঞীর নাম সংযুক্ত হইলে বংশপরম্পরায় উপকৃত হইয়া ভিক্টোরিয়ার নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে। বঙ্গদেশে রাজা, রাণী, রাজপুত্র, কাহারও সম্মানের জন্য উৎসব ও অগ্নিকাণ্ড করিতে আর অবশিষ্ট নাই। বক্তৃতা ও অগ্নিকাণ্ডে যথেষ্ট হইয়াছে। এখন কেবল কোন স্থায়ী মঙ্গলকর অনুষ্ঠান দ্বারা বাঙ্গালীর রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে বাকি আছে। কার্য্য করী বিদ্যালয় স্থাপন করা বাস্তবিক একটী কল্যানকর অনুষ্ঠান। বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই সদনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত হস্ত হউন। অনেক বিষয়ে বহুল অর্থ শ্রাদ্ধ হইয়াছে অনেক অনুষ্ঠানে সময়ে বৃথা ব্যয় হইয়াছে কিন্তু এই প্রকৃত অভাবটীর দূরীকরণোদ্দেশে একটী তাম্রখণ্ড ব্যয় করিলেও তাহা বৃথা যাইবে না। বরং এক উদ্যমে বঙ্গবাসীর রাজভক্তি প্রদর্শন করা হইবে, বঙ্গদেশের ধনবৃদ্ধির উপায় হইবে, দারিদ্র নিবারণের আরম্ভ হইবে, আর বিষয় বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি পাইয়া বাঙ্গালী জাতি কার্য্য ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে। আমরা এরূপ অনুষ্ঠানের জন্য প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থকে মুক্ত হস্ত হইতে উপদেশ দি, বিষয় বিদ্যাবিৎ, [illegible] উৎপ্রাপ্তি হইতে অনুরোধ করি। আর আবাকে বলিতেছি গবর্ণমেণ্ট—এক শিক্ষা বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচ দেখিয়া আমরা এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কত দূর সাহায্য পাইব তাহা পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিতে পারি। দিন কয়েক বৃথা চেষ্টায় সময় কাটাইয়া আমাদিগকে অবশেষে নিরস্ত ও ভগ্নোদ্যম হইতে হইবে। বড়লাট কার্য্যকরী বিদ্যার যতই পক্ষপাতী হউন না কেন যেখানে সৎকার্য্যের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হইবে সেখানে তিনি ভুলিয়াও পদার্পণ করেন না। আমরা সেই জন্যই বলি প্রথমে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থি হইয়া বসিয়া থাকিবার আবশ্যক নাই। তাহাতে কৃত কার্য্য হইলেও অনেক বিলম্ব হইবে। যদি রাবণের রাজনীতি উনবিংশ শতাব্দির সম্মত হয় তবে শীঘ্রই এই সদনুষ্ঠানের প্রয়োজন। সত্বর কার্য্যারম্ভ করিতে চাহিলে অগ্রেই গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না। সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের সাহায্যের অগ্রে ইহার স্থাপন করিতে হইবে। পরে চেষ্টা করিলে গবর্ণমেণ্টের সহায় পাইতে বিলম্ব হইবে না। কার্য্যকরী বিদ্যা লইয়া চতুর্দ্দিকে আন্দোলন উঠিয়াছে, মহারাজ্ঞীর স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত কোন উৎসব করিবার জন্য অনেকে ব্যগ্র হইয়াছেন। এই দুইটীর একত্র অনুষ্ঠানেই উভয় কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে।

ভারতের প্রাধান্য কিসের !

পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য জাতির ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় প্রত্যেক জাতি প্রথম হইতে দুইটী প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটী ধনী সম্প্রদায় অপরটী নির্ধন সম্প্রদায়। দেশের ভিতর মান, সম্ভ্রম, বল, অধিকার, যাহা কিছু, ধনী সম্প্রদায় তাহার প্রভু, নির্ধন সম্প্রদায় ধনীর দাস, ধনীর অনুচর, ধনীর আজ্ঞানুবর্ত্তী অধীন শ্রেণী। ধনী রাজকার্য্যের বিধাতা, সমাজের নেতা, ধর্ম্মের উপাস্য দেবতা। ধনী হাত তুলিয়া না দিলে দরিদ্রের গ্রাসাচ্ছাদন চলিবেনা, সশস্ত্র হইয়া রক্ষা না করিলে দরিদ্রের অত্যাচার নিবারিত হইবে না। ধনীর আজ্ঞা দেববাণী, ধনীর সম্মান অগ্রগামী। দরিদ্র কেবল ধনীর সেবা করিবে, উপাসনা করিবে, ধনীর জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিবে। অতি প্রাচীন কালে সভ্য সমাজের এই দুইটী বিভাগ হইতে ক্ষমতা এবং অধিকার ধনের সহিত, অধীনতা এবং দাসত্ব দারিদ্রের সহিত একীভূত হইয়াছে। এই যে প্রাচীনকাল হইতে পার্থক্য ইহা শিক্ষা এবং ধর্ম্মের দ্বারা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিরোভূত হইতে পারে নাই। দরিদ্র সুশিক্ষিত, সে অর্থে তাহার কি হইবে? ধনের সহিত তাহার কি সম্পর্ক নাই? নির্ধন ধর্ম্মপরায়ণ, তাহাতে তাহার কি উপকার? ধর্ম্ম ত ধনসংযুক্ত নয়? মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের যতই আদর বৃদ্ধি হউক, কোন দেশে কোন সমাজে কখনও তাহা ধনের উপর প্রাধান্য লাভ করেন নাই, অর্থের উপরে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। রোম বল, গ্রীস বল, মিসর বল, তুর্কী বল, সকল জাতির ইতিহাসের ভিতর এই স্থির সত্য জাজল্যমান রহিয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই সত্যটী যেরূপ প্রতিভাত আর কোন ইতিহাসে সেরূপ নাই। রোমের পেট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান গণের অবস্থাগত যত পার্থক্য, ইংলণ্ডের আরল এবং চসল দিগের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক পার্থক্য দেখা যায়। অথচ রোম এবং ইংলণ্ডের ন্যায় ধর্ম্ম ও নীতির আদর কোথায় অধিক? সেই যে ধনগত পার্থক্যের গন্ধ, এখনও তাহা ইংলণ্ডীয় সমাজের অস্থি মজ্জায় মাখামাখী রহিয়াছে।

সকল জাতির সকল সমাজের প্রাধান্য ধনগত। কেবল ভারতবর্ষের প্রাধান্য ধর্ম্ম ও নীতিগত। ধনী হউন, ভূস্বামী হউন, রাজা হউন, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ দেখিয়া কেনা মস্তক অবনত করে? অথচ ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজে নিতান্ত দরিদ্র জাতি। ব্রাহ্মণের গৃহে এক দিন ব্যতীত দুই দিনের অন্ন সংস্থান নাই ভোজন, পানের জন্য ধাতু পাত্র নাই, মস্তক রাখিবার জন্য গৃহে আচ্ছাদন নাই। ব্রাহ্মণ হিন্দু রাজার উপদেষ্টা, হিন্দুসমাজের পূজ্য, হিন্দুজাতির প্রভু, হিন্দু গৃহস্থের দেবতা, হিন্দুস্থানের বিধাতা। ব্রাহ্মণের কথা অবহেলা করিলে রাজা রাজ্যচ্যুত হইতেন, প্রজা দণ্ডপ্রাপ্ত হইতেন, ধনবান ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। ব্রাহ্মণের এ প্রাধান্য কিসের? নীতি এবং ধর্ম্মের। মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পত্তিকে সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে অধিষ্ঠিত করিয়া তৎপরে হিন্দু সমাজের গঠন হয়। অন্যান্য দেশে ধনগত পার্থক্যের ভাব যেরূপ জাতি ও সমাজের শিরায় শিরায় মিশিয়া রহিয়াছে ভারতবর্ষে তেমনি নীতি এবং ধর্ম্মের রূঢ় পার্থক্য সমাজ শরীরের শোনিত প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে। রাষ্ট্র বিপ্লব সমাজ বিপ্লব, জাতি বিপ্লব-- ঘোর বিপ্লবে হিন্দুসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে হিন্দু ও যবন ধর্ম্মের একাকার হইয়াছে, তথাপি সমাজ শরীরের শীর্ণ অঙ্গে, জীর্ণ সৌষ্ঠবে, ক্ষীণ নিশ্বাসে, দুর্ব্বল প্রাণে, এই নীতি এবং ধর্ম্মগত

প্রাধান্য প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে অলক্ষ্য ভাবে বিরাজ করিতেছে। হিন্দুর আজ দুঃখের দিন অধঃপতনের দিন তথাপি হিন্দুসমাজে ধনের অপেক্ষা বিদ্যা এবং ধর্মগত প্রাণ ব্রাহ্মণ আজও হিন্দুসমাজের দেবতা। ভারতবাসী অদ্যাপিও ধনের অপেক্ষা পাণ্ডিত্যে অধিক আদর করে যে ব্যবসায় অর্থোপার্জ্জন হয় তাহাকে অশ্রদ্ধা করে। যে শিক্ষার বিত্তলাভ মাত্র উদ্দেশ্য তাহাকে হতাদর করিয়া থাকে।

ব্যবহার শিক্ষা হিন্দুর আদরের শিক্ষা নহে। সেই জন্যই হিন্দু সমাজে ব্যবহার শিক্ষার জন্য বিশেষ সুযোগ নাই।

ব্যবহার শিক্ষা।

তথাপি হিন্দু জাতির মধ্যে কোন ব্যবসারই উৎকর্ষ লাভের অবশিষ্ট ছিল না। তাহার কারণ বর্ণ ভেদে ব্যবসা ভেদের বিধান। এক বর্ণের লোক কেবল একই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে ইহাই হিন্দু সমাজের বিধান। সে ব্যবসা ছাড়িয়া ব্যবসান্তর গ্রহণ করিলে তাহাকে হিন্দু সমাজে পতিত হইতে হইবে। এই কঠোর বিধানের গুণে প্রত্যেক ব্যবসায়ের যথোপযুক্ত উন্নতি হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন, বৈশ্য বণিক ব্যবসায় ধনবান হইয়াছেন। শূদ্র জাতি নানা উপবিভাগে বিভক্ত হইয়া নীচ ব্যবসার এক একটী কার্য্য অবলম্বন করিয়া দক্ষতা লাভ করিয়াছেন।

. তারপর ইংরাজ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া এক ইংরাজি শিক্ষার সাম্যনীতির প্রচলন করেন। ইংরাজি শিক্ষা বর্ত্তমান কালে কেবল অর্থকরী শিক্ষা মাত্র। এই অর্থকরী শিক্ষা লাভ করিয়া একটী সাধারণ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য সকল বর্ণের সকল ব্যবসায়ের লোক সংগৃহীত হয়, ইংরাজী বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ থাকে না, সকলেই এক ইংরাজি ভাষার উপায়ে রাজ সংসারে পদপ্রার্থী হইয়া পড়েন। ব্যবসায়ী জাতির একাংশ এইরূপে স্ব স্ব ব্যবসা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় ব্যবসায় অনেক ব্যাঘাৎ জন্মিয়াছে।

জাতীয় ব্যবসায় ব্যাঘাৎ হইবার আর একটী কারণ বিদেশের বাণিজ্য। সস্তা মূল্যে বিক্রীত পদার্থ সমুদায় ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়া ইংরাজ এদেশের ব্যবসায় সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে আমাদের দেশে তাঁতির সংখ্যা কত ছিল? বিলাতি কাপড়ের আমদানীতে তাহাদের অধিকাংশের অন্ন উঠিয়াছে। দেশী বাসনের ব্যবসায় বিলাতি বাসনে অনেক অনিষ্ট করিয়াছে। ঢাকাই মসলীনের আর সে গৌরব নাই, দেশী বনাতের আর সে আদর নাই। কাশ্মিরী শালের স্থানও ক্রমে ক্রমে বিলাতি শালে অধিকার করিতেছে। এক বিলাতি কাপড়ের আমদানীতে কোটী কোটী ব্যবসা বন্ধ হইয়াছে। এই সকল লোক আ[illegible] চেষ্টায় ব্যবসা ছাড়িয়া কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। কৃষিকার্য্যে আর লাভ নাই। বিশেষতঃ প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় জমীদারে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। অধিক খাজনায় চাষ করিতে না পারিয়া দরিদ্র প্রজা কৃষিকার্য পরিত্যাগ করিয়া স্বল্প বেতনে নীচ শ্রেণীর ভৃত্যের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এইরূপে দারিদ্রের অনল ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানে বৃদ্ধি হইয়াছে। অধিকাংশ লোকে এক মুটি অন্নের জন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে।

এই দারিদ্র নিবারণের উপায় কি? চাকরির বাজার দুর্মূল্য, ব্যবসার পথ বন্ধ, কৃষি কার্য্য বহুব্যয় সাপেক্ষ। দেশের মধ্যে সকল ব্যবসারই ক্রমে ক্রমে অবনতি হইতেছে। এই ঘোর দুর্দ্দশার দিনে গভর্ণমেণ্ট দারিদ্র নিবারণের একটী উপায় স্থির করিয়াছেন। যাহাতে দেশের মধ্যে ব্যবহারবিদ্যা শিক্ষা হয়, ছাত্র সম্প্রদায় চাকরির প্রত্যাশী হইয়া অর্থের জন্য লালায়িত হইয়া না বেড়ায়, সে জন্য গভর্ণমেণ্ট ছাত্রগণকে ব্যবহার বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ছাত্রগণ এই বিদ্যালয়ে কামার ছুতারের কার্য্য শিখিবে, বস্ত্রবিদ্যা ও স্থাপিত্ত বিদ্যালাভ করিবে, হিন্দু শাস্ত্রোক্ত বিবিধ প্রকারের নীচ কার্য্যের প্রণালী পদ্ধতি শিক্ষা করিবে। জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন জাতির ব্যবসা অবলম্বন করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। কিন্তু যখন উদরের দায় তখন সে দিকে আর দৃষ্টি রাখিলে চলে না। এদেশে ব্যবহার শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ইহা আমাদের প্রার্থনীয়। কিন্তু এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি উচ্চ শিক্ষার ক্ষতি হয় অথবা উচ্চ শিক্ষার সম্মানের সহিত ব্যবহার শিক্ষার সমান মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় তাহা হইলে এরূপ ব্যবহার শিক্ষার আমাদের অবনতির কারণ হইবে মাত্র। ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে মানসিক উন্নতির আদর। সে মর্য্যাদা নষ্ট করিতে গেলে সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণ কখনই তাহাতে সম্মত হইবে না। আমরা পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি সাধারণ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হউক। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিমিত্ত ব্যবহার শিক্ষার প্রণালীও পদ্ধতি শিক্ষার নিমিত্ত দিবেন চেষ্টায় উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক এবং এই দুই প্রকারের বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা যাহাতে উচ্চ শিক্ষার ব্যাঘাত না হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা হউক।

সম্প্রতি কলিকাতা বেথুন বিদ্যালয়ে ব্যবহার বিদ্যা সম্বন্ধে কটন সাহেব যে বক্তৃতা করেন আমরা তাহার প্রত্যেক বাক্য অনুমোদন করি, দেশের দারিদ্র নিবারণের জন্য ব্যবহার শিক্ষার যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা আমরা স্বীকার করি কিন্তু যাহাতে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে দারিদ্র আনিয়া আর্থিক দারিদ্রের নিবারণ হয় আমরা কখনই সে প্রস্তাবের পক্ষপাতী হইতে পারি না।

—●●—

নব[illegible]।

অগ্রহায়ণ মাস সোমপ্রকাশের জন্ম মাস। ত্রিংশত্ত বৎসর উত্তীর্ণ করিয়া সোমপ্রকাশ এই মাসে একত্রিংশৎ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। স্বর্গীয় পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদে, পাঠক, গ্রাহক, এবং অনুগ্রাহকগণের অনুগ্রহে এবং ভগবানের কৃপা দৃষ্টিতে সোমপ্রকাশ দীর্ঘায়ু হইয়া স্বদেশের হিতসাধনে যত্নবান হইবেন ইহাই সোমপ্রকাশের অধ্যক্ষ ও লেখকের আশা।

নববর্ষের কার্য্যারম্ভে আমরা পাঠকগণকে অতীত বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জ্ঞাপন করিব। সম্বৎসরের অতীত ঘটনাবলি একত্র করিয়া পাঠক দেখিতে পাইবেন এই হতভাগ্য ভারতভূমির অবস্থা উন্নত কি অবনত হইয়াছে। হতসর্ব্বস্ব ভারতবাসী ইংরাজের রাজ্যে লাভবান হইয়াছেন অথবা ক্ষতির পর ক্ষতি সহ্য করিয়া দেউলিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। দেশের অবস্থা, সমাজের অবস্থা, রাজ্যের অবস্থা ধর্ম্মের অবস্থা, কিরূপ হইয়া কত দূর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বুদ্ধিমান পাঠক এই ইতিহাসে তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। অতীতের আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার অনুমান করাও কঠিন নহে। গত বৎসরের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া এ বৎসরের ফলাফল অনুমান করিবার যদি কাহারও ক্ষমতা থাকে তিনি এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন:—

রাজনীতি—গত বৎসর লর্ড ডফরিণের শাসন কালে দ্বিতীয় বৎসর গিয়াছে এই বৎসরেই তাঁহার শাসননীতি ও শাসন প্রণালীর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এক ব্রহ্ম বিজয় ডফরিণ শাসনের যথেষ্ট পরিচায়ক কার্য্য। বোম্বাই ব্রহ্ম কোম্পানী বিশেষ অপরাধে ব্রহ্মরাজ থিবোর অপ্রিয়ভাজন হওয়ায় তিনি তাঁহাদের অনেক টাকা দণ্ড করেন। কোম্পানি ব্রহ্মরাজের বিচারের বিরুদ্ধে লর্ড ডফরিণের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। লর্ড ডফরিণ নিজে সালিসী সাজিয়া এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতে যান। ব্রহ্মরাজ থিব এই দাম্ভিকতা সহ্য করিতে না পারিয়া লর্ড ডফরিণের কথা অগ্রাহ্য করেন। বড়লাট এই ছলে ব্রহ্ম বিজয়ের কল্পনা করেন, এবং থিবকে ভয় দেখাইয়া যুদ্ধের আয়োজন করেন। থিব তাহাতে ভয় না পাইয়া ইংরাজকে যুদ্ধে আহ্বান করেন কিন্তু ছলে হউক অথবা বিশ্বাস ঘাতক কর্ম্মচারীর কার্য্যদোষেই হউক, তিনি আগন্তুক ইংরাজ সৈন্যের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া সিংহাসনে বসিয়া ধরা দেন। ইংরাজ অস্ত্রহীন যুদ্ধে ব্রহ্ম বিজয় করিয়া থিবকে বন্দী করিয়া ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। তৎপরে ব্রহ্মদেশ ভারতের সহিত সংযুক্ত করিয়া ইংরাজ রাজ্যে পরিণত করা হইবে কিনা ইহা লইয়া একটা আন্দোলন উঠে। এংলোইণ্ডিয়ান সম্বাদপত্রিকার সম্পাদকগণ বড়লাটকে বাহবা দিয়া ব্রহ্ম সংযোগের উপদেশ দেন। দেশীয় দুরাবস্থ ব্রহ্ম বিবাদেও ব্রহ্ম সংযোগ উভয়েরই প্রতিবাদী হইয়া উঠেন। বড়লাট

তাহাতে বিরক্ত হন। দেশীয় মুদ্রা যন্ত্রের অরণ্য রোদন না শুনিয়া স্বেচ্ছাচারবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মরাজ্য ভারত রাজ্যভুক্ত করেন। ব্রহ্ম বিজয়ের পর হইতে ব্রহ্মে ভয়ানক ডাকাইতি হইতেছে। ইংরাজ সৈন্য ডাকাইতের দলকে থামাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না। আজ দুই শত, কাল ৫ শত এইরূপে সৈন্য পাঠাইয়া ভারতবর্ষ প্রায় সৈন্য শূন্য হইয়াছে। ব্রহ্মে কিন্তু ডাকাইতির বিরাম নাই। ব্রহ্মশাসনে ইংরাজ এখন অশক্ত। ইংলণ্ড বাসী এই ব্যাপারে লর্ড ডফরিণের উপর বিরক্ত হইয়াছেন।

ব্রহ্ম বিজয়ের পর লর্ড চর্চহিলের উদ্যোগে ভারত গভর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত বিলাতে একটী অনুসন্ধান সমিতি স্থাপিত হয়। আমরা চাহিয়া ছিলাম এই সমিতিটী রয়েল সমিতি হইয়া নন অফিসিয়াল কর্ম্মচারীগণ ইহার সভ্য হউন। চর্চহিল পার্লিয়ামেণ্ট কমিটী স্থাপন করিয়া কেবল অফিসিয়াল কর্ম্মচারিগণকে এই সভার সভ্য করিলেন।

এই সময়ে মন্ত্রীবর গ্লাডষ্টোন সাহেবের আইরিষ বিল পার্লিয়ামেণ্ট সভায় উপস্থিত। গ্লাডষ্টোন এই পাণ্ডুলিপিতে আয়র্লণ্ডে একটী নূতন পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপন করিয়া আইরিসগণকে স্বায়ত্ব শাসন দিবার প্রয়াস করেন। এই প্রস্তাব ইংলণ্ডবাসীর অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠিল। অনেক লিবারেল সভ্য গ্লাডষ্টোনের পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। গ্লাডষ্টোন পরাজিত হইলেন। এই উপলক্ষে পুনরায় মহাসভায় সভ্যনির্ব্বাচন হয়। উহাতেও গ্লাডষ্টোন অকৃতকার্য্য হন।

এই দুই নির্ব্বাচনের সময় বাবু লালমোহন ঘোষ ও দাদা ভাইনওরাজি মহাসভায় সভ্য হইবার প্রয়াস পান। দুইবারই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

আইরিষ প্রশ্নের আন্দোলনে পড়িয়া ভারতীয় অনুসন্ধান সমিতির আয়ু শেষ হইল। অমনি লর্ড ডফরিণ ভারতবর্ষে রাজ্যের ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য একটী ব্যয়সংক্ষেপ কমিটী স্থাপন করিলেন। এই কমিটী অনেক অর্থ উদরস্থ করিয়া ভারতবর্ষের নানা বিভাগে ভ্রমণ করিতেছেন এবং সামান্য বিষয়ের সামান্য ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া বহুব্যয় সাধ্য অনর্থক বিষয়গুলি স্পর্শ না করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

ব্যয় সংক্ষেপ কমিটীর কার্য্য শেষ হইতে না হইতেই লর্ডডফরিণ এক সিভিল সার্ব্বিস কমিসন বসাইলেন। প্রকাশ এ দেশীয় লোকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবার জন্য এই কমিসনের সৃষ্টি কার্য্য আমাদিগের বিলাতি সিভিল সার্ব্বিসের পথ বন্ধ করিয়া উচ্চপদে কণ্টক রোপণ করাই কমিসনের উদ্দেশ্য। কমিসন এখন সংগঠিত হইয়াছে।

আফগান সীমা—গত বৎসরের আর একটী বিশিষ্ট ঘটনা আফগান প্রান্তে ইংরাজের সহিত রুষের সীমানির্ণয়। পাঞ্জাবের যুদ্ধে রুষরাজ আমীরের সৈন্য পরাজিত করিয়া আফগানের দিকে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া আসেন। ইংরাজ তাহা সহ্য করিয়া রুষের সহিত একটা সন্ধি করেন। সন্ধিতে আফগান প্রান্তে সীমা নির্ণয় হয় কিন্তু রুষের আকাঙ্ক্ষা লালসা হ্রাস হয় না। অল্পদিনের মধ্যে আমীরের সহিত বাদাকসিদের যুদ্ধে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সীমা কমিসন প্রেরণ করিয়া ইংরাজ কিন্তু রুষের সহিত সীমা বিবাদ মিটাইয়া লন। রুষের প্রান্তদেশে সীমা প্রাচীর নির্দ্দিষ্ট করিয়া ইংরাজ কমিসন ফিরিয়া আসেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে রুষ নানা কৌশলে ইংরাজের সহিত বিবাদ বাড়াইবার চেষ্টা করেন। রেলওয়ে বিস্তার করিয়া মার্ভ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন অবশেষে সীমা প্রশ্ন জলে স্থলে মীমাংসা করিয়া কমিসনের চর কর্ণেল লকার্ট আফগান স্থান পরিত্যাগ করেন। আফগান স্থান ছাড়িয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতেই খিলজাই জাতি বিদ্রোহী হইয়া আমীরের একদল সৈন্য পরাজিত করে।

পার্ব্বতীয় বিদ্রোহ—যখন আফগান বিবাদের মীমাংসা হইতেছিল তখন হিমালয় প্রান্তে একদল পার্ব্বতীয় জাতি বহুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়। সে বিদ্রোহ দমন করিতে ইংরাজকে রক্ত পাত করিতে হয় নাই। অথচ বিদ্রোহিরা এখনও যে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে তাহা আমাদের বোধ হয় না।

তিব্বত মিসন—তারপর ভারত গভর্ণমেণ্ট তিব্বতে একটী বাণিজ্য মিসন পাঠাইবার আয়োজন করেন। অনেক অর্থ শ্রাদ্ধ হয় শেষে চীন সম্রাট প্রতিবাদী হইয়া উক্ত মিসনের প্রেরণ কল্পনা ত্যাগ করিতে হয়।

চীনসন্ধি—ব্রহ্ম বিজয় করিয়া ইংরাজ প্রকারান্তরে চীনের বশ্যতা স্বীকার করেন। ইংরাজকে চীনের করদ রাজ্য স্বরূপে ব্রহ্ম শাসন করিতে হয়। চীনের সহিত সন্ধিপত্রে ইংরাজ স্বীকার করেন প্রত্যেক দশম বর্ষের শেষে ইংরাজ চীনের সিংহাসনে কর দিয়া আসিবেন।

সিকিম—তিব্বতের সৈন্য সিকিমের রাজ্যে আশ্রয় পাইয়া ইংরাজের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে। ইংরাজ সিকিমের উপর ক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন।

বিবিধ—সামান্য ঘটনার মধ্যে কাশ্মীরে ইংরাজের কিঞ্চিৎ অধিক ঘনিষ্টতা নীলাম্বরের কার্য্য ত্যাগ, ভূপালের বেগমের উপর অত্যাচার হুলকার ও সিন্ধিয়ার যুবরাজগণকে সিংহাসন প্রদান।

বঙ্গদেশের প্রজা সমিতি একটী সামান্য ঘটনা নহে। শৈল বিহারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রতিবাদ, এবং ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত দেশব্যাপী আন্দোলন আর কয়েকটী বিশিষ্ট ব্যাপার। বঙ্গদেশে জাতীয় জীব সমিতির স্থাপন ও একটী ইতিহাসের উপযুক্ত ঘটনা। ইনকমট্যাক্সের পুনঃ সংস্থাপন ডফরিণ শাসনের আর একটী স্মরণের কলঙ্ক। এই করের প্রপীড়নে ভারতবাসী মাত্রই উত্যক্ত হইয়াছে। লর্ড ডফরিণের শাসন কবে শেষ হইবে তাহার অপেক্ষা করিতেছে। যে উপায়ে ইন্‌কম ট্যাক্স সংগ্রহ হইতেছে তাহাতে উৎপীড়নের অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়াছে।

লর্ড ডফরিণের শাসন কালে গত বৎসরে দেশীয়ের সহিত ইংরাজের পার্থক্যের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে। ফিরিঙ্গীর হস্তে অকারণে অনেক দেশীয় লোকের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে। ডফরিণ ইউরোপীয় সিভিলিয়ানগণকে স্বর্গে তুলিয়া দিয়াছেন। দেশীয় ভারতবাসীকে মিষ্ট কথায় স্তোক বাক্যে ভুলাইয়া কার্য্য সাধনের চেষ্টা করিতেছেন।

দলীপ সিংহের ভারত প্রত্যাগমনের চেষ্টা, ডফরিণ কর্ত্তৃক এডেনে তাঁহার অবরোধ, তাঁহার তাঁর সমস্ত দাবীগুলির প্রত্যাখ্যান আর একটী বিশিষ্ট ঘটনা।

মান্দ্রাজের জৌরলীদারদিগের সহিত প্রাণ্টডফের অসদ্ব্যবহার নিতান্ত সামান্য কার্য্য নহে।

শিক্ষা—বঙ্গদেশে বহরমপুর কলেজ মধ্য প্রদেশের চট্টগ্রাম কলেজ উঠাইয়া দেওয়া একটী বিশেষ দুর্ঘটনা। গভর্ণমেণ্ট গত বৎসরে শিক্ষা বিভাগ হইতে হাত গুটাইয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের একটী কলেজেও উঠাইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে।

বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর উপর অনাস্থা প্রদর্শন করা হইতেছে কিন্তু কার্য্যকারী বিদ্যার শিক্ষা দিবার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার কোন উপায় হইতেছেনা। বোম্বাইবাসিগণ নিজ ব্যয়ে একটী কার্য্যকারী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন আর কোন দেশে তাহার কোন আয়োজন নাই। মান্দ্রাজে এবং উত্তর পশ্চিমে দুইটী বৈদিক সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহা একটী উন্নতির চিহ্ন বটে।

গত বৎসর স্ত্রীশিক্ষার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে। অনেক গুলি ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। লেডি ডফরিণের চেষ্টায় এদেশে রমণীগণের চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ হইয়াছে।

অনেকগুলি জাতীয় পুস্তক ও সম্বাদ পত্র গত বৎসরের কীর্ত্তি। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রকাশিত ঋগ্বেদ ব্যাখ্যা পুস্তকের মধ্যে গণনীয়।

সমাজ—হিন্দু সমাজ গতবৎসরে কয়েকটী আন্দোলনের আঘাত সহ্য করিয়াছে। কলিকাতায় গুপ্ত বৈঠখানায় ভিন্ন জাতীয় ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণকে শ্রাদ্ধের বিদায় দান লইয়া একটী সামান্য আন্দোলন। তার পর বিলাত প্রত্যাগত যুবকগণকে হিন্দু ধর্ম্মে গ্রহণ সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ আন্দোলন।

বিলাত ও আমেরিকা প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায়কে হিন্দু ধর্ম্মে গ্রহণ করিবার সময় সেই আন্দোলন কিছু গুরুতর হইয়া উঠে। অবশেষে অনেক হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী অমৃতলালকে সমাজে লইবার পক্ষপাতী হওয়ায় অমৃতলাল হিন্দুসমাজে স্থান পাইয়াছেন।

পার্সি মালাবারি হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থাগত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া হিন্দু সমাজে প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। আর একজন হিন্দু রাজার মন্ত্রী কিরূপ হিন্দু বিবাহ শাস্ত্রসম্মত তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য এক অনুসন্ধান সমিতি স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা শাস্ত্র সম্মত হিন্দু বিবাহ বিধি বদ্ধ করা।

সদ্‌গোপ ও সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় বৈশ্যপদ বাচ্য হইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছেন। উদার হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে তাঁহাদের বৈশ্যপদ বাচ্য হইবার অধিকার আছে।

ধর্ম্ম—হিন্দুধর্ম্মের নবাভ্যুত্থান আরম্ভ হইয়াছে। মহৎ এবং গূঢ় উদ্দেশ্য সকল অল্পে অল্পে বহিস্কৃত হইতেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য রুচি ছাড়িয়া জাতীয় ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দু ধর্ম্ম ব্যাখ্যা, বঙ্কিম বাবুর ভক্তি কথন ও হিন্দুর নিষ্কামধর্ম্ম প্রচার যুবকের রুচির উপর সবলে কার্য্য করিতেছে।

ব্রাহ্ম সম্প্রদায় মধ্যে অনেকের চরিত্রের উপর বিশেষ লক্ষ্য পড়িয়াছে। নিরপেক্ষ ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ইঁহারাও অনেক অংশে কৃত কার্য্য হইতেছেন।

হরি সভায় হিন্দু ধর্ম্মের ভান ও কঙ্কতা বাড়িয়াছে। আর্য্যসমাজ তাহার নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু সমাজের ভিতর শাক্তের সংখ্যা হ্রাস হইয়া বৈষ্ণবের সংখ্যা বাড়িয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে শাক্ত সম্প্রদায় বলহীন হইবার সম্ভাবনা।

কৃষি ও স্বাস্থ্য—কৃষকের এবার বড় আনন্দ। গত দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে এরূপ ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে কিনা সন্দেহ। দুর্ভিক্ষে মারীভয়ে বৎসরে বৎসরে ভারতবাসী ধনে প্রাণে মজিয়াছে। এবৎসর আশা হয় যে দৈবের হস্তে আর কোন নূতন অত্যাচার সহিতে হইবে না। পীড়ারও অনেক হ্রাস হইয়াছে। এই অগ্রহায়ণ মাসে অন্যান্য বৎসরে দেশ যেরূপ ভয়ানক ব্যাধিময় হইয়া উঠে, এবৎসর আর সেরূপ নাই। দৈব যেন দেশের উপর সুপ্রসন্ন। রাজা যদি প্রাহক ও করপীড়ক হন দৈবের অনুকম্পা ব্যতিরেকে আমাদের কি বাঁচিবার আর উপায় আছে?

মৃত্যু—দৈবের একদিকে যেমন অনুগ্রহ অন্যদিকে তেমনি ক্রোধ। যমরাজ যেমন সাধারণ লোককে অব্যাহতি দিয়াছেন তেমনি ভারতের অমূল্য রত্ন গুলি বাছিয়া বাছিয়া কাড়িয়া লইতেছেন। এবৎসর আমাদের কাঁদিবার জন্য আর অশ্রু নাই।

রাজ সংস্কারে, গোয়ালিয়ার, সিন্ধিয়া, ভূপাল ইঁহাদের সহিত তুলনা করিবার কি আর রাজা আছে? কবিকেশরী রামনারায়ণ, জ্ঞান সাগর অক্ষয়কুমার, নীরাগগণ রাজকৃষ্ণ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। বিশাল হৃদয় ডাক্তার ডফ আর কার নাম করিব? সে নামে আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে আজও কি আমরা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছি যে আমরা পিতৃহীন? সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত দ্বারকা নাথ—বঙ্গের ভূষণ বিদ্যাভূষণ বাস্তবিকই চলিয়া গেলেন। বৎসরের মধ্যে এতগুলি উজ্জ্বল রত্ন এক একটী করিয়া নিবিয়া গেল। বঙ্গ ভূমি সত্য সত্যই দরিদ্র হইলেন।

এক মূত্র পীড়া ও পৃষ্ঠব্রণ রোগে এতগুলি মহাত্মার প্রাণ যায়। চিকিৎসক সমাজ এই ভয়ানক ব্যাধির কি একটা ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

স্বল্প স্থানের মধ্যে যতদূর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্ভব আমরা তাহার বিবরণ দিবার চেষ্টা করিলাম গত বৎসরের ভারতের ইতিহাস ইংরাজ শাসনের পরিচায়ক একটী দৃষ্টান্ত। যিনি যেরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন হইবেন তিনি এই ইতিহাস হইতে সেইরূপ ভাব ও উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিবেন। আমাদের দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় উন্নতি এখন অনেক দূরে।

ইউরোপীয় সমাচার।

বিয়েনা ১৬ই ডিসেম্বর—অষ্ট্রীয় প্রতিনিধি সভায় [illegible] কোণ্ট মাগ্রাকী বলিয়াছেন যে, সব উপদের সম্বন্ধে রুষিয়াকে লওয়া [illegible] অসন্তুষ্ট হইয়াছে। রুষিয়া এবং অষ্ট্রিয়া স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। কোণ্ট কালনোকি বলেন, অষ্ট্রিয়া বুলগেরিয়ার আত্মশাসন বজায় রাখিবেন। বুলগেরিয়ার মধ্যে রুষিয়ার কেন [illegible] নাই।

কায়রো ১৬ই ডিসেম্বর ওয়াদি হালফার নিকটে বিদ্রোহিগণ দলে দলে বিচরণ করিতেছে।

লণ্ডন ১৮ই ডিঃ টাইমস বলেন রবার্ট হামিল্টনকে আয়ারলণ্ডের অণ্ডার সেক্রেটারীর পদ হইতে অপসারিত করা হইবে। তাঁহার মত পার্লামেণ্টের ন্যাশনালিষ্ট দলের অনুসারে বাক্য এরূপ করা হইবে।

সোফিয়া ১৮ই ডিঃ—ফিলিপোপোলিস নগরের মাজিষ্ট্রেট ও সেনানায়ক একজন রুষীয় কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করাইয়াছেন [illegible] কৌশলে তাহাতে এই বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, যদি না তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে তিনি [illegible] বুলগেরিয়া পরিত্যাগ করিবেন।

লণ্ডন ১৯শে ডিঃ—আয়ারলণ্ডের অণ্ডার সেক্রেটারী এই মাসের শেষ অবধি কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন।

[illegible] মেঃ আর্থার বালফোর মন্ত্রিসভাতে আসন লাভ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১শে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সোসিয়ালিষ্ট দলের জনতা হইয়াছিল। প্রায় ৫০,০০০ লোক উপস্থিত হয়, বক্তৃতাদিও অনেক হয়। কোন দাঙ্গা হাঙ্গাম হয় নাই।

ভিয়েনা ২০শে ডিঃ—জেনেরল কোলবার্স এবং বুলগেরিয়া এবং রুমে [illegible] সমস্ত রুষীয় প্রতিনিধিগণ [illegible] সহ [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছেন। [illegible] প্রতিনিধির উপর এক্ষণ [illegible] প্রকাশের [illegible] দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ২০শে ডিঃ [illegible] এবং খোলা [illegible] কষ্টে আফগান সীমা সম্বন্ধে যে যে বিষয় নিয়া মীমাংসা করিতে অবশিষ্ট আছে, আগামী মাসে তৎসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিবে বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছিল তাহা অমূলক। বুলগেরিয়ার গোলের শেষ মীমাংসা না হইলে এ কথা উত্থাপন করা যুক্তিযুক্ত নহে।

ভারতবর্ষীয় এবং ঔপনিবেশিক প্রতিনিধিবর্গের নিকট যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঔপনিবেশিক প্রদর্শনী পুনরায় খোলা হইবে না। আগামী বৎসর ফোর্টভট হল এবং [illegible] মধ্যে এক যুগে ইণ্ডিয়ান ও কলোনিয়াল ইনষ্টিটিউট গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হইবে।

লণ্ডন ২০শে ডিঃ [illegible] রাজকুমার প্রিন্স [illegible] বুলগেরিয়ার সিংহাসন দান করিবার জন্য রুষিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছেন, অন্যান্য রাজন্যবর্গ তাহা আলোচনা করিতেছেন।

জেনেরল কৌলবার্স কনষ্টাণ্টিনোপলে আসিয়াছেন।

যত দিন না [illegible] এবং যে পর্য্যন্ত [illegible] পুনঃপ্রাপ্ত হয়, তত দিন যেন কেহ [illegible] না করে, এজন্য [illegible] বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন।

মহারাণীর কনিষ্ঠা কন্যা রাজকুমারী [illegible] একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। [illegible] ও [illegible] ভাল আছেন।

বিয়েনা ১৬ই ডিঃ সকলে অনুমান করেন যে যতদিন না [illegible] একযোগ হইয়া রাজপ্রতিনিধিবর্গকে পদত্যাগ করাইতে এবং [illegible] সহ সর্ত্ত ভঙ্গ করাইতে না পারেন, ততদিন রুষিয়া বুলগেরিয়া সম্বন্ধে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ বুলগেরিয়ার সিংহাসন প্রার্থী প্রিন্স [illegible] এক্ষণে [illegible] সাক্ষাৎ করিতে আসিতে হন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আইন বিভাগে সহকারী [illegible] হইলেন। [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] চট্টোপাধ্যায় ১৪ দিনের বিদায়ের পর [illegible] সাহেবের বেতন মাসের ছুটী পাইলেন। এক [illegible] সাহেব বিদায়ের জন্য হইলেন। অতঃপর ডেপুটী

বিলাতে এক প্রকার তাড়িত সংযুক্ত টুপির আবিষ্কার হইয়াছে। উহা মাথায় দিলে ন্যাড়া মাথায়ও চুল উঠে

কুকুর কামড়ের ঔষধ—৬০ফোটা মনসা সিজের রস এক তোলা পরিমাণ আকের শুস্তর সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে হইবে। কুকুর কামড়াইবার তিন দিন পরে খাওয়া বিধি। উহা সেবন করিলে ভেদ বমী হয়। ভেদ ও বমনে রক্ত পাত হইয়া থাকে। সর্বাঙ্গদিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হয়। ক্ষেপা কুকুর ও শেয়ালের কামড়ে এই ঔষধ প্রয়োগে প্রায় ২৫ জন রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। বিবলকার রোগ জন্মিলেও এই ঔষধ খাইয়া একজন আরাম হইয়াছে এবং একটা হস্তী বাঁচিয়াছে। বালকদিগকে উক্ত পরিমাণের ৬ ভাগের ন্যূন পরিমাণ অর্থাৎ ৭। ৮ ফোটা খাওয়াইতে হইবে। চারুবার্ত্তা

লাহোরের ট্রাইবিউন নামক সম্বাদ পত্রিকা খানি সাপ্তাহিক ছিল। এক্ষণে সপ্তাহের মধ্যে দুইবার বাহির হইতেছে। ট্রাইবিউনের ভাষা প্রাঞ্জল ও ওজস্বিতা পরিপূর্ণ। এই পত্রিকা খানিকে পঞ্জাবের একমাত্র প্রতিনিধি বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। ট্রাইবিউন দেশীয় লোকের সম্পাদিত। কিন্তু লাহোরের প্রধান ভারতশত্রু পাইওনিয়ারের কবলের সম্মুখে থাকিয়া এই পত্রিকা খানি যেরূপ নির্ভিক চিত্তে ভারতের হইয়া যুঝিতেছেন তাহাতে পঞ্জাব বাসী মাত্রই উপকৃত হইতেছেন সন্দেহ নাই। আমরা সহযোগীর এই উন্নতি দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। কালে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা খানি দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হইলে পাইওনিয়ারের জাতি গর্ব্ব খর্ব্ব হইতে পারে।

জেনারল বুলঙ্গার্গ বুলগেরিয়া এবং রৌমে লিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। রুষ অধিবাসিগণ এক্ষণে ফরাসী কনসলের অধীনে বাস করিতেছে।

প্রদেশিক এবং ভারত প্রদর্শনীর সভাগণ মিলিয়া একটী সভা করেন। এই সভায় প্রিন্স অব ওয়েলস প্রকাশ করেন যে উক্ত প্রদর্শনীর সভ্যেরা আর প্রদর্শনী খুলিবেন না। আগামী বৎসরে হোয়াইট হল এবং ওয়েষ্ট মিনষ্টারের মধ্যে একটী স্থান নির্দিষ্ট করিয়া তাহার উপর মহারাণীর স্মৃতি প্রদর্শনী স্থাপিত করা হইবে।

কনটেমপোরারি রিভিউ নামে যে পত্রিকা খানি বাহির হইতেছে তাহার সম্পাদক স্বীকার করিয়াছেন যে উক্ত সম্বাদ পত্রের কিয়দংশ কেবল ভারতের মঙ্গলোদ্দেশে নিয়োজিত হইবে।

মান্দ্রাজ ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। সম্প্রতি এখানে দেশীয় বালিকা দিগের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার নিমিত্ত একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন কলিকাতার মিউনিসিপাল বিলের বিরুদ্ধে ষ্টেট সেক্রেটারি যে বড়লাটকে ডিসপ্যাচ লিখিয়াছেন এ সম্বাদ মিথ্যা। ষ্টেটসম্যান ও মিরার বলেন সহযোগীর ইহা ভ্রম।

জনরব যে রঘু গরি খিদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া খিব বড়লাটের নিকট আবেদন করেন বড়লাট ইহার অনুসন্ধান করিবার জন্য রঘু গিরিতে গমন করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয় বড় লাটের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র।

বোম্বাই প্রদেশে একটী বিলাতি দেশলাইয়ের কারখানা আছে। মধ্যে উহার অবস্থা কিছু হীন হয়। গকুল দাস জগমোহন দাস নামক জনৈক কার্য্যদক্ষ অধ্যক্ষের অধীনে দিন দিন এই কার খানাটীর অবস্থা উন্নত হইতেছে। এই কারখানায় যে সকল দেশলাই প্রস্তুত হয় তাহা কোন ক্রমেই বিলাতী কারখানায় প্রস্তুত করা দেশলাইয়ের অপেক্ষা মন্দ বলিয়া বোধ হয় না।

জনরব যে ২৪ পরগণার মাতলা নামক নগরে একজন গৃহস্থের বাটীতে দুই গোলা পরিপূর্ণ ধান্য ছিল। একদিন হঠাৎ এই ধান্য উড়িতে আরম্ভ করে। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে দুই গোলা ধান্য আকাশে উড্ডীন হইয়া বায়ুর বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই ধান্য উড়িয়া গিয়া উক্ত জেলার গোবিন্দপুর নামক গ্রামে একজন চণ্ডালের বাটীতে আসিয়া স্তূপাকৃতি হয়। যাহার বাটী হইতে ধান্য উড়িয়া যায় তাহার স্ত্রী একদিন ধরিয়া দেবতার নিকট হত্যা দেয়। কিন্তু তাই ধান্য ফিরিয়া আসে নাই। এদিকে গোবিন্দপুরের চণ্ডাল অযাচিত ধান্য পাইয়া রাতারাতি বড় মানুষ হইয়া যায়। লক্ষ্মী যে চঞ্চলা তাহা দেখাইবার জন্য কোন বুদ্ধিমান লৌকিক এই অদ্ভুত ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছেন? না ইহা কোন মাদকসেবী কবির কাব্য কল্পনা!

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ার ম্যান সাহেব বিদ্যালয়ের বালকদিগের ব্যায়াম শিক্ষার জন্য গোলদিঘি ভরাট করিয়া একটী মাঠ প্রস্তুত করিয়া দিবেন। সাহেব ক্যাম্বেল সাহেবের অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী বালকদিগের স্বাস্থ্যের জন্য যে একটুকু অনুরাগ হইয়াছেন ইহাতে আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম।

৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাবু মৃত্যুর পূর্ব্বে একখানি প্রকাণ্ড ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দেশীয় ভাষায় ভারতবর্ষের এক খানি বিশদ ইতিহাস অদ্যাপিও প্রকাশিত হয় নাই। রাজকৃষ্ণ বাবু মৃত্যুতে পরাভূত না হইলে আমাদের এই অভাব মোচন করিতেন।

গুপ্তধন দান—ডেলিনিউস বলেন পাতিয়ালার ধনপত সিং বাহাদুর নামক এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি সঙ্কট রোগে আক্রান্ত হন। দৈবক্রমে পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া ধনপত সিং বাহাদুর লাড্ডু বিতরণ করেন। প্রত্যেক লাড্ডুর ভিতর ২০ টাকা মূল্যের এক এক খানি স্বর্ণ খণ্ড লুকায়িত ছিল। গুপ্ত দানের এরূপ দৃষ্টান্ত আর কি দেখা যায়? আমাদের দেশে অনেক প্রাচীনা রমণী ক্ষীরের লাড্ডুর ভিতর সিকি, দোয়ানী, আধুলী পুরিয়া গুপ্তধনের ব্রত লইয়া থাকেন। ব্রতের উদ্যাপন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর এই প্রকার লাড্ডু দিতে হয়। বিশ্বাস যে গুপ্তধনের ব্রত কারণে পরজন্মে অনেক গুপ্তধন পাওয়া যায়। ধনপত সিং বাহাদুর এরূপ কোন ব্রত গ্রহণ করেন নাই। পীড়া হইতে মুক্তিলাভ হওয়া এবং সংস্থানের দ্বারা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাহার উদ্দেশ্য। যাঁহারা ধনবান তাঁহারা এই দানের ব্যাপারটী দেখিয়া শিক্ষা করিবেন কি?

বাবু লালমোহন ঘোষ মহাশয়, দেশের প্রতিনিধি বিলাত পরিত্যাগ করিবেন। ডেপ্টফোর্ডের অধিবাসিগণ কেবল তাঁহাকে এক খানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার অপেক্ষায় তাঁহাকে কিয়দ্দিন বিলম্ব করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। পত্র খানি নূতন প্রণালীতে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইবে। এই উপহারের জন্য ১০০ গিনি ব্যয় হইবে।

জাপানের মহারাণীর ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি একটী ফরাসি মেম সাহেবী ধরণের পোষাক প্রস্তুত করিবার জন্য বায়না দিয়াছেন। পোষাকে ১৫ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইবে। জাপান যেরূপ জাতীয়তা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে কোন দেশের কোন অঞ্চলের লোকই সেরূপ সক্ষম হন নাই।

মিঃ পি. এস, রামস্বামী মুদেলীয়ার মান্দ্রাজের সেরিফের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এদেশীয় লোকের মধ্যে ইনিই প্রথমে এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমেদাবাদের মিউনিসিপ্যালিটী বড়লাটের অভ্যর্থনায় নিমিত্ত ১৫০ টাকা মাত্র ব্যয় করিয়াছেন। আমরা মিউনিসিপ্যালটীর এই মিতব্যয়িতায় প্রীত হইয়াছি। সহযোগী টাইমস্ কেবল বিরক্ত হইয়া মিউনিসিপ্যালটীর দোষোল্লেখ করিয়াছেন।

পঞ্জাবের ছোট লাট এচিসন সাহেব কাপ্তেন মানিকোল্ড এডিকং ডাক্তার ফ্র্যাঙ্কলিন, মিঃ ম্যাকওয়ার্থ ইয়ং, মিঃ অডি, মিঃ লী এবং পবলিক সার্ভিস কমিসনের সেক্রেটারী মিঃ ডস্‌নকে সঙ্গে লইয়া লাহোর হইতে অমৃতসর যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার যাত্রা কালীন ১৫ টী কামানের শব্দ হইয়াছিল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রোমান অক্ষরে হিন্দী লিখিবার প্রণালী প্রচলিত হইতেছে। লক্ষ্ণৌয়ের এদেশী ফিরিঙ্গী, আমেরিকান ও ইংরাজ মিসনরিগণ নূতন নূতন হিন্দী শিখিয়া জাতীয় বর্ণমালার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন। চীনবাসীর ন্যায় উত্তরপশ্চিম বাসিগণ ইহাতে জাতীয় বর্ণমালার অমর্য্যাদা না করেন ইহাই আমাদের অভিপ্রেত।

আমেদাবাদে বড় উৎসাহের সহিত বড়লাটকে অভ্যর্থনা করিবার উদ্যোগ হয়। অভ্যর্থিদিগের স্বাধীন ভাব, উদার ও দেশহিতৈষিণীভাবা এবং রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা অভ্যর্থনা পত্রের প্রতিপংক্তিতে পরিব্যক্ত ছিল। বড় লাট এই পত্রখানি পড়িতে দেন নাই। বড় লাটের মনে কি হইয়াছিল জানিতে পারা যায় নাই। বোধহয় দেশীয় লোকের এত মনুষ্যত্ব তাঁহার চক্ষে বড় একটা ভাল লাগে নাই। অভ্যর্থনা পত্রে আমেদাবাদ নগরবাসী বড়লাটের নিকট এই কয়টী প্রার্থনা করেন :—(১) আরও শাসন কার্য্যে আমাদের সত্ত্বাধিকার। আরও কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করা (২) ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে প্রতিনিধি ব্যবস্থা নিয়োগ করা ও হোম চার্জ বলিয়া যে অর্থ বিলাতে পাঠান হয় তাহার পরিমাণ হ্রাস করিয়া দেওয়া। (৩) সাংসারিক ব্যয় সংক্ষেপ। (৪) ভারতীয় এবং ইংলণ্ডীয় ধনাগার সম্বন্ধে ন্যায়ের সামঞ্জস্য করা। (৫) অধিক বেতন ভোগী উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর স্থানে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে দেশীয় লোক নিযুক্ত করা। (৬) শাসন কার্য্যের সকল বিভাগেই ব্যয় সংক্ষেপ করা। (৭) আমদানী শুল্কের পুনঃস্থাপন করা (৮) ইম কম্‌ট্যাক্সের আইন উঠাইয়া দেওয়া। দেশীয় লোক দিগকে সিবিল সার্ভিস কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য উপযুক্ত সুযোগ প্রদান করা। ষ্টেট রেলওয়ে বিভাগে দেশীয় লোকের দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করা। রাজ্য রক্ষার জন্য দেশীয় ভলণ্টিয়ার নিযুক্ত করা। অভ্যর্থনাপত্রের বিস্তৃত বিবরণ বড়লাট বোধ হয় কোন সূত্রে অবগত হইয়াছিলেন, তাই অগ্রাহ্য করিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর অভ্যর্থনা শুনিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল। ইহা অপেক্ষা কাপুরুষত্ব পাঠক কি আর কোন রাজার দেখিয়াছেন? লর্ড লিটন এএতটুকু করিতে ঘৃণা করিতেন।

উরাচার রাজাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইবার নিমিত্ত সার লিপিল রওনা হইয়াছেন।

রাজপুত নায় ওলাউঠার বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। দিন দিন অনেক লোকে মৃত্যুর কবলে পতিত হইতেছে। স্বাস্থ্য কর্ম্মচারিগণ কি করিতেছেন?

ইজিপ্টে যেমন অরাজকতা বিরাজ করিতেছে এমন আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

সিমলার টাউনহল নির্ম্মাণের জন্য এক কোটী ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। রাজধানী যদি কলিকাতায় থাকে ও বৃথা ব্যয়ের আর প্রয়োজন হয় না।

গ্লাডষ্টোনের পুত্র কলিকাতায় আসিতেছেন। বড় লোকের সম্বর্দ্ধনা করা কলিকাতার একটা রীতি। বৃদ্ধ মন্ত্রীর সম্মানের জন্য তাঁহার পুত্রের সম্মান রাখিতে বোধ হয় কলিকাতায় আয়োজনের অভাব হইবে না।

জেনারল কুলবার্গ হুঙ্গেরিয়ার সহিত একটা বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করিতেছেন। একটা বিবাদের সূত্রপাত করিয়া আপাততঃ রুষে ফিরিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য।

ওয়াদি হালফে বিদ্রোহ নিবারণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করা হয়। শুনা যায় এ সম্বাদটী মিথ্যা। ইজিপ্টে এখনও ২১০০০ ইজিপসিয়ান সৈন্য বিদ্যমান।

পণ্ডিচারীতে ফরাসি গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স ট্যাক্স স্থাপন করায় তথাকার দুকানদারগণ অত্যাচার বিবেচনা করিয়া একযোগে ব্যবসা ত্যাগ করে। তাহারা বলে লাইসেন্স ট্যাক্স দিলে তাঁহাদের আর ব্যবসা করিয়া খাইতে হইবে না। ইংরাজের রাজ্যে লাইসেন্স ট্যাক্স নাই। সেই রাজ্যের দুকানদারগণ ফরাসি রাজ্যে দ্রব্যাদি পাঠাইয়া আমদানী করিতে পারিবে। পণ্ডিচারীর গবর্ণর সাহেব এই দুকানদারগণকে ডাকাইয়া তাহাদের উপর লাইসেন্স ট্যাক্স উঠাইয়া দিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই ক্ষুদ্র ফরাসি গবর্ণমেণ্টের উদার নীতি কবে অনুকরণ করিতে শিখিবেন?

মিঃ এস, ই, গ্রাণ্ট ডফ আগামী ১০ই ডিসেম্বর ইংলণ্ড যাত্রা করিতেছেন। বোধ হয় তিনি মান্দ্রাজ বাসীর নিকট সম্ভাষণ প্রার্থনা করেন।

বড় বড় ডাক্তার খানা ও ঔষধালয়ের জন্য চতুর্দ্দিকে এত প্রশংসা সূচক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছে যে সম্বাদ পত্রিকায় তাহাদের উল্লেখের আর আবশ্যক হয় না। আমরা একটী সামান্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ের প্রশংসা করিয়া পাঠকগণকে শুনাইব। কলিকাতায় শিয়ালদহ ষ্টেসনের নিকট বাড়ুয্যে, চাটুর্য্যে এণ্ড কোং বলিয়া একখানি হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় আছে। এখানে উপযুক্ত মূল্যে অবিকৃত ঔষধ বিক্রীত হয়। ক্রেতাগণকে এখানে প্রবঞ্চিত হইতে দেখা যায় না। এই ঔষধালয়টীর নিকটে একজন ফরাসি চিকিৎসাবিদ অধ্যাপক আসিয়াছেন তিনি নূতন উপায়ে নূতন ঔষধাদি দ্বারা নানাবিধ কঠিন রোগ আরোগ্য করেন।

কোন সহযোগীর সম্বাদদাতা বলেন ভিক্রগাড়ে একজন কুলীর রমণী নিয়মিত সময়ে ভোজন প্রস্তুত করিতে না পারায় তাহার স্বামী তাহাকে দাও দ্বারা আঘাত করে। সেই আঘাতে তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে ডাক্তার খানায় আনা হইয়াছিল। রমণী মৃত্যুকালে ডাক্তার সাহেবকে অনুরোধ করিয়া বলে আমার নিজের দোষেই স্বামী আমাকে হত্যা করিয়াছে তজ্জন্য তাহার প্রাণ দণ্ড না হয়। পতি ভক্তির কি জলন্ত দৃষ্টান্ত?

সংবাদদাতার পত্র।

গত ৯ ই নবেম্বর মঙ্গলবার এখানকার হাইকোর্টে একটী স্ত্রী পরিত্যাগের মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। তাহার পর সেশনে আর দুইটী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে। যথাক্রমে তাহার বিবরণ এস্থলে লিখিত হইল।

স্ত্রী পরিত্যাগের মকদ্দমার ভিতর যেসকল দূষিত বিষয় বিবৃত হয় এবং হিন্দুস্ত্রী স্বাধীনতার যেরূপ ফল প্রকাশ ইহাতে তাহার কোনরূপ অভাব হয় নাই। অ্যাডেম- কাজী

ট্যালবট সাহেব এক জন প্রতিনিধি একজি কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। তাঁহার স্ত্রী মত এলেন কোন অশ্বারোহী সৈন্যের কাপ্তেন রবিনসন সাহেবের সহিত দুষ্টা বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য এখানকার হাইকোর্টে দরখাস্ত করেন। গত ১৮৮১ অব্দের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে কন্তেগাতে ট্যালবট সাহেবের সঙ্গে মত এলেনের বিবাহ হয়। এ বিবাহের প্রথম অংশ বড় সুখেরই হইয়াছিল। তাহার পর ১৮৮৩ অব্দের জুলাই মাসে ট্যালবট সাহেবের স্ত্রী অসুস্থতা নিবন্ধন ইংলণ্ডে যান, সেই যাওয়াই তাঁহার কাল হয়। সেখানে যাইয়া ট্যালবট সাহেবের এক জন আত্মীয়ের পীড়ার শুশ্রূষা করিতে গিয়া মেম সাহেব তাহার প্রণয় পাশে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাহার পর তিনি এদেশে তাঁহার স্বামীর নিকট আসিলেন। স্বামী এলাহাবাদে বদলি হইলেন। এখানে আসিবার কিছু দিন পরে সেই বিলাতস্থ প্রণয়ীর ট্যালবট সাহেবের স্ত্রী পত্রাদি লেখা আরম্ভ করেন। তাঁহার স্বামী তাহা জানিতে পারিয়া চিঠি পত্র লেখা বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৮৮৫ অব্দের মে মাসে ট্যালবট পত্নী মুসৌরিতে আপনার পিতার নিকট যান। সেখানে অনেক চলাচলি করিতেছেন শুনিয়া ট্যালবট সাহেব তাঁহাকে তথা হইতে এলাহাবাদ আনিলেন। কিন্তু এখানে তাঁহার চরিত্র ভাল হওয়া দূরে থাকুক আরও মন্দ হইয়া উঠিল। রবিনসন সাহেব এখানকার লরি সাহেবের হোটেলে আসিয়া মেম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন, একথা ট্যালবট সাহেব জানিতে পারিলেন এবং রবিনসন সাহেব তাঁহাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এক এক করিয়া ধরা পড়িল। সাহেব, মেম সাহেবকে তাহা দেখাইলেন। মেম সাহেব তাহাতে কোন প্রকার দোষ নাই বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। এক দিন ট্যালবট সাহেব আফিসে গিয়াছেন, ইত্যবসরে রবিনসন তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছেন। আবেদনকারী সে সংবাদ পাইয়া বাড়ী আসিয়া দেখেন তাঁহার স্ত্রী এবং রবিনসন এক সোফার উপর বসিয়া আছেন। ইহা দেখিয়া তিনি উক্ত সৈনিক পুরুষকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। স্বামী স্ত্রীকে এই সকল দুষ্ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন, চুক্তিনামা পর্যন্ত লেখা পড়া হইল কিন্তু কুলটার চরিত্র সংশোধন হওয়া ভার। কিছু দিন পরে ট্যালবট সাহেব স্ত্রীর নামে আর কয়েক খানি পত্র ধরিলেন সে পত্রগুলি রবিনসনের লিখিত। তাহাতে উভয়ের দুষ্ক্রিয়ার কথা একেবারে স্পষ্ট করিয়া লেখা ছিল। মেমসাহেব আর লুকাইতে না পারিয়া সকল বিষয় স্বীকার করিলেন। তাহার পর ট্যালবট সাহেব বিবাহ বন্ধন ছেদন করিবার জন্য এই মোকদ্দমা হাইকোর্টে রুজু করিলেন। বিচারে তিনি জয় লাভ করিলেন। সুসভ্য জাতিদের স্ত্রীর স্বাধীনতার অতি সুফলই ফলিল!!

হাইকোর্টে গত সেসনে যে দুইটী মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার প্রথমটীর অপরাধী—সিম্কার্থ হাইপানডাবদের লেপ্টনাণ্ট লাও সাহেব। তিনি দিল্লী এবং লণ্ডন ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে প্রতারণা করিয়া অনেক গুলি টাকা সংগ্রহ করেন। এখানে মোকদ্দমা আরম্ভ হইলে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের পক্ষের ব্যারিষ্টার বলেন যে তাহার মক্কেল অনেক সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন তথাপি অপরাধী দোষ সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্ত করিবার প্রমাণ পান নাই। আর আর লেপ্টেনাণ্ট লাওর বিলাতস্থ বন্ধুরা ব্যাঙ্কের টাকাও পরিশোধ করিয়াছেন। অপরাধীর পক্ষের ব্যারিষ্টার বলেন যে লাও সাহেবের বিলাতস্থ বন্ধুগণ ব্যাঙ্কের সকল টাকা দিয়াছেন সুতরাং তাঁহার মক্কেলকে নির্দ্দোষী বলিয়া ছাড়িয়া দিতে অনুমতি হউক। জজ সাহেব এজলাসে আসিবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষের ব্যারিষ্টার তাঁহার ঘরে যাইয়া এ বিষয়ের পরামর্শ করেন। তিনি এজলাসে আসিয়া অপরাধীকে নির্দ্দোষী বলিবার জন্য অপরাধীকে অনুরোধ করেন। সুতরাং জুরিরা লাও সাহেবকে নির্দ্দোষী বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন। সাহেবের মোকদ্দমা এই রূপে শেষ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় মোকদ্দমার অপরাধী একজন এ দেশী খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী জন টমাস। সে আপনার উপপত্নী আর্জ জানকে হত্যা করে। বলিয়া দণ্ডবিধি আইনের ৩২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হয়। মোকদ্দমাটী প্রথম কাণপুরের সেসন জজের নিকট হয়। তিনি ইহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ দেন। কিন্তু ইহার ভিতর কিছু গোল থাকাতে হাইকোর্টের মাননীয় জজেরা তাহা নূতন করিয়া বিচার করিবার জন্য মোকদ্দমা এখানে পাঠাইতে আদেশ করেন। তদনুসারে এখানে জুরির দ্বারা বিচার হয়। অপরাধী টমাস গত ২২ এ মে তাহার উপপত্নীকে সঙ্গে করিয়া কাণপুরে আইসে। ২২ এ জুলাই আজিজান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আবেদন করে যে তাহার উপপতি টমাস ছুরি দ্বারা তাহাকে খুন করিবার ভয় দেখায়। মাজিষ্ট্রেট উভয়কে পৃথক করিয়া দেন। এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে আবার দুইজনের মিলন হইয়া যায় এবং আজি জান অপরাধীর বাড়ীতে আইসে। অপরাধী টমাস ছাপাখানায় কর্ম্ম করিত। গত ৬ই আগষ্ট সে আর আপনার কাজে যায় নাই। বেলা ১১ টার সময় অপরাধীর প্রতিবাসী কেরোলিন স্মিথ তাহার তাহার ঘর হইতে গলার এক প্রকার শব্দ পাইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কিছুক্ষণ পরে টমাস আপনার গৃহ হইতে বাহির হইয়া বলিল তাহার বিবি সুরা পান করিয়া বমি করিয়াছে। উক্ত কেরোলিন স্মিথের স্বামী গৃহে আসিলে সে তাহাকে এই কথা বলে। স্মিথ দেখে যে অপরাধীর ঘরের দরজা বন্ধ এবং আজিজানের কোন সন্ধান নাই। অপরাধীকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল যে তাহাকে (আজিজানকে) ১২ টার গাড়ীতে দেহিলী পাঠাইয়া দিয়াছে। স্মিথের মনে সন্দেহ হইল, কেননা ১২ টার সময় আরোহীদের গাড়ী ছিলনা। যাহা হউক স্মিথ থানায় সংবাদ দিল। পুলিসের তদারকে অপরাধীর বাটীর ভিতর এক গর্ত্তের মধ্য হইতে আজিজানের লাশ পাওয়া গেল। খুনের সম্বন্ধে অপরাধী প্রথমে বলে যে দুর্গা মাষ্টার নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাদ করিয়া আজিজান ছুরী দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছে। পাছে তাহারা বিপদে পড়ে এই জন্য মৃত দেহ মাটিতে পুতিয়া ফেলে। তাহার পর বলিয়াছে যে সেসার কোর্টে একথা বলিয়াছিল, খুনের সে কিছুই জানে না। সিবিল সার্জ্জন মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্ত উপনীত হইতে পারেন নাই। লাশ অত্যন্ত পচিয়া ছিল, আর দুইটী চক্ষু অত্যন্ত বাহির হইয়া আসিয়াছিল। গলা টিপিয়া মারিলে এরূপ হইয়াও থাকে। এসম্বন্ধে আরও দুইজন অক্টার সাহেব মত লওয়া হইয়াছিল। জজ সাহেব বলিয়া সকল বিষয় লেখা হইল না। বাহুল্য এসম্বন্ধে আরও কয়েকটা কথা আছে। যাহা হউক জুরিগণ অপরাধীকে দোষী বলাতে তাহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ হইল।

শ্রীসর্ব্বেশ্বর মিত্র
এলাহাবাদ
১৬ই নবেম্বর ১৮৮৬।

বিজ্ঞাপন।

সংস্কৃত যন্ত্রের।
পুস্তকালয়

১৪০ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে ঐ পুস্তকালয় থেকে বিক্রী হইবে।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ
অর্থাৎ
সহজ মেটিরিয়া মেডিকা
১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী। দাম ১॥০ টাকার পরিবর্ত্তে ডাকমাশুল ⁄১০ ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজার।

ইলকট্রো গ্যালভানীয়
অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত।

বি, এম, কার. নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক ;
নং ২৮ মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট. কলিকাতা।

আমার নির্ম্মিত অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত অতিরিক্ত বিক্রয় দেখিয়া অনেকে অনেক রকম নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ইহা সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষে আমিই নির্ম্মাণ করিয়াছি। সুবিখ্যাত বিনায় সীতানাথ ঘোষ বাবু অক্ষয়বাবু, চারুবাবু কেষ্ট, আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতেছেন, ম্যালেরিয়া ও পুরাতন জ্বর আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ওলাউঠা ও বসন্ত রোগে ইহার আশ্চর্য্য উপকারিতা শক্তি দেখা যাইতেছে। এমন কি ইহা ধারণ করিলে সংক্রামিক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভব নাই। বস্তুতঃ ইহা রক্তপরিষ্কার করতঃ শক্ত আশ্চর্য্যরূপে ও অল্পকাল মধ্যে নিবারণ করে। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে যাঁহারা কোন ফল পান নাই এই তাড়িত ধারণে ফল পাইতেছেন। সোনা ও রূপার নির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরী তাড়িত সংযুক্ত বলিয়া উক্তি করিলে সে নিতান্ত অমূলক ও তাহা ব্যবহারে কোন ব্যক্তি কখনই আরোগ্য হইতে পারেন। প্রতি কবচের মূল্য ১।⁄০ আনা, ডজন ১২॥০; প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ২ টাকা ডজন ২০; প্রতি অনন্তের মূল্য ১॥০, ডজন ১৫ প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬খান।৵০ আনা ডজন ৸৵০; যাঁহারা অঙ্গুরী ও অনন্ত লইতে ইচ্ছুক মাপ পাঠাইবেন।

—●●—

ইলকট্রো গ্যালভানীয়
অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত।
পি, সি, দাস
ভারতের একমাত্র নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক।

৩৪ নং বেনিয়াটোলা লেন পটলডাঙ্গা কলিকাতা।
তাড়িতের অপরিসীম গুণ বর্ণন।

আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারত মধ্যে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন ঢাকা, এলাহাবাদ, সিলহাট, কটক, মেদিনীপুর, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ, আসাম, বেণারস, হাইদ্রাবাদ, দিল্লী, লাহোর কাশ্মীর ও জগতের সমস্ত সভ্যজাতি এখন এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে অনেক উৎকট, ব্যাধি যাহা এলোপ্যাথিক, হাইড্রোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক, ক্রমোপ্যাথিক ইত্যাদি নানা প্রকার ডাক্তার কবিরাজ যে সমস্ত রোগ দুঃসাধ্য ও আরাম হইবে না বলিয়া রোগীদিগকে একবারে হতাশ করিয়া দিয়াছেন তাঁহারা আমার এই মহৎশক্তি জীবন স্বরূপ বৈজ্ঞানিক তাড়িত চিকিৎসা দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছেন। আমার এই তাড়িত অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে এবং তাড়িত সংযুক্ত দ্রব্য ব্যবহারে মানব শরীরে রোগ নিকটে আসিতে পারে না, অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত ক্রয় করিলে P.C.D. মার্কাটি দেখিয়া লইবেন কারণ কোন কোন ধূর্ত্ত লোক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অনুকরণ করিতেছেন বলা বাহুল্য। যে কয়েকটী ধাতু পরিমাণ বিশেষ একত্রিত সংযোগের দ্বারায় তাড়িত উৎপাদিত হয়, অর্থলোভি লোক সেই সকল ধাতুর যথার্থ পরিমাণ না জানিয়া সর্ব্ব সাধারণকে ঠকাইতেছে P.C.D. মার্কার অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত তাহাই আমার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং যাহা দ্বারাই জগতের সমস্ত লোকে ৬।৭ বৎসর হইতে বহু প্রশংসা করিতেছেন ও প্রশংসাপত্রও দিতেছেন।

প্রতি কবচের মূল্য ১॥০ ও ডজন ১২, প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ১॥০ ডজন ১৫ ও অনন্তের মূল্য ১॥০ ডজন ১৫ প্যাকিং ও পোষ্টেজ।⁄০ অঙ্গুরী ও অনন্তের মাপ পাঠাইবেন ও চারি রকম অঙ্গুরীর মধ্যে যে প্রকার লইবেন নম্বর ধরিয়া লিখিবেন।

—●●—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।
প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহামেলার এবং হোমওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি বাক্স ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—●●—

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৴৹ আনা, তাহার পর /৹ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৴১৹ পয়স করিয়া লাইন প্রতি ব্যয় ধরা হইবে।

বেঙ্গল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল সমেত ৬।৹ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ২২১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৴৹ দুই আনা তাহার পর /৹ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৴১৹ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, অনুবাদকারীগণের ও প্রাপ্ত প্রকৃতি যেসকল বিষয় আমাদের দ্বারা হইতে প্রকাশ করা যাইবে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টর বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

☞ এই পত্র ২২১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত কুঞ্জধন চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

মূল্য মায় ডাঃ মাঃ ২৸৹ টাকা মাত্র।

(মাসিক) বেদব্যাস (পত্র)

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় [illegible] সম্পাদিত।

হিন্দু ধর্ম্মের এক মাত্র মাসিক পত্র।

বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ২ টাকা, অসমর্থ ১ টাকা কিন্তু গীতা ও বেদব্যাস একত্রে লইলে মায় ডাঃ মা ৩ টাকায় দুইই পাইবেন।

ঠিকানা,—৬৬ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেদব্যাস কার্য্যাধ্যক্ষ।

দি—জেনুইন হোমিওপ্যাথিক ফারমেসি।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমস্ত

অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয়।

অর্থাৎ অকৃত্রিম হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

আমরা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিব। আমাদের ঔষধ সমস্ত নূতন ও অকৃত্রিম। তিন জন বহুদর্শী চিকিৎসক তত্ত্বাবধায়ক। যাহারা এখন অন্ততঃ ৪, ঔষধ লইবেন তাঁহারা চিরদিন অর্দ্ধ মূল্যে পাইবেন। সুন্দর মেহগনি কেস মরক্কো পকেট কেস, থারমমিটর, ষ্টেথসকোপ, গ্লাস, মরটার, মেজর গ্লাস, ড্রপ-কনডক্টর, শিশি কক গ্লবিউলস, পিলিউলস, সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছি। মাঃ টিং ৵৫ ১২ ডাঃ পর্য্যন্ত ৵৫, ৩০ ডাঃ ৶৫, ২০০ ডাঃ ।৵৫ ড্রাম রুবিনির কর্পূরারক বড় শিশি ৷৷৹। ওলাউঠার বাক্স পুস্তক ও কর্পূরারক সহিত ৩৷৷৹, কোষ্ঠবদ্ধতা ও অম্লের মহৌষধ স্যাকটুড সিডলিজ ২৷৹ ও সিডলিজের ২ পৃষ্ঠার পুস্তক বিনা মূল্যে।

সচরাচর ১ দিবসে আরোগ্য হয় এরূপ দাদ রোগের মহৌষধ ।৹, কমপাউণ্ড লেপট্যাণ্ড্রিন পিল অর্থাৎ ম্যালেরিয়া ও প্লিহাদির অব্যর্থ মহৌষধ ১৷৷৹, ঐকাহিক অর্থাৎ ১ দিবস অন্তর জ্বরের আশ্চর্য্য গোঃ ঔষধ ১ টাকা।

—●●—

নং ১৫৫।২ বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা। } চাটুর্জ্জি, বেনার্জ্জি ও মুখার্জ্জি কোং ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা

বৈদ্য জীবন।

প্রাচীন সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ। নামেই ইহার গুণের পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই প্রায় যার্থ বোধিনী। কি গৃহস্থ, কি চিকিৎসক সকলেরই ইহা জীবন স্বরূপ, এবং কাব্যামোদীদিগের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী। আমরা এই গ্রন্থ মূল, টীকা ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ সহিত প্রতি মাসে ৩৲ পৃষ্ঠা করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছি। [illegible] মাসে সমাপ্ত হইবে। পূর্ব্বে [illegible] ২ টাকায় সমগ্র পুস্তক দেওয়া হইয়াছে। এখন ২ টাকা। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত, তাড়াবেড়া, ভায়া শ্রীরামপুর হুগলী।

সকলেরই ব্যবহার্য্য

কেশ-বিনাশক চূর্ণ

শরীরের যে কোন্ স্থানের লোম উঠাইবার ইচ্ছা করিবেন, এই চূর্ণ একবার মাত্র লাগাইলে তিন মিনিটের মধ্যে উত্তমরূপে লোম বিনাশ হইবে।

মূল্য—প্রতি কৌটা ।৹, প্যাকিং ৵৹ আনা
" " ডজন ৫ " ।৹ "

এই চূর্ণ খোস কিম্বা কোন প্রকার ক্ষত স্থানে লাগান নিষেধ।

এচ, কার,
২৯ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—●●—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।
৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেটকেস, থারমমিটার ৩৩ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ২২ শিশি কর্ক চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জর্ম্মান ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাকমাশুল সহ ১৲৹ এক টাকা আধ আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল প্রকারের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্রসহ ১৫ দিনের মূল্য ১৲ এবং অজীর্ণ পীড়ার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্র সহ মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের আরক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্য ১ আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডার বস্তুর সহিত ভ্যালুপেয়েবল পার্শেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

কে, ডি, সরকারের উপদংশ রোগের পারা বর্জ্জিত মহৌষধ।

সিপাহি বিদ্রোহের অবসান সময়ে নেপালের জঙ্গলে এক মুসলমান ফকীরের নিকট প্রাপ্ত। বিগত২৬বৎসর ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও যশের প্রচারের সহিত ইহার গ্রাহক এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছে যে বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম। ইহাতে কোন প্রকারের পারা নাই, ইহা অল্পকাল মাত্র সেবনেই সহস্র সহস্র লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিরারোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র ইহার লেপনেই রোগমুক্ত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পূর্ণ নিষেধ) ইহার দ্বারায় শিশু সন্তান ও পৈত্রিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহা রোগের সর্ব্বাবস্থায় আশু ফলপ্রদ, এমন কি পারাঘটিত ঔষধ সেবন জনিত দূষিত রক্ত ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্ষত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের এরূপ পারা বর্জ্জিত অব্যর্থ মহৌষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রদত্ত প্রশংসাপত্র এবং ঔষধ সেবনের নিয়মাদি ঔষধের শিশির সহিত থাকিবে, আমাকেই লিখিলেই উক্ত প্রশংসাপত্রাদি বিনামূল্যে পাইবেন। প্রত্যেক শিশির মূল্য ১৷৹ প্যাকিং ৷৹

শ্রীকালী দাস সরকার
গবর্ণমেণ্ট পেনসনর—লক্ষ্ণৌ।

—●●—

দের। ভারতবর্ষে অনেক বিষয়ে আমাদের শিক্ষালাভ হইতে হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালা আবার প্রতিনিধি বাছিয়া প্রকাশ করিয়া দেখান তাঁহারা যে স্বদেশা-[illegible] গবর্ণমেন্টকে প্রবর্ত্তক বাধিয়া স্থির রাখিয়াছেন ইহাই আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর।"

কথাগুলি শুনিয়া আমাদেরও মনে একটু আঘাত লাগিয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারত-বাসী কাহারই উপর আর সত্য সত্যই হউক, লর্ড ডফ-রিণের গবর্ণমেন্টকে যে অবিশ্বাস করিয়াছেন তাহারও যথেষ্ট কারণ আছে। গবর্ণমেন্ট সরলভাবে আমা-দের মঙ্গলের জন্যই যে পবলিক সার্ব্বিস কমিসনের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা এখনও যদি তাহা বিশ্বাস করিতে হয় লর্ড ডফরিণের সরলতাই তাহার এক মাত্র কারণ হইবে। চিহ্নিত সিভিল সার্ব্বিসে এদেশীয় লোক নিযুক্ত করিবার পক্ষে কোন সুবন্দোবস্ত করা কমিসনের উদ্দেশ্য কি না এখনও তাহা অপ্রকাশ্য রহিয়াছে। মহারাজ্ঞীর প্রতিজ্ঞাবাক্য এবং লর্ড লিটনের চাতুরি এই দুইটীর মধ্যে কতদূর সামঞ্জস্য করা কমিসনের উদ্দেশ্য এখনও আমরা তদ্বিষয়ে অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছি। বয়স নির্ণয়, বেতন নির্ণয়, দেশী বিদেশীয় সিভিল সার্ভেণ্টগণের পার্থক্য নিবারণ সম্পন্ন করিতে কমিসন কতদূর চেষ্টা করিবেন লর্ড ডফরিণ এখনও তাহা আমা-দিগকে প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। যখন এই সকল বিষয় প্রকাশ্য ভাবে ব্যক্ত হইবে, তখনই আমরা যুক্তির অনুরোধে বুঝিতে পারিব যে আমরা গবর্ণমে-ণ্টকে অবিশ্বাস করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছিলাম। নচেৎ কেবল যদি শাসনকর্তার কথায় বিশ্বাস করিতে হয় তবে আমরা রেজোলিউসন বাহির হইবা মাত্রই বিশ্বাস করিতাম যে গবর্ণমেণ্ট আমাদের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল করিবেন না। রেজোলিউসন প্রকাশ করিয়া লর্ড ডফরিণ বলিয়াছিলেন পবলিক সার্ব্বিস কমিস-নের দ্বারা আমাদের কল্যাণ সাধন হইবে।

আমরা যখন তাহাতে সন্দেহ করিয়া বসিলাম তখন লর্ড ডফরিণ কেমন ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন গবর্ণ-মেন্টের মঙ্গলকর উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া আমরা যে অবিশ্বাস প্রকাশ করিতেছি ইহাতে শাসনকর্তার মনে ক্লেশ উৎপাদন করিয়াছে। কেবল ইহাতেই কি আমরা ক্ষুণ্ণ হই? আমাদের সরল অনেক সহযোগীগণ যতই আশ্বস্ত হউন না আমাদের বিবে-চনায় লর্ড ডফরিণের সরলতা ভিন্ন সন্দেহ নিবারণের আর কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই কথা বলিলাম, উদার ইংরাজ গবর্ণমেন্ট সম্বাদপত্রে যে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন আমাদের বিবেচনা অনুসারে যে কি [illegible] যদি কেহ থাকে সকলেই তাহা সংশোধন করিতে পারেন, যদি কোন কথায় আমার মতে লর্ড ডফরিণের প্রাণে আঘাত করিয়া থাকে, যুক্তি পাইলেই আমরা তাঁহার ক্ষমা চাহিব, কার্য্যের ফল দেখিলেই আমরা সে জন্য অনুতাপ করিতে পারিব। যতদিন না যুক্তি পাইতেছি ততদিন কাহারও দুঃখ প্রকাশে কর্ত্তব্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়া কখনই আমা-দের অভ্যস্ত নহে। লর্ড ডফরিণ বক্তৃতা স্থলে এক একটী যুক্তি দেখাইয়াছেন। আমরা তাহাতে সন্তুষ্ট নহি। তিনি বলিয়াছেন বর্ত্তমান কমিসনটী "পার্লিয়া মেণ্ট কমিসন" নহে, ইহা সম্পূর্ণরূপে "জুডিসিয়াল" অর্থাৎ বিচারগত কমিসন। ইহাতে নানা ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের প্রতিনিধির সমাবেশ প্রয়োজনীয়,—একথা সত্য কিন্তু নানা ব্যবসায়ের প্রতিনিধি অপেক্ষা সাক্ষ্য দ্বারা অধিক ফল পাওয়া যাইবে। এই কথাটীর উপর আমাদের একটী বক্তব্য আছে। বিচারকগণ যদি নানা শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধি না হন কখনই তাঁহারা তাঁহাদের ভাবাভাব বুঝিতে সক্ষম হইতে পারেন না। হাইকোর্টে যদি কোন হিন্দুকে বিচা-রকের আসন প্রদান করা না হয় কেবল বিদেশীয় খ্রীষ্টান বিচারকের দ্বারা বিচার কার্য্য সুনিষ্পন্ন হইতে পারে না। হিন্দুর ভাবাভাব, অভিপ্রায়, অন্তঃকরণ, আচার পদ্ধতি সমাজনীতি হিন্দু বিচারক যাহা বুঝিতে পারিবেন, একশত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া বিদেশীয় বিচারক কখনই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। আমরা সেই জন্যই বলি সাক্ষীগণের যেমন নানা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হওয়া আবশ্যক, বিচারকগণেরও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্র-দায়ের প্রতিনিধি হওয়া আবশ্যক। অনভিজ্ঞের হস্তে বিচারের ভার অর্পণ করা যে কতদূর যুক্তি বিগর্হিত কার্য্য কোন কোন ইংরাজ মাজিষ্ট্রেটের বিচারেই আমরা প্রতিদিন তাহার প্রমাণ পাইয়া থাকি। লর্ড ডফরিণও এই প্রস্তাবটী নিতান্ত অযুক্তি যুক্ত মনে করেন না। তিনি বলেন কমিসনের সভ্যগণ ও নানা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ ভারতবাসীর যথার্থ বন্ধু। কমিসনের প্রেসিডেণ্ট স্যার চার্লস এচিসনের ন্যায় ভারতবাসীর বিশ্বস্ত বন্ধু ইংরাজের মধ্যে আর কে আছে? তারপর হোম গবর্ণমেণ্টের অভিমত, যে একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তিকে কমিসনের সভ্য করা কর্ত্তব্য। স্যার চার্লস টর্নারের ন্যায় একজন আইনবিশারদ ভারতবন্ধু ভারতবর্ষে দুর্লভ। [illegible] একটী [illegible] এ সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইয়াছে। [illegible] প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে অবশিষ্ট সিভিল কর্ম্মচারিদিগের একজন প্রতি-নিধি এই কমিসনে গ্রহণ করা হইবে। সে প্রতিজ্ঞা পালন করা হইয়াছে।" এই দুইটী প্রতিনিধির কথা উল্লেখ করিয়াই লর্ড ডফরিণ বলিয়াছেন এ দেশের সকল সম্প্রদায়ের এক একজন প্রতিনিধিকে কমিসনে শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। [illegible] জিজ্ঞাসা করি প্রতিনিধি নিযুক্ত করা কি হইয়াছে? শিক্ষা বিভাগের কোন ব্যক্তি প্রতিনিধি? দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি কে? দেশীয় মুদ্রা যন্ত্রের প্রতিনিধি কাহাকে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে? গবর্ণমেণ্ট প্রতিনিধি বাছিয়া লইলেন, [illegible] সাহেবদিগের ভিতরেও বিভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন হইতে প্রতিনিধি বাছিয়া লইলেন আমাদের তাহাতে উপকার হইল কি? প্রতিনিধি নির্ব্বাচন দ্বারা সভা সংগঠন যে সুসম্পন্ন হয় নাই আমরা তাহা অনেক বার বলিয়াছি। লর্ড ডফরিণের আশা প্রকাশ শুনিয়া আবার আমাদিগকে সেই কথার পুনরুল্লেখ করিতে হইল। লর্ড ডফরিণ আশা করেন প্রতিনিধি সাক্ষ্য দ্বারাই সকল সম্প্রদায়ের অভাব বিজ্ঞাপিত হইতে পারিবে। আমরাও সেই আশায় নির্ভর করিয়া রহিলাম। তবে রাজনীতির সাগরে একে নাকি তুফান তাহার উপর আমাদের ভাঙ্গা নৌকা, পারে যাওয়া যে কত দূর দুঃসাধ্য এখনও তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

বক্তৃতাস্থলে এ প্রদেশের সম্বাদপত্রের উপর লর্ড ডফরিণ লক্ষ্য করিয়াছেন। উহা সর্ব্বদেশীয় বাঙ্গালীর সম্বাদপত্রই বহুদিন হইতে গবর্ণমেণ্টের চক্ষুঃশূল। আক্ষেপ স্থলে আমাদের উপর যে কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা সহ্য করা আমাদের একপ্রকার অসহ্য হইয়াছে। লর্ড ডফরিণ কিন্তু বিচক্ষণ লোক। ব্রহ্ম সংযোগ ও ইনকম ট্যাক্স সম্বন্ধে স্বদেশীয় সম্বাদ পত্র যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, লর্ড ডফরিণ তাহার একটা কারণ দেখাইতে পারিয়াছেন, আর বর্ত্তমান কমিসন সম্বন্ধে আমরা যে এত সন্দেহ কেন করি লর্ড ডফরিণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না, ইহাই আমাদের বিস্ময় ও দুঃখের কারণ।—কিন্তু আন্দোলন ও সন্দেহে কার্য্য হয় না। লর্ড ডফরিণ, এখনও দেশীয় সম্বাদপত্রের বিচারাধীন রহিয়াছেন। পবলিক সার্ব্বিস কমি-সনের ফল দেখিয়াই আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যের সাধুতা কত দূর, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

এজেন্সী শাসন্ [illegible]।

আমরা অদ্যাপিও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না যে ভারতীয় রাজন্যের সহিত তাঁহাদের পোলিটিকেল এজেন্টগণের সম্পর্ক কি? এবং রাজ্যশাসনের উপর পোলিটিকেল এ[illegible] কতদূর ক্ষমতা চালাইতে পারে। কোথাও দেখিতে পাই পোলিটিকেল এজেন্ট রাজার শাসন কার্য্যের উপর বিচার করিতে বসেন, কোথাও বা রাজ সংসারের কর্তা হইয়া আর ব্যয়ের বন্দোবস্ত করেন, আবার কোথাও কর্ম্মচারীর নিয়োগ, দূরীকরণ এ সকলের ভারও স্বহস্তে লইয়া নিজের ইচ্ছার বাধ্য শাসন করেন। নানা স্থানেই ইহাঁদের একাধিপত্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; রাজা যেন সাক্ষী গোপাল, এজেন্ট তাঁহার সর্ব্বেসর্ব্বা। রাজা কেবল উপাধি লইয়া ঘুরিয়া যান, এজেন্ট আধিপত্য হরণ করিয়া সুখে সাম্রাজ্য করেন। এক একটী দেশীয় রাজার রাজ্য এক একটী ক্ষুদ্র এজেন্ট সম্রাটের খাসমহল। রাজা রাজছত্রে এজেন্টের মস্তকের আতপতাপ নিবারণ করে, রাজার রাজদণ্ড এজেন্টের শক্তি চালনায় প্রজা শাসন করে। অথচ এই সকল রাজার রাজ্যের উন্নতি কিরূপ? রাজকোষ অপরিপূর্ণ, প্রজা সমুদায় দরিদ্র, ক্লেশপীড়িত এবং হীনদশাগ্রস্ত কেন হয়? প্রজাবর্গ রাজার রাজ্যে বাস করে না—স্বার্থপরায়ণ [illegible] পোলিটিকেল এজেন্টের সাম্রাজ্যে তাহাদের বাস। রাজা যাহা "দিব" বলেন প্রজা তাহা পায় না, এজেন্ট যাহা "লইব" বলেন ব্রহ্মবাক্যের ন্যায় তাহা তাহাদের কড়ায় গণ্ডায় দিতে হয়। পোলিটিকেল এজেন্টগণের অধীনে প্রজা অসন্তুষ্ট, রাজকর্ম্মচারী অসন্তুষ্ট, রাজা অসন্তুষ্ট, রাজ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিত। খাস গভর্ণমেন্টে অন্যায় কার্য্য করিলেও ইংরাজ—ইংরাজ, পরম্পরা শাসনে আধিপত্য করিলে ইংরাজ পূর্ব্বকালের মুসলমান নবাব। সাক্ষাৎশাসনে কর্তৃপক্ষগণ "জুলুম" করিলে প্রজাবর্গ আর্ত্তনাদ করে, পরম্পরা শাসনের জুলুমের উপর প্রজার দ্বিরুক্তি করিবার অধিকার নাই, রাজার আপত্তি করিবার শক্তি নাই।

এই যে এজেন্ট শাসনের অপূর্ব্ব কাহিনী ভারতময় [illegible] শুনা যাইতেছে, ইহার কি প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য নয়? গভর্ণমেন্ট শাসনভার লইয়া ব্যতিব্যস্ত, দেশীয় রাজার রাজ্যাদি লইয়া আলোচনা করিতে তাঁহাদের অবসর নাই। কিন্তু গভর্ণমেন্ট পোলিটিকেল এজেন্টগণের সদসদ্ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীর নিকট দায়ী। সেই জন্য গভর্ণমেন্টের পরামর্শ যাহা সঙ্গত হয় তাহাই তাঁহার সুব্যবস্থা করা আবশ্যক। পোলিটিকেল এজেন্টগণের কর্ত্তব্য কি? শাসনকার্য্যে তাঁহাদের কতটুকু ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। রাজার কোন্ কোন্ কার্য্যে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আছে? গভর্ণমেন্টের নিকট তাঁহারা কোন্ কোন্ বিষয়ের জন্য দায়ী। এই সকল নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে যথেচ্ছাচারিতার বড়ই প্রশ্রয় পায়, রাজ্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। দেশীয় রাজার পক্ষগুলি যদি রাখিয়া দিতে হয়, তবে এজেন্টদিগের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য নিরূপণ করা অগ্রেই কর্ত্তব্য।

পবলিক সার্ভিস কমিসন বসিয়াছে। গভর্ণমেন্টের সকল কর্ম্মচারীর কার্য্যাকার্য্য সমালোচনা করিয়া কমিসন তাঁহাদের স্বত্বাধিকার ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া দিবেন। সকল কর্ম্মচারীর যদি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করা হয় তবে এই পোলিটিকেল এজেন্ট দিগের কার্য্যাদির ব্যবস্থা করাও কমিসনের কর্ত্তব্য। আমরা প্রস্তাব করি পবলিক সার্ভিস কমিসন ইহাদিগের ক্ষমতা ও অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া দিন। প্রতিনিয়ত ইহাদের যে সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে চিৎকার শব্দ উঠে তাহার প্রতিবিধান করিতে না পারিলে গভর্ণমেন্টের পক্ষে নিতান্ত অগৌরবের বিষয় হইবে।

পোলিটিকেল এজেন্টদিগের জুলুমের কথা কাহার জানিতে বাকি আছে। এই জুলুমদার এজেন্টদিগের মধ্যে আজ একজনের কথা আমরা পাঠকগণকে অবগত করাইব। বিকানীর একটী ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য। এখানকার পোলিটিকেল এজেন্ট কাপ্তেন টালবর্ট। বিকানীর রাজার সরকারে বহুদিন হইতে কতকগুলি কর্ম্মচারী প্রাণপণে রাজা ও প্রজার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া রাজা প্রজার প্রীতিভাজন এবং স্বদেশের যথেষ্ট মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন। কার্য্যগতিকে ইহাদের মধ্যে ৪ জন পুরাতন কর্ম্মচারীর উপর এজেন্ট বাহাদুরের বিষদৃষ্টি পতিত হয়। এজেন্ট তাহাদিগকে রাজ সরকার হইতে বিদায় করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। ছলে কৌশলে অথবা কোন নূতন আশালের প্রলোভনে রাজমন্ত্রী এজেন্ট বাহাদুরের হস্তগত হন। ইহারই সাহায্যে কর্ম্মচারিগণ দূরীকৃত হন। রাজা এই পুরাতন কর্ম্মচারিদিগকে নিযুক্ত রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন [illegible] কিন্তু সেসকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কর্ম্মচারীগণ রাজসংসার হইতে দূরীকৃত ও দেশান্তরিত হন। নির্ব্বাসিত কর্ম্মচারীগণের মধ্যে একজন পীড়িত অবস্থায় ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাঠাইয়াছিলেন। [illegible] সে সার্টিফিকেট গ্রাহ্য [illegible] হইয়া কর্ম্মচারিদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া [illegible] বিকানীর রাজ্যে কি বিষম অনর্থ [illegible] হইল। নূতন কাপ্তেন টালবট "হুকুম" [illegible] কর্ম্মচারিগণের দূরীকরণ জন্য রাজাকে আজ্ঞা করেন উক্ত কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে দুইজন কার্য্যান্তরে গিয়াছিলেন। কাপ্তেন টালবট ইহাদের [illegible] ফিরিয়া আসিতে দিলেন না। পুরাতন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর নিকট রাজার ইহাতে কত বড় অপমান হইল। এই কার্য্যোপলক্ষে রাজা ও রাজমন্ত্রীর পরস্পর মনান্তর জন্মিয়াছে। প্রজাবর্গও বিরক্ত হইয়াছে। কিন্তু রাজার উপর পোলিটিকেল এজেন্টের এমনি প্রতাপ যে এজেন্টের কথা না শুনিলে তাঁহার সিংহাসনে থাকা দায় হইবে।

আমরা উপযুক্ত সূত্রেই এই সংবাদটী প্রাপ্ত হইলাম।

কমিসন এখন বসিয়াছে। সভ্যগণ কিং কর্ত্তব্য স্থির করিতেছেন বিচার্য্য বিষয়গুলির মধ্যে দেশীয় রাজা ও এজেন্টের সম্বন্ধ এবং এজেন্টের কর্ত্তব্য কি, এই বিষয়ই স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক। আমরা বহুদিন হইতে পোলিটিকেল এজেন্টগণের অসদ্ব্যবহার দেখিয়া আসিতেছি। ইহাদের [illegible] আদি নিরূপণ যদি কর্ত্তব্যের মধ্যে স্থিরীকৃত হয় দেশীয় রাজার রাজ্য মধ্যে একটু উন্নতির আশা হয় এবং "জুলুমের ও কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হয়। কমিসন কি আমাদের প্রস্তাব গ্রাহ্য [illegible]

পুস্তক সমালোচনা।

বীণা—বহুদিনের পর আবার বীণার ঝঙ্কার আরম্ভ হইয়াছে। বাবু রাজকৃষ্ণ [illegible] মধুর মধুর [illegible] কবি [illegible] ইহা কবিবর উদ্বোধন [illegible] বীণাগো আবার।

আবার কথায় ডাকি যে বীণায়
উঠ—জাগ, বীণা! উঠ জাগ বীণা!
আয় বীণে! আয় আমার কোলে
বাজ বীণে! বাজ নূতন বোলে
জয় জয় বলি [illegible]
জয় কবিপ্রাণ! [illegible]
[illegible] বীণার [illegible]

[illegible] আমরা [illegible] সুস্বাগত করিতেছি। [illegible] বীণা, আমাদের যত সুখ দুঃখের সঙ্গে বিমূর্ত্তি পরিবর্ত্তনশীল

ইলেক্‌ট্রো গ্যালভানীয় কবচ ও অঙ্গুরী।

জগতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মহাত্মা গ্যালভানির প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে আমরা স্বর্ণ এবং রৌপ্যের কবচ ও অঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তাড়িত সংযোজিত করতঃ তাহা দ্বারা বেদনাযুক্ত দুঃসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতেছি, তাহা অনেকেই জানেন। আমাদের নির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরীয়কের বিশেষ আদর দেখিয়া কেহ কেহ হিংসা পরবশ হইয়া নিতান্ত হাস্য জনক কথা সকলের নিকট প্রচার আরম্ভ করিয়া সাধারণকে ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অতএব ক্রেতাগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন যে তাঁহারা যেন সতর্ক হন এবং দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক প্রতারিত না হন। সাধারণকে বুঝাইবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। কবচ বা অঙ্গুরীয়ক ক্রয় কালে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা উহা স্পর্শ করিলেই তাড়িত প্রবাহ স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন। ক্রেতার পক্ষে এই যথেষ্ট প্রমাণ। এই কবচ ও অঙ্গুরীয়ক দেখিতে অতি সুন্দর।

রৌপ্য কবচ ১খানি ২, রৌপ্য অঙ্গুরীয়ক ১ খানি ৩ স্বর্ণ কবচ... ...২০ স্বর্ণ অঙ্গুরীয়ক... ...১৮

উপরোক্ত কবচ ও অঙ্গুরীয়ক ধারণে দুঃসাধ্য ব্যাধি সকল আরোগ্য হয়।

ইহা ব্যতিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় নানাবিধ ঘড়ি, চেইন, ব্রোচ, অলঙ্কার, চসমা, বহুমূল্য প্রস্তর ইত্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এবং ঘড়ি মেরামতের কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে।

কে, সি, দাস এণ্ড কোং

২৪ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট—কলিকাতা

—○○—

ঠকানে ঔষধি নয়।

নতন সালসা। নূতন সালসা।

ইহা একত্রিশ খানি মসলায় প্রস্তুত হইয়াছে।

ইহা দ্বারায় পারার ঘা, নলি ঘা, গরমির ঘা, গলা ও নাকের ভিতর ঘা ও কানের ঘা, পোড়া ঘা, বাত ও শরীরে পারা ফুটন, চুলকনা, ধাতু দৌর্ব্বল্য, পেটের অসুখ, ক্ষুধামান্দ্য, খোস পাঁচড়া, বর্ত্তমিবের পারায় দুষিত রক্তের দোষ শীঘ্র আরাম হইয়া যায়।

[illegible] একত্রে লইলে ১।০ টাকা [illegible] প্যাকিং ও [illegible] ।০ ও ৸০ [illegible] মকোদ্রুব [illegible] । [illegible] নিশ্চয় [illegible] একবারে [illegible] থাকুক না কেন [illegible] নিশ্চয় আরোগ্য হইবেক। মূল্য ৸০ টাকা প্যাকিং ।০ আনা।

গত বৎসরে ২০০০ হাজার রোগী আরোগ্য হইয়াছে।

গরমীর ঘার মলম।

ইহাতে পারা কিম্বা কোন অপকারি দ্রব্য নাই। এই মলম ব্যবহারে ৪।৫ দিনে ঘা নিশ্চয় আরোগ্য হইবেক জ্বালা যন্ত্রনা নাই।

মূল্য প্রত্যেক বটী ১ টাকা ডজন ১০ টাকা প্যাকিং ।০ আনা ডজন ।।০

অব্যার্থ দাদের মহৌষধ।

যত দিনের দাদ হউক না কেন ৫ দিনে আরোগ্য হইবেক। মূল্য ৷৵০ আনা প্যাকিং ৵০ আনা।

অর্শ ও ভগন্দর রোগের আশ্চয্য মাদুলী।

এই মাদুলী ধারণ করিলে অর্শ ও ভগন্দর ও মল দ্বারে জ্বালা বা সর্ব্ব প্রকার ঘা অতি অবিলম্বে আরোগ্য হইবেক প্রত্যেক রৌপ্য মাদুলী ঔষধ সমেত মূল্য ১ টাকা ও স্বর্ণের মাদুলী ঔষধি সমেত মূল্য ৩ টাকা। প্যাকিং।০ আনা আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দিব।

প্যাকিং ।০ আনা

চক্ষু রোগের গোলাপ লোসন।

এই লোসেন প্যালোকে করিয়া চক্ষে লাগাইলে যে প্রকার যন্ত্রণা থাকুক না কেন নিশ্চয় সারিবেক, চক্ষু শীতল রাখিবেক ও কোন যন্ত্রণা থাকিবে না ও কোন হানি করিবে না। মূল্য প্যাকিং ও পোষ্টেজ সমেত ১ টাকা। ঔষধির সঙ্গে ব্যবস্থা পত্র দেওয়া যায়।

কে, এম, বসু এণ্ড কোং।

৭১ নং বেনেটোলা লেন পটলডাঙ্গা

কালকাতা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশীয় পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে [illegible] হইলে ৵১০ পয়সা [illegible] প্রতি [illegible] হইবে।

[illegible] বিজ্ঞাপন [illegible] দিগের নিকট [illegible], তাহা প্রথম একবার নিয়মানুযায়ী [illegible] হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য [illegible]

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৬।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ।০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, জনকারীরপত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি বৈশেষিক বিষয় যাঁহা যাঁহা হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার প্রকাশক বা কোনরূপ আইন বিরুদ্ধ হয় [illegible] সম্পাদক, প্রেরক বা প্রকাশক দায়ী হবেন।

এই পত্র ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

৩১ শ ভাগ।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

৩ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০,

১২৯৩ সাল। ২৮এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮৬ ১৩ই ডিসেম্বর।

৮ রিপনাব্দ। ২৮এ অগ্রহায়ণ।

অনগ্রিম মূল্য মাশুল সমেত বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সুলভ এজেন্সি।

মফস্বলবাসী সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে যাঁহারা কোন সামগ্রী কলিকাতা সহর হইতে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা আমাদিগের কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা যত সুলভে পারি ক্রয় করিয়া অবিলম্বে সেই সকল দ্রব্য যত্নের সহিত পাঠাইয়া দিব। ক্রয় করিবার অর্ডর প্রেরণকালে অনুমান করিয়া কিছু টাকা পাঠাইবেন। বাজারে যেরূপ দরে খরিদ হইবে লিখিয়া অবগত করা হইবেক এবং দ্রব্যাদি ভ্যালু পেএবল পোষ্টে অথবা পার্শেলে পাঠান যাইবে। প্রেরিত দ্রব্যের বক্রি মূল্য ঐ সময়ে দিতে হইবে। কার্য্য বুঝিয়া কমিসন স্থির করিয়া পত্র লেখা হইবে।

গ্রাহক মহোদয়দিগের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া সোমপ্রকাশের মূল্যাদি এবং অন্যান্য আবশ্যক বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশ ডিপজিটারীতে না গিয়া অথবা মূল্যাদি না দিয়া ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে অনুগ্রহ করিয়া আসিলে সমস্ত বিষয়ের স্থির হইবে। সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে যাইবার প্রয়োজন নাই।

সোমপ্রকাশ যন্ত্র ও কার্য্যালয় আদি কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২২২ নং ভবনে স্থাপন করা হইয়াছে। গ্রাহক মহোদয়গণ পত্রাদি ও সোমপ্রকাশের মূল্যাদি উক্ত ঠিকানায় নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইবেন। সোমপ্রকাশ এক্ষণ হইতে নিয়মিতরূপে সত্বর যাহাতে গ্রাহকগণের হস্তগত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মফস্বল ও কলিকাতার যেসকল গ্রাহক উপযুক্ত সময়ে সোমপ্রকাশ না পাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পত্র লিখিলে আমরা তাহার সংশোধন করিব। চাঙ্গড়িপোতা সোনারপুর পোষ্ট আফিসের ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবার আবশ্যক নাই।

আমরা কলিকাতায় আসিয়া নানা প্রকার জবওয়ার্ক ও পুস্তকাদি মুদ্রন কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। যাঁহারা সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে চেক দাখিলা, চিঠি, লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি যাবতীয় বিষয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা উপরি উক্ত ঠিকানায় আমার নিকট অর্ডার পাঠাইলে নূতন অক্ষরে সত্বর প্রাপ্ত হইবেন। আমরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা নানা প্রকার নূতন অক্ষর বর্ডার ও নকসা আনয়ন করিয়াছি। সুলভ মূল্যে ও সুন্দররূপে যে কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে কোনরূপ প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা নাই। সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে তাঁহারা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাদিগকে মুদ্রন কার্য্যাদি অর্পণ করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র টাকা কড়ি, মণিঅর্ডার আদি গ্রাহক মহোদয়গণ এক্ষণ হইতে ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মণিঅর্ডার যোগে গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাহারও নামে পাঠাইবেন না অথবা কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যেন দৃষ্টি থাকে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষস্য ;

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।

মূল, শাঙ্করভাষ্য, ও শাঙ্কর ভাষ্যানুমোদিত বাঙ্গলা ব্যাখ্যা।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যাটী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয় কর্ত্তৃক বিশেষরূপ সংবর্দ্ধিত ও সংশোধিত।

এরূপ ব্যাখ্যা পূর্ব্বে কখন প্রকাশিত হয় নাই।

মূল্য মায় ডাঃ মাঃ ২৷৹ টাকা মাত্র।

(মাসিক) বেদব্যাস (পত্র)

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক,

সম্পাদিত।

হিন্দু ধর্ম্মের এক মাত্র মাসিক পত্র।

বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ২ টাকা, অসমর্থ ১ টাকা কিন্তু গীতা ও বেদব্যাস একত্রে লইলে মায় ডাঃ মা ৩ টাকায় দুইই পাইবেন।

ঠিকানা,—৬৬ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেদব্যাস কার্য্যাধ্যক্ষ।

দি—জেনুইন হোমিওপ্যাথিক ফারমেসি।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমস্ত

অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয়।

অর্থাৎ অকৃত্রিম হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

আমরা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিব। আমাদের ঔষধ সমস্ত নূতন ও অকৃত্রিম। তিন জন বহুদর্শী চিকিৎসক তত্বাবধারক। যাহারা এখন অন্ততঃ ৫, ঔষধ লইবেন তাঁহারা চিরদিন অর্দ্ধ মূল্যে পাইবেন। সুন্দর মেহগনি কেস মরক্কো পকেট কেস, থারমমিটার, ষ্টেথসকোপ, গ্লাস, মরটার, মেজর গ্লাস, ড্রপকনডক্টর, শিশি কর্ক, গ্লবিউলস, পিলিউলস্, সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছি। মাঃ টিং ৵৫, ১২ ডাঃ পর্য্যন্ত ৵৫, ৩০ ডাঃ ৵৫, ২০০ ডাঃ ৷৵৫ ডাব রুবিনির কর্পূরাদক বড় শিশি ৷৹। ওলাউঠার বাক্স পুস্তক ও কর্পূরাদক সহিত ৩৷৹, কোঃ বহুতা ও অন্নের মধ্যে বেন স্যাবটুত সির্ভালিজ ২৷৹ সির্ভালিজের ৩২ পৃষ্ঠার পুস্তক বিনা মূল্যে।

সচরাচর ১ দিবসে আরোগ্য হয় এরূপ সকল রোগের মহৌষধ ।৹, কমপাউণ্ড লেপট্যান্ডিন পিল অর্থাৎ মেলেরিয়া ও প্লিহাদির অব্যর্থ মহৌষধ ১৷৹, ঐকাহিক অর্থাৎ ১ দিবস অন্তর জ্বরের আশ্চর্য্য হোঃ ঔষধ ১ টাকা।

—◆◆—

নং ১৫৫।২ বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা। } চাটুর্জ্জি, বেনার্জ্জি ও মুখার্জ্জি কোং ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা

সচিত্র চিঠির কাগজ

এ প্রকার চিঠির কাগজ এই প্রথম। সুন্দর রমণী মূর্ত্তি দিয়ে তুলনা আমায় সরস্বতী মূর্ত্ত

নাম তারিখ ছাপান ইত্যাদি, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ প্রভৃতির ... উপযোগী মূল্য ... পত্রিকা ৵৹ আনা ...

কে, কে, শর্ম্মা ... কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সকলেরই ব্যবহার্য্য

কেশ বিনাশক চূর্ণ

শরীরের যে কোন স্থানের লোম উঠাইবার ইচ্ছা করিবেন, এই চূর্ণ একবার মাত্র লাগাইলে তিন মিনিটের মধ্যে উত্তমরূপে লোম বিনাশ হইবে।

মূল্য—প্রতি কৌটা ।৹, প্যাকিং ৵৹ আনা
" " ডজন ৫ " ।৹ "

এই চূর্ণ খোস কিম্বা কোন প্রকার ক্ষত স্থানে লাগান নিষেধ।

এচ, কার,

২১ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—◆◆—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশুদ্ধ

টাটকা ঔষধ।

উত্তম উত্তম পুস্তক, পকেটকেস, থারমমিটার ৩৬ শিশির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধসমেত ২২ শিশি কর্ক চামচা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গৃহচিকিৎসার উপযোগী যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তক এখানে পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা সকলের বিশেষ প্রশংসিত "সদৃশ বিধান তত্ব বা হোমিওপ্যাথিক কি?" নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক খানি কেবল আমাদিগের নিকট ডাকমাশুল সহ ১৵৹ এক টাকা আধ আনা মূল্যে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও গৃহ চিকিৎসার জন্য সকল রকমের ঔষধ পূর্ণ বাক্স বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

কয়েক বৎসর হইতে শত শত রোগীর আরোগ্য দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের শান্তিকারক উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ... ৩ গ্রেনের মূল্য ।৹ এবং বহুমূত্র পীড়ার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থাপত্র সহ মূল্য ১৷৹ টাকা। ইহা কেবলই আমাদিগের দ্বারা বিক্রীত হয়। ডাক্তার রুবিনির প্রসিদ্ধ কর্পূরের দ্রাবক ব্যবস্থাপত্রসহ মূল্যে ১ আমাদিগের নিকট পাইবেন।

মফস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত ভ্যালুপেয়েবল পার্শেল দ্বারা শীঘ্র পাঠান হয়।

—◆◆—

কে, ডি, সরকারের উপদংশ

রোগের পারা বর্জ্জিত

মহৌষধ।

সিপাহি বিদ্রোহের অবসান সময়ে নেপালের জঙ্গলে এক মুসলমান ফকীরের নিকট প্রাপ্ত। বিগত২৬বৎসর ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও যশের প্রচারের সহিত ইহার গ্রাহক এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছে যে বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম। ইহাতে কোন প্রকারের পারা নাই, ইহা অল্পকাল মাত্র সেবনেই সহস্র সহস্র লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিরারোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র ইহার লেপনেই রোগোন্মুক্ত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারায় শিশু সন্তান ও পৈত্রিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহা রোগের সকাবস্থায় আশু ফলপ্রদ। এমন কি পারাঘটিত ঔষধ সেবন জনিত দূষিত রক্ত ও পরিস্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্ষত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের এরূপ পারা বর্জ্জিত অব্যর্থ মহৌষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রদত্ত প্রশংসাপত্র এবং ঔষধ সেবনের নিয়মাদি ঔষধের শিশির সহিত থাকিবে, আমাকেই লিখিলেই উক্ত প্রশংসাপত্রাদি বিনা ব্যয়ে পাইবেন। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৷৹ প্যাকিং ।৹

শ্রীকালী দাস সরকার

সর্কারের পৌৎসমর—লক্ষ্ণৌ।

প্রেরিত পত্র।

সম্পাদক মহাশয়। নিম্নলিখিত শোক-সঙ্গীতটী আপনার পত্র পার্শ্বে স্থানদান করিলে বাধিত হইব।

(দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত)

(১)

বঙ্গমাতৃ অলঙ্কার খসিল আবার।
বহিল শোকের স্রোত ভারতে এবার॥
অক্ষয়—অক্ষয় শোক, করিতেছে সর্ব্বলোক,
কেন পুন তাহে বিধি ঢালিল আবার।
শোকের উপর শোক, একি অবিচার॥

(২)

আবাল, বনিতা বৃদ্ধ উঠিছে কাঁদিয়া।
বারেক দ্বারকা নাথের গুণাদি স্মরিয়া॥
বারেক যা মনে করে, অতিশয় ভক্তিভরে,
বারেক যা মনে করে, তাঁহার কাহিনী।
যে স্মরিছে, সে কাঁদিছে যখনি তখনি॥

(৩)

নাই সে প্রকৃতি শোভা এ ভারত ভূমে।
নাই যেন সূর্য্যালোক সব ক্ষয় ক্রমে॥
সব ক্ষয় সব ক্ষয়, সব যেন যায় যায়,
যেতেছে ভাসিয়া সব ক্রমে একে একে,
ভারত মাঝারে যত পাপীগণে রেখে।

(৪)

পুণ্য-তোয়া ভাগীরথী বহিয়া সজোরে॥
আনন্দ দিতেছে সব—ভাবুক অন্তরে॥
শব্দময়ী স্রোতস্বিনী, করি কল্ কল্ ধ্বনি,
তুষিছে সমীপবর্ত্তী সব নরগণে।
নিকটে গেলেও আজ তোষে না এজনে॥

(৫)

নিশা গেল, দিবা এল, অন্ধকার গেল।
মনের আঁধার তবু কভু না ঘুচিল॥
আলোক পাইয়া সবে, পুলকিত হয় যবে,
কৈ না এল আলোক মন হৃদয়-কন্দরে।
কি করে আলোক আজ এ ঘোর বিকারে॥

(৬)

আর কি ভারতে পুন হবে হেন ধন।
যে ধন বিহনে, অন্ধ সব নরগণ॥
জীবকুল-নিধন রে পামর দুরাত্মন্।
কি দোষে হরিলি তুই বঙ্গ-রত্নধনে?
কাঁদাইতে চিরকাল বঙ্গবাসী জনে?

(৭)

গুরো! মায়ালীলা পরিহরি গেছ স্বর্গপুরে।
পাবে কি দেখিতে আর অভাগা তোমারে॥
জননীর গর্ভভূমি, কোথা বীর জন্মভূমি,
সুকৃতির ফলে স্বর্গে করেছ গমন।
পাপপূর্ণা বসুমতী নহে যোগ্যস্থান॥

(৮)

অমৃতপূরিত কথা কে আর বলিবে।
নীতিপূর্ণ বাক্যাবলী কে আর শুনাবে॥
স্বদেশের হিতভরে, লেখনী ধরিয়া করে
লিখিবে সমাজনীতি কে আর সাদরে।
কূটতত্ত্ব রাজনীতি কে বুঝাবে নরে॥

৯

এস ভাই বঙ্গবাসী সকলে মিলিয়া,
তাঁহার আদৃত ধনে অক্ষয় করিয়া,
ঘুচাই মনের সাধ, মনে বড় হয় সাধ,
রাখিব অক্ষয় কীর্ত্তি ভারতে তাঁহার।
দেখ দেখ বঙ্গবাসী উপায় ইহার॥

১২ই অগ্রহায়ণ।
সন ১২৯৭ সাল।

বিনীত
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ব্রহ্মচারী
হরিনাভি স্কুল

প্রসন্ন—বিয়োগ।

জ্বলিবে-রে কতকাল বঙ্গের শ্মশান
বঙ্গরত্ন দগ্ধ হবে বঙ্গ চিতানলে
একটী একটী করি বঙ্গের শ্মশান
বঙ্গ ক্রোড় হতে ক্রমে যায় সবে চলে
বঙ্গের সে সুকুমার প্রসন্ন কুমার
নাই আজি বঙ্গধামে বঙ্গবাসী ভাই!
শোকঅশ্রু- সক্ত আজ নয়ন সবার
প্রসন্ন বিহনে আজ বিষণ্ণ সবাই,
মূরত্ন একটী বঙ্গ শিক্ষা বিভাগের
কাঁদাইয়া ছাত্রকুল চলিল রে আজ,
সুপণ্ডিত সুশিক্ষক বাঙ্গালাদেশের
প্রসন্ন আজিরে আর করে না বিরাজ
কাঁদে ছাত্রদল আজ শিক্ষকসমিতি
ইংরাজি গণিতগ্রন্থ উদ্যমে যাঁহার
বঙ্গ অনুবাদে যাঁর সুযশঃ সুখ্যাতি
বিঘোষিত হয় বঙ্গে প্রথমে সবার
নাই! নাই! আর সে প্রসন্ন কুমার
নাই আর বঙ্গে সেই প্রসন্ন মুরতি
অবসন্ন বঙ্গজাতি বিচ্ছেদে তাঁহার
হারাইল জাতৃরত্ন প্রিয়তম অতি।

আলোক তত্ত্ব।

সুনীল সাগর বক্ষে তামসী নিশায়
পথ হারা তরী করে বিপথে গমন
আলোক ভবন করে আলোকে তাহার
দিক্ অন্বেষিকের দিক প্রদর্শন
সংসার-সাগর বক্ষে দিক হারা হয়ে
বিপথে মানব কত শত শত চলে
অকূল পাথারে কূল কিনারা না পেয়ে
মগ্ন হয় সংসারের সুভীষণ জলে
দেখ না মানব,চেয়ে আলোক একটী
সংসারজলধি বক্ষে জ্বলে অনিবার
অনন্ত আলোকে সেই জীবন্ত রেউটী
দেখায় সুপথ ভব পারাবার পার
চির অমানিশাপূর্ণ সংসারসাগরে
পায় না মানব পথ এ আলোক বিনা
মানব জীবনতরী ভীমাবর্ত্তে পড়ে
কত মগ্ন জীর্ণ হয় নাহিক ঠিকানা।
সাধুর চক্ষেতে শুধু এ আলোক হায়
দিবালোক মত দৃষ্ট হয় নিরন্তর
অবাধে সাধকজন সংসার ভেলায়
উপনীত অতিক্রমি তরঙ্গনিকর।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার
সমস্তিপুর।

নববিধান ও জগতের ভবিষ্য ধর্ম্ম।

মহাশয়! বর্ত্তমান সময়ে নানা দেশ ও সম্প্রদায়গত ধর্ম্মআন্দোলনের ভিতর হইতে যে নব বিধানের আলোক ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতেছে, তাহা শিক্ষিত ও ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয় মহম্মদীয় যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের যতই আন্দোলন হইতে থাকিবে, শিক্ষিতদল ততই বুঝিবেন যে প্রত্যেক ধর্ম্ম বিধান এক অভেদ্য সত্য অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং প্রত্যেক শাস্ত্রীয় সত্যের মূলে এক অখণ্ড সমন্বয় বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদিগের অদ্বিতীয় পণ্ডিতবর তর্ক চূড়ামণি মহাশয় হিন্দুমূর্ত্তির ব্যাখ্যা করিয়া নববিধান বা ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন অংশে হানি না করিয়া বরং প্রোক্ত ধর্ম্মবিধানের উপর আরও ভক্তি ও বিশ্বাস উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছেন। সাকারের ভিতর নিরাকারের ভাব সমূহের ব্যাখ্যা করিয়া নিরাকারেই যে শিক্ষিত দলের বিশ্বাস অধিকতর ঘনীভূত হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। দেবমূর্ত্তিগত ভাব সমূহের ব্যাখ্যা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ চূড়ামণি মহাশয় যে বর্ত্তমান সময়ে নূতন করিলেন তাহা নহে। নববিধান প্রচারক স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে সে সকল সত্য আর

বিশদ ও সহজরূপে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপদেশাদি যাহা এক্ষণে "সেবকের নিবেদন" নামক গ্রন্থ নামে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছে, উহাবই মধ্যে এখন যে সকল কথা দেখিতে পাওয়া যাইবে। স্বর্গীয় আচার্য্য যত শাস্ত্র মন্থন করিয়া সে সকল সত্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার স্বাভাবিক প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস হইতেই সে সকল সত্য স্বতঃই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ঐ সকল কথা যদি সে সময়ে এখানকার কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে আর এখনকার পাঠকবর্গ বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত মূর্ত্তি ব্যাখ্যা সকল পাঠ করিয়া তাহাতে আর নবীনত্ব কিছু দেখিতে পাইতেন না। আমাদের বঙ্গবাসী সে সকল প্রকাশ করিয়া নব বিধানের বরং গৌরবই প্রকাশ করিয়াছেন। ভিতরে ভিতরে এখন অনেকেই বুঝিয়াছেন যে, মূর্ত্তি কিছুই নয়, উহার ভিতর হইতে যে সকল সত্য বহিষ্কৃত হইয়া থাকে উহাই প্রকৃত সত্য। এখানে আমাদের জ্ঞানী হিন্দু আর সাকারবাদী থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাকে নিরাকারও স্বীকার করিতে হইল। মানুষের স্বভাব খোসাকে ছাড়িয়া তাহা হইতে শস্য সংগ্রহ করিবে। ভিতরে ভিতরে নববিধান সত্য প্রচারিত করিয়া আসিতেছে, তাহা জ্ঞানী মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। নববিধানে স্বভাবের কার্য্য এখন মিথ্যা রত হইবে না। নব বিধানের প্রচারিত অনেক সত্য লইয়া অনেক সময় অনেক সমালোচনা চলিয়া আসিতেছে কিন্তু কালে আবার সে গুলি অনিবার্য্যরূপে ঘটিতেছে। এক সময়ে নববিধানের নৃত্য, নববিধানের নিশান, নববিধানের খোল করতাল প্রভৃতি পৌত্তলিকতা পূর্ণ বলিয়া এমন কি ব্রাহ্ম সমাজেও মহা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, এখন ব্রাহ্ম সমাজ দূরে থাকুক, আমাদের খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় মধ্যে নৃত্য, নিশান ও খোল করতাল আসিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে হরিনাম পৌত্তলিকতা পূর্ণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে কিন্তু সেই হরিনাম এখন অপৌত্তলিকভাবে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ কেন খৃষ্টীয়সমাজেও গৃহীত হইয়াছে। নববিধান যে বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধীয় সমাজ সংস্কারক বিষয়ের আন্দোলন করিয়া থাকেন, সে আন্দোলন কি স্বভাব ও ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুসমাজ হইতে উত্থিত হইতেছে না? ব্রাহ্মসমাজে এ সমুদায়ের আন্দোলন হইবার পূর্ব্বেই আমাদের স্বদেশবৎসল পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ মহা সমাজসংস্কারক ভক্তিভাজন বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় মত প্রচার দ্বারা তাহা সমগ্র হিন্দুসমাজে প্রকাশ করিয়াছেন। মহু শাস্ত্রজ্ঞ মহাত্মা সরস্বতী মহোদয়ও সে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু সমাজ কি তাঁহাদের মতকে অহিন্দু বলিবেন? হিন্দুসমাজ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন এখন তবে কেন না স্বীকার করিবেন যে, নববিধান-প্রচারিত সত্যের বীজ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রেও নিহিত আছে। ব্রাহ্মসমাজের একমেবা দ্বিতীয়ং, ইহাও হিন্দুশাস্ত্রের মূলে নিহিত আছে। ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব ইহাও প্রাচীন যোগী ঋষিগণ দেখাইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও ভক্ত হিন্দুদিগের মধ্যেও সে ভাব লক্ষিত হয়। আমাদের কাশীধামের মহাযোগী তৈলঙ্গস্বামী, গাজিপুরের পাহাড়ী বাবু, স্বর্গীয় দয়ানন্দ সরস্বতী ও রামকৃষ্ণ পরমহংস মহোদয়েরা কি হিন্দু নহেন? জাতিভেদ অস্বীকার করিয়া ইঁহারা কি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের পরিচয় দেন নাই? নববিধান স্বভাবের ধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্যদেবও তাহার আদর্শ দেখাইয়াছেন। সকল ধর্ম্ম বিধানের ভিতরেই নববিধানে বীজ ও সকলের সত্য নববিধানের গ্রাহ্য। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই সম্যক বা আংশিকরূপে নববিধান পালন করিতেছেন। নববিধানই জগতের ভবিষ্য ধর্ম্ম। নববিধানের প্রচারিত অপৌত্তলিক ধর্ম্ম ধরিতে গেলে উহা সর্ব্ববাদীসম্মত। চৈতন্য, নানক প্রভৃতি ভারতীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণ ও ঈশা, মূশা, মহম্মদ প্রভৃতি বৈদেশিক মহাপুরুষগণও অপৌত্তলিকতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অপৌত্তলিক ধর্ম্মবাদ বাস্তবিকই মনুষ্যের স্বভাবগত ধর্ম্ম। স্বভাব বালকের হৃদয়েও অপৌত্তলিক ধর্ম্মভাব উত্তেজিত করিয়া দেয়। ভারতের পঞ্চবর্ষীয় বালক ধ্রুব প্রহ্লাদের হৃদয়ে যে অপৌত্তলিক ধর্ম্ম ভাব উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহা কি স্বভাব ধর্ম্মের কার্য্য নহে? অপৌত্তলিক ধর্ম্মবাদ স্বভাবজ ও সহজ, আমরা একথা বলিতেছি না। যে পৌত্তলিক ধর্ম্মভাব কোন মহাপুরুষের অগাধ ধর্ম্মভাব হইতে উৎপন্ন হয় নাই, যে মহাত্মা নিরাকার দেবতার অশেষ ভাবের সমন্বয় করিয়া সাকার দেবতার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন সেই ধর্ম্মাত্মা আমাদের অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। আমরা তাঁহার চরণতলে চির প্রণত কিন্তু পৌত্তলিক দেবমূর্ত্তিনিহিত গভীর ভাব সকল কয় জন বুঝিতে সমর্থ হন? সাধারণ লোকে নিরাকার মত সহজে ধারণা করিতে সক্ষম হন, সাকারের রূপ, তাঁহাদের তত সহজে ধারণা হইতে পারে না। দেবমূর্ত্তিগত ভাব ছাড়িয়া দেবমূর্ত্তিই দেবতা, সাধারণের মধ্যে এইরূপ ধর্ম্মভাব দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মের উন্নতি তাহাদিগের মধ্যে নাই। মানুষ নিরাকারের মধ্যে যতই প্রবেশ করে, ততই তাহার হৃদয়ে নিত্য নূতন ভাব, নূতন প্রেম ও নূতন তত্ত্ব অবিষ্কৃত হইয়া থাকে। আমরা এমন সহস্র সহস্র লোক দেখিতেছি যাঁহারা আজীবন দেবমূর্ত্তি পূজা করিয়া আসিতেছেন অথচ তাঁহাদের প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ হইতেছে না। এপর্য্যন্ত যে সকল মহাত্মা ধর্ম্মজীবনের উন্নতি দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নিরাকারবাদী ছিলেন। সকলেই আংশিকরূপে নববিধান প্রচার ও পালন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে সে সকল বিধানের সমন্বয় হইয়া পূর্ণ নববিধান আসিয়াছে। নববিধানকে যাঁহারা অহিন্দু মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত নববিধান হিন্দু বিধানের মূল সত্য তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দুধর্ম্মবিহিত প্রেম, ভক্তি যোগ এ সমুদায় নববিধান গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দু বিধানের দুষ্ট ভাব সমূহ নববিধান গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নাহেন। নরপূজা, নর গুরু সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি দুষ্ট হিন্দুধর্ম্ম নববিধান গ্রহণ করিবেন না। পৌত্তলিকতা নব বিধানের সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। পৌত্তলিকতা ধর্ম্মভাবকে সংকীর্ণ ও অপূর্ণ করিয়া দিবে। পৌত্তলিকতা আধুনিক। পৌত্তলিকতা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে পৌত্তলিকতা প্রবর্ত্তক মহাপুরুষেরা নিরাকারের ভিতর হইতে বিশ্ব-ব্যাপিনী দৃষ্টি-যোগে গভীর তত্ত্ব দেবমূর্ত্তিগত ভাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পৌত্তলিকতা ক্রমে সে দৃষ্টির অবরোধ করিয়াছে। নববিধান সেই প্রাচীন নিরাকারবাদী ও জগতের ভবিষ্য ধর্ম্ম নববিধান ভারতের শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বৈদেশিক মহাপুরুষগণ ঈশা, মূসা, মহম্মদ প্রভৃতির ধর্ম্ম মতের সার মত সমন্বয় করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। নববিধান ধর্ম্মধর্ম্মের বিবাদ মীমাংসা করিবেন। নববিধান হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টীয়ান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়িকতার প্রাচীর ভেদ করিয়া সকলকে এক প্রশস্ত ক্ষেত্রে আনয়ন করিবেন। এমন একদিন আসিবে যখন সমগ্র জগত নববিধানের আদর করিবে। দেশ ভেদে

লোকের আচার ব্যবহার আহার পরিচ্ছদের স্বাতন্ত্র্য থাকিবে কারণ তাহা জল বায়ুর অবস্থা অনুসারে এক হইতে পারে না কিন্তু প্রকৃত স্বার্থকে এক হইতে হইবে।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

সমস্তিপুর।

সোমপ্রকাশ

২৮এ অগ্রহায় সোমবার

স্বায়ত্বশাসনের অসদ্ব্যবহার দেখিলে আমাদের প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। স্বায়ত্বশাসন আমাদের অনেক যত্নের উপার্জ্জিত ধন। যদি মিউনিসিপ্যালিটীর কমিসনরগণ ইহা বুঝিয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমাদের বড় আনন্দের বিষয় হয়। মিউনিসিপ্যালিটীর সভ্যগণ যদি স্বেচ্ছাচারী হন তবে আমাদের স্বায়ত্ব ও পরায়ত্ব শাসন উভয়ই সমান হইয়া পড়ে। মিউনিসিপ্যাল স্বায়ত্বশাসন প্রচলিত হইবার পর মিউনিসিপ্যালিটী হইতে অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। এদেশীয় লোক যে আত্মশাসনক্ষম, এক মিউনিসিপ্যালিটীর ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া গভর্ণমেণ্টের তাহা বোধগম্য হইয়াছে। লর্ড ডফরিণ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, এদেশীয় লোকের হস্তে মিউনিসিপ্যালিটীর দিন দিন উন্নতি হইতেছে। আমরা সাধারণতঃ মিউনিসিপ্যালিটীর এই উন্নতি দেখিয়া যেমন প্রীতি লাভ করিতেছি, কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটীর স্বেচ্ছাচারিতা দেখিয়াও আবার তেমনিই ব্যথিত হইতে হইয়াছে। এক ঢাকা মিউনিসি-প্যালিটীতে ছোটলাটের অভ্যর্থনা লইয়া যে ব্যয় বাহুল্য করা হইয়াছে, তাহাতেই মিউনিসিপ্যালিটীর অখ্যাতি বাড়িয়াছে। দক্ষিণ বারাকপুর মিউনিসি-প্যালিটীর ব্যয় বাহুল্য লইয়া অনেকেই আন্দোলন করিতেছেন। কোনও কোন মিউনিসিপ্যালিটীর মকদ্দমার ব্যয় এত অধিক যে, সেই অনর্থক ব্যয় করিতে করিতে মিউনিসিপ্যালিটীর ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যাইতেছে। এদিকে দেশের লোকের পূতিগন্ধে প্রাণ যায়, কর্দ্দমাক্ত পথে চলিয়া চলিয়া পদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হয়, চিকিৎসালয়ে ঔষধের অভাবে রোগীর প্রাণ যায়, উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে দেশের বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া যায়, কোথাও মিউনিসি-প্যালিটী কাহারও সহিত অনর্থক বিবাদ বাঁধাইয়া উকিল মোক্তারের ফি এবং গভর্ণমেণ্টের বিচারের মূল্য যোগাইতে যোগাইতে সর্ব্বস্বান্ত হয়। আমরা এই সকল মিউনিসিপ্যালিটীর সভ্যগণকে বলি মিউনিসিপ্যালিটী নিজের জিদ্ বজায় রাখিবার, অথবা প্রজার উপর প্রতিহিংসা করিবার স্থান নহে। যাঁহারা ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার না জানিয়া কমি-সনারের ক্ষমতা পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত ক্ষমতা-বান লোকের অমায়িকতা ও ন্যায়পরতা দেখিয়া শিক্ষা লাভ করুন। আর একটী কথা আছে। মিউনিসিপ্যালিটীর আইন অতি উদারভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কমিসনরগণ আইনের অক্ষর এবং ভাষার কূটার্থ লইয়া বিচার করেন, আইনকর্ত্তাগণের এরূপ উদ্দেশ্য নহে। উদার ভাবে, সরলভাবে লোকের যাহাতে কল্যাণ হয় আইনের অর্থ সেই রূপই বুঝিয়া লইতে হইবে। আমরা নানা স্থান হইতে মিউনিসিপ্যালিটী কমিসনরগণের বিরুদ্ধে পত্র পাইতেছি, তাই এখন এই কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

অপরাধী গিবন্স মুক্তি পাইয়াছেন। হাইকোর্ট কর্ত্তৃক গিবন্স দণ্ডিত হইলে এংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ক্ষেপিয়া উঠেন, এক বাক্যে এংলো ইণ্ডিয়ান সম্বাদপত্রের সম্পাদকগণ বিচারক রমেশচন্দ্রের নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া বলিলেন, বাবু রমেশচন্দ্র জাতি বৈষম্যের বশবর্ত্তী হইয়া গিবন্সের দণ্ড বিধান করিয়াছেন। পাঠক জ্ঞাত আছেন জষ্টিস রমেশচন্দ্রের সহিত আর একজন ইউরোপীয় জজ গিবন্সের বিচার করেন। সেই ইউরোপীয় বিচারক গিবনের ১ বৎসরের কারাদণ্ড দিবার প্রস্তাব করেন। রমেশচন্দ্র সেই দণ্ডের অর্দ্ধেক হ্রাস করিয়া দিয়া গিবনকে ৬ মাসের অব্যাহতি দেন। তথাপি এংলোইণ্ডিয়ান সমাজে জনরব উঠে যে রমেশচন্দ্র পক্ষপাত করিয়া বিচার করিয়া-ছেন। চিফ জষ্টিসের নিকট এই বিচারের পুনঃ বিচার প্রার্থনা করা হয়। গিবন তাহাতে অকৃত-কার্য্য হন। তারপর বড়লাটের নিকট তিন দিন তিন খানি আবেদন পড়ে। যে জুরিগণ হাইকোর্টে গিবন্সের পুনঃ বিচার করিতে আসেন, তাঁহারা একত্র হইয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট গিবনের মুক্তি প্রার্থনা করেন। এংলোইণ্ডিয়ান প্রভুগণের আর একখানি দীর্ঘ আবেদন গভর্ণমেণ্টের করতলস্থ হয়। তৃতীয় আবেদন খানি একদল ইংরাজ-ঘেঁসা তোষামোদপ্রিয় ভারতবাসীর প্রেরিত। আবেদন তিন খানি পাইয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট কি বিচার করিলেন আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। কেবল বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট এক খানি পত্র আসিয়াছে তাহাতেই লেখা আছে যে, হাইকোর্টের বিচারকগণের মতানুসারে ভারত গভর্ণমেণ্ট মিঃ [illegible] কাননা করিয়া গিবন সাহেবকে অব্যাহতি দিলেন। হাইকোর্টের বিচারে গিবন দণ্ডনীয় হইয়াছেন। প্রধান বিচারপতি বিচারকগণের রায় বাহাল রাখিলেন। তারপর হাইকোর্ট একবারেই গিবনকে অব্যাহতি দিবার পরামর্শ দিয়া বসিলেন—ইহার ভিতর ব্যাপারটা যে কি হইয়া গেল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। হাইকোর্টই যেন পরামর্শ দিলেন কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যে গিবনকে এক কথাতেই অব্যাহতি দিয়া ফেলিলেন তাহার কারণ কি? বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টকে যে পত্র লেখা হইয়াছে তাহাতে কোন কারণের উল্লেখ নাই, কেবল গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা প্রকাশ আছে মাত্র; গভর্ণমেণ্ট কি কারণে গিবন্সকে অব্যাহতি দিলেন আমাদের কি তাহা জানিবার অধিকার নাই? যদি কেবল পারিশদগণের অনুরোধ স্বজাতিপ্রিয়তার অনুরোধ, আর জেতা বিজেতার পার্থক্যের অনুরোধই এই পক্ষপাতপরায়ণ ক্ষমতা প্রকাশের কারণ হয়, তবে বলিব লর্ড ডফরিণের গভর্ণমেণ্টের সহিত স্বেচ্ছাচারী মুসলমান গভর্ণমেণ্টের অনুমাত্রও প্রভেদ নাই। আমরা গিবন অব্যাহতি পাইয়াছেন বলিয়া কাতর হই নাই। গভর্ণমেণ্ট অপরাধীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহার উপর দয়া প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু তরুণবয়স্ক পিতার এক মাত্র পুত্র তিনকড়ি পাল যখন বড় লাটের দয়ার প্রার্থী হইয়া প্রাণ ভিক্ষা করিলেন, দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা যুবকের জন্য সজল নয়নে করুণ-স্বরে চীৎকার করিলেন, বড়লাট তখন সেদিকে দৃষ্টি শ্রুতি রোধ করিয়া রহিলেন। আর একজন ইউরোপীয় অপরাধী প্রকৃত অপরাধ করিয়া একবার মাত্র অপরাধি! 'শক্রহীন' হও। বড়লাটের করুণা প্রার্থনা করিল, বড়লাট অমনিই উহার প্রতি সদয় হইয়া বর দিলেন, একি জাতিবৈষম্য নহে? একি পক্ষপাতী নহে? একি হৃদয়হীনতা নহে? যদি পরকালগত স্বর্গীয় আত্মা উপর হইতে পার্থিব মানবের ক্রিয়া কলাপ অবলোকন করিতে সমর্থ হন, তবে তিনকড়ি পালের প্রেতাত্মা উপরে বসিয়া ডফরিণ গভর্ণ-মেণ্টের উপর অবশ্যই অভিসম্পাত করিতেছেন। আমরা অধীন, ইউরোপীয়ের পদদলিত। আমা-দের উপর দয়া প্রকাশ দূরের কথা, আইন যাহার বিধান করিয়াছে, তাহা হইতেও সময়ে সময়ে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বঞ্চিত করেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের এরূপ পক্ষপাত কি সামান্য আক্ষেপের!

বিষয়। যিনি এক শতাব্দীর মুক্তি লাভ করুন আমরা তাহাতে আপত্তি করি না, কেবল যিনি যে অবস্থায় মুক্তি পাইবার অধিকারী হইলেন, সেই অবস্থায় ভারতবাসী অপরাধী হইয়া যদি গভর্ণমেণ্টের কৃপারপাত্র হইতেন, তাহা হইলে আমাদের আক্ষেপের আর কোন কারণই থাকিত না। সিমলায় দণ্ডচক্র স্থাপিত হইয়াছে। সেই চক্রে পড়িয়া ভগবান—ডফরিণ ভূত হইয়া বসিয়াছেন। যে ঘূর্ণায়মান বৈষম্যের চক্রে পড়িয়া হৃদয়বান মনস্বী ব্যক্তিও কর্ত্তব্যহীন হয়, তবে প্রশংসাপ্রার্থী লর্ড ডফরিণ বিচলিত হইয়া অবিচার করিবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

ইংরাজ রেসিডেন্টের কর্তৃত্বাধীনে রাজগণের অবস্থা।

আমরা গত বারের সোমপ্রকাশে ট্যালবট-কাহিনী বর্ণনাস্থলে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের হস্তে দেশীয় রাজার দুর্গতির বিষয় পাঠকগণকে জ্ঞাত করিয়াছি। পোলিটিকাল এজেণ্ট টালবর্ট সাহেব বিকানীর রাজার রাজ্যাধিকার হস্তগত করিয়া রাজাকে ক্রীড়ন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। দেখা দেখি অন্যান্য রাজ্যের এজেণ্টগণ সেই পন্থা অনুসরণ করিয়া দেশীয়ের রাজ্যে এজেণ্টসাম্রাজ্য সংস্থাপনের উদ্যোগী হইয়াছেন। রাজপুতানায় বালাওয়ার নামে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। মেজর ওয়াইলি সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের এজেণ্ট। রাজা জালিম সিং এই এজেণ্টের লক্ষ্যবিদ্ধ বালাওয়ারের অধিপতি। রাজা একজন ইংরাজি-শিক্ষিত উদারনৈতিক যুবক। তিনি সাধ্যমতে স্বরাজ্যের উন্নতি সাধন ও প্রজা বর্গের কল্যাণ বিধান করিতে যত্নবান হইয়াছেন। কিন্তু এ যত্নে তাঁহার কি হইবে? মেজর সাহেব রাজ্যের সকল উন্নতির প্রতিবাদী, রাজার সকল উদ্যমের বিঘ্নকারক, রাজার সদ্গুণ সমূহ তাঁহার চক্ষে শূল বিদ্ধ করে, প্রজার কল্যাণসাধন তাঁহার অঙ্গে বিছুটকের ন্যায় যন্ত্রণা দেয়। ওয়াইলি সাহেবের ইচ্ছা যে রাজা তাঁহার করতলস্থ থাকিয়া তাঁহার ইচ্ছামত চলিয়া ফিরিয়া বেড়ান, কোন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইলে, রাজা তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করুন। ইহার কিঞ্চিন্মাত্র ইতর বিশেষ হইলে এজেন্সির অপ্রিয়ভাজন হইতে হয়, গভর্ণমেণ্টের বিষনয়নে পড়িতে হয়, রাজ্যপাঠ পরিত্যাগ করিয়া পেনসনভোগী দাসের পদবী গ্রহণ করিবার আয়োজন করিতে হয়। রাজা জালিম সেই ইতর বিশেষ করিয়া মেজর সাহেবের বিরাগভাজন হইয়াছেন। যুবকের অদৃষ্টে ভবিষ্যতে যে কি আছে, তাহাও অনুমান করা যায় না। গঙ্গাপ্রসাদ পাণ্ডে নামক এক জন শিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিকে রাজা মন্ত্রিসভার সভ্য করেন। মেজর সাহেব এই সম্বাদ পাইয়া রাজাকে লিখিয়া পাঠান যে "রাজা যদি নিজের কাউন্সিলের নিমিত্ত কোন সভ্যকে নিজেই নির্ব্বাচন করেন, তবে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধিকারের উপর তাঁহার হস্তক্ষেপ করা হইবে।" এই কথাটীর অর্থ কি, দেশীয় রাজার মন্ত্রী-সভার জন্য কোন ব্যক্তিকে সভ্যপদে মনোনীত করিবার অধিকার নাই কেন, আমরা তাহা কোন প্রকারেই বুঝিতে পারিলাম না। নিজের সভার সভ্য নিজে নির্ব্বাচন করিলে রাজভক্তির যে ত্রুটী কিরূপে হয়, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসিল না। আমরা আবার শুনিতে পাই মেজর ওয়াইলি রাজার সকল ক্ষমতা হ্রাস করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে এজেন্সির কর্তৃত্বাধীনে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

আমরা ট্যালবট কি ওয়াইলি কোন বিশিষ্ট এজেণ্টের দোষোল্লেখ বা নিন্দাবাদ করিতে চাই না। সমগ্র দেশীয় রাজ্যের রাজা ও এজেণ্টদিগের সম্বন্ধ কি, তাঁহাদের পরস্পরের অধিকার কি, তাহা নির্দ্দিষ্ট করা প্রয়োজন হইয়াছে। কেবল তাহারই জন্য, গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি যে, যে নীতি অবলম্বন করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এজেণ্টগণ তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। মেকলে এবং এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের কার্য্যকাল অতীত হইয়াছে। একণে অপরিণামদর্শী যুবক সম্প্রদায় তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়াছেন। অভিজ্ঞতার অবতারস্বরূপ উল্লিখিত ইতিহাসবেত্তাগণের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজগণের মান সম্ভ্রম চলিয়া গিয়াছে। এখন সামান্য প্রজাবর্গের যেরূপ স্বত্বাধিকার আছে, প্রকাণ্ড রাজ্যখণ্ডের অধিপতি হইয়া দেশীয় রাজগণের সে অধিকার নাই। সাধারণ প্রজাগণের যে স্বাধীনতা আছে বড় বড় রাজ্যের অধিপতিগণের সে স্বাধীনতা নাই। যে সকল ব্যক্তি ইউরোপে কখনও ক্ষমতা বা অর্থের মুখাবলোকন করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহারা সমগ্র ইংলণ্ডের সমান এক একটী রাজ্যের সম্রাটের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছেন, ইহাঁদের হস্তে ক্ষমতা ও ধনের উপযুক্ত ব্যবহার হইবে কি প্রকারে? যাঁহার পিতৃ পিতামহ কখনও ভৃত্য রাখিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই, লক্ষ লক্ষ প্রজা তাঁহার ইঙ্গিতে উঠিবে বসিবে, রাজসন্তানগণ তাঁহার ইচ্ছায় চলিবে ফিরিবে, এমন অবস্থায় রাজ্য শাসনের সুশৃঙ্খলা হইবে কি প্রকারে? শিবজীর বংশ যদি একজন কামার কুমারের কর্তৃত্বাধীন হন, রণজিৎ সিংহের বংশ যদি এক জন অর্থের কাঙ্গালী ইংলণ্ডীয় সিভিলিয়ান যুবকের কর্তৃত্বাধীন হন, আবার ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্যের বিচার না করিয়া দেশীয় রাজ্য গুলিকে তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তবে আর রাজগণের প্রতি সদ্ব্যবহারের সম্ভাবনা কি? আমরা ভারতগবর্ণমেণ্টকে বার বার অনুরোধ করি গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ভূপতিগণের স্বত্বাধিকার রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হউন এবং উপযুক্ত লোক বাছিয়া তাঁহাদের হস্তে দেশীয় রাজত্বের পর্য্যবেক্ষণের ভারঅর্পণ করুন। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমান পবলিক সার্ব্বিস কমিসনে এই প্রশ্নটী উত্থাপন করা হউক। পবলিক সার্ব্বিস কমিসন কেবল খাস ইংরাজ রাজ্যের কার্য্যপ্রণালীর অনুসন্ধান করিয়া যদি দেশীয় রাজার এজেন্সি গুলিকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দেন, তাহা হইলে ব্রিটীস সাম্রাজ্যের এক দিকের কলঙ্ক সমানভাবে বিদ্যমান থাকিবে।

বঙ্গীয় পুলিষ বিষয়।

ইতিহাসবেত্তা মেকলে বাঙ্গালীর উপর যে ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লেখনী ধরিয়াছিলেন এংলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের ছোট বড় সকলেই সেই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বঙ্গদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী জালিয়াত বাঙ্গালী জুয়াচোর, বাঙ্গালী প্রতিহিংসাসী, বাঙ্গালীর ন্যায় অসুর্না, অত্যাচারী বলহীন বিষাক্ত প্রাণী ত্রিভুবনে আর খুঁজিতে পাওয়া যায় না। আজ মুক্তকণ্ঠে মেকলে সাহেব বাঙ্গালী জাতির অস্তেষ্টি ক্রিয়া সমাধান করিয়া গিয়াছেন। প্রায় সমগ্র এংলোইণ্ডিয়ান সমাজ সেই একদেশদর্শী ইতিহাসবেত্তার শিষ্যত্বে দীক্ষিত হইয়া এক চিত্তে মেকলে মন্ত্রের উপাসক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। মেকলে সাহেবের সেই একদেশদর্শী যুক্তি সকলের প্রতিবাদ করা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার যে সকল বিরাগিশকর্ম্মা শিষ্যপ্রশিষ্য মেকলে—মন্ত্রের উপাসক হইয়া বাঙ্গালীর শত্রুতাচরণে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন, তাঁহাদের জাতবৈরিতার ব্যাখ্যা করাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা আমাদের বিজেতা তাঁহারা আমাদিগকে পশুভাবে দর্শন করিলেও আমাদের দ্বিরুক্তি করিবার অধিকার নাই। কেবল পোষণ, কেবল পীড়ন, কেবল ঘৃণা তাচ্ছিল্যের ভিতরে বাস করিয়া বাঙ্গালী যে মেকলে-পন্থীদিগের নিকট সদ্ব্যবহার প্রত্যাশা করে

বিচার—[illegible] পুর ম্যানেজ, [illegible] [illegible] চতুর্থ [illegible] বৎসরের [illegible] দুই মাসের [illegible] তিন মাসের [illegible] দণ্ড পাইয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গুণানুসারে।

ইংরাজী।

প্রথম শ্রেণী।

১ { আব্দুল রহিম — প্রেসিডেন্সি কলেজ। / গোপালচন্দ্র দাস — প্যাটনা কলেজ।

দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় — ফ্রিচর্চ ইন।

২ কৃষ্ণগোবিন্দ সেনগুপ্ত — ফ্রি সেন্ট্রাল কলেজ

পূর্ণচন্দ্র বসু — প্রেসিঃ কলেজ।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

গুণানুসারে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ।

১ কামিনীকুমার চন্দ,২ যোগীন্দ্রনাথ সেন,৩ যদুনাথ ঘোষ,৪ শরচ্চন্দ্র মিত্র,৫ যতীন্দ্রনাথ সরকার,৬ সতীশচন্দ্র মুখো,৭ জ্ঞানেন্দ্রনাথ লাহিড়ি।

৮ ছোটলাল শর্ম্মা — আগরা কলেজ।

কৈলাসচন্দ্র দাস — জেনারেল এসেম্বিলি ইনষ্টি

১০ আনন্দলাল [illegible] — ফ্রিচর্চ ইন।

১১ বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য — ঐ

১২ নন্দলাল সরকার — শিক্ষক।

১৩ ভগবতী প্রসাদ — ফ্রিসেন্ট্রাল কলেজ।

১৪ শীতলপ্রসাদ ঘোষ — ঐ

১৫ { কুঞ্জবিহারী চন্দ — ঢাকা কলেজ। / বঙ্কবিহারী সিংহ — সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ।

১৭ রমাপ্রসাদ বৈদ্য — প্রেসিডেন্সি কলেজ।

১৮ কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী — ঐ

১৯ রাধাকৃষ্ণ ঘোষ — জেনাঃ এসেম্বিলি ইনঃ।

২০ { হেমচন্দ্র মুখোঃ — ফ্রিসেন্ট্রাল কলেজ। / মধুসূদন বন্দ্যোঃ — মেট্রপঃ ইনঃ।

২২ ইন্দ্রদত্ত উপাধ্যায় — শিক্ষক।

তৃতীয় শ্রেণী।

১ বিপিনবিহারী ঘোষ — জেনারেল এসেম্বিলি ইনঃ।

২ ভগবতী সাহে — মেট্রপঃ ইনঃ।

৩ শরচ্চন্দ্র বসু — প্রেসিঃ কলেজ।

৪ ঈশানচন্দ্র ঘোষ — সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ।

৫ বিহারীলাল ঘোষ — প্রেসিঃ কলেজ।

গণিত।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

সতীশচন্দ্র রায় — প্রেসিঃ কলেজ।

তৃতীয় শ্রেণী।

১ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় — শিক্ষক।

২ [illegible] — [illegible] কলেজ।

৩ [illegible] দত্ত

৪ [illegible] চন্দ — ঢাকা কলেজ।

৫ [illegible] — [illegible]

৬ [illegible] — ঐ

৭ [illegible]মোহন বাগচী

সংস্কৃত।

প্রথম শ্রেণী।

বিধুভূষণ গোস্বামী — ক্যানিং কলেজ।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

৪ সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় — ঐ

তৃতীয় শ্রেণী।

দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী — ঐ

ইতিহাস। দ্বিতীয়শ্রেণী।

গিরিশচন্দ্র সান্যাল — মেট্রঃ ইনঃ

মনোবিজ্ঞান প্রথম শ্রেণী।

১ গিরিশচন্দ্র নাগ — প্রেসিডেন্সি কলেজ।

২ যোগেন্দ্রকুমার সিংহ — ঐ

৩ প্রতাপ নারায়ণ মুখো — ঐ

৪ হরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র — ঐ

৫ রাধাগোবিন্দ চৌধুরী — মেট্রপলিটন ইঃ

৬ { নন্দকিশোর লাল — প্রেসিঃ কলেজ। / অম্বিকাচরণ মিত্র — জেনাঃ এসেম্বিলি।

৮ হরিচরণ মার্কেল — প্রেসিডেন্সি কলেজ।

৯ হেমেন্দ্রনাথ বসু — ঐ

১০ গিরেন্দ্রনাথ গুপ্ত — শিক্ষক।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

১ সুরেন্দ্র রায় — জেনারেল এসেম্বিলি।

২ { রামদয়াল মজুমদার — ঢাকা কলেজ। / বনমালী মিত্র — সিটি কলেজ।

৪ অতুলবিহারী ঘোষ — প্রেসিঃ কলেজ।

৫ যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী — ঐ

৬ রামচন্দ্র চৌধুরী — জেনারল কলেজ।

তৃতীয় শ্রেণী।

১ নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় — ফ্রিচর্চ ইনঃ

২ রামচরণ দাস — জেনারল এসেম্বিলি ইনঃ

৩ শশিভূষণ বসু — সিটি কলেজ।

৭ কাশীনাথ বসু — শিক্ষক।

পদার্থ ও প্রকৃত বিজ্ঞান।

ললিত কুমার বসু — ঢাকা কলেজ।

প্রমথকিশোর রায় — ঐ

দ্বিতীয় শ্রেণী।

ঘনশ্যামচরণ সিংহ — প্রেসিঃ কলেজ।

আশুতোষ মুখোঃ — ঐ

তৃতীয় শ্রেণী।

১ [illegible] সেন — প্রেসিডেন্সি কলেজ

যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশের সুলভ মূল্য।

৩ মাসের জন্য।

আগামী পৌষ মাস হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যে যাঁহারা নূতন গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত হইবেন, তাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র খানি পাইতে পারিবেন। এই সুলভ নিয়মের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ চৈত্রমাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে সাধারণনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহার পর সাধারণে এরূপ সুযোগ পাইবেন না। নূতন গ্রাহকগণ অধ্যক্ষের নামে ২২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই ঠিকানায় মূল্যাদি পাঠাইবেন।

কলিকাতা।

খ্যাতনামা রেলিব্রাদারের আফিস হইতে এক জন জুয়াচোর সম্প্রতি ৩ হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। এই প্রবঞ্চক উক্ত আফিসের খাতাঞ্জির নিকট একখানি জাল হুণ্ডি লইয়া আইসে। প্রতারক খাতাঞ্জিকে অংশীদারের সহি দেখাইয়া কয়েক খানি নোট ও নগদ টাকা লইয়া প্রস্থান করে। কিছু দিন পরে ঐ ব্যক্তি হাবড়ার ষ্টেসনে একখানি হাজার টাকার নোট ভাঙ্গাইতে যান। নোটের নম্বর চাওয়াতে বাবুটি অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন।

বিশুদ্ধ ঘৃত বিকৃত করিলে যেমন দণ্ড দিবার আইন পাশ হইয়াছে, তেমনি ফুকা দিয়া দুগ্ধ-দোহন

টাস মেনিয়ার পূর্ব্ব দিকে একটী স্বর্ণের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আগামী বৎসর মহারাজ্ঞী অয়র্ ‌আয়র্লাণ্ডে ভ্রমণ করিতে যাইবেন। মহারাজ্ঞীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া অনেক বিদ্রোহী নিবৃত্ত হইতে পারে। -

প্রুসিয়া রাজ্যে নিয়ম হইয়াছে যে সৈনিক বিভাগের সব অলটারণ পদধারিগণ ১২৫ পাউণ্ড উপার্জ্জন করিতে না পারিলে বিবাহ করিতে পারিবেন না। কাপ্তেনদিগের বিবাহের জন্য বার্ষিক ৭৫ পাউণ্ড বেতনের প্রয়োজন।

ডিস্প্যাচ্ রট বলেন, বুলগেরিয়া রাজার বেতন যত, ভারতের বড় লাটের বেতনও তত নির্দ্ধারিত আছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, মৃত ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা মিঃ কালী-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্টাণ্ডিং কাউন্সিল ফিলিপ সাহেব ফিরিয়া আসিয়াছেন। এত দিন ডাক্তার ডবলিউ, সি বেনার্জ্জি তাঁহার কার্য্য করিতেছিলেন।

উলুবেড়িয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের উপর অনেকে বিরক্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আবেদন করিয়াছিলেন। হুজুরকে বোধ হয় আবার স্থানান্তরে গমন করিতে হয়।

ফারাসিদেশে যেমন আজগুবি কাণ্ড সম্পন্ন হয়, এমন আর কুত্রাপি হয় না। ফ্রান্সবাসী কতক-গুলি লোক অবিবাহিত পুরুষগণের উপর কর নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন এরূপ করের সৃষ্টি প্লেটোর সময়ে হই-য়াছে। পূর্ব্বকালে রোমে অবিবাহিত পুরুষ-গণের বড়ই দুর্দ্দশা ছিল। রমণীরা ইহাদিগকে দেখিতে পাইলে হারকিউলিসের মন্দিরে লইয়া গিয়া উত্তম মধ্যম প্রহার দিতেন। আমাদের কোন সহযোগী বলেন, মালাবারি কি ভারত-বর্ষে বিবাহিত পুরুষগণের উপর কর নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন না? বাল্যবিবাহ এবং বিবাহ-বর্জ্জন এই দুইটীই বিবাহ বিষয়ের অ ভয়ম্ দোষ। এই দুইটী দোষের জন্য সমান অপরাধের ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য।

বড় লাট বলেন যে, রাজস্ব—কমিটীর সভ্যগণ কুক্কুরের ন্যায় কামড়াইতে আর চীৎকার করিতে বড় পটু। ইহাদের দংশন অপেক্ষা চীৎকার আরও অনিষ্টকর। কি চমৎকার সভ্যতা!

একদল হাইদ্রাবাদ সৈন্য ২০ জন ডাকাইত বধ করিয়া তাহাদের দলপতি নাগাইনকে অবরুদ্ধ করিয়াছে।

ত্রিপুরা-ভ্রমণকারী কোন পথিক বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহার বকল দেশীয় রুটীর ন্যায় সুস্বাদু।

সভ্যসমাজ মাত্রেই চাকরির বাজার বড় দুর্মূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে! বিলাতের একটী পুস্তকালয়ে পুস্তকাধ্যক্ষের পদখালি হওয়ায়, তাহার জন্য ১২৫০ খানি দরখাস্ত পড়িয়াছে।

এসিয়া খণ্ড দিগ্বিজয় করিয়া ফরাসীরা যে সকল লুণ্ঠন সামগ্রী আহরণ করিয়া আনিয়াছেন, একটী পক্ষী তন্মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্যজনক। পক্ষীটী সকল প্রকার শব্দের অনুকরণ করিতে পারে। পশু, পক্ষী অথবা মনুষ্য, সকলেরই কণ্ঠস্বর মুহূর্ত্তের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া শব্দ করিতে পারে।

বিখ্যাত ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্ণাটের কন্যা মরিস বার্ণাট, এম লাড লোইস্ নামক একজন ফরাসি যুবকের সহিত বাহুযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া-ছেন। ইউরোপে এ সম্বাদটী বিস্ময়কর হইতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষে রমণীর বীরত্বের কিছু অসম্ভাব দেখা যায় না। সে দিনও "ডুকাবে দরিয়া পারে জানেনা জওয়ান" বলিয়া এই ক্ষীণ বাঙ্গালীর দেশেও একজন রমণী মল্লযুদ্ধে সকল যোদ্ধাকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

চোরের বিবাহ—রুষিয়ায় চোরের একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় আছে। একজন চোরের কন্যার বিবাহে চোর সম্প্রদায় নিমন্ত্রিত হয়। পুলিস এই সম্বাদ পাইয়া দস্যুসম্প্রদায়কে আটক করিবার ষড়যন্ত্র করেন। দস্যুদল অস্ত্রহীন ছিল। কিন্তু বৈবাহিক আমন্ত্রিতগণের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র লইয়া অগ্রসর হন। দস্যুদল ধৃত হইয়াছে।

আয়র্লাণ্ডের বিখ্যাত অধিনায়ক পার্ণেল বলিয়া-ছিলেন, আমার মত এই যে, ভারতে ব্রিটীশ সাম্রা-জ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ আপন আপন শাসনকার্য্য সম্পন্ন করুক। সন্ধি বিগ্রহ বিষয়ে গবর্ণমেন্ট ভারত-বাসীর মতামত লইয়া কার্য্য করুন।

রাজস্বসমিতি স্থির করিয়াছেন সামরিক বিভাগের প্রধান কার্য্যালয় সিমলায় স্থাপিত হইবে। অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামরিক আপিস উঠাইয়া দিয়া হেড কোয়াটারে তাহাদের কার্য্য সম্পন্ন হইবে। কলি-কাতার কেবল মিলিটারী সেক্রেটারী, একাউণ্টেণ্ট জেনারল, সার্জ্জন জেনারল, ডিরেক্টর জেনারল অব অর্ডেনান্স এবং কমিসরি জেনারল আফিস গুলিই কলিকাতায় থাকিবে। প্রেসিডেন্সি কমাণ্ড গুলি উঠাইয়া দিয়া ডিভিজনাল ডিষ্ট্রীক্ট এবং ব্রিগেড কমাণ্ড গুলির বন্দোবস্ত করা হইবে।

গত বৎসর বঙ্গদেশে ১৬ লক্ষ মনুষ্যের জন্ম হই-য়াছে এবং ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এক বৎসরে ১ লক্ষ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সকল বালক বালিকার জন্য বঙ্গদেশে প্রতিদিন অন্ততঃ ১২৫৫ মণ দুগ্ধের আবশ্যক। প্রতি মাসে ১লক্ষ ৫০ হাজার মণ দুগ্ধ চাই।

রিজ এণ্ড রাইয়ট বলেন বিষ্ণুপুরের রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার দুইটী পুত্র গভর্ণমেন্টের নিকট মাসিক ৮০০ শত টাকা বৃত্তি পাইয়া কথঞ্চিৎরূপে মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চলিতে ছিলেন। একণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় গভর্ণমেন্ট ৪০০ শত টাকা বন্ধ করিয়া-ছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর এখন বিষ্ণুপুর রাজের বহু রাজপরিবারের ভরণ পোষণের ভার পড়িয়াছে। তিনি সেই ভার বহন করিতে অক্ষম হওয়াতে সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট অপরার্দ্ধ ৪০০ শত টাকা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ডিষ্ট্রীক্ট আফিসরগণ দয়া করিয়া রাজার এই আবেদনের পক্ষ সমর্থন করিয়া গবর্ণমেন্টকে রাজার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে অনুরোধ করেন। বড় দুঃখের বিষয়! গবর্ণমেন্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আমরা এত দিন ভকরিণ গবর্ণমেন্টে বাস করিতেছি কিন্তু বড় লাটকে কখনও দয়ার পথে পদার্পণ করিতে দেখিলাম না। নিষ্ঠুর গবর্ণমেন্ট নীতিপরায়ণ হইলেও প্রজার প্রীতি-ভাজন হইতে পারেন না।

বোম্বাইবাসী পার্সীরা পারস্যের শাহ সহিত কিঞ্চিৎ অধিক আনুগত্য করায়, কোন ইংরাজ সহযোগী জিজ্ঞাসা করিল, পার্সিরা ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজা অথবা পারস্যরাজের প্রজা? সহযোগীরা যদি কখন এক বিন্দু উদারতার অধিকারী হন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন পার্সীরা কাহার প্রজা।

আমাদের দেশে সচরাচর যাত্রাভিনয়ে যেমন কেবল পুরুষেই রমণী সাজিয়া অভিনয় করে চীন থিয়েটার গুলিতে তেমনি কেবল পুরুষেরাই অভিনয় কর্ত্তা, চীন থিয়েটারে বাঙ্গালীর থিয়েটারের ন্যায় বাজারের বেশ্যা, পুরুষ সাজিয়া অভিনয় করে না। কলিকাতার এই কলঙ্ক কত দিনে দূর হইবে?

ব্রিড্ লিংটনে গ্রেট ড্রাকও নামক স্থানে এক দল মেষ একটী শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রায় সমগ্র শস্য উদরসাৎ করে। তন্মধ্যে ৩০টীর উদর ফাটিয়া মৃত্যু হয়। ভোগী — রাজনীতিবেত্তাগণ কি এই সম্বাদে শিক্ষালাভ করি-বেন?

বঙ্গদেশের কোন্ কোন্ সম্বাদপত্র বিনা মূল্যে ইণ্ডিয়াগেজেট পাইতে পারেন, তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সন্তোষজনক।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম শ্রীমতী আনন্দ বাই যোশী বোম্বাই নগরে পীড়িত অবস্থায় রহিয়াছেন। আমরা তাঁহার আরোগ্য সম্বাদ পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

কোন বিলাতি সম্বাদপত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন;—আফগানদিগকে এখন শত্রুভাবে না দেখিয়া বন্ধুভাবে দেখা ইংরাজের যে কর্ত্তব্য, তাহা গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন। আফগানদিগের সহিত ইংরাজের যে সন্ধি হয় তাহার মূলে বন্ধুভাব নাই। এই জন্যই আফগানেরা ইংরাজকে বড় একটা বিশ্বাস করে না।

ইংরাজাধিকারের পর ব্রহ্মে দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়াছে। এক দল রাজভক্ত ইংরাজবন্ধু আর এক দল রাজদ্রোহী ইংরাজশত্রু। রাজভক্ত দলের দুই দিকেই বিভ্রাট, তাঁহারা যে ইংরাজের সেবা করিতেছেন, সে ইংরাজই তাঁহাদের রক্ষা করিতে পারেন নাই. পক্ষান্তরে রাজদ্রোহীগণ তাঁহাদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া থাকেন। রাজদ্রোহীগণের উৎপাতে ইংরাজও জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছেন। রাজভক্তগণ এখনও আশ্বস্ত হইয়া আছেন যে, ইংরাজ সবল হইয়া তাঁহাদের রক্ষা করিতে পারিবেন। রাজদ্রোহীদিগের বিশ্বাস যে ইংরাজেরা উত্যক্ত হইয়া শীঘ্রই দেশ ত্যাগ করিয়া যাইবেন।

ইংরাজ মিউনিসিপ্যাল কমিসনরগণের মধ্যে যদি কেহ উপযুক্ত লোক থাকেন, তাহা হইলে সহরতলী মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান সুইনো সাহেবই সেই ব্যক্তি বটে, সুইনোসাহেবের ন্যায় উপযুক্ত কার্য্যদক্ষ, সদাশয় লোক সমগ্র মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে বিরল। সম্প্রতি চতুর্দ্দিকে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সহরতলীর কলেরারোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সুচিকিৎসার জন্য সুইনো সাহেব মিউনিসিপ্যালিটী হইতে দুইজন ডাক্তার নিযুক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন। কেবল প্রস্তাব করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। সমূহ বিপদ বুঝিয়া তিনি এই প্রস্তাবটী গ্রাহ্য হইবে স্থির করিয়া অগ্রেই একজন সুদক্ষ কলেরা-চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন।

বাবু মোহিনীমোহন বর্দ্ধন ত্রিপুরা রাজ্যের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মোহিনী বাবুর অনুপস্থিতিকালে বাবু শিবচন্দ্র অ ইচ তাঁহার স্থলে [illegible] করিবেন।

পৃথিবীতে যত পুতুল আছে তন্মধ্যে মেক্সিকো নামক দেশের পুতুলটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহা উচ্চে ছত্রিশ ফিট, এক স্কন্ধের সীমা হইতে দ্বিতীয় স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮ ফিট এবং বেষ্টনে ১৮ ফিট। ইহার ভার ১০০টন। পুতুলটীর উদরের স্থানে দুইটী বৃহৎ গর্ত্ত আছে। তাহার ভিতরে জল পুরিয়া রাখা হয়। এই পুতুলটী তথাকার অধিবাসিগণের বরুণদেবতা।

রাজস্বসমিতি আগামী জানুয়ারি মাসের পূর্ব্বে রিপোর্ট শেষ করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

হোম সেক্রেটারি মি, এ ম্যাকিঞ্জি সাহেব একণে আসামের চীফ কমিসনর হইয়া ছুটী লইয়াছেন।

১৭ই জানুয়ারি হইতে লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদে ও কলিকাতা সহরে কেরাণীদিগের পরীক্ষা হইবে। এবার উত্তর পশ্চিমে ৩ জন এবং বঙ্গদেশে ৯ জন কেরাণী নির্ব্বাচিত হইবে।

মান্দ্রাজ ইউনিভার্সিটীর সেনেট মিঃ গ্রাণ্টডফকে এল এল, ডি উপাধি দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

বড়লাটের অভ্যর্থনার জন্য নিজামের রাজ্যে ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবার কথা ছিল। একণে ইহার আরও অধিক ব্যয় হইতে বলিয়াছে। নিজাম আর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার আদেশ করিয়াছেন। যুবক নবাব এই ব্যয়বাহুল্য দ্বারা সকলেরই অপ্রীতিভাজন হইবেন।

ভামোর দিকে ইংরাজের যে টেলিগ্রাফের তার আছে, বন্যহস্তীতে তাহা কাটিয়া দিতেছে। বন্যপশু পর্য্যন্তও ইংরাজের শত্রু হইয়া দাড়াইয়াছে।

পাইওনিয়ারের একজন সম্বাদদাতা তারে সম্বাদ দিয়াছেন যে, অনেক দিন হইতে ভামো শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াছিল। একণে স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিয়াছে। ১৩ই নবেম্বর খাটা নামক স্থানে কতকগুলি সৈন্য পাঠান হয়। একশত কাচিন সৈন্য শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে শুনিয়া রাত্রে ইংরাজ তাহা আক্রমণ করে। তাহারা একজন শান্ত্রীকে বধ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে, রক্ষকদিগের ঘর জ্বালাইয়া দেয়। এবং ২ জন পঞ্জাবী সৈন্যের প্রাণ সংহার করে।

জনরব যে শীতের অবসানে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। চতুর্দ্দিকে সমরের আয়োজন হইতেছে। বুলগেরিয়ার জন্য এত বড় সমর সজ্জা সম্ভব নহে, প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক সামরিক পোতে কর্ম্ম করিতেছে। সৈন্যের রসদ যোগাইবার জন্য চতুর্দ্দিকে চেষ্টা করা হইতেছে।

১৮৮৫ সনের শেষে গণনা করা হইয়াছে যে, মারিচ দ্বীপে এক লক্ষ ১২ হাজার ৪শত ৮৭জন ভারতবাসী বন্দী অবস্থায় বাস করে।

সংবাদদাতার পত্র

জামালপুর।

স্কুল ইন্সপেক্টর পোপ সাহেব এখানকার ইংরাজি স্কুলের বন্দোবস্ত দেখিয়া বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইতি মধ্যে তিনি বিদ্যালয়টী পরিদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই পরিদর্শনেই বিদ্যালয়টীর বে-বন্দোবস্ত সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছেন। পোপ সাহেবের অনেক সদ্গুণ আছে, গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্কুল সমূহের যাহাতে উন্নতি হয় তাহার জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আজ কয়েক বৎসর হইতে বিদ্যালয়টীর বড়ই গোলোযোগ যাইতেছে। যাহাহউক পোপ সাহেব যদি বিদ্যালয়টীর শিক্ষা ও শিক্ষকদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ নূতন বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। শুনিলাম সাহেব উর্দ্দূ ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে শিক্ষকপদে রাখিতে ইচ্ছুক নহেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে উর্দ্দূ ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু পোপ সাহেবের এ কথার অনুমোদন করিতে পারি না কারণ এখানকার স্কুলে প্রায় পোনের আনা বাঙ্গালিছাত্র পাঠ করে, কাজেই শিক্ষকদিগের উর্দ্দূ জানিবার বিশেষ আবশ্যক নাই। তবে পোপ সাহেব মনে করিলে এরূপ স্কুলের গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বন্ধ করিতে পারেন, কারণ বেহার অঞ্চলের শিক্ষা বিভাগে বিহারিদিগেরই শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিয়ে থাকে। অতএব যেখানে বাঙ্গালির সংখ্যা পোনের আনা ও এ দেশীয়ের সংখ্যা এক আনা সেখানে যে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিতেছেন, তাহা বিশেষ অনুগ্রহ বলিতে হইবে। আমরা পোপ সাহেবকে

অনুরোধ করি যে এখানকার স্কুলের ঘন্যো বস্তের ভার তিনি নিজে গ্রহণ করুন এবং যাহাতে স্কুলটির উন্নতি হয় তজ্জন্য চেষ্টা করুন।

মুঙ্গেরের প্রসিদ্ধ ধনী বাবনীর জিতার সাহেবের পত্নী এখানকার ব্রাহ্ম সমাজের বাটী সংস্কারের জন্য এককালীন ২০ কুড়ি টাকা দান করিয়াছেন। ইহারা উভয়েই স্বামী স্ত্রী আচার্য্যদেব কেশবচন্দ্রের বড়ই অনুরাগী, সেই জন্য কেশবচন্দ্রের আদরের নব ব্রাহ্মসমাজের অভাব পূরণের জন্য ইহারা মধ্যে মধ্যে এরূপ দান করিয়া থাকেন।

এখানকার সমস্ত বৈদ্য ও বৈদিকশ্রেণী ব্রাহ্মণগুলি বিলাতপ্রত্যাগত অমৃতলালের সংস্রবে সংশ্লিষ্ট থাকায়,তাঁহাদিগকে জনৈক কায়স্থের বাটীতে জ্ঞাতিপালনকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। এই ঘটনা দেখিয়া আমরা আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যদি তিন শত লোকের মধ্যে দুই শত বিলাতি বলিয়া পরিত্যক্ত হইল, তাহা হইলে আর বিলাতিদলকে একঘরে করা হইল কৈ? আমরা দেখিতেছি ক্রমে ক্রমে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই বিলাতিদলে প্রবেশ করিতেছেন, তবে দুই চারটী বনিয়াদি হস্তীমূর্খ হিন্দুয়ানি গেল গেল বলিয়া বাসভ স্বরে চীৎকার করিতেছে, আর বুদ্ধিমান লোকে জীব বিশেষের নৃত্য দেখিতেছেন।

এখানকার নেটিব ইনষ্টিটিউটর অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় রেলওয়ে কোম্পানি শীঘ্রই উক্ত বাড়ীটী কাড়িয়া লইবেন। শুনিতে পাই ইনষ্টিটিউটের অনেকগুলি মেম্বর আছেন কিন্তু একখানি সংবাদপত্র ও ইনিসটিটউট হইতে লওয়া হয় না। ইহার নিকট উহার নিকট হইতে কাগজ ভিক্ষা করিয়া আর কত দিন চলিবে?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন।

—●●—

পুণা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে বোম্বাই প্রদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল না, যাহা ছিল তাহা অতি সামান্য। Bombay Industrial School হইতে আবশ্যকীয় শিক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। ১৮৬৪ অব্দে প্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী ও দাতা স্যার বার্গ জেমশেট জী, জি-জি ভয় C I E G C B মহোদয় দুইলক্ষ টাকা ও তাঁহার উদ্দেশ্যপত্রী বোম্বে গবর্ণমেণ্টের হাতে দিয়া এই বিজ্ঞান কলেজ নির্ম্মাণ করিতে পরামর্শ দেন। অত্রত্য কলেজগৃহ শিবপুর, রুরকি প্রভৃতি স্থানের কলেজ অপেক্ষা আংশিক ছোট হইলেও ইহার অত্যুচ্চ চারিতল পাষাণময়ী ইমারৎ দেখিবার সামগ্রী বটে। ইহার গাত্রসংলগ্ন কি দারুময়ী কারুকার্য্য, কি স্থাপিত বিদ্যাবিশারদ নিপুণ শিল্পী কৃত চারু চিত্রপূর্ণ চিত্র বিচিত্র ইমারতি কার্য্য দেখিলে দর্শকের নয়ন মন পরিতৃপ্ত হয়। এখানে বলা আবশ্যক এ প্রদেশের সমস্ত অট্টালিকার ছাদ ইংরাজী A এ অক্ষরের ন্যায়সুন্দর,এবং চতুঃ স্থানটী সমস্ত সুন্দর খোলা দ্বারা আবৃত। এই কলেজে বোম্বাই মান্দ্রাজের অনেক বালক পড়িয়া থাকেন,তন্মধ্যে মধ্যপ্রদেশের ও বঙ্গদেশের দুই একটা বাঙ্গালীকেও পড়িতে দেখিয়াছি। এই কলেজ হইতে অনেক গুলি বাঙ্গালী ছাত্র কৃতকার্য্যের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাই প্রদেশেই চাকরী করিতেছেন। শিবপুর ও রুরকি কলেজ অপেক্ষা এখানে সুবিধা, প্রথমে প্রাদেশিক ও প্রবেশিকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিলেই এখানকার প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করে, তৎপরে পূর্ণ তিনবৎসর পাঠ করিয়া এল সি ই পাশ করিয়া বাহির হয়। গবর্ণমেণ্ট প্রথমোত্তীর্ণ দুইটী ছাত্রকে পারদর্শিতানুসারে সরকারী কার্য্যে নিয়োগ করেন, এ সম্বন্ধে যাঁহার বিশেষ জানিবার আবশ্যক থাকে তিনি আমাকে অথবা কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলেই সমুদায় তথ্য জানিতে পারিবেন। আমার ঠিকানা "সোমপ্রকাশ" আফিসে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

৩। পার্ব্বতী—মন্দির। পার্ব্বতিমন্দির পুণা সহর হইতে তিন মাইল পথ ব্যবধান। আর এই পরম পবিত্র স্থান সন্নিহিত পর্ব্বতোপরি প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, ইহার উচ্চতা নিতান্ত অল্প নহে। সমতল ভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দিরের প্রধান দ্বারদেশ পর্য্যন্ত তিনতল সোপানশ্রেণী পর্ব্বতের চূড়া হইতে খোদিত হইয়াছে। পার্ব্বতী মন্দির পার্শ্বে আরও দুই একটী মন্দিরের দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে সিদ্ধিদাতা গণপতির দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। পার্ব্বতিমন্দির অভ্যন্তরে এক প্রকাণ্ড রজতময় মহাদেব মূর্ত্তি পাষাণময় বৃষের উপর সমাসীন, তৎক্রোড়ে হিরণ্ময়ী জগদ্ধাত্রীর অপূর্ব্ব দৃশ্য! এই সুন্দর দৃশ্যে ভক্তের প্রেম ভক্তি উথলিয়া উঠে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আনন্দে প্রেমাশ্রু দরবিগলিত ধারে হৃদয় বহিয়া বহিয়া যায়। ত্রিলোকজননী আজি ত্রিলোকপিতা দেবাদিদেব মহাদেবের ক্রোড়ে বিরাজমান। ভারতের স্বাধীনতাপ্রিয় শিবজী যথার্থই ভক্ত ছিলেন, তাই নিজের শিরোপরিস্থ পর্ব্বতোপরি মহামায়াকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পাদমূলে নিজের হীরাবাগ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। হীরাবাগ প্রসিদ্ধ পেশওয়া ভদ্রলোকদিগের প্রমোদ—কানন বাগানের পারিপাট্য ও শোভা সৌন্দর্য্য দেখিলে ইহার নামকরণ সার্থক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এখানে নানা প্রকারের ফল মূল বৃক্ষাদি অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ভাবে উদ্যান মধ্যে রোপিত আছে। এই বাগানে আম্র কাঁঠাল, পেয়ারা, দাড়িম্ব, বেদানা, আঙ্গুর বা দ্রাক্ষা, কিসমিস্ প্রভৃতি সুমিষ্ট মেওয়া ফলের বৃক্ষসকল রোপিত আছে,এখানকার স্থাপিত পুষ্প বৃক্ষ যে কত প্রকার তাহার ইয়ত্তা নাই,চতুষ্পার্শ্বে রোপিত সুন্দর বিলাতি ঝাউ এরূপ সরলভাবে উন্নত শিরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত,যে দেখিলে বোধ হয় বাস্তবিকই ইহা বীরহস্ত রোপিত বৃক্ষের বীরভাব দেখাইতেছে। ইহার মধ্যস্থিত সুন্দর রাজপ্রাসাদ পাষাণে নির্ম্মিত, সম্মুখে বাগান মধ্যে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, তন্মধ্যে ইতস্ততঃ সুন্দর সুন্দর প্রস্রবণ সকল উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। পুষ্করিণীর জল পর্ব্বতগাত্র হইতে আসিয়া পুষ্করিণীতে পড়িতেছে। জল স্বচ্ছ কাচের ন্যায়, এমন পরিষ্কার বিমল বারি কেহ কখন পান করেন নাই।

(ক্রমশঃ)

সমস্তিপুর।

১। আজ কয়েক দিন হইল বিখ্যাত হাজিপুরের মেলা শেষ হইয়াছে। এই মেলা ভারতের একটী দর্শনীয় বিষয়। নানা দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি এখানে বিক্রীত হইয়া থাকে। বহুসংখ্যক হস্তী ও অশ্বাদির সমাগম একটা মনোহর দৃশ্য। ন্যূনাধিক ৪০।৫০ সহস্র হস্তী অশ্ব মেলাক্ষেত্রে সমাগত হইয়া থাকে। মেলাদর্শকের সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন ত্রিহুত ষ্টেটরেলওয়েতে কয়েক দিন ধরিয়া অনেক অতিরিক্ত ট্রেন চলিয়াছে।

২। দারভাঙ্গার নিকটবর্ত্তী বিলাসপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের উভয় দিক হইতে আগত মালগাড়ির ভয়ানক সংঘর্ষণ হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ একটীও প্রাণহানি হয় নাই।

৩। মজঃফরপুরের নিকটবর্ত্তী পুষানামক এক পল্লীতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এক তুমুল

কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কয়েক জন মুসলমান আপনাদের বাটীর প্রাঙ্গণে একটী গোহত্যার জন্য প্রস্তুত হন। নিকটবর্ত্তী অনেক জন হিন্দু তাহা দেখিতে না পারিয়া বলপূর্ব্বক গোরুটীকে কাড়িয়া লইয়া আইসে। ইহাতে উভয় জাতির মধ্যে ভয়ানক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। তাজপুর আদালতে ইহার মোকদ্দমা চলিতেছে। হায় গোজাতির প্রতি এবম্বিধ অত্যাচার কতদিনে দূর হইবে। যে গোজাতির উপকারিতা দেখিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারেরা তাহাকে "ভগবতী" নাম প্রদান করিয়া গিয়াছেন, মানুষ কোন্ হৃদয়ে যে সে জাতিকে হত্যা করিয়া উদরকে পরিতৃপ্ত করিতে চায় তাহা বলিতে পারি না। এ জাতির দেহের এক গাছি লোম উৎপাটন করিতে আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয়। হায়! যে মহাপুরুষ মহম্মদ ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণের প্রতি ছত্রে উচ্চ ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহার শিষ্যদের এরূপ ভ্রষ্টচারিতা দেখিলে কাহার না হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে মানুষ এইরূপই হইয়া থাকে প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজই আজ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

৪। সমস্তিপুর ট্রাফিক্ আফিসে সম্প্রতি এক মহা হুলস্থুল হইয়া গিয়াছে। জেভি হোবাইট নামক জনৈক ইংরাজ উক্ত আফিসে হেড ক্লার্কের পদে আজ বৎসরেক হইতে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইহাঁর সুরাপানদোষ বিলক্ষণ প্রবল ছিল। আফিস সংক্রান্ত টাকা কড়ি ইহাঁর হাতেই থাকিত। কিন্তু পানদোষাসক্ত ব্যক্তির হস্তে টাকা কড়ি থাকা যে কিরূপ বিপদজনক তাহা আর জানিতে কাহারও বাকি নাই। অল্প দিন হইল ইনি আফিসের টাকা কড়ি ভাঙ্গিয়া পদচ্যুত হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইহাঁর স্থানে একজন সুযোগ্য বাঙ্গালী কেরাণী ছিলেন। কিন্তু সাহেবপ্রিয় কর্ত্তৃপক্ষ ঐ পদে উপরি উক্ত সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গালী বাবুকে দ্বিতীয় কেরাণী করেন, এক্ষণে আদালতে অপরাধী সাহেবের বিচার চলিতেছে। বর্ণ শাদা হইলেই স্বভাব শাদা হইতে পারে না।

কিয়দ্দিন হইল মজঃফরপুর রুব ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার মহোদয় জনৈক শিক্ষিত ইংরাজ কর্ত্তৃক যার পর নাই লাঞ্ছিত হইয়াছেন। আমাদের সাহিত্য ষ্টেশন মাষ্টার বাবু অনেকদিন ধরিয়া এ সমুদায় শান্তভাবে সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু উপর্য্যুপরি অসদ্ব্যবহারে মানুষের মন কত স্থির হইয়া থাকিতে পারে? অগত্যা রুব ষ্টেশন মাষ্টার বাবু অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া সাহেবের সমগ্র পত্রগুলি ত্রিহুত ষ্টেটরেলওয়ের ট্রাফিক সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের নিকট বিচারার্থ প্রেরণ করেন। ট্রাফিক্ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ম্যানেজারের অনুমতি লইয়া এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় পত্র মজঃফরপুরস্থ গবর্ণমেণ্ট উকীল মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ইহার বিচার হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বিচারে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সাহেব আমোদ ও রহস্য করিয়া ষ্টেশন মাষ্টার বাবুকে এরূপ পত্রাদি লিখিয়াছেন। বিচারে সাহেব নির্দ্দোষী বলিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি যে উক্ত সাহেব প্লাণ্টারস্ গেজেট নামক ইংরাজি সংবাদপত্রের একজন সুযোগ্য লেখক। শাদা-রঙ্গের জোরে সবাই চলিয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

যে তাঁহারা যেন সতর্ক হন এবং দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক প্রতারিত না হন। সাধারণকে বুঝাইবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। কবচ বা অঙ্গুরীয়ক জলকালে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা উহা স্পর্শ করিলেই তাড়িত প্রবাহ স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন। ক্রেতার পক্ষে এই যথেষ্ট প্রমাণ। এই কবচ ও অঙ্গুরীয়ক দেখিতে অতি সুন্দর।

রৌপ্য কবচ ১খানি ২্ রৌপ্য অঙ্গুরীয়ক ১ খানি ৩ স্বর্ণ কবচ... ...২০ স্বর্ণ অঙ্গুরীয়ক... ১৮

উপরউক্ত কবচ ও অঙ্গুরীয়ক ধারণে দুঃসাধ্য ব্যাধি সকল আরোগ্য হয়।

ইহা ব্যতিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় নানাবিধ ঘড়ি, চেইন, বোতাম, অলঙ্কার, চসমা, বহুমূল্য প্রস্তর ইত্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এবং ঘড়ি মেরামতের কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে।

কে, সি, দাস এণ্ড কোং
২৪ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট—কলিকাতা

—❀❀—

ইলেক্‌ট্রো গ্যালভানীয়

অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত।

পি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক।

৩৪ নং সেনিয়াটোলা লেন পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

তাড়িতের অপরিসীম গুণ বর্ণন।

আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারত মধ্যে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুণ, ঢাকা, এলাহাবাদ, শ্রীহট্ট, কটক, মেদিনীপুর, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ, আসাম, বেণারস, হাইদ্রাবাদ, দিল্লী, লাহোর কাশ্মীর ও জগতের সমস্ত সভ্যজাতি এখন এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে অনেক উৎকট, ব্যাধি যাহা এলোপ্যাথিক, হাইড্রোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক, ক্রমোপ্যাথিক ইত্যাদি নানা প্রকার ডাক্তার কবিরাজ যে সমস্ত রোগ দুঃসাধ্য ও আরাম হইবে না বলিয়া রোগীদিগকে একেবারে হতাশ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা আমার এই মহৎশক্তি জীবন স্বরূপ বৈজ্ঞানিক তাড়িৎ চিকিৎসা দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছেন। আমার এই তাড়িৎ অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেএবং তাড়িৎ সংযুক্ত দ্রব্য ব্যবহারে মানব শরীরে রোগ নিকটে আসিতে পারে না, অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত ক্রয় করিলে P.C.D. মার্কাঙ্কিত দেখিয়া লইবেন। কারণ কোন কোন ধূর্ত্ত লোক লোভের বশতাপন্ন হইয়া অনুকরণ করিতেছেন বলা বাহুল্য। যে কয়েকটী ধাতু পরিমাণ বিশেষ একত্রিত সংলগ্নের দ্বারায় তাড়িত উৎপাদিত হয়। অর্থলোভী লোক সেই সকল ধাতুর যথার্থ পরিমাণ না জানিয়া সর্ব্বসাধারণকে ঠকাইতেছে, P.C,D মার্কার অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত তাহাই আমার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং তাহা দ্বারাই জগতের সমস্ত লোকে ৬।৭ বৎসর হইতে বহু প্রশংসা করিতেছেন ও প্রশংসাপত্রও দিতেছেন।

প্রতি কবচের মূল্য ১।০ ৬ ডজন ১২, প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ১।০ ডজন ১৫ ও অনন্তের মূল্য ১।০ ডজন ১৫ প্যাকিং ও পোষ্টেজ ।/০ অঙ্গুরী ও অনন্তের মাপ পাঠাইবেন ও চারি রকম অঙ্গুরীর মধ্যে যেপ্রকার লইবেন নম্বর ধরিয়া লিখিবেন।

—❀❀—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহামেলায় এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—❀❀—

অষ্টধাতু নির্ম্মিত অমোঘ

"অনন্ত।"

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও প্রকাশিত।

৩৭ নং বেনেটোলা লেন, পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই "অনন্ত" জনৈক মহামহোপাধ্যায় সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। উক্ত মহাত্মা আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ পুরঃসর অষ্ট ধাতু দ্বারা নির্ম্মাণ পদ্ধতি ও বৈদ্যুতিক গুণ সংলগ্ন করণ প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করিয়াছেন। আমি ঐ সকল কার্য্য শিক্ষা করিয়া, অষ্ট ধাতুর দ্বারা কয়েকটী "অনন্ত" নির্ম্মাণ করতঃ চিরব্যাধিগ্রস্ত কয়েকজন ব্যক্তিকে ধারণ করাইয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহারা অতি অল্পকাল মধ্যেই শরীরস্থ ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। সেই জন্যই সাধারণের উপকারার্থে স্বদেশের শুভ কামনায় আমার স্বহস্তে অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত "অনন্ত" প্রচার করিলাম।

এই "অনন্ত" স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীস, রাং দস্তা, লৌহ, পারদ এই অষ্ট ধাতুতে বিনির্ম্মিত। ইহা ক্রমান্বয়ে স্বর্ণের ন্যায় ধাতুর উপর অপর সাতটী ধাতু খচিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে প্রথম ভুজিয়া অন্তে তরল পারদ স্থাপিত আছে, এতদ্বারাই বিদ্যুতের কার্য্য উৎপাদন করিয়া, অষ্ট ধাতুর গুণ ক্রমশঃ শরীরে প্রবেশ করাইতে থাকে, ইহাতেই শরীরের রক্ত পরিষ্কার করতঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ পূর্ব্বক ক্রমশঃ মেধা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই "অনন্ত"কে জীবন রক্ষার মূল ঔষধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি মুক্ত কণ্ঠে নিঃসন্দেহরূপে বলিতেছি যে, এই সন্ন্যাসী প্রদত্ত, আমার এই অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত "অনন্ত" ধারণ করিলে পর শরীর সম্বন্ধীয়

নানা প্রকার ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে হইবে না।

আজ কাল নানা প্রকার ঔষধি ধাতুনির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরীয় ইত্যাদি যাহা ঐ ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে, তাহা যে কত দূর সত্য, আমরা তুলনা করিতে চাহি না। কিন্তু সাধারণ যেন ভ্রমে কাচ ক্রয় করিবেন না। ছোট ও বড় প্রত্যেক "অনন্ত" মূল্য ২৲ টাকা. ডজন ২০৲ টাকা, প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬টী ।/০ আনা, ৭ হইতে ১২টী ।৵০ আনা। অর্ডার পাইলে ভ্যালু পেয়েবেল পার্শেলে মাল পাঠান যাইবে। আর বিদেশীয় মহোদয়গণ অনন্ত ক্রয়কালীন অনুগ্রহ করিয়া হস্তস্থিত মাপ পাঠাইয়া দিবেন।

অনন্তর যে সকল তাগে ধাতু খচিত হইয়াছে তাহা এক একটী করিয়া মিলাইয়া লইবেন। আর উক্ত সন্ন্যাসীর আদেশমত দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবেন। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে ফটকিরির জল দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন, যাহারা কবচ অঙ্গুরি লইয়া ঠকিয়াছেন তাহারা একবার পরীক্ষা করুন।

চুলের কলপ।

ইহা জলের ন্যায় তরল, লাগাইতে কোন কষ্ট নাই। যেরূপ পক্ককেশ হউক না কেন ৫ মিনিটে গাঢ় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ৩। ৪ মাস থাকিবে। মূল্য ১৲ টাকা।

রোজমের তৈল।

ইহা ব্যবহারে চারিদিকে গোলাপের গন্ধ বিস্তার করে, শরীর স্নিগ্ধ থাকে, শিরঃ রোগের ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ।০ আনা।

অদৃশ্য কালি।

এই কালিতে লিখিবার সময় কিছুই দেখা যায় না, পরে উহাতে অগ্নির উত্তাপ লাগাইবা মাত্র স্পষ্ট দেখা যাইবে। গোপনীয় পত্র লিখিবার আশ্চর্য্য উপায়। মূল্য ।০ আনা।

লিলি পাউডার।

সর্ব্ব প্রকার দাদের মহৌষধ; মূল্য ।৵০ আনা।

ব্লড পিউরিফায়ার।

এই সালসা ডাক্তার কবিরাজ ব্যবহার করেন। শোথ, নালী, গরমি, বাগী, প্রচা ও পারা দোষ সংক্রান্ত সমস্ত ঘা. ও কোষ্ঠ কাঠিন্য, কুষ্ঠব্যাধি ইত্যাদি সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়। মূল্য ১ টাকা।

এ. সি. বসু এণ্ড কোং।
৫৫ নং মুচিপাড়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

নাম	স্থান	মূল্য
সি. কটবাবনস সি. এস স্কোয়ার	ভাগলপুর	৫৸০
শ্রীযুক্ত বাবু মণিনাথ চৌধুরী জমীদার	চাঁচল	২০
সেক্রেটারি জামালপুর মেটীব ইন্ষ্টিটিউসন	জামালপুর	১৪.
শ্রীযুক্ত বাবু ভবেকৃষ্ণ সাহা	অমৃতসর	১০.
গোপাল উদ্দিন আহাম্মদ	সিরাজগঞ্জ	১০.
শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল পাল	সোনার বর্দ্ধা	১০,
„ গোপীনাথ সাহা	ভবানীপাটনা	১০.
„ যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার	মবিচা	১০.
রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর	মণ্ডজোল	১০,
শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	বর্দ্ধমান	৮,
শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী জমীদার	ময়মনসিংহ	৭.
„ কৈলাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ধুবড়ি	৭,
„ „ শতুন ঝা	দিনাজপুর	৭,
„ „ কেদারনাথ তরফদার	কান্দি	৭,
„ „ রামচরণ ঘোষ	কলিকাতা	৫॥০
শ্রীযুক্ত বাবু মদনলাল শেঠ	বর্দ্ধমান	৫॥০
শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণী	মালদহ	৫॥০
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার চৌধুরী	মুলতান	৫,
মহারাজ যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর	কলিকাতা	৫,
শ্রীযুক্ত বাবু বনয়ারিলাল বন্দোপাধ্যায়	মালদহ	৪,
সেখ বসরৎ উদ্দীন অহাম্মদ	বালিয়াপাড়া	৩॥০
শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সরকার	নদীয়া	৩॥০
„ বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়	বসিরহাটী	৩॥০
সেখ আমক আলী	মালদহ	৩॥০
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	নদীয়া	৩॥০
শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ শর্ম্মা	হাবড়া	৩॥০
„ নীলমাধব সাহা	মেদিনীপুর	৩,
„ বিহারীলাল সরকার	বৈকুণ্ঠপুর	২,

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি ধার্য্য করা হইবে।

যেসকল কর্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাক মাশুল সমেত বার্ষিক ১০৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৬।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, রবাত চিঠি মণি অর্ডার ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, আবেদনকারীরপত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার যথাযথ বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিনয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

চাংড়িপোতা, সোনারপুর।

সোমপ্রকাশ

"প্রবর্দ্ধমানঃ সর্ব্বতিমিরক্ষয়... [illegible]" । ৩ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, । ১২৯৩ সাল। ৬ই পৌষ। ইং ১৮৮৬। ২০এ ডিসেম্বর। । অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা।

৮ রিপনাব্দ। ৬ই পৌষ।

মূল্য মায় ডাঃ মাঃ ২।০ টাকা মাত্র।

(মাসিক) বেদব্যাস (পত্র)

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক,

সম্পাদিত।

হিন্দু ধর্ম্মের এক মাত্র মাসিক পত্র। বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ২ টাকা, অসমর্থ ১ টাকা কিন্তু গীতা ও বেদব্যাস একত্রে লইলে মায় ডাঃ মাঃ ৩ টাকায় দুইই পাইবেন।

ঠিকানা,—৬৬ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেদব্যাস কার্য্যালয়।

দি—জেনুইন হোমিওপ্যাথিক ফারমেসি

অর্থাৎ অকৃত্রিম হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমস্ত

অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয়।

আমরা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিব। আমাদের ঔষধ সমস্ত নূতন ও অকৃত্রিম। তিন জন বহুদর্শী চিকিৎসক তত্ত্বাবধারক। যাহারা এখন অন্ততঃ ঔষধ লইবেন তাঁহারা চিরদিন অর্দ্ধ মূল্যে পাইবেন। সুন্দর মেহগনি কেস রবরেকা পকেট কেস, থারমমিটর, ষ্টেথসকোপ, গ্লাস, মরটার, মেজর গ্লাস, ড্রপ-কনডক্টর, শিশি কর্ক, গ্লবিউলস, পিলিউলস, সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছি। মাঃ টিং ৵৫. ১২ ডাঃ পর্য্যন্ত ৵৫, ৩০ ডাঃ ৵৫, ২০০ ডাঃ ॥৵৫ ড্রাম ক্যাম্বিসের কর্ক্ সমেত বড় শিশি ॥০। ওলাউঠার বাক্স পুস্তক ও কর্ক্ সমেত ৩॥০, কোষ্ঠবদ্ধতা ও অন্ত্রের মহৌষধ ন্যাসবুক রিতজিন্ ২।০ সিভিলজের ৩২ পৃষ্ঠার পুস্তক বিনা মূল্যে।

নচরাচর ১ দিবসে আরোগ্য হয় এরূপ লঙ্ক রোগের মহৌষধ ।০, কমপাউণ্ড লেপটান্ডিন পিল অর্থাৎ মেলেরিয়া ও প্লিহাদির অব্যর্থ মহৌষধ ১॥০, ঐকাহিক অর্থাৎ ১ দিবস অন্তর জ্বরের আশ্চর্য্য হোঃ ঔষধ ১ টাকা।

—✽✽—

নং ১৫৫।২ বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা। } চাটুর্জ্জি, বেনার্জ্জি ও মুখার্জ্জি হোঃ ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা

সচিত্র চিঠির কাগজ

এ প্রকার চিঠির কাগজ এই প্রথম। সুন্দর রমণী মূর্ত্তি দিয়ে 'তুমিত আমার' সরস্বতী মূর্ত্তি লন ত রিখ হলোম ইত্যাদি, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ সকলের ব্যবহারের উপযোগী মূল্য ডজন পাঁচ দিস্তা ।৵০ আনা মাশুল /১০

জে, কে, শর্ম্মা এণ্ড কোং।

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সকলেরই ব্যবহার্য্য

কেশ-বিনাশক চূর্ণ

শরীরের যে কোন স্থানের লোম উঠাইবার ইচ্ছা করিবেন, এই চূর্ণ একবার মাত্র লাগাইলে তিন মিনিটের মধ্যে উত্তমরূপে লোম বিনাশ হইবে।

মূল্য—প্রতি কৌটা ।০, প্যাকিং ৵০ আনা

„ „ ডজন ৫ „ ।৹ „

এই চূর্ণ খোস কিম্বা কোন প্রকার ক্ষত স্থানে লাগান নিষেধ।

এচ, কার,

১৯ নং মুক্তারাম ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—✽✽—

কে, ডি, সরকারের উপদংশ রোগের পারা বর্জ্জিত মহৌষধ।

সিপাহি বিদ্রোহের অবসান সময়ে নেপালের জঙ্গলে এক মুসলমান ফকীরের নিকট প্রাপ্ত। বিগত২৬বৎসর ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও যশের প্রচারের সহিত ইহার গ্রাহক এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছে যে বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম। ইহাতে কোন প্রকারের পারা নাই, ইহা অল্পকাল মাত্র সেবনেই সহস্র সহস্র লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিরারোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র ইহার লেপনেই রোগোন্মুক্ত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারায় শিশু সন্তান ও পৈত্রিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহা রোগের সর্ব্বাবস্থায় আশু ফলপ্রদ, এবং বিশোধিত ঔষধ সেবন জনিত দূষিত রক্ত ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্ষত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের এরূপ পারা বর্জ্জিত অব্যর্থ মহৌষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রদত্ত প্রশংসাপত্র এবং ঔষধ সেবনের নিয়মাদি ঔষধের শিশির সহিত থাকিল, আমাদেরই লিখিত উক্ত প্রশংসাপত্রাদি বিনা ব্যয়ে পাইবেন। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২॥০ প্যাকিং ।০

শ্রীকালী রায় সরকার

গবর্ণমেণ্ট পেনসনর—লক্ষ্ণৌ।

—✽✽—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এল, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নূতন আয়োজন।

আমরা দুই বৎসর অবধি কার্ব্বোণ এসকোহলে ঔষধ ডাইলিউসন করিয়া বিক্রয় করিতেছি এবং এই নূতন ব্যবস্থায় ঔষধের উপকারিতাও বিশেষ রূপে বৃদ্ধি হইয়াছে; আশা করি, সকলে অন্ততঃ এক একবার আমাদিগের ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যদিও নূতন ব্যবস্থা অবলম্বনে আমাদিগের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে তথাপি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি করিলাম না।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে আমাদিগের আবার নূতন ঔষধও কয়েক প্রকার চিকিৎসোপযোগী নূতন সামগ্রীও আসিয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থীদিগের উপাদেয় গ্রন্থ সদৃশ বিধানতত্ত্ব ১ম ভাগ ১, টাকা। ঐ ২য় ভাগ ১, টাকা। ডাক মাশুল /০ আনা। বিশেষ পরীক্ষিত ম্যালেরিয়া ও বহুমূত্র রোগের মহৌষধ আমাদিগের নিকট পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া ড্রপ এক ড্রাম শিশির মূল্য ।০ আনা। ২ ড্রাম ঐ ৸০ ঐ প্যাকিং ৵০ ঐ ঐ। বহুমূত্র রোগের মহৌষধ ১ ড্রাম শিশির মূল্য (আরোক) ।০ ২ ড্রাম ঐ (চূর্ণ ঔষধ) ১, প্যাকিং ৵০ আনা।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিদেশী।

১

অতি দূর বহুদূর—বিদেশ আমার ;
জীবন-তটিনী-স্রোতে ভাসি কোথা আমি।
সংসার-মরুভূ-মাঝ,
আকুল পরাণ আজ
ভেসে ভেসে কোথা যাই কোন পথ-গামী ?
কি লক্ষ্য আমার ?

২

অতি দূর—বহুদূর বিদেশ আমার ;
মায়ার শিকলি কেটে কোথা উড়ে যাই ?
মায়ের স্নেহের হার,
ছিনু এত কাল যার,
কোথা তাঁরা, এবে আর কার মুখ চাই ?—
কে বুঝাবে আর ?

৩

অতি দূর—বহুদূর বিদেশ আমার ;
ভুলিতে পারি না কেন অতীতের কথা ?
বুঝে না অবোধ মন,
কেন ভাবে অনুক্ষণ,
কেন জাগে বার বার হৃদয়ের ব্যথা ?
কে কহিবে তার ?

৪

অতি দূর—বহুদূর বিদেশ আমার ;
একাকী কোথায় আমি কোথায় স্বজন ?
নিয়তির আবর্ত্তনে,
পড়েছি বিষম স্থানে,
শীতল করিতে হৃদি কে আছে এখন—
বিনা অশ্রু আর ?

৫

অতি-দূর—বহুদূর বিদেশ আমার ;
দুর্গমজীবন-পথ—শেষ, অন্ত নাই,
কোন দিকে যাব চলে,
কে আমায় দিবে বলে,
পথ ভুলে ফিরে পাছে জীবন হারাই !
কেকরে উদ্ধার ?

৬

অতি দূর বহুদূর বিদেশ আমার ;
নয়নেতে ভাসে যেন তাঁর ছবি খানি,
ফেলো দেখি বারবার,
কে তুমি বাহিক আর,
কতাশে তখন শুধু বলেন বাখানি
স্মরি বারবার।

শ্রীগিরিজাবাবকমুখোপাধ্যায়।
কলিকাতা।

নির্ঝরিণী।

(১)

ভূধর আলয় ছাড়ি ভূধর-নন্দিনী,
প্রবাহি চলিয়া কোথা যাও নির্ঝরিণী।
সকাল বিকাল নাই, নিশি নাই দিবা নাই,
অবিশ্রান্ত জলবেগে মানস-মোহিনী ;
প্রবাহি চলিয়া কোথা যাও নির্ঝরিণী।

(২)

ভূধর-দুহিতা তুমি, ভূধর আবাসে
থাকিতে তোমার প্রাণ নাহি ভাল বাসে,
কেন নিজ গৃহ ছাড়ি, সবেগে দিতেছ পাড়ি,
অবিরাম করি শুধু কুলু কুলু ধ্বনি,
প্রবাহি চলিয়া কোথা যাও নির্ঝরিণী।

(৩)

শ্যামল বিটপী লতা বিবিধ বরণে,
নেহারিছে তব পানে অবাক্ নয়নে,
পাগলের প্রায় তারা, ভাবিয়া গো আত্মহারা,
সবাই ভাবিছে কেন সবেগে বাহিনী।
প্রবাহি চলিয়া কোথা যায় নির্ঝরিণী।

(৪)

প্রমোদ বিহ্বল মনে গাহি শুধু গান,
তুলিয়া অনন্ত মাঝে সুমধুর তান,
তুমি গো ভূধর মেয়ে, কাহার দর্শন পেয়ে,
ছুটিয়াছ মহাবেগে যেন সৌদামিনী।
শৈলেশ দুহিতা তুমি ওগো নির্ঝরিণী।

(৫)

স্থাবর জঙ্গম বন দুর্গম কান্তার,
যথায় নরের গতি অগম্য অপার,
নির্ব্বিবাদে অতিক্রমি, মধুপের প্রায় তুমি,
কত রঙ্গ ভঙ্গ করি হইয়া রঙ্গিনী,
প্রবাহি চলিয়া কোথা যাও নির্ঝরিণী।

(৬)

ধন্য নির্ঝরিণী ধন্য সাধাসি তোমারে,
এত সহ্য করি ওগো কাহার দুয়ারে,
লইবে আশ্রয় তুমি, শুনিতে কি পাব আমি,
কহ গো ভূধর-বালা কহ মোরে শুনি,
প্রবাহি চলিয়া কোথা যাও নির্ঝরিণী।

(৭)

জন্মাবধি মাতৃ পানে ফিরে না চাহিবে,
মুহূর্ত্তেক পিতৃগৃহে বসিয়া রহিবে ;
স্নেহ পাশ ছিন্ন করি, মায়া মোহ পরিহরি,
বিতরিতে প্রেম সুধা প্রেম-সৌদামিনী,
কাহারে জানাবে প্রেম যাও নির্ঝরিণী।

(৮)

যত বাধ যত বিঘ্ন সব রাখি দূরে,
অসীম অনীল তীব্র গভীর সিন্ধুরে,
করিতে জীবন দান, পুলকে ঢালায়ে প্রাণ,
চলেছ আনন্দে কত হ'য়ে সোহাগিনী,
এতক্ষণে বুঝিয়াছি ওগো নির্ঝরিণী।

বশম্বদ।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
তৃতীয় শ্রেণী, সিটিস্কুল।

মহাশয়। আজ কাল কলিকাতার কতকগুলা জুয়াচোরে পুস্তক ঔষধ ইত্যাদি অতি সুলভ মূল্যে দিব বলিয়া মফস্বলের সরল বিশ্বাসী লোকদিগকে ঠকাইতেছে। শীঘ্র ইহার প্রতিবিধান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এই জন্য আমাদের "অনুসন্ধান সমিতির" সৃষ্টি। মফস্বলের যে সকল লোক ঐ সকল জুয়াচোরদের প্রবঞ্চনায় ঠকিয়াছেন, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ঐ সকল জুয়াচোরদিগের নাম, ঠিকানা বহু ও টাকা সম্বন্ধে পত্র লেখেন, তাহা হইলে বড় ভালই হয়। পূর্ব্বে যেমন একাউণ্টেণ্ট জেনারেল আপিসের বাবু সদানন্দ চট্টোপাধ্যায় সঞ্জীবনীর সম্পাদক মহাশয় অনেকের নিকট হইতে এইরূপ অনেক পত্র সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে দিয়াছেন। আমরা ঐ সকল পত্র এবং যে সকল পত্র পাইব ও পাইতেছি, একত্রে সেই সমস্ত পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনারেলের নিকট অর্পণ করিয়া জুয়াচোরদিগকে শাস্তি দিব। অনেকগুলি ভাল ভাল ব্যারিষ্টার ও উকিল আমাদের সহায় হইয়াছেন। এক্ষণে আমরা তাঁহাদের সৎপরামর্শানুসারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। সম্পাদক মহাশয়। আপনার নিকট এইরূপ যত পত্র আসিয়াছে ও আসিবে, অনুগ্রহ করিয়া তৎসংক্রান্ত পত্রগুলি আমাদিগকে অর্পণ করিলে নিতান্ত উপকৃত হইব।

বশম্বদ।
শ্রীকালীদাস লাহিড়ি।

ওরিএন্টেল সেমিনরি।

গত ১১ই ডিসেম্বর মোমবার পরাহ্ণ আড়াই ঘটিকার সময় কলিকাতা চিৎপুর রোড গরাণহাটায় উক্ত বিদ্যালয় গৃহপ্রাঙ্গণে একটী মহতী সভাধিবেশন হয়। ঐ সভায় অত্র নগরীর প্রায় যাবতীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক ও কয়েক জন ইংরাজ শুভাগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব বিদ্যোৎসাহিতা গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিসের অন্যতম স্বনামখ্যাত রাজকর্ম্মচারী মিঃ, এইচ, জে, এস, কটন উক্ত সভার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন এবং সম্ভাবিত বিদ্যালয়ের স্বনাম প্রসিদ্ধ অবৈতনিক সম্পাদক পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী ভাষায় একটী সুললিত বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সমস্ত ভদ্রলোককে সভার উদ্দেশ্য ও বিদ্যালয়ের স্থূল স্থূল বিবরণী বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। তদনন্তর একটী বাঙ্গলা সংগীত গীত হয় ও তৎপরে মিঃ কটন স্বহস্তে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক এবং পুস্তকাদি বিতরণ করেন। পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে তিনি একটী উৎসাহবর্দ্ধক ইংরাজী বক্তৃতা দ্বারা বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কার্য্যনির্ব্বাহক ও সভার সভ্যগণকে পাশ্চাত্য সভ্যতাপ্রসূত কতকগুলি সারগর্ভ উপদেশ দেনএবং বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর ও অন্যতম মেম্বর বাবু শ্রীনাথ ঘোষ প্রভৃতির অকাল মৃত্যুজনিত শোকে শোকার্ত্ত হইয়া মর্ম্মান্তিক আক্ষেপপূর্ব্বক বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মেম্বরদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করেন। বস্তুতঃ ভারতবন্ধু মিঃ কটনের উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে নিঃস্বার্থপর উৎসাহ ও স্নেহ সন্দর্শনে আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট ও বাধিত হইয়াছি। ইনি এবৎসর আবার উক্ত পারিতোষিক-বিতরণী সভায় সস্ত্রীক সভাস্থ হইয়া অধিকতর উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

কটন সাহেবের বক্তৃতার পর উক্ত বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর একটী ক্ষুদ্র ইংরাজী বক্তৃতাদ্বারা সাহেবকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দেন। তদনন্তর যে বাঙ্গলা সঙ্গীতটী গীত হয়, তাহা এই, —

রাগিণী মূলতান। তাল চৌতাল।

বৃন্দাবন এ সুখভবন শিশুগণ কোকিল।
সখী সব সজ্জনগণ আজিরে।
শ্রেণীপুঞ্জ ক্রীড়ত কুঞ্জ।
কাঁদিত সবে হারি কানাই,
গলিতা অ[illegible] দিবানিশ [illegible] ভাবে রে।
গোপাল [illegible]
কমলাসন [illegible]
হরেন্দ্রকৃষ্ণ, অমর কুমার,
[illegible]
হাহাকারে কোকিল, দিবস রাত্র নেত্র ঝরে
পশুপক্ষী কাঁদেরে কাতরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কাহুরে।

ঐ গানটী গীত হইলে পর, একজন প্রধান সেতারবাদক সেতার যন্ত্রে কয়েকটী রাগ রাগিণী আলাপচারী করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করেন। অনন্তর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। এবৎসর ওরিএন্টেল সেমিনরির ছাত্রসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৬৩১ জন মাত্র। এই সকল ছাত্র ১০টী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া আপন আপন পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করিতেছে। ইহাদের অধ্যাপনাকার্য্যে ৫ জন অধ্যাপক ও ২০ জন সহকারী শিক্ষক ব্রতী আছেন। এতদ্ভিন্ন দাতব্য শিক্ষা বিভাগের অন্তেবাসীর সংখ্যা ১১৯ জন। ইহাদের শিক্ষাকার্য্যে একজন প্রধান ও পাঁচজন সহকারী শিক্ষক নিয়োজিত আছেন। ঐ সকল অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ প্রায় সকলেই কৃতবিদ্য, শিক্ষাকার্য্যে পারদর্শী ও প্রসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন ছাত্রগণের শিক্ষাপ্রণালী যেরূপ বিশুদ্ধ তাহাদের চরিত্র ও তদ্রূপ পবিত্র ভাবাপন্ন। মিঃ, কটন উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্ব্বক যে মন্তব্য লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমাদের প্রস্তাবিত বাক্যের সম্পূর্ণ পোষকতা করিতেছে। বস্তুতঃ ওরিএন্টেল সেমিনরি, নাগরিক অন্যান্য বিদ্যালয় অপেক্ষা প্রাচীন ও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুমিত হয়। বঙ্গের ছোট বিধাতাপুরুষ মাননীয় সর, এ, রিভর্সটমসন সাহেব বাহাদুর উক্ত বিদ্যালয়ের পেট্রণ ও মহারাজা সর যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এবং বাবু বহুলাল মল্লিক মহোদয় ভাইস্ পেট্রণ। শেষোক্ত মহাপুরুষ প্রতি বৎসর উক্ত বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন ছাত্রকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। এবৎসর তিনি দাতব্য বিভাগের সমুদায় ছাত্রকে এক এক খানি শীতবস্ত্র দানপূর্ব্বক স্বীয় বদান্যতা গুণের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি উক্ত বিভাগের শিক্ষাব্যয় প্রভৃতি স্বয়ং বহন করিয়া থাকেন। কলিকাতা নগরে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় মধ্যে যাঁহারা ধনকুবের বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারা যদি বহুলাল বাবুর অনুকরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ধনের ও জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। কিন্তু সে আশা সুদূরপরাহত। ফলতঃ মল্লিক বাবুর বিদ্যোৎসাহিতা ও বদান্যতা সন্দর্শনে আমরা যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তিনি যেন সপরিবারে সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া [illegible] সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকেন।

এবৎসর যে যে মহাত্মা উক্ত বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি ও বিশেষ পারিতোষিক এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র [illegible] পাঁচ টাকা বৃত্তি।
" " বহুলাল মল্লিক ঐ
" " কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক ঐ
" " গোষ্ঠবিহারি মল্লিক ঐ
" মিং, জর্জ ইউন ঐ

বিশেষ পারিতোষিক।

" সিরাজুল মহারাজ, ঐ
" জষ্টীস মিত্র ঐ

মহারাজ যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বর্ণপদক
বাবু কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক ঐ
দীননাথ ঘোষ বাহাদুর রৌপ্যপদক।
কুমার উপেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ঐ
একজন বন্ধু ঐ

শ্রীযুক্ত মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, পুস্তকাবলী
" যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ঐ
এক জন বন্ধু ঐ

উপসংহারে আমাদের বিশেষ বক্তব্য এই যে, ওরিএন্টেল সেমিনরীর ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও বর্ত্তমান অবৈতনিক সম্পাদক পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রমে উক্ত বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইতেছে। ইঁহার নিঃস্বার্থপর বিদ্যোৎসাহিতা ও দেশহিতৈষিতাই উঁহার জীবন। বস্তুতঃ বেচারাম বাবুর হস্তে ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্যভার বিন্যস্ত না হইলে এত দিন মৃত মহাত্মা গৌরমোহন আঢ্য মহাশয়ের উক্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ বিলুপ্ত হইত সন্দেহ নাই। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, বেচারাম বাবু দীর্ঘায়ু হইয়া সুস্থ শরীরে দেশের হিতব্রত সংসাধনপূর্ব্বক দুর্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়! জেলা মেদিনীপুর পরগণা ... থানা চন্দ্রকোণার অন্তর্গত দেওপুর গ্রামে সাধারণ রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত একটী নূতন খনিত পুষ্করিণী দেখিয়া আমার চিত্ত প্রফুল্লিত হইয়াছে। পল্লীগ্রামে এতাদৃশ মনোহর সরোবর আমার কখন নয়নগোচর হয় নাই। পুষ্করিণীটীর পরিমাণ আনুমানিক ... বিঘা হইবে, চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষগুলি পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া এক অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছে। উহার জল এরূপ সুশীতল ও স্নিগ্ধ যে প্রসিদ্ধ সরস্বতী নদীর জল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ গ্রামে আমি এক সময়ে এক সপ্তাহ কাল অতিবাহিত করি। তখন আমার এক দিবস অন্তর জ্বর হইত; এজন্য প্রত্যহ ঐ পুষ্করিণীতে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিতাম, এইরূপ ৪।৫ দিবস স্নান করাতেই আমার জ্বর ত্যাগ হইল, উহার জল অতীব স্বাস্থ্যকর, ঐ প্রদেশের বৈদ্য ও ডাক্তারগণ রোগীদিগের জন্য উহার জল পান ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায় এবং তৎসমীপে একটী ... দোকান থাকায় পথিক ও অপর সাধারণের শ্রান্তি দূর করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। আমি অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলাম যে ঐ পুষ্করিণীটী ঐ দেওপুর গ্রামস্থ ৺রামজীবন রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় কর্ত্তৃক সন ১২৮৭ সালে খনিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য সকলে উহাকে প্রসন্ন সাগর বলিয়া নাম দিয়াছে।

সন ১২৯৩ সাল — শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য।
২৮এ অগ্রহায়ণ — সাং ...।

সোমপ্রকাশ।

৬ই পৌষ সন ১২৯৩ সাল

লর্ড ক্লাইব বাল্যকালে বড় দুর্দ্দান্তস্বভাব ছিলেন। লোকের ক্ষেত্রে বাগানে লুটমার করিতেন, ছোট ছোট বালকের দল সঙ্গে লইয়া প্রতিবেশীর জানালা দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহপ্রবেশ করিতেন। বাটীর ভিতর বিবিধ প্রকারে উৎপাত করিয়া গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত করিতেন। প্রতিবেশীরা ক্লাইবের অভিভাবকগণের নিকট আবেদন করিত। অভিভাবকেরা নানা প্রকারে শাসন করিয়াও বালককে দমন করিতে সমর্থ হইতেন না। ক্লাইব ক্রমে আরও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার উপর পুলিসের দৃষ্টি পতিত হইল, অভিভাবকেরা বালককে শাসন করিবার দ্বিতীয় উপায় না পাইয়া তাহাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলেন। ভারতবর্ষে আসিলে আর কেহ ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে পারেন না, নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষেই তাঁহাকে প্রায়ই ভবের লীলা সাঙ্গ করিতে হয়। যিনি ভারতবর্ষের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর ভিতরে যমের আক্রমণ এড়াইতে পারিতেন, তিনিই প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়া অন্তিম দশায় ইংলণ্ডের একজন ধনশালী প্রবল জমীদার হইয়া দিনাতিপাত করিতে পারিতেন। ইংলণ্ডবাসীর মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তখন এইরূপই বিশ্বাস ছিল। স্বজন-পরিত্যক্ত দুর্দ্দান্ত বালক যখন ভারতবর্ষে আসিয়া ইংরাজের হস্তে মাণিক তুলিয়া দিলেন, ভারতবর্ষ যখন এই বালকের চেষ্টায় মুসলমানের হস্ত হইতে ইংরাজের হস্তে পতিত হইল, তখনও ভারত সম্বন্ধে ইংলণ্ডবাসীর এই বিশ্বাস দূরীভূত হয় নাই। আরও দিন যায় ভারতবর্ষে—ইংরাজের সাম্রাজ্য দৃঢ়ীভূত হয়, তথাপি ইংলণ্ডবাসী সাহস করিয়া আত্মীয় স্বজনকে ভারতবর্ষে পাঠাইতে পারেন নাই। আমাদের দেশে রেলওয়ে খুলিবার পূর্ব্বে যখন কেহ কাশী অথবা বৃন্দাবনে যাইতেন, তখন সংসারের মধ্যে কান্নাকাটি পড়িয়া যাইত। ঠিক এইরূপ যখন কেহ ইংলণ্ড হইতে এতদ্দেশে আগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তেমনি ক্রন্দনের রোল পড়িয়া যাইত। ইংলণ্ডবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তখন বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ক্যানাডা, কুইবেক, চীন ও জাপান ভ্রমণ করিতে যাইতেন। তথাপি ভারতবর্ষে আসিতে তাঁহাদের হৃদকম্প উপস্থিত হইত। সে দিন এখন গিয়াছে। যে ভারতবর্ষকে অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া ইংলণ্ডবাসীর বিশ্বাস ছিল সেই ভারতবর্ষ এখন স্বাস্থ্যের আদর্শ স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ডের আমীর ওমরাও রাজা রাজড়া এখন শীত ভ্রমণের জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিতেছেন। শীতকাল ইংলণ্ডে অতি ভয়ানক কাল। ইংলণ্ডবাসীর পক্ষে ভারতবর্ষ তখন বায়ু পরিবর্ত্তনের উপযুক্ত কাল। এবৎসর তাই ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দলে দলে ভারতবর্ষে আগমন করিতেছেন। এই শুভাগমন উপলক্ষে আমাদেরও একটী বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। অনেক ইংরাজ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভারতবাসীর যথার্থ বন্ধু। তাঁহারা কেবল ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের কীর্ত্তি কলাপ এবং বর্ত্তমান আর্য্যসন্তানগণের উন্নতির ইতিহাস পাঠ করিয়া আমাদিগকে কৃপাচক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইঁহাদের আবার শত্রু অনেক। ভারতবর্ষের এংলোইণ্ডিয়ান প্রভৃতি সম্প্রদায় মিথ্যাবাদ প্রচার করিয়া ইঁহাদের সাধু কামনায় ব্যাঘাত করিয়া থাকেন, সে সকল মিথ্যা সম্বাদ শুনিয়া তাঁহাদিগকে সময়ে সময়ে পরাজিত হইতে হয়, তাঁহারা যদি স্বচক্ষে ভারতের অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে পারেন তাহা হইলে এংলোইণ্ডিয়ান জাতির অনৃতবাদের আর তাঁহাদিগকে মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হয় না। যাঁহারা বাস্তবিক সজ্জন অথচ ভারতশত্রু বিষম জাতির কথায় প্রবঞ্চনা করিয়া ভারতবাসীর প্রতি বৈরভাব পোষণ করিয়া থাকেন, এখানে আসিলে তাঁহাদেরও ভ্রান্তি দূর হয়। যাঁহারা ইংরাজ স্বভাব-সুলভ উদারতার গুণে ইংরাজের রাজ্য গরীয়ান করিতেছেন, তাঁহারাও দেখিয়া লজ্জিত হন যে কিরূপে ভারতবর্ষীয় পাশ্চাত্য নবাবগণ ইংরাজের গৌরব খর্ব্ব করিয়া ভারতবাসীর সহিত ব্যবহার করিতেছেন। ইংলণ্ডবাসীগণ যখন শীতঋতুর প্রারম্ভে ভারতে আগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন এই সময়ই আমাদের অভাব জ্ঞাপন ও স্বত্ব নিবেদন করিবার প্রধান সুযোগ। উপযুক্ত সময়ে জাতীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হইতেছে। প্রজা—সমিতি বলুন, রাজনৈতিক আন্দোলন বলুন এই সময়েই

সকলগুলিরই প্রয়োজন। এই সময়ে আমরা যাহা ভ্রমণকারিগণকে বুঝাইতে পারিব, ইংলণ্ডরাজ্যে তাহাই লোকের বিশ্বাসভাজন হইবার অধিক সম্ভাবনা। আমাদের দেশে গত বৎসরের মধ্যে যেসকল আন্দোলন উঠিয়াছে তাহার পুনরাভিনয় করা এখন বিশেষ কর্ত্তব্য। রাজভক্তি প্রদর্শন করিবারও এই উপযুক্ত সময়। বঙ্গবাসী যদি এই সময়ে পশ্চাৎপদ না হন, তাহা হইলেই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ সাধন হইবে।

মহারাজ্ঞীর পঞ্চাশৎ বর্ষ রাজত্ব উপলক্ষে একটা উৎসব করিবার জন্য সে দিন কলিকাতা টাউনহল গৃহে একটী বৃহৎ সভা হয়। এই সভায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাগণের মধ্যে অধিকাংশেরই মত হইলে যে, মহারাজ্ঞীর জন্মদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া শীতকালেই উৎসব কার্য্য সমাধান হয়। লর্ড ডফরিণ এই সময়ে কলিকাতায় থাকিবেন সুতরাং এই সময়ই উৎসবকার্য্যের উপযুক্ত সময়। সকলেই বলিলেন এ বিষয়ে বড় লাটের সম্মতির প্রয়োজন। কলিকাতায় যে উৎসব হইবে তাহা স্থির হইয়াছে, উৎসবের পূর্ব্বে আর একবার সভা হইয়া দিন স্থির করা হইবে। প্রতিনিধিগণ প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা সমগ্র বঙ্গদেশের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া বঙ্গবাসীর সাধারণের পক্ষে কার্য্য করিবেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণেরও এই মত হয়। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, ট্রেডস এসোসিএসন এবং ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের প্রতিনিধিগণ বলেন যে তাঁহারা এ বিষয়ে মত প্রদান করিবার পক্ষে কোন অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। অন্যান্য প্রতিনিধিগণ বলেন সর্ব্ববাদীসম্মত না হইলে কোন কার্য্য হইতে পারে না। এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিবা শীঘ্রই সভার আর একটী অধিবেশন হইবে।

পবলিক সার্ভিস কমিসনের সভাপতি, ভিন্ন ভিন্ন সভা সমিতি সম্প্রদায়, সম্বাদপত্রের সম্পাদক এবং অপর সাধারণকে পবলিক সার্ভিস সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমরা তন্মধ্যে কেবল ষ্ট্যাটুয়ারী সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি পাঠকগণকে অবগত করাইব। ক্রমে অন্যান্য প্রশ্ন এবং তাহাদের সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।:—

১। বর্ত্তমান ষ্ট্যাটুয়ারী পদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণের মতামত কিরূপ? ২। যদি অসন্তোষের ভাব হয় তবে তাহা জনসাধারণের অসন্তোষ অথবা কোন সম্প্রদায় বিশেষের অসন্তোষ? ৩। ভিক্টোরিয়া আইনের তৃতীয় অধ্যায় ৬ষ্ঠ ধারা, এই অসন্তোষের বিষয় অথবা তদনুবর্ত্তী নিয়মগুলিই তাহার কারণ? যদি উক্ত ভিক্টোরিয়া আইনের জন্যই অসন্তোষ জন্মিয়া থাকে, তবে ঐ আইনানুসারে লোকে কোন কোন বিশেষ কার্যে নিযুক্ত হইতে পান কিন্তু সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট সার্ভিসের সভ্য স্বরূপে নিযুক্ত হইতে পান না। ইহাই কি অসন্তোষের কারণ? ৫। আপত্তির আর কোন কারণ আছে কি না? যদি থাকে, তবে সেগুলি কি? ৬। সাধারণ সার্ভিসে প্রবিষ্ট হইবার জন্য লোকের যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে সে ইচ্ছার কারণ কি? ৭। উক্ত ষ্ট্যাটিউ অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া আইনের ৬ ধারার কিরূপ সংশোধন করা আপনাদের ইচ্ছা? ৮। চিহ্নিত সিভিল সার্ভাণ্টদিগের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের যে সকল লোকের নিযুক্ত হওয়া অভিপ্রেত, ভিক্টোরিয়ার ৬ ধারার "ভারতবাসী" শব্দে তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝায় কি না? ৯। যদি না বুঝায় তবে আপনি সম্পূর্ণ ভাবজ্ঞাপক, সন্তোষজনক কোন শব্দ বলিয়া দিতে পারেন কি না? ১০। যদি উক্ত আইনের অনুবর্ত্তী নিয়মাদি সম্বন্ধে আপত্তি হইয়া থাকে, তবে নির্ব্বাচনের প্রণালী লইয়াই সে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে কি না? ১১। ষ্ট্যাটুয়ারী কর্ম্মচারীদিগের বেতন, পদোন্নতি এবং অবসরকালীন আনুয়িটী লইয়া আপত্তির কারণ উদ্ভূত হইয়াছে কি না? ১২। যদি ষ্ট্যাটুয়ারী পদ্ধতি রক্ষা করা যায় তবে কিরূপ পরিবর্ত্তন করিলে সমস্ত আপত্তি সকল নিবারণ করা যায়? ১৩। কম্পিটিসন্ অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপরে যাহারা চিহ্নিত সিবিলিয়ান হন, লোকে ষ্ট্যাটুয়ারি সিভিলীয়ানগণকে তাহাদের অপেক্ষা হীন মনে করে কি না? ১৪। যদি এরূপ মনে করে, তবে তাহার কারণ কি? ১৫। সাধারণে অচিহ্নিত সিভিলীয়ান ও ষ্ট্যাটুয়ারী সিভিলীয়ানের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পান কি না?

রুষের দুন্দুভি বাজিয় হইয়াছে। রুষ গবর্ণমেণ্ট বলেন মার্ভ অথবা আফগান স্থানের অন্যত্র অধিকার বিস্তার করিবেন, রুষের সন্ধিপত্রে এমন কিছু প্রকাশ নাই। ইংরাজ নিশ্চয় জানিয়া রাখিয়াছিলেন যে, রুষ আর হার্টের দিকে ঘেঁসিবে না। রুষ কুটিল স্বভাব, লোভী এবং বিবাদাকাঙ্ক্ষিৎসু। ইংরাজও যে রুষের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছেন এমন মনে। যাঁহারা আফগান প্রান্তে ইংরাজের ক্রিয়া কাণ্ড লক্ষ্য করিতেছেন তাঁহারা বলেন ইংরাজ আত্মরক্ষার জন্য শশব্যস্ত এক বুলগেরিয়ার বিভ্রাটেই ইংরাজ রুষের বিরাগ জন্মাইয়া দিয়াছেন। ইংরাজ মনে করিয়াছিলেন বুলগেরিয়ার রুষকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ভারতবর্ষের দিকে তাঁহারা "মনোযোগ" দিতে পারিবেন না, বুলগেরিয়ায় ইংরাজ রুষকে আটক করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের প্রান্তেও তাঁহাদের প্রতাপ প্রশমিত হয় নাই। ইংরাজ যত ভাল মানুষের মত রুষের গায়ে হাত দিয়া ভুলাইতেছেন এবং ভিতরে ভিতরে শত্রুভাবে পরিপূর্ণ হইয়া রুষ গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিতেছেন, চতুর রুষ সে চাতুরী বুঝিতে পারিয়া আফগান প্রান্তে ততই ইংরাজকে চাপিয়া ধরিতেছেন। রুষের সন্ধি, সেতু বালুকার উপর রেখা, নিমেষেই মিলিয়া যায়। তবে যে ইংরাজ এরূপ সন্ধির উপর নির্ভর করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। এসন্ধির প্রয়োজন কি ছিল? ইংরাজের যদি ইচ্ছা থাকে আফগান প্রান্ত হইতে রুষকে তাড়াইব, তাহা হইলে বলের প্রয়োজন, যুদ্ধের প্রয়োজন। কৌশলে যে এত বড় একটা সম্রাটের উদ্দেশ্য এবং অভিসন্ধির প্রতিরোধ করা যায় ইহা নির্ব্বোধ ব্যতীত আর কেহ বলিতে পারেন না। রুষ ব্রহ্মদেশ নহে, যে কাকা আওয়াজে ইংরাজ যেই বন্দুক ছুড়িবেন অমনি সৈন্য সামন্ত "বাবে বাবে" শব্দ করিয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়া পড়িবে। এক কৌশল সকল স্থানে খাটে না। স্থান বিশেষে কৌশল প্রয়োগ করিতে না জানিলে ঠকিতে হয়। ইংরাজও সেই জন্য আফগান প্রান্তে ঠকিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরাজ যদি নিজের বল যথেষ্ট মনে করেন, তবে বলপ্রয়োগই আবশ্যক। যদি বলের হীনতা ভাবিয়া ভীত হইয়া থাকেন, তবে রুষের লক্ষ্য স্থান রুষকে ছাড়িয়া দিয়া সিন্ধুর পারে ফিরিয়া আসাই ইংরাজের কর্ত্তব্য। যত দিন ইংরাজ এই দুইটী উপায়ের অন্যতর উপায় অবলম্বন না করিবেন ততদিন এই রুষ ভীতির মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে বিভীষিকা দেখিতে হইবে। ইংরাজ যদি ভারত রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, ভারতবাসীকে অন্যভাবে মারিতে না চাহেন, তবে দ্বিতীয় উপায়টী তাঁহার অবলম্বনীয়।

জাতীয় কনগ্রেস।

পৃথিবীর এক একটী দেশে এক একটী জাতির নিবাস। প্রত্যেক জাতীরই আভিজাত্য আছে, জাতীয় বল আছে, জাতীয় সমাজ আছে। ভারতবর্ষে অসংখ্য জাতির বাস, অসংখ্য বর্ণ, অসংখ্য ধর্ম্ম অসংখ্য ব্যবহারসম্পন্ন, ভিন্ন ভাষী, স্বতন্ত্র রুচি, ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি সম্প্রদায়ে ভারত-

ধর্ম পরিপূর্ণ। সুতরাং এখানে বহুদিন হইতে জাতীয়তার কথা শুনা যায় নাই। মান্দ্রাজী, দ্রাবিড়ী বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী কাহার ভাষা কে বুঝিতে পারে? কাহার সমাজ-বন্ধনী অন্য সম্প্রদায়ের সমতুল্য? কাহার আচার ব্যবহার অন্যের সহিত সমান? বহুদিন হইতে এই সকল জাতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া আত্মবিচ্ছেদ পূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতেছে। এই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের জন্যই ভারতবর্ষ বার বার শত্রুহস্তে পতিত হইয়া বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এমন কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে নাই যাহাতে এই সকল স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও একত্র মিলিত হইয়াছিল। বাবু কেশব চন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়া ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করেন। বাবু কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও উত্তর পশ্চিমবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্ম্মের সাধারণ উপায় দ্বারা জাতীয়তার বীজমন্ত্র অজ্ঞাতসারে এই সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ণে প্রদান করিয়া আইসেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ আমাদের এই একটী বিশেষ উপকার করিয়াছেন যে, আমরা আর ভারতের অপেক্ষাকৃত বলবান জাতির চক্ষে ভীরু বলিয়া ঘৃণিত হই না। এক ব্রাহ্মসমাজের অনুগ্রহেই বোম্বাই মান্দ্রাজ, মধ্যদেশ, দক্ষিণবিভাগ এমন কি সিলোনবাসী পর্য্যন্তও বাঙ্গালীর সহিত আনুগত্য করিতেছেন। ইংরাজিভাষায় লিখিত দেশীয় সম্বাদপত্রও জাতীয়তা স্থাপনের সহায় হইয়াছেন। কাশীর আর্য্যসমাজ এই জাতীয়তা সাধনের তৃতীয় কারণ। আর্য্যসমাজ পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বঙ্গ, বিহার এবং উত্তর পশ্চিমের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া যেন দুই দিক হইতে দুইটী সম্প্রদায়কে একত্র আনিয়া উভয়ের চরণে জাতীয়তার শৃঙ্খল পরাইয়া আবদ্ধ করিতেছেন। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে মুঙ্গেরে যখন সনাতন-ধর্ম্মরক্ষিণী সভা নামে এই প্রকাণ্ড আর্য্য সমাজের প্রথম জন্ম হয়, তখন আমরা এক খানি বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি। বিজ্ঞাপন খানির এক পৃষ্ঠে বঙ্গভাষায় এবং অপর পৃষ্ঠে হিন্দী ভাষায় বিবৃত ছিল যে, বঙ্গ বিহার ও উত্তর পশ্চিম এক আর্য্যধর্ম্মের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা স্থাপন, পরস্পর আনুগত্য বৃদ্ধি এবং এক জাতীয়তা সম্পাদন করাই ঐ সভার উদ্দেশ্য। সভার সাধু উদ্দেশ্য। সভার সাধু উদ্দেশ্য সফল ও হইয়াছে। ভগবান ক্ষুদ্র সভাকে প্রকাণ্ড সমাজে পরিণত করিয়াছেন। আর্য্য সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে ও সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে কল্যাণের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

জাতীয় সংগঠনের আর একটী কারণ ইংরাজি শিক্ষা। ইংরাজি ভাষার সাহায্যে ভিন্ন ভাষী সম্প্রদায় সমূহ পরস্পরের মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছেন। যে, যে ভাষা না জানে তাহার সে ভাষা শুনিলে বিরক্তি জন্মে। কাজেই ভভাষী সম্প্রদায় বা জাতির সহিত তাঁহার সহানুভূতি থাকিতে পারে না। বাঙ্গালী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সেই জন্যই বহু দিন হইতে আনুগত্য হইতে পারে নাই। এক ইংরাজি ভাষায় এই আনুগত্য সম্পাদন করিয়াছে।

"আর একটী প্রধান কারণে ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসী তিল তিল করিয়া সাম্য ভূমির সমতল ক্ষেত্রে উপনীত হইতেছেন। সেটী সকল সম্প্রদায়ের একই প্রকার অভাব। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান শাসনে বাঙ্গালী যাহা চায়, মান্দ্রাজীরও তাহাই প্রার্থনা। বোম্বাই যাহা চায়, বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীর তাহাই ভিক্ষা। কার্য্যেই এই কয়টী প্রধান সম্প্রদায় পরস্পর বাহু বেষ্টন করিয়া একত্র হইতেছেন। রাজকার্য্যে ভারতবাসীর নিয়োগ, সিবিল সার্ভিস, দেশীয় রাজার প্রতি ইংরাজের কর্ত্তব্য, ব্রহ্মবিজয়, আফগান বিভ্রাট, ইন্‌কম্-ট্যাক্স, ব্যয় সংক্ষেপ, এই সকল গুরুতর প্রশ্নে সকল সম্প্রদায়ের সমান সম্বন্ধ, সকলেই এই সকল বিষয়ে এক মত হইয়া থাকেন। ভারতগবর্ণমেণ্টের সুশাসন এবং ইংরাজ জাতির গৌরব বৃদ্ধির দিকে সকলেরই সমান দৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইয়া স্বাধীনতার আকর ইংরাজের রাজ্যে ক্রীতদাসের ন্যায় বিজেতৃবর্গের তরবারির নিম্নে বসিয়া থাকিতে কাহারও প্রবৃত্তি নাই। তাই জাতীয়তার প্রয়োজন, তাই জাতীয় সম্মিলনের প্রয়োজন, তাই এক বার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে সমস্বরে আত্ম নিবেদন করিবার জন্য সমগ্র ভারতবাসীর সম্মিলনের প্রয়োজন হইয়াছে।

তাই ঘোষণা হইয়াছে আগামী জানুয়ারি মাসে কলিকাতা নগরীতে একটী মহা সম্মিলনী সমাহূত হইবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক উপদেশ, প্রত্যেক বিভাগ, এবং প্রত্যেক নগরী হইতে প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইবেন। ২ মাস পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানে তাহার আয়োজন পড়িয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট দেশীয় সম্বাদপত্রকে দেশের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করেন না। লর্ড ডফরিণ বলেন আমরা সাধারণের অভিমত ব্যক্ত করিতে পারি না। এই মহা সম্মিলনীর জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এই সম্মিলনীর মতামত জানিয়া বুঝিতে পারিবেন দেশীয় সম্বাদপত্র দেশীয় লোকের অভিমত ব্যক্ত করে কি না। বোম্বাই নগরে প্রথমে এই জাতীয় সম্মিলনী আহুত হয়। বড়লাট এই বোম্বাই সম্মিলনীকে প্রতিনিধিসম্মিলনী বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। ঠিক বোম্বাইয়ের ন্যায় কলিকাতা নগরীতে মহা সম্মিলনী সমাহূত হইতেছে। বোম্বাই সম্মিলনীর সংগঠন দেখিয়া ভারতবাসীর প্রধান শত্রুপক্ষও ইহাকে প্রকৃত প্রতিনিধি সম্মিলনী বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যাঁহারা নিতান্ত শত্রুপক্ষ তাঁহারা সম্মিলনীর আর কোন অপবাদ না দেখিয়া বলিয়াছেন, উহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপযুক্ত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন নাই। আমরা জানি এই সম্মিলনীতে মুসলমানের প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক একজন প্রতিনিধি সমাগত হইয়াছিলেন। একজন মুসলমান এই সম্মিলনীর একজন প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট হিন্দু মুসলমানের বিবাদ বৃদ্ধি করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের তোষামোদকারী এংলোইণ্ডিয়ানগণ এই বিবাদের উপর বাতাস দিতেছেন। মুসলমান সম্প্রদায় ইহাতে ভুলিয়া না যান, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। ভারতবর্ষের হিন্দু এক হস্ত, মুসলমান আর এক হস্ত। দুই হস্তে কার্য্য না করিলে ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধিত হইবে না। মুসলমান সম্প্রদায় সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু ভ্রাতার সহিত মিলিত হউন। উভয়েরই মঙ্গলের জন্য উভয়েরই এই জাতীয় সম্মিলনীর সাম্য ভূমিতে সমবেত হওয়া কর্ত্তব্য। পরস্পরে ঘৃণা বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া হিন্দু মুসলমান বন্ধুভাবে জাতীয় সভায় উপনীত হউন। ধর্ম্মের বিভিন্নতায় জাতীয়তা নষ্ট হয় না। ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান হইয়াও এক জাতি, এক রক্ত এবং এক প্রকৃতি। উভয়েরই অভাব একই প্রকার। যদি অভাব নিবারণ ভারতবাসীর উদ্দেশ্য হয়, তবে হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, শিখ হউন, পার্সি হউন, খ্রীষ্টান হউন, সকল ধর্ম্মাক্রান্ত লোকে এই জাতীয় সম্মিলনীতে সম্মত হউন। যে দিন এই শুভ দিন আসিবে, সেই দিন হইতেই ভারতবাসীর ভাগ্যে সুখের সূর্য্য উদিত হইবে।

পবলিক সার্ভিস কমিসনের কার্য্যারম্ভ।

আমারা এত দিন যে কমিসনের উপর ভীতিনেত্রে চাহিয়াছিলাম পুনায় লর্ড ডফরিণ তাহা তিরোহিত করিবার চেষ্টা করেন। পবলিক সার্ভিস কমিসনের সভাপতি সার চারলস এচিসন সম্প্রতি এই কমিসন সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন প্রকাশ করিয়াছেন।

কমিসনে যাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন, তাঁহাদের এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। প্রশ্ন প্রকাশ করিয়া সার চারলসে আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। সাক্ষীগণ যদি এখন এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন তবেই মঙ্গলের বিষয়। লর্ড ডফরিণ বলিয়াছিলেন বর্ত্তমান কমিসনটী বিচারমূলক। কথাটী শুনিয়া আমাদের এক দিকে যেমন আনন্দ হইয়াছিল, অপর দিকে তেমনিই আমাদের ভয়েরও কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। আনন্দ এই যে, উপযুক্ত বিচারকের হস্তে ভারতবাসীর অদৃষ্টের পরীক্ষা হইবে ভয়ের কারণ এই যে, বিচার শব্দটী শুনিলে আমাদের অমনি ইংরাজী আদালতের বিচারের কথা মনে পড়ে। আদালতের বিচার কিরূপ তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আদালতে সাক্ষ্য দিয়া মরা মানুষকেও জীবিত বলিয়া প্রমাণ করা যায়। এজাহারী প্রশ্নের বিষয় জানিতে পারেন না। একজনের এজাহার হইবার সময় অপর সাক্ষীগণকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলি শুনিতে অথবা জানিতে না দিয়া গুপ্তভাবে রাখা হয় এবং সহসা তাহার উপর জেরার বৃষ্টি করিয়া বিচারার্থীর মকদ্দমা ডুবাইয়া দেওয়া হয়। কোন ব্যক্তি বিশেষের এইরূপ বিচার পদ্ধতির উপর আমাদের বড় একটা আপত্তি নাই কিন্তু যখন সমগ্র জাতির ভালমন্দ সম্বন্ধে একজন বিদেশীর হস্তে বিচার হইবে, তখন জিজ্ঞাস্যগুলি গোপন করিলে জাতির উপর অবিচার হইয়া থাকে। ব্যক্তি বিশেষের বিচারের পদ্ধতি জাতি বিশেষের বিচারকার্য্যে নিযোগ করিলে বুদ্ধিহীনের ন্যায় কার্য্য করা হইত, আসামী জাতির প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হইত। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, কমিসন যে বিষয়ের বিচার করিবেন দেশীয় নিরক্ষর সম্প্রদায় তাহা বুঝিতে পারে না। সিভিল সার্ব্বিস কি? সিভিল সার্ভিসে ভারতবাসীর অধিকার কি। দেশী হাকিম ও বিদেশী হাকিমে প্রভেদ কি। এসকল বিষয় প্রথম হইতেই তাহাদের বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। কেবল যে ভারতবর্ষের নিরক্ষর দরিদ্র সম্প্রদায়ের এই অপরাধ তাহা নহে, পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজেরই এই অবস্থা। ইংলণ্ডের কৃষক, ফ্রান্সের মুটে মজুর সুইডনের ভৃত্য সম্প্রদায়, আমেরিকার সামান্য দোকানদার ইহাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ লোক কেহই নাই যে তাহারা এই সকল গভীর রাজনৈতিক প্রশ্নের আন্দোলন করিতে পারে। ভারতবর্ষেরও সেই অবস্থা। এরূপ অবস্থায় প্রথম হইতে কমিসন যদি জিজ্ঞাস্যগুলি প্রকাশ করেন তবে শিক্ষিত এবং উন্নত ব্যক্তিগণ প্রজা সমিতির ন্যায় সভা করিয়া তাহাদিগকে এই সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারেন। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলে দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিতে পারে, সাক্ষ্য দিবার জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধিও নিযুক্ত করিতে পারে। পবলিক সার্ভিস কমিসন যদি সমগ্র জাতির মতামত চান, তবে অগ্রে প্রশ্নগুলি প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। সার চারল্স এই কর্ত্তব্য পালন করিয়া বিচক্ষণ এবং সহৃদয়ের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন।

যে যে বিষয়ে প্রশ্ন সংগঠিত হইয়াছে, তাহার একটী মাত্র প্রশ্ন আমরা পাঠকগণকে অবগত করিয়াছি। প্রশ্নাবলির দ্বিতীয় বিভাগের নাম ষ্ট্যাটুয়ারি সিভিলিয়ানগণের নির্ব্বাচন প্রণালী। ৩য়, ভারতবর্ষীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য ইংলণ্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ৪র্থ, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য ভারতবর্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ৫ম, অচিহ্নিত সিভিল সার্ভাণ্টগণের চিহ্নিত স্থলে পদোন্নতি। ৬ষ্ঠ, ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পদ্ধতি ভিন্ন অন্য উপায়ে ভারতবাসী অচিহ্নিত সিভিলিয়ানগণের বেতন, অবকাশ ও পদোন্নতি। ৭ম, সাধারণ বিষয়। ৮ম নিম্ন শ্রেণীর একজিকিউটিভ ও জুডিসিয়াল বিভাগের সংগঠন ও কর্ম্মচারী নিয়োগ। প্রশ্নগুলি সংখ্যায় ১৮০টী।

সহযোগী পাইওনিয়ার সর চারলসের এই সরল ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছেন। সহযোগীর গুণের ঘাট নাই। আমাদের ও আমাদের বন্ধুবর্গের উপর বিদ্রূপ করা সহযোগীর এত অভ্যস্ত হইয়াছে যে, আমাদের সম্বন্ধে সহযোগী কোন আপত্তি করিলে আমরা বিচার না করিয়াও বলিতে পারি যে সহযোগীর প্রোক্ত কথাগুলির বিপরীতই যথার্থ। পাইওনিয়ারের কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। সার চারলস এচিসনও পাইওনিয়ারের বিদ্রূপে ভয় পাইবেন না। তিনি যে উদ্যমে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন, আমাদের আশা আছে সার চারল্স কাহারও প্রশংসায় স্ফীত অথবা কাহারও নিন্দাবাদে অবসন্ন হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন না।

সহযোগী ট্রিবিউন বলেন, ১৩ই ডিসেম্বর লাহোরে কমিসন বসিবার প্রস্তাব হয়:

পঞ্জাববাসী যে সকল ব্যক্তি কমিসনে সাক্ষ্য দিবার ইচ্ছা করেন, গত ১৩ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বে তাঁহাদের নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবার জন্য কমিসনের সেক্রেটারি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। তাঁহারা যে যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন, তাহার সংক্ষেপ তালিকাও দিবার বন্দোবস্ত হয়। অন্যান্য বিভাগেও সেরূপ হয় এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইবে। আমরা পবলিক সার্ভিস কমিসনের এই সদুদ্দেশে যথেষ্ট প্রীত হইয়াছি। কমিসনের দ্বারা ভবিষ্যতে যে আমাদের কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা এখনও কতকটা বিশ্বাস করিয়া বলা যাইতে পারে। লর্ড ডফরিণ যে জন্য সাধারণের সন্দেহের পাত্র হইয়াছিলেন, যদি তাহা এইরূপে সুসম্পন্ন হয় তাঁহার উপর দেশীয় সম্বাদপত্রের ভার ভক্তি স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে। পবলিক সার্ভিস কমিসন সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার জন্য সাধারণকে আহ্বান করুন। কিন্তু আমাদের এই কার্য্যের ভিতর আর একটী বক্তব্য আছে। সাধারণকে বিজ্ঞাপন দেওয়া আর না দেওয়া উভয়ই সমান। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সকল লোকে বর্ত্তমান ব্যাপার বুঝিতে সমর্থ নহে, তাহাদের নিকট সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব করিলে বিশেষ কোন ফল হইবে না। ইতর লোকেও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষ্য দিতে যাইবে না। কমিসন তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের উপদেশ দিন। প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য সভা করিতে পরামর্শ দিন। প্রতিনিধি দ্বারা সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যবস্থা করিলে তাহা নির্দ্দোষ হইবে, কাহারো কোন কথা কহিবার আবশ্যক থাকিবে না।

সাধারণের নিকট আমাদের বক্তব্য তাঁহারা এইবার হইতে সাক্ষী প্রস্তুত করুন। প্রশ্ন যখন হস্তে পাওয়া গেল, তখন সাক্ষী প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে না। ভারতসভা, ব্যবসায়ী সভা, ন্যাসন্যাল মুসলমান জাতীয় সভা, সকল সভা হইতেই এক এক জন সাক্ষ্য নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের নাম ধাম কমিসনের নিকট প্রেরণ করা হউক। পবলিক সার্ভিস কমিসনে সাক্ষ্য দিবার জন্য এই সকল সভার এক একটী বিশেষ অধিবেশন হউক। সাক্ষীগণকে যাহাতে প্রকাশিত প্রশ্ন সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক। অনতিদূরবর্ত্তী দিন অতি নিকট অল্প সময়ের মধ্যে এই কার্য্যটি সম্পন্ন করিতে হইবে। আমরা জাতীয় কংগ্রেস সভায় প্রকাশিত প্রশ্নগুলির সদুত্তর পাইবার আশা করি, জাতীয় সভায় জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা হওয়াই প্রার্থনীয়। এখনও আমরা এই সভায় আলোচ্য বিষয়ের কার্য্য তালিকা প্রাপ্ত হই নাই, কমিসন প্রকাশিত প্রশ্নগুলি উক্ত তালিকায় সন্নিবিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। সাক্ষ্য দিবার সুব্যবস্থা না করিলে আমরা আপনার দোষে আপনি মরিব। তখন আর আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন বক্তব্যই থাকিবে না।

তখন আর কোন প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না। ভারতবাসী সতর্ক হউন।

খাজনার আইনের উপযোগিতা সম্বন্ধে বোর্ড অব রেভিনিউয়ের মন্তব্য

বর্ত্তমান খাজনার আইনের প্রশংসা রেভিনিউ বোর্ডের মুখে ধরে না। বোর্ড বলেন —১৮৮৫ সালের নভেম্বর মাস হইতে ১৮৮৬ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত পাঁচ মাস কাল নূতন খাজনার আইন প্রচলিত করিয়া দেখা গেল যে, ইহা এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। এপর্য্যন্ত খাজনার আইন ঘটিত প্রজা ও জমীদারের মধ্যে কোন বিবাদের নূতন কারণ উপস্থিত হয় নাই। কেবল খাজনার বাকিদা লইয়া কোন কোন সময়ে রাজা প্রজার একটু মনোবাদ হয়, তাহাও স্থায়ী হয় নাই। আইনের অন্যান্য ধারা গুলি বেশ কার্য্যকারী হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি ভাউলিয়া খাজনার পরিমাণ স্থির করিবার চেষ্টা হইতেছে। উৎপন্ন শস্যের বাজার দর, দায় সংযুক্ত জোতের নিলাম বিক্রয় এবং ডিষ্ট্রেন সম্বন্ধীয় ধারা গুলি এখনও প্রয়োগ করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় নাই। জরিপ সম্বন্ধে এখনও কোন আপত্তি দেখা যায় না। বরং তদ্বারা প্রজা ও জমীদারের উপকার হইবারই সম্ভাবনা। প্রজা যদি কম জমি অধিকার করিয়া অধিক খাজনা দিতে বাধ্য থাকেন, তবে জরিপে তাঁহার জমির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহাকে আর অন্যায় খাজনায় বাধ্য থাকিতে হইবে না। জমিদারও স্বকীয় জমি অনেক সময়ে চিনিতে পারেন না প্রজা ফাঁকি দিয়া অধিক জমি ভোগ করে ও কম জমা দিয়া থাকে। জরিপে জমি নির্দ্দিষ্ট হইলে জমিদারকেও আর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। ভূমি নির্দ্দেশ বাবিত ইহাতে আর একটী বিশেষ মঙ্গল এই যে, ইহাতে জমীদার ও প্রজার স্বত্ব স্থিরীকৃত হইবে। জরিপ সম্বন্ধে যখন নূতন [illegible] অবলম্বন নাই, তখন তৎসম্বন্ধীয় ধারা গুলির প্রচলন করা নিতান্ত [illegible]। কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারি এখন উহা স্থগিত রাখিবার আদেশ করায় ছোট লাট কিছু দুঃখিত হইয়াছেন।

রেভিনিউ বোর্ডের সহিত আমরা সকল বিষয়ে সহানুভূতি প্রদান করিতে পারি না। আমরা খাজনার আইনে প্রজা জমীদারের যেরূপ সম্বন্ধ দেখিতেছি তাহাতে খাজনার আইনের সকল ধারার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের অনেক সন্দেহ আছে। উহাতে যেমন কোন কোন বিষয়ে উভয়ের মঙ্গল হইবে, তেমনি অন্যান্য বিষয়ে অমঙ্গল ঘটিবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জমিদার বা প্রজা যে খাজনার আইনের বিধি ব্যবস্থানুসারে নির্ব্বিবাদে দিন কাটাইতেছেন তাহা কখনই বলা যায় না। বাকিদা লইয়া যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে বোর্ড তাহাকে স্থায়ী বলিতে না পারেন, কিন্তু আমাদের তাহাকে নিতান্ত অস্থায়ী বলিয়াও বোধ হয় না। বেশ বাকিদা লইয়া আজও প্রজা মনিবের বিবাদ প্রবলভাবে চলিতেছে।

উৎপন্ন শস্যের বাজার দর যে কি রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। সহরের বাজারে, পল্লীগ্রামের হাটে, আর আবাদ অঞ্চলের হাটে ও দোকানে মূল্যের যেরূপ তারতম্য দেখা যায় তাহাতে সকল স্থানের জন্য সমান বাজারদর স্থির করা এক প্রকার অসম্ভব। আবাদ অঞ্চলে যে চাউলের মণ ১ টাকা অথবা ১।০ পাঁচ সিকা করিয়া সহরে তাহার মূল্য দ্বিগুণ তিন গুণ অধিক। এইরূপ মূল্যের গড় নির্দ্দিষ্ট করিতে গেলে আবাদের দরিদ্র প্রজার যথেষ্ট ক্ষতি হয়, সহরের ব্যবসায়ীদিগেরও লাভের ব্যাঘাত হয়। আবার জমিদার যেখানে শস্যের স্থলে শস্যের মূল্য পান, সেখানে কোথাও তাঁহার লাভ হয় কোথাও বা যথেষ্ট ক্ষতি হয়। শস্যের মূল্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কিরূপ চেষ্টা করেন আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

দায় সংযুক্ত জোতের নিলাম বিক্রয় সম্বন্ধে খাজনার আইনে যে কয়টী ধারা আছে, তাহাতে প্রজার উপর অনেকটা দয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রজাকে জমিদারের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় নাই, বাকি খাজনার জন্য জোত নিলাম হইলে নিলামের পর ডিক্রীর টাকা খরচা ও জরিমানা দিয়া ১৫ দিনের মধ্যে যে নিলাম রদ পূর্ব্বক ভূমির স্বত্ব ফিরিয়া পাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

ডিষ্ট্রেনের আইনটী বড় অনিশ্চিত। এই ডিষ্ট্রেনের ব্যাপার পূর্ব্বে জমিদারের হস্তে ছিল। ইহাকে পঞ্চমের আইন বলা হইত। এখনকার পঞ্চমের আইনের মধ্যে এত মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে যে জমীদারের ইহাতে সুবিধা না হইয়া বরং অসুবিধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আইনে লেখা আছে রাইয়তের ভূমিতে পঞ্চম করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই রাইয়ত যদি দখলি স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা হয়, আর নিজ অন্যকে জমি চাস করে। তাহা হইলে তাহার ভূমির উৎপন্ন শস্যের উপর পঞ্চম করা যায় কি না, আইনে তাহার নির্দ্দেশ নাই। এক বৎসরের উর্দ্ধকালের জন্য পঞ্চম করা যায় না ইহাও আর একটী নিয়ম। বর্ত্তমান আইনে প্রতি কিস্তিতে খাজনা দিবার বিধি হইয়াছে। অনেক দেশে কৃষকের আউস ধান্য আশ্বিন মাসে এবং হৈমন্তিক ধান্য পৌষ মাসে পরিপক্ব হইলে কাটিয়া লইবার উপযুক্ত হয়। আশ্বিন মাসে জমীদারের চলিত বৎসরের দুই কিস্তি এবং পৌষ মাসে তিন কিস্তির খাজনা বাকি পড়ে। পঞ্চম করিতে হইলে এই দুই মাসেই করিবার নিয়ম। এখন জমিদার যদি এক বৎসরের পঞ্চম না দেন যদি ১২৯২ সালের পঞ্চম করিয়া বসেন তবে সে বৎসরের জন্য আদালত তাঁহাকে পঞ্চম করিবার অধিকার দিবেন কি না? এই দ্বিতীয় প্রশ্নটী লইয়া আদালতে অনেক বিবাদের উৎপত্তি হয়। পঞ্চমের কার্য্যে আপীল না থাকায় এই সকল বিবাদের কথা সহসা উক্ত আদালতের কর্ণগোচর হয় না সুতরাং যাঁহার যেরূপ বিবেচনা তিনি সেই রূপ বিচার করিয়া পঞ্চমের আদেশ করেন। পঞ্চমের আইন সম্বন্ধে এইরূপ আরও আপত্তি উঠিয়াছে। ব্যবস্থাকর্ত্তাগণ যদি এই সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া নূতন ব্যবস্থা করেন তবেই জমিদারে পঞ্চমের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।

খাজনার আইন প্রচলিত হইয়া এক বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভায় এই সময়ে আইনের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আর এক বার অনুসন্ধান ও আলোচনা করা কর্ত্তব্য। নিম্ন আদালতে বর্ত্তমান খাজনার আইন অনুসারে কার্য্য প্রণালী কি কি চলিতেছে তাহাও পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় আসিয়াছে। হাইকোর্টের জজগণের মধ্যে কেহ কেহ যেমন প্রতি বৎসর নিম্ন আদালত পর্য্যবেক্ষণ করিতে বহির্গত হন, এবৎসর কেবল সেই উদ্দেশে বহির্গত হইলে চলিবে না। খাজনার আইনের কার্য্যাদির পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত হাইকোর্ট কোন বিশেষ বিচারপতির হস্তে ভার দেন ইহা আমাদের প্রার্থনা। রেভিনিউ বোর্ড এসম্বন্ধে যে সংবাদ পাইলেন, সকল সময় তাহা প্রকৃত হয় না। যাঁহারা হাতে কলমে কার্য্য করেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই সংবাদ লওয়া কর্ত্তব্য।

পুস্তক সমালোচনা।

মানবের প্রবৃত্তি বা মায়াচক্র শ্রীচণ্ডীচরণ ঘোষ দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত। আর্য্য চিত্রালয় কলিকাতা। আমরা চণ্ডী বাবুর অঙ্কিত মানবের দশ দশা চিত্রখানি অবলোকন করিয়াই বুঝিয়া ছিলাম চিত্রকর চিত্রব্যবসায়ে গভীর আধ্যাত্ম তত্ত্ব প্রকাশ করিতেও সক্ষম। "মানবের প্রবৃত্তিতে" চণ্ডী বাবুর সেই ক্ষমতার কিঞ্চিৎ বিকাশ হইয়াছে। দুরূহ শাস্ত্রীয় রহস্য চিত্রাকারে প্রকাশিত হইতে পারে আমাদের তাহা বোধ ছিল না। বহু দিন বহু পরিশ্রমে শাস্ত্র পাঠ করিয়া যাহা লাভ করা যায় অনায়াসে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রীতির সহিত তাহা চণ্ডী বাবুর এই চিত্রখানিতে পাওয়া যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা চিত্রকর নহি। চিত্রের দোষ গুণ কি তাহা চিত্রকরেই দেখিয়া ধরিতে পারেন। আমাদের বোধ হয়, দোষ থাকুক আর গুণ থাকুক, চাতুর্য্য থাকুক কিম্বা লিপিকার্য্যে পারদর্শিতার অভাব থাকুক, আমরা কিন্তু প্রতিদিন এইরূপ এক একখানি আধ্যাত্মিক চিত্র দেখিতে পাইলে পবিত্র হইয়া যাই। চিত্রকর এই চিত্রকার্য্যে যে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারেন, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম প্রচারেও তাহা পাওয়া যায় না। সেই জন্য আমরা চণ্ডীবাবুকে অনুরোধ করি, তিনি নূতন নূতন শাস্ত্রীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়া বঙ্গসমাজকে পবিত্র করুন। ফরাসির লিপিকারের উলঙ্গ স্ত্রীচিত্র, বেশ্যা চিত্র, বিলাসীর বিলাস চিত্র যতদিন ইহারা বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে ততদিন চিত্র বিদ্যায় আমাদের কোন উপকার নাই। চণ্ডী বাবু এই কলুষিত চিত্রগুলির স্থলে স্বকল্পিত স্বর্গের চিত্র স্থাপন করিয়া বঙ্গবাসীর গৃহ পবিত্র করুন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৬ই ডিসেম্বর, ইংলণ্ড ও উপনিবেশগুলির মধ্যে পরস্পর দৃঢ়তর বন্ধন স্থাপনের জন্য কিছু দিন ধরিয়া চেষ্টা হইতেছে। মহারাজ্ঞী ইতিপূর্ব্বে পার্লিয়ামেণ্ট বন্ধের সময়ে বক্তৃতায় অঙ্গীকার করেন যে, এ সম্বন্ধে তিনি কিছু করিবেন। ঔপনিবেশিক সেক্রেটারী ষ্টানহোপ সাহেব উপনিবেশ সমূহের সেক্রেটারীকে জানাইয়াছেন যে এই প্রতিজ্ঞানুসারে আগামী এপ্রেল মাসে লণ্ডনে একটী কমিশন আহ্বান করিবার জন্য মন্ত্রিগণ মহারাণীকে পরামর্শ দিয়াছেন। এই কমিশনে এ বিষয়ের তর্ক বিতর্ক হইবে সাম্রাজ্যের রক্ষা এবং টেলিগ্রাফ নৌকার্য্যের নিবন্ধই-বিশেষ করিয়া এই কমিশনে বিবেচিত হইবে। ঔপনিবেশিক সেক্রেটারী ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশের প্রতিনিধি বর্গকে এই কমিশনে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

সোফিয়া ৬ই ডিসেম্বর; ইয়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন রাজগণকে বুলগেরিয়ার প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিবার জন্য সোব্রাঞ্জ মহাসভায় তিন জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন রাজদরবারে ঘুরিয়া বেড়াইবেন। বেলগ্রেডে প্রিন্স মিলান প্রতিনিধিগণকে বিশেষ আদর করিয়াছেন।

পারিস ৭ই ডিসেম্বর, টেম্প নামক ফরাসী সংবাদপত্র বলেন যে, মিশর এবং সুয়েজ খাল সম্বন্ধে ইংলণ্ড ফ্রান্সকে যে জবাব দিয়াছেন বলিয়া "অবজার্ভার" পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অমূলক।

সোফিয়া ৭ই ডিসেম্বর; পোর্টির একটি পত্রের উত্তরে বুলগেরিয়ার রাজপ্রতিনিধিগণ বলিয়াছেন যে বুলগেরিয়ানেরা কোন ক্রমেই প্রিন্স নিকোলাসকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিবেন না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

সাধারণ বিভাগে দিনাজপুরের অস্থায়ী ডিঃ মাঃ ডিঃ কাঃ ঐ জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমার ভার পাইলেন। ময়মনসিংহের ডিঃ মাঃ ডিঃ কাঃ মুরশিদাবাদের সদরে বদল হইলেন। পূর্ণিয়া কিষণগঞ্জের ডিঃ মাঃ ডিঃ কাঃ শ্রীযুক্ত গোঁসাইদাস দত্ত কটকের জয়পুর মহকুমার ভার পাইলেন। যশোহরের ডি মাঃ ডিঃ কাঃ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সেন পূর্ণিয়ার কিষণগঞ্জ মহকুমার ভার পাইলেন। শাহাবাদ ভুবুয়ার ডঃ মাঃ ডিঃ কাঃ শ্রীযুক্ত শীতল নাথ বসু যশোহরের সদরে বদলী হইলেন। চট্টগ্রামের জজ মিঃ কাউলি অস্থায়ীভাবে মেদিনীপুরের জজ হইলেন। বিলাত প্রত্যাগত সিবিলিয়ান বাবু লোকেন্দ্র নাথ পালিত রাজসাহী জেলার সদর মহকুমার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্টার ও আসিষ্টাণ্ট কালেক্টার নিযুক্ত হইলেন। তিনি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টারের ক্ষমতা পাইলেন। ঢাকা কালীগঞ্জের দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাসের অনুপস্থিতকালে মৈমনসিংহের অতিরিক্ত সব জজের কাজ করিবেন। নদীয়া কুষ্টিয়ার প্রথম মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্রের অনুপস্থিতকালে ভাগলপুরের সবজজ ও আদালতের জজের কাজ করিবেন।

কলিকাতা।

বৃটীশ ইণ্ডিয়ান সভায় সে দিন মহারাণীর রাজত্বের অর্দ্ধ শতাব্দী শাসনোৎসব উপলক্ষে কি করা উচিত স্থির করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর ভার পড়িয়াছে। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহারাজ নরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুর, রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র রায় বাহাদুর, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু দুর্গাচরণ লাহা, নবাব মীর মহম্মদ আলী, রায় কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ, বাবু রামনাথ ঘোষ, বাবু মাণিকজি রস্তুমজি, কুমার দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়, বাবু শালিগ্রাম সিংহ, বাবু দামোদর দাস বর্ম্মণ এবং বাবু প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়গণ সভায় আসীন ছিলেন।

সহযোগী হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, কলিকাতা মিউনিসিপাল বিলের আবার গোল পড়িয়াছে। বোধ হয় এবৎসর পাস না হইতে পারে।

আগামী ১০ই জানুয়ারি প্রেসিডেন্সি কলেজে সিবিলসার্বিসের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

গবর্ণমেণ্ট কৌনসিল আফিসের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট রাইলাণ্ড সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত নংকার্ট সাহেব তৎ পদে কার্য্য করিবেন।

২৭এ ডিসেম্বর হইতে ৩ দিবস জাতীয় সম্মিলনী সভা বসিবে। বোম্বাই হইতে দাদাভাই নাউরোজী ও মাননীয় সাহেবজীক প্রভৃতি অনেকেই আসিবেন।

গত শনিবার আলবার্ট হলে হিন্দু—সম্মিলনী সভার সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ইলিয়ট সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

ব্রহ্মে অস্ত্রআইনত প্রচলিত হইল। ব্রহ্মবাসী আর আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র শস্ত্র গৃহে রাখিতে পারিবেন না। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে ইংরাজভক্ত ব্রহ্মবাসীর কথা বলিয়াছি তাঁহারাই কেবল দুই এক খানি অস্ত্র গৃহে রাখিতে পারিবেন। ব্রহ্মে দস্যুবৃত্তির অভাব নাই। নিরীহ অধিবাসীগণ যে দস্যুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবেন তাহারও পথ বন্ধ হইল।

ইণ্ডিয়ান মিরার বলেন,—চারিচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক পঞ্জাব রেজমেণ্টের একজন ডাক্তার কলিকাতায় আসিয়া মেডিকেল কলেজের সার্জনের অধীনে এক জন চিকিৎসাধীন রোগী হন। এক দিন রোগী পীড়ার যন্ত্রণায় নিতান্ত কাতর হইলে সার্জন মীনমন দত্ত তাহার কর্ণ স্থানে অস্ত্র করিবার নিমিত্ত তাহাকে ক্লোরাফরম আঘ্রাণ করান। পরে আর কিছুতেই তাহাকে সচেতন করা যায় নাই। দেখা গেল তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়াছে।

একটী বধির বালকের সহিত একটী মূক বালিকার বিবাহ হয়। তদুপলক্ষে জনৈক সহযোগী তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছেন বর কন্যা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করুন।

এক ব্যক্তি এক মহুয়া কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া ক্যাম্বেলে হাঁসপাতালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

গ্লাসগো নগরে কোন বর ও কন্যার বিবাহের দিন উভয়েই মদ্য পান করিয়া জ্ঞানশূন্য হয়। রাত্রিতে তাহাদিগকে একটী ঘরের ভিতরে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। প্রাতে বর কন্যা বিবাহ বেশে বিচারালয়ে আসিয়া উপস্থিত হন।

ফ্রান্সে ছোট ছোট বালক বালিকারা বেশ পয়সা জমাইতে জানে। ১৮৭৯ সালে ২৩ হাজার স্কুল-সেবিং ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছিল। তাহাতে ৪৮৮, ৬২১ জন ছাত্র ৪৫১০ পাউণ্ড জমাইয়াছে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট আমীরকে একটী ঘড়ি ও চেইন উপহার দিবেন। বিলাতে এইগুলি প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে ৩২৫ পাউণ্ড ব্যয় হইবে।

কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষের বড়লাটের পদে রাজবংশীয়গণকেই নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন এক জনকে যাবজ্জীবন ভারত সাম্রাজ্য প্রদান করিলে ভাল হয়। আমরা শেষোক্ত প্রস্তাবটীতে সম্মতি প্রদান করিতে পারিব না।

লাহোরের স্ত্রী-চিকিৎসালয়ের দিন দিন উন্নতি দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। নবাব রাজা সম্প্রতি এই চিকিৎসালয়ে ৪ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই চিকিৎসালয়ের নাম লেডি-এচিসন হাঁসপাতাল রাখা হইয়াছে। এই হাঁসপাতালটীর জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছে।

দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও ইন্দোরের রাজমন্ত্রীর কার্য্য করিবার জন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট তিন বৎসরের অবকাশ লইয়াছেন। এই অবকাশের পর তিনি ইচ্ছা করিলে স্বকার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

ইতি মধ্যে একদিন রাত্রে দশ ডাকাইতগণ দিল্লুর নিকটে একটী গ্রামে অগ্নি প্রদান করিয়া অনেকগুলি গৃহ ভস্মসাৎ করিয়াছে। ইংরাজ সৈন্য ডাকাইতগণকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের মধ্যে ৬ জনকে বধ করিয়াছে। ডাকাইতদিগের ৪০টী গাভীর এবং অনেকগুলি টাকার থলেও ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। হালু নামক ডাকাইত এই দলবলের সর্দ্দার। সে এখনও ধরা পড়ে নাই।

মিঃ ডারবার্ট গ্রাডষ্টোন মান্দ্রাজ হইতে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। আগামী ২৪এ ডিসেম্বর তিনি কলিকাতায় আসিবেন।

চেসং বেঙ্গল ইনফ্যান্ট্রীর অধ্যক্ষ কর্ণেল বে গত ১লা ডিসেম্বর মান্দ্রাজে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সাহেবদিগের অনুরোধ পড়িলা তিনি চীনে যাইবার একটী পুরাতন সড়ক পথ খুলিয়া দিবেন। একার্য্যটী চীনের বড় ভাল লাগিবে না।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এসোসিএসন মিঃ দাদা ভাই নাওরোজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটী সভা করিতেছেন।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া অনুমান করেন যে, কালে দেশীয় সম্বাদপত্র খুব প্রবল হইয়া উঠিবে। দেশীয় সম্বাদপত্রের এই শৈশব দশার যখন ইহার আশাতিরিক্ত উন্নতি হইয়াছে, পরিণত বয়সে তখন যে ইহার সমূহ উন্নতি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। টাইম্‌স সরল ভাবে সত্য কথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার এংলোইণ্ডিয়ান সহযোগীগণ কি তাহা স্বীকার করিতে পারেন?

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া পুনার ডেকান কলেজটী যাহাতে উঠিয়া না যায় তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন। টাইম্‌স আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

স্যর জর্জ ক্যাম্বেল সাহেব একবার এদেশীয় জেলের সংস্কার করিয়া যান, সেই পর্য্যন্ত জেলের দিকে আর কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। সম্প্রতি নূতন লেপ্টেনেণ্ট জেনেরল সাহেব ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। জেলের বর্ত্তমান অবস্থার পুনঃসংস্কার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। আমরা আশা করি, থোম্সন সাহেব এই সাধু কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়া প্রথম হইতেই সাধারণের প্রিয়ভাজন হইবেন।

লর্ড রীপণ মহোদয়ার সংস্কার কার্য্যে দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন।

বধির এবং মূক বালকগণের শিক্ষার জন্য বোম্বাই নগরে যে বিদ্যালয় আছে, মহারাজা হোলকার তাহাতে এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। দানের যদি কোন উপযুক্ত স্থান থাকে এই বিদ্যালয়টীই তন্মধ্যে প্রথম স্থানীয়।

পূর্ব্বের কার্য্যতালিকায় প্রকাশ যে ক্রমে পবলিক সার্ভিস কমিসন ২৭এ এবং ২৮ডিসেম্বর লাহোর ত্যাগ করিয়া এলাহাবাদ যাইবেন। সেখানে ইহারা প্রায় ১০ দিন অতিবাহিত করিবেন। এলাহাবাদ হইতে মান্দ্রাজ, মান্দ্রাজ হইতে বোম্বাই এবং নাগপুর এবং তৎপর কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাদের ভ্রমণ শেষ হইবে।

আমরা গতবর্ষীয় পুলিস বিবরণীতে দেখিয়াছি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট মিথ্যা ফৌজদারী মকদ্দমার আধিক্যের নিমিত্ত হাইকোর্টকে দোষী করিয়াছেন। হাইকোর্টের উপর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যে একটী বিসম্বাদ জন্মিয়াছে তাহা প্রকারান্তরে পুলিস বিবরণীতে প্রকাশ পাইয়াছে। বেঙ্গল সেক্রেটারিএট আজ কাল হাইকোর্টের যেন বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এ বিরোধের কারণ কি, তাহা কি আমরা বুঝিতে পারি না? হাইকোর্টের অপরাধ কি তাহাও আমরা জানিতে পারি নাই? এরূপস্থলে কোন কথা বলা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। তবে এই পর্য্যন্তই বলা যায় বর্ত্তমান অবস্থায় হাইকোর্টের উপর কেহ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন না। প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেবের ন্যায় বিদ্বান সুবিজ্ঞ ও আইনবিশারদ বিচারপতি ভারতবর্ষে বিরল। বিচার কার্য্যে হাইকোর্টের কোন দোষ দেখা যায় না। তবে একজন নিরপেক্ষ স্বাধীনচেতা বিচারপতির হস্তে হাইকোর্টের ভার পড়িয়াছে বলিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট যদি বিরক্ত হইয়া থাকেন, তবে আমরাও নাচার হাই কোর্টও নাচার। স্বাধীন হাইকোর্টের সহিত বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের এবিবাদ ভাল দেখায় না। কারণ যাহাই থাকুক, বেঙ্গলগবর্ণমেণ্ট হাইকোর্টের সম্মান রাখিয়া এবং হাইকোর্টের পরামর্শ লইয়া চলেন ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।

ষ্টেট সেক্রেটারি বোম্বাই হাইকোর্টে হুক সাহেবের জন্য এক জন অতিরিক্ত জজ নিযুক্ত করিবার আদেশ করিয়াছেন।

সিলোন দ্বীপে আভারমেক একখানি জাহাজ চড়ায় লাগিয়া ভগ্ন ও জলমগ্ন হয়। পাউণ্ড নামক একজন নাবিক মোটা কাটা পোষাক পরিধান জলের ভিতর হইতে অনেক সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দেয়। একবার সে ডুব দিয়া জাহাজের সেলুনের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখে একটা তিমি মৎস্য সেখানে উপস্থিত আছে। দর্শনমাত্রই সে স্পন্দরহিত ভাবে পড়িয়া থাকে। তিমি মৎস্য প্রায় ১০ মিনিট কাল তাঁহাকে এই অবস্থাপন্ন দেখিয়া চলিয়া যায়। পাউণ্ডের প্রত্যুৎপন্নমতি প্রশংসনীয়।

ডাকঘরের জুয়াচুরি প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি সিমলার ডাকঘরে একটা বড় রকমের জুয়াচুরি হইয়া গিয়াছে। এ বারের জুয়াচোর বাঙ্গালী "অঘমিত্র" নহে, ইনি এক জন মনুষ্যত্বের অবতার সাধুভাব যুধিষ্ঠির খ্রীষ্টীয় ফিরিঙ্গী জাতি। ফিরিঙ্গীর একজন এদেশীয় বন্ধু ছিলেন। তিনি সেই বন্ধুর সেভিংস ব্যাঙ্ক পাস বই খানি চক্ষুদান দিয়া মনুষ্যত্বের প্রথম পরিচয় দেন, তার পর সেই ব্যাঙ্ক বই খানি ভাঙ্গাইবার চেষ্টা হয়। হ্যাট কোট পরিয়া গেলে কে তাঁহাকে এদেশীয় বলিয়া বিশ্বাস করিবে? সুতরাং সাহেব ধুতি চাদর লইলেন, পাকড়ী পরিলেন এবং বন্ধু সাজিয়া ডাক ঘরে টাকা লইতে গেলেন। এই তাঁহার মনুষ্যত্বের দ্বিতীয় পরিচয়। তারপর স্বাক্ষর করিয়া টাকা লইতে হইবে। তিনি যদি এত দিন ধরিয়া বন্ধুর নিকট থাকিয়া বন্ধুর স্বাক্ষর জাল করিতে না পারিবেন, তবে তাঁহার অভিজ্ঞতা করাই বৃথা। সাহেব স্বচ্ছন্দে জাল করিয়া বন্ধুর ৮০০শত টাকা বাহির করিয়া মনুষ্যত্বের একশেষ দেখাইলেন। ইহাতে ডাক কর্ম্মচারিগণের সন্দেহ হওয়ায় তাঁহারা অতঃপর এই জালিয়াত ফিরিঙ্গীকে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

"এংলো ইণ্ডিয়ান" সম্বাদপত্রিকা বলেন, বাঙ্গালীর মুদ্রাযন্ত্রই বড়লাটকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালীর সম্বাদপত্র সাধারণের হিতের জন্য কি অধিক মনোযোগী, তাই বড়লাট বোধ হয় বিরক্ত হইয়াছেন।

পাঠক জ্ঞাত আছেন দলীপসিংহ একণে সর্ব্বত্যাগী হইয়া ফরাসীদেশে বাস করিতেছেন। তাঁহার দুর্দ্দশার কথা শুনিলে বুক ফাটিয়া যায়। রঞ্জিৎ সিংহের সন্তানের আর সে প্রতাপ নাই, যতদিন দলীপ বিলাতে ছিলেন, আমোদ প্রমোদে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত, দলীপ ইংরাজ গভর্ণমেন্টের ভিক্ষালব্ধ সামান্য বৃত্তির অধিকারী হইয়া মনে করিতেন আমার এবড় সুখের দিন। শত শত ইংরাজ তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া তাঁহার গৌরব বাড়াইতেন, নাচ তামসায়, আমোদ উৎসবে দলীপ আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া রাজপুত্র-মনে ভাবিতেন, ইহার অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ নাই। দলীপের সে দিন গিয়াছে, সে প্রফুল্ল মুখ মলিন হইয়াছে। সে আমোদ প্রমোদ ঘুচিয়া গিয়াছে, শীর্ণ দেহে জীর্ণ পরিচ্ছদে, ক্ষোভসন্তপ্ত মনঃপীড়িত হৃতসর্ব্বস্ব রাজার সন্তান এখন পথের ভিখারী দীন দুঃখীর ন্যায় ফরাসীদেশে বাস করিতেছেন। সেই রণকেশরী রঞ্জিতপুত্রের মর্ম্মবেদনা কে বুঝিবে? আত্মীয় স্বজন নাই, জ্ঞাতি বান্ধব নাই, ভারতবর্ষের নাম গন্ধ করিয়া দলীপের মনের তুষ্টিসাধন করিবে এমন লোকও নাই। স্ত্রীপুত্র বিদেশে, সুহৃদ বন্ধু বিদেশে, হু হু শব্দে হৃদয়ের আগুন জ্বলিতেছে, ঝর ঝর নেত্রে নয়নের বারি ঝরিতেছে। সেই ভিখারী রাজপুত্রের প্রাণের অবস্থা কে বুঝিবে? আমাদের রাজপুত্র কথা শুনিলে আমাদের হৃদয়ে তাঁহার এই দুর্দ্দশার দারুণ আঘাত লাগে। শীখপুরোহিত দলীপকে স্বধর্ম্মে পুনরুদ্ধার করিয়া ধর্ম্মজীবন দান করিয়াছেন, এখন কি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য ফরাসীদেশে যাইবেন না? রঞ্জিত সিংহের অন্নে পালিত কেহ যদি আজও বর্ত্তমান থাকেন, তবে তিনি ফ্রান্সে গিয়া রাজপুত্রের সেবায় [illegible] করুন। এই দারুণ সময়ে ধর্ম্ম এবং বৈরাগ্যের কথা শুনাইয়া দলীপের প্রাণে মৃতসঞ্জীবনী প্রদান করুন। ভারতবাসীর পক্ষে এতদূর কৃতজ্ঞতা অসম্ভব নহে।

বোম্বাই টাউন-কাউন্সিল রীপন-[illegible] বিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক ৫ হাজার টাকা দান করিবেন।

সিভিল মিলিটারি গেজেটে প্রকাশ যে মবাট এস্সা সদেস। কেবল বাঙ্গালীর দ্বারা গঠিত। বাঙ্গালী সর্ব্বত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বিরাটের সভায় অন্যদেশবাসী লোকের অসদ্ভাব নাই।

ম্যাকভিলো হেরাল্ড বলেন, একদিন এক দল বন্য বরাহকে নগরের ভিতর তাড়াইয়া আনা হয়। দলের মধ্যে একটা বরাহ একটী শিশুকে লক্ষ্য করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হয়। চালক তখন মদু নাম করিয়া যে ঘোড়ার উপর উঠিয়াছিল। সে বরাহকে ফিরাইতে পারিল না। বরং আপনিই ঘোড়া হইতে পড়িয়া যায়। এই সময়ে মিস অরুণ নাম্নী একটি মহিলা সেই স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। মিস অরুণ বিপদ দেখিয়া সহসা আপনার অঙ্গের শাল খানি বরাহের মস্তকে ফেলিয়া দেন, এবং যে সময়ে বরাহ শাল খানি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই অবসরে তিনি শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া ঘোড়ায় উঠেন এবং ঘোড়াকে পূর্ণ দৌড় করাইয়া শিশুকে বাঁচাইয়া আনেন। মিস [illegible] সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব উপস্থিতবুদ্ধি উত্তেজিত করিয়া ভগবান এবং অলৌকিক ভাবে শিশুটীর জীবন রক্ষা করিয়াছেন। রমণীর এই বীরত্ব ও মহত্ত্ব দেখিয়া অনেক বীরপুরুষকেও লজ্জা পাইতে হয়।

ব্রহ্মের নূতন রেলওয়ের মৃত্তিকার কার্য্য শেষ হইয়াছে। ৬ শত সৈন্য রেলপথের উপর দিয়া চলিয়া যাইবে।

কাশ্মীরের মহারাজা রাজ্য শাসনের জন্য একটী মন্ত্রী-সভা স্থাপিত করিয়াছেন। দেওয়ান লক্ষ্মী দাস এবং অমরাবতী অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইহার সভ্য হইলেন, রাজা নিজে সভাপতিত্বের ভার গ্রহণ করিবেন। এই মন্ত্রী-সভার কতদূর কার্য্য হইবে তাহা বলা যায় না। কিন্তু এটী নিশ্চয় যে একা নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় যাহা করিতে পারিতেন, কাশ্মীরের প্রস্তাবিত মন্ত্রী সভা তাহা করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। এক নীলাম্বরকে হারাইয়া কাশ্মীররাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। তাই রাজা এখন রাজ্য শাসনের জন্য সুব্যবস্থা করিতে বিব্রত হইয়াছেন। চঞ্চল লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলে ক্রমেই লোককে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়।

প্রাপ্ত।

কিরণশশী—এই পুস্তক খানিতে একটী উপন্যাস লিখিত হইয়াছে। উপন্যাসটী অতি মনোহর। লেখক ইহার রচনায় বিলক্ষণ [illegible] পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভূরি ভূরি বিচিত্র কৌতূহল-উদ্দীপক ও আনন্দজনক ঘটনা দ্বারা উপন্যাসটী পরিপূর্ণ এবং সমস্ত ঘটনাগুলি পর্য্যায়ক্রমে অতি সুকৌশলে সুসম্বদ্ধ হইয়াছে আর তাহার একটিও অপ্রাসঙ্গিক বা অসংলগ্ন দোষে দূষিত নহে। মাতা পিতা হইতে সন্তানের, পতিব্রতার পতি হইতে ও নায়ক হইতে নায়িকার বিচ্ছেদ এবং পরিণামে বহু বর্ষব্যাপক কাল পরে তাহাদিগের পরস্পরের অদ্ভুত পুনর্মিলন। শ্রদ্ধাবান পতিব্রতার ঈশ্বরের উপর ঐকান্তিক নির্ভর বশতঃ নির্ভীক চিত্তে যথা তথা গমনাগমন, তাঁহার বিপদে পতন সেই বিপদ হইতে কোন অজ্ঞাতকুলশীল উদাসীন কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধারসাধন এবং পরিণামে সেই উদাসীনই বিশেষ আত্মীয় বলিয়া পরিচয় হওয়া, দুষ্ট পাপাত্মাদিগের সরল উদার স্বভাব ধর্ম্মাত্মার নিধন বা সর্ব্বনাশের চেষ্টায় চক্রান্ত এবং সেই চক্রান্তে পরিণামে সেই পাপাত্মাদিগেরই মরণ, অসার অনুকরণপ্রিয় লোকদিগের চিরচরিত

রাসযাত্রার জুয়াখেলা হইয়া গিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে কুপনখেলা" হইবে। জুয়াওয়ালাদের পরিবর্ত্তে কুপনওয়ালা হইবে। আর সৌদামিনী পোদ্দারের পরিবর্ত্তে সৌরভী পোদ্দার হইবে।

শান্তিপুর।

"হুকুম হইল" সরকারী দমকল দ্বারা আগুন নিবাইয়া দেও' কথাটী বড় মুখরোচক। একবার সরকারী একটী বারুদের কারখানায় আগুন লাগে। যে কারখানায় আগুন লাগে, সেই কারখানার অধ্যক্ষ তাঁহার উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষকে এই দুর্ঘটনার বিষয় জ্ঞাত করেন। উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষ আবার তাঁহার উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করেন, ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষগণ হইতে যথা স্থানে এই বিপদের সংবাদ পঁহুছিতে ৩ মাস গত হইয়া যায়। সর্ব্বশেষে সর্ব্ব উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ তিন মাসের পর হুকুম দিলেন যে, "হুকুম" হইল সরকারী দমকল দ্বারা আগুন নিবাইয়া দেও।"

আমরা ইতিপূর্ব্বে ৭ই তারিখের সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলাম যে কলেরা একণে সাংক্রামিক হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। নিজ শান্তিপুরবাসী দুই একটী লোকেও এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। আমরা ভরসা করি; রাণাঘাটের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়েরা এখন হইতে সাবধান হইবেন, তারপর আমরা আবার গত ২১এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলাম "আমরা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম একণে সেই বিপদ উপস্থিত। বিসূচিকা একণে সাংক্রামিক হইয়া দাঁড়াইয়া নিজ শান্তিপুর, রাণাঘাট, হরিপুর সিমলা, কালিনগর, নবলা, নৃসিংহপুর, বেলেডাঙ্গা, বাগদেবীপুর, বাগাচড়া, প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামে এই ভয়ঙ্কর রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। এসকল গ্রামে ইহা দ্বারা মৃত্যুও হইয়াছে। নিজ শান্তিপুরে এপর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৩০ ত্রিশ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। বাগাচড়া অতি সামান্য গ্রাম, এই গ্রামেই ন্যূনাধিক ২০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা আর ভাল দেখায় না। সময় থাকিতে প্রদীপে তৈল প্রদান করিলেই ফল লাভ হয়। প্রদীপ নিবিয়া গেলে তৈল প্রদান করা আর না করা সমান কথা। আমরা ভরসা করি, আমাদিগের নদীয়ার সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হর্পকিন্স মহোদয় এবং পরম শ্রদ্ধেয় কমিসনর শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেব বাহাদুর অতি সত্বর এই বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা যথাযথ প্রজা বৎসল রিভার্স টমসন বাহাদুরের কর্ণগোচর করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে দুঃখী প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন। স্যর রিভার্স জানিবেন যে। তিনি তাঁহার শাসনের ক্ষেত্রে কতকগুলি লোককে বিনা চিকিৎসায় মরিতে দেখিবেন; প্রজার সহ্য করে নহে ইত্যাদি" আমাদিগের এই তারিখের লেখার উপর পুনঃ পাঠ সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ও স্বীয় মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন "আমরা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা করি এই সকল সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় কেবল দাতব্য চিকিৎসালয়ের উপর নির্ভর করিয়া না থাকেন। এই সঙ্কট সময়ের জন্য বিপন্ন স্থানে অধিক বেতন দিয়া স্বতন্ত্র ও উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। সংবাদদাতার লিখিত স্থান সমূহের জন্যও আমরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে এই উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। যদি প্রজার প্রাণরক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য হয়, তবে পীড়ার প্রারম্ভের সময় পল্লীগ্রামের ভিতর থাকিতে সুদক্ষ চিকিৎসক থাকে, তাহার উপায় বিধান করা আবশ্যক। চিকিৎসার অভাবে প্রজার প্রাণ যায়, ইহা কি ইংরাজ গবর্ণমেন্টের গৌরবের কথা' আমরা দেখিতেছি কি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কি উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষগণ কি স্যর রিভার্স টমসন কেহই আমাদিগের লেখার যথার্থ্যের প্রতি মনোযোগ করিলেন না। আমরা পুনরায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি, তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়েকটী কথার প্রতি মনোযোগ করিবেন।

১ম, আমাদিগের লিখিত বিষয় সত্য কি না? ২য় রাণাঘাটে সবডিবিজানের নিজ রাণাঘাট, শান্তিপুর, হরিপুর, সিমলা, কালিনগর, নবলা, নৃসিংহপুর বেলেডাঙ্গা, বাগদেবীপুর, বাগাচড়া, প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে কি না? ৩য় ঐ বিসূচিকা সংক্রামকরূপে পরিণত হইয়াছে কি না এবং ঐ বিসূচিকাক্রান্ত হইয়া লোকের মৃত্যু হইয়াছে কি না? ৪র্থ, যদি হইয়া থাকে, তবে কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ৫ম, বিসূচিকা প্রাদুর্ভূত গ্রামসমূহে লোকের রীতিমত চিকিৎসা হইতেছে কি না? ৬ষ্ঠ, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা এই বিপদ হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন। ৭ম, এই সকল স্থানের প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের সাহায্যের আবশ্যক হইয়াছে কি না? কিন্তু হায়। অ নয়া ভবিষ্যৎ বাণী বলিয়া রাখিতেছি, যখন অনেকগুলি প্রজা বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাইবে, তখন কর্ত্তৃপক্ষগণের সংজ্ঞা হইবে, অর্থাৎ "হুকুম হইল সরকারী দমকল দ্বারা আগুন নিবাইয়া দেও।"

১৯।

বিজ্ঞাপন।

রোগে ইহার আশ্চর্য্য উপকারিতা শক্তি দেখা যাইতেছে। এমন কি ইহা ধারণ করিলে সংক্রামিক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভব নাই। বস্তুতঃ ইহা রক্তপরিষ্কার করতঃ পীড়া অন্তর্দ্ধানে ও অল্পকাল মধ্যে নিবারণ করে। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে যাঁহারা ফল পান নাই তাঁহারা এই তাড়িত ধারণে ফল পাইতেছেন। যেকোও মহাশয় নির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরী তাড়িত সংযুক্ত বলিয়া উক্তি করিলে সে নিতান্ত অমূলক ও তাহা ব্যবহারে কোন ব্যক্তি কখনই আরোগ্য হইতে পারে না। প্রতি কবচের মূল্য ১।৵০ আনা, ডজন ১২॥০; প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ২ টাকা ডজন ২০; প্রতি অনন্তের মূল্য ১॥০, ডজন ১৫ প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬ খান।৵০ আনা ডজন ৸৵০; যাঁহারা অঙ্গুরী ও অনন্ত লইতে ইচ্ছুক তাঁহারা মাপ পাঠাইবেন।

—❀❀—

ইলক্‌ট্রো গ্যালভানীয় কবচ ও অঙ্গুরী।

জগতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মহাত্মা গ্যালভানির প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে আমরা স্বর্ণ এবং রৌপ্যের কবচ ও অঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তাড়িত সংযোজিত করতঃ তাহা দ্বারা যেসমস্ত দুঃসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতেছি, তাহা অনেকেই জানেন। আমাদের নির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরীয়কের বিশেষ আদর দেখিয়া কেহ কেহ হিংসাপরবশ হইয়া নিতান্ত হাস্য জনক কথা সকলের নিকট প্রচার আরম্ভ করিয়া সাধারণকে ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অতএব ক্রেতাগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন যে তাহারা যেন সতর্ক হন এবং দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক প্রতারিত না হন। সাধারণকে বুঝাইবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। কবচ বা অঙ্গুরীয়ক ক্রয়কালে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা উহা স্পর্শ করিলেই তাড়িত প্রবাহ স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন। ক্রেতার পক্ষে এই যথেষ্ট প্রমাণ। এই কবচ ও অঙ্গুরীয়ক দেখিতে অতি সুন্দর।

রৌপ্য কবচ ১খানি ২্ রৌপ্য অঙ্গুরীয়ক ১ খানি ৩ স্বর্ণ কবচ... ...২০ স্বর্ণ অঙ্গুরীয়ক... ...১৮

উপরিউক্ত কবচ ও অঙ্গুরীয়ক ধারণে দুঃসাধ্য ব্যাধি সকল আরোগ্য হয়।

ইহা ব্যতীত নিম্নলিখিত ঠিকানায় নানাবিধ ঘড়ি, চেইন, বোতাম, অলঙ্কার, চসমা বহুমূল্য প্রস্তর ইত্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এবং ঘড়ি মেরামতের কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে।

কে, সি. দাস এণ্ড কোং
৯৪ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট—কলিকাতা

—❀❀—

ইলক্‌ট্রো গ্যালভানীয়

অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত।

পি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক।

৩৪ নং বেনিয়াটোলা লেন পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

তাড়িতের অপরিসীম গুণ বর্ণন।

আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারত মধ্যে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুণ ঢাকা, এলাহাবাদ, শ্রীহট্ট, কটক, মেদিনীপুর, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ, আসাম, বেণারস, হাইদ্রাবাদ, দিল্লী, লাহোর কাশ্মীর ও জগতের সমস্ত সভ্যজাতি এখন এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে-অনেক উৎকট ব্যাধি যাহা এলোপ্যাথিক হাইড্রোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক, ক্রমোপ্যাথিক ইত্যাদি নানা প্রকার ডাক্তার কবিরাজ যে সমস্ত রোগ দুঃসাধ্য ও আরাম হইবে না বলিয়া রোগীদিগকে একেবারে হতাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আমার এই মহৎশক্তি জীবন স্বরূপ বৈজ্ঞানিক তাড়িৎ চিকিৎসা দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছেন। আমার এই তাড়িৎ অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে এবং তাড়িৎ সংযুক্ত দ্রব্য ব্যবহারে মানব শরীরে রোগ নিকটে আসিতে পারে না, অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত ক্রয় করিলে P.C.D. মার্কাযুক্ত দেখিয়া লইবেন। কারণ কোন কোন ধূর্ত্ত লোক লোভের বশতাপন্ন হইয়া অনুকরণ করিতেছেন বলা বাহুল্য। যে কয়েকটী ধাতু পরিমাণ বিশেষ একত্রিত সংলগ্নের দ্বারায় তাড়িত উৎপাদিত হয়। অর্থলোভী লোক সেই সকল ধাতুর যথার্থ পরিমান না জানিয়া সর্ব্বসাধারণকে ঠকাইতেছে, P.C.D. মার্কার অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত তাহাই আমার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং তাহা দ্বারাই জগতের সমস্ত লোকে ৬।৭ বৎসর হইতে বহু প্রশংসা করিতেছেন ও প্রশংসাপত্রও দিতেছেন।

প্রতি কবচের মূল্য ১।০ ও ডজন ১২, প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ১।০ ডজন ১৫ ও অনন্তের মূল্য ১।০ ডজন ১৫ প্যাকিং ও পোষ্টেজ।৵০ অঙ্গুরী ও অনন্তের মাপ পাঠাইবেন ও চারি রকম অঙ্গুরীর মধ্যে যে প্রকার লইবেন নম্বর ধরিয়া লিখিবেন।

—❀❀—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মফঃস্বলের এবং হোমওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন।

: মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—❀❀—

চুলের কলপ।

ইহা জলের ন্যায় তরল, লাগাইতে কোন কষ্ট নাই। যেরূপ পক্বকেশ হউক না কেন ৫ মিনিটে গাঢ় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ৩।৪ মাস থাকিবে। মূল্য ১্ টাকা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করিবেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। আবার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী কথের নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ৯৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৬।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হাণ্ডনোট চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ক্রমশঃকারীবপত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র ২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৩১ শ ভাগ | [illegible] | ৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০,

১২৯৩ সাল। ১৩ই পৌষ। ইং ১৮৮৬। ২৭এ ডিসেম্বর
৮ রিপনাব্দ। ১৩ই পৌষ।

অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭।০ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাসুল সমেত ৬।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সুলভ এজেন্সি।

মফস্বলবাসী সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে যাঁহারা কোন সামগ্রী কলিকাতা সহর হইতে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা আমাদিগের কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা যত সুলভে পারি ক্রয় করিয়া অবিলম্বে সেই সকল দ্রব্য যত্নের সহিত পাঠাইয়া দিব। ক্রয় করিবার অর্ডর প্রেরণকালে অনুমান করিয়া কিছু টাকা পাঠাইবেন। বাজারে যেরূপ দরে খরিদ হইবে লিখিয়া অবগত করা হইবেক এবং দ্রব্যাদি ভ্যালু পোষ্টে অথবা পার্শেলে পাঠান যাইবে। প্রেরিত দ্রব্যের সঠিক মূল্য ঐ সময়ে দিলে চলিবে। কার্য্য বুঝিয়া কমিসন স্থির করিয়া পত্র লেখা হইবে।

গ্রাহক মহোদয়দিগের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া সোমপ্রকাশের মূল্যাদি এবং অন্যান্য আবশ্যক বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশ ডিপজিটারীতে না গিয়া অথবা মূল্যাদি না দিয়া ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে অনুগ্রহ করিয়া আসিলে সমস্ত বিষয়ের স্থির হইবে। সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে যাইবার প্রয়োজন নাই।

সোমপ্রকাশ যন্ত্র ও কার্য্যালয় আদি কলিকাতা গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন ৪৮নং ভবনে স্থাপন করা হইয়াছে। গ্রাহক মহোদয়গণ পত্রাদি ও সোমপ্রকাশের মূল্যাদি উক্ত ঠিকানায় নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইবেন। সোমপ্রকাশ এক্ষণ হইতে নিয়মিতরূপে সত্বর যাহাতে গ্রাহকগণের হস্তগত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মফস্বল ও কলিকাতার যেসকল গ্রাহক উপযুক্ত সময়ে সোমপ্রকাশ না পাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পত্র লিখিলে আমরা তাহার সংশোধন করিব। চাঙ্গড়িপোতা সোনারপুর পোষ্ট আফিসের ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবার আবশ্যক নাই।

আমরা কলিকাতায় আসিয়া নানা প্রকার জবওয়ার্ক ও পুস্তকাদি মুদ্রণ কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। যাঁহারা সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে চেক দাখিলা, চিঠি, লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি যাবতীয় বিষয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা উপরি উক্ত ঠিকানায় আমার নিকট অর্ডার পাঠাইলে নূতন অক্ষরে সত্বর প্রাপ্ত হইবেন। আমরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা নানা প্রকার নূতন অক্ষর বর্ডার ও নকসা আনয়ন করিয়াছি। সুলভ মূল্যে ও সুন্দররূপে যে কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে কোনরূপ প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা নাই। সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে তাঁহারা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাদিগকে মুদ্রন কার্য্যাদি অর্পণ করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র-টাকা কড়ি, মণিঅর্ডার আদি গ্রাহক মহোদয়গণ এক্ষণ হইতে ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মণিঅর্ডার গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাহারও নামে পাঠাইবেন না। অথবা কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যেন দৃষ্টি থাকে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষস্য ;

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা

মূল, শাঙ্করভাষ্য, ও শাঙ্কর ভাষ্যানুমোদিত বাঙ্গলা ব্যাখ্যা।
বাঙ্গালা ব্যাখ্যাতা
পণ্ডিত
শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কর্ত্তৃক বিশেষরূপ সংবর্দ্ধিত ও সংশোধিত।

এরূপ ব্যাখ্যা পূর্ব্বে কখন প্রকাশিত হয় নাই।

মূল্য নায় ডাঃ মাঃ ২৷৹ টাকা মাত্র।

(মাসিক) বেদব্যাস (পত্র)

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক,

সম্পাদিত।

হিন্দু ধর্ম্মের এক মাত্র মাসিক পত্র।
বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা, অসমর্থ ১ টাকা
কিন্তু গীতা ও বেদব্যাস একত্রে লইলে মায় ডাঃ মাঃ
৩৲ টাকায় দুইই পাইবেন।

ঠিকানা,—৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
বেদব্যাস কার্য্যাধ্যক্ষ।

দি—জেসুইন হোমিওপ্যাথিক ফারমেসি

অর্থাৎ অকৃত্রিম হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমস্ত

অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয়।

আমরা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিব। আমাদের ঔষধ সমস্ত নূতন ও অকৃত্রিম। তিন জন বহুদর্শী চিকিৎসক তত্ত্বাবধারক যাহারা এখন অন্ততঃ ৫৲ টাকা ঔষধ লইবেন তাঁহারা চিরদিন অর্দ্ধ মূল্যে পাইবেন। সুন্দর মেহগনি কেস মরক্কো পকেট কেস, থারমমিটর, ষ্টেথসকোপ, গ্লাস, মরটার, মেজর গ্লাস, ড্রপ-কনডক্টর, শিশি কর্ক গ্লবিউলস, পিলিউলস্, সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছি; মাঃ টিং ৵৫, ১২ ডাঃ পর্য্যন্ত ৵৫, ৩০ ডাঃ ৵৫, ২০০ ডাঃ ।৵৫ ড্রাম ক্যাম্ফরের কর্পূরারক বড় শিশি ॥৹। ওলাউঠার বাক্স পুস্তক ও কর্পূরারক সহিত ৩॥৹, কোষ্ঠবদ্ধতা ও অম্লের মহৌষধ স্যানিটুড সিডলিজ ২।৹ সিডলিজের ৩২ পৃষ্ঠার পুস্তক বিনামূল্যে।

সচরাচর ১ দিবসে আরোগ্য হয় এরূপ দদ্রু রোগের মহৌষধ ।৹, কমপাউণ্ড লেপটাণ্ডিন পিল অর্থাৎ মেলেরিয়া ও প্লীহাদির অব্যর্থ মহৌষধ ১॥৹, ঐকাহিক অর্থাৎ ১ দিবস অন্তর জ্বরের আশ্চর্য্য কোঃ ঔষধ ১৲ টাকা।

-●●

নং ১৫৫ ২ (বহুবাজার) চাটুর্জ্জি, বেনার্জ্জি ও মুখার্জ্জি
ষ্ট্রীট—কলিকাতা। } কোঃ ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা

.সচিত্র চিঠির কাগজ

এ প্রকারে চিঠির কাগজ এই প্রথম। সুন্দর রমণী মূর্ত্তি নিয়ে 'ভুলনা আমায়' সরস্বতী মূর্ত্তি সন তারিখ ছাপান ইত্যাদি, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ সকলের ব্যবহারের উপযোগী মূল্য সুলভ পাঁচ দিস্তা ।৵৹ আনা মাশুল /১৹

জে, কে, শর্ম্মা এণ্ড কোং।
২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সকলেরই ব্যবহার্য্য

কেশ-বিনাশক চূর্ণ।

শরীরের যে কোন স্থানের লোম উঠাইবার ইচ্ছা করিবেন, এই চূর্ণ একবার মাত্র লাগাইলে তিন মিনিটের মধ্যে উত্তমরূপে লোম বিনাশ হইবে।

মূল্য—প্রতি কৌটা ।৹, প্যাকিং ৵৹ আনা
" " ডজন ৫ " ।৹ "

এই চূর্ণ খোস কিম্বা কোন প্রকার ক্ষত স্থানে লাগান নিষেধ।

এচ, কার,
২৯ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—●●—

কে, ডি, সরকারের উপদংশ রোগের পারা বর্জ্জিত মহৌষধ।

সিপাহি বিদ্রোহের অবসান সময় নেপালের জঙ্গলে এক মুসলমান ফকীরের নিকট প্রাপ্ত। বিগত২৬বৎসর ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও যশ প্রচারের সহিত ইহার গ্রাহক এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছে যে বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম। ইহাতে কোন প্রকারের পারা নাই, ইহা অল্পকাল মাত্র সেবনেই সহস্র সহস্র লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিরারোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র ইহার লেপনেই রোগোন্মুক্ত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারায় শিশু সন্তান ও পৈত্রিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহা রোগের সর্ব্বাবস্থায় আশু ফলপ্রদ, এমন কি পারাঘটিত ঔষধ সেবন জনিত দূষিত রক্ত ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্ষত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের এরূপ পারা বর্জ্জিত অব্যর্থ মহৌষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রদত্ত প্রশংসাপত্র এবং ঔষধ সেবনের নিয়মাদি ঔষধের শিশির সহিত থাকিবে, আমাকেই লিখিলেই উক্ত প্রশংসাপত্রাদি বিনা ব্যয়ে পাইবেন। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৷৹ প্যাকিং ।৹

শ্রীকালীদাস সরকার
গবর্ণমেণ্ট পেনসনর—লক্ষ্ণৌ।

—●●—

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।
৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নূতন আয়োজন।

আমরা এই ক্ষণ অবধি জার্ম্মাণ এলকোহলে ঔষধ ডাইলিউসন করিয়া বিক্রয় করিতেছি এবং এই নূতন ব্যবস্থায় ঔষধের উপকারিতাও বিশেষরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, আশা করি, সকলে অন্ততঃ এক একবার আমাদিগের ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যদিও নূতন ব্যবস্থা অবলম্বনে আমাদিগের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে তথাপি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি করিলাম না।

সম্প্রতি জার্ম্মেণি হইতে আমাদিগের আবার নূতন ঔষধও কয়েক প্রকার চিকিৎসোপযোগী নূতন সামগ্রীও আসিয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থীদিগের উপাদেয় গ্রন্থ সদৃশ বিধানতত্ত্ব ১ম ভাগ ৲ টাকা। ঐ ২য় ভাগ ১৲ টাকা। ডাক মাশুল /৹ আনা। বিশেষ পরীক্ষিত ম্যালেরিয়া ও বহুমূত্র রোগের মহৌষধ আমাদিগের নিকট পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া ড্রপ এক ড্রাম শিশির মূল্য ।৹ আনা। ২ ড্রাম ঐ ৮৹ ঐ প্যাকিং ৵৹ ঐ ঐ। বহুমূত্র রোগের মহৌষধ ১ ড্রাম শিশির মূল্য (আরোক)। ২ ড্রাম ঐ (চূর্ণ ঔষধ) ১৲ প্যাকিং ৵৹ আনা।

প্রেরিত পত্র।

"ইন্দ্রালয়ে শান্তির অর্চ্চনা।"

দুঃখী সহ ক্লেশ নাশি দৈত্যগণ।
ত্রিদিব-আলয় দেব সেনাগণ।
নাশি মহা অরি আনন্দে মগন।
আছেন সুখেতে দেবতা সব।
ভাসিতেছে এবে অমর হৃদয়।
ভাসিতেছে তায় ত্রিদেশ আলয়।
সুখ সূর্য্য পুনঃ হয়েছে উদয়।
হয়েছে পুনঃ দেব বিভব।

২

দেব পুরন্দর সহদেব মিলি।
সুখেতে বিহরল ঘরে কুতূহলী।
যাপিছেন কাল ত্রিদেব উজলি।
বহিছে হায়! বসন্ত বায়।
নিজে ঋতু-রাজ হইয়া উল্লাস।
ষড় ঋতু সহ হতেছে বিকাশ।
কোরক কুসুম হতেছে প্রকাশ।
মধুর আশায় মধুপ ধায়।

৩

হেথা শচী-রাণী নন্দন কাননে।
বাছি তুলি ফুল সহ সখীগণে।
গেঁথেছেন মালা অতি সাবধানে।
প্রিয়কণ্ঠে দিতে উপহার।
ছাড়িয়া তখন নন্দন কানন।
উঠি ধীর পদে সহ সখীগণ।
উত্তরিলা দেবী ইন্দ্রের সদন।
করেতে ধরিয়া সুচারু হার।

৪

সাধি রাজ-কাজ দেব পুরন্দর।
পশি অন্তঃপুরে প্রফুল্ল অন্তর।
রাণী করে হেরে প্রসূনের হার।
সম্ভাষি শচী (দে) কন্ তখন।
একি প্রাণেশ্বরি! বল দেখি দেবি।
বন ফুলে কেন রচিত কবরি।
কেন সাজ তব সাজে প্রাণেশ্বরী,
ধনেশ যার তুষিছে মন।

৫

অধর হাসি মুখে ইন্দ্রাণী তখন।
কহিলেন দেবী মধুর বচন।
শুন প্রাণেশ্বর! করি নিবেদন।
শান্তিপদ অর্চ্চি করেছি সাধ।
মানব সমরে দেবতা বিচয়।
ব্যথিত হয়েছে তাদের হৃদয়।
দেহ নাথ, এবে অনুজ্ঞা আমায়।
পূজি শান্তি (দেবী) ঘুচুক প্রমাদ।

৬

সেই হেতু প্রিয়ে কেন রূপ হেরি।
রতন ভূষণ সব পরিহরি।
কানন কুসুম ধরেছ আদরি।
ভাসিতে ফুল কবরি'পরে।
শুভ ইচ্ছা তব করিব পূরণ
আগামী প্রভাতে সব দেবগণ।
আসিবে আলয়ে করি নিমন্ত্রণ।
তুষিব তথা যত আমার॥

(ক্রমশঃ)

বশংবদ।
শ্রীহরিচরণ ঘোষ।
কুমিরা—খুলনা।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

অনুসন্ধান-সমিতি।

আজ কাল কলিকাতায় ও মফঃসলে কতকগুলা জুয়াচোর জুটিয়া জুয়াচুরির ভয়ঙ্কর ফাঁদ পাতিয়া মফঃসলের সরল-বিশ্বাসী লোকদিগকে ঠকাইতেছে। এই সকল দুরাত্মারা অতি সুলভ মূল্যে পুস্তক, সচিত্র পুস্তক, নানাবিধ ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রী দিব বলিয়া সংবাদপত্রে কৌশলময় বাক্যাড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া ও হ্যাণ্ডবিল বিলাইয়া সকলকে ভ্রান্ত করিতেছে। এই দুরাত্মারা নাম ও ঠিকানা ভাঁড়াইয়া কখন সাহেব, কখন হিন্দু, কখন মুসলমান সাজিয়া লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে। আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি, শত শত মফঃসলবাসী ইহাদের নিকট টাকা পাঠাইয়া পুস্তক ইত্যাদি জিনিস, এমন কি পত্রের উত্তর পর্য্যন্তও পান নাই ও পাইতেছেন না। এক্ষণে এই সকল জুয়াচোরদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য সকলের অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তব্য। এইজন্য "অনুসন্ধান-সমিতির" সৃষ্টি হইয়াছে। বীণা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের পরামর্শে ও যত্নে এই অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। অনুসন্ধান-সমিতি সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছেন যে, এক্ষণ হইতে মফঃসলবাসীরা এই সমিতিকে না জানাইয়া, জাল বিজ্ঞাপন বা হ্যাণ্ডবিল্ দেখিয়া জুয়াচোরদের নিকট পুস্তক ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্য টাকা পাঠাইবেন না। জুয়াচোরেরা অগ্রে টাকা না পাইলেও Value payable post-এ ছাই ভস্ম ঢাকিয়া পাঠাইয়া মফঃসলবাসীদের নিকট হইতে টাকা আদায় করে। সুতরাং হঠাৎ value payable post-এ ও কেহ পুস্তক ইত্যাদি পাঠাইতে ঐ সকল জুয়াচোরকে পত্র লিখিবেন না। যাঁহাদের কিছু ক্রয় করিতে আবশ্যক হইবে, আমাদিগের নিকট উত্তর দিবার জন্য একখানি অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিলে আমরা সেই জিনিসের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইব এবং সেই সঙ্গে অনুসন্ধান-সমিতির এক খণ্ড নিয়মাবলীও পাঠাইব। তখন তাঁহারা ভাল মন্দ বুঝিয় কার্য্য করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। অনুসন্ধান সমিতির সভ্য (Member) হইতে হইলে বার্ষিক ১ এক টাকা চাঁদা দিতে হয়। অনুসন্ধান-সমিতি পরোপকারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব আমাদের প্রার্থনা এই যে, সকলে এই সমিতির পৃষ্ঠ-পোষক হইয়া যথাসাধ্য সাহায্য করুন।

অনুসন্ধান-সমিতির জনৈক মেম্বর বঙ্গবাসী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দৃষ্টে "মন্ত্রপ্রকাশ" "গুপ্তমন্ত্র" "ভানুমতী" প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহের বিশেষ অনুসন্ধান জন্য বিজ্ঞাপনের লিখিত স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা গিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞাপনের এ, সি, সরকার এবং সরকার এণ্ড কোম্পানী একই ব্যক্তি, আর কোন কোন বিজ্ঞাপনে কামরূপ দেশীয় পর্য্যটক পূজ্যপাদ "শ্রীল শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী যোগীবর" কোন কোন বিজ্ঞাপনে কামরূপ-পর্য্যটক "শ্রীগিরীশচন্দ্র বসু" নামে পরিচিত হইয়াছে। মন্ত্রপ্রকাশ নামক গ্রন্থখানা তিনি ক্রয় করিতে চাহিলে বলা হইল যে, পুস্তকখানি অদ্যাপি ছাপা হয় নাই। কিন্তু গুপ্তমন্ত্র ইহার প্রথম ভাগ মাত্র। গুপ্তমন্ত্র উল্‌টেপাল্‌টে দেখা হইল, লাল কালির ছাপা একখানা ডিমাই ১৫ ফর্ম্মা পুস্তক। তাহার মূল্য ২৲০ টাকা, অর্দ্ধ মূল্য ১৵০ আনায় বিক্রয় হইতেছে। এই সরকার এণ্ড কোম্পানির কিম্বা এ, সি, সরকারের প্রকৃত নাম অধরচন্দ্র সরকার। উক্ত সরকার মহাশয়ের বাটীতে ভানুমতী নামক অদ্ভুত পুস্তকের সহিত "পাল এণ্ড কোম্পানী"র ষ্টার লাইব্রারীর একখানা ক্যাটালগে দেখা গেল, তাহাতে ভানুমতী, হরিসাধন, মেমসাহেব, যোগিনীজীবন, সঙ্গীত রসমঞ্জরী, ভারতীয় রহস্য, হীরার টুকরা, প্রকৃতি ইত্যাদি পুস্তক এবং অমৃত, অপূর্ব্ব দন্তমার্জ্জনী, কেশবিলাস, বাতকেশরী তৈল, শিরঃশান্তি তৈল প্রভৃতি ঔষধের লিষ্ট দেওয়া হইয়াছে। আমরা মফঃসলবাসী বিজ্ঞাপন-পাঠকদিগকে অনুরোধ করি-

তেছি, তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া এই সকল পুস্তকাদি ক্রয় করিবেন।

অনুসন্ধান-সমিতি।
১৩ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।
২৯এ অগ্রহায়ণ, ১২৯৩

অনুসন্ধান-সমিতির অনুমত্যনুসারে শ্রীকালিদাস লাহিড়ী,।
অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ।

আহ্নিক ক্রিয়া।

আহ্নিক ক্রিয়া কথাটী শুনিলেই হিন্দু সমাজস্থ মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে যে, উপনয়নের পর ব্রাহ্মণগণ কোশা কুশী পঞ্চপাত্র লইয়া সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ দ্বারা এবং দীক্ষা গ্রহণের পর শূদ্রগণ উক্ত প্রকারে নিজ উপাস্য মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা—যে কার্য্য করেন, তাহারই নাম আহ্নিক ক্রিয়া বা সন্ধ্যাহ্নিক। আহ্নিক ক্রিয়ার প্রকৃত তত্ত্ব বা ফলোপধায়কতার বিষয়ে সকলের সম্পূর্ণরূপ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও আমাদের এইরূপ বিশ্বাস যে, কেবল ত্রিসন্ধ্যা (তিন বার সন্ধ্যা মন্ত্র পাঠ) দ্বারাই সমস্ত পাপ বিদূরীত হয় এবং সেই সত্য বিশ্বাসের ছায়া বা নাম মাত্রের বশবর্ত্তী হইয়া যাহার যাহা ইচ্ছা কদাচার করিতে বিরত হন না।

এতদ্ব্যতীত আবার অনেকে এই আহ্নিক ক্রিয়াকে সাংসারিক নিত্য কর্ম্ম সকলের মধ্যে একটী কর্ম্ম মনে করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজন মতে আহ্নিক কালের তারতম্য, এমন কি কখন একবারে দুই বারেরই আহ্নিক সমাধা করিয়া থাকেন। আধুনিক হিন্দু সমাজের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণাভিমানী ব্যক্তিগণের মধ্যে এই ব্যাপার প্রবলরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদের যদি কোন স্থানে সন্ধ্যাহ্নিকের সহিত আর্থিক (পরমার্থিক নহে) কোন লাভাকাঙ্ক্ষা থাকে, অথবা অধীন বা নিম্নস্থ জাতির নিকট নিজ শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া প্রতিপত্তি লাভের আন্তরিক বাসনা থাকে, তবে সে সময় ব্রাহ্মণাভিমানী ব্যক্তিগণ আহ্নিকের বিশেষ আধিক্য ও আড়ম্বর দেখাইয়া থাকেন। আর যদি কোন কার্য্যোপলক্ষে শীঘ্র কোথায়ও যাইবার প্রয়োজন হয় এবং আহ্নিকক্রিয়ারও দর্শক কেহ নিকটে না থাকে, তবে পাপশাস্তির আশঙ্কায় হউক কিম্বা অভ্যাস বা সংস্কার বশতঃই হউক তখন তিনি যে আহ্নিক করেন তাহা অতি শীঘ্রই সম্পন্ন হইয়া থাকে। বলিতে কি, হয়ত সে দিন তাঁহারা পূর্ণ অর্দ্ধ প্রহর কালের প্রাতরাহ্নিক ক্রিয়া পঞ্চ মুহূর্ত্তেই দ্বাদশ বার গায়ত্রী জপেই সমাহিত হইয়া যায়; সেই পঞ্চ মুহূর্ত্ত সময়ও যে তাঁহার অন্তর কোথায় গিয়া কি জপ করিতে থাকে, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয়ের একটী সামান্য দৃষ্টান্ত স্মরণ হইল;—

"একদা একাদশীর দিন আমি কোন ব্রাহ্মণাভিমানী লোকাচারনিষ্ঠ, দাম্ভিক প্রাচীন ব্যক্তির বাসায় উপস্থিত হই। বেলা তখন আন্দাজ ৯ টা ১০টার সময় ব্রাহ্মণ কর্ম্মস্থলে যাইবেন। আমি গিয়া দেখিলাম, একটী গৃহে ঠাকুরের একাদশীর ফলাহারের নিমিত্ত অনেক প্রকার আচমনীয় খাদ্য প্রস্তুত রহিয়াছে এবং যে আসনে বসিয়া তিনি আহার করিবেন তাহাতেই ঈষৎ বক্রভাবে বসিয়া তিনি আহ্নিক করিতেছেন। আমি গৃহমধ্যে প্রবেশমাত্রেই ঠাকুর আমাকে সম্ভাষণ করিয়া বসাইলেন। কিন্তু তাঁহার আকৃতি দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন কাহারও উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহার হৃদয় তখন বড়ই অস্থির বলিয়া বোধ হইল।

যাহাহউক, অল্পক্ষণ পরেই (আহ্নিক ক্রিয়ার্থ আচমন, (জল সেচন, অঙ্গুষ্ঠে উপবীত জড়নাদির সঙ্গে সঙ্গে) শীগ্‌গীর দুদ্ দিয়ে যানা রে হারামজাদী মাগী!"—এই উচ্চ মন্ত্র উচ্চারণ করায় বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি আহার্য্য আয়োজনের বিলম্ব জনিত অপরাধিনী বাসার ঝীয়ের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, আর যেন সেই দুগ্ধের প্রতীক্ষাতেই (মনকে আহারকার্য্য বা কর্ম্মস্থলে পাঠাইয়া) লৌকিক আহ্নিক ক্রিয়ায় নিযুক্ত আছেন। বাস্তবিক দুগ্ধের বাটী আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আহ্নিক কার্য্যও সমাপ্ত হইল।

ভাই চিন্তাশীল! তুমি বল দেখি এই প্রকার আহ্নিকের প্রয়োজন কি? এবং এই প্রকার আহ্নিক দ্বারাই কি আমরা নিষ্পাপ হইতে পারি? যদি কেহ বলেন যে, তিনবার আহ্নিক করিলেই শরীর নিষ্পাপ ও মন পবিত্র হয়, তবে তিনি কি এই প্রকার আহ্নিকের কথা বলেন?—বেশ্যার সংসর্গ করিব, পরস্ত্রীর সতীত্ব রত্ন হরণ করিব গবাদির মাংস ভোজন করিব,—এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা তিনবার সন্ধ্যাহ্নিক করিব, তাহা হইলেই কি আমি পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি?

আহ্নিক ক্রিয়া শব্দের অর্থ কি?

আহ্নিক ক্রিয়া শব্দের প্রকৃত অর্থ—প্রাণায়াম দ্বারা সর্ব্বেশ্বর ভগবানের সহিত যোগেচ্ছা। এই যোগেচ্ছাকে ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেই মনুষ্য শরীরস্থ জীব আত্মচিন্তা (আমি কে?) এই চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়া ক্রমশঃ মানুষ এবং অবশেষে "যোগীরূপে সংসারেই স্বর্গসুখ বা নিত্যশান্তির অধিকারী হইতে পারেন।—যোগীরাই জীব ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়. সেই যোগের প্রথম অনুষ্ঠানই এই আহ্নিক ক্রিয়া বা সন্ধ্যাহ্নিক"। আহ্নিক ক্রিয়া শব্দের সরল বা সাধারণ বোধগম্য অর্থ—সংসারবাসী আত্মবিস্মৃত (আমি কে,) এই চিন্তা বিষয়ে অজ্ঞ জীবের দৈনিক কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সংসাধন করিতে পারিলেই মানব দেবতা হন এবং এই কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলেই মানব সংযত বা কদাচার বিরত হইতে পারেন।

প্রত্যেক কার্য্য সাধনের পূর্ব্বে যেমন তাহার আনুসঙ্গিক সুযোগ সকলের অনুসন্ধানের প্রয়োজন, তদ্রূপই আহ্নিক ক্রিয়া সাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণকেও প্রথমে ইহার আনুসঙ্গিক সমস্ত বিষয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে এক এক পদ করিয়া প্রবেশ করিবার প্রয়োজন হয়। প্রবেশের পূর্ব্বে যদি কোন বিষয় জটিল বলিয়া বোধ হয় তবে সন্দিগ্ধ বা পশ্চাৎপদ না হইয়া ধীরভাবে চেষ্টা করিলে তাহা অবশ্যই সরল ও অধিকতর আনন্দজনক বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিকও এই পরম শান্তির প্রদ আহ্নিক ক্রিয়ার মধ্যে জটিলতা কিছুই নাই. বরং এত সরল যে ইহার সংসাধন সোপানে একবার পাদস্পর্শ করিতে পারিলে সংসারে আর কোন যাতনা বা কোন পদার্থেরই অভাব থাকে না। আমাদের সাধুহৃদয় যোগী পূর্ব্বপুরুষগণ আহ্নিক ক্রিয়ার যে সকল উপকারিতা (ফল শ্রুতি) বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বর্ণনাও যে অমূলক নহে, তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়।

আহ্নিক ক্রিয়া বা সংসারবাসী আত্মবিস্মৃত আমাদের কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে এই সংসার বাসস্থান, আত্মবিস্মৃতি, জীব প্রভৃতি প্রথম জ্ঞাতব্য বিষয় গুলির আলোচনার পর কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলে, এজন্মে নও আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যাইতে পারে।

ক্রমশঃ।

শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়!

আমরা ইহা জানাইতেছি যে, নওপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয় ও দীঘপাড়াবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয় গোবিন্দ

নিবাসী বিলাত প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায়ের সংস্পৃষ্ট দোষে দোষী হওয়ায় আমাদের সাক্ষাতে যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করাতে আমরা তাঁহাদিগকে সমাজে পুনর্গ্রহণ করিলাম। ইতি সন ১২৯৩ সাল ২রা পৌষ।

শ্রীশ্যামাচরণ দাস গুপ্ত	সাং জামনা
" মধুসূদন রায়	ঐ
" কালীপ্রসাদ দাস গুপ্ত	ঐ
" কেনারাম মজুমদার	ঐ
" উমাচরণ দাস গুপ্ত	ঐ
" নবকিশোর সেন গুপ্ত	ঐ
" শশিভূষণ গুপ্ত	ঐ
" প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত	ঐ
" শশিভূষণ সেন গুপ্ত	ঐ
" প্রিয়নাথ মজুমদার	ঐ
" আশুতোষ সেন গুপ্ত	ঐ
" রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক	ঐ
" বিপিনচন্দ্র দাস গুপ্ত	সাং নওপাড়া
" হরিপ্রসাদ সেন গুপ্ত	সাং কড়ুই
" আশুতোষ মল্লিক	সাং উদ্যানপুর
" শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত	সাং বাগিয়াড়া

বিশেষ সুবিধা।

সোমপ্রকাশের সুলভ মূল্য।

৩ মাসের জন্য।

আগামী পৌষ মাস হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যে যাঁহারা নূতন গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত হইবেন, তাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫৲ টাকায় এই প্রাসদ্ধ সংবাদপত্র খানি পাইতে পারিবেন। এই সুলভ নিয়মের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ চৈত্রমাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহার পর সাধারণে এরূপ সুযোগ পাইবেন না। নূতন গ্রাহকগণ অধ্যক্ষের নামে ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা। এই ঠিকানায় মূল্যাদি পাঠাইবেন।

সোমপ্রকাশ।

১৩ই পৌষ সন ১২৯৩ সাল।

সপত্নীর বিবাদের ন্যায় ভারতবর্ষে জেতা ও বিজেতৃ জাতির বৈষম্যভাব দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। দ্বিপত্নীক গৃহস্বামীর যেমন দুর্দ্দশা ভারত গভর্ণমেণ্টেরও সেই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। গৃহস্থ যদি বুদ্ধিমান হন এই অনর্থক বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিতে পারেন। গভর্ণমেণ্ট যদি চতুর হন জেতৃ বিজেতৃ জাতির এই ঘোর শত্রুতা কৌশল ক্রমে মিত্রভাব পরিণত করিতে পারেন। এক ইলবার্ট বিল হইতে এই শত্রুতার জন্ম হইয়াছে। জেতৃ জাতি গোপনে গোপনে বিজেতার উপর যে প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছিলেন ইলবার্ট সাহেব তাহার গূঢ়ত্ব ভেদ করিয়া বিজীত জাতির চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন। সেই অবধি বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে। সেই অবধি দেশী বিদেশীর মধ্যে কতটুকু পার্থক্য তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জেতৃজাতি সেই পার্থক্য বজায় রাখিতে চান, বিজীতজাতি সুশিক্ষিত হইয়া সেই পার্থক্য নিবারণ করিতে চান। দোষ কার? ইলবার্ট সাহেবের। দোষ কার? ভারতবাসীর শিক্ষার। আর দোষ কার? ইংরাজ প্রকৃতির। দোষ যাহারই হউক, এখন এই বিবাদের একটা মীমাংসার প্রয়োজন। আমরা জানি দুই পক্ষই একটু নরম না হইলে বিবাদ মিটে না। আমাদের যতটুকু প্রার্থনা বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা হইতে কিঞ্চিৎ হ্রাস করা প্রয়োজন, আর এংলোইণ্ডিয়ানগণ যতদূর টানিয়া রাখিতে চান তাহার কতকটা শৈথিল্যেরও প্রয়োজন। উভয় পক্ষের এইরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টকে তাহার মধ্যস্থতা করিতে হয়। মাঝীকে একটু শক্ত হইতে হয়, গৃহস্বামীকে একটু চতুর হইতে হয়। তাই আমরা বলি গভর্ণমেণ্ট এবিষয়ে একবার চিন্তা করুন। দুইদিক হইতে যে বৈষম্যের ঝড় বহিতেছে, সে ঝড় কেবল বড় গাছের গায়েই লাগে। স্বামী স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে সে ঝড়। সহ্য করিতে হইতেছে। যাহাতে আর তাহা সহ্য করিতে না হয়, সে পক্ষে সাম্য বিধান করা গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজন। ইহাতে আমাদের উপকার, এংলোইণ্ডিয়ানগণেরও উপকার, অথচ গভর্ণমেণ্টের উপকার। গভর্ণমেণ্ট যখন পরের বিবাদ মিটাইবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক শালিশী হইতে যান তখন ঘরের বিবাদ মিটাইবার জন্য চেষ্টা করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। লর্ড ডফরিণ বলেন, এই বিবাদ মীমাংসার জন্য পবলিক সার্ভিস কমিসনের সৃষ্টি। কিন্তু ইহাতে বিবাদের মূল কারণ নষ্ট হইবে কি না সে পক্ষে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। গভর্ণমেণ্টকে এবিষয়ে আরও কিছু করিতে দেখিলে আমরা বড় সুখী হইব।

আমাদের বারুইপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, বারুইপুরের নিকটবর্ত্তী 'শখরবালি' গ্রামে কুকুর ক্ষিপ্ত হইয়া অনেক গুলি মনুষ্য ও কয়েকটা গোরুকে কামড়াইয়াছে। শৃগাল ও কুকুর ক্ষিপ্ত হইয়া এখানকার অধিবাসিগণের সর্ব্বদাই জীবন শঙ্কা উপস্থিত করে। মিউনিসিপালিটী হইতে বন্য জন্তু ও হিংস্রক পশু শিকারের এ পর্য্যন্ত ও কোন বন্দোবস্ত করা হইল না। দেশের লোক পরলোক গমন না করিলে বুঝি ইহার "বজেট" হইবে না।

পুরাতন কমিসনারগণের পরিপক্কতা ও নব নির্ব্বাচিত কমিসনারগণের কার্য্যদক্ষতার গুণে অত্রস্থ মিউনিসিপালিটীর দৈনন্দিন সুবন্দোবস্তের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। গত ৭ই ডিসেম্বর প্রাতে বারুইপুর মিউনিসিপাল ডাক্তারখানাতে একটী রোগী ইহলোক ত্যাগ করে। বেলা আন্দাজ ৯ টার সময়, দুই জন মুর্দ্দফরাস শবটীর গলায় রজ্জু বাঁধিয়া বারুইপুর বাজারের মধ্য দিয়া কুলপীর পাকা রাস্তায় বরাবর শবদাহ স্থানে টানিয়া লইয়া যায়। ইষ্টক ও রাস্তার ঘর্ষণে দেহের অনেক স্থান ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকে। পুনরায় ঐ দিন বেলা ৩। টার সময় আর একটী রোগীর মৃত দেহ উলঙ্গ করিয়া পরিধেয় বস্ত্রে পদ দ্বয় বাঁধিয়া ঐ রূপে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। শবদাহস্থানটী মিউনিসিপাল ডাক্তারখানা হইতে অন্যূন অর্দ্ধ মাইল দূরে। প্রকাশ্য সাধারণ গমনাগমনের পথ দিয়া শবদেহ এরূপ নির্দ্দয়রূপে টানিয়া লইয়া যাওয়া কি মিউনিসিপাল আইনে আছে? কি কমিসনার বাবুদের নূতন বজেটে আছে? ভাইস-চেয়ারম্যান, পাদরি সাহেব, তিনি কি এ রূপ নির্দ্দয়াচরণের কোন প্রতিবিধান করিবেন না?

পাঠক! এই পৈশাচিক ব্যবহারের কথা শুনিয়া কি মনে করেন? উলঙ্গ অবস্থায় একটী শবদেহ

মিউনিসিপ্যালিটীর অধিকারের ভিতরে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়, আর সেই মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তা কর্ত্তা ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু আর ধর্ম্মযাজক খ্রীষ্টান। এই ভয়ানক নিষ্ঠুরতার জন্য দায়ী কে? শবদেহ উলঙ্গ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার সময় সেই ক্ষত বিক্ষত বিকৃতিপ্রাপ্ত দেহের চরম দুর্দশা নিরীক্ষণ করিয়া লোকের যে বীভৎস ভাবের উদয় হয়, তাহার জন্য দায়ী কে? গবর্ণমেণ্ট নিজেই এই বীভৎস ভাব উপলব্ধি করিয়া যাহাতে মৃতদেহ অনাবৃতভাবে না রাখা হয়, তাহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বারুইপুরের নিষ্ঠুর মিউনিসিপ্যালিটী সেই আইনের ব্যতিক্রম করিয়া কি দণ্ডনীয় হইতে পারেন না? আমরা অনেক মিউনিসিপ্যালিটীর বিপক্ষে অনেক কথা শুনিয়া থাকি, কিন্তু কোন মিউনিসিপ্যালিটীতে এরূপ বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় হইতে শুনি নাই। বারুইপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ন্যায় কোন মিউনিসিপ্যালিটীতে এতদূর স্বেচ্ছাচারিতা আরম্ভ হইয়াছে কি না তাহা আমরা জানি না।

বারুইপুর মিউনিসিপ্যালিটীর আইন মনুষ্যত্বের মস্তকে পদাঘাত করিয়া কার্য্য করিতেছেন। দক্ষিণ দেশের মধ্যে বারুইপুরের ন্যায় একটী বৃহৎ মফস্বলের মিউনিসিপ্যালিটীর ভিতর যে কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের অভাব ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। মিউনিসিপ্যাল কমিসনারগণ যদি নিজ চক্ষে এই নিষ্ঠুর অলৌকিক কাণ্ড দেখিতেন বোধ হয় তাঁহাদিগকেও লজ্জিত হইয়া মিউনিসিপাল গদি পরিত্যাগ করিতে হইত। তাঁহাদের ঔদাসীন্য বশতই যে এইরূপ কার্য্য ঘটে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মৃতদেহের উপযুক্ত সম্মান করা সকল ধর্ম্ম ও সকল শাস্ত্রসম্মত। সকল জাতিরই বিশ্বাস যে মৃত ব্যক্তির আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া শবের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকে। কেহ কেহ বলেন মৃতদেহের সম্মান রক্ষা হয় কি না মৃতের আত্মা উপর হইতে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। এইরূপ বিশ্বাস হেতু বর্ত্তমানে মৃতদেহের পৈশাচিক অবমাননা করিয়া মিউনিসিপ্যালিটী সকল ধর্ম্মের উপরেই আঘাত করিয়াছেন। উলঙ্গ শবদেহের পাদদেশে রজ্জু বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার কথা আমরা গল্পে শুনিয়াছি বটে, কিন্তু চক্ষের উপর এরূপ নিষ্ঠুর ভীতিজনক হৃদয়বিদারক বীভৎস দৃশ্য কখনই দর্শন করি নাই। বারুইপুর মিউনিসিপ্যালিটী এই নৃশংস আচরণ করিয়া আমাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছেন যে বারুইপুর মিউনিসিপালিটি আত্মশাসন ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে শিখেন নাই। যাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের উপর এতদূর অনাবেশ মনুষ্যত্বের উপর এত দূর বিতৃষ্ণা, দয়ার উপর এতদূর ঘৃণা, তাঁহারা যে রূপ ভদ্র সম্প্রদায় হউন না কেন, কখনই আত্মশাসন কার্য্যে বিচারকের আসন পাইতে পারেন না। বারুইপুর একটী উচ্চশ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটী ইহাঁদের যে ময়লাফেলা গাড়িটী পর্য্যন্তও নাই তাহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। মৃত পশু পক্ষীর দেহটীও যখন ময়লারগাড়ির উপরে লইয়া যাওয়া হয় তখন মনুষ্য শরীরের যে এরূপ দুর্দ্দশা করা হয় ইহাকি নিতান্ত দুঃখের বিষয় নহে? বন্দোবস্তের অভাবে যে খানে এরূপ বিসদৃশ কাণ্ড ঘটে, সেখানে মিউনিসিপ্যালিটীর উপর লোকের কিরূপ বিশ্বাস জন্মিতে পারে?

কোন সহযোগী সম্বাদ পাইয়াছেন যে ত্রিপুরায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। গত বর্ষার জল প্লাবনে ত্রিপুরাবাসীর সংগৃহীত ধান্যাদি ভাসিয়া গিয়াছে। এখন অন্নের দায়ে চতুর্দ্দিকে হাহাকার উপস্থিত। প্রায় ৮৯ টী পরিবার অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবার উপক্রম হইয়াছে। দেশের লোকের যাহাদের কিছু ধান্যাদি আছে, তাহারা দুর্ভিক্ষের ভয়ে বিক্রয় করিতে চায় না। যাহাদের যৎসামান্য অর্থ আছে তাহারাও ক্রয় করিয়া অন্নের সংস্থান করিতে পারে না। যেখানে পূর্ব্বে পৌষ মাসে গোলা গঞ্জে ধান্য পরিপূর্ণ থাকিত, এবৎসর সেখানে পারাবতেও খুঁটিয়া লইবার শস্য পায় না। যাহা কিছু ধান্য আছে তাহা রোডসেস কমিটীর হস্তে। এই কমিটী হইতেই সময়ে সময়ে অনেকের জীবন রক্ষা হইতেছে। কিন্তু যত শস্যের প্রয়োজন রোড্‌সেস কমিটী তাহা যোগাইতে পারিতেছেন না। চতুর্দ্দিকে হা অন্ন! হা অন্ন! শব্দ পড়িয়া গিয়াছে। গৃহস্থের স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া চক্ষের জলে দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতেছে। ভিক্ষা মিলে না, পরিশ্রম করিবার স্থানও মিলে না। সাতমাথা এবং ব্রাহ্মণবেড়িয়া সবডিভিজনের গ্রাম সমূহে ভয়ানক হাহারব পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের এই রাজনৈতিক আন্দোলনের মত্ততার সময়ে একি হৃদয়ভেদী সমাচার। লিখিতে ইচ্ছা হয় না, আন্দোলনেও যোগ দিতে ইচ্ছা হয় না। এই সম্বাদ পাইয়া অবধি আর কোন বিষয়ে আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতে মন যায় না যখনই জাতীয় কনগ্রেসের কথা ভাবি অমনি কে যেন বলিয়া দেয় ৮৯টী বঙ্গের পরিবার অনাহারে মরিতেছে, এখন এবিষয় আন্দোলন করিবার সময় নয়। যখন ব্যবস্থাপক সভার কথা ভাবি অমনি কে যেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত দুঃখী পরিবারের দুর্দ্দশার চিত্র চক্ষের সম্মুখে আঁকিয়া দিয়া আমাদিগকে নিবৃত্ত করে। গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই ইহার অনুসন্ধান করুন। সম্বাদ যদি সত্য হয়, সহস্র কার্য্য ফেলিয়া অগ্রেই এই দুর্ভিক্ষ দমনের চেষ্টা করুন। প্রজার প্রাণ অগ্রে, প্রজার উন্নতি পরে। বঙ্গের চতুর্দ্দিকে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে। এসময়ে সাহায্য করিবা কয়েক খানি গ্রামের দুর্ভিক্ষ দূর করিতে ক্লেশ হইবে না। দুর্ভিক্ষ-ধন ভাণ্ডার হইতে যদি অর্থ সাহায্য করা প্রয়োজন হয়, তবে অতি সামান্য অর্থ দিয়া সামান্য কয়েক খানি গ্রামের দুর্দ্দশা দূর করিতে পারিলে স্বল্প অল্প আয়াসেই গভর্ণমেণ্ট সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারিবেন।

পবলিক সার্ভিস কমিসনের প্রশ্ন—২। ষ্টাটুয়ারী সিভিলিয়ানদিগের নির্ব্বাচন প্রণালী—যদি ষ্টাটুয়ারী পরীক্ষার নিয়ম পদ্ধতি রক্ষা করা যায়, তবে নামোল্লেখপূর্ব্বক নির্ব্বাচনের পর শিক্ষানবীশী করা সম্বন্ধেই বা তাঁহাদের মত কি? নামোল্লেখ পূর্ব্বক নির্ব্বাচনের পর শিক্ষানবীশী করিবার ব্যবস্থা না রাখিলে উপযুক্ত এবং সুদক্ষ লোক পাওয়া যাইবে কি না? শেষোক্ত বিষয়টী সম্বন্ধে লোকের অভিজ্ঞতা কি প্রকার? যাঁহারা সুদক্ষ এবং সদ্‌গুণসম্পন্ন বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদেরই নামোল্লেখ পূর্ব্বক নির্ব্বাচন করিলে চলিতে পারে কি না? যদি এরূপ বিবেচনা করেন, তবে দক্ষতা এবং সদ্‌গুণসম্পন্নতা প্রমাণ করিবার উপায় কি? স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কি বিশ্ববিদ্যালয়, যাঁহাদের মনোনীত করিবেন, তাহাদের পরীক্ষার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার ভিতরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিবার ব্যবস্থা করিলে তাহাতে লোকের মতামত কি? এই দুই প্রণালী (নামোল্লেখ দ্বারা নির্ব্বাচন এবং প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা) ব্যতীত ষ্ট্যাটুয়ারী সার্ভিসে প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার লোক সম্মত কি না? যদি নির্দ্দিষ্ট অথবা প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্ব্ববাদীসম্মত হয়, তবে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিবিধি স্থির হইবে অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থানুসারে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। যদি সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একটী মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিবিধি স্থির হয়, তবে সকল প্রদেশে উপযুক্ত সংখ্যক কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কতদূর স্থিরতা আছে। যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে তখন সকল প্রদেশে

সুবিচার করিয়া কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন কিরূপে হওয়া সম্ভব? উল্লিখিত তিন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রণালীর মধ্যে বয়স মানসিক উন্নতি, সামাজিক, নৈতিক এবং শারীরিক পারদর্শিতাসম্বন্ধে আপনারা কি প্রকার নিয়ম করিতে চান? কেহ একবার নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহার শিক্ষানবীশীর প্রয়োজন হয় কি না? যদি প্রয়োজন হয়, তবে কতদিন এই প্রকার শিক্ষানবীশী করা আবশ্যক? এই শিক্ষানবীশীর সময় চিহ্নিত বা অচিহ্নিত সার্ভিস অথবা আর কোন প্রকারে অতিবাহিত করিবার নিয়ম করা যাইতে পারে কি না? নির্ব্বাচনের পর এবং শিক্ষানবীশীর পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত ব্যক্তির পক্ষে কোন বিশেষ শিক্ষার অধীন রাখা বিবেচনাসিদ্ধ কি না? যদি এরূপ বিবেচনাসিদ্ধ হয়, তবে হালীবরী কলেজের ন্যায় ভারতবর্ষে কোন কলেজ স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত কি না? যদি বিলাতে কোন বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা না করেন, তবে সিভিল সার্ভাণ্টগণকে অপেক্ষাকৃত দক্ষতা ও সুশিক্ষা লাভের জন্য উৎসাহ দেওয়া আপনাদের অভিপ্রেত কি না? যদি হয়, তবে এরূপ উৎসাহ দিবার উপায় কি? শিক্ষানবীশী করিবার পূর্ব্বে বা পরে এরূপ উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য? বিলাতে গিয়া বিশেষ শিক্ষা লাভ করিবার জন্য বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দেওয়া আপনাদের অভিমত কি না? সম্মত হইলে উচ্চ পদে দেশীয় নিয়োগের ব্যবস্থার সহিত এরূপ ব্যবস্থার কিরূপ সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। যাঁহারা দেশে বসিয়া উত্তীর্ণ, তাঁহাদের সহিত বিলাত ফেরতগণের কার্য্য প্রাপ্তির কোনরূপ বিভিন্নতা করা যায় না। যাহারা বিলাতে যাইবেন তাঁহাদের কোন উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া অন্যান্য খরচপত্র দেওয়া হইতে পারে কি না? যদি ইংলণ্ডে পরীক্ষার বিধান করিয়াও দেখা যায় যে, এদেশীয় লোক উক্ত কার্য্যে স্বল্প সংখ্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন তখনও ষ্ট্যাটুযারী পদ্ধতি বজায় রাখা যুক্তিযুক্ত কি না? এরূপ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত না হইলে এসম্বন্ধীয় নিয়মাদির কিরূপ প্রবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য?

হ্যারিসন সাহেবের নূতন শাসননীতি।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান হ্যারিসন সাহেব মিউনিসিপ্যালিটীর ভোট সম্বন্ধে একটী বিস্ময়কর নীতির আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। সাহেব বলেন,—"ভোটের সংখ্যা অনুসারে সভ্য নির্ব্বাচন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল যে সংখ্যা বিবেচনায় সভ্য নির্ব্বাচন হইবে আর স্বার্থ এবং পারদর্শিতার উপর দৃষ্টি রাখা হইবে না, এ কথার কোন অর্থ নাই।" স্বার্থ এবং পারদর্শিতা কি, পাঠককে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কলিকাতায় বহু সম্প্রদায় এবং বহু জাতির বাস। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি ইংরাজ, কাফ্রী, চীন এবং পৃথিবীর মধ্যে এমত জাতি নাই যে তজ্জাতীয় বহু সংখ্যক লোকে কলিকাতায় আসিয়া কার্য্যোপলক্ষে বাস করে না। হ্যারিসন বলেন এই সকল জাতির যে পরিমাণ প্রয়োজন এবং ইহাদের শিক্ষাও কার্য্যপটুতা যেরূপ, মিউনিসিপ্যালিটীর সভ্য নির্ব্বান সেই অনুসারেই হওয়া আবশ্যক। আমরা এই নূতন ব্যবস্থাকর্ত্তার আজগুবি শাসন নীতির কথায় হাস্য করিব কি বিরক্ত হইব তাহা বুঝিতে পারি না। মিউনিসিপ্যালিটীতে কোন বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত, আমাদের যে সকল পাঠক মিউনিসিপ্যালিটীর অধীনে বাস করিতেছেন, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। মনে করুন, কোন মিউনিসিপ্যালিটীর এক ওয়ার্ডে ৫০০ লোকের বাস, অন্য ওয়ার্ডে কেবল ৫০ জন ভোটারের বাস। এই ৫০০ ভোটারের অধিকাংশ মূর্খ প্রজা কিন্তু তাহাদের বাসস্থানের বিস্তৃতি অন্যান্য ওয়ার্ড অপেক্ষা অধিক। এখন ইহাদের ভিতর সভ্য নির্ব্বাচন কিরূপ হইবে? ৫০ জন ভোটারের ওয়ার্ডে যদি ৩০ জন শিক্ষিত ও পারদর্শী ব্যক্তি হন, তবে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর সমস্ত অথবা অধিকাংশ সভ্য কি সেই ওয়ার্ড হইতেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য? মিউনিসিপ্যালিটীর হস্তে করদাতার প্রাণ, স্বাস্থ্য এবং উন্নতি সকলই নির্ভর করে। এখন ৫০০ শত প্রজার জীবনের উপর তাচ্ছল্য করিয়া কেবল ৫০জন লোক লইয়াই কি মিউনিসিপ্যালিটী ব্যস্ত থাকিবেন। রাজা তেজচন্দ্রের জীবনের প্রয়োজনীয়তা হরে কাওরার জীবনের সহিত কি মিউনিসিপ্যালিটীর চক্ষে সমান ভাবে দৃষ্ট হয় না? রায় বাহাদুরের পুত্রের সুশিক্ষার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর যত প্রয়োজন, একজন শ্রমজীবীর সন্তানকে শিক্ষা দিবার জন্য কি তাঁহাদের তত প্রয়োজন হয় না? একজন আমীর ওমরা ও যে পথ দিয়া চলেন, একশত শ্রমজীবীর গমনাগমনের পথের সহিত কি তাহার সমান প্রয়োজন নহে? কলিকাতায় হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। হ্যারিসন সাহেব সেই হিন্দু দিগের ভিতর হইতে অধিকাংশ সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়াছেন। তাই স্বার্থ এবং প্রয়োজনের দোহাই দিয়া বলিয়াছেন, নির্ব্বাচন নীতি কেবল সংখ্যাগত হওয়া উচিত নহে। তাঁহার মতে খ্রীষ্টানের স্বার্থ এবং প্রয়োজনের উপর যদি হিন্দুর বিচার করিতে হয়, তবে তাহা স্বাবিচার হইবে না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইংলণ্ডের মহাসভার সভ্যদিগের কি? সেখানে আইরিষ প্রশ্নের উপর ১০০ শতগুণ অধিক ইংরাজ কথা কহিতে পারেন কোন হিসাবে?

হ্যারিসন সাহেব নূতন আইনকর্ত্তা হইয়া খ্রীষ্টান সমাজে একটা বাহবা লইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তাই এই স্বার্থদর্শী অসাম্য নীতির অবতারণা। হ্যারিসন যদি সভ্য জগতের ইতিহাস পাঠ করিয়া রাজনীতি শিক্ষা করিতেন, তবে ফ্রান্স সুইজারলাণ্ড এবং আমেরিকার রাজনৈতিক অবস্থা দেখিয়া তাঁহার জ্ঞান জন্মিত যে, এরূপ স্বার্থনীতি ও ভেদনীতির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে মিউনিসিপ্যাল গবর্ণমেণ্টের সপিণ্ডকরণ হইবে।

আমরা ছোট লাটকে প্রকারান্তরে হ্যারিসনের মত সমর্থন করিতে দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। ছোট লাট হ্যারিসন সাহেবের সহিত মুসলমান সম্প্রদায়ের হস্তমর্দ্দন করিয়া এই বিষম নীতি বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী ইংলিসম্যানও মুসলমানের গন্ধ পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছেন, হিন্দু মুসলমানের ভিতর একটা বিবাদ বাঁধাইয়া ভারতবাসীর মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ জন্মাইয়া দেওয়া এখন গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হইয়াছে। হ্যারিসন সাহেব একজন সুকৃতকর্ম্মা বড় লোক হইয়া এই বিরোধের মোক্তারি করিতেছেন, সাহেব বুঝাইতে চান যে মিউনিসিপাল সভায় হিন্দুর সংখ্যা অনুচিত বৃদ্ধি হইয়াছে। মুসলমানের স্বার্থ সম্যক প্রদর্শিত হইতে পারিতেছে না। যে সকল কৃতবিদ্য সুবিজ্ঞ মুসলমান এই চাতুরির ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কখনই হ্যারিসন অথবা ইংলিসম্যানের তোষামোদ বাক্যে ভুলিবেন না। যাঁহারা "আপ কি ওয়াস্তে" আমরা কেবল তাঁহাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব।

মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে এরূপ দুর্নীতি প্রচলিত হওয়া বড়ই অনিষ্টকর। অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষে কখনই ইহা অবলম্বনীয় নহে। অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটীর সভ্যগণ এই অনভিজ্ঞ স্বার্থদর্শী নববিধান কর্ত্তার নজীর লইয়া ভেদনীতির পক্ষপাতী না হন, ইহাই আমাদের বক্তব্য। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাধীনচেতা কমিসনরগণ এই দুর্নীতির নিন্দা করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র সভা করিতে পারেন। সুযোগ্য কমিসনর সুরেন্দ্র বাবু এ বিষয়ে সাধারণভাবে মত প্রকাশ করেন ইহা আমাদের প্রার্থনা।

লর্ড ডফরিণের কলিকাতায় আগমন।

লর্ড ডফরিণ ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এখনও আমরা প্রত্যাবর্তন শব্দের উল্লেখ করিতেছি। এখনও আমরা মনে করি যে কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী, ভারতবর্ষের শাসনকর্তার আবাসস্থান। লর্ড ডফরিণ বৎসরের অধিকাংশ কাল সিমলায় অবস্থিতি করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে বহির্গত হন; এখন দুই তিন মাসের জন্য রাজধানীর নাগরিকগণের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যদি কেহ বলেন শাসনকর্তা অন্যত্র স্থান নির্দ্দেশ করিয়া কলিকাতা দর্শন করিতে আসিয়াছেন, তাহা হইলে আমরা বড় দুঃখ পাই। যদি কেহ বলেন কলিকাতা শাসনকর্তার প্রবাসস্থান এবং দুই তিন মাসের জন্য তিনি এখানে গাঢ় প্রবাস করিতে আসিয়াছেন, তাহা হইলে আমাদের মনে হয় যেন কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট গৃহ শূন্য, আমরাও শাসনকর্তার সদয় দৃষ্টির বহির্ভূত। লর্ড ডফরিণ সত্য সত্যই যে প্রবাসে আসিয়াছেন আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না, সমগ্র দেশ যখন সিমলা বিহারের বিরুদ্ধে সমস্বরে চীৎকার করিল, তখন লর্ড ডফরিণ কেবল নিজের ভোগ বিলাসের জন্য যে প্রজাবর্গের কথায় কর্ণপাত করিবেন না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। যাহা ন্যায় এবং যুক্তি সম্মত লর্ড ডফরিণ বলেন যে তিনি তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য সর্ব্বদাই সমুদ্যত, সিমলাবাসে যে প্রকার কতদূর ক্ষতি লর্ড ডফরিণ তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। সিমলা পরিত্যাগ করিয়া সেই জন্য তিনি ভারতবাসীর অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া থাকিবেন। আমরা রাজা বা শাসনকর্তার এরূপ দেশ পর্য্যটনের বড়ই পক্ষপাতী। রাজা যত প্রজার সহিত সম্মিলিত হইবেন, তাহাদের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার জন্য যতই চেষ্টা করিবেন, ততই তিনি প্রজার প্রিয়পাত্র হইয়া দাঁড়াইবেন। দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে লর্ড ডফরিণের উপর প্রজার যেরূপ ভাব ভক্তি ছিল, একণে তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছে। পুনার সার্ব্বজনিক সভা এবং আর কয়েকটী স্থানে লর্ড ডফরিণ যেরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে প্রজাবর্গ প্রীত না হইয়া থাকিতে পারে না। আমরা লর্ড ডফরিণের প্রকৃতির কোন দোষ দেখি না। ইজিপ্টে তিনি প্রতিনিধি ব্যবস্থা প্রচলন করিয়া রাজনৈতিক জগতে প্রশংসা লাভ করিয়াছেন তিনি যে একাদশদর্শী হইয়া ভারতবাসীর অপ্রিয় সাধন করিতেছেন তাহা আমাদের বিবেচনা হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সিমলায় দলচক্র স্থাপিত আছে। সেই চক্রে পড়িয়া নিতান্ত সাধু ব্যক্তির প্রকৃতিও বিকৃত হইয়া পড়ে। লর্ড ডফরিণ যদি কলিকাতায় থাকিতেন, আমরা এতদিন ধরিয়া তাঁহার নিকট যাহা কিছু প্রার্থনা করিয়াছি তাহার অনেক পূর্ণ হইত। নাগরিকগণের উপর যদি দলচক্রের কুদৃষ্টি থাকিত তাহা হইলেও আমাদের সকল বিষয়েই বিফল প্রযত্ন হইতে হইত না। সিমলার দলচক্র স্বার্থ লইয়া উন্মত্ত, এংলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ভারতবাসীর উপর খড়্গহস্ত। লর্ড ডফরিণেরও এই দুই সম্প্রদায়ের লোক ব্যতীত আর কেহ পরামর্শদাতা নাই, স্বচক্ষে দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্বাধীনভাবে বিধি ব্যবস্থা করাও আমাদের অদৃষ্টে ঘটিতে পায় নাই। তাই বলিতেছিলাম লর্ড ডফরিণের ভারত ভ্রমণে আমরা প্রীত হইয়াছি। লর্ড ডফরিণের কিন্তু বাঙ্গালীর সম্বাদপত্রের উপর বড়ই বিদ্বেষ। বাঙ্গালীর সম্বাদপত্র দেশে বিদেশে তাঁহার অখ্যাতি রটনা করিয়াছে। বাঙ্গালীর সম্বাদপত্র মুখ ফুটিয়া ভারতবাসীর, স্বত্বাধিকার, গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, নির্ভিক চিত্তে বলিতে শিখিয়াছে। এংলোইণ্ডিয়ান মহাপ্রভুগণের সেই জন্য বাঙ্গালীর উপর বিদ্বেষ, লর্ড ডফরিণের সেই জন্য বাঙ্গালীর উপর বিরূপ ভাব। আমরা লর্ড ডফরিণকে কি বলিব বাঙ্গালীর সম্বাদপত্র যাহা প্রকাশ করে তাহা সত্য কি মিথ্যা, বাঙ্গালায় না থাকিলে তিনি তাহা কিরূপ বুঝিতে পারিবেন? বাঙ্গালীর সম্বাদপত্র যাহা বলে এংলোইণ্ডিয়ানের সম্বাদপত্র তাহার কাঁচা মুণ্ডা বাদ দিয়া বিকৃত অবস্থায় লর্ড ডফরিণের নিকট উপস্থিত করে। কার্যাভিলাষী যশকের ন্যায় অষ্টক্ষণ তাঁহারা বাঙ্গালীর সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়া লর্ড ডফরিণের কান ভাঙ্গাইয়া দেন, লর্ড ডফরিণ সিমলায় বসিয়া প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে না পারিয়া চাটুকারের মিথ্যাবাক্যে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে যে বিরক্ত হইয়া দাঁড়াইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? লর্ড ডফরিণ এখন কিয়দ্দিন কলিকাতায় থাকিয়া বাঙ্গালীর কথা শুনুন, বাঙ্গালীর অবস্থা দেখুন, তাহা হইলে বাঙ্গালীর উপর তাঁহার অসন্তোষের আর কোন কারণ থাকিবে না।

বাঙ্গালীর উপর এই বৈরভাব পরিপোষণ করিয়া লর্ড ডফরিণ কলিকাতায় আসিয়াছেন, সেই জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া তাঁহার কলিকাতায় আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমরা তাঁহাকে ঘরে পাইয়া দুইটা মনের কথা বলিব, এই জন্য তাঁহার কলিকাতায় আগমন আমাদের পক্ষে বিশেষ ঘটনা। এতদিন শত্রু পক্ষীয় এংলোইণ্ডিয়ান ঘোর শত্রুতায় বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ করিতেছিলেন, এখন প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া লর্ড ডফরিণের কতকগুলি ভ্রম দূর করিবার দিন এই জন্য তাঁহার আগমনের দিন আমাদের পক্ষে একটী বিশেষ দিন। এক পক্ষ শুনিয়া লর্ড ডফরিণ যে বাঙ্গালীর উপর অবিচার করিতেছিলেন দুই পক্ষের কথা শুনাইয়া এখন তাহার নিকট সুবিচার পাইব, এই জন্য তাঁহাকে আমরা বিশেষ আদরের সহিত আহ্বান করিতেছি। আবার এই যে একটা জেতা বিজেতার বিবাদ ঘটিয়াছে তাহাও নিবারণ করা লর্ড ডফরিণের কর্ত্তব্য। তাঁহাকে উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া উভয়ের বিবাদ মিটাইতে হইবে, তাই কলিকাতায় তাঁহার আগমন বাঙ্গালীর রাজ্যে একটী সুখের ঘটনা।

লর্ড ডফরিণের কলিকাতায় আগমন আমাদের আরও একটী বিশেষ আহ্লাদের কারণ। এখন কলিকাতা রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিপূর্ণ কলিকাতায় এই কয়েক দিবসের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিবে, শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্য্যন্তও ভারতবাসীর বংশপরম্পরা তাহা স্মৃতির মন্দিরে গাঁথিয়া রাখিবে। জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষের মহাসম্মিলনী এই মহা সম্মিলনীতে হিন্দু মুসলমান পারসি খৃষ্টান, বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী পাঞ্জাবী মহারাষ্ট্রী মান্দ্রাজী সকলেরই প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া জাতীয় অভাব ও জাতীয় প্রয়োজনের আলোচনা করিবেন। সে আলোচনার কথা যদি তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা লর্ড ডফরিণের কর্ণগোচর হইত তাহা হইলে আমাদের বড়ই দুঃখের বিষয় হইত। সেই জাতীয় মহা সম্মিলনীর কথা লর্ড ডফরিণ নিজে শুনিবেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। কলিকাতায় থাকিয়া লর্ড ডফরিণ যদি জাতীয় অভাবের কথা শুনিতে পান, আমরা তাঁহার নিকট অভাব মোচনের অনেক আশা করিতে পারি।

জাতীয় মহা সম্মিলনীর সময়েই যখন লর্ড ডফরিণ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তখন তাঁহার স্বয়ং এই সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকা উচিত। সম্মিলনীর কলিকাতার সভাগণ সে বিষয়ে মনোযোগী হন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। চক্ষের সম্মুখে রাজা যদি উপস্থিত থাকেন, তিনি আমাদের প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন, আন্দোলনের সময় যদি রাজার সন্দর্শন পাই

তবে সে আন্দোলনের মূলে রাজভক্তির অভাব থাকিবে না। সভ্যগণ স্বাধীনচেতা কি না, রাজার সম্মুখেও স্বাধীনভাবে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন কি না, লর্ড ডফরিণ সভাস্থলে উপস্থিত থাকিলে তাহারও বিশেষ প্রমাণ পাইতেন। এত বড় একটী জাতীয় আন্দোলনে যদি শাসন কর্ত্তা স্বয়ং যোগদান করেন, তাহার প্রয়োজনীয়তা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইবে। ভারত সভা প্রথমেই উক্ত উদ্যোগ করেন, বিশেষ সম্মান ও অভ্যর্থনা করিয়া লর্ড ডফরিণকে সভাস্থলে নিমন্ত্রণ করেন ইহা আমাদের নিতান্ত অভিপ্রেত।

বিপরীত ব্যবস্থা।

ইংরাজের আইন বড়ই দুর্মূল্য। যাঁহার অর্থ আছে আইন তাঁহার দাস, যাহার অর্থ নাই আইন তাহার প্রধান উৎপীড়ক। আমাদের দরিদ্র কুলিদিগের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এই সত্যটী ক্রমেই উপলব্ধি হয়। আজ আমরা পাঠকগণকে "সাগর" নামক একজন কুলির কাহিনী অর্পণ করিব। মাকস বেগ নামক একজন চা-কর জোরহাটের মাজিষ্ট্রেটের নিকট একখানি (এগ্রিমেণ্ট) যুক্তিপত্র দাখিল করিয়া আবেদন করেন যে, সাগর কুলি যুক্তি করিয়া তাঁহার কার্য্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। জোরহাটের মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচার করিয়া সাগরকে এক মাসের কারাবাসের দণ্ড বিধান করিলেন এবং রায় লিখিলেন যে সাগর তাহার দণ্ডকাল কারাগারে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় বেগের দাসত্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। সাগর প্রমাণে দেখাইল যে, বেগ সাহেব তাঁহার সহিত কোন যুক্তি করে নাই, সে এগ্রিমেণ্টে স্বাক্ষর করে নাই। এগ্রিমেণ্ট যে সময়ে স্বাক্ষর করিবার কথা আছে, সে সময়ে সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। সাগরের কোন প্রমাণ গ্রাহ্য হইল না। অগত্যা তাহার কারাবাস হইল। কারাগার হইতে সাগর জেল অধ্যক্ষের হস্ত দিয়া হাইকোর্টে তাঁহার পুনঃ বিচারের প্রার্থনা করেন। আবেদনখানি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩২ অধ্যায়ের ৪৩৫ এবং ৪৩৯ ধারা অনুসারে করা হয়। সাগরের দুর্ভাগ্যক্রমে এই আবেদনখানি অগ্রাহ্য হইয়াছে। হাইকোর্টের আপীল বিভাগের রেজিষ্ট্রার ব্রেট সাহেব সাগরের এই আবেদনখানি ফিরাইয়া দিয়া লিখিয়াছেন যে, এ প্রকারের কোন আবেদন ডাকযোগে আসিলে হাইকোর্ট তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। সাগর কুলি যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে উকিল দ্বারা আদালতে আবেদন করিতে পারে। দরিদ্র সাগরের অর্থ নাই যে উকিল নিযুক্ত করিয়া আপীলের নকলাদি চালাইবে। সুতরাং তাহার আবেদন অগ্রাহ্য হইল। আমরা এরূপ অবস্থাপন্ন দরিদ্র লোকদিগের প্রতি আইনের কোন সুব্যবস্থা দেখিতে পাই না। সুতরাং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টে তাঁহাদের কোন বিচার পাইবার উপায় নাই। আইনও যদি দরিদ্রের স্বপক্ষে হয়, তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য উকিলের প্রয়োজন অর্থের প্রয়োজন। এই দুঃখেই কুলে উকিল ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া কেবল পঞ্চগণ ও বিচারকের দ্বারা আদালতের বিচার নিষ্পত্তি করাইবার উদ্দেশে একটী উকিল সংহারক পাণ্ডুলিপির অবতারণা করা হয়। সাগর কুলির যদি উকিল দিবার ক্ষমতা থাকিত তবে সে দেখাইতে পারিত যে যদিও ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনে উকিলের দ্বারা ব্যতীত আবেদন করিবার বিধি নাই, তথাপি হাইকোর্টের অনেকগুলি নজীরে দরিদ্রের প্রতি এই দয়াটুকু প্রদর্শন করা হইয়াছে। ১৯ উইকলি রিপোর্টারের ২৮ পৃষ্ঠা, ২০ উইকলি রিপোর্টারের ৪০ পৃষ্ঠায় এবং আরও অনেকগুলি নজীরে এইরূপ আবেদন গ্রাহ্য করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু রেজিষ্ট্রারকে তাহা দেখাইবে কে? রেজিষ্ট্রার স্বয়ং উহা খুঁজিয়া লইতে বাধ্য নহেন। কাজেই উকিলের অভাবে দরিদ্রের বিচার পাইবার উপায় নাই। তাই বলিতেছিলাম ইংরাজের রাজ্যে বিচার বড় মহার্ঘ মূল্যে বিক্রীত হয়। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে দরিদ্রের নালিশ অর্থাৎ বিনা মূল্যে দরিদ্র ব্যক্তির বিচার পাইবার বিধান আছে কিন্তু ফৌজদারী আইনের এরূপ বিধান নাই। ফৌজদারী আইন উৎপীড়ন নিবারণের জন্য। দরিদ্র লোকে উৎপীড়িত হইয়া যত এই আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে, ধনীলোকেরা ততদূর করিয়া থাকে। সম্ভব নহে। উৎপীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করা যে আইনের উদ্দেশ্য, দরিদ্রের রক্ষণাবেক্ষণ যে আইনের লক্ষ্য সে আইনে যে দেওয়ানী ব্যবস্থার সমান কোন ব্যবস্থা নাই ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। হাইকোর্ট আইনের যে কিছু অভাব পূরণ করিয়াছেন তাহা বিধিবদ্ধ হইয়া আইন আকারে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। যত দিন না দরিদ্রের সপক্ষে হাইকোর্টের নজীর গুলি বিধিবদ্ধ হইয়া ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের উপযুক্ত পরিবর্ত্তন হইতেছে ততদিন ইংরাজের রাজ্যে সুবিচার পাইবার কোন আশাই দরিদ্রের নাই।

সাগর কুলির বিচারের সহিত গিবনের মকদ্দমার বিচারের কতকটা তুলনা করিয়া দেখিলে উভয়ের বিচার পরস্পর বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। গিবন এগ্রিমেণ্ট দাখিল করিয়া আদালতে দণ্ডীয় হইলেন। বেগ সাহেবও এক খানি এগ্রিমেণ্ট দাখিল করিয়া একজন কুলিকে দণ্ড দেওয়াইলেন। বেগ সাহেবের এগ্রিমেণ্ট গিবনের ন্যায় মিথ্যা কি না আমরা তাহা বলিতে পারি না তবে তাহা যে সাগর কুলির স্বাক্ষরিত নহে, সাগর কুলি তাহার প্রমাণ দিয়াছে। এগ্রিমেণ্ট যদি মিথ্যা হয়, তবে গিবনের তুলনায় বাস্তবিকই ইহা বিপরীত ব্যবস্থা। এরূপ বিপরীত ব্যবস্থা অনেক সময়েই বঙ্গদেশের আদালত সমূহে দেখা যায়। এক আদালত হইতে কখনও কখনও ভিন্নতর দ্বিবিধ ব্যবস্থা বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। তাহার কারণ কেবল ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের অসম্পূর্ণতা। ফৌজদারী আইন যেমন কড়া হইবে তেমনি বিচারের ব্যয় সম্বন্ধে দরিদ্রের উপযোগী হইবে। এরূপ না হইলে দরিদ্রের প্রাণ বাঁচিবার আর উপায় নাই।

বিপরীত ব্যবস্থার আর একটী কারণ ১৮৫৯ সালের ১৩ আইন। এই আইনের ন্যায় দরিদ্র পীড়ক আইন আর ভূ-ভারতে নাই। কেবল কুলি পীড়ন ও কুলির প্রতি অত্যাচার করিবার জন্যই এই আইনের জন্ম হইয়াছে। এই কুলিচুক্তি বিষম আইন আবার দেওয়ানী ফৌজদারী সম্বন্ধীয় সকল আইনের বিপরীত। আমরা স্পষ্টই দেখাইয়া দিতে পারি যে চুক্তির আইন এবং দণ্ডবিধির আইনের অনেকগুলি ধারার বিরুদ্ধে এই আইন আইন কর্ত্তাগণের কলঙ্ক প্রকাশ করিতেছে। যে সকল চুক্তি লোকের ইচ্ছাধীন হওয়া উচিত, যাহা সকল প্রকারে নীতি-বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, যাহাতে মনুষ্যের ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতা লোপ করে, যাহাতে সুসভ্য রাজ্যে ক্রীত দাসের ব্যবসায় প্রচলিত করে, ইংরাজের স্বাধীন নাম পরাধীনতার গভীর পঙ্কে ডুবাইয়া দেয় এমন ভয়ানক অত্যাচারী ব্যবস্থা সকল এই আইনের ভিতর সন্নিবিষ্ট আছে। একটী আইনে যাহা বিষম পাপ অন্য আইনে তাহা নির্দ্দোষ যুক্ত একটী আইনে যাহা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ দ্বিতীয় আইনে তাহা বড়ই প্রশংসনীয়।

এইরূপ পরস্পর বিরোধী আইন রাখিয়া ইংরাজের দুর্মূল্য বিচারের উপর যদি [illegible] আর দরিদ্র লোকে সর্ব্বস্বান্ত [illegible]

বিক্রয় করিয়া কোন সাহসে আর আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

এই বিপরীত ব্যবস্থাসম্পন্ন ১৩ আইনের সংস্কার করাইবার চেষ্টা করা দেশহিতৈষীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। জাতীয় কনগ্রেস সভার আলোচনার বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে। অসঙ্গত আইনের ন্যায় এই দরিদ্র-পীড়ক ১৩ আইনটী উঁহাদের বিবেচ্য বিষয় হওয়া আবশ্যক। আমরা অনুরাগী হিন্দু পেট্রিয়টের সহিত এক মত হইয়া বলি কনগ্রেস সভা আসামের কুলিদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া এই কুলি পীড়ক ১৩ আইনটী উঠাইয়া দিবার জন্য আন্দোলন করুন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ই ডিসেম্বর— শুনা যাইতেছে মিসরে দেশীয় ও ইংরাজ উভয় সেনারই সংখ্যা হ্রাস করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

বুলগেরিয়ার সিংহাসনে সাক্সকোবর্গ গোথার রাজকুমার ফার্ডিনাণ্ডকে বসাইবার কথা হইয়াছে কিন্তু বোধ হয় রুষিয়া তাঁহার নিয়োগ অনুমোদন করিবেন না।

দরবান ১৩ই ডিঃ—নেটালের গবর্ণরের সহিত তাঁহার কৌন্সিলের মনোমালিন্য হইয়াছে। কৌন্সিল অন্য একজন গবর্ণর নিয়োগ করিবার জন্য মহারাণীর নিকট আবেদন করিবেন।

লণ্ডন ১৩ই ডিসেম্বর—বক্রোক্তিসূচক সঙ্কেত তার করা আইরিস লিডার ডিলনের বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারে দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে। ১২ দিন পর্য্যন্ত শান্তিরক্ষার জন্য তাঁহাকে ১০০০ পৌণ্ড মুচলেকা দিতে হইবে এবং ১০০০ পৌণ্ড করিয়া ২ জন জামিন দিতে হইবে, না পারিলে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

জাঞ্জিবার ১৩ই ডিঃ—একটা জর্ম্মান রণপোত এখানে আসিয়াছে। সুলতানের সহিত কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

পারিস ১৩ই ডিঃ—গবলেট সাহেব-গঠিত মন্ত্রিসমিতি অধিক দিন টিকিবে না, অনেকে এরূপ অনুমান করেন।

ডবলিন ১৩ই ডিঃ—খাজনা আদায়ে বাধা দিবার জন্য ডিলন, ওব্রায়ান, হারিস, এবং শীহি পার্লামেণ্টের এই চারি জন সভ্য এখন ধৃত হইয়াছেন।

বার্লিন ১৩ই ডিঃ—গবর্ণমেণ্ট ৪৬৮০০০ সেনা রাখিতে চাহিয়াছিলেন। রিচ্‌ষ্টাগ সভা ৪৫০০০০ মঞ্জুর করিয়াছেন।

বুলগেরিয়ার প্রতিনিধিগণ এখানে আসিয়াছেন। কৌণ্ট কালনকি তাঁহাদিগকে রুষিয়ার মতানুযায়ী কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

আলেকজান্দ্রিয়া ১৩ই ডিঃ—সুয়েজ খালের আয়তন বাড়ান হইবে। সেই জন্য মেঃ ষ্টোকস ও মুসা লিসেপ্স এখানে আসিয়াছেন।

লণ্ডন ১১ই ডিঃ খাজনা দাখিলের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহা বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ ১৩ই ডিঃ - বুলগেরিয়ার সিংহাসনে প্রিন্স মিংগ্রেলিয়াকে বসাইবার প্রস্তাব লইয়া সেণ্টপিটার্সবর্গ ক্যাবিনেট উপহাস করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের আজ্ঞানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

সাসারাম—শাহাবাদ ডেঃ মাঃ ডেঃ কঃ বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মানভূমের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

মেঃ জে পোসফোর্ড তিন দিন, মেঃ জে, কোবল আর্থক্টং ১১ মাস, ডব্লিউ কেম্বল ৫ দিন ফার্লো পাইলেন।

রঙ্গপুর কুড়িগ্রামের ডেঃ মাঃ ডেঃ কঃ বাবু দীননাথ দে সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

২৪ পরগণা বারাসতের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাঃ ও ডেঃ কঃ মেঃ এফ, সি ডারিসন দ্বারভাঙ্গার তাজপুরে বদলী হইলেন। তাজপুরের ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ মেঃ ই, এন বেলি পূর্ণিয়ার সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ বাবু ক্ষেত্রগোপাল রায় আগামী ১৫ই হইতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ বাবু বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কটকে বদলী হইলেন।

খুলনা, সাতক্ষীরার ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় দুই মাসের ছুটী পাইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে বাবু চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী তথাকার ভার লইবেন।

দ্বারভাঙ্গার মধুবানির ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ মেঃ জেঃ, হোয়াইট মোরাদায় বদলী হইলেন।

মুরশিদাবাদের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাঃ ও ডেঃ কঃ মেঃ পি, এচ ও ব্রায়েন দ্বারভাঙ্গার মধুবানীতে বদলী হইলেন।

ত্রিপুরার সহঃ মাঃ ও কঃ মেঃ এ ই ভার-ওয়ার্ড মুরশিদাবাদের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

পূর্ণিয়ার অস্থায়ী ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ ভাই রাজসিং ২ মাস ৬ দিনের পরিবর্ত্তে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

বাবু চারুলাল সরকার বোর্ড অব রেভিনিউয়ের অধীনে অস্থায়ী সঃ ডেঃ কঃ নিযুক্ত হইলেন।

পুলিস—পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেঃ এন, এফ বিদিস ২৮এ নবেম্বর ভারত পরিত্যাগ করিয়াছেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি সহকারী কমিঃ মেঃ এ, সাটওয়ার্থ চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় প্রদেশে বদলী হইলেন।

কলিকাতা

গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার রাত্রে বড় বাজার আমড়াতলার গলির কতকগুলা গোলার ঘর আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে।

গত রবিবার কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ইটালি মিডেল রোডে ভয়ানক আগুন লাগে। অনেক ঘর পুড়িয়া গিয়াছে।

মৃজাপুর চন্দ্রক্ষেত্র লেনে কতকগুলি লোক জুয়া খেলিতে ছিল। এমন সময় মুচিপাড়া থানার ইন্‌স্পেক্টর ডেবিস হঠাৎ গিয়া তাহাদিগকে গ্রেফতার করেন। গৃহের অধিকারী পর্য্যন্ত ধৃত হইয়াছে। একটা লোক ভয়ে ভীত হইয়া ছাদ হইতে লাফাইয়া পলাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু পতনে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় হাঁসপাতালে আনীত হইয়াছে।

গত সোমবার বড় লাটের ভবনে লেভি দরবার হয়। বহু লোক, রাজপ্রতিনিধি দর্শনে গমন করেন।

কলিকাতার কয়েক জন হিন্দুসন্তান "টাউন ক্রিকেট ক্লব" নামে একটী সভা খুলিয়াছেন। ক্রিকেট খেলাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লার আর্টিলারির ব্যাটারি দলের সহিত ইঁহাদের সে দিন গড়ের মাঠে খেলা আরম্ভ হয়। গোরায় বাঙ্গালীতে—বিষম খেলা; জয় পরাজয় দেখিবার জন্য বহু লোক—ইংরেজ বাঙ্গালী, মুসলমান তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রথমবার খেলায় বাঙ্গালীদের ৫৪ দৌড় হইল। গোরাদলের ৩৪ দৌড় হইল। দ্বিতীয়বার খেলায় বাঙ্গালীর দৌড় ৯৭ গোরার দৌড় ৪৭। বাঙ্গালীর জয় হইল।

বিবিধ সংবাদ

আবার তিব্বত মিসনের কথা উঠিয়াছে। টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, কেবলে তিব্বত মিসন পরিত্যাগ করিয়া গভর্ণমেণ্ট সৎকার্য্য করিয়াছেন কিনা, তৎপক্ষে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তিব্বত মিসনে চীনের অসন্তোষ এবং তিব্বতের অসন্তোষ তথাচ ইংরাজ গায়ের জোরে মিসন পাঠাইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন,পুনরায় মিসন প্রেরণ করিলে যে নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য হইবে, তৎপক্ষে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ষ্টাণ্ডর্ড বলেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পোর্ট হামিল্টন পরিত্যাগ করিবেন কি না তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। এখনও কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই।

জেনারল কৃলবার্গ যখন বুলগেরিয়া পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন তিনি তত্রস্থ রুষ প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জার্ম্মণিকে অনুরোধ করেন। জার্ম্মণি কার্য্যকালে উপস্থিত না হওয়ায় ফ্রান্সকে এইরূপ অনুরোধ করা হয়। এখন শুনা যাইতেছে জার্ম্মণিও ভিতরে ভিতরে বুলগেরিয়ায় রুষের সাহায্য করিতেছেন। ফ্রান্স রাউমেলিয়ায় রুষের প্রতিনিধি হইয়া আছেন।

আফগানের হট মর্দ্দন হইতে কোন সহযোগী লিখিয়াছেন যে, বোনারওয়াল জাতি তাহাদের বন্দুকগুলি পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করিয়াছে। নসব সাহা নামক একজন অধিনায়ক কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতেছে। নসর সাহা বলেন তাঁহার ১২টী মাত্র বন্দুক আছে। আর সকল বন্দুক চুরি গিয়াছে।

প্রুসিয়ার প্রিন্স ফ্রেডরিক লিওপণ্ড আগ্রায় আসিয়াছেন। যুবরাজের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে।

বড়লাট ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। আবার ব্যারিষ্টার ইভান্স সাহেবের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। ইভান্স সাহেব সম্প্রতি ইভান্স ব্যবস্থাপক সভার গদি পাইয়াছেন। এই নির্ব্বাচনটী আমাদের প্রীতিকর হয় নাই। ব্যারিষ্টার সাহেবের উপর এদেশীয় লোকের বড় একটা শ্রদ্ধা ভক্তি নাই। লোকের বিশ্বাস যে, তিনি ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসীর কণ্টক স্বরূপ হইয়াছেন। আমরা ইঁহার পদে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে কোন আপত্তি করিব না। ইভান্স কোন মতেই আমাদের ব্যবস্থাকর্ত্তা হইতে পারেন না।

পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, দিল্লীর ইন্নরহস্যে উকিল মিঃ মুরলিধর অপরাধী বলিয়া গণ্য হন। মাজিষ্ট্রেট তাঁহার এক মাস কারাবাস ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আপীলে লালা মুরলী ধরের কারাবাসের হুকুম রহিত হইয়াছে। এখন তাঁহাকে কেবল ১০০ টাকা দণ্ড দিতে হইবে।

মান্দ্রাজের নূতন গবর্ণর মিঃ কুককে অভিবাদন করিয়া লইবার সময়, মহাজন সভার সভ্যগণকে সাহেব বলিয়াছেন যে যখনই এই সভার কোন সভ্য অথবা অন্য কোন ভদ্রলোক আমার সহিত রাজনৈতিক আলাপ করিবার ইচ্ছা করিবেন, তখনই আমি আনন্দের সহিত তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিব। যাঁহারা বিবেচক সমদর্শী এবং সুশিক্ষিত তাঁহাদের মতামত লইয়াই আমি রাজকার্য্য সম্পন্ন করিব। শাসনকর্ত্তার উপযুক্ত কথাই হইয়াছে।

কোন জাপানী সম্বাদপত্রে প্রকাশ যে, জাপানের সহিত ইংরাজের একটা সন্ধি হইতেছে। শীঘ্রই এই সন্ধি লিপিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

বোম্বাইয়ের সৈন্য সামন্তগণের পোষাক পরিচ্ছদ বঙ্গদেশের আর্ম্মি ক্লোদিং বিভাগ হইতেই দেওয়া হইয়া থাকে। শুনা যায় রাজস্ব সমিতি স্থির করিয়াছেন এরূপ অবস্থায় বোম্বাইয়ের আর্ম্মি ক্লোদিং আফিস উঠাইয়া দিলে চলিতে পারে।

মিঃ বি, এল গুপ্ত এখন কলিকাতায় আছেন। দুই এক দিনের মধ্যেই তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সম্ভাবনা।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, জাতীয় কনগ্রেসের জন্য দেশ দেশান্তর হইতে যে সকল সভ্য আগমন করিবেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য একটী কমিটি স্থির হইয়াছে। বাঙ্গালা, বেহার এবং উড়িষ্যার সভ্যগণকে সম্বর্দ্ধনা করিবার ভার ভারতসভার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। কনগ্রেসের কার্য্য বড় দীর্ঘ, এক একটী কার্য্যের পর কিয়ৎক্ষণ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ও হইয়াছে। কার্য্যের এক প্রকার সুশৃঙ্খলা হইয়াছে। কনগ্রেস সভা কৃতকার্য্য হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

কর্ণেল লকার্টের সৈন্য এখনও শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতেছে। হাপু নামক মগের সৈন্যগণ এক প্রকার পরাজিত হইয়াছে। আর একদল সৈন্য পোক্কু নামক স্থানে ২০০ ডাকাইতকে বধ করিয়া তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছে। ইংরাজের একজন কর্ণেল ও আর এক ব্যক্তি হত হইয়াছে।

কলিকাতায় ওলাউঠা রোগের হ্রাস হওয়ায় সানিটারি বোর্ড একবারেই বলিয়া বসিয়াছেন যে কলিকাতায় আর সংক্রামক রোগ নাই।

গত ১৪ই ডিসেম্বর হইতে পবলিক সার্ভিস কমিসন কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন।

বিলাতে যেও প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষকে একটী জঙ্গলময় শকট স্বরূপ দেখান হয়। তাহাতে ব্যাঘ্র হস্তী এবং মাহুতের স্বরূপ গঠন করিয়া দেখান হইয়াছিল।

সার জন গর্ষ্ট কিছুদিন কনষ্টাণ্টিনোপলে অতিবাহিত করিয়া আলেকজান্দ্রিয়ায় যাইবেন। তারপর কিয়দ্দিন ইজিপ্টে অতিবাহিত করিয়া জানুয়ারি ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

জন ব্রাইট লর্ড ডফরিণের রাজনীতির যথেষ্ট অখ্যাতি করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন।

কলিকাতার জাতীয় কনগ্রেসে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েসনে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে:—

অনারেবল দাদাভাই নাওরাজী; অনারেবল, ভি এন মণ্ডলিক সি, এস, আই, অনরেবলকে টি টেলাং সি, আই, ই, জেভারিলাল উমিয়া শঙ্কর, জাবনিক এল জি চন্দ্র বরাকার, সোরাজি এফ প্যাটেল। ডিমন ইতাষা, ডিনস পি কাপ্পু, সামরোয়া ডিথুল, জি নীলকুণ্ঠ, আর এম, দেয়ানি, কাজি মহম্মদ ইসমেল চিন মাই, লালাভাই অম্বালাল দেসাই। ভিক্ষুখন্দা খাংমারাম দাজী বেয়ার এবং গোলাপ দাস স্তাই দাস উকিল।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, সার চারলস এচিসন ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

মুঙ্গেরে জনরব উঠিয়াছে যে, বেহারের নদী বাহক প্রদেশ সমূহ ত্রিহুত ডিষ্ট্রিক্টের সহিত সংযুক্ত হইবে। বেহারহেরেও এবং ইণ্ডিয়ান ক্রনিকল বিশ্বাস করেন যে, এ জনরবের কোন মূল নাই।

কাণপুরে টমাস্ নামক একজন খ্রীষ্টানের ফাঁসি হইয়াছে, টমাস ন কি নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছিলেন।

জগন্নাথের মন্দির লইয়া মকদ্দমা উঠিয়াছে। পুরির কালেক্টার বাদী হইয়া আর্জি দাখিল করিয়াছেন। আর্জির সঙ্গে সঙ্গে এস্তাকলে ক্রোক হইয়াছে কিন্তু প্রতিবাদীর উপর কোনও নোটিস জারি হয় নাই। রঘুনাথ চেলা নামক একব্যক্তি জগন্নাথ দেবের মন্দিরের রিসিভার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বোম্বাই গেজেটের কোন পত্রপ্রেরক বলেন যখন বোম্বাইবাসী কৃতবিদ্য সম্প্রদায় কলিকাতার জাতীয় সম্মিলনীতে যোগ দিতে যাইবেন, তখন পবলিক সার্ভিস কমিসন বোম্বাই প্রদেশে সাক্ষগণের জবানবন্দী করিতে আসিবেন। কথাটা কমিসন যেন তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া না দেন।

অধিকাংশ চা-কর ইনকম ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। বড় লাট প্রকাশ করিয়াছেন উৎপন্ন চা হইতে চা-কর লাভ করিতেন, তাঁহারা ১৮৮৬ সালের ২ আইন হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

নেটালে ভারতবর্ষ হইতে ১৮৮৫ সালে ১২৬৯ জন ঔপনিবেশিক প্রেরিত হইয়াছে এবং নেটাল হইতে ভারতবর্ষে ৮৩১ জন লোক ফিরিয়া আসিয়াছে।

ব্রহ্মদেশে রোগের যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, চিকিৎসকেরও সেইরূপ প্রয়োজন হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট নানা স্থান হইতে ব্রহ্মদেশে চিকিৎসক প্রেরণ করিতেছেন। মান্দ্রাজ হইতে সম্প্রতি অনেকগুলি ডাক্তার ব্রহ্মদেশে পাঠান হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট আরও কয়েক জন ডাক্তার ৩০০ হইতে ৩৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। সার্জ্জেন জেনারল বলেন এত অধিক বেতনে ডাক্তার নিযুক্ত না করিয়া অল্প বেতনে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এই পীড়ার সময় বেতনের কার্পণ্য করিলে কি উপযুক্ত লোক মিলিবে?

৪ঠা ডিসেম্বরে ইউ ডিষ্ট্রীক্টে ডাকাইতদিগের সহিত একটী সামান্য রকমের যুদ্ধ হয়।

হাইদ্রাবাদের একদল সৈন্য চ লাউ নামক একজন ডাকাইত সর্দ্দারের অনুসরণ করিতেছেন।

ডাকাইত-নায়ক বোসো কোথায় গিয়াছে কেহই তাহার উদ্দেশ করিতে পারে না। গত ১৫ই ডিসেম্বর এক দল সৈন্য বসওয়ে অনুধাবন করিবার কথা ছিল।

উত্তর পশ্চিম এবং অযোধ্যার ওকালতি এবং মোক্তারি পরীক্ষার জন্য ২১এ ডিসেম্বর দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রিমরোজ লীগের প্রতিবাদ করিবার জন্য কতকগুলি স্ত্রীলোক লইয়া একটী "লিবারেল লীগ" সংগঠিত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইলাম যে, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পীড়িত হইয়া ছুটী লইয়াছেন। তাঁহার আরোগ্য সম্বাদ পাইবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া রহিলাম। আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি বঙ্কিম বাবু শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিয়া স্বকার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করুন।

গণনায় দেখা গিয়াছে বর্ত্তমানকালে ইউরোপে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৪৫৭,১০০ অধিক। বহু বিবাহ প্রথা প্রচলন না করিলে ইহাদের বিবাহের উপায় কি? সমাজ সংস্কারক কি বলিতে চাহেন?

ব্রহ্ম-যুদ্ধে ব্যবসায়ীগণকে নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। এখন গভর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহারা ক্ষতিপূরণের দাবী করেন। দাবীর কর্ত্তাগণের সংখ্যা ৩৯৩। দাবীকৃত টাকার পরিমাণ ৬৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

রাজস্ব সমিতি ষ্টাম্প এবং ফৌজদারী আফিস কলেক্টার অব কষ্টমস আফিসের সহিত একত্র করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

উত্তর ব্রহ্ম কেবল যে মানুষে ইংরাজকে উত্তক্ত করে নাই। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্তও তাহাদের উপর বিরূপ হইয়াছে। সামান্য মশকের জ্বালায় ও সেখানকার ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ জ্বালাতন। কোন সহযোগীর সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন মসকের জ্বালায় কেহ নিদ্রা যাইতে পারেন না। রাত্রিকালে শয্যার ভিতর প্রবেশ করিয়া কেহ এক দণ্ড তিষ্ঠিতে পারেন না। প্রতিদিন নিদ্রার অভাবে কর্ম্মচারিগণ দিনের বেলায় স্ব স্ব কার্য্যে কিরূপে মনোযোগী থাকেন আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। অনেকে বোধ হয় এই কারণেই রোগগ্রস্ত হইতেছেন।

মিঃ ম্যারি নামক একজন ডাক্তার একটী ভগ্নপদ গাভীর পা কাটিয়া কাঠের পা বসাইয়া দিয়াছেন। গাভীটী এখন স্বচ্ছন্দে চরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার আর কোনও অসুখ নাই।

আয়রলাণ্ডে এখনও বিদ্রোহের শান্তি হয় নাই। মেল জাহাজে প্রতি সপ্তাহেই নূতন নূতন অত্যাচারের সম্বাদ পাওয়া যাইতেছে।

রেঙ্গুণ হইতে সম্বাদ আসিয়াছে যে, সেখানে ইংরাজ সৈন্যের যে কয়টী দল আছে, সকল গুলিই বিদ্রোহ দমনের জন্য শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতেছে।

লোকের এইরূপ বিশ্বাস যে, রুস, তুর্কি এবং ফ্রান্স একত্র হইয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে লাগিয়াছেন। ডেলি নিউস বলেন, তুর্কি যদি নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করেন কে তাহাতে বাধা দিবে? কিন্তু রুষ হউন, তুর্কি হউন, আর ফরাসি হউন, ইহাঁরা স্বতন্ত্র ভাবেই হউক, আর একত্র হইয়াই হউক, কোন মতে ইংলণ্ডের কার্য্য বা উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিবেন না। ইজিপ্টে ইংলণ্ডের যাহা ন্যায় প্রাপ্য ইংলণ্ডকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতেও ইহাঁদের সমর্থ নাই। আমরা ডেলি নিউসের সাহসের উপর বড় একটা নির্ভর করিতে পারি না। ফরাসি রুস এবং তুর্কি যদি সত্য সত্যই একত্র হইয়া ইংলণ্ডের শত্রুতা করেন, তাহাতে ইংলণ্ডের যথেষ্ট ভয়ের কারণ আছে। কিন্তু ফরাসি কি তুর্কি, কি রুষ, ইহারা যে এক দিন পরস্পরের শত্রু ছিলেন এবং ইংলণ্ড যে গত রুষ তুরস্ক যুদ্ধে তুর্কির সাহায্য করিয়াছিলেন, ইহা তাহাদের জানিয়া রাখা উচিত।

গত ১১ই ডিসেম্বর বোম্বাই ইউনিভার্সিটীতে যে সেনেট সভা বসে, সম্বাদপত্রের সম্পাদকগণ এইবার প্রথম তাহাতে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলেন।

গ্রাণ্ট ডফ মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করায় মান্দ্রাজের সম্বাদপত্র এক প্রকার হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন। বোম্বাই ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলেন সার গ্রাণ্ট ডফ মান্দ্রাজ হইতে ৬ লক্ষ নগদ টাকা লইয়া গিয়াছেন কিন্তু মান্দ্রাজবাসীকে এক কপর্দ্দকও দিয়া যান নাই।

ভারতবর্ষীয় এবং প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পদার্থ প্রেরিত হয়, জয়পুর এবং হাইদ্রাবাদ হইতেই তাহার অধিকাংশ প্রেরিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে বিলাতে তাহাদের যথেষ্ট আদর করা হয় নাই।

ভূপালের "সৌভাগ্য-লক্ষ্মী অন্তর্ধান হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। ভূপালের বেগম ও বেগম কন্যার সহিত বিবাদ উপস্থিত। রাজমন্ত্রী এচ সি, টিওয়ার্ড অনেক চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই বিবাদ মিটিল না। এইরূপেই রাজসংসার ছারখার হয়।

রষ্ট গফ্‌টর বলেন বোম্বাই নগরে লর্ড ডফরিণের অভ্যর্থনার নিমিত্ত নগর সুসজ্জিত করা হয় নাই। দিবাভাগে পুষ্পপতাকা দ্বারা অথবা নিশাকালে আলোকমালায় করিয়া নগরের শোভা বর্দ্ধন করা হয় নাই। যে সম্মান লর্ড রীপণকে দেওয়া হইয়াছে লর্ড রীপণের ন্যায় শাসনকর্ত্তা ভিন্ন আর কেহই তাহার অধিকারী হইবেন না।

বিলাতে চালকানব্রিজ নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে সপ্তদশ বর্ষীয় একটী বালক এবং চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া একটী বালিকা গ্রামের একটী বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিত, ক্রমে তাহাদের প্রণয় জন্মে। প্রণয়ী এড ওয়ার্ড ক্লার্ক প্রণয়নীর বাটীতে যাতায়াত করিত। বালিকার পিতা ক্লার্ককে বাটী আসিতে নিষেধ করেন এবং ক্লার্কের সহিত বালিকার আলাপ পর্য্যন্তও বন্ধ করেন। এক দিন বালিকা ক্লার্ককে বলে সে পিতার অসম্মতিতে তাহাকে বিবাহ করিতে পারে না। পরে একদিন পথের ধারে দেখা যায় উভয়ের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে শবের সঙ্গে একখানি পত্র ছিল। লিখিত ছিল যে বালিকার সম্মতিক্রমে ক্লার্ক তাহাকে হত্যা করিয়া তৎপরে আত্মহত্যা করিয়াছে।

হিন্দু প্যেট্রিয়ট বলেন সার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের অনুরোধে সার জেম্‌স ষ্টিফেন সাহেব আমাদের দেশের জুরি পদ্ধতির মাথা খাইয়া বসেন। সম্প্রতি সিভিলীয়ান জজগণ একবারেই ইহা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

আগামী জানুয়ারি মাসে মাজিষ্ট্রেটের পরীক্ষা গৃহীত হইবে। কোন্ দিবস পরীক্ষা হইবে এখনও তাহা স্থির হয় নাই। বেঙ্গল সেক্রেটারিএটে প্রায় ১০০ শত আবেদন পড়িয়াছে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, আগামী এপ্রেল মাস হইতে স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারগণের বেতন তাঁহাদের ভ্রমণের ব্যয় এবং তাঁহাদের আফিস সরঞ্জামীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার ভার দেশীয় মিউনিসিপ্যালিটীর হস্তে থাকিবে।

সার বিভার্স টমসন আর একটী মোটা বেতনের পদ সৃষ্টি করিতেছেন। এই পদের কর্ম্মচারী এক্টিং চীফ সেক্রেটারি টু দি গবর্ণমেন্ট অব বেঙ্গল নামে অভিহিত হইবেন। ভাবী ছোট লাট বেলি সাহেব টমসনের মত সমর্থন করিয়া এড্‌গার সাহেবকে এই পদে নিযুক্ত করিবেন।

পাটগুনিয়ারের একজন সম্বাদদাতা ৭ই ডিসেম্বর রেঙ্গুণ হইতে সম্বাদ পাঠাইয়াছেন যে, সম্প্রতি অনেক গুলা দস একত্র হইয়া মহাভঙ্গের থানা আক্রমণ করে। আক্রমণকারীরা অন্যূন ২০ জন ছিল। তাহারা থানা পুড়াইয়া দিয়া পুলিযের অস্ত্র শস্ত্র লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করে। ৪জন পঞ্জাবী হত হইয়াছে। আক্রমণকারীরা কেহই আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই।

শিবসাগর হইতে কোন সহযোগীর সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন, প্রায় ১১০ কুলি গত ৯ই ডিসেম্বর রাজবাড়ীর চা বাগান হইতে বহির্গত হইয়া আসিষ্ট্যান্ট কমিসনার ম্যাক্লিয়ড সাহেবের নিকট আবেদন করে যে, তাহাদিগের উপর চা-করগণ ভয়ানক অত্যাচার করিতেছে। ম্যাক্লিয়ড সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাদের কথিত অত্যাচারের তদন্ত করিবার জন্য লেপ্টেনেন্ট গর্ভনকে চা-বাগানে প্রেরণ করেন। লেপ্টেনেন্ট গর্ভনর রিপোর্ট করিয়াছেন কুলিদের আবেদনের অনেকটা বিলক্ষণ সত্য। তিনি লিখিয়াছেন যে, চা-বাগানের যে সকল কুলি পলাইবা যাইবার চেষ্টা করে, চা-করগণ তাহাদিগকে একটী কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখে, এখানে কুলিগণের হাত পা বাঁধিয়া রাখা হয়। চা-বাগানের ম্যানেজার আয়ার সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, বাস্তবিকই কুলিদের জন্য একটী কারাগৃহ আছে। তিনি নিজে একজন কুলিকে বেত্রাঘাতও করিয়াছেন।

ভ্রমণকারির পত্র।

জেলা হাবড়ার উলুবেড়ে সবডিবিজনের অন্তর্গত মুগকল্যাণের জাঙ্গীর সভা উপলক্ষে চাঁদপুর নিবাসী হেমচন্দ্র ঘোষের 'আনন্দ বাজারে' লিখিত ভাবে সঞ্জীবনী যাহা প্রতিবাদ করুন সঞ্জমহাশয়ের বঙ্গবাসীতে অতি তীব্রভাবে লিখিত প্রতিবাদ দৃষ্ট করিয়া বঙ্গবাসী লেখেন আমরা হেম বাবুকে জানি, অতি দুঃখের সহিত আমরা কথঞ্চিৎ লিখিতে বাধ্য হইলাম। চাঁদপুর ও মুগকল্যাণ হইতে আমাদের বাসস্থান দশ বার মাইল দূরস্থিত বিবাহ কার্য্য উপলক্ষে ঐ উভয় স্থানের উভয় বাবুদিগের সহিত আমাদের সংস্রব ছিল, আমরা উহাদের অন্দর মহলের পর্য্যন্ত বিশেষ সংবাদ অবগত আছি, এমত অবস্থায় সত্য প্রচ্ছন্ন হইয়া অসত্যের প্রতিপত্তি প্রকাশ সহ্য করা যায় না বলিয়া অগত্যা সবিশেষ সাধারণের গোচর না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, এরূপ লেখায় হয় ত বঙ্গবাসী আমাদিগকে ব্রাহ্মদলভুক্ত মনে করিবেন, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রম হইবেমাত্র আমরা পরম শ্রদ্ধাস্পদ পূজনীয় স্বর্গীয় সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের শিষ্য ন্যায়পথ অবলম্বনপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম ও সত্যের গৌরব রক্ষাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

বঙ্গবাসী লেখেন, হেমবাবুকে তাঁহারা জানেন, তিনি জমীদার ও হাবড়া হুগলীর অনেকেই জানেন সাধারণ হিতকর কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি আছে, হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষানুক্রমে সদাব্রত চলিতেছে, ধর্ম্মে, দানে কুলে শীলে এক জন বর্দ্ধিষ্ণু লোক বলিয়া আমরা জানি। হেম বাবু গুরুমহাশয়ের পাঠশালার ছাত্র, পিতামহ কতকগুলি পত্তনী তালুক করিয়া যান। পিতার আমলের জমীদারি সামান্য একটী লাট, কয়েক শত টাকা মালগুজারি মাত্র, সমস্ত বিষয়ে আট দশ হাজার টাকা আয় হইবে কিন্তু তিন সরিক্ হেমবাবু কর্ত্তা হইয়া প্রজা ও অন্য লোকের সহিত দাঙ্গা হেঙ্গামা ইত্যাদিতে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা ঋণ করিয়াছেন, এখনও ঐ ঋণ রহিয়াছে, এক সম্পত্তি দুই স্থানে আবদ্ধ করিয়া থাকেন, প্রজা পীড়ন করিয়া জোরে টাকা আদায় করেন, চাকর রাখিয়া বেতন দিবার সময় গোলযোগ বাধাইয়া বেতন দেন না, সততই মকদ্দমাপ্রিয়, কটক রোডের পার্শ্বে বাটী রাস্তার পার্শ্বেই একটী বৈটকখানা আছে মেদিনীপুর ও কটক গমনকারী পথিকেরা ঐ বাটীর বৈটকখানার জন্য উহাকে চিনে বর্ত্তমান হাইকোর্টের মাননীয় জজ টটেনহেম সাহেব যখন পূর্ব্বে মেদিনীপুরের জজ ছিলেন, মেদিনীপুর গমন কালীন একদিন জল ঝড়ে পড়িয়া হেমের বৈটকখানায় আতিথ্য গ্রহণ করেন, তাহাতে উহার সহিত তাঁহার আলাপ হয়। পরে মহিষরেখায় মহকুমা হইলে তথাকার সবডিবিজনাল অফিসার, টী, পী, রায়কে জজ করিয়া হেমবাবু জাহাজ লইবার চেষ্টা পান। তিনিও উপযুক্ত ডিপুটী ছিলেন, আইনের বেড়া জালে উহাকে পাতিত করেন, শেষে হেমচন্দ্র মেদিনীপুরে টটেনহেম সাহেবের শরণ পন্ন হন উক্ত জজ মহোদয় তৎকালের বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনর বকলণ্ড সাহেবের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন। হেমচন্দ্র বকলাণ্ডের পদসেবন করিয়া সে যাত্রা উত্তীর্ণ হন, তাহাপরে উক্ত বকলণ্ড কমিসনরের পুত্র হাওড়ার মাজিষ্ট্রেট হইলে তিনি তাহার পিতার অনুগ্রহপাত্র বলিয়া তাঁহার নিকট পরিচিত হওয়ায়, তিনিই রোডসেসের মেম্বর প্রভৃতির সুযোগ করিয়া দেন। আর বকলণ্ড যখন হাওড়া টাউনহলের উদ্যোগ করেন, তাহার চাঁদা আদায়ের জন্য হেম অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ত তাঁহার সাধারণ হিতকর কার্য্য, তদ্ভিন্ন আর ত আমরা কিছুই দেখি না, উহার পিতা অতিথি সেবার আরম্ভ করিয়া যান উহারা কষ্টে সৃষ্টে খেসারি দাউল ও চাউল লোককে দেন কিন্তু সকলে পায় কি না ঈশ্বরই জানেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এমনি ভক্তি নিজ পরিবারের প্রস্তুত পক্কান্ন ব্রাহ্মণের বলিয়া ব্রাহ্মণকে খাইতে দেন, কর্জ্জ করিবেন শোধ করিতে হইলেই কষ্ট বোধ হয়, আমরা নিশ্চয় জানি হেম মুগকল্যাণের বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের পিতার নিকট কতকগুলি টাকা কর্জ্জ লইয়া, অগাধে তাহা অস্বীকার করেন এইরূপ মহাজনকে ঠকান তাঁহার ব্যবসায়। আমাদের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ফাঁকির বলিলে হক দিনা কতকগুলি টাকা লন, ফাঁকি দিবার মতলব ছিল কি, হইয়াছে তাহা জানি না এমনিও শুনিয়াছি যে যাহারা প্রকাশ্য মাতাল ও কদাচারি তাহাকেই কন্যা দান করেন ইহার অর্থ তাহারা বড় লোক, যদি কৌশলে তাহাদের কিছু অর্থ হস্তগত হয়। হেমবাবু অর্থ লাভের জন্য কত ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে আমাদের নিকট আত্মীয় একজন ব্রাহ্মণ উহার জন্য কষ্ট পাইয়াছেন। এই সকল গুণ যদি মানীর লক্ষণ হয় তবে হেম বাবু বড় লোক হইতে পারেন। নচেৎ সঞ্জীবনী যা কলির যুধিষ্ঠির আখ্যা দিয়াছেন তাহাই ঠিক হইয়াছে।

মুগকল্যাণ নিবাসী উমেশ বাবু বাস্তবিক উন্নতমনা শিক্ষিত ও প্রকৃত জমীদার তাঁহাদের সিকি সম্পত্তি হেম বাবুদের হইবে কি না; হেম বাবু

চাকর রাখিয়া বেতন না দিয়া তাড়াইয়া দেন। উমেশ বাবুদের চাকরেরা সহস্র সহস্র টাকা কতি করিলেও তাহার নামে নালিশ পর্য্যন্ত করেন না। উমেশ বাবুর কেবল খাওয়াপুরার যে ব্যয় হয় দেবের সমুদায় বর্ষে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় অতিথিতে তাহা হয় না। তবে প্রভেদ এই উমেশ বাবু বুড়ম সাং সারী, বেশী লোকের সহিত আলাপাদি নাই কিন্তু সৎকার্য্যে তাঁহাকে উৎসাহ দিলে তিনি বা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ঈশানবাবু উভয়েই অগ্রসর হন। দেব নিজে অশিক্ষিত, উমেশ বাবু নিজে শিক্ষিত এবং বাসস্থানের চতুর্দ্দিকও শিক্ষিত মণ্ডলীতে বেষ্টিত, তবে উঁহারা দেবকে প্রতারক বলিয়া ঘৃণা করেন উঁহার সহিত মিশিতে চান না ও গ্রাহ্য করেন না এই কারণেই উমেশ বাবুর অনুষ্ঠিত কার্য্যের কুৎসা রটনা করাই দেবের উদ্দেশ্য। আমরা যত দূর জানি প্রায় বিশ বর্ষের অধিক কাল দেবের কার্য্য কলাপ দেখিতেছি তাহাতে উঁহাকে শ্রদ্ধার পাত্র কখনই বলা যায় না। লোকালয়োতে'র দেবের হওয়া কেবল দেবের চালাকীতে, নচেৎ যথার্থ বিচার করিতে গেলে উমেশ কি ঈশান বাবুর নিকট দেব কিছুতেই গণনীয় নয় তবে একথা স্বীকার্য্য যে, উমেশ বাবু ও ঈশান বাবু নিজের জমীদারি লইয়াই ব্যস্ত, অন্য কার্য্য করিবার ততটা অনুশীলতা নাই বা অবসর নাই, দেবের সামান্য তালুকদার, লাটের ভাবনা ভাবিতে হয় না, ক্রমাগত পত্তনির মালিকদিগের নিকট কিস্তিবন্দি লিখিতেছেন, আর বাহিরে বাহাদুরি জানাইতেছেন, বঙ্গবাসী কি এ সকল সংবাদ রাখেন না?

আমরা পাবনা জেলা পরিত্যাগ করিয়া গতকল্য জেলা ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমায় আসিয়াছি। এ শাখা খণ্ডটী অতি অল্প দিন স্থাপিত হইয়াছে, একারণ এস্থলে বাণিজ্যাদির ততদূর সুশৃঙ্খল হয় নাই, মাননীয় পারসী সাহেব সিবিলিয়ান জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের হস্তে এই মহকুমার ভারার্পিত আছে শুনিলাম ইনি এখানে খুব যশস্বী হইয়াছেন। ফৌজদারি মকদ্দমার সংখ্যা অনেক কম হইয়াছে। যাহাতে বাদী প্রতিবাদী অকারণ ক্ষতিগ্রস্ত না হন ইহার তৎপক্ষে, বিশেষ দৃষ্টি আছে, দেওয়ানি মকদ্দমার সংখ্যা অধিক। দুই জন মুন্সেফ বাতি জ্বালাইয়া কাছারি করিয়া কার্য্য শেষ করিতে পারিতেছেন না।

বান্যা উত্তম জন্মিয়াছে। কৃষকেরা প্রায়ই ধান্য গৃহজাত করিয়াছে। সরিষা ইত্যাদি হৈমন্তিক শস্য প্রচুর জন্মিয়াছে, অবস্থাও আশাপ্রদ আছে মন্দ নহে, কয়েক দিন হইল এখানে আদৌ শীত বোধ হইতেছে না।

সংবাদদাতারপত্র ।

কাশী।

কাশীতে "জীবদয়া বিস্তারিণী সভা" নামক একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সভার প্রধান উদ্দেশ্য সকল প্রকার জীবের প্রতি অত্যাচার হইতে না দেওয়া। আপাততঃ ঐ সভা তত্রত্য সমস্ত বৃদ্ধ অতুক জীর্ণ শীর্ণ গবাদির প্রতিপালন জন্য একটী গোশালা প্রস্তুত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। সভার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রায় ২০০ টাকার অধিক মাসিক চাঁদা আকরিত হইয়াছে। যাহা হউক, উক্ত সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগন্নারায়ণ, কাশী অনাথ-বিদ্যালয়ের সামান্য এক জন বেতনভোগী শিক্ষক; এমন কি তাঁহার মাসিক আয় ১০ টাকার অধিক নয়; ইনি এই বিষয়ের জন্য বহু সৎকারে বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন। কিছু দিন গত হইল ইনি "গোরক্ষা" নামক এক খানি পুস্তক অধুনাতন চলিত ভাষায় (অনেক উৎসাহী বন্ধুদিগের কর্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া) প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক বিজ্ঞ ও ধনীব্যক্তিদিগের সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্য পাইয়া পণ্ডিত মহাশয় কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা এইরূপ ব্যক্তির দীর্ঘ জীবন সর্ব্বান্তকরণে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত এডমণ্ড হোয়াইট সাহেব ঐ অঞ্চলের সমস্ত গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত মিসন কলেজ ও স্কুল সমূহে বাইবেল পড়ান বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এই বিষয়ের পক্ষসমর্থন জন্য সমস্ত খ্যাতনামা পাদরি সাহেবেরা এলাহাবাদে গিয়া সম্প্রতি একটী মহতী সভা আহ্বান করিয়া ছিলেন। পাদরি সাহেবেরা যে সহজে ছাড়িবেন, এমত আমাদের বোধ হয় না।

১। গত ১১ই ডিসেম্বর শনিবার বেলা ১১ টার সময় অত্রত্য দশাশ্বমেধ ঘাটে একখানি মাল বোঝাই নৌকা ডুবিয়া ৬ জন মানুষ মারা পড়িয়াছে।

২। এখানে বেণারস গবর্ণমেণ্ট কলেজের নিকট চেতগঞ্জ নামক স্থানে যে একটী মদ তৈয়ারি করিবার কুঠি ছিল, সেটী সম্প্রতি বরুণা নদীর ধারে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

রোগে ইহার আশ্চর্য্য উপকারিতা শক্তি দেখা যাইতেছে। এমন কি ইহা ধারণ করিলে সংক্রামিক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভব নাই। বস্তুতঃ ইহা রক্তপরিষ্কার করতঃ পীড়া আশ্চর্য্যরূপে ও অল্পকাল মধ্যে নিবারণ করে। এলোপ্যাথিক, হোমিয়োপ্যাথিক, ও হাইড্রোপ্যাথিক চিকিৎসাতে যাঁহারা ফল পান নাই তাঁহারা এই তাড়িত ধারণে ফল পাইতেছেন। সোণাও রূপার নির্ম্মিত কবচও অঙ্গুরী তাড়িত সংযুক্ত বলিয়া উক্তি করিলে সে নিতান্ত অমূলক ও তাহা ব্যবহারে কোন ব্যক্তি কখনই আরোগ্য হইতে পারে না। প্রতি কবচের মূল্য ১।৴০ আনা, ডজন ১২।০, প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ২ টাকা ডজন ২০; প্রতি অনন্তের মূল্য ১।০, ডজন ১৫ প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬ খান।৵০ আনা ডজন ৸৶০, যাঁহারা অঙ্গুরী ও অনন্ত লইতে ইচ্ছুক তাঁহারা মাপ পাঠাইবেন।

—●●—

ইলক্‌ট্রো গ্যালভানীয় কবচ ও অঙ্গুরী।

জগতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মহাত্মা গ্যালভানির প্রবর্ত্ত নিয়ম অনুসারে আমরা স্বর্ণ এবং রৌপ্যের কবচ ও অঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তাড়িত সংযোজিত করতঃ তাহা দ্বারা যেসমস্ত দুঃসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতেছি, তাহা অনেকেই জানেন। আমাদের নির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরীয়কের বিশেষ আদর দেখিয়া কেহ কেহ হিংসাপরবশ হইয়া নিঃস্ব হাস্যজনক কথা সকলের নিকট প্রচার আরম্ভ করিয়া সাধারণকে ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অতএব ক্রেতাগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন যে তাঁহারা যেন সতর্ক হন এবং দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক প্রতারিত না হন। সাধারণকে বুঝাইবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। কবচ বা অঙ্গুরীয়ক ক্রয়কালে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা উহা স্পর্শ করিলেই তাড়িত প্রবাহ স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন। ক্রেতার পক্ষে এই যথেষ্ট প্রমাণ। এই কবচ ও অঙ্গুরীয়ক দেখিতে অতি সুন্দর।

রৌপ্য কবচ ১খানি ২৲ রৌপ্য অঙ্গুরীয়ক ১ খানি ৩
স্বর্ণ কবচ .. ...২০ স্বর্ণ অঙ্গুরীয়ক... ...১৮

উপরিউক্ত কবচ ও অঙ্গুরীয়ক ধারণে দুঃসাধ্য ব্যাধি সকল আরোগ্য হয়।

ইহা ব্যতিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় নানাবিধ ঘড়ি, চেইন, বোতাম, অলঙ্কার, চসমা বহুমূল্য প্রস্তর ইত্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এবং ঘড়ি মেরামতের কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে।

কে, সি দাস এণ্ড কোং
২৪ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট—কলিকাতা

-●●

ইলক্‌ট্রো গ্যালভানীয়

অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত।

পি, সি, দাস

ভারতের একমাত্র নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক।

৩৪ নং বেনিয়াটোলা লেন পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

তাড়িতের অপরিসীম গুণ বর্ণন।

আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারত মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন ঢাকা, এলাহাবাদ, শ্রীহট্ট, কটক, মেদিনীপুর, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ, আসাম, বেনারস, হাইদ্রাবাদ, দিল্লী, লাহোর কাশ্মীর ও জগতের সমস্ত সভ্যজাতি এখন এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে অনেক উৎকট ব্যাধি যাহা এলোপ্যাথিক হাইড্রোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক, ক্রমোপ্যাথিক ইত্যাদি নানা প্রকার ডাক্তার কবিরাজ যে সমস্ত রোগ দুঃসাধ্য ও আরাম হইবে না বলিয়া রোগীদিগকে একেবারে হতাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আবার এই মহৎশক্তি জীবন স্বরূপ বৈজ্ঞানিক তাড়িৎ চিকিৎসা দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছেন। আবার এই তাড়িৎ অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে এবং তাড়িৎ সংযুক্ত দ্রব্য ব্যবহারে মানব শরীরে রোগ নিকটে আসিতে পারে না, অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত ক্রয় করিলে P.C.D. নামাঙ্কিত দেখিয়া লইবেন। কারণ কোন কোন ধূর্ত্ত লোক লোভের বশতাপন্ন হইয়া অনুকরণ করিতেছেন বলা বাহুল্য। যে কয়েকটী ধাতু পরিমাণ বিশেষ একত্রিত সংলগ্নের দ্বারায় তাড়িত উৎপাদিত হয়। অর্থলোভী লোক সেই সকল ধাতুর যথার্থ পরিমাণ না জানিয়া সর্ব্বসাধারণকে ঠকাইতেছে, P.C.D. মার্কার অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত তাহাই আমার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং তাহা দ্বারাই জগতের সমস্ত লোকে ৬।৭ বৎসর হইতে বহু প্রশংসা করিতেছেন ও প্রশংসাপত্র দিতেছেন।

প্রতি কবচের মূল্য ১।০ ৬ ডজন ১২, প্রতি অঙ্গুরীর মূল্য ১।০ ডজন ১৫ ও অনন্তের মূল্য ১।০ ডজন ১৫ প্যাকিং ও পোষ্টেজ ।৵০ অঙ্গুরী ও অনন্তের মাপ পাঠাইবেন ও চারি রকম অঙ্গুরীর মধ্যে যেপ্রকার লইবেন নম্বর ধরিয়া লিখিবেন।

—●●—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহামেলায় এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২১ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধ১৭ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—●●—

চুলের কলপ।

ইহা জলের ন্যায় তরল, লাগাইতে কোন কষ্ট নাই। যেরূপ পক্ককেশ হউক না কেন ৫ মিনিটে গাঢ় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ৩।৪ মাস থাকিবে। মূল্য ১৲ টাকা।

রোজমের তৈল।

ইহা ব্যবহারে চারিদিক গোলাপের গন্ধ বিস্তার করে, শরীর স্নিগ্ধ থাকে, শিরঃ রোগের ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, ছোট ॥০ আনা।

অদৃশ্য কালি।

এই কালি লিখিবার সময় কিছুই দেখা যায় না, পরে ঈষৎ অগ্নির উত্তাপ লাগাইবা মাত্র স্পষ্ট দেখা যাইবে। গোপনীয় পত্র লিখিবার আশ্চর্য্য উপায়। মূল্য ।০ আনা।

লিলি পাউডার।

সর্ব্ব প্রকার দাদের মহৌষধ মূল্য ✓০ আনা।

ব্লড পিউরিফায়ার।

এই সালসা ডাক্তার কবিরাজ ব্যবহার করেন। শোথ, বাতী, গরমি, বাগী, পচা ও পারা দোষ সংক্রান্ত সমস্ত ঘা, ও কোষ্ঠ কাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়। মূল্য ১ টাকা।

এ, সি, বসু এণ্ড কোং।
৮২ নং তুকিয়াস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অষ্টধাতু নির্ম্মিত অনোঘ।

"অনন্ত।"

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও প্রকাশিত।

৩৭ নং বেণেটোলা লেন পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই "অনন্ত" জনৈক মহানকোপাধ্যায় সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। উক্ত মহাত্মা আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ পুরঃসর অষ্ট ধাতু দ্বারা নির্ম্মাণ ও বৈদ্যুতিক গুণ সংলগ্ন করণ প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা দান করিয়াছেন। আমি ঐ সকল কার্য্য শিক্ষা করিয়া, অষ্ট ধাতুর দ্বারা কতকগুলি "অনন্ত" নির্ম্মাণ করতঃ চিরব্যাধিগ্রস্ত কয়েকজন ব্যক্তিকে ধারণ করাইয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহারা অতি অল্পকাল মধ্যেই শরীরস্থ ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। সেই জন্যই সাধারণের উপকারার্থে স্বদেশের শুভ কামনায় আমার নাম দিয়া অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত 'অনন্ত প্রচার করিলাম।

এই "অনন্ত" স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীস, রাং দস্তা, লৌহ, পারদ এই অষ্টধাতুতে বিনির্ম্মিত।* ইহা ক্রমান্বয়ে স্বর্ণের ন্যায় ধাতুর উপর অপর সাতটী ধাতু খচিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে প্রথম ডুবিয়া অন্তে তরল পারদ স্থাপিত থাকায় এতদ্দ্বারাই বিদ্যুতীয় কার্য্য উৎপাদন করিয়া, অষ্ট ধাতুর গুণ ক্রমশঃ শরীরে প্রবেশ করাইতে থাকে ইহাতেই শরীরের রক্ত পরিষ্কার করতঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ পূর্ব্বক ক্রমশঃ মেধা বৃদ্ধি হইতে থাকে এই অনন্তকে জীবন রক্ষার মূল ঔষধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি মুক্ত কণ্ঠে বিশ্বস্ত রূপে বলিতেছি যে, এই সন্ন্যাসী প্রদত্ত, আমার এই অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত অনন্ত ধারণ করিলে পর শরীর সম্বন্ধীয় নানা প্রকার ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে হইবে না।

আজ কাল নানা প্রকার ঔষধি ধাতুনির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরীয় ইত্যাদি যাহা অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে, তাহা যে কত দূর সত্য আমরা তুলনা করিতে চাহি না, কিন্তু মহাশয় গণ বহু ভ্রমে কাচ ক্রয় করিবেন না। ছোট ও বড় প্রত্যেক 'অনন্তর' মূল্য ২ টাকা, ডজন ২০ টাকা, প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬টী ।✓০ আনা, ৭ হইতে ১২টী ॥✓০ আনা। অর্ডার পাইলে ভ্যালু পেয়েবল পার্শ্বেলে মাল পাঠান যাইবে। আর বিদেশীয় মহোদয়গণ অনন্ত ক্রয়ক্কালীন অনুগ্রহ করিয়া হস্তস্থিত মাপ পাঠাইয়া দিবেন।

অনন্তর যে সকল স্থানে ধাতু খচিত হইয়াছে তাহা এক একটী করিয়া মিলাইয়া লইবেন। আর উক্ত সন্ন্যাসীর আদেশমত অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে ফটকিরিরজল দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন, যাহারা কবচঅঙ্গুরি লইয়া ঠকিয়াছেন তাহারা একবার পরীক্ষা করুন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ✓০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ✓১০ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩॥০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, কাউন্সিল চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ✓০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ✓১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, অবগকারীরপত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

☞ এই পত্র ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

৩১ শ ভাগ [illegible] সংখ্যা।

১২৯৩ সাল। ২০এ পৌষ। ইং ১৮৮৬। ৩রা জানুয়ারি।
৮ রিপনাব্দ। ২০এ পৌষ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০,

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭) টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত৩৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সুলভ এজেন্সি।

মফস্বলবাসী সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে যাঁহারা কোন সামগ্রী কলিকাতা সহর হইতে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা আমাদিগের কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমরা যত সুলভে পারি ক্রয় করিয়া অবিলম্বে সেই সকল দ্রব্য যত্নের সহিত পাঠাইয়া দিব। ক্রয় করিবার অর্ডর প্রেরণকালে অনুমান করিয়া কিছু টাকা পাঠাইবেন। বাজারের যেরূপ দরে খরিদ হইবে লিখিয়া অবগত করা হইবেক এবং দ্রব্যাদি ভাল্যু পোষ্টে অথবা পার্শ্বেলে পাঠান যাইবে। প্রেরিত দ্রব্যের বিক্রি মূল্য ঐ সময়ে দিলে চলিবে। কার্য্য বুঝিয়া কমিসন স্থির করিয়া পত্র লেখা হইবে।

গ্রাহক মহোদয়দিগের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া সোমপ্রকাশের মূল্যাদি এবং অন্যান্য আবশ্যক বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশ ডিপজিটারীতে না গিয়া অথবা মূল্যাদি না দিয়া ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে অনুগ্রহ করিয়া আসিলে সমস্ত বিষয়ের স্থির হইবে। সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে যাইবার প্রয়োজন নাই।

সোমপ্রকাশ যন্ত্র ও কার্য্যালয় আদি কলিকাতা গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন ৪৮নং ভবনে স্থাপন করা হইয়াছে। গ্রাহক মহোদয়গণ পত্রাদি ও সোমপ্রকাশের মূল্যাদি উক্ত ঠিকানায় নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইবেন। সোমপ্রকাশ এক্ষণ হইতে নিয়মিতরূপে সত্বর যাহাতে গ্রাহকগণের হস্তগত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মফস্বল ও কলিকাতার যেসকল গ্রাহক উপযুক্ত সময়ে সোমপ্রকাশ না পাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পত্র লিখিলে আমরা তাহার সংশোধন করিব। চাঙ্গড়িপোতা সোনারপুর পোষ্ট আফিসের ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবার আবশ্যক নাই।

আমরা কলিকাতায় আসিয়া নানা প্রকার জবওয়ার্ক ও পুস্তকাদি মুদ্রন কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে সম্পান্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। যাঁহারা সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে চেক দাখিলা, চিঠি, লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি যাবতীয় বিষয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা উপরি উক্ত ঠিকানায় আমার নিকট অর্ডার পাঠাইলে সুতন অক্ষরে সত্বর প্রাপ্ত হইবেন। আমরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা নানা প্রকার নূতন অক্ষর বর্ডার ও নকসা আনয়ন করিয়াছি। সুলভ মূল্যে ও সুন্দররূপে যে কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে কোনরূপ প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা নাই। সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে তাঁহারা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাদিগকে মুদ্রন কার্য্যাদি অর্পণ করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র-টাকা কড়ি, মণিঅর্ডার আদি গ্রাহক মহোদয়গণ এক্ষণ হইতে ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মণিঅর্ডার গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাহারও নামে পাঠাইবেন না। অথবা কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যেন দৃষ্টি থাকে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষস্য ;

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।

মূল, শাঙ্করভাষ্য, ঐ শাঙ্কর ভাষ্যানুমোদিত বাঙ্গলা ব্যাখ্যা।
বাঙ্গালা ব্যাখ্যাতা
পণ্ডিত
শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কর্ত্তৃক
বিশেষরূপ সংবর্দ্ধিত ও সংশোধিত।

এরূপ ব্যাখ্যা পূর্ব্বে কখন প্রকাশিত হয় নাই।

মূল্য মাঃ ডাঃ মাঃ ২।০ টাকা মাত্র।

(মাসিক) বেদব্যাস (পত্র)

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

হিন্দু ধর্ম্মের এক মাত্র মাসিক পত্র।
বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ২ টাকা, অসমর্থ ১ টাকা কিন্তু গীতা ও বেদব্যাস একত্রে লইলে মাঃ ডাঃ মাঃ ৩ টাকায় দুইই পাইবেন।

ঠিকানা,—৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
বেদব্যাস কার্য্যালয়।

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।
৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নূতন আয়োজন।

আমরা এই কয় বৎসর অবধি জার্ম্মাণ এলকোহলে ঔষধ ডাইলিউসন করিয়া বিক্রয় করিতেছি এবং এই নূতন ব্যবস্থায় ঔষধের উপকারিতাও বিশেষ রূপ বৃদ্ধি হইয়াছে; আশা করি, সকলে অন্ততঃ এক একবার আমাদিগের ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যদিও নূতন ব্যবস্থা অবলম্বনে আমাদিগের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে তথাপি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি করিলাম না।

সম্প্রতি জার্ম্মেণী হইতে আমাদিগের আবার
সম্প্রতি জার্ম্মেণি হইতে আমাদিগের আবার
নূতন ঔষধও কয়েক প্রকার চিকিৎসোপযোগী নূতন সামগ্রীও আসিয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থীদিগের উপকারের গ্রন্থ সদৃশ বিধানতত্ত্ব ১ম ভাগ ১ টাকা। ঐ ২য় ভাগ ১ টাকা। ডাক মাশুল /০ আনা। বিশেষ পরীক্ষিত ম্যালেরিয়া ও বহুমূত্র রোগের মহৌষধ আমাদিগের নিকট পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া চূর্ণ এক ড্রাম শিশির মূল্য ।০ আনা। ২ ড্রাম ঐ প্যাকিং ৵০ ঐ ঐ। বহুমূত্র রোগের মহৌষধ ১ ড্রাম শিশির মূল্য (আরোক) ৷৹ ২ ড্রাম ঐ (চূর্ণ ঔষধ) ১, প্যাকিং ৵০ আনা।

সচিত্র চিঠির কাগজ

এ আকার চিঠির কাগজ এই প্রথম। সুন্দর রমণী মূর্ত্তি নিয়ে 'সুন্দর আমার' সরস্বতী মূর্ত্তি নব তারিখ ছাপান ইত্যাদি, যুবক যুবতী প্রভৃতি সকলের ব্যবহারের উপযোগী মূল্য সুলভ পাঁচ দিস্তা ।৵০ আনা মাশুল /১০

জে, কে, শর্ম্মা এণ্ড কোং।
৬৭নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সকলেরই ব্যবহার্য্য

কেশ-বিনাশক চূর্ণ।

শরীরের যে কোন স্থানের লোম উঠাইবার ইচ্ছা করিলেন, এই চূর্ণ একবার মাত্র লাগাইলে তিন মিনিটের মধ্যে উত্তমরূপে লোম বিনাশ হইবে।

মূল্য—প্রতি কৌটা ।০, প্যাকিং ৵০ আনা
" " ডজন ৪ " ।০ "

এই চূর্ণ ঘোস কিম্বা কোন প্রকার ক্ষত স্থানে লাগান নিষেধ।

এচ, কার,
২৬ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—●●—

কে, ডি, সরকারের উপদংশ রোগের পারা বর্জ্জিত মহৌষধ।

সিপাহি বিদ্রোহের অবসান সময়ে নেপালের জঙ্গলে এক মুসলমান ফকীরের নিকট প্রাপ্ত। গত ২৬ বৎসর ইহা বিনা মূল্যে বিতরিত হইয়াছে কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও যশ প্রচারের সহিত ইহার গ্রাহক এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছে যে বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম। ইহাতে কোন প্রকারের পারা নাই, ইহা অল্পকাল মাত্র সেবনেই সহস্র সহস্র লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরারোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র ইহার সেবনেই রোগমুক্ত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারায় শিশু সন্তান ও পৈত্রিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহা রোগের সর্ব্বাবস্থায় আশু ফলপ্রদ; এমন কি পারাঘটিত ঔষধ সেবন জনিত দূষিত রক্ত ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্ষত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের এরূপ পারা বর্জ্জিত অব্যর্থ মহৌষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও অন্যান্য ব্যক্তির প্রদত্ত প্রশংসাপত্র এবং ঔষধ সেবনের নিয়মাদি ঔষধের শিশির সহিত থাকিবে, আমাকেই লিখিলেই উক্ত প্রশংসাপত্রাদি বিনা ব্যয়ে পাইবেন। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২।০ প্যাকিং ।০

শ্রীকালীদাস সরকার
গবর্ণমেণ্ট পেন্সনর—লক্ষ্ণৌ।

—●●—

[illegible] হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেনসারি।
৩নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, পটলডাঙ্গা দীঘির দক্ষিণ
কলিকাতা রাজার বাগান, শ্যাম বাবুর ঘাট।
চিনসুরা ব্রাঞ্চ ডিস্পেনসারি।

—●●—

বিনা মূল্যে বিতরণ।

ডাক্তার লক্ষ্মণ মুখোপাধ্যায় কৃত

সরল চিকিৎসা।

(দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্দ্ধিত ডিমাই ১২ পেজী ৮ ফর্ম্মায় সম্পূর্ণ)

পল্লীগ্রামবাসী গৃহস্থ মাত্রেরই আবশ্যক ডাঃ মাশুলাদির জন্য /০ এক আনা ভবরঞ্জন ডিস্পেনসারি, ভবানিপুর কলিকাতা।

বিশেষ সুবিধা।

সোমপ্রকাশের সুলভ মূল্য

৩ মাসের জন্য।

বর্ত্তমান পৌষ মাস হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যে যাঁহারা নূতন গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত হইবেন, তাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬॥০ টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র খানি

বিবিধ সংবাদ।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম কুচবিহারের মহারাণীর একটী পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। রাণীর ভগিনী [illegible] একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। কবিতাটী [illegible] হইয়াছে।

দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী—এক সের তামা এবং এক সের রূপা এবং দেড় তোলা সেঁকো বিষ একত্রে মিলাইয়া লইলে যে ধাতু প্রস্তুত হইবে তাহা দেখিতে ঠিক রূপার ন্যায় হইবে, অথচ কেবল রূপা দিয়া কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয় এ ধাতু দ্বারা তাহার প্রায় অর্দ্ধেকের কম ব্যয়ে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তাঁবার ভাগ চারি সের এবং তিন ছটাক টিন দিয়া কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিলেও প্রায় রূপার ন্যায় দেখায়। ঢাকাবার্ত্তা।"

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে ডাক্তার বি, কে, বস্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে চীনের উপর্য্যুপরি অভিযান হওয়ায় গবর্ণমেন্ট সামরিক ও একজিকিউটিভ কর্মচারিদিগকে চীনভাষা শিক্ষার জন্য নিয়ম করিয়াছেন।

পার্সিরা সূর্য্য এবং অগ্নির উপাসক। অগ্নিহোত্রীর ন্যায় ইঁহারা অগ্নি-মন্দিরে ১৬টী ভিন্ন ভিন্ন নামধেয় ১০০১ প্রকারের অগ্নি সংগ্রহ করিয়া রাখেন। এই অগ্নি চন্দন কাষ্ঠ এবং ধুনা ইত্যাদি দ্বারা অহর্নিশ প্রজ্বলিত করিয়া রাখা হয়। ভেন ডিডাড বলেন, এই সজীব অগ্নি শ্মশান, টাকশাল, সাধারণ স্নানাগার, কামার, কুমার, রাজমজুর এবং সন্ন্যাসীর, স্বর্ণকার, অস্ত্রকার, রুটীওয়ালা, মদ্যব্যবসায়ী, পশুপালক, পুরোহিত, গায়ক, রাজা, সম্ভ্রান্ত লোক, বিচারক এবং সামরিক ব্যক্তির চুল্লি হইতে আনয়ন করা হয়। তাড়িতের অগ্নি পর্য্যন্তও এই অগ্নি গৃহে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

ক্রাইষ্ট চর্চের এক জন পুরোহিতের স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে প্রহার করায় পুরোহিত আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ষ্ট্যাফোর্ড নগরের পুলিস কোর্টে তাঁহার বিচার হয়। পুরোহিত বলেন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে কুৎসিত ভাষায় গালি দিয়া উত্তম মধ্যম আরম্ভ করিয়াছে। অদ্য তিন দিন হইতে স্বামী স্ত্রীর ভয়ে আর একাকী গৃহে থাকিতে সাহস করিতেছেন না। এহার খাইবার পর তিন দিনের মাত্র একজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া গৃহে যান।

রোমের এক স্থানে খনন করিতে করিতে একটী বৃহৎ অট্টালিকা দৃষ্টিগত হইয়াছে। অট্টালিকার প্রাচীরের ভাঙ্গা স্থানে রোমান দেব দেবীর মূর্ত্তি সকল চিত্রিত আছে।

নীলসন নামক এক ব্যক্তি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন ১৫ বৎসর হইতে ২০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যুবকের মধ্যে যাহারা মদ্যের পান করে না, তাহাদের মৃত্যু সংখ্যা যেখানে ১৫, সেখানে পরিমিত পায়ীর মৃত্যু সংখ্যা ১৮। ২০ এবং ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে এই দুই প্রকার লোকের মৃত্যুসংখ্যা ১০ ও ৩১। ৩০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক লোকের মধ্যে প্রথম প্রকারের লোক যদি ১০ জন মরে, দ্বিতীয় প্রকারের লোক ৪৫ জন মরে।

বোম্বাইবাসীর ন্যায় কাজের লোক ভারতবর্ষে আর নাই। সম্প্রতি পুনায় একটী পেন্সিল প্রস্তুত হইবার কারখানা হইয়াছে। লোহা এবং পিত্তলের ঢালাইখানা, সূতা পশমের কারখানা নানা স্থানে স্থাপিত হইতেছে।

বিলাতে কেবল ভারতীয় প্রশ্নের মীমাংসার জন্য একটী সভা স্থাপন করিবার কল্পনা হইতেছে।

সম্প্রতি সম্বাদ পাওয়া গিয়াছে যে দলীপ সিংহ পারিসস্থ রুষ ডিউকের সহিত বন্ধুতা করিতেছেন।

সংক্রামক রোগ সম্বন্ধীয় যে আইন প্রচলিত ছিল, কলিকাতায় তাহার অনুরূপ আর একটী আইন প্রচলিত করিবার কল্পনা হইতেছে।

নিজাম এবং তাঁহার মন্ত্রীর সহিত যে বিবাদ হয় তাহার মধ্যস্থতা করিবার জন্য এক জন ইউরোপীয় ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইবে, এইরূপ জনরব শুনা যায়। এই জনরব লইয়া হাইদ্রাবাদের চতুর্দ্দিকে আন্দোলন উঠিয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম বঙ্গদেশের বিখ্যাত জমীদার রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে।

কেবল স্ত্রীলোকের দ্বারা চালাইবার জন্য আর একখানি স্ত্রী সম্বাদপত্রের সৃষ্টি কল্পনা হইতেছে। ইহার লেখক, সংশোধক, কার্য্যনির্ব্বাহক, কম্পোজিটার, মুদ্রাকার সকলই স্ত্রীলোক। ইহাতে, পুরুষের সম্পর্ক থাকিবে না।

মান্দ্রাজে দি সেন্ট্রাল কলেজ নামক একটী কলেজের সৃষ্টি হইবার কল্পনা হইয়াছে।

মুনসিগঞ্জের নিকট বালেশ্বরী নদীর তটে বিখ্যাত কার্ত্তিক বারুণী মেলা হয়। গত ২৬এ নভেম্বর হইতে এই মেলা আরম্ভ হইয়াছে। দেড় মাস কাল মেলা হইবে।

আয়র্লণ্ডের এক দল বালকে মিলিয়া একখানি সম্বাদপত্র বাহির করিতেছে। বালকের খপুরের কাগজ বালকের অনুরূপ একটী ছোট মুদ্রাযন্ত্র হইতে ছাপা হয়।

বিলাতের কোন বিখ্যাত সম্বাদপত্রের একজন লেখক লিখিয়াছিলেন, এবার লালমোহন ঘোষকে বাটী যাইবার পথে লর্ড ডফরিণ দলীপের ন্যায় এডেনে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। আমরা সময়ে সময়ে লর্ড ডফরিণের দোষোল্লেখ করি বটে কিন্তু এরূপ বৃথা নিন্দাবাদ শুনিয়া কখনই আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। এই জন্যই লর্ড ডফরিণ বলিতেছেন ভারত শাসনের ন্যায় কঠিন কার্য্য আর নাই।

শুনা যায় হাইদ্রাবাদের নিজাম শীঘ্র তাঁহার দেশস্থ কয়েদীদিগের অনেক গুলিকে আণ্ডামান দ্বীপে পাঠাইয়া দিবেন।

চন্দনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন 'আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত কর্ণরোগে বহুপ্রকার কষ্ট পাইয়া নানা প্রকার ঔষধ সেবন ও ব্যবহার করিয়া কিছুতেই আরোগ্য লাভ করিতে না পারায় তারকেশ্বরে হত্যা দিয়াছিলাম তথায়ও কোন প্রতীকার না হওয়ায় বাটী প্রত্যাগমনকালীন হুগলীর ষ্টেশনে শুনিলাম জেলা নদীয়ার অন্তর্গত গুড়পুখরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের কাণরোগের অব্যর্থ মহৌষধে সর্ব্ব প্রকার কাণ রোগ ও বোলা, ঘা এবং বহুতর লোকও আরোগ্য হইয়াছে। আমি বাটীতে আসিয়াই ঐ ঔষধ আনাইয়া ৪ চারি সপ্তাহকাল সেবন করায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। অত্র গ্রামের [illegible] ৭।৮ বৎসরের হাপ কাণের পীড়া উক্ত মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে, আমরা উভয়েই আজীবন উক্ত মহাত্মার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। আমাদের কাণ যেরূপ আরোগ্য হইয়াছে তাহাতে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হই বরং যে কাণরোগের ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই। আর কাহাকেও তারকেশ্বরে বা বৈদ্যনাথে যাইতে হইবে না। যাঁহার আবশ্যক হইবে তিনি উপরি উক্ত ঠিকানায় বৌ-বাজারে অবস্থাসহ পত্র লিখিলে ঐ ঔষধ সেবনের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন, আর কাহাকেও কাণরোগে কষ্ট পাইতে হইবে না'।

আমেরিকার বিজ্ঞানবিদগণ এক প্রকার বৃক্ষের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা হইতে তাড়িতের তেজ নির্গত হইয়া থাকে। কোনও পশু পক্ষী এই বৃক্ষের সম্মুখে যাইতে পারে না। কোনও কীট পতঙ্গ বৃক্ষের উপরে উঠিতে পারে না।

লর্ড রীপণ সম্প্রতি ভারত সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, মান্দ্রাজ মহাজন সভার অনুরোধে তাহা তামিল ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে।

গত ২৩এ ডিসেম্বর লাহোরে পবলিক সার্ভিস কমিসনের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কর্ণেল গর্ডন ইয়ং, ডাক্তার রহিম খাঁ বাহাদুর সর্দার চরত সিং, মনরাজ এম, এ, এবং মুন্সি মহরম আচিসটী সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

চীনেরা যে ইংরাজের উপর বড় একটা সন্তুষ্ট নহেন, তাহা ভাবোতে দেখা গিয়াছে। এখনও চীনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

লর্ড রিয়াই যেদিন যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি জৈনদিগকে স্কটলণ্ডের অধিবাসীদিগের সহিত সমান করিয়াছেন। তিনি বলেন প্রাণি-হিংসা নিবারণ করিবার জন্য স্কটলণ্ডে একটী বৃহৎ সভা আছে। স্কচেরা প্রাণিহিংসাকে বড়ই পাপ মনে করেন। প্রাণিহিংসা নিবারণ জৈন-দিগের ধর্ম। সুতরাং আমি যে স্কটলণ্ডবাসী আমার সহিত আপনাদের বিশেষ নিকট সম্বন্ধ। লর্ড রীয়াইয়ের এই রসিকতা শুনেই বোম্বাই বাসী তাঁহার নিকট কেনা হইয়া আছেন। লর্ড ডফরিণ ও টমসন সাহেব ইঁহাকে দেখিয়া শিক্ষা লাভ করুন।

গত ২৩এ ডিসেম্বর শুক্রবার লাহোরে পবলিক সার্ভিস কমিসনের আর একটী অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন:—

মিঃ ম্যাকওয়ার্থ ইয়ং, মোতীরাম সিং, রিসাল দার বাহাদুর, সর্দার মানসিং, মিঃ শেরদাব সি, এস, মিঃ ইলবিসো, শচরন দাস, সোনীলাল, গিদার চন্দ এবং বিরিজলাল।

মিঃ ইলবার্ট ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নূতন পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

ভবানী নগরের রাজা সাধারণ পূর্ত্তকার্য্যাদিতে ৮০ লক্ষ টাকা দান করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট কে, সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজা এই উপাধির উপযুক্ত পাত্র।

মন্ত্রীবর গ্লাডষ্টোনের পুত্র কন্‌গ্রেস সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

প্রাপ্ত।

জাতীয় সম্মিলনী।

বর্ত্তমান সময়ের লক্ষণ সন্দর্শনে কোন্ প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী লোকের হৃদয়ে না আশার সঞ্চার হইয়া থাকে। এই প্রকাণ্ড ভারত সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভাষী ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নানা প্রকার জাতির মধ্যে এই অল্পকাল মধ্যে যে এরূপ একতা সংস্থাপিত হইবে, ইহা কখন কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই সকল স্বতন্ত্র জাতি মধ্যে কেবল ঘোর বৈরিভাবেরই আধিক্য লক্ষিত হয়। ইহারা পরস্পর বৈরসাধনে তৎপর হইয়া পরিণামে স্বদেশের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। কখনই এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতি মধ্যে একটী মহোচ্চ জাতীয় ভাবের সম্ভব হয় নাই। বস্তুতঃ কেবল এই একমাত্র অভাব নিবন্ধন ভারতবাসিদিগের উন্নতির সোপান এতকাল অবরুদ্ধ ছিল। রাজপুতদিগের শৌর্য্য ও পরাক্রমের বিষয়, মহারাষ্ট্রীয়দিগের উদ্যোগ ও যুদ্ধ কৌশলের বিষয় কে না অবগত আছেন। কেবল বিদ্যা বুদ্ধি কেন, সাহস পরাক্রম বিষয়েও ভারতবাসীরা এক সময়ে পৃথিবীর আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। তবে কি কারণে এ প্রকার অবনতি হইল? সেই একমাত্র অভাব, সেই মহান্ জাতীয় ভাবের অভাব বশতঃই ভারতবাসীকে এরূপ দুরবস্থাপন্ন হইতে হইয়াছে। এতদূর পরাক্রান্ত বলবুদ্ধি সম্পন্ন হইলেও একমাত্র গুণে বঞ্চিত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় এতকাল বিজেতৃগণের পদদলিত হইয়া হীন দাসাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এ মহান্ ভাব ভারতবাসীর হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই। ভারতবাসীরা জাতীয় অবনতির মূল কারণ নির্ণয় করিতে বা তাহার দূরীকরণে কখনই সমর্থ হয় নাই। বহুকাল পরে পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে দেশীয়গণের চক্ষুরুন্মীলন হইতেছে। আমরা অবশ্যই বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদয়ে স্বীকার করিব যে এ সকল মহান্ ভাব পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রাণে ক্রমে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। ইংরাজ রাজগণ হইতে আমাদের দেশের অনেক উপকার সংসাধিত হইয়াছে, দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং নানা প্রকার উন্নতিও সাধিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আমরা এই জন্য বিজেতৃগণকে ধন্যবাদ দিই যে তাঁহাদের কৃপায় আমাদের প্রধান জাতীয় অভাব মোচন হইয়াছে, পাশ্চাত্য শিক্ষার বহুদেশ্যও সংসাধিত হইয়াছে। আমাদের শাসনকর্ত্তাদিগেরও ইহাকে গৌরব ও সুখের কারণ বিবেচনা করা উচিত।

এক্ষণে সমগ্র ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যে এক মহান্ জাতীয় ভাবের উদ্রেক হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর যে সেই মহদ্ভাব পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এ কথা বলিবার অপেক্ষা নাই। গত-বৎসর বোম্বাই নগরে জাতীয় "সম্মিলনীর" অধিবেশনে তাহা বিশদরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। পুনরায় জাতীয় সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন উপস্থিত। ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত উদ্যম, উৎসাহ ও উল্লাসের প্রবল তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে। সকল প্রদেশ হইতেই প্রজা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া কলিকাতায় মহাসভায় প্রেরিত হইতেছেন। এক্ষণে জাতীয় বিরোধ নাই। আমাদের শত্রুপক্ষীয়েরা প্রাণ পণ চেষ্টা করিলেও এ উৎসবের সময় ভ্রাতৃভাবের লোপ করিতে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। ভারত-বন্ধুগণ এখন আর নিদ্রিত থাকিও না। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া এই অপূর্ব্ব ভাব দর্শন কর। হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালী পার্শি মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়া এক মহান উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইয়াছেন। উৎসাহ আগ্রহ সমভাবে প্রজ্বলিত থাকিলে অভীষ্ট সিদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আর কি আক্ষেপের বিষয় আমাদের শাসনকর্ত্তারা এস্থলে আমাদের সহিত সহানুভূতি না দেখাইয়া উৎসাহানল নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের উদ্যম স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধিত না করিয়া বরং বিদ্রূপ করিতেছেন। অধিকন্তু এমত সময়ে গৃহ বিচ্ছেদের যোগাড় করিতেছেন। সহযোগী ইংলিশম্যান যেন কোন মর্ম্মবেদনা উপস্থিত। তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় ছট ফট করিতেছেন। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কেবল প্রলাপ বকিতেছেন। এ সকল কথায় কর্ণপাত করার কোন প্রয়োজন নাই। উহাতে কেবল কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নীচাশয়তার প্রকাশ পাইতেছে, পরের মিথ্যাকথায় ভুলিয়া পরম উদ্দেশ্য সাধনে বিমুখ হইও না। হিন্দু, মুসলমান বাঙ্গালী পার্শি, পঞ্জাবী সকলে একত্র হইয়া নীচ ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক "স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও"। দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ আনা, তাহার পর ৴৹ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১৹ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কবিরাজের বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী নিয়মের নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৬।৹ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, ডাকঘরের চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর ৴৹ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১৹ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, অনর্থকারীরপত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থানে স্বতন্ত্রে প্রকাশ হয় আইনে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সত্য এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রোপ্রাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

—০০—

বিশেষ সুবিধা।

সোম

[illegible]

৩ মাসের জন্য।

বর্ত্তমান পৌষ মাস হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যে যাঁহারা নূতন গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৪, টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র খানি পাইতে পারিবেন। এই সময়ের নিয়মের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ চৈত্র মাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহার পর সাধারণের এরূপ সুযোগ পাইবেন না। নূতন গ্রাহকগণ অধ্যক্ষের নামে ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা। এই ঠিকানায় মূল্য দিয়া পাইবে।

প্রেরিত পত্র

পুত্রবতী সতী।

ওই পুত্রবতী সতী কি ভাবিছ মনে ?
কি দেখিছ চাঁদ মুখে পুত্রের আননে ?
হাসিছে কাঁদিছে কভু, কভু নিরখিছে শিশু,
বিস্ময়েতে আঁখি দুটী উন্মীলন ক'রে।
তাই কি দেখিছ সতী [illegible]

অধরে ধ অজ্ঞান শিশু কল্যাণ কারণ।
বিরাজেন বিরন্তর বিভো বিরঞ্জন।
জগতের ব্যবহার শুনিছে শিশু যৌবন
তাই ওষ্ঠ কুলাইয়া করিছে রোদন।
আবার থামিছে শুনি প্রবোধ বচন॥

অনীতির কুমন্ত্রণা শুনিছে শ্রবণে।
আর অধর মৃদু হাসি, ধরে না বদনে।
তাই পুন থেকে থেকে বিশ্ব নিয়ন্তাকে দেখে
প্রবোধে অবোধ শিশু ভুলায় যে জন।
অন্তর অন্তর দেখি করুণ রোদন॥

স্থির নেত্রে কখন বা হেরিছে তোমারে।
কভু বা ভাবিছে মনে ভবের বাজারে।
যোগাসী পলায়ী মত, কেমনে সুমতি হত,
অবনত হতে যারে হইবে সত্বরে।
ঘুচিবে পসার যত অনন্ত গহ্বরে॥

যাহার কারণে মায়ে এতই যতন।
উপবাসে কত ক্লেশে করেন পালন।
বনের বিহঙ্গ প্রায়, ভুলে যায় মমতায়
খুঁটে খেতে শিখে যবে করে পলায়ন।
মা ব'লে আসে না আর সুধাতে তখন॥

তাই বুঝি কাঁদে শিশু ভাবি মনে মনে।
তথাও সুধাংশুমুখি মধুর বচনে।
বনের বিহঙ্গ মত, পাশরি মমতা যত
পলাবি কি যাদুমণী সুদূর প্রান্তরে?
মা বলা কি ভুলে যাবি চির দিন তরে?

সুধাও সুধাংশুমুখি মধুর বচনে?
সময়ে এসব কথা থাকিবে কি মনেমনে?
মাতৃগর্ভ-অন্ধকারে, ছিলি যবে কারাগারে
তখন ভবের খেলা হ'তো কি চিন্তন?
সংজ্ঞাহীন পরাধীন পশুর মতন।

দেখিলে অধীর কিম্বা শুনিলে রোদন।
কত মত সাধি তারে ভুলাতে তখন।
যার হাসি দেখিবারে, বক্ষ চিরি দেবতারে
শোণিত আলুতি কত করেছ অর্পণ।
তথাও সুমুখি তার রবে কি স্মরণ।

বল বিধুমুখী হায় চুম্বিয়া বদন।
তুই যাদুমণি মোর বুক-চেরা ধন।
জননীর যত স্নেহ, জগতে জানে না কেহ,
জননী কেবল জানে জননি যেমন।
এসব কি যাদু তুই স্মরিবি তখন?
বয়স অধিক যব, হইবে যখন।
অন্তে অন্ধকার ঘরে হেরিবে মরণ।

তখন কি যত্ন ক'রে মা বলিবে সবাকারে।
করিবি কি যাদু তুই আমারে পাসর?
সুধাও সুমুখি তার রবে কি স্মরণ?

মা——আর মা——
সুধামাখা সতী আর কাতর বচন।
ওষ্ঠ ফুলাইয়ে শিশু করিছে রোদন।
শান্ত কর স্নেহ ভরে, বদন চুম্বন ক'রে,
শান্তি দাও পরমেশে, তিনি মূলাধার।
করুন মঙ্গল সদা কুমারে তোমার।

বারুইপুর
সন ১২৯৩ সাল } শ্রীহেমন্ত কুমার রায় চৌধুরী

ভারতীয় কৃষি ও শিল্প সমিতি।

অত্রত্য "হুগলী লাইব্রেরীর" সম্পাদক, কার্য্যাধ্যক্ষ ও অন্যান্য সভ্য মহোদয়গণ দ্বারা একটী মহৎ কার্য্যের সূচনা হইতেছে। কার্য্যটী অতি গুরুতর, যদি উদ্যোগীগণ প্রস্তাবিত কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে জাবিব ভারতের একটী অভাবের দূরীকরণ হইল। উপরি লিখিত নাম দিয়া উক্ত মহোদয়গণ এই সমিতি স্থাপন করিয়াছেন, সম্ভবতঃ বর্ত্তমান সময় হইতে কার্য্য চলিবে। বাস্তবিক আজি কালি যেরূপ সময় পড়িয়াছে তাহাতে আর কি রাজদ্বারে, কি সদাগর সমীপে, কোন স্থানেই চাকরী পাইবার আশা নাই এবং আশা থাকিলেও ১৫,২০, টাকার অধিক নাই, সুতরাং অন্য উপায় না দেখিলে গত্যন্তর নাই। সুখের বিষয় এই আজিকাল অনেকেই এই গতিক বুঝিতে পারিয়াছেন অনেকেই-ক্রমে ক্রমে ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে মতি ফিরাইতেছেন এবং প্রায় সকলেই যথেষ্ট লাভবান হইয়া নিজ নিজ ব্যবসায়ে উন্নতি করিতেছেন। অনেক শিক্ষিত যুবক কৃষিকার্য্যের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া নানা প্রকার কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন। অনেকেই অবগত আছেন আজি কাল নানা দেশীয় ভদ্রলোক আসাম প্রদেশে চা বাগান করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন। যাঁহাদিগের একাএক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সামর্থ্য নাই, তাঁহারা কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধু একত্রিত হইয়া এক চা-ক্ষেত্র খুলিয়া উচিত মূল্যে অংশ বিক্রয় করিয়া পরশেষে উৎপন্ন চা বিক্রয় করিয়া নিজে ও অপরের সহিত যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছেন। কিন্তু এমন সদুপায় থাকিলেও লোক চাকরীর জন্য ধন্যা করিয়া রাজদ্বারে কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় ও ক্ষোভের কারণ বলিতে হইবে। এখানে অনেকে বলিতে পারেন, সকলেই কিছু বিত্তবান নহেন যে প্রচুর টাকা দিয়া চা-ক্ষেত্র খুলিবে বা অংশ কিনিবে।—ভারতবর্ষের বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশের বাঙ্গালী র মুরা ভত্রী অব্যবসায়ী ও অল্প পরিশ্রমী, লোক সুতরাং বাঙ্গালীর দুঃখ দুর্দ্দশা দরিদ্রতাও তেমনি বেশী। প্রতি বঙ্গদেশের প্রতি গৃহস্থের ঘর খুঁজিয়া দেখুন, এমন অনেক নিরুপায় ভদ্রবাঙ্গালী আছেন, যাঁহাদের দুই সন্ধ্যার অন্ন সংস্থান নাই। ইহার কারণ কি? ইহা অলস ও নিশ্চেষ্টতার কারণ নহে? স্কুলের বাঙ্গালী বাবু যেমন অলস এমন অলসত আর কোন জাতিকে দেখি না। বাঙ্গালী, বিহারী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, মাড়ওয়ারী, মহারাষ্ট্রী, পার্সী, মান্দ্রাজী, কানারী দ্রাবিড়ী; তারপর, ইংরেজ ফরাসী, জর্ম্মণি, পর্টুগীজ প্রভৃতি জাতিদিগের সহিত এক এক করিয়া তুলনা করুন, সকলেই ব্যবসায় বুদ্ধিতে বাঙ্গালী তাহাকে হারাইয়া দিবে। পার্সী জাতি এতদূর ব্যবসায়ী যে শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়—ভারতের সমস্ত জাতির বিশ্বাস যে পার্সী মরুভূমে বাস করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে। মাড়ওয়ারীগণও কম নহে, যেখানে একটা লোক বাস করে, এক ফোঁটা জল পড়ে সেইখানেই মাড়ওয়ারী পয়সা রোজগার করিবে। ফলতঃ—সকলেই ব্যবসাদার সকলেই বিত্তবান কিন্তু বাঙ্গালী অলস, অব্যবসায়ী বলিয়া কি অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে না, তাহাদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে না? হইবে। যাঁহার যেমন সম্পত্তি তিনি সেইরূপ উপায়ে কার্য্যারম্ভ করুন, নিশ্চয় সফলকাম হইবেন। অনেকের বিশ্বাস ব্যবসায় করিলে লোকসান হয়—এটা নিতান্ত অব্যবসায়ীর কথা। অপব্যয় না করিলে ব্যবসায়ের লোকসান নাই এটী অতি সত্য বাক্য। এই সকল বিষয় নিবারণের জন্য উক্ত মহোদয়গণ "ভারতীয় কৃষি ও শিল্প সমিতি" স্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে প্রত্যেক ভারতবাসীকে যোগ দান করিতে আহ্বান করিতেছেন, এই জন্য পৃথক পৃথক ভাষায় অনুষ্ঠানপত্র সকল মুদ্রিত হইয়া দেশ বিদেশে প্রেরিত হইতেছে।

এই সমিতি তিনটী প্রধান ভাগে বিভক্ত

হইবে। ১ম কৃষি বিভাগ, ২য় শিল্প বিভাগ, ৩য় বাণিজ্য বিভাগ।

কৃষিবিভাগে ভারতীয় সমস্ত প্রকার কৃষিকার্য্য প্রকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন হইবে। এই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় কৃষকগণকে নিযুক্ত করা হইবে।

শিল্প বিভাগে দেশীয় শিল্প দ্রব্যাদির বিশেষতঃ পিত্তল কাঁসার ও তামার সুন্দর বাসন দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবে, লৌহের ও পিত্তল নির্ম্মিত উত্তম উত্তম (কুলুপ আদি) প্রস্তুত হইবে, তজ্জন্য উত্তর পশ্চিমের আলিগড় হইতে তালা-তৈয়ারকারক আনীত হইবে। কারণ অনেকে জানেন ভারতবর্ষীয় পোষ্টাফিসের জন্য যে সকল তালা অর্থাৎ কুলুপ ব্যবহৃত হয় তাহা আলিগড় পোষ্টাল ওয়ার্কসপ নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত পূর্ণিয়া হইতে বিদরী দ্রব্য, পিত্তল কাঁসা, তামার সুন্দর সুন্দর বাটী, গেলাস, গুড়গুড়ী থালা, রেকাবী, ডিবে, গঙ্গাযমুনা লোটা প্রভৃতির জন্য মোরাদাবাদ, আগ্রা, জয়পুর, তিনপ্পালী, নাসিক, পুণা, মান্দ্রাজ হইতে এবং কার্পেটের গালিচা, তুলিচা, আসন, সুজনী, জাজিম প্রভৃতির জন্য ব.লি, সালিগ্রাম, মৃজাপুর, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে উত্তম উত্তম দক্ষ শিল্পীগণ আনীত হইবে।

শিল্প বিভাগ হইতে উৎপাদিত দ্রব্য সমুদায়ের বাণিজ্য করিয়া লাভ করা হইবে এবং সেই লাভ, খরচ খরচা বাদ তুল্যাংশে অংশীদারগণকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। অংশীদারের লাভালাভ বৎসরে একবার করিয়া দেখান হইবে এবং ইচ্ছা করিলে অংশীদার তাঁহার প্রাপ্য টাকা উঠাইয়া লইতে পারিবেন। একণে অন্য আবশ্যক ১০০০০ টাকা মূলধন লইয়া সমিতি কার্য্যারম্ভ করিবেন। প্রত্যেক অংশ এক টাকা করিয়া বিক্রীত হইবে। যাঁহারা অংশীদার হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শীঘ্র অংশ ক্রয় করিলে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন। যাঁহারা অংশ কিনিবেন তাঁহাদের প্রথম সুবিধা এই যে তাঁহারা বৎসরে দুই বার করিয়া নিজ নিজ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বিনা মূল্যে লইতে পারিবেন, কেবল মাত্র কাগজের দাম দিলেই চলিবে। তবে কাগজ, খাম ইত্যাদি সমিতি হইতে ক্রয় করিতে হইবে, তাহাতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি থাকিবে না। এ বিষয়ে যাঁহার অধিক জানিবার আবশ্যক হইবে তিনি "সম্পাদক, রাণাঘাট স্বদেশ সাংকেতিক "ম্যানেজার ভারতীয় কৃষি শিল্প সমিতিতে" লিখিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন। কিমধিক মিতি।

রাণাঘাট
৫ই জানুয়ারি।

একান্ত বশম্বদ।
শ্রীকরুণানিধান ঘোষ।

সংবাদপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আজ কাল নানা প্রকার বিষয়ের আন্দোলন করিবার জন্য সংবাদপত্রের বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহা এক রকম উন্নতির শুভ চিহ্ন বটে। কিন্তু এই উন্নতির সঙ্গে যে একটু অবনতির স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়া এই প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ভরসা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ স্থিরচিত্তে ইহা পাঠ করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য। স্থির করিবেন। কারণ আমাদের কলুটোলার সহযোগী ইদানীং যে রূপ বিদ্যা বুদ্ধির গাঢ় পরিচয় দিয়া সকলের মনে বিকৃত ভাবগুলি ঢালিয়া দিতেছেন, উহাতে অনেকেরই বাস্তব সম্ভাব্যক হওয়া খুব সম্ভবপরঃ সেই জন্য যাহাতে তাঁহাদের মন বিচলিত হইয়া উৎসন্ন যাইবার পথে না যায়; ইহাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

সংবাদপত্র প্রচারের প্রথম উদ্দেশ্য এই যাহাতে এদেশের সকল প্রকার ব্যক্তিদিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়। কারণ এই সদ্ভাব সকল প্রকার জাতীয় লোকদিগের মধ্যে স্থাপিত না হইলে এ দেশীয়দিগের মধ্যে প্রকৃত একতা কখনও জন্মিবে না। একতা না জন্মিলে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে একটী প্রধান জাতীয় জীবন সংগঠিত হওয়া বড়ই অসম্ভব। যত দিন এক জন অন্যের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী না হইবে, যত দিন এক জন অন্যের অসহায়ে সহায় না হইবে ও সকল প্রকার মঙ্গলপ্রদ কার্য্যে একমন একপ্রাণ না হইবে, যত দিন তাহারা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই না থাকিবে, তত দিন আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতি কথা এক প্রকার বিড়ম্বনা মাত্র। ইহা যে জলে বালির বাঁধ বাধার ন্যায় কার্য্যকর হইবে, তাহাও কি আবার যুক্তি তর্ক দ্বারা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে? বলা বাহুল্য যে, সংবাদপত্র আমাদের দেশের এই একটী সর্ব্ব প্রধান অভাব শীঘ্র দূর করিবে, আর এই জন্যই দেশীয় সংবাদপত্রের সৃষ্টি।

সংবাদপত্র প্রচারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, যাহাতে এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের আধিক্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যতীত কোন জাতি যে এ পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, তাহা ইতিহাস পাঠকগণ সবিশেষ অবগত আছেন। সেই জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি ও সংবাদপত্রের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। আর অধুনা কতক গুলি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পামর ইংরাজকুলকলঙ্ক যে রূপ জঘন্য লোমহর্ষণ ব্যাপার সকল অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে এ দেশের কি মুসলমান কি হিন্দু, কি দরিদ্র, কি ধনী, কি মূর্খ, কি জ্ঞানী, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেরই একত্র হইয়া উহার প্রতিবিধান করা বড়ই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এ সময়ে এই রূপ এক যোগে সহানুভূতি দেখাইয়া কার্য্য না করিলে আমাদের আর কোন মতেই নিস্তার নাই। সেই নিমিত্ত এই বিষয়ের বিশেষ আন্দোলন ন্যায় পথ অবলম্বনপূর্ব্বক রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত খুব দক্ষতা সহকারে করা উচিত। তবে এখন যাহারা রাজনৈতিক ব্যাপারটী যে কি, তাহা আদৌ জানেন না, অথচ পাঠকমণ্ডলে তাঁহাদের পসার না রাখিলে কাজ চলে না, তাঁহারাই নানা প্রকার অসার হাসি ও কৌতুক বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়া সংবাদ পত্রের স্তম্ভ সকল পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে ঈদৃশ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া গ্রাহকসংখ্যা বাড়ান বা পাঠকমণ্ডলে প্রতিপত্তি বজায় রাখা সংবাদপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য কখনই নহে। যেহেতু ইহা কেবল অন্তঃসারশূন্য লোকদিগের চিত্তবিনোদনই করিতে সমর্থ হয়; অপর কোন প্রকার দেশের কিছু মাত্রও মঙ্গল সাধনে সমর্থ করে না। সেই জন্য এবম্প্রকার উপায় সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য।

সংবাদপত্র প্রচারের তৃতীয় উদ্দেশ্য এই যে, কোন ব্যক্তি ভ্রম বা দোষ করিলে তাহার সেই ত্রুটী বন্ধুভাবে প্রদর্শন করিয়া তাহাকে প্রকৃত পথে পরিচালন করা। এই বিষয় যথার্থভাবে সম্পাদনে আমাদের কোন কোন সহযোগী এরূপ অধৈর্য্য যে প্রায়ই তাঁহারা ন্যায় ও সত্যের পথ অনায়াসে লঙ্ঘনপূর্ব্বক আপনাপন লঘুচিত্ততা ও অদূরদর্শিতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার কোও উচ্চ-

পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে কিম্বা আচার ব্যবহারের কোন প্রকার বিশেষ ত্রুটী দেখিলেও তাহা সাহসপূর্ব্বক প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না অথবা উহার। অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা গোপন করেন। ইহা যে কেবল তাঁহাদের কাপুরুষতার পরিচায়ক, তাহা নহে; পরন্তু তাঁহারা যে মহৎ ব্রতে ও প্রকৃত দেশহিতৈষিতার ব্রতী হইয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় গুরু ভার গ্রহণ করিবার যে সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহারও বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া থাকেন। ফলতঃ নির্ভীকতা ও দেশহিতৈষিতা যাঁহাদের প্রথম লক্ষ্য, তাঁহারা সার্ব্বভৌম রাজ-প্রতিনিধি হইতে সামান্য কলমপেশা কেরাণী পর্য্যন্ত সকলেরই ত্রুটী নিরপেক্ষভাবে প্রকটন করিতে কখনই পশ্চাৎপদ হয়েন। এইরূপ দোষোল্লেখে দুটী প্রধান উপকার হয়। প্রথম, দোষী ব্যক্তি স্বকৃত দোষ দেখিতে পাইয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইতে পারেন। দ্বিতীয়, যিনি দোষী ব্যক্তির ভ্রম স্পষ্ট করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে দেখাইয়া দেন, তিনি অজ্ঞাতসারে দেশের উপকার অল্প পরিমাণে করিয়া থাকেন। কারণ, অসময়ে অসহায়ের অভাব মোচন করা উপকারের মধ্যে গণ্য। সুতরাং এরূপ উপকার দ্বারা দেশের সমূহ মঙ্গলের সম্ভাবনা। আরো, মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রমে পতিত হওয়া স্বাভাবিক এবং নিজের ভ্রম যে অনেক সময়ে নিজে দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা সকলেই অবাধে স্বীকার করিবেন। এই জন্য যাঁহাদের অন্তঃকরণ মহৎ ও যাহাদের হৃদয়ে বাস্তব স্বদেশানুরাগ আছে, যদি কেহ তাঁহাদের প্রকৃত ভ্রম বন্ধুভাবে দেখাইয়া দেয়, তবে তাঁহারা কৃতজ্ঞতার সহিত উহা স্বীকার পূর্ব্বক ভবিষ্যতে সংশোধন করিতে যত্নবান হন। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, যাঁহারা এই পৃথিবীস্থ মহৎ লোকদিগের জীবনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ইহার যথাযথ বিবরণ সবিশেষ অবগত আছেন। কিন্তু অপরদিকে এমন কতকগুলি নীচাশয় ও স্বেচ্ছাচারী লোক আছেন যে, তাহাদের দোষ দেখাইয়া দিলে তাঁহারা আরও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং তাহা সংশোধিত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা ঐ কার্য্যে অধিকতর আগ্রহ দেখাইয়া নিজ নিজ জিদ বজায় রাখিবার জন্য বারংবার উহার অনুষ্ঠান করিয়া সাধারণ্যে অগণ্য যাহারা হইয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের কলুটোলার সহযোগীও এই দলের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রায়ই কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাকে যদি কেহ উপদেশ স্বরূপ দু' একটী সৎপরামর্শ দেয়, তাহা হইলে তাঁহার উপর তিনি চটিয়া একেবারে খড়্গ হস্ত হইয়া উঠেন এবং কলুটোলায় আবহমানকাল নানা প্রকার মেছুয়াবাজারের দেশ রীতি মত গালি দিয়া থাকেন। আমরা এই পর্য্যন্ত বলি যে সংবাদপত্র সমূহের ন্যায় ও সত্যের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং ইহার বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদের অনেক বিজ্ঞ সহযোগীগণ কার্য্যও করিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় তাঁহারাই দেশের প্রকৃত গৌরব ও আশীষের সাধারণের পরিচালক। কিন্তু যে সকল সংবাদপত্র অন্যায় ও অসত্য পথ অবলম্বন করিয়াই হউক, বা ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষী হইয়াই হউক অথবা কাহারও নামে মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া সাধারণের পসার জমাইবার জন্যই হউক, সকলের দোষ প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাহারা যে দেশের প্রকৃত শত্রু ইহা আমরা অবিসম্বাদিত চিত্তে বলিতেছি। এইরূপ সংবাদ পত্রের সংখ্যা যত শীঘ্র কমিয়া যায় এবং সর্ব্বসাধারণের ঘৃণাদৃষ্টি উহাদের উপর পতিত হইয়া যত শীঘ্র উহাদের অস্তিত্ব লোপ পায় ততই দেশের মঙ্গল। এইরূপ অসার হুজুগপ্রিয় পক্ষপাতীদোষপূর্ণ সংবাদপত্র প্রচার দ্বারা কোনও দেশের মঙ্গল সাধন কখনও হয় নাই এবং আমাদের দেশেও যে হইবে, এরূপ অসম্ভাবনার সম্ভাবনা আমরা কখনও হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না।

শ্রীগোপালচন্দ্র কর্ম্মকার
২-১-৮৭, কাশী।

সোমপ্রকাশ।

২৭এ পৌষ সন ১২৯৩ সাল।

গত ৩১ এ ডিসেম্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাগণ রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী পর্য্যালোচনা করিবার জন্য কলিকাতা সিটি কলেজ গৃহে এক সভা করেন। সভায় কনগ্রেস সভার নানা দেশীয় প্রতিনিধি সভ্যগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। কলেজগৃহে যখন একজন বাঙ্গালী সংস্কারকের সম্মান রাখিবার জন্য বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন বর্ণের লোক একত্রিত হন, তখন বাঙ্গালীর মনে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল। মান্দ্রাজের সুবিখ্যাত চন্দ্রবরাকার এই সভার সভাপতির গ্রহণ করেন। বাগ্মীবর বাবু কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রামমোহনের জীবনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন। প্রথম ভাগ তাঁহার বাল্যগ্রামে। ২য় ভাগ কলিকাতায়—এবং তৃতীয় ভাগ বিলাতে। ২য় ভাগেই তাঁহার কর্ম্মগ্রামের পরিচয় হয়। তৃতীয় ভাগে তাহার বিস্তার হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ৺ অক্ষয়কুমার দত্তের প্রকাশিত রামমোহনের জীবনী হইতে একাংশ উদ্ধৃত করিয়া অতি সুমিষ্ট ভাষায় একটী বক্তৃতা করেন। ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারও বক্তাগণের মধ্যে অন্যতর। রাজা রামমোহনের সংস্কার ধর্ম্মমূলক। ধর্ম্মভিত্তির উপরে সমাজ, রাজনীতি ও ব্যবহার নীতির সংস্কার ধর্ম্মমূলক। ধর্ম্মভিত্তির উপরে সমাজ, রাজনীতি ও ব্যবহার নীতির সংস্কার করিতে গিয়াই তিনি স্বীয় প্রতিভাগুণে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ভারতবর্ষের অধঃপতনের পর তিনিই প্রথম সংস্কারক হইয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি ভারতবাসী মাত্রেরই পূজার পাত্র। প্রতি বৎসরেই ভারতবর্ষে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত হয় ইহা সকল সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত।

—০—

"নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী" নামক পত্রিকায় এ্যাংলোইণ্ডিয়ানগণ ভারত সম্বন্ধে আপনাদিগের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যিনি কখনও একবার ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন, তিনি একজন ভারত সম্বন্ধে পণ্ডিত। প্রথমে তিনি এই পত্রিকাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া একজন উপদেষ্টা হইয়া দাঁড়ান। সিলোন দ্বীপের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সাহেব সম্প্রতি নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী নামক পত্রিকায় এইরূপ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া এংলো ইণ্ডিয়ান সমাজে বড়ই বাহবা লইয়াছেন। সাহেব বলেন ব্রাহ্মণের ন্যায় অসৎ দুশ্চরিত্র কামুক স্বভাব স্বেচ্ছাচারী জাতি আর জগতে নাই। এই ব্রাহ্মণ জাতি সমগ্র ভারতবাসীর শত্রু, ইহাঁরা ভারতবর্ষে কোন জাতিকে মাথা তুলিতে দেন না, ইহারা ভারতবাসীর সকল অনর্থের মূলীভূত। ব্রাহ্মণের ন্যায় আর এক দল শত্রুজাতি বাঙ্গালী। ইহারা পদে পদে গভর্ণমেন্টের প্রতিবাদী হয়। দেশহিতৈষিতার ভাণ করিয়া রাজদ্রোহিতা প্রকাশ করে। ভারত গভর্ণমেন্ট যে কোন শুভ কার্য্যের

অবতারণা করেন, বাঙ্গালীরা তাহার প্রতিবাদী হইয়া আপনার শিরে আপনিই কুঠার হানিয়া বসে। মুসলমান জাতি প্রকৃত রাজভক্ত। সাহেব একবার একজন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন সে ব্যক্তি ইংরাজের অধীনে থাকিতে ভাল বাসে, বাঙ্গালী বা ব্রাহ্মণ রাজকার্য্যের কোনও ভার গ্রহণ করে ইহা সে ব্যক্তির ইচ্ছা নহে। সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছেন সমগ্র মুসলমান জাতির এই মত। যাঁহারা কেবল রেলের গাড়ির জানালা হইতে মুখ বহিষ্কৃত করিয়া ভারতবর্ষের হাওয়া খাইয়াছেন, ইংলিস ম্যান ও পাইওনিয়ার পাঠ করিয়া পণ্ডিত হইয়াছেন। এংলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে ভারতের কথা ভাল শুনায় না। সাহেব নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরীতে প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় কোন নগর বা গ্রামে যদি কিয়াদ্দিন বসবাস করিতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন তাঁহার অভিশপ্ত ব্রাহ্মণ জাতি জগতের শিরোমণি, বাঙ্গালী জাতি ভারতবর্ষের শিরোমণি। ইহাঁরা যেমন রাজভক্ত তেমনি দেশহিতৈষী। চরিত্রের দোষ উল্লেখ করিয়া তিনি কেবল নীচতা অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন মাত্র। এই সকল স্বকৃত পণ্ডিত বেটাগণের কোন কথার উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই, কেবল প্রকাশ্য পত্রিকায় এইরূপ নিন্দাবাদে ইংলণ্ডবাসীর হৃদয়ে বিদ্বেষ সঞ্চার হয় ইহাই আমাদের ভয় ও অনিষ্টের কারণ।

—০—

লর্ড ডফরিণ কনগ্রেস সভার প্রতিনিধিগণকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। কনগ্রেস সভার ভাগ্যে সে দিন বড় সুখের দিন গিয়াছে। বড়লাটের এই অমায়িকতায় তাঁহার প্রজাবর্গ সকলেই আপ্যায়িত হইয়াছেন কেহ কেহ বলেন, বড়লাট যে কূট বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্যশাসন করিতেছেন, বর্ত্তমান কার্য্যটী তাঁহার সেই কূটবুদ্ধির সহায়, কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া বলেন, মন্ত্রণাকুশল লর্ড ডফরিণ কোন দূরবর্ত্তী উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য প্রজাবর্গের সহিত অমায়িকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন কোন ব্যক্তি লর্ড ডফরিণকে এত কপট হৃদয় বলিয়া জানিয়াছেন যে, তাঁহারা লর্ড ডফরিণের অমায়িকতাকে সরলতা প্রসূত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। আমরা এই কলুষ বোধের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি না। এরূপ সন্দেহ নিতান্ত কুটিলতার পরিচায়ক। আমাদের বিশ্বাস আছে লর্ড ডফরিণ বস্তুবিকই প্রজার সহবাসে কিয়ৎক্ষণ আনন্দ লাভ করিবেন বলিয়াই এই নিমন্ত্রণ কারণ প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। একান্ত সাম্রাজ্যের রাজা হইয়া অসংখ্য প্রজার আশীর্ব্বাদ লাভ করিবার জন্য তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হওয়ায় যে কি সুখ লর্ড ডফরিণ তাহা। উপভোগ করিবার জন্যই তিনি সকল সম্প্রদায় ও সকল জাতির প্রতিনিধিগণকে একত্র করিয়াছেন। আমরা একবার বলিয়াছি সিমলার দলচক্রে পড়িয়া লর্ড ডফরিণকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। সিমলার জঘন্য বায়ুর অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া যতই তিনি ভারতবাসী রাজভক্ত প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইবেন, ততই তাঁহার চরিত্রের শোভা প্রকাশ পাইবে, ততই তাঁহার বাঙ্গালী ও ভারতবাস সম্বন্ধে ভ্রমবিশ্বাস বিদূরিত হইবে। প্রজার সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রথমেই তাঁহার প্রকৃতির চিত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। লর্ড ডফরিণ প্রথম হইতে যদি কুমন্ত্রণার কুহকে না পড়িয়া সরল চিত্তে প্রজার দুর্দশা নিরীক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে এত দিনে আমরা তাঁহাকে রীপণের পদবী প্রদান করিতে পারিতাম। লর্ড ডফরিণের কার্য্যকাল অর্দ্ধেক মাত্র শেষ হইয়াছে। এই অর্দ্ধকালের মধ্যে কুচক্রীর চক্রে ঘূর্ণায়মান হইয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার মনক্লেশ দিনাতিপাত করিতে হইয়াছে। কূটচক্র ভেদ করিয়া তাঁহার শাসনের অপরাহ্ণকাল যদি তিনি প্রজার সহিত অতিবাহিত করেন, ভারতশাসন তাহার পক্ষে আর দুষ্কর হইবে না, ভারতবাসীর সন্দেহের পাত্র হইয়া আর তাঁহাকে দুঃখিত হইতে হইবে না, মনের সুখে যশের কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে রীপণের ন্যায় তিনিও ভারতবাসীকে কাঁদাইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন।

রাজনৈতিক জগতে নিত্য নিত্য নূতন মতের সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন মতেই শাসনকর্ত্তাকে অভ্রান্ত বলিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশের ব্যারিষ্টার আমীর আলি পাঠকবর্গের নিকট অপরিচিত নহেন। ইনি সম্প্রতি এক নূতন মতের আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য ইংরাজ শাসনকর্ত্তাকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রকাশ করা। আমির আলি সাহেব কতকগুলি শিষ্য সেবক সংগ্রহ করিয়া একটী সভা করিয়াছেন। উক্ত সভার সভ্যদিগের স্বাধীন মত যাহাই হউক তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ক্রিয়া কলাপ বেদ কোরাণের সমান অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। সম্প্রতি টাউন হল সভায় জাতীয় সমিতির যে অধিবেশন হইয়া গেল আমীর আলি সাহেব সসম্মানের বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাহাতে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ব্যারিষ্টার সাহেব কলিকাতার মুসলমান সমিতির প্রতিনিধি স্বরূপে কনগ্রেস সভায় পত্র লিখেন যে, তিনটি কারণে তাঁহার সম্প্রদায় কনগ্রেস সভায় যোগ দিতে পারেন না। প্রথম, সিভিল সার্ভিস প্রশ্ন জাতীয় সভার একটি আলোচ্য বিষয়। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য গবর্ণমেণ্ট পবলিক সার্ভিস কমিসন বসাইয়াছেন। সুতরাং ইহার আন্দোলনার আর আবশ্যক নাই। ২য়, ভারত শাসন সম্বন্ধে আন্দোলন করা সভার অন্যতর আলোচ্য বিষয়, ইংলণ্ডে অনুসন্ধান সমিতি স্থাপিত হইয়া এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার কল্পনা হইতেছে সুতরাং ইহার আন্দোলন করায় আর আমাদের প্রয়োজন নাই। ৩য়, গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে কনগ্রেস সভায় সেই কর্ত্তব্য পালনের ব্যাঘাত জন্মিবে। পত্রখানির নিম্নে আব্দুল সালেমের স্বাক্ষর আছে। আবদুল সালেমের এই পত্র প্রকাশিত হইবার পর ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে স্বাক্ষর তাঁহার নিজের নহে। তিনি এরূপ পত্র লিখিবার বিষয় জ্ঞাত নহেন। আবদুলসালেম স্বাধীনচেতা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমীর আলির সহিত তাঁহার কোন বাধ্য বাধকতা নাই। তিনি স্বচ্ছন্দে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদের সহিত ব্যারিষ্টার সাহেবের কোনও প্রকার সম্বন্ধ আছে তাঁহাদের পক্ষে স্বাধীন মত প্রকাশ করা সহজ কথা নহে। মুসলমান সমিতির সভ্যগণকে নিজের ইচ্ছায় আমীর আলির মতের সমর্থন করিয়াছেন, আমাদের তাহা বোধ হয় না, যাহাই হউক পত্রখানি যখন মুসলমান প্রতিনিধি সভার নামে প্রেরিত, তখন কলিকাতার মুসলমান সমিতি আমাদের বিচার স্থানীয়। কলিকাতার মুসলমান সমিতির সভ্যগণকে একটী সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে না। কেন না অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই ইহার সভ্য। ইহাঁরা প্রকাশ্য ভাবে কনগ্রেস সভার বিরোধী হইয়া কেবল যে হিন্দু জাতির বিরাগভাজন হইয়াছেন তাহা নহে, ভারতবর্ষের সমগ্র মুসলমান জাতি তাঁহাদের এই ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অসন্তোষের কারণ এই যে, আমীর আলীর শিষ্যবর্গ কিছু অধিক রাজভক্ত বলিয়া ভারতবাসী সাধারণ হইতে আপনাদিগকে বিশিষ্ট করিতেছেন; যেন মুসলমান সমিতির সভ্যগণ

ভিন্ন ভারতবাসীমাত্রই রাজদ্রোহী রাজার প্রতিবাদী। আমাদের ন্যায় রাজভক্ত জাতিকে রাজদ্রোহী বলিতে অনেকের অভ্যাস জন্মিয়াছে। আমীর আলি ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে সেই নিন্দুক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত করিতে আমাদের বিশেষ কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ইঁহারা যে রাজভক্তির পতাকাটী দেখাইয়া অপ্রকাশ্যে রাজার শত্রুতা সাধন করিতেছেন, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে বড়ই দুঃখিত হইতে হয়। মনুষ্য কখনই অভ্রান্ত হইতে পারে না। লর্ড ডফরিণ যাহা করিতেছেন, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট যাহা করিতেছেন, তাহা অভ্রান্ত বলা আর ইংরাজকে ঈশ্বরত্ব দেওয়া সমান কথা। আমীর আলি সাহেব ইংরেজকে ঈশ্বরত্ব দিয়া রাজা এবং রাজ্য উভয়েরই শত্রুতা সাধন করিতেছেন। আমরা জানি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অনেক দোষ আছে। তাহা যদি সংশোধন না হয়, ইংরাজ ও ভারতবাসী উভয়েরই সর্ব্বনাশ। গবর্ণমেণ্টকে সে দোষগুলি দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গভর্ণমেণ্ট নিজে যদি সংশোধনে মনোনিবেশ করেন, প্রজার তাহাতে সহায়তা করা কর্ত্তব্য। কনগ্রেস সভা প্রজার প্রতিনিধি স্বরূপে রাজার শাসনকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। যে সকল দোষ গভর্ণমেণ্টের দোষ বলিয়া অনুভূত হয় নাই, তাহা স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিয়াছেন। অথচ সেই মহাসভার ভিতরে অসন্তোষের একটী নিশ্বাসও পতিত হয় নাই, রাজদ্রোহিতার একটী রবও উচ্চারিত হয় নাই, প্রত্যুত সমগ্র ভারতবাসীর রাজভক্তির সম্পূর্ণ নিদর্শন জাতীয় প্রতিনিধি সভার সভ্যমণ্ডলীর প্রত্যেক কথায় প্রত্যেক ব্যবহারে সম্যক প্রদর্শিত হইয়াছে।

আমরা আমীর আলি সাহেবকে "এক ঘ'রে" করিয়া রাখিতে চাই না। তাঁহার ও তাঁহার শিষ্য বর্গের বিরুদ্ধভাবে জাতীয় সভার প্রতিনিধিত্বে কোন প্রকার ক্ষতি জন্মে নাই। যেরূপ দেখা গিয়াছে আমীর আলি ও মুসলমান সমিতি কোন মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হইতে পারেন না। আমীর আলি সাহেব বরং আবদুল সালেমের আত্মপ্রকাশে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। সেজন্য আমরা বড়ই দুঃখিত আছি। আমরা আমীর আলিকে এখনও কোন জাতীয় সভার সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইতে দেখিলে সুখী হইব।

চোরের উপদ্রব এত বৃদ্ধি হইয়াছে কেন? ছোট লাট ত মিথ্যা ফৌজদারী মকদ্দমা বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া তাহার অপরাধের ভারটা অপরাধীর স্কন্ধ হইতে হাইকোর্টের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন কিন্তু গ্রামে গ্রামে চুরি ডাকাইতি যে এত প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য অপরাধী কি হাইকোর্টের মিথ্যা মকদ্দমায় বৃদ্ধি হইবার বিষয়ে পুলিস যেন নিরপরাধী হইলেন; কিন্তু চৌর্য্যবৃত্তি ও দস্যুবৃত্তির জন্য ছোট লাট পুলিসকে এবার কি প্রকারে রক্ষা করিবেন? হাইকোর্ট এমন কোন নিয়ম করেন নাই যে চোরেরা লা রিপোর্ট ক্রয় করিয়া তাহা অভ্যাস করিবে এবং নানা উপায়ে মুক্তি পাইবার আশায় পরের সর্ব্বনাশ করিয়া বেড়াইবে। যদি কিছু করা হইয়া থাকে পুলিসই তাহার সর্ব্বময় কর্ত্তা। লোকের বিশ্বাস যে পুলিসের সহিত সংস্রব না থাকলে কোথায়ও বড় রকমের চুরি ডাকাইতি হয় না। পুলিস নিজে এই সকল চৌর্য্য কার্য্যের সহায়তা না করুন পুলিসের অবহেলাতেই যে এরূপ ঘটিয়া থাকে তাহার আর সন্দেহ নাই। সম্প্রতি রাজপুর গ্রামে চোরের ভয় বৃদ্ধি হইয়াছে। আলিপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু একদিন তদারক করিবার জন্য রাজপুরে আইলেন। কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পুলিস চেষ্টা করিয়া একজন চোরকেও ধরিতে পারেন নাই। সকলেই বলে এই গ্রামে এক জন প্রসিদ্ধ চোর আছে। কিন্তু পুলিস কি অপর কেহ কখনও তাহাকে চুরী করিতে দেখেন নাই। সে ব্যক্তি বিশ্বাসী, সত্যবাদী, তাহার বিশেষ গুণ এই যে গ্রামের মধ্যে সে কাহারও অনিষ্ট করে না। শুনা যায় যে সে এক বার বাহার ন্যূনতায় প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া তাহার উপকার করে। কখনও তাহার একটী ও দ্রব্য চুরি যায় না। রাজপুরে কয়েকবার চুরী হইবার পর এখানকার সব্ ইনস্পেক্টার জজ বলেন যে সে ব্যক্তিকে জেলে রাখিলে এতদঞ্চলে আর চুরী হইবে না। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সবইনস্পেক্টরের এই কথা শুনিয়া সন্দেহ বশতঃ সে ব্যক্তিকে জেলে পাঠাইয়াছেন। গ্রাম পরিত্যাগ করিবার সময় সে নাকি বলিয়া গিয়াছিল আমি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গেলে গ্রামের মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তির বৃদ্ধি হইবে। ফলেও তাহাই দেখা যাইতেছে। পুলিস এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে পূর্ব্বের ন্যায় পুলিসের হস্তে যদি ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে চুরির পরই চোর ধরা পড়িবে। কথাটা সত্য বটে। মার পিট করিয়া লোককে উত্যক্ত করিবার ক্ষমতা যদি পুলিসের হস্তে রাখা হয় তবে চোরও ধরা পড়ে এবং অনেক নিরপরাধী লোকও সেই দায় পড়িয়া প্রাণ হারাইবে। পুলিস বিশক্ত আছেন যে তাঁহাদের হস্তে ক্ষমতা নাই তাঁহারা কি করিবেন? আমরা জিজ্ঞাসা করি পুলিসের অনুসন্ধানের কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত কি নাই? অনুসন্ধান করিলে যে চোর ধরা পড়ে না ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের কথা। পূর্ব্বকালে সন্দেহ প্রযুক্ত মারপিট করিয়া যত চোর ধরা পড়িত, অনুসন্ধান করিয়া তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক ব্যক্তি বিচারালয়ে আনীত হইত। সে অনুসন্ধানের এখন বিশেষ অভাব হইয়াছে। পুলিস এখন নিতান্ত বিলাসী প্রিয় হইয়াছেন, তাই কোথাও প্রায় চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি ধরা পড়ে না। পুলিস সব্ইনস্পেক্টার ও দারগা বাবুরা কেরাণীর ন্যায় কলম পিসিয়া দিন কাটাইতে চান। সাহস, বল, ও বিক্রমকে তাঁহারা এখন ইতর লোকের গুণ বলেন। চাষার মরদের ন্যায় যষ্টি হস্তে মল্লবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাবুদের এখন লজ্জা হয়, তাই এত অনর্থ নচেৎ যাহারা কার্য্যের জন্য নিযুক্ত তাহারা যে সে কার্য্যের কোন বিষয়েই কৃতকার্য্য হইবে না। ইহা কি বিশ্বাস যোগ্য কথা? আমরা কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করি তাঁহারা পুলিসের কার্য্যাদির উপর একটা বিশেষ দৃষ্টি রাখুন নচেৎ দেশের মধ্যে চৌর্য্য দমনের কোনও উপায় নাই।

জাতীয় কনগ্রেস।

পাঠক! ভারতবর্ষের মানচিত্রখানি একবার চক্ষের সম্মুখে ধারণ করুন। কোথায় কোন দেশ, কোথায় কোন্ জাতি, কোথায় কোন্ সম্প্রদায় স্বতন্ত্রভাবে, বিচ্ছিন্ন ভাবে, পরস্পরের অপরিজ্ঞাত সম্পর্ক শূন্য বৈদেশিক ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, একবার তাহা মানবের চক্ষে অবলোকন করুন। কাহারও সহিত কাহারও বিবাহ বন্ধন নাই, কাহারও সহিত কাহারও ব্যবহারের সামঞ্জস্য নাই, কাহার সহিত কাহারও ধর্ম্ম-মতের ঐক্য নাই, কাহারও সহিত কাহারও ভাষার সাদৃশ্য নাই। বেশ ভূষায় কেহ কাহারও সমান নহে, লোকাচারে কেহ কাহারও অনুরূপ নহে। ঐক্য নাই রুচির ঐক্য নাই, সমাজের ঐক্য নাই অথচ এই সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক কলিকাতার জাতীয় সভায় একাসনে সমাসীন। মানচিত্র হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া একবার কলিকাতার টাউনহল গৃহে অবলোকন মাত্র করুন, এই একটী মাত্র গৃহের মধ্যে ভারতবর্ষের মানচিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। কোথা-

কার লোক কোথায় আসিয়া একত্রে একজাতিতে পরিণত হইতে চায়। ব্যাপার কি অসম্ভব? ভারতবর্ষে বাঙ্গালী মহারাষ্ট্রী শীখ মান্দ্রাজী হিন্দু মুসলমান যত সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ একই বংশীয়। অনাবৃত মস্তক বাঙ্গালী, শিরস্ত্রাণ ধারী বর্গী, বেদোপাসক হিন্দু কোরাণের পন্থী ইসলাম, ইহাঁরা একই পিতা মাতার পুত্র, জননীর একই গর্ভে জীবনপ্রাপ্ত, একই স্তন্যে প্রতিপালিত জনকের একই ক্রোড়ে বর্দ্ধিত, একই হস্তে গঠিত। জনক জননীর মৃত্যুর পরে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিচ্ছেদ হইয়াছে, বিবাদ হইয়াছে বিভিন্নতা হইয়াছে, মুখ দর্শন রহিত হইয়াছে, একজন অন্যজনের সহিত চিহ্নিত করিয়া স্বত্বাধিকার বিভাগ করিয়া লইয়াছে। জনক জননীর মৃত্যুর পর একজন তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাদের লালন পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন জনক জননী সন্তানদিগের অভাব বুঝিতেন, প্রয়োজন বুঝিতেন, নূতন অভিভাবক সহজে তাহা বুঝিতে পারেন না। শাসন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সকল ভ্রাতারই সমান নিয়মের প্রয়োজন। একই বিধি ব্যবস্থার প্রয়োজন বলিয়া সকলকে একত্র হইতে হইয়াছে। জাতীয়তা কোথায় যায়? সকলের যখন একই প্রকার অভাব, এক রাজার অধীনে বাস, একই প্রকার অনুগ্রহ নিগ্রহের ফল ভোগ করিতে হইয়াছে, তখন সকল ভ্রাতায় একাধারে সমবেত না হইলে আর উপায় কি? এই যে সাধারণের একই প্রকার অভাব নিবারণের চেষ্টা ইহারই নাম জাতীয়তা। সম্প্রদায় সকলের একীকরণের জাতি সংগঠন হয় না। এরূপ একীকরণ অসম্ভব কাণ্ড, কিন্তু ব্যক্তিগত একীকরণ অপেক্ষাকৃত সুন্দর। এই উপাযেই ভারতবর্ষের অগণ্য জাতি একত্র হইয়া সাধারণের জাতীয়তা সম্পাদনে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে ধর্ম্মের ভিন্নতা, অথবা ভাষার ভিন্নতা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল এই মাত্র দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে রাজনৈতিক জগতে সাধারণের একই প্রকার অভাব। ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটী জাতি সেই অভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই জন্যই কনগ্রেস সভার অবতারণা।

ভারতবাসী সাধারণের এক জাতিত্বের বিষয় আরও একটু বিবেচনা করিয়া দেখা যাক। রুষ ছাড়িয়া দিলে ইউরোপে যতগুলি খণ্ডরাজ্য অবশিষ্ট থাকে তাহা একত্র করিলে ভারতবর্ষের সমান হয় এই সকল ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডরাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধীন। ইহাদের স্বতন্ত্র রাজার অধীনে বাস এবং স্বতন্ত্র ভাষা ও স্বতন্ত্র নীতিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এই সকল জাতি একদিন ভিয়েনার জাতীয় কনগ্রেসে একত্র হইয়া যদি এক জাতিত্বে পরিণত হইতে চান তবে এক রাজার অধীন থাকিয়া ভারতবাসী তাহাতে কৃতকার্য্য না হইবেন কেন? আমরা বুঝিয়াছি যে অভাবে ভিয়েনায় জাতীয় কনগ্রেস আহূত হয় আমাদের অভাব তাহা অপেক্ষা গুরুতর। ভিয়েনার কনগ্রেস অপেক্ষা কলিকাতার কনগ্রেসের মূল্য ও প্রয়োজন অধিক। ভিয়েনায় স্বাধীন প্রদেশের স্বাধীন চেতা সমগ্র ব্যক্তিবর্গ ইউরোপের মঙ্গলের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন, কলিকাতায় ভিন্ন ভাষী ভিন্ন রুচি সম্প্রদায় সমূহ একই রাজার অধীন হইয়া সমগ্র ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য আহূত হইয়াছিলেন। কতকগুলি পরাক্রান্ত স্বাধীন জাতি একত্র হইয়া রাজনৈতিক স্বত্বাধিকারের সামঞ্জস্য করিয়া লইবেন ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এ্যাংলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় বলিতে পারেন হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন অসম্ভব কেন না এই উভয় জাতির ভিতরে বিবাদ বাধাইয়া তাঁহাদের নিজের স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে। তোষামোদ প্রিয় "আপ্‌কি ওয়াস্তে সম্প্রদায় কনগ্রেসের উপরে বিমুখ হইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট আপাতঃ মধুর পরিণাম গরল চাটুকারোক্তির প্রয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু জাতীয় সভায় জাতীয়তার যে অমর বীজ নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার বিনাশ সাধন করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদের পর আবার যখন উভয়েই বুঝিতে পারেন যে কতকগুলি বিবাদান্বেষী কুটিল স্বভাব লোকেই তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তখন তাহারা যে গাঢ় সম্মিলনে মিলিত হন কোন শত্রু শত্রুতা করিয়া সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। হিন্দু মুসলমান জাতীয় সভায় সেই সম্মিলনে মিলিত হইয়াছেন, ভ্রাতায় ভ্রাতায় হাত ধরিয়া উভয়ের মঙ্গল চিন্তা করিতে বসিয়াছেন। যবন ও কাফের শব্দ কাহারও মুখে উচ্চারিত হয় না, বিদ্বেষ ও শত্রুতার ভাব কাহারও অন্তঃকরণে স্থান পায়না, সকলেরই একই অভাব, সকলেরই একই উদ্দেশ্য, সকলেরই মনে রাজভক্তির সমান আবেগ। কে বলিবে বহু দিনের বিরোধপরায়ণ এই দুই জাতির একত্র একজাতিত্বে পরিণত হইবার বিলম্ব কত? আমাদের ভাগ্যে এই শুভ সন্দর্শন না ঘটিতে পারে। হিন্দু মুসলমান এক জাতি এক পিতামাতার পুত্র বলিয়া গৌরব করিবেন, সেদিন আমরা দেখিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিতে না ও পারি, কিন্তু সে দিন যে আসিবে, সাধারণ স্বত্ব সাধারণ অধিকার রক্ষা করিবার জন্য আবার যে তাঁহারা এক মহান আর্য্যজাতির সম্মান রক্ষা করিবেন তাহাও আমরা বিশ্বাস করিয়া মরিতে পারি।

সে দিনকার টাউনহল সভার জাতীয় সমিতির যে প্রাথমিক সম্মিলন হয়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন করিয়া দিয়াছেন, একের হস্ত ধরিয়া অন্যের হস্তে বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, একের প্রাণ লইয়া অপরের প্রাণে ঢালিয়া দিয়াছেন, বাহু প্রসারণ করিয়া দুই দিক হইতে হিন্দু মুসলমান দুই ভ্রাতাকে একত্রে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দু হিন্দু রহিলেন, মুসলমান মুসলমান রহিলেন অথচ রাজেন্দ্রলাল উভয়েই একই বংশ, একই শাসন, একই অভাবের দোহাই দিয়া উভয়ের চরণে জাতীয়তার শৃঙ্খল পরাইয়া দিলেন, মহান হৃদয় রাজেন্দ্রলালের সেদিনকার কাণ্ড দেখিল কে? সমগ্র ভারতের অধিবাসী করতালির উপর করতালি দিয়া এই সম্মিলনের সহানুভূতিসূচক আনন্দ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করিল কে? সমগ্র ভারতের অধিবাসী। সাক্ষী রহিল কে? ব্রিটীস গভর্ণমেণ্ট ও ব্রিটীস জাতি। ভারতের অদৃষ্টে সেই দিন এক সুখের দিন প্রভাত হইয়াছে। ভারতবাসীর প্রাণে সেই দিন এক নূতন শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। জাতীয় কনগ্রেসের প্রাথমিক সভার জাতীয় জীবন আরম্ভ হইয়াছে। ঈর্ষায় যাহার বুক পুড়িয়া যায় বিদ্বেষে যাহার প্রাণ জ্বলিয়া যায়, এদৃশ্য তাহার সহ্য হইবে না, তাঁহারা কিয়দ্দিনের নিমিত্ত চক্ষু বুজাইয়া থাকিতে পারেন, এ দৃশ্য দেখিলে যাঁহার চক্ষে জল আইসে, যাঁহার হৃদয় স্ফীত হয় তাঁহার আজ সুপ্রভাত।

সভার কার্য্যাবিবরণী।

গত ২৮এ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে এগার ঘটিকার সময় কলিকাতা ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন গৃহে দ্বিতীয় বাৎসরিক কনগ্রেস সভার প্রথম দিবসের কার্য্যারম্ভ হয়।

প্রস্তাব।

ভারতবর্ষের প্রতিনিধি সভ্যগণের প্রস্তাবেও সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থিরীকৃত হইল।

১। বোম্বাইয়ের রাহমিতউল্লা সেয়াণীর প্রস্তাব করিলেন মান্দ্রাজের অনারেবল সত্রাযেনিয়া আয়ার সম্মতি দিলেন এবং মিঃ মুরলিধর সমর্থন করিলেন যে—

কনগ্রেসের সভ্যগণ মহারাজ্ঞীর ভারতেশ্বরীর অর্দ্ধশতাব্দি রাজত্বকাল অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া মহারাজ্ঞীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ণ হৃদয়ে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। সভার একান্ত ইচ্ছা যে মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব আরও বহুবর্ষ ব্যাপী

২। বোম্বাইয়ের দিনসাই ওয়াচা প্রস্তাব করি

লে। সব্রামানিয়া আয়ার সম্মতি দিলেন এবং অযোধ্যার পণ্ডিত প্রাণনাথ সমর্থন করিলেন যে ভারত দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। এই সভা সেজন্য বড়ই দুঃখিত ও ভীত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই দারিদ্র্য নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন বটে কিন্তু এই সভা বিবেচনা করেন শাসন কার্য্যে প্রতিনিধি ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে দেশের লোকের দারিদ্র্য দূর হইবার অনেক সম্ভাবনা।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর এই প্রস্তাবটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

৩। রায় কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর প্রস্তাব করেন। মান্দ্রাজের মিঃ বজিয়া বেহু সম্মতি দেন এবং জি সব্রাম্যানিয়া আয়ার, পঞ্জাবের লালা ভগবান দাস সমর্থন করিলেন যে—

১৮৮৫ সালের কনগ্রেস সভায় স্থির হয় যে ব্যবস্থাপক কাউন্সিল এবং স্থানীয় কাউন্সিলের সংস্কার করা আবশ্যক। এ বৎসরের কনগ্রেস সভাও সেই প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করিয়া প্রকাশ করেন যে ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য এই সকল কাউন্সিলের সংস্কার করা নিতান্ত প্রয়োজন।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং বাবু কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতিক্রমে—

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পবলিক সার্ভিস কমিসনের প্রকাশিত প্রশ্নাবলি সম্বন্ধে বিবেচনা পূর্ব্বক উত্তর দিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন।

অনারেবল দাদাভাই নাওরাজী অনারেবল এস সব্রাম্যানিয়া আয়ার, বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, অনারেবল জি সব্রাম্যানিয়া আয়ার বাবু মতিলাল ঘোষ বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রাণনাথ মিঃ গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্ম। মিঃ কানাইলাল বাবু রামকমল চৌধুরী, বাবু গুরুপ্রসাদ সেন। মিঃ রহিমতুল্লা এম সেয়ানী মিঃ কাশীপ্রসাদ। মিঃ বাপুৎ রায় দাদা। মিঃ জাফির আলি খাঁ। নবাব রেজা আলি খাঁ বাহাদুর

গত ২৯এ ডিসেম্বর বুধবার বেলা ৭ ঘটিকার সময় কনগ্রেস সভার দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন হয়।

৫। কনগ্রেস সভা স্থির করেন যে, এখন ভারতবর্ষের নানা স্থানে জুরি পদ্ধতি প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। যে সকল স্থানে এখন জুরির দ্বারা বিচার হয়, সেখানে এখন জুরি দ্বারা মকদ্দমার বিচার করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে।

৬। এই কনগ্রেসের অভিমত যে ইংলণ্ডে যেমন সমাধি জুরিসডিক্সন একটি নামক একখানি আইন প্রচলিত আছে, এখানেও তাহারই অনুরূপ ব্যবস্থা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ভিতরে প্রবিষ্ট করা উচিত। যে সকল মকদ্দমায় আসামীর উপরে ওয়ারেণ্ট হয় তাহা মাজিষ্ট্রেটগণ বিচার করিয়া থাকেন আসামী ইচ্ছা করিলে মাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তে সেসন জজের আদালতে বিচার পাইতে পারেন তাহার বিধান করা কর্ত্তব্য।

৭। ১৮৭১ সালে জুরি প্রণালীর উপরে যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান কালে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। জুরির বিচারে আসামী অব্যাহতি পাইলে সেসন জজ এবং হাইকোর্ট ইচ্ছা করিলে বিচার না মঞ্জুর করিয়া আসামীকে দণ্ড দিতে পারেন।

৮। জুডিসিয়াল এবং একজিকিউটিব কার্য্যের প্রভেদ করা নিতান্ত আবশ্যক। কোন বিষয়েই এক ব্যক্তির হস্তে এই দুই ক্ষমতা রাখা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে। এই দুইটী বিভাগ স্বতন্ত্র করিতে গভর্ণমেণ্টের কিছু ব্যয় হইবে বটে। এই প্রভেদ করণের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিলে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইবে।

৯। কনগ্রেস সভা ইউরোপের বর্ত্তমান দুর্য্যোগ বুঝিতে পারিয়া বিবেচনা করিতেছেন যে ব্রিটিস জাতির সহিত অপর কাহারও বিবাদের কারণ উপস্থিত হইলে ভারতবাসী ব্রিটিস জাতির সহায়তা করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতবাসীকে সখের সৈনিকরূপে নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে অসময়ে ভারতবাসী ইংরাজের অনেক উপকারে লাগিতে পারেন।

কনগ্রেস সভার তৃতীয় দিবসের কার্য্য।

গত ৩০এ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় বিস্তীর্ণ টাউনহল গৃহ আবার লোক সমাগমে পরিপূর্ণ হয়। এই দিবস কার্য্যারম্ভে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাব ও অনারেবল এস সব্রামেনিয়া আয়ারের সম্মতিক্রমে প্রথম সভায় নির্দ্দিষ্ট কমিটী পবলিক সার্ভিস কমিসনের প্রশ্নের উপর আপনাদিগের মতামত প্রকাশ করেন।

১। প্রকাশ্য (কম্পিটিশন) প্রতিদ্বন্দ্বী পরীক্ষা ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড উভয় দেশেই গৃহীত হয়।

২। এই প্রকাশ্য পরীক্ষায় ভারতবর্ষীয় সকল প্রজা সমানরূপ অধিকার প্রাপ্ত হন।

৩। গুণ এবং উপযোগিতা অনুসারে পরীক্ষার্থিগণের তালিকা প্রস্তুত হয়।

৪। কনগ্রেস সভা আশা করেন যে সিবিল সার্ভিস কমিসনারগণ পরীক্ষার ভিতরে সংস্কৃত এবং উর্দ্দু ভাষার আদর রক্ষা করেন।

৫। সিবিল সার্ভেণ্টগণের বয়ঃক্রম মান্দ্রাজের ওফিসরের প্রস্তাবানুসারে ১৯ বৎসর হইতে ২৩ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়।

৬। বিলাতে এবং ভারতবর্ষে সব সামরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা হইলে ষ্ট্যাটুটারী সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রথম স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগের জন্য বজায় রাখিবার আর কোন প্রয়োজন নাই।

৭। সিবিল সার্ভেণ্ট এবং বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যবহারজীবী সাধারণ লোকের জন্য ষ্ট্যাটুটারী পরীক্ষা রক্ষা করা আবশ্যক।

৮। প্রথম স্থানীয় চিহ্নিত সিবিল সার্ভেণ্ট ব্যতীত অপরাপর লোকের রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী পরীক্ষার বিধান থাকা কর্ত্তব্য।

পবলিক সার্ভিস কমিসনের যে সকল প্রশ্ন প্রকাশিত হইয়াছে, সংক্ষেপে একটী প্রস্তাবে তাহার উত্তর দেওয়া গেল। প্রত্যেক প্রশ্ন ধরিয়া উত্তর দিবার অবসর কনগ্রেস সভার নাই। যে যে নীতি অবলম্বন করিয়া কমিসনপ্রশ্নের সংগঠন করিয়াছেন, উল্লিখিত কয়েকটী প্রস্তাবে তাহার সকল গুলির যথাযথ ব্যাখ্যা এবং তৎসম্বন্ধে ভারতবাসী সাধারণের অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। এইপ্রস্তাব গুলি স্থিরীকৃত হইলে স্থানীয় এবং প্রধান ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রথম দিবসে যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করা হয়। কনগ্রেস সভা স্থির করেন নিম্নলিখিত নিয়মে ব্যবস্থাপক সভার সংগঠন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

১। স্থানীয় এবং প্রধান কাউন্সিলের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। অর্দ্ধেক সভ্য প্রজাবর্গের দ্বারা নির্ব্বাচিত হউক। এক চতুর্থাংশ অফিসিয়াল সভ্য "এক্স অফিসিও" সভ্যের স্থান অধিকার করুন। গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত অফিসিয়াল এবং নন অফিসিয়াল সভ্যের সংখ্যা এক চতুর্থাংশের অধিক না হয়।

২। সভ্য নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দেশের শিক্ষিত

নবী অ.বদস এম, এ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন এবং শ্রীযুক্ত মনমোহন বাগচি বি, এ, একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। মিষ্টর এ, ই, পারজিটর হুগলী সদরের জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিঃ হইলেন। ময়মনসিংহের একটিং সেসন জজ মিষ্টর এইচ পি পিটারসন জপুরার প্রথম শ্রেণীর জইণ্ট মাজিঃ হইলেন। মাতাধার বজারের একটিং জইণ্ট মাজেষ্টর মিঃ এল পি সেপিরস উক্ত জেলার সদরে বদলি হইবেন। ত্রিপুরার ডেঃ মাজিঃ মঃ এ, জবলিউ কোলিয়ার্ট চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের মহকুমার ভার পাইলেন। সদর জইণ্ট মাজিঃ মিঃ জে, এল, কেরাণ্ড ২৪ পরগণা বারাসাত মহকুমার ভার পাইলেন। ময়মনসিংহ আটিয়ার জইণ্ট মাজ মিস্তর কে, সে, বাবলা মানভূম সদরে বদলি হইলেন। বাখরগঞ্জ পিরোজপুরের ডেঃ মাজিঃ শ্রীযুক্ত শশিশেখর দত্ত ময়মনসিংহ আটিয়ায় বদলি হইলেন। ময়মনসিংহের ডেঃ মাজিঃ মৌলবী কৈজদ্দীন হোসেন বাখরগঞ্জ পটুয়াখালি বদলি হইলেন। জলপাইগুড়ির ডেঃ মাজিঃ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার বাখরগঞ্জ পিরোজপুর মহকুমার ভার পাইলেন।

বিচার বিভাগ। মিষ্টর এ, এইচ মিউকাউসি, ই, জি ম্যাকলাইড, শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মিত্র যশোহর কোর্ট চাঁদপুরের অনরারি মাজিঃ হইলেন। মুন্সী মজফর হোসেন বিশ্বাস, মুন্সী মুবৎ আলি বিশ্বাস এবং শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস রায় চৌধুরী যশোহর মহেশপুর মিউনিসিপাল এ লাসের অনরারি মাজিঃ হইলেন। যশোহরের সব জজ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীকুমার মিত্র খুলনায় বদলি হইলেন শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডের একটিং মুন্সেফ হইলেন। শ্রীযুক্ত শ্যামকান্ত নাগ মুর্শিদাবাদ আরাবাদে, শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নোয়াখালির লক্ষ্মীপুরের শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নোয়াখালি লক্ষ্মীপুরের শ্রীযুক্ত আশ্বিনীকুমার বসু ময়মনসিংহ সেরপুরের, শ্রীযুক্ত শ্রীপতি চট্টোপাধ্যায় বাখর গঞ্জ বরিশালের মৌলবী সাহেব আবদুল আজিজ হোসেনাবাদপুর চান্দনার, শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ মজুমদার যশোহর বনগ্রামের এবং শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেন যশোহর সাতক্ষীরায় একটিং মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত বেণীমোহন দত্ত নোয়াখালি ফেনির, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় ঢাকা কালীগঞ্জের শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু ঢাকা মুন্সিগঞ্জের, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন ময়মনসিংহ জামালপুরের একটিং মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। মুন্সেফের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত যদুনাথ দাস ঢাকার ২য় সবজজ নিযুক্ত হইলেন।

ইয়ুরোপীয় সমাচার।

কায়রো ২৯এ ডিসেম্বর—সংবাদ আসিয়াছে সাবির টৈবা দলের অধিনায়ক খলিফা আবদুল্লা পরাস্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৭এ ডিসেম্বর—লর্ড সালিসবারি লর্ড হার্টিংটনকে প্রধান মন্ত্রির পদ দান করিতে ইচ্ছুক কিন্তু অনুদার নৈতিকেরা তাহাতে সম্মত নহেন, তাঁহারা তাঁহাকে অন্য কোন পদ দিতে বলেন। যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে, সালিসবরি পদ পরিত্যাগ করিবেন না এবং পার্লিয়ামেণ্টেও ভঙ্গ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

লণ্ডন ৩০এ ডিসেম্বর—আগামী ২৭এ জানুয়ারি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা খুলিবে।

বুলগেরিয়ার প্রতিনিধিবর্গ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড ইডেসলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সাচব মহোদয় বিশেষ আদরের সহিত তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন মিংগ্রেলিয়ার প্রিন্স নিকলাসকে বুলগেরিয়ার সিংহাসন দান বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিমত নহে। প্রিন্স ওলডেনবর্গকে সিংহাসনদানে উঁহার মত আছে। বর্ত্তমান সন্ধিসমূহ অনুসারে যত দূর করা সম্ভব বুলগেরিয়ার জন্য তিনি তাহা করিতে প্রস্তুত এ কথা জ্ঞাপন করিলেন।

পারিস ৩১এ ডিসেম্বর—অদ্য কয়েকজন ফরাসী বালাজ ফরাসী মন্ত্রী মুসো গবলেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছেন ফ্রান্স সমরভয়ে ভীত নহেন কিন্তু শান্তি প্রার্থনা করেন।

পারিস ১লা জানুয়ারি—প্রেসিডেণ্ট গ্রেবি অদ্য পররাষ্ট্র নীতিজ্ঞগণের সহিত সাক্ষাৎ কালে বলিয়াছেন যে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ইউরোপে শান্তিভঙ্গ হইবে না।

ভিয়েনা ১লা জানুয়ারি—অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রীদলের অধিনায়কও ঐ কথা বলিয়াছেন।

কায়রো ১ জানুয়ারি—এখানকার ফরাসী প্রতিনিধি কয়েক জন ফরাসী প্রজার সাক্ষাৎ কালে বলিয়াছেন যে, ফ্রান্সের বিপক্ষে কোন কেহ তাঁহার স্বার্থের কোনরূপ হানি করিতে দিবেন না; তজ্জন্য তিনি যথা কর্ত্তব্য করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লর্ড সালিসবরির সহিত লর্ড হার্টিংটনের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, তাহাতে হার্টিংটন সাহেব মন্ত্রিসমিতিতে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন কিন্তু অনুদারনৈতিক দলের সহায়তা করিবেন বলিয়াছেন।

লণ্ডন ৩রা জানুয়ারি—গোশেন চান্সেলর অব দি একচেকার পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

টাইমসের পারিসস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিলে জর্ম্মণি রুসের সহায়তা করিবে এবং জর্ম্মণি ও ফ্রান্সের মধ্যে বিবাদ বাধিলে রুস জর্ম্মণির সহায়তা করিবেন এই মর্ম্মে জর্ম্মণি ও রুসের মধ্যে একটী সন্ধি হইয়াছে।

সার ও টমাস এক জে হালিডের স্থানে ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হইলেন।

লণ্ডন ৪ঠা জানুয়ারি—শুনা যাইতেছে লর্ড ইডেসলে ও হাবকোর্ট স্বপদ পরিত্যাগ করিবেন। লর্ড সালিসবরি পররাষ্ট্র সচিব হইবেন এবং ডবলু এচ স্মিথ সাহেব ফাষ্ট লর্ড অব দি ট্রেজারী ও কমন্স সভার অধিনায়ক হইবেন। আরও শুনা যায় লর্ড নর্থব্রুক ভারত সেক্রেটারী ও লর্ড যাল সামরসেক্রেটারী হইবেন।

ভারত সেক্রেটারীর প্রাইবেট সেক্রেটারী মেঃ এডোয়ার্ড মুর ইণ্ডিয়া আফিসে রাজনৈতিক বিভাগে নিযুক্ত হইলেন।

মেঃ বেডেন পোয়েল লাহোর চিফ কোর্টের জজ নিযুক্ত হইলেন।

লণ্ডন ৩রা জানুয়ারি—মেঃ চাম্বার্লেন লিবারেল দলকে পুনর্ম্মিলিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৩রা জানুয়ারি—রুসিয়া এখনও আপনার পূর্ব্বের গোঁ ছাড়েন নাই। তিনি চাহেন রাজপ্রতিনিধিগণ পদত্যাগ করুন এবং সোব্রানে মহাসভায় নূতন নির্ব্বাচন হইয়া গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত হউন। তিনি এখনও প্রিন্স নিকলাসকে সিংহাসন দানের প্রস্তাব করিতেছেন এবং বলিয়াছেন যদি প্রিন্স আলেকজাণ্ডার ফিরিয়া আইসেন, তবে রুসীয় সেনা তৎক্ষণাৎ বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করিবে।

বিবিধ সংবাদ

মিঃ জর্জ ইউল কলিকাতা মেট্রপলিটান বিদ্যালয়ে ৭২০ টাকা দান করিয়াছেন। ৭০০ টাকার বার্ষিক ৩০ টাকা করিয়া ৫ বৎসর কাল একটী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইবে। বাকি ২০ টাকায় ১৮৮৭ সালের জন্ত উত্তীর্ণ ছাত্রগণের পুরস্কার দেওয়া হইবে।

লালমোহন ঘোষ বিলাত পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর কিছু দিনের মধ্যেই আমরা তাঁহাকে কলিকাতায় দেখিতে পাইব। বিলাত পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ডেট্‌ফোর্টবাসীগণ তাঁহার সম্মানের জন্ত একটী বৃহৎ সভা করিয়া তাঁহাকে একখানি পদক উপহার দেন। স্বয়ং লর্ড রীপণ এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন।

ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন, মেদিনীপুরে সম্প্রতি একটী কার্য্যকরী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার নাম হার্ডিঞ্জ স্কুল। দেশের লোক এই বিদ্যালয়টীর উন্নতির জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, মহিষাদলের রাজা এই বিদ্যালয়ে ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। মেদিনীপুরবাসীগণ বৎসরিক ১২০ টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন। স্থানীয় কমিসনর এই বিদ্যালয়ে সাহায্য করিবার জন্ত বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। ছোট লাট এই বিদ্যালয়ে মাসিক ৫০ টাকা করিয়া বৃত্তি দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

নবাবগঞ্জ হইতে বোগদার মুন্সবী আদালত উঠিয়া যাওয়ায় নবাবগঞ্জের অধিবাসীগণ বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা নবাবগঞ্জে পুনরায় কাছারি আনাইবার জন্ত আবেদন করিয়াছেন। তাহাদের সুবিধা এবং অসুবিধার বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য।

এলাহাবাদে প্রথমে হাইকোর্ট স্থাপিত হইল। তৎপরে উত্তর পশ্চিমের জন্ত একটী ব্যবস্থাপক সভাও স্বীকৃত হইল। এখন এলাহাবাদবাসীগণ সেখানে একটী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে চান। গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারির নিকট হইতে উত্তর পশ্চিম গবর্ণমেণ্টের নিকট একখানি পত্র আসিয়াছে। পত্রখানি পাইওনিয়রের প্রকাশিত হইয়াছে। স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোম সেক্রেটারির অভিমত। যদি প্রস্তাবটীতে সাধারণে সম্মত হয়। ছোটলাট তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন।

অমৃতসহরের মিউনিসিপ্যালিটী ঘোষণা করিতেছেন যে, মহাদেও মন্দিরের মধ্যে কেহ ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে না। দোকানদারেরা এই আদেশের বিরুদ্ধে সেদিন একটী সভা করেন, সভাগণ স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা মিউনিসিপ্যালিটীর আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবেন না, তাহাতে যদি দণ্ডনীয় হইতেও হয়, সেও তাঁহাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। মকদ্দমা চালাইবার জন্ত ছোট বড় সকল দোকানদার চাঁদা দিয়া ১৫ শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছে।

আমেরিকায় সম্প্রতি এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। ৫ বৎসর কাল তাহার মাথায় খুলি ছিল না। এই ব্যক্তি একদিন মূর্চ্ছাগত হইয়া অগ্নির উপর মাথা দিয়া পড়ে। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা যায় তাহার মাথার খুলি পুড়িয়া গিয়াছে। ডাক্তার এক খানি কৃত্রিম খুলি প্রস্তুত করিয়া রোগীর মস্তকে লাগাইয়া দেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, রোগী এইরূপ অদ্ভুত চিকিৎসার পর বেশ সুস্থ হয় এবং স্বাভাবিক বুদ্ধি বৃত্তি লাভ করে। ৫ বৎসর পরে রোগীর যখন মৃত্যু হয়, তখন তাহার অন্য রোগেই মৃত্যু হইয়াছিল। কেবল তাহার মস্তিষ্কের শিরা গুলি কঠিন হইতে পারে নাই। ডাক্তার এই ৫ বৎসর পূর্ব্বে রোগীর জীবনের আশায় হতাশ হইয়া তাহার জীবন রক্ষার্থ এই শেষ চেষ্টা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কালেক্টারদিগের নানা প্রকার আপত্তি শ্রবণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে সরকারী খাজানা নানা কিস্তিতে আদায় হইবে। ট্যাঞ্জোর ব্যতিত আর সকল স্থানে ৪ কিস্তির ব্যবস্থা হইবে। প্রত্যেক কিস্তির টাকা যে মাসে ডিউ হইবে তাহার শেষ দিনে দাখিল করিতে হইবে। ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে এবং মে মাসের পরে কোন কিস্তির টাকা আদায় হইবে না। উল্লিখিত নিয়মানুসারে কালেক্টারগণকে খাজনা আদায় ও দাখিল করিতে হইবে। রেভিনিউ বোর্ড বৎসরের শেষে আদায় দাখিল সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট দিবেন।

রেলওয়ের মুটে মজুর পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মচারীকে ইনকম ট্যাক্স দিতে হইবে। যাহারা মজুর খাটিয়া দিন দিন নগদ পয়সা উপার্জ্জন করে তাহাদের উপর লর্ড ডফরিণের গভর্ণমেণ্টের চক্ষু পড়িয়াছে। তাহাদের মাসিক মজুরি হিসাব করিলে যদি ৪১ টাকা হয়, তবে তাহারা ইনকম ট্যাক্সে বাধ্য। মুটে মজুর শ্রমজীবী অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু পায় তাহার উপর দৃষ্টি দেওয়া নীচতার কর্ম্ম। লর্ড ডফরিণের গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব সম্বন্ধে এইরূপ বজ্র আঁটুনী দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

রাজা সৌরেন্দ্র মোহন বন্দের কটন ইনষ্টিটিউসনে অনেক টাকা সাহায্য করিয়াছেন। কুমার প্রমদা কুমার সেই ইনষ্টিটিউসনের হেড।

গত ৮ই জানুয়ারি উত্তর পশ্চিম এবং অযোধ্যার ব্যবস্থাপক সভা বসিবার কথা ছিল।

এবার গ্রীষ্মকালে ডাকবিভাগ কলিকাতায় থাকিবার সম্ভাবনা। ডাকবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম বিভাগও যাইতে পারিবেন না।

হাইদ্রাবাদের নিজামকে রাজকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্ত একজন ইউরোপীয় সিভিলীয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইয়ানুনের চীন ব্যবসায়ীগণ এখনও ইংরাজকে ভালরূপ বিশ্বাস করিতেছেন না।

"বেহার হেরল্ড" এবং "ইণ্ডিয়ান ক্রনিকল" একত্র হইয়া প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতেছেন। আমরা সহযোগীর ক্রমোন্নতি কামনা করি।

ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্ত গভর্ণমেণ্ট নিজ খরচে কোন বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন না। লোকের নিজের চেষ্টায় এবং অর্থ ব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপন করিলে গভর্ণমেণ্ট তাহাতে সাহায্য করিতে পারেন। কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্ত গভর্ণমেণ্ট যে এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন এই কি তাহার ফল? গভর্ণমেণ্ট নিজব্যয়ে অনেক ব্রাহ্মণ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। অনেক বিদ্যালয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইয়া চলিতেছে। এই সকল বিদ্যালয়ে গভর্ণমেণ্ট যতটুকু উৎসাহ দিয়াছেন, কার্য্যকরী বিদ্যালয় অন্ততঃ ততটুকু পাইবার অধিকারী তাহার উপর এই বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের যতদূর আগ্রহ দেখা গেল তাহাতে আমরা কেবল সাহায্য পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি না। গভর্ণমেণ্ট নিজব্যয়ে এক একটী ব্যবহার—বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আমাদের পথ প্রদর্শন করুন, এই বিদ্যালয় গুলি পরে উন্নত হইলে লোকে নিজের ব্যয়ে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। এখন কেবল সাহায্য করিব বলিয়া বসিয়া থাকিলে লোকের চেষ্টায় কার্য্যকরী বিদ্যার ফললাভ করা দুরূহ। গভর্ণমেণ্ট মুখে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কেবল সাহায্যের আশা দিয়া বসিয়া থাকা কোন ক্রমেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে।

আমাদের কাশীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন 'সম্প্রতি এখানে বাঙ্গালী টোলার অন্তর্গত নারদঘাটে দত্ত মহাশয়দিগের বাটীতে একটী শাখা ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। তথায় প্রতি রবিবার অপরাহ্নে উপাসনা সংকীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে জগদীশ সমীপে উহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

২। গত ১লা জানুয়ারি হইতে অত্রত্য বাঙ্গালী টোলার অন্তর্গত হাতিকাটকের শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে বালিকাবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এখন যদিও উহাতে ছাত্রীর সংখ্যা খুব কম, তথাপি ভবিষ্যতে সংখ্যা বৃদ্ধির অনেক আশা আছে। শুনিতেছি যে ঐ বিদ্যালয়ে বক্তৃতা সাধারণভাবে ও দরজির কাজ দুই একত্রে শিক্ষা দেওয়া হইবে। যাঁহারা ঐ বিদ্যালয়টী স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারও যাহাতে উহার দিন দিন উন্নতি হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

৩। আজ্ কাল্ এখানে খুব গুপ্তভাবে জুয়া-খেলার বড়ই বাড়াবাড়ি দেখা যাইতেছে। পুলিস্ এ বিষয়ের বড় খোঁজ খবর রাখেন না। শুনিতেছি গত কল্য একজন প্রধান জুয়াখেলাড়ী ধরা পড়িয়াছে। এবিষয় বারান্তরে সবিস্তারে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

সেবুতে ক্রমাগত ডাকাইতি হইতেছে।

টঙ্গো হইতে মান্দালে পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিবার প্রস্তাব ষ্টেট সেক্রেটারি গ্রাহ্য করিয়াছেন।

মিনলায় ডাকাইতের প্রাদুর্ভাব কমিতেছে না। কিছুদিন পূর্ব্বে ডাকাইতেরা মিন্লা হইতে ২০০ শত পালিত পশু অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। মধ্যে জনরব উঠিয়াছিল যে ডাকাইতেরা স্থানীয় টেলিগ্রাফ আফিস আক্রমণ করিবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে কিন্তু কোন উপদ্রব ঘটে নাই।

এক জন ইঞ্জিনীয়ার বলেন, অ্যালুমিনিয়ম নামে এক প্রকার ধাতু আছে, তাহাতে উত্তম লৌহের কার্য্য করে। পৃথিবীতে লৌহ অপেক্ষা ১০ গুণ অধিক অ্যালুমিনিয়ম পাওয়া যায়। ইস্পাতের অপেক্ষা ইহার স্থায়িত্ব অধিক। অথচ পৃথিবীর সর্ব্বত্র কর্দমের নীচে এই দ্রব্য পাওয়া যায়।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে আবার পার্লিয়ামেণ্ট বসিবে।

রাজস্বসমিতির কার্য্যকাল শেষ হইয়াছে, কানিংহাম সাহেবে এখন হাইকোর্টে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এগ্নিউ সাহেব রেঙ্গুণে যাইতেছেন।

পেশওয়ারের সন্নিকটে ভয়ানক বরফপাত হইয়া গিয়াছে।

কাশ্মীরে বৎসরে বৎসরে ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে। এবার ভূমিকম্পের সময় একটা বিকট শব্দ শুনা গিয়াছিল। শব্দ শুনিয়া সকলেই শঙ্কিত হয়। বৎসরের মধ্যে ২।৩ বার করিয়া ভূমিকম্প হইতেছে দেখিয়া আমাদের অনুমান হয় কাশ্মীর ভূমির মধ্যদেশে কালে কোন বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে গত পাঁচ বৎসরের শৈল বিহারের ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়াছেন। বোধ হয় মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া শৈল বিহার বন্ধ করিতে পারেন।

বঙ্গদেশের ছোট লাটের অধীনে একণে ১১৭ জন চিহ্নিত সিভিলসার্ভেণ্ট আছেন। তাঁহাদের মধ্যে ২০ জন ফার্লোতে আছেন। এখনও ১৫ জনকে ফার্লো দেওয়া যাইতে পারে।

১৮৮৫—৮৬ সালে বঙ্গদেশে ৭৫, ৬৯৬ জনের লাইসেন্স ট্যাক্স ধার্য্য হয়, ইহার মধ্যে ৫২১৫ জনকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। ২৯৯ জন আপীল খালাস পাইয়াছেন। বাকি ৬৯,৮৮২ জন এখন লাইসেন্স টাক্স দিতেছে। গত বৎসর অপেক্ষা এক বৎসরে ৬৫২ জন করদাতার বৃদ্ধি হইয়াছে। বঙ্গদেশে ৬ কোটী ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের বাস। হিসাব মত ধরিতে গেলে প্রায় হাজার করা একজনকে ট্যাক্স দিতে হয় এবং প্রত্যেক ৫৬ জনকে ১ টাকা করিয়া দিবার কথা। গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর করদাতার সংখ্যা বাড়িয়াছে বটে কিন্তু আয়ের পরিমাণ হ্রাস হইয়াছে। ইহার কারণ কেবল ব্যবসায়ের অবনতি এবং এ বৎসর করদাতাগণের যোগ্যাযোগ্যতার বিচার।

এম পপ নামক এক ব্যক্তি প্রকাশ করেন যে তাঁতা কল হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত হয়। লোক তাহার কথায় ভুলিয়া অনেক টাকা দিতে আরম্ভ করিল কিন্তু পপ স্বর্ণ বাহির করিতে পারিলেন না। এক জন পপের নামে প্রবঞ্চনার নালিশ করে। পপ বিজ্ঞান দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, তাঁতার কল হইতে চেষ্টা করিলে স্বর্ণ বাহির হইতে পারে। আদালত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

প্যারিসের কোন সম্বাদপত্রের এক জন সম্বাদদাতা বলেন দলীপ সিংহ যেমন পঞ্জাব রাজ্যের প্রার্থী হইয়াছিলেন, সুচইত সিং নামক আর এক জন ভারতবাসীও তেনাব চম্বা নামক রাজ্যখণ্ডের দাবী করিতেছেন। সুচইত ভাল ইংরাজি কহিতে পারে না। সে বলিল লর্ড নর্থব্রুক বড় কঠিন ছিলেন। লর্ড রীপণ বড় সজ্জন। কিন্তু হইলে কি হবে। তিনিও আর অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। ইহার পরই আর এক জন লাট আসিয়াছেন তিনিও কম কড়া নহেন। আমি সুচইতকে জিজ্ঞাসা করিলাম ভারতবর্ষে রুষরাজত্ব স্থাপিত হইতে পারে কি না। সুচইত বলিল তাহা অসম্ভব। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যদি রাজভক্তির বল পান, তবে রুষ কখনই ভারতবর্ষে আসিতে পারিবেন না।

গীত রচনা করিয়া সভ্য জগতে কোনও কোন লোকের অসম্ভব আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। মার্ক্লিস্ নামক এক ব্যক্তি গীত রচনা করিয়া বাৎসরিক ২০০০ সহস্র পাউণ্ড পাইয়া থাকেন। ক্রুক এন বুইর নামক এক ব্যক্তি কেবল একটী গীত রচনা করিয়া ১৫০০ পাউণ্ড হইতে ২০০০ পাউণ্ড পাইয়াছেন। মিস বে মারী এক জন রমণী এই উপায়ে বার্ষিক ১২০০ পাউণ্ড উপার্জ্জন করেন।

সে দিন ব্যবস্থাপক সভায় ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের সংশোধক পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইবার জন্য আলোচনা হইয়াছিল।

গত ৮ই জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের কনভোকেসনের জন্য স্কুল সমূদায় বন্ধ ছিল।

নূতন খাজনার আইনের জরিপী বিধান গুলি এতদিন কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সম্প্রতি ছোট লাটের প্রস্তাব অনুসারে ভারতগভর্ণমেণ্ট কেবল রঙ্গপুরের শঙ্করপুর মৌজায় দিনাজ পুর মালদহ এবং রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্টে নূতন জরিপী বিধানের প্রবর্ত্তন করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

জাপানীরা কুকুর জাতিকে শিক্ষা দিয়া চৌকিদার এবং সামরিক দূতের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন।

রঙ্গপুরের সটেলওয়ার্থ সাহেব রূপবধ ব্যাপারে অনেক খেলা খেলাইয়া শেষে চট্টগ্রামে বদলী হইয়াছেন।

পবলিক সার্ভিস কমিসনের একটী সব কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। মিঃ ষ্টুয়ার্ট, সায়েদ আহম্মদ তাহার সভ্য হইয়াছেন।

কোন সহযোগীর বিলাতের সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন,—শুনা গেল যে প্রসিদ্ধ কামানকার হার ক্রপের মতে দিবসের মধ্যে ৩ ঘণ্টা মাত্র কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। হার ক্রপ নিজে এই নিয়মে কার্য্য করিয়া থাকেন। নিদ্রা সম্বন্ধে হার ক্রপ বলেন যে, একবারে অধিক ক্ষণ না ঘুমাইয়া সর্ব্বদাই অল্প ক্ষণ ঘুমান ভাল। হার ক্রপ দিনের মধ্যে অনেক বার নিদ্রা যান কিন্তু প্রত্যেক বারে কয়েক মিনিটের অধিক হয় না। এম থিয়ার্স নামক এক ব্যক্তি আমাদের দেশের লোকের ন্যায় দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন। তাঁহার স্ত্রী পর্য্যন্তও তাঁহাকে জাগাইতে সাহস করিত না। একবার কেবল জার্ম্মণির সহিত যুদ্ধের সূচনা হওয়াতে তাঁহার দিবানিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল।

সমীর অপেক্ষা মালেটী নামক এক ব্যক্তি

প্রাপ্ত।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উত্তর-বঙ্গ প্রদেশীয় কার্য্যক্ষেত্র

বলিহার—আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা।

সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের অনুকূল বঙ্গ ও পশ্চিম প্রদেশীয় যাবতীয় সভা, সমিতি, সভাপতি, ও সভ্যমণ্ডলী কাহারও বোধ হয় ইহা অবিদিত নাই যে, পূর্ব্বে মুঙ্গের এবং একণে ৺কাশী ধাম হইতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা পশ্চিম প্রদেশে এবং পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে নানা গ্রামে, নগরে সভা সংস্থাপনপূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ সমস্ত ভারতবর্ষে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তারের জন্য অগ্রসর হইতেছেন। আর্য্যজাতির জীবন-সর্ব্বস্ব সম্পত্তি ধর্ম্মধনের এই বিপুল কোষ-ভাণ্ডার আজ অবসন্নপ্রাপ্ত জীবন্মৃত আর্য্য সমাজের জন্য অবারিত কবাটে উন্মুক্ত। ধর্ম্মের জন্য যাঁহাদের প্রাণের পিপাসা জাগিয়াছে, ধর্ম্মের ক্ষুধায় যাঁহাদের হৃদয় ব্যাকুল ও অন্তর জর্জ্জরিত হইতেছে, তাঁহাদের কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, এ ভাণ্ডার আজ মহা মহোৎসবের অন্নসত্র। ইহাও বলা অতিরিক্ত যে, আর্য্যধর্ম্মের বিখ্যাত বক্তা চিরকুমার পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহোদয় এই মহা সভার সংস্থাপক ও সম্পাদক এবং প্রচারক। তিনি নামতঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইলেও আমরা তাঁহাকে কার্য্যতঃ "শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন" বলিয়াই জানি। ভগবান প্রসন্ন হইয়া তাঁহার বিধ্বস্ত হৃদয়ক্ষেত্র মূর্চ্ছিত মাতৃভূমির জন্য এই মৃতসঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত না করিলে অন্য ধর্ম্মবিপ্লবে আর্য্য সমাজের দশা এত দিন কি হইত, বলিতে পারি না। আজ আমরা পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, শশধর তর্ক চূড়ামণি অম্বিকাদত্ত ব্যাস, মদনগোপাল গোস্বামী, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি আর্য্য ধর্ম্মোপদেশক মহাত্মাগণের নিকট হইতে যাহা পাইতেছি সে সমস্ত যে ঐ মূল সভার সাধু উত্তেজনার ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।—তবে কোনটী সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোনটী পরম্পরাক্রমে। যিনি যেদিক হইতেই সম্পত্তি সঞ্চয় করুন না কেন এই মূল কোষাগার হইতেই তাহা সঞ্চিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ আজ ৮। ১০ বৎসর হইতে আর্য্যভাবের তীব্র উত্তেজনার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া যথাসাধ্য সংকল্প সাধন করিয়া পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের বিধ্বস্ত ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আজও গন্তব্য পথ অনেক দূরে রহিয়াছে শত শত বর্ষের আগ্রাসনে যে পঙ্ক ও বালুকাস্তূপ সঞ্চিত হইয়াছে, দুই একদিনের মধ্যে তাহা সমূলে প্রক্ষালিত ও নিঃশেষিত হইবে, এ আশা করা যায় না। আর্য্যধর্ম্মের বিপ্লব সাধনার্থ সহস্র সহস্র অযুত অযুত বিধর্ম্মী প্রচারকগণ আর্য্যাবর্ত্তের যে সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে—আজ দুই চারি জন ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশ বলে তাহার সংশোধন হওয়া বিচিত্র ব্যাপার, তবে আর্য্যধর্ম্মের অলৌকিক মহিমা ও লোকাতিভাবিনী শক্তি বলে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এক শত বিধর্ম্মী প্রচারকের সমস্ত আর্য্য সমাজের যে পরিমাণ ক্ষতি হইতে পারে, দশ জন আর্য্য ধর্ম্মের প্রচারক তাহা অনায়াসে সংশোধন করিতে পারেন। রত্নগর্ভ ভারতভূমির অভ্যন্তরে কেমন রত্নের আবির্ভাব অঘটন ঘটন নহে, যিনি একাকী সহস্র সহস্র লোককে নিজ পথে আনয়ন করিতে পারেন। কিন্তু আজ কাল এই ঘোর বিপৎসঙ্কুল শোচনীয় দিনে, বিঘ্ন বাধার সোপান পরম্পরা অতিক্রম করিয়া শৈল শিখরে আরোহণ করা সহজ কথা নহে। অতীত ও বর্ত্তমান দর্শী মানব ভবিষ্যতের গর্ভে চির অন্ধ, কিন্তু তথাপি এই উষরক্ষেত্রে বঙ্গীয় সমাজের এমনই উদ্ভাবনী অভিবাচিকা শক্তি যে, কোন একটী সৎকার্য্যের প্রারম্ভেই জিজ্ঞাসা না করিলেও আপনা হইতে সর্ব্বাগ্রে আসিয়া বলিবে" কেন বৃথা পরিশ্রম কর, উহা কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না—এ প্রকার যে দেশের উৎসাহের উচ্ছ্বাস, এমন অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন মহাপুরুষ কে আছেন, যিনি সেই দেশে নিষ্কণ্টক পথ পাইবেন। এ বিষয়ে অন্য প্রমাণের আবশ্যক নাই, পূর্ব্বে লিখিত যে কয়েকটী মহাত্মা এই মুমূর্ষ প্রায় সমাজের রক্ষার জন্য অভয় হস্ত উত্তোলন করিয়া অবলম্বনস্তম্ভ স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিল—তাঁহারাই দেদীপ্যমান প্রমাণ। যাহা হউক, তথাপি আজ আমরা উচ্চ কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছি "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"। বিপদভঞ্জন মধুসূদনের শ্রীমুখ নির্গত বচনের জয়—নতুবা আজ এই ঘোর দুর্দ্দিনে দিগন্তব্যাপিনী নিবিড় কাল কাদম্বিনী ভেদ করিয়া সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের দুর্বাররশ্মি দেখিয়া "আমরা কে," তাহা আমরা চিনিতে পারিতাম না—ভগবানের নামের বলে জগৎ আজ জাগিয়াছে—আর্য্যসন্তান কার্য্য পথে ধাবিত হইতেছেন—পশ্চিম দেশীয় অধিকাংশ তীর্থক্ষেত্রে নগরে নগরে এবং পশ্চিম দক্ষিণ ও মধ্যবঙ্গীয় স্থানে স্থানে সভা সমিতি সংস্থাপিত হইয়া আর্য্যধর্ম্মের বিজয় নাদে বিধর্ম্মীর প্রাণ কম্পিত করিয়া আর্য্য প্রাণে অমৃতের আনন্দ স্রোত প্রবাহিত করিতেছে — প্রচারকগণ আশানুরূপ কার্য্যক্ষেত্র লাভ করিয়া অধ্যবসায়ে অগ্রসর হইতেছেন এই সুপ্রভাতে শুভ দিনে শুভ ক্ষণে উত্তর বঙ্গ, পূর্ব্ব বঙ্গ নীরব-নিস্তব্ধ নিশ্চেষ্ট-নিষ্পন্দ, ইহা অল্প অগাধ নহে, ক্ষুদ্র অন্ধকার নহে, সামান্য নিদ্রা বা তন্দ্রা নহে, সহজ মূর্চ্ছা নহে, [illegible] মোহ নহে। উত্তর ও এই পূর্ব্ব বঙ্গের এই দুর্গতি অপনোদনের জন্য, আজ যথার্থই ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উত্তর বঙ্গে ও পূর্ব্ব বঙ্গে কার্য্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার বিশেষ আবশ্যক উপস্থিত হইয়াছে সেই আবশ্যক অনুসারেই আজ জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত বলিহার রাজধানীতে পূর্ব্বোক্ত সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা অসীম আনন্দ সহকারে উল্লেখ করিতেছি যে, বলিহারাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় মহোদয় উক্ত সভার সভাপতি পদ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ মহাপ্রাজ্ঞ ধার্ম্মিক বরকে সভাপতি পাইয়া উত্তর বঙ্গের শুভাদৃষ্ট পক্ষে আমরাও অধিকাংশে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। উত্তরবঙ্গের স্থানে স্থানে সংযোগিনী সভা সংস্থাপন, সম্পাদন এবং তাহার কার্য্য পর্য্যালোচনে আর্য্যভাব উদ্দীপন করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। যাঁহারা বলিবেন, সভার কার্য্য জীবনের কার্য্যে পরিণত না করিয়া কেবল ভাব উদ্দীপন করিলে কি হইবে? আমরা তাঁহা দিগকে এই একটী মাত্র উত্তর দিব যে "গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে কি হইবে।" এক্ষণে পশ্চিম প্রদেশীয় ও বঙ্গদেশীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা, ধর্ম্ম সভা, হরিসভা, সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা এবং

রোজের তৈল।

ইহা ব্যবহারে চারিদিকে গোলাপের গন্ধ বিস্তার করে, শরীর স্নিগ্ধ থাকে, শিরঃরোগের শান্তি। মূল্য বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ।০ আনা।

অদৃশ্য কালি।

এই কালিতে লিখিবার সময় কিছুই দেখা যায় না, পরে ঈষৎ অগ্নির উত্তাপ লাগাইবা মাত্র স্পষ্ট দেখা যাইবে। গোপনীয় পত্র লিখিবার আশ্চর্য্য উপায়। মূল্য ।০ আনা।

লিলি প্যাউডার।

সর্ব্ব প্রকার দাদের মহৌষধ মূল্য ৶০ আনা।

ব্লড পিউরিফায়ার।

এই সালসা ডাক্তার কবিরাজ ব্যবহার করেন। শোথ, নালী, গরমি, বাগী, পচা ও পারা রোগ সংক্রান্ত সমস্ত ঘা, ও কোষ্ঠ কাঠিন্য, মূর্চ্ছারোগ ইত্যাদি সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৲ টাকা।

এ, সি, বসু এণ্ড কোং।
৮২ নং মুক্তারাম ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অষ্টধাতু নির্ম্মিত অমোঘ
"অনন্ত।"

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও প্রকাশিত।

৭ নং বেণেটোলা লেন পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই "অনন্ত" জনৈক বলাবহোপাধ্যায় সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। উক্ত মহাত্মা আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ পূর্ব্বক অষ্ট ধাতু দ্বারা অনন্ত ও বৈদ্যুতিক গুণ সংযুক্ত করণ পদ্ধতি কার্য্য শিক্ষা দান করিয়াছেন। আমি ঐ কার্য্য শিক্ষা করিয়া অষ্ট ধাতুর দ্বারা একটী "অনন্ত" নির্ম্মাণ করতঃ চিরব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে ধারণ করাইয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহারা অতি অল্পকাল মধ্যেই শরীরের ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। সেই জন্যই সাধারণের উপকারার্থ স্বদেশের শুভ কামনায় [illegible] অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত 'অনন্ত প্রচার করিলাম।

এই "অনন্ত" স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীস, রাং দস্তা, লৌহ, পারদ এই অষ্টধাতুতে বিনির্ম্মিত। ইহা ক্রমান্বয়ে স্বর্ণের ন্যায় ধাতুর উপর অপর সাতটী ধাতু খচিত হইয়াছে। এতদ্ভাবে ঔষধ ডুবিয়া থাকে তরল পারদ স্থাপিত থাকায় এতদ্দ্বারাই বিদ্যুতের কার্য্য উৎপাদন করিয়া অষ্ট ধাতুর গুণ ক্রমশঃ শরীরে প্রবেশ করাইতে থাকে ইহাতেই শরীরের রক্ত পরিষ্কার করতঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট পূর্ব্বক ক্রমশঃ মেধা বৃদ্ধি হইতে থাকে, এই অনন্তকে জীবন রক্ষার মূল ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি মুক্ত কণ্ঠে বিশ্বস্ত রূপে বলিতেছি যে, এই সন্ন্যাসী প্রদত্ত, আমার এই অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত অনন্ত ধারণ করিলে পর শরীর সম্বন্ধীয় নানা প্রকার ব্যাধি [illegible] আশঙ্কা আর কাহারও করিতে হইবে না।

আজ কাল নানা প্রকার ঔষধি ধাতুনির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরীয় ইত্যাদি যাহা অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে, তাহা যে কত দূর সত্য আমরা তুলনা করিতে চাহি না; কিন্তু মহোদয়গণ রত্ন ভ্রমে কাচ ক্রয় করিবেন না। ছোট ও বড় প্রত্যেক "অনন্তের" মূল্য ২৲ টাকা, ডজন ২০৲ টাকা, প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬টী ।/০ আনা; ৭ হইতে ১২টী ।৶০ আনা। অর্ডার পাইলে ভ্যালু পেয়েবেল পার্শেলে মাল পাঠান যাইবে। আর বিদেশীয় মহোদয়গণ অনন্ত ক্রয়কালীন অনুগ্রহ করিয়া হস্তস্থিত মাপ পাঠাইয়া দিবেন।

অনন্তর যে সকল স্থানে ধাতু খচিত হইয়াছে তাহা এক একটী করিয়া মিলাইয়া লইবেন। আর উক্ত সন্ন্যাসীর আদেশমত অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে ফটকিরিজল দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন, যাঁহারা কবচ অঙ্গুরি লইয়া ঠকিয়াছেন তাঁহারা একবার পরীক্ষা করুন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার প্রার্থনা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৶১০ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি মূল্য ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন সাধারণের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৬।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ১৮নং রুক্মিণী চৌধুরীর লেন কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মোট, ডাক, খরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৶১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদ, [illegible] প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মর্ম্ম বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা দিবার সম্পাদক, প্রিন্টার ও পাব্লিসার দায়ী নহেন।

এই পত্র ১৮ নং রুক্মিণী চৌধুরীর লেন, কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৩১ শ ভাগ। " দুর্ব্বর্ত্তা প্রজ্বলিতেবাগ্নিঃ সদ্বৃত্তঃ প্রতিভাতি" [illegible] ১৩ সংখ্যা।

১২৯৩ সাল ৫ই মাঘ। ইং ১৮৮৭ ১৭ ই জানুয়ারি।
৮ রিপনাব্দ। ৫ই মাঘ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৹

[illegible] টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩৲ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গ্রাহক মহোদয়দিগের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া সোমপ্রকাশের মূল্যাদি এবং অন্যান্য আবশ্যক বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশ ডিপজিটারীতে না গিয়া অথবা মূল্যাদি না দিয়া ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে অনুগ্রহ করিয়া আসিলে সমস্ত বিষয়ের স্থির হইবে। সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে যাইবার প্রয়োজন নাই।

আমরা কলিকাতায় আসিয়া নানা প্রকার জবওয়ার্ক ও পুস্তকাদি মুদ্রণ কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। যাঁহারা সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে চেক দাখিলা, চিঠি, লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি যাবতীয় বিষয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা উপরি উক্ত ঠিকানায় আমার নিকট অর্ডার পাঠাইলে নূতন অক্ষরে সত্বর প্রাপ্ত হইবেন। আমরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা নানা প্রকার নূতন অক্ষর বর্ডার ও নকসা আনয়ন করিয়াছি। সুলভ মূল্যে ও সুন্দররূপে যে কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে কোনরূপ প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা নাই। সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে তাঁহারা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাদিগকে মুদ্রণ কার্য্যাদি অর্পণ করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র টাকা কড়ি, মণিঅর্ডার আদি গ্রাহক মহোদয়গণ এক্ষণ হইতে ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মণিঅর্ডার গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাহারও নামে পাঠাইবেন না। অথবা কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যেন দৃষ্টি থাকে

শ্রীউপেন্দ্রকুমার শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষস্য।

—০০—

বিনা মূল্যে বিতরণ।

ডাক্তার নন্দলাল মুখোপাধ্যায় কৃত

[illegible] চিকিৎসা।

(দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত. ডিমাই ১২ পেজী ৮ ফর্ম্মায় সম্পূর্ণ)

পল্লীগ্রামবাসী গৃহস্থ মাত্রেরই আবশ্যক। ডাঃ মাশুলাদির ব্যয় ৴০ এক আনা. সুবরবন ডিস্পেনসরি, ভবানীপুর কলিকাতা।

নিউ হোমিওপ্যাথিক হল।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

৩৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নূতন আয়োজন।

আমরা এই ক্ষণ [illegible] হইতে ঔষধ [illegible] করিতেছি এবং এই নূতন ব্যবস্থায় ঔষধের উপকারিতা [illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে; আশা করি [illegible] অন্ততঃ এক একবার আমাদিগের ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যদিও নূতন ব্যবস্থা অবলম্বনে আমাদিগের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে তথাপি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি করিলাম না।

[illegible] হইতে আমাদিগের আবার নূতন ঔষধ ও অনেক প্রকার চিকিৎসোপযোগী নূতন সামগ্রী আসিয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থীদিগের উপযোগী [illegible] বিধানতত্ত্ব ১ম ভাগ ১, টাকা। ঐ ২য় ভাগ ১, টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। বিশেষ পরীক্ষিত [illegible] ও [illegible] আমাদিগের নিকট

পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া চূর্ণ এক ড্রাম শিশির মূল্য ।৹ আনা। ২ ড্রাম ঐ প্যাকিং ✓৹ ঐ ঐ। বহুমূত্র রোগের মহৌষধ ১ ড্রাম শিশির মূল্য (আরোক) ॥৹ ২ ড্রাম ঐ (চূর্ণ ঔষধ) ১, প্যাকিং ✓৹ আনা।

সচিত্র চিঠির কাগজ

এ প্রকার চিঠির কাগজ এই প্রথম। সুন্দর রমণী মূর্ত্তি নিয়ে 'ভুলনা আমায়' সরস্বতী মূর্ত্তি সন তারিখ ছাপান ইত্যাদি, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ সকলের ব্যবহারের উপযোগী মূল্য সুলভ পাঁচ দিস্তা ।✓৹ আনা মাশুল /১৹

কে, কে, শর্ম্মা এণ্ড কোং।
১৭নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কে, ডি, সরকারের উপদংশ রোগের পারা ত মহৌষধ

সিপাহি বিদ্রোহের অবসান সময়ে নেপালের জঙ্গলে এক মুসলমান ফকীরের নিকট প্রাপ্ত। গত২৬বৎসর ইহা বিনা মূল্যে বিতরিত হইয়াছে কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও যশ প্রচারের সহিত ইহার গ্রাহক এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছে যে বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম। ইহাতে কোন প্রকারের পারা নাই, ইহা অল্পকাল মাত্র সেবনেই সহস্র সহস্র লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিরারোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র ইহার সেবনেই রোগোন্মুক্ত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারায় শিশু সন্তান ও পৈত্রিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহা রোগের সর্ব্বাবস্থায় আশু ফলপ্রদ; এমন কি পারাঘটিত ঔষধ সেবনজনিত দূষিত রক্ত ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্ষত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের এরূপ পারা বর্জ্জিত অব্যর্থ মহৌষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রদত্ত প্রশংসাপত্র এবং ঔষধ সেবনের নিয়মাদি ঔষধের শিশির সহিত থাকিবে, আমাকে লিখিলেই উক্ত প্রশংসাপত্রাদি বিনা ব্যয়ে পাইবেন। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২।৹ প্যাকিং ।৹

বি, বি, বেনার্জ্জীর

হোমিও প্যাথিক ডিস্পেন্সারি।

৩নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, পটলডাঙ্গা দীঘির দক্ষিণ কলিকাতা।

চিনসুরা ব্রাঞ্চ ডিস্পেন্সারি রাজার বাগান, শ্যাম বাবুর ঘাট।

বিশেষ সুবিধা।

সোমপ্রকাশের সুলভ মূল্য।

৩ মাসের জন্য।

বর্ত্তমান সনের আগামী ফাল্গুন মাসের মধ্যে যাঁহারা নূতন গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত হইবেন, তাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬৹ টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র খানি পাইতে পারিবেন। এই সুলভ নিয়মের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ চৈত্র মাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহার পর সাধারণে এরূপ সুযোগ পাইবেন না। নূতন গ্রাহকগণ অধ্যক্ষের নামে ৫৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা। এই ঠিকানায় মূল্যাদি পাঠাইবেন।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

জাতীয় সম্মিলনী *।

(১)

প্রাচীদিক্ হ'তে দেখ অরুণ উদয়,
রবে না ভারত আর অন্ধকারময়;
ঘুচিবে মরম ভার, থাকিবে না সাধ কার?
[illegible] টেলিবার নয়।
[illegible], তাই ভাই বলি,
[illegible] বেব [illegible] এ নহে সময়।

(২)

এক জাতি এক প্রাণ কেন বা না হব,
এক দেশে করি বাস এক হ'য়ে রব।
কলহ বিবাদ করি, কি কাজ বাড়ায়ে অরি,
একতা-বন্ধনে সুখে বদ্ধ হ'য়ে রব।
উজলি ভারত মুখ, ঘুচাব মায়ের দুখ,
হইবে ভারতবাসী জাতি এক সব।

(৩)

অনেক দিনের সাধ পুরিবে এবার,
ইংরাজ-ভারতে জাতি করিবে উদ্ধার।
চির কলঙ্কের কালি, [illegible] গালি,
এতদিনে বুঝি হায় ঘুচিবে সবার।
এক জাতীয়তা প্রাণ, ধীরে ধীরে অধিষ্ঠান,
করিছে হিমাদ্রি হ'তে কুমারিকা পার।

(৪)

প্রস্ফুটিত জাতিভাব আ[illegible] কেমন,
জ্বলিতেছে ধীরে ধীরে হুতাশ যেমন,
প্রসন্ন হউন বিধি, লভিব একতা নিধি
উড়িবে ভারতে পুনঃ জাতীয় কেতন।
পুরিবে মনের সাধ, ঘুচে যাবে অবসাদ,
কেহ যেন এতে বাদ, সাধে না এখন।

(৫)

তাই বলি একবার ডাক সমস্বরে,
পবিত্র সেই ভ্রাতৃভাব বাঁধিয়া অন্তরে,
এ জাতীয় সম্মিলনে, সবাই উৎসাহ মনে,
ভাব যেন শুকতারা উদিল অম্বরে।
ভারতের অন্ধকার, ঘুচিবেরে এইবার,
নয়ন উন্মীলি সবে জাগ ঘরে ঘরে।

(৬)

উন্মুক্ত এবে রে ভাই আশার দুয়ার,
সবে মিলি এস পরি একতার হার।
ভারত সাগর সনে, তরঙ্গের গরজনে,
গাই সে অক্ষয় কীর্ত্তি বৃটিশ রাজার;
আসিয়া পতিত জাতি, জ্বালিয়া জ্ঞানের বাতি
যে বৃটিশ করিয়াছে ভারত উদ্ধার।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা।

* national Congress উপলক্ষে রচিত।

সম্পাদক মহাশয়। আপনার বিখ্যাত পত্রিকার পার্শ্বে নিম্ন লিখিত উৎসবপূর্ণ প্রস্তাবটী স্থান দান করিয়া আমাদিগকে চিরবাধিত করিবেন।

গত ২রা জানুয়ারিতে কুমির ইংরাজি স্কুলগৃহে এক মহতি সভার অধিবেশন হয়। নানা উপকরণে সভা গৃহ উৎকৃষ্টরূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতিবৎসর এই সময় স্কুল-ভবনে এই অধিবেশন কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু এ বৎসর সভায় একটী নূতন উৎসব সম্পন্ন হইল। জাতীয় উৎসব সমাজের পক্ষে যারপর নাই আনন্দ জনক এবং জাতীয় উন্নতির উৎসাহ বর্দ্ধক কার্য্য সন্দেহ নাই। অত্র ইংরাজি বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সম্বন্ধে এই মহোৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বাবু সংপ্রতি তাঁহার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এই দুঃখজনক ঘটনায় চন্দ্র বাবুর প্রিয় ছাত্রগণ উক্ত দিবস সভাস্থলে তাঁহাকে এক খানি অভিনন্দনপত্র দিলেন। এই বহু জনাকীর্ণ সভামণ্ডপে অনেক বাহার পণ্ডিত এবং ভাল ভাল শিক্ষিত মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন। ৭।৮ জন অধ্যাপককে এই সভায় নিমন্ত্রণ করা হয়। চন্দ্র বাবুর সুখ্যাতি সম্বন্ধে অনেকেই সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।—একজন অধ্যাপক চন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে একটী সংস্কৃত রচনা পাঠ করিয়া সকলকেই যার পর নাই সুখী করিয়াছেন। স্কুলের বর্ত্তমান হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ মহোদয় ইংরাজি ভাষায় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি চন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে বলেন—ইনি সর্ব্বাংশে একটী উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার ভদ্রতার গুণে তিনি সর্ব্বত্রই প্রশংসার যোগ্য ব্যক্তি। তিনি যে একজন ভাল লেখক তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার লেখনী হইতে একখানি ইংরাজি এবং স্কুল পাঠ্য প্রভৃতি কয়েক খানি পুস্তক প্রসূত হইয়াছে। "বসন্ত পাগলিনী বা অপূর্ব্ব সমাজ রহস্য" বলিয়া তিনি যে একখানি বাঙ্গালা নভেল লিখিয়াছেন, তাহাতে সমাজকে উন্নত করিয়া তুলাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

এই সভাস্থলে গ্রামবাসী প্রকৃত মহাত্মারা চন্দ্রনাথ বাবুকে যে একখানি প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"মহাশয়, আপনি অত্র কুমিরা বিদ্যালয় স্থাপন ও ডাকঘর সংস্থাপন ও অন্যান্য নানাবিধ দেশহিতকর কার্য্য নিঃস্বার্থভাবে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক পরিশ্রম ও অর্থ সাহায্য দ্বারা এই সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত মহান অধ্যবসায় সহকারে নির্ব্বাহ করায় আমরা সকলে অদ্যকার সভায় সমবেত হইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ইহা প্রদান করিতেছি। আপনার ন্যায় সচ্চরিত্র ও সাধুশীল দেশহিতৈষী ও নিঃস্বার্থ পরোপকারী ব্যক্তি জগতে অতি বিরল"।

চন্দ্র বাবু সভাস্থলে সাদরে ছাত্রগণের "অভিনন্দন পত্রী" গ্রহণ করিয়া সাধারণ সভ্য মহোদয়গণকে বলেন যে, "একটী পুত্তলিকা নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করিলে যেমন ভাল দেখায় আপনারাও অদ্যকার সভায় আমাকে তদ্রূপ নানা গুণে ভূষিত করিতেছেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার সেরূপ গুণ নাই এবং আমি সেরূপ সুখ্যাতির উপযুক্ত পাত্রও নহি"।—

চন্দ্র বাবু একথা বলিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি এবং ঈশ্বরের নিকট তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ "অভিনন্দন পত্রীতে লিখিয়াছেনঃ—

অভিনন্দন পত্রীঃ—

যে দৃঢ় নির্ম্মল কৃতজ্ঞতা পাশে
বদ্ধ আছি মোরা তদীয় সকাশে
শত মুখে বলি অনুমাত্র যার
না পারি আমরা করিতে প্রচার
ব্যথিত হৃদয়ে বিন্দু মাত্র তার
প্রকাশি সামান্য পত্রিকা ছলে।

দেবতা সদৃশ ক'রতে অর্চ্চনা
তদীয় শ্রীপদ, মনের বাসনা;
নাহি জ্ঞানপুষ্প, ভক্তির চন্দন,
পূজিব সযত্নে করি আহরণ;
তুচ্ছ বাক্য পুষ্প করিয়া চয়ন
প্রদানি তব চরণোৎপলে॥

(১)

শৈশবের ক্রীড়া ভূমি যেই জন্মস্থান
তাল মতে কার মুখ করিতে উজ্জ্বল
বিবিধ সমৃদ্ধি তার করিয়া বিধান
পেয়েছেন মহানন্দে! অভিলষিত ফল।

(২)

সবিস্তৃত পথাবলী করিয়া নির্ম্মাণ
শুভকর ডাকঘর করিয়া স্থাপন
ন্যায়মধ্যে অনায়াসে করিয়া প্রদান
হয়েছেন সবাকার প্রশংসাভাজন।

(৩)

দীন জনে শিক্ষিতে দিয়া ধনাসন
সর্ব্ব দুঃখগর্ভ যাহা অতুল জগতে,
জ্ঞানালোক দীপ্ত যাহে অবোধের মন,
উন্নতিপ্রভৃতি যদু যাহা সর্ব্ব মতে;

(৪)

যাঁর যত্নে বিদ্যালয় করিয়া স্থাপন
করেছেন সবাকার শিক্ষার উপায়
দিয়াছেন বিদ্যা-নিধি উন্নতি আশ্রয়
দরিদ্র সন্তানগণে হইয়া সহায়।

(৫)

এখন এ কার্য্য হ'তে নিতে অবসর
হইয়াছে আপনার একান্ত বাসনা
শুনি দুঃখ দিব দণ্ড সবার অন্তর
হৃদয়ে বিদায় দিতে সরে না রসনা।

(৬)

কিন্তু তবদীয় ইচ্ছা করিতে পূরণ
দুঃখ সহ মনে মোরা দিলাম বিদায়,
থাকে যেন কৃপা দৃষ্টি, এই নিবেদন
তার প্রতি, যাঁর যত্নে সৃজেছেন যায়।

(৭)

প্রার্থনা সবার এই সহ কায়মন
নিরাপদ দীর্ঘ আয়ু করুন প্রদান
রাখুন মঙ্গলে সদা সুদীর্ঘ জীবন
করুন মঙ্গল-চণ্ডী করুণানিধান।

(৮)

স্বদেশের হিত কার্য্য করি সম্পাদন
নিরত করুন লাভ দিব্য যশঃ নিধি,
সুখ্যাতি সৌরভ তব হউক ভুবন।
অমর অভিধা তব করিবেন বিধি॥

অদ্যকার সভার পরে অত্র স্কুলগৃহে ৺শ্রীপঞ্চমী উৎসব হইবে স্থির হইয়া সভা ভঙ্গ হয়

শ্রীনিবারণচন্দ্র বসু
সেকেণ্ড মাষ্টার।

—০—

মহাশয়। অনুগ্রহ করিয়া আমার এই পত্রিকাখানি আপনার জগদ্বিখ্যাত সংবাদ পত্রে স্থান দান করিলে চির বাধিত হইব।

আমি প্রায় এক সপ্তাহ কাল শ্রীশ্রী৺ তারকেশ্বর তীর্থস্থানে বাস করিয়াছিলাম। এখানকার জল বায়ু যে অতি উত্তম তাহা নহে, তথাচ বাবার এমনি মাহাত্ম্য যে, সেখানে যাইলেই

বোধ হয় যেন "শান্তি দেবী" মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি যেন এখান হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর শীতেও কত শত লোক দুরারোগ্য ব্যাধিতে জীবনের প্রতি নিরাশ হইয়া অনাহারে বাবার নিকট হত্যা প্রদান করিতেছে এবং বাবাকে দর্শনেচ্ছায় কত স্ত্রী পুরুষ প্রসন্ন চিত্তে ঠেলা ঠেলি করিতেছে, যথার্থই সেখানে আত্ম পর প্রভেদ লক্ষিত হয় না। আজ কাল রেলওয়ে হওয়াতে যাত্রী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, এমন কি প্রত্যহ সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রায় কেহই সেখানে রাত্রিবাস করেন না। তথায় প্রাতে যাইয়া বৈকালে প্রত্যাবর্ত্তন করাতে শ্রীশ্রী৺ স্থানের আভ্যন্তরীণ বিষয় অনেকে অবগত নহেন। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে শ্রীশ্রী৺ স্থান মহাত্মা মহারাজের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার রক্ষণাবেক্ষণ সেবা সেবা প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য ভার মহারাজের উপর অর্পিত হইয়াছে। মহারাজও আশ্চর্য্য দৈব শক্তির প্রভাবে এই ক্ষুদ্র অথচ বৃহৎ রাজ্যের কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন। মহারাজ সন্ন্যাসী, তাঁহার পরিচ্ছদ সামান্য থান কাপড়, গায়ে এক খানি মোটা চাদর, পায়ে জুতা নাই, এক জোড়া খড়ম সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহার অহঙ্কার ক্রোধ প্রভৃতি কিছুই নাই। দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে প্রজা সকল সদাই তাঁহার আজ্ঞাকারী। এখানে প্রত্যহ প্রায় সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয় বটে কিন্তু এত লোকের এ অল্প স্থানে একত্র অবস্থান জন্য (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের ভাগ অধিক) কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ বিসম্বাদ কিছুই নাই। কেবল প্রত্যেকের মুখে বাবা রক্ষা কর, এই বাবা শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই। একণে রেলওয়ের কারণ অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের কুল মহিলাগণ, অক্লেশে একাকিনী বাবার স্থানে যাইতেছে এবং দোকানে পসারে জিনিস পত্র খরিদ করিয়া বেড়াইতেছেন। মহারাজার এমনি শাসন যে এত স্ত্রী পুরুষ ঐ সংকীর্ণ স্থানে একত্রে অবস্থান করিলেও কেহ কাহারও দিকে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করে না, তাহা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দোকানী ও বাবার সেবক ব্রাহ্মণ গণ সকলেই স্ত্রীলোকগণকে মা! মা! শব্দে চিত্ত পুলকিত করিতেছে এবং প্রত্যেকেরই মুখে মহারাজের গুণগান শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইল। আমি গোপনে অনেক অনেক লোককে বলিতে শুনিয়াছি যে, তাহারা সকলেই মহারাজের কার্য্য প্রণালীতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছেন, এমন একটীও লোক দেখিলাম না যে সে অসন্তুষ্ট। মহারাজ সন্ন্যাসী হইয়া যখন এতদূর সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তখন যে তিনি ধন্যবাদের যোগ্য পাত্র তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কতক গুলি লোক মহারাজের দুর্নাম রটাইয়া দিয়া বাবাতে সাধারণ লোকের তাঁহার উপর অভক্তি হয়, সেই বিষয়ে যত্নবান কেহ তাহারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, মহারাজের দুর্নাম রটাইয়া সাধারণ লোকের হিন্দু ধর্ম্মের উপর অবিশ্বাস ও বাবার মাহাত্ম্য হ্রাস করা কতদূর দুষ্কর্ম্ম ও জগদ্বিখ্যাত হিন্দুধর্ম্মের কত দূর অনিষ্ট করিতেছেন। একেত এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ হিন্দুধর্ম্মের অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া যতদূর দুর্গতি হইতে হয় তাহা হইয়াছে তবে আবার উপর আবার খাঁড়ার ঘা আবশ্যক কি? এখনকার অধিকাংশ লোকই মদ্য, মাংস, ও বারবিলাসিনীগণের বশীভূত হইয়া স্বীয় স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন এবং নব নব ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া হিন্দুধর্ম্মকে এক প্রকার অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাহীন করিয়া তুলিয়াছেন। পাঠকগণ! দেখুন ২০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবে জগৎ কত দূর আলোকিত হইয়াছিল, আর এখন দেখুন সেই হিন্দু ধর্ম্ম বৎসরান্ত পাতীর ন্যায় প্রত্যেকের মুখাবলোকনের জন্য ব্যস্ত এবং আরও ২০ বৎসর পরে দেখিবেন যে হিন্দুধর্ম্ম গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অতল জলে প্রবেশ করিয়াছে। স্বর্গীয় মহাত্মা দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় ২ বৎসর পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ যে সকল বাক্য বলিয়া গিয়াছেন এখন তিনি জীবিত থাকিলে সেই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন। যে হিন্দুধর্ম্মের প্রভায় হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া ছিল, অদ্য সেই হিন্দুধর্ম্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে কতকগুলি কুপুত্রের জন্য রসাতলে যাইতেছে। এখনকার অধিকাংশ লোক দেবালয় দর্শন করিলে প্রণাম বা পিতৃ পিতামহের শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে চাহে না। ইহার উপর আবার একটা দুর্নাম রটাইয়া সাধারণ লোকের হিন্দুধর্ম্মের উপর অভক্তি জন্মাইয়া দেওয়া যে কত দূর দুষ্কার্য্য তাহা বর্ণন করা যায় না। অতএব সেই সকল মহাত্মাগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন যে যাহাতে এই চিরপ্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের উপর লোকের অভক্তি না হয়, যেন সে বিষয়ে যত্ন করিতে ত্রুটি না করেন। শ্রীশ্রী৺ স্থানের মহারাজের যে কোন দোষ নাই আমরা এমন কথা বলিতেছি না। এক জন লোক কখনই সকলের মনোরঞ্জন করিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। বাবার পূজায় ও সেবার বন্দোবস্ত অতি পরিপাটী, তাহা বোধ হয় অনেকে দেখিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে প্রত্যহ ৩। ৪ মণ দুগ্ধের পায়স ও ইহার যোগ্য লুচি মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা বাবার ভোগ হইয়া থাকে, ভোগান্তে এই সমস্ত সামগ্রী ব্রাহ্মণ, সাধু, অনাথা, দরিদ্র, কানা খোঁড়া প্রভৃতি সকলকে ডাকিয়া সেই স্থানে বসাইয়া পর্য্যাপ্তরূপে আহার করান হইয়া থাকে। বাবার স্থান হইতে প্রায় ১ পোয়া পথ অন্তরে মহারাজের একটী বাগান আছে, তথায় ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলাম যে প্রায় শত এক সাধু পুরুষ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্থির ভাবে বসিয়া আছেন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে মহারাজ কর্ত্তৃক তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা হয়, আরও কতক দূর যাইয়া একটী নিবিড় বন মধ্যে একজন সাধুকে দেখিলাম, তিনি সেই নিবিড় বনে বসিয়া ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে মহারাজও তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন এবং প্রায় ৬। ৭ দিন স্বচক্ষে দেখিলাম, যে শ্রীশ্রী৺ স্থানে যত যাত্রী গমন করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের থাকিবার স্থান ও আহারের বন্দোবস্ত হইল কি না, এজন্য মহারাজের নিয়োজিত স্বতন্ত্র লোক আছে। তাঁহারা এই সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করেন। যখন এই সমস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম তখন মহারাজকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাঁহারা কেবল ছিদ্রান্বেষী তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারাও তাঁহাকে সাধু সাধু না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না।

মণথার

শ্রীমধুসূদন দেবশর্ম্মা।

উপদেশ দেয়, রাজদর্শনে ও রাজপ্রসাদে পুরুষের কল্পনা করে, রাজার শরীরে ঈশ্বরের আবির্ভাব ভাবনা করিতে উপদেশ দেয়; গভর্ণমেণ্ট যদি হিন্দুর রাজভক্তির উপরে সন্দেহ করিয়া থাকেন, তবে সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহ দেওয়াই গভর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। গভর্ণমেণ্ট যদি ভারতবাসীর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার অভাব দেখিয়া থাকেন, সংস্কৃত শিক্ষায় তাহা তিরোহিত হইবে। যদি হিন্দুজাতিকে আপাততঃ কুসংস্কারসম্পন্ন বলিয়া, তাঁহাদের নির্ব্বাণ হয় সংস্কৃত শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করিলে সে সকল দূর হইবে। এই ব্যুৎপত্তিতে লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর মোহিত হইয়াছেন ইংরাজ শিক্ষকের এত আদর অনিষ্ট কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আমরা আশা করি লার্ড ডফরিণ সংস্কৃতের উপরে কৃপাদৃষ্টি করিয়া হিন্দুজাতির কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

হরিনাভির ব্রাহ্ম সমাজের পরিণাম।

ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বড় আশার সামগ্রী। ব্রাহ্মসমাজ হইতে নানা প্রকারে দেশের বহুবিধ মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মগণকে সাধারণের হিতৈষী সম্প্রদায় না বলিয়া আমরা একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় বলিয়া ভাবিয়া থাকি। ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যতঃ দেশের যত উপকার করুন আমাদের বিশ্বাস যে, ধর্ম্ম সাধনই এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই জন্য সমাজের ভিতরের ধর্ম্ম জীবন স্ফূর্ত্তি পাইতেছে দেখিলে আমাদের বড় আনন্দ হয়। ব্রাহ্মের যেরূপ ধর্ম্ম বিশ্বাস হউক না কেন, যেরূপ সাধন ও উপাসনা পদ্ধতি হউক না কেন তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যে ধর্ম্মজীবন প্রতিভাত হয় ইহাই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি। কেন না ধর্ম্মজীবনের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া মানুষ যে কোন দেশহিতকর কার্য্য করে তাহাতে তাহার বলের দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। ব্রাহ্মসমাজ এতদিন ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশ হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাই আমরা তাঁহাদের হতে নানা প্রকারে উপকৃত হইয়াছি। সেই লক্ষ্য হইতে দৃষ্টি বিচলিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজ যদি স্বদেশের হিতকার্য্যে নিযুক্ত হন তবে আমরা আর তাঁহাদের নিকট কোন আশাই করিতে পারি না। ব্রাহ্ম সমাজে আজ কাল ধর্ম্ম জীবনের বিলক্ষণ অভাব হইয়া পড়িয়াছে। তাই ব্রাহ্মগণ আর দেশহিতকর কার্য্যে বড় একটা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। আমাদিগকেও তাঁহাদের নিকট হইতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইতেছে। কথাটী বড় দুঃখে বলিতে হইল—কিন্তু বড় সত্য কথা, যত দিন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র জীবিত ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজে আমরা এক প্রকারের কার্য্য দেখিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে অন্য প্রকার দেখিতেছি। অল্প শিক্ষা লাভ করিয়া যুবক সম্প্রদায় যে পরিমাণে ব্রাহ্মের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন, লোকের বিশ্বাস যে সমাজের ধর্ম্ম জীবনের সেই পরিমাণ হ্রাস হইতেছে। কিন্তু কেবল বালকদিগের স্কন্ধে দোষ দেওয়া যায় না। বাবু কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম প্রচারকালে যে সকল ব্রাহ্ম সহস্র বিপদের ভিতরে ধর্ম্ম জীবন অমূল্য রাখিয়াছিলেন এখন তাঁহাদের ভিতরেও অনেকের কার্য্য পরম্পরা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইতে হয়। সম্প্রতি হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের কয়েক জন সভ্যের কার্য্যকলাপ অবলোকন করিয়া আমাদিগকে এই কয়েকটী কথা লিখিতে হইল। ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কোন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। প্রকৃত দোষের কথা উল্লেখ করিয়া সংশোধনের উপদেশ দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজে হরিনাভির দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার একজন সভ্য। ডাক্তার বাবু একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ সাধু চরিত্র এবং পরোপকারী ব্যক্তি। যে কারণেই হউক হরিনাভি ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে ইনিই এক মাত্র অনুষ্ঠানিক দীক্ষিত ব্রাহ্ম [illegible] তাঁহার সহিত আর কয়েক জন সভ্যের কিছু মনোমালিন্য হয়। তাঁহারা কিছু দিন পূর্ব্বে ডাক্তার বাবুর কতকগুলি বিশেষ অপরাধের কথা লিখিয়া রাজপুর মিউনিসিপালিটীতে একখানি আবেদন পাঠাইয়াছেন। এই কথা লইয়া পথে ঘাটে মহা আন্দোলন উঠিয়াছে। বিবাদ হইলে যেমন দুই পক্ষের লোক সংগৃহীত হয় ইহাতেও তাহা হইয়াছে। স্থানে স্থানে ডাক্তার বাবুর নামে বিলক্ষণ অপযশ ঘোষণও হইতেছে। এখানে বলা আবশ্যক যে আরোপিত অপরাধগুলি দাতব্য ডাক্তারখানা ও ডাক্তার বাবুর তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যাদি লইয়া এই বিবাদ উপলক্ষ করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে গিয়া উপাসনাদি করিতেন তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে আসন গ্রহণ করিতেছেন। বিবাদ কিছু গুরুতর হইয়াছে। অপযশের কথাও ঢাকঢোল করিয়া বিলক্ষণ ঘোষণা করা হইতেছে। ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ভাব গতিক দেখিয়া আমাদের বিবেচনা হয় আরোপিত অপরাধগুলির কোনও মূল নাই। কেবল একটু মনোমালিন্যের কারণ লইয়াই ইহার উদ্ভাবনা। হরিনাভি ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম্মজীবন সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছে তাই এই সকল ব্যাপারের অবতারণা। যাঁহারা ডাক্তার বাবুর নামে দোষ দিয়া ঢাক বাজাইতেছেন, তাঁহারা যদি দোষগুলি সরল বিশ্বাসে সত্য বলিয়া জানিয়া থাকেন তবে কি তাহা সংশোধনের অন্য উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না? যদি তাঁহাদের ধর্ম্মের উপর একটুও বিশ্বাস থাকে, এক দিন উপাসনাকালে সমাজে বসিয়াও ডাক্তার বাবুকে তাঁহারা সে সকল কথা বলিতে পারিতেন। এই সরল পথ অবলম্বন না করিয়া তাঁহারা বিপথে গেলেন। হয়ত স্বদেশের একটা উপকার করিবার জন্য তাঁহাদের ইচ্ছা হইল দরিদ্র চিকিৎসার্থীদিগের জন্য তাঁহাদের মনটা বড়ই কাঁদিল— তাই একান্তভাবে মিউনিসিপাল সভায় ডাক্তারের দোষ কীর্ত্তন করিয়া সাধারণে এতসন্তানকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা হইল। এই যে দেশের জন্য প্রাণ কাঁদার কার্য্যটা ইহা যদি ধর্ম্মের ভিত্তির উপর অধিষ্ঠান

করিত তবে তাঁহারা তাহার স্বতন্ত্র উপায় দেখিতেন। ধর্ম্মের জীবন অল্পে অল্পে ব্রাহ্ম সমাজ হইতে তিরো হিত হইতেছে। তাই আমরা আর সাধারণ ব্রাহ্মের দেশ হিতকর কার্য্যে বড় একটা বিশ্বাস করিতে পারি না। হরিন তি ব্রাহ্মসমাজ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং বাবু শিবনাথ শাস্ত্রীর যত্নে প্রতিষ্ঠিত ইঁহারা যদি এই সমাজের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেন বোধ হয় ইহার সংস্করণ হইতে পারে। কেবল এই একটী সমাজের কথা বলিতেছি না। যেখানে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে সেই স্থানেই ধর্ম্ম প্রচারকগণের কর্ত্তব্য তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা। আমরা বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারি ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধার কারণ ব্রাহ্ম সাধারণের ধর্ম্ম জীবনের অভাব। যাহাতে সমাজে আবার ধর্ম্মজীবন সঞ্চারিত হয় তেজস্বী শাস্ত্রী মহাশয় কি তাহার চেষ্টা করিবেন না?

জাতীয় কনগ্রেস।

আমরা গত বারের কনগ্রেস সভার কতকগুলি প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছি। যে কয়টী প্রস্তাব প্রকাশ করিতে অবশিষ্ট আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্বাদপত্র প্রথম হইতেই কনগ্রেসের আয়োজন দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়াছেন, আবার এংলো ইণ্ডিয়ানের দেখাদেখি কয়েক খানি অল্প বুদ্ধি বিজ্ঞ মান্য সংবাদপত্র কনগ্রেসের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন। দোষ গুণ সমালোচনা করা ইহাদের উদ্দেশ্য নহে। কেবল ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর ইহাঁদের বড় বিদ্বেষ সেই জন্য তাঁহারা গৃহশত্রু ও জাতীয় শত্রু হইয়া কনগ্রেসের বিরুদ্ধে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা ইহাদের আপত্তির বিষয় প্রস্তাবান্তরে প্রকাশ করিলাম।

৫ম প্রস্তাব

কনগ্রেস সভা দেশীয় সকল সভা সকল সম্প্রদায়কে অনুরোধ করিতেছেন, তাঁহারা যেন এই প্রতিনিধি ব্যবস্থা সর্ব্বত্র অনুষ্ঠান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে একটী কমিসন নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করেন।

এক দশ প্রস্তাব

এই সকল প্রস্তাবের প্রতিলিপি কাউন্সিল সহ গবর্ণর জেনারলের নিকট প্রেরণ করা হয়। গবর্ণমেণ্টকে তাহার একটী প্রতিলিপি মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর নিকট আর একটী ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট পাঠাইবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করা হয়। গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করা হয় তিনি যেন মন্ত্রী সভা এবং পরামর্শ দাতাগণের পরামর্শ লইয়া কনগ্রেস সভার প্রস্তাবিত ব্যবস্থা বিষয় বিশেষ বিবেচনা করেন।

দ্বাদশ প্রস্তাব।

কনগ্রেসের সভায় এক একটী ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সমিতি সংগঠিত হয়।

১৩ শ প্রস্তাব

আগামী বর্ষে ২৭এ ডিসেম্বর হইতে তিন দিবস মান্দ্রাজে জাতীয় কনগ্রেস বসিবে।

১৫ শ প্রস্তাব

কনগ্রেস সভা কলিকাতার অভ্যর্থনা সভা, মিঃ জে ঘোষাল এবং বাবু গিরিজা ভূষণ মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। প্রতিনিধি সভাগণ ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন, সভাপতি তাঁহার কর্ম্মদক্ষতার নিমিত্ত সভ্য সাধারণের সাধুবাদ লাভ করেন। অভ্যর্থনা সভা, প্রতিনিধি সভাগণ এবং সম্বাদপত্রের লেখকগণকে ধন্যবাদ দিয়া সভাপতি নওরাজী অবশেষে মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরী বড়লাট লর্ড ডফরিণ স্থানীয় গবর্ণর লেপটেনেণ্ট গবর্ণর এবং মিঃ হিউম ইহাদের প্রত্যেকের নামে তিন বার আনন্দধ্বনি করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন, ইংরাজের নিকট উপকৃত সহস্র সহস্র শিক্ষিত প্রজার আনন্দ নিনাদ টাউন হল গৃহ ভেদ করিয়া ভারতবাসীর রাজভক্তি কৃতজ্ঞ হৃদয় উদার চরিত্রের উৎকৃষ্ট নিদর্শন সভ্য সমাজে প্রচার করিল।

আসিল আবার চলিয়া গেল।

তিন দিনের জন্য আসিয়া আবার অন্তর্দ্ধান হইল, তিন দিনের পর কলিকাতা আঁধার করিয়া আত্মাগণ চলিয়া গেলেন। আশ্বিন মাসের মহামায়ার পূজার সপ্তমী অষ্টমী নবমীর জন্য হয় মাস হইতে দেশের লোকে যেমন ব্যগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিয়া বঙ্গবাসী অভ্যাগণ সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর ন্যায় এই তিন দিনের জন্য উৎসুক হৃদয়ে চাহিয়াছিলেন। পূজার তিন দিন দেখিতে দেখিতে যেমন চলিয়া যায় জাতীয় সভার তিন দিন তেমনি দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। বিজয়ার যেমন মহামায়াকে বিদায় করিয়া বঙ্গবাসী শূন্য প্রাণে ঘরে ফিরিয়া আইসে, এক রক্ত মাংস এক প্রাণের আত্মাগণকে তেমনি বিদায় করিয়া বঙ্গবাসী শূন্য হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এত উদ্যম, এত উৎসাহ, এত কলরব, তিন দিনের পর সব ফুরাইয়া গেল। জগতের সকলই এইরূপ তিন দিনের। বাল্য যৌবন এবং বার্দ্ধক্য অতিবাহিত হইলেই কলরব কোলাহল সব থামিয়া যায়। কেবল আশা থাকে ভবিষ্যতের।

এই পার্থিব কালের সহিত যদি সেই মহাকালের তুলনা হয়, তবে আমরা বলিতে পারি এই যে কলরবের পর নীরব, ইহাতেও আশা আছে। বলন্ত আশা যাহার অনুষ্ঠান করিলাম তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার আশা যাহার ভিত্তি প্রোথিত করিলাম তাহার উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণের আশা আত্মশাসনের আশা স্বাধীনতার আশা, এই আশায় দরিদ্র ভারতবাসী একবৎসর কাল বাঁচিয়া থাকুন। মহামায়ার তিন দিন পূজার পর দশমীর চতুর্থ দিবসে মহামায়াকে বিদায় দিবার সময় যেমন আমরা বলিয়া থাকি, কনগ্রেস সভার ভ্রাতৃগণকে বিদায় দিবার সময়ে তেমনি আমরা উচ্চৈঃস্বরে বলি—"সংবৎসর ব্যতিতেতু পুনরাগমনায়চ।"

আঘাত লাগিবে। এরূপ অবস্থায় শৈব মন্দির উঠাইয়া দেওয়ায় এডুইন আরনল্ড কিম্বা ও তাঁর সৌভাগ্যের কোনও আশঙ্কা নাই। বস্তু বহুকালাবধি প্রতিষ্ঠিত দেবতার মন্দির উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিলে গবর্ণমেণ্ট হিন্দু ধর্ম্মের উপর বিলক্ষণ আঘাত করিয়া বসিবেন। হিন্দু দেবতা ও তাহার মাহাত্ম্যের উপর বিশ্বাস করিয়া স্থান বিশেষে পদার্পণ করিতে পারিলে পাপ ক্ষয় হয়, ইহাই হিন্দুধর্ম্মের মত। এই মতের উপরে আঘাত করিলে গবর্ণমেণ্ট সিলোনের লাট এবং এডুইন আরনল্ড সকলেই নিন্দনীয় হইবেন। এক জগন্নাথের মন্দিরের টীকা লইয়া দেশে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ইহার উপর কোন দেবতার পীঠ হইতে প্রতিষ্ঠিত দেবতার মন্দির উঠাইয়া দিলে হিন্দুর প্রাণে দারুণ বেদনা উপস্থিত হইবে। আমাদের বিশ্বাস আমাদের গবর্ণমেণ্ট এত দূর প্রজাপীড়ক হইতে পারিবেন না। বড় দুঃখের বিষয় যে এডুইন আরনল্ড এইরূপ অযৌক্তিক প্রস্তাবের উদ্ভাবন করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে মিঃ দাদা ভাই নাওরোজী আগামী মহাসভার নির্ব্বাচনোপলক্ষে সভ্যপদের প্রার্থী হইবেন। বাবু লালমোহন ঘোষকেও পুনরায় বিলাতে পাঠাইবার জন্য দেশের লোকে চেষ্টা করুন।

নূতন বৎসর সমাগমের উৎসব উপলক্ষে মাদ্রাজে একটা মেলা হয়। সেই মেলায় সহস্র সহস্র লোক একত্র হয়। সহসা বাজার ঘরে আগুন লাগে। অগ্নিদাহে শত শত লোকের প্রাণ গিয়াছে। মহারাজ্ঞী স্বয়ং এবং লর্ড [illegible] অগ্নিপীড়িত অসহায় পরিবার বর্গের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে ইহাদের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে।

আমরা বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, কলিকাতা [illegible] নিবাসী জগদীশচন্দ্র রায় গত শনিবারের পূর্ব্ব শনিবার দেহত্যাগ করিয়াছেন। জগদীশ বাবু পুলিশের ডিপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

কিছু দিন পূর্ব্বে সিমলায় [illegible] আফিসে একটা বড় রকমের চুরি হইয়া গিয়াছে। চোরে একটী বাক্স ভাঙ্গিয়া বাক্স হইতে এক খানি [illegible] টাকার চেক চুরি করিয়া টাকা ভাঙ্গাইয়া পলায়ন করে। কেহ এখনও চোরের অনুসন্ধান পান নাই।

এক জন মার্কিন ইঞ্জিনীয়ার বড় খোঁটা পুতিবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। খোঁটার আগায় লোহা লাগাইয়া তাহার উপর ডিনামাইটের টোটা রাখিয়া তড়িৎযোগে টোটা ফাটাইয়া দিলে খোঁটা আপনিই পুতিয়া যায়। খোঁটার উপর এই রূপে ডিনামাইটের কার্য্য কয়েক বার চলিলে কাজ সুসম্পন্ন হয়।—[illegible]।

লাহোরের পণ্ডিত [illegible] যে সকল সভা স্থাপন করিয়াছেন তন্মধ্যে আমাদের [illegible] এবং [illegible] সভার প্রতিনিধি এবং [illegible] সভার সম্পাদক আছেন।

স্থানীয় [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] শিক্ষা এবং কলিকাতার স্কুল সমূহের সহিত গবর্ণমেণ্টের কি প্রকার সম্বন্ধ থাকা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার জেনারল সাহেবই একটী সভা করিবেন। ক্রফট সাহেব এজন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন।

ভ্রমণকারীর পত্র।

বজ বজ।

বজ বজ একটী পুরাতন স্থান। মোগল সম্রাটদিগের শাসনসময়ে বঙ্গের শেষ সীমা বজ বজকে লক্ষ্য করিয়া ঐ স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ঐ দুর্গটী মুর্শিদাবাদের নবাবগণ কর্ত্তৃক কি বর্দ্ধমানাধিপতিকৃত, তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের রাজগড়ে পরাজয় কালীন দৃষ্ট হয়, বজবজ দুর্গ বর্দ্ধমানাধিপের শাসনাধীন ছিল। লর্ড ক্লাইব যখন প্রথমে আসিয়া বজ বজের দুর্গ রক্তপাতযোগে অধিকার করেন, তৎকালে উহা মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের প্রহরি পরিবেষ্টিত থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হউক বা যাহার অধিকারে থাকুক দুর্গটী প্রাচীন সময়ে নির্ম্মিত হয়, অদ্যাপি বারুদখানা ঘরটী সম্পূর্ণ ও অন্য অন্য ইমারতের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। যে সকল ভগ্ন গাঁথনী রহিয়াছে তাহার ইষ্টকগুলির বর্ণ সিন্দূরের ন্যায় এবং যেরূপ ভাবে জমাট তাহাতে সহসা সাবল প্রবেশ করাইবার সাধ্য নাই। দুটী জলের পরিখা, একটী দুর্গ প্রাচীরের পার্শ্বেই অপরটী দুর্গ প্রাচীরের বহির্ভাগে বেষ্টিত। বাহিরের এই পরিখাটি এক মাইলের অধিক দীর্ঘ, প্রশস্ত তিন শত ফিট হইবে, দুর্গ মধ্যস্থিত ভূমি সকল এক্ষণে কৃষকেরা আবাদ করিতেছে এবং অনেকে বসবাস ও করিয়াছে। বজ বজে জুটমিল কোম্পানীর চটের কল ঐ দুর্গের মধ্যবর্ত্তী স্থাপিত হইয়াছে।

দুর্গ সন্নিকটে ভদ্রলোকের বসবাস করা সম্ভব নহে, একারণ নিজ বজবজে প্রায়ই ভদ্রলোকের বসতি কম দুই তিন চারি মাইল অন্তরে ভদ্রলোকের বাস কিন্তু চাঁদা কৈবর্ত্তেরই বাস অধিক তদ্ভিন্ন, অন্য অন্য জাতিও আছে। পূর্ব্বে এখানে প্রবল রূপে বাণিজ্য চলিত তজ্জন্য বজ বজের নিকট কয়েক ঘর সুবর্ণ বণিকের বাস দৃষ্ট হয়, এখন বাণিজ্য লোপ হওয়াতে উহাদেরও দুরবস্থা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে বজ বজ জুটমিল কোম্পানির চটের কল ও বজ বজের পার্শ্বে শ্যামপুরে একটী [illegible] কল কেরাসিনের ডিপো, কয়লার ডিপো প্রস্তুত হওয়ায় কথঞ্চিৎ বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে ও বহুতর বিদেশী লোক এখানে ঐ সকল কার্য্যালয়ে কার্য্য করিতেছে, একারণ বহু লোকের অবস্থিতি হইয়াছে বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ বহু জনাকীর্ণ স্থানে শিক্ষার কোন রূপ উপযুক্ত বন্দোবস্ত নাই, এখানে যেরূপ অধিক পরিমাণে শ্রমজীবী বাস করে তাহাতে একটী নাইট স্কুল ও একটী লাইব্রেরি। স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছি, কিন্তু স্থানীয় লোকের সে চৈতন্য নাই। যদি তাহারা সমবেত হইয়া এ কার্য্যের চেষ্টা করেন, অবশ্যই সফলমনোরথ হইতে পারেন। যে স্থলে বর্ষে বর্ষে চার-ইয়ারিতে সহস্রাধিক টাকা জলসাৎ হয় সে স্থলে প্রস্তাবিত দেশ হিতকর কার্য্য হইতে পারে না এমত নয়, তবে উদ্যোগ চাই। আমরা বজবজবাসী স্বদেশী বিদেশী স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী সকলকে অনুরোধ করি তাহারা মিলিত হইয়া প্রস্তাবিত শুভ প্রস্তাবের অনুষ্ঠানে যত্নবান হউন, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। বিশেষ বজবজ একটী পুরাতন গণনীয় স্থান তাহার গৌরব রক্ষার্থ কায়মনে দেশবাসীদের যত্ন করা উচিত।

সংবাদদাতার পত্র।

বীরসিংহ।

এবার মেদিনীপুর জেলার সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট করনীশ সাহেব বাহাদুর ও তদীয় বাৎসরিক পরিভ্রমণ সাময়িক ঘটনা কীর্ত্তন করিয়া আপনার জগদ্বিখ্যাত পত্রিকার কলেবর কিয়ৎ পরিমাণে পরিপূরণ করিব, অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র মধ্যে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

করনীশ সাহেব এক জন বিদ্যোৎসাহী ও প্রকৃত দেশহিতৈষী মাজিষ্ট্রেট। ইনি যেমন পরিশ্রমী তেমন অধ্যবসায়শালী, শান্ত ও মিষ্টভাষী। প্রকৃতিপুঞ্জের হিতসাধনই যেন ইহার মানবজীবন লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইনি যে কয়েক দিন ঘাটাল মহকুমায় ছিলেন, দিন রাত্রি নিয়ত ঘাটাল মহকুমাবাসীর হিত সাধন কার্য্যেই যাপন করিয়াছেন।

ইনি গত ১০ই পৌষ, মঙ্গলবার মেদিনীপুর জাই স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু শ্যামাচরণ রায় ও চন্দ্রকোণা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান বাবু চন্দ্রশেখর দাস ও কাঁকসর মহান্ত নরোত্তম প্রভৃতির উদ্যোগে চন্দ্রকোণা বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পারিতোষিক দানকার্য্য সহস্তে সমাহিত করেন। সভাস্থলে ঘাটালের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু কুমুদ নাথ মুখোপাধ্যায় ও ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু বিনয়কৃষ্ণ বসু ও স্থানীয় অনেকগুলি ভদ্র লোক সমাগত হন। মাজিষ্ট্রেট করনীশ সাহেব বাহাদুর সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলে অত্রত্য বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১৩০টী। পরীক্ষোত্তীর্ণ ২টি বালকের মধ্যে ১টী প্রথম শ্রেণীতে ও অপরটী ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর উত্তীর্ণ বালক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১০ দশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অন্যান্য বালক অপেক্ষায় ৫০ অধিক নম্বর প্রাপ্ত হয়, এজন্য মিউনিসিপাল কমিটি হইতে উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাহাকে একটী রৌপ্য মেডেল প্রদত্ত হইল। ৭৫ টী বালিকা সভায় উপস্থিত ছিল। গতবৎসর পরীক্ষোত্তীর্ণা ৩টী বালিকার মধ্যে একটী বৃত্তি পাইয়াছে। নিমন্ত্রিত সভাগত ভদ্রলোকের মধ্যে কেহ কেহ বালক বালিকাদিগকে পুস্তক ও টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন। কমিটী হইতে বালক ও বালিকাদিগকে যথেষ্ট পুস্তক দেওয়া হইয়াছিল। পণ্ডিত বাবু চন্দ্রবিভারত্ন জাড়ানিবাসী জমিদার বাবু যোগীন্দ্রচন্দ্র রায় ও চন্দ্রকোণা নিবাসী বাবু বিহারিলাল সরকার প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ লোকদিগকে সন্তুষ্ট করেন। ইহাতে সভাপতি মহোদয় পরম প্রীত হইয়া সাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ যাহা বলিয়াছিলেন নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল। "যত দিন আমি মেদিনীপুর জেলায় আসিয়াছি প্রতি বৎসর এই বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান সময়ে আসিয়া থাকি, এখানকার বালক ও বালিকাবিদ্যালয় দেখিয়া পরিতুষ্ট হই, মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান সুচারুরূপে কার্য্য করিতেছেন, কমিসনারদিগের ঐকতা আছে। এখানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন জন্য কি গবর্ণমেণ্ট কি মাজিষ্ট্রেট কেহ প্রথম পথ দেখান নাই। লোকেরা নিজে নিজে যত্ন করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। এ বিদ্যালয়ে অনেকগুলি বালিকা দেখিতেছি, প্রতি পল্লীতে লোকেরা যত্নশীল হইলে দেশের আরও উন্নতি হইতে পারে, এখন তাহা হয় নাই। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক মাত্রই অভ্যর্থনায় পরিতুষ্ট হইয়া মিউনিসিপালিটী ভবনে রাত্রিকালে আহারাদি করিয়াছিলেন।

ইনি ১১ই পৌষ বুধবার রাধাজীবনপুর বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান কার্য্য সম্পন্ন করেন। তথায় ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট কুমুদবাবু ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু বিনয়কৃষ্ণ বসু ওভারসিয়ার বাবু চন্দ্রশেখর দাস প্রভৃতি অনেকগুলি কৃতবিদ্য লোক সমবেত হইয়াছিলেন। গত বৎসর কাশীমণি দেবী মেদিনীপুর জেলার মধ্যে পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে শুনিয়া সভাপতি সাহেব মহোদয় যারপর নাই প্রীত হইয়াছিলেন। সভাপতি মহোদয় বালক বিদ্যালয়টীকে তাহার ক্লাস স্কুল করিবার জন্য মেম্বরদিগকে উপদেশ দিয়া সভাভঙ্গ করেন। ইহা বলা বাহুল্য যে বালক বালিকাদিগকে কমিটী ও সমাগত ভদ্রলোকের মধ্যে অনেকেই পুস্তকাদি প্রদান করিয়াছিলেন।

ঐদিবস বেলা প্রায় ৪ টার সময় করনীস সাহেব বাহাদুর ক্ষীরপাই বালক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণে আশানুরূপ সন্তোষ লাভ করেন নাই। ইহাতে স্থানীয় অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন। শুনিলাম সম্পাদকের পরিবর্ত্তন ও স্থানীয় লোকের অযত্নই বিদ্যালয়ের এই অবনতির কারণ।

১৬ ই পৌষ বৃহস্পতিবার প্রাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব খীরপাই বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষা করিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন। নারায়ণ বাবুর ২টী কন্যা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া একটী বৃত্তি পাইয়াছে অপরাপর বালিকাগুলিও উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছে।

ঐ দিবস বেলা ৮ টা হইতে দশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত করনীস সাহেব পদব্রজে পরিভ্রমণপূর্ব্বক খড়ার প্রভৃতি কতিপয় পল্লীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিয়া প্রায় এক্কালে ঘটিকার সময় খড়ার মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করেন, পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া যেমন প্রীত হইয়াছিলেন, আয়ের অল্পতা দেখিয়া তদ্রূপ দুঃখিত হইয়াছেন। খড়ার ও নিকটবর্ত্তী গণ সাহেবের আগমনে পরম প্রীত হইয়া তাহার সম্মানার্থ বারোইয়ারি স্থানে একটী সভা করিয়াছিলেন। কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ লোক প্রায় সহস্রাধিক উক্ত সভায় উপস্থিত হন। করনীস সাহেব সভাসীন হইয়া মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে সাধারণের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলে বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খড়ার ও নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসিগণ তদীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বলেন "আমরা প্রায় ৩।৪ বৎসর অতীত হইতে আর মিউনিসিপালিটী সংস্থাপনে যত্নবান আছি। এবিষয়ে প্রায় ৬।৭ শত লোক স্বাক্ষর করিয়া যথাস্থানে দরখাস্ত করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটী স্থাপন আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়। কেবল ইহাতে একটীমাত্র সাধারণের আপত্তি আছে, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়া দেন, আমরা মহোপকার জ্ঞান করিব। মিউনিসিপালিটীর সহিত পাঁচ আইন জারি হয়, ঐ জারি সম্বন্ধে আমারা সাধারণ স্বাধীনতা দান প্রার্থনা করি।" মাজিষ্ট্রেট তদুত্তরে বলেন "আমি তোমাদিগকে অভয় দিতেছি ও পাঁচ আইন সম্বন্ধে এই নিয়ম করিতেছি যে তোমাদিগকে আর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট নীত হইতে হইবে না। তোমরাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়া মিউনিসপাল বেঞ্চের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে এবং পাঁচ আইন সম্বন্ধে অপরাধীর বিচার তোমরাই করিবে। অধিকন্তু তোমাদিগের প্রতি আরও আমি বলিতেছি যে, সমগ্র মিউনিসিপাল মেম্বর তোমাদের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হইবে গবর্ণমেণ্ট সেবিষয়ে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করিবেন না।" সভাস্থ সকলে মাজিষ্ট্রেটের এই আজ্ঞায় পরম পরিতোষ লাভ করিয়া মিউনিসিপালিটী সংস্থাপন

অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়! বাস্তবিক খড়ার ও উদয়গঞ্জ মেদিনীপুর জেলার মধ্যে একটী প্রধান স্থান। অন্যান্য পল্লী অপেক্ষা এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা অনেক বেশী। সাধারণতঃ লোকের অবস্থা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। নানাস্থান হইতে মহাজনগণ আসিয়া খড়ারকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে। এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত ও ধনী লোক বাস করেন প্রতিদিন গাড়ী ও বলদে পথ পরিপূর্ণ হয়। কাঁসা গঠনের কার্য্যে নানাস্থান হইতে প্রায় প্রতিদিন দশ সহস্রাধিক শ্রমজীবী আসিয়া থাকে। যখন ঘাটাল মহকুমাস্থিত ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা ও ঘাটালে মিউনিসিপালিটী সংস্থাপন হইয়াছে, তখন খড়ারে না হইবে কেন?

উক্ত দিবস বেলা ৩টার সময় সাহেব মহোদয় রাধানগরে নবস্থাপিত ইংরাজী বিদ্যালয়ের পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ লাভ করেন। বাবু গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু শীতল প্রসাদ দত্ত ও বাবু পার্ব্বতীচরণ ঘোষ প্রভৃতির যত্নে এই বিদ্যালয়টী স্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য এপর্য্যন্ত এবিদ্যালয়ে প্রদত্ত হয় নাই। স্থানীয় সাহায্যের দ্বারা বিদ্যালয়টীর আপাততঃ ব্যয়নির্ব্বাহ হইতেছে। করবীন বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে মেম্বারদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। রাধানগরবাসীগণ সাহেবের দয়া ও অকৃত্রিম সৌজন্য দর্শন করিয়া তাঁহার স্মরণার্থে উক্ত বিদ্যালয়টীর নাম করবীন বিদ্যালয় রাখিয়াছেন।

ঐ দিবস অপরাহ্নে সাহেব মহোদয় ক্ষীরপাই, গমনপূর্ব্বক তথায় একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ক্ষীরপাই নিবাসী বাবু তারাধন পাহাড়ী ও বাবু কীর্ত্তিবাস সরকার প্রভৃতি মহোদয়গণ এই বিদ্যালয়টীর সংস্থাপনে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ৩২ টী বালিকা উপস্থিত ছিল। করবীন সাহেব স্থানীয় লোকের প্রদত্ত রৌপ্যালঙ্কার ও পুস্তক বালিকাদিগকে স্বহস্তে প্রদান করিয়া স্থানীয় লোকের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এক বক্তৃতা করেন। মিউনিসিপ্যালিটীর মেম্বরদিগকে চন্দ্রকোণা প্রভৃতির আদর্শ দেখাইয়া সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন, সাহেবের বক্তৃতার পর ডেপুটি বাবু ইঞ্জিনীয়র বিনয় কৃষ্ণ বাবু চন্দ্রকোণার মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান বাবু চন্দ্রশেখর দাস ও পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ইঁহারা সকলেই হিতগর্ভ সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সমবেত লোকমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। মহাত্মা করবীনের স্মরণার্থ সাধারণ লোকের অনুরোধে বালিকা বিদ্যালয়টীর নাম করবীন বালিকা বিদ্যালয় প্রদত্ত হইল।

১৭ই পৌষ শুক্রবার করবীন বাহাদুর জাড়া উচ্চশ্রেণীর বালক বিদ্যালয় পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ লাভ করেন। উক্ত বিদ্যালয়টী জাড়া-নিবাসী রায়বংশীয় জমীদারদিগের যত্নে ও অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

তিনি ১৮ই পৌষ শনিবার ঘাটাল বালক বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন করেন। ঘাটাল মিউনিসিপ্যালিটীর চিয়ারম্যান বাবু প্রবোধচন্দ্র বসু ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনরগণ ও ডেপুটী বাবুর উদ্যোগে উক্ত সভা সংঘটিত হয়। মুন্সেফ বাবু হর গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত আদালতের উকীল মুক্তার ও সবরেজিষ্টার ও তত্রত্য মহাজনগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন ও তাঁহাদিগের সাহায্যেই সভার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। বালক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১২৫। গত বৎসর ৪টী বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। উত্তীর্ণসর্ব্ব প্রধান বালককে এক রৌপ্য মেডেল প্রদান করা স্থির হইয়াছে। সভাপতি মহোদয় সভাস্থ বালক ও বালিকাদিগকে স্বহস্তে পুস্তকাদি প্রদান করেন। সভাস্থলে ওয়াটসন কোম্পানির রেশম কুঠীর প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ মেঃ কেনি সাহেব, মেদিনীপুর জেলার এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মেঃ মীন সাহেব বাহাদুর ও বাবু বিনয়কৃষ্ণ বসু, মুন্সেফ বাবু হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় জমিদার বাবু মহেন্দ্র নাথ চৌধুরী ও ঘাটাল লোক্যাল বোর্ডের চিয়ারম্যান জমিদার বাবু উমেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি ও মহকুমাবাসী সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য অন্যূন পাঁচ শত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই টাকা ও পুস্তকাদি দান করিয়াছিলেন। সাহেব মহোদয় উপস্থিত টোলের কতিপয় ছাত্রের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ফণ্ড হইতে কতিপয় মুদ্রা প্রদান করেন। অনন্তর পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সবরেজেষ্টার বাবু নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উক্ত বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইবার পর সাহেব মহোদয় নিম্নলিখিত মর্ম্মে বক্তৃতা করেন, "মিউনিসিপালিটী আমাকে সাদরে গ্রহণ করায় আমি পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি, মেম্বরগণ অশেষ ধন্যবাদের যোগ্য পাত্র। মেদিনীপুর জেলায় নানা স্থানে নানা প্রকার লোকের অধিবাস কোথাও উড়িয়া কোথাও সাঁওতাল, কিন্তু ঘাটালে অনেক কৃতবিদ্য লোকের বাস আছে, ঘাটাল মহকুমার প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটীতেই এক একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে। অধিকন্তু আমি বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি দর্শনে সন্তোষ লাভ করিলাম। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট প্রধান উদ্যোগী হন না, কারণ হিন্দু-পরিবারের বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন না, এনিমিত্ত অনেক লোকে তদ্বিষয়ে আমিও একজন সহানুভূতি ব্যতিরিক্ত অন্য প্রকার উৎসাহ দিতে পারি না। যাহা হউক এবিষয়ে তোমাদিগের যত্ন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আশা করি ভবিষ্যতে আরো ভাল হইবে। স্বায়ত্ত শাসন এখানে ভাল চলিতেছে ও ভবিষ্যতে আরও উত্তমরূপ চলিবে। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র রায় চিয়ারম্যান হওয়ায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। উপযুক্ত পাত্রে ভার ন্যস্ত হইয়াছে। পুষ্করিণী ও রাস্তা প্রভৃতি পরিষ্কার করায় বিশেষ। অনন্তর সভা ভঙ্গ হইলে চিয়ারম্যান প্রবোধ বাবু ও মুন্সেফ হরগোবিন্দ বাবু বিদেশীয় নিমন্ত্রিত লোকসমূহকে সমাদরে রাত্রিকালে বিদ্যালয় গৃহে ভোজন করাইয়াছিলেন।

২১এ পৌষ মঙ্গলবার করবীন মহোদয় দাসপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান কার্য্য সমাহিত করেন। এখানে বাসুদেবপুর মডেল স্কুলের ছাত্রগণকেও আনয়ন করা হইয়াছিল, উভয় বিদ্যালয়ের কয়েক ক্লাশের ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল, ইহাদের পরীক্ষায় সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। স্কুল সবইনস্পেক্টার বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় ও দাসপুর থানার পুলিশ সবইনস্পেক্টার মুন্সি আবদুল রহমানই ইহার প্রধান উদ্যোগী। পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বক্তৃতা দ্বারা বালক ও কর্ত্তৃপক্ষদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। ক্ষীরপাই রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা ও ঘাটালের ন্যায় এপর্য্যন্ত এখানে মিউনিসিপ্যালিটি হয় নাই যে তদ্দ্বারা বিদ্যালয়ের কিয়ৎ পরিমাণে অর্থানুকূল্য হইবে। স্থানীয় লোকও সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ। সুতরাং, দাসপুরনিবাসী বাবু শ্রীরাম সিংহকে বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছে। সম্পাদক আশা করেন, ঘাটাল লোক্যাল বোর্ডের মেম্বরগণ স্কুলের উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।

এই " অনন্ত " জনৈক মহামহোপাধ্যায় সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। উক্ত মহাত্মা আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ পুরঃসর অষ্ট ধাতু দ্বারা নির্ম্মাণ ও বৈদ্যুতিক গুণ সংলগ্ন করণ প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা দান করিয়াছেন। আমি ঐ সকল কার্য্য শিক্ষা করিয়া অষ্ট ধাতুর দ্বারা কয়েকটী "অনন্ত" নির্ম্মাণ করতঃ চিরব্যাধিগ্রস্ত কয়েকজন ব্যক্তিকে ধারণ করাইয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহারা অতি অল্পকাল মধ্যেই শরীরস্থ ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। সেই জন্যই সাধারণের উপকারার্থ স্বদেশের শুভ কামনায় সন্মার . নামাঙ্কিত অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত 'অনন্ত প্রচার করিলাম।

এই "অনন্ত" স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীস, রাং দস্তা, লৌহ, পারদ এই অষ্টধাতুতে বিনির্ম্মিত। ইহা ক্রমান্বয়ে স্বর্ণের ন্যায় ধাতুর উপর অপর সাতটী ধাতু খচিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে প্রথম তুত্থিয়া অম্লে তরল পারদ স্থাপিত থাকায় এতদ্দ্বারাই বিদ্যুতের কার্য্য উৎপাদন করিয়া অষ্ট ধাতুর গুণ ক্রমশঃ শরীরে প্রবেশ করাইতে থাকে ইহাতেই শরীরের রক্ত পরিষ্কার করতঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ পূর্ব্বক ক্রমশঃ মেধা বৃদ্ধি হইতে থাকে, এই অনন্তকে জীবন রক্ষার মূল ঔষধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি মুক্ত কণ্ঠে বিশ্বস্ত রূপে বলিতেছি যে, এই সন্ন্যাসী দত্ত, আমার এই অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত অনন্ত ধারণ করিলে পর শরীর সম্বন্ধীয় নানা প্রকার ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে হইবে না।

আজ কাল নানা প্রকার ঔষধি ধাতুনির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরীয় ইত্যাদি যাহা অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে, তাহা যে কত দূর সত্য আমরা তুলনা করিতে চাহি না, কিন্তু মহোদয় গণ রত্ন ভ্রমে কাচ ক্রয় করিবেন না। ছোট ও বড় প্রত্যেক "অনন্তর" মূল্য ২৲ টাকা, ডজন ২০৲ টাকা, প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬টী ।/০ আনা; ৭ হইতে ১২টী ॥৵০ আনা। অর্ডার পাইলে ভ্যালু পেয়েবেল পার্শ্বেলে মাল পাঠান যাইবে। আর বিদেশীয় মহোদয়গণ অনন্ত ক্রয়কালীন অনুগ্রহ করিয়া হস্তস্থিত মাপ পাঠাইয়া দিবেন।

অনন্তর যে সকল স্থানে ধাতু খচিত হইয়াছে তাহা এক একটী করিয়া মিলাইয়া লইবেন। আর উক্ত সন্ন্যাসীর আদেশমত অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে কষ্টিকিরিজল দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন, যাহারা কবচ অঙ্গুরি লইয়া ঠকিয়াছেন তাহারা একবার পরীক্ষা করুন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়
ভবানীপুর ৭৲
" " গিরীশচন্দ্র রায়চৌধুরী
জব্বলপুর ৭৲
" " রামপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
দিনাজপুর ৭৲
" " জয়কৃষ্ণ রায়
জব্বলপুর ৭৲
" " পরেশচন্দ্র চৌধুরী
গোবরডাঙ্গা ৭৲
" " রামচন্দ্র মৌলিক
বারাণসী ৪৲
" " কামিনীকুমার দত্ত
ত্রিপুরা ৪৲
গোলজার লাইব্রেরী
জলপাইগুড়ি ৪৲
শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বেলগোছিয়া ৩।০
" " কৃষ্ণবন্ধু রায় ছত্র
পাবনা ৩।০
" " মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পাণিহাটী ৩।০
" " ঈশ্বরচন্দ্র ভক্ত
বদনগঞ্জ ৩।০
" " লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
পূর্ণিয়া ৩।০
" " নরেন্দ্রকুমার দত্ত
গোবরডাঙ্গা ৩।
নওয়াখালী ছাত্রসমাজ বগুড়া ৩।০
শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পদ্মপুকুর ১।০
" " কিশোরচন্দ্র সরকার
কলিকাতা ১
" " অভয়াচরণ মৈত্র
রাজপুর ১
পণ্ডিত ত্রৈলোক্যনাথ খোষাল
খুলনা ১॥০
শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী
রংপুর

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী নূতন নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, ডাক, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, শ্রবণকারীগণের ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় ন্যায় স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রোপ্রাইটার দায়ী নহেন।

কলিকাতা এই পত্র ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ... চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া জ্বর এক ড্রাম শিশির মূল্য ।০ আনা। ২ ড্রাম ঐ প্যাকিং ৵০ ঐ ঐ। বহুমূত্র রোগের মহৌষধ ১ ড্রাম শিশির মূল্য (আরোক) ।০ ২ ড্রাম ঐ (চূর্ণ ঔষধ) ঐ, প্যাকিং ৵০ আনা।

সচিত্র চিঠির কাগজ

এ প্রকার চিঠির কাগজ এই প্রথম। সুন্দর রমণী মূর্ত্তি নিয়ে 'ভুলনা আমায়' সরস্বতী মূর্ত্তি সন তারিখ ছাপান ইত্যাদি, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ সকলের ব্যবহারের উপযোগী মূল্য সুলভ পাঁচ দিস্তা ।৵০ আনা মাসুল /১০

জে, কে, শর্ম্মা এণ্ড কোং।
১৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কে, ডি, সরকারের উপদংশ রোগের পারা বর্জ্জিত মহৌষধ।

সিপাহি বিদ্রোহের অবসান সময়ে নেপালের জঙ্গলে এক মুসলমান ফকীরের নিকট প্রাপ্ত। গত২৬বৎসর ইহা বিনা মূল্যে বিতরিত হইয়াছে কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও যশ প্রচারের সহিত ইহার গ্রাহক এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছে যে বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম। ইহাতে কোন প্রকারের পারা নাই, ইহা অল্পকাল মাত্র সেবনেই সহস্র সহস্র লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিরারোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র ইহার লেপনেই রোগোন্মুক্ত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারায় শিশু সন্তান ও পৈত্রিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহা রোগের সর্ব্বাবস্থায় আশু ফলপ্রদ, এমন কি পারাঘটিত ঔষধ সেবন জনিত দূষিত রক্ত ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্ষত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের এরূপ পারা বর্জ্জিত অব্যর্থ মহৌষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রদত্ত প্রশংসাপত্র এবং ঔষধ সেবনের নিয়মাদি ঔষধের শিশির সহিত থাকিবে, আমাকে লিখিলেই উক্ত প্রশংসাপত্রাদি বিনা ব্যয়ে পাইবেন। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২।০ প্যাকিং ।০

শ্রীকালীদাস সরকার
গবর্ণমেণ্ট পেনসনর—লক্ষ্ণৌ।

বি, বি, বেনার্জ্জীর
হোমিও প্যাথিক ডিস্পেনসারি।

৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, পটলডাঙ্গা দীঘির দক্ষিণ কলিকাতা।
চিনস্থরা ব্রাঞ্চ ডিস্পেনসারি রাজার বাগান, শ্যাম বাবুর ঘাট।

বিশেষ সুবিধা।

সোমপ্রকাশের সুলভ মূল্য।

৬ মাসের জন্য।

বর্ত্তমান সনের আগামী ফাল্গুন মাসের মধ্যে যাঁহারা নূতন গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত হইবেন, তাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬০ টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র খানি পাইতে পারিবেন। এই সুলভ নিয়মের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ চৈত্র মাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহার পর সাধারণে এরূপ সুযোগ পাইবেন না। নূতন গ্রাহকগণ অধ্যক্ষের নামে ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা। এই ঠিকানায় মূল্যাদি পাঠাইবেন।

উপহার সহ অর্দ্ধ মূল্যে

বসন্ত পাগলিনী

৩ মাসের জন্য।

বসন্ত পাগলিনী বা অদ্ভুত সমাজ রহস্য—সমাজে চুপে চুপে যত কাণ্ড হয় রাজরাণী পাগলিনীর মুখে তৎসমস্ত অতি বিশদরূপে প্রকাশ হইয়াছে। সমাজের আভ্যন্তরীণ ঘটনা সম্বলিত নূতন ধরণের পুস্তক এই প্রথম। গ্রন্থকার কেবলই যে সামাজিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে, ইহাতে সমাজ (দাম্পত্য প্রণয় গুপ্তকথা) ধর্ম্ম নীতিপূর্ণ উপদেশ প্রভৃতিতে পুস্তকের কলেবরকে যেরূপ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তৎপাঠে পাঠক বর্গ অশেষ প্রীত ও আনন্দিত হইতে পারিবেন। আমরা বিজ্ঞাপনের ছটা বাড়াইয়া পাঠকবর্গের মন ভুলাইতে চাহি না তবে বসন্ত পাগলিনী পাঠকগণের মন ভুলাইতে কসুর করেন নাই।

[illegible] ১২পেজী ১০ ফর্ম্মাতে ও উত্তম কাগজে পুস্তক সমাপ্ত হইয়াছে। অর্দ্ধ মূল্য মাসুল সমেত ।০ আনা এবং ইহার সঙ্গে রাধেশ নারী বা কামিনীমালা নামক একখানি পুস্তক উপহার দেওয়া যাইবে অধিক পুস্তক লইলে বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। তদ্বিষয়ে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলেই জানিতে পারিবেন। পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—
১৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারি, ৯৮নং গরাণহাটা ভারতপুস্তকালয়, কলিকাতা ও আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক
শ্রীসীতানাথ ভট্টাচার্য্য
কলিকাতা ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ভুলিব কেমনে ?

মরম দুদিনে যারে বোধ হায়!
ভুলিবারে সে কি? তারে ভোলা যায়।
মায়া মোহ যত নশ্বর জগতে।
পড়েছে সদা আর যাবে মতে।
তাহে বারিধারা বহে দুনয়নে।
তাই ভাবি তারে ভুলিব কেমনে।
মনে করি আর ভাবিব না তায়।
সহেনা যাতনা, সদা মাতে হায়।
দূর হোক্ স্মৃতি মানি এ যাতনা।
ছাড়ি ছাড়ি করি ছাড়িতে চাহেনা।
তাই কাঁদি আরো ভাবি মনে মনে।
তাই ভাবি তারে ভুলিব কেমনে।
যাতনা অনল অন্তরে থাকি থাক।
পালাই পালাই করে প্রাণ পাখ।
তবু পাখি তায় পালাইতে নারে।
মানসে সতত যাতনা অন্তরে।
তাই ভাবি আর কাঁদি মনে মনে।
তাই ভাবি তারে ভুলিব কেমনে।

যে দিকে যখন নয়ন ফিরাই।
কিছুতেই মনে শান্তি নাহি পাই॥
সকলই যেন কেবল আঁধার হয়।
নশ্বর জগত সব মায়াময়॥
মায়া বশে তাবে যেন্দারি নয়নে।
তাই ভাবি তারে ভুলিব কেমনে॥

সংসার স্রোতের অজ্ঞাত প্রান্ত।
শুষ্ক তৃণ সম যাদের জীবন্ত॥
হাবু ডুবু খেয়ে তা সনে বেড়াই।
চিন্তায় আকুল কুল নাহি পাই॥
ভোলে পড়ে প্রাণ ঘোর প্রভঞ্জনে।
তাই ভাবি তারে ভুলিব কেমনে॥

জলধর কোলে সৌদামিনী যেন।
বিজলীর খেলা খেলে ঘন ঘন॥
তেমতি আমার হৃদয় কন্দরে।
স্বর্ণ প্রভা যেন সদা প্রভা করে॥
নির্নিমেষে যাহা নিরখি নয়নে।
তাই ভাবি তারে ভুলিব কেমনে॥

কাল মেঘে ঢাকি চিন্তা প্রভঞ্জন।
আলোড়িত করে হৃদয় গগন॥
অমনি আপনা আপনি হারাই।
কি হবে কি করি ভাবিয়ে না পাই॥
ঝর ঝর ঝর ঝরে দুনয়নে।
তাই ভাবি তারে ভুলিব কেমনে॥

ভুলি ভুলি করি ভুলি না কি ক'রে।
যেরূপ মাধুরি জাগিছে অন্তরে॥
মুছিলেও যাহা মুছা নাহি যায়।
মেঘে ঢাকা যেন চাঁদের উদয়॥
বিভাযে সতত হৃদয় দর্পণে।
তাই ভাবি তারে ভুলিব কেমনে॥

চন্দনের সেই মরমের কথা।
উদিলে হৃদয়ে পাই কত ব্যথা॥
যে বেদনা হায়! সহি প্রাণ ভ'রে।
দিবা নিশি আঁখি ঝর ঝর ঝরে॥
তবু পোড়া মন ভাবে সেই জনে।
তাই ভাবি তারে ভুলিব কেমনে॥

মনে মনে ভাবি দূর হোক আর।
ভাবিতে পারি না ভাবনা অসার॥
স্বভাবে অভাব কত ভাব ধরে॥
অন্তর্দাহ করে অন্তরে অন্তরে।
সতত যাতনা দেয় ক্ষীণ মনে॥
তাই ভাবি তারে ভুলিব কেমনে।

বাল্য কালে সেই আধ আধ বুলি।
বাল্য ক্রীড়া যত ভুলেছি সকলি॥
কালে কালে দেখি লয় সব হয়।
আমার বিধির সে বিধি কি নয়॥
তাই ভাবি আর কাঁদি মনে মনে।
তাই ভাবি তারে ভুলিব কেমনে॥

ভুলিতে হইবে জগৎ সংসার।
এ ভব হাটের দোকান পসার॥
মরণের আগে ভুলি না কেন।
স্বপনের কথা চেতনে যেমন॥
স্মরণ যাতনা মায়ার বন্ধনে।
তাই ভাবি তারে ভুলিব কেমনে॥

শ্রীহেমন্ত কুমার রায় চৌধুরী
সন ১২৯৩ সাল } বারুইপুর।
২৭শে পৌষ }

—০:০—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

স্বদেশহিতৈষী সহৃদয় সম্পাদক মহাশয়! আজ একটী গরিব শিক্ষক কোন শ্বেতাঙ্গ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক নিদারুণরূপে অপমানিত ও প্রহৃত হইয়া তৎ প্রতীকারার্থ সর্ব্ব সাধারণের সহানুভূতি ও অনুকূল্য প্রত্যাশায় দণ্ডায়মান।

আমি মেদিনীপুর জেলা অন্তর্গত কাশিয়াড়ির সার্কেল পণ্ডিত এবং এখানকার ডিলেজ পোষ্টাফিসের কার্য ভারও আমার উপর সমর্পিত আছে। এক গৃহেই পোষ্টাফিস ও সার্কেল স্কুলের কার্য্য সম্পন্ন হয়। যে গৃহে পোষ্টাফিস ও স্কুলের কার্য্য হয়, তাহার সম্মুখেই এখানকার পুলিশ আউট পোষ্ট সংস্থাপিত। মধ্যস্থলে গ্রামের সদর রাস্তা আর ঐ রাস্তার এক প্রান্তে পোষ্টাফিস ও অপর প্রান্তে আউট পোষ্ট স্থাপিত আছে।

গত ১৩ই নবেম্বর মেদিনীপুর জেলার আসিষ্টান্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার ওয়াকার সাহেব অত্রত্য আউটপোষ্ট পরিদর্শনে আইসেন। তিনি আউট পোষ্টে বসিয়া অবনত বদনে কাগজপত্র দেখিতেছেন এমৎকালে আমি আমার বাসা হইতে পোষ্টাফিসে আসিতে ছিলাম। সাহেবের সম্মুখ দিয়া আসিবার কালে আমি মনে ভাবিলাম যে সাহেবের দৃষ্টি মৎপ্রতি পতিত না হইলে তাঁহাকে সেলাম করা বৃথা। আমি তখন তাঁহার সম্মুখ ছাড়াইলাম অর্থাৎ যখন আমার পৃষ্ঠ সাহেবের অভিমুখে পড়িল তখন সাহেবের দৃষ্টি আমার উপর পতিত হও-য়ায় "ও কোন্ যায়" এই কথা উচ্চৈঃস্বরে সক্রোধে সাহেব বলিবামাত্র আমি সাহেবের দিকে ফিরিয়া সেলাম করিলাম। অত্রত্য আউটপোষ্টের ভারপ্রাপ্ত হেড কনেষ্টবল আমার পরিচয় দিলেন। সাহেব সেলাম ও পরিচয় পাইয়াই আমাকে শূয়ার হারামজাদা ইত্যাদি বাক্যে অভ্যর্থনা করিলেন। আমি বলিলাম আপনার এরূপ বাক্য আমায় বলিবার কোন অধিকার নাই। এই বলিবামাত্র সাহেব ছুটিয়া আসিয়া আমার উত্তম মধ্যম প্রহার করিলেন। আমি প্রহৃত হইয়া পোষ্টাফিসে উপস্থিত হইয়া বলিলাম আচ্ছা সাহেব তুমি কোন্ আইন ও কোন্ ক্ষমতানুসারে আমায় গালি দিলে ও প্রহার করিলে বুঝিব। এই কয়েকটী কথা সাহেবের ক্রোধানলে যেন ঘৃতাহুতি হইল। সাহেব পুনরায় আউটপোষ্ট ও পোষ্টাফিসের মধ্যস্থিত সদর রাস্তায় ছুটিয়া আসিয়া পাকড়ো শালা লোককো পাকড়ো এই ভীমনাদে গগন ফাটাইতে লাগিলেন। আর হেডকনষ্টেবল কত্রমোহন জানা ও লিটারেট কনষ্টেবল শশিভূষণ রায় দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে পোষ্টাফিস হইতে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া নিদারুণরূপে পুনঃঅপমানিত করাইলেন। সাহেবের ভীমনাদে ব্যাপার কি দেখিবার জন্য পোষ্টআফিসের চতুর্দ্দিকে জনতা হইয়াছিল। কিন্তু পল্লীগ্রামবাসী জনগণ সকলেই ভীরু সুতরাং কেহই নিকটে আসিতে সাহসী হইলেন না সকলেই একটুকু দূরে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান ছিলেন। বহুলোকের সাক্ষাতে দুর্ব্বৃত্ত পুলিষ কিঙ্করদ্বয় পোষ্টাফিস হইতে বলপূর্ব্বক আমার দুই হস্তে ধরিয়া যখন টানিয়া লইয়া যায়, তখন আমার এমনই লজ্জা ও দুঃখ হয় যে এ প্রাণ আর রাখিব না। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! সংসার মায়া কি ভয়ানক পদার্থ। সেই নিদারুণ অপমানে অপমানিত হইয়াও অদ্যাপি আমি লোকসমাজে মুখ দেখাইতেছি। আমায় যে সময়ে পুলিষ ধৃত করে, তখন পল্লীগ্রামবাসী অল্প বয়স্ক ভীরু ছাত্রগণ শিক্ষকের এই শোচনীয় দশা দর্শনে পলায়ন করে সুতরাং সে দিন আর স্কুলের কার্য্য হয় নাই। স্কুলের কার্য্যারম্ভের সময়েই আমাকে ধৃত করা হয়।

আমি ঘটনার দিনেই শিক্ষা বিভাগের ও ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সরকারি রেজি

টরি পত্র দ্বারা উক্ত বিষয় জ্ঞাপন করি। শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ ডেঃ ইনস্পেক্টর মহাশয় আমার রিপোর্ট জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব সহকারী পুলিশ সাহেবকে উহা জ্ঞাপন করায় পুলিশ সাহেব মাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মাজিষ্ট্রেটের আদেশ মত ডেঃ ইনস্পেক্টর মহাশয় অফিসিয়েল পত্র দ্বারা পুলিষ সাহেবের ক্ষমা প্রার্থনাসূচক পত্রের মর্ম্মানুবাদ প্রেরণ করিয়া তৎসহ উক্তিতে ইহাও জ্ঞাপন করেন যে, মাজিষ্ট্রেটের অভিলাষ যে তুমি ক্ষমা কর, সুতরাং ক্ষমা করিলে আমিও সন্তুষ্ট হইব।

আমি এই বিষম সময়ায় পড়িয়া যদিও ক্ষমা করিবার অনিচ্ছা সত্বেও ক্ষমা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম কিন্তু অত্রত্য পুলিশ কর্ম্মচারিগণের নানারূপ মেঘোক্তি প্রভৃতি নানা কারণে কিছু করিতে পারি আর নাই পারি তথাপি ঐ মাগনা ক্ষমায় তুষ্ট হইব না, এই ভাবিয়া ডেঃ ইনস্পেক্টর মহাশয়কে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া ঐ অত্যাচারের প্রতীকারার্থ শিক্ষাবিভাগ হইতে যত্ন করিবার প্রার্থনা করি। এই বিষয়ে ডেঃ ইনস্পেক্টর মহাশয়ের সহিত অনেক লেখালেখির পর তিনি ২০এ ডিসেম্বরে ১৬৯৭ নং পত্র দ্বারা যে চূড়ান্ত উত্তর দিয়াছেন তাহাতে শিক্ষা বিভাগ হইতে প্রতীকারাশা অতল জলে ডুবিয়াছে। তিনি ঐ পত্রে লিখিয়াছেন যে "আপনি ইচ্ছা করিলে আপনার অবমাননা কারিগণের নামে অদালতে নালিশ করিতে পারেন। আপনার অবমাননাজনিত দুঃখের সহানুভূতি ভিন্ন অন্য কোন প্রতীকার আমার সাধ্যায়ত্ত নয়।" ডাক বিভাগ হইতে প্রতী কারাশাও তদ্রূপ। পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কেবল ১লা ডিসেম্বরে ৫৪৩৪ নং পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, আমার রিপোর্ট তিনি বঙ্গ দেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল মহোদয়ের নিকট পাঠাইয়াছেন। তৎপরে আর কি হইল উহা জানিবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিয়াও ডাক বিভাগ হইতে এ পর্য্যন্ত আর কোন উত্তরই পাওয়া যায় না। সম্মানর সম্পাদক মহাশয়! আমি শিক্ষাবিভাগের একটী পুরাতন কর্ম্মচারী। শিক্ষা বিভাগ হইতে অবশ্যই প্রতীকার হইবে এই ভাবিয়া সংবাদপত্রের আশ্রয় লই নাই। শিক্ষাবিভাগের শেষ উত্তর প্রাপ্তির পর সঞ্জীবনী পত্রিকায় এই বিবরণ লিখিয়া পাঠাই। সঞ্জীবনী সম্পাদক মহাশয় ২৫এ ডিসেম্বরের সঞ্জীবনীতে আমার পত্র খানি মুদ্রিত করিয়া বাধিত করিয়াছেন। আপনার কার্য্যালয়ের ঠিকানা অনেক অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি জানিতে পারিয়া এই পত্র পাঠাইলাম।

সহৃদয় সম্পাদক মহাশয়! মাদৃশ দরিদ্র শিক্ষকের তাদৃশ অর্থবল কোথায় যে রাজ জাতীয় বোর্ডও প্রভাপান্বিত পুলিশ বিভাগের উক্ত পদস্থ ইংরাজের বিরুদ্ধে ধর্ম্মাধিকরণে ভূমুল আন্দোলন উপস্থিত করিব? তবে যদি দেশীয় ভ্রাতৃগণ এ বিষয়ে আমাকে উপযুক্ত অর্থসাহায্য করেন, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও ভারতসন্তানগণের মুখ রক্ষা হয়। তাই আজি আমি সাধারণের নিকট ভিক্ষাভাণ্ড হস্তে দণ্ডায়মান হইলাম। দেশীয় ভ্রাতৃগণ এই ভিক্ষাভাণ্ডে যদি কিছু দান করা উচিত বোধ করেন, তবে সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের অথবা একবারে আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ভবদীয় বশম্বদ
শ্রীচণ্ডীচরণ সোম।
সার্কেল পণ্ডিত ও ভিলেজ পোষ্ট মাষ্টার, কাশিয়াড়ি।

সোমপ্রক

১২ই মাঘ সন ১২৯৩ সাল।

পাঠক জ্ঞাত আছেন, গত কনগ্রেস সভায় সহানুভূতিহীনতা দেখাইয়া কলিকাতার মুসলমান সমিতি কনগ্রেসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আবদুল সালেমের নাম স্বাক্ষরিত ছিল। আবদুল সালেম ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার এক খানি পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে ঐ স্বাক্ষর তাঁহার নহে। এই বিষয় লইয়া কয়েক দিন আন্দোলনের পরেই ছোট লাট তাঁহাকে একটী অস্বাস্থ্যকর কদর্য্য স্থানে বদলী করিয়া দিয়াছেন। কার্য্যটিতে ঠিক প্রকাশ পাইতেছে যে, ছোটলাট তাঁহার কোন কোন পারিষদের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া আবদুল সালেমকে তাঁহার স্বাধীন মতিত্বের পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। ছোটলাট নিজে জাতীয় সমিতির বিরোধী। মুসলমান সভা বোধ হয় এই জন্যই উহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন সাধারণ হিতকর জাতীয় কার্য্যে তাঁহারা জাতীয় জীবনের উন্নতি দেখিতে ভাল বাসেন না, ছোট লাটও ভারতবাসীর দিব্য নয়ন দেখিতে পাবেন না। স্বজাতি এবং রাজার মন রক্ষা করিতে না পারিয়া সালেম উভয়েরই কোপনয়নে পড়িয়াছেন। ছোটলাট ও মুসলমান সভার হস্তে এই স্বাধীন মতাবলম্বী উন্নতমনা ব্যক্তির অদৃষ্টে আরও যে কি আছে তাহা বলা যায় না। ছোট লাট বিদায়কালে ভাল মরণ কামড়ই কামড়াইয়া যাইতেছেন। ইহাঁরই জন্য আবার শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটী এবং শ্রীরামপুর নিবাসী এক সম্প্রদায়ের লোক ব্যস্ত হইয়া একটী টমসন হল নির্ম্মাণ করিতেছেন বাবুরা কি মুসলমান সমিতিতে যোগ দিতে পারেন না?

ইউরোপীয় আকাশ দিন দিন ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইতেছে। ইজিপ্ট হইতে একখানি মেঘ উঠিয়া বিরোধ বায়ুতে পশ্চিমাকাশে সঞ্চারিত হইয়াছে, বুলগেরিয়া হইতে আর একখানি মেঘ উঠিয়া প্রতিক্ষণেই ঘনীভূত হইতেছে। অষ্ট্রিয়া এবং রুষের সহিত বৈবসম্বন্ধ দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ফরাসি এবং জর্ম্মণির মনোমালিন্য বৃদ্ধি হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে, গ্রীস এবং তুর্কী এক এক পক্ষ অবলম্বন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, মণ্টিনিগ্রো রুষের সহিত সম্মিলিত হইয়া সমর সজ্জায় সজ্জিত হইতেছেন। বিবাদের কারণ অনেক, প্রত্যেক বিবাদে প্রত্যেক রাজ্য খণ্ডের স্বার্থ অনেক ও সকল বিবাদেই ইংরাজের স্বার্থ আছে। রুষ যেখানে ইংরাজ তাহার বিপরীতে, রুষ তুর্কীর সহায়, ইংরাজ অষ্ট্রিয়ার সহায়। জার্ম্মণি নিরপেক্ষতা প্রকাশ করিলেও ভিতরে ভিতরে

রুষের পক্ষ, করাসি প্রকাশ্যেই ইংরাজের শত্রু। অথচ করাসি ও জার্ম্মাণির সহিত বিলক্ষণ মনোবাদ। ইংলণ্ডের পরস্পরের বিবাদের কারণ তিরোহিত হইলেও রুষ অষ্ট্রিয়া অর্থাৎ ইংরাজ ও রুষের বিবাদ অনিবার্য্য। সকল দেশেই যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে, সকল দেশেই সৈন্যগণের সংস্কার হইতেছে। রাশি রাশি কামান বন্দুক প্রত্যেক রাজ্যেই প্রস্তুত হইতেছে, রাশি রাশি তরবারি সজীব স্তূপের উপর স্তূপাকারে সজ্জিত হইতেছে। ইউরোপে যুদ্ধ ভিন্ন আর কাহারও মুখে কথা নাই। সকল জাতিই সতর্ক, সকল জাতিই স্বার্থরক্ষার সযত্ন। ইউরোপে যেন ঘরে ঘরে রাজ্যে রাজ্যে, সয়তান প্রবেশ করিয়াছে। রুষে দুই জন ইংরাজ রুষভাষা শিক্ষার জন্য গমন করিলেন। রুষ তাঁহাদের আবদ্ধ করিয়া অবিশ্বাসের পরিচয় দিলেন। এই যুদ্ধাড়ম্বরে ইংরাজের লাভ ক্ষতি কি তাহা নির্ণয় করা দুরূহ; অথচ ইংরাজ যেন সকল জাতি অপেক্ষা অধিকতর দায়গ্রস্ত। প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্ লর্ড ইলডসডের মৃত্যু হইয়াছে। লর্ড সালিসবরির গভর্ণমেণ্ট চর্চ্চহিল সম্প্রদায়ের সাহায্য না পাইয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন। শত্রুপক্ষ রক্ষণশীলের গভর্ণমেণ্ট পাইয়া স্পর্দ্ধা করিতেছেন। ওদিকে আয়র্লণ্ডে দারুণ দুর্যোগ। জমীদার কর্তৃক উৎপীড়িত প্রজাবর্গের দারুণ অসন্তোষ। এই বিবাদের অবস্থায় ইংলণ্ড মহাসমরে অগ্রসর হইয়াছেন। আমাদের ভয় কেবল ইংলণ্ডের জন্য, ইংলণ্ড অষ্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব ছাড়িতে পারিবেন না। সেই অষ্ট্রিয়ার উপরও রুষের রূঢ় বিদ্বেষ। বিবাদ যে সহজে মিটিবে তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যায় না। ইংলণ্ডকে এই জন্য ক্রমে ভারতবাসীর সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতেই আমাদের দ্বিগুণ ভয়। রুষের সহিত ইংরাজের যদি ইউরোপে বিবাদ উপস্থিত হয়, এসিয়ার তাহার ঘাত প্রতিঘাত পড়িবে।

মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে প্রায়ই সকল মহকুমায় এক একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক গভর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচন করিয়া পাঠান, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী হইতে তাঁহার বেতন দেওয়া হয়। গভর্ণমেণ্ট ডাক্তারের বেতনের নির্দ্দেশ করেন, অবকাশ ও পেন্সনের বন্দোবস্ত করেন, কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিয়মাদি প্রস্তুত করিয়া দেন। নাম মাত্র মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন হইয়া চিকিৎসকগণ কার্য্যতঃ গভর্ণমেণ্টের অধীন হইয়া কার্য্য করেন। বেতন দেন বলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী মনে করেন চিকিৎসক আমাদের চাকর, অস্বাধীন দাস, যখন যাহা বলিবেন, ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া চিকিৎসককে তাহাই শুনিতে হইবে; ইচ্ছা করিলে চিকিৎসককে দূর করিয়া দিয়া তাঁহারা স্বতন্ত্র চিকিৎসক নিয়োগ করিবেন। এই রূপে মিউনিসিপ্যালিটী স্বীয় অধিকারগত দাতব্য চিকিৎসালয়ের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইতে চান। এদিকে চিকিৎসক মনে করেন, তিনি মিউনিসিপ্যালিটীর খাতকীর মত, কেবল তাঁহার বেতন যোগাইতে বাধ্য। চিকিৎসালয় সম্বন্ধে কোন বিষয়ে কোন কথা বলিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। এই রূপে মিউনিসিপ্যালিটি ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে একটা বিবাদ বাঁধিয়া থাকে। বিবাদের কারণ বিবেচনা করিতে গেলে অনেক সময়ে দোষটা মিউনিসিপ্যালিটীর স্কন্ধে পড়িয়া থাকে। মিউনিসিপ্যালিটীর চিকিৎসালয় বা চিকিৎসালয়ের বিধান সম্বন্ধে কোন কথা বলা অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। যিনি যে ব্যবসায়ী তাঁহার সেই ব্যবসায়ীর উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির অধীন থাকা কর্ত্তব্য। যাঁহারা যে বিষয়ে কোন তত্ত্ব জ্ঞাত নহেন তাঁহাদের পক্ষে ব্যবসায়ীর উপর কর্তৃত্ব করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক সকল বিষয়েই উচ্চ পদস্থ ডাক্তারের অধীন থাকিবেন ইহাই যুক্তিসঙ্গত। এ সম্বন্ধে আমাদের অধিক বলিবার অধিকার নাই। কেবল বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টকে আমরা এই মাত্র উপদেশ দিতে পারি তাঁহারা দাতব্য চিকিৎসালয়ের উপর মিউনিসিপ্যালিটির কি ক্ষমতা আছে তাহার বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া দিন। নচেৎ সর্ব্বত্র এইরূপে বিবাদ বর্ত্তমানে মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ডাক্তারখানার অনেক অনর্থের উৎপত্তি হইবে।

—০—

পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষে মহারাণী ভারতেশ্বরীর অর্দ্ধ শতাব্দীকাল রাজত্বের উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। উক্ত দিবসে গভর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে। নানা স্থানের মিউনিসিপ্যালিটির সহিত পরামর্শ করিয়া উৎসব কার্য্য কি নিয়মে সম্পন্ন হইবে তাহার বিধান করা হইবে। ভারতবাসী মাত্রেই উৎসবে যোগ দিবেন। নানা স্থানে নানা প্রকার অর্থ ব্যয় হইবে। কোথায়ও বা মহারাজ্ঞীর নামে কতকগুলি দেশহিতকর কার্য্যের নবানুষ্ঠান হইবে। এত বড় দুঃখের মাঝে দরিদ্র ভারতবাসীর এও একটা সুখের দিন। যে জাতি রাজার নামে জাগরিত হইয়া উঠে, রাজার শুভ কার্য্যে আনন্দ করিতে তাহাদের কত সুখ! আমরা আশা করি ১৬ই ফেব্রুয়ারি মহারাজ্ঞীর নামে আনন্দ রবের কোথাও বিরাম হইবে না। কিন্তু কেবল আনন্দ করিলেই চলিবে না। ভারতবাসীর হৃদয়ের রাজ্ঞী জননীর স্নেহ মূর্ত্তি বংশপরম্পরায় চির দিন যাহাতে জাগরূক থাকে, তাহার উপায় করিতে হইবে। বুদ্ধিমান পাঠক তাহার উপায় চিন্তা করুন।

—

গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্ম যুদ্ধের যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি অপ্রকাশ্য কারণ এই যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যদি ব্রহ্মদেশ অধিকার না করেন, করাসী গভর্ণমেণ্ট তাহা অধিকার করিয়া বসিতেন। এই করাসি ভীতিই যে ব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ আমরা এত দিন তাহাই বিশ্বাস করিয়া

ছিলাম। পার্লিয়ামেন্টের সভ্য সুপরিচিত ডাক্তার হণ্টার আমাদের সে বিশ্বাস দূর করিয়াছেন। ব্রহ্ম বিজয়কালে থিবের রাজসভার বিবরণ পাঠ করিলে কখনই বোধ হয় না যে থিবের রাজ্য অধিকার করা করাসীর উদ্দেশ্য ছিল। ফরাসি গবর্ণমেণ্ট থিবের কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এম হ্যাস নামক এক জন ফরাসী এবং এম এনড্রিএনো নামক এক জন ইতালীদেশী স্বার্থান্বেষী অর্থলোলুপ ব্যক্তি থিবের রাজসভায় বিরাজ করিতেন। উভয়ে থিবের অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য পরস্পর ঈর্ষা করিতেন। তোষামোদে অথবা অন্য কোন প্রকারে থিবের মন ভুলাইয়া অর্থোপার্জ্জনের উপায় করাই ইহাদের ব্রহ্মবাসের কারণ ছিল, এম হ্যাসের উদ্দেশ্য ছিল, ইরাবতী নদীর আমদানী চা এবং অন্যান্য দ্রব্যের মাশুল বন্দক লওয়া এবং উত্তর ব্রহ্মে একটি ফরাসি কোম্পানি সৃষ্টি করিয়া রেলওয়ে বিস্তার করা। এম, এনড্রিএনো এম হ্যাসের উপর দৃষ্টি রাখিতেন। ইনি দেখিলেন এম হ্যাসের উপর চতুরতা না খেলালে চলে না। সুতরাং তাঁহাকে হ্যাসের সর্ব্বনাশ এবং সঙ্গে থিবের সর্ব্বনাশের উপায় দেখিয়া তাহা হইতে আপনার লাভ করিয়া লইবার চেষ্টায় ঘুরিতে হইল। এম এনড্রিএনো হ্যাসের সহিত থিবের চুক্তি পত্রাদির নকল করিয়া গোপনে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই বিশ্বাসঘাতকের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে ৫ হাজার পাউণ্ড দিলেন। এদিকে এম হ্যাস তাঁহার উদ্দেশ্যের বিষয় ফরাসি গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করায় ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন না। হ্যাস অকৃতকার্য্য ও ভগ্নমনোরথ হইয়া মান্দালা পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনাটী থিবকে অলটিমেটম পাঠাইবার ১২ দিন পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। হ্যাসের উপর ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্ম দিকারের কল্পনাও মনেতে স্থান দেন নাই। ভারত গবর্ণমেণ্টও তাহা বিলক্ষণরূপ অবগত ছিলেন। সুতরাং ব্রহ্ম বিজয়ে ফরাসি ভীতির যে কোন মূল নাই; এখন তাহা আমাদের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। লর্ড ডফারিণ কেবল ত্রাস নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই এই অধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অধর্ম্মের ফল যথা তাহা শীঘ্রই ফলিয়া উঠিয়াছে। যে টাকার ব্রহ্মযুদ্ধ ও ব্রহ্ম শাসনের ব্যয় সঙ্কুলান হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছিলেন, এখন তাহার দ্বিগুণ ব্যয় হইতে চলিল। যে সেনা দ্বারা ব্রহ্ম শাসন সম্পন্ন হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল, এখন তাহার দ্বিগুণ সৈন্যের প্রয়োজন হইল, গবর্ণমেণ্ট যে নিঃশোষিত রাজকোষ পূরণ করিবেন বলিয়া পরের রাজ্য কৌশলে অধিকার করিলেন, কিন্তু তাহা হইতে অর্থ নির্গমনের আর একটী নূতন প্রণালী সৃষ্টি হইল। ব্রহ্মবাসী আর্ত্তনাদ করিল ভারতবাসী চীৎকার করিল, বিকার পিপাসার ন্যায় রাজ্যপিপাসায় গবর্ণমেণ্ট চক্ষুকর্ণ হীন হইয়া অধর্ম্ম যুদ্ধে হস্ত কলুষিত করিলেন।

—০:০—

হিন্দুর সকল শাস্ত্রেই ধর্ম্ম বিধান আছে। চিকিৎসা শাস্ত্রেও সেইরূপ। যে সকল দ্রব্য পানাহার করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়, যে সকল আচার ব্যবহার করিলে রোগের উৎপত্তি হয়, হিন্দুর ধর্ম্মবিধানে তাহা একেবারেই নিষিদ্ধ। যাহাতে আবার পাপ বৃত্তির উত্তেজনা হইয়া পরকাল নষ্ট করে, হিন্দুর শাস্ত্র তাহাতে ভয়ানক শাসন ও দণ্ডবিধান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যে সকল বস্তুর আহার ব্যবহারে শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি হয়, হিন্দু শাস্ত্রকার তাহাতে পুণ্যের পুরস্কার বিধান করিয়া গিয়াছেন। এই রূপ পুণ্যকার্য্যের মধ্যে একাদশীর উপবাস একটী প্রধান কার্য্য। এক পক্ষ কাল আহারাদির পর শরীরে যে রসের সঞ্চার হয়, একাদশীর দিন উপবাস করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এবং অন্নাদির দোষে একাদশীর দিবস রসপূর্ণ দেহে নানাবিধ রোগ আশ্রয় করে। উপবাস করিলে তাহা নিকটে আসিতে পারে না। রসের পরিপাক না হইলে যে সকল পাপ প্রবৃত্তির উত্তেজনা হয় উপবাসে তাহা দমন করিয়া রাখে। এই সকল কারণেই হিন্দু সমাজে একাদশীর উপবাসের বিধি। হিন্দু শাস্ত্রকার বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাই একাদশী তাহার পরম সহায়। এমন সুন্দর যে একাদশীব্রত আজকালকার নব্য ও ইংরাজিশিক্ষিত যুবকগণ তাহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কোন কোন বিলাতবাসী নবীন বঙ্গীয় যুবক ইংলণ্ডের রমণীসমাজে ভারতবাসিনী রমণীদিগের একাদশীর কঠোর নিয়মের কথা বলিয়া গোরাঙ্গিনীদিগের নয়নের অশ্রু আকর্ষণ করিতেছেন। বিধবা ক্ষুধায় আতুর হয়, তৃষ্ণায় কাতর হয়, তথাপি নির্দ্দয় হিন্দু পরিবার ইহাদিগকে একাদশীর দিবসে জলবিন্দু পর্য্যন্তও দিতে চাহেনা আমরা এই পরদুঃখকাতর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, ইহারা কি হিন্দু পরিবারের সমাচার রাখেন না? হিন্দুয়ানীর স্থানে অনেক বিষয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছে বটে কিন্তু তথাপি এখনও অনেক হিন্দু পরিবারের ভিতরে আবাল বৃদ্ধ বণিতা পর্য্যন্ত সকলকেই একাদশীর উপবাস করিতে দেখা যায়। ষোড়শ বৎসরের একটী বালক যদি একাদশীর উপবাস সহিতে পারে, ১৬ বৎসরের একটী বালিকা তাহা পারিবে না কেন ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। আবার রোগ হইলে যখন বিধবাকে উপবাস করাইতে কাহারও দুঃখ হয় না, রোগ সংগ্রহের দিন যে একাদশী তাহাতে উপবাস দেওয়াতে ক্লেশ বোধ করিবার কোনও কারণ নাই। সময় পাত্র ও অবস্থা ভেদে একাদশীর উপবাসের ব্যতিক্রম করা অশাস্ত্র বা অযুক্তি যুক্ত নহে। যে অবস্থায় উপবাস করিলে স্বাস্থ্যহানি হয়, বা কোন রোগের বৃদ্ধি হয় অথবা যে সকল পাত্রের উপবাস অসহ্য হয় তাহার উপবাস লঙ্ঘন কখনও অবিধি হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া উপবাস পদ্ধতি উঠাইয়া দিবার আমরা কোনও কারণ দেখি না। বাল্য কাল হইতে একাদশী উপবাস অভ্যাস করা বিধবা কি সধবা কি কুমারী, কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেরই কর্ত্তব্য। কেবল উপবাসে অনভ্যস্তা অথচ বিধবা বালিকার উপর সমাজের একটু সদয় দৃষ্টি থাকা উচিত।

গত ২৭এ পৌষের সোমপ্রকাশে আমরা রাজপুর গ্রামের কয়েকটী চুরির প্রসঙ্গে স্থানীয় একজন আনন্দ চোরের কথা উল্লেখ করিয়াছি। আমরা সে চোরের খবর যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাতে পুলিসের অনুসন্ধানেই আধিক পাকড় পায়। সে ব্যক্তি যে চোর বাল্যকাল হইতে আমরা তাহা শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু পুলিস তাহাকে চোর বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতেছেন কৈ? গ্রামের মধ্যে চুরির বড় বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে পুলিস

সেই ব্যক্তির দোহাই দিয়া এতদঞ্চলের সকল চুরির কারণ দেখাইতেছেন। কিয়দ্দিন তাহাকে হাজতে দেওয়ার পরও যখন আবার চুরি হইল তখন পুলিষ কি বলিতে চান? সে দিন এখানকার জনৈক ভদ্রলোকের বাটীতে চুরি হয়। আবার কয়েক দিন হইল তাঁহারই বাটীতে সিঁদ হইয়াছে। পুলিষ কোথায়? আমরা উল্লিখিত চোরের একটু বিবরণ লিখিতে গিয়া তাহাকে "বিশ্বাসী এবং সত্যবাদী" বলিয়া ফেলিয়াছি। এখানকার পুলিষ এবং পুলিষের পৃষ্ঠপোষক কতকগুলি লোকে সেই জন্য আমাদিগকে নিন্দা করিতেছেন। মোটামুটী এই দুইটী বিশেষণ ব্যবহার না করিয়া এই দুইটী শব্দের একটু ব্যাখ্যা করা আমাদের উচিত ছিল। সে ব্যক্তি বিশ্বাসী এই প্রকারে,— যদি কেহ তাহার নিকটে বিশ্বাস করিয়া কোন সামগ্রী রাখে সে তাহা আত্মসাৎ করে না; সত্যবাদী এই অর্থে যে সে অনেক সময়ে আপনাকে চোর বলিয়া স্বীকার করে এবং নিজে কোন চুরির কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে লোকের নিকট তাহা গোপন করে না। চোরের পক্ষে যতদূর বিশ্বাসী ও সত্যবাদী হওয়া সম্ভব তাহা এই রূপই। তদ্ব্যতীত চোরকে সাধু বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু শান্তি ভঙ্গের কারণ যে পুলিষ, তাহাকে যদি শান্তিরক্ষক নাম দেওয়া যায়, তবে চোরকে সাধু নাম দিলেও বড় একটা আপত্তি থাকে না। যুদ্ধে যেমন আশা সোঁটা আভরণ, শাসনকার্য্যে পুলিষ তেমনি আভরণ। গভর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্রের ন্যায় ইহারা কেবল রাজধনাগার হইতে উদর পূরণ করেন, আর স্থান বিশেষে নির্দ্দোষী লোককে পীড়ন করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যশীলতার পরিচয় দেন। "বলবানের কেহ নয় দুর্ব্বলের বাপ" পুলিষের এই দুর্নাম যেমন দিন দিন বাড়িতেছে, তাহাদের কার্য্যদক্ষতারও সেইরূপ দিন দিন অভাব দেখা যাইতেছে। একটা চুরিও যদি ধরা না পড়িল, দেশের লোককে ঘরে ঘরে যদি রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রহরীর কার্য্য করিতে হইল, তবে আর পুলিষে আমাদের প্রয়োজন কি? কেবল রাজপুর বলিয়া নয়, আমরা নানা স্থান হইতে চুরির সম্বাদ পাইতেছি। পুলিষ গভর্ণমেণ্টের আদুরে একজিকিউটিভ বিভাগের অন্তর্গত। গভর্ণমেণ্ট যদি পুলিষের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন না করেন, তবে অস্ত্র আইন উঠাইয়া দেওয়া ত কর্ত্তব্য নহে? শান্তিরক্ষক শান্তিরক্ষা করিবে না, প্রজারা আত্ম রক্ষার প্রহরণ রাখিতে পারিবেন না, ইহাও যুক্তিযুক্ত বিধান নহে? অস্ত্র আইন এবং পুলিষ এই দুইটী বিষয় দ্বারা গভর্ণমেণ্ট দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় পর্য্যালোচনা করেন ইহাই আমাদের অভিপ্রেত।

-০—

জাতীয় কন্‌গ্রেস ও দেশীয় সম্বাদপত্র।

ভারত সভার দশম সাম্বৎসরিক উৎসবের সময় এক সম্প্রদায়ের সম্বাদপত্রের লেখক সভার উপর নানা প্রকার ব্যঙ্গোক্তি করিয়া অশিক্ষিত বিপণীকরে এবং বর্ণমালার বর্ণপরিচিত বিজ্ঞ মান্য বালক দিগের নিকট বিলক্ষণ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের সম্বাদপত্র লেখকগণ গত কন্‌গ্রেস সভার আন্দোলন লইয়া বড়ই লম্ফ ঝম্প আরম্ভ করিয়াছেন। সামান্য একটী সভা কিম্বা সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপ করিলে কেহ তাহা গ্রাহ্য না করিলেও না করিতে পারেন, কিন্তু যেখানে জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা, জাতীয় অভাবের আন্দোলন, জাতীর উত্থানের বলাহরণ, সেখানে এই সকল বালকের কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য করিলেও চলে না। তাহার কারণ ভারতবাসীর পশ্চাতে ভারতশত্রু এংলোইণ্ডিয়ান সম্বাদপত্র। এই সকল স্বজাতি নিন্দুক বিজ্ঞ মান্য বালকের কথা শুনিলে এংলোইণ্ডিয়ান সম্বাদপত্র নাচিয়া উঠিবে না। যে সকল ইংরাজ বাস্তবিক ভারতবাসীর মঙ্গলপ্রার্থী তাঁহাদের মনেও সন্দেহের উদয় হইবে, গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং জাতীয় অভাব স্থির করিতে না পারিয়া পদে পদে ভ্রমে পতিত হইবেন। যাহারা এতগুলি অনর্থের উৎপাদন করেন, তাঁহারা দেশের কণ্টক জাতির শত্রু, উন্নতির কোরকে কীট। যাহারা বাস্তবিক দেশের হিতাচকীর্ষু তাঁহাদের এখন কর্ত্তব্য এই সকল স্বজাতিদ্বেষী বিজ্ঞ মান্য বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান করা। কনগ্রেস সভার কার্য্যাদি সম্বন্ধে সমালোচনা করা ইহাদের উদ্দেশ্য নহে। দোষ গুণের বিচার করিয়া উপদেশ লাভ করিয়া অথবা শান্তভাবে নিজের মত জ্ঞাপন করিবার জন্য ইহারা লেখনী ধারণ করেন না—কিসে শিক্ষিত সমাজকে অপদস্থ করিবেন, কিসে অশিক্ষিতের সমাজে বাহবা লইবেন, কিসে দোকানদার দিগের হাস্য পরিহাসের কারণ হইবেন, আর কিসে উন্নতিরোধক রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হইয়া বাল্যকালে বিজ্ঞের আসন গ্রহণ করিবেন ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। আর একটী অভিপ্রায় অর্থ। কনগ্রেস কি অশিক্ষিত সমাজ তাহা বুঝে না, কনগ্রেসের জাতীয় সমিতির প্রয়োজন কি, যাহারা রতি মাসার হিসাব করিয়া দিন কাটায়, তাহাদের মস্তিষ্কে তাহা উদয় হয় না। এই সকল নিরক্ষর সম্প্রদায়কে যদি বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহারা বুঝিতে পারে কিন্তু বুঝাইয়া দিবার পূর্ব্বে বড় বড় সহরের সম্বাদপত্র যদি তাহাদের অনুরূপ ভাবের প্রচার করেন, তাহার উপর রঙ্গ রস দিয়া পরিপাক করে, তবে সেই সকল সম্বাদপত্রের উপর তাহাদের বড়ই শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মিয়া যায়। সময় হরণ করিবার জন্য তাহারা উহাদের গ্রাহক হয়, লাট বাহাদুর ও ইংলণ্ডের কথার আন্দোলন পাঠ করিয়া মনে করে তাহারা এক একজন দিগ্‌গজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজের উপর দিগ্‌গজ দিয়া তাহারা তাহাদের শিক্ষক সম্বাদপত্রের লেখকদিগের উপর সর্ব্বজ্ঞত্ব আরোপ করে, সংবাদপত্রেরও পসার জমিয়া যায়। এই জাতীয় সম্বাদপত্র বঙ্গদেশের অশিক্ষিত সমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছে। কনগ্রেস সভা সম্বন্ধে ইহাদের সর্ব্বজ্ঞতা ও দাম্ভিকতা দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটীর এত দূর সাহস যে তাঁহারা কেবল কন্‌গ্রেস সভাকে অনর্থক বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই কন্‌গ্রেস সভা যে ভারতবাসীর মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, তাহাই ইহাদের প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা। আমরা ইহাদের সাহস ও বুদ্ধিমত্তাকে ধন্যবাদ দিই। বালক বয়সে এত বুদ্ধি দেখিয়া আমাদের ভয় হয়, পাছে ইহাঁদের প্রকাশিত সম্বাদপত্রাখ্য ব্যবসায় বৃত্তির অকাল মরণে আমাদিগকে ক্ষুব্ধ হইতে হয়। আমরা ইহাঁদের কোন কথা প্রতিবাদের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি না। ইহাঁদের নিজের কোনও মত নাই। কনগ্রেস সভার দোষ গুণ সমালোচনা করিবার শক্তিও তাঁহাদের জন্মায় নাই। আমাদের কোন কোনও সুবিজ্ঞ সহযোগী জাতীয় সভায় প্রস্তাবগুলির উপর যে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বালকগণ তাহাই অবলম্বন করিয়া টিপ্পনী দ্বারা আপনাদিগের শিক্ষাতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা বালকদিগকে কয়েকটী সৎপরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত হইব। তাঁহাদের ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয় হইলেও এখনও সুশিক্ষা লাভ করিয়া রুচিমার্জ্জন করিবার জন্য সমাজ তাঁহাদিগকে সময় দিতে পারেন। কেবল আমাদের কয়েকজন সুবিজ্ঞ সহযোগী কনগ্রেসের মন্তব্য সম্বন্ধে যে সকল আপত্তির উত্থাপনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেই আমাদের কতকগুলি বক্তব্য আছে।

আমাদের সুবিজ্ঞ সহযোগী হিন্দুপেট্রিয়ট লিখিয়াছেন কনগ্রেস সভার চতুর্থ প্রস্তাবটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ইহাতে একটী নূতন ব্যব-

স্থার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। উহার নিয়ম প্রণালী অল্প সংখ্যক লোক কর্তৃক অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যস্ত সমস্তভাবে গঠন করা হইয়াছে। উহার ভাষাও অস্পষ্ট, এজন্য সভাস্থলে উহাতে অনেকের মতদ্বৈধ হইয়াছিল। এই সকল ব্যবস্থার উপর অনেকের তীব্র সমালোচনা বাহির হওয়া সম্ভব।

সহযোগীর এই কথায় আমাদিগকে কনগ্রেস সভার চতুর্থ প্রস্তাবের একটু সামান্য ইতিহাস লিখিতে হয়। ১৮৮৫ সালে বোম্বাই নগরে যখন এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় তখন এই ৪র্থ প্রস্তাবের উত্থাপনা হইয়াছিল। পাঠক গত বারে সোমপ্রকাশ পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন ৪র্থ প্রস্তাবটী ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধীয়। বোম্বাইয়ের কনগ্রেস সভার প্রতিনিধি সভ্যগণ এই প্রশ্ন লইয়া অনেক আন্দোলন করিয়াছিলেন। কিরূপ প্রণালী মতে প্রতিনিধি ব্যবস্থা চালাইতে পারা যাইবে, উক্ত সভায় তাহারও একটা পাণ্ডু লেখ্য প্রস্তুত হইয়া ১৮৮৬ সালের কনগ্রেস সভায় সমালোচনার জন্য রাখা হয়। সভ্যগণ যে সকল তর্কের উদ্ভাবন করিয়া প্রস্তাবিত নিয়মাদির সমালোচনা করেন, তাহাও সাধারণ সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হয়। অধিকন্তু এই সকল তর্ক বিতর্ক ও সমালোচনার এক একটী বিবরণ প্রত্যেক বিভাগের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকটে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত সমাজের মতামত জ্ঞাত হইয়া স্ব স্ব মন্তব্য লিখিয়া পাঠান। বোম্বাই সভার অধিবেশনের ৩। ৪ মাস পরে ইংরাজিতে "বৃদ্ধের আশা" নামক পুস্তকের পরিশিষ্ট স্বরূপ উল্লিখিত পাণ্ডুলেখ্যের সাধারণ বিবরণ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া ভারতবর্ষের প্রত্যেক শিক্ষিত সমাজে প্রেরণ করা হয়। ১ লক্ষ ইংরাজি প্রতিলিপি এবং ৯০ হাজার অনুবাদ গ্রন্থ ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক শিক্ষিত সমাজে বিতরণ করা হয়। বিলাতেও কবডেন ক্লব হইতে এই পুস্তকের বহু সংখ্যক প্রতিলিপি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানা দিক্ দেশ হইতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গ এই পাণ্ডুলেখ্যের উপর স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ করিয়া রাশি রাশি পত্র লিখিয়াছিলেন। বিলাত হইতেও ভারতহিতৈষী মহাত্মাগণ পরামর্শ দিয়া কনগ্রেস সভাকে সাহায্য করিয়াছেন।

এক বৎসর ধরিয়া এই প্রস্তাব সম্বন্ধীয় নিয়মাদির পর্য্যালোচনার পর, সে দিন কনগ্রেস সভায় উপস্থিত হইবার জন্য যে সকল বিদেশী সভ্য কলিকাতায় সমাগত হন তাঁহারা স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা করিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের আলোচনা করেন। ইহার পর বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু আনন্দমোহন বসু ১০৫ প্রতিনিধি সভ্য লইয়া একটী মন্ত্রণা-সভা করেন। এই সভায় প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্য লইয়া যে তর্ক বিতর্ক হইবার কথা সহযোগী লিখিয়াছেন তাহাও প্রকৃত নহে। সহযোগী যে সম্বাদের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ কথা লিখিয়াছেন তাহাও অপ্রকৃত। সভাস্থলে পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে কেবল ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল কিঞ্চিৎ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত আর সকল সভ্যই একমত হইয়া পাণ্ডুলেখ্যে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। পরিশেষে ডাক্তার রাজেন্দ্রলালকে কয়েকটী বিষয় বুঝাইয়া দেওয়ায় তিনিও পাণ্ডুলেখ্যে সম্মতি দিয়াছেন। অনেক কৃতবিদ্য রাজনীতিজ্ঞ ইংরাজ সভাকে সাহায্য করিয়াছেন। স্বয়ং বড়লাট প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্যের কোন কোনও নিয়ম নিজেই উদ্ভাবন করিয়া দিয়াছেন। এই সকল ঘটনার উপর সহযোগী যদি বলিতে চান যে, ব্যবস্থাপক সভার গঠন ব্যবস্থাগুলি অতি অল্প সময়ে অল্প সংখ্যক লোক কর্তৃক বিষম আপত্তির ভিতরে ব্যস্ত সমস্তভাবে সংগঠিত হইয়াছে, তবে আর আমরা সম্বাদপত্রের লেখকসমাজের কাহার বিবরণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি।

সহযোগীর আর একটী আপত্তি এই যে ব্যবস্থাপক সভার নিয়মাদি সংগঠন করিয়া দেওয়া নিতান্ত ভ্রমের কার্য্য হইয়াছে। কেবল আমাদের অভাব কি, সভার প্রধান কর্ত্তব্য কেবল তাহাই গবর্ণমেণ্টের গোচর করা। নিয়মাদি সংগঠন করিবার কোনও অধিকার নাই।

কনগ্রেস সভা যে সকল রাজনীতিবিদ্ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা একবাক্যে উপদেশ দিয়াছেন জাতীয় কনগ্রেস কোন বিশেষ অভাবের উল্লেখ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। কি প্রণালী অবলম্বন করিলে গবর্ণমেণ্ট সেই অভাবের মোচন করিতে পারেন তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা ভারতবাসীর অভিপ্রেত। সেই অভিপ্রায়ের অনুরূপ কার্য্য করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টকে অনেক পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া জাতীয় মতের অনুসন্ধান করিতে হইবে। কিরূপ প্রণালী অনুসারে প্রতিনিধি ব্যবস্থা প্রচলিত করিলে ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী হইবে, গবর্ণমেণ্টকে অগ্রে তাহার স্থির করা চাই। গবর্ণমেণ্টকে সেই অনুসন্ধান কার্য্যে সাহায্য করা কি ভারতবাসীর কর্ত্তব্য নহে? আমরা যদি কেবল আমাদের অভাব জানাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি এবং সেই অভাব নিবারণের জন্য কোনও প্রকার চেষ্টা না করি, গবর্ণমেণ্টের নিকট কেবল আত্ম নিবেদন করিলে কখনই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদের অজ্ঞাতীয় হইতেন আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়া থাকিলেও ক্ষতি ছিল না। বৈদেশিক রাজার নিকটে কেবল প্রার্থনা করিলেই চলিবে না। কিসে গবর্ণমেণ্ট সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারেন, কিসে আমাদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় হয়, গবর্ণমেণ্টকে তাহা দেখাইয়া না দিলে আমাদের কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আমাদের অবস্থানুরূপ নিয়ম প্রণালী গঠন করিয়া দিবার শক্তিও জন্মিয়াছে— ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন এখন আর সে ভারতবর্ষ নাই। আমাদের কোন কোন সহযোগী কনগ্রেস সভাকে বালকের ক্রীড়া বলিয়া উপহাস করিতে পারেন কিন্তু আমাদের বিবেচনায় সেই বালকের ক্রীড়ায় কার্য্যকারিতা আছে বিজ্ঞতার পরিচয় আছে, জাতীয় জীবনের স্ফূর্ত্তি আছে। এরূপ অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভার নিয়ম প্রণালী গঠন করিবার অধিকার আমরা যে এখনও প্রাপ্ত হই নাই, এ কথা বলিলে নিতান্ত অনভিজ্ঞতার পরিচয় পায়। বঙ্গবাসীর ন্যায় সম্বাদপত্রের এরূপ অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব। হিন্দুপেট্রিয়টের ন্যায় দূরদর্শী সুবিজ্ঞ সম্বাদপত্রে এরূপ ভাবের সমাবেশ দেখিলে আমাদিগকে দুঃখিত হইতে হয়।

হিন্দুপেট্রিয়ট কনগ্রেস সভার বিরোধী নহেন। জাতীয় সভার মহা সম্মিলনে আমাদের হৃদয়ে যে গৌরবের ভাব উদয় করিয়া দিয়াছে হিন্দুপেট্রিয়ট তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছেন। সহযোগী সরলভাবে কনগ্রেস সভার যে সকল ত্রুটী দেখাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার ভ্রম থাকিলেও তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই। হিন্দুপেট্রিয়টের সাধু উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার ভ্রম লইয়া কয়েকখানি সম্বাদপত্রের বড় বড় স্তম্ভ ছাই ভস্ম দিয়া পূরণ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে

একখানি সম্বাদপত্রের লেখক জনৈক বিলাত প্রত্যাগত যুবক। ইনি আবার কনগ্রেস সভার একজন সভ্য ছিলেন কিন্তু ৪র্থ প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয়, তাহার সভ্য পদের সম্মান না পাইয়া বোধ হয় উঁহার অসন্তোষ জন্মিয়া থাকিবে। মেসর সম্পাদক সেইজন্য কয়েকটী অসার আপত্তি উত্থাপন করিয়া কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞানহীন মনুষ্যত্বহীন "কানবড়া" বারবিলাসী সম্বাদপত্রের প্রশংসা পাইয়াছেন। মেসর যে যুক্তিমার্গ ধরিয়া দাদাভাই নাওরোজী ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলালকে উপদেশ দিতে সাহস করিয়াছেন এই সকল অসার সম্বাদপত্র সেই যুক্তির চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের উপর ক্রুরস্বভাব সুলভ ঈর্ষা [illegible] করিয়াছেন।

ইঁহারা বলেন দেশের চারি দিকেই যখন দারিদ্র্য, অন্নাভাবে যখন লোকের প্রাণ যায় তখন কনগ্রেস সভার প্রতিনিধি ব্যবস্থা লইয়া আমাদের কোন উপকার দর্শিতে পারে না। এই "বুড়ী" কথাটা বালকের মুখে শুনায় ভাল, যাহারা "পয়সা পয়সা" করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়ায়, লোকের তোষামোদ, অন্যের আশ্রয় গ্রহণ, পরনিন্দা ও পরকুৎসা করিয়া দিনাতিপাত করে "এঁচড়ে পাকিয়া" কয়েক বৎসরের মধ্যে যাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, বঙ্গীয় সম্বাদপত্রের নামে যাহারা কলঙ্ক ঢালিয়াছে তাহাদের মুখে এই সকল কথা শুনায় ভাল। শাসনকার্য্যে প্রতিনিধি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিলে যে দেশের দারিদ্র্য নিবারণ হয়, বালকগণ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, দেশের দারিদ্র্য নিবারণ এবং রাজ্যের সুশাসন একত্র সম্পন্ন করিতে হইলে কনগ্রেস সভা আর কি প্রস্তাব করিতে পারেন? কনগ্রেস সভার সভ্যগণ যদি সহস্র সহস্র মুদ্রা দান করিতেন তাহা হইলেই কি দেশের দারিদ্র্য নিবারণ হইত? কনগ্রেস সভা স্থির করিয়াছেন শাসন কার্য্যে প্রতিনিধি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলে দেশের দারিদ্র্য নিবারণ করিতে পারা যায়। কেবল দারিদ্র্য নিবারণই যে প্রতিনিধি ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য কনগ্রেস তাহা বলেন নাই। প্রতিনিধি ব্যবস্থায় কিরূপে যে দেশের দারিদ্র্য নিবারণ হইতে পারে আমরা তাহা মেসর সম্পাদক এবং তাঁহার অনুবর্ত্তক বালকগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সংসারের মধ্যে যে ব্যক্তি উপার্জ্জন করেন তাঁহার হস্তে যদি ব্যয়ভার পড়ে, তবে তিনি পরিমিতরূপে ব্যয় করিয়া অঋণী ও ধনী হইতে পারেন। উপার্জ্জনের ভার যদি এক জনের হস্তে এবং ব্যয়ের ভার অন্যের হস্তে থাকে, তবে প্রায়ই অর্জ্জনক্ষম গৃহস্বামীকে দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। যাঁহারা ইংরাজ রাজ্যে করদাতা প্রজা, তাঁহাদের হস্তে যদি রাজ্য শাসনের ব্যয়ভার পড়ে গবর্ণমেণ্টকে আর ঋণগ্রস্ত হইতে হয় না। গবর্ণমেণ্ট ঋণগ্রস্ত না হইলে দরিদ্র প্রজাকে আর করভারে প্রপীড়িত হইতে হয় না। শাসনকার্য্যে করদাতাগণের অধিকার থাকিলে গবর্ণমেণ্ট আয় ব্যয়ের যে বার্ষিক বজেট প্রস্তুত করিবেন তাহাতেও প্রজার কথা কহিবার অধিকার থাকে। রাজ্যের অনুচিত ব্যয় অনেক আছে, তাহাও হ্রাস করিলে গবর্ণমেণ্ট অনেক স্বচ্ছল হন। এইরূপে যদি গবর্ণমেণ্টের ঋণের দায় ঘুচিয়া যায়, শাসনব্যয়ের সংক্ষেপ হইয়া পড়ে করভারযুক্ত প্রজাগণের দারিদ্র্য নিবারণ না হইবে কেন? অধিকন্তু গবর্ণমেণ্টও অঋণী এবং ধনী হইয়া প্রজাগণের অবস্থার উন্নতি কারণের উপায় দেখাইবেন কেন না? শাসনকার্য্যে প্রতিনিধি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলে দেশের লোকের দারিদ্র্য নিবারণ হয় কেন বালকগণ এখন কি তাহা বুঝিতে পারিলেন? কনগ্রেস সভা যে দেশের দারিদ্র্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে যদি সন্দেহ করেন, আমরা তাঁহাকে বলি তাঁহারা জাতীয় সভার কার্য্যবিবরণী মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখেন নাই।

মেসর সম্পাদক কনগ্রেস সভার আর একটী দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন ভারত শাসনের জন্য কমন্স সভায় একটা স্বতন্ত্র কমিটি সংগঠিত করিবার প্রস্তাবটী নিতান্ত আপত্তিজনক। কনগ্রেস সভা এরূপ কোন প্রস্তাব করেন নাই যে এখন ভারত শাসনের ভার যেমন কমন্স সভার হস্তে আছে সেইরূপ না রাখিয়া কেবল ঐ সভার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সভ্যের গঠিত স্বতন্ত্র একটী সভার হস্তে ঐ ভার ন্যস্ত করাই কনগ্রেসের অভিপ্রেত। এখন [illegible] ভারত সাম্রাজ্যের প্রকৃত যথার্থ সেই কর্তৃত্ব যাঁহার ভারতাধিকৃত সকল সত্বের হস্তে থাকে, তাহা হইতে [illegible] কার্য্যে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যাঁহারা ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য চালাইয়া গিয়াছেন অথবা ভারত সম্বন্ধে নানা প্রকারে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, গভর্ণর জেনারেলের বিচারের উপরে তাঁহাদিগকে আপীল আদালত স্বরূপে স্থাপন করিলে শাসন কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিতে পারে। মেসর সম্পাদক আপত্তিকৃত প্রস্তাবের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়াই ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা করিয়াছেন।

সহযোগীর আর একটী আপত্তির উত্তর দিলেই কনগ্রেস সভার বিপক্ষ কাটিয়া যায়। মেসর বলেন কনগ্রেস সভা সিভিল সার্ভিসে ভারতবাসীর নিয়োগ সম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যে বিভাগে সিভিল সার্ভাণ্টের প্রয়োজন হইবে, সেই বিভাগের অধিবাসিগণকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। এই প্রস্তাবটী নিতান্ত অযুক্তি যুক্ত। মেসরের এই আপত্তিতে আমরা একটু ঈর্ষার ভাব দেখিতে পাই। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালী ও মহারাষ্ট্রী জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান এবং পারদর্শী। যদি জাতি ও সম্প্রদায় বিশেষের পার্থক্য না রাখিয়া সিভিল সার্ভিস কার্য্যে উপযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগ পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় তবে বাঙ্গালী এবং মহারাষ্ট্রী জাতিই সিভিল সার্ভিসের পদগুলি একচেটিয়া করিয়া বসিবেন। হয়ত বিলাত প্রত্যাগত মেসর সম্পাদকের তাহাতে বিশেষ সুবিধা ঘটিতে পারে। কিন্তু জাতীয় সভা ব্যক্তি বিশেষ বা জাতি বিশেষের সুবিধার উপর দৃষ্টিপাত করেন নাই। সকল জাতীয় লোকে সরকারী কার্য্যে সমান অধিকার লাভ করেন ইহাই জাতীয় সমিতির উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত অপারদর্শী অনুন্নত জাতি যাহাতে শিক্ষা পাইয়া উন্নত হন, ইহাও উক্ত প্রস্তাবের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। সকল জাতির অভাব এবং শাসন সম্বন্ধে সাধারণের অভিমত গবর্ণমেণ্টের নিকট সমানভাবে অভিব্যক্ত হয় ইহাই উক্ত প্রস্তাবের তৃতীয় উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের যে সকল লোক রাজনীতির তলস্পর্শ পরীক্ষা করিয়া অভিজ্ঞ হইয়াছেন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশের যাঁহারা উজ্জ্বল তারকা, তাঁহারা বাক্‌বিতণ্ডা না করিয়া এই সাধু প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। দাদাভাই নাওরোজী সুব্রহ্মণ্য আয়ার, প্যারি-মোহন মুখোপাধ্যায়, নবাব রেজা আলি, লালা কানাই লাল, রেঙ্গর সাহেব গঙ্গাধর রহিমত উল্লা সেয়ানী সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রস্তাবে এক মত হইয়া সম্মতি দিয়াছেন, তাহা কি ভারতবাসীর জাতীয় মত নহে? সহযোগীর

নিজের কোন স্বার্থোদ্দেশ্য না থাকিলেও এসম্বন্ধে তাঁহার বিবেচনাশক্তির কিছু অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রস্তাবটীর অযৌক্তিকতা সত্ত্বে এখনও যদি তাঁহার সন্দেহ থাকে, তবে তিনি নিজের সহিত এই সকল কৃতবিদ্য রাজনীতির স্তম্ভ স্বরূপ মহাত্মাগণের প্রভেদ চিন্তা করুন, ইঁহাদের নিকট উপদেশ লইয়া বিজ্ঞতা লাভ করুন এবং তদনন্তর জাতীয় সমিতির প্রস্তাবের উপর সমালোচনা করিবার শক্তি সংগ্রহ করুন।

আপত্তিপ্রিয় বালক সম্পাদকগণের আরও কয়েকটী আপত্তি আছে। সেগুলি নিতান্ত হাস্যকর। কেহ বলিয়াছেন জাতীয় সভায় জাতীয় ভাষায় আলোচনা করা কর্ত্তব্য ছিল। এই আপত্তির অসঙ্গতাই ইহার যথেষ্ট উত্তর। বালক! ভারতবাসীর সাধারণ জাতীয় ভাষা কি? বাঙ্গালা, উর্দ্দু, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, পার্সী, পঞ্জাবী, নাগপুরী, মন্দ্রাজী, এই সকল ভাষায় কথা কহিলে কেহ কি কাহারও কথা বুঝিতে পারেন? ইংরাজেরা যাহাকে "লিঙ্গোয়া ফ্রাঙ্কা" বলেন এমন একটী সাধারণ জাতীয় ভাষা অগ্রে ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হউক তারপর ইংরাজি ছাড়িয়া জাতীয় সভার সভ্যগণ সেই ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিবেন। সম্পাদকগণ বাঙ্গালা ভাষায় সম্বাদপত্র না চালাইয়া যদি এমন একটী সাধারণ ভাষার সৃষ্টি করিয়া সেই ভাষায় সম্বাদপত্র প্রকাশ করেন, তবে বুঝিতে পারি কেরামত আছে। নচেৎ এ আপত্তিপ্রিয়তা প্রকাশ করিয়া উপহাসাস্পদ হওয়ার প্রয়োজন কি? আমরা ইংরাজি রাজনীতির অনুবর্ত্তন করিতেছি, ইংরাজী রাজ্যশাসন ব্যবস্থার অনুকরণ করিতেছি, ইংরাজের সহিত স্বাতন্ত্র্য এবং প্রজাতন্ত্রের আপোষ করিবার চেষ্টা করিতেছি—ইংরাজি ছাড়িয়া অন্য কোন্ ভাষার সাহায্যে এই সকল উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে? আমরা এই বিজ্ঞ মান্য সম্পাদকগণকে বলি—ধর্ম্মের কথায় পক্ব পিতামহত্ব প্রকাশ করিতে সকলেরই শক্তি আছে, ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্ম্মের বিবাদ লইয়া হেলায় দুই কথা বলিয়া লইতে সকলেই পারে, কিন্তু গভীর রাজনীতির সাগরে প্রবেশ করিয়া রত্নাহরণ করিতে যাওয়া সহজসাধ্য নহে। সে চেষ্টায় যদি প্রবৃত্তি থাকে আপনাকে একটু "কষ্ট সয়ে" শিখিতে হইবে, পরের নিকটও উপদেশ লইয়া জ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

এক দিকে এংলোইণ্ডিয়ান সম্বাদপত্র যেমন কনগ্রেস সভাকে কেবল হিন্দুসভা বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, অন্য দিকে এই সকল বালক সম্পাদক কনগ্রেস সভায় হিন্দুর প্রতিনিধি প্রবেশ করিতে পারেন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। প্রকারান্তরে বলা হইল স্বরেন্দ্র নাথ হিন্দুর প্রতিনিধি নহেন প্যারিমোহন হিন্দুর অভাব অবগত হইতে পারেন নাই, গুরুপ্রসাদ সেন, প্রাণনাথ শাস্ত্রী কাশীপ্রসাদ লালা কানাইলাল, ইহারা কেহই হিন্দু নহেন। বোধ হয় গুরুমহাশয় শশধর তর্কচূড়ামণিকে যদি সভায় আসন দেওয়া হইত, তবে ইহাদের এই আপত্তিটীর কারণ থাকিত না। আপত্তি করিতে হইলে যদি এইরূপ আপত্তিই করিতে হয়, তবে আর ভাষার অগৌরব ও সম্বাদপত্রের অপমান কিসে হয়, কাহাকেও তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে না।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মশক মক্ষিকা যেমন যোগাসীন ব্যক্তির যোগ কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে পারে না, মাকড়সার তন্তু হস্তীর পদে বেষ্টন করিলে যেমন তাহার গতিরোধ করিতে পারে না, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি শত্রু, বঙ্গ ভাষার শত্রু সম্বাদপত্রের বিরক্তিকর আপত্তির কথায়, ঈর্ষাপূর্ণ অভদ্র ভাষায়, অহিফেনসেবী। জ্ঞায় অযুক্তিযুক্ত পরুষ বাক্যে, জাতীয় জীবনপ্রাপ্ত জাতীয় সমিতির কোন অনিষ্টই সাধন করিতে পারিবে না।

ইয়ুরোপীয় সমাচার।

বার্লিন ১১ইজানুয়ারী—সামরিক বিধ্যা লইয়া জর্ম্মণ মহাসভায় ঘোর তর্ক বিতর্ক হয়। সেনাপতি মোলটকে বলেন বিলটী পাশ না হইলে যুদ্ধ সংঘটন অনিবার্য্য। প্রিন্স বিসমার্ক বলেন ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের সহিত সন্ধি হয় তাহা রক্ষা করা অতীব দুরূহ। জর্ম্মাণির সহিত অষ্ট্রীয়ার সদ্ভাব আছে। ফ্রান্সের সঙ্গে সদ্ভাব থাকা কিছু দুরূহ হইলেও তাহার সহিত সদ্ভাব বিদ্যমান আছে।" জর্ম্মাণ বুলগেরিয়ার জন্য কোন মতেই রুষের সহিত অসদ্ভাব করিবেন না। রুষিয়া এবং অষ্ট্রীয়ার মধ্যে বিলক্ষণ বন কষাকষি চলিতেছে। তিনি আরও বলেন ফ্রান্সের বর্ত্তমান রাজনৈতিক দলপতির উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আস্থা আছে; কিন্তু শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক ফ্রান্সের সহিত যে আর একবার যুদ্ধ হইবে ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। যদি যুদ্ধ বাস্তবিক ঘটে তবে ফ্রান্সকে চিরদিনের জন্য অকর্ম্মণ্য না করিয়া জর্ম্মাণি ছাড়িবেন না। তিনি বলেন বিল পাশ না হইলে মহাসভা ভঙ্গ করা হইবে না।

লণ্ডন ১১ই জানুয়ারি-মাননীয় সার হেনরী হল্যাণ্ড উপনিবেশ সমূহের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপণ।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

সাধারণ।—কটক জাজপুরের ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কাঃ বাবু গোঁসাইদাস দত্ত ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

পাবনার মাঃ ও কাঃ মেঃ সি এচ ডাভেল ৬মাস ছুটী পাইলেন।

২৪ পরগণার অতিরিক্ত জেলা জজ মাঃ জে জি চার্লস ৮ মাসের ফার্লো পাইলেন।

চট্টগ্রামের সব ডেঃ কাঃ বাবু শশিমোহন তালুকদার ৩ মাসের ছুটী পাইলেন। তাঁহার স্থানে বাবু কালিকুমার রায় কার্য্য করিবেন।

বীরভূমের প্রতিঃ মাঃ ও কাঃ মেঃ ডবলিউ ফিডিয়ন ১ বৎসর ৮ মাসের ফার্লো পাইলেন। তাঁহার স্থানে মেঃ এফ এচ স্কাইন কার্য্য করিবেন।

যশোহরের জজ মেঃ এফ এচ ম্যাকলিন ৮ মাসের ফার্লো পাইলেন।

কলিকাতা।

কলিকাতা পুলিস আদালতে ধাত্রী কে কে সেন মিষ্ট্রেস গ্রিগরির নামে মানহানির দাবীতে এই বলিয়া নালিস করেন যে, মিষ্ট্রেস গ্রিগরি উক্ত ধাত্রীর নামে নিম্নলিখিত প্রকারে অপবাদ দিয়াছেন।

১। ডে কে, কে সেন মিষ্ট্রেস ভ্যালিস নামক একটী রমণীকে প্রসব করাইতে গিয়া তাঁহার গর্ভ নষ্ট করিয়াছেন।

২। কে কে সেন মিষ্ট্রেস ভ্যালিসের সন্তানের মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন।

৩। মিঃ ভ্যালিস তাঁহাকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। কে কে সেন সেই জন্য তাঁহার কি চাহিতে যান না।

বিবি সংবাদ।

নিউক্রস নামক স্থানে আমাদের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা তত্রত্য ভোজনে বলিয়াছেন যে যদি ভবিষ্যৎ কখন সম্ভব হয়, তবে তিনি বলিতে পারেন লালমোহন ঘোষ এক দিন নিশ্চয়ই কমন্স সভায় আসন পাইবেন।

কোন সহযোগীর সংবাদদাতা লিখিয়াছেন মিঃ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি আমেরিকায় গিয়া শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার ধর্ম্মব্যাখ্যা ও প্রচার করিতেছেন। গীতার আধ্যাত্মভাব উহার ধর্ম্ম এবং মোহিনী বাবুর সুললিত ব্যাখ্যা ও তেজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমেরিকানেরা দলে দলে সংগৃহীত হইতেছেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে বরদার গুইকুমার তাঁহার রাজ্য মধ্যে সম্বাদপত্রের স্বাধীনতা দিয়াছেন। এই সুবিধাতে গুজরাটে কয়েক খানি সম্বাদপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। দেশীয় রাজগণ রাজ্য মধ্যে এই রূপ স্বাধীনতা প্রদান করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।

জগন্নাথের মন্দির সম্বন্ধে দেওয়ানী মকর্দ্দমা উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ছোট লাট টমসন সাহেব সম্প্রতি ইহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিএসনের উদ্যোগে একটী সাধারণ সভা আহূত হয়। সভায় মিঃ দাদাভাই নাওরোজিকে ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে।

ট্রানসভাল নামক স্থানে প্রভূত রৌপ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনরব যে ট্রানসভাল এবং কমাজান নামক নগর ব্যাপিয়া রৌপ্যের খনি বিদ্যমান আছে। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩৬ ফিট নিম্নে রৌপ্য পাওয়া যাইবে।

অষ্ট্রেলিয়ার এখন প্রায় ৫ সহস্র লোক স্বর্ণের খনি কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি ১২ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ বহিষ্কৃত হইয়াছে।

গত নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত টাকার স্বর্ণ আমদানী হইয়াছে, তাহার মূল্য ৬০ লক্ষ ৫১ হাজার ২ শত ৭৫ টাকা আমদানী রৌপ্যের মূল্য ৪ কোটী ৪৫ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬ শত ৭৫ টাকা।

ইংরাজের সৈন্য আটীমা নামক এক জন ব্রহ্ম ডাকাইতের ঘাঁটী আক্রমণ করে আটীমার দলের মধ্যে অনেকে হত এবং আহত হইয়াছে।

ইনি বলেন, ঢাকায় আর একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর নববিধান সমাজের প্রচারক বাবু বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ বয়স ৩১ বৎসর কন্যা শ্রীমতী বামা সুন্দরী ঘোষ বয়স ২২ বৎসর। গত জুন মাস হইতে ইহাদের বিবাহের কথা বার্ত্তা হইতেছিল। ১লা জানুয়ারি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান পণ্ডিত বাবু শ্রীনাথ চন্দ্রের বাটীতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। এ বিবাহে কন্যার পিতা মাতার কি সম্মতি ছিল?

অধ্যাপক মক্ষমূলার অক্সফোর্ডে বেদের ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। আমাদের দেশে বেদব্যাখ্যা টোলে পর্য্যন্তও অভাব হইয়া পড়িয়াছে।

এবার গবর্ণমেণ্ট কেবল এক জন বাঙ্গালীকে নব বার্ষিক সম্মান প্রদান করিয়াছেন। ভাগ্যবান ব্যক্তি বেঙ্গল সেক্রেটারিএটের রেজিষ্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ভাল, বাঙ্গালী গবর্ণমেণ্টের নিকট শুষ্ক পদবী চাহেন না। যদি নিতান্তই গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিতে চাহেন কলিকাতার মুসলমান সভার আমীর আলি ও আবদুল লতিফের অনুবর্ত্তক শিষ্যগণকেই খোসনাম দিয়া মূল্যে বিতরণ করা হউক।

তিব্বত সম্বন্ধে বাবু শরচ্চন্দ্র রায় যে রূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন কোন ইংরাজ কি ভারতবাসী তাহা পারেন নাই। তথাপি বাবু শরৎচন্দ্র গবর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত পুরস্কার দিতে কাতর। ইনি সম্প্রতি একখানি প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত পুস্তক হইতে তিব্বতের ভৌগলিক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতবাসীর পক্ষে উহা যে কত দূর উপকার কেহই এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে মান্দ্রাজের গবর্ণর বুর্কসাহেবের একমাত্র ভগ্নি মার্গ্রেট বুর্কের মৃত্যু হইয়াছে। সাহেবের ইনিই একটী মাত্র ভগ্নি ছিলেন।

বিলাতের একটী হাঁসপাতালে সম্প্রতি এক জন অদ্ভুত মনুষ্য আনা হইয়াছে। ইহার আকার সাধারণ মনুষ্যের অপেক্ষা অনেক বৃহৎ মস্তক ঠিক হস্তীর মস্তকের ন্যায় শুণ্ড কর্ণ ও চক্ষু বিশিষ্ট। কলিযুগে বুঝি গণেশ অবতার উপস্থিত।

আমরা শুনিয়াছিলাম মার্লাটী সক্কীর সহিত উপবাস যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। ডাক্তারেরা শীঘ্রই তাঁহাকে আহার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আর আহার দিবার আবশ্যক হয় নাই। মার্লাটী তিন সপ্তাহ কাল অনাহারে অতিবাহিত করিয়া সক্কীকে উপবাস যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছেন। আমরা একণে উপবাস যুদ্ধের কোন প্রয়োজনই দেখিতে পাই না ইহাতে বৃথা আত্মপীড়ন ভিন্ন আর কোন উপকার আছে বলিয়া ত বোধ হয় না।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এতদিন মান্দ্রাজের কৃষকগণকে চাষের সময় লাঙ্গল ভাড়া দিয়া সাহায্য করিতেন। অল্প কৃষকে এখন সেই সাহায্য গ্রহণ করিতেছে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন কৃষকগণকে এই সাহায্যদান করিবার কোনও আবশ্যক নাই। কার্য্যটী ভাল হয় নাই। কলিকাতায় জীজেক নামক একজন ইউরোপীয় যুবক তাহার পিতার নামে এই বলিয়া নালিস করে যে, তাহার পিতা তাহার একটী ঘড়ী ও ঘড়ীর চেইন চুরি করিয়াছে। পিতা আসিয়া জবাব দিলেন যে তাঁহার বড়ই অর্থের অনাটন হওয়ায় তিনি এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আদালতে মকদ্দমা ডিস্মিস হয়। কি অদ্ভুত পিতৃভক্তি!!!

মিঃ হটন কেবল মেট্রোপলিটন কলেজেই ৩২০ টাকা দান করিয়াছেন এমন নহে, আলবার্ট কলেজের ছাত্রগণও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন ইনি কলিকাতার বৈজ্ঞানিক সভায় ৫০০ শত টাকা দান করিয়াছেন।

এড্ভোকেট অব ইণ্ডিয়া বলেন যে মান্দ্রাজের কৃষ্ণ সম্প্রদায় সম্প্রতি একটী সদনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিতেছে। তাহারা তাহাদের বালকদিগকে কামার ও ছুতর কাজ, পুস্তক বাঁধা, ঘড়ীগড়া, ছুরি শানা, মোজাবোনা ইত্যাদি অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য সমবেত হইয়া একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের জন্য ৫ হাজার টাকা মূল ধন সংগৃহীত হইবে। দেশীয় লোক সাহায্য করেন না বলিয়া ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের নিকট চাঁদা করিয়া এই টাকা উঠিবে। তন্মধ্যে এক হাজার টাকায় স্কুল বাটী প্রস্তুত হইবে। অবশিষ্ট টাকায় এই সকল কার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদি ক্রয় করা হইবে। সংগৃহীত টাকা এবং বিদ্যালয়ের ভার হাইকোর্টের ট্রষ্টির হাতে থাকিবে।

বাঙ্গালার অশ্বারোহিদিগের মধ্যে কাপ্তেন ম্যাকডোনাল্ড এবং ভারতীয় পদাতিক সৈন্যের মধ্যে লেফ্টেনেণ্ট এণ্ডারসন রুষে গিয়া তাঁহাদের গুপ্ত চর অপরাধে ধরা পড়িয়াছেন। ইঁহারা বলেন কেবল রুষ ভাষা শিক্ষার জন্য ইহাদিগকে রুষে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ডাক্তার রামদাস সেন, রাজা সার সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর ইটালীর এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য হইয়াছেন।

আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারি সার ফ্রেডরিক রবার্টস্ ব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া আসিবেন। সার চারলস আরবুথনট তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

ছ্যাকড়া গাড়ীর গাড়োয়ানেরা সময়ে সময়ে বেগে গাড়ি চালাইয়া গাড়ি ঘোড়ার সহিত রাস্তার উপর পড়িয়া যায়, কখন কখন ঘোড়ার বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া যাত্রীর উপর পড়িয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী অধিক বেগে না চালাইতে পারে, গাড়োয়ানদের উপর এমন একটী নিয়ম করা কর্ত্তব্য।

বোম্বাই সেক্রেটারিয়েট আফিসে পবলিক সার্ভিস কমিসনের সব কমিটী বসিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন।

সিলোন গবর্ণমেণ্টের এবং ভারতবর্ষীয় পোষ্ট আফিসের সহিত একটা বন্দোবস্ত হইয়াছে যে, এখন হইতে সিলোনে যে সকল চিঠি পত্র পাঠান হইবে তাহার উপর এখানকার ডাকের টিকিট দিতে হইবে। ভারতবর্ষ হইতে ভিন্ন দেশ বলিয়া অধিক মাশুল দিতে হইবে না।

এখন ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা সমগ্র ইউরোপের লোকসংখ্যা অপেক্ষা ১০ লক্ষ কম।

আগামী জুবিলি উৎসব উপলক্ষে ফুলের মালার নিশান ও তুবড়ি বাজিতে অর্থ ব্যয় করিবার জন্য অনেকে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা একটী প্রস্তাব করি, যে যে স্থানে মিউনিসিপালিটী আছে, সেখানকার করদাতাগণ মিউনিসিপালিটীর নিকট অর্থ লইয়া গ্রাম ও দেশের মধ্যে মহারাজ্ঞীর নামে স্বদেশের একটী স্থায়ী উপকার সাধন করুন। অতিথিশালা বিদ্যালয়, ঔষধালয় দাতব্য সভা ইত্যাদি স্থাপন করিয়া তাহাতে মহারাজ্ঞীর নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখুন।

ষ্টাণ্ডার্ড নামক সম্বাদপত্রিকা বলেন লর্ড র‍্যাণ্ডল্ফ চর্চ্চহিল রীতিমত পদত্যাগ করেন নাই। টাইমস্ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন মাত্র।

লর্ড ইডসলে লর্ড সালিসবরির গৃহে সহসা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু লইয়া ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।

লিবরেল দলের মধ্যে এক জন যুবা [illegible] প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

মহীশূর প্রদেশে প্রায় ৫ সহস্র বালিকা বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে।

১৮৮৭ সালের গবর্ণমেণ্ট অনুমোদিত অবকাশ

২১এ জানুয়ারি	শ্রীপঞ্চমী।
৯ই মার্চ্চ	দোলযাত্রা।
৯ই এপ্রেল	ইষ্টার শনিবার।
১২ই এপ্রেল	চৈত্র সংক্রান্তি।
২৭এ মে	এম্প্রেস বার্থ ডে।
১লা জুন	দশহরা।
১১ই আগষ্ট	জন্মাষ্টমী।
১৭ই সেপ্টেম্বর	মহালয়া।
২১এ হইতে ২৪এ সেপ্টেম্বর ও ২৬এ সেপ্টেম্বর হইতে ১লা অক্টোবর	দুর্গা পূজা ও লক্ষ্মী পূজা
১৭ই অক্টোবর	কালী পূজা
২৫।২৬এ	জগদ্ধাত্রী পূজা
২২।২৫ ডিসেম্বর	ক্রিসমাস্ ডে

বিলাতের কোন সম্বাদপত্রে প্রকাশ যে সেখানে ৭১৪ দল শিকারী কুকুর আছে। তাহাদের জন্য বার্ষিক ৫২ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

শুনা যায় রাজস্ব সমিতি বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহাদের বেতন এবং রাহাখরচের জন্য আমাদের কত ব্যয় হইল?

বাবু রামগোপাল সান্যাল কৃষ্ণদাস পালের জীবনী লিখিয়া শেষ করিয়াছেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়া নামক সম্বাদপত্রের সম্পাদক বলেন বিখ্যাত লেখক স্মাইল যদি এই মহাত্মার জীবনী লিখিতেন তবেই কৃষ্ণদাসের জীবনীর সম্মান করা হইত।

আসামী নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফরিয়াদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ফরিয়াদী তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আদালতও উপদেশ দিলেন আসামী যেন কাহারও বিরুদ্ধে আর এরূপ মিথ্যা অপবাদ রটনা না করে।

ভ্রমণকারীর পত্র।

বঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা।

আজ কাল অনেক আধুনিক সম্প্রদায় বঙ্গদেশকে উন্নত অবস্থাপন্ন ঘোষণ করিতেছেন, রাজপুরুষগণও শাসন বিজ্ঞাপনীতে উজ্জ্বল ভাবে রঞ্জিত করিয়া স্ব স্ব কার্য্যদক্ষতা দেখাইতে প্রয়াসী। দুঃখের বিষয় এই যে, উক্ত উভয় শ্রেণী মধ্যে অবশ্যই শিক্ষিত লোক আছেন কিন্তু প্রকৃত দেশের অবস্থা কেহই অবগত নহেন এবং স্বচক্ষে জানিতে ইচ্ছাও করেন না। স্ব স্ব আবাসে বসিয়াই কল্পিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন। রাজপুরুষদিগের মফস্বল ভ্রমণের অভিপ্রায় উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক শ্রেণীর অবস্থা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন কিন্তু যে ভাবে মহাপুরুষেরা মফস্বল পর্য্যটন করেন তাহাতে তাহাদের স্বদেশীয় ভাব যে সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় ইহা আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। মরদানম্বিত পটগৃহে উপবেশনপূর্ব্বক কৃষক কুমারকে ইংরাজি বিনামা ও লম্বা বিলাতী ধুতি পরা এবং তাঁদের ছাত্রগণকে দেখিয়াই কি মনে করিলেন তবে আর বঙ্গদেশের উন্নতির বাকি কি? এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বার্ষিক বিবরণী নানা রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকেন, যদি আমাদের ন্যায় জেলা জেলায় ভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক পল্লীবাসীর অবস্থা অবগত হইতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে উন্নতি শব্দ তাঁহাদের রসনা হইতে নিঃসৃত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইত সন্দেহ নাই। আমরা প্রায় বাঙ্গালা, বেহার উৎকল ও আসামের অধিকাংশ স্থান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কোথাও লোকের সুবিধা দেখিতে পাই না, উত্তম মধ্যম অধম তিন শ্রেণীরই সমভাব, যে যেমন তাহার তেমনি জ্বালা আর্থিক সুবিধা সকলের মধ্যে এক জনের আছে কি না সন্দেহ, তবে বঙ্গদেশ মধ্যে কতকগুলি কৃষক অর্থাৎ যাহাদের এক পরিবারের মধ্যে পাঁচ সাত জন কার্য্যক্ষম থাকে তাহারা স্ব স্ব পরিশ্রম কৃষি দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতেই একরূপ স্বচ্ছন্দে দিনপাত করে, ইহাদের মধ্যে দুই চারি জন বিনামা ছত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে কিন্তু এরূপ অবস্থাপন্ন কৃষকও বোধ হয় শতকরা দুই চারি জনের অধিক হইবে না। তদ্ভিন্ন সকলেই রাজ করে মহাজনের ঋণে ভীত অন্তরে দুইবেলা দুমুঠা অন্নও যোটে না, চীনে, কঙ্গু কলাই কর্দ্দমূল আলু বা বুনোকচু প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া বহুতর কৃষকদের বর্ষের অধিক দিন অতীত হয়। বেহার অঞ্চলে রাস্তার পার্শ্বস্থিত ঘাসের বিচি সংগ্রহ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম উহা কি করিবে, তাহারা বলিল বাবু উহ।খা

ইহা দিন কাটাইব, আমাদের ইহাই যথা ইহাতেই সর্ব্বসাধারণে দেখুন দেশের অবস্থা কিরূপ। তদপর মধ্যম শ্রেণী, এই শ্রেণী ভদ্র সমাজ বলিয়া অভিহিত, কাজেই ভদ্রোচিত মান সম্মান রক্ষা করিয়া ইহাদের দিনপাত করা আবশ্যক কিন্তু আজ কাল ভদ্রতা রক্ষা দূরে থাক, উদরপূরণ করাই কঠিন হইয়াছে, কতকগুলি লোক কথঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়া চাকরি ইত্যাদি করিতেছেন সত্য কিন্তু ওদিকে সম্ভ্রম রক্ষার্থ যে আয় আছে তাহাতে ব্যয়ের সাংকুলান হওয়া কঠিন, আর এরূপ উপার্জ্জনক্ষম শতকরা দশ জনও সর্ব্বত্র মিলিবে না। কায়স্থ ব্রাহ্মণ সমাজে এক এক পরিবারের অবস্থা দৃষ্ট করিলে দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়, ইহাদের পরিণাম চিন্তার অতীত। তদ্ভিন্ন দেশীয় শিল্পকার যাহারা আপন আপন ব্যবসায় উপলক্ষ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, বিলাতি শিল্পী তাহাদের ব্যবসায় লোপ করিয়াছে, তাহারা অন্নের জন্য এখন লালায়িত প্রথম শ্রেণীর ধনিগণ প্রায়ই দেখি ঋণগ্রস্ত অঋণ ঘর খুব কম, তথাচ ওদিকে বেলার কর্ত্তৃপক্ষ চাঁদার পুস্তক পাঠাইয়াছেন কিছু না দিলেও নয় আজ কালের নিয়মানুসারে জুড়ী গাড়ী ঘড়ী আসবাব ঘর বৈঠকখানা না হইলে মান থাকে না, এইরূপ বাহিরের মান রাখিতে পিতৃশ্রাদ্ধের টাকা জুটায় না, বা বার্ষিক দুর্গোৎসব বন্ধ করিতে হয় সংক্ষেপে সকল শ্রেণীর অবস্থা কিছু কিছু বর্ণিত হইল, ইহা ভিন্ন দুর্ভিক্ষ ম্যালেরিয়া জলকষ্ট দেশ ব্যাপিয়া আছেই, তবে আমাদের উন্নতি কোথায়?

সম্বাদদাতার পত্র

বাঁকুড়া।

আমরা অত্রস্থ মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য দেখিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইয়াছি; তাঁহারা অধুনা এই নিম্নলিখিত বাই-ল-টির বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যথা:—

"এতদ্দারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিসনরগণ গত ১০ই জানুয়ারি অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয় অবধারণ করিয়াছেন। আগামী ১লা এপ্রেল হইতে অর্থাৎ বাঙ্গালা সন ১২৯৩ সালের ১৯এ চৈত্র হইতে কোন ব্যক্তি নূতন ঘর বা দেওয়াল, পাতা খড়, হরমা অন্যান্য সহজে দাহ্য দ্রব্য দ্বারা ছাওয়াইতে পারিবে না। পুরাতন ঘরের বা দেওয়ালের কাঠাম পরিবর্ত্তন করিয়া ছাওয়াইতে হইলে উপরিউক্ত দাহ্য দ্রব্যের দ্বারা ছাওয়াইতে পারিবে না খোলা বা টীন ইত্যাদি দ্বারা ছাওয়াইতে হইবে। পুরাতন কাঠামের উপর নূতন ছাউনি করিতে হইলে উপরিউক্ত নিয়ম খাটিবে না।"

আমরা প্রথমে এই দেশবাসীদের অবস্থার বিষয় পাঠক মহাশয়দিগকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ অবগত করাইব তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে এপ্রকার আইন প্রচলিত হইলে এখানকার লোকদের কতদূর অসুবিধা হইবে।

এখানে এ প্রকার অনেক লোক আছে যাহাদের বাসগৃহ ঝড়ে অথবা ঝটিকায় নষ্ট হইয়া গেলে হরমা কিম্বা শালপাতায় আচ্ছাদন করিয়া সমস্ত বৎসর তন্মধ্যে বাস করে এবং নূতন শস্য হইলে পর সেই বিচালিতে গৃহের আচ্ছাদন প্রস্তুত করে; তাহাদিগকে খোলা, টীন খরিদ করিয়া এবং কলিকাতা হইতে ঘরামী মজুর আনাইয়া টীন ও খোলা বিছাই করাইতে হইলে যৎপরোনাস্তি অসুবিধা হইবে।

এদেশের মজুরেরা অভাবে স্ত্রী পুত্র পরিবারসহ দেশত্যাগী হইয়া আসাম, কাছাড় প্রভৃতি স্থানে কর্ম্ম করিতে যায়, এপ্রকার অবস্থাপন্ন লোকদিগের পক্ষে খোলা বা টীন দ্বারা অধিক ব্যয়ে গৃহ নির্ম্মাণ করা অত্যন্ত অসম্ভব।

মিউনিসিপ্যালিটীস্থ মধ্যবিত্ত লোকেরা প্রায়ই কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং চাসে যে খড় হয়, তদ্দারায় গৃহাদির আচ্ছাদন প্রস্তুত করিয়া নিজে বাস করে ও তন্মধ্যে তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জনের মূল উপায়স্বরূপ গো-মহিষাদি পশুদিগকে রাখে।

কোন কোন মহোদয় তর্ক করিতেছেন যে, এপ্রকার নিয়ম প্রচলিত হইলে, বিচালি যথেষ্ট সুলভ হইবে এবং লোক অল্প ব্যয়ে গো-মহিষাদি পশুদিগকে খাওয়াইয়া আরও কার্য্যক্ষম ও দুগ্ধবতী করিতে পারিবে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের এই যুক্তি নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল. কারণ এখানে গোচারণের স্থান প্রচুর আছে প্রায় সমস্ত জমিতে বৎসরে এক বারের অধিক ফসল জন্মে না এবং রাখালদের বেতনও পশু প্রতি চারি পয়সার অধিক নহে।

আমাদের বিবেচনায় খোলা বা টীনাচ্ছাদিত গৃহ অপেক্ষা খড়াচ্ছাদিত গৃহ অধিক স্বাস্থ্যকারক।

অনেক মিউনিসিপ্যাল-কমিসনর খড়াচ্ছাদিত গৃহে বাস করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না যে গ্রীষ্ম কালে তাহাদিগকে খোলা বা টীনের ঘরে বাস করিতে হইলে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের কত দূর হানি হইবে। যে সকল কমিসনরগণের হস্তে লোকের প্রাণ, স্বাস্থ্য এবং উন্নতি নির্ভর করিতেছে তাঁহারা যদি বাসগৃহ সম্বন্ধে এপ্রকার আইন প্রণয়ন করেন তাহা হইলে করদাতাগণ আগামী বর্ষে তাঁহাদিগকে ভোট দিতে বোধ হয় সঙ্কুচিত হইবেন।

অবশেষে প্রার্থনা যে সভ্যগণ এই আইনটীর বিষয় আর একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তাঁহারা যদি অগ্নিদাহের ভয়ে ভীত হইয়াই এপ্রকার আইন করিয়া থাকেন তাহা হইলে আপাততঃ কেবল পাকগৃহ সম্বন্ধে এই আইন করিবার প্রস্তাব করিলে অনেকেই ইহার অনুমোদন করিবেন। কিন্তু তেলিপাড়া ও বাগালপাড়ার পনর আনা রকম লোকের যে গৃহে বাস সেই গৃহেই পাক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্য তাঁহারা এই কল্পনা ত্যাগ করিয়া যদ্যপি মিউনিসিপ্যালিটীর উদ্বৃত্ত টাকা হইতে স্থানে স্থানে কয়েকটী কূপ খনন করাইয়া দেন, তাহা হইলে লোকের বিপদের সময় অনেক উপকার হয় এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী যে দমকলটী দিয়াছেন তাহারও অনেক সার্থকতা হয়।

—o—

বারুইপুর।

এতদ অঞ্চলের স্থানে স্থানে বিসূচিকা রোগ প্রবলরূপে দেখা দিয়াছে। মুলটী ও ময়মনরিয়া প্রভৃতি গ্রামে প্রতি বাটীতে প্রায় ৭।৮ জন লোক উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া কাল কবলে কবলিত হইতেছে। শব দাহ না করিয়া লোকে নাকি, দাহ স্থানে ফেলিয়া দিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছে। পুতি গন্ধাদিতে গ্রাম প্রপীড়িত করিতেছে। চিকিৎসক নাই, সুতরাং চিকিৎসার সম্পূর্ণ অভাব।

অত্রত্য মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন শাসন গ্রামে একটী সধবা দরিদ্র ব্রাহ্মণপত্নী উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া একটী রুগ্ন নাবালক পুত্র বৃদ্ধ শ্বশ্রূপত্নী ও বিদেশবাসী পরদাস স্বামী রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। অনাথ রুগ্ন পুত্রটী হয়ত রোগে শোকে ও অযত্নে জীবলীলা পরিত্যাগ করিবে। শাসনে জমীদার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাস। তাঁহারা কি এ নিঃসহায় দুর্দ্দশাপন্ন হতভাগা রুগ্ন শিশুটীর সুচিকিৎসা ও জীবনের কোন উপায় করিবেন না।

বারুইপুরে মধ্যে মধ্যে নানা স্থান হইতে নানারূপ পাগল আসিয়া উপস্থিত হয়। সম্প্রতি একটী পাগল দেখা দিয়াছে, সে কথা কহে না। যে যাহা দেয়, তাহাই আহার করে, পরিধান একখানি মলিন বস্ত্র কিন্তু গাত্রে একখানি নূতন রংয়ের চৌখুপি শাল র‍্যাপার আছে। তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতেও পাওয়া যায় না। এই পাগলটীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক হুজুগ উঠিল যে, বারুইপুর মুনসেফ আদালতের সেরেস্তাদার বদলী হইয়াছেন, তাই নির্ব্বাক উমেদারী রূপধারী ঐ ব্যাপার গন্ধে আবেদনকারী ইহার সত্য সত্য গোপনানুসন্ধান করিতে আসিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে এম, এ,বি, এর দল হুড়াহুড়ি তাড়াতাড়ি দেদার আবেদন সহ আবির্ভূত হইতে লাগিল। আবেদন প্রাপ্ত মুনসেফ বাবু অবাক্ হর্ষিত ও ক্রোধান্বিত অবাক্ এবং সেরেস্তাদার ভূতনাথ বাবু যাহার পদের জন্য আবেদনকারিগণের প্রার্থনা, তিনিও অবাক্। আমরা ভূতনাথ বাবুকে এ পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্ম করিতে দেখিতেছি, তিনি স্থানান্তরে যাইবেন কি না তাহাও অনিশ্চিত, অথচ আবেদনের ছটা দেখে কে!

লেখা পড়া শিখা যদি দাসত্বের জন্যই হয়, তবে এরূপ লেখা পড়া শিখা অপেক্ষা মূর্খ হইয়া থাকা ভাল, আর যদি অর্থোপার্জ্জনের জন্য হয়, তবে উপাধির জন্য এতকাল কষ্টভোগ না করিয়া উকীল মোক্তারের মুহুরিগিরি করিলেও কিছু সংস্থান করা হইত। বঙ্গবাসী ভায়ারা স্বাধীনতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া দাসত্বের জন্যই ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু দাসত্ব অপেক্ষা স্বাধীন ভাবে কৃষি কার্য্য করিয়া জীবন যাপনও যে সুখকর, এখন ইহারা একবারও চিন্তা করেন না ইহাই আশ্চর্য্য।

এখানকার মুনসেফ আদালতে ২।১টী কার্য্যদক্ষ লোকও আছেন সকলেরই উন্নতির আশা আছে, সুতরাং যদি কোন উক্ত পদ শূন্য হয় তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদেরই আবেদনই প্রার্থনীয়। উপাধিধারী ভায়ারা দাসত্বের জন্য এরূপ ঔৎসুক্য দেখাইয়া অপ্রতিভ হইলে সাধারণকে অপ্রতিভের উপর অপ্রতিভ হইতে হয়।

কলেজষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটারিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীদুর্গাচরণ রায়।

চুলের কলপ।

ইহা জলের ন্যায় তরল, লাগাইলে কোন কষ্ট নাই। যেরূপ পক্ককেশ হউক না কেন ৫ মিনিটে গাঢ় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ৩,৪ মাস থাকিবে। মূল্য ১৲ টাকা

রোজমেরি তৈল।

ইহা ব্যবহারে চারিদিক গোলাপের গন্ধ বিস্তার করে, শরীর স্নিগ্ধ থাকে, শিরঃ রোগের প্রতিকার। মূল্য বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ॥০ আনা।

অদৃশ্য কালি।

এই কালিতে লিখিবার সময় কিছুই দেখা যায় না, পরে উহাতে অগ্নির উত্তাপ লাগাইলে মাত্র স্পষ্ট দেখা যাইবে। গোপনীয় পত্র লিখিবার আশ্চর্য্য উপায়। মূল্য ।০ আনা।

লিলি পাউডার।

সর্ব্ব প্রকার দাগের মহৌষধ মূল্য ৷৵০ আনা।

ব্লড পিউরিফায়ার।

এই সালসা ডাক্তার কবিরাজ ব্যবহার করেন। পোষ, নালী, গরমি, বাগী, পচা ও পারা দোষ সংক্রান্ত সমস্ত ঘা ও কোষ্ঠ কাঠিন্য, কুষ্ঠব্যাধি ইত্যাদি সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়। মূল্য ১ টাকা।

এ, সি, বসু এণ্ড কোং।

৮২ নং মুক্তারাম ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অষ্টধাতু নির্ম্মিত অমোঘ।

অনন্ত,

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও প্রকাশিত।

৩৭ নং বেনেটোলা লেন পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই "অনন্ত" জনৈক মহামহোপাধ্যায় সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। উক্ত মহাত্মা আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ পুরঃসর অষ্ট ধাতু দ্বারা নির্ম্মাণ ও বৈদ্যুতিক গুণ সংযোগ করণ প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা দান করিয়াছেন। আমি ঐ সকল কার্য্য শিক্ষা করিয়া অষ্ট ধাতুর দ্বারা কয়েকটী "অনন্ত" নির্ম্মাণ পূর্ব্বক চিররোগগ্রস্ত কয়েকজন ব্যক্তিকে ধারণ করাইয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহারা অতি অল্পকাল মধ্যেই শরীরস্থ ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। সেই জন্যই সাধারণের উপকারার্থ স্বদেশের শুভ কামনায় আমার আবিষ্কৃত অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত "অনন্ত" প্রচার করিলাম।

এই "অনন্ত" স্বর্ণ রৌপ্য, তাম্র, সীস, বঙ্গ, দস্তা, লৌহ, পারদ এই অষ্টধাতুতে বিনির্ম্মিত। ইহা ক্রমান্বয়ে স্বর্ণের ন্যায় ধাতুর উপর অপর সাতটী ধাতু খচিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে প্রথম তুলিকা অন্তে তরল পারদ স্থাপিত থাকায় তদ্দ্বারাই বিদ্যুতীয় কার্য্য উৎপাদন করিয়া অষ্ট ধাতুর গুণ ক্রমশঃ শরীরে প্রবেশ করাইতে থাকে ইহাতেই শরীরের রক্ত পরিষ্কার করতঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ পূর্ব্বক ক্রমশঃ মেধা বৃদ্ধি হইতে থাকে, এই অনন্তকে জীবন রক্ষার মূল ঔষধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি মুক্ত কণ্ঠে বিশ্বস্ত রূপে বলিতেছি যে, এই সন্ন্যাস প্রদত্ত, আমার এই অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত অনন্ত ধারণ করিলে পর শরীর সম্বন্ধীয় নানা প্রকার ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে হইবে না।

আজ কাল নানা প্রকার ঔষধি ধাতুনির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরীয় ইত্যাদি যাহা অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে, তাহা যে কত দূর সত্য আমরা তুলনা করিতে চাহি না, কিন্তু মহোদয়গণ রত্ন ভ্রমে কাচ ক্রয় করিবেন না। ছোট ও বড় প্রত্যেক "অনন্তর" মূল্য ২৲ টাকা, ডজন ২০৲ টাকা, প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬টী ।৶০ আনা; ৭ হইতে ১২টী ৷৵০ আনা। অর্ডার পাইলে ভালু পেয়েবেল পার্শেলে মাল পাঠান যাইবে। আর বিদেশীয় মহোদয়গণ অনন্ত ক্রয়ের দাম অনুগ্রহ করিয়া রেজিষ্টারি করিয়া পাঠাইয়া দিবেন।

অনন্তর যে সকল স্থানে ধাতু খচিত হইয়াছে তাহা এক একটী করিয়া মিলাইয়া লইবেন। আর উক্ত সন্ন্যাসীর আদেশমত অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

মফস্বলে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, ড্রাফট, হুণ্ডি, মণি অর্ডার প্রভৃতি যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, জনৈকপাঠকগণ প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ হইবে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সত্য এবং সত্য মিথ্যা কিছুরই জন্য সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

নূতন ঔষধ ও কয়েক প্রকার চিকিৎসোপযোগী নূতন সামগ্রীও আসিয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থীদিগের উপাদেয় গ্রন্থ অনুপ বিধানতত্ত্ব ১ম ভাগ ১, টাকা। ঐ ২য় ভাগ ১, টাকা। ডাকমাশুল /০ আনা। বিশেষ পরীক্ষিত ম্যালেরিয়া ও বহুমূত্র রোগের মহৌষধ আমাদিগের নিকট পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া ভূপ এক ড্রাম শিশির মূল্য ॥০ আনা। ২ ড্রাম ঐ প্যাকিং ৶০ ঐ ঐ। বহুমূত্র রোগের মহৌষধ ১ ড্রাম শিশির মূল্য (আরোক) ॥০ ২ ড্রাম ঐ (চূর্ণ ঔষধ) ১, প্যাকিং ৶০ আনা।

সচিত্র চিঠির কাগজ

এ প্রকার চিঠির কাগজ এই প্রথম। সুন্দর শ্রীশ্রী দূর্গা মাঝে 'ভুলনা আমায়' সরস্বতী মূর্ত্তি সন তারিখ ছাপান ইত্যাদি, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ প্রভৃতির ব্যবহারের উপযোগী মূল্য সুলভ পাঁচ দিস্তা ৸৶০ আনা মাসুল /১০

জে, কে, শর্ম্মা এণ্ড কোং।
৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কে, ডি, সরকারের উপদংশ রোগের পারাবর্জ্জিত মহৌষধ।

সিপাহি বিদ্রোহের অবসান সময়ে নেপালের জঙ্গলে এক মুসলমান ফকীরের নিকট প্রাপ্ত। গত২৬বৎসর ইহা বিনা মূল্যে বিতরিত হইয়াছে কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও যশ প্রচারের সহিত ইহার গ্রাহক এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছে যে বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম। ইহাতে কোন প্রকারের পারা নাই, ইহা অল্পকাল মাত্র সেবনেই সহস্র সহস্র লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিরারোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র ইহার লেপনেই রোগোন্মুক্ত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারায় শিশু সন্তান ও পৈত্রিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহা রোগের সর্ব্বাবস্থায় আশু ফলপ্রদ; এমন কি পারাঘটিত ঔষধ সেবন জনিত দূষিত রক্ত ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্ষত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের এরূপ পারা বর্জ্জিত অব্যর্থ মহৌষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কলিকাতার সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রদত্ত প্রশংসাপত্র এবং ঔষধ সেবনের নিয়মাদি ঔষধের শিশির সহিত থাকিবে, আমাকে লিখিলেই উক্ত প্রশংসাপত্রাদি বিনা ব্যয়ে পাইবেন। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৷০ প্যাকিং ।০

শ্রীকালীদাস সরকার
গবর্ণমেণ্ট পেনসনর—লক্ষ্মৌ।

—●●—

বি, বি, বেনার্জ্জীর
হোমিও প্যাথিক ডিস্পেনসারি।

৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, পটলডাঙ্গা দীঘির দক্ষিণ কলিকাতা।
চিনসুরা ব্রাঞ্চ ডিস্পেনসারি রাজার বাগান, শ্যাম বাবুর ঘাট।

বিশেষ সুবিধা।

সোমপ্রকাশের সুলভ মূল্য।

৩ মাসের জন্য।

বর্ত্তমান সনের আগামী ফাল্গুন মাসের মধ্যে যাঁহারা নূতন গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র খানি পাইতে পারিবেন। এই সুলভ নিয়মের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ চৈত্র মাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহার পর সাধারণে এরূপ সুযোগ পাইবেন না। নূতন গ্রাহকগণ অধ্যক্ষের নামে ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা। এই ঠিকানায় মূল্যাদি পাঠাইবেন।

প্রেরিত পত্র

ভারতেশ্বরীর জুবিলি।

কিশুভ সংবাদ আনন্দ নিনাদ
বৃটীশ ভারতে উঠিল আজ,
জয় জয় ধ্বনি মঙ্গল কাহিনী
উঠিল ভারত ভবন মাঝ।
হিমাদ্রি শিখরে ভারত সাগরে
শুভ ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়,
ভিখারী ভূপতি আর হিন্দু জাতি
অ নব কাহিনী সকলে কয়।
জয় জয় রবে মঙ্গল বাদ্যে
উৎসবে অপার উন্মত্ত হয়,
যেখানে সেখানে সবে এক প্রাণে
কহিছে ভারত ঈশ্বরী জয়।
সমগ্র জগতে বৃটীশ ভারতে
একত্র বারতা ঘোষিছে সবে,
মহিষীর নাম জননী সমান
কহিছে সকলে ভৈরবরবে।
যথায় তপন তেজে না কখন
সুশীত তুষার প্রকাশ পায়,
অথবা যথায় কুমারুর প্রায়
সুসঙ্গ তপন কিরণ ধায়।
কেত্রেতে কেত্রেতে জীমূত মন্দ্রেতে
উঠিছে গভীরে বিজয় গান,
সাগর সঘনে লহরী বিকাশে
ভারত ভূমধ্য ধরিছে তান।
কহিছে ভৈরবে আই শুন সবে
বৃটিন সাগর আজি গো জয়
বিজয় বিসাদ হউক উত্থান
আজি এ বৃটীশ রাজত্বময়।
জয় রাজ্য যাঁর অধিপতি অপার
জয় জয় আজ বৃটীশ রাণী,
জয় পুণ্যধাম জয় পুণ্য নাম
জয় রাজত্ব তোমার জননি!
পুণ্যের বিধানে তব রাজ্য স্থানে
শান্তশত বর্ষ পুরিল আজ,
নূতন এবার বৃটিনে এবার
সমগ্র বৃটিশ ভূমির মাঝ।
ঘটে নাই যাহা ঘটিল তাহা
এ যেন রাজত্ব কাহার হায়,
সুখ শান্তিময় তব রাজ্য হয়
তাই জয়গীতি সকলে গায়।

টাউন হলে কেশবচন্দ্রের মূর্ত্তি স্থাপনোপলক্ষে।

উচ্ছ্বাস।

শোক সন্তাপিত ভারতবাসী
বালক যুবক আজিকে মিলি
　　কহিছে আবার কিসের কথা
আবার শুনিয়ে আবার আজ
ভারতবাসীরা ভারত মাঝ
　　তুলিছে বিষম শোকের গাথা।

২

ভুলেনি সে শোক ভুলেনি এটি
জাগিছে এখনো মানব-পেটে
　　পারি কি সে শোক ভুলিতে কভু
সদাই সে শোক জাগিছে তায়
পারিনা ভুলিতে ভুলিতে তায়
　　সান্ত্বনা দেহন অনন্ত প্রভু।

ব্রহ্মানন্দ মূর্ত্তি ভুলেনি তাঁর
ভুলেনি মূর্ত্তি "পাহাড়ী বাবার"
　　ভুলেনি সে নৃত্য নূপুর পায়
ভুলেনি তাঁহার বেদীর বাণী
ভুলেনি সে মুখে মধুর ধ্বনি
　　ভুলেনি সে চক্ষে প্রেমাশ্রু ধায়।

৪

ভুলেনি নব বিধান বারতা
নূতন নূতন ধর্ম্মের কথা
　　নব বিধানের নব সমন্বয়
নব ভক্তি প্রেম যোগের কথা
জগতে নব জীবন বারতা
　　ভুলেনি কিছুই সব মনে হয়

৫

ভুলেনি উৎসবে আগ্রহ তাঁর
সেভায় ভক্তি মদে ঘুমিবার
　　নগর পথে নগর কীর্ত্তন
ভুলেনি নগ্ন পদে মত্ত প্রেমেতে
হরিনাম ধ্বনি পথেতে পথেতে
　　করিত পাষণ্ড হৃদয়াকর্ষণ।

৬

ভুলেনি কীর্ত্তন উদ্যানে তাঁর
ভুলেনি কথা তাঁর বক্তৃতার
　　অসংখ্য শ্রোতার জনতা তথা
ভুলি নাই সেই টৌনহলে
ইংরাজ বাঙ্গালী ইহুদী-দলে
　　শুনিতে বক্তৃতা ছুটিত তথা।

হিন্দুভাব তায় হিন্দুর মনে
বৌদ্ধের ভাব মহিংসা নির্ব্বাণে
　　সকল ধর্ম্মের সত্য সমন্বয়
বিংশতি সহস্র শ্রোতার মাঝ
সেই এক মূর্ত্তি করিয়া বিরাজ
　　মাত হত সব শ্রোতৃনিচয়।

৮

সেমূর্ত্তি নীরব নীরব আজ
দাঁড়ায়ে টৌনহলের মাঝ
　　কহিবে মুখে আর কি সকলে
কিছুই পারিনা ভুলিতে তাঁর
স্মরিয়া সদাই শোক পারাবার
　　অনন্ত উচ্ছ্বাসে সদা উথলে।

৯

যেখানেই যাই হৃদয় কাঁদে
অজস্র অশ্রু নিষম বিষাদে
　　নয়নে বহিছে অজস্র ধারে
সেমূর্ত্তি কখন ভুলিবার নয়
যখন তখন মনেতে হয়
　　ভুলিতে কি কেহ কখন পারে।

১০

তবে কেন আজ ভারতবাসী
জ্বালাতে দ্বিগুণ যন্ত্রণারাশি
　　আজি এ মূর্ত্তি করিয়া তাঁর
কেন এ ভারতে আবার সবে
কাঁদাতে সকলে শোকের রবে
　　এ মুরতি কেন করিলে আবার।

১১

এক্ষেত্র কমল কুটীর গৃহে
গমনে তথায় পরাণ দেহে
　　থাকেনা দেখিয়া সমাধি তাঁর
সহজে যাইতে টাউনহলে
এখনো যেখানে পরাণ টলে
　　দেখিব কেমনে এমূর্ত্তি আবার।

১২

এনয় কৃত্রিম মুরতি তাঁর
অনন্ত প্রেম বিশ্বাস আধার
　　বিরাজে তাহাতে জীবন্ত ভাতি
দেখিয়া এ মূর্ত্তি দেখিনা তাঁর
চৈতন্য গৌরাঙ্গ শাক্য ঈশার
　　হতেছে মকল সাধুর স্মৃতি।

১৩

কৃত্রিম মুরতি এ মুরতি নয়
সাধুর মুরতি কৃত্রিম কি হয়
　　কহিছে এখনো অনন্ত ভাবে
এমূর্ত্তি নীরব নীরব নয়
যত দিন ধর্ম্ম জগতে রয়
　　কবে ধর্ম্মকথা জগত প্রবেশে।

১৪

সে জীবন্ত আত্মা প্রেমের কথা
নব বিধান ধর্ম্মের বারতা
　　ঘোষিবে ভৈরবে জগতময়
"প্রেম ভক্তি যোগ সত্য সমন্বয়
সর্ব্ব ধর্ম্ম এক নব ধর্ম্মে হয়
　　জয় নব বিধানের জয়।"

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়।

কিয়দ্দিবস অতীত হইল করিমুল্লি গ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনর ও গবর্ণমেণ্ট দাতব্য ঔষধালয়ের সুযোগ্য ডাক্তার বাবুর বিপক্ষে উক্ত গ্রামবাসী কতিপয় লোক মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ মৈত্র মহাশয়ের সমীপে আবেদন করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, উক্ত চেয়ারম্যান বাবু সাধ্যমত ন্যায় বিচারের ত্রুটী করিবেন না। কিন্তু অত্যন্ত নিরতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম যে, সম্প্রদায় বিশেষের উত্তেজনায় এই ঘটনাটি ঘটিয়াছে। ইহা নিঃস্বার্থভাবে কখনই হয় নাই। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে অবশ্য কোন না কোন ব্যক্তির অনিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যাহাতে উভয় দিক বজায় থাকে এইরূপ করিলে ভাল হয়। আমাদের কি কিছুমাত্র বিবেচনা শক্তি নাই? ইহার কিছুদিনপূর্ব্বে অনেকেই উক্ত ডাক্তার বাবুকে স্থায়ীরূপে ঐপদে রাখিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক্ষণে একেবারেই তাঁহার ধ্বংসের চেষ্টা করা হইতেছে। তাই বলি "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" ইহাতে কেবল মাত্র অস্থিরচিত্ততা প্রকাশ পাইতেছে। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন মতের পোষকতা করিয়া থাকেন। যতদূর জানা আছে তাহাতে তিনি উক্ত দোষে দোষী নহেন আমাদের এইরূপ বিশ্বাস।

এই দুর্ণাম ঘটিত ব্যাপার রাস্তায়, ঘাটে, মাঠে, বাজারে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে এই বিষয়ের পরি

গান ফল জানিবার জন্য উৎসুক আছেন। আমরা অবগত হইলাম যে, উক্ত গ্রামের জনৈক মধ্য ডাক্তার বাবুকে এই পদে স্থাপনের জন্যই ঈদৃশ ষড়যন্ত্রের আয়োজন করা হইয়াছে। নিতান্ত পক্ষে তাঁহারা যদি ডাক্তার বাবুর কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ করিবার পরিবর্ত্তে অথবা তাঁহার পেন্‌সনের পথে কুঠারাঘাত না করিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া নিজের আয়ত্তাধীন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পাওয়া তাঁহাদের উচিত ছিল। অতঃপর সম্প্রদায় বিশেষের বিষ চক্ষে পড়িয়া তাঁহাকে যাহাতে জর্জ্জরীভূত হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে।

উপসংহারে বক্তব্য যে, উক্ত ঔষধালয়টী যখন খাসমহলে ছিল, তখন উত্তম উত্তম ঔষধ সকল আসিত। কিন্তু এক্ষণে কমিশনর মহোদয়দিগের নৈমিত্তিকতায় ঔষধের অভাব কিংবা "নাই" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবার এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, মধ্যে মধ্যে ডাক্তার বাবুর খরচও কমাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। যদ্যপি এমন হয়, তাহা হইলে একজন বাবুকে ডাক্তার রাখিয়া দিলে মিউনিসিপ্যালিটির অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইতে পারে।

কোদালিয়া
১০ই জানুয়ারি ১৮৮৭ } নিবন্ধক
শ্রীঃ—

অপূর্ণচন্দ্র গ্রহণ।

বিফলান্যন্যশাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলং।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ

আগামী ২৭ এ মাঘ পৌর্ণমাসীতে সায়ং সময়ে আমরা পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিব, অথবা খণ্ড চন্দ্র দর্শন করিব ইহার অন্যতর নির্ব্বাচন করা অদ্যকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, এ বিষয়ে বাঙ্গালার পঞ্জিকাকারগণ এক বাক্যে সম্পূর্ণ মত প্রদান করিয়াছেন যে, উক্তদিবসে গ্রস্তোদয় হইবে অর্থাৎ চন্দ্রমা খণ্ডিত মূর্ত্তিতে আমাদিগকে দর্শন দিবেন। এমন কি কোন কোন পঞ্জিকাতে চন্দ্রগ্রহণের চিত্রখানি পর্য্যন্তও চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের পক্ষে এ সকলই বিচিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে, যেহেতুক ইহার ত কোন মূল অদ্যাবধি আমরা অবগত হইতে পারিলাম না দর্শনের কথাও অস্মাদৃশ ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। চন্দ্রগ্রহণ যে কি কারণে সংঘটিত হয়, তাহা যদি সূক্ষ্মরূপে অনুধাবন করা যায়, তাহা হইলে আমরা যেন বোধ করি দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদগণও এ বিষয় মুক্তকণ্ঠে কখনই স্বীকার করিবেন না। আকাশ পথে একটী পথস্থান আছে, যাহাকে ছায়ামার্গ কহে সেটী সর্ব্বদাই সূর্য্য অপেক্ষা সপ্তমরাশিতে অবস্থিতি করে, যখন চন্দ্রগ্রহ স্বকীয়গতি বশতঃ সেই ছায়াপথে প্রবেশ করেন, তখন চন্দ্রপর্ব্ব উপস্থিত হয়। পরে দেখিতে হইবে, উক্ত দিবসে সায়ংকালে উভয়ের কিরূপ অবস্থান হইয়াছে তাহাতে সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ সময়ে ছায়া বৃত্ত হইতে চন্দ্রমণ্ডল শরতুল্য অন্তরে রহিয়াছে অতএব সে সময়ে গ্রহণের সম্ভাবনা নাই, এরূপে আশা করা যায় যে পূর্ণিমাতে আমরা পূর্ণচন্দ্রই দর্শন করিব। গণিত বিষয়ের আন্দোলন করা নিষ্প্রয়োজন, উহাতে যদি কেহ তর্ক করিতে উপস্থিত হন, আমরা তাহার প্রতিবাদী হইতে চাহি না। কারণ ফলেন পরিচীয়তে, কেবল গণিতের পারিপাট্য সাধনেই কৃতার্থতা লাভ হয় না, সাফল্য সম্পাদন করা একান্ত আবশ্যক, যদ্যপি তাঁহারা ফলের সহিত ঐক্য করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মত শিরোধার্য্য করিব এবং একটী নূতন শিক্ষা লাভও হইবে। ঈশ্বর করুন তাঁহাদিগের বাক্য অন্যথা না হউক, কিন্তু পরিণামে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক দেশস্থ গণিতকারেরা যে পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন আমরাত তাহার বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বী হইলাম, এক্ষণে উক্ত মত দ্বয়ের মধ্যে কোনটী প্রকৃত কোনটী বা অপ্রকৃত, ইহার নির্ণয় কে করিতে পারে, যেহেতু ফল ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত, তবে উক্ত দিবসে চন্দ্রমা মূর্ত্তিমান হইয়া যে পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন সেই মতটী বিশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত ও লোক সমাজে সমাদৃত হইবে। উপসংহারে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমাদিগের অনুরোধ তিনি যেন এবিষয়টী স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া ফল সাধারণের গোচর করেন, তাহা হইলেই অন্যতরের শ্রম সার্থক বোধ করিব।

বারাণসী } শ্রীজয়রাম বেদান্তবাগীশ
শক ১৮০৮।১২ মাঘ } শ্রীজয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগরয়োঃ

অনুসন্ধান সমিতির অনুসন্ধান।

সময় বিশেষে, বাধ্য হইয়া অনেকের বিপক্ষে আমাদিগকে অনেক কথা বলিতে হয়। ইহাতে তাঁহারা আমাদের উপর রুষ্ট বই যে তুষ্ট নহেন, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু কি করিব?—লোকে যাহাতে বিপথ ভুলিয়া অসদুদ্দেশ্যে চালিত না হইয়া সৎপথে—সদুদ্দেশ্যে কার্য্য করে, যখন এই আমাদের উদ্দেশ্য, তখন যেরূপ হউক, কাহাকেও পাপ কার্য্যে বাধা দিতে সঙ্কুচিত হইব কি প্রকারে? দিন দিন অনুসন্ধান-সমিতির সন্ধানে আমরা যে সকল জুয়াচোর প্রবঞ্চনার বিষয় জ্ঞাত হইতেছি তাহার সম্যক্ প্রকাশ বা নিবারণ অসাধ্য। তবে যত দূর পারি চেষ্টা করিয়া দেখি, লোকের তাহাতেও যদি চক্ষু ফুটে, তাই যথেষ্ট।

সংপ্রতি নিম্নলিখিত কয়টি বিজ্ঞাপনদাতা সম্বন্ধে আমরা এইরূপ সন্ধান পাইয়াছি,—

(১) টি, মিত্র, ম্যানেজার, রিপণ লাইব্রেরী; ৫৬ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইনি "হেমকুমার গ্রন্থাবলী" প্রকাশ করিব বলিয়া সংবাদপত্রে জাঁকাল বিজ্ঞাপন দিয়া বিস্তর লোকের অর্থ আত্মসাৎ করিয়া এখন যে কোথায় কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার সন্ধান নাই।

(২) এইরূপ, অধরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩ নং কলেজষ্ট্রীট হইতে 'সুধারক' পুস্তক প্রকাশ ও তাহার গ্রাহকগণকে উপহার দান করিবার লোভ দেখাইয়া বিস্তর লোকের অর্থ আত্মসাৎ করত এখন যে কোথায়, কি ভাবে আছেন, তাহারও সন্ধান নাই।

(৩) ২০৪ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট এবং ৬নং মহেন্দ্র বসুর গলি হইতে "সখা ব্রাদর্স" এই নামে 'সচিত্র তিলক-রাজ' বিতরণের এক জাঁকাল বিজ্ঞাপন বাহির হয়। তাহাতেও লোক ঐরূপ প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত হইয়াছে।

(৪) অধরচন্দ্র সরকার; ৩৭ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন। ইনি বংশপুরাণ প্রভৃতি প্রকাশে অসমর্থ হইয়া আপাততঃ কখনও সরকার কোম্পানির ম্যানেজার হইয়া, কখনও বা এ, বি, সরকার প্রভৃতি সাজিয়া সাধারণ-সমক্ষে প্রকাশ হইতেছেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে সমিতির অনুগ্রহপ্রার্থী হন। কিন্তু মধ্যে এক দিন নাম ভাঁড়াইয়া, সমিতির আপিসে আসিয়া নানারূপ ছলনা করায় ও পরে তাহা প্রকাশ পাওয়ায় সমিতি হইতে তাঁহার কার্য্যকলাপ আলোচিত হয়। 'ইন্দ্রজাল কল্পতরু' ও "ওয়াচ ঘড়ি সহ গ্রাহকগণকে বর্দ্ধপ্রচার" বিতরণের লোভপূর্ণ বিজ্ঞাপনদাতা ফকির সরকারের কাহিনী কাহারও অবিদিত নাই। অধর সরকার সেই ফকির সরকারের অনুজ। বলা বাহুল্য ইনি এক্ষণে 'দাদার ভাই' হইয়া উঠিয়াছেন দেখিয়া দুঃখিত

আছি। ভগবান, ইহার মতি ফিরান, এই প্রার্থনা।

(৫) "Central Gazette" নামে এক পত্র প্রকাশ করিব বলিয়া H C.mitra স্বাক্ষরিত ব্যক্তি অনেকের টাকা আত্মসাৎ করিয়া এক্ষণে যে কোথায় আছেন স্থিরতা নাই।

(৬) ব্রজেন্দ্রলাল পাল; ১৪ নং শিবকৃষ্ণ দাঁর গলি। New India নামক পত্রিকা প্রকাশ করিব বলিয়া অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং এখন সন্ধান করিলে ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

(৭) নগেন্দ্র নাথ দেব, ৩নং রামবাগান লেন হইতে কখনও "নাথারি" নামে ঘড়ী বিক্রয় করিবেন বলিয়া কখনও (এখনও) ৬ টাকায় অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও তৎসহ মূলানুবাদ মহাভারত উপহার দিতে চাহিয়া নানা রকম জাকাল বিজ্ঞাপন বাহির করেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে পত্রসহ উক্ত ঠিকানায় লোক পাঠাইলে সন্ধান পাওয়া যায় না। পাড়ার লোক বলে, 'এই রূপ আরও বিস্তর লোক আসিয়া খুঁজিয়া ফিরিয়া যায়। ফলতঃ এক ঠিকানায় বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানান্তর হইতে টাকা কড়ি গ্রহণ করার উদ্দেশ্য কি, সাধারণে বুঝুন।

(৮) গিরীন্দ্রলাল দাস দেব; ইনি এক সময় 'হার লাইব্রেরী' নামে ১৬৬ নং চিৎপুর রোড হইতে অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতে মূলানুবাদ ১৬ টাকার স্থলে ৩ টাকা দিবেন বলিয়া এক জাকাল বিজ্ঞাপন বাহির করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে বটতলার মহাভারত দিয়া লোকদিগকে প্রতারিত করেন। ভেরী ও কুশদহ পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ইহার তদন্ত করিয়া কাগজে লিখিলে, তিনি নীরব হন এবং ঠিকানা বদল করেন। এখন আবার সেই পরিবর্ত্তিত ঠিকানা হইতে নানা কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেছেন। ইহার বিরুদ্ধে আমরা নানা অভিযোগ পাইতেছি। বলা বাহুল্য, জানিতে পারিলে লোকে আর কাহার ঠকিবে? সুতরাং গিরীন্দ্রলালের এ সময় সাবধান হইয়া সৎ পথে চলা উচিত।

(৯) 'রূপরাজিনী'র জন্য টাকা লইয়া বেচুলাল ঘোষ অনেককে ঠকাইয়াছেন। ইহারও আর সাক্ষাৎ নাই।

(১০) "একবস্ত্রাশী যুবতী মেলা" শীর্ষক প্রলোভনপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। সেই বিজ্ঞাপন পাইয়া তাহার এজেন্ট কালীপ্রসন্ন দেব এম, এ, বি, এল, এই নামে ২৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে অনেকে টাকা পাঠাইয়া তা'র পর আর সংবাদ পান না এবং আমাদের প্রেরিত লোক যাইয়াও উক্ত ঠিকানায় তাঁহার সন্ধান পায় নাই।

(১১) সম্প্রতি, ৯০ নং সোণাগাছি, দেওয়ান বাটী হইতে "দা এণ্ড কোং" প্রচারিত সানুবাদ পদ্মপুরাণের" এক বিজ্ঞাপন বঙ্গবাসীতে দেখিয়া অনুসন্ধান সমিতির মাননীয় সভ্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাহার সন্ধানে গমন করেন। এবং সন্ধানে দেখেন, পুস্তকে মূল নাই, অথচ বিজ্ঞাপনে 'সানুবাদ' লেখা আছে। অন্যত্র প্রকাশিত অনুবাদের সংক্ষিপ্ত ও ভ্রমপূর্ণ বলিয়া তাঁহার বোধ হয়।

(১২) গোরদাস বৈরাগী; ইনি পূর্ব্বে ৫নং রামমোহন সাহার লেন হইতে ১৮ টাকার স্থলে ৩ টাকায় 'বেদব্যাস প্রণীত মহাভারতের মূলানুবাদ প্রদান করিবেন বলিয়া কয়েক মাস ধরিয়া ভারতবাসী প্রভৃতিতে জাকাল জাকাল বিজ্ঞাপন দেন। পরে তৎপরিবর্ত্তে বটতলার কাশীদাসী মহাভারত দিয়া লোকদিগকে প্রতারিত করিলে এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে আলোচিত হয় এবং তিনি সে বিজ্ঞাপন বন্ধ করেন। তা'র পর নিজের নামে কলঙ্ক হেতু ইনি দেবেন্দ্রনাথ দত্তের নামে "আদি ইন্দ্রজাল মহাবিদ্যা" ও 'সহজ মুষ্টিযোগ প্রভৃতি বটতলার ছাপা চটি চটি পুস্তকের উচিত মূল্যের দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ মূল্য লইয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। শেষে তাহাতেও লোকে সতর্ক হইলে ইনি ঠিকানা বদলাইয়া ফেলেন এবং এখন 'গৌরদাস পুস্তকালয়ের' স্থাপনকর্ত্তা হইয়া উক্ত দেবেন্দ্রের নামে ও নিজ নামে পুস্তক ও ঔষধ প্রভৃতির বিজ্ঞাপন দ্বারা লোকদিগকে ভুলাইতেছেন। যাই হোক, আমরা গৌরদাসের এখনও মঙ্গল প্রার্থনা করি।

সমস্ত ব্যবসায়ীর প্রতি নিবেদন।

জুয়াচোরগণের জুয়াচুরী বন্ধ ও সৎব্যবসায়িগণের উন্নতি করে সহায়তা, সংক্ষেপতঃ এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই অনুসন্ধান সমিতির সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, যতদূর সাধ্য আমরা এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাণপণে তৎপর আছি; এবং আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, দিন দিন অধিকাংশ লোকই একেবারে বিজ্ঞাপনের কুহকে না ভুলিয়া অগ্রে তাহার সঠিক সংবাদ লইয়া তবে টাকা পাঠাইতেছেন। আমরাও যতদূর পারি, চেষ্টা পাইতেছি; কিন্তু বলা বাহুল্য সকল বিষয়ের সঠিক সন্ধান বড় সহজ নহে; সুতরাং অনেক সময়, ভুল বিশেষে সংবাদ দিতে আমাদিগকে কুণ্ঠিত হইতে হয়। ইহাতে পাছে আমাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল ফলে, এই আশঙ্কা। আর সেই আশঙ্কা হেতুই আজ সমগ্র ব্যবসায়ীসমীপে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা কোন পুস্তক, পত্রিকা, প্যাটেন্ট ঔষধ বা অন্যান্য কোন ব্যবহার্য্যের বিষয় প্রচার করিবার সময় যেন অনুগ্রহ করিয়া সেই সকল দ্রব্যের নমুনা আমাদিগকে উপহার প্রদান করেন বা অন্ততঃ দেখিতে দেন। তাহা হইলে আমরা উপযুক্ত পরীক্ষক দ্বারা সেই সকল দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া সাধারণকে জানাইব।

আমাদের প্রাপ্ত সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি পুস্তক সম্বন্ধের গুণাগুণ নির্দ্ধারণে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ, কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায়, শিল্পপুষ্পাঞ্জলির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দেব, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী মৈত্র এম, বি, পুরাতত্ত্ববিৎ বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ এবং বঙ্গের অন্যান্য কৃতবিদ্যগণও স্বীকৃত আছেন। তা ছাড়া খ্যাতনামা ডাক্তারগণের ও রোগী দ্বারা ঔষধের পরীক্ষা এবং অন্যান্য বিভাগের পারদর্শী ব্যক্তিগণের দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের গুণাগুণ বিচার করাই, আমাদের ইচ্ছা। এক্ষণে, ব্যবসায়িগণ! সমিতির এই সদুদ্দেশ্যের সহায় হউন, এই প্রার্থনা।

অনুসন্ধান সমিতির অনুমত্যনুসারে
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী,
অনুসন্ধান সমিতির অধ্যক্ষ।

অনুসন্ধান সমিতি।
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৬ই মাঘ, ১২৯৭।

সোমপ্রকাশ।

১৯এ মাঘ সন ১২৯৩ সাল

আমাদের দেশে বয়োবৃদ্ধা বিধবারা যেমন স্বেচ্ছামতে প্রয়াগে গিয়া মাথা মুড়াইয়া আইসেন গুজরাটের মহারাষ্ট্রী সমাজে সেরূপ স্বাধীনতা নাই। গুজরাটের সামাজিক নিয়ম এই যে বালিকা হউক আর

বয়োবৃদ্ধা হউক, বিধবা হইলে স্বামীর মৃত্যুর পর দশম দিবসে সকল রমণীকেই মস্তক মুণ্ডন ও বিধবার বেশ পরিধান করিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট দিবসে মৃত ব্যক্তির পরিবার বর্গ তাহার পত্নীকে লইয়া দেবস্থানে মাথা মুড়াইয়া আনেন। যে সকল বিধবা নিতান্ত বালিকা, তাহাদের পক্ষে এই প্রথাটী বড়ই ক্লেশদায়ক। অনেক বয়ঃপ্রাপ্তা রমণীরাও রমণীগণের প্রধান শোভা আদরের কেশ রাশি মুড়াইবার সময় বিষম আপত্তি করে। কিন্তু কোনও রমণী কেশ না মুড়াইলে সমাজে মুখ দেখাইতে পারে না। এটা বড় বাড়াবাড়ি, একেত বর্ত্তমানকালে নবীনা হিন্দু বিধবার পক্ষে বৈধব্যব্রত নিতান্ত অনিচ্ছাসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইহার উপর যদি আবার অসমুচিত কঠোরত প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা কখনই কালের উপযোগী হইবে না। আমরা গুজরাটের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এবিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি।

—০—

বাবু বীরেন্দ্র নাথ পাল আবার দেখা দিয়াছেন। এত শিক্ষিত এবং উপযুক্ত লোক বর্ত্তমান থাকিতে পবলিক সার্ভিস কমিশন বাছিয়া বাছিয়া পাইওনিয়রের প্রিয়পাত্রকে কেন খুঁজিয়া বাহির করিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বীরেন্দ্র নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার শিক্ষাও কত দূর তাহা কোন উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের পরিজ্ঞাত নাই। তিনি একজন জমীদারের পুত্র এবং তাহার মৃত পিতার বিষয়াদির ম্যানেজার বলিয়া সাক্ষ্যদিবার সময় আত্ম পরিচয় দেন। তৎপরেই তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতা এবং স্বদেশবৎসলতা প্রকাশ পায়। বাবু বীরেন্দ্র নাথ বলেন পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বীতার কোনও আবশ্যক নাই। প্রতিদ্বন্দ্বীতা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করা নিতান্ত ভ্রম। তাঁহার মতে ছুতোরের ছেলে ছুতার হইবে, মুচি ম্যথরের ছেলে, মুচি ম্যথর হইবে, জজের ছেলে জজ হইবে। জিজ্ঞাসা করি, তবে পাড়াগাঁয়ের একজন জমীদারের ছেলে জমীদারী ছাড়িয়া রাজনৈতিক সংকল্প দিতে আসিয়া সংকল্পিত হইয়া? বাবু বীরেন্দ্র নাথ পদস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছেন। সেই জন্যই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী পরীক্ষার এতদূর প্রতিবাদী। তাঁহার এংলো-ইণ্ডিয়ান প্রিয়তার উদ্দেশ্যই বা আর কি হইতে পারে?

—০—

বহরমপুর কলেজটীর কি হইল? গভর্ণমেণ্টত এই কলেজটী উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। অন্যে যখন ইহার কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিতে চাহিলেন গভর্ণমেণ্ট অমনি বলিয়া বসিলেন যে তাঁহাদের সহিত যদি একটা নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ করা যায় গভর্ণমেণ্ট সেই সময়ের জন্য বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিতে পারেন। যে যে মেয়াদী বন্দোবস্তে গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন না। আমরা এই ওজরটীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না। যদি গভর্ণমেণ্টের এরূপ বোধ হয় যে বিদ্যালয়টী অনাবশ্যক, তবে তাহাতে মেয়াদের প্রয়োজন কি? মেয়াদ করিয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিতে কাহার প্রবৃত্তি হইবে? গভর্ণমেণ্ট কি ইচ্ছা করেন যে দেশের লোকের সহায্যাভাবে বিদ্যালয়টী উঠিয়া যাউক।

—০—

সকল অবস্থাতেই মানুষের সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলেই মানুষ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। রাজনীতি সমাজনীতি স্বাভাবিক সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়া কাহারও শাসন প্রবল থাকিতে পারে না। যে যে সময়ে যেযে প্রদেশে রাজা অত্যাচারী হইয়া প্রজার সহিষ্ণুতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছেন সেই সেই সময়ে সেই সেই প্রদেশে একটা দারুণ রাষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। যে যে স্থানে যে যে সময়ে সমাজনীতি প্রবল হইয়া মানুষের সহন শীলতার বহির্দ্দেশে কার্য্য করিয়াছে সেই সেই স্থানে সেই সেই সময়ে সমাজ মধ্যে একটা বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়া সমাজ নীতির সংস্কার হইয়া গিয়াছে। প্রজা যতই দুর্ব্বল হউক না, সমাজ সম্বন্ধীয় ব্যক্তিবর্গ যতই অক্ষম হউন না, উৎপীড়ন ও অত্যাচার হইলে রাজা ও সমাজ যে বিপদগ্রস্ত হইয়া উঠে এবিষয়ের বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্যুতঃ সাম্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া না চলিলে রাজ্য শাসন ও সমাজ শাসন কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাস পাঠ করিলে এই দুইটী সত্য বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতে পারে। যে দিন আর্য্যগণ এই স্বর্ণ ভূমিতে পদার্পণ করিয়া ইহার অধিবাসী হইয়াছেন, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সমাজ এবং সাম্রাজ্যের ক্রমাগত পরিবর্ত্তনের কারণ ভারতবাসীর সমাজ ও শাসন কার্য্য সাম্যের অভাব। হিন্দুরাজগণ যখন অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সময়েই ভারতবর্ষ মুসলমানের করায়ত্ত হইয়াছে। মুসলমান যখন প্রজাপীড়ন করিয়া প্রজাবর্গের অপ্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইংরাজ তখন এই স্বর্ণ ভূমির সাম্রাজ্য অধিকার করিতে পারিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় আর্য্য সমাজে ব্রাহ্মণ যখন অত্যাচারী হইয়া সমাজের উপর একাধিপত্য করিতে থাকেন বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রবলতা খর্ব্ব করিয়া ফেলেন, বুদ্ধের শিষ্যানুশিষ্যগণ যখন ঈশ্বরত্ব পাইবার উদ্দেশে সমাজের উপর কঠোর শাসন প্রচলিত করেন ব্রাহ্মণসমাজ তখন মস্তক তুলিয়া বৌদ্ধের অত্যাচার দমন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায় উত্থিত হইয়া সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করিয়া দিয়াছেন, সেও কেবল অসাম্যের প্রত্যক্ষ ফল। হিন্দুসমাজ ধর্ম্মের উপর স্থাপিত, ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজও পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে। ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজও বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে। একজাতিভেদ ধর্ম্মমূলক প্রথা নানক ও চৈতন্য সেই ধর্ম্মমতের ব্যতিক্রম করিয়া জাতিভেদের মূলচ্ছেদ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ

হইবে আমাদের রাজ্য ও সমাজ শাসন কার্য্যে এখনও কিয়ৎ পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন। রাজা প্রজার সহিত কিছু অধিক ঘনিষ্ঠতা প্রদর্শন করুন। শাসনকার্য্যে প্রজার সহায় গ্রহণ করুন, সমাজপতি যাঁহারা, সমাজের শীর্ষদেশে দণ্ডায়মান হইয়া যাঁহারা শাসন বিধান করিতেছেন, তাঁহারা ও সমাজীদিগের প্রতি একটু সমদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। রাজা ও সমাজপতি যদি বুদ্ধিমান হন, তবে রাজ্য ও সমাজ মধ্যে কখনই বিপ্লব উপস্থিত হয় না। যাঁহারা কাল বিবেচনা করিয়া রাজ্য ও সমাজের মধ্যে বিরুদ্ধ ও বিরোধিদিগের সমবায় করিতে না পারেন, তাঁহারা কখনই বিবেচক ব্যক্তি নহেন।

—•:•—

কনগ্রেস সভার স্থায়ী কমিটি।

জাতীয় সম্মিলনীর প্রস্তাবানুসারে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন গৃহে উক্ত সভার একটী স্থায়ী কমিটী সংগঠিত হয়। নানা প্রদেশ হইতে প্রেরিত ৩০ জন সভ্য একত্র হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি স্থির করেন।

১। তৃতীয় বার্ষিক কনগ্রেস সভার কার্য্য সম্পাদনার্থ নিম্নলিখিত সভ্যগণ নিযুক্ত হন। ইহাঁরা আবশ্যক বুঝিলে সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেও পারেন।

অনারেবল প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়, বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার ত্রৈলোক্য নাথ মিত্র, বাবু গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, অনারেবল আনন্দমোহন বসু, মিঃ জে ঘোষ, বাবু শালিগ্রাম সিং, মিঃ সফরুদ্দিন, বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন। বাবু যদুনাথ রায় বাহাদুর, মিঃ সফরুদ্দিন কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে, ডাক্তার আমিজ উদ্দিন, কাজে আবদুল আলিম, বাবু আনন্দচন্দ্র রায় নরেন্দ্র নাথ সেন, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, জয় গোবিন্দ সোম, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্রেটরি।

২। আসামের কুলি এবং কুলি সংক্রান্ত ১৮৫৯ সালের ১৩ আইন এবং ১৮৮২ সালের ১ আইনের নিয়োগ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইবেন। ইহারা আবশ্যক মত অন্যান্য ব্যক্তিকেও সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিবেন।

রায় কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, মিঃ এম, যে, ঘ, অনারেবল আনন্দ মোহন বসু, বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ কুমার মিত্র জয়গোবিন্দ সোম, গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ মুখোপাধ্যায় দেবেন্দ্র নাথ দত্ত, দ্বারিকা নাথ গাঙ্গুলী।

৩। বর্ত্তমান বৎসরে যেরূপ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের শাসনপ্রণালী এবং উন্নতির সমালোচনা করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্য নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইলেন।

বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র নাথ সেন, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী অনারেবল আনন্দমোহন বোস, মিঃ এম ঘোষ এবং ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র।

৪। এই কমিটীর মতে কলিকাতায় একটী আদর্শ কার্য্যকরী বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক।

কনগ্রেস সভায় এই কমিটী সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ নানা মত প্রকাশ করিতেছেন। এরূপ মতান্তর উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। কোনও একটী হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে গেলে মতভেদ হয়া তাহার আলোচনা হওয়াও আবশ্যক। যে সম্প্রদায়ের লোক উন্নতির নামে একবারেই জ্বলিয়া উঠেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। যাহাঁরা বিবেচক লোক তাঁহাদের স্বাধীন সমালোচনা দ্বারা এরূপ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি হয়। কনগ্রেস সভার এই স্থায়ী কমিটি স্থাপন করিবার আবশ্যকতা অনেকে না বুঝিয়া বৃথা তর্ক আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার যদি যুক্তি লইয়া সন্তুষ্ট হইতে চান, তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে ব্যবস্থা ও শাসন কার্য্যে যাঁহাদের হাত নাই, তাঁহারা যদি সমবেত হইয়া ব্যবস্থাপক ও শাসনকর্ত্তাগণের সহায়তা করেন তবে শাসন ও ব্যবস্থা বিষয়ে অনেক সুবিধা হয়। দেশের প্রতিনিধিগণ ব্যবস্থাপক সভার আসন গ্রহণ করুন কিন্তু প্রতিনিধি হইলেই যে তাঁহারা অভ্রান্ত হইবেন তাহা কখনই বিচারসঙ্গত নহে। তাঁহাদের সাহায্যে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রস্তুত থাকিলে দেশের যাহা প্রকৃত অভাব তাহার মোচন হইতে পারে। কনগ্রেস সভা এই বুঝিয়াই একটি স্বতন্ত্র কমিটি স্থাপন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে সুবিখ্যাত সার জর্জ্জ লুইস বলিয়া গিয়াছেন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীন যে সকল প্রদেশ আছে কালে তাহাদের অধিবাসীগণ প্রতিনিধি ব্যবস্থার আত্মশাসন প্রণালী চাহিয়া বসিবে। গভর্ণমেণ্টকে সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া প্রজাগণকে আত্মশাসন ভার প্রদান করিতে হইবে, ভবিষ্যৎ বক্তার ভবিষ্যৎ বাণির ন্যায় সার জর্জ্জ লুইসের সে কথা আমাদের এখন সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। সার জর্জ্জ কেবল ভবিষ্যৎ বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রজাবর্গ প্রতিনিধি দ্বারা আত্মশাসন করিতে পারিবেন, ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। লিউইস বলিয়া গিয়াছেন প্রজাবর্গ প্রতিনিধি দ্বারা আত্মশাসন করিতে অগ্রসর হইলে অগ্রে দেশের মধ্যে শিক্ষিত এবং বহুদর্শী লোক লইয়া একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র সভা স্থাপন করুন। এই সভা শাসন বা ব্যবস্থা কার্য্যে হস্ত প্রদান করিবেন না। ইহারা কেবল দেশের অভাব ও উন্নতির কথা শাসন ও ব্যবস্থা কর্ত্তাগণকে জ্ঞাপন করিবেন। ভ্রমে পড়িলে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া সৎপথে আনিবেন। তাঁহাদের বিচার্য্য ও কর্ত্তব্য বিষয় স্থির করিবার জন্য বিধিমতে সহায়তা করিবেন। এই রূপ স্বতন্ত্র প্রজাসভা আত্মশাসনের বল। এই বলের অভাবে আত্মশাসন প্রণালী কখনই কার্য্যকরী হইতে পারে না। এইরূপ সভার আরও একটি বিশেষ উপকার আছে। প্রজাগণ রাজনীতির উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময়ে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। শিক্ষিত সম্প্রদা-

রের এইরূপ একটী সভা থাকিলে ঐ সভা নিবক্ষর সমাজকে গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতে পারেন। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের সহিত প্রজাবর্গের সম্বন্ধ বড় নিকট হয়, প্রজাগণও শাসন কর্তাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে শিখে। গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যদি আত্মশাসন ও প্রতিনিধি ব্যবস্থা প্রদান করেন প্রত্যেক প্রদেশে এইরূপ এক একটি সভা স্থাপনের নিতান্ত প্রয়োজন। এইরূপ সভার দ্বারা উত্তমার্গগামী শাসনকর্ত্তা ও ব্যবস্থাকর্ত্তাগণের ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতরে সঙ্কীর্ণতা লাভ করিবে, প্রজাগণের অসন্তোষের কারণ তিরোহিত হইয়া তাহাদের রাজভক্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে। প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ সার জর্জ্জ লিউইস প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে যাহা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, এখনকার রাজনীতি নবীশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্ডিতগণ তাহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলে কখনই তাহা বিবেচক ব্যক্তির গ্রাহ্য হইতে পারে না। কনগ্রেস সভা সার জর্জ্জ লিউসের উপদেশ মত কার্য্যারম্ভ করিয়া প্রকৃত হিতৈষীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। কনগ্রেসের এই কার্য্যে দেশের ভিতর যে অমৃত ফল ফলিবে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ অতি অল্প দিনেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সুখী হইতে পারিবেন।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের স্বেচ্ছাচারিতা

রবার্ট হার্ডি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি ও ধনধ্যক্ষ ছিলেন। ধনাধ্যক্ষের কার্য্যে কতটুকু মস্তিষ্ক চালনার আবশ্যক পাঠক তাহা বুঝিতে পারেন। কলিকাতায় অনেকগুলি ব্যবসায় বুৎপন্ন বণিক আছেন। অনেকেরই বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সহিত কারবার আছে। বেঙ্গলব্যাঙ্কের আফিসেও অনেকগুলি কার্য্যদক্ষ বহুদর্শী কর্ম্মচারী আছেন। ব্যাঙ্কের যে সকল কার্য্য কঠিন বলা যাইতে পারে তাহা তাঁহাদের হস্তে নির্ভর। সাহেব কেবল ধনাগারের শীর্ষস্থানে উপবেশন করিয়া অধ্যক্ষতা করিতেন। এতগুলি কার্য্যদক্ষ লোকের সাহায্যে কেবল ধনাগারের অধ্যক্ষতা করিয়া লোকে কতদূর রাজনীতিজ্ঞ হইতে পারে আমরা তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না। খাজাঞ্চীর পদ হইতে হার্ডি সাহেব এখন ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সভ্য হইয়াছেন। মিঃ যুলেন স্মিথের পদ খালি হইবার পর দেশের লোকে বড় আশা করিয়াছিলেন উইন সাহেব ঐ পদের উপযুক্ত পাত্র। ইউল সাহেব কার্য্যদক্ষ এবং রাজনীতিজ্ঞ কিন্তু তিনি ভারতবাসীর পরম বন্ধু। আবার এংলো-ইণ্ডিয়ান দলভুক্ত হইয়া তিনি সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিতে পারেন না, এই অপরাধে তাঁহার চাকরি হইল না। রবার্ট হার্ডি দুই চারি লক্ষ টাকা ঘাঁটিয়াই যে তিনি ব্যবস্থাপকের সিংহাসন লাভ করিয়া বসিলেন। কেবল টাকা ঘাঁটিয়াছে যে তিনি বড়লাটের কৃপাপাত্র হইয়াছেন তাহা বলা যায় না। হার্ডি সাহেব লেডি ডফরিণ ফণ্ডের টাকা সংগ্রহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উন্নতির আর একটী বিশেষ কারণ এই যে তিনি ভারতবাসীর পরম শত্রু। ভারতবাসী মাথা তুলিয়া খাড়া হইবে তাহা তিনি দেখিতে পারেন না, "কালা আদমী" উচ্চপদে উপবেশন করিয়া হুকুম করিবে ইহা তাঁহার অসহ্য বোধ হয়। ভারতবাসী যে উপায়ে স্বীয় স্বত্বাধিকার লাভ করিবার চেষ্টা করেন হার্ডি সাহেব পদে পদে তাহার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেন। শাসনে এতগুলি গুণ যাহার ভারত তাহার যদি হস্তে না থাকে, তবে আর ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের স্বেচ্ছাচারিতা কি? ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের উপরে এই কাউন্সিলের জীবনস্বরূপ একজন ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারী বসিয়া আছেন। তিনি কাউন্সিলের কর্ণে শুনেন এংলোইণ্ডিয়ানের চক্ষে দেখেন, গভর্ণর জেনেরলের হস্তে কার্য্য করেন। এই সাক্ষীগোপাল পুত্তলিকাটীর জন্য রাশি রাশি অর্থব্যয় করে কে? দরিদ্র ভারতবাসী। এংলোইণ্ডিয়ান চক্ষু ইণ্ডিয়া কাউন্সিল যদি এংলোইণ্ডিয়ান দর্শী ষ্টেট সেক্রেটারীর যন্ত্র স্বরূপে পীড়ন ব্যবসা আরম্ভ করেন, এই কাউন্সিল উঠিয়া যাওয়া কি ভারতবাসীর পক্ষে শ্রেয়ের বিষয় নহে? আমরা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি লর্ড ডফরিণ প্রতিনিধি মূলক শাসনতন্ত্রের বড়ই পক্ষপাতী। রবার্ট হার্ডি কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, ভারত গভর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন হার্ডি সাহেব রাজস্ব সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। তাল ইউল সাহেবের অভিজ্ঞতার অভাব কি?

আমরা বর্ত্তমান কাউন্সিলের সঙ্গঠন দেখিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, যাহ কাউন্সিলের ভিতরে এতদ্দেশীয় লোক প্রবেশ করিতে না পান, তবে কাউন্সিল হইতে আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। এই প্রকার সভা যাহাতে শীঘ্রই নির্ম্মূল হয় তাহার বিধিমত চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। কিছুদিন গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সিভিলিয়ান অথবা অপর কোন মোটা পেন্সনের লোক বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত হইলে পাছে গভর্ণমেণ্ট অমনি তাঁহাকে সিভিলিয়ানের আশ্রয় নিবাস ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে স্থান দেন। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সভ্য হওয়া আর ঘরে বসিয়া পেন্সন ভোগ করা একই কথা।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদের উপযুক্ত দূরদর্শী ভারতের কল্যাণেচ্ছু বন্ধুবর্গ ক্রমে ক্রমে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। স্বার্থ দর্শী অবশিষ্ট সভ্যগণ কেবল স্বার্থোদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়ান, আত্মীয় স্বজন প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করেন, আর ব্যবস্থা দিবার সময় অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রদান করিয়া সংপ্রদেশটা জ্বালাইয়া দেন। গভর্ণমেণ্ট বাছিয়া বাছিয়া ভারত হিতৈষী ব্যক্তিগণকে অন্তর করিয়া কাউন্সিল গৃহে অদূরদর্শী সিভিলিয়ানগণকে স্থান দান করেন। ইহারা ভারতবাসীর স্বার্থাস্বার্থ জ্ঞানহীন হইয়া যথেচ্ছাচার করেন, আর ভারতবাসীর শোণিত শোষণ করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকেন।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা দুইটী বিষয়ের প্রস্তাব করিতে পারি। ১ম, হয় ইণ্ডিয়া কাউন্সিল উঠিয়া যাউক, না হয় এতদ্দেশীয় প্রতিনিধি সভ্য দ্বারা সভ্য সংখ্যার অধিকাংশের স্থান পূরণ হউক। ২য়,—ষ্টেট সেক্রেটরীর এক কর্ত্তৃত্ব ঘুচিয়া গিয়া কমন্স সভা হইতে তাঁহার সাহায্যকারী একটী বিশেষ সভা সংস্থাপিত হউক। যতদিন এই দুইটী প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না হইতেছে, ততদিন ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে।

কলিকাতার জুবিলী সভা।

গত ১৯এ জানুয়ারি কলিকাতার প্রশস্ত টাউন হল গৃহে জুবিলী সভার প্রাথমিক অধিবেশন হয়। কি কি উপায়ে কলিকাতায় জুবিলী উৎসব সম্পন্ন হইবে তাহা স্থির করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বিভিন্নস্থানবাসী বিভিন্ন বর্ণের লোকে সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মহারাজাধিরাজ

উৎসব সভার কথা যে শুনিয়াছে সে অবাক হইয়া গিয়া টাউনহলে উপস্থিত হইয়াছে। সকলেরই আনন্দ, সকলেরই উৎসাহ, সকলেই যেন কোন অভের আশায় মগ্ন ভাবে সভাস্থ হইয়াছে। কোন ধনী লোকের আহার আছে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অতুর ভিক্ষুক সভ্যাসভ্য সকল প্রকারের লোক যেমন লাভের আশায় উৎসাহের সহিত ধনীর বাটীতে উপস্থিত হয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তেমন তেমনি হইয়াছেন কোন বিশেষ লাভের জন্য উৎসব সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। অবং ছোট লাট টমসন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভাস্থল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সময়ের গাম্ভীর্য্য আলোচ্য বিষয়ের মহত্ব্যঞ্জকতা ও সর্ব্বজন প্রিয়তা গুণে ছোট লাট টমসনের মুখ হইতে সোহৃদ উদার ভাবের সুমধুর ভাষা বাহির হইয়াছিল সভাস্থলে সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ বক্তা নির্দ্দিষ্ট হয়। সকল বক্তাই রাজভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া গদগদ ভাবে মেতৃবর্গের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন।

নির্ব্বাচিত এই সকল প্রতিনিধির দিকে দৃষ্টি করিয়া আমাদের মনে একটী ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। বক্তাগণের প্রায় সকলকেই দেখিলাম গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত আমী-মুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহাকেও বক্তৃশ্রেণীর অন্তর্ভুত হইতে না দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে একটু ব্যথা লাগিয়াছে। যাঁহারা সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত নহেন তাঁহাদের কি রাজভক্তির আদর নাই? বক্তৃশ্রেণীর এ দিকেই নিরীক্ষণ করি সেই দিকেই কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যের মুখ দেখিতে পাই সেদিনকার জুবিলী সভা সাধারণ সভা কি মিউনিসিপালের সভা তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। নন্ অফিসিয়াল লোকে যখন জুবিলী সভায় বক্তৃতার অধিকার পাইলেন না, তখন সাধারণ লোকে যে সে অধিকার পাইবে তাহা কিরূপ সম্ভব? সেই জন্য আমরা সাধারণ প্রজাগণের কোন প্রতিনিধিকেই দেখিতে পাইলাম না। কেবল বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রজার প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। সাধারণ প্রজার সংখ্যা কত? আর ব্যবসায়ী ব্যবহারজীবক ও গভর্ণমেণ্টের ভৃত্য সম্প্রদায়ের সংখ্যা কত! পোনসম এককালে এক শ্রেণীর লোকের সঙ্গে অপর শ্রেণীর তুলনাও সম্ভব নহে। এই অগাধ লোক সমুদ্রের ভিতর হইতে কেবল যে বাবু সুরেন্দ্রনাথকে প্রতিনিধি বলিয়া ধরা হইল ইহা কি সুবিচারসঙ্গত। এই ব্যবহারে জুবিলী সভা দেখাইয়াছেন যে, প্রজার রাজভক্তির প্রদর্শন করিবার পক্ষে সভার বিশেষ আস্থা নাই। রাজভক্তিতে যাহাদের চক্ষে জল আইসে; ঈশ্বরের ন্যায় যাহারা মহারাণী প্রতি শ্রদ্ধা করে, আত্মবিস্মৃত হইয়া যাহারা রাণীর নামে প্রাণ উৎসর্গ করে 'রাণী কি জয়" সরকারকি কাম' " বলিয়া যাহারা গৌরবে ক্ষান্ত হয় সেই রাজভক্ত অধরবান নিরক্ষর সমাজ কি একমাত্র বাবু সুরেন্দ্রনাথকে প্রতিনিধি পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে। যাহাদের মনে মনে ইচ্ছা হয় রাজভক্তির আবেগে মনের কথা মুখ ফুটিয়া রাজা ও শাসনকর্ত্তার নিকট আবেদন করিবে রাজভক্তির উৎসব সভার একজন মাত্র প্রতিনিধি দ্বারা তাহাদের কি মনের তৃপ্তি হইতে পারে। আমরা জুবিলী সভায় সমগ্র দেশের কথা শুনিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু কেবল কয়েক শত উচ্চশ্রেণীর ব্যবসায়ী লোকের কথা শুনিয়া আমাদিগকে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।

ছোটলাট নিজ মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে প্রজার সহিত রাজার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করাই এই সভার উদ্দেশ্য। আমরা ছোটলাটের কথায় যেমন সন্তুষ্ট হইলাম কার্য্যের তেমন সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। বরং তাঁহার কথার সহিত কার্য্যের বিলক্ষণ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইল। যে প্রজাগণকে তিনি রাজার দিকে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া আনিতে চান তাহাদের বিপুল সংখ্যা হইতে একজনমাত্র বক্তা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া সভায় কারলে কি রাজায় প্রজায় সাম্মিলন করা হয়? সুরেন্দ্র বাবু প্রতিনিধির উপযুক্ত পাত্র, তিনি শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র হইতে পারেন, কিন্তু এমন একটা সাধারণ উৎসবে কি কেবল শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি লইলেই চলে?

সভার সকল শ্রেণীর লোক সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু বেহারবাসিদিগের মধ্যে কাহা কও সভাস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় নাই বেহারবাসীর কি উৎসব সভায় রাজভক্তি প্রদর্শন করিবার কোনও অধিকার নাই? সভাপতি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ করিয়াছিলেন আমাদের তাহা বোধ হয় না। সকল কার্য্যেরই ভুল ভ্রান্তি আছে। আমরা ছোটলাটের নিকট ইহার সংশোধন ভাবনা করি। ছোটলাটের নিকট আমাদের বিশেষ প্রার্থনা এই যে তিনি যেন এই সভা উপলক্ষে কোন রাজভক্ত ব্যক্তি, বা উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর সকল প্রকার লোকের যাহাতে সমান অধিকার, তাহাতে কেবল অফিসিয়াল সভ্য নিযুক্ত করিলে দেশের ভাবজ্ঞাপক হইবে না। বঙ্গদেশ তাঁহার কার্য্যত্যাগকালে তাঁহাকে জুবিলী সভার সভাপতি করিয়া যে সম্মান প্রদান করিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে উৎসবের সহিত তাঁহারও নাম স্মরণীয় হইতে পারিবে।

জুবিলী সভায় একটী নূতন প্রস্তাব উপস্থিত হয়। কোনও কোনও সভ্য জুবিলী উপলক্ষে কেবল একদিন মাত্র অবকাশ না লইয়া ৪ দিনের অবকাশ লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জুবিলী সভায় দুইজন ব্যতীত অন্য সকল সভ্যই এই প্রস্তাবে সম্মত হন, অবং ছোটলাট এই প্রস্তাবটী সমর্থন করেন। যে দুইজন সভ্য মতান্তর করিয়াছিলেন মিং ক্রফ সাহেব তন্মধ্যে একজন। ইহারা বলেন ৪ দিন অবকাশ দিলে ব্যবসায় কার্য্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। কথাটা মিথ্যা নহে। কিন্তু দেশের ধনী দরিদ্র সকল লোকেই যখন ক্ষতি স্বীকার করিয়া উৎসবে নিযুক্ত হইতেছে তখন ব্যবসায়ী সমাজ তাহা না পারিবেন কেন? আমরা ত তাহা বুঝিতে পারি না। কিছু ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু যাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জন তাঁহার উদ্দেশে ৪ দিনের উপার্জ্জন ত্যাগ করিতে কি তাঁহারা অক্ষম? ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সমাজ এবং দেশীয় দরিদ্র সমাজ এই উভয়ের মধ্যে ভারতেশ্বরীর নিমিত্ত কে কতটুকু স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারেন তাহা এই প্রস্তাবেও বুঝা গিয়াছে। ছোটলাট অবশেষে এই দুই দলের লোকের মত সমন্বয় করিবার জন্য দুই দিনের অবকাশ স্থির করিলেন। আমরা বলি যদি ব্যবসায়ী সমাজ তাঁহাদের লাভের জন্য নিতান্তই এই সাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারেন তবে তাঁহারা কেবল একদিনের অবকাশ লইয়াই ক্ষান্ত হউন কিন্তু অপর সাধারণের পক্ষে ৪ দিনের অবকাশ হইবার পক্ষে বাধা কি? বহুসংখ্যক সভ্যের দুই জন ভিন্ন আর সকলেই যখন একমত হইলেন তখন সাধারণের পক্ষে ৪ দিন অবকাশের ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য।

পুস্তক সমালোচনা।

অশ্রু। — শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত এই ক্ষুদ্র কবিতাখানি হেমন্ত বাবুর স্ত্রী বিয়োগ উপলক্ষে লিখিত। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল ও সরস, এবং

ভাবগুলি সুন্দর ও বিশুদ্ধ। কবিতার উচ্ছাস বিল ক্ষণ আছে। স্থানে স্থানে পাঠ করিলে বোধ হয় লেখাটী গ্রন্থকারের মর্ম্মস্থান ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে। গ্রন্থকার চেষ্টা করিলে কালে সুকবি হইতে পারেন।

বঙ্কিমচন্দ্র। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত। ইহাতে প্রসিদ্ধ কবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কৃষ্ণকান্তের উইল ও চন্দ্রশেখর নামক দুইখানি অমূল্য গ্রন্থের সমালোচনা করা হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন গিরিজা বাবু এক জন সুলেখক, আমরা দেখিতেছি তিনি এক জন সুদক্ষ সমালোচক। কিন্তু তিনি যে কবির কাব্য, ভাণ্ডার অনুসন্ধান করিতে গিয়াছেন, এই গ্রন্থে তাঁহার প্রতিভালোকের সুবিস্তার হইয়াছে কি না আমরা তাহাতে সন্দেহ করি। লেখক যত দূর সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে বঙ্গসাহিত্য সংসারে তাঁহার আদরের ত্রুটী হইবে না। গিরিজা বাবু কবির অন্যান্য গ্রন্থের সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে এই সাধু উদ্যমে উৎসাহ প্রদান করি। কবিবর বঙ্কিম চন্দ্রের প্রতিভা যে রূপে এইরূপে বিকাশ হইলে বঙ্গসাহিত্য সমুজ্জ্বল হইবে, গিরিজা বাবু ভবিষ্যৎ সমালোচকগণের পথপ্রদর্শক হইয়া চিরস্মরণীয় হইবেন।

জীবনপরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্ন চতুষ্টয়।— শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা বিরচিত। শান্তিকাম প্রাণ যদি বিষম কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া শান্তির বিমল আলোক সন্দর্শন করিতে চায় "জীবন পরীক্ষার" ভিতরে অনুসন্ধান করিলে তাহা পাইবে, মোহরোগাক্রান্ত বিকৃতভাব প্রাপ্ত হৃদয় যদি বিকার রোগের ঔষধ খুঁজিয়া বেড়ায় জীবনপরীক্ষারূপ ধন্বন্তরীর শান্তিময় করে তাহার অমোঘ বটিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ভক্তি, বৈরাগ্য ভগবৎ প্রেমের আদর্শ এই পুস্তকে কি না আছে? অথচ পাঠক জ্ঞাত হইবেন ইহা এক জন অল্প বয়স্ক যুবকের কপোলকল্পিত এবং ভাবোচ্ছাসসম্ভূত কবে দেশের যুবক সম্প্রদায় আত্মজীবন পরীক্ষা করিয়া জীবন পরীক্ষার ন্যায় গ্রন্থ লিখিবার চেষ্টা করিবেন। আমরা লেখকের সকল মত গুলি সম র্থন করিতে পারি না তথাপি পুস্তকের ভাবার প্রাঞ্জল্য এবং তেজস্বিতা উপলব্ধি করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। ভক্ত বালক স্থানে স্থানে যেন ক্রমের ন্যায় ভাবসাগরে আত্ম বিসর্জ্জন দিয়াছেন, আমরা বঙ্গীয় যুবকের প্রত্যেককে এই পুস্তক খানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৯এ জানুয়ারি— সার জর্জ কার্ট জাহক কৌন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি নিযুক্ত হইলেন।

লণ্ডন ১৮ই জানুয়ারি— টাইমস বলেন, রুসিয়া এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে ফ্রান্স মধ্যস্থতা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, এজন্য ইটালীকে মধ্যস্থতা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ই জানুয়ারি— ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, আয়র্লণ্ডে খাজনা দিবার বিরুদ্ধে দলবাঁধা নিবারণ জন্য পার্লিয়ামেণ্টে একটী নূতন আইন হইবে।

শুনা যাইতেছে, সার জন গর্ষ্ট শিক্ষা কমিটির সহকারী সভাপতি হইবেন এবং মেঃ জে, এম ম্যাকলীন গর্ষ্ট সাহেবের স্থানে ভারতবর্ষের আণ্ডার সেক্রেটারী হইবেন।

টাসমেনিয়ার গবর্ণর সার জন ষ্ট্র্যাহান হংকঙের গবর্ণর হইলেন।

বিয়ানা ১৭ জানুয়ারি—অষ্ট্রিয়ায় বিস্তৃত আকারে সমরসজ্জা হইতেছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৭ই জানুয়ারি—পোর্টি লিখিয়াছেন, বুলগেরিয়ার রাজপ্রতিনিধি সভা আইন সঙ্গত নহে, অতএব উঁহারা কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রাজন্যবর্গের হস্তে বুলগেরিয়ার রাজ্যভার অর্পণ করুন।

লণ্ডন ২ এ জানুয়ারি— সোমালী উপকূলে জেইলা হইতে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয়েই সম্প্রদায় প্রতিনিধিগণকে ডাকাইয়া আনাতে বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে।

বার্লিন ২০এ জানুয়ারি—নর্থ জর্ম্মণ গেজেট বলেন, জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট সংবাদ পাইয়াছেন, ফরাসীরা আলসেস এবং লোরেনে অনেক গুপ্ত কমিটি করিয়াছেন। সৈন্যগণের অন্য কুচার নির্ম্মাণ করাই ইহার উদ্দেশ্য।

সেণ্ট পিটর্সবর্গ ২০ জাঃ—আফগানিস্থান হইতে রুসিয়া সংবাদ পাইয়াছেন যে, আফগানিস্থানের আমীর সৌরদ্দিন হিরাটের এক জন নূতন গবর্ণর নিযুক্ত করিবেন।

সোফিয়া ২০এ জাঃ— বুলগেরিয়ার গোলযোগ শান্তির জন্য কথাবার্ত্তা চলিতেছে। প্রতিনিধিগণ বলেন তাঁহারা রাজন্যবর্গের হস্তে রাজ্যের ভার দিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা সিংহাসনকে সিংহাসন না দিয়া অন কাহাকেও সিংহাসন দিবেন এবং বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা বজায় রাখিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

সাধারণ। ছুটিপ্রাপ্ত জজ নাজির ও ডিঃ কাঃ মিঃ ম্যাথিউস মিঃ জকোডের অনুপস্থিতি কালে নদীয়ার সেসন জজের কাজ করিবেন। বীরভূমের সেসন জজ মিঃ উইলকিন্স মিঃ ডার্ণারের অনুপস্থিতিকালে ভাগলপুরের সেসন জজের কাজ করিবেন। ২৪ পরগণার এসিষ্টেণ্ট ম্যাঃ ডিঃ কাঃ মিঃ ব্যাডকক মিঃ উইলকিন্সের অনুপস্থিতিকালে বীরভূমের সেসন জজের কাজ করিবেন। কাপ্তেন হোষ্টনের অনুপস্থিতিকালে মেজর ডডসওয়ার্থ ব্যারাকপুরের কাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ও ছোট আদালতের জজের কাজ করিবেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্রের অনুপস্থিতি কালে, শ্রীযুক্ত হরিমোহন দত্ত যশোর বনগাঁর সব ডেপুটীর কাজ করিবেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। চাম্পারণের ডেঃ মাঃ ডেঃ কাঃ সাহাবাদের সদরে বদলী হইলেন। ময়মনসিংহের ডেঃ মাঃ ডেঃ কাঃ মুঙ্গেরের সদরে বদলী হইলেন।

পুলিস।—দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত মিঃ রাহাল দিনাজপুরের অ্যাসিষ্টাণ্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিবেন। দিনাজপুরের অ্যাসিষ্টাণ্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঢাকায় বদলী হইলেন।

কলিকাতা

শুনা যাইতেছে বড়লাট মার্চ্চ মাসের প্রথমেই কলিকাতা পরিত্যাগ করিবেন। লাহোরে পৌঁছিয়া জুবিলি উৎসবের দরবার করিবেন।

মাস্তবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র, মিঃ পীকক, ডক্লেন অদ্য ঢাকা গমন করিবেন। তথায় এক সপ্তাহকাল অবস্থিতি করিয়া পাবলিক সার্ভিস কমিসনের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

চারি টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৫॥০ হইতে ৯৫।৶০।

শ্রীমতী লেডি ডফরিণের ফণ্ডের জন্য গত বুধবার টাউনহলে সভা হইয়া গিয়াছে। বড়লাট সভাপতি ছিলেন।

হাইকোর্টের দায়রার বিচারে নিমাইচরণ মুখোপাধ্যায়ের ছয় বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে। নিমাইচরণ দশ হাজার টাকার হুণ্ডি জাল করিয়া কলিকাতার রেলি ব্রাদারের বাটী হইতে টাকা বাহির করিয়া লইয়াছিলেন।

কলিকাতা ছোট আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত বামাচরণ মিত্র; কম্পটন হোটেলের ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু এবং হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ—এই তিন ব্যক্তির নামে ঘুষ দেওয়া অভিযোগ হইয়াছে। ইহাঁরা দায়রা সোপরদ্দ হইবেন।

হাইকোর্টের দায়রায় শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ দত্ত এবং মিঃ থরলো জুরি হইয়াছিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হন নাই বলিয়া উভয়ের ২৫ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

গত ১৫ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৬৮ জনের মৃত্যু হয়। তাহার মধ্যে ১৬ জন ওলাউঠায়, ৬০ জ্বরে, এবং ১৭২ জন অন্যান্য কারণে মৃত্যু হইয়াছে।

একজন জুয়াচোর, বেঙ্গল আফিসের কেরাণী সাজিয়া গিয়া ওয়াটস কোম্পানির বাড়ী হইতে ১১৷৷০ টাকার এক জোড়া জুতা, ১৪ টাকা মূল্যের একগাছি ছড়ি লইয়া গিয়াছে। হ্যামিল্টন কোম্পানির দোকান হইতে একটী সোনার গহনা লইয়া গিয়াছে। হামিল্টন কোম্পানির লোকের নিকট হইতে ৩ টাকা ও ওয়াটসন কোম্পানির লোকের নিকট হইতে ৮৷[illegible] টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিষ এখনও তাহাকে ধরিতে পারে নাই। আবার গত শুক্রবার উইলসন হোটেলে একজন রাজা বাহাদুর সাজিয়া গিয়া কতকগুলি জিনিষ লইয়াছিল। কিন্তু ম্যানেজার জিনিস গুলি সঙ্গে না দিয়া লোক দ্বারা পাঠাইতে চাহিয়া ছিলেন। সেই জন্য জুয়াচোর তাহাদের ঠকাইতে পারে নাই; এখন সকলেরই কতর্ক হওয়া উচিত।

বিবিধ সংবাদ

মান্দ্রাজের অগ্নিকাণ্ডে জানকাটা সমো চ্যারিয়ার নামক একটী যুবক নীয়ুক্ত এবং পনেরো পকারিতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। বালক অনির বিক্রমে সেই ভীষণ অগ্নিমুখের ভিতর হইতে একে একে ৪ জনকে উদ্ধার করেন, পঞ্চম ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে গিয়া তাঁহাকে জীবনটা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। সভ্য সমাজ দেখুন পরের জন্য জীবন দেওয়া ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার বিষয় নহে।

আহাম্মদাবাদের "হিন্দু" নামক সম্বাদপত্রিকায় প্রকাশ যে তথাকার জনৈক জমীদারের ভূমির উপর কয়েকজন ইউরোপীয় সৈন্য তদ্দেশীয় ২।৩ জন রমণীর উপর অত্যাচার করিতেছিল। ভূস্বামী এই সম্বাদ পাইয়া সাহেবদের কার্য্যের প্রতিবিধান করিবার জন্য ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া এই পশু ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, সাহেবেরা ভূস্বামীর বধ সাধন করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। ঘটনাটী কতদূর সত্য আমরা তাহা জানি না। সামরিক বিভাগের কর্তৃপক্ষগণের এবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

বুলগেরিয়ার প্রশ্ন লইয়া ইউরোপের রাজাগণ এখনও পরামর্শ করিতেছেন। রুষ আর প্রিন্স নিকোলাস অব মিংগ্রেলিয়াকে বুলগেরিয়ার সিংহাসন প্রদান না করেন এই চুক্তি কারলে গীদেপে রা পদত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন?

দাদাভাই নাওরাজি আবার বিলাতে যাইতেছেন। আগামী বারের নির্ব্বাচন উপলক্ষে তিনি নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করিবেন। ভারতসভা কি এবার লালমোহনকে পাঠাইতে পারিবেন না?

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গভর্ণরজেনারেল সাএর নুবল হদা বি, এ, এল,এল, বি, কে, বঙ্গদেশের সরকারী মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের পদ প্রদান করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের শিক্ষিতা রমণীগণ 'অমৃত ভাবনী' নামে একখানি সম্বাদপত্র প্রচার করিতেছেন। মান্দ্রাজে স্ত্রীশিক্ষার দিন দিন উন্নতি দেখা যাইতেছে।

রাজপ্রতিনিধি ভাল করিতে না পারুন মন্দের বিলক্ষণ অবতারণা করিয়া বসিয়াছেন। শিক্ষা বিভাগের উপর ইহাদের খুব দৃষ্টি পড়িয়াছে দেখা যাইতেছে। দাক্ষিণাত্যের কালেজটীত উঠিয়া গেল, আবার সুরাটের একটী হাইস্কুল উঠাইয়া দিবার কল্পনা ইহাদের মস্তিষ্কে উদয় হইয়াছে। সুরাটবাসিগণ একবাক্যে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া লাট সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছেন। বড়লাট তাহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। লোকের এইরূপ বিশ্বাস যে বড়লাট সুরাটে যাইবার কল্পনা করায় সুরাটের মিউনিসিপ্যালিটী তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত কোন আয়োজন করেন নাই। সেই জন্যই বড়লাট ইহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই।

এক জর্ম্মণ দেশীয় খৃষ্টান মহিলা মান্দ্রাজে বিদ্যালয়ের ডেপুটী ইনস্পেক্টারের পদলাভ করিয়াছেন।

মুসৌরী নগরের মেরীমার্টিন নামক এক ব্যক্তি কলিকাতার বিশপকে ৬০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বিশপ এই টাকা লইয়া স্বেচ্ছামত যে কোন স্থানে একটী খৃষ্টান চর্চ্চ স্থাপন করিতে পারিবেন।

দেওয়ান লচমন দাস কাশ্মীরের মন্ত্রীর প্রাপ্ত হইয়াছেন। লচমন্ দাস এখন সামাইয়া চলিতে পারিলেই ভাল।

ব্রহ্মের মেথুন নামক জনৈক রাজার পৌত্র এবং মেকুরারা রাজার উদ্যোগে আর একবার মান্দালে নগর পুড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছিল। ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে।

রহদিন নামক একজন ডাকাইত দলপতিকে পুলিষ গুলি করিয়া মারিয়াছেন।

একজন ব্রাহ্মণ তিন চারি বৎসর কাল বিলাতে চম্বার রাজার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পীড়িত হওয়ায় তাঁহাকে ইউনিভার্সিটী কলেজ হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। কলেজের অধ্যক্ষগণ ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার আত্মীয় স্বজন কেহই নাই। তাঁহারা সেই জন্য তাঁহার মৃত দেহ খৃষ্টীয় ধর্ম্মানুসারে কবরস্থ করিবার উদ্যোগ করেন। লণ্ডনের আর্য্যসমাজের সহকারী সেক্রেটরী এই সমাচার অবগত হইয়া হিন্দু ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ দেহের সৎকার করিবার জন্য বিলাতের হিন্দুগণকে নিমন্ত্রণ করেন। ১৫জন হিন্দুস্থান একত্র হইয়া গত ১০ই ডিসেম্বর মৃতের দেহ সৎকার করেন। যে গাড়ীতে সব লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তাহার উপর এই কয়টী কথা লেখা হয়। "ওঁ আর্য সমাজ কি জয়। আর্য্য সমাজের সম্পাদক সৎকার কার্য্যে ২০পাউণ্ড দান করিয়াছেন, এই ঘটনা লইয়া বিলাতে খুব আন্দোলন উঠিয়াছে। সম্বাদপত্রে প্রকাশ যে এরূপ ঘটনা বিলাতে কখনও ঘটে নাই।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল নর্ম্মান চিভার্স সাহেব বিলাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

১৮৮৪—৮৫ সালে বঙ্গদেশে প্রত্যেক একশত লোকে ২-১৫ টাকা এবং বোম্বাই বিভাগে প্রত্যেক

একশত ৭-৬৩ টাকা করিয়া লাইসেন্স ট্যাক্স দেয়।

ফরাসী এবং জার্মণিতে যুদ্ধ বাধিবার বলবৎ সম্ভাবনা। ফরাসীর প্রান্তে সৈন্য সংগৃহীত হইতেছে কেন জার্মণি তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন।

গত ২৩এ জানুয়ারি মহারাজ্ঞীর উপাসনার সময় সোসিয়ালিষ্টগণ আবার উৎপাৎ করিয়াছে।

জুবিলী উপলক্ষে পাটনায় জমীদারগণের সাহায্যে একটী কার্য্যকরী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কল্পনা হইয়াছে। ১ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। আর এক লক্ষ উঠিবে।

জুবিলী উপলক্ষে যে সকল ব্যক্তিকে নাইট সম্মান দেওয়া হইবে ১৬ই ফেব্রুয়ারির পূর্ব্বে তাহাদের নামের তালিকা প্রকাশ হইবে না।

গত বৎসর মানুষের খাদ্যের জন্য ৯২৭৮০ মণ অশ্ব ও গর্দ্দভ মাংস বিক্রয় হইয়াছে। পালিত পশুর মূল্য এই জন্যই বৃদ্ধি হইতেছে।

হাইদ্রাবাদের কয়েক জন দেশী আড়তদার ইউরোপীয়ের সাহায্যে একটী তৈলের কল স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কশ্মীরের মহারাজা জুবিলী উপলক্ষে জামুতে টাউই নদীর উপর একটী সেতু নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

ছোট লাট আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারিতে ভুমরাউন রাজ্যের কৃষি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন

তাড়িতালোকের সাহায্যে সম্প্রতি সুয়েজ প্রণালীতে রাত্রিকালে বাণিজ্যপোত গমনাগমন করিবার জন্ম প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বোম্বাই নগরে একটী জুবিলী সভা স্থাপন করিবার কল্পনা হইতেছে। সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহার সভ্য হইতে পারিবেন।

গোলকন্দ হইতে একখানি হীরক খণ্ড পাওয়া গিয়াছে। বিলাতে ইহার মূল্য তিন লক্ষ পাউণ্ড ধার্য্য হইয়াছে।

মরিসসের গবর্ণরকে সস্পেণ্ড করা হইয়াছে। কারণ কি এখনও তাহা প্রকাশ হয় নাই।

পেন্সনের কোন অংশে অথবা পেন্সনের হিসাবের মোট টাকার উপর ইনকম ট্যাক্স আদায় হইবে না।

কলিকাতা ভলাণ্টিয়ারদিগের পুরস্কারের জন্য মুরশিদাবাদের নবাব ২০০ শত টাকা দান করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের গবর্ণর বুর্ক সাহেব ক্রমশই সুখ্যাতি ভাজন হইতেছেন। মান্দ্রাজবাসিগণ বোধ হয় ইহা দ্বারা গ্রাণ্ট ডফের শোক বিস্মৃত হইতে পারিবেন।

'কানিকি" নামে এক প্রকার বস্ত্র আছে। পূর্ব্বে বিলাতে এই বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াবোম্বাই নগরে রং করিবার জন্য প্রেরণ করা হইত। এখন বোম্বাইনগরে প্রস্তুত এবং সেই খানেই রং করা হইতেছে বোম্বাই অঞ্চলের বস্ত্রাদি এখন পর্টুগাল এবং অন্যান্য প্রদেশে রপ্তানি হইতেছে।

সিভেট নামক একখানি রুষ সম্বাদপত্র কোন সম্বাদদাতার কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৮৮৪ সালে কাশ্মীর প্রদেশে ইংরাজগণ ১০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন। সেই সৈন্য লইয়া ১৮৮৫ সালের প্রারম্ভে মধ্য এসিয়ার রুষাধিকৃত স্থান সমূহ অধিকার করিবার চেষ্টা করা ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এই সম্বাদের উপর বিশ্বাস করিয়া সম্পাদক পাঠকগণকে দেখাইয়াছেন যে ইংরাজই রুষের উপর অত্যাচার করিয়া রুষের রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ব্রহ্মদেশে নিউংআবিন রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট সাবেন নামক একটী গ্রাম আছে। কিয়দ্দিন হইল ৩০ জন ডাকাইত সেই গ্রামটী আক্রমণ করে, নিউংআবিনের পুলিষ যথা সময়ে উপস্থিত হওয়ায় ডাকাইতেরা লুট মার করিতে সমর্থ হয় নাই। কেবল একজন গ্রামবাসী হত হইয়াছে। ডাকাইত দলেরও একজন মরিয়াছে।

দার্জিলিং এবং সিমলায় ভয়ানক বরফপাত হইতেছে। এই ভীষণ সময়ে বিলাত প্রত্যাগত কয়েক জন ইউরোপীয় কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশেখরের শোভা দেখিবার জন্য সিমলায় গমন করিয়াছেন।

পুনাতে একটী পশু প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। মি, এ ক্রফোর্ড সি এস ইহার অধ্যক্ষতা করিতেছেন। এসিয়ার সকল প্রদেশের এবং ইংলণ্ডের পালিত পশু এই প্রদর্শনীতে সংগৃহীত হইবে। অন্য হইতে সকল স্থানের গৃহপালিত পশু এই স্থানে আনীত হইতে পারিবে।

মহীশূরের রেসিডেণ্ট মিঃ জেমস ব্রড উড লাএল পূর্ব্বে পঞ্জাবের রাজস্ব কমিসনার ছিলেন। একণে তিনি পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইনডু ইউরোপীয়ান কোম্পানি জানুয়ারি মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে ২ ঘণ্টা ২৩ মিনিটে সম্বাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

'সুরভি ও পতাকা' বলেন ভারত শ্রমজীবীর সম্পাদক সম্প্রতি উর্ণনাভের তন্তু হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কলিকাতা গেজেটে জুনিয়ার এবং সিনিয়ার বৃত্তির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এণ্ট্রান্স পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে ২৫০ জন এবং ফার্ষ্ট আর্টস ছাত্রগণের মধ্যে ৫০ জনকে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

কলিমদ্দি নামক এক ব্যক্তি পুলিসে এই বলিয়া সমাচার দেয় যে, তাহার কন্যা হলিমন বিবি কিয়দ্দিন পীড়িত হইয়া থাকায় তাহার স্বামী বিরক্ত হইয়া তাহাকে পুড়াইয়া মারে। কলিকাতা মুচিপাড়া থানার ইনস্পেক্টার ডেভিস সাহেব অনুমতি পাইয়া মৃত হলিমানকে কবর হইতে উত্তোলন করিয়া পোষ্টমর্টন করিতে পাঠাইয়াছেন। মৃতদেহ ৫ দিন কাল কবরগত ছিল। যখন উত্তোলন করা হয় তখন প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল। পুলিস সার্জন কর্নারকে সম্বাদ দেওয়া হইয়াছে।

আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারি বাবু লালমোহন ঘোষ ভারতবর্ষে আসিতে পারেন।

বোম্বাইয়ের গবর্ণর বোম্বাই মিউনিসিপালিটীকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে তৎপ্রদেশে কার্য্যকরী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ২৫ হাজার টাকা প্রদান করিতে পারেন। মহারাজ্ঞীর জুবিলী উপলক্ষে স্থাপিত ভিক্‌টোরিয়া টেক্‌নিকাল ইন্‌ষ্টিটিউট—এই নামে বিদ্যালয়টী স্থাপিত হইবে। লাটসাহেব গবর্ণমেণ্ট হাউসের একাংশ বিদ্যালয়ের জন্য ছাড়িয়া দিবেন।

ভাজার রাজা উদয়প্রতাপ সিং বলিয়াছেন বঙ্গদেশে এক দল ব্যবসায়ী রাজনৈতিক সম্প্রদায় আছে। ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহের আর কোন উপায় না পাইয়া রাজনীতি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। ভিজার রাজা কতদূর স্বজাতিহৈষী পাঠক তাহা অবগত আছেন। এংলোইণ্ডিয়ানের মনস্তুষ্টি করিবার জন্য এই সকল কথা কহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে, তবে প্রকৃত বিষয় না জানিয়া কথা কহিলে বুদ্ধিহীনতার পরিচয় পায়। বঙ্গদেশে রাজনীতি ব্যবসায় কাহারও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা রাজনীতি লইয়া আন্দোলন ও আলোচনা করেন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। উদরান্নের জন্য কোন বঙ্গবাসীই রাজনীতির আলোচনা করেন না।

আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্সের কন্যা সম্প্রতি লর্ড এবং লেডিডফারিনের নিকট আসিয়াছেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, যে কোন পঞ্জাবীর সহিত তাঁহার পিতার পরিচয় ছিল, তিনি তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন।

ওয়েকেলি সাহেব পদত্যাগ করায় মিঃ কে, এম, চট্টোপাধ্যায় কলিকতা হাইকোর্টে ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টার হইয়াছেন।

গত ৭ই জানুয়ারি শুক্রবার বরিশাল জিলাতে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হয়।

এলাহাবাদে গত ২১এ ডিসেম্বর হইতে পবলিক-সার্ভিস কমিসন বসিয়াছিলেন। এত দিন কমিসন এলাহাবাদের কার্য্যশেষ করিয়া এক অংশ বোম্বাই এবং একাংশ বাঙ্গালা অঞ্চলে রওনা হইয়াছে।

পাইওনিয়ারের বিলাতের সংবাদদাতা বলেন রুষ তুরকের সন্ধি ভঙ্গ করিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট চাঁদ দান গ্রহণ করিবেন।

ব্যবস্থাপক সভার সমস্ত আইন ও প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপি ইতিপূর্ব্বে তিনবার করিয়া প্রকাশিত হইত, এখন হইতে কেবল একবার মাত্র প্রকাশিত হইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার তর্ক বিতর্ক স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইবে।

দিনকয়েক পূর্ব্বে মান্দ্রাজ নগরে অগ্নিদাহে ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে। প্রায় ৪০০ গৃহ ভস্মসাৎ হইয়াছে। প্রকাশ যে এরূপ ঘটনা দৈবক্রমে ঘটিয়াছে। রাত্রে যেরূপ অগ্নিভয়ের প্রাদুর্ভাব, তাহাতে এই ব্যাপার যে দৈবক্রমে ঘটিয়াছে তাহা বিশ্বাস করা যায় না।

ডিপারেল বলেন লর্ড ডফরিণ ভারতশাসন পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে শাসন কার্য্যে কোনও এক প্রকার প্রতিনিধি ব্যবস্থা চালাইয়া যাইবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন।

মান্দ্রাজের অধিবাসিগণ বলেন জুবিলী উৎসব ১৬ই ফেব্রুয়ারি না হইয়া ২০এ ফেব্রুয়ারি হওয়া উচিত।

পবলিক সার্ভিস কমিসন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্ত দিয়া আমাদিগকে প্রকাশিত প্রশ্ন ও বিচার্য্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার জন্য একখানি অনুরোধ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

একজন কাশ্মীরবাসী একটী বানরকে কথা কহিতে শিখাইতেছেন। জনৈক ইংরাজ বলেন বানরদের কথা কহিতে না দেওয়াই উচিত। মনুষ্যের মধ্যেও বানরের অভাব নাই।

ব্রহ্ম সমরে গত ৩১এ অক্টোবর পর্য্যন্ত ইংরাজ সৈন্য হত—যুদ্ধে ২০ জন ইংরাজের মৃত্যু হইয়াছে। রোগে ৩৪১ জন মরিয়াছেন। ৬১ জন আহত হইয়াছেন। ৫৭৫ জন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। দেশীয় সৈন্য ৪৪ জন মরিয়াছেন। রোগে ৬৬৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে, আহত ব্যক্তির সংখ্যা ১৫৩, অকর্ম্মণ্য ৭৯৩।

মহারাজ্ঞীর জুবিলী উপলক্ষে ভারতবর্ষের নানা স্থানে সভা হইতেছে।

কাশীতে গঙ্গার উপর যে নূতন রেলওয়ে সেতু নির্ম্মাণ হইবে তাহার কার্য্য আরম্ভ দিবসে বড়লাট স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন।

ইংলণ্ড ও চীনের সহিত সম্প্রতি যে সন্ধিপত্র লিখিত হইয়াছে, চীন এখনও তাহাতে স্বাক্ষর করিতেছেন না। চীনের হস্তে ইংলণ্ডের আরও কত অপমান আছে কে বলিতে পারে?

ভারতবর্ষের উপর এখন ইংলণ্ডের সদয় দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মান্দ্রাজের অগ্নিপীড়িত পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য অনেক ইংরাজ মুক্তহস্ত হইয়া দান করিতেছেন। ভারতবাসীর মন পাইবার এই কি প্রকৃত উপায়?

কোন কোন সহযোগী তাঁহার প্রান্তে একজন কার্য্যদক্ষ অফিসার নিযুক্ত করিয়া রাখিবার উপদেশ দিতেছেন। চীনের সহিত যখন এ পর্য্যন্ত একটা বন্দোবস্ত স্থির হইল না, তখন ইংরাজ তাহার প্রান্তে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না।

ব্রহ্ম সেনাপতি হাল্টকে হস্তগত করিবার জন্য ইংরাজ সৈন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। হাল্টর কার্য্যাদি দেখিয়া বোধ হয় ডাকাইতি তাহার উদ্দেশ্য নহে। প্রাণপণে স্বজাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই জাতির লোক হস্তগত হইলে ইংরাজ তাঁহাদের নিগ্রহ না করেন ইহাই মনুষ্যত্বের উপদেশ।

মিরর পেট্রিয়ট বলেন জুবলী উপলক্ষে চতুর্দ্দিকে সনন্দ বিতরণ হইবে, তাহাতে মিঃ হ্যারিসন "নাইট" পদবীপ্রাপ্ত হইবেন এবং মৌলবী আবদুল জব্বর ও সাহেব আমীরহোসেন নবাবপদবী প্রাপ্ত হইবেন। হ্যারিসন সাহেবকে যে কিজন্য সম্মান দেওয়া হইতেছে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না. অথবা যাহা বুঝিতে পারিতেছি তাহাতে ছোটলাটের কলঙ্ক ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না।

সংবাদদাতার পত্র।

রাণাঘাট।

সংপ্রতি আমাদিগের প্রজাবৎসলা স্নেহময়ী মহারাণী ভারতেশ্বরীর রাজত্বকাল পঞ্চাশদ্বর্ষ পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, এতাদৃশ দীর্ঘ কাল একাধিক্রমে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করা অথবা এক রাজার শাসনাধীনে অবস্থান করা, কি রাজা কি প্রজা উভয়েরই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই জন্য কি ব্রিটীশ সাম্রাজ্য, কি ভারত সাম্রাজ্য, সর্ব্বত্র মহা মহোৎসবের উদ্যোগ ও আয়োজন হইতেছে। আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি এই মহোৎসবের দিন স্থির হইয়াছে, এই উপলক্ষে, রাণাঘাট নগরেও কিছু অনুষ্ঠান হওয়া আবশ্যক। তদ্বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য অত্রত্য শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ তলায় অদ্য ১২ই মাঘ রবিবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় একটী মহতী সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

সভার উর্দ্ধদেশে দয়াবতী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কুইন ভিক্টোরিয়ার একখানি অতি সুন্দর বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি রাখা হইয়াছিল। সভায় আমাদিগের নবাগত সবডিবিজনাল অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়, মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমনাথ ঘোষ, রেলওয়ে ডিপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমাধব রায়, স্বাধীন প্রথম শ্রেণী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট রাণাঘাট মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান অত্রত্য সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, জমীদার শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর পালচৌধুরী খ্যাতনামা গ্রন্থকার পণ্ডিত কালীময় ঘটক, শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল পাল, সবরেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ দত্ত এম, বি, অনরেরি মাজিষ্ট্রেট কমিসনর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র পাল চৌধুরী, জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, জমীদার বাবু মন্মথনাথ পালচৌধুরী, হবিবপুরের জমীদার বাবু কেদারনাথ রায়, ঘোষপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস পাল—দেব, গ্রাম নিবাসী মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু বংশধর ঘোষ, স্কুল সবইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায় কমিসনর শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ মল্লিক, ও কমিসনর বাবু গঙ্গাচরণ দেব, আড়ংঘাটানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হরিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কুবিহারি সিংহ, জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র প্রামাণিক, জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র পাল চৌধুরী, মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ চট্টোপাধ্যায়, রঘুনাথপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীচরণ রায়, জমীদার বীরনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ খাঁ, মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ ঘোষাল, অনরেরি ম্যাজিষ্ট্রেট ডাক্তার রামচন্দ্র ঘোষ, এল, এম, এস,—"রঘুনাথ পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু রায়, সাধারণ ভারত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘটক, কমিসনর শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ, মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোলাড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ বসু, মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র দত্ত, শান্তিপুরের সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র রায়, পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারি বন্দ্যোপাধ্যায়, মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র তর্ক রত্ন, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ভুবন চন্দ্র ঘটক, শ্রীযুক্ত [illegible]কনাথ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম ঘোষ, পুলিস সবইনসপেক্টর বাবু উত্তমচন্দ্র ঘটক, শ্রীযুক্ত মজীরুদ্দিন মুন্সী প্রভৃতি বহু সংখ্যক গণ্য মান্য সম্রান্ত অনেকগুলি ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। লোকের আনন্দের সীমা নাই। সকলেই মহারাণীর প্রতিছবি দেখিয়া ভক্তিতে পরিপূর্ণ।

অনন্তর আমাদিগের উৎসাহী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মহোদয় সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সংকে বুঝাইয়া দিলেন. তাঁহার প্রস্তাবে এবং সর্ব্ববাদী সম্মতিতে শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমাধব মুখোপাধ্যায় মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভাপতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া একটী সময়োচিত ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়া পুনরাসন গ্রহণ করিলেন। তদন্তর উক্ত মহোদয় সভার কার্য্য প্রস্তাবগুলি যথাক্রমে পাঠ করিতে অনুমতি করিলেন।

১ম প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘটক কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইল যে "শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শুভ রাজত্ব পঞ্চাশ বৎসরে প্রবৃত্ত হওয়ায় প্রজা সমূহের আন্তরিক রাজ ভক্তি, অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই এই সভার উদ্দেশ্য। এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা অনুমোদিত এবং সর্ব্ববাদীসম্মত।

২য় প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইল, যে উক্ত শ্রীশ্রীমতীর সুগোচরার্থ মহামান্য শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডফরিণ বাহাদুর দ্বারা প্রেরণ জন্য, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এক অভিনন্দন পত্র পাঠান যায়" এই প্রস্তাব বাবু মতিলাল পালচৌধুরী দ্বারা অনুমোদিত।

৩য় প্রস্তাব।

বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইল যে "আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি উক্ত শ্রীশ্রীমতীর শুভ রাজ্য পঞ্চাশ বৎসর উপলক্ষে রাণাঘাট সবডিবিজানের মধ্যে কোন উপযুক্ত মহোৎসবের দ্বারা স্মরণীয় করা সভার উদ্দেশ্য" এই প্রস্তাব ডাক্তার বাবু রামচন্দ্র ঘোষ দ্বারা অনুমোদিত।

৪র্থ প্রস্তাব।

পণ্ডিত কালীময় ঘটক কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইল যে অন্যান্য উৎসবের মধ্যে রাণাঘাট সবডিবি-জানবাসিদিগকে এই অনুরোধ করা যায় যে আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি রাত্রিকালে সকলে আপন আপন বাসস্থান আলোক দ্বারা উজ্জ্বলিত এবং ঈশ্বরের নাম সংকীর্ত্তন বাহির করিবেন এই প্রস্তাব বাবু জগদ্বন্ধু রায় এবং পণ্ডিত ভুবন মোহন বিদ্যালঙ্কার দ্বারা অনুমোদিত।

৫ম প্রস্তাব।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইল যে "চাঁদা দ্বারা টাকা সংগ্রহ করিয়া একটী কার্য্যকরী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন, কি অন্য বিধ সাধারণের হিতকর কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করা যায়," এই প্রস্তাব বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু যজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক অনুমোদিত। কার্য্যকরী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সর্ব্ববাদীসম্মত।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব।

বাবু শরচ্চন্দ্র পালচৌধুরী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইল যে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম প্রস্তাবের লিখিত বিষয়গুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বাবু সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী সম্পাদক, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘটক সহকারী সম্পাদক এবং বাবু যজ্ঞেশ্বর ঘোষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীময় ঘটকপ্রভৃতি মহোদয়গণ মেম্বর নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এতদপেক্ষা আরও অধিক সংখ্যক মেম্বর নিয়োগ করিতে পারিবেন। এই প্রস্তাব বাবু রামদাস মুখোপাধ্যায় দ্বারা অনুমোদিত।

৭ম প্রস্তাব।

বাবু বঙ্কুবিহারি সিংহ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইল যে "মিউনিসিপ্যাল সভার মেম্বর ও সংযুক্ত সাধারণ রাজনৈতিক সভার সভ্যগণকে অনুরোধ করা যায় যে, তাঁহারা সভার উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে বিশেষ যত্নবান হন, এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরিজাভূষণ দত্ত দ্বারা অনুমোদিত।

৮ম প্রস্তাব।

বাবু মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হয় যে "সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করা যায় যে এই কার্য্য বিবরণের একখণ্ড প্রতিলিপি যথা বিহিত পদ্ধতি অনুসারে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করেন। এই প্রস্তাব বাবু বেচারাম ঘোষ কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

সভায় বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘটক একটী ইংরেজী ক্ষুদ্র সারগর্ভ বক্তৃতা এবং পণ্ডিত কালীময় ঘটক বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ, বাবু যজ্ঞেশ্বর ঘোষ প্রভৃতি মহাত্মাগণ এক একটী সুন্দর বাঙ্গালা বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ সকলকেই সুখী করিয়াছিলেন। পণ্ডিত কালিময় ঘটকের সেই "সংস্কৃত কবিতাটী যাহা তিনি উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই সময়োচিত ও প্রাসঙ্গিক হয়। তবে দুই একটী বক্তার বাঙ্গালা বক্তৃতা শুনিয়া আমরা বাস্তবিকই হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। তাঁহাদের সাহসকে আমরা ধন্যবাদ দিই। অদ্যই সভায় ন্যূনাধিক ৮০০ শত টাকার চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে তন্মধ্যে বাবু সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মহাশয় ২০০ শত টাকা স্বাক্ষর এবং শিল্প বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য একখণ্ড ভূম (যাহার মূল্য ৫৯০ শত টাকার অধিক) দান করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমাদিগের নবাগত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু নির্ম্মলমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্য্যের সাহায্যার্থ ৫০ পঞ্চাশ টাকার চাঁদা স্বাক্ষর করিয়া যথেষ্ট বদান্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অনন্তর বেলা ৫টার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভার কার্য্য শেষ হয়।

বিজ্ঞাপন

—০:০—

—০০—

—

প্রেরিত পত্র।

খ্রীষ্ট উৎসব।

(খ্রীষ্ট ম্যাস উপলক্ষে লিখিত)

আজি আনন্দ উৎসব অপার
বালক যুবক হৃদয়ে সবার
সমগ্র জগতে হইল আজি
গাথিয়া পল্লব কুসুম মালার
সাজায়ে ভবন অপূর্ব্ব শোভার
সুন্দর সজ্জায় সকলে সাজি।
বিবিধ বাজনা বিবিধ সঙ্গীত
বিবিধ উৎসবে হইয়া মিলিত
করিছে আজি যে আনন্দ কিবা
মহর্ষি ঈশার মহান নামেতে
পবিত্র হৃদয়ে পবিত্র ভাবেতে
মাতিছে সকলে রজনী দিবা।
মূর্ত্তিমান দেব-ঈশার জীবন,
জগত উদ্ধারে জীবন অর্পণ
পিতার আদেশে দিয়াছেন ক্রুশে
আজি সে মহর্ষি ঈশার নামেতে
জয়ধ্বনি দিয়া তাঁহার প্রেমেতে
করিছে উৎসব সকলে হরষে।
এ উৎসব নয় বাহ্যিক শোভার
এ উৎসব নয় ভোজন বিহার
এ উৎসব নয় প্রেম ভক্তিময়
ঈশা প্রেম পান, ঈশা প্রেমগানে
ঈশার চরিত্র তীর্থের স্নানে
সবে সবে আজ ঈশার জয়।
এ নব যুগেতে এ নব উৎসব
নবীন হৃদয়ে সমগ্র মানব
এ নব উৎসব করিবে রাগে,
এ নব যুগেতে ঈশার মায়েতে
সমগ্র মানব সমগ্র জগতে
ঘোষিবে উৎসব ভৈরব রবে।
নহে এ উৎসব জাতি বিশেষের
নহে এ উৎসব বিশেষ দেশের
নব বিধানেতে আজি এই কয়
ঈশা মূষা আজি সব এক হয়
চৈতন্য গৌরাঙ্গ কেহ ভিন্ন নয়
এ নব বিধানে আজ সব এক হয়।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

মহাশয়। এবার বিক্রমপুরে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবে অনেক লোক অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। এমত ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। আমাদের গ্রামে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কয়েক জন মাত্র লোক ন রয়াছে। কিন্তু ভদ্র পল্লীতে প্রায় ৬০।৭০ জনের ওলাউঠা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ডাক্তার কে, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওলাউঠার "মহৌষধ" নামক ঔষধ আনাইয়া সর্ব্বত্রই ব্যবহার করান হইয়াছিল,ভগবানের কৃপায় ২টী ভিন্ন উক্ত ঔষধে সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ইহাতে এতদিনে বোধহয় ওলাউঠার প্রকৃত ঔষধ আবিষ্কৃত হইল। আমরা যেরূপ মহৎ উপকার লাভ করিয়াছি এবং দেশের মান্য গণ্য মহোদয়গণ সকলেই একবাক্যে ইহার মহোপকারিতা যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা দৃঢ়তার সহিত সাধারণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা একবার ঔষধটী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি দেশের সর্ব্বত্র এই ঔষধ প্রচারিত হইলে অনেক [illegible] জীব রক্ষিত [illegible] অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবেন।
ডাক্তার কে, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমরা জানি না। তিনি [illegible] প্রকৃত

অন্যাদের মধ্যে যেরূপ চিকিৎসার্থে প্রতিষেধ এবং বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন তাহাতে আমরা তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদি এরূপ মহৌষধ বাহির করিয়াছেন, তিনি কেন যে পূর্ণ নামটী কেন মাত্র জানি না। যাহা হউক, সম্পাদক মহাশয়! আপনারা অথবা আপনাদের পাঠকবর্গের নিকট যদি কেহ উক্ত মহাত্মার পরিচয় ও নাম জ্ঞাত থাকেন, আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। আজকাল আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ওলাউঠার মহৌষধ বিশেষতঃ একজন বাঙ্গালী দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা প্রথমতঃ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই, কিন্তু আমরা স্বয়ং উহা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি এবং আমাদের এই দেশস্থ অনেক মহাত্মা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন তাহাতে আমাদের বিশ্বাস যে এরূপ মহৌষধ এপর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। যাহা হউক আমরা পরিশেষে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করি যে, যাহাতে দেশের সকলে এই মহৌষধ দ্বারা উপকার পায় তাহার বন্দোবস্ত করিবেন এবং আমরাও বাঙ্গালার প্রত্যেক সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মাদিগের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করি, তাঁহারা যদি দেশের যথার্থ উপকার করিতে চান তবে উক্ত ঔষধ সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিবেন উক্ত ঔষধ বিনা মূল্যে বিতরণ হইতেছে তাহাতে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি করিবার কারণ নাই।

শ্রীঅম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য
তালুকদার—পাঁচগাঁও।
বিক্রমপুর

শ্রদ্ধেয় অমৃতলালের প্রায়শ্চিত্ত।

মহাশয়! অনেক দিন হইতে গৌরিভানিবাসী আমাদিগের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মহাশয়ের প্রায়শ্চিত্ত বিধান লইয়া সংবাদপত্রে ঘোর আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। কত লোক এই মহা আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়া সমাক্রান্ত হইলেন বিশেষ রূপেও গণ্য হইলেন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের কোন বিশেষ মত প্রকাশ করিতে চাই না, তবে এই মাত্র জিজ্ঞাসা যে, বিলাতগমন কি এতই শাস্ত্র বিরুদ্ধ? বিলাতের মৃত্তিকা কি বিধাতার সৃষ্টিতে এতই কলুষিত যে বিলাতের ভূমি স্পর্শ করিলেই জাতিভ্রষ্ট ও ধর্ম্মচ্যুত হইতে হইবে? আমরা বুঝিতে পারি না যে ইহার ভিতর কোন শাস্ত্রীয় সার উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আজি এই উনবিংশ শতাব্দীতে যে হিন্দু যুবক উইলসন হোটেলের উচ্চ মঞ্চে বসিয়া গোবংশ ধ্বংস করিতে বসিয়াছেন, গৃহে থাকিয়ে স্বয়ং দেশাচার পূজা করিতে কত প্রকার নৈতিক আড়ম্বর আচার ব্যবহারে জীবন কলঙ্কিত করিতেছেন, পবিত্র আর্য্যভূমি আর্য্যপরিবারকে কলঙ্কিত করিতেছে, আজ তিনি হিন্দু সমাজের মধ্যে মহাকুলীন, মহা ব্রাহ্মণ, মহৎবংশে বলিয়া আহুত ও গৃহীত হইতেছেন। হিন্দুসমাজ অবলীলাক্রমে চক্ষের সম্মুখে এই সমুদয় অশাস্ত্রীয় পৈশাচিক বিভীষিকা অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতেছেন। যে ব্রাহ্মণযুবক এককালে ব্রহ্মত্ববিহীন নীতি বিবর্জ্জিত ভীষণ পাপ কলুষে কলুষিত, তিনি আজ পবিত্র দেবপূজার পুরোহিত, শিষ্য মণ্ডলীতে দীক্ষাগুরু। তাই আজি সমুদায় হিন্দুসমাজকে জিজ্ঞাসা করি যে বিলাতযাত্রা কি এতই অশাস্ত্রীয়? এই কি প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত? শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল জীবনের কাল উদ্দেশ্য লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ! তোমার আসল পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, যদি সংসর্গ দোষে ব্রাহ্মণ অমৃতলালের কোন প্রকার শাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইয়া থাকে তাহা কি ধর্ত্তব্য, আর এরূপ প্রায়শ্চিত্ত কি প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত? ইহা উৎসব নহে, ইহা কোন প্রকার আন্দোলন নহে ইহা আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। নিজ পাপের জন্য হৃদয়ের গূঢ় স্থান হইতে যে নিজে নিজে মনস্তাপ, তাহাই প্রায়শ্চিত্ত। শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল বাবু যদি কোন পাপে দূষিত হইয়া থাকেন এবং তাহার জন্য তাঁহার প্রকৃত অনুতাপ হইয়া থাকে, তবে তাহাতেই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, আমরা হিন্দু বিধির প্রকৃত সার তত্ত্ব সমুদায় ক্রমশঃ বাহ্যাড়ম্বরযুক্ত ও ভ্রষ্ট ভাবাপন্ন হইতে দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইতেছি।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।
সমস্তিপুর।

সাহিত্য জগতের অপূর্ব্ব ছবি।

যে সব তরঙ্গে মত্ত হয়ে বঙ্গবাসীর আদি রস প্রাণ মাতাইয়া দিয়াছে, যে বর্ম্ম ক্রীড়ার নগর, উপনগর 'সেতু' পয়ঃনালা পর্য্যন্ত প্রকম্পিত, সেই [illegible] দিগন্তের ভাবুকের অন্তঃপথে দিবা জাতীয় সঙ্গীত সুধা সূক্ষ্ম হইয়া উথলিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। বস্তুতঃ সাহিত্য জগতের ইহা প্রকৃষ্ট ছবি, তুষলে ইহা অপূর্ব্ব আন্দোলন, আজন্মকাল আজি আবার আমরা নূতন দেখিতেছি যেন এই সকল কালে উৎপাতের দিনে আজন্মকাল বড়ই সমদোষভাগী হইতেছে, প্রভু থাকিতে আমরা কিছু শিক্ষার কথা, আশার কথা, ভবিষ্যৎ দেখিব ভাবিয়াছি। গ্রন্থ অনেক সময় শিক্ষকের কার্য্য করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বঙ্গে এ শতাব্দীর এই নূতন সংস্করণ, এখনে এপ্রকরণ প্রভূত দোষ, আজি কালি ভাষার দিকে উপমার দিকে ও অলঙ্কারের দিকেই অনেকের দৃষ্টি পড়িয়া, ভাবের প্রতি যদি বা কখন কবিদিগের দৃষ্টি পড়ে তাহা আবার পূর্ণ করণে জড়াইয়া ফেলেন, যেন যে কেবল কবিত্ব সেই খানেই প্রবল কুজ্ঝটিকা, তাহার ভিতর রস আছে মাত্র জানিয়া ভাবিয়াই সুখী হই, আস্বাদনে আলাপনে চরিতার্থ হই না। যাহা প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিবা-মাত্র হৃদয়ের ভিতরে প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠে, আপনি প্রতিবিম্ব ফুটে, তাহা ত গ্রন্থের ভাষা, যে আদর্শ মানুষ কখনও ইহ জীবনে ভুলিতে পারিবে না, যাহা উঠিতে বসিতে ভাবুক হৃদয়কে শাসিত আশ্বাসিত করিবে তাহাই ত জীবন্ত চিত্র—তাহাই প্রশংসার কথা, যাহা অন্তঃপাপের গোপনে থাকিয়া প্রতি পাদক্ষেপে তোমার মুখের পানে তাকাইয়া দেখে যখন তোমার পদস্খলন হইল, যতটা তুমি অনুশীলন করিলে, তাহা কি মানুষ গ্রন্থে দিলে? আদর্শের চূড়ান্ত ছবি বঙ্কিমচন্দ্রেরই তুলিকায় অঙ্কিত, অন্য কোন কবি এ পথে চলিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া বুট কত করিয়া চিতা পোড়ায়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে সুন্দর ক্রম আছে, সকল বিষয়েরই সময় আছে। এক জনের দৃষ্টান্ত ধরিয়া সকল শিশুকেই কিছু কৈশোরে বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত নহে, দিলেও হয় না, সকলে ধ্রুব হইলে গার্হস্থ্য আশ্রম লোপ পায়। সুতরাং সকল বিষয়েরই সকল দিক দেখিয়া চলিতে হয়। এই চীন সমরের উপক্রমে এখন হইতে চীন দেশে বুদ্ধদেবের অহিংসাপরমোধর্ম্ম প্রচার করিলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা থাকে না, তাই বলিতেছি ধর্ম্ম মনুষ্যের জন, ধর্ম্ম উচ্চ শ্রেণীর জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, পর প্রবৃত্তির

পরিচর্য্যায় আয়ন্ধী বিদ্যা এবং মুহূর্ত্ত বিধায়ক রুক্ষবর্ণের আবশ্যক সত্য, কিন্তু যে দেশ রক্ষায় সমাজ রক্ষায় জাতি রক্ষায় আত্মরক্ষায় অক্ষম তাহার ধর্ম্ম কিসের জন্য যাহা কোমল তাহাই ধর্ম্ম নহে, নারীপ্রকৃতি ও কোমলা প্রবৃত্তি ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নহে, যাহার দেশ বাৎসল্য নাই, তাহার ধর্ম্মে প্রয়োজনই বা কি? নিবিড় অরণ্য রাশি কাহার রাজত্ব, রাজধানীতে বুদ্ধদেবের প্রজাদের আত্মোৎসর্গ; শ্রীচৈতন্যের স্বার্থাহুতি তাহার জন্য কেন? আগে মাতৃভূমি কি, তাহা আমরা বুঝি তাহার দুঃখের জন্য কাতর হই, তাহার সুখে লালায়িত হই, পরে বৈরাগ্য প্রাণ ধর্ম্মের বিভূতিমণ্ডিত কৃশকায় ধীরে স্থিরে দেখিব, যে স্বদেশভক্ত হয় নাই, সে বিশ্বভক্ত হইতেই পারে না, আর ঐ বিশ্বভক্ত হইতে একটা বিশ্বব্যাপিনী কথা বইত নয় উহার ভিতর কি আছে না আছে তাহার আমরা বড় একটা ধার ধারি না।

বাঙ্গালায় বঙ্কিমচন্দ্রের আধিপত্য বড় বেশী। বঙ্কিমচন্দ্রের এক এক গ্রন্থে এক একটী অপূর্ব্ব সঙ্কেত আছে। আনন্দমঠে নিয়তই কবির দৃষ্টি জন্ম ভূমি পানে। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মভূমিই সর্ব্বে সর্ব্বা দেখাইয়াছেন। বুঝাইয়াছেন বচন মাতার নীতির মূল লক্ষ্য ধরণী তল মনুষ্য আনন্দমঠে পদে পদে গ্রন্থকারের সৌন্দর্য্যময়ী কল্পনার সহিত সাক্ষাৎ হয় না বটে কিন্তু সমগ্র আনন্দমঠ পরিদর্শনে যাঁহার দেখা পাই, তাঁহার নিকট কবির কৃতীত্ব সকল হীনপ্রভ হইয়া যায়, ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যতের ত্রিমূর্ত্তি দেখিয়া হর্ষে ত্রাসে আশায় উৎসাহে মাতিতে কাঁপিতে কাঁদিতে হাসিতে থাকি, তার রাজ্যের বহুমূল্য রত্নরাজিতে আনন্দমঠ বিভাসিত নয় বটে কিন্তু এক সঙ্কেত যাহা আনন্দ মঠে আছে তাহা স্পষ্টাক্ষরে সুরেন্দ্রবিনোদিনীতে নাই, শরৎসরোজিনীতেও নাই, ভারত সঙ্গীতে কথঞ্চিৎ মাত্র তাহার আভাস দেখিতে পাই। কবির কি মর্ম্মভেদী দিব্য দৃষ্টি। গ্রন্থে কেমন অভূতপূর্ব্ব ভাব, পড়িয়াছ পাঠকের প্রাণে আনন্দ লহরী স্বতঃই খেলাইয়া উঠে, যিনি অধ্যবসায়ের আসনে উপবিষ্ট হইয়া সমগ্র আনন্দমঠ পাঠ করিবেন, তিনি যথার্থই চরিতার্থ হইবেন, বলিতে কি এ গ্রন্থে বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্র পবিত্র হইয়াছে। গ্রন্থখানি এখন আমার বিশেষরূপে বড়ই মনোযোগী, এই উন্নত যুগে সভ্যতা সংঘর্ষণে এক দিকে রাবণের চিতার ন্যায় প্রবল সমরানল জ্বলিয়াই রহিয়াছে। অন্য দিকে রুষের ভীষণ তীব্র জটিল কুটিল ভ্রূকুটি, আফগানের রক্তপাতের প্রবল উপক্রমণিকা মধ্যে দীনহীনা ভারতের কঠোর রাজশাসন এমন সময় লুপ্ত প্রায় স্বদেশভক্তি একবার যদি তাহার পুনরুত্থান হইলে এ দারুণ তিমির রাশি দূর করিতে পারি। যে স্বদেশভক্ত, সে কখনই রাজদ্রোহী নহে। ইহা বিজ্ঞান সম্মত কথা ইহা স্পষ্ট কথা, এই জন্য আমরা সিপাহি সংঘর্ষকে সিপাহী যুদ্ধ বা সিপাহী বিদ্রোহ বলি। প্রাণ থাকিতে আমরা কি এতই নরাধম, এতই অকৃতজ্ঞ হইব যে যাহারা স্বদেশের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, তাহাদের ভাবাও বিকৃত করিব?

রহস্যপূর্ণ আনন্দমঠ চিত্তকে কোথায় যে কতদূরে লইয়া যায়, তাহার ঠিকানা থাকে না সম্মুখে যদি কখন আসিয়া পড়, তবু যেন বোধ হয় লক্ষ্যের সীমানা নাই, ইহার ধরিবই বা কি? বুঝিবই বা কি? আনন্দমঠে কেমন এক গুরুতর লক্ষ্য আছে। কেমন পবিত্র ভিত্তির উপর ইহা সংস্থাপিত। আইস ইহার নিকট আমরা প্রণত হই।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

সোমপ্রকাশ।

২৬এ মাঘ সন ১২৯৩ সাল।

কোন সহযোগীর একজন সম্বাদদাতা প্রকাশ করিয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্ট পবলিক-সার্ভিস কমিসন সম্বন্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট একখানি গুপ্ত সার্কিউলার প্রচার করিয়াছেন। সার্কিউলারের মর্ম্ম এই যে, পার্লিয়ামেণ্টের আইন অনুসারে এদেশীয় লোকে ইউরোপীয়দিগের সহিত জাতি বর্ণের প্রভেদ না রাখিয়া সমান রূপে উচ্চপদে নিযুক্ত হইতে পারিবে। এদেশীয়গণকে উচ্চপদে নিয়োগ করিবার জন্য বর্ত্তমান পবলিক সার্ভিস কমিসনের সৃষ্টি, কিন্তু এদেশীয়ের মধ্যে হিন্দুরাই সুশিক্ষিত, সুতরাং হিন্দুরাই জজ মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টার ও অন্যান্য উচ্চতম পদের অধিকারী হইতে পারিবেন। মুসলমান অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। সুতরাং মুসলমানের ভাগ্যে উচ্চপদ কখনই জুটিবে না। হিন্দু জজ ও মাজিষ্ট্রেট হইলে মুসলমানের উপর সর্ব্বত্রই অবিচার ও অত্যাচার হইবে। হিন্দু পৌত্তলিক, হিন্দু জাতিভেদ স্বীকার করেন, হিন্দুর হস্তে কখনই মুসলমানের সুবিচার হইতে পারিবে না। হিন্দুর পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান অবস্থানুসারে শাসনকার্য্য চলিলে মুসলমানের মঙ্গল। ইংরাজ পৌত্তলিক নহেন, মুসলমানের দ্বেষ্টা নহেন, ইংরাজ জাতিভেদ স্বীকার করেন না, বিশেষতঃ ইংরাজ এখন নানা প্রকারে মুসলমানের উপকার সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এমত অবস্থায় হিন্দুর পরিবর্ত্তে ইংরাজের হস্তে শাসন কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব থাকিলেই মুসলমানের শ্রেয়ঃ। মুসলমান সম্প্রদায় এই বিষয়টী বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখুন। যাহাতে হিন্দুগণ শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে বরং যাহাতে ইংরাজগণ বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন তাহার অনুকূল মতের উদ্ভাবন করিয়া পবলিক সার্ভিস কমিসনে সাক্ষ্য দিবার জন্য সাক্ষী সংগ্রহ করুন। হিন্দুরা সকলেই দলবদ্ধ হইয়াছে। মুসলমানেরা দলবদ্ধ হউন। রাজপুতনার ন্যায় আরও কয়েকটী স্থানের নিরক্ষর হিন্দুগণও এই উদ্যমের সহায়তা করিতে উদ্যোগী আছেন।

আমরা এই সার্কিউলারের সত্য মিথ্যা কিছুই জানি না। সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন যে, সুযোগক্রমে এই সার্কিউলারের একখণ্ড তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগকে অবাক করিয়া ফেলিবে। গবর্ণমেণ্ট যে এতদূর কপটতা করিতে পারিবেন, আমাদের তাহা বিশ্বাস হয় না। হয়ত ইহার ভিতরে কোন গূঢ় কথা আছে, না হয় কোন চতুর এংলোইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের নামে এইরূপ সার্কিউলার বাহির করিয়া স্বার্থ সাধন

...কারবার চেষ্টা করিয়া থাকবেন, সত্য গোপন থাকিবে না। কালে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। মুসলমান সমাজ সতর্ক হউক।

গত ২৭এ জানুয়ারি মহারাজ্ঞীর নিম্ন-লিখিত বক্তৃতাটী মহাসভায় পঠিত হইয়াছিল।

বৈদেশিক রাজগণের সহিত আমরা মৈত্র সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াছি। ইউরোপের দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে এখনও গোলযোগ চলিতেছে। কিন্তু এই গোলযোগ উক্ত বিভাগে কোনও প্রকার শান্তিভঙ্গের ভয় নাই। ঘটনাচক্রে পড়িয়া বুলগেরিয়ার প্রিন্স আলেকজাণ্ডার যে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহাতে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু প্রিন্স আলেকজাণ্ডারের পদে নূতন রাজার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমার অভিমত এই যে বর্লিনের যুক্তি অনুসারে যত দিন না এই বিষয়ে আমার ভার লইবার সময় হইবে, ততদিন আমি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিব না। ইজিপ্টে যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, এখনও তাহার শেষ হয় নাই। কিন্তু সদর মফঃসলের যেরূপ শান্তির সমাচার পাওয়া যাইতেছে তাহাতে কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে বলিতে হয়। গত কয়েক বৎসর ব্রহ্মদেশে দস্যুর উপদ্রবে অরাজকতা বৃদ্ধি হইয়াছিল, সম্প্রতি আমার সৈন্য সামন্তের সাহস পরাক্রম এবং কার্য্য দক্ষতা গুণে দস্যুদল ক্রমে ক্রমে দূরীকৃত হইতেছে। উত্তর ব্রহ্মে যে সকল দস্যু উপদ্রব করিতেছিল তাহাদিগকে দেশান্তরিত করা হইয়াছে। অনেক দস্যুদল পতি আমাদের স্মরণাপন্ন হইয়াছে। আমার বিলক্ষণ আশা হইয়াছে যে, সমগ্র ব্রহ্মরাজ্যে শীঘ্রই শান্তি স্থাপিত হইবে, এ বৎসর আয়র্লণ্ডই আমার চিন্তা এবং মনোযোগের বিষয়। ইতিপূর্ব্বে আয়র্লণ্ডে যে সকল অত্যাচার ঘটিত এখন তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে। গত শরৎ ঋতুর প্রারম্ভে আয়র্লণ্ডে প্রজা এবং জমীদারদিগের উন্নতি হইয়াছিল। সম্প্রতি এই সম্বন্ধ বিপর্য্যস্ত করিবা এবং প্রজাগণকে দলবদ্ধ করিয়া তাহাদেন আইনমত কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করা হয়। আইনের আড়ম্বর হেতু এই সকল অত্যাচারের প্রতিবিধান চেষ্টা বিশেষরূপে প্রতিহত হইয়াছে। আইনের বিধিমত সংস্কার করিবার জন্য শীঘ্রই আপনাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইবে। আয়র্লণ্ডের ল্যাণ্ড টেনিওর কমিসনের রিপোর্টই আপনাদের বিশেষ বিবেচনাধীন হইবে। এই বক্তৃতার পর মহারাজ্ঞী ইংলণ্ড আয়র্লাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ড সম্বন্ধে কতকগুলি আইনের পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করেন।

ইউরোপের প্রাত্যহিক সম্বাদ অবগত হইয়া দিন দিন আমাদের মনে নূতন নূতন ভয়ের সঞ্চার হইতেছে। ফরাসী এবং জার্ম্মণির সম্বাদ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ। ফ্রান্কো জার্ম্মণ যুদ্ধের পর ফরাসীরা আলসেস এবং লারেন নামক দুইটী স্থান জার্ম্মণিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। সেই অবধি ফরাসী মনে মনে জার্ম্মণির বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সেই দারুণ সময়ে ফরাসী একেবারে হতবল ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছিলেন জার্ম্মণির আঘাতসম্ভূত ক্ষতস্থান যতদিন না শুষ্ক হইয়াছে, ততদিন ফরাসী মস্তক উত্তোলন করিতে সাহস করেন নাই। এতদিনে বোধ হয় ফ্রান্স আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এতদিনে অল্পে অল্পে বল সংগ্রহ করিয়া ফ্রান্সের অসাড় দেহে প্রাণ আসিয়াছে, তাই এতদিনের পর বোধ হয় সেই দারুণ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য ফরাসি প্রতিবাদ্ধ। প্রান্ত দেশে দলে দলে সৈন্যসমাগম হইতেছে, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে যুদ্ধের আয়োজনে সামরিক কর্ম্মচারিগণ ব্যস্তে ব্যস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কামান বন্দুক, গোলাগুলি নানা দিগ্দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া অস্ত্রাগারে স্তূপাকৃতি হইতেছে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া জার্ম্মণি ফরাসির নিকট এই সামরিক আয়োজনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। সকলের বিশ্বাস এবার ফরাসী এবং জার্ম্মণির যুদ্ধ অনিবার্য্য। জর্ম্মণি আস্ফালন করিয়া বলিয়াছেন ফ্রান্স যদি পুনরায় জার্ম্মণির সহিত যুঝিতে আইসেন, তাহা হইলে এবার তিনি এমনি আঘাত প্রাপ্ত হইবেন যে এক শত বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে না। জার্ম্মণিও সমরসজ্জায় পশ্চাৎপদ নহেন, কিন্তু ফরাসীর সহিত সমরাঙ্গণে নাচিতে হইলে তাহাকে উত্তর জার্ম্মণির জন্য রুষের সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে হয়। সে বন্দোবস্তটাও শেষ হইয়াছে। রুষ এবং জার্ম্মণি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে এই দুই জাতির মধ্যে কেহ কোন সময়ে হস্তক্ষেপ করিলে অপর জাতি বিপক্ষের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবেন না। এই সন্ধিতে উভয়ের উদ্দেশ্য সাধন হয়। জার্ম্মণি, চীন ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য রাজ্যে নির্ব্বিবাদে প্রভুত্ব করিতে পারেন, রুষভল্লুকও নির্ভয়ে মধ্য এসিয়ায় বিচরণ করিয়া পাশব ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারেন। যে দুই জাতি ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, সেই দুই জাতিই যদি এইরূপে সন্ধিবদ্ধ হইলেন তবে কাহারও যথেচ্ছাচার নিবারণ করিবার আশা রহিল না। বর্ত্তমান সময়ে এই দুই জাতির সম্মিলন ইউরোপের অদৃষ্টে বড়ই দুর্দ্দৈবের কারণ। বুলগেরিয়ায় ইউরোপের অদৃষ্ট চক্র ক্রমাগতই ঘূর্ণিত হইতেছে বুলগেরিয়া রুষের পরিশ্রমলব্ধ প্রভুত্বের স্থান। ইংরাজ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী। বুলগেরিয়ার রীজেন্সি বর্ত্তমান সময়ের কিংকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য ইউরোপের সকল রাজ্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সকলেই বলিয়াছেন বুলগেরিয়া রুষের নিকট আত্মসমর্পণ করুন। ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রিয়া কেবল নিরপেক্ষমতাবলম্বী। কেন না বুলগেরিয়ায় উভয়েরই স্বার্থ নিহিত আছে। অষ্ট্রিয়ার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক, আমরা তাহার সম্বাদ রাখি না। ইংলণ্ড সম্বন্ধেরই আমাদের ভাব-

স্বার কারণ। ইংলণ্ড বুলগেরিয়ার রুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে মধ্য এসিয়া এবং আফগান প্রান্তে রুষ কত দূর সবল ব্যবহার করিবেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। চতুর্দ্দিকে দুর্ব্বৈব দেখিয়া আমাদের বিবেচনা হয় ইংলণ্ডের এখন নিরপেক্ষ থাকাই কর্ত্তব্য।

গত ১১ই মাঘের ব্রহ্মোৎসবের পর কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম সম্প্রদায় চুচুড়ায় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মহর্ষির জীবলীলা ফুরাইয়া আসিয়াছে। রোগে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া তিনি গঙ্গাতীরস্থ চুচুড়া গ্রামে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতেছেন। এই শেষদশায় মহর্ষি তাঁহার সযত্নসেবিত ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মগণও ইহজীবনের মত গুরুদেবের সৌম্যমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আর্য্যদেবের অন্তিম কালের অমৃতায়মান উপদেশবাণি শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। গত ১৭ই মাঘ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গ সমভিব্যহারে গুরুদর্শনে বহির্গত হন। ইঁহাদের গমন প্রত্যাগমনের সুবিধার জন্য একখানি প্রশস্ত ষ্টীমার ভাড়া করা হয়। ১৭ই মাঘ রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে ষ্টীমারে পাঁচ শত ব্রাহ্ম একত্র হন। লোকের জনতার মধ্যে একটী বালক স্থানভ্রষ্ট হইয়া গঙ্গার জলে পড়িয়া গিয়াছিল। বালকটী জলমগ্ন হইবার অনতিবিলম্বে একজন ব্রাহ্ম গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়া বালককে উদ্ধার করিয়া আনেন। পিতা মাতার কত আনন্দ, কত কৃতজ্ঞতা কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? এই ঘটনাটী উপলক্ষ করিয়া ব্রাহ্মগণ উপাসনা এবং সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা চুচুড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা মহানন্দে মহর্ষির আবাস বাটীতে গমন করেন। আমন্ত্রিতগণের অভ্যর্থনার জন্য বাবু রবীন্দ্রনাথ এবং বৃদ্ধের পরিবারবর্গ যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। আমন্ত্রিতগণকে সমাদরে ভোজন করাইয়া মহর্ষি ভোজন করেন। তাঁহারা সভাস্থ হইলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী অগ্রাঞ্জ আচার্য্যদেবকে সভাস্থলে আহ্বান করেন। বৃদ্ধের সে সময়ের আনন্দ এবং উৎসাহের ভাব যে দেখিয়াছে সেই বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। ইহজীবনের প্রান্ত সীমায় উপবেশন করিয়া ইহজীবনের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া ইহজীবনের আত্মীয় বন্ধু শিষ্যবর্গের বিদায় লইবার সময় স্নেহ, বাৎসল্য, প্রেম, বৈরাগ্য, বিষাদ ও শান্তির ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া মরণের পূর্ব্বে বৃদ্ধ যেন আবার নূতন জীবনে প্রবেশ করিল। আমাদের কোন বন্ধু স্বচক্ষে দেখিয়াছেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী যখন বলিলেন "আর্য্য! চাহিয়া দেখুন এই সকল ব্রাহ্ম পরিবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তখন মহর্ষি বাস্তবিকই মেষপালক যিশু খৃষ্টের ন্যায় দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া শিষ্যগণকে আলিঙ্গন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন— ইচ্ছা যেন বাহুদ্বয়ে বেষ্টন করিয়া একবারে পাঁচ শত ব্রাহ্মকে আলিঙ্গন করেন। ইহার পর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মগণের পক্ষ হইতে একখানি সম্ভাষণপত্র পাঠ করিয়া আচার্য্যকে প্রদান করেন। ব্রাহ্মিকা সমাজ হইতে আর একখানি সম্ভাষণপত্র প্রদান করা হয়। পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের পক্ষ হইতে দুইখানি সম্ভাষণের উত্তরজ্ঞাপক আর দুই খানি পত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মগণকে উপহার দেন। যে বালিকাটী ব্রাহ্মিকা সমাজের সম্ভাষণপত্র পাঠ করেন, মহর্ষি পায়ের ধূলা লইয়া তাঁহার মস্তকে দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। এই সুন্দর দৃশ্যের অভিনয় হইবার সময় বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভাস্থলে আসিয়া মহর্ষিকে অভিবাদন করেন। তাঁহার গম্ভীরপূর্ণ ভাবাপূর্ণ তেজস্বী বক্তৃতায় সভাস্থ মাত্রই ভাবের আবেগে ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিলেন। প্রতাপের বক্তৃতান্তে মহর্ষি তাঁহার শিষ্যবর্গকে স্বীয় ধর্ম্মজীবনলব্ধ কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা বারান্তরে তাহার উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। সভাভঙ্গে আচার্য্যের চরণে প্রণাম করিয়া সকলেই বিদায় গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মগণ যখন বিদায় লইয়া ষ্টীমারে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোটের উপর হইতে দূরবীক্ষণের সহায়ে প্রত্যেককে লক্ষ্য করিতেছিলেন। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিলে যতদূর দেখা যায় বৃদ্ধ তাঁহার দূরবীক্ষণ সহায় শিষ্যগণকে অবলোকন করিয়াছিলেন। এইরূপে গুরু শিষ্যের শেষ সাক্ষাত সম্পন্ন হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেবল ব্রাহ্মগণের পূজ্য নহেন হিন্দু খৃষ্টান সকল ধর্ম্মের লোকের নিকট তিনি সমান পূজ্য। দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মজগতের সুবিমল চন্দ্র। এই চন্দ্রের উদয় না হইলে ভারতবর্ষে রাম মোহনের নাম গৌরবান্বিত হইত না। এই চন্দ্র অস্তমিত হইলে ভারতের আকাশ তমসাচ্ছন্ন হইবে, ধর্ম্মসমাজ জ্যোতিহীন হইবে। অথচ সে দিন অবশ্যম্ভাবী। বঙ্গবাসী তাহার জন্য প্রস্তুত হউক।

মহারাজ্ঞীর রাজত্বকালের পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব।

দুঃখে দারিদ্র্যে প্রপীড়িত ভারতবর্ষী দুঃখের চিন্তা পরিহার করিয়া উৎফুল্ল চিত্তে যেন কি একটা আনন্দের দিন অপেক্ষা করিতেছেন। হিন্দুর গৃহে কাহারও উপনয়ন বা বিবাহের অথবা অন্য কোন শুভ কার্য্যের জন্য দিনস্থির হইলে হিন্দুর পরিবারবর্গ যেমন আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে শুভ দিনের অপেক্ষা করিতে থাকে, ভারতের অধিবাসিগণ আজ সেইরূপে যেন একটা সাধারণ শুভ দিনের অপেক্ষা করিতেছে। মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর পঞ্চাশৎবর্ষ রাজত্বকাল শেষ হইয়াছে। রাজার ভাগ্যে এতদিন রাজত্ব সম্ভোগ প্রায় ঘটিয়া উঠে না। যে রাজা প্রজা সাধারণের আরাধ্য তাঁহারও শত্রু থাকে, যে রামরাজ্যে প্রজাবর্গ অপত্যনির্বিশেষে প্রতিপালিত হইত, সেই রাজ্যেও শত্রুর উৎপীড়নে রামচন্দ্রকে জানকী বিরহ সহ্য করিতে হইয়াছিল। যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে প্রজা বর্গের সকল দুঃখ নিবারিত হইত সেই রাজ্যেই শত্রুর ষড়যন্ত্রে ধর্ম্মরাজকে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছিল। শত্রুর শাণিত অস্ত্র রাজার মস্তকের দিকে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়া থাকে, অপঘাতে প্রায় অধিকাংশ রাজার প্রাণ বিয়োগ হয় আজ কালকার সভ্যতার আদর্শস্থান যে ইউরোপ সেখানেও রাজার শিরে কত বিপদ, কত অত্যাচার ঝুলিয়া থাকে এক বুলগেরিয়া রাজ্যে তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রাজার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী এই সমুদয় বিপদ বৈরিতার মধ্যস্থলে অক্ষুণ্ণ ভাবে ৫০ বৎসরকাল রাজ্য শাসন করা কি সামান্য সুকৃতির কার্য্য। মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরী পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতিবলে এই সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছেন। কিন্তু রাজার সৌভাগ্যে প্রজার এত আনন্দ কেন? আমরা ভারতবাসী, রাজা ও রাজ্ঞীকে আমরা পিতা মাতার ন্যায় দেখিয়া থাকি। আমরা যে রাজা

বহুল প্রকারে প্রণার বিভিন্নাধানে নতুমান হইয়া থাকেন তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জন করিতে পরাঙমুখ হই না। মহারাজ্ঞী ভিক্টোরীর শাসনকালে ভারতের প্রজা কত উপকার পাইয়া কৃতজ্ঞ হইয়াছেন, কথায় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ঈশ্বর না করুন, যদি কখনও ভারত রাজ্যে ইংরাজ বিপদগ্রস্ত হন, মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার উপর ভারতবাসীর রাজভক্তি কতটুকু সকল জাতিই তাহা দেখিতে পাইবেন। যে দেশের প্রজা আকবরকে জগদীশ্বর আখ্যা প্রদান করিয়াছে, সে দেশের প্রজা প্রজাবৎসল ভিক্টোরিয়ার অর্দ্ধশতাব্দী রাজত্ব কালের জন্য যে আনন্দ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ভারতবর্ষের সকল জাতি, সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের প্রজা সেই জন্য জুবিলী উৎসবের দিন গণনা করিতেছেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে মনের সাধে আনন্দ করিবে, মহারাজ্ঞীর জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, ভারতবর্ষে ইংরাজের রাজ্য দৃঢ়ীকৃত করিবার জন্য নূতন প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে। সে শুভদিন আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি, বড় লাট প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন যাহাতে নির্দ্দিষ্ট দিনে ভারতবাসী প্রজাবর্গের অভিপ্রায়ানুরূপ উৎসব কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তাহা ব্যবস্থা করিবে। সকল বিভাগের অধিপতিগণ এইজন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মহারাজ্ঞীর নামে চতুর্দ্দিক হইতে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে, প্রজাগণ মহারাজ্ঞীর নামে সহস্র অভাব পশ্চাতে ফেলিয়া উৎসবের জন্য সাধ্যমত ও সাধ্যাতীত সাহায্য করিতেছেন। দেশটার ভিতর যেন একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। হিন্দু মুসলমান জৈন খৃষ্টান সকলের প্রিয়কর সকলের সম্মত এমন কার্য্য ভারতবর্ষে আর কখনও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। তৃতীয় জর্জ্জের সময়ে একটা জুবিলীর কথা শুনা গিয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষে তাঁহার এতদূর আনন্দ হইয়াছে কি না তাহার কিছুই ইতিহ সম্বন্ধ নাই। হয় ত জুবিলীর আনন্দ ভারতবর্ষ পর্যন্ত পঁহুছিতে পারে নাই। বর্ত্তমান জুবিলী মহারাজ্ঞীর প্রজা সাধবশে! জুবিলী"।

ইংলণ্ডে হিন্দু মুসলমানের বিবাদ নাই, সম্প্রদায় বিশেষের মতভেদ নাই, সাধারণভাবে সকলে মিলিয়া উৎসব করাই ভারতবাসীর অভিপ্রেত কিন্তু এই অভিপ্রায় কিরূপে কার্য্যে পরিণত হইবে? কেহ বলিতেছেন অগ্নিকাণ্ড করিয়া আনন্দ করিবার প্রয়োজন নাই। পুষ্পের মালার সাজ সজ্জায় দেশ গ্রাম সজ্জিত করিয়া অর্থশ্রাদ্ধ করা অনেকের অভিপ্রেত নহে। ইঁহারা বলেন যাহাতে দেশের কোন বিশেষ উপকার হয়, এরূপ কার্য্যের অবতারণা-মহারাজ্ঞীর নাম উপকারের সূত্রে বাঁধা হইয়া বংশাবলি ক্রমে ভারতবাসীর কর্ণে মিষ্ট রবে বাজিতে থাকিবে। কেহ বলেন, কার্য্যকরী বিদ্যালয় স্থাপিত হউক, পান্থ নিবাস, সাধারণ পুষ্করিণী, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হউক, কাহারও মতে কলিকাতায় একটি সুবৃহৎ মনুমেণ্ট চূড়া উত্থিত হউক, সেই চূড়ায় একটী বড় ঘড়ি ও মহারাজ্ঞীর সৌম্যমূর্ত্তি স্থাপিত হউক। আবার কাহারও কাহারও মত যে, বিলাতে কেনসিনটনে মহারাজ্ঞীর স্মরণার্থ যে প্রকাণ্ড প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে সাধ্য মতে সাহায্য করা হউক। এই তিন প্রকারে ভারতবাসী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক মহারাজ্ঞীর জুবিলী উৎসব সম্পন্ন করিতে চায়। প্রথম, সামান্য আমোদ প্রমোদ, দ্বিতীয় ভারতবর্ষে মহারাজ্ঞীর কোন স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন, তৃতীয়, বিলাতের স্মৃতি সভায় সাহায্য করা।

আমরা এই তিনটী মতের কোনটীকেই অবহেলা করিতে পারি না। নিরক্ষর লোকে বিলাতের প্রদর্শনীর কথা বুঝে না। এদেশে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উপকারিতা দেখিতে পায় না। তাহারা উৎসবের জন্য কেবল আমোদ প্রমোদই বড় বুঝিয়া থাকে। কোন গ্রামে যদি একটী বিদ্যালয় স্থাপন হয় তাহাতে নিরক্ষর সম্প্রদায়ের যত আনন্দ একটা বারোইয়ারি হইলে তাহাদের অধিক আনন্দ। কোন উৎসব কার্য্যে যদি বাদ্য বাজে, ভোজ দেওয়া হয়, বাজি পোড়ান, নিশান উড়ে, ফুলের মালায় পথ ঘাট সজ্জিত হয়, তবেই তাহাদের অধিক আনন্দ। জুবিলির উৎসব দিনে আনন্দ করাই উদ্দেশ্য হয়, তবে সাধারণ লোকের এই নির্দ্দোষ আমোদের প্রতিবাদী হওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। এই সাধারণ লোকের উপর যাঁহাদের একটু উচ্চ পদবী অর্থাৎ যাঁহারা একটু মধ্যবিধ অবস্থার লোক তাঁহার অধিকাংশই শিক্ষিত। নিরক্ষর লোকের নির্দ্দোষ আনন্দ প্রক্রিয়ায় ইহাদের যে আনন্দ হয় না একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে ইহারা যে স্বদেশের উপকারার্থ মহারাজ্ঞীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কোন হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে চান; ইহা শিক্ষিত লোকের উপযুক্ত প্রস্তাব বিদ্যালয় বা পান্থশালা, পথ ঘাট, ঔষধালয় বা দাতব্য সভা প্রতিষ্ঠিত করা যেমন গুরুত্বজনক তেমনই আনন্দকর। আমরা সেই জন্য এই ব্যবহারটীরও বিলক্ষণ পক্ষপাতী। তারপর ধনী লোকের কথা। যাঁহাদের বিপুল ধন, অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের পক্ষে বিলাতের প্রদর্শনীতে সাহায্য করা কিছু অন্যায় কার্য্য নহে। প্রকৃতপক্ষে: বিলাতের একটী প্রধান সভায় ভাবী সম্রাটের হস্তে মহারাজ্ঞীর কার্য্যে এদেশীয় লোকের নাম রাখা সামান্য আনন্দ ও গৌরবের বিষয় নহে। ভারতবাসী যে ইংরাজ সম্রাজ্ঞীকে জননীর ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করেন, এই সাহায্য দানে ইংলণ্ডবাসীও তাহা বুঝিতে পারিবেন। এইজন্য আমরা এই তৃতীয় উপায়ের বিরুদ্ধবাদী হইতে পারি না। উৎসব কার্য্যের আনন্দ প্রকাশে কাহারও অভিপ্রায়ের ব্যাঘাত না হয় ইহাই আমাদের অভিমত। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকল লোকেই যখন মহারাজ্ঞীর জন্য আনন্দ করিবার সমান অধিকারী, তখন নিরক্ষর সাধারণ প্রজার অর্থ লইয়া তাহাদের অনভিপ্রেত প্রকারে ব্যবহার করা কোন মতে যুক্তিযুক্ত নহে। অনর্থক ব্যয় হইবে বটে সে ব্যয়ে তাহাদের ভার বোধ হইবে না। এই সম্প্রদায়ের ন্যায় আর দুই সম্প্রদায়ের কাহারও, ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যক নাই। মহারাজ্ঞীর উৎসবকার্য্যে যে যে প্রকারে আনন্দ করিতে চাহে তাহাকে সেইরূপেই আনন্দ করিতে দেওয়া হউক।

জগন্নাথদেবের মন্দির ও গবর্ণমেণ্টের মকদ্দমা।

গভর্ণমেণ্ট জগন্নাথদেবের মন্দিরের উপর হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া দেশের ভিতর ভয়ানক

আন্দোলন তুলিয়া দিয়াছেন। স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য সভা হইতেছে হাটে বাজারে সাধারণ স্থানে কেবল এই বিষয় লইয়াই লোকে আক্ষেপ করিতেছে। কোন সহযোগীর সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন যে কটক হইতে ১২ মাইল দূরে গোপীনাথের মেলা বলিয়া একটী মেলা হয়। এই মেলায় সম্প্রতি প্রায় তিন হাজার লোক একত্র হইয়া একটী সভা করেন। সভাস্থলে অধিকারী রঘুনাথ দাস জগন্নাথদেবের মন্দিরে পুরাকাহিনী বর্ণনা করিয়া বলেন যে, রাজা তোড়ার মল্ল ১৫১৭ খৃঃ অব্দে খোর্দ্দা দেবার, সুরাই এবং আরও কতকগুলি জমীদারী জগন্নাথদেবের দেবোত্তর করিয়া রামচন্দ্র দেওকে উহার মালিক করিয়া যান। মুসলমানেরা তোড়ার মল্লের এই বন্দোবস্তে কোন আপত্তি করেন নাই। বর্গীর হাঙ্গামার সময় মহারাষ্ট্রীয়গণও এই সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। যখন যে রাজা এই দেব সম্পত্তি অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তখনই স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় সকল রাজায় মিলিয়া তাহাকে পরাভূত করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত জগন্নাথের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিতে কাহারও সাহস বা ক্ষমতা হয় নাই। ইংরাজ এখন ভারতবর্ষে সর্ব্বশক্তিমান, ইংরাজের কার্য্যে আপত্তি করিবার ক্ষমতা কাহার আছে কিন্তু ইংরাজ যে বিজীত জাতির ধর্ম্মের উপর এতদূর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন আমাদের তাহা বিশ্বাস ছিল না। মুসলমান রাজা হিন্দুর দ্বেষ্টা ছিলেন। হিন্দু ধর্ম্ম লোপ করাই মুসলমান রাজার কল্পনা ছিল, হিন্দুর দেবতা ও হিন্দুর দেবালয় চূর্ণ করিয়া তাঁহারা আনন্দ লাভ করিতেন, হিন্দু হনন করিয়া তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি হইত। এক সময়ে মুসলমানের হস্তে জগন্নাথদেবেরই অবমাননা হইয়াছে। কিন্তু রাজা তোড়ারমল্ল যখন জগন্নাথদেবের সেবায় রাখিয়া তাঁহার পূজাদির জন্য বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া যান তখন হইতে আর কোন মুসলমান রাজা ও জগন্নাথদেবের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। হিন্দুবিদ্বেষী অত্যাচারী মুসলমান রাজাও যখন জগন্নাথদেবের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই তখন হিন্দুর বন্ধু, ধর্ম্মের মর্য্যাদাবাদী সুসভ্য ইংরাজ যে স্বকৃত ব্যবস্থার বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না আমরা এখনও মনে করি গবর্ণমেণ্ট এই অসাধু উদ্যম পরিত্যাগ করিবেন।

উল্লিখিত গোপীনাথের মেলার পূর্ব্বে গত ১৬ই জানুয়ারি জগন্নাথ বল্লভ সভার অধিবেশন হয়। এই সভাতেও বহু সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। ইহাতে জগন্নাথদেবের মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি নির্দ্দিষ্ট এবং সর্ব্ববাদীসম্মত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। (১) রাজা ব্যতীত জগন্নাথদেবের পূজা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। (২) মহারাষ্ট্রীয়দের রাজত্বকালে খোর্দ্দার রাজা নির্ব্বিবাদে দেবোত্তর সম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভকালে রাজা কিছুদিন বন্দী হইয়া থাকায় দেবোত্তর জমি জমা সম্বন্ধে কিছুদিন গোলযোগে অতিবাহিত হয়। (৩) উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি রাণী এবং রক্ষণাবেক্ষণ পূর্ব্বক পূজা কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন সম্পত্তির অন্যত্র জমী এবং কখনও ভোগ করেন নাই। বরং কোনও কোনও সময়ে ব্যয়ের সঙ্কুলান না হওয়ায় নিজ সম্পত্তি হইতে সাহায্য করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় দেবোত্তর ভূমি হইতে এক কপর্দ্দকও লাভ হয় নাই। সে সময়ে রাণী এবং সমস্ত পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। (৪) বর্ত্তমান মকর্দ্দমায় ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে। আদালতের প্রশ্রয় পাইয়া জগন্নাথ মন্দির সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ নানা প্রকারে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে হিন্দু সাধারণের অন্তঃকরণে দারুণ আঘাত করা হইয়াছে। (৫) এই সভার সমস্ত প্রস্তাব গুলি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। এবং উপস্থিত মকদ্দমা উঠাইয়া লইবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের এবং স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট ইহার এক খানি নকল পাঠান হয়।

আমরা সনির্ব্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করি, গভর্ণমেণ্ট নালিস উঠাইয়া লইয়া হিন্দু সাধারণকে আশ্বস্ত করুন। উৎকলবাসিগণ দেবসেবক রাজাকে জগন্নাথদেবের একাংশ বলিয়া সম্মান করেন। এরূপ স্থলে রাজাকে তাঁহার অধিকারচ্যুত করিলে তাঁহাদের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইবে। হিন্দুর পবিত্র তীর্থ, জগন্নাথের বিদেশীয় প্রভৃত তীর্থযাত্রী হিন্দুগণের নিতান্ত অসন্তোষের কারণ হইবে। জগন্নাথ দেবের অংশ জগন্নাথ হইতে বিচ্যুত হইলে তীর্থ মাহাত্ম্য হ্রাস হইলে, যাত্রীর সংখ্যাও হ্রাস হইবে, হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম অবলম্বনীয় হইবে, লর্ড ডফরিণ ও সার রিভার্স টমসনের দুর্নাম এবং কলঙ্ক ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাস মলিন করিয়া ফেলিবে। গভর্ণমেণ্ট প্রজার চীৎকারে কর্ণপাত করুন। ইহা রাজনৈতিক অধিকার নহে যে লর্ড ডফরিণ তাহা শুনিয়াও শুনিবেন না। কোন সৎকার্য্যের জন্য দান ভিক্ষা নহে যে, গভর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাখ্যান করিবেন, কোন অপরাধী ব্যক্তির প্রাণ ভিক্ষা নহে যে গভর্ণমেণ্ট আইন দেখাইয়া বিরত করিবেন, ইহা ধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম লইয়া হিন্দু অগাধে মুসলমানের তরবারে কণ্ঠ সমর্পণ করিয়াছেন, তথাপি কোরাণ স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত হন নাই, যে ধর্ম্ম লইয়া হিন্দুর বিধবা অগ্নিকুণ্ডে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া পরকাল রক্ষা করিয়াছেন, তথাপি বিধর্ম্মীর হস্তে নারীজীবন কলুষিত করিতে দেন নাই যে ধর্ম্মে হিন্দু স্নানে, পানে আহারে বিহারে প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক, দেবতার নিকটে আত্ম সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন যে ধর্ম্মের নামে পৃথিবী রক্তাক্ত হইয়াছে, জাতি সম্প্রদায় দেশ গ্রাম চরমদশা প্রাপ্ত হইয়াছে—সেই ধর্ম্ম। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এ হেন ধর্ম্মের উপরে হস্তক্ষেপ করিলে দেশের মধ্যে অশান্তি উৎপন্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাই আমরা বড়লাট ও ছোট লাট বাহাদুরকে বার বার অনুরোধ করি তাঁহারা প্রজার এই বিশেষ প্রার্থনায় কর্ণপাত করুন, ইংরাজ রাজা প্রজার ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর যাহাতে আঘাত না পড়ে সেজন্য বর্ত্তমান মকদ্দমাটী উঠাইয়া লইয়া হিন্দু প্রজার আশীর্ব্বাদ ভাজন হউন।

প্রাপ্ত।

২৩এ মাঘ শুক্রবার রাত্রিতে কলিকাতা গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলির মধ্যস্থিত একটী ভবনে এক মহা ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। সে ব্যাপার যে কি, তাহা সেই মহৎসবের বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া আভ্যন্তরিক বিষয়ের অনুসন্ধিৎসা প্রথমতঃ নিরস্ত প্রায় হইয়া রহিল। বাড়ীটী নূতন সংস্কৃত ও দ্বিতল। প্রথম দ্বার গাঁদাফুলের মালা ও দেবদারুপত্রে সুন্দর ভাবে সজ্জিত। প্রবেশ করিয়া দেখি যে বাড়ীর গৃহ সমস্ত উজ্জ্বল গ্যাসের আলোকে এরূপ আলোকিত হইয়াছে যে, অকস্মাৎ সৌরকরদীপিত বলিয়া ভ্রম হয়। প্রাঙ্গণ সুপ্রশস্ত ও পরিষ্কৃত। তন্মধ্যে প্রায় ১০।১২টী ঝাড়ে চর্ব্বির বাতির আলো দেওয়া হইয়াছে। প্রাঙ্গণ মধ্যে এক বেদি নির্ম্মিত, চতুষ্পার্শ্বে সুন্দর সুন্দর রঙ্গিন পাত্রে [illegible] শোভিত, [illegible] কি বহিরঙ্গী শোভা বিস্তার করিতেছে। [illegible]

[illegible] তাহার নিম্নে শ্বেতপুষ্পের মালা বিবিধ লতাগুল্মে সজ্জিত হইয়া যেন দর্শক মণ্ডলীর [illegible] অনুকরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে বিবিধ বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাশ্চাত্য প্রণালী পরিচায়ক পতাকা সমূহ দৃষ্ট হইতেছে। প্রাঙ্গণতলে বৃহৎ আসন পাতিত ও আগন্তুকগণের সমরজঃ প্রাপ্ত যেন প্রোৎসাহিত। কি আশ্চর্য্য, দুই তিন দিন পূর্ব্বে মাঘ মাসের যেরূপ শীত থাকা উচিত তাহা সকলেই অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু হটাৎ রাত্রি প্রায় ৭ ঘটিকা হইতেই মৃদুমন্দ দক্ষিণদিগাগত গন্ধবহ প্রবৃত্ত হইয়া নেতৃবর্গের বিশেষতঃ দর্শক মণ্ডলীর আনন্দসাগরে উক্ত প্রবাহ প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিল। তখন মধ্যে কতকগুলি গায়ক সমস্বরে খোল ও করতালী যোগে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন। ব্যক্তি মাত্রেরই ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িক অধিবেশন বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু সে সম্প্রদায় কোন ধর্ম্মাবলম্বী ও কি উদ্দেশে আজ এস্থানে মিলিত? পাঠকগণ! আপনারা জানেন যে কয়েক বৎসর অতীত হইল মৃত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মমন্দির হইতে কতকগুলি মহানুভব দূরদর্শী সমাজসংস্কারক একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া অধুনাতন "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে এক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন, অদ্য রজনীর নেতৃবর্গ সেই সম্প্রদায়ভুক্ত। ইঁহাদের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এই—এই বাড়ীর অধিকারী কলিকাতা দুর্গনিম্নস্থ গড়ের সৈনিকপুরুষগণ পরিচ্ছদ কোষের কার্য্য কর্ত্তিকার বংশাবতংস কীর্ত্তিধর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পারত্রিক মঙ্গলময় জীবন লাভ করিবেন। এই উৎসবে অনেক নব্য বঙ্গযুবকই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তি, মধ্যে কেবল শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও আর ২।৩টী মহাত্মা আনন্দ ব্যাপারে সম্মিলিত হইয়াছিলেন প্রথমতঃ শাস্ত্রী মহাশয় উপরুক্ত হেমচন্দ্র দাসকে দীক্ষিত করিলেন এবং তদন্তর [illegible] ভোজন প্রভৃতি কার্য্য মহা সমৃদ্ধিতে সমাহিত হইল। এইরূপ জনশ্রুতি যে, অন্যান্য বিজ্ঞ প্রবীণ ব্রাহ্মগণ নিখিল বিকারবিরহ লাভ করিতে পারেন না বলিয়াই অদ্য এস্থানে উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত। কিন্তু আমরা তাহা কখনই সম্যক্ বিশ্বাস করিতে পারি না। সে যাহা হউক এই যে, হেমবাবু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন ইহার কারণ কি? অনেকেই অনেক প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন কিন্তু ইহার মধ্যে একটী গূঢ় কারণ আছে যাহা সাধারণে [illegible] ব্যতীত কেহই নিরূপণে সমর্থ নহে। কন্যার বয়ঃক্রম এক্ষণে ১১।১২ বৎসর হইবে। এই কন্যাকে সৎপাত্রে ন্যস্ত করিবেন বলিয়া ইনি অতিশয় ব্যাকুল। প্রথমতঃ তিনি এই স্থির করেন যে আমার এই "কলধৌত কোমল রুচি কন্যাকে যদি মৎজাতীয় কোন দুর্বৃত্ত কুসংস্কারী "কালায়সগরমাণুনির্ম্মিত" কঠোর যুবার হস্তে ন্যস্ত করি, তাহা হইলে আর অনুখের সীমা থাকিবে না অতএব কোন উন্নত স্বভাব, ধর্ম্মালোকপ্রবিষ্ট, অধিগত নিখিলশাস্ত্রা বুধিপায় শারদশশাঙ্ককান্তি অদ্ভুত অনুরূপ যুবককে অর্পণ করিব। কিন্তু একার্য্য কিরূপে সমাহিত হইবে? যে জাতি পতিত তাহাতে এরূপ যুবা ত দৃষ্টিগোচর হয় না। আর এ হিন্দুধর্ম্ম কুসংস্কার প্রতিহত চৈতন্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহই নিকৃষ্ট জাতীয়া কন্যা রত্ন গ্রহণে সম্মত হইবে না। অতএব ব্রাহ্মজনিকে সাদরে গ্রহণ করি তাহা হইলেই আমি পূর্ণ মনোরথ হইব। কিন্তু একেবারে জাতি ধর্ম্ম জাতি কুটুম্ব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কিরূপেই বা এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এইরূপে উদ্বেগে কালাতিপাত হয় এমন সময় কিছুদিন পরে তাহাকে কোন হিতৈষী বন্ধু উপদেশ দিলেন যে আপনি চৈতন্য শরণ গ্রহণ করুন তাহা হইলে উভয় পথ বজায় থাকিবে। কারণ তৎসম্প্রদায়ের মত এই যে "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে"। হেমবাবু তৎশ্রবণে অতি আহ্লাদিত হইয়া সেই মতাবলম্বী হইলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার অযাচিনী কন্যার কোন সুসদৃশ পাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। অন্তরে যাহাই থাক বাহ্যে প্রকাশ যে ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়াই তিনি এই ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন। কিন্তু কি করেন আন্তরিক উদ্দেশ্য বিফল হইল বলিয়া হটাৎ ইহা পরিত্যাগ করিতেও পারেন না আর অধিকদিন এই ধর্ম্মে থাকিতেও পারেন না। যাহা হউক কিছু দিনের পর, এই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ও ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বনে সফলকাম হইবেন বলিয়া এই ধর্ম্মে আজ দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু এ ধর্ম্মে চৈতন্য ধর্ম্মের ফল ফলে কি অভীষ্ট ফল ফলে তাহা বলা যায় না। বোধ হয় ইহাতে হেমবাবু সফলকাম হইবেন কারণ শ্রীরপি দুষ্কুলা দপি এ মহা বাক্যের যথার্থ অর্থজ্ঞ এতৎ সম্প্রদায়িক ভিন্ন আর কোথায়ও দৃষ্টি গোচর হয় না।

সমালোচনা।

পরিচারিকা—মাসিক পত্র। আমরা পরিচারিকার ৮ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে যে কয়টী বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া বোধ হয় পত্রিকাখানি একজন সুলেখক দ্বারা সম্পাদিত এবং লেখা গুলিও বেশ হৃদয়গ্রাহী। আমাদের বিবেচনা হয় "পরিচারিকা" দেশের বিলক্ষণ পরিচর্য্যা করিতে পারিবে।

বীণা—৪র্থ খণ্ড তৃতীয় সংখ্যা—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বীণা বঙ্গবাসীর বড় আদরের সামগ্রী। বীণার বাদন শুনিলে বাঙ্গালী মধুর রসে কোমল ভাবে পরিপূর্ণ হয়। এই সংখ্যার ভারতীয় সর্ব্বজাতি, সঙ্গীত, সমাজগান এবং জুবিলি শীর্ষক সাময়িক কবিতাগুলি পাঠক মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। ইহাতে একটী উর্দ্দু কবিতা আছে মৌলবী আবদুল করিম সাহেব তাহার মূল ও বাঙ্গালা অনুবাদ বীণায় প্রকাশ করিয়াছেন। বীণায় ভিন্ন ভাষার কবিতাগুলি স্থান পাইতেছে দেখিয়া আমাদের আরও আনন্দ হইতেছে।

Report of the Baiosat associaton for the year ending the 30th septemher 1886.

আমরা বারাসাত করদাতৃ সভার এই কার্য্য বিবরণী খানি পাঠ করিয়া বড়ই সুখী হইলাম। সভার আয় অতি সামান্য কিন্তু এই সামান্য আয়ে সভাগণ দেশের যে উপকার করিতেছেন তাহা অতি মহৎ। ইঁহাদের যত্নে একটী বালিকা বিদ্যালয় চলিতেছে। গভর্ণমেন্ট এই সভাকে প্রকৃত প্রথা সভা দেখিয়া ইঁহাদের মতামতের জন্য ব্যবস্থাপক সভার ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা রিপোর্ট পাঠে আরও জানিতে পারিলাম বারাসাতের মিউনিসিপ্যালিটী এই সভার যথেষ্ট সম্মান রক্ষা করেন। রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ভিতর একটী করদাতৃ সভা আছে। এই সভা বারাসত করদাতৃ সভার ন্যায় গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মান পাইয়া থাকেন এবং বিবিধ প্রকারে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীকে সহায়তা করিবার চেষ্টা করেন। দুঃখের বিষয় এখানকার মিউনিসিপ্যালিটী এমনি স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী যে তাঁহারা একবারেই করদাতৃ সভাকে গ্রাহ্য করেন না। ইঁহারা বারাসাতের ন্যায় একটী উচ্চ দরের মিউনিসিপ্যালিটীর উদাহরণ লইয়া শিক্ষা করিতে পারেন বারাসাত করদাতৃসভা, স্থানীয় করদাতা ও মিউনিসিপ্যালিটী উভয়েই উভয়ের সম্মানের

ইউরোপীয় সমাচার।

বিয়ানা ২৪এ জানুয়ারি—অষ্ট্রো-হঙ্গারীর গবর্ণমেণ্ট সমরের জন্য সেনাভিধান করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

ওয়াসিংটন ২৫এ জাঃ—মৎস্যজীবিগণের রক্ষার্থ একটী আইন পাশ হইয়াছে। প্রেসিডেণ্টের হস্তে উঁহাদিগের রক্ষার ভার রহিল। বিল সম্বন্ধে তর্ক উপলক্ষে অনেকে ইংলণ্ডের বিপক্ষে অনেক কথা বলেন এবং বলেন, যদি ইংলণ্ড আবার মৎস্যের নৌকা ধরেন, তবে তাহার সহিত যুদ্ধ বাধিবে।

পারিস ২৬এ জাঃ—মাদাগাস্কার হইতে সংবাদ আসিয়াছে ফরাসী সেনাগণ টামাটের নগর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পারিস ২৫এ জাঃ— ডেলিনিউস ফ্রান্স ও জর্ম্মণির মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা উপলক্ষে যাহা লিখিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট তাহা অমূলক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্লিন ২৬এ জানুয়ারি—জর্ম্মনি হইতে অশ্ব রপ্তানি হইয়াছে।

সুয়াকিম ২৫এ জাঃ—আবিসিনিয়ানেরা মাসোয়া আক্রমণ করিয়াছে।

রোম ২৫এ জানুয়ারি—ইটালী হইতে মাসোয়ায় সৈন্য যাইতেছে।

লণ্ডন ২৭এ জাঃ—অদ্য পার্লিয়ামেণ্ট খোলা হইয়াছে। লর্ড চান্সেলার মহারাজ্ঞীর বক্তৃতা পাঠ করেন। বক্তৃতায় বলা হইয়াছে, ইংলণ্ডের সহিত অন্যান্য রাজ্যের সদ্ভাব বেশ। বুলগেরিয়ায় যুদ্ধ সম্ভাবনা নাই। মিসের এখনও কার্য্য শেষ হয় নাই বটে, কিন্তু অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে ব্রহ্মে ডাকাইতগণ ক্রমশঃ উৎসন্ন হইতেছে; অল্প দিনের মধ্যেই সর্ব্বত্র শান্ত হইবে, আয়লণ্ডে বড়ই গোলযোগ, সখানে শীঘ্র একটা কিছু করা হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বর্লিন ২৮এ জাঃ—জর্ম্মণ রিজার্ব দলের ৭২০০০ সৈন্য বন্দুক চালন অভ্যাস জন্য আহূত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৯এ জাঃ—ভারতের অণ্ডার সেক্রেটারী একটী প্রশ্নের উত্তরে বলেন, স্থানীয় লোকের স্বত্বের বিষয় বিচার না করিয়া এক্ষণে ব্রহ্মের খনিগুলির বিলি-করা হইবে না।

লণ্ডন ২৭এ—আর্ল অ্ রান্ডলফ চর্চ্চিল প্রকাশ করিয়াছেন যে লর্ড সালিসবারী সেনা ও যুদ্ধপোতের বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৩০এ জাঃ—রুষিয়া এবং অষ্ট্রিয়া উভয়েই বুলগেরিয়ার ব্যাপারে আর ততটা উৎসাহী দেখা যায় না। উভয়েই ফ্রান্স ও জর্ম্মণির দিকে সোৎকণ্ঠ হইয়া চাহিয়া আছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ২৯এ জাঃ—লুচেনবর্গের প্রিন্স বুলগেরিয়ার সিংহাসন প্রার্থী। রুষিয়া তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

সাধারণ। মিঃ প্রাইসের অনুপস্থিতিকালে দিনাজপুরের মাজিঃ কাঃ মিঃ এইচ্ বিডন দ্বার ভাঙ্গার মাজিষ্ট্রেরের কাজ করিবেন। মিঃ বিডেনের অনুপস্থিতিকালে মৈমনসিংহের জয়েণ্ট মাজিঃ দিনাজপুরের কাজ করিবেন। কুমার রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের ছুটী কালে, পাবনার অস্থায়ী ডিঃ মাঃ ডিঃ কাঃ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস হুগলীর সদরে বদলী হইলেন। শ্রীযুক্ত গোঁসাই দাস দত্তের ছুটী কালে কটকের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্টার মিঃ মোনেহান কটকের জাজপুরের ভার পাইবেন। মেদিনীপুরের ডিঃ মাঃ ডিঃ কাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ জেলার রেবিনিউ বিভাগে কেশিয়ারি এষ্টেটের সেটেলমেণ্ট আফিসারের কাজ পাইলেন। শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বসুর অনুপস্থিতি কালে, ডেপুটী মাজিষ্টার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনের পার্সনাল আসিষ্টাণ্টের কাজ করিবেন ছুটীপ্রাপ্ত ডিঃ মাঃ শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মৈমনসিংহের সদরে বদলি হইলেন। আফিসেয়েটিং ডিঃ মাঃ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চট্টোপধ্যায় বীরভূমের সদরে বদলি হইলেন। মিঃ জে, প্রাইস, ত্রিপুরার, মিঃ এইচ বিডন দ্বারভাঙ্গার, মিঃ ওয়েষ্টমেকট হাবড়ার, মিঃ এ ওয়েস ভাগলপুরে মিঃ এ উইক, ফরীদপুরের এবং মিঃ এইচ কুক্ পুর্ণিয়ার মাজিঃ হইলেন। মিঃ ফিতান দিনাজপুরের মাজিষ্টার হইবেন, কিন্তু দ্বিতীয় আদেশ না হইয়া পর্য্যন্ত তিনি বীরভূমে থাকিবেন। মিঃ গ্রিমলি ২৪ পরগণার মাজিষ্টার হইবেন কিন্তু দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার বর্ত্তমান ইনকমটেক্স কালেক্টরের পদে বাহাল থাকিবেন। মিঃ গ্রিমলি না আসা পর্য্যন্ত মিঃ উইলি দ্বারভাঙ্গার মাজিষ্টারের কাজ করিবেন, তার পর তিনি সারণের মাজিষ্টার হইবেন। মিঃ হরেস কক্রেলের ছুটি কালে, পাটনার কমিশনার মিঃ হালেডে রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বরের কাজ করিবেন। গয়ার মাজিষ্টার মিঃ বর্কওয়েল ততদিন পাটনার কমিসনরের কাজ করবেন।

বিচার। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী ও কাশীচন্দ্র দত্ত, তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টার নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল, বাকুড়ার গঙ্গাজলঘাট মফস্বলে, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিকদার বি, এল, নোয়াখালি সন্দীপে, শ্রীযুক্ত সরকারী বিশ্বাস বি, এল, ভাগলপুর জামুয়ে, শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল সেন বি, এল, সারণের সেওয়ানে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় বি, এল, বাখরগঞ্জ ভোলায়, মুন্সেফ হইলেন। চট্টগ্রাম দক্ষিণ রাওজানের মুন্সেফ মিঃ পি, এন্, বার্ণার্জী সারণের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইয়া মতীহারীতে থাকিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত রামলাল দত্ত এম এ, বি, এল, চট্টগ্রাম দক্ষিণ রাওজানে মুন্সেফের কাজ করিতে থাকিবেন।

কলিকাতা

গত মঙ্গলবার টমসন বাহাদুর ভুম রাওয়ে যাত্রা করিয়াছেন। ৬ই ফেব্রুয়ারি প্রত্যাগমন করিবেন।

খিদিরপুরের ডকের কার্য্য পূর্ত্ত বিভাগের হস্তে অর্পিত হইবে কি না অদ্যাপি স্থির হয় নাই।

কলিকাতার জুবিলির বড় আয়োজন হইতেছে। মিউনিসিপালিটী আলোক আতস বাজীর জন্য ১৫ হাজার টাকা দিবেন। আর বিজ্ঞান শিল্প শিক্ষার জন্য ৮৫ হাজার টাকা দিবেন। টেকনিকাল কলেজ বসাইবার চেষ্টা হইবে। গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলা হইবে। বড়লাট বাহাদুর সেই খানেই ভারতবাসীর রাজভক্তি উপহার লইবেন।

গত সোমবার হইতে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সমূহের প্রাবেশিকা পরিক্ষার্থিদিগের পরীক্ষা গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে।

[illegible]বাদের নিজাম জুবিলি উৎসবে যোগ দিবার জন্য কলিকাতায় অবস্থিতি করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্ক হাউস কমিটির প্রেসিডেণ্ট মিঃ হোমেস ককরে সি, এস, আই, পদ ত্যাগের যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন ছোটলাট তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন।

ব্যয় সংক্ষেপ সমিতি ব্যয় সংক্ষেপ করিতে গিয়া ২৫০ টাকা বেতনের একটী কেরাণীর পদ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি কেবল যে এ ব্যয় বাহুল্য হইয়াছে তাহা নহে, ইহা অপেক্ষা অনেক [illegible]রেরও বৃদ্ধি হইয়াছে।

কলিকাতা সেরিফ উইলসন্ সাহেব বিদ্যালয়ের-ছাত্রদিগের বাজি, তামাসা, আলো দেখাইবার ভার লইয়াছেন, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় উইলসন সাহেবের বাটিতে একটী সভা হয়। সহরের বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র ছাত্রী প্রায় ১০ সহস্র হইবে। অনুমান ৩ সহস্র টাকা চাঁদা উঠিবার কথা। উইলসন সাহেব খাদ্যাদি যোগাইবেন। আলিপুর পশুশালায় হিন্দু ছাত্র ছাত্রী একত্র হইবে আর বেলবেদিয়া এবং হর্টিকলচুরাল ক্ষেত্রে খৃষ্টান ছাত্রছাত্রী একত্রিত হইবে। সেখান হইতে বেলা ৫টার সময় সকলকে গড়ের মাঠে আলো বাজি দেখাইতে লইয়া যাওয়া হইবে। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের যিনি যেটা সুবন্দোবস্ত মনে করেন, তিনি তাহা উইলসন সাহেবকে জানাইতে পারিবেন।

নবকৃষ্ণ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি দৈনিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, "৩০এ জানুয়ারি আমি রামবাগানের মধ্য দিয়া আসিতেছিলাম, দেখিলাম কতকগুলি ভদ্র-মহিলা গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। এমন সময় একটা মাতাল একটী ভদ্র মহিলার মস্তকের কাপড় উন্মোচন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া বেগে চলিয়া গেল। মহিলা ক্রন্দন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। সেই রাস্তা দিয়া অনেক ভদ্র লোক যাইতেছিলেন, তাঁহারা পাহারওয়ালা, পাহারওয়ালা করিয়া গলা ফাটাইতে লাগিলেন। কেহ কোথাও নাই। আজকাল কলিকাতায় যেরূপ বদমায়েসের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহাতে পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ইহা কেবল একটী মাত্র ঘটনা নয়। পথে এরূপ অত্যাচার প্রায়ই দেখা যায়। পুলিস সাবধান হউক।

[illegible] টাউন হলে [illegible] সম্মিলিত [illegible]

[illegible] গিয়াছেন। ছোট লাট, চিফ জষ্টিস্ এবং দেশী বিলাতী অনেক ভদ্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। ছোট লাট একটু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহুদী জাতীয় স্ত্রী পুরুষ আসিয়া সভার সৌন্দর্য্যের ছটা বিকাশ করিয়াছিলেন। নূতন হাসপাতালের পূর্ব্ব ধারে চাঁদোয়া খাটাইয়া সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। লাটমহিষী ছোট লাট প্রভৃতির সহিত নূতন হাসপাতালগৃহ পরিদর্শনান্তে, নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করেন।

আমেরিকান্ বিবলসোসাইটীর যত্নে তিব্বত ভাষা শিক্ষা প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে। বিলাত হইতে তিব্বত ভাষার নানা প্রকার অক্ষর আমদানি হইতেছে।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সরকার ও লাল মোহন দাস, ঠাকুর আইন অধ্যাপকতা পদের জন্য প্রার্থী হন। ইহাদের প্রত্যেকের ১২ জন সভ্য পক্ষ সমর্থন করেন। পক্ষসমর্থন উভয় পক্ষে সমান হইল। সুতরাং পুনর্ব্বার ঠাকুর আইন অধ্যাপক নির্ব্বাচনের প্রস্তাব হইয়াছে।

কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটী জুবিলী উপলক্ষে বাজি পোড়াইবার জন্য ১৫ হাজার টাকা এবং মহারাজ্ঞীর কোন স্থায়ী স্মরণকীর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য ৮৫ হাজার টাকা প্রদান করিবেন। গত মিউনিসিপাল সভায় অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হয় যে, মিউনিসিপ্যালিটী যে টাকা দিবেন তাহা মিউনিসিপাল আইনের অনুমোদন ক্রমে করা হইবে।

বিলাতে অনেকগুলি ইংরাজ ও রুষ কর্ম্মচারী একত্র হইয়াছেন। আফগান সীমার সম্বন্ধে রুষ ও ইংরাজের সহিত একটা মীমাংসা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

বিবিধ সংবাদ।

ট্রাভাঙ্কোর চিফ মহিস্ ম লন ৫০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক কোনও ব্যক্তির বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। সাহেবের যে সভ্যতম দেশ বিলাত সেখানেও কি এই সংস্কার প্রথা প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে?

জার্ম্মেনেরা চীনে বড়ই আধিপত্য লাভ করিতেছেন। ভারেজন মোলন নামক এক ব্যক্তি কিছু দিন চীন সম্রাজ্ঞীর প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন। ইনি এখন সেই পিটার্সবর্গের একজন অধিনায়ক, সম্প্রতি ইহাকে চীনের গৃহমন্ত্রীর পদ [illegible]

হেওয়া হইয়াছে। [illegible] আয় সম্বন্ধে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সকলেই জানেন লণ্ডনগরী আফিসের কর্ম্মচারিগণ দিবারাত্র পরিশ্রম করেন। ইহাদের খাটিবার সময় হ্রাস করিয়া দিবার জন্য একটী আন্দোলন হইতেছে। ২৯টী লণ্ডনগরী আফিস স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা শনিবার পরিবার ৪টার সময় আফিস বন্ধ করিবেন।

দার্জিলিংয়ে এখন আর তত দূর বরফের উপদ্রব নাই। দৃশ্য বড় মনোহর হইয়াছে। এখন কাঞ্চনজঙ্ঘা বেশ [illegible] দৃষ্টি গোচর হয়।

এবার কলিকাতার বেশ শীত পড়িয়াছে। বিলাত হইতে নবাগত ইংরাজগণ কলিকাতায় এত শীত দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে ইংরাজের ফৌজ কমাইয়া দশ সহস্র মাত্র রাখা হইবে। পর বৎসরে উত্তর এবং দক্ষিণ ব্রহ্মে ২৩ হাজার মাত্র সৈন্য রাখা হইবে।

মারকিউয়া রাজার পুত্র বাজারে নগর পুড়াইয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিল। সে ব্যক্তি ধরা পড়িয়াছেন, তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এখনও আড্ডা প্রদেশে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন। ইংরাজ যে ব্রহ্ম দেশে কতটুকু আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছেন, এই সকল ঘটনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনীর সম্পাদক বাবু অভয়াচরণ মিত্র লিখিয়াছেন।—"আগামী চৈত্র মাসে মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনীর স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের বার্ষিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষার্থিনীদিগের নাম ও পাঠবিবরণাদি আগামী ফাল্গুনের মধ্যে কলিকাতার মির্জাপুর ষ্ট্রীট ১৭নং ভবনে সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। জেলা ২৪ পরগণা, নদীয়া বা কলিকাতা যাঁহাদিগের নিবাস বা প্রবাস এরূপ রমণীগণই এই পরীক্ষা প্রদানের অধিকারিণী। বিবরণের কারণ আবশ্যক হইলে সম্পাদককে লিখিতে হইবে"।

মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনারায়ণ জ্যোতিভূষণ চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে ২৭এ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে চন্দ্র গ্রহণ হইবে বলিয়া বঙ্গীয় পঞ্জিকাসমূহে লিখিত আছে, আমার গণনাতে এই গ্রহণ এ দেশাবধি পশ্চিম ভূভাগাবধি দৃশ্য হইবে না। একদেশাবধি পূর্ব্ব ভূভাগাবধি সময়ের তারতম্যানুসারে দৃশ্য হইবে।"

ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে আদেশ করিয়াছেন যে ১৮৮৬। ৮৭ সালের ইনকমট্যাক্স ও ভূমির রাজস্ব এই বৎসর অর্থাৎ এপ্রেল মাসের মধ্যে আদায় করিতে হইবে। কোন ক্রমেই বাকি পড়িয়া না থাকে।

ইন্‌স্পেক্টার মুনটংভিমা কিউকপিয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন তিনি উত্তর যুদ্ধে পেজিন নামক স্থানের উত্তরে বো সোয়ের তাঁবু আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৫ জন ডাকাইতের মৃত্যু হইয়াছে। তাহাদের ৭ টা কামান ইনস্পেক্টরের হস্তগত হইয়াছে। বো সোয় তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত পলায়ন করিয়াছেন।

গোয়ালিয়রের রীজেন্সি জুবিলী উপলক্ষে গোয়ালিয়ারে ভিক্টোরিয়া কলেজ নাম দিয়া একটী কালেজ সংস্থাপন করিবেন।

কোয়েটা হইতে কোটান পর্য্যন্ত একটী রেল পথ খোলা হইবে। ষ্টেট সেক্রাটারী ইহার জন্য ২১ লক্ষ ২২ হাজার ৭ শত ৪০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

গত ১৬ই জানুয়ারি মেদিনীপুরে একটী জুবিলী সভা হয়। সভায় অনেক গুলি কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় জমীদার এবং উকীল বাবু জগচ্চন্দ্র রায় প্রস্তাব করেন যে আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি জুবিলী উৎসব নিম্ন লিখিত প্রকারে সম্পন্ন হইবে।

১। মহারাজ্ঞীর দীর্ঘ জীবন এবং সুখ সম্পদের জন্য প্রত্যেক হিন্দু দেবালয়ে, মুসলমান মসজীদে এবং ব্রহ্ম মন্দিরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হইবে।

২। নগর বেষ্টন করিয়া সংকীর্ত্তন করা হইবে কুস্তি, কসরত, ব্যায়াম প্রদর্শন করা হইবে। রাত্রে নগর আলোকিত করা হইবে, যাত্রা এবং বাজি পোড়ান হইবে।

বাবু কুমার নারায়ণ হালদার বলেন এত গুলির উপর কাঙ্গালীভোজন করাইলে উৎসব কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। যাত্রা সম্বন্ধে অনেকে আপত্তি করেন কিন্তু অধিকাংশের মতে যাত্রার ব্যাপার পরিত্যক্ত হইল না। মহারাজ্ঞীর কোন স্থায়ী স্মৃতি চিহ্ন রাখিবার জন্য আরও একটী প্রস্তাব হয়। এই সকল গুলিতে অধিকাংশ সভ্যেরা সম্মত হইয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্য এখন চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন।

মিঃ ষ্টিভিনসন কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি দুই চাকার গাড়িতে চড়িয়া পৃথিবী ভ্রমণে নির্গত হইয়াছেন। সম্প্রতি বোষ্টন হইতে আর এক ব্যক্তিকে একখানি ছোট ত্রকাকার গাড়ীর সাহায্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পাঠান হইয়াছে।

পবলিক সার্ভিস কমিসনের বঙ্গদেশীয় সব্ব কমিটী কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ঢাকায় রওনা হইয়াছেন।

আমরা "গ্রামবাসী" নামক একখানি সংবাদ পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্রিকা কাণ্ডড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া গ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। লেখাটী মন্দ নহে।

চট্টগ্রামে সম্প্রতি ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

ফোঁড়ার উপর বটের আঠা মাখাইয়া একটু শিমুল তুলা পিঁজিয়া ফোটক স্থানে বসাইয়া দিলে ফোড়া বসিয়া যায়।

পাইওনিয়ার পবলিক সার্ভিস কমিসনকে উপদেশ দিয়াছেন যে, যদি সিভিল সার্ভিসের বয়ঃক্রম বৃদ্ধি করিলে পরীক্ষার্থিগণের গুণের কিছু তারতম্য হয়, তবে বয়স বৃদ্ধি করা হউক নচেৎ তারতম্যশালীকে কেবল সুযোগ দিবার জন্য বয়স বৃদ্ধির আবশ্যক? সহযোগীর বিবেক কতদূর স্বভাবসিদ্ধ তাহা এইরূপ যুক্তিতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে শিক্ষার বিস্তার এবার কিছু কম দেখা যায়। ১৮৮৪। ৮৫ অপেক্ষা ১৮৮৫।৮৬ সালের শিক্ষিতগণের সংখ্যা ৫ হাজার ২ শত ১২জন কমিয়া গিয়াছে সার আলফ্রেড কি প্রীত হইয়াছেন? শিক্ষিত সম্প্রদায় কি করিতেছেন?

বোম্বাই নগরে জিজিবয় আদলজী মোদী নামক এক ব্যক্তি সেরিন বাই নাম্নী একটী রমণীকে বিবাহ করিবার অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিলাতে যাইবার ব্যয়ের জন্য ৩৫০০ টাকা লন। জিজিবয় বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সেরিণবাইকে বিবাহ না করায় সেরিণ বাই তাঁহার নামে উক্ত ৩৫০০ টাকা এবং ক্ষতি পূরণের দাবীতে অভিযোগ উপস্থিত করেন। অভিযোগ উপস্থিত করিবার পর প্রতিবাদী বাদিনীর দাবী যথার্থ বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহার ঋণকৃত ৩৫০০ টাকা এবং ক্ষতি পূরণের জন্য ১৫০০ টাকা আদালতে দাখিল করিয়া বলেন বাদিনীর কথা সত্য কিন্তু ১৫০০ টাকা উপযুক্ত ক্ষতি পূরণের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে। বাদিনী ও প্রতিবাদীর বন্ধুবর্গ অতঃপর মকদ্দমা মিটাইয়া দেন। প্রতিবাদী বলিয়াছেন যে সেরিন বাইকে বিবাহ না করিয়া তিনি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। ইহাতে তিনি সম্পূর্ণ দোষী। বাদিনীর কোন দোষ নাই। বাদিনীকে বিবাহ না করায় তাঁহার সম্মানের হ্রাস করা হইয়াছে। প্রতিবাদী আন্তরিক সে জন্য দুঃখিত। উভয় পক্ষের বন্ধুগণ ১২৫০০ টাকা বাদিনীর প্রাপ্য স্থির করিয়া দিলেন বিচারক প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ঐ টাকার ডিক্রি দিলেন। যাঁহারা মামলা মকদ্দমা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন তাঁহারা জিজিবয়ের সরলতা দেখিয়া শিক্ষা লাভ করুন।

ইঞ্জিনিয়ারিং বলেন যে, পবলিকওয়ার্কস বিভাগের উপর আদেশ করা হইয়াছে যে, ইঞ্জিনিয়ারগণের কোন কাঠ কাঠরার আবশ্যক হইলে তাঁহারা তাহা গোবাই ব্রস ট্রেডিং কোম্পানির নিকট ক্রয় করিবেন। অপর কাহারও নিকট ক্রয় করিবেন না।

ইরাবেন নামক প্রদেশে পাক পিয়াস প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নিতান্ত অজ্ঞ এবং দুশ্চরিত্র। ক্যাণ্টন গেজেট নামক এক খানি সম্বাদপত্রিকাতে ইহাদের চরিত্রসংশোধন করিবার এবং ইহাদিগকে সুশিক্ষা দিবার জন্য একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। দুষ্টেরা এই অপরাধে একবারে ক্ষিপ্ত হইয়া ক্যাণ্টন গেজেট কার্য্যালয় গৃহ চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। সম্বাদপত্রের শত্রু অনেক।

টুথ নামক সম্বাদ পত্রিকার প্রকাশ প্রিন্সেস বিয়াট্রিস এবং ডিউক অব কনট মহারাজ্ঞীর স্বকীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিবেন।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এক ব্যক্তিকে ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ানের কার্য্য দিয়াছেন। সেই জন্য এ বৎসর আর ষ্ট্যাটুটারী পরীক্ষা হইবে না।

হীরালাল ছোটাবল নামক এক ব্যক্তি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংসার পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ যাত্রা করেন। ইনি একজন মুনসিফেট জজের পুত্র। বাটী আমেদাবাদে, বহু দিন তাঁহার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি এক ব্যক্তি আমেদাবাদে উপস্থিত হইয়া আপনাকে হীরালাল ছোটাবল বলিয়া তাঁহার ভ্রাতার নিকট পিতৃত্যজ্য সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাইবার জন্য আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করেন। শুনা যায় হীরালাল ছোটাবলের স্ত্রী আগন্তুক ব্যক্তিকে স্বামী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। কিন্তু আর আর আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহাকে প্রবঞ্চক স্থির করিয়া মকদ্দমা জিনিয়া করিয়াছেন।

গত বৎসরের পূর্ব্ববৎসর বেহার হইতে ৯৩ হাজার মণ নীল রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসর ৩০ হাজার মণ রপ্তানি হইয়াছে। পঞ্জাব হইতেও নীল রপ্তানি হইতেছে কিন্তু পঞ্জাবী নীল বেহারের নীল অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

বোম্বাই সমাচার বলেন, বোম্বাইয়ের চীফ জষ্টিস পবলিক সার্ভিস কমিসনে যে জবানবন্দী দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার স্বার্থহীনতা উদারতা এবং সমদর্শিতার বিলক্ষণ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সার চারলস ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের সময় স্বাধীনভাবে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি লোকের সুখ্যাতি চাহেন না, অথবা তর্ক বিতর্ক করিবার চেষ্টা করেন না। যাহা সত্য এবং বিচারসঙ্গত সেই দিকেই তাঁহার প্রবৃত্তি।

ছোটলাট রাজস্ব বিভাগে ২১০ টাকা বেতনের একটী কেরাণী পদের সৃষ্টি করিয়াছেন। একজন কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারীকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইবে।

পাইওনিয়ারের জনৈক সংবাদদাতা বলেন আফগানের আমীর চিত্রলের অধিপতির রাজ্য আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। সম্বাদ যদি সত্য হয়, তবে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে বিষম সমস্যায় পড়িতে হইবে চিত্রলের অধিপতি ইংরাজের পরম সুহৃদ। সীমা কমিসন পাঠাইয়া ইংরাজ তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছেন। এদিকে আমীরও ফেলিবার সামগ্রী নহেন। ইংরাজ ত অনেক বার পরের বিবাদ ঘরে আনিয়াছেন এবার যদি এই বিবাদের মীমাংসা করিতে পারেন তবেই আফগান রাজ্যের মঙ্গল হয়।

প্রিন্স অব ওয়েল্স যখন পাটনা দর্শন করিতে যান, তখন বেহারের জমীদারগণ তাঁহার সম্মানার্থ একটী অনাথ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। মহারাজ্ঞীর জুবিলী উপলক্ষে সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইবে। জমীদারগণ চাঁদা করিয়া ১লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

সার চারলস এচিসন আগামী মাঘ মাসে মিঃ জেমি লায়েলকে পঞ্জাবের কর্তৃত্ব ভার প্রদান করিয়া ৮ই এপ্রেল বিলাত যাত্রা করিবেন।

ত্রিপুরা এবং সিকিমের রাজা শীঘ্রই কলিকাতায় আগমন করিবেন।

বোম্বাই ইউনিভার্সিটীর গ্রাজুএটগণ গত বৎসর তাঁহাদের ভিতর হইতে কতক লোককে ফেলো অব দি ইউনিভার্সিটী উপাধি দিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

বেহারের সম্বাদ এই যে আগামী জুবিলী উৎসব উপলক্ষে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কে, সি, এস আই উপাধি প্রাপ্ত হইবেন।

ভ্রমণকারীর পত্র।

কনগ্রেস সম্বন্ধে বঙ্গবাসী যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, অপরাপর সম্পাদকগণ তাহার প্রতিবাদে পরাঙ্মুখ হন নাই, কিন্তু বঙ্গবাসীর কথাগুলির অসত্যতার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত এ পর্য্যন্ত কেহই দেখাইয়া দেন নাই, অগত্যা অদ্য আমরা তদ্বিষয়ে অগ্রসর হইলাম বঙ্গবাসী বহু লোকে পাঠ করে কিন্তু তাহাতে ভ্রমপূর্ণ মত গুলি অকাট্যভাবে থাকা উচিৎ নয় বলিয়া তাঁহার প্রত্যেক প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে হইল।

বঙ্গবাসীর গ্রাহক আধিক্য বশতঃ মফস্বল হইতে তাঁহারা বহুতর পত্রাদি পাইয়া থাকেন কিন্তু সেই সকল পত্রাদি কতদূর সারগর্ভ জানি না। বঙ্গবাসীসম্পাদক ঐ সকল পত্র দ্বির বলে মনে করেন, তাঁহারা মফস্বলের অবস্থার বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। কিন্তু আমাদের অপেক্ষা যে তাঁহারা মফস্বলের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের অবস্থা অবগত আছেন এমত বিশ্বাস হয় না। কেন না, বঙ্গবাসী কনগ্রেসের প্রেরিত প্রতিনিধিগণকে সাধারণের প্রতিনিধি বলিতে স্বীকার করেন না, এ সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি এই যে, মফস্বলের নিরক্ষর প্রজারা রাজনীতি বুঝে না তবে তাহারা প্রতিনিধি কিরূপে স্থির করিবে একথাটী একটু বিশেষ তলগামী হইয়া বুঝিতে হইবে অর্থাৎ পৃথিবীর ইতিহাস এরূপ কোথায়ও দেখাইতে সক্ষম নয় যে, কোন কালে কোনও রাজ্যে সমুদায় প্রজা শিক্ষিত হইয়া প্রতিনিধি প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। বর্তমানে ইউরোপ প্রতিনিধি প্রথায় চালিত, কিন্তু সেস্থলের মফস্বলের সমুদায় প্রজা কি শিক্ষিত? সহযোগী এমন কোন উদাহরণ দেখাইতেছেন কি? যদি অন্য অন্য দেশে সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ অশিক্ষিত অবস্থায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তবে আমাদের না হইবে কেন? এরূপ প্রমাণে বঙ্গবাসী সম্পাদক হয় ত বলিবেন ইউরোপের কথা ছাড়িয়া দেও, আচ্ছা দিলাম। আমাদের দেশ হইতেই দেখাইতেছি যখন গ্রাম্য পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল তখন সেই সমস্ত গ্রামের মধ্যে নিরক্ষর কৃষক দ্বারাই পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন হইত, একথা স্বীকার করিবেন কি না? তবে যদি তখন মূর্খ লোক হইতেও হিত উদ্দেশে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচিত হইতে পারিত, তবে এখন না হইবে কেন? আর একটী কথা আছে, উপরে উল্লেখ করিয়াছি তলিয়ে বুঝিতে হইবে, সে বুঝা এই। আমরা মফস্বলের কৃষকপল্লীতে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি, পল্লীস্থ কৃষককুল তাহাদের প্রধান স্বরূপ একজন মণ্ডল নিযুক্ত রাখে, সেই মণ্ডল পল্লীর সমুদায়ের হিতাহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করে, মণ্ডলের মতই গ্রামবাসীর মত। আর এই মণ্ডলপ্রথাও আধুনিক নয়, পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত গ্রন্থ পুরাণাদিতে মৌলভৃত্য বলিয়া উল্লেখ আছে। এমত অবস্থায় গ্রামস্থ মণ্ডলের মতই সাধারণ প্রজার অনুমোদনীয়। আমরা বঙ্গবাসী সম্পাদককে দেখাইতে পারি আজ কাল এমত অনেক মণ্ডল পাওয়া যায় যে যাহারা আইন কানুনও সংবাদপত্রের সংবাদ রাখে। অতএব ঐরূপ মণ্ডলমণ্ডলাক্রান্ত লোকে কনগ্রেসের প্রতিনিধি মনোনীত করিতে অবশ্যই সক্ষম, তাহাতে সন্দেহ নাই যদি ঐরূপ প্রথায় সভ্য প্রেরিত হইয়া থাকে, তবে সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া বঙ্গবাসী কেন স্বীকার করিবেন না, যদি না করেন তবে তাঁহার নিজের ভ্রম।

যেমন সম্পাদককে সহযোগী করিয়া বঙ্গবাসী দেখাইতেছেন কনগ্রেসের সভ্যদিগের মতের মিল হয় নাই ও সভার অধিবেশনের পূর্ব্বেই গৃহ হইতে সকলে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া আসিয়াছেন। এই কথা গুলি বঙ্গবাসী যেরূপ আড়ম্বরে অলঙ্কার দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে আমরা এই বুঝি কোন রূপে এত পোষক জন কৌশলে কনগ্রেসের নিন্দা করিতে হইবে নচেৎ কোন চিন্তাশীল ঐ কথা লইয়া রহস্য করিতে পারেন না অদূরদর্শীতেই পারেন যদিও সভ্যদিগের কার্য্য বিষয়ে মতভেদ হইয়া থাকে, তাহাতে হানি কি? সে বিষয়ে উপহাসের বা কারণই কি? তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্যে ত মতভেদ হয় নাই। মূল লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কার্য্য সম্পাদনার্থ মনঃস্থির হওয়া বৃহৎ ব্যাপারের লক্ষণ। যখন সমগ্র ভারতের লোক একত্র, তখন বহুজনমতাভিজ্ঞ ভিন্ন ভিন্ন আন্দোলন হইলে কি মূল বিষয়ের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় বঙ্গবাসী যদি সেরূপ বুঝেন তাহা হইলে সন্দেহ হলে জগতের কোন কার্য্যই হয় না। আর যেখানে নানা লোকের সমাগম, সেই খানেই মতভেদ।

বঙ্গবাসী সম্পাদক একবার মহাসভা পার্লিয়া-মেণ্টের দিকে চাহিয়া দেখুন ঘোর সভ্য দলে কত মতভেদ হইতেছে, তাহাতে কি মূল লক্ষ ভ্রষ্ট হয় বঙ্গবাসী সম্পাদক যখন চপলভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তখন সেই ভাবের একটী উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিই মনে করুন কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কতকগুলি লোক কেবল মত পত্রের দ্বারা যুক্তি হইল যেসকলে একত্র সমবেত হইয়া একটী মন্ত্রনামন্দির স্থাপন করিব তদপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলে লক্ষিত স্থানে উপস্থিত হই। গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাবে কেহ বলিলেন ইষ্টকের হউক কেহ কহিলেন করগেটের করুন অপরের উক্তি খোলার উহক আর এক জন মত প্রকাশ করিলেন না কাষ্টের হউক, এরূপ মত প্রকাশে এমত বুঝাইতেছে না যে গৃহে কাজ নাই, মূল মন্ত্রণা গৃহস্থাপন স্থির রাখিয়া কিসের নির্ম্মাণ হইবে ত তারই মতভেদ হই কার্য্য সাধনের পূর্ব্বে ঐরূপ হওয়া সত সিদ্ধ কংগ্রেসের কোন সভ্য এরূপ মত প্রকাশ করেন নাই যে কংগ্রেসে কাজ নাই তবে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মত ভেদ হইতেই পারে, আর সভাগণ গৃহ হইতে চিন্তা যদি স্থির করিয়া আসিয়া থাকেন তাহাই বা নিন্দনীয় কি? পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যেরা কি বক্তব্য বিষয় পূর্ব্বে চিন্তা করেন না এ ত সমুদায় সরল কথা এগুলা লইয়া বঙ্গবাসী যে বাড়াবাড়ি করেন ইহাই বড় দুঃখের বিষয়।

বঙ্গবাসীর আর এক আপত্তি ইংরাজি ভাষায় নির্ভর কর এরূপ যোগা যোগে ধর্ম্মহানি সম্ভব ও দেশীয় ভাষার অনাদর সম্পাদকের ইহা চিন্তা করা উচিত যে এক ইংরাজি ভাষার অবলম্বন ভিন্ন সমগ্র ভারতের সংযুক্তি চলিতে পারে না ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা এমত অবস্থায় দেশীয় ভাষায় আপাততঃ কার্য্য চলিতে পারে না তবে চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে হইতে পারে আর রাজনৈতিক আন্দোলনার্থ যে মিলন ইহাতে ধর্ম্ম হানির সম্ভব নাই তাবতের ইতিহাস দৃষ্ট করুন অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজনৈতিক ব্যাপারে মিলিত হইয়াও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন।

তবে স্বীকার করি সভার অনেক ত্রুটী আছে কিন্তু সভার বয়সের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সে ত্রুটী মার্জ্জনীয় বঙ্গবাসী যদি দুগ্ধপোষ্য শিশুর নিকট যুবাজনোচিত কার্য্যের আকাঙ্ক্ষা করেন তাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, বঙ্গবাসী সম্পাদকের আর একটী বাঁকা সুরে উল্লেখ দেখে হাসি পায় অর্থাৎ বাবু শব্দের উপহাস। বাবু শব্দের ব্যবহারে যেরূপ গোঁড়ামী কাগজে প্রকাশ করেন নিজেরা কি সেরূপ ব্যবহারে দেখান যদি পরকে বলিবার অগ্রে নিজে সাবধান হইয়া চল পরে পরকে বলিও, তাহা না হইলে ঠিক এইরূপই হয় অর্থাৎ দুই জন একত্রে শুণ্ডিকালয়ে গিয়া সুরাপানান্তর একজন চালাকি করিয়া অগ্রে বাহিরে আসিয়া নিজে সঙ্গী সুরা পানার্থে দোকানে বসিয়াছে পথিকদিগকে দেখাইয়া নিজে ভদ্র হইলেন।

তাই বলি কাল পড়েছে বিষম ধীরভাবে চিন্তা না করিয়া একটা মত প্রকাশ করিয়া বাহাদুরি লইব সকলের চেষ্টা কিন্তু ঠিক সত্যের নিকট চাল কি কত ক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে।

সংবাদদাতার পত্র।

বারাণসী।

আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম যে এখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। সিকরোলে যে ব্রাহ্মসমাজ আছে, এখন তাহার কার্য্য নিয়মমত হয়, আর এখানেও খুব উৎসাহের সহিত ইহার কার্য্যকারিতা চলিতেছে। মাঘোৎসব ব্রাহ্মদিগের বড়ই আহ্লাদের দিন। সেই জন্য উক্ত সমাজের সভ্যগণ এই মাঘোৎসব উপলক্ষে সাধ্যমত উদ্যোগ করিয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে উৎসব-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন :—

১০ই মাঘ অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের বাটীতে উদ্বোধন হয়, ইহাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে কিয়ৎকাল সংগীতাদি হইয়া ঐ দিবসের কার্য্য শেষ হয়। পর দিবস ১১ই মাঘ পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকা হইতে ৮॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত সংগীত হয়। তার পর ৮॥০টা হইতে ১০॥টা পর্য্যন্ত উপাসনা, ইহার কার্য্য অতি সুন্দররূপে শ্রদ্ধেয় অমৃতবাবু নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তার পর দিবা ম এই সময়ে ব্রাহ্মগণ আড়াই মন চাউল ক্রয় করিয়া দীন দুঃখীদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। পরে অপরাহ্ণ ২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত পাঠ ও আলোচনা হয়। ইহাতে শ্রীযুক্ত নীলমণি পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৌলিক ও শ্রদ্ধেয় অমৃতবাবু বিশেষ মনযোগ পূর্ব্বক ও সভকের সহিত যোগ দিয়াছিলেন; এইরূপ আলোচনায় সভাস্থ অনেকেই বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পর ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত নগরসংকীর্ত্তন ও দশাশ্বমেধঘাটে বক্তৃতা হয়। সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া সকলে চলিয়া পদব্রজে দশাশ্বমেধ ঘাট পর্য্যন্ত সুমধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গমন ও তথায় অমৃতবাবু কর্ত্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়, বক্তৃতাটি বড়ই ভক্তিমধুর ও আবেগময় হইয়াছিল, এমন কি অনেক বৃদ্ধ হিন্দুদিগের চক্ষু হইতেও অশ্রুধারা পড়িয়াছিল। আর হরিনাম সংকীর্ত্তনে হিন্দু বৈষ্ণব ও ব্রাহ্ম সকলেই হর্ষের সহিত যোগ দিয়াছিলেন, অধিক কি অনেকেই হিন্দু নামগানে মত্ত হইয়া আনন্দে নৃত্য পর্য্যন্তও করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা এই সহরে অনেক নগর সংকীর্ত্তন দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ হৃদয়স্পর্শী হরিনাম সংকীর্ত্তন কখনই শুনি নাই। পরন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে কয়েকটী খল প্রকৃতির হিন্দু ধর্ম্মের পাণ্ডা এই শুভ কর্ম্মে বাধা দিবার জন্য ঠিক সেই স্থানের অপর পার্শ্বে এক জন উষ্ণ মস্তিষ্ক যুবাকে উত্তেজিত করিয়া ব্রাহ্মদিগের উপর অজস্র গালি গালাজ বর্ষণার্থ দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক ইহাতে বড় কিছু অনিষ্ট হয় নাই। সরল-বিশ্বাসী ভক্ত ব্রাহ্মগণ যখন দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত হরিনাম গান করিতে আরম্ভ করিলেন; তখন উপস্থিত সকলেই তাঁহাদের আশ্চর্য্য বিষ্ণুপ্রেমে উন্মত্ত ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। তার পর দশাশ্বমেধঘাট হইতে সকলে মিলিয়া হিন্দু নামগান করিতে করিতে সভাভবনে পুনরাগমন ও ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত পুন উপাসনা ও সংকীর্ত্তন করিয়া সকলেই আপনাপন গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। কাশীতে ব্রাহ্মদিগের এই বার প্রথম মাঘোৎসব হইয়াছে। ইহাতে গোঁড়া হিন্দু মহলে আন্দোলনের বড়ই প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছে। কেহ কেহ ব্রাহ্মদিগের নামে নানা প্রকার কুৎসা চারিদিকে রটনা করিয়া বেড়াইতেছেন, কেহ কেহ বা আবার ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া তাঁহাদের উপর ঘোর অত্যাচার করিবারও সঙ্কল্প করিতেছেন। যাঁহারা সত্য লাভ ও দেশের হিত সাধন জন্য স্বার্থ, মান প্রভৃতি সমস্তই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহাদের কি সামান্য উৎপীড়কের ভয় দেখাইয়া কর্ত্তব্য পথ হইতে সহজে নিবৃত্ত করিতে পারা যায়?

দেখা যাইবে। গোপনীয় পত্র লিখিবার আশ্চর্য্য উপায়। মূল্য ।০ আনা।

লিলি পাউডার।

সর্ব্ব প্রকার দাদের মহৌষধ মূল্য ৶০ আনা

ব্লড পিউরিফায়ার।

এই সালসা ডাক্তার কবিরাজ ব্যবহার করেন। শোথ, নালী, গরমি, বাগী, পচা ও পারা দোষ সংক্রান্ত সমস্ত ঘা, ও কোষ্ঠ কাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়। মূল্য ১ টাকা।

এ, সি, বসু এণ্ড কোং।
৮২ নং সুকিয়াস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অষ্টধাতু নির্ম্মিত অমোঘ

অনন্ত,,

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও প্রকাশিত।

৬৭ নং বেনেটোলা লেন, পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই "অনন্ত" স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীস, রাং দস্তা, লৌহ, পারদ এই অষ্টধাতুতে বিনির্ম্মিত। ইহা ক্রমান্বয়ে স্বর্ণের ন্যায় ধাতুর উপর অপর সাতটী ধাতু খচিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে প্রথম তুম্বিদ্বয় অন্তে তরল পারদ স্থাপিত থাকায় এতদ্দ্বারাই বিদ্যুতীয় কার্য্য উৎপাদন করিয়া অষ্ট ধাতুর গুণ ক্রমশঃ শরীরে প্রবেশ করাইতে থাকে ইহাতেই শরীরের রক্ত পরিষ্কার করতঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ পূর্ব্বক ক্রমশঃ মেধা বৃদ্ধি হইতে থাকে, এই অনন্তকে জীবন রক্ষার মূল ঔষধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি মুক্ত কণ্ঠে বিশুদ্ধ রূপে বলিতেছি যে, এই সন্ন্যাসী প্রদত্ত, আমার এই অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত অনন্ত ধারণ করিলে পর শরীর সম্বন্ধীয় নানা প্রকার ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে হইবে না।

বিশুদ্ধ অষ্টধাতু নির্ম্মিত অঙ্গুরী।

নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ অনন্ত ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে আমি নূতন অষ্টধাতু বিনির্ম্মিত অঙ্গুরী আবিষ্কার করিতেছি, অনন্ত ও অঙ্গুরীর উভয়েরই রোগনাশক গুণ ও শক্তি একই প্রকার, যাঁহারা অঙ্গুরী লইবেন তাঁহারা যদ্যপি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের নাম বিনা খরচায় অঙ্গুরীর উপর খোদিত করিয়া দেওয়া যাইবে। যদ্যপি অঙ্গুরী অষ্টধাতু নির্ম্মিত না হয় তাহা হইলে মূল্য ফেরত দিব। অনেক মহোদয় ব্যক্তি অনুমান করেন যে পারা ইহাতে সংলগ্ন করা যায় না কিন্তু আমরা সাতিশয় যত্ন সহকারে পারা সংযোগ প্রণালী শিক্ষা করিয়াছি। আহার করিবার সময় অঙ্গুরী বাম হস্তে ধারণ করিয়া আহার করিবেন।

আজ কাল নানা প্রকার ঔষধি ধাতুনির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরীয় ইত্যাদি যাহা অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে, তাহা যে কত দূর সত্য আমরা তুলনা করিতে চাহি না। কিন্তু মহোদয়গণ ভ্রম ক্রমে কাচ ক্রয় করিবেন না। ছোট ও বড় প্রত্যেক "অনন্তর" মূল্য ২ টাকা, ডজন ২০ টাকা, প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬টী ।৴০ আনা; ৭ হইতে ১২টী ৷৶০ আনা। অর্ডার পাইলে ভ্যালু পেয়েবেল পার্শ্বেলে মাল পাঠান যাইবে। আর বিদেশীয় মহোদয়গণ অনন্ত ক্রয়কালীন অনুগ্রহ করিয়া হস্তস্থিত মাপ পাঠাইয়া দিবেন।

অনন্তর যে সকল স্থানে ধাতু খচিত হইয়াছে তাহা একএকটী করিয়া মিলাইয়া লইবেন। আর উক্ত সন্ন্যাসীর আদেশমত দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবেন। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে ফটকিরির জল দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন, যাহারা কবচ অঙ্গুরি লইয়া ঠকিয়াছেন তাহারা একবার পরীক্ষা করুন।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৶১০ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যে সকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩৷০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, ড্রাপ্ট, বয়াত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৶১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীরগণ ও জ্ঞাত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা ভ্রোমগী আইন বিরুদ্ধ বা সত্য এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীগিরিজাপ্রসাদ ঘোষ দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

জেলায় গমনের পথের পরিচয় সহ পুস্তক খানি লিখিত হইতেছে। প্রস্তাবিত স্থান সকলের প্রাকৃতিক পত্রিকা প্রায় সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে।

যত্নে আমি একটী যথার্থ নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এরূপ সংগ্রহ যে কতকষ্টকর বিবেচক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন, অতএব সকলে গ্রাহক হইয়া উৎসাহ প্রদান করেণ এই প্রার্থনা।

পুস্তক খানি ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৩০ ফর্ম্মায় প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় চারি খণ্ডে শেষ হইবে ৩০এ ফাল্গুণ প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইবে, তৎপর প্রত্যেক তিনমাসান্তর অন্য অন্য খণ্ড প্রকাশের সম্ভাবনা।

সমুদায় চারি খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ২, টাকা ডাক মাশুল ।০ আনা প্রত্যেক খণ্ড মাশুল সহ অগ্রিম ।৶ আনা।

সোমপ্রকাশের সমুদায় গ্রাহক ও বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রী অৰ্দ্ধ মূল্য ১ ও মাশুল ।০ দিলে সমুদায় পুস্তক পাইবেন। কার্য্যালয় হইতে পুস্তক লইয়া গেলে মাশুল লাগিবে না। ৩০এ ফাল্গুণ মধ্যে মূল্য পাঠাইলে সর্ব্বসাধারণে ১৷৷ টাকায় সমুদায় পুস্তক পাইবেন।

শ্রীরসিককৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রমণকারী

মূল্য পাঠাইবার নাম ও ঠিকানা।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন,

কলিকাতা।

সুলভ মূল্যে ইঞ্জিন বিক্রয়।

একটী পোর্টেবল অর্থাৎ গাড়ী ইঞ্জিন দশটী অশ্বের বলে চালিত হয়।

একটী এক্টে সনরি বা বসান ইঞ্জিন, পোনেরটী অশ্ববলে চলে এবং একটী বয়লার। তিনটী গুরকী কল ১৭ ফুট বাস এই সকল দ্রব্য প্রায় নূতন, নিম্নের ঠিকানায় পত্র করিলে অতি সুলভ মূল্যে পাইবেন। এফ, এ, ডাক্ত কোমার

২৩ নং রাজনারায়ণ চৌধুরির ঘাট রোড শিবপুর—হাওড়া।

বিশেষ সুবিধা

সোমপ্রকাশের সুলভ মূল্য।

৩ মাসের জন্য।

বর্ত্তমান সনের আগামী ফাল্গুন মাসের মধ্যে যাঁহারা নূতন গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন,তাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬৷৹ টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র খানি পাইতে পারিবেন। এই সুলভ নিয়মের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ চৈত্র মাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহার পর সাধারণে এরূপ সুযোগ পাইবেন না। নূতন গ্রাহকগণ অধ্যক্ষের নামে ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা। এই ঠিকানায় মূল্যাদি পাইঠাবেন।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

ডাক্তার নন্দলাল মুখোপাধ্যায় কৃত।

সরল চিকিৎসা।

(দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্দ্ধিত. ডিমাই ১২ পেজী ৮ ফর্ম্মায় সম্পূর্ণ)

পল্লীগ্রামবাসী গৃহস্থ মাত্রেরই আবশ্যক। ডাঃ মাশুলাদির ব্যয় /০ এক আনা, সুন্দরবন ডিস্পেনসরি, ভবানীপুর কলিকাতা।

গবর্ণমেণ্ট পেনসনর—লক্ষ্ণৌ

-●●-

হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেনসরি

৩নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, পটলডাঙ্গা দীঘির দক্ষিণ কলিকাতা।

চিনম্বরা ব্রাঞ্চ ডিস্পেন্সারি রাজার বাগান, শ্যাম বাবুর ঘাট।

কে, ডি, সরকারের উপদংশ রোগের পারাবর্জ্জিত মহৌষধ।

সিপাহি বিদ্রোহের অবসান সময়ে নেপালের জঙ্গলে এক মুসলমান ফকীরের নিকট প্রাপ্ত। গত২৬বৎসর ইহা বিনা মূল্যে বিতরিত হইয়াছে কিন্তু ক্রমে ইহার উপকারিতা ও যশ প্রচারের সহিত ইহার গ্রাহক এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছে যে বিনা মূল্যে বিতরণ এক প্রকার অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম। ইহাতে কোন প্রকারের পারা নাই, ইহা অল্পকাল মাত্র সেবনেই সহস্র সহস্র লোক এই উৎকট পীড়া হইতে সম্পূর্ণরূপে চিরারোগ্য লাভ করিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রী কেবলমাত্র ইহার লেপনেই রোগোমুক্ত হইয়াছে (গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ইহার দ্বারায় শিশু সন্তান ও পৈত্রিক রোগ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে। ইহা রোগের সর্ব্বাবস্থায় আশু ফলপ্রদ, এমন কি পারাঘটিত ঔষধ সেবন জনিত দূষিত রক্ত ও পরিষ্কার করে ও শরীরের সকল প্রকার ক্ষত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে, এই রোগের এরূপ পারা বর্জ্জিত অব্যর্থ মহৌষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কয়েকজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রদত্ত প্রশংসাপত্র এবং ঔষধ সেবনের নিয়মাদি ঔষধের শিশির সহিত থাকিবে আমাকে লিখিলেই উক্ত প্রশংসা পত্রাদি বিনা ব্যয়ে পাইবেন। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৷৹ প্যাকিং ।০

শ্রীকালীদাস সরকার

সচিত্র চিঠির কাগজ।

এ প্রকার চিঠির কাগজ এই প্রথম। সুন্দর রমণী মূর্ত্তি দিয়ে 'সুজলা আমার' সরস্বতী মূর্ত্তি সন তারিখ ছাপান ইত্যাদি, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ সকলের ব্যবহারের উপযোগী মূল্য সুলভ পাঁচ দিস্তা ।৶০ আনা মাশুল /১০

জে, কে, শর্ম্মা এণ্ড কোং।

১৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

প্রেরিত পত্র

খবর কাগজে গ্রাহক বন্দি করা ছড়া।

১

কে বলেরে হয় না গ্রাহক বাংলা কাগজের
বাংলা পত্র হয় না প্রীতি যত বাবুদের,
টেবিল যোড়া কাগজ লিখে—
ধাঁধা দিয়ে সবার চখে
করবো গ্রাহক নেয়ে ছেলে বুড়া বুড়োদের।
কে বলেরে হয়না গ্রাহক বাংলা কাগজের।

২

গালি দেবে সাহেব লোকে লাট গবর্ণরে
ছাকনা কো গালি দিতে পাদরি পেশবরে,
বিশেষতঃ ব্রাহ্ম গুলো—ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে মলো
আতে হাতে লেগে লিখ্‌বো কীর্ত্তি ব্রাহ্মদের
কে বলেরে হয় না গ্রাহক বাংলা কাগজের।

৩

পুঁথি পাঁজি লিখ্‌বো নানা লোক হাঁসাবে মত
গ্রাহক হলে দিব তায় উপহার কত
মডেল আজা ভঙ্গী দেখে—
বাঙ্গালী ইংরাজ চরিত্র শিখে
উকনী ত শিখবে লোকে বাংলা দেশের,
কে বলেরে হয় না গ্রাহক বাংলা কাগজের।

৪

নববর্ষ ছেড়ে দিয়ে ছুকোমবির মতে
আর কি থাকতে দিব লোকে নিরাকারাতে
বেদ, বাইবেল, কোরাণ ভুল নাই, সত্য একতুল
থাবাব সাকার এবার যত যোগী ঋষিদের
কে বলেরে হয়না গ্রাহক বাংলা কাগজের।

৫

লিখে দিব গ্রাহক সংখ্যা পত্রশিরে আর
গ্রাহকসংখ্যা আমাদের বিংশতি হাজার
ভড়কে যাবে গ্রাহক দেখে—
দুই মুদ্রা পকেট থেকে
মুদি অর্ডার করবে লোকে বঙ্গ প্রদেশের
কে বলেরে হয় না গ্রাহক বাংলা কাগজের?

৬

লিখব এবার সত্যানন্দ পণ্ডাকেলে ছেড়ে
মুরুক্ষু মুখে হুকুক দিয়ে বুকে হাটের ঘেড়ে
পাড়ু ঠাকুর লিখব বলি, এই পাড়ের বঙ্গালী,
জবে গবে পাড়া কথা পাড়ুঠাকুরের
কে বলেরে হয় না গ্রাহক বাংলা কাগজের।

মান্যবর
শ্রীযুক্ত বাবু সোম প্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়!

বঙ্গবাসী ও দৈনিক নামে দুইখানি সংবাদ পত্রে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "বসন্ত নির্ঝর" নামে একখানি পুস্তকসম্বন্ধে মন্তব্য দেখিয়া প্রথমতঃ গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি বড় ঘৃণাই হইয়াছিল। কিন্তু এদিকে বঙ্গের সংবাদ পত্র সমূহের নায়ক স্বরূপ "ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রে গ্রন্থখানির অশেষ প্রসংশা পাঠ করিলাম। এইরূপ ঘোর বৈষম্য দেখিয়া উক্ত গ্রন্থ একখণ্ড সংগ্রহ করিয়া সমালোচকের সূতীক্ষ্ন নিকট দৃষ্টি সহকারে উহা পাঠ করিলাম। পুস্তক খানি পড়িয়া যাহা পাইলাম তাহাও বলি। গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি আধুনিক ভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। আমার মতে তিনি উহাতে দৃষ্টি না রাখিয়া ভালই করিয়াছেন। কারণ বঙ্গবাসী ও দৈনিক প্রভৃতি পত্রে যেরূপ আধুনিক ভাষার স্রোত বহে, তাহাতে ব্যাকরণ অভিধানাদি তৃণবৎ অনেক দিন ভাসিয়া গিয়াছে। ঐ সকল কাগজের সম্পাদকগণ ভাবেন তাঁহারা নিজে কলমের খোঁচে যাহা লেখেন, তাহাই ভাষার সৌন্দর্য্য বিশুদ্ধতাদির নমুনা। তাঁহাদিগের কোন্ বুদ্ধি পাঠকগণের নিকট ঐরূপ লিখিয়া এবং উপহৃত পুস্তকগুলির কভারিং ভূমিকা ও বড় জোর সূচিপত্র পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া সমালোচনে কিঞ্চিৎ কাটখানর রসিকতা করিয়া বাহাদুরী দেখান। ঐ গুলো আমাদের কাছে বড়ই অসহ্য। তাই আমি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আধুনিকতাহীন গ্রন্থের ভাষার প্রশংসা করি। গ্রন্থ খানির বিষয় বড় উচ্চ, বেদ ও তন্ত্র গত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আশ্রয় পূর্ব্বক উহা রচিত, সুতরাং এমন কেমন ব্যক্তির হৃদয়ে সহসা জাগিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। বিশেষতঃ গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই রায় গুণাকরের গ্রন্থের ন্যায় দুই তিন ও চারি প্রকার অর্থ, তদনুসারে উহার ভাষা ও গম্ভীর ও গভীর। তলাইয়া দেখিতে পারিলেই অপার আনন্দ অনুভূত হয়। কবিত্বে বিকাশও চূড়ান্ত, কারণ আমরা কালিদাস, মাঘ, ভারবি শ্রীহর্ষ ও মাধবাচার্য্য প্রভৃতির কৃতিতে যে [illegible] ইহাতে সেই সকল অভিনব ভাব সন্নিবেশিত হইয়াছে। অপিচ গ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গীন পাঠে যে তত্ত্ব উপলব্ধ হয়, তাহা যোগীদিগেরও আনন্দের কারণ, তাহা উপন্যাস পাঠের আনন্দের ন্যায় ক্ষণিক নহে। এরূপ গ্রন্থ আজ কাল আবার কেহ লেখেন না বা লিখিতে অক্ষম বলিয়া এবং বঙ্গবাসী ও তাঁহাদের দলস্থ পাঠক সাধারণের তাহা বুঝিবার ও ধারণা করিবার শক্তি নাই বলিয়া কি গ্রন্থ খানা অধঃপাতেই দিতে হইবে? উহা বড় অন্যায় কথা। যাহাহউক এবার মোটামুটি গ্রন্থ খানির সম্বন্ধে দুই একটা কথাই বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। বঙ্গবাসী ও দৈনিক তাহা যদি পুনরায় এইরূপ সমালোচনের ছলে রসিকতা প্রকাশ করতঃ সারবান গ্রন্থকে অসার ও অসারকে সারবৎ প্রতীত করিতে চেষ্টা পান, তবে অগত্যা আমাদের ও তদীয় নেত্রকমলে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। এক্ষণে একটা কথা এই যে, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যুবা কি বৃদ্ধ যে শ্রেণীর লোক হউন তাঁহার বিষয়ানুসারে তিনি আমাদের শির স্থানীয় এবং চিরস্মরণীয় সন্দেহ নাই। তাঁহার গ্রন্থ যতই গভীর সমালোচন করিতে অবসর পাইব, ততই গাঢ়তর আনন্দ অনুভব করিব। মিররের সম্পাদক গ্রন্থ খানির সার মর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক যে সাধারণ সমীপে সত্য প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য তিনিও ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার ন্যায় সুবিদ্বান সম্পাদক যদি উক্ত গ্রন্থের সারবত্তা উৎকৃষ্টতা প্রতিপাদন না করিতেন তবে সুতরাং আমরা অন্ধ বিশ্বাসে পুস্তক খানিকে অপাঠ্য বিবেচনায় অগ্রাহ্য করিতাম। কিন্তু ছদ্মের সামান্য আবরণে সত্য কখনও চিরদিন গুপ্ত থাকে না। ফলতঃ পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও উহাতে স্থানে স্থানে কতকগুলি ছাপার ভুল আছে। আমি জানি ঐ ভুল অপরিহার্য্য কিন্তু তথাপি আমি গ্রন্থকারকে অনুরোধ করি, তিনি যেন ভাবি সংস্করণে ঐগুলির অপসারণে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেন। পরিশেষে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনা কৌশলে সবিশেষ প্রীত ও আপ্যায়িত হইয়া বক্ষ্যমাণ সংস্কৃত কবিতাটি দ্বারা ঈশ্বরের সমীপে তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিলাম।

যো বিস্তীর্ণ কবিত্বময় বিবুধঃ প্রাতোষরৎ সর্ব্বথা
মাধুর্য্যা পরমার্থ তত্ত্ব কলয়া গোবিন্দচন্দ্রঃ প্রিয়া।

বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালী যুবকগণকে সমাজভুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। তাহা হইলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে মহারাণী এই পঞ্চাশ বৎসর বৃথা ভারত রাজ্য শাসন করেন নাই। আমরা পত্রপ্রেরককে জিজ্ঞাসা করি যে এইরূপ হইলেই কি মহারাণীর উদ্দেশ্য সফল হইবে? তবে কি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করানই মহারাণীর ভারত শাসনের চরম সীমা?

-•••

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে উইলসন সাহেব মান্যবর হ্যারিসন ও কলিকাতাস্থ বিদ্যালয় সমূহের অধ্যক্ষগণের সহানুভূতি ও সাহায্যে জুবিলি উপলক্ষে বিদ্যার্থি বালকগণের অগ্নিক্রীড়াদি দর্শনের বিশেষ সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করিতেছেন। হিন্দু বালকগণ আলিপুর পশুশালার বাগানে ও অন্যান্য বালকগণ বেলভেডিয়ার বাগানে গমন করিয়া যথাযোগ্য জলযোগ করিতে পারিবে, এ জন্য সম্প্রতি ৩০০০, টাকা চাঁদা তোলা হইয়াছে এবং আরও টাকা আসিবার সম্ভাবনা আছে। বালক ও বালিকাগণের সংখ্যা সর্ব্বসমেত প্রায় ৮০০০ হইবে। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ স্ব স্ব বিদ্যালয়স্থ বালক বালিকাগণের গমনাগমন জন্য বন্দোবস্ত করিবেন এবং ভাল মন্দের দায়ী থাকিবেন। গড়ের মাঠে ঘোড় দৌড়ের স্থানে এই সমস্ত উৎসব ব্যাপার সমাহিত হইবে। এইরূপ আশা করা যায় যে মহামান্যা শ্রীমতী লেডি ডফরিন বালকগণের এই কৌতুকময় আগমন প্রণালীতে কৃপাকটাক্ষ করিবেন। অতি শিশু ছাত্রগণ এ উৎসবে আহূত হইবে না। কলেজের ছাত্রগণকে স্ব স্ব বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

—•••—

আমাদের সুযোগ্য সহযোগী লিবারেল বলেন—যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, জুবিলি উৎসব জুন মাসে না হইয়া ফেব্রুয়ারি মাসে কেন হইবে। এক কারণ এই যে জুন মাসে যেরূপ বর্ষা আরম্ভ হয় তাহাতে কোনও উৎসব কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইতে পারেনা। কিন্তু তাহার আর এক বিশেষ কারণ আছে। গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে ফেব্রুয়ারি মাসে এই উৎসবে আনন্দিত করিয়া মে মাসে সেই নূতন কর বৃদ্ধির বিষয় জ্ঞাপিত করিবেন ও আমাদিগকে অবশিষ্ট কয় মাস নূতন রাজস্ব দিবার আনন্দে ব্যস্ত রাখিয়া কি মহা সুখেই কালাতিপাত করাইবেন। কি মহাসুখের আশা!

—•••—

বিলাতী সংবাদ পত্র সমূহ ব্রহ্মদেশের আশুশান্তিসম্ভাবনায় অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু তজ্জন্য এখনও অনেক পরিশ্রম স্বীকার ও ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আধুনিক তত্রস্থ সৈনিকসম্প্রদায় ব্যতীত উত্তরপ্রদেশে ১৩০৮০ ও দক্ষিণ ভাগে ১৪০০ সর্ব্বসমেত ৩০,০০০০ পুলিশ বল সংগ্রহ করিতে হইবে। এইরূপ হইলে বোধ হয় তথায় কতক শান্তি স্থাপন করা যাইতে পারিবে। যাহাই হউক আমাদিগকে পদে পদেই ব্যয় গ্রস্ত হইতে হইবে।

—•••—

জুবিলী উপলক্ষে যে ব্যাবহারিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে তথায় যেন দেশীয় ভাষার সাহায্যে উপদেশ প্রদান করা হয় তাহা হইলে পাঠ সমস্ত ছাত্রবর্গের সমধিক হৃদয়ঙ্গম হইবে। নতুবা, বিদেশীয় ভাষা প্রচলিত হইলে তাহাতে ছাত্রবর্গের উপযুক্তরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে বৃথা কয়েক বৎসর অতীত হইবে। দেশীয় ভাষা দ্বারা শিক্ষা দিলে ভাষা শিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষা এক সঙ্গেই বর্দ্ধিত হইতে পারিবে।

এতদিনের পর বাণিজ্য পথে যে ভারতবাসিগণ অপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিবে তাহার সূত্রপাত হইল। এতকাল ভারতীয় বণিকগণের কোন জাতীয় বাণিজ্যসমিতি ছিল না। কাজে কাজেই ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বণিকসার্থ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি দেখাইতে পারিত না। যে কোন বিষয়েই হউক বৈদেশিকগণের সাহায্য অপেক্ষা করিতে হইত। যাহাই হউক না কেন পরস্পর সম্বন্ধে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইলেই উহা তত হৃদয়গ্রাহী ও শান্তিজনক হয় না। বিগত বুধবার সহর কলিকাতা বণিকগণ বড়বাজারে মিলিত হইয়া একটী জাতীয় বাণিজ্য সমিতি প্রতিষ্ঠাতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তথায় বড়বাজার, হাটখোলা, কুমারটুলী, চিৎপুর, উল্টাডেঙ্গি, আমড়াতলা ও বেলিয়াঘাটা প্রভৃতি স্থানের বণিকগণ উপস্থিত হন। সমিতির কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন ও এই সমিতির অধীন একটী কার্য্যকরী সভা স্থাপন ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সমাহিত হইয়াছে। তথায় আর একটী প্রস্তাব হয় যে এই জুবিলী স্মরণার্থ আমরা একটী ব্যবহারিক (Technical) বিদ্যালয় স্থাপন করিব। শ্রীযুক্ত রায় বদরিদাস বাহাদুর মুকীম এই সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীলাল সিংহ শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ রায় শ্রীযুক্ত দামোদরদাস বর্ম্মা শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র রায় চৌধুরী ও হাজী নূর মহম্মদ জাকারিয়া সহকারি-সভাপতি পদে স্থাপিত হন। শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ রায় সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত বাবু কমাইলাল খাঁ কোষাধ্যক্ষ হইলেন। আমাদের একান্ত ইচ্ছা ও জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা যে এই সমিতি দিন দিন উন্নতি সোপানে অধিরূঢ় হইয়া সমগ্র ভারতবাসীর হিতসাধন ও মুখ উজ্জ্বল করুক।

—•••—

বাবু লালমোহন ঘোষ ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বোম্বাইবাসিগণ তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ঘরের ছেলেকে পরে আদর যত্ন করিলে আত্মীয়ের মনে যেমন আনন্দের উদয় হয় লালমোহনের প্রতি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সদ্ব্যবহারে আমরা সেইরূপ প্রীতিলাভ করিয়াছি। লালমোহন শীঘ্রই কলিকাতায় আগমন করিতেছেন। বোধ হয়, আগামী জুবিলীর দিবস আমরা তাঁহাকে কলিকাতায় উৎসব কার্য্যে যোগ দিতে দেখিব। যাহারা বলেন লালমোহন [illegible]

ছিলেন তাঁহারা আমাদের গণনীয় নহেন। যাঁহারা কৃতজ্ঞচিত্তে লালমোহনকে ভারতবাসীর দূত বলিয়া সম্মান করেন তাঁহারা এই সম্বাদে পুলকিত হইবেন। ঘরের ছেলে বহুদিনের পর বিদেশ হইতে ঘরে আসিতেছে। বঙ্গমাতা আনন্দে উৎফুল্ল হইবেন। জুবিলীর ন্যায় আনন্দ উৎসবে লালমোহনের স্থান কি আর কেহ পূরণ করিতে পারে? কলিকাতা এই মহাত্মার সম্ভাষণার্থ উদ্যোগ করুন। রোমের দিগ্‌বিজয়ী মহাবীর রোমে যেমন সম্মানিত হন লালমোহনকে কলিকাতায় যেন তাহার অনুরূপ অভ্যর্থনা করা হয়।

—•••—

অত্যাচারী পাপস্বভাব কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ভারতবর্ষের দিন দিন এ কি দুর্দ্দশা ঘটিতেছে? গভর্ণমেণ্ট কি এই দুরাত্মাদিগের সম্বাদ রাখেন না? বোম্বাইয়ের কোন সম্বাদপত্রে প্রকাশ যে উইলসন নামক গভর্ণমেণ্টের জনৈক এজেণ্ট একজন দেশীয় রাজার দেওয়ানকে বলিয়াছিল তুমি যদি তোমার কন্যাকে আমার হস্তে দাও গভর্ণমেণ্টের নিকট আমি তোমার শাসন-কার্য্যের প্রশংসা করিয়া লিখিব। দেওয়ান এজেণ্টের নামে আদালতে নালিস করিয়াছেন। রাজা স্বয়ং নাকি এই বিষয়ের সাক্ষী আছেন। আমরা উইলসনকে বিশেষ অবগত নহি। কিন্তু এই দারুণ অত্যাচারের কথা শুনিলে ইচ্ছা হয় সাহেবকে এই দণ্ডেই সাগরের পারে রাখিয়া আসিয়া ভারতবর্ষকে ভারহীন করি। মকদ্দমা রুজু হইয়াছে। এখন কোন কথা বলিতে গেলেই "সবজুডিকি" বলিয়া সম্বাদপত্রের শত্রুগণ সম্বাদপত্রের উপর ঝাল ঝাড়িতে থাকিবেন কিন্তু এই ভয়ানক অত্যাচারের কথা শুনিয়া কি বলিতে ইচ্ছা যায়? দেওয়ান কি কন্যার নাম সংযুক্ত কলঙ্কের কথা লইয়া আদালতে আসিয়াছেন? একজন রাজা কি তাঁহার এজেণ্টকে তাড়াইবার জন্য আপনার দেওয়ানের কন্যার নাম কলঙ্কের ডালীতে লিপিবদ্ধ করিয়া এজেণ্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছেন? সম্ভব, অসম্ভব বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা এখন আমাদের বলিবার অধিকার নাই। কেন না মকদ্দমা আদালতের বিচারাধীন। এংলো ইণ্ডিয়ান সম্বাদপত্রের এ অধিকার আছে। কোন ইংরেজের হস্তে কোন দরিদ্র দেশীয় ব্যক্তি হত বা আহত হইলে তাঁহারা হন্তা বা আঘাত কর্ত্তাকে সাধু, এবং হত বা আহত "নিগারকে" দুর্বৃত্ত বলিয়া প্রকাশ করিতে পারেন। মকদ্দমা আদালতের বিচারধীন থাকুক বা নাই থাকুক সে দিকে তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ করেন না।

—•••—

পূর্ব্ববঙ্গের পঞ্চদশ বর্ষীয় একটী বালক তাহার পিতৃব্যকে হত্যা করায় আদালতের বিচারাধীন হয়। সেসন জজ বালকের হত্যাপরাধে হত্যাদণ্ড বিধান করেন। বালক যে ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহার পিতৃব্যকে হত্যা করিয়াছে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বাস্তবিক তাহার পিতৃব্যহত্যার কোন উদ্দেশ্যই বুঝিতে পারা গেল না। তথাপি সেসনের হুজুর তরুণবালকের উপর মমতাশূন্য হইয়া তাহাকে ফাঁসি দিবার আদেশ করিলেন। হাইকোর্টের বিচারকগণ যদি কাহাকেও ফাঁসি দেওয়া আইন সঙ্গত বিবেচনা করেন তবে নিতান্ত দুঃখিত স্বরে গম্ভীর ভাবে তাহাকে সেই বিষয় জ্ঞাপন করেন। আমরা একবার আলিপুর সেসন আদালতের বিচার দেখিতে গিয়া শুনিলাম সেসন জজ মকদ্দমা শেষ করিয়া ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক দুর্ভাগ্য অপরাধিকে বলিলেন 'টোমার ফাঁসি হোবে'। ফাঁসি হোবে বলিবার পূর্ব্বে বিচারকের মস্তকে যে কত বড় গুরু দায়িত্বের ভার পড়ে তরলমতি বিচারকগণ তাহা বুঝিতে পারেন না। রাজার আইনে মনুষ্য জীবন ধ্বংস করিবার যে কতটুকু অধিকার, মনুষ্যের জীবনের যে কতটুকু মূল্য তাহা তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না। প্রত্যুত ফাঁসি হবে বলিয়া তাঁহাদের এমনই অভ্যাস জন্মিয়া যায় যে জগদীশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার সৃষ্টিকে অঙ্গহীন করিয়া মনুষ্যের জীবন বিনষ্ট করিতে তাঁহাদের হৃদয়ে কিছু মাত্রই দয়ার উদ্রেক হয় না বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠে না। প্রাণের ভিতর একবার একটা সন্দেহের আন্দোলনও উপস্থিত হয় না। এই প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাটী যে কতদূর নিষ্ঠুর তাহা আমরা বলিয়া উঠিতে পারি না। প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রাণ লওয়ার প্রথাটী সম্পূর্ণ বর্ব্বর জাতির প্রথা। ইহা সভ্য জাতির সম্পূর্ণ অনুপযোগী এই ব্যবস্থাটী সভ্যতার অগৌরব, শিক্ষার অগৌরব মনুষ্যত্বের অগৌরব। মনুষ্যের প্রাণের উপর মনুষ্যের কোন অধিকার নাই এটী স্বর্গীয় ব্যবস্থা। অপরাধীকে রাজা নানা প্রকারে দণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার তাঁহার নাই। যাহা ঈশ্বরের অধিকার তাহার উপর মনুষ্যের অধিকার বিস্তার করিতে গেলেই পাপের উৎপত্তি হয়। প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাটী সেই জন্য ভয়ানক পাপ সম্ভূত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে এই পাপের জন্য রাজা ব্যবস্থাকর্ত্তা শাসনকর্ত্তা ও বিচারক সকলেই ভগবানের নিকট দায়ী। যাঁহারা ঈশ্বরের আসন গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের ন্যায় প্রজা পালন করেন তাঁহারা ঈশ্বরের সৃষ্টি নষ্ট করিয়া মহাপাপের প্রশ্রয় দিবেন ইহা কখনও যুক্তিসঙ্গত নহে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম সার কোমার পিথারাম এই বিষয়টী বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। উপরে যে পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের কথা বলা হইল সার কোমার তাহার সুকুমার বয়স এবং হননেচ্ছার প্রমাণাভাব দেখিয়া তাহাকে প্রাণ দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। সার কোমার দেবতার হৃদয় লইয়া উচ্চতম বিচারালয়ের শীর্ষস্থানে উপবেশন করিয়াছেন। বিচারক সমাজে ইনিই একমাত্র রত্ন। ইহার ন্যায় স্বাধীন চেতা ধর্ম্মপরায়ণ বিচারক অতি অতি অল্প

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৭ই ফেব্রুয়ারী—গবর্ণমেণ্ট ঘোড়া রপ্তানি বন্ধ করিয়াছেন।

প্রথম জুন জুন কেঃ— আমোয়ার সৈন্য প্রেরণের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অন্য প্রতিনিধি সভাপে ৬০ লক্ষ লিয়র মঞ্জুর হইয়াছে।

মস্কৌ ৫ই ফেঃ—মস্কৌ গেজেট বলেন যে পূর্ব্বে ইউরোপে রুষিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার মধ্যে মিলন অসম্ভব, অতএব প্রিন্স বিসমার্ক যেন রুষিয়ার বিরুদ্ধাচার করিতে অষ্ট্রিয়াকে উত্তেজিত না করেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

সাধারণ। মেদিনীপুর কাঁথির জেঃ ও মাঃ ও ডেঃ কাঃ মৌলভি মহম্মদ আবদুল কাদের ফরিদপুরের সদরে বদলী হইলেন।

জেঃ মাঃ ও ডেঃ কাঃ বাবু কালীশঙ্কর সেন মেদিনীপুর কাঁথির ভার পাইলেন।

ময়মনসিংহ আতীয়ার জয়েণ্ট মাঃ ও ডেঃ কাঃ মেঃ কে, জে, বাদশা রাজস্ব ও বাণিজ্য বিভাগের অধীনে কার্য্য করিবেন।

জয়েণ্ট মাঃ ও ডেঃ কাঃ মেঃ জে, পোলার্ড বাখরগঞ্জের সদরের জজ হইলেন।

দারভাঙ্গা মধুবনীর জেঃ মাঃ ও কাঃ মেঃ জে হোয়াইট ২ বৎসরের বিদায় পাইলেন।

ময়মনসিংহের জজ মে, জে, এক, চৈভনস চট্টগ্রামে যাইলেন।

মেঃ এক, এক, হার্না ল ৮ মাসের অতিরিক্ত ছুটী পাইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত বাবু যদুনাথ বসু বর্দ্ধমানের সদরে যাইলেন।

বর্দ্ধমানের জেঃ মাঃ ও জেঃ কাঃ বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মানভূমে বদলী হইলেন।

শিক্ষা।—পাটনা কলেজের অধ্যক্ষ মেঃ এ ইউবেঙ্ক ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

বিচার।—মহারাজ গিরিজা নাথ রায়, বাবু গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণদয়াল সিং, কমলাকান্ত রায়, মুনসি মজঃফর হোসেন ও বুজুল রহমন দীনাজপুরের অবৈতনিক মাঃ হইলেন।

বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখো ২৪ পরগণা বসিরহাটের মুন্সেফ হইলেন।

বাবু জগমোহন সরকার ত্রিপুরা গৌরিপুরের মুন্সেফ হইলেন।

বাবু অদ্বৈত প্রসাদ দে ত্রিপুরা মুরাদনগরের মুন্সেফ হইলেন।

হরিনাভের মুন্সেফ বাবু শরচ্চন্দ্র মুখো পাটনা বেহারে বদলি হইলেন।

মুর্শিদাবাদ মুন্সেফ বাবু উমেশ নাথ বসু বরিশালে যাইবেন। তাহার অনুপস্থিতি কালে বাবু শ্রীপতি ভট্টাচার্য কার্য্য করিবেন।

ত্রিপুরা মুরাদনগরের মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণধন চৌধুরী ৬ মাস ত্রিপুরা গৌরীপুরের মুন্সেফ বাবু হরিনাথ রায় ১ মাস ১৬ দিন, বাঁকুড়া কোতুলপুরের মুন্সেফ বাবু উমেশ চন্দ্র বসু ৩ মাসের দীনাজপুর কুলবাড়ীর মুন্সেফ বাবু হরকুমার চক্রবর্ত্তী ১ মাস, ত্রিপুরা মুরাদনগরের মুন্সেফ বাবু প্রবোধচন্দ্র দত্ত ২ মাস, সারণ ছাপরার মুন্সেফ মৌলবি সা মুস্তাফৎ হোসেন ২৫ দিনের ছুটী পাইলেন।

কলিকাতা

১৬ই ফেব্রুয়ারি জুবিলির দিবস প্রাতে ১০১টী তোপ ধ্বনি হইবে।

বড় লাট বাহাদুর ৯টার সময় আওয়াজ শুনিয়া সাড়ে দশটার সময় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য কমাণ্ডার ইনচিফ সহ সেণ্টপল গির্জ্জায় যাইবেন। চারিটা ৪৫ মিনিটের সময় গড়ের মাঠে চন্দ্রাতপের তলে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে যে সকল অভিনন্দন প্রদত্ত হইবে তাহা গ্রহণ করিবেন, অভিনন্দন পাঠান্তে সভা সম্মুখে বাজী পোড়ান হইবে। অভিনন্দন প্রদাতাদিগকে ১৪ই তারিখের পূর্ব্বে করেন সেক্রেটারিকে সংবাদ দিতে হইবে। ৭টার সময় রাজকীয় প্রাসাদ সমূহেও কল্লোলিনী ক্রোড় স্থিত জল যান সকল দীপ মালায় সজ্জিত হইবে। ছোট লাট কমাণ্ডার ইন চিফ লর্ড বিশপ কাউন্সিলের সভাগণ ও বড় লাট গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে ৯টার সময় বাহির হইয়া, ইস প্লানেড ওয়েষ্ট ষ্ট্রাণ্ড রোড কেয়ারলি প্লেস ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, ডালহৌসী, স্কোয়ারের পূর্ব্ব লালবাজার চিৎপুর রোড বিডন ষ্ট্রীট কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলেজ ষ্ট্রীট ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ধর্ম্মতলা চৌরঙ্গী রোড ও পার্ক ষ্ট্রীট দর্শনার্থ বহির্গত হইবে।

বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারি বুধবার মহাসমারোহের সহিত বেথুন বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হইয়াছে, শ্রীমতী লেডি ডফরিণ উপস্থিত থাকিয়া পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমাধা করেন। ঐ দিন লেডি ডফরিণের দর্শনার্থে বেথুনার দ্বারে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সরকার ও মদনমোহন দাস ঠাকুর আইন অধ্যাপকের পদ প্রার্থী হন, উভয়ে সমান ভোট পাওয়ায় কেহই মনোনীত হন নাই।

কলিকাতা প্রদর্শনীতে একটি নব রত্ন সুশোভিত শিবলিঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছিল, সপ্তদশ শত শতাব্দির পূর্ব্বে প্রস্তাবিত শিবলিঙ্গটী দিল্লীর একটি মন্দিরে ছিল, শেষে সম্রাটের খাজনা খানায় পড়িয়া থাকে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় স্থানান্তরিত হইয়া পরিশেষে কলিকাতায় প্রদর্শনীতে আসে। একণে উক্ত শিবটী বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়াছে শিবটী যে বহু মূল্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রাহকাধিগণ কলিকাতায় ব্রিওলে কোম্পানীর আফিসে তত্ব করিলে বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিতেন।

অক্ষয়কুমার দে নামে একটী লোক প্রায় মাসাবধি ভিন্ন ভিন্ন নামধারণ করিয়া কয়েক স্থানে জুয়াচুরি করেণ। প্রথমতঃ ফ্রান্সিস হারিসন কোম্পানীর দোকানে এক যোড়া বিনামা খরিদ করিয়া দশ টাকার নোট দিব বলিয়া বাকী টাকা লইবা কোম্পানীর বেহারাকে সঙ্গে লইয়া গাড়িতে উঠেন। হাইকোর্টের নিকট গাড়ি রাখিয়া এক দরজায় প্রবেশ করিয়া অপর দ্বার দিয়া পলায়ন করেণ এইরূপ ক্রমান্বয়ে চার পাঁচটী কোম্পানীকে ঠকান পরিশেষে মরান কোম্পানির আফিসে যান এ দিকে সাহেব দোকান্দারেরা ঠকিয়া সকল কোম্পানীর নিকট সারকুলার পাঠান। মরান কোম্পানীর সাহেব অক্ষয়কে সন্দেহ করিয়া ধরিবা ফেলেন তদপর হারিসন কোম্পানীর আফিস হইতে লোক আনাইয়া অক্ষয়কে সনাক্ত করিয়া পুলিসে দেন। পুলিষ মাজিষ্ট্রেট দায়রায় দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, এমন জুয়াচোরের কঠিন কারাদণ্ড আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

বিবিধসংবাদ

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন বোম্বাই নগরে রীপণ মেমোরিয়াল ফণ্ড নামক যে ধন ভাণ্ডার আছে তাহার সংগৃহীত অর্থ বোম্বাই টেক্‌নিকাল ইনষ্টিটিউটে প্রদান করা কর্ত্তব্য আমরা এই প্রস্তাবটী যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি না। লর্ড রীপণের ন্যায় শাসন কর্ত্তার স্মৃতি বিলুপ্ত করিতে কখনই আমরা সম্মতি দিতে পারি না। মহাত্মাজীর স্মৃতি রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান হউক. কিন্তু কোন সদ্ধ প্রতিষ্ঠ মহাত্মার স্মৃতি বিলুপ্ত করিয়া এরূপ

অনুষ্ঠানের সহায়তা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে।

কনগ্রেস সভার একজন মান্দ্রাজী সভ্য প্রকাশ করিয়াছেন যে বাঙ্গালিরা যে বক্তৃতা-কুশল কার্য্য-হীন জাতি এ জনরবটী সর্ব্বৈব মিথ্যা। বাঙ্গালিরা ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শিক্ষিত এবং উন্নত। বাঙ্গালিদের স্পষ্টবাদিতা গুণেই লোকে তাঁহাদের বাচালতা দোষ দিয়া থাকে। ইহাঁরা তোষামোদকারী নহেন। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধেও বাঙ্গালিরা ভারতবর্ষের সকল জাতি অপেক্ষা উন্নতিলাভ করিয়াছে।

লর্ড ইডসলের মৃত্যুতে মহারাজ্ঞী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন ইডসলে তাঁহার একজন বিশ্বাসী বন্ধু এবং পরামর্শ দাতা ছিলেন। রাজ পরিবারে ইডসলেকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন।

"বিভার" বলেন জুবিলী উপলক্ষে গভর্ণমেণ্টের নিকট অন্ততঃ তিনজন বাঙ্গালী সম্মান পাইবার অধিকারী। রীজ এবং রাইয়তের সম্পাদক বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মিরারের সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন এবং ডেপুটি-মাজিষ্ট্রেট বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমরা সহযোগীর এই প্রস্তাবে বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। বাবু শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাবিশারদ এবং গভীর রাজনীতিজ্ঞ। বাবু নরেন্দ্রনাথ স্বদেশের হিত চেষ্টায় দৃঢ়ব্রত এবং বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় বাক্য ভাণ্ডারের অমূল্য মাণিক। বঙ্গমাতার এই তিনটী সুসন্তান যদি গভর্ণমেণ্টের নিকট আদর না পান তবে গভর্ণমেণ্টের সম্মানবিতরণ সার্থক হইবে না।

সুরাটের ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট অস্ত্র আইন অনুসারে অস্ত্ররক্ষকে লাইসেন্স দিবার সময় তাহার বংশ ও স্থাবর সম্পত্তির অনুসন্ধান লইয়া থাকেন। যাহার বিষয় সম্পত্তি কিছু নাই এবং যাহার ভাগ্যে উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ ঘটে নাই সে ব্যক্তি লাইসেন্স প্রাপ্ত হয় না। ম্যাজিষ্ট্রেট যে দেশের কি সর্ব্বনাশ করিলেন বোধ হয় তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বন জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী পল্লিগ্রামবাসী জনজীবীরা সর্ব্বদাই হিংস্র জন্তুর ভয়ে সন্ত্রস্ত, অস্ত্র-শস্ত্র না রাখিলে ইহাদের আত্মরক্ষার উপায় নাই। সম্পত্তিহীন দরিদ্র ও হীন বংশজাত বলিয়া ইহাদিগের হস্ত হইতে অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লওয়া আর ইহাদিগকে হাত পা বাঁধিয়া যমের দুয়ারে ফেলিয়া দেওয়া একই কথা। মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর শান্তির রক্ষক না যমের পরিচারক?

মোহিনীতে মহেশ চট্টোপাধ্যায় নামক এক জন হিন্দু পরিব্রাজক আমেরিকায় ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন নিউ ইয়র্কের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশেরই চরিত্র এমনিই কলুষিত যে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করা দুরাশা।

যাহাদের বিশ্বাস যে পোষ্ট আফিস হইতে গভর্ণমেণ্টের অনেক টাকা লাভ হয় তাঁহারা নিম্নলিখিত তালিকাটীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। ১৮৮৪।৮৫ সালে পোষ্ট আফিসে গভর্ণমেণ্টের ১ কোটী ৪ লক্ষ ৭১ হাজার ২ শত ৯৯ টাকা আয় হয়, এবং ১ কোটী ২৭ লক্ষ ৪ হাজার ৫ শত ৬০ টাকা ব্যয় হয়। ১৮৮৫।৮৬ সালে আয়ের পরিমাণ ১ কোটী ১১ লক্ষ ৩০ হাজার ৮ শত ৬৩ টাকা ব্যয়ের পরিমাণ ১ কোটী ৩০ লক্ষ ২৬ হাজার ৩৬ টাকা।

চাম্পারণের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার এক নূতন প্রকারের লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার মূল্য সুলভ। ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার এই জাতীয় লাঙ্গল বেহারের কৃষকসমাজে প্রচলিত করিবার চেষ্টায় আছেন।

কলিকাতা সিটি কলেজের স্থাপনকর্ত্তা বাবু আনন্দ মোহন বসু, কালেজের ভার তিনজন ট্রষ্টীর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ট্রষ্টীরা কলেজের শিক্ষকগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। আমরা আনন্দ মোহন বসুর এই নিঃস্বার্থ ভাব ও উদারতা দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি।

আমরা আর্য্যদর্পণ নামক এক খানি সাপ্তাহিক সম্বাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আর্য্যদর্পণের লেখাটী সরল এবং মার্জ্জিত লেখার প্রণালী ও মন্দ নহে। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

আমীরের রাজ্যে বিদ্রোহের শান্তি হয় নাই। আমীর এখনও বিদ্রোহদমনের নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। গিজনী এবং জেলালাবাদে আমীরের দুই দল সৈন্য পাঠান হইতেছে। হাজারাগণকে সন্দেহ প্রযুক্ত কারারুদ্ধ করা হয় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

সার ফ্রেডরিক রবার্টসের গত বৃহস্পতিবার কলিকাতায় আসিবার কথা। জুবিলী উৎসবে যোগ দিবার জন্যই তাঁহার কলিকাতায় আগমন।

বেলফাষ্টে আবার হাঙ্গামা উপস্থিত। এক দল লোক পুলিসের উপর অনবরত অত্যাচার করিতেছে। অনেকে পুলিসের হস্তে ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু চতুর্দ্দিকেই কেবল অশান্তি।

নাইনটিনথ সেনচুরীর সম্পাদক তাঁহার লেখকগণকে লেখার মূল্য স্বরূপ অনেক টাকা দিয়া থাকেন। সম্প্রতি মিঃ গ্লাডষ্টোন এই পত্রিকায় "লকসলে হল এবং জুবিলী" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে ২০টী পৃষ্ঠা এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৫০০ শত বাক্য লেখা হয়। সম্পাদক হিসাব করিয়া মিঃ গ্লাডষ্টোনকে ২৫০ পাউণ্ড মূল্য দিয়াছেন।

পেলমেল গেজেট একবার প্রকাশ করিয়া বসেন যে ইংরাজেরা কনষ্টাণ্টিনোপল ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন এই মিথ্যা সম্বাদে চতুর্দ্দিকে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। কথাটা শেষে মিথ্যা হইয়া পড়িল।

কোন সহযোগী সম্বাদ পাইয়াছেন যে কাশ্মীরে কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ভয়ানক বরফ পাত হয়। স্থানীয় হ্রদ ও সরোবর বরফের কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত ছিল। খাদ্য দ্রব্য বড়ই দুর্মূল্য হইয়া উঠে। গভর্ণমেণ্টের ভাণ্ডারে শস্যাদি সংগৃহীত ছিল কিন্তু জন প্রাণীও সাহায্য পায় নাই।

লক্ষ্ণৌ সহরে জলের বন্দোবস্ত করিবার জন্য স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন।

জুবিলী উপলক্ষে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার প্রণীত ১০ সহস্র জাতীয় সঙ্গীত পুস্তক মহারাজ্ঞীর রাজভক্ত প্রজাগণকে বিতরণ করিবেন।

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী ও কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী কবিবর বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীরই উপযুক্ত। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র এই জীবনী প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসিগণকে পরিতুষ্ট ও আপ্যায়িত করিবেন ইহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বঙ্গীয় কাব্য ভাণ্ডারে উচ্চতম আসন লাভ করিবে। এইরূপই আমাদের বিশ্বাস।

রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যালিটী ১৬ই ফেব্রুয়ারীর উৎসবের জন্য ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন। যে দেশে আয়ের কোন সংস্থান নাই কেবলই ব্যয় করিয়া যে খানে রাজ্যপালন করিতে হয় সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষে ইহা যথেষ্ট মিতব্যয়িতা বটে।

তক উপস্থিত এরূপ হইতে পারে যে কমিটী কলিকাতায় মনোনীত ব্যক্তির নাম ধাম, ইহারা সকলে কিরূপে অনুসন্ধান করিবেন, তদনন্তর এই কাগজ পত্র দেখার পর [illegible] সকাশে ইহারা যাইবেন। উপাধি আকাঙ্ক্ষিক ব্যক্তি কমিটির পাথেয় ইত্যাদির ব্যয় ভার বহন করিবেন তাহা হইলে সকল বিষয় সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে।

যাহা হউক আজ আমরা একটী উপাধি দানের প্রস্তাব করিতে অগ্রসর হইলাম, জেলা পাবনার বনওয়ারি নগর নিবাসী তত্রাংশের জমীদার বাবু বনমালী রায়কে রাজা উপাধি প্রদান করিলে অসঙ্গত হয় না। ইনি উপাধির যোগ্য পাত্র। ইহার উচ্চ নাম দক্ষতা ও ভদ্রতার পরিচয় আমরা বিগত ২৫ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছি। মধ্যে মধ্যে হিন্দুরঞ্জিকায় ও ইহার বহুতর প্রশংসা প্রকাশ হইয়াছে। সৎকার্য্যার্থে বনমালী বাবু সতত যেন প্রস্তুত। আমরা উহার বাটীতে পক্ষাবধি ছিলাম প্রত্যক্ষ সত্যতার অনেক দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার সহকারির পত্রে অবগত হইয়াছি শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর অর্দ্ধ শতাব্দির উৎসবচিহ্ন স্মরণার্থে কতকগুলি স্থায়ী কীর্ত্তি করিবার মন্ত্রণা করিতেছেন। তদ্ভিন্ন গ্রন্থকার সাহায্য প্রার্থনা করিলে উপযুক্ত সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তিকে উপাধিভূষণে ভূষিত করা সর্ব্বথা সঙ্গত। অতএব আমরা গবর্ণমেন্টে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি যে, জুবিলী উপলক্ষে যে কতকগুলি উপাধি বিতরণের প্রস্তাব হইয়াছে তন্মধ্যে আমাদের উল্লিখিত বনমালী বাবুকে গ্রহণ করিয়া সাধারণের সন্তোষ বর্দ্ধন করুন।

সংবাদদাতার পত্র

জামালপুর।

এখানকার ইংরাজি স্কুলের বন্দোবস্তের বিষয় দুই একবার লেখা হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় কর্ত্তৃপক্ষীয় গণের কর্ণে তাহা স্থান পায় না। আজ ২। ০ মাস ২। ৩টী শ্রেণীর শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে অথচ উক্ত শ্রেণীর বালকগণের শিক্ষা দাতা অভিভাবকগণ জানিতেছেন, তাঁহাদিগের পুত্রেরা প্রতিদিন নিয়মিত রূপে স্কুলে পাঠাভ্যাস করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা বিশস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি উক্ত শ্রেণী গুলিতে এই কয় মাস কিছুই পড়া হইতেছে না, সমস্ত দিন ছেলেরা গোল করিয়া বাড়ি চলিয়া যায়। শুনিলাম স্কুল ইন্স্পেক্টর পেন্ সাহেব উর্দ্দু ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে শিক্ষক নিযুক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কাযে কাযে স্কুল কমিটী ও সেক্রেটরি মহাশয় শিক্ষকের জন্য পেনসাহেবকে লিখিয়াছিলেন কিন্তু পেন সাহেব এখন তাঁহার নিকট শিক্ষক নাই বলিয়া জবাব দিয়াছেন। এক্ষণে স্কুল কমিটি ও সেক্রেটরি মহাশয় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন। পেনসাহেব এখানকার স্কুলের শিক্ষকগণের উর্দ্দু ভাষা জানা একান্ত আবশ্যক বলিয়া কেন মনে করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি না। এখানকার স্কুলে প্রায় ১০০ জনই বাঙ্গালি বালক পাঠ করে। ২। ৪ জন এ দেশীয় বালক থাকে মাত্র। অতএব তাহার জন্য বেহারি শিক্ষকের আবশ্যক কেন তাহা পেনসাহেবই বলিতে পারেন। আমরা স্কুল কমিটী ও সেক্রেটরি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি পেনসাহেব যে বেহারি শিক্ষকের জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কি প্রতিবাদ করা হইয়াছে। পেন সাহেব যাহা বলিবেন তাহাই যে বেদবাক্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। পেন সাহেব যদি নিজের জিদ বজায় করিবার জন্য অথবা স্কুলের এক বন্ধ করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এরূপ করিয়া থাকেন তাহা হইলে স্কুল কমিটি হইতে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর সাহেবের নিকট আবেদন করা হউক। এ দিকে স্কুল কমিটিকে শিক্ষক নিযুক্ত করিবার অধিকার দিতে সঙ্কুচিত আবার শিক্ষকের জন্য লিখিলে এখন শিক্ষক নাই সাফ জবাব লিখিয়া নিশ্চিন্ত। এক্ষণে বালকদিগের নিকট হইতে ২। ৩ মাস কড়ায় গণ্ডায় প্রতি মাসে বেতন আদায় করা হইতেছে অথচ এই দুই তিন মাস তাহারা এক বর্ণও পড়িল না। এই সকল অন্যায়ের জন্য কি পেন সাহেব নিজের জিদ ও বিবেচনার জন্য দায়ী নহেন? আর স্কুল কমিটি ও সেক্রেটারি মহাশয়েরাও বলি তাঁহারা যখন সাধারণের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তখন তাঁহারা সত্য ও ন্যায়কে অবলম্বন করিয়া নৈতিক সাহসের সহিত যাহাতে সাধারণের অনিষ্ট না হয় সে বিষয়ে [illegible] হওয়া কর্ত্তব্য।

গত ১৮ই মাঘ রবিবার এখানকার ব্রাহ্মসমাজ গৃহে [illegible] সভার সাম্বৎসরিক উৎসব [illegible] [illegible] সভায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ রায় মহাশয়ের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় গত ২। ৩ বৎসর এই উৎসব উপলক্ষে প্রায় শতাধিক বস্ত্র ও ৩। ৪ শত গরীব দুঃখীদিগকে চাউল ও পয়সা দান করা হইতেছে। জামালপুরের এই সৎকার্য্যের জন্য প্রত্যেক জামালপুর নিবাসীই ধন্যবাদের পাত্র, বিশেষতঃ জামালপুরের ব্রাহ্মসমাজ এই দাতব্য সভা সংস্থাপনের জন্য সকলেরি কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

মুঙ্গের নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সিংহ গত ১২ই মাঘ ব্রাহ্মমতে বিধবা বিবাহ করিয়াছেন। চণ্ডী বাবু একজন পুরাতন ব্রাহ্ম। পাত্রী দেবানন্দপুরের প্রসিদ্ধ মুনসী মহাশয়দিগের কন্যা।

সম্প্রতি এখানকার অপেরা কোম্পানি এসনসোলে যাত্রা করিতে গিয়াছিলেন। রেলওয়ে কোম্পানি না কি যাত্রাদলের সকলই যাতায়াতের পাথেয় দিয়াছিলেন! এ সকল বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয় সাহেবদিগের বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্য করিতে দেখা যায়।

এখানকার ধর্ম্ম সভা গুলির অস্তিত্ব ক্রমশঃই লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বৎসর ব্রাহ্মসমাজের থিওজাফিকেল সোসাইটির ও হরিসভার উৎসবের বিষয় কিছুই আয়োজন নাই। বোধ হয় এত দিন পরে ভগবানের কৃপায় উক্ত ধর্ম্ম সভার পাণ্ডাগুলি বুঝিতে পারিয়াছেন যে বাহিরের আড়ম্বরে ধর্ম্মভাব থাকে না এবং তাহা চিরস্থায়ী ও নহে। যাহারা বাহিরের আড়ম্বরে ধর্ম্ম ভাব প্রচার করে তাহারা ধর্ম্ম জগতের পরম শত্রু। ব্রাহ্মসমাজের প্রায় কোন লোকই এখানে নাই। থিওজফিকেল সোসাইটির যাহারা আছেন তাঁহারা বোধ হয় এখন কেবল আর্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন, এবং হরি সভায় যাহারা আছেন তাঁহারা বৈদ্যদিগের দলাদলিতে হরি সভা হইতে নারায়ণকে বিদায় দিয়া কেবল অনর্থক গোলমাল করিয়া বেড়াইতেছেন। আসল কথা জামালপুরের পূর্ব্বে যেটুকু ধর্ম্মভাব ছিল এখন তাহার লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। এ কথা যে কেবল উৎসব হইল না বলিয়া বলিতেছি তাহা নহে। অনেক ধর্ম্মচোরা [illegible] পিটেন থাকিয়া ধর্ম্মটাকে একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন তাঁহারা সকল [illegible] [illegible] ভিন্ন অভাবের পথ [illegible] দিতেছেন।

বিজ্ঞাপন

দেখা যাইবে। গোপনীয় পত্র লিখিবার আশ্চর্য্য উপায়। মূল্য।০ আনা।

লিলি পাউডার।

সর্ব্ব প্রকার দাদের মহৌষধ মূল্য ৶০ আনা.

ব্লড পিউরিফায়ার।

এই সালসা ডাক্তার কবিরাজ ব্যবহার করেন। পোড়া, নালী, গরমি ঘা, পচা ও পারা দোষ সংক্রান্ত সমস্ত ঘা, ও কোষ্ঠ কাঠিন্য, কুষ্ঠব্যাধি ইত্যাদি সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়। মূল্য ১ টাকা।

এ, সি, বসু এণ্ড কোং।
৭২ নং মুকিয়াস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অষ্টধাতু নির্ম্মিত অমোঘ।

অনন্ত।

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও প্রকাশিত।

৩৭ নং বেনেটোলা লেন. পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই "অনন্ত" স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীস, রাং দস্তা, লৌহ, পারদ এই অষ্টধাতুতে বিনির্ম্মিত। ইহা ক্রমান্বয়ে স্বর্ণের ন্যায় ধাতুর উপর অপর সাতটী ধাতু খচিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে প্রথম ভুক্তিয়া অস্তে তরল পারদ স্থাপিত থাকায় এতদ্দ্বারাই বিদ্যুতীয় কার্য্য উৎপাদন করিয়া অষ্ট ধাতুর গুণ ক্রমশঃ শরীরে প্রবেশ করাইতে থাকে ইহাতেই শরীরের রক্ত পরিষ্কার করতঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ পূর্ব্বক ক্রমশঃ মেধা বৃদ্ধি হইতে থাকে, এই অনন্তকে জীবন রক্ষার মূল ঔষধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিক মুক্ত কণ্ঠে বিশ্বস্ত রূপে বলিতেছি যে, এই সন্ন্যাসী প্রদত্ত, আমার এ অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত অনন্ত ধারণ করিলে পর শরীর সম্বন্ধীয় নানা প্রকার ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহার করিতে হইবে না।

বিশুদ্ধ অষ্টধাতু নির্ম্মিত অঙ্গুরী

বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ অনন্ত ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে আমি নূতন অষ্টধাতু বিনির্ম্মিত অঙ্গুরী আবিষ্কার করিয়াছি, অনন্ত ও অঙ্গুরীর উভয়েরই রোগনাশক গুণ ও শক্তি একই প্রকার, যাঁহারা অঙ্গুরী লইবেন তাঁহারা যদ্যপি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের নাম বিনা খরচায় অঙ্গুরীর উপর খোদিত করিয়া দেওয়া যাইবে। যদ্যপি অঙ্গুরী অষ্টধাতু নির্ম্মিত না হয় তাহা হইলে মূল্য ফেরত দিব। অনেক মহোদয় ব্যক্তি অনুমান করেন যে পারা ইহাতে সংলগ্ন করা যায় না কিন্তু আমরা সাধুদিগের বহু সাধনায় পারা সংযোগ প্রণালী শিক্ষা করিয়াছি। আহার করিবার সময় অঙ্গুরী বাম হস্তে ধারণ করিয়া আহার করিবেন।

আজ কাল নানা প্রকার ঔষধি ধাতুনির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরীয় ইত্যাদি যাহা অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে, তাহা যে কত দূর সত্য আমরা তুলনা করিতে চাহি না, কিন্তু মহোদয়গণ যেন ভ্রমে কাচ ক্রয় করিবেন না। ছোট ও বড় প্রত্যেক "অনন্ত" মূল্য ২, টাকা, ওজন ২০, টাকা, প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬টী ।৶০ আনা। ৭ হইতে ১২টী ।৶০ আনা। অর্ডার পাইলে ভ্যালু পেয়েবল পার্শেলে মাল পাঠান যাইবে। আর বিদেশীয় মহোদয়গণ অনন্ত ক্রয়কালীন অনুগ্রহ করিয়া হস্তস্থিত মাপ পাঠাইয়া দিবেন।

অনন্তর যে সকল স্থানে ধাতু খচিত হইয়াছে তাহা একএকটী করিয়া মিলাইয়া লইবেন। আর উক্ত সন্ন্যাসীর আদেশমত দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবেন। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে ঘট করিয়া জল দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন, যাহারা কবচ আদি লইয়া ঠকিয়াছেন তাঁহারা একবার পরীক্ষা করুন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবেন তাহারা সংক্ষেপ করিবেন। তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৶১০ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যে সকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী নূতন নিয়ম

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, ড্রাফ্ট বা চিঠি, মণি অর্ডার ইত্যাদি অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৶১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীগণ ও প্রাপ্ত প্রকৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ না আছে এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনার নিমিত্ত সম্পাদক, প্রিন্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৩১ শ ভাগ | [illegible] | ১৩শ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০,

১২৯৩ সাল। ১০ই ফাল্গুন। ইং ১৮৮৭ ২১এ ফেব্রুয়ারি

৮ [illegible]। ১০ই ফাল্গুন।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৬॥০ টাকা।

জেলায় গমনের পথের পরিচয় সহ পুস্তক খানি লিখিত হইতেছে। প্রস্তাবিত স্থান সকলের প্রাকৃতিক পত্রিকা প্রায় সমুদায় আবশ্যক বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে।

বঙ্গে আমি একটী যথার্থ নূতন বিষয় হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এরূপ সংগ্রহ যে কত কষ্টকর বিবেচক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, অতএব সকলে গ্রাহক হইয়া উৎসাহ প্রদান করেন এই প্রার্থনা।

পুস্তক খানি ডিমাই আটপেজি ফর্মার ৬০ ফর্মার প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় চারি খণ্ডে শেষ হইবে। ৩০এ ফাল্গুন প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইবে তৎপর প্রত্যেক তিনমাসান্তর অন্য অন্য খণ্ড প্রকাশের সম্ভাবনা।

সমুদায় চারি খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ২. টাকা ডাক মাশুল ।০ আনা প্রত্যেক খণ্ড মাশুল সহ অগ্রিম ।৸৴ আনা।

সোমপ্রকাশের সমুদায় গ্রাহক ও বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী অর্দ্ধ মূল্য ১ ও মাশুল ।০ দিলে সমুদায় পুস্তক পাইবেন। কার্য্যালয় হইতে পুস্তক লইয়া গেলে মাশুল লাগিবে না। ৩০এ ফাল্গুন মধ্যে মূল্য পাঠাইলে সর্ব্বসাধারণে ১॥ টাকায় সমুদায় পুস্তক পাইবেন।

শ্রীরসিককৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রমণকারী

মূল্য পাঠাইবার নাম ও ঠিকানা।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন,

কলিকাতা।

সুলভ মূল্যে ইঞ্জিন বি[illegible]য়।

একটী পোর্টেবেল অর্থাৎ গাড়ী ইঞ্জিন যশটী অশ্বের বলে চালিত হয়।

একটী ষ্টেশনরি বা অচল ইঞ্জিন, পোর্টবটী অশ্বের বলে এবং একটী কলদার। তিনটী জবকী কল [illegible] ফুট বসএই সকল দ্রব্য প্রায় নূতন, নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখিলে অতি সুলভ মূল্যে পাইবেন। এফ, এ, ডাজ কোয়ার

২৩ নং রাজনারায়ণ চৌধুরির ঘাট রোড। শিবপুর—হাওড়া।

বিশেষ সুবিধা।

সোমপ্রকাশের সুলভ মূল্য।

৩ মাসের জন্য।

বর্ত্তমান সনের আগামী কাল্গুন মাসের মধ্যে যাঁহারা নূতন গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬. টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র পাইতে পারিবেন। এই সুলভ নিয়মের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ চৈত্র মাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহার পর সাধারণে এরূপ সুযোগ পাইবেন না। নূতন গ্রাহকগণ অধ্যক্ষের নামে ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন; কলিকাতা। এই ঠিকানায় মূল্যাদি পাঠাইবেন।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

ডাক্তার অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত।

সরল চিকিৎসা।

(দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্দ্ধিত. ডিমাই ১২ পেজী ৮ ফর্ম্মায় সম্পূর্ণ)

পল্লীগ্রামবাসী গৃহস্থ মাত্রেরই আবশ্যক। ডাক মাশুলাদির ব্যয় /০ এক আনা, মুখরাম ডিস্পেনসারি, ভবানীপুর কলিকাতা।

গবর্ণমেণ্ট পেনসনর—লক্ষৌ

—✽✽—

সচিত্র চিঠির কাগজ।

এ প্রকার চিঠির কাগজ এই প্রথম। উত্তম রমণী মূর্ত্তি বিশে 'ভুবন আমার' সরস্বতী মূর্ত্তি সন তারিখ ছাপান ইত্যাদি, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ সকলের ব্যবহারের উপযোগী মূল্য সুলভ, পাঁচ দিস্তা ।৶০ আনা মাশুল ৴১০

জে, কে, শর্ম্মা এণ্ড কোং।

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

মৃত এলেক্জাণ্ডার ট্রিকেন সাহেবের সম্পত্তি সংক্রান্ত নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তি (যাহা পূর্ব্বে কোন রূপ প্রাইভেট কন্ট্রাক্ট দ্বারা বিক্রীত না হইয়া থাকে) আগামী ৫ই মার্চ্চ শনিবার মধ্যাহ্ন কলিকাতা ১নং কাউন্সিল হাউসষ্ট্রীট স্থিত বেকল এড্মিনিষ্ট্রেটর জেনারেলের আফিসে তৎকর্ত্তৃক সহর নিলামে বিক্রীত হইবে ;—

সমস্ত ইঁটের পাকা বাড়ী মায় ৫৫।০ পাঁচ কাঠা জমি সহিত ২২নং ফ্ড্যান্সেস গলি কলিকাতা। চৌহদ্দ উত্তরে স্বরূপচন্দ্র বাবুর বাটী, যাহাকে হোটেল ডি বিয়ানা বলে ; পূর্ব্বে এন্ থবিন্সিতার সাহেব বাটী, দক্ষিণে জোসেফ ন্যামুজের বাটী, পশ্চিমে—ফ্রান্সিসের গলি।

অন্যান্য বিশেষ বিবরণ ও পাট্টা প্রভৃতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট ৫ নং ফ্যান্সিলেন কলিকাতায় আবেদন করিবেন।

এ, এচ্, রেম্ফ্রি।

এটর্ণী এড্মিনিষ্ট্রেটর জেনারেল।

প্রেরিত পত্র

মহাশয়

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

শেফালিকা তলে।

(১)

শেফালি রে তোর তলে বসি কতদিন
কুড়ায়েছি কত যে ফুলে,
রাখিতাম তোর মূলে,
এবে দেখি তুই সার পুষ্প পত্র হীন।
শেফালিরে তোর তলে বসি কত দিন।

(২)

গিয়াছে সকলি তোর আছে জীর্ণ ডাল,
আছি সজীবতা প্রাণ, পড়ে আছে কাষ্ঠ খান,
এর পরে কি যে হবে জানে মাত্র কাল,
গিয়াছে সকল তোর আছে জীর্ণ ডাল।

(৩)

উদয় হবি রে সেই বনি রে আমার—
মো চন্দ্র মাখিয়া যায়, আসিবেনা কাছে তার,
মধুলোভী অলিকুল আসিবে না আর ;
উদয় হবি রে শেষে—হবি রে আমার।

মা। আমি দেশের উপকার করিব বলিয়াই গত বৎসর গবর্ণমেণ্ট সার্বিস পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি এ স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইলে যাঁহারা আমার নিন্দায় বিশ্বাস করিবেন তাঁহারাই ক্ষতি গ্রস্ত হইবেন। অতএব তাঁহারা সাবধান হউন ইহাই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইতি

হরিনাভি } নিবেদক—
৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭ } শ্রীঅভয়কুমার মুখোপাধ্যায় এম বি।

জুবিলী উপলক্ষে পুষ্পাঞ্জলি।

রাগিণী, বসন্তবাহার—তাল একতালা।

আজ, গাও ভাই সবে, আনন্দ উৎসবে,
ভারতমাতারি জয়।
যত ভারতসন্তানে, দেও একতানে,
মাতৃভক্তি পরিচয়।
ওমা, ভারতভূমির কল্যাণসাধনে,
বিজ্ঞানের বলে বিবিধ বিধানে,
কতই প্রকার, কলের আবিষ্কার,
করেছ মা ভারতে।
ওমা, রেলের গাড়ী যেন পবনবাহিনী,
টেলিগ্রাফ যোগে হয় বৈবাহনী,
মাগো তব অপুর্ব্ব করম, অতি নিরুপম,
সকলি আশ্চর্য্য ময়।
ওমা, শিক্ষা দেও তুমি ভারতসন্তানে,
কালেজ স্কুল করি নানাস্থানে,
নৈলে কি হতো মা দুর্ব্বলজীবনে,
ভারতের সুখোদয়।
ওমা, প্রজাহিতকার্য্যে তব যশঃকীর্ত্তি,
জীবন্ত থাকিবে যতকাল ক্ষিতি,
জীবন থাকিতে হবেনা বিস্মৃত, বঙ্গ কৃতজ্ঞহৃদয়॥
ওমা, নিজগুণে করি কৃপা বিতরণ,
শ্বেতকৃষ্ণভেদ করিয়া শাসন,
সিবিল সার্বিস রাজনীতি আন্দোলন,
ক্ষমতা দিছ মা,
ওমা, যা কিছু পেয়েছি তোমার কৃপায়,
ভাগ্যদোষে ফলে বঞ্চিত তাহায়,
তোমা বিনে নাই ভারতের গতি,
কর দুর্গতির ক্ষয়॥
তুমি, বিধিমতে কর অন্নের বিচার,
তব রাজ্যে নাহি চৌর্য্য, অত্যাচার,
বাঘে ছাগে করে একত্র বিহার,
আছে যেন এক দেশ।
ওমা, কত স্বাধীন যত রাজগণ,
অবনত শির তোমার সদন,
তুমি অনিবারে কর রাজ্যের শাসন,
চারিদিকে শান্তিময়॥
ওমা, কোথায় আছ তুমি সিন্ধুপারে বসি
এই যে পঞ্চবিংশ কোটী ভারতবাসী,
তোমার উৎসবে ঢালে অর্ঘরাশি,
হয়ে প্রফুল্ল হৃদয়,
বারেক কর কৃপাদৃষ্টি এ ভারত প্রতি,
দীপদানে তব করিতে আরতি,
যদ তোপনাদে, যেন শঙ্খনাদে,
ঘোষিছে তোমারি জয়॥
ওমা, বিশাল রাজ্যের তুমি অধীশ্বরী,
তোমার মঙ্গল করুন শ্রীহরি,
নষ্ট করুন তোমার ভয়ে এত বৈরী,
সুখে থাকুন পুত্রগণ,
ওমা, কাতরে ভরত এই মা প্রার্থনা,
শ্বেতত্রাণ যেন না দেয় যাতনা,
যেন প্রতিকার, যাচিছে তোমার,
বুটতরা রাজাপায়॥
শ্রীশারদাপ্রসাদ বসু—
মেদিনীপুর—
পটাসপুর—

সোমপ্রকাশ।

১০ই ফাল্গুন সন ১২৯৩ সাল।

জয় জয় জননি ত্বং ভারতেশে শরণ্যে।
নিখিলনৃপতিনতা সেবিতে সর্ব্বসিদ্ধো।
ভুবনভরকর ভারোদ্বহিভ্যোভয়েভ্যো কৃপাতো
বিতর বিতর মাতঃ স্বর্গ সেবাভবনঃ।

যথাযোগ্য ভক্তি প্রদর্শনের সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সকলেই স্ব স্ব আন্তরিক ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন। ভক্তি প্রকাশ প্রকৃতিচালিত, কখনই অনুরোধ-সম্বিত হইতে পারে না। ভক্তি স্বভাব প্রণোদিত না হইলে কখনই অকৃত্রিম হয় না। কেবল লৌকিকতারক্ষার নিমিত্ত যে কতকগুলি বাহ্যাড়ম্বর করিয়া ভক্তি দেখাইব ইহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নয়। আমাদিগের ধন নাই, সুতরাং আমরা ধনসাধ্য কোনরূপ শ্রদ্ধাসূচক কার্য্য করিতে পারিলাম না। তবে কি আজ দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়ে উথিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হইবে? কারণ কোন কবি বলিয়াছেন যে "উথায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ" অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তিগণের অভিলাষ মনে উদিত হয় ও মনেই মিশাইয়া যায়। আমরা বলি কখনই নয়। আমরা ধনে নাই বা সর্ব্বসাধারণবিভূষিত বাক রত্নের দ্বারা মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর প্রতি অনন্য সাধারণ ভক্তিরস দেখাইতে কখনই হীন পদ হইব না। এ ভক্তিরসে আপ্লুতা হইয়া মহারাজ্ঞী কি আনন্দমদে মত্তা হইবেন না? বহুসমৃদ্ধপুত্রসেবিতা জননীর দরিদ্র-পুত্রপ্রদত্ত অকৃত্রিমশ্রদ্ধাসূচক অতি যৎ সামান্য বস্তুতেও কি তৃপ্তিলাভ হয় না? আমরা বলি যে, সমৃদ্ধি অপেক্ষা দরিদ্রতা অকৃত্রিমভক্তিপ্রসবিণী। এই ভাবে প্রোৎসাহিত হইয়া আজ হৃদয় প্রস্রবণ উদ্ঘাটিত করিয়া ভক্তিলহরীতে ভারতেশ্বরীর পঞ্চাশদাধিক রাজ্যাধিষ্ঠানের অভিষেককার্য্য সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের একান্ত অভিলাষ ও পরম কারুণিক পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে, মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরী যেমন গত পঞ্চাশৎবর্ষ নির্বিঘ্নে ও বিপুল আনন্দে তাঁহার এই বিশাল রাজ্য প্রতিপালন করিয়া প্রজাবৃন্দের হৃদয়ে অতুল আনন্দের উদ্ভাবন করিলেন, যেন সেই রূপেই আরও বহুকাল পুত্রপৌত্রাদি সংবেষ্টিতা হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে প্রজাপালন করেন। অতএব বলিতেছি যে,

সর্ব্বাস্তু ভবিনির্ভয়া কুশলানাশেষসম্পদঃ।
কুরু রাজ্যং চিরং লিপ্সে যথা পঞ্চাশদব্দকম্।

—০০০—

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারনগর ও ধবধবী উত্তর গ্রামেই দুইটী বঙ্গবিদ্যালয় আছে, উভয় বিদ্যালয়ের দূরতা এক মাইলের ভিতর, এই দুইটী বিদ্যালয় একত্রিত হইলে একটা মধ্যশ্রেণীর ইংরাজি ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় হইতে পারে। শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এক্ষণে প্রেসিডেন্সি বিভাগের ইনস্পেক্টর, তিনি বহু পূর্ব্ব

হইতে উক্ত বিদ্যালয় দ্বয়ের অবস্থা সম্যক্ রূপে অবগত আছেন, এই প্রস্তাবটী তাঁহার বিবেচনাধীন আসা প্রার্থনীয়। আর বর্ত্তমান ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু মতিলাল মৈত্র মহাশয়কে এ বিষয়ে উদ্যোগী দেখিলে আমরা বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হইব।"

পঞ্জাব ট্রেজরির একটী কেরানীর উপর তথাকার ডেপুটী কমিসনরের কোপ নয়নে পড়িয়াছেন। কোপের কারণ এই সাহেবের গৃহিণী স্বমীর বেতন লইবার জন্য একখানি আদেশ লিপি স্বহস্তে লিখিয়া ও স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া কেরানীর নিকট পাঠান। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিয়ম অনুসারে আকাউণ্টাণ্ট জেনরেলের আদেশ মত বেতন সম্বন্ধে ট্রেজরি আপিসের স্বাক্ষরিত অনুজ্ঞা লিপি ভিন্ন অন্য কোন দলিলে ট্রেজরির কর্ম্মচারীগণ টাকা দিতে বাধ্য নহেন। নির্জ্জীব কেরানী উক্ত আদেশ প্রতিপালন করিতে গিয়া ডেপুটী কমিসনরের বিষ নয়নে পড়িলেন। ডেপুটী কমিসনরের অর্দ্ধাঙ্গিনীর হস্তলিপি একজন সামান্য মসীজীবী অগ্রাহ্য করিল বলিয়া কমিসনরের এরূপ তাড়নায় পতিত হইলেন যে নির্ব্বাক কেরানীকে তিন মাস ছুটী লইতে বাধ্য হইতে হইল। অবকাশ গ্রহণ করিয়া তিনি কমিসনর পার্কিন্সের নিকট আপীল করিলেন। মিঃ পার্কিন্স তদন্ত করিয়া কেরানীকে নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া কমিসনরের হুকুম অমান্য করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ফিনানসাল কমিসনরের নিকট আপীল করিলেন। ফিনানসাল কমিসনর পুনরায় কমিসনরের উপর তদন্তের ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য কেরানীর অদৃষ্টে যে ভগবান সৌভাগ্য লেখেন নাই তাহার পরিচয় এই খানেই প্রকাশ হইল। যে মিঃ পার্কিন্স কমিসনর ছিলেন তিনি বদলী হইয়া আর এক জন নূতন সাহেব ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হিলেন। সুতরাং তিনি বাঙ্গালীর জন্য শ্রম স্বীকার না করিয়া জাতীয় স্বধর্ম্ম বাহাল রাখিলেন। তিনি ডেপুটী কমিসনরের রায়ে রায় দিয়া কেরানীর অন্নে হন্তা হইলেন। কেরাণী তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির লিখিত নকল প্রার্থনা করিলেন। ফিনান্সাল সেক্রেটারী তাঁহাকে জানাইলেন যে লিখিত হুকুম কিছুই নাই। পাঠক সামান্য কারণে একটী নিরপরাধী কেরানীর উপর কত বড় অত্যাচার একবার দেখুন!!! আমরা আশ্চর্য্য হই যে ব্যক্তি নিয়মিত কার্য্য করিল তাহার পর তাহাকে নানা প্রকারে কষ্ট দিয়া চিরজীবনের মত অযথা কলঙ্কের ডালি মাথায় দিয়া যে বিদায় দেওয়া হইল সে ব্যক্তি কি এক খানি কর্ম্মচ্যুতির লিপি পাইবার উপযুক্ত হইল না। এরূপ অত্যাচার যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আজও নিহিত রহিয়াছে আমরা তাহা জানি না। ইংরাজ এই সকল অত্যাচারের কার্য্য করেন বলিয়া আমরা যথার্থ কথা বলিতে গিয়া শাসন কর্ত্তা দিগের কোপে পড়িয়া থাকি। আমাদিগের অনুযোগের আর একটী কারণ এই যে আমরা জানি যে পঞ্জাবের গবর্ণর সার চার্লস এচিসন অতি সদাশয় ও সুদক্ষ গবর্ণর। তাঁহার রাজ্য মধ্যে যে এরূপ অবিচার হইল এটী আমাদিগের দারুণ ক্ষোভের হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা যেন তিনি এই অত্যাচারটীর উপর একবার কৃপা কটাক্ষপাত করেন।

—••—

কুচবেহারের মহারাজ অতি পরিপাটী রূপে নিজ রাজ্য মধ্যে প্রজাগণসমবেত হইয়া জুবিলি উৎসব আনন্দের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর সম্মানার্থ দরবার, তোপধ্বনি এবং রাজ্য আলোক মালায় আলোকিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন দরিদ্র ও অন্ধ খঞ্জ দিগকে অন্ন বস্ত্র দান এবং বালক দিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন। ৬ জন কয়েদীকে মহারাজ মুক্তি দানের আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দুইজন আণ্ডামান দ্বীপের বন্দী ছিল। ইংরাজরাজের ন্যায় মহারাজ উপাধি ও বিতরণ করিয়াছেন। কেবল যে উপাধি বিতরণ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে। কতকগুলি ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছেন। কুচবিহারে যে একটী নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, উহা ভিকটোরিয়া কলেজ নামে অভিহিত হইবে।

৬ই ফাল্গুণ বুধবার পূর্ব্বাহ্নে ৯টার সময় গড়ের মাঠে সমরপ্রদর্শনী হয়। তথায়, মহামান্য রাজপ্রতিনিধি সস্ত্রীক ও পারিষদবর্গ সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য লোক ও যথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু বিপক্ষ আক্রমণ প্রভৃতি যে যুদ্ধকার্য্য তাহা কিছুই প্রদর্শিত হয় নাই। কেবল সৈন্য দলের বিশেষ২ গতি বিধি ও কামান বন্দুক প্রভৃতির প্রদর্শনী হয়। এই কার্য্য ১০॥ টার সময় শেষ হয়। এই কার্য্য দর্শনার্থ আগন্তুক অনেক ব্যক্তি চতুষ্পার্শ্বস্থিত বৃক্ষে আরূঢ় হইয়া আনন্দে এই ব্যাপার দর্শন করিতেছিল কিন্তু অকস্মাৎ গাছের একটী ডাল ভাঙ্গিয়া অনেক লোক ভূমিতে পতিত হয়। ভাগ্যের বিষয় এই যে কেহই বিশেষ আহত হয় নাই। আর একটী ঘটনাতে আমরা বড়ই দুঃখিত হইলাম। কোন একটী যুদ্ধপ্রদর্শনীর অশ্ব স্বীয় আরোহী সেনাপতিকে অধঃপাতিত করিয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এরূপ সবেগে ধাবিত হয় যে কেহই তাহাকে ধরিতে পারে নাই। শুনিলাম যে অশ্বটী ২ জন লোককে হত ও একটী ডাক্তার বাবুকে বিশেষ রূপ আহত করিয়াছে। যখন প্রদর্শনীতে এইরূপ তখন যুদ্ধ স্থলে না জানি কি হইবে! যাহাউক, কৌতুক সময় হইলেও কিঞ্চিৎ যথার্থ সমর কার্য্য সমাহিত হইয়াছে। অপর যখন প্রদর্শনী ভঙ্গের পর অস্ত্র শস্ত্রাদি ও সৈন্যগণ দুর্গে প্রবেশ করিতেছিল তখন কামানের গাড়ির চাকা ১টী বালকের পায়ের উপর দিয়া যাওয়াতে বালকটী অত্যন্ত আহত হইয়াছে।

—•••—

বুধবার সন্ধ্যা ৬॥ সময় অগ্নিক্রীড়া আরম্ভ ও ৭। ৩০ সময় শেষ হয়। ইহা সুচারুরূপে সমাহিত হইয়াছিল কিন্তু আর একটু অধিক

কর্ণস্থায়ী হইলে ভাল হইত। উপস্থিত ব্যক্তিগণের গৃহপ্রত্যাগমন করিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। ইহা কেবল ট্রামওয়ে কোম্পানির অশৃঙ্খল ভাবজনিত। আবার শুনিলাম যে কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীটের ট্রাম গাড়ি সকলে কাহারও নিকট ৪ পয়সা কাহারও নিকট সেই স্থানেই ৬ পয়সা লইয়াছেন। যাহারা অতি নিরীহ তাঁহারাই ৬ পয়সা দিয়াছেন এবং যাঁহার পরাক্রমী ও নিয়ম পত্র না দেখিলে কোন কার্য্যই করেন না তাঁহারা কেহই ৬ পয়সা দেন নাই এমনকি অনেকে গোলমালে অতিহৃষ্ট মনে পকেটের পয়সা পকেটেই রাখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আমরা ট্রামওয়ে কোম্পানিকে বলি যেন তাঁহারা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করেন।

—•••—

৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার কলিকাতা আলোকমালায় ভূষিত হয। বড় বড় রাজপথের ত কথাই নাই সরকারি, মিউনিসিপাল সংক্রান্ত বণিক ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সমস্ত বাটীই সুন্দর রূপে আলোকশোভিত হয়। হ্যামিলটন কোম্পানি এবিষয়ে যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন এরূপ আর কেহই পারে নাই। উইলসন হোটেল ও সুন্দর হইয়াছিল। এসিয়াটিকমিউজিয়ম, রাইটাসবিল্ডিং প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বাটী সমস্ত দেখিতে অতি মনোহর হইয়াছিল। কিন্তু গ্যাসের আলোকের কাছে তৈলের আলোক যেন সূর্য্যালোকে দীপ বিকাশবৎ নিষ্প্রভ বোধ হইতে লাগিল। সে যাহ হউক আনন্দের একশেষ হইয়া গিয়াছে।

—•••—

মিঃ জন রাস্কিন্ পেলমেল গেজেটে বলেন যে, "আমি প্রত্যেক রাজ্য স্ব স্ব রাজার অধীনে দেখিতে ইচ্ছা করি। আবালও একজন আইরিশ রাজার বশবর্ত্তী থাকিবে। স্কটলাণ্ড একজন স্কটলাস সদৃশ কোমল মতি ও ন্যায়পর রাজার অধীন হইবে। ভারত একজন মহারাজার হস্তগত থাকিবে এবং ইংলণ্ডে মিঃ গ্লাডষ্টোন কিম্বা মিঃ ব্রাইটের অধীন না হইয়া মহারাজ্ঞীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ন্যস্তভার হইবে।" ইহা অতি নিরপেক্ষ ও মহান অভিপ্রায়।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, মিঃ এ, ডবলিউ, ক্রফট এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বেঙ্গল ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মধ্যে গণনীয় হইয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই স্ব স্ব কার্য্যক্ষেত্রে নিপুণ ও বিজ্ঞ। এখন নূতন ভার সুচারু রূপে সমাধান করিতে দেখিলেই আমরা নিতান্ত প্রীত ও উৎসাহিত হইব।

বড় লাটের বক্তৃতা।

ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ সভা হইতে ভারতেশ্বরীকে যে সম্ভাষণ পত্র প্রেরিত হয় সেই সমস্ত প্রাপ্তে বড়লাট যাহা বলিয়া ছিলেন সে সমস্ত অবিকল প্রকাশ করিতে হইলে অনেক স্থান আবশ্যক ও পাঠকগণেরও ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা। অতএব আমরা তাহার সার সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া দিয়ে প্রকাশিত করিলাম।

"ভদ্র মহোদয়গণ—ভিন্ন ভিন্ন নগর ও সভার প্রতিনিধিগণ মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীকে তাঁহাদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধা সূচক সম্ভাষণ পত্র প্রদান করিতে যে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন তাহাতে আমি সমভাবে গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব পূর্ব্বক আপনাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। এরূপ সমৃদ্ধ, নির্দ্দোষ, ও প্রজাপ্রিয় শাসক কখনই পৃথিবীতে হয় নাই। জ্ঞান, ন্যায়পরতা, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যতা ইহাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। ক্রমশঃই তাঁহার রাজ্য দৃঢ়বদ্ধ ও ব্যক্তিগণের রাজভক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। সম্প্রতি কোটী প্রজাবৃন্দ তাহাদিগের স্বভাবজাত ভক্ত্যুপহার প্রদান করিতে উপস্থিত। প্রত্যেক দেবালয়ে মহারাণীর সুখ সমৃদ্ধি ও দীর্ঘ জীবন জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা হইতেছে। করদ রাজগণ, নগরবাসীগণ, মিউনিসিপালিটী, সৈন্য, জমিদার প্রভৃতি সকলেই বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়ায় স্ব স্ব অবস্থানুরূপ কার্য্য কলাপ করিতেছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টকে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে কিন্তু বোধহয়, পূর্ব্ববৎ একক অগ্রসর হইতে হইবে না, কারণ, যে সমস্ত দেশীয় ব্যক্তিগণ এই ভারতরাজ্যের প্রভাবে বিশেষ শিক্ষিত ও রাজভক্ত হইয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। আর দেখ দেশীয়গণ যে তাঁহাদিগের শাসকদিগের সহিত শাসনকার্য্যকলাপে অধিক সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে আমি নিশ্চয়ই সুখী হইয়াছি এবং ইচ্ছা করি কালে যেন ইহার আরও বৃদ্ধি হয়। কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ে ঈদৃশ উন্নতি হইতেছে বলিয়া যে অন্যান্য বিষয়, যাহাতে দেশের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহা উপেক্ষিত হইবে ইহা আমার অত্যন্ত অনভিমত। অতএব বলিতেছি যে, সেই সমস্ত বিষয়েও সকলে ব্যাপৃত হউক যথাঃ—কৃষি, বাসশূন্য জঙ্গলময় প্রদেশের উন্নতি, ব্যাবহারিক শিক্ষা প্রচার, প্রত্যেক নগর, পল্লীগ্রাম, গণ্ডগ্রাম, দরিদ্র নিবাসের স্বাস্থ্য বৃদ্ধির উপায়, স্ত্রীশিক্ষা, সামাজিকসুখবর্দ্ধনতার নিদানস্বরূপ সামাজিক প্রথা বিশেষে সর্ব্ব প্রকার সাধারণের সামর্থ, স্ত্রীচিকীৎসার উন্নতি, দেশীয় পরিশ্রমের উন্নতি, শিল্প কার্য্যের পুনঃ সংস্কার, এবং অপেক্ষা কৃত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে সমশ্রেণে আনয়ন। এই সমস্ত উপায়ের নিমিত্ত মহারাণীর প্রয়াস এবং ইহার সফল ত দেখিলে তিনি সাতিশয় আনন্দিত হইবেন। আমি বেশ বলিতে পারি যে মহারাণী ভারতীয় প্রজাবর্গের সুখ সমৃদ্ধি সাধনে যেরূপ যেরূপ বেষ্টিতা এরূপ আর কাহারও নিমিত্ত নহেন। ভারতের মান্য দান, রাজ্য রক্ষা, অক্ষত ভাবে ক্ষমতা স্থাপন, জাতি, ভাষা, ধর্ম্ম, সমাজনীতি প্রভৃতিতে বিসদৃশ এই সমস্ত ব্যক্তিগণকে অপক্ষপাতিত্বে শাসন, করদ রাজগণের মান্য ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রূপে রক্ষা, প্রায় ইউরোপের ন্যায় বহু সংখ্যক প্রজাবৃন্দের সুখ সমৃদ্ধি সাধন, যাহাতে প্রজাগণের স্নেহ বিশ্বাস ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়া যায় এইরূপে শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন, এবং অবশেষে এই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণকে এক অদ্বিতীয় রাজভক্ত দেশ হিতৈষী ভাবে পরিণত করণ—এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্তই দুরবোধ্য পরম কারুণিক ঈশ্বর আমাদিগের হস্তে এই বিশাল ভারত রাজ্যের শাসন ভার অর্পণ করিয়াছেন। কত দিনে যে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে তাহা অসীম অতল ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত জ্ঞানতীত বিষয়। কিন্তু কেবল এক কথা আমি এই বলিতে পারি—যে ইংলণ্ডের ও ভারতেশ্বরীর হৃদয়ে বিশুদ্ধ ভাবে এবং দৃঢ়তা ও সাহস সহকারে আমাদিগের ভ্রাতৃ স্বরূপ ভারতীয় প্রজাবর্গের সুখ সমৃদ্ধি সাধন অপেক্ষা আর কোনরূপ অভিলাষ ও প্রতিজ্ঞা বদ্ধমূল ও অচল ভাবে বিদ্যমান নহে।"

আমাদিগের সুযোগ্য মহামান্য রাজপ্রতিনিধি যাহা বলিয়াছেন তাহা যে ব্যক্তি মাত্রেরই অতিশয় প্রীতিকর হইবে একথা বলা কেবল পুনরুক্তি মাত্র। যদি ঈদৃশ নিরপেক্ষ ভাবে কার্য্য প্রণালী সমাহিত হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজ্য আচন্দ্র সূর্য্যকাল বদ্ধমূল হইয়া প্রজাবৃন্দের যে নিত্য নূতন সুখ সোপান প্রস্তুত করিবে ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এ

সমস্ত বিবাহ কার্য্য পরিণত হইলে আমরা অতীব সুখী হইব।

—•●—

ইউরোপের ব্যাপৃততা।

আমরা দেখিতেছি যে কয়েক মাস ধরিয়া ইউরোপের আভ্যন্তরীণ ঘটনা সমূহ ক্রমাগত জটিল হইয়া আসিতেছে। ক্রমহ ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনে ব্যতিব্যস্ত হইতেছেন। যদি কেহ কাহারও কোনরূপ ভাবান্তর দর্শন করেন তৎক্ষণাৎ তাহার বাহাতে বিশেষরূপ প্রতীকার হয় তদ্বিষয়ে ধাবমান হন। একটী একটী করিয়া আকস্মিক ঘটনা উপস্থিত হইতেছে। এরূপ হওয়ারও সম্ভব। কারণ, যেখানে এত অধিক বিভিন্ন জাতির বাস ও ধর্ম্মের পার্থক্য তথায় যে বিরোধ সূত্রপাত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আমরা ইতিহাসাদিতে দেখিতে পাই যে, রাজগণ যাহাতে আপনাকে অদ্বিতীয় করিতে পারেন এইরূপ চেষ্টাই সতত করিয়া থাকেন। তাহার উদাহরণ স্থল দেখাইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এক্ষণে দেখিতেছি যে, যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীন ইটালির রাজ্য ও উপরাজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থায় থাকিয়া বহুতর রাজগণের আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিয়াছে সে সকল একণে সম্মিলিত হইয়া নব্য ইটালি নামে অভিহিত হইতেছে। অন্যদিকে রুষ তুর্ক যুদ্ধের পর হইতেই বালকান্ উপদ্বীপ একটী রাজ্য সমষ্টি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এই বালকান্ রাজ্যে অধুনাতন প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় রাজগণেরই লক্ষ্য হইয়াছে। পাঠকগণ জানেন যে, যখন বার্লিন সন্ধি ইউরোপীয় দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগের একটী বিশেষ সন্তোষজনক বন্দোবস্ত করিয়া দিতে স্বীকার করেন তখন হইতেই এই বালকান্ রাজ্য প্রস্তুত হয়। এরূপ প্রকাশ যে, ইংল্যাণ্ড কেবল রুষের গতিবিধি দর্শনে সততই সতর্ক। যদি রুষ কখন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন ইংলাণ্ড অমনি তাহা অশুভজনক বলিয়া তাহার প্রতীকারে প্রবর্ত্তিত হইতেছেন। কিন্তু এ আশঙ্কা কতদূর যথার্থ তাহা আমরা বলিতে পারিনা। নূতন গঠিত বালকান্ রাজ্যের সুপ্রণালীস্থাপন বিষয়ে ইউরোপীয় সমস্ত রাজগণই প্রায় একমত হইয়াছেন যে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বুলগেরিয়া একত্রে মিলিত হইয়া এক তুর্ক রাজার অধীনে অবস্থান করুক। কিন্তু ইংল্যাণ্ড এই বন্দোবস্তে যদি রুষের কোনরূপ ইষ্ট সিদ্ধ হয় এই আশঙ্কা করিয়া বার্লিন কংগ্রেস সভার সমস্ত রাজগণকে এই বিষয়ে অনভিমত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইহা কত দূর ফল হয় তাহা বলা যায় না। বহু চেষ্টাতে ইংল্যাণ্ড তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিলেন বটে কিন্তু সকলেই এই ব্যবস্থার অনিয়তত্ব অনায়াসেই অনুমান করিতে পারেন। তাহাতে এই স্থির হয় যে বৃহৎ বুলগেরিয়া তদানীন্তন স্থানীয় রাজার সাক্ষাৎ অধীনে থাকিয়া কেবল মাত্র সুলতানের বশতাপন্ন রহিল। এবং ক্ষুদ্র বুলগেরিয়া পূর্ব্ব রুমিলিয়া নামে অভিহিত হইবে ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুলতানের অধীনে থাকিয়া তৎকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত শাসক প্রধান কর্ত্তৃক শাসিত হইবে। কিন্তু এবন্দোবস্ত কখনই অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ উভয় বুলগেরিয়াবাসিগণই এক জাতীয় ও একধর্ম্মাক্রান্ত এক আচার ব্যবহার নিষ্ঠ হইয়া যে একেবারে ঈদৃশ অসদৃশ শাসন প্রণালীতে সন্তুষ্ট থাকিবে ইহা অতিশয় অসম্ভব। ফলেও শীঘ্রই তাহা ঘটিল। এ বন্দোবস্ত অতি শীঘ্রই তিরোহিত হইল। এইরূপে বার্লিন সন্ধির জটিল ব্যবস্থা সমূল বিনাশিত হইল, ব্যাটেনবর্গের এলেকজ্যাণ্ডার রাজকুমার ইংরাজ রাজের সহিত বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইয়া তুর্ক সুলতানের অধীনতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। ইংল্যাণ্ড ইহার পক্ষ সমর্থনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহার এতদূর প্রতিজ্ঞা যে যদিও এই ব্যক্তির পক্ষ সমর্থনে ক্ষতি ও কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার তথাপি ইহা পরিত্যাগ করিবেন না। ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণ বুলগেরিয়া সিংহাসনের ব্যবস্থা বিষয়ে রুষের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু ইংলাণ্ড ইহা স্থির করিয়াছেন যে রুষ কর্ত্তৃক যে কোন ব্যক্তিই বুলগেরিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত হইবে তাহাকেই ইংল্যাণ্ড সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তুর্ক সুলতান যিনি বুলগেরিয়া সিংহাসন ব্যবস্থা বিষয়ে বিশেষ ভিন্ন সংসৃষ্ট সকলই রুষ মতের সাগ্রহ সমর্থক রুষ একণে বুলগেরিয়ার ইদানীন্তন শাসনপ্রণালীতে অসন্তুষ্ট এবং ইহাও তাঁহার স্থির সঙ্কল্প যে যখনই রাজকুমার এলেকজ্যাণ্ডার এ রাজ্যে পদার্পণ করিবেন তখনই তিনি সৈন্য বলদ্বারা উহার যথাযোগ্য প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইবেন। অতএব আমরা বলি যে যে বিষয়ে ইংল্যাণ্ডের সাক্ষাৎ কিম্বা পরম্পরা সম্বন্ধে কোন বিশেষ সম্পর্ক দেখিতেছিনা তদ্বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপের কি বিশেষ প্রয়োজন? আর যখন ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণই অন্যতর পক্ষ আশ্রয় হইতে বিরত থাকিবেন তখন যে এ অনিশ্চিত ফল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কত দূর রাজনৈতিক তাহা আমরা বলিতে পারি না। সকল সংশয়ই নীতিজ্ঞদিগের এই মত। এ বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু নীতিজ্ঞ গণ কি বলিয়াছেন দেখুন—

নিষ্ফলং ক্লেশবহুলং সন্দিগ্ধফলমেব চ।
ন কর্ম্ম কুর্য্যাৎ মতিমান সদা বৈরাবহমপি চ॥

অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিষ্ফল বা অধিক ক্লেশ জনক কিম্বা যাহার ফলের কোন নিশ্চয়তা নাই অথবা যে কার্য্য করিলে সর্ব্বদা শত্রুতা হইবার সম্ভাবনা এরূপ কার্য্য করিবেন না। কেবল প্রাচীন আর্য্যগণ যে এমত সমর্থন করিয়াছেন তাহাও না। প্রসিদ্ধ ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ মহামতি বার্ক সাহেব আমেরিকা উপনিবেশসময় কালে কি বলিয়া ছিলেন? তিনিও প্রায় এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব ফলের নিশ্চয়তা ও বাহুল্য এবং কষ্টের লঘুত্ব দেখিয়াই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যদি বর্ত্তমান বিষয় ঈদৃশ হয় তাহা হইলে ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে কোন বাধা নাই কিন্তু বিবেচনা করিয়া ইহা সমাধান করিতে হইবে এবং আমরাও তাবি ফল দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিব।

উচ্চ রাজনীতি।

যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হউক পুরাণ ইতিহাস ইত্যাদি দ্বারা হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতিরই শাসন বিবরণ বহু অংশে অবগত হইতে পারিতেছি, কিন্তু পূর্ব্ব নীতির সহ আধুনিক নীতির সামঞ্জস্য করিতে হইলে মস্তক বিঘূর্ণিত হয়। কারণ অধুনা উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপী গণ সর্ব্বাংশেই আপনাদের শ্রেষ্ঠ মনে করেন, অর্থাৎ কি রাজনীতি কি সমাজ নীতি শিক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাঁহারা উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন জগতে ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত আছেন, অদ্য আমরা অন্য কোন বিষয় হস্তক্ষেপ করিবনা কেবল রাজনীতির সমালোচনা করিব, সময়ান্তরে অপরাপর বিষয় দেখাইতে চেষ্টা করিব। আমাদিগের জাতীয় হিন্দুসমাজ নৈতিকগণ সকল স্থলেই দেখাইয়াছেন আর যাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিই উচ্চ রাজনীতির পরিচায়ক, পরিমিত আবশ্যকীয় রাজ্যের শস্য গ্রহণ করিয়া যে রাজা রাজ কোষের স্বচ্ছলতা দেখাইতে সক্ষম হইতেন, তিনিই উচ্চ রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া গৃহীত হইতেন, পৌরাণিকগণের প্রসিদ্ধ উচ্চ রাজনীতিই উক্তবিধ। ঐ রাজনীত ব্যবহারে রাজা সর্ব্বপ্রথম কোন পূর্ব্ব বা অনুপম দেখিতেন সেই সময়ে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি মহাযজ্ঞ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন

ভাঙ্গা, বেহার, কুষ্টিয়া, দাউদ নগর, রাণাঘাট, নসীরাবাদ, গোয়ালন্দ, ডুমরাও, মধুবাণী, ঘাটাল, স্বুড়ি, সেরপুর, বাগবেড়ে, চাপড়া, বর্দ্ধমান, নাটোর মুন্সিপুর, পুরী, বালী, আরা, জামালপুর, সাহেবগঞ্জ, বাজিতপুর ওয়েলোর কাটি।

মহামহোপাধ্যায়—(বঙ্গদেশ) শ্রীভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীরাম শিরোমণি, শ্রীরাখালদাস ন্যায়রত্ন, শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীদীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার; শ্রীতারিণীচরণ শিরোমণি। (বোম্বাই) রাজল রোম শাস্ত্রী বোদাস, গোপালাপাধ্যায় গুর্জার; নারায়ণ শাস্ত্রী গোক্লে; বালশাস্ত্রী আগসি, রামদীক্ষিত আপতে। (মধ্যভারত) গোপালচরিয়া জন্দকার; হরিহর শাস্ত্রী দ্রাবিড়। (মাক্রাজ) এম, রঙ্গু শাস্ত্রীয়র, টি শ্রীকৃষ্ণতত্তাচরিয়া, শ্রীমান পরাশ্র অলঘসেজন ভট্টার, টি বেঙ্কট রঙ্গাচারিয়া। উত্তর পশ্চিম বিভাগ ও অযোধ্যা) বাপুদেব শাস্ত্রী সি, আই, ই, গঙ্গাধর শাস্ত্রী, কাশী; মধ কর হুবে; লছমন আচার্য্য। (পঞ্জাব) সর্দার আতর সিং সি, আই, ই; পণ্ডিত গুরুপ্রসাদ।

শামস্থল উলামা—(বঙ্গদেশ) সুফিউদ্দিন মহম্মদ আব্বাস। মৌলবি মহম্মদ সাইদ। সেক মামুদ জিলানি। (উত্তর পশ্চিম বিভাগ ও অযোধ্যা) মৌলবি আবদুল হক, কাছপুর, মৌলবি আবদুল হক, খেরাদাবাদ, মৌলবি আবদুল রাজক, মৌলবি আবদুল হোসেন; সাইদুন আলি আমদ, মৌলবি আমির আলির হোসেন; মৌলবি মহম্মদ নেইম, মৌলবি সাইদ ইব্রাহিম, মৌলবি টাকাউল্লা। (পঞ্জাব) মৌলবি জিয়াউদ্দিন খাঁ। (মাক্রাজ) হাজি মৌলবি বাকরুদ্দিন সাহিদ মহম্মদ খদেরি; হাকিম মহম্মদ নজরুল্লা। মৌলবি তাস্বাজিদ খাঁ বাহাদুর।

বংশাবলি ক্রমে রাজা উপাধি—রাজা শ্রীশিবপ্রসাদ সি, এস, আই, বেনারস।

মহারাজা—রাজা রঘুনাথ সারন সিং দেব, সাতগাঁ ছোটনাগপুর। রাজা প্রতাপনারায়ণ সিং, অযোধ্যা।

নবাব বাহাদুর—নবাব আবদুল লতিফ সি, আই, ই।

রাজা বাহাদুর—রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়, বলিহার। রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য মুক্তাগাছা। রাজা প্যারীমোহন দে বাৰ্দ্ধোক্য।

নবাব—সায়দ লতাআলি খাঁ সি, আই, ই। সায়দ আতাহোসেন। সায়দআলি খাঁ, খাঁ বাহাদুর। সর্দার মহম্মদ খাঁ।

রাজা—অনারেবল টি, রাম রাও। বাবু যতীন্দ্রনাথ খাঁ মেদিনীপুর। বাবু দুর্গাচরণ লাহা সি, আই, ই কলিকাতা। অনারেবল প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া। বাবু মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী, রঙ্গপুর। ঠাকুর পদ্মন সিং খরিয়ার। ঠাকুর কানাইলাল খেরাগড়। মোহন্ত বলরাম দাস নন্দগাঁও।

রাণী—শ্রীমতী রাজকুমারী দাসী, ৺ প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের পত্নী যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

দেওয়ান বাহাদুর—টি বেঙ্কস্বামী রাও। জে, লক্ষ্মীকান্ত রাও পন্টালু। পি শ্রীনিবাস রাও। রাও বাহাদুর লক্ষণ জগন্নাথ ববদা দেওয়ান।

খাঁ বাহাদুর—মহম্মদ ইসাক্ সাহেব বাহাদুর। গুলাম মহম্মদ হাইদার সাহেব। হাজি মহম্মদ আবদুল্লা বাদসা সাহেব। সায়দ ইদরস। মিঃ কুবরজি কাবাসজি। খাঁ সাহেব মহম্মদ খাঁ তেলখি। দস্তা ভাই পেষ্টনজি। ধানজিশা হর্মসজি। সায়দ আসগর রেজা। সায়দ কজল ইমাম। সায়দ মোয়াজিম হোসেন। মৌলবি সিরাজুল ইসলাম বি, এল, মৌলবি কমিরউদ্দিন। সায়দ সাকদার হোসেন খাঁ। সায়দ মহম্মদ আলি খাঁ। মুনসি মহম্মদ করিম। মুনসি মহম্মদ মোমিন। মৌলবি আবদুল ওয়া হব। মৌলবি আকাউল্লা। মুনসি মহম্মদ সাদিক। ফকির কমরউদ্দিন। গুলাম কাদির খাঁ। মুনসি গুলাম নবি। সেক জালালুদ্দিন। মুনসি কদির বকস। সায়দ আলম শা। মুনসি হামেদ আলি। দেওয়ান আমিন মহম্মদ। মহম্মদ বশিরুদ্দিন খাঁ মৌলবি রহমম আলি। ইনয়াত উল্লা খাঁ। মিঃ এ, এম, খোরি। মির আলাদাদ খাঁ। সৈবোত খাঁ আবদুল সমদ। সুবাদার মহম্মদ হুসেন খাঁ। সুবাদার সিয়দ মহম্মদ সা। মির্জা মহম্মদ টাকি খাঁ। খাঁ বারা খাঁ। মুস্তক সরিক। ইমাম সরিক।

মহামান্য রাজপ্রতিনিধি অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীল শ্রীমতী মহামাননীয়া ভারতেশ্বরীর শুভ আদেশানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত উপাধি প্রদান করিয়াছেন :—

নাইট গ্র্যাণ্ড কম্যাণ্ডার—ফার্জান্তি খাসিদৌলা ইংলিসিয়া মহারাজা সায়াজিরাও গুইকোয়ার সেনা খাসখেল সামসার বাহাদুর, বরোদা। মহারানাধিরাজ ফতেসিংহ বাহাদুর, উদয়পুর। রাজা শ্যামশর প্রকাশ বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, সিরমুর।

নাইট কম্যাণ্ডার—চার্লস্, এ, ইলিয়ট সি, এস, আই। অনারেবল ডবলিউ ডবলিউ হণ্টার সি, এস, আই, সি, আই, ই; বি, এ; এল্ এল, ডি। মহারাজা কেশরি সিংহজি জওয়ান সিংহজি, আইডার। কর্ণেল ডবলিউ, জে, ডোভস্ সি, এস, আই। কর্ণেল জে জনষ্টোন সি, এস, আই।

কম্প্যানিয়ন—অনারেবল সি সিলব্যাট। সি, এচ, টড্ হন্টো এচ্ এস্কোয়ার। মিঃ জে, গ্রেহ্যাম কর্টারি এম, এ। মিঃ কে শিশাদ্রি আইসার; মিঃ এচ, এল, জক আর্কিন্। অনারেবল প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। মিঃ এফ, আর, হগ্। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডবলিউ, এস, এলেক্জ্যাণ্ডার লকহার্ট সি, বি। মিঃ জি, জে, স্পেন্স হডকিনসন। কাপ্তেন সি, ই, ইএট। মিঃ ডবলিউ, আর, হেনরি মার্ক। নবাব আব্দুল মজীদ খাঁ। অনারেবল জে, ডবলিউ, কুইণ্টন। মিঃ ডি, ফিট্জ প্যাট্রিক। রাজছত্রপতি বাহাদুর। মঙ্গ গঙ কিনওয়ু, মিনজী, বর্দ্মা। মিঃ ডি, এস বার্বর। মিঃ জি, এস, ডি, ফিটজেরাল্ড।

মহারাজ্ঞী শ্রীল শ্রীমতী ভারতেশ্বরী সাতিশয় আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক বিশেষ বিধ্যনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত উপাধিভুক্ত করিলেন :—

নাইট কম্যাণ্ডার—মান্যবর জেনারেল্ সার ফ্রেডরিক্ সি, রবার্টস্ বার্ট, ভি, সি; জি, সি, বি, সি, আই, ই, কম্যাণ্ডার ইন্ চীফ্। অনারেবল এডমণ্ড্ ড্রমণ্ড। অনারেবল সার আলফ্রেড কমিনস্ লাএল্ কে, সি, বি; সি, আই, ই, উত্তর পশ্চিম বিভাগের ছোট লাট এবং অযোধ্যার চীফ কমিসনার। মিঃ আর, এ, ডালইযান, সি, এস, আই। অনারেবল ম্যাক্সওয়েল্ মেলভিল্ সি, এস, আই। মেজর জেনারেল এলেকজ্যাণ্ডার কনিঙ্ঘাম সি, এস, আই, সি, আই, ই। ঠাকুর সাহিত, ভাগবত সিংহজি, সাগ্রামজি গণ্ডাল। অনারেবল রাণাশঙ্কর বাক্স সিংহ বাহাদুর সি, আই, ই, মালরই। মিঃ ডি, ব্র্যাণ্ডিস সি, আই, ই, পি, এচ, ডি। সার, এম, মনিয়ার উইলিয়ামস কোটী, সি আই, ই; এম, এ, ডি, সি, এল; এল এল, ডি। মহারাজা পশুপতি আনন্দ গজপতি রাজ বিজয়নগর।

ক্রমশঃ।

—•••—

সমালোচনা।

হোমিওপ্যাথী মতে জ্বরের রোগ ও রুক্ষ করণ রোগ চিকিৎসা। শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, জয়নগর রিডিংক্লব কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য ৵০ আনা। আকার ডিমাই দার পেজি দুই ফর্ম্মা। যে নাম দিয়া পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে তদনুরূপ কথ ব্যবহৃত হইবে আমরা এরূপ আশা করিতে পারি না এ সম্বন্ধে

টাইমস নামক সম্বাদ পত্রে প্রকাশ যে বুলগেরিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্রাট প্রিন্স এলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আগমন করিবেন।

আমরা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম যে অধ্যাপক ম্যাক্স মূলার তাঁহার কন্যার মৃত্যুতে বড়ই অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি নাকি আর কোন প্রকারের অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন না একটী নিভৃত গ্রামের প্রান্তদেশে বাস করিয়া তাঁহার জীবনের শেষ লীলা সমাপন করিবেন। এই সমাচারে আমাদের হৃদয় বড় ব্যথিত হইয়াছে। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষা যে সকল শাস্ত্র ও সকল ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক মোক্ষমূলারই তাহা ইউরোপ খণ্ডে প্রচার করিয়াছেন। ইউরোপে মোক্ষমুলরের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অল্পই আছে। পূর্ব্ব রাজ্যে মোক্ষমূলার হিন্দুর এক মাত্র গৌরব। ভগবান ভারতের উপর নিতান্ত বিমুখ তাই মোক্ষমূলারের ন্যায় ভারতবন্ধু ইউরোপের সাহিত্য জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইতেছেন। যদ্যপি তাঁহার হৃদয় কন্যার শোকে যদি এত ব্যথিত হইয়া থাকে আমরা তাঁহাকে ইউরোপ ছাড়িয়া ভারতবর্ষে আগমন করিতে বলি। মোক্ষমূলর এখানে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা পাইবেন, গুরুর ন্যায় আদর পাইবেন। তাঁহার সন্তানের স্নেহ শিক্ষার্থী দরিদ্র ভারতবাসীর উপর পড়িবে। তাঁহার বহু সময়ের আর্য্যগণের অধ্যুষিত দেবভাগ এবং তীর্থ স্থান, ভ্রমণ করিয়া মোক্ষমুলর সন্তানের শোক বিস্মৃত হইতে পারিবেন।

মহারাজা হোলকার একদিন বোম্বাই বরদা রেলওয়ে ট্রেনে ভ্রমণ করিবার সময় সেই ট্রেনের পেষণে রেলের উপর একজন হতভাগ্য হিন্দুর প্রাণ বিয়োগ হইতে দেখিয়াছিলেন। মহাশয় হোলকার সেই হতভাগ্যের পরিবারগণকে ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

জুবিলী উৎসব উপলক্ষে কপুরতলার মহারাজ বড়ই মুক্তহস্ত হইয়াছেন। ভারতেশ্বরীর উৎসব চিরস্মরণীয় করিবার জন্য স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত একটী হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন স্থির করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। জুবিলী উৎসবের দিবস মহারাজ নিজ হস্তে হাঁসপাতালের ভিত্তি প্রোথিত করিয়া তোপ ধ্বনি, বাজি পোড়ান আদি কার্য্যে নানা প্রকার আড়ম্বর,প্রকাশ এবং দরিদ্র প্রজা মণ্ডলী মধ্যে অন্ন দান, বস্ত্র দান, আর অনেক শুভ শুভানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদের নবাব মহারাণীর পঞ্চাশৎ বর্ষরাজ্যের উৎসব উপলক্ষে একটী ছাত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন কিন্তু উহা ভিন্ন একটী সরোবর খনন করিবার জন্য দুই হাজার টাকা দিতে মনস্থ করিয়াছেন। নবাব বাহাদুরের এই সদনুষ্ঠানে আমরা প্রীত হইলাম। আমরা পল্লীগ্রামে দেখি যে, সুবিস্তীর্ণ স্বচ্ছ সরোবর প্রায় নাই। পল্লিগ্রামে এক ম্যালেরিয়ার প্রভাব তাহার উপর ভাল পানীয় জল নাই। সঙ্কীর্ণ ডোবার দুর্গন্ধ ও কীটাদিপূর্ণ জল পান ও ব্যবহার করিয়া লোক অকালে দেহ অবসান করে। অতএব দেশীয় রাজগণ ও ধনশালীদিগের নিকট প্রার্থনা যেন তাঁহারা এই আনন্দময় উৎসব উপলক্ষে নানা প্রকার দান ধ্যান, আদির মধ্যে সরোবর খনন করা একটী চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি মধ্যে পরিগণিত করেন।

ব্যয়সংক্ষেপ কমিটী কতকগুলি কেরাণির অন্ন মারিলেন বাঙ্গালার একাউণ্টেণ্ট জেনারেল আফিসের ২৩ জনের কর্ম্ম গিয়াছে মার্চ্চ মাসে আরও কতকগুলির যাইবে।

হায়দ্রাবাদের ফুরতি খেলা হইয়া গিয়াছে এবারের এ খেলায় নগদ টাকা ছিল না স্থাবর সম্পত্তি বাটী বাগান ইত্যাদি। ৬৪৭৮৬ নং টিকিট ক্রয়কারী ১ম প্রাইজ পাইয়াছে ইহার মূল্য প্রায় বিশ সহস্র টাকা দ্বিতীয় প্রাইজ ৫৮১৮৯ নং টিকিট গ্রহণ কারী প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার মূল্য দশ হাজার হইবে। তৃতীয় ৩৭৭০৩ নং টিকিট ক্রেতার প্রাপ্য হইয়াছে উহাও সাত হাজারের ন্যূন নয়।

২৭ মার্চ বড়লাট কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবেন কিন্তু তিনি একেবারে সিমলায় গমন করিবেন না। অম্বালায় একটী স্বল্পায়তন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন পূর্ব্বক নূতন পঞ্জাব আইনগুলির সংক্ষেপতঃ পর্য্যালোচনা করিবেন।

হোম ডিপার্টমেণ্টে মিঃ ম্যাকডোনেল ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইবেন মিঃ পি নোলান বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সাধারণ ও রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী হইবেন। হোম সেক্রেটারী মিঃ ম্যাকেঞ্জি তাঁহার ছুটি অবসানে বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মধ্য প্রদেশের চীফ কমিসনার হইবেন এবং হুড, প্রতিনিধি হিউজ প্যাট্রিক নাই স্থানে রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হইবেন।

ভ্রমণ কারির পত্র

নেপাল রাজ্য।

ভারতবর্ষ মধ্যে নেপাল সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য ১৮১৬ সালে নেপালাধিপের সহিত যুদ্ধান্তে যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তদবধি অদ্যাপি সেই সন্ধি অক্ষতভাবে বজায় আছে, কেবল জনৈক বৃটিশ দূত দুই শত শরীর রক্ষক সিপাহী ও তিন জন কেরাণী এবং দুইজন মেডিকেল অফিসার সহ কাটমণ্ডু রাজধানীতে অবস্থিত করিতেছেন। দূত মহোদয়ের কম্পাউণ্ডের মধ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী পোষ্ট আপিস আছে, পরন্তু বৃটিশ প্রতিনিধিগণ নেপালের রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই, স্বাধীন রাজ্যের রীতি অনুসারে নেপালরাজপুরুষদিগের সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

নেপাল রাজধানী প্রাকৃতিক শোভায় বিশেষ রূপ সুশোভিত, চতুর্দ্দিক অচল মালা মণ্ডলাকারে বেষ্টিত, ঐ সকল ভূধর দুর্গম দুরারোহ যে সে স্থান লঙ্ঘন করিয়া পদব্রজে পার হইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিবার পথ নাই, চারিদিকে চারটী পথ, ঐ সকল পথ সৈনিকগণ দ্বারা রক্ষিত হয় বিদেশীয় বিনা পরিচয়ে প্রস্তাবিত পথ অতিক্রম পূর্ব্বক নগরীতে গমন করিতে পারে না, বিদেশী গমন ইচ্ছুক হইলে প্রথমতঃ কোন বৃটিশ রাজপুরুষের নিকট হইতে একখানি পাশ লইয়া, নেপালের রাজপুরুষদিগের নিকট পরিচিত হইয়া পাশ লইতে হয়, ঐ পাশ পথরক্ষক সৈনিকদিগকে দেখাইলে তবে যাইতে দেয়, এইরূপ ফিরিবার সময়েও রাজধানী হইতে পাশ আনিতে হয়।

নেপালের রাজধানী অর্থাৎ যে স্থানে সহর দীর্ঘ প্রস্থ উভয় দিকেই এক ক্রোশ হয় যে, তবে রাজধানীর উত্তরাংশে দেবাদিদেব মৃত্যুঞ্জয় পশুপতিনাথ নাম ধারণে যথায় অবস্থিতি করিতেছেন ঐ স্থান সহর হইতে তিন মাইল হইবে, কিন্তু রাজধানীর সংলগ্ন না হইলেও ঐ স্থান অবধি সহরের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; নগরীর পূর্ব্বপার্শ্বে বাগমতী নাম্নী তটিনী ও পশ্চিম প্রান্তে বিষ্ণুমতী নাম্নী নদী ক্ষীণ কলেবরে অবিরাম দক্ষিণ গামিনী হইতেছেন, বাগ্‌মতীর পশ্চিম তীরে পশুপতিনাথের মন্দির আর পূর্ব্ব পারে গুহ্যকালী নাম্নী মহাপীঠ গিরিগহ্বরে

বিরাজিত, অত্র স্থলে শুপ্তেশ্বর পতির পত্নীরে গুহ্যকালী নামে বিখ্যাত, ইহারি ভৈরব পশুপতি নাথ। পাশুপতি পশুপতি নাথের মূর্ত্তি বড় মনোহারিণী, ভূতনাথ পঞ্চানন এই আননের আস্ত যোগিনী ভাব। এক স্থানে ত্রিতারখঙ্গ আবিস্থান কর যদি সাপ্তাহে ভাব তাই অনুভব হবে, মুখ ভাবিলে ও বিভিন্ন বোধ হয় না; মুখ অনুমান কর তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। আমরা স্থিরভাবে একাদিক্রমে অষ্টাহ দর্শন করিয়াও তাহার স্থিরতা করিতে পারি নাই, এই মন্দিরের বহির্ভাগ স্বর্গঠন, কপাটও দেখ ইত্যাদি রৌপ্যমণ্ডিত, অন্যান্য স্থানে তাঁবার যোড়া, চূড়ায় স্বর্ণ কলস।

সমুদায় সহরেই ইষ্টক ও প্রস্তরের আলয়, নেপাল সহর মধ্যে তৃণ কাষ্ঠের গৃহ নাই, রাজপথ সকল প্রস্তরে নির্ম্মিত, প্রত্যেক বাজার ভদ্রাভদ্র সকল পল্লী ও চারিদিক, ছোট বড় দেবালয়। সকল স্থানেই ফুলের যে কাজ, কিন্তু সাধকেই চন্দন ব্যবহার করিতে হইবে, প্রত্যহ চন্দন না মাখিলে তাহাকে হিন্দুসমাজ গ্রহণ করিবে না।

নেপাল রাজ্যের আইন বড় কঠিন, আমাদের বাঙ্গলার কোন কুলস্ত্রীকে মন্ত্রণা দিয়া স্থানান্তরিত করিলে তিন বর্ষ কারাদণ্ড হয়, এই অপরাধে এস্থলে প্রাণদণ্ড হয়, কারাবাসী চোর ইত্যাদি রাজপথে কার্য্য করার সময়ে ভিক্ষা করিয়া খাইতে পারে। এখানে এখনও সতীদাহ প্রচলিত আছে, আমরা প্রত্যক্ষ একটী দৃষ্ট করিয়া দুঃখিত হইয়া পরিশেষে লর্ড ক্যানিংকে ধন্যবাদ দিলাম।

নেপালে মহিষ ভক্ষণ প্রথা সত্য কিন্তু ভদ্রলোকে খায় না, নীচ জাতির মধ্যেও মুরগী শুকর মৎস্য সকলেই খাইয়া থাকে, কিন্তু নগরীতে গো-দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য মহিষ দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহারও মূল্য কম নয়।

নেপালিয়েরা অতি অপরিষ্কার। যে গৃহে বাস করে তাহারি সম্মুখ উঠানে মলমূত্র ত্যাগ করে, রাজবাটীর পার্শ্ব ভিন্ন সহরের সকল রাস্তার পার্শ্বই মলপূর্ণ।

নেপাল সহরে উচিত মূল্যে সমুদয় খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। বৃটিশ অধিকারের টাকা নেপাল সহরে চলে, পয়সা চলে না, নেপাল সরকারের টাকা ও আধুলী রূপার দুইরূপ মুদ্রা চলিত, পয়সাও দুই রকম, রাজনামাঙ্কিত গোলাকৃতি পয়সা সহরে চলিত, আর পর্ব্বতে লোহিয়া নামক এক প্রকার পয়সা তাম্রখণ্ড যাহা যেমন গণ্ডা অঞ্চলে গোরক্ষপুরে চেপুয়া, ইহা ভিন্ন সন্মুদ্রও আছে।

সংবাদদাতার পত্র

খড়ার।

বিগত ২২এ মাঘ বৃহস্পতিবার ঘাটাল উত্তরিভাগের অন্তর্গত খড়ার কামদেবপুর, বদ্ধপুর, গোবিন্দপুর, দলপতিপুর, সিংপুর গোপীনাথপুর, দীর্ঘগ্রাম প্রভৃতি পল্লীস্থ পাঠশালার বালক ও বালিকাগণের বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছে। খড়ার গ্রামে পরীক্ষা স্থলে ঘাটালের সুযোগ্য ডেঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়, জাড়া নিবাসী জমিদার বাবু শম্ভুচন্দ্র রায় ও বাবু সর্ব্বেশ্বর রায়, পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও খড়ার নিবাসী বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খড়ারস্থ অনেক গুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। স্কুল সবইনস্পেক্টার বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায়ও পাঠশালা সমূহের তত্ত্বাবধায়ক বাবু রাম কানাইমিত্রও ডেপুটী বাবু ও শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সর্ব্বসমক্ষে বালক বালিকাগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া যারপর নাই প্রীত হইয়াছেন। উপস্থিত ২৪২ জন বালকের মধ্যে উচ্চবিভাগে ১০টী ও নিম্ন বিভাগে ১২৫টী বালকপরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। পরদিন ২৩এ মাঘ পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকগণের মধ্যে ৫৫টী বালককে পারিতোষিক পুস্তক প্রদান করা হইয়াছে। বালিকাগণের মধ্যে কামদেবপুর পাঠশালার সরৎকুমারী দাসী উচ্চবিভাগে ও বদ্ধপুর পাঠশালার মন্মথ প্রিয়া ও হরিপ্রিয়া দাসী নিম্নবিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া গুরু বিহারি ঘোষ ও আশুতোষ মজুমদারের শিক্ষা নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। দীর্ঘগ্রাম পাঠশালার যদিও কোন বালিকা উত্তীর্ণ হয় নাই বটে কিন্তু নিস্তারিণী দেবী ভারত্য হিতকরী সভার পুস্তক কয়েকখানি সভামধ্যে পাঠ করিয়া শিক্ষক গোবিন্দ অধিকারীরও দর্শক মণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। অবশেষে খড়ার নিবাসী বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন হিতগর্ভ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সাধারণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। সম্পাদক মহাশয়! ইহা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে যে, আজ কাল প্রায় পল্লী গ্রামের প্রতি পাঠশালাতেই বালকগণের সহিত বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, এবং প্রায় প্রতি পল্লী গ্রামেই বালিকা বিদ্যালয় পল্লীবাসীদিগের যত্নে সংস্থাপিত হইয়া বালিকাগণ প্রতিবৎসর পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ায় অনেকে তুষ্টি লাভ করিতেছে। এখন লোকদিগের মনে বালক ও বালিকা প্রভেদ দূর হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার কালেক্টর বিদ্যোৎসাহী করমীশ সাহেব বাহাদুর ঘাটাল মহকুমার বালিকাগণের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। ইনি কিছুদিন মেদিনীপুর জেলায় স্থায়ী হইলে এ প্রদেশে বালিকা বিদ্যালয় সমূহের বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। স্কুল ইনস্পেক্টার বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় ঘাটাল মহকুমার প্রত্যেক পাঠশালার উন্নতির জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ স্থানীয় সকলের সহিত উনি সৌজন্যতা প্রকাশ করেন, এজন্য নীলমণি বাবু স্থানীয় সকলের সমাদরের ভাজন হইয়াছেন।

প্রায় ৩০ বৎসর অতীত হইল পূজ্যপাদ পরম দেশ হিতৈষী অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহি বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার জন্ম ভূমি বীরসিংহ গ্রাম ও তৎসন্নিহিত গ্রাম উদয়গঞ্জ কুরাণ গোবিন্দপুর, উদয় রাজপুর ঈড়পালা প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ১২টী বালিকা বিদ্যালয় বহু যত্নে ও বহুব্যয়ে স্থাপন করেন, প্রায় ১৬ বৎসর কাল বিদ্যাসাগর মহাশয় এ প্রদেশে ঐ কয়েকটী বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিলাও আশানুরূপ ফল লাভ করেন নাই। বাস্তবিক এ প্রদেশের প্রথম স্ত্রী শিক্ষার পথ প্রদর্শক বিদ্যাসাগর মহাশয়। এক্ষণে তাঁহার দেশীয় লোকের স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া তিনি যে অপার আনন্দ অনুভব করিতেছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনকালে তাঁহাকে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রায় কাহারও বিদ্বেষ ভাব লক্ষিত হয় নাই।

এবার খড়ার মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে দুই এক কথা আপনার কর্ণগোচর না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে খড়ার যে কাঁসা পিতলের গৃহ সামগ্রী প্রস্তুত করণের একটী প্রধান ব্যবসায়ের স্থান ইহা ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছি। প্রায় ৬। ৭ শত সম্ভ্রান্ত ও অসম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য মনুষ্য যে স্বাক্ষর করিয়া মিউনিসিপালিটী সংস্থাপন জন্য রাজপুরুষদিগের নিকট ইতিপূর্ব্বে দরখাস্ত করিয়াছেন তাহাও আপনি অবগত আছেন অল্পদিন হইল মাজিষ্ট্রেট করমীশ সাহেব বাহাদুরও দেশ পর্য্যটনকালে খড়ারে আগমনপূর্ব্বক একটী সভা করিয়া সকলকে আহ্বান করেন, এবং সাধারণের

বিজ্ঞাপন

চাংড়িপোতা, সোনারপুর।

সোমপ্রকাশ

৩১ শ ভাগ | প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং। | ১৪শ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৹,

১২৯৩ সাল। ১৭ই ফাল্গুন। ইং ১৮৮৭। ২৮এ ফেব্রুয়ারি।

৮ রিপনাব্দ। ১৭ই ফাল্গুন।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩৷৹ টাকা।

বিজ্ঞাপন

সোমপ্রকাশ এজেন্সি।

আজ কাল সকল বিষয়েই ব্যবসাদারির বাড়াবাড়ি হইয়াছে, একারণ কোন রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সহসা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বাসনা হয় না, আবার কর্ত্তব্য বিষয় সাধারণ্যে প্রচার না করিলে লোকে জানিতে পারেন না তজ্জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশে বাধ্য হইলাম।

বলা বাহুল্য সোমপ্রকাশ বিশ্বস্তভাবে দেশ মধ্যে পরিচিত, ক্রমে সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ের ব্যয় আধিক্য হইতেছে। ব্যয়াধিক্য পরিপূরণ বাসনায় অত্র কার্য্যালয় হইতে একটী এজেন্সী, বিভাগ খোলা হইল। আমাদের সহিত দেশীয় রাজা জমীদার মহোদয়দিগের সহিত সম্বন্ধ আছে, তদ্ভিন্ন সাধারণ্যে এখন হইতে যে কোন কার্য্যের প্রয়োজন হইবে অর্থাৎ দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয়, বাটী বা ভূম্যাদি খরিদ বিক্রয়, কোন রূপ ছাপার কার্য্য মহাজনী দ্রব্য খরিদ বিক্রয় আমরা সমুদায় করিতে প্রস্তুত আছি। যেরূপ কার্য্য হইবে, কার্য্য বিবেচনায় অন্য স্থান অপেক্ষা অল্প কমিশনে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে।

খরিদ করিয়া দ্রব্য পাঠাইতে হইলে আন্দাজ মত টাকা সহ আমাদের কার্য্যালয়ের ঠিকানায় এজেন্সী বিভাগের অধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে অবিলম্বে দ্রব্যাদি খরিদ পূর্ব্বক পাঠান যাইবে।

কোন গুরুতর কার্য্যের বন্দোবস্ত ইচ্ছা করিলে আমাদের সহকারির নিকটস্থ হইয়া বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী।
এজেন্সী বিভাগের অধ্যক্ষ।

—০·০—

এখন হইতে কোন রূপ কথা বার্ত্তা বা সোমপ্রকাশের মূল্য দিবার জন্য সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে যাইবার আবশ্যক নাই। নিম্নের ঠিকানায় সোমপ্রকাশ আফিসে আসিলেই সমুদয় কার্য্য শেষ হইবে।

আজ কাল সোমপ্রকাশ প্রেসে সকল প্রকার জব ওয়ার্ক ও পুস্তক মুদ্রণ কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে সম্পন্ন হইতেছে। চেক, দাখিলা, চিঠি, লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদ যাবতীয় বিষয় ইংরাজি বাঙ্গালা নানাপ্রকার নূতন অক্ষর বর্ডার ও নকসা প্রস্তুত আছে। সমুদায় আবশ্যকীয় কার্য্য বিশ্বাসের সহিত সমাধা হইবে, সোমপ্রকাশ যন্ত্রে কখনই প্রতারণা প্রবঞ্চনা হয় নাই ও হইবে না, অতএব সাধারণে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাদিগের হস্তে সকল প্রকার কার্য্য অর্পণ করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধীয় সমুদায় চিঠি পত্র টাকা মণিঅর্ডার আদি সকলে আমার নামে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাইবেন। অপরের নামে পাঠাইবার আবশ্যক নাই, তাহাতে আমার হস্তগত না হইতে পারে, এ বিষয়ে যেন সকলের বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়, ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন—কলিকাতা।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ।

ভ্রমণকারির ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

অর্থাৎ।

বাঙ্গালা, বেহার উড়িষ্যা আসামের প্রত্যেক জেলার সংক্ষেপ বিবরণ। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক নাই, ভাষা প্রাঞ্জল সকল সম্প্রদায়ের পাঠ্য।

প্রত্যেক জেলায় গমনান্তে সামাজিক আচার ব্যবহার রীতি নীতি, কৃষি বাণিজ্য, রাজনীতি পুরাবৃত্ত কীর্ত্তি আদির বিবরণ অনুসন্ধানে যত দূর পাইতেছি সমুদায় সংগ্রহান্তর ভিন্নভিন্ন

জেলায় গমনের পথের পরিচয় সহ পুস্তক খানি লিখিত হইতেছে। প্রত্যুষিত স্থান সকলের প্রাকৃতিক পত্রিকা প্রায় সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে।

বঙ্গে আমি একটী যথার্থ নূতন বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করিয়াছি, এরূপ সংগ্রহ যে কত কষ্টকর বিবেচক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন, অতএব সকলে গ্রাহক হইয়া উৎসাহ প্রদান করেন এই প্রার্থনা।

পুস্তক খানি ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৬০ ফর্ম্মায় প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় চারি খণ্ডে শেষ হইবে। ৩০এ ফাল্গুণ প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইবে, তৎপর প্রত্যেক তিনমাসান্তর অন্য অন্য খণ্ড প্রকাশের সম্ভাবনা।

সমুদায় চারি খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ২, টাকা ডাক মাশুল ।০ আনা প্রত্যেক খণ্ড মাশুল সহ অগ্রিম ।।৵ আনা।

সোমপ্রকাশের সমুদায় গ্রাহক ও বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী অর্দ্ধ মূল্য ১, ও মাশুল ।০ দিলে সমুদায় পুস্তক পাইবেন। কার্য্যালয় হইতে পুস্তক লইয়া গেলে মাশুল লাগিবে না। ৩০এ ফাল্গুণ মধ্যে মূল্য পাঠাইলে সর্ব্বসাধারণে ১।। টাকায় সমুদায় পুস্তক পাইবেন।

শ্রীরসিককৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রমণকারী

মূল্য পাঠাইবার নাম ও ঠিকানা।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।

সুলভ মূল্যে ইঞ্জিন বিক্রয়।

একটী পোর্টেবেল অর্থাৎ গাড়ী ইঞ্জিন দশটী অশ্বের বলে চালিত হয়।

একটী এষ্টেসনরি বা বসান ইঞ্জিন, পোনেরটী অশ্ববলে চলে এবং একটী বয়লার। তিনটী গুরকী কল ৭½ ফুট ব্যাস এই সকল দ্রব্য প্রায় নূতন, নিম্নের ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে অতি সুলভ মূল্যে পাইবেন। একও এ, ডাক্স স্কোয়ার

২৩ নং রাজনারাণ চৌধুরির ঘাট রোড। শিবপুর—হাওড়া।

বিশেষ সুবিধা।

সোমপ্রকাশের সুলভ মূল্য।

৩ মাসের জন্য।

বর্ত্তমান সনের এই ফাল্গুন মাসের মধ্যে যাঁহারা নূতন গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৪) টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র খানি পাইতে পারিবেন। এই সুলভ নিয়মের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ চৈত্র মাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহার পর সাধারণে এরূপ সুযোগ পাইবেন না। নূতন গ্রাহকগণ অধ্যক্ষের নামে ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা। এই ঠিকানায় মূল্যাদি পাঠাইবেন।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

ডাক্তার নন্দলাল মুখোপাধ্যায় কৃত।

সরল চিকিৎসা।

(দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্দ্ধিত. ডিমাই ১২ পেজী ৮ ফর্ম্মায় সম্পূর্ণ)

পল্লীগ্রামবাসী গৃহস্থ মাত্রেরই আবশ্যক। ডাঃ মাশুলাদির ব্যয় /০ এক আনা, সুবরবন ডিস্পেনসারি, ভবানীপুর কলিকাতা।

—✱✱—

সচিত্র চিঠির কাগজ।

এ প্রকার চিঠির কাগজ এই প্রথম। সুন্দর রমণী মূর্ত্তি নিয়ে 'ভুলনা আমায়' সরস্বতী মূর্ত্তি সন তবিখ ছাপান ইত্যাদি, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ সকলের ব্যবহারের উপযোগী মূল্য সুলভ পাঁচ দিস্তা ।৶০ আনা মাশুল /১০

জে, কে, শর্ম্মা এণ্ড কোং।

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সুবাসিত গুড়ুক তামাক।

বলা বাহুল্য তামাক জনসাধারণের নিত্যব্যবহারের সামগ্রী। এই তামাক প্রস্তুত করণে অধিক লাভের আশয়ে সাধারণ ব্যবসাদারেরা প্রায়ই মূল্যবান মসলাদি ব্যবহার করে না। এই অকৃত্রিম তামাক গয়া হইতে প্রস্তুত করিয়া আনান হইতেছে। তামাক উৎকৃষ্ট হয় না হয় একবার পরীক্ষা করুন।

১ নং	অম্বুরে প্রস্তুত	/১ সের	১)
২ নং	কিসমিসে প্রস্তুত	ঐ	‖০
৩ নং	কাঁঠালে প্রস্তুত	ঐ	।৵০
৪ নং	ইক্ষুরসে প্রস্তুত	ঐ	।০

নানাপ্রকার বিলাতি পারফিউমারি সাবান ও মনোহারি দ্রব্য আনান হয়। মফস্বলবাসীগণ অতি সুলভ মূল্যে পাইতে পারিবেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত কোং

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

সস্তা এবং সুগন্ধি।

গিরিশ গোল্ডন হেয়ার অয়েল।

সৌরভে ও উপকারে এই তৈল অদ্বিতীয়। মূল্য ১ এক টাকা।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

প্রসূন।

মেদিনী কবরী ভূষণ প্রসূন,
মরি কি সুন্দরী তোমার কায়া,
কেসরে কেসরে বিশ্ব বিধাতার
রেণু রূপে রাজে করুণা কণা।

১

সৌরভ সম্ভার করিয়া হরণ
জগত জীবন সতত বশে,
নগরে নগরে কান্তারে কাননে
বিভু যশঃ গান হরষে গাহে।

২

শ্বেত, নীল, পীত, বিবিধ বরণে
চিত্র তব কায় বিচিত্র করি
সৃষ্টির সুন্দর তুমি মনোহর
বিশ্ব বিধাতার এ বিশ্ব পুরী

ত্রিদিব নিবাসি সুরবালা গণ
তোমারে অশেষ যতন করি,
স্তবকে স্তবকে গাঁথিয়া মালিকা
পরায় চিকণ কবরী পরি।

৪

ক্রীড়া পরায়ণ কুমার কুমারী
কাননে কাননে ভ্রমণ করি
আনিয়া যতনে তোমারে প্রসূন
রাখে গাঁথি হার কণ্ঠোপরি।

৫

বয়ঃ বৃদ্ধ অতি স্থবির প্রাচীন
যতনে তোমারে অঞ্জলি করি,
দেব মূর্ত্তি পদে করিছে অর্পণ
ত্রিদিব বাসনা মনেতে স্মরি।

৬

দিবা বিভাবরী প্রকৃতি সুন্দরী
প্রদোষ, উষা, মধ্যাহ্ন কালে,
নব নব সাজে সাজেন সুন্দর
বিভূষিতা হয়ে কুসুম দলে।

৭

সরসীজীবনে ফুল্ল সরোজিনী
বিস্তারিছে স্বীয় বিমল ভাতি,
যেন নীলকায় অম্বর প্রদেশে
ফুটেছে সহস্র কুসুম পতি।

৮

জাতি, যূথী, বক, সেফালি, মল্লিকা
গোলাপ, চম্পক, বঁধুলি কিবা,
নয়নাভিরাম জবা মনোহর
প্রকাশিছে যরি উজল বিভা।

৮

নীরোপরে ফুল্ল নীরজ প্রসূন
স্থলে বিকাশিছে স্থলজ ফুল,
সুস্থান কুস্থান না করি বিচার
বিতরিছে সুধা নাহিক ভুল।

৯

কিন্তু কে কুসুম বসন্ত অনিল
বাহিত হইলে বসন্ত কালে
মিশি তার সহ মৃদুল হিল্লোলে
ত্যাপতা করহ যুবতী কুলে।

১০

এ সামান্য দোষ যদি না তোমার,
অদ্ভুত গুণের আধার তুমি,
ক্ষীণ অতি মম ধীশক্তি সবল
কেমনে বুঝিব অজ্ঞান আমি।

মূঢ় মনুগণ কু ভ্রম কৌশলে
নিরখিল মধ্যে বরিবে নীর
অখিল পতির এ শিল্প চাতুরী
নাহি দেখে করি হৃদয় স্থির

১২

ধিক্ শত ধিক্ মূঢ় জনগণে
কৃত্রিম শিল্পাঙ্ক যাধানে যারা
নিত্য নিরন্তর সে বিশ্ব বিভুর
পবিত্র ক্রিয়ায় সুখী না তারা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র নন্দী।
প্রধান পণ্ডিত মুগুড়ী স্কুল জেলা খুলনা

সুখ কোথায় ?

সংসারে নাহিক সুখ কহিলাম সার,
শুধু পর ভোগ মাত্র এখানে সবার,
সুবিষম মায়াময় নিখিল ভুবন,
যাহার প্রভাবে সবে মুগ্ধ অনুক্ষণ।
চঞ্চল মানব চিত্ত বিশ্ব প্রলোভনে,
ভুলিয়া রয়েছে হেথা আনন্দিত মনে।
শিশু যথা ভুলি মায়ে মুহূর্ত্তের তরে,
আপনি বিভোর হয়ে ধূলা খেলা করে।
ধন জন এ সংসারে যত কিছু বল,
অনশ্বর নহে তাহা নশ্বর সকল,
পিতা মাতা ভাই বন্ধু আপন তনয়,
মরুভূমে মরীচিকা জানিও নিশ্চয়।
ভ্রান্ত মনে যত করি সুখ অন্বেষণ,
ততই দুঃখ সাগরে হই নিমগন।
চৈতন্য, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, যোগী, ঋষিগণ
অনিত্য এতব তত্ত্ব করি নিরূপণ,
তুচ্ছ করি রাজ্য পদ আত্ম পরিজন
দীন ভাবে ভগবানে লইয়া শরণ,
সদা করি ধর্ম্ম চিন্তা ধর্ম্ম আলাপন,
মহাসুখে করিলেন জীবন যাপন।
সুখ প্রদ যদি কিছু থাকে এ জগতে,
নিশ্চয় কেবল তাহা ধরমের পথে।
অতএব হে জিজ্ঞাসু স্থির কর মন,
সার বোধে অসারে ভুলনা কদাচন।
ছাড় বৃথা ভাব কর সত্যের আশ্রয়,
দুর্দ্দান্ত রিপু সমূহে কর পরাজয়,
দৃঢ় করি কর পণ কুপথে যাবনা,
অন্যের অনিষ্ট চিন্তা মনেও কর না।
সদা সাধু সহ বাস, ন্যায় আচরণ
দান, দুঃখী জনে দয়া, ক্ষুধার্ত্ত ভোজন,
পীড়িতেরে শুশ্রূষা, সান্ত্বনা শোকাতুরে,
করহ নিঃস্বার্থ ভাবে প্রাণপণ করে।
পরহিত ব্রতে রত থাকে যেই জন,
নিয়ত সে সুখ সুধা করে আস্বাদন।
দ্বেষ হিংসা পরজীবে কাতর যে হয়,
পাপ আচরণে যার লিপ্সা অতিশয়,
অতুল ঐশ্বর্য্য যদি সেহ ভোগ করে,
তথাপি অসুখ সদা তাহার অন্তরে।
শ্মশানে বিজন বনে পর্ব্বত গহ্বরে,
মনোরম হর্ম্ম্যে অথবা জীর্ণ ঘরে,
সকল স্থানেতে তার সুখ সর্ব্বক্ষণ
পবিত্র হৃদয় তার পুণ্যের জীবন।
বৃথা চিন্তা পরিহরি বিভু কর সার
অশান্তি যাইবে, পাবে সুখ অনিবার।
ভূধর সদৃশ ধারমিক জন স্থির,
শোক দুঃখে সহজেতে না হয় অস্থির,
মগ্ন সদা মহাসুখে ধ্যান পরায়ণ
দুঃখ লেশ নাহি মনে, প্রসন্ন বদন।
জ্ঞান উপার্জ্জন কর যাহার প্রভায়
আলোকিত হবে তব সঙ্কীর্ণ হৃদয়।
সংশয় তামসী দূরে করিবে প্রস্থান,
খুঁজিতে হবে না আর কোথা সুখ স্থান।
পদে পদে বিপদ সংসারে ঘনতর,
সাবধানে ভক্তি যোগে হও অগ্রসর,
শান্তি ধামে, স্থির সুখ চির বর্ত্তমান
যথায় শীতল হয় তাপিত পরাণ।

শ্রীগৌরসুন্দর চৌধুরী
কাঞ্চনা।

জুবিলী উপলক্ষে একটী প্রার্থনা।

বঙ্গবাসী মহোদয়গণ!

আপনারা জুবিলী উপলক্ষে মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর উৎসব চির স্মরণীয় করিবার জন্য সর্ব্বত্রই নানারূপ দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। আমি এই জুবিলী উপলক্ষে দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর মহাত্মাদের নিকট একটী সর্ব্বপ্রধান অভাবের বিষয় উল্লেখ এবং সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। ভরসা করি, আমাকে সাহায্য করিয়া দেশের সর্ব্বপ্রধান অভাব পূরণ করিবেন। এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বাঙ্গালী নামের গৌরব রক্ষা করিবেন।

আজ প্রায় ৫ বৎসর হইল, আমি ওলাউঠার একটী দেশীয় ঔষধ আবিষ্কৃত করিয়াছি। গত চারি বৎসর কাল বাঙ্গালার স্থানে স্থানে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ইহার উপকারিতা বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি। গত

বৎসর ঔষধ গবর্ণমেন্টের হস্তে দেওয়ার মানসে আমি গবর্ণমেন্টে এক আবেদন করি। তাহাতে হোমডিপার্টমেন্ট হইতে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্টের প্রাইভেট সেক্রেটরী আমাকে উত্তর দিয়াছিলেন যে দেশের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া সন্তোষদায়ক ফল হইলে ইণ্ডিয়াগবর্ণমেন্ট নিতে প্রস্তুত আছেন। আমি ৫ বৎসর যাবৎ উক্ত ঔষধ নানা স্থানে পরীক্ষা করিয়া বহুতর অর্থ ব্যয় করিয়াছি। আমার এমন ক্ষমতা নাই যে, দেশের সর্ব্বত্র এই ঔষধ বিনা মূল্যে বিতরণ কি প্রচার করি। তত্রাপি গত পূজার পর হইতে সঞ্জীবনী এবং বঙ্গবাসীতে কিছুদিনের জন্য বিনামূল্যে বিতরণ করিব বলিয়া বিজ্ঞাপন দিই। বলা বাহুল্য, এই পর্য্যন্ত প্রায় দুই হাজার ঔষধ বিনামূল্যে সমস্ত বাঙ্গালাতে বিতরণ করিয়াছি। এবার বাঙ্গালার অনেক স্থানেই ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কলিকাতা ডাক্তারময় স্থান, এজন্য আমি নিজে বিক্রমপুর উক্ত ঔষধ বিতরণ এবং প্রচার করিতে আসি। বিক্রমপুরে এবার যেরূপ ভয়ানক মহামারী ঘটিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমি এই মহামারীতে ঔষধ বিতরণ এবং রোগীর বাড়ী বাড়ী যাইয়া যথাসাধ্য পরিচর্য্যা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমার অধিক জানান বাহুল্য মাত্র। কারণ বাঙ্গালায় এমন সংবাদ পত্র নাই যাহাতে উক্ত ঔষধের আবশ্যকতা এবং মহোপকারিতা প্রকাশিত হয় নাই। আজ কাল দেশের যেরূপ ভয়ানক অবস্থা দাড়াইয়াছে এবং একজন বাঙ্গালী দ্বারা ওলাউঠার ঔষধ আবিষ্কৃত, তাহাতে আবার ওলাউঠার ঔষধ নাই এই বিশ্বাস দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে দৃঢ় ভাবে বদ্ধমূল থাকাতেই আমাকে এই পাচ বৎসর কাল প্রচারে প্রচুর অর্থব্যয় এবং স্বীয় জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভয়ানক মহামারীতে উক্ত ঔষধের উপকারিতা বিষয়ে সাধারণের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং করিতেছি। ভগবৎ কৃপায় সম্বন্ধ ঔষধ অতীব উপকারী হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি দেশের সংবাদ পত্রের সম্পাদক, রাজা, মহারাজা, ধনী, নির্ধন শিক্ষিত, অশিক্ষিত, হিন্দু মুসলমান এবং ভারত সন্তান দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর সভা সমিতির স্থানে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা উক্ত ঔষধের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া দেশের একটা মহৎ অভাব এবং পরমুখাপেক্ষী অভাগিনী জননীর লক্ষ লক্ষ দীন দরিদ্র সন্তান সন্ততিদিগকে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। আমি উক্ত ওলাউঠার ঔষধের সমস্ত ভার দেশের সর্ব্বসাধারণের হস্তে অর্পণ করিলাম। যাহাতে এই ঔষধ প্রচারিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া মানব সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধন করে, তাহার উপায় বিধান করুন। আমি নিঃস্ব হইয়াছি, আর আমার প্রচার করিবার ক্ষমতা নাই। এবং পেটেণ্ট ঔষধ রূপে বাহির করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা নাই। যাহাতে দেশের প্রকৃত উপকার হয় তাহাই প্রার্থনীয়।

উক্ত ঔষধের উপকারিতা যাঁহারা অবগত নন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে আমি পরীক্ষার জন্য ঔষধ পাঠাইতে প্রস্তুত আছি। আমি এক্ষণেও বিক্রমপুরে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছি।

নিবেদক শ্রীকামাখ্যা কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
ডাক্তার, মুনশীগঞ্জ, ঢাকা।

—•—

অনুসন্ধান সমিতির কার্য্য।

অনুসন্ধান-সমিতির সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, আজ কাল অধিকাংশ লোকই সহজে আর বিজ্ঞাপনের কুহকে ভুলিতেছেন না। যেরূপ জাঁকাল বিজ্ঞাপনই বাহির হউক না কেন, আজ কাল অনুসন্ধান-সমিতিকে না জানাইয়া কেহ আর সহসা টাকা পাঠাইতে সাহস পান না। এমন কি অধিকাংশ স্থলে লোকে অনুসন্ধান-সমিতির উপর টাকা আদায়ের ভারও অর্পণ করিতেছেন। আর, আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান-সমিতিও অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইতেছেন।

অনুসন্ধান-সমিতির সেই কৃতকার্য্যতার নিদর্শন এই,—

(১) রায় ব্রাদার্স, ১১ নং পটুয়াটুলি, কলিকাতা। ইহাদের নিকট কতকগুলি দ্রব্য ক্রয়ার্থ মেদিনীপুর পোষ্ট আপিসের অন্তর্গত যোগা হইতে বাবু সারদাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ৬) ছয় টাকা এবং কাণ্ডলামারী স্কুলের শিক্ষক বাবু ভবানীপ্রসাদ বাগচী ৪) চারি টাকা পাঠাইয়া দেন। কিন্তু দ্রব্যাদি পাইতে বড় বিলম্বহেতু বসিয়াদি সহ ইহাঁরা সমিতির উপর টাকা আদায়ের ভার দেওয়ায় সমিতি হইতে উক্ত টাকা আদায় করিয়া দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য টাকা প্রাপ্তিতে ইহাঁরা বন্ধবাদের সহিত সমিতির মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

(২) বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ২ নং বেনিয়াটোলা লেন। ইহাঁর নিকট ফরিদপুরের অন্তর্গত খোর্দ্দাপাড়া স্কুলের হেড পণ্ডিত বাবু রমানাথ বিশ্বাস 'প্রশ্নোত্তরমালার' জন্য ১।০ পাঁচ সিকা পাঠাইয়া দেন। কিন্তু পুস্তক না পাওয়ায় ইনি সন্তোষের সহিত সমিতির মেম্বর হইয়া সমিতির উপর আদায়ের ভার দেওয়ায় উহা তাঁহাকে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

(৩) বাবু বরদাকান্ত সেন, ৩৩ নং মুসলমানপাড়া লেন। "অব্যর্থৌষধিক চিকিৎসার" জন্য উক্ত পণ্ডিত মহাশয় ইহাঁরও নিকট ।।০ আনা জমা দেন। এ ।।০ আনাও ঐরূপে আদায় হইয়াছে।

(৪) বাবু হরিদাস মান্না ও আশুতোষ দাস, ৫ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, ইহারা পূর্ব্বে লোক্যাল পব্লিসিং কোম্পানির নাম দিয়া 'গ্রন্থ রত্নাবলী' প্রকাশের বিজ্ঞাপন বাহির করেন। তাহাতে যাঁহারা টাকা পাঠান, তন্মধ্যে কয়োগ্রামের বাবু চক্রধর বল ২) দুই টাকা এবং পয়লা মালঞ্চীর জমিদার বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় ২) দুই টাকা জমা দিয়া পুস্তক না পাওয়ায় সমিতি হইতে উহাদিগকে ঐ টাকা আদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, টাকা প্রাপ্তে ইহাঁরাও সন্তোষের সহিত সমিতির মেম্বর-শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছেন।

(৫) পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে, ২ নং সুকিয়াস ষ্ট্রীট, ইহাঁর নিকট নোয়াখালির অন্তর্গত বিল-পাড়ার জমিদার বাবু শরচ্চন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ১ম খণ্ড সহচরীর জন্য ।৵০ এবং ২য় ও ৩য় ভাগ জাহ্নবী ও সহচরীর জন্য ১৷৵০ এই একুনে -।৵০ প্রেরণ করেন। কিন্তু বহু দিবসাবধি পত্রাদি না পাওয়ায় ও সমিতির উপর আদায়ের ভার দেওয়ায় ইহাকে সহচরীর প্রথম খণ্ড এবং এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ জাহ্নবী-সহচরীর সংখ্যাগুলি এবং বাকী মূল্যে শানবতত্ত্ব' প্রদান করা হইয়াছে।

(৬) বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায় ৩১।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, পাঁচুঠাকুর ৩য় ভাগের জন্য ইহাঁর নিকট হুগলির অন্তর্গত গুড়োপ হইতে বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।০ আট আনা পাঠান। ২য় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়াতে ৩য় সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব ঘটায় তিনি সমিতির উপর ঐরূপ আদায়ের ভার দেওয়ায় যোগেন্দ্র

বাবুর স্থানীয় ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত পুস্তক তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছে।

(৭) বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ইহাঁর নিকট মহেন্দ্র বাবুর পদার্থবিদ্যা এবং দেনী বাবুর বিবেকবাণীর জন্য দাসপুর মাইনার স্কুলের ছাত্র বাবু যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১৲ টাকা পাঠান। ২৭ ডিসেম্বরের বুকপোষ্টে প্রেরিত পুস্তক মারা যাওয়ায় এবং যতীন্দ্র বাবু পুনরায় সমিতিতে পত্র লেখায় গুরুদাস বাবু আর এক সেট পুস্তক পাঠাইয়া দেন। যতীন্দ্র বাবু ধন্যবাদের সহিত তাঁহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন।

(৮) অনুসন্ধান সমিতির সন্ধানে বাবু গৌরদাস বৈরাগী সম্বন্ধে যাহা লেখা হয়, তাহাতে তিনি সমিতির শরণাপন্ন ও অনুতপ্ত হইয়া সাধারণে প্রকাশার্থ আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এই,—

"কতিপয় অসৎ লোকের পরামর্শদোষে এবং নিজের অজ্ঞতা হেতু সাধারণের নিকট আমি নানা কারণে কলঙ্কভাগী হইয়াছি। আমি বেদব্যাস প্রণীত মহাভারতের মূলানুবাদ প্রকাশ করিব বলিয়া গ্রাহকগণের নিকট টাকা গ্রহণ করি। কিন্তু তাঁহাদিগকে বটতলার ছাপা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত প্রদান করিয়া প্রবঞ্চিত করা প্রভৃতিই আমার এই কলঙ্কের কারণ। সংপ্রতি 'অনুসন্ধান-সমিতি' আমার এই কলঙ্কের বিষয় আন্দোলন করিয়া সাধারণকে সতর্ক করেন। তাহাতে এবং সমিতির মেম্বরগণের সাধু উপদেশে আমার বড়ই অনুতাপ হইয়াছে। আমি পূর্ব্বের সংসর্গ ত্যাগ করিয়াছি এবং সমিতির উপদেশ মত এখন হইতে সৎসঙ্গে থাকিয়া সদনুষ্ঠান ভিন্ন কোন কার্য্য করি না। বলা বাহুল্য যে, আমি পূর্ব্বে যে সকল অন্যায় কার্য্য করিয়াছি এখন নরের অনুতাপ এবং নানা কষ্টে আমাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইতেছে। আমার মনে পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত বাসনা হইয়াছে। এমন কি, আমার এরূপ পরিতাপ হইতেছে যে, অর্থাভাব সঙ্কলায় অপরাহত না হইলে, আমি যাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছি, তাঁহাদিগকে পুনঃ প্রত্যর্পণ করিতাম। কিন্তু কি করিব।—সে সকলের কিছুই নাই। পাপের ধন নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আজ গ্রাহকগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা সকলে আমার পূর্ব্ব দোষের মার্জ্জনা করুন। তবে যে সকল গ্রাহক যথাভাবে হইয়া প্রবঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ও ঠিকানা অনুসন্ধান-সমিতির নিকট পাঠাইলে আমি খাতা মিলাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে একখানি আমার প্রকাশিত 'নন্দকুমারের ফাঁসি' ও একখানি নবসঙ্গীতসার পুস্তক প্রদান করিয়া কথঞ্চিৎ তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ পাইতে প্রার্থনা করিতেছি। বলা বাহুল্য, আমার যেমন অবস্থা, গ্রাহকগণ যেন তাহা বুঝিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন। উপসংহারে আমার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের জন্য অনুসন্ধান-সমিতিকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। একান্ত বিনীত শ্রীগৌরদাস বৈরাগী, ৫নং বাবমোহন সাহার গলি। ৩০এ মাঘ, ১২৯৩।

সদুদ্দেশ্যে থাকিয়া যাঁহারা সমিতির পরামর্শমত সহজে এইরূপ টাকা কড়ি প্রত্যর্পণ করিতেছেন, ঈশ্বর তাঁহাদের মঙ্গল করুন, এই প্রার্থনা। একণে অন্যান্য সকলে আর কলঙ্কের ভাগী না হইয়া উপরিউক্ত ব্যক্তিগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, এই অনুরোধ।

অদ্য এই পর্য্যন্ত। আর আর যাঁহারা সমিতির পরামর্শ মত দ্রব্যাদি বা টাকা কড়ি প্রত্যর্পণ করিতেছেন, তাঁহাদের বিবরণ সময়ান্তরে প্রকাশ্য।

অনুসন্ধান-সমিতির অনুমত্যনুসারে
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী,
অনুসন্ধান সমিতির সম্পাদক।

অনুসন্ধানসমিতি।
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১লা ফাল্গুন, ১২৯৩ সাল।

সোমপ্রকাশ।

১৭ই ফাল্গুন সন ১২৯৩ সাল

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে আমাদিগের মাননীয় উদার স্বভাব তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞ ছোট লাট বাহাদুর পূর্ব্বার নির্ব্বাসিত রাজাকে মুক্তি প্রদানে অসম্মত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "উক্ত রাজার এখনও নির্ব্বাসন ১০ বৎসর অতিক্রম করে নাই এবং তিনি যে নির্দ্দোষ তাহা আমি বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করি না। সুতরাং যদিও, অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উক্ত রাজার মুক্তির নিমিত্ত আমার নিকট প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তথাপি আমি যে এক্ষণে তাঁহাদের সাধনে ন্যায়মতে সমর্থ হইলাম না ইহা অতি দুঃখের বিষয়।" আমরা বলি যে, যদি ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়াই রাজার মুক্তি দেওয়া হইবে, ইহা বিবেচনা ছিল তাহা হইলে কেন যুক্তি মতে এই ২০।২৪ সহস্র কয়েদিকে মুক্ত করা হইল? যদি বলেন যে, ইহারা নির্দ্দোষ অথবা ইহাদিগের দোষের তাদৃশ জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে কোন যুক্তি ও বিধিমতে ইহাদিগকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল? ইহা আমরা ত কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। যুক্তি করিতে গেলে দয়া প্রকাশ প্রায়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে। লোকে যখন মত্ত হয় তখন তাহাদিগের ন্যায়পথানুসারিণী বুদ্ধি তিরোহিত হয়। আজ মহারাণীর পঞ্চাশৎবর্ষ রাজ্য কাল অতীত হইতেছে বলিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে একেবারে আনন্দমদে উন্মত্ত। এই সুযোগ দেখিয়া ভারতবাসী সকলে মিলিত হইয়া এক জন অতীব দুর্গতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্লেশ মোচনের প্রার্থনা করিল। তাহারা সমস্বরে কেবল দয়াপ্রকাশের জন্য রোদন করিল। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, অবশেষে তাহা অরণ্যরোদনবৎ বিফল হইয়া গেল। কালচক্রে সকলই সম্ভব। এরূপ ঘটনা যে কখনও ঘটিবে তাহা সকলের জ্ঞানাতীত ও আশাতীত। আজ এই বার্ত্তা শুনিয়া ভারতীয় সংগ্রপ্রজাবৃন্দ, এমন কি, বোধ হয় উদারচেতা নিরপেক্ষ-স্বভাব কতিপয় অনেকানেক পাশ্চাত্য মহাত্মগণও শোকে ব্যাকুল হইয়া অনন্ত অগাধ নিরাশাসাগরে মগ্ন হইবেন। অতি শোচনীয় ব্যাপার। অতি ভয়াবহ পরিণাম।। অতি অমানুষী ঘটনা।।

—০—

যোগীজাতির যজ্ঞোপবীতগ্রহণ সম্বন্ধে যে আমরা এক খানি পত্র পাইয়াছি তাহা তাদৃশ প্রয়োজনীয় নয়, এই বোধে প্রকাশ করিলাম। পত্রপ্রেরকের মত যে, যোগী জাতির উপনয়ন শাস্ত্রসম্মত ও ভূতপূর্ব্ব মহামহোপাধ্যায়গণ অনুমোদিত। যে যাহাই

হউক,ইহাতে আমাদের কোন মতামত নাই। যে পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়গণ স্বস্ব প্রখর তর্ক বলে ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রমাণের একতর পক্ষ সমর্থনে সমর্থ, তাঁহার যে যোগী জাতির সামান্য এক গাছা যজ্ঞসূত্রের শাস্ত্রানুমোদিতত্ব প্রমাণে ভগ্নোদ্যম হইবেন ইহা নিতান্তই অসম্ভব। তবে আমরা এই বলি যে, যে সমস্ত হিন্দুসন্তান আচন্দ্রসূর্য্যকাল যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া আসিতেছেন,তাঁহারাও অনেকে অধুনা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখর পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্যের প্রবল প্রতাপে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইতেছেন। তবে এ নূতন গলগ্রহ করিবার কি প্রয়োজন? হিন্দুজাতির গলভাব-সমতা রাখিবার জন্যই কি যোগী জাতীয়দিগের এ প্রয়াস? কেন না, উপবীত-পরিত্যাগে ব্রাহ্মণগণের গল-ভার যে পরিমাণে নষ্ট হইতেছে, যোগিগণ অমনি কি তৎপরিমিত সূত্র-ভার নিজ গলদেশে গ্রহণ করিয়া ভারের সমতা (equillibrium) রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছেন?

—০০০—

এক্ষণে হাইকোর্ট এবং ছোট লাট সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে। কেহ বলেন যে, হাইকোর্টের কার্য্যপ্রণালীর উপর ছোট লাটের হস্তক্ষেপের অধিকার আছে। এ বিষয়ে আমাদিগের সহযোগী পাইওনিয়ার বলেন যে "হাইকোর্টের কার্য্য-প্রণালী-পর্য্যালোচন-সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইয়া ইহা স্থিরীকৃত হয় যে বড় লাট আবশ্যক মতে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। অতএব যখন নিজ সভামধ্যে বড় লাটের পদ ও ক্ষমতার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে ছোট লাটের পদ ও ক্ষমতার কোন বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে না, তখন ছোট লাটও যে হাইকোর্টের কার্য্যবিধ্যাদি পর্য্যবেক্ষণে অধিকৃত নহেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না।" উপরোক্ত মত যে কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বলা যায় না। কারণ বড় লাট ও ছোট লাটে যদি কোন বিশেষ পার্থক্য রহিল না তবে ছোট লাটে ও ডিভিসনের কমিসনরেরও কোন পার্থক্য নাই। এইরূপে ক্রমশঃ নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদিগের হস্তেও ঐ ক্ষমতা আসিয়া পড়িতে পারে।

—০০০—

আমেরিকার সুযোগ্য হুইট্‌নি সাহেব বলেন, মোক্ষমূলার প্রণীত "সেক্রেড্ বুক্স অব ইষ্ট" এবং বিশেষতঃ যে কয়খানি তিনি অনুবাদ করিয়াছেন তাহা সমস্তই ভ্রমপূর্ণ। কিন্তু মোক্ষমূলার ইহার এখনও কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। আমরা বলি যে, সমস্তই যে ভ্রমপূর্ণ তাহা নয়। তবে পাশ্চাত্ত্য উদ্ভাবনী শক্তির বশবর্ত্তী হওয়াতে অনেক স্থলে স্খলন দৃষ্ট হয়। বিজাতীয়গণ যে এত শীঘ্র এ স্বর্গীয় ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিবেন ইহা অসম্ভব। তবে যাহা কিছু হইয়াছে তাহা নিশ্চয় অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক।

—০০০—

আমাদিগের সুযোগ্য সহযোগী পাইওনিয়র বলেন যে, মিউনিসিপাল আপিসে অনেক রকম প্রতারণা কার্য্য হইতেছে। মিউনিসিপাল সভার সভাপতি বলেন যে নিম্নকর্ম্মচারিগণ মাসিক সম্পূর্ণ বেতন পায় না। তাহাদিগের যাহা মাসিক বেতন নির্দ্ধারিত আছে তাহার কম লইয়াও সম্পূর্ণ বেতন পাইলাম বলিয়া স্বাক্ষর করিতে হয়। এ কার্য্যটী বোধ হয় রীতিমত বন্দোবস্ত হইয়া অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে। অনেকেই সম্ভবতঃ কিয়দংশ আত্মসাৎ করিয়া "জ্ঞানে মৌনং" এই উদার ভাবের আদর্শ দেখাইতেছেন। যাহা হউক ধন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা। এ সভ্যতাবলে সকলেই দেখিতেছি যে "উদার চরিতানাম্ভ বসুধৈব কুটুম্বকং" এ মহাবাক্যের সাফল্য দেখাইতেছেন। অর্থাৎ যাহারা উদার স্বভাব লোক হন তাঁহাদিগের পৃথিবীস্থ সমস্ত ব্যক্তিগণই আত্মীয়রূপে পরিগণিত হয়। অতএব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে যখন জগৎস্থ সকলেই আত্মীয়, তখন যে তাহাদিগের ধনে ইহারা কিয়দংশও অধিকারী হইবেন না ইহা অতি অযুক্ত।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে ডিরেক্টর অব্ পবলিক্ ইন্‌ষ্ট্রক্সন্ মৃত মহাত্মা কৃষ্ণদাস পালের জীবনচরিতের ৭৫ খণ্ড গ্রহণ করিয়া রচয়িতাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। স্বাধারণের উৎসাহ প্রাপ্তে গ্রন্থকর্ত্তা উক্ত পুস্তকের সুলভ ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করিবেন। ঈদৃশ ব্যক্তির জীবনচরিত যত প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল।

—০০০—

পবলিক্ সার্ভিস কমিসন কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া যে এক বিরাট সভা আহ্বান করিবেন তাহাতে সার রোমার পিথেরাম, এডভোকেট জেনারেল মিঃ পল, মিঃ গ্যাস্‌পার, এবং মিঃ ডবলিউ, সি, ব্যানার্জ্জি ফৌজদারী আইন বিধান সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। উপযুক্ত কার্য্যে উপযুক্ত পাত্রই নির্ব্বাচিত হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে এরূপ হইলে বড়ই সুখকর হইত।

—০০—

মহামান্য রাজপ্রতিনিধি জুবিলি উপলক্ষে এই সমস্ত ভারতবর্ষের আনন্দ মহোৎসব বিষয় মহারাণী ভারতেশ্বরীকে জ্ঞাপন করেন। তিনি তৎশ্রবণে সাতিশয় প্রীতা হইয়া ভারতীয় প্রজাবর্গের ঈদৃশ রাজভক্তি জন্য তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, এ সমস্ত ব্যাপার যে মহারাজ্ঞীর জ্ঞান-গোচর হইয়া তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ও বাৎসল্যের উদ্রেক করিয়াছে ইহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত ও উৎসাহিত হইলাম।

—০০০—

সহযোগী নববিভাকর সাধারণীপ্রায় মাসাধিক হইল সময়োপযোগী একটী গুরুতর প্রস্তাব আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন, তিনি বলেন যে, প্রাজনৈতিক গবেষণা অতি দুরূহ বিষয়। সে সম্বন্ধে অন্য অন্য কোন সহযোগীকেই অগ্রসর দেখিতেছি না। যথার্থ কাজের কথা, নীতির কথা, সহসা হৃদয় আকর্ষণ করে এরূপ চিন্তাশীল সহসা পাওয়া বড়ই দুষ্কর। কালের গতি এমনি যে, দেশহিতৈষিতা

ভানে, হুজুক ও চুটকী গল্প লইয়াই উদ্দেশ্যের সার্থকতা করিতে অনেকেই প্রয়াসী। কপাল গুণে তদনুরূপ পাঠকেরও অভাব নাই। যাহা হউক, যিনি যেরূপ করেন করুন। যখন আজ কাল মুড়ী মিছরি এক দরে ক্রয় বিক্রয়ে লোকে ইচ্ছুক, তখন তরল মস্তিষ্ক, হিতৈষীদিগের সহিত বাক্ বিতণ্ডা না করিয়া স্বকীয় বা সুশৃঙ্খলা মতে সম্পাদনপূর্ব্বক সংবাদপত্রের গৌরব রক্ষার্থ যত্নবান হওয়া আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

যে দিবস সহযোগী নববিভাকর সাধারণী প্রজা-নীতি আন্দোলনের উল্লেখ করেন আমরা উক্ত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া উহার সারবত্তা বিশেষ অনুভব করি এবং কি প্রকারে উত্থাপিত সঙ্কল্প সাধন হয় তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হই। কেবল বাক্য আড়ম্বরে পত্রিকার অবয়ব পূর্ণ না করিয়া অগ্রে কার্য্যের বন্দোবস্ত শ্রেয় বিবেচনায় আমরা নূতন বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রস্তাবিত বিষয় সম্পাদন এক জন সম্পাদকের দ্বারা নির্ব্বাহ দুরূহ। এক বা এক শক্তি ত্রিবিধ বিষয়ে পরিচালন উদ্দেশে আমরা নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমাদের সুযোগ্য সহকারী সর্ব্বদাই মফঃস্বলে ভ্রমণ করিয়া প্রজার অবস্থার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন; অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জেলার প্রত্যেক শ্রেণীর প্রকৃতি পুঙ্খেব রীতি, নীতি, সুখ, দুঃখ, সাংসারিক ঘটনা, প্রাকৃতিক অবস্থা, রাজ ব্যবহার, ইত্যাদি অকুতে ভয়ে আন্দোলনে রত রহিবেন। তবে ইহার মধ্যে কথা এই যে এক জেলায় এক দিক ক্রমে সমুদায় অনুসন্ধান করিতে হইলে এক স্থানে অনেক সময় অতীত হইবে, অতএব এক স্থলে কিছুদিন আন্দোলনের পর স্থানান্তরে যাইবেন। এইরূপ কতকগুলি স্থান ভ্রমণান্তে পুনরায় আবার প্রথম আন্দোলনের স্থলে উপস্থিত হইবেন। এইরূপ চিরদিন চলিবে ইহাই আমাদের আশা।

বলা বাহুল্য রাজনীতিসম্বন্ধে সোমপ্রকাশ অগ্রণী, প্রজানীতি ও রাজনীতির রূপান্তর মাত্র। ইহার সহিত যে রাজনীতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব নূতন নীতি পরিচালন পক্ষে সোমপ্রকাশের পথ প্রদর্শক হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য অতএব আমরা কর্ত্তব্য পালন বাসনায় প্রস্তুত হইলাম। এই সপ্তাহ হইতেই আমাদের সহকারী মফঃস্বল যাত্রা করিলেন।

এ বিষয়ে নববিভাকর সাধারণীর ন্যায় চিন্তাশীল সহযোগীর সহিত আমরা মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে সচেষ্ট রহিব।

—•••—

বিলাতের মহাসভার কার্য্যপ্রণালী মধ্যে কিছু নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই নূতন নিয়মে মহাসভার স্পিকার ও চেয়ার ম্যানের উপর মেম্বরদিগের বাদ বিতণ্ডা বিষয়ে অনেকটা ক্ষমতা দেওয়া হইবে। সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, সপ্তাহে এই চারি দিবস বেলা দুইটা হইতে রাত্রি ১২॥০ টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলিবে। যদি কোন মেম্বর বক্তৃতার সময় বাধা দিয়া সভার কোন মানহানিকর অকথ্য কথা বলেন তাহা হইলে স্পিকার অথবা চেয়ারম্যানের আদেশ মত সে দিবস তিনি সভায় থাকিতে পারিবেন না। যত দিন তিনি অসদাচরণ ও সভার মর্য্যাদালোপ জন্য দুঃখ প্রকাশ না করিবেন ততদিন তিনি মহাসভায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। বিলাতের যে মহাসভার এত প্রতাপ সেই মহাসভার সভ্যদিগকে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ না করিলে আর কোন মতে চলে না। যেখানে সভ্যতার বাড়াবাড়ি সেই খানেই বন্ধন রজ্জু বড় কঠিন আবশ্যক।

—••—

ভারত গবর্ণমেণ্ট "ভারতীয় কোম্পানির আইন বলিয়া একটী নূতন আইনের সৃষ্টি করিয়াছেন। আইনের উদ্দেশ্য এই, কোন কারবারী ব্যক্তি অথবা ফারম ফেল হইলে দেনা পাওনা লইয়া বড় গোলযোগ হয়। পাওনাদারেরা দেউলিয়ার মালামাল বিক্রয় করিয়া কেহ কিছু টাকা পান কেহ, বা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন, এবং পাওনাদারদিগের মধ্য বিবাদ বিসম্বাদও ঘটিয়া থাকে। এই বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য এই বিধান হইয়াছে, যদি দেউলিয়া কোম্পানির নিকট গবর্ণমেণ্টের কিছু পাওনা থাকে তাহা হইলে অগ্রে আদায় হইবে। তাহার পর হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থে কর্ম্মচারীদিগের বেতন পরিশোধ হইবে। পরে যাহা থাকিবে তাহাতে পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত মজুর আদির পাওনা পরিশোধ হইবে। যে দিক দিয়া হউক গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি না হইলেই হইল। দরিদ্রকর্ম্মচারীগণের পাওয়া না পাওয়া পক্ষে তত জিদ রহিল না।

আমাদিগের কাশীর সংবাদ দাতা প্রতিবাদ বলিয়া যে একখানি পত্র আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষ সর্ব্বজন-সমাদৃত হইবে না বলিয়া প্রকাশ করিলাম না। পত্রখানি ব্যক্তি ও ধর্ম্ম নিষ্ঠ। সুতরাং আমাদিগের পত্রিকার উদ্দেশ্যের অনভিমত। আশা করি, তিনি ঈদৃশ পত্র প্রেরণে ক্ষান্ত হইবেন।

রুষ ও ভারত।

আজ কয়েক বৎসর গত হইল আমরা কেবল শুনিতেছি যে রুষগণ ভারত আক্রমণে কৃতসংকল্প। কিন্তু পুনঃ পুনঃ এইরূপ জনশ্রুতি হওয়াতে লোকের আর এ কথায় তাদৃশ বিশ্বাস, কিম্বা ভয় হইতেছে না, সুতরাং সকলেই তাদৃশ সতর্ক নহে। কিন্তু কখন কি হয় তাহা বলা যায় না। যে জনশ্রুতি এতদিন পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তে কোন না কোন রূপে সকলের কর্ণগোচর হইতেছে ইহা যে একেবারে অমূলক তাহা আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। স্বর্ণ-ভারতের আধিপত্য গ্রহণে কে না ইচ্ছুক হয়? ঈদৃশ দেশের আধিপত্য গ্রহণ করিতে পারিলে যে অধীশ্বরের আশাতীত ফল লাভ হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? কারণ এমন শস্যোৎপাদিকা, রত্ন-প্রসবিণী, ভূমি ভূমণ্ডল মধ্যে আর কোথায় পাওয়া যায়? এই গুণ সমূহই ত স্বর্ণ ভারতের বৈদেশিক আক্রমণের প্রধান কারণ। আমরা চিরকাল ইতিহাসে দেখিয়া আসিতেছি যে, ভারত কোন না কোন বৈদেশিক সম্রাটের অধীনস্থ হইয়া আসিতেছে। ইহার আধিপত্য জন্য কতশত জীবগণের শোণিত-প্রবাহে ভারত-ভূমি কলুষিতা হইয়াছে। কতশত নরপিশাচ আপনার ভ্রাতা পিতা পিতৃব্যাদি প্রাণ-সম ব্যক্তিবর্গের জীবন-বিনাশেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। কতশত নীচ-প্রবৃত্তি ব্যক্তিগণ ভবিষ্যৎ-সম্পদ-লোভে বৈদেশিক শত্রুদিগকে স্ব স্ব রন্ধ্র প্রদর্শন করিয়া অবশেষে সম্পদ দূরে থাক কেবল শত্রুগণের কঠোর অত্যাচার ও ঘৃণার ভাজন হইয়াছে। স্বর্ণ-ভারত যে অবিচ্ছিন্ন বৈদেশিকগণেরকঠোর-

দণ্ড-প্রণালী সহ্য করিয়া ক্রমশঃ হীনকান্তি হইয়া আসিতেছে তাহা ব্যক্তি মাত্রেই অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সে হাস্য নাই; সে স্ফূর্ত্তি নাই, সে উৎসাহোদ্দীপক গরিমা নাই। বলিতে কি ভারত আজ কঙ্কাল-মাত্রা বশিষ্ট। এই সমস্ত পর্য্যালোচনে আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি যে রুষকর্ত্তৃক ভারত-আক্রমণ একেবারে অমূলক নহে। নিত্যই তার যোগে নূতন নূতন সংবাদ পাইতেছি। বিরানাব প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস গেজেট বলেন যে, "শীঘ্রই ভারত আক্রমণ করিবে বলিয়া রুষ মধ্য এসিয়াতে অনেক আয়োজন করিতেছেন। বিগত সেপ্‌টেম্বর হইতে রুষ সমরখণ্ড মার্ভ ও আফ্‌গান প্রান্তভাগে ভারত আক্রমণ মানসে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। রুষ সৈন্য বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সমর সজ্জার সমস্তই স্থির করিয়াছেন। সেনাপতিগণ বিপক্ষ নিরাস নিমিত্ত অশ্ব সৈন্য বৃদ্ধি করিবার মানসে পার্শীয়ায় ৪০ হাজার অশ্ব ক্রয় করিয়াছেন।" যদি এ সমস্ত বিষয় যথার্থ হয় তবে ভারত গভর্ণমেণ্টকে ইহার প্রতিবিধানে উদ্যুক্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কারণ অতি সামান্য রিপুও নিঃশঙ্ক চিত্তে অবস্থিত অতিপ্রবলরিপুকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়। যদিও যে সমস্ত অগণ্য আনুমানিক সৈন্যাদির কথা সতত জ্ঞান গোচর হইতেছে তাহা অবিকল সত্য না হইতে পারে, কিন্তু তাহার কতক অংশ বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং তৎ প্রতিকারে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা আরও শুনিতেছি যে "মধ্য এসিয়ার সেনাপতি কুমার ডণ্ডুকফ্ কোসাকেব হস্তে যুদ্ধ যাত্রার ভার অর্পণ করা হইবে। ইহার মধ্যে অশ্ব সৈন্যই অধিক থাকিবে। সমরখণ্ড মার্ভ এবং অন্যান্য আফ্‌গানপ্রান্তবর্ত্তিদেশে ৬০ হাজার রুষ পদাতি ৪০, হাজার অশ্ব সৈন্য ও ৪৮০ কামান প্রভৃতি যুদ্ধের আয়োজন প্রস্তুত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ওরেনবর্গ ও সাইবিরিয়া হইতে শীঘ্রই ৪৫ হাজার সৈন্য আসিবার সম্ভব আছে। এবং বোখারার ১২ হাজার সৈন্য শীঘ্রই ৮ হাজার পদাতি সৈন্য সহ মিলিত হইবে। যেরূপ সৈন্য সংখ্যা প্রদর্শিত হইল ইহা যে সমস্তই বিশ্বাস যোগ্য তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে রুষ মধ্য এসিয়াতে একটী প্রধান সৈন্য আস্থান নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং যে স্থান আক্রমণ করিতে উদ্দেশ্য হইবে তাহা অবিলম্বেই সাধিত করিবেন।" এসমস্ত শ্রবণে ভারত গভর্ণমেণ্ট যে নিশ্চিন্ত থাকিবেন তাহা কখনই সম্ভব নয় এবং ইহাঁরা বিশিষ্টরূপ সজ্জিত থাকিলে যে রুষসমরে হীনপদ হইবেন তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। তবে এই কথা বলিতে পারি যে শত্রুগণ সততই রন্ধ্র বেষী রন্ধ্র প্রাপ্ত হইলে অতি প্রবল শত্রুজয়ও অতি সুসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। অতএব আমাদিগের ইচ্ছা যে, রুষগণ যেন কোন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া অকস্মাৎ ভারত আক্রমণ করিতে সমর্থ না হয়।

আমরা আবার শুনিতেছি যে, ভারত সীমা প্রান্ত হইতে যে সমস্ত দেশের মধ্য দিয়া রুষ সৈন্যগণ পরিচালিত হইবে, সমস্ত দেশবাসিগণকে হস্তগত করিতে রুষ, যে কোন উপায়েই হউক, চেষ্টা করিতেছেন। এ উদ্দেশ্য সাধনে বহু দিন হইতে রুষচর মধ্য এসিয়ার অনেক স্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিচরণ করিতেছে। মধ্যভারতবাসিগণ রুষের বল ও পদমর্য্যাদা দর্শনে তাহার প্রতি আর কোন রূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে না। টম্‌সক ও রেনবর্গ নিবাসী ধর্ম্ম যাজক ও বণিকগণ ২০০ লক্ষ রুবল মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধব্যয় নির্ব্বাহার্থে রুষ গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। এই সমস্ত শ্রবণে আমাদিগের অত্যন্ত উদ্বেগ হইতেছে। ভারত আকাশে যে ক্রমাগত ঘোর কালমেঘ সঞ্চিত হইতেছে ইহা ভয়াবহ পরিণাম-সূচক। এখন এ সমস্ত যে কি সে পরিণত হয় তাহা বলা যায় না। এ কৃষ্ণমেঘাবলী সহ যদি কিঞ্চিৎ উষ্ণতা যোগ হয় তাহা হইলে হয় ত প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া অতি ভয়াবহ ঝটিকাতে পরিণত হইবে ও অসীমকাল রচিত কীর্ত্তি-স্তম্ভ সমূলে উৎপাটিত করিবে। কিন্তু একান্ত প্রার্থনীয় যে, এ ঘনাবলি যেন শীতল বারি বর্ষণ করিয়া ভয়-চকিত প্রাণিবর্গকে শান্ত করে ও ভবিষ্যৎ তরবিপুল সুখ সমৃদ্ধির বীজ রোপণ করে। আমরা সততই শান্তি-প্রিয়। শান্তিতে কার্য্য সিদ্ধ হইলেই আমরা অত্যন্ত সুখী হই। অতএব শান্তিই একান্ত প্রার্থনীয়।

—••—

নৈতিক জটিলতা।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয় নীতি প্রায় সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া মোহিনীমায়ায় প্রকৃতিপুঞ্জকে আকর্ষণ করত অন্তঃসার-শূন্য করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু ইহার এমনি কমনীয় কান্তি ও গূঢ় শক্তি, যে সহসা কেহ তাহার যথার্থ অনুসন্ধান করিয়া মায়াভেদ করিতে সমর্থ হয় না। নিরক্ষর বা অল্প শিক্ষিতদিগের তো কথাই নাই। সমাজে যাহারা শিক্ষিত ও বিবেচক বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, তাঁহারাই উক্ত নীতির কুটিল চক্রান্তে যখন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তখন প্রস্তাবিত নীতি যে কতদূর গুরুতর তাহা বিবেচক মাত্রেই অনুভব করিতে পারিতেছেন। ম্লেচ্ছ অনুকরণাকাংক্ষী ভারতের অনেক বিদ্যাদিগগজ হয় তো প্রমাণ করিতে প্রস্তুত হইয়েন যে, যে নীতি-বলে পণ্ডিত মূর্খ সকলেই আয়ত্ত হয় তাহা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ নীতি। এ কথাটী যে যুক্তিযুক্ত তাহা আমরাও স্বীকার করি। যে নীতি-সূত্রে উত্তমাধম সমগ্র লোক গ্রথিত হয় তাহা অবশ্য প্রশংসনীয়। তবে ইহার অর্থ দ্বিবিধ। রাজা রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের প্রণয় রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া একতানে ছোটবড় প্রজাগণ বনবাসকেও গৌরব জ্ঞান করিয়াছিল। ইহা একপ্রকার। আর সিরাজের জলন্ত প্রখর শাসনে প্রকৃতি-কুল উদ্বেজিত হইয়া উচ্চ নীচ একত্র মিলিত হইয়াছিল ইহাও আর একরূপ। ফলতঃ হেতু দ্বিবিধ হইলেও ফলের সমতা আছে। এইরূপ আধুনিক নীতি যদিও সর্ব্বসাধারণকে সমভাবে, চালিত করিতেছেন, তাহা সরল ভাবে নয় কেবল কোশলে। এই কৌশল ময়ী বিচিত্র নীতি দিন দিন ভারতের অন্তর সার-শূন্য করিতেছে, ইহা চিন্তাশীল মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, ইউরোপীয়েরা কি কৌশলময় নীতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন! ধন্য তাহাদের কূট-মন্ত্রণা। মুসলমান সম্রাটগণ দেশের মধ্যে দৃঢ়রূপে বাস করিয়া তরবারির প্রতাপে এসিয়াখণ্ডকে কম্পান্বিত করিয়াছিলেন। যবন-বলের দর্পে ভারত দিবা নিশি মহাশঙ্কিত থাকিয়াও, অবলীলা ক্রমে স্বধর্ম্ম বজায় রাখিয়া আসিয়াছেন, এমন কি কঠোর-করভার-বহনেও হিন্দু নীতি কলুষিতা হন নাই। কিন্তু দেখ বৃটনেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাহারও কোন ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল নীতির চাল চালিয়া এমন দৃঢ়বদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাহার উপর অভিযোগের পথ রাখেন নাই বটে, কিন্তু পরম্পরাসম্বন্ধে তাঁহাদিগের শৈথিল্য বশতঃ অনেক বিপরীত বিষয় বদ্ধমূল হইতেছে। আয় ব্যয়ের হিসাবে প্রদর্শিত হইতেছে যে, ভারতের আয় ভারত-শাসনেই ব্যয় হয় বরং শাসনার্থে ঋণ করিয়া ও কার্য্য করা হইতেছে। কথাটী উপর উপর শুনিতে বেশ সরল, কিন্তু একটু ভিতর নজর করিলেই দৃষ্ট হইবে আয়ের অধিকাংশ জাহাজ যোগে সমুদ্র

পারে যাইতেছে, অথচ কাহারও কথাটী কহিবার পথ নাই। এ গুলিতো প্রভুর সাক্ষাৎ স্বহস্তেই চালিত করেন, আবার দেখুন, যে গুণধরগণ গুণবান হইয়া সাগর পার হন তাঁহারা নিজেই স্বোপার্জ্জিত অর্থের যত অধিকাংশ অর্ণব-পারে পাঠাইতে পারেন ততই আত্মাকে কৃতার্থ মনে করেন। কি ভয়ঙ্কর জটিল নীতি। তদীয় পাশ-স্পর্শে সন্তান জননীর দিকে দৃকপাত করে না। ভ্রাতা ভ্রাতৃগণের মুখ চাহে না, লৌকিক প্রথায় আবদ্ধ হয় না। হায়, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই! আধুনিক সংস্কারক-গণ আবার মনে করিতেছেন উক্ত বৈদেশিক নীতিআশ্রয়ে দেশ উদ্ধার করিবেন, এরূপ অনুষ্ঠান উন্মত্ত-চেষ্টিতবৎ সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয় নীতিতে আপাতমধুর মত কতকগুলি কার্য্য বিস্তার করিতেছে। আপাতমধুর হইলেই, প্রায় পরিণাম গরল, এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু এমনি আমাদের ভারতের ভাগ্যবিড়ম্বনা যে, আপাতমধুর বিষয় প্রায়ই পরিণামবিষ, ইহা ভারতসন্তানগণ অনেকে জ্ঞাত হইয়াও সংস্পর্শ হইতে ইচ্ছুক নহেন। অন্ন বস্ত্রের জন্য চতুর্দ্দিকে হাহাকার। তাহা দেখিযা ও উপশমের উপায়সমূহ বিদ্যমান থাকিতেও নব-নীতি-জড়িত-জাল অতিক্রমপূর্ব্বক তাহাতে অগ্রসর হইতে কেহই বাধ্য হইতেছেন না। এবম্বিধ দর্শনে অনুমান হয়, সৎআশা, অধ্যবসায়, কায্যদক্ষতা ভারতসন্তানদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বৈদেশিকনীতির পদলেহন করিতেছে, ; নচেৎ যে ভারত তাজমহলের প্রসবিতা, তাহার তনয়গণ আজ ডাকঘরের গম্বুজ দেখিয়া আহ্লাদে জ্ঞানশূন্য। হা ভাগ্য! হা বিধাতঃ! ভারতের ভাগ্যে এতদূর লিখেছিলে! যাহার সাহিত্য, জ্যোতিষগণিত, শিল্প ইত্যাদি বিদ্যাসমূহ জগতের শীর্ষস্থানীয়, তাহার তনয়গণ শিক্ষা জন্য ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জাতি, কুলে জলাঞ্জলি দিয়া জলধিবক্ষঃ অতিক্রমানন্তর অবশেষে অদ্ভুত বিদ্যালাভ করিয়া আশ্চর্য্য মূর্ত্তিতে দেশাগমনপূর্ব্বক জননীর যন্ত্রণার কারণ হইতেছে। হা হতবিধে, ভারত তনয়গণকে আর কত দেখাইবে, কত ভোগাইবে। রে অর্ণবতীরস্থনীতিস্থ, উনবিংশ শতাব্দিতে তোমারি জয় ধন্য, ও তোমার চালকগণকে কোটী কোটী ধন্যবাদ!

উপাধি লাভ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মিঃ এ, এম, রেণ্ডেল এম, এ। মিঃ, ডি, সি, ম্যাকন্যার, সি, এস, আই। নবাব মনিরদ্দোলা সলার জঙ্গ বাহাদুর। সার জজ্ ফিটোকায় মেলক্ ওয়ার্থ বার্ড উড্ কেটি; সি, এস, আই; এম, ডি, এস এল, ডি। রাজা রঞ্জিত সিংহ রটনাম। সার্জ্জন জেনারল বেনজামিন সিসন্ এম, ডি। মিঃ এ, জে, এল, ক্যাপন্। নবাব আলি কদর সায়দ, হসান আলি বাহাদুর মুর্শিদাবাদ। মহারাজা লছমেশ্বর সিংহ বাহাদুর দ্বারভাঙ্গা। বাপু সাহেব অভয়। মিঃ ডি, এম, ওয়ালেস্। অনারেবল্ এ, ডব্লিউ ক্রফট্ সি, আই, ই; এম, এ। মিঃ ব্র্যাডফোর্ড্ লেস্লি ইন্জিনিয়ার।

কম্প্যানিয়ন্—মিঃ সি, এল, ব্রিস্‌ব্যাঙ্ক এক; জি, এস্। কাপ্তেন এফ, জি, রেকস্। অনারেবল রাও বাহাদুর মহাদেব গোবিন্দ র্যানেড, এম, এ; এল্ এল, বি। মিঃ উইলিয়ম্ ওয়াড্সওয়ার্থ এম, এ। কাপ্তেন এ, এফ, ডিলাক্সো। সরদার সিয়ার আমদ খাঁ। রসল্দার মেজর মহম্মদ আস্লাম খাঁ সর্দ্দার ব হাদুর। মিঃ এচ, এস, ম্যাথুজ্ এম, আই, সি, ই। প্যালে চেণ্টসন্ রো পাণ্টছ। কর্ণেল জন্ ষ্টুয়ার্ট। সায়দ আমির আলি ব্যারিষ্টার। মিঃ এচ, এস, কিঙ্গ। মিঃ জি সোয়ান্। মিঃ টি, ঘি, ক্রিষ্টি এস, ডি। মিঃ ডবলিউ, জে, মেটল্যাণ্ড। মঙ্গপিসি।

নাইট—মিঃ এ উইলসন। এম, আর, রাই, সি, এস, রামস্বামী মুডালিযার আভার্গাল সি, আই, ই ডিনসা ম্যানকৃজি পেটিট। অনারেবল এচ, এল, হ্যারিসন বি, এ। মিঃ এচ, এম, গ্লাডেন ব্যারিষ্টার জজ পঞ্জাব।

সেণ্ট মাইকেল, সেণ্টজর্জ অডার—মেজর ডবলিউ, এচ, মিকলে জন। মেজর, এ, টি, এস এবারক্রম্বি রিগু। সর্জন সি, ডবলিউ আউএন সি, আই, ই। কাজি মহম্মদ আস্লেম্ খাঁ সি, এস্।

রায় বাহাদুর—অনারেবল এস সুব্রামানিয়া আইয়ার। রঙ্গনাথ মুদেলিয়ার পণ্ডিত পি, রামস্বামী চতিয়ার। পি রাজরত্ন মুদালি। পি আনন্দচারলু বি, এল। কোদিনালায়ণ স্বামী নৈদু। বন্দরি জগন্নাথ রাও পণ্টালু। তি বাশ্যাম আয়েঙ্গার। আফটধানাকোটি মুদেলিয়ার। কে, কৃষ্ণেন মেনন। অদকি সুদর্শন রাও। টি সুব্রামানিয়া পিল্লাই। এস আর্য্যস্বামী শাস্ত্রী। বাবু অম্বিকাচরণ রায়, বেহালা। বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বালি। বাবু তেজনারায়ণ সিং, ভাগলপুর। বাবু সুরজমল ঝনঝনিয়া বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা। বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় স্কুল ইন্‌স্পেক্টর। বাবু কালীচন্দ্র দত্ত, মালদহ পণ্ডিত বদরি দত্ত যোষ, কুমাউন। বাবু কাস্তু মল ফাইজাবাদ। লালা মুকুন্দনীয়া আগরা। সাধোহন লাল, আগরা। পণ্ডিত শ্রীকিষণ লক্নাউন রায়বাণ মুকুন্দ, উত্তরপশ্চিমবিভাগ। মুন্সি শিবনারায়ণ, আগরা। বাবু কাশীনাথ বিশ্বাস, আগরা। লালা গগর মল, অমৃতসার। পণ্ডিত বিহারীলাল পঞ্জাব। লালা প্যারিলাল দিল্লি। যশোবন্ত রায় রোটাক। লালা তারাচাঁদ পাণিপত। লালা তিলক চাঁদ কর্ণাল। পণ্ডিত বালপ্রসাদ। শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ বি, এল, আসাম। যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, আসাম। বাবু গুণাভিরাম শর্ম্মা বর্ম, আসাম। সেত মনালাল, মস্তানা সেত কাস্তর চাদ। বাবু বীরেশ্বর দত্ত, মধ্যভারত। মুকুন্দবাল কৃষ্ণ বুটি। মিঃ নর্সিমি এজার, মাইশোর। মিঃ শ্রীনিবাস চারি, বাঙ্গালোর ধজপতরায় পেসওয়ার। সর্দ্দার হরি সিং, শিয়ালকোট। বাবু নামদাস রায় চৌধুরী। হিরা সিং।

রাও বাহাদুর—মার্টাণ্ড ওয়ামাজ। মিঃ চুনিলাল বেণীলাল। মিঃ দৌলত রায় মুনসি। মিঃ পার্ব্বতীশঙ্কর দেব। রাও সাহব বিশ্রাম সমজি ঘোল। বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অপজি অমর সিং। দেওয়ান জনিবিহারি লাল। ইনবার্ সিং। নারায়ণ রাও ঠিকাজি রামচন্দ্র বিটন। গণেশ সীতারাম শাস্ত্রী।

খাঁ সাহেব—আবদুল ফিরজ খাঁ। ফজলল্ ফর্দার। রিপাইদার সিকন্দার খাঁ। জমাদার আমির মহামদ খাঁ। জমাদার আবিদ খাঁ। মহম্মদ নাবি। আবদুল্লা খাঁ।

রাও সাহেব—ত্রিম্বক গোপাল। নীলকণ্ঠ গোবিন্দ গোখেল। নভিরাম রঘুনাথ দাস। শ্রীস্থক্ষ বাসুদেব বালিকর। অমূলক শিবদাস। দলপত্রস্ প্রস্তাবন থকত। মুদিয়াপা বিরুপকসীপা নারায়ণ রাও গোপীনাথ গারু। রসলদার তেজ সিং

রায়—মায়া দাস। লালাশিব সাহেমন।

কায়েৎথে জঙ্গখে সালেয়েমিন—মঙ্গবাটু! মঙ্গহমে। মজপনাকা কায়ঙ্গ ওক্। কাযমজ। মঙ্গনুথা। মঙ্গল য়ান।

থুযেগন্থ নখে দমামিন—মঙ্গ ক্যাওজ। মঙ্গবাউ।

সমালোচনা

ডোজি মেট্রিক, চিকিৎসাতত্ত্ব। ফরাশি ডাক্তার বুগ্রাভের ওলাউঠা চিকিৎসা। ডাঃ কে, এল, বেনার্জ্জি কর্ত্তৃক ফরাসী ভাষা হইতে সঙ্কলিত। মূল্য ।০ আনা। প্রস্তাবিত পুস্তকখানি ডোজিমেট্রিক মতে ওলাউঠা লিখিত

হইয়াছে, উল্লিখিত মতটী এখনও আমাদের দেশ সাধারণ্যে প্রচারিত হয় নাই, ফলেন পরিচিয়তে, ফল দৃষ্ট ভিন্ন বিশেষ সমালোচনায় অগ্রসর হইতে পারা যায় না, চিকিৎসাপ্রণালী যেরূপ লিখিত হইয়াছে বিনি যখন অমত বিবৃত করেন, নিজ মতানুসারেই লিখিয়া থাকেন, তাহাতে চিকিৎসাগ্রন্থের সহসা উত্তম অধম বিবেচনা করিবার উপায় নাই, তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে অনেকগুলি ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ বেকার কিছু দিনের জন্য মানভূমের ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন। সাহাবাদের জয়েণ্ট মাজিঃ মিঃ সারস মিঃ বেকারের অনুপস্থিতি কালে তৎপদে কার্য্য করিবেন। মেদিনীপুর কাঁথির ডিঃ মিঃ মৌলবী মহম্মদ আবদুল কাদেরের করিদপুরে বদলীর হুকুম রদ হইল। মালদহের অফিসিয়েটিং ডিঃ মাঃ মৌলবী আবেদুল সালেন হুগলীর সদরে বদলি হইলেন। সারণের জয়েণ্ট মাজিঃ মিঃ কাডিং কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রামের সদরে বদলী হইলেন। খুলনার ডিঃ মাঃ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু ময়মনসিংহের সদরে বদলী হইলেন। হুগলীর জয়েণ্ট মাজিঃ মিঃ পার্জিটার কিছুদিনের জন্য যশোরের সেসন জজের কার্য্য করিবেন। পাটনার অস্থায়ী সব ডিঃ কালেঃ শ্রীযুক্ত রাম নিরঞ্জন প্রসাদ সারণের গোপালগঞ্জ মহকুমায় বদলী হইলেন। মেদিনীপুর কাঁথির সব ডিঃ কালেঃ শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন সেন বারভাঙ্গা জেলার তাজপুর মহকুমায় বদলী হইলেন।

পুলিস সংক্রান্ত বিভাগ। চাম্পারণের ডিঃ পুঃ সুঃ মিঃ গ্রীন চম্পারণে বদলী হইলেন। লোহার ডাগা পালামের আসিষ্টাণ্ট পুঃ সুঃ মিঃ টকার কিছুদিন হুগলীর পুঃ সুঃ হইয়া কাজ করিবেন। হুগলী শ্রীরামপুরের আসিষ্টাণ্ট পুঃ সুঃ মিঃ কেম্প লোহারডাগা পালামোতে এবং ২৪ পরগণার অফিসিয়েটিং আসিষ্টাণ্ট পুঃ সুঃ হুগলী শ্রীরামপুরে বদলী হইলেন।

রেজিষ্টারী। যশোর কেশবপুরের ক্রয়াল সব রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ ঐ জেলার শালখিয়ায়, এবং শালখিয়ার ক্রয়াল সব রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায় কেশবপুরে রহিলেন। পূর্ণিয়া জেলার আরারিয়া ও কৃষ্ণগঞ্জের শিক্ষানবিশি ক্রয়াল সব রেজিষ্টার বাবু গোপাললাল ও মুনসি দিলওয়ার হোসেন আপনাদের পদে পাকা হইলেন।

বিচার। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ধর এম, এ, বি, এল, ত্রিপুরা মুরাদনগরের এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এল, যশোর সাতক্ষীরার এবং বাবু লাল সিংহ বি, এল, মেদিনীপুর তমলুকের একটিং মুনসেফ নিযুক্ত হইলেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

নাইস—২৩এ ফেব্রুয়ারি—ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগ হইতে ইটালির উত্তরাংশ পর্য্যন্ত ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছে। রিভিয়ার অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে ও অনেক মনুষ্যের মৃত্যু হইয়াছে। নাইস দেশে অধিক ক্ষতি হয় নাই।

বার্লিন—২৩এ ফেব্রুয়ারি—আগামী ৩রা মার্চ রেকস্ টাগ্ সমিতি মিলিত হইবার জন্য আহূত হইয়াছে।

রোম- ২৩এ ফেব্রুয়ারি—এখানে সন্ধি সভার মহা গোলোযোগ চলিতেছে। সাইনর ডিপ্রেটিস নূতন মন্ত্রিসভা স্থাপনে বিফল মনোরথ হইয়াছেন।

লণ্ডন —২৪এ ফেব্রুয়ারি—বুলগেরিয়ার রাজকুমার এলেক্জ্যাণ্ডার ভয়ানক জ্বর-বসন্তগ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি একণে চৈতন্যভাবে রহিয়াছেন।

লণ্ডন—২৫এ ফেব্রুয়ারি—বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে নির্ম্মাণে যে মূলধন আবশ্যক হইয়াছিল একণে তাহার প্রায় চতুর্গুণ সংগৃহীত হইয়াছে।

অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মাণি, ও ইটালি পরস্পর এক-তাসূত্রে পুনর্ব্বার আবদ্ধ হইয়াছে।

সুয়েজ—ফেব্রুয়ারি—২৪—ইউফ্রেটিস নামক সৈন্যতরী, যাহা বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, তাহা সুয়েজ কেনাল অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

লণ্ডন্ ২৬এ ফেব্রুয়ারি—ক্যামন্স হইতে প্রিনস অফ্ ওয়েলস্ লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিতেছেন এবং আগামী ২ মার্চ সেণ্টজেমস প্যালেসে লেভি আহ্বান করিবেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল—২৫ ফেব্রুয়ারি – পোর্টের বিশেষ কমিসনর রিজা পাশা এবং বুলগেরিয়ার অন্যতম প্রতিনিধি এম, বেকক্ অদ্য সোফিয়াভিমুখে যাত্রা করিবেন। বুলগেরিয়ার প্রতিনিধিদ্বয় এম, এম, ষ্টইলফ্ ও কলটচেফ সবলাইম পোর্টী ও অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজগণের প্রতিনিধি সহ বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত এখানে থাকিবেন।

লণ্ডন—২৫এ ফেব্রুয়ারি—এখান হইতে ৮ই তারিখে যে ডাক বিলাত অভিমুখে গমন করে তাহা ১১ই বোম্বাই পৌঁছিয়া অদ্য ব্রিণ্ডিসিতে উপস্থিত হইয়াছে এবং ২৮শে সোমবার লণ্ডন পৌঁছিবে।

বিয়ানা—২৪এ ফেব্রুয়ারি—মিঃ ভিলন এবং অন্য ৫ জন রাজস্ব প্রদানে বাধা দিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। তাহাদের বিচারে জুরিগণের মতের ঐক্য হয় নাই।

ব্রহ্ম ও রুষ সংবাদ।

২রা ফেব্রুয়ারি ৪০০ মগ সেনা কাণ্ডেন গুবিনের ছাউনি আক্রমণ করিয়াছিল। মগেরা হটিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু দুইজন ইংরাজসৈন্যকে হত করিয়াছে। ইংরাজ পক্ষ হইতে একজন সৈন্য ও অনেকগুলি ঘোড়া হত হইয়াছে। মগদিগের কত ক্ষতি হইয়াছে জানা যায় নাই।

ইংরাজেরা কোয়েটা রেল লাইন ক্রমে উত্তর দিকে অগ্রসর করিতেছেন দেখিয়া রুষ বণিকদিগের আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ-রেলওয়ে চালিত হইলে তাহাদিগের দ্রব্যাদিতে প্রবেশ পূর্ণ হইবে, এই জন্য সওদাগরেরা রুষ গবর্ণমেণ্টকে বলিতেছেন যে, আসিয়াটিক রুষের সীমান্তে নূতন কষ্টম লাইনের পত্তন হউক। রুষ গবর্ণমেণ্ট কি নূতন কষ্টম লাইনের পত্তন করিবেন কি কোয়েটা লাইনটীর মূলচ্ছেদ করিবেন, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

সম্প্রতি অক্‌সস নদীতে দুইখানি রুষিয় সশস্ত্র রণতরী আসিয়া উপস্থিত হয়। কাবুলের আমীর এই সংবাদ অবগত হইয়া শঙ্কিত হন এবং ভারত গবর্ণমেণ্টকে সংবাদ পাঠান। রুষ রণতরী দুয় একণে আমুদারীয়া নদীতে লঙ্গর করিতে পারিতেছে না। রুষের হুকুম মত অক্‌সসের মধ্যস্থলে ষ্টেশন নির্ম্মাণ করিতেছেন।

প্রিন্স মুরুপেঙ্গের সহিত যাহারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল বলিয়া অভিযুক্ত হয় মান্দালাইয়ের ডেপুটি কমিশনর তাহাদিগকে দ্বীপান্তরিত করিয়াছেন, যে গণক গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন ষড়যন্ত্রের ফল ভাল হইবে, তাহার ১০ বৎসরের কারাদণ্ড হইয়াছে।

কলিকাতা

১৭ই ফেব্রুয়ারি, রাজ্যাভিষেকের জুবিলি উপলক্ষে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যে সমর প্রদর্শনী হয় তাহা ঈদৃশ সুচারু হইয়াছিল যে, ঐরূপ প্রদর্শনী পুনর্ব্বার ঐ স্থানেই হইবে। আগামী বুধবার ঠিক অপরাহ্ণ ৩ টার সময় মহামান্য বড় লাট, কম্যাণ্ডার ইন্ চিফ ও ছোট লাটের উপস্থিতিতে এই ব্যাপার সমাহিত হইবে।

গত মঙ্গলবার বিডন ষ্ট্রীটের নিকট নূতনবাজারের সম্মুখে অগ্নি লাগিয়া প্রায় দুই হাজার টাকার দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে। জুবিলি উৎসবের আলোর দিবস অগ্নিতে পোর্ট কমিসনার আফিসের অধিক ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু খিদিরপুরে প্রায় চারি শত টাকার দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে।

১৬ই মার্চ্চ বড়লাট বাহাদুর কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া দারভাঙ্গায় যাইবেন। তথায় ১০ দিন থাকিয়া শিকারাদি করণান্তর দিল্লী যাত্রা করিবেন। দিল্লীতে তিন দিবস অতিবাহিত করিয়া দেরাপ্রদেশে পক্ষ কাল কাটাইয়া সিমলায় যাইবেন।

গত সোমবার বঙ্গেশ্বর এবং ভারতেশ্বর মিলিত হইয়া হুগলীর নূতন সেতুটী খুলিয়াছেন, আমরা গতবারে প্রকাশ করিয়াছি। সেতুটী জুবিলি সেতু নামে খ্যাত হইয়াছে। ১লা মার্চ্চ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মেল ট্রেণ পুলের উপর দিয়া যাতায়াত করিবে। ১৫ই হইতে অবাধে ট্রেণ গমনাগমন করিবে। সার ব্রাডফোর্ড লেসলি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার খ্যাতনামা হাইকোর্টের উকীল কালীমোহন দাসের মৃত্যু হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। ইনি কয়েকটী শুভ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। নিজ বাস গ্রামে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য ২৪ হাজার টাকা এবং আত্মীয়বর্গদিগকে যথাযোগ্য দান করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে ইহার বাসস্থান ছিল। ওকালতি করিবার জন্য ভবানীপুরে থাকিতেন। সম্প্রতি পীড়িত হইয়া দেওঘরে বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ গমন করেন, সেই স্থানেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

উইলসন্ হোটেলে বড় লাট ছোট লাট ও মহারাজ্ঞীর চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

মিঃ ক্লোসেট নামক একজন সাহেব জুরিতে নির্ব্বাচিত হইয়া উপস্থিত হন নাই বলিয়া তাঁহার ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

ষ্টেটস্‌ম্যান্ সম্পাদক বর্দ্ধমান রাজবাটীর মোকদ্দমা একেবারে এড়াইতে পারেন নাই। লালা বনবিহারী কপূর নাইট সাহেবের নামে ও কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহের নামে যে ক্ষতির দাবী দিয়া মকদ্দমা আনিয়াছিলেন গত শুক্রবার ক্ষতি পূরণ বাবৎ ১৫০০ টাকা দিয়া চুক্তি হইয়াছে। ক্ষমাপ্রার্থনা ও অর্থনাশই কেবল নাইট সাহেবের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

আগামী ৫ই মার্চ্চ ছোটলাট বাহাদুরের, ভাগলপুর নূতন জলের কল এবং ক্ষেমনারায়ণ সিটিস্কুল খুলিতে যাইবার কথা আছে।

২১এ মার্চ্চ আমাদিগের ভাবী ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলী বঙ্গে পদার্পণ করিবেন। ২৭এ এপ্রেল সার রিভার্স টমসন্ কার্য্যভার ত্যাগ করিবেন। এই কয় দিবস বেলী সাহেব স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী পদে কার্য্য করিবেন।

জুবিলী উৎসবে কালীঘাটের পাণ্ডারা মহা ধুমধামের সহিত কালীদেবীর পূজা দিয়াছিলেন। পর দিবস দেবী মন্দির ও নাট মন্দির আদি আলোক মালায় শোভিত হইয়াছিল।

ছোট আদালতের ২য় জজ মিঃ ম্যাকইউয়েনের অনুপস্থিতিকালে ৩য় জজ মিঃ স্কোনস্ ২য়, ও ৪র্থ জজ মিঃ জোন্স ৩য় জজের পদে এবং অফিসিয়েটিং ৩য় জজ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় ৪র্থ জজের পদে কাজ করিবেন। দুইজন সাহেব জজের পদ বাড়িল বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর এক পদ কমিয়া গেল এটী ভাল হইল না।

ছোট লাট বাহাদুর পুরীর রাজা দিব্য সিংহদেবকে মুক্তি দান করিতে অনুমতি দেন নাই। ভারতেশ্বরীর রাজ্যোৎসবে পুরীরাজের নিষ্কৃতি লাভ করার বিষয় যাহাতে ছোটলাট একটু বিবেচনা করেন আমাদিগের তাহাতে বিশেষ অনুরোধ রহিল।

গত সোমবার পব্‌লিক্ সার্ভিস্ কমিশনে অনরেবল রেনল্ডস্ লেফ্‌টেনেন্ট্ কর্ণেল উইল্‌কিন্স, মিঃ স্যামুয়েল্ সার ক্রফ্‌ট্ এবং বাবু নরেন্দ্রনাথ সেনের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে।

জুবিলী উপলক্ষে মুচিখোলার বর্ত্তমান নবাব দরিদ্রদিগের জন্য হাজার টাকা গবর্ণমেণ্টকে পাঠাইয়াছেন। ইনি অযোধ্যার রাজা ছিলেন। বন্দী থাকিয়াও ইহার এমনি বদান্যতা ও রাজভক্তি!

ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের সংবাদদাতা বলে:—

একটী ভদ্রলোক তাঁহার শিশু সন্তান কয়েকটী সমভিব্যাহারে একখানি ঠিকা গাড়ি করিয়া ভবানীপুর যাইতেছিলেন। গাড়ীখানি ট্রামওয়ে কোম্পানির ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইলে ইহার একখানি দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে, ভদ্রলোকটীর ছয় বৎসরের একটী বালিকা ঐ দরজায় ঠেস দিয়া বসাতে তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তাহার কাপড় অপর দরজার হস্তদণ্ডে জড়িয়া গেল। ভদ্রলোকটী নিদ্রাবশতঃ ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন নাই। পরিশেষে রাস্তার লোক সকল সজোরে চীৎকার করিয়া উঠিতে তাঁহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল গাড়িও থামিল। বালিকাটীর হস্ত দিয়া বিলক্ষণ রক্তপাত হইয়াছিল।

জুবিলি উপলক্ষে কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট নিবাসী বাবু শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের দানশৌণ্ডতা দেখিয়া আমরা সাতিশয় প্রীত হইলাম। তিনি ২০০০ দুই সহস্র খণ্ড বস্ত্র পুলিশ কমিসনারের নিকট পাঠাইয়া দিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার বাটীতে নিত্য যে সমস্ত দরিদ্র ব্যক্তিগণ আহার করে তাহাদিগকে ৬০০ খণ্ড দেওয়া হয়, ডিষ্ট্রিক্ট্ চ্যারিটেবল সোসাইটীর ৯২৫ জন দরিদ্রকে ৯২৫ খণ্ড দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট পুলিশ কমিসনরের ইচ্ছাধীন বিতরিত হইবে।

ফাইনান্‌স্ কমিটী ভারত গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ব্যয় কমাইবার জন্য আগামী ৫ বৎসরের মত নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন:—

উত্তরপশ্চিম বিভাগে ১২,৬৫,০০০ ব্যয়সংক্ষেপ হইবে

মধ্যপ্রদেশ	১,৮৫,০০০
বোম্বাই	২৭,৩২,০০০
মাদ্রাজ	১৬,৬০,০০০
আসাম	১,৮৭,০০০
বেঙ্গল	১১,৫২,০০০

ইহাও আন্দোলিত হইয়াছে যে ১৫১০,০০০,

টাকা ব্যয়সংক্ষেপ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ইম্পীরিয়েল ও অন্যান্য ব্যয় হইতে ৪৩,৫৭,০০০ টাকা বাঁচাইবার কথা হইয়াছে। তবে দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বসমেত ১,৩০,৬৮,০০০ টাকা ব্যয়সংক্ষেপ করিতে হইবে।

বিবিধ সংবাদ

মিঃ গোবিন্দকৃষ্ণ বায় বাগ্‌চ্‌ব নামক একজন নেভাগের কারবারী একখানি গাড়ি করিয়া নিবাজ হইতে রেলপথে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলি ডাকাত তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার বাম হস্ত ও দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি ও নাসিকা ছেদন করে। এরূপ জনশ্রুতি যে, ডাকাতগুলি ঐ স্থাননিবাসী এবং কারবারী তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়া এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে।

যে সকল ব্যক্তি স্বর্ডিনেট্‌ এক্সিকিউটিভ সার্ব্বিসে প্রবেশার্থ পরীক্ষা দিয়াছিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সফলমনোরথ ব্যক্তিগণের তালিকা বাহির হইয়াছে। ২০০০ নম্বরের মধ্যে যিনি যাহা পাইয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন রায় বি,এ		১৫০২
„ „	রাজমোহন চক্রবর্ত্তী এম এ	১৩৮৬
„ „	বরদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি,এ	১৩৮১
„ „	নারায়ণচন্দ্র সেন এম,এ,বি,এল	১৩৭৩
„ „	ক্ষীরোদচন্দ্র সেন	১৩৬০
„ „	যামিনীমোহনদাস এম,এ, বি,এল	১৩৫৮
„ „	কৈলাসগোবিন্দ দাস এম,এ	১৩২৩
„ „	প্রকাশচন্দ্র সিংহ বি,এ,	১৩২০

দার্জিলিং হইতে এই সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে, মৃত নেপাল সেনাপতি জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র জেনারল রণবীর জঙ্গকে তথাকার ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ধৃত করিয়া কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়াছেন। ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রণবীর জঙ্গকে জেলে রাখিয়া একখানি তরবারি ও কাগজ পত্র লইয়া জঙ্গ বাহাদুরের বাসবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহার পূর্ব্ব দিন রণবীর জঙ্গের একজন আত্মীয় কর্ণেল জগৎ জঙ্গ বাহাদুর একটী হস্তী চুরী করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে কয়েদ করা হয়। এইরূপ জনরব যে, এই সময়ে নেপালে অনেক তীর্থযাত্রী গমন করে, পাছে রণবীর ও তাহার আত্মীয় এক সঙ্গে নেপালে গিয়া গোলযোগ করে এই জন্য নেপালরাজ রেসিডেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐরূপ কার্য্য করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মুর্শিদাবাদনিবাসিনী শ্রীমতী আন্নাকালী দেবী তারকেশ্বরীর উৎসব উপলক্ষে টোলের সংস্কৃত চর্চ্চার উৎসাহ দান জন্য বার্ষিক দুই হাজার টাকা দান করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। ভারতের অনেক রাজা ও জমীদার জুবিলী উপলক্ষে অনেক প্রকার বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীমতী আন্নাকালী দেবী মহোদয়ার ন্যায় সংস্কৃত ভাষার উৎসাহ দানে অগ্রসর হইতে কাহাকেও দেখা যায় নাই। উক্ত মহোদয়ার এই বার্ষিক দানে যে সংস্কৃত শাস্ত্রের বিশেষ রূপে পরোপকার হইবে তাহা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। হিন্দুগণ জাতিভাষার বিশৃঙ্খলায় বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা দেশীয় রাজগণের ও রাজ্ঞীদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া যে আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্র ও বেদাদি অধ্যয়ন করিতে পারিবেন এটী বড় আনন্দের কথা।

রাজা প্রমথভূষণ দেব রায়ের জমীদারী লইয়া বাবু গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত হাঙ্গাম ক্রমে গুরুতর হইতেছে অবগত হইয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। রাজা প্রমথ ভূষণ রায় মহাশয়ের নামে ৩৪টী ফৌজদারী মকদ্দমা আদালতে উপনীত হইয়াছে। উভয় পক্ষের প্রজারা এই হাঙ্গামায় জড়িত আছে। এই হাঙ্গামায় বন্দুক লাঠি প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছিল। মাগুরার ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। রাজা প্রমথ ভূষণের পক্ষের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ডেপুটী বাবুর এজলাস হইতে মকদ্দমা উঠাইয়া লইবার প্রার্থনা করিয়াছেন। ব্যারিষ্টার মনোমোহন বলেন ডেপুটী বাবুর সহিত রাজার এই মনোবাদ আছে যে গত বৎসর রাজার গাড়ি ঘোড়া বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেন। ডেপুটী বাবু এই সরতে ক্রয় করিতে চাহেন যে, তিনি বদলী হইলে পুনরায় রাজাকে ঐ গাড়ি ঘোড়া ক্রয় করিতে হইবে। রাজা তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। আর একটী কারণ এই যে, ডেপুটীবাবুর কন্যার বিবাহের সময় রাজার নিকট হস্তী চাহিয়াছিলেন। ডেপুটী বাবু তাহাতে অকৃতকার্য্য হন এই সকল কারণে রাজার পক্ষে সুবিচার হইবে না বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন। যাহা হউক বিজ্ঞ ও প্রবীণ রাজার সম্বন্ধে এই সকল অভিযোগ যাহাতে পরিষ্কৃত হয় মনোমোহন বাবু তাহাতে মনোযোগী হইলে আমরা সুখী হইব।

বহরমপুরের অন্তর্গত বালুচরনিবাসী পরলোকগত রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুরের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত ছত্রপৎ সিংহ বাহাদুর কলিকাতার অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এবং স্বজাতীয় অনেকগুলি ভদ্রলোককে জৈন ধর্ম্মানুসারে ২ টাকা হইতে ৩॥০ টাকা মূল্যের ২৫০০ খান কাঁসার থালা এবং তাহার সহিত নগদ ১ টাকা ও মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়াছেন। বালুচরেও ৩ টাকা হইতে ৬ পর্য্যন্ত মূল্যের এবং নগদ ৩০০০ হাজার কাঁসার থালা ১ টাকা ও মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন প্রায় দশ হাজার কাঙ্গালীর প্রত্যেককে।০ আনা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫৫০০০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে অবগত হইলাম। এই সময় ছত্রপৎ সিংহ বাহাদুর যদি বালুচরে পিতার একটী চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিস্থাপন করিতে পারিতেন তাহা হইলে দেশের লোকের অনেক উপকার হইত।

১৮৮৫ অব্দের প্রাদেশিক রিপোর্টে অবগত হওয়া গেল যে ভারতবর্ষে ৭৪৭টী কারাগার ছিল। ইহার মধ্যে ৩২টী সেণ্ট্রাল জেল, ২০৫টী ডিষ্ট্রিক্ট জেল এবং ৫১০টী অতিরিক্ত কারাগারে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এক্ষণে ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের জেলখানা ডিষ্ট্রিক্ট জেলের সহিত একত্র হওয়াতে অতিরিক্ত জেলের কয়েদী সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। সমস্ত জেলে ৩৫০৯৬৫ কয়েদী ছিল। এই কয়েদীদিগের মধ্যে ৩৩৯৮১৫ পুরুষ এবং ১১১৫০ স্ত্রীলোক। এ বৎসর দেওয়ানী জেলে কয়েদীর সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২৭৭ জন বেশী হইয়াছে। ১৮৮৪ অব্দে ১১৫৭৭ সংখ্যা ছিল এবৎসর ১১৮৫৪ জন হইয়াছে। ১৮৮৫ অব্দে ৩৩৭৫৩১ জন অব্যাহতি পায়। ১৮৮৫ অব্দে ৩১০০৮ জন নিষ্কৃতি পায়। ঐ সকল কয়েদী বাদে ১৮৮৫ অব্দের শেষে ৬৮৫০২ দণ্ড প্রাপ্ত কয়েদী ছিল। ৫৬০৪ কয়েদীর বিচার চলিয়াছিল। দেওয়ানী কয়েদী ৯৫৬ জন ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন কয়েদীর সংখ্যা বেশী হইয়াছিল। তাহার কারণ কেবল ব্রহ্মকাণ্ডের অবতারণা। বর্ত্তমান বর্ষের কারা রিপোর্ট এই জুবিলীর উৎসবে যে অনেক অংশে কমিবে তাহা বলা বাহুল্য।

বাঙ্গালোরে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। উহাতে প্রায় ৬০ খানি গৃহ ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই সকল গৃহে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের বাস অধিক ছিল এবং গাড়ি ঘোড়ার বড় বড় আস্তাবল ছিল।

কারাগারের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে যে বৎসর ওলাউঠা ও ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হয় সেই বৎসরেই জেলে মৃত্যু সংখ্যা বেশী হয়। কারণ ঐ সকল দূষিত স্থান সমূহ হইতে পীড়িত ব্যক্তিগণ কারাগৃহ প্রবেশ করে সুতরাং কারাগার ও সংক্রামক হয়। ইহাও যেমন একটী কারণ সেই রূপে কারাগারে কয়েদীদিগের ভোজন ও শয়নের নিতান্ত কষ্ট ও মৃত্যু সংখ্যার আর একটী কারণ বলিতে হইবে। ১৮৮৫ অব্দে প্রতিদিন গড়পড়তা হিসাবে ১০১৪ জন কয়েদী হাঁসপাতালে গিয়াছে। ১৮৮৪ অব্দে মৃত্যু সংখ্যা অনেক কম হইয়া ছিল। উপরি উক্ত কারণেই মৃত্যুর অধিকতর সম্ভব হইতেছে।

ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের মধ্য প্রদেশ হইতে তাণ্ডিয়া ডাকাইতের অত্যাচার অদ্যাবধি দূর করিতে পারিলেন না। সম্প্রতি মধ্য প্রদেশের শকরা নামক গ্রামে হঠাৎ তাণ্ডিয়া ভিল দলবলে ২৫ জন সহচর সমভিব্যাহারে আসিয়া অলঙ্কারাদি ও নগদে ১৭ হাজার টাকার দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই দস্যুর এমনি মোহিনী শক্তি আছে যে যতক্ষণ তাণ্ডিয়া নিজ কার্য্য সাধন করিয়া চলিয়া না যায় ততক্ষণ লোকের কোনরূপ সাহস থাকে না। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে তাণ্ডিয়ার অত্যাচার নিবারণ জন্য গ্রাম বাসীদিগকে বন্দুক, গুলি, ও বারুদ দেবার কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু কেহ গ্রহণ করিতে সাহস করে নাই। তাণ্ডিয়া নিজ কার্য্য সাধন করিয়া চলিয়া গেলে তথাকার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাণ্ডিয়ার অনুসরণ উদ্দেশে তাপ্তি নদের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ধাবিত হন কিন্তু কোন কার্য্যই হয় নাই।

জর্ম্মণ সম্রাট বৃদ্ধ উইলিয়ম বড় অসুস্থ হইয়াছেন। বৃদ্ধ হইয়াছেন বটে কিন্তু সমর স্পৃহা বড় বলবতী আছে। ফরাসী যুদ্ধ কাণ্ড দেখা শেষ হয় বৃদ্ধের অদৃষ্টে ঘটিবে না।

জুবিলী উপলক্ষে ইন্দোরের মহারাজ অনেক গুলি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইন্দোরে বড় অনাথ নিবাস অতি সর্ব্ব স্থানে অবারিত খোলা হইয়াছে। রাস্তায় টাকা পয়সা ছড়ান হইয়া ছিল। অনেক গুলি স্ত্রী পুরুষ কয়েদীকে মুক্তি দান করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন খসা ও বীজাদির রপ্তানি মাসুল কাষ্ঠাদি ও পশ্বাদির আমদানী মাসুল এ সকল উঠাইয়া দেওয়া হইবে। একটী হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইবে। আলো, বাজি নাচ তামাসাদি উৎসব যে পরিপাটী রূপে হইয়া গিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

আমরা গত বারের সংবাদে মথুরাপুর গ্রামে মহাদেব মণ্ডলের গৃহের চালের উপর যে প্রজ্বলিত বেলুন (ফানুস বা জ) পড়িয়া গৃহ দগ্ধ ও ধান্যাদি নানা প্রকার শস্য দগ্ধের কথা প্রকাশ করি। কিন্তু দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আজও গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন প্রতিকার করিলেন না। দুঃখি প্রজাগণ হাহাকার করিতেছে। যাহাতে কর্ত্তাদিগের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তদ্বিষয়ে আমরা বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।

ভ্রমণ কারীর পত্র।

কুচবেহার রাজা।

কুচবেহার অতি প্রাচীন রাজ্য। দেবাদিদেব কাশীপতি পুরাকালে কোচকামিনীকুল সহ অত্রস্থলে বিহার করিতেন তজ্জন্য পূর্ব্বকালে এই স্থান কুচনীপাড়া নামে অভিহিত ছিল। প্রবাদ এই যে, সদাশিবের চিরা জিরা নাম্নী দুইটী কোচ রমণী প্রণয়পাত্রী ছিল, কালক্রমে ঐ উভয় কামিনীর তনয় উৎপন্ন হইলে, চিরার সন্তান কুচবেহার অধিপতি হন ও কুচবেহারের পার্শ্বে জলপাইগুড়ি নামক স্থানে জিরার কুমার অধীশ্বর হন। কুচবেহারের আদিপুরুষ মহারাজ বিশ্ব সিংহ। ইনিই প্রথমে রাজ আখ্যায় ভূষিত হইয়া রাজদণ্ড পরিচালিত করেন, ও শিবকুমার উল্লেখ আপনার উপাধি স্থলে ভূপবাহাদুর ও রাজ্ঞীদিগকে দেবী উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্যাবধি উক্ত উপাধিতেই চলিয়া আসিতেছে আর কুচনীপাড়া নামের পরিবর্ত্তে রাজ্যের নাম কুচবেহার হইয়াছে।

রাজাদিগের পরিণয় প্রথা শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে সকল প্রকারেই অদ্যাপি নির্ব্বাহ হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্ম গান্ধর্ব্ব, আসুর, পৈশাচ, ইত্যাদি। ব্রাহ্ম ব্যবস্থানুসারে যে প্রথম বিবাহ হয়, সেই মতে রাজ্ঞী পট্টমহিষীরূপে গৃহীতা হন, এবং ইঁহার গর্ভজাত তনয় নচেৎ অন্যে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু এই পট্টমহিষীর পাণিগ্রহণ সময়ে আর একটী আশ্চর্য্য প্রথা আছে এই যে, কন্যা সম্প্রদানকালে পিড়ীর উপরে পাত্রীকে বসাইয়া বরকে প্রদক্ষিণ করাইবার যে রীতি আছে, এই রাজাদিগের উদ্বাহ সময়েও পাত্রীকে পিড়ীতে বসাইয়া ঘুরাইবার সময় স্বজাতী, চারিটী কুমারী পীড়ার চতুর্দ্দিক ধরিয়া পাত্রীকে ঘুরাইবে। এই সময়েই পুরোহিত পুষ্পমালা ইত্যাদি পীঠোপরি প্রদানপূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, ইহার ফল এইরূপ হইবে যে ঐ পঞ্চ কন্যাই রাজার বিবাহিতা বলিয়া পরিগণিত হইবে। পীড়ির উপরের যিনি তিনি প্রধানা। পীঠধারিণীরা অপ্রধানা। পাত্রী চতুষ্টয়ের মধ্যে যাহার পুত্র জেষ্ঠ হইবে সেই রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত হইবে। আগামীর বর্ত্তমান কুচবেহারাধিপতি প্রস্তাবিত পীঠধারিণী রাজ্ঞীর গর্ভসম্ভূত, ইহা ভিন্ন অপর সকল প্রকারেই বহু বিবাহ প্রথা এই বংশে প্রচলিত, উক্ত বিধ রাজ্ঞীগণের সন্তান না থাকিলে অন্য যে কোনরূপ বিবাহিতা পত্নীর পুত্র রাজা হইবে। তবে বিবাহ প্রথায় রাজাদিগের জাতিভেদ নাই। তবে প্রথমে যে পাঁচটী কামিনীর পরিণয় উল্লেখ করিয়াছি উহাদের স্বজাতি হওয়া চাই। তদ্ভিন্ন জাতি বিচার বা সধবা কুমারী কি কিছুতেই প্রতিবন্ধক হয় না। রূপসী রমণী হইলেই বিবাহ উপযোগী হয়, তবে বিধবা রমণীর গর্ভজাত তনয় রাজা হইতে পারে না, অপরাপর রাজ্ঞীতনয়গণ কুমার আখ্যায় প্রতিষ্ঠিত, বর্ত্তমান কুচবেহারাধিপতি পূর্ব্ব প্রথা কতকটা রূপান্তরিত করিয়া কেশবকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

কুচবেহারের বরাবর শাসনদণ্ড স্বাধীনভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। তবে মধ্যে মধ্যে ভূটীয়েরা উপদ্রব করিত বলিয়া তাহাদের কিছু কিছু উপঢৌকন প্রদানান্তর শান্ত করিয়া রাখিতেন। তার পর বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধিকার সময়ে বৃটীশ করদ মিত্র রাজ্যে পরিণত হইয়া, বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে জাকবন্দী অর্থাৎ সৈনিক ব্যয়স্বরূপ পঞ্চাশ সহস্র টাকা কুচবেহার অধিপতি কর্ত্তৃক দিবার চুক্তি হয়, ও রাজার স্বাধীনদণ্ড অক্ষুন্ন থাকে। বর্ত্তমান ভূপতি নাবালক সময়ে ইঁহার পিতার সময়ের দেওয়ান (শাসনকর্ত্তা) কিয়দ্দিন কুচবেহারের রাজদণ্ড পরিচালিত করেন তৎপরে বর্ত্তমান নৃপতির জননী ও পিতামহীর সহিত নানামতে মতভেদ হওয়ায় তিনি শাসনদণ্ড পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হন। তৎকালে

রাজ্ঞীদিগেরও মতের মিল না হওয়ায় পরিশেষে উক্ত মহিষীদ্বয় বৃটীশ গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা করেন যে, যদবধি বর্ত্তমান নাবালক ভূপ সাবালক না হন তদবধি বৃটীশ গবর্ণমেন্ট জনৈক লোক দিয়া রাজ্যশাসন করেন। রাজ্ঞীদিগের এই প্রার্থনার উপর নির্ভর করিয়া কুচবেহার কমিসনরের সৃষ্টি হয় ও আসামের কমিসনরই কুচবেহার কমিসনর হন ও একজন ডেপুটি কমিসনর রাজধানীতে থাকিয়া দেওয়ানের সহিত যুক্তিমতে কার্য্য করেন। তৎপর বর্ত্তমান মহারাজা সাবালক হইয়া এক্ষণে শাসনদণ্ড গ্রহণান্তর রাজ্যশাসন করিতেছেন।

কুচবেহারের পূর্ব্ব শাসনশৃঙ্খলা এক্ষণে আর নাই, কমিসনরের হাতে কার্য্যভারাবধি বৃটীশ অনুকরণ আরম্ভ হইয়া এক্ষণে সম্পূর্ণ ইংরাজি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজও প্রায় পৌনে ষোল আনা ইংরেজ। তাঁহার ব্যবহার অধিকাংশ ইউরোপীয়দিগের সহিত। স্বজাতির প্রতি অনুরাগ অল্পই অনুমিত হয়।

সংবাদ দাতার পত্র

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল কানপুর।

এখানে গত ১৬ই তারিখে অতিশয় ধূমধামের সহিত মহারাণী ভারতেশ্বরীর "জুবিলী" মহোৎসব সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবে স্থানীয় রাজকোষ হইতে ২০০০৲ এবং মিউনিসিপালিটীর ১০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। উক্ত টাকায় আতসবাজি, আলো, নাচতামাসা প্রভৃতি হয়, এবং সাধারণে চাঁদা করিয়া প্রায় ৩০০ টাকা উঠিয়াছে। উহা হইতে ৯০০ দীন দুঃখীদিগকে খাওয়ান এবং অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতিকে শীতবস্ত্র (কম্বল) দান হইয়াছে। উদ্বৃত্ত টাকা এবং আরও চাঁদা সংগ্রহপূর্ব্বক মহারাণীর স্মরণচিহ্ন স্বরূপ একটী অতিথিশালা কিম্বা তদ্রূপ কোন সাধারণ হিতকর কার্য্য হইবার উদ্দেশ রহিয়াছে।

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি প্রাতঃকালে অত্রত্য সৈনিকনিবাসের যাবতীয় অশ্বারোহী পদাতিক সৈন্য এবং একটী তোপখানা, প্যারেড মাঠে সন্নিবেশিত হইয়া, ১০১টী তোপধ্বনি এবং মহারাণীর সম্মানার্থে যথানিয়মে সেলামী প্যারেড করিয়া ও জয়ধ্বনি প্রকাশ করতঃ, সৈন্যগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। ইহার পর কারাবাসীদিগের কারামোচন কার্য্য সমাধা হয়। এখানকার কারাগার হইতে ১২৯ এক শত উনত্রিশজন কয়েদী মুক্ত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ২০ জন স্ত্রীলোক বাকী পুরুষ। উহাদের মধ্যে ৪ জন ঋণদায়ে আবদ্ধ হইয়া কারাবাস করিতেছিল, গবর্ণমেন্ট নিজকোষ হইতে তাহাদের উত্তমর্ণদিগকে প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিয়া উহাদিগকে ঋণমুক্ত করিলেন। সে সময় জেলখানা হইতে কয়েদীগণ "জয় গবর্ণজি কি জয়" "জয় মহারাণী কি জয়" শব্দে আনন্দধ্বনি করতঃ বহির্গত হইল, তাহাদের তৎকালীন অকৃত্রিম আনন্দ দেখিয়া সকলে মহারাণীর প্রতি অজস্র সাধুবাদ করিতে লাগিল।

তৎপরে মধ্যাহ্ন সময়ে কাঙ্গালী ভোজন হয়। এই কার্য্যটী যদিও মহদুদ্দেশে করা হইয়াছে কিন্তু সুচারুরূপে সম্পাদিত না হওয়ায় আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। হিন্দু ও মুসলমান সমুদয়ে অনুমান তিন সহস্র লোক খাওয়ান হইয়াছে। প্রায় তিন শত অন্ধ খঞ্জ ব্যক্তিকে শীতবস্ত্র দান হইয়াছে।

অপরাহ্ন সময়ে অত্রত্য টাউনহলে স্থানীয় কালেক্টর সাহেব বাহাদুর একটী দরবার করেন, ঐ দরবারে, সহরের ও জেলার ধনী মানী ব্যক্তিগণ আহূত হইয়াছিলেন। মান্যবর কালেক্টর সাহেব বাহাদুর সকলকে "জুবিলীর" অর্থ বুঝাইয়া দেন, অত্রত্য বেঙ্গল ব্যাঙ্কের এজেন্ট মান্যবর শ্রীযুক্ত টর্ণবেল সাহেব ইংরাজিতে একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন ও অনারারি মাজিষ্ট্রেট আলতাপ হোসেন বাহাদুর উর্দ্দু ভাষায় উহা ব্যাখ্যা করেন, অবশেষে দেশীয় রীত্যনুসারে হিন্দুস্থানী ভদ্রসন্তানদিগকে রৌপ্য পাত্রে আবৃত মান্যসূচক একটী একটী পান দিয়া ও আনন্দসূচক করতালি দিয়া সভা ভঙ্গ হয়। এই দরবারে সিভিল ও মিলিটারী প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী অনেক উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অভিনন্দনপত্র খানি ভারতেশ্বরীর নিকট প্রেরিত হইবে।

সন্ধ্যার সময় রাস্তা সকল আলোকিত ও গঙ্গার চড়ার উপরে আতস বাজি পোড়ান হইয়াছে। সহরের নিকটবর্ত্তী প্যারেডের মাঠে নাচতামাসা সমস্ত রাত্রি হইয়া উৎসবকার্য্য সমাধা হইয়াছে। সহরের গৃহস্থ লোক আপন আপন গৃহ যথাসাধ্য আলোকিত করিয়াছিলেন। ঠিক যেন দেওয়ালীর রাত্রি। শুনিতে পাওয়া যায় এখানে এরূপ আনন্দোৎসব ইতিপূর্ব্বে আর কখন হয় নাই।

অদ্য শিব চতুর্দ্দশী। বাঙ্গালার মতে অদ্যই শিবব্রত, কিন্তু হিন্দুস্থানীদিগের মতদ্বৈধ দেখা যায়। কেহ কেহ গত কল্য ব্রত করিয়াছে। তাহাদের মতে যে শিবব্রতের পারণা যদি অমাবস্যান্ত করা হয় তাহাতে ব্রতের কোন ফল হয় না, ইহার যাথার্থ্য শাস্ত্রকরেরাই জানেন। অধিকাংশ লোক অদ্যই ব্রত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের মত উপবাসী থাকিয়া ব্রত করা প্রথা এ প্রদেশে প্রচলিত নহে, অধিকাংশ লোক ফলাহার করিয়া অর্থাৎ আলু রাঙ্গা আলু, কচু প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া ভোজন করে। কেহ কেহ সিংহাড়ার আটা হালুয়া করিয়া বা পুরী প্রস্তুত করিয়া খায়। তাং কাচা দুগ্ধও ব্যবহার হইয়া থাকে, কেহ নিরম্বু উপবাসও করিয়া থাকে (কিন্তু ইহা অতি বিরল)। সহর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে বাবলৌ নামক একটী গ্রামে ৺সিদ্ধনাথ মহাদেবের মন্দির। আমাদের দেশে ৺তারকেশ্বর মহাদেব যেমন অনাদি, সিদ্ধনাথও তদ্রূপ। যযাতি রাজার আশ্রম বলিয়া গ্রামটী বাবলৌ নামে অভিহিত। এই মহাদেবটী যযাতির সময়ে আবির্ভূত হন। ঐ স্থানে যযাতিকৃত কেল্লার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। অদ্য সিদ্ধনাথ বাবার মেলা, নানাস্থান হইতে মনুষ্য সমাগম হইয়াছে, নৃত্য গীত প্রভৃতি দ্বারা স্থানটী আনন্দময় হইয়াছে। স্থানটী অতি পবিত্র, দেখিলে স্বাভাবিক ভক্তির উদয় হয়।

কাশীর সংবাদ।

১। আজ কাল এখানে ওলাউঠা দেখা দিয়াছে। অনেকেই ইহার আক্রমণে মানবলীলা সম্বরণ করিতেছেন।

২। বিগত ১০ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবারে অত্রত্য জয়নারায়ণস্ কলেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত টিবোটি লুথর পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি বিখ্যাত খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ও বিজ্ঞপ্রবর মৃত ৺ডাক্তার ডফ সাহেবের একজন শিষ্য ছিলেন।

২। বিগত জুবিলি উপলক্ষে এখানে খুব সমারোহের সহিত আলোক প্রদান, বাজি পোড়ান, নাচ, তামাসা অভিনন্দনপত্র প্রভৃতি প্রদান ও নানাপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ড সকল হইয়া গিয়াছে। বাড়ার ভাগ সেই দিন এখানকার ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রেরাও সভা আহ্বান, বক্তৃতা প্রদান, নগর সংকীর্ত্তন প্রভৃতি আমোদজনক নানাপ্রকার ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল সমেত ৬।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কোন প্রকার রসিদ ষ্ট্যাম্প বা ডাক টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীরপত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার কতক বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

---

* এই পত্র ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৩১ শ ভাগ। প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং।" ১৫শ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০,

১২৯৩ সাল। ২৪এ ফাল্গুন। ইং ১৮৮৭। ৬ই মার্চ্চ।

৮ রিপনাব্দ। ২৪এ ফাল্গুন।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩৷০ টাকা।

বিশেষ সুবিধা

সোমপ্রকাশের সুলভ মূল্য

৩ মাসের জন্য।

বর্ত্তমান সনের এই ফাল্গুন মাসের মধ্যে যাঁহারা নূতন গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৪ টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র খানি পাইতে পারিবেন। এই সুলভ নিয়মের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ চৈত্র মাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহার পর সাধারণে এরূপ সুযোগ পাইবেন না। নূতন গ্রাহকগণ অধ্যক্ষের নামে ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা। এই ঠিকানায় মূল্যাদি পাঠাইবেন।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

ডাক্তার নন্দলাল মুখোপাধ্যায় কৃত।

সরল চিকিৎসা।

(দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্দ্ধিত, ডিমাই ১২ পেজী ৮ ফর্ম্মায় সম্পূর্ণ)

পল্লীগ্রামবাসী গৃহস্থ মাত্রেরই আবশ্যক। ডাঃ মাশুলাদির ব্যয় /০ এক আনা, সুবর্ধন ডিস্পেনসারি, ভবানীপুর কলিকাতা।

—❋❋—

সচিত্র চিঠির কাগজ।

এ প্রকার চিঠির কাগজ এই প্রথম। সুন্দর রমণী মূর্ত্তি নিম্নে 'ভুলনা আমায়' সরস্বতী মূর্ত্তি সন তারিখ ছাপান ইত্যাদি, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ সকলের ব্যবহারের উপযোগী মূল্য সুলভ পাঁচ দিস্তা ৷৵০ আনা মাশুল /১০

জে, কে, শর্ম্মা এণ্ড কোং।

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নিলামের বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে জেলা নদীয়া মহকুমা মেহেরপুর থানা গাঙ্গলির অধীনে এণ্ড্রুল্যাণ্ডেল সাহেবের পত্তনি স্বত্ব মৌজে মামুদপুর মহলও মৌরসী জোত স্বত্ব বন্দোবস্তি যে মামুদপুর ষোল আনা রকম আগামি ১৮৮৭ সালের ১৫ই মার্চ্চ বাঙ্গালা ১২৯৩ সালের ২রা চৈত্র মঙ্গলবারে পাটিকাবাড়ির কুঠির সদর কাছারী মোকামে আমার সমক্ষে বিক্রয় হইবে, উক্ত মহল ও চরের ঐ পত্তনি মৌরসী জোত স্বত্ব হরবস্তু হকুক যাঁহাদের খরিদ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা ঐ তারিখে উল্লিখিত স্থানে উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত নিয়মাধীন খরিদ করিবেন।

১। উক্ত মহল ও চর ঐ সাহেবের খাস তহশীলে আছে।

২। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উক্ত ডাক ডাকিবেন তাঁহারই নিকট বিক্রয় করা যাইবেক।

৩। যাঁহার শেষ ডাক মঞ্জুর হইবেক তাঁহাকে সম্পূর্ণ মূল্যের এক চতুর্থাংশ টাকা তৎক্ষণাৎ দাখিল করিয়া রসিদ লইতে হইবেক, এবং ডাকের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে মূল্যের অবশিষ্ট সমুদায় টাকা দাখিল করিলে তদনন্তর বিক্রয় কোবলা লিখিত পাঠান্তে রেজেষ্টারি করিয়া দেওয়া যাইবে, এবং পত্তনি ও জোত স্বত্বের পাট্টাদি দাখিলাৎ ও আদায় তহশীল সংক্রান্ত যে সমস্ত কাগজ পত্র আছে তাহা তিনি পাইবেন।

৪। যদি ঐ ডাকের দিন উক্ত মূল্যের সিকি টাকা দাখিল পূর্ব্বক ৩০ ত্রিশ দিন মধ্যে বাকি টাকা ও ৩০ দিন মধ্যে বক্রি সমস্ত টাকা দাখিল না করেন অথবা ডাকের দিন সিকি টাকা না দেন তাহা হইলে উপরোক্ত নিলাম বিক্রয় ও ডাক রহিত করা যাইবেক, ও উক্ত চতুর্থাংশের দরুন প্রথম দিনের দাখিলী টাকা জব্দ হইবেক, তৎপ্রতি তিনি কিছুমাত্র দাবি দাওয়া করিতে পারিবেন না এবং প্রথম নিলাম বিক্রয়ের অনুরূপ পুনর্ব্বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ পূর্ব্বক দ্বিতীয় দিন ধার্য্যে উক্ত ত্রুটী করি ক্রেতার ঝুঁকিতে নিলাম বিক্রয় হইবেক।

৫। উক্ত মহল ও চরের জমিদারীর খাজনা সমেত ও আদায় সঙ্খ্যাদির পরিমাণ এবং দলিল দস্তাবেজাত মায় কাগজ পত্রাদি যাহা যাঁহার দেখিবার বা জানিবার আবশ্যক হইবেক, তিনি ঐ ধার্য্য দিনের পূর্ব্বে যে কোন তারিখে কুঠী পাটিকাবাড়ির সদর কাছারিতে স্বয়ং কার্য্যকারক দ্বারা উপস্থিত হইলে বা পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন। ইতি।

শ্রীআর, টি, বগুহিল সাহেব।
মোং পাটিকাবাড়ি।
জেলা মুরশীদাবাদ থানা নওদা।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়। আপনার ৩রা ফাল্গুণের সোমপ্রকাশ পত্রিকার ১৮০ পৃষ্ঠায় বাজসাহির অধীন পাকুড়িয়া গ্রামের অগ্রাহ্যীয় অপরিষ্ট শ্লোকটীর সম্পূরণের ভার পাঠকবর্গের নিকট পত্রপ্রেরক কর্ত্তৃক অর্পিত হওয়ায় বুদ্ধ্যনুসারে পূর্ণ করিয়া আপনার নিকট পাঠাই, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার এই সোমপ্রকাশের একপার্শ্বে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

পরিতশ্লোক যথা।

শ্রীমৎশ্রীরাঘবেন্দ্রো ধরণিধরসুতো বাসগেহং
সুসৌধং
প্রাদাদ্দেব্যৈ (দৈব্য) ভবান্যৈ শ্রুতবিধিবিধিনা
তারিণীতোষণায়।
শ্রীকাশীনাথশর্ম্মা তদনুজসুজঃ শাম্ভবীভক্তিযুক্তঃ
শাকে রামেন্দুষট্কৌ গৃহমিদমদদাৎস্বস্য (স্বীয়)
দেব্যৈ ভবান্যৈ ॥১॥

শ্লোকার্থ যথা

ধরণিধর পুত্র রাঘবেন্দ্রঠাকুর জগত্তারিণীর সন্তোষার্থে ঈশ্বরী ভবানীকে সুন্দর সৌধবাস গৃহ বেদনির্ণয়িতক্রিয়া দ্বারা দান করিয়াছেন। তৎপর রাঘবেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাভক্তি পরায়ণ কাশীনাথ ঠাকুর ১৬১৩ শাকে এই গৃহ স্বীয়দেবী ভবানীকে (সর্ব্বমঙ্গলাকে) সমর্পণ করেন। রাম ৩, ইন্দু ১, ষট্ ৬, কু অর্থাৎ ধরণি ১, অঙ্কস্যবামাগতিঃ এই নিয়মানুসারে ১৬১৩ হইল।

বশম্বদ
শ্রীআনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত কবিরাজস্য
বিজাসীপাড়া, নিম্ন আসাম, ধুবড়ী।

সোমপ্রকাশের পাঠক, গ্রাহক ও সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সোমপ্রকাশের নিকট বিদায় গ্রহণ।

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে বিগত ফেব্রুয়ারী মাসের কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত "সোমপ্রকাশ" সম্পাদনের ভার আমার হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিজ্ঞাপিত বা অপর কোন লেখক কখনও আমাকে সাহায্য করেন নাই। আমি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও কেবল গুরুদেবের স্মৃতি, কীর্ত্তি ও সম্মান রক্ষার জন্য এতাদৃশ গুরুতর কার্য্য লইয়া বহন করিয়া আসিয়াছি। সম্বাদপত্র সম্পাদকের ভার স্বদেশবাসীর হৃদয়ের ভার, বঙ্গবাসীর দাস হইয়া সেবকের বাধ্য স্কন্ধে লইয়া আমি পদে পদে ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছি, পদে পদে বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যের ন্যায় অর্দ্ধেক মন প্রভুর সেবায়, অর্দ্ধেক মন নিজের স্বার্থে অর্পণ করিয়া স্বীয় অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছি। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে যদি কখনও সোমপ্রকাশ একজনেরও মনে শিক্ষা এবং উন্নতির আলোক প্রকাশ করিয়া থাকে, একজনকেও বিপথ হইতে সৎপথে আনিতে সাহায্য করিয়া থাকে, একবারও কখন রাজার কর্ত্তব্য বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়া থাকে, তবে সে গৌরব আমার নহে—সে সেই সোমপ্রকাশের জন্মদাতা সোমস্বরূপের অতুলনীয় অনুরাগমাত্র। জ্ঞানে, অজ্ঞানে, অযোগ্যতার কারণে অথবা স্বদেশ সেবার অসম্পূর্ণ মনে যে সকল অপরাধে অপরাধী হইয়া এতদিন সোমপ্রকাশের লেখক স্বদেশবাসীর সেবা কার্য্যে অক্ষম হইয়াছিল তাহার জন্য দায়ী আমি—সহস্র বার তাহার জন্য আমি সোমপ্রকাশের পাঠক এবং গ্রাহকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

"সোমপ্রকাশ" এখন একজন সুপণ্ডিত অধ্যাপকের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। আশা করি লেখক ইহার জন্মদাতার উপযুক্ত সম্মান রাখিয়া চলিতে পারিবেন। নূতন লেখকের সহিত আমার পরিচয় নাই। তথাপি বন্ধুভাবে তাঁহাকে দুই একটী পরামর্শ দিলেও বোধ হয় কোন ক্ষতি হইবে না। ১ম, সোমপ্রকাশের জন্মদাতা রক্ষণশীল প্রকৃতির লোক ছিলেন না। সোমপ্রকাশ হিন্দুর পত্রিকা বটে, কিন্তু এই অধঃপতিত হিন্দু জাতির যাহাতে বিবিধ প্রকারে উন্নতি হয় সে দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। আজ কাল হিন্দুসমাজে দুই প্রকারের সম্প্রদায় আছে। এক সম্প্রদায় উন্নতশীল, উৎসাহে পূর্ণ কিন্তু "উন্নতি" "উন্নতি" করিয়া দিশেহারা। বঙ্গীয় ইংরাজিশিক্ষিত যুবকগণেই প্রায় এই সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়কে উন্নতিশীল নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন তাঁহারা পুরাতন নিয়ম পদ্ধতির সম্মান করেন। অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার শোধনাগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রত্যেক নূতন প্রস্তাবের সমালোচনা করেন। কিন্তু সময়ে সময়ে নূতন বিষয়ের বিচার বিবেচনা করিতে করিতে উন্নতির শুভ মুহূর্ত্ত চলিয়া যায়, সংস্কারের সময়কাল অতিবাহিত হইয়া সমুদায় চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। বয়োবৃদ্ধ বিবেচক গণই প্রায় এই সম্প্রদায় ভুক্ত। এই সম্প্রদায়কে রক্ষণশীল সম্প্রদায় নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এতদুভয়ের কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, অথচ এই উভয় সম্প্রদায়ের সদ্গুণ সমবায়ে লিখিত সোমপ্রকাশের প্রত্যেক স্তম্ভ জাজ্বল্যমান থাকিত। তিনি যুবকের উৎসাহ ও বৃদ্ধের বিবেচনা একত্র করিয়া সকল কার্য্যের অবতারণা করিতেন।—সোমপ্রকাশও বহুকাল পর্য্যন্ত এইরূপ উদ্যম অভিজ্ঞতায় দিয়া সাধারণের প্রীতি ভাজন হইয়া আসিয়াছে। সোমপ্রকাশের বর্ত্তমান লেখক এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলে দ্বারকানাথের কীর্ত্তি গরীয়সী করিতে পারিবেন। ২য়, বিদ্যাভূষণ কোন ধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা ছিলেন না। যাহাতে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রাণে আঘাত লাগে তাঁহার লেখনীর অগ্রে এরূপ ভাব বা এরূপ ভাষা কখনও প্রকাশিত হয় নাই। বিদ্যাভূষণের সোমপ্রকাশ চিরদিন সমদর্শী হইয়া নানারুচিবিশিষ্ট নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিকট আদরণীয় হইয়াছিল। নূতন লেখকের এই দিকে দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ৩য়, রাজা, সমাজ, ও ধর্ম্ম এই তিনের প্রতি সম্বাদপত্রের বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। যাঁহারা এই তিনটীর দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অথবা ইহাদিগকে গৌণ উদ্দেশ্য মধ্যে পরিগণিত করিয়া কেবল পসার জাঁকাইবার জন্য গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার দিকে মুখ্য উদ্দেশ্য স্থাপন করেন তাঁহারা সম্বাদ পত্রের সম্পাদক ও লেখক পদের অনুপযুক্ত। যাঁহারা কর্ত্তব্য ফেলিয়া মান চাহেন, অর্থ চাহেন, ধন সম্মান তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটে না। যাহারা কেবল কর্ত্তব্যের দাস হইয়া কার্য্য করেন, সম্মান এবং ধন সম্পত্তি আপনা হইতে তাঁহাদের ভাগ্যে ঘনাইয়া আসে। সোমপ্রকাশের লেখক এবং কার্য্যসম্পাদক উভয়ের প্রতিই আমার এই বক্তব্য।

৪র্থ—সোমপ্রকাশের ভাষা সরল এবং সুমধুর হওয়া চাই। পাঠক যেমন সোমপ্রকাশের বিষয়ের দিকে দৃষ্টি করেন উহার ভাষার দিকেও তাঁহার সেইরূপ দৃষ্টি। বঙ্গ ভাষার যে কিছু উন্নতি হইয়াছে বিদ্যাভূষণের সোমপ্রকাশ তাহাতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। সোমপ্রকাশ যে বঙ্গীয় সম্বাদপত্রের বর্ত্তমান ভাষার স্রষ্টা ও শিক্ষক লেখকের তাহা স্মরণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

৫ম।—গ্রাহকের অভাবে আজকাল অনেকগুলি সম্বাদপত্রে উপহারও [illegible] বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতেছে। কোন কোন সম্বাদ পত্র এই উপায়ে গ্রাহক বৃদ্ধি করিতে গিয়া জনসমাজে অপদস্থ হইয়াছেন। সম্বাদ পত্রের এই ব্যবসাদারি বিলাতের আমদানী। বিলাতে পাঠকসাধারণের নিকট এই জাতীয় সম্বাদপত্র নিতান্ত হেয় হইয়া পড়িয়াছে। এখানেও আমদানী পদ্ধতির আদর হইবে না। সোমপ্রকাশে এরূপ বিজ্ঞাপন কখনও প্রকাশিত না হয় ইহা আমার এবং সোম প্রকাশের শুভাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক বন্ধুর প্রার্থনা। ইহাতে এই প্রাচীন সম্বাদ পত্রের নামে কলঙ্ক পড়িবে, সোমপ্রকাশের জন্মদাতার কীর্ত্তি ধ্বংস হইবে।

সোমপ্রকাশের গ্রাহক এবং পাঠকগণকে একটী কথা বলিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিব। অনেকের নিকট ইহা ধৃষ্টতার পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা ইহার আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। পাঠক গ্রাহক এবং স্বদেশবাসীর প্রতি সোমপ্রকাশের যেমন কর্ত্তব্য আছে তাঁহাদিগেরও সোমপ্রকাশের প্রতি সেইরূপ কর্ত্তব্য আছে। সোমপ্রকাশের জন্মদাতা দ্বারকানাথের নিকট বঙ্গবাসী নানাপ্রকারে ঋণী আছেন। যাহারা বঙ্গভাষার আদর করেন, বাঙ্গালীর সম্বাদপত্রের গৌরব করেন, সৎসাহস ও সত্যপ্রিয়তার সম্মান করেন, তাঁহাদের সকলকেই বিদ্যাভূষণের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে। সোমপ্রকাশ সেই বিদ্যাভূষণের কীর্ত্তি। শিক্ষিত গ্রাহক, ও পাঠকগণ কি বিদ্যাভূষণের সেই কীর্ত্তি সজীব রাখিতে চেষ্টা করিবেন না? সোমপ্রকাশের [illegible] [illegible]

তাহা বঙ্গবাসী পাঠকগণের গৌরবের বিষয় হইবে, সোমপ্রকাশের যদি পতন হয় তবে তাহাতে বাঙ্গালীর স্বদেশ হীনতার পরিচয় প্রদান করিবে। দ্বারকানাথের অবিদ্যমানে দ্বারকানাথের নিকট উপকৃত পাঠকগণ তাঁহার উজ্জ্বল কীর্ত্তি সোমপ্রকাশের পুনরায় বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন, ইহাই তাঁহাদের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ। অন্যূন ৬ হাজার টাকা সোমপ্রকাশের ভূতপূর্ব্ব এবং ইদানীন্তন গ্রাহকগণের নিকট অনাদায়ী পড়িয়া আছে। এই টাকা সংগ্রহ না হইলে সোমপ্রকাশকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, হয় ত ইহার আয়ুঃশেষও হইতে পারে। যদি দ্বারকানাথের স্মৃতি চিহ্ন রক্ষা করা আবশ্যক হয়, সোমপ্রকাশরক্ষণেই সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। যাঁহারা লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক এবং যাঁহারা দ্বারকানাথের নিকট লিখিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছেন, সোমপ্রকাশের উপর তাঁহাদিগেরও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

আমার কথা কয়টী শেষ হইয়াছে। এখন সকলের আশীর্ব্বাদ লইয়া আমি বিদায় চাহিতেছি। আমার ন্যায় নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তি যে সোমপ্রকাশের লেখক হইয়া এত দিন কাটাইতে পারিয়াছে তাহা পাঠকগণের সহিষ্ণুতার পরিচয়। আমি প্রতি সপ্তাহান্তে একবার আমার বঙ্গবাসী ভাই বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। সে আনন্দের কাল শেষ হইয়াছে। এখন কেবল এই প্রার্থনা করিয়া অবসর লইতেছি যে ঈশ্বর সোমপ্রকাশের কল্যাণ করুন।

বিনয়াবনত
শ্রীরামলাল চক্রবর্ত্তী
রাজপুর।

সোমপ্রকাশ।

২৪এ ফাল্গুন সন ১২৯৩ সাল

ব্রহ্মরাজ্য লইয়া বহুকাল ইংরাজ বাহাদুরদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইতেছে। কোন প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি নিজ যুদ্ধবিদ্যাবলে কিছুকাল জন্য ব্রহ্মরাজ্যে শান্তিস্থাপন করিতেছেন আবার তিনি অপসৃত হইলেই দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ স্ব স্ব ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। এই সে দিন সার্ ফ্রেডরিক রবার্টস, ব্রহ্মরাজ্যে উত্তমরূপ শান্তি স্থাপন করিলেন, কিন্তু আবার শুনিতেছি নাকি তিনি অপসৃত হইবার উপক্রম করিতে করিতেই দস্যুগণ ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। এ উপদ্রবের যে কবে একেবারে শান্তি হইবে তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, এরূপ আর কিছুদিন চলিলে ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

আমাদিগের সুযোগ্য সহযোগী লিবারেল বলেন যে, কোন এক জন আমেরিকাবাসী সুরাপানজনিত স্বদেশের অমঙ্গল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ তালিকা প্রদান করিয়াছেন। এ ব্যবসায়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ৬০০০,০০০,০০০ ডলার মুদ্রা ও পরম্পরাসম্বন্ধে ও উক্ত পরিমাণ ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু ঈদৃশ মাদকদ্রব্যসেবনে কত অনিষ্ট হয় তাহাও দেখাইয়াছেন:—১০, ০০০, ০০০ ডলার মুদ্রা মূল্যের সম্পত্তি দগ্ধ ও নষ্ট হয়, ৭০০০০ জীবন নষ্ট হয়, ৩০,০০০ বিধবা হয়, ১০,০০০ অনাথ বালক হয়, ৫০০ উন্মত্ত হয়, ২৫০ হত্যা কাণ্ড সমাহিত হয়, ৫০০ আত্মহত্যা হয়, ৫০০,০০০ লোক কারারুদ্ধ হয়। এই তালিকাদর্শনেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সুরাপান অপেক্ষা অমঙ্গলকর বিষয় পৃথিবীতে আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব এ বিষপান হইতে আমাদিগের একেবারে বিরত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। কিন্তু অধুনা স্বদেশীয়গণ যেরূপ অন্তঃসারশূন্য হইয়াছেন, তাহাতে যে এ কুৎসিত কার্য্য হইতে সহসা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন ইহা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে গবর্ণমেণ্ট একটু স্বার্থপরিত্যাগ করিয়া যদি এ বিষয়ে কটাক্ষ করেন তাহা হইলে কালক্রমে, আমরা এ কালকূট হইতে পরিত্রাণ পাইলেও পাইতে পারিব।

বোম্বাই নগরের কতকগুলি প্রধান প্রধান হিন্দুনিবাসিগণ ও পার্সি রেসিডেণ্টগণ বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট নিকটে গোহত্যা নিবারণ জন্য এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার ফল কতক ফলিয়াছিল। তজ্জন্য মুসলমানেরা জুবিলি দিবসে গোহত্যা করে নাই। যাহাহউক, ইহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে আশাপ্রদ বলিতে হইবে।

—•••—

মহারাজ গুইকুয়ারের বিদ্যানুরাগ বিষয় শুনিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি সুখী ও আনন্দিত হইলাম। মহারাজ নিজরাজ্যে বিদ্যা চর্চ্চার জন্য প্রত্যেক বৎসর ৩০টী করিয়া শিশুবিদ্যালয় স্থাপিত করিতে আদেশ করিয়াছেন। তিনি একটী কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। যাহাহউক, এরূপ মহৎ ব্যক্তিদিগের বিদ্যানুরাগ জন্মিলে যে দেশের কতদূর হিতসাধন হইবে তাহা লেখনী প্রকাশে অক্ষম। মহারাজ গুইকয়ারের এ বিষয়ে যাদৃশ উৎসাহ দেখিতেছি, তাঁহার সমাবস্থ রাজগণের যদি তাদৃশ উদ্যম হয়, তাহা হইলে ভারতভূমি যে অচিরে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের এই অনুরোধ, যেন আর্য্যশিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। নতুবা ভারতের পতনোন্মুখ কীর্ত্তিস্তম্ভ ভূপতিত হইয়া অচিরেই রেণু কণায় পরিণত হইবে, ও ভবিষ্যৎ আশালতা সমূলে উৎপাটিতা হইবে।

—••—

আমাদিগের বর্ত্তমান ছোটলাট স্বজাতীয়পক্ষ সমর্থনে বিশেষ যত্নবান। কর্সিয়ঙ্গ বোর্ডিং স্কুলের কোন শিক্ষক সস্ত্রীক পাঠকার্য্যে ব্রতী ছিলেন বলিয়া মাসিক ৮০ টাকা করিয়া বেতন প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু বর্ত্তমান ইনকম্ ট্যাক্স প্রচলিত হওয়াতে উঁহাদের বেতন একরূপ একত্র জড়িত থাকিলে অবশ্যই উঁহাদিগকে ইনকম্ট্যাক্স দিতে বাধ্য হইতে হইবে, এই বিবেচনায় ছোট লাট বাহাদুর উক্ত বেতনকে ৪০ টাকা হিসাবে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শিক্ষক

মহাশয়কে এ ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সকলের প্রতি এরূপ কৃপাকটাক্ষ হইলে বড়ই সুখের বিষয় হয়। নতুবা অন্যের সময় যোগ আর এ সময় বিয়োগ।

রাজপুর মিউনিসিপালিটী মধ্যে চৌর্য্য বৃত্তির ক্রমেই প্রাবল্য লক্ষিত হইতেছে। চৌর্য্য ভয়ে গ্রামবাসিগণ সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া কালযাপন করিতেছে। আমরা ইহা পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছি কিন্তু বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট এমনি নিশ্চিন্ত যে কিছুমাত্র অনুসন্ধান লইলেন না। এই ঔদাসীন্য প্রযুক্ত পুনরায় ৩টী নূতন চৌর্য্যের সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইলাম। একটী জগদ্দল নিবাসী জমীদার বংশীয় বাবু সুরেন্দ্র নাথ ঘোষের বাটীতে, আর একটী হরিনাভি নিবাসী বাবু বদুনাথ ভট্টাচার্য্যের দোকানে, অপরটী রসিক বসাকের দোকানে। কোনটীতে কিরূপ দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে তাহা আমরা বিশেষ অবগত নহি। আবার সংবাদ পাওয়া গেল বারুইপুর মিউনিসিপালিটীভুক্ত রামনগর গ্রামে বাবু কৈলাশচন্দ্র ঘোষের বাটীতে এক প্রকারের ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। শুনা গেল ২৫ শত টাকার অলঙ্কারাদি ও নগদ টাকা অপহৃত হইয়াছে। এইরূপ ক্রমে যে অত্যাচার বৃদ্ধি হইতে লাগিল উহার উপায় কি? শান্তিময় রাজ্যের কর্ত্তা পুলিষের উপর প্রজাপুঞ্জের জীবন, ধন, মান, সম্ভ্রম অর্পণ করিয়া পরম সুখে নিশ্চিন্তময় স্থানে বিচরণ করেন। পুলিস বিভাগ সৃষ্টি হইতে আজন্মকাল যেরূপ নিদ্রিত আজও সেইরূপ নিদ্রিত। যখন শাসন কর্ত্তার দৃষ্টি পুলিষের উপর কিয়ৎ-অংশ নিক্ষিপ্ত হয় তখনি এই ঘোর নিদ্রার তান্দ্রমা হয় মাত্র। কর্ত্তা যেরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া বিচরণে প্রবৃত্ত পুলিষও সেইরূপ সুগম্ভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। গ্রামবাসিগণ শান্তিময় রাজার শাসনের ঔদাসীন্য দেখিয়া ধন মান জীবন লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। লোকের আহার নাই, নিদ্রা নাই। কেবল অশান্তি বিরাজ করিতেছে। এমন সময়ে মিউনিসিপাল কর্ত্তারা কি বলিয়া হস্ত আনম পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত আছেন। তাঁহারা শীঘ্র এ বিষয়ের একটী উপায় উদ্ভাবন করুন। কেবল ট্যাক্স আদায়ের পরিপাটী করিলে কি হইবে। প্রজার রক্ষা না হইলে ট্যাক্স আদায় কি সহজে হইবে।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে জুবিলি ফণ্ডে টাকা আদায় করিবার জন্য বোম্বাই ও বাঙ্গালার কোন কোন অংশে অনেক অত্যাচার হইতেছে। প্রজাদিগের নিকট বলপূর্ব্বক টাকা আদায় করা হইতেছে। সময়ে সময়ে, প্রজাগণের যেমন অবস্থা তাহার অতিরিক্ত পরিমাণেও টাকা সংগৃহীত হইতেছে। দান দাতার আয়ত্তাধীন হইলেই বড় সুখকর হয়। যে বিষয়ের জন্যই হউক টাকা বলপূর্ব্বক সংগৃহীত হইলেই সাতিশয় উদ্বেগজনক হয়।

আমাদিগের সুযোগ্য সহযোগী হিন্দু-পেট্রিয়ট বলেন যে, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট অনেক সংশয়াদির পর শ্রীযুক্ত রায় রামশঙ্কর সেন বাহাদুরকে স্পেশাল পেনসন দিবার জন্য অনুরোধ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। উক্ত মহাশয় যদিও কার্য্যক্ষম ছিলেন তথাপি তাঁহাকে আর অধিক দিন কার্য্য করিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ইহাঁর অপেক্ষা অনেক অনুপযুক্ত ব্যক্তিও এরূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামশঙ্কর বাবু এক জন উন্নতমনাঃ সুযোগ্য ও অপক্ষপাতী কর্ম্মচারী ছিলেন।

২৬এ ফেব্রুয়ারি পবলিক্ সার্ভিস কমিসন বেঙ্গল কাউনসিল চেম্বার অধিবেশন করিয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন ;—বাখরগঞ্জ নিবাসী সইয়দ মহম্মদ হোসেন ; সবর্ডিনেট জুডিসিয়েল সার্ভিসের পেনসন প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ; কভেনেণ্টেড সার্ভিসের জনৈক সভ্য মিঃ ডবলিউ, এচ গ্রিমলি, কলিকাতার জনৈক বণিক্ ও জমিদার শ্রীযুক্ত রাজা দুর্গাচরণ লাহা ; ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার জনৈক সভ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল সইয়দ আমির হোসেন ; সার ই, বার্চ ; পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ; বাঙ্গালার পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল মিঃ এচ, এম. কিষ্ সি, এস, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সার লক্ষ্মেশ্বর সিংহ ; শ্রীযুক্ত বাবু গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় ; মিঃ এম, পি, গ্যাসাৰ ; এগ্রিকলচারেল ডিপার্টমেণ্টের ডাইরেক্টর মিঃ এম, কিমুকেন, এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়।

-•••-

আমাদিগের সহযোগী হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন যে, আয়র্লণ্ডে দিন দিন অশান্তি বৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্যপ্রণালীতে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলতা হইতেছে এবং অধিবাসিগণ কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙমুখ হইতেছে। আর্কবিশপ ক্রোক্ আয়র্লণ্ডবাসীদিগকে কর দিতে বারণ করিয়া এক পত্র লেখেন। এ সমস্ত শ্রবণে আমরা অতি আশ্চর্য্য হইতেছি। যে দিকেই দেখি সে দিকেই কোন না কোন অনিষ্ট বিষয় দেখিতে পাই। সর্ব্বত্রই অশান্তি। সকল লোকই উত্যক্ত। কি ভয়ঙ্কর বৎসর যাহা হউক, ঈশ্বরের কৃপায় বিশৃঙ্খলতা দূরীকৃত ও সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইলেই সকলে সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে।

ষ্ট্রেট সেটলমেণ্টের মধ্যে বোধ হয় যুদ্ধ বিগ্রহ হইবার সম্ভাবনা হইতেছে। ন্যা বুয়ানের এডমিনষ্ট্রেটর সিঙ্গাপুর গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, ব্রুনুর সুলতানকে মৈমুবার্গের লোকেরা তাহাদের অধিপতি স্বরূপ স্বীকার করে নাই বলিয়া উক্ত সুলতান উহাদিগকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে, উদারচেতাঃ মিঃ জে, শ্ল্যাগ পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার জনৈক সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। রক্ষণশীল দল অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে ৫৭৫ খানি সম্মতিপত্র অধিক হইয়াছিল যাহা হউক, ঈশ্বরের কৃপায় ইনি যে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ইহা ভারতের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ, ইহ জগতে দরিদ্রের বন্ধু অতি বিরল। ইনি এক জন প্র...

নিরপেক্ষ, ধর্ম্মপরায়ণ, মহামনাঃ, বিশ্ববন্ধু। ইহাঁ দ্বারা যে সকলের সমভাবে উপকার হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

বড় লাটের সদলে সিমলা পাহাড়ে যাইবার ব্যয় সংক্ষেপ নিমিত্ত যে আন্দোলন হইতেছিল, তাহা এক্ষণে কিছুদিন স্থগিত রহিল, সুতরাং যাত্রিগণও পূর্ব্বমত স্বসচ্ছন্দ ভাবে যাতায়াতাদির ব্যয় প্রাপ্ত হইবেন।

অযোধ্যার মহারাজা কলিকাতাস্থ দরিদ্রদিগকে জুবিলি উপলক্ষে দান করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের হস্তে ১০০০ টাকা পাঠাইয়াছেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সভাপতি এই কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান দানশালায় প্রদান করিয়াছেন।

পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট পাটিয়ালা হইতে বাতিণ্ডা পর্য্যন্ত রেল গাড়ি চালাইবার জন্য জমি সার্ভে করিবার আদেশ দিয়াছেন। প্রস্তাবিত জমি নাকি অতি সুগম; কারণ, তথা হইতে ১০০ মাইলের মধ্যে ও কোন রকম একটীও নদী নাই।

ভারতবর্ষের রেল গাড়ীতে ইলেক্‌টিক আলোক দিবার প্রস্তাব হইতেছে। ষ্টেট-সেক্রটারী ও অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উক্তমত সমর্থন করিতেছেন। এরূপ প্রস্তাবের কারণ কি? সামান্যতঃ দুইটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম, আলোকের উজ্জ্বলতা; ২য়, ব্যয় সংক্ষেপ। ঔজ্জ্বল্যের বিষয় দেখিতে গেলে আমরা এই বলিতে পারি যে, অধুনাতন আলোকের যাদৃশ ঔজ্জ্বল্য, তাহাতে কোন বিশেষ অসুবিধা হয় না। বোধহয় ইলেক্‌ট্রিক আলোক হইলে যাত্রিগণের নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হইবে এবং সময় ক্রমে ইহা দ্বারা কোনরূপ দুর্ঘনাও ঘটিতে পারে। ব্যয়সংক্ষেপের বিষয় আমরা কিছুই [illegible] চাহি না। তবে এই বলিতে পারি যে, যদ্দ্বারা অধিক পরিমাণে অসুবিধা হয় ও আংশিক স্বল্পতা হয় তাহা সর্ব্বজনানুমোদিত হইতে পারে না।

জয়পুরের মহারাজার সম্মানার্থ যত তোপ ধ্বনি হইত এক্ষণে তদপেক্ষা আর দুইটী তোপ ধ্বনি অধিক হইবে। আমাদের সহযোগী হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন যে, "কেন কোন ব্যক্তি বিবেচনা করেন যে, মহারাজ লেডিডফ্‌রিন্ ফণ্ডে ১১০০০০ টাকা দিয়া কি এই দুইটী মাত্র তোপ পাইলেন? দর বড় বেশি হইয়াছে"। আমরাও তাহাই বলি।

ইণ্ডিয়ান মিরবের কোন সংবাদ দাতা বলেন যে, পাবনার জুবিলী দিবসে মহেশচন্দ্র সাহা নামে একব্যক্তি ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ককস কর্ত্তৃক পদাহত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। সুবিজ্ঞ বিচারক মিঃ ভাউএল এবিষয়ের যথার্থ ন্যায়সঙ্গত বিচার করিয়া অপরাধীর ২০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। ভারতবিজয়ী মহাপুরুষ একজন সামান্য দেশীয়কে শ্রীচরণদান করিয়াছেন বলিয়া যে ঈদৃশ সুবিচার হইল ইহা অতি আশ্চর্য্য। যাহা হউক কিয়দংশে আশাপ্রদ।

সেণ্টপিটার্সবর্গের জার্ম্মাণ মিলিটারি আটেচ কর্ণেল ভন ভিলম, জার কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, এই মিথ্যা জনরব অতি কুৎসিত ভাবে প্রকাশ করার জন্য পটসডামের নকরিটেন সংবাদপত্রের সম্পাদক হার গুষ্টাভ প্রেটস ৬ সপ্তাহের নিমিত্ত করারুদ্ধ হইয়াছেন। ঈদৃশ মিথ্যাবিষয় প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি?

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, অধুনাতন ব্যয় সংক্ষেপ সমিতির আদেশানুসারে অনেকগুলি দরিদ্র কর্ম্মচারিগণের কর্ম্ম যাইতেছে। সম্প্রতি একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল আফিসের অধ্যক্ষ [illegible] ২৩ জন সহকারি কর্ম্মচারীকে কার্য্যচ্যুত করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন এবং [illegible] যে আর ও কয়েক জন নিম্ন কর্ম্মচারীর কর্ম্ম যাইবে। কিন্তু এমন করিয়া কত ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে। যদি প্রধান দল হইতে ২।১ জনকেও অপসৃত করা যায় তাহা হইলে বোধ হয় ২০ জন নিম্ন কর্ম্মচারীর কর্ম্মচ্যুতি অপেক্ষা অধিক ফল দায়ক হইবে। অথবা প্রচুর বেতনের যদি নিয়ম মত কিঞ্চিৎ আংশিক হ্রাস করা যায় তাহা হইলেও বিশেষ ফল লাভ হইতে পারে। নতুবা এ কার্য্যপ্রণালী প্রবাহিত বালুকাকণা দ্বারা সাগর বন্ধন প্রয়াস নিশ্চয় ব্যর্থ হইবে।

আমাদিগের সুযোগ্য সহযোগী অমৃত বাজার পত্রিকা মিঃ বীমসের একটী অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করিয়া এই মহাত্মার অধুনাতম পবলিক সার্ভিস কমিসন্ সম্বন্ধে অপূর্ব্ব সাক্ষ্য প্রদানের কিয়দংশে হেতু নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবই এইরূপ। যখন সার সিসিল বীডন্ বাঙ্গালার ছোট লাট ছিলেন, তখন মিঃ বীমস বেহারের কোন উপবিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। একদা ছুটী লইয়া তিনি দারজিলিং দেশে গমন করেন। তখন শিলিগুড়ি হইতে দারজিলিং যাইবার রেল প্রস্তুত হয় নাই, সুতরাং মিঃ বীমসকে অশ্বারোহণে গমন করিতে হইয়াছিল। ১০।১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি অশ্ব পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। দেখিলেন যে, একজন কনষ্টেবল সেখানে উপস্থিত রহিয়াছে। তাহাকে ঘোড়া ধরিতে বলিলেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তিকে অশ্বধারণে অস্বীকৃত দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্য হইলেন এবং অতি রুক্ষভাবে বলিলেন "জান আমি কে? আমি ম্যাজিষ্ট্রেট"। ইহাতে কনষ্টেবল উত্তর করিল "আমি জানি না তুমি কে? কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট হও আর নাই হও, তোমার ঘোড়াধরা আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত নয়"। ঈদৃশ উত্তরে মিঃ বীমস একেবারে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উক্ত অভাগাকে বিলক্ষণ কশাঘাত করিলেন। কনষ্টেবল মিঃ বীমসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার নিমিত্ত দারজিলিং এ গমন করিল। দারজিলিং তখন সাক্ষাৎ ভারতগবর্ণমেণ্টের অধীন। কেবল একজন দারজিলিংসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নামক কর্ম্মচারী ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন। তদানীন্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উক্ত ব্যাপার শ্রবণে ইহার প্রতিবিধান জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানান। ভারত গবর্ণমেণ্ট বঙ্গের [illegible]

লাটের হস্তে কার্য্যভার প্রদান করেন। সার্ রিপিল ঈডন এবিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক ইহার যথার্থ্য অবগত হইয়া এই আদেশ প্রদান করেন যে, "মিঃ বীমসের চরিত্র দেখিয়া বোধহয় যে তিনি পবলিক-সার্ভিসের উপযুক্ত নন, এবং তাঁহার এ কার্য্য হইতে অপসৃত হওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া এতদূর কঠোর আজ্ঞা প্রদান করিলাম না। কিন্তু দারজিলিং এ একটী সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া মিঃ বীম্‌সকে উক্ত অপরাধের জন্য কনষ্টেবলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।" মিঃ বীম্‌স এক্ষণে এ সকল বিষয় চুক্তি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের আদেশ আকস্মিক হইল বলিয়া তিনি আর পরিত্রাণ পাইলেন না। সুতরাং এক সভা আহ্বান করিয়া মিঃ বীম্‌সকে সর্ব্বসমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল। এই সমস্ত দর্শনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইনি এই প্রকৃতির লোক। তবে যে ইনি পবলিক্ সার্ভিস কমিসন সমীপে ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে অতি সামান্য ও ভ্রমাত্মক মত প্রকাশ করিবেন তাহার আর বিচিত্রতা কি?

মিঃ জন্ বীমস্ সি, এস্।

বর্দ্ধমানের কমিসনর মিঃ জন্ বীম্‌স সি, এস, মহাত্মার কথা শুনিয়া আমরা স্পন্দহীন হইয়াছি। ভারতবাসিগণ তাঁহার কি কোন ক্ষতি করিয়াছে, যাহার জন্য তিনি ইহাদিগের উপর ঈদৃশ খড়্গ হস্ত হইয়াছেন? কি আশ্চর্য্য! যাহাদিগের দেশে তিনি বাস করিতেছেন, যাহাদিগের শুভসম্পাদনে ভারত গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, যাহাদিগের ধন হইতেই রাজ্য চালিত হইতেছে, তাহাদিগের উপর এত আক্রোশ? ধন্য পাশ্চাত্য গরিমা! মিঃ বীম্‌স্ পবলিক সার্ভিস কমিসন সমীপে যেরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি ব্যক্তিমাত্রেরই বিরক্তিভাজন হইবেন ইহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু ঈদৃশ অবজ্ঞা-সূচক, অশ্রীকার্য্য-জ্ঞাপক ভাব প্রকাশে উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এই যে, ইদানীন্তন উন্নতিপথারূঢ় দেশীয়দিগকে একেবারে অধঃপাতিত করণ। কিন্তু ফলে যে কি হইবে তাহা বলা যায় না। কারণ, যখন দেশীয় বিদেশীয় সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণই তাঁহার মতের বিরুদ্ধ ভাবপ্রকাশ করিয়াছেন, তখন যে এই এক অদ্বিতীয় কেবল-কল্পনা-সাগর-উদ্ভাবিত অপূর্ব্ব মতের উপর বিশেষ নির্ভর করিয়া পব্লিক্ সার্ভিস কমিসন রূপণ কোন ব্যবস্থা করিবেন না, তাহা অত্যল্পবুদ্ধিজীবি ব্যক্তিরও হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মিঃ বীম্‌সের উদ্ভাবনী শক্তি দর্শনে আমরা অত্যন্ত উল্লাসিত হইলাম। তিনি দেশীয় রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, ভাষা, প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ের কোন রূপ বিশেষ অনুসন্ধান প্রাপ্ত না হইয়াই নিজ মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন, দেশীয়গণের কোন সুবিচারের ক্ষমতা নাই। অতএব ইহাদিগকে চিহ্নিত সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে দেওয়া নিতান্ত অনিষ্টকর। তিনি আপনার স্থির সিদ্ধান্তে ঈদৃশ বিশ্বস্ত যে, কোনরূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণ সিদ্ধ বিষয়েও লক্ষ্য করেন না। তিনি দেশীয়দিগের বিশেষ পারদর্শিতার বিষয় দেখিতে পাইবেন কেন্? লর্ড সেল্‌বোর্ণ সার্ জেম্‌স্ ষ্টিফন্, সার বার্ণস পিকক্, প্রোফেসর মার্কবি, সার হেনরি মেন প্রভৃতি মহাত্মগণ ভারতবর্ষীয়দিগের সুবিচারসামর্থ্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়া গিয়াছেন; এবং দেখিয়াছেন যে, ইহারা কৃতবিদ্য ইংরাজগণ অপেক্ষাও এ বিষয়ে কোন মতেই ন্যূন নহে। মিঃ বীম্‌সের সিদ্ধান্ত ঈদৃশ সতেজ যে উহা ন্যায়পথকে তৃণজ্ঞান করিয়া সর্ব্ব উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি বলেন যে, ইউরোপীয় বিচারকগণ দেশীয়গণের ন্যায় এ দেশের আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ। কিন্তু একথা সর্ব্বজনবিরুদ্ধ হইলেও ইহা জনৈক সুবিচারক-মুখনিঃসৃত বলিয়া অভ্রান্তরূপে সর্ব্ববাদিসমাদৃত হইতেই হইবে। পরিশেষে আমাদিগের এই নিবেদন যে, যখন সার এম্. ই. গ্র্যাণ্ট্ সদৃশ মহোদয়গণ ভারতবর্ষীয়দিগকে সিভিলসার্ভিসে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিতেছেন তখন আর ভারতমঙ্গলাসহিষ্ণু তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রাজ্ঞগণ কেন এ বিষয়ে বাধা দিতে ব্যগ্র হইতেছেন?

ব্রহ্মরাজ্য।

ইংরাজরাজ্য অতি বিশাল। ইহা দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। ধনে, বলে, আয়তনে, প্রজাসংখ্যায়, বলিতে কি, সকল বিষয়েই বিশিষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। এরূপ প্রবাদ যে, সূর্য্যদেব মহারাণীর রাজ্য হইতে অন্তর্হিত হইতে পারেন না। রাজাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইলে প্রজাদিগের সকল বিষয়েই সুখ সমৃদ্ধি হওয়া নিতান্ত সম্ভব, আবশ্যক ও প্রার্থনীয়। কিন্তু হতভাগ্য ভারতবাসিগণের অদৃষ্টে ফলে তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না। মহারাণীর রাজ্যে যেখানে যে কিছু ব্যয় হইবে তজ্জন্য কি কেবল ভারত দায়ী? তাহা হইলে ত ভারতবাসিগণকে একেবারে উৎসন্ন হইতে হয়। মহারাণী ভারতেশ্বরীর এ বিশাল-রাজ্য-মধ্যে কত শত সহস্র ভিন্ন-ধর্ম্মা, ভিন্ন-প্রকৃতি, ভিন্নাবস্থ জাতিসমূহ বাস করিতেছে। তাহাদের মধ্যে যে কোন না কোনরূপ অশান্তি বর্ত্তমান থাকিবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? এতদ্ভিন্ন নূতন রাজ্য আক্রমণ ও বশীকরণ প্রভৃতি ব্যাপার ত প্রায়ই উপস্থিত হইতেছে। এ সমস্ত বিষয়ের রীতিমত বন্দোবস্ত করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু সে অর্থের জন্য কি কেবল ভারতবাসীদিগকেই উত্ত্যক্ত করিতে হইবে? আমাদের পক্ষে ইহা ত কখনই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। যে কোন নূতন দেশে নূতন কার্য্যাদি নিমিত্ত মহারাণীকে ব্যয়গ্রস্তা হইতে হইবে, সেই দেশ কিম্বা সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই দেশের সহিত যাহারা সম্বন্ধ তাহারাই সেই ব্যয়ের দায়ী হইবে। অধুনা ব্রহ্মদেশ বশীকরণ বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনেক ব্যয় সহ্য করিতে হইতেছে এবং এরূপ যে আর কত দিন চলিবে তাহাও কেহ বলিতে পারে না। এই যে সমস্ত ব্যয় হইতেছে, ইহার জন্য কে দায়ী? প্রথমতঃ, ইংলণ্ড; দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মের যে সমস্ত বিভাগ ইংরাজদিগের অধীনে আছে। ন্যায়মতে বিচার করিতে গেলে এই দুই স্থানীয়গণই ভাগহার ক্রমে ব্রহ্মরাজ্যের শান্তিস্থাপনাদি কার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহে বাধ্য। তবে এই কথা বলা যায় যে, যদি স্থানদ্বয়বাসীরা নিঃস্ব হইতেন কিম্বা স্থানীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কোনরূপ অবশিষ্ট ধনাদি না থাকিত, তাহা হইলে সুতরাং যে কোন রূপেই হউক, ভারত কিম্বা অন্যান্য রাজ্য হইতে ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। ইংরাজদিগের অধীনস্থ ব্রহ্মরাজ্য এক্ষণে সুসমৃদ্ধ। ইহাতে ইংরাজদিগের বিশেষ লাভ দৃষ্ট হইতেছে। বিগত বৎসর তথায় অন্যূন ২,৭৩,২৬,৫৪০ টাকা রাজস্ব আদায় হয় এবং ১,৫৩,৭৯,৬৬০, টাকা ব্যয় হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রায় ১০,৫,১৭,৭৫০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসরে ৯০০৬১১০, টাকা

উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এত অধিক যুদ্ধবিগ্রহাদিব্যয়সত্বেও ভারতরাজ্য হইতে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা পর বৎসর ১৫,১১,৬৪০, টাকা অধিক উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তবে যখন এত লাভ হইতেছে, তখন আর ভারতবাসিগণকে বৃথা পীড়ন করার কি প্রয়োজন? যেখানকার টাকা সেইখানেই ব্যয় করিলে ভাল হয়। আর যদি কিছু কম পড়ে তাহা হইলে ইংলণ্ড তাহা পরিপূরণে অগ্রসর হউন।

সিভিল সার্ভিস্

সিভিল সার্ভিস্ সম্বন্ধে ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে অনেক বাদানুবাদ হইয়া আসিতেছে। প্রায় ১০।১১ বৎসর অতীত হইল যখন ভারতবাসিগণ পাশ্চাত্য বিদ্যার আশ্রয়ে আপনাদিগের হীনাবস্থা সবিশেষ অবগত হইয়া তাহার উন্নতির নিমিত্ত একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ডলিটন্ স্বীয় তীক্ষ বুদ্ধিবলে কোনরূপ নূতন ব্যবস্থার সূত্রপাত করিয়া সেই প্রজ্বলিত হুতাশনের কিঞ্চিৎ পরিমাণে শমতা করিয়াছিলেন। সে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল কেন? তাহার কারণ কেবল এই সিভিল সার্ভিস্। চিহ্নিত সিভিলিয়ানগণ বিদেশ হইতে আগমন করিয়া মাসিক এত অধিক বেতন ভোগ করিবেন এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ তাদৃশ কোনরূপ ফল-ভাগী হইবেন না? এই বিবেচনা করিয়া সকলেই উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিল। কিন্তু তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি অধুনাপ্রচলিত ষ্টাটুটারি সিভিল্ সার্ভিস্ কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে উভয় দিক রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ব্যবস্থা ত অপক্ষপাতিনী হয় নাই। যখন ষ্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিসের সহিত চিহ্নিত সিভিলসার্ভিসের ফলবিষয়ে এত বৈষম্য রহিয়াছে তখন ইহার প্রবর্ত্তনে কি বিশেষ লাভ হইল? কেবল নামে সিভিলিয়ান হইতে আমাদিগের ইচ্ছা নাই। সিভিলিয়ান নাম দেওয়া হউক আর যে কোন নাম দেওয়া হউক না কেন; ফলে যদি বিশেষ পার্থক্য না থাকে তাহা হইলে সকল বিষয়ই মনুষ্যমাত্রের প্রীতিকর হইবে। অতএব ষ্ট্যাটুটারি সিভিলিয়ান হইয়া দেশীয়গণ কৃতার্থম্মন্য হইতে পারেন না। বরং কেহ সিভিলিয়ান না হন ইহাও ভাল, তথাপি কোন অকর্ম্ম-নামমাত্রাবধিষ্ঠ সিভিলিয়ানপদে অভিষিক্ত হইতে বিবেচকমাত্রেই বীতস্পৃহ। দেশীয়গণকে উদৃশ পদে প্রতিষ্ঠিত করিলে এইমাত্র প্রকাশিত হয় যে, ইহারা বিশেষ কোনরূপ কার্য্য-পরিচালনে অক্ষম এবং ইহারা অতি স্থূলবুদ্ধি। কিন্তু দেশীয়গণ যে মানসিকবৃত্তিতে ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট তাহা আমরা কখনই বিশ্বাস করি না। এবিষয়ে আর কি তর্ক করিব এবং যুক্তি দেখাইব? ইহার মীমাংসা কখনই যুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে না। ইহা কেবল পরীক্ষাসাধ্য। দেশীয়দিগের উপর সম্পূর্ণ কার্য্যভার অর্পিত হউক, দেখি ইহারা ভারবহনে বিশেষ উপযুক্ত কি না। অবশ্যই ইহারা সুচারুরূপে কার্য্য পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবে। দেশীয়দিগের বুদ্ধিবৃত্তি যে কিরূপ মার্জ্জিত তাহা অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইতে পারে। দেখ, বহুকালাবধি কোন না কোন দেশীয় ব্যক্তি বাঙ্গালার প্রধানবিচারালয়ের আসন শোভিত করিয়া আসিতেছেন। আমরা ত কখনই ইহাঁদের অবিমৃষ্যকারিতা কিম্বা কার্য্যাক্ষমতার কোন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই নাই। এ বিচারালয়ের কার্য্য কি কঠিন ও জটিল নয়? ইহার মীমাংসাজন্য কি অতিতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বহুদর্শিতার প্রয়োজন হয় না? ইহার সুশৃঙ্খলতা স্থাপনে কি বিশেষ দক্ষতা আবশ্যক হয় না? যখন এই সমস্ত দুরূহব্যাপারেও দেশীয়গণ উপযুক্তমত ও অতিপ্রশংসনীয় রীতিপ্রণালী বিস্তার করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতেছেন, তখন যে অন্যান্য বিষয়েও উৎকর্ষ লাভ করিবেন তাহার আর সন্দেহ কি? আমরা বলি যে, ইংরাজ জাত যেমন সাম্যশ্রির সেই রূপ ফলে সকল বিষয়ে হইলেই বড় সুখকর হয়। দেশীয়গণকে উনবিংশ বৎসর অতিক্রম না করিতে করিতেই বিবিধ জাহাজে পারদর্শিতা লাভ করিয়া, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় কুটুম্বগণের স্নেহমমতায় জলাঞ্জলি দিয়া, বহুধনব্যয়ে অকূল সমুদ্র উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যে এই অপূর্ব্ববিদ্যাশিক্ষাকরিতে হইবে ইহার গূঢ় অভিপ্রায় কি? যে সমস্ত বিদ্যা দেশে থাকিয়া অভ্যাস করা হইতেছে, তাহাতে কি জ্ঞান জন্মিতেছে না? অল্পবয়সেই সিভিলিয়ান না হইলে কি কার্য্যে সমধিক পারদর্শিতা জন্মে না? আমাদিগের সামান্যবুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে, নিতান্ত অল্প বয়স অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়সের পক্বতা হইলে গুরুতর কার্য্য অতি সুচারুরূপে সমাধা হইতে পারে। অতএব আমরা বলি যে, প্রস্তাবিত বিষয়ে অনেক গুলি পরিবর্ত্তন আবশ্যকীয়। প্রথমতঃ, পরীক্ষা সম্বন্ধে এই বলিতে পারি যে, এক সময়েই বিলাতে এবং ভারতে পরীক্ষা হইবে এবং এক রকমই প্রশ্ন থাকিবে। ইহাতে কেহ কেহ এই আপত্তি করিতে পারেন যে, বিলাত হইতে এখানে প্রশ্ন আনিতে হইলে, ছাত্রগণ হয়ত কোন রকমে পরীক্ষার পূর্ব্বেই প্রশ্ন জানিতে পারিবে। ইহা আমরা কোনরূপ বিশ্বাস করি না। তাহার সাক্ষ্য স্থল কলিকাতা ইউনিভার্সিটী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত প্রশ্নই বিলাত হইতে আসিয়া থাকে কিন্তু কখনই তো কোন চৌর্য্যবিষয় শ্রবণ করি না। দ্বিতীয়তঃ, বয়ঃক্রমবিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ২৩।২৪ বৎসর পর্য্যন্ত সীমা করিলে ভাল হয়। কারণ ইহাতে ছাত্রগণেরও সুবিধা এবং ভবিষ্যৎকার্য্যপ্রণালীরও সুব্যবস্থার সম্ভাবনা। তৃতীয়তঃ, পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকিয়া যে কিছু কাল শিক্ষা লাভ করিতে হইবে ইহা যে কত দূর ন্যায় সঙ্গত তাহা বলা যায় না। বিলাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিক্ষা লাভ না করিলে যে সুফল ফলিবে না ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। চতুর্থতঃ, পাঠ্যগ্রন্থাদিবিষয়েও বিশেষ কোনরূপ বৈষম্য না লক্ষিত হয়। এইরূপ প্রণালীতে কার্য্যনির্ব্বাহ হইলেই আমরা অতি সুখী হইব। অনেকেই বলিতে পারেন যে, জেতৃগণের সমকক্ষতা প্রার্থনা করা জিতগণের পক্ষে চন্দ্রস্পর্শনাকাঙ্ক্ষি-বামন-চেষ্টিতবৎ সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করি, মহারাণী ভারতেশ্বরীর যেরূপ নিরপেক্ষ ও মহৎ ঘোষণাপত্র, তাহাতে যে ঈদৃশ প্রোৎসাহিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। সাম্যপক্ষপাতিনী বলিয়াই আজ মহারাণীর নিকট সমগ্র ভারতবাসীই সাম্যপ্রার্থনা করিতেছেন। নিবিড়-ঘনাবলি-দর্শনে চাতক যেরূপ উল্লাসিত-চিত্তে বিন্দুমাত্র বারি প্রার্থনা করিলেও আশাতীত জলোচ্ছ্বাস প্রাপ্ত হয়। আজ ভারতবাসীদিগের ভাগ্যেও সেইরূপ ঘটিবে বলিয়া সকলেই সতৃষ্ণ অপেক্ষা করিতেছে। অতএব একান্ত অভিলাষ যেন সকলে বিফলমনোরথ না হন। আজ ভারতবাসীদিগের অদৃষ্টে সমোদিতা কাদম্বিনী যেন শরৎকালীনা না হয়।

উন্নতি না অবনতি।

উপস্থিত সময়ে ভারতের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে ইহা একটী বিশেষ গুরুতর চিন্তার বিষয়। [illegible]

স্বদেশপ্রেমিকগণ অহঙ্কারে বলিবেন আজ কাল যে উন্নতি হইতেছে, এ কথা কি আর বুঝাইতে হয়? রেলযোগে যাতায়াত, তাড়িত-যোগে সংবাদ আদান প্রদান, মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা নিত্য নূতন পুস্তক প্রকাশ, বিচারাধিকরণে উচ্চ নীচ সকলেরই সমভাবে বিচারপ্রাপ্তি, স্বল্প মূল্যে পরিধেয় পাওয়া বিলাতী অপরাপর দ্রব্যাদি, সভ্যতা প্রভৃতি দেখাইবেন। প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি কথাটী গভীর গবেষণাসাপেক্ষ। তাই যদি দশ জন দেখিতে গেলে উপরি উক্ত প্রমাণ যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীত হইবে যে, উপস্থিত পাশ্চাত্য পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক যেসকল কার্য্য নির্ব্বাহ বা নীতি সকালিত হইতেছে তাহার কোনই ভারতের প্রকৃত উন্নতি জনক নহে। তবে কার্য্যপরম্পরা সামান্যাংশে উন্নত-উন্মুখ গণ্য করিলেও করা যাইতে পারে। যে রেলপথ ও তাড়িতবার্ত্তা প্রভৃতি যাহা উন্নতির পরিচায়ক বলিয়া গৃহীত হইতেছে, উহাতে ভারতের মূলধন বিদেশে আবর্জ্জিত হইয়া ভারতের অর্থ হানি করিতেছে। যাহার বাহ্য চাকচিক্যময়, কিন্তু অন্তর বিনাশক তাহা উন্নতিমূলক হইতে পারে না। বিবেচনা করুন উপস্থিত রেলওয়ে প্রণালীতে অদূর কালাবধি যদি এইরূপে ক্রমাগত ভারতের অর্থহানি হবে তাহা হইলে ভাবিকালে অর্থকষ্টনিত কত কষ্ট ঘটিবে? এইরূপ বিদেশী শিল্প দ্বারা এক্ষণ ভারত যে যে কার্য্যে চালিত হইতেছে সে সমুদায়ই ভারতের অবনতিসূচক। আমাদের এবম্বিধ অভিপ্রায় প্রকাশে কেহ যেন এমত মনে না করেন যে, রেলওয়ে ও অন্যান্য শিল্প আমাদের অনভিমত। বাস্তবিক, যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলাম ইহা দেশের হিতজনক অবশ্য স্বীকার করিব। কার্য্যগুলি উন্নতি পরিচায়ক সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীতে চালিত হইতেছে ইহা নিতান্ত অবনতিকর। যখন আমরা দেখিতে পাইব ভারতীয় শিল্পী কর্ত্তৃক দেশের মূলধনে কার্য্যনির্ব্বাহ হইয়া দেশের অর্থ দেশে থাকিবে, তখন নিশ্চয়ই ভারত প্রকৃত উন্নতির পথে উন্নীত হইতে থাকিবে, বর্ত্তমান প্রণালী নিশ্চয় অবনতিসূচক।

এই গেল শিল্প সম্বন্ধীয় কথা। তার পর শিক্ষা। শিক্ষা প্রণালী ক্রমে সংক্রামিত হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষ ব্যাপৃত! কিন্তু পরিতাপের বিষয় পূর্ব্বকালে এক পাড়ায় পাড়ায় বিদ্যালয় ছিল না, ও উচ্চ নীচ সাধারণে অভাবে শিক্ষালাভে সুযোগ পায় নাই। আজ কাল ছোট বড় সকলেই পাঠ্যমন্দিরে যাইয়া মায়ের পার্শ্বে উপাধিতে পূর্ণ করিতেছেন কিন্তু বর্ত্তমানে প্রকৃত শিক্ষিত অল্পই দেখিতে পাইতেছি। অধিক উর্দ্ধে হস্ত বাড়াব না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় কিরূপ রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা ও শিক্ষা সংকীর্ণতা ছিল বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন। সেই অবস্থাতে সেই দুঃসময়ে কবিবর রামপ্রসাদ ও রায় গুণাকর যে কবিতা রত্নের সৃষ্টি করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, আজ কাল এত সুশাসনের সময় ও শিক্ষা বাহুল্যে কয় জন তাদৃশ পণ্ডিত দেখিতে পাইতেছি? কয়জন দূরে থাক, এক জনও কি দৃষ্ট হয়? এইরূপ বৈদিক কাল হইতে বর্ত্তমান অবস্থা অবধি অনুসন্ধান করুন, দেখিবেন ক্রমে অবনতি হইয়া আসিতেছে। যেরূপ অতীত হইতেছে আর সেরূপ জন্মগ্রহণ করিতেছে না, তবে কি কেবল বটতলায় পুস্তক বিক্রয়ের বাহুল্য বশতঃ শিক্ষা সম্বন্ধে উন্নতি স্বীকার করিব? না মুদ্রাযন্ত্র প্রত্যহ রাশি রাশি ছাপা দেখিয়া অবনতির ভাব অন্তর্হিত হইবে? যখন অদ্যাপিও যথার্থ সাহিত্য ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব তখন আমাদের শিক্ষারও অবনতি।

তৎপরে রাজনীতি ও সমাজনীতি। রাজনীতি অদ্ভুত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহার বিষয় আমরা পূর্ব্বে সবিশেষ বলিয়াছি অতএব অ স্থলে আর অধিক বলিব না।

সমাজনীতি মধ্যে চরম উন্নতি এই যে অজ্ঞ মদ্যপান করত খালাসী পোষাকের অনুকরণে সজ্জিত হইয়া যবন হস্তের প্রস্তুত খাদ্য ভোজন। আর ভারতের গর্ব্ব সতীত্বের খনী ভারত কামিনীগণকে আয়া সাজাইয়া নির্লজ্জ করণান্তর পথে পথে পরিচালিত করা। দেশীয় ভ্রাতাগণের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ, এবং বিলাতী নীতির আদর গ্রহণ। হায়! যে ভারতের নীতির ভিখারি হইয়া সমগ্র পৃথিবী ভারতের দ্বারস্থ ছিল, আজ সেই ভারতসন্তানগণ ক্ষুদ্র দ্বীপবাসীর জনকত লোকের অদ্ভুত কৌশলময়ী নীতির সম্মুখে নতশির হইয়া আপনাদিগকে উন্নত মনে করিতেছেন। এমন মনে ধিক্! এমন চিন্তায় অশনিপাত হউক। এরূপ নীতি আচিরে অর্ণবশায়িনী হউক। বিধাতা করুন এরূপ উন্নতি যেন ভারতে তিলার্দ্ধ না থাকিতে পারে। আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা যে ভারতসন্তানগণ সেই পূর্ব্বকালের ন্যায় স্বজাতির পূর্ব্বপালিত রীতি, নীতি, আচার, বিহার প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া ভারতভূমির নূতন জীবন প্রদান করেন। তাহা হইলেই যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন এবং প্রকৃত উন্নতি লাভ হইবে।

সমালোচনা।

ভূগোল শ্রীদীননাথ চৌধুরি প্রণীত মূল্য ৵০ আনা। পুস্তকখানি ক্ষুদ্রাবয়ব হইলেও অনেকগুলি অবশ্য জ্ঞেয় বিষয়ে পূর্ণ। ইহাদ্বারা পাঠার্থি বালক বালিকাগণের বিশেষ উপকার হইবে। এ পুস্তকখানি নিম্ন ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যগ্রন্থে অন্তর্নিবিষ্ট হয় ইহা আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা।

বঙ্গ কৃষিবিভাগের ডিরেক্টার কৃত প্রথম বাৎসরিক কৃষ্যাদি বৃত্তান্ত, কলিকাতা সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রে মুদ্রিত। পুস্তকখানি দর্শনে আমরা অতিশয় প্রীত হইলাম। এ গ্রন্থ খানিতে অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা ইহার দীর্ঘ জীবনের কামনা করি। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের এতদ্বিষয়ক প্রতিজ্ঞাপত্রও প্রাপ্ত হইয়াছি।

মহাপ্রস্থান বা পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ, পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য। ১২নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনারায়ণচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা। পুস্তকখানির ভাষা সরল ও ছন্দ নূতন ধরণের। এরূপ ছন্দ আজ কাল প্রায়ই দেখা যায়। সংক্ষেপতঃ গ্রন্থখানি মন্দ হয় নাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

সাধারণ।—পাটনা বেহারের আসিঃ মাজিঃ মিঃ আশাদুল্লীন আহাম্মদ বর্দ্ধমানের সদরে বদলী হইলেন। তৎসম্বন্ধে ১৮ই জানুয়ারির পূর্ব্ব হুকুম রদ হইল। মালদহের ডিঃ মাঃ শ্রীযুক্ত শিওমঙ্গল লাল চাম্পারণের সদরে, মেদিনীপুর কাঁথির ডিঃ মাঃ শ্রীযুক্ত কালী শঙ্কর সেন ত্রিপুরার সদরে, হুগলির ডিঃ মাঃ শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম সিংহ মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায়, এবং মুরশিদাবাদ কাঁথির ডিঃ মাঃ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় হুগলীর সদরে বদলী হইলেন। চট্টগ্রামের অফিসিয়েটিং জজ মিঃ গ্রেভিল, মিঃ স্মিথের ছুটীকালে অথবা দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত গয়ার সেসন জজের কাজ করিবেন। শ্রীযুক্ত দ্বারিকা-

নাথ মুখোর অনুপস্থিতিকালে বাঁকুড়ার ডি মাঃ শ্রীযুক্ত রায় অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ ঐ জেলার আবকারির ভার পাইবেন।

পুলিস।—পাটনার আসিঃ পুঃ সুঃ মিঃ এবার ক্রমি মানভূমে ডিঃ পুঃ সুঃ পদের ভার পাইলেন। পাবনা সিরাজগঞ্জের আসিঃ পুঃ সুঃ পাটনা সিটি পুলিসের ভার পাইলেন, মানভূমের আসিঃ পুঃ সুঃ কাউই পাবনা সিরাজগঞ্জে বদলি হইলেন। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের আসিঃ পুঃ সুঃ নোয়াখালিতে ডিঃ পুঃ সুঃ পদের ভার পাইলেন।

জেল।—ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলের ছুটী প্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ লিওনার্ড মিঃ লাম্বি-যোরের অনুপস্থিতিকালে অথবা দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত আলিপুরে জেল সুপ রিণ্টেণ্ডের পদে কাজ করিবেন।

রেজেষ্টারী।—ঢাকা শ্রীনগরের রুরাল সব রেজিষ্ট্রার মৌলবী আউলাদ হোসেন, ঢাকায় স্পেশিয়াল সব রেজিষ্ট্রারের পদে কিছুকাল কাজ করিবেন। মৌলবী সৈয়দ করৎউদ্দীন ঢাকা শ্রীনগরে স্পেশিয়াল সব রেজিষ্ট্রারের কাজ করিবেন।

চিকিৎসা।—ঢাকায় অফসিয়েটিং সিবিল সার্জন সার্জন মেজর মেক্লোস, মিঃ পার্ডিসের অনুপস্থিতিকালে পাটনায় সিভিল সার্জ্জন ও বাঁকিপুর টেম্পাল স্কুলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিবেন। সার্জ্জন মেজর এ, ক্রমি তৎপদে কাজ করিবেন।

বিচার।—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোর ছুটী কালে মৈমন সিং আতিয়ার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী পিঙ্গনার মুন্সেফী এলাকায় ছোট আদালতের কাজের ক্ষমতা পাইলেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল চৌধুরীর অনুপস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখো এম এ, বি,এল মৈমানসিং আতিয়ার এক্টিং মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। জলপাইগুড়ি কালাকোটার অস্থায়ী সব ডেপুটী কালেঃ শ্রীযুক্ত অন্নদানন্দন সেন তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টারের ক্ষমতা পাইলেন।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ২৭ ফেঃ—সার জন গর্ষ্ট কমন্স সভায় একটী প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলেন যে, ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন এক্ষণে তাহার ব্যতিক্রম করিবার কোন অভিপ্রায় নাই, গবর্ণমেণ্ট গ্যারাণ্টী উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব সঙ্গত বিবেচিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে গ্যারাণ্টী দিয়া গবর্ণমেণ্ট নূতন রেলওয়ে নির্ম্মাণ প্রস্তাব করিবেন না।

বিয়েনা ২৭ ফেঃ—অষ্টিয়ার সমর-সচিব সাময়িক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৫ কোটি ৩০ লক্ষ ফ্লোরিন মঞ্জুর করিবার জন্য প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।

লণ্ডন ১লা মার্চ্চ—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে চীন তুর্কিস্থানে সেনা সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি করিতেছেন।

সোফিয়া ১লা মার্চ্চ। সিলিষ্ট্রিয়ার সৈন্যদল বুলগেরিয়া রিজেন্সি বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেছে।

রোম ১লা মার্চ্চ ইটালী গবর্ণমেণ্ট মাসোয়াতে আর একদল সৈন্য পাঠাইতেছেন। তথায় সর্ব্বসমেত ২৫০০ সৈন্য প্রেরিত হইল।

এডেন ২রা মার্চ্চ। ডিউক অব, কনট সস্ত্রীক গত ৩ রা তারিখে ইণ্ডিয়ান মেরিন, ক্লিমার লরেন্স জাহাজে পেরিম অথক জেলা বারবরাতে তথা হইতে করাচি যাইবার মানসে যাত্রা করিয়াছেন।

বার্লিন—৩রা মার্চ্চ—নূতন রেকষ্টাগ আজ খোলা ছিল। সম্রাট উইলিয়ম এই মর্ম্মে বক্তৃতা করেন যে সমস্ত রাজগণ, বিশেষতঃ চতুষ্পার্শ্বস্থ রাজাদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষণে থাকাই জার্ম্মানির প্রধান উদ্দেশ্য। এবং যখন রেকষ্টাগ আর্ম্মিবিল প্রবর্ত্তনের অনুমতি দিয়া জাতীয়দিগের এবিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন তখন এ উদ্দেশ্যের বিশেষ উৎকর্ষ লাভ হইতে পারিবে।

জাঞ্জিবর—৩রা মার্চ্চ—মোজাম্বিকে যে বিদ্রোহ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা সকল সত্য নয়। কেবল কতকগুলি দেশীয় লোক কিছু দৌরাত্ম্য করিয়াছিল কিন্তু তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ অপসারিত করা হইয়াছিল।

সোফিয়া—৩রা মার্চ্চ— সিলিষ্ট্রিয়ার সেনাপতি গতকল্য বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন। বিগত শনিবার, তাঁহারা সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া এক জাতীয় কর্ণেলকে বন্দী করিয়াছিলেন। রাজভক্তগণ ইহাদের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহার পর সমস্ত্রা হইতে সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ শান্তি করিয়াছিল। মঙ্গলবার ২০ জন বিদ্রোহীকে [illegible]

ব্রহ্ম সংবাদ।

মিয়ানগিয়াম অঞ্চলে মগ দেশের অত্যাচার বৃদ্ধি হইতেছে। পোপা পাহাড় এবং নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে মগদিগের খুব প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইংরেজসৈন্য গণদিগের সর্ব্বনাশ সেই স্থানেই বিচরণ করিতেছে। মগেরা নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে এমনই ভাবে বিচরণ করে যে, সহজে তাহাদিগকে ধরিবার উপায় নাই। নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা তাহাদিগের রসদ যোগাইতেছে।

বমে ভাহডা নামে একটী গ্রাম আছে। এখানেও মগদের বিক্রম ভয়ানক। কর্ণেল উড ওয়ার্ড একদল সেনা লইয়া এই গ্রাম অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। মগগণও তিন রাত্রি ক্রমাগত ইংরেজ সৈন্যের ফাঁড়ি আক্রমণ করিয়া গুলি চালায়। ইহাতে লেপ্টেনাণ্ট কেম্বিসের একটী বর্ণ উড়িয়া গিয়াছে।

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি মিয়ানগিয়ামের এক স্থানে মগেরা ইংরাজদিগের কতকগুলি, গৃহপালিত পশু লইয়া জঙ্গলের ভিতর পলায়ন করে। কাপ্তেন হেষ্টিং এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টিসলম্ মগদের অনুসন্ধানার্থ ১১ঘণ্টা কাল জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান। মগেরা ঘরে আগুণ লাগাইয়া, ইংরেজকে পরাস্ত করিয়া দেয়। ইংরেজ-সৈন্য পশুগুলি পাইয়াছে, আর জন কতক মগকে গ্রেপ্তারও করিয়াছে।

লে-উগা ওয়ে ইতিপূর্ব্বে পলাতক হয়। সঙ্গে কেহই ছিল না। এক্ষণে প্রায় ২ শত মগ সেনা সংগ্রহ করিয়া নাচাজিই এবং মিওথার মধ্যবর্ত্তী স্থানে লুটপাট আরম্ভ করিয়াছেন। ইংরেজ সেনা-নায়কেরা ইহাদিগকে একেবারে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন, ইহারা আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া জোট বাঁধিতেছে। ইংরেজ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

ব্রহ্ম হইতে ইংরেজসৈন্য ভারতে ফিরিয়া আসিতেছে। মগ সর্দারগণ এ সংবাদ পাইয়া লোকবল সংগ্রহ করিতেছে।

বাদিনইয়ং থিন নামে এক মগবীর ৭ শত লোক লইয়া তুজুইং এবং জেমিবেনের মধ্যস্থ পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। জেনারেল লো ইহাকে দমন করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেছেন।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারি মগেরা ইংরাজ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করে। একজন হত ও একজন আহত হয়। [illegible]

...সৈন্যদের আক্রমণ করে। এবার তাহারা ...কা যায়। এবার নগাদের ক্ষতি কিছু বেশী হয়। ইংরেজের একজন হত ও একজন আহত হয়।

বেগিন হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে পাঁচটী গ্রাম ও দুইটী নগ রমণী দল বাঁধিয়াছিল। গত শনিবার বেগিনের ডেপুটী কমিসনার মিঃ বার্কন পুলিস সহ উক্ত নগদলকে আক্রমণ করেন। ৩ জন নগ দলপতি সহ বিনষ্ট হয়। এবং বাকী কয়জন আহত ও বন্দী হয়। পুলিস ইন্সপেক্টার আহত হইয়াছেন।

উমশা সোয়াবার সঙ্গে সন্ধি হইল না। স্বয়ং সগর্ব্বে যুদ্ধ করিবেন, বলিয়া পাঠাইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার রাজ্য দখল করা হইবে। যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে। উমশো সোয়াবা এতদিন রাজ্য ছাড়িয়া নিভৃত ছিলেন, এক্ষণে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

খারাওয়াডী জেলাতে মহাকুং থানায় নগেরা অগ্নি লাগাইয়া পুলিসের লোক জনকে হত করিয়াছে। সার্জ্জন নিকটে ছিলেন। তাহার আসিয়াছে সংবাদ পাইয়া পঞ্জাবী সিপাহীদিগকে অগ্রসর হইতে বলেন। ইহারা ভয়ে কিছুতেই স্বীকার করিল না। সাহেব দণ্ড দিবার ভয় প্রদর্শন করাতে সিপাহীগণ তাহা শুনিয়া সার্জেন্ট সাহেবকেও তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা এই তিন জনকে গুলি করিয়া হত করিয়াছে।

মেঙ্গুণ এখনও অগ্নিভয়ে সকলে শশব্যস্ত। অধিবাসীগণ অনেকেই পাহারা দিয়া বেড়াইতেছে।

৯ই ফেব্রুয়ারি শাম সেনায় নগদের কাহাই কেল্লায় লড়াই হইয়াছিল। ইংরেজ সেনার ৬ জন ও নগদের ১২ জন হত হইয়াছে।

১৮ই ফেব্রুয়ারি, লিপুয়ানে, লেপ্টেণ্ট ওয়েষ্টমোকর দোনাদলকে নগেরা আক্রমণ করিয়াছিল। নগদিগের কতকগুলি হত হইয়াছে এবং কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র ও পাঁচ খানি নৌকা ইংরেজের হাতে আসিয়াছে।

কলিকাতা।

মাণিকতলার পাটের কলে কয়েক জন মজুর দাঙ্গা করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে ১৫ জন ধৃত হইয়াছে। ৭ জন ৬ মাস ও ৮ জন ২ মাস করিয়া কারাবাস হইয়াছে।

কাঞ্চনা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসন বিদ্যালয়ের জন্য শঙ্কর ঘোষের লেনে যে একটা নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে উক্ত বিদ্যালয়টী আগত বর্ষে এই নূতন বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের ইচ্ছা যত শীঘ্র হয় ততই ভাল কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেহ যেরূপ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে তাঁহার এই উজ্জ্বল কীর্ত্তি নূতন অট্টালিকাতে স্থাপিত করিয়া কিছুদিন যদ্যপি তিনি সুখভোগ করিতে পারেন তবে আমরা বড় সুখি হইব।

গত রবিবার গার্ডেন রিচের নিকট এক খানি নৌকা বয়াতে ঠেকিয়া জলমগ্ন হইয়াছে। নৌকা খানিতে ৩৫০ বাক্স কেরোসিন তৈল বোঝাই ছিল।

হাইকোর্টের জজ মিঃ কনিংহাম বিদায় গ্রহণ করিলে মান্দ্রাজ হাইকোর্টের একটিং আডভোকেট জেনারেল মিঃ সেফার্ড তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

ছোটলাট বাহাদুর গত শনিবার সায়াহ্নে নারায়ণগঞ্জে উপস্থিত হন। এক্ষণে ঢাকা নগরে বিচরণ করিতেছেন। নবাব আসানুল্লা বঙ্গেশ্বরকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

আগত বৎসরের বাঙ্গালা ও মধ্য ইংরাজি ছাত্রবৃত্তিপরিক্ষার পাঠ্য পুস্তকগুলি গত বৎসরের অনুরূপ আছে, কেবল সাহিত্যে সীতার বনবাস স্থলে রাম বনবাস ও কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে ইংরাজ রাজত্ব, রজনীকান্ত গুপ্ত বা তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ব হইবে।

আগত ২০এ মার্চ্চ মিলিটারী সেক্রেটরি আফিসের কতক কেরাণী সিমলায় যাইবেন। অবশিষ্ট গুলি ২৩ ও ২৭এ যাত্রা করিবেন ৩রা এপ্রেল সিমলায় নিয়মিতরূপে কার্য্য আরম্ভ হইবে।

এ বৎসর জলের টেক্স শতকরা ১ টাকা বৃদ্ধি হইবে প্রকাশিত হইয়াছে। যেরূপ জলের টেক্স বৃদ্ধি হইল সেইরূপ পাইখানার টেক্স কম করা উচিত ছিল।

রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ জুবিলী উৎসবে ২৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকায় কি কি কার্য্য সাধিত হইবে আমাদিগের জানিবার ইচ্ছা রহিল।

টাকশাল হইতে একজন কর্ম্মচারী ১২টী পয়সা চুরি করিয়া নিজ টুপির মধ্যে লুকাইয়া রাখে। এই ব্যক্তি ধৃত হইয়া ছইমাস কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

অক্ষয়কুমার দে নামক এক ব্যক্তি ছদ্মবেশে প্রতারণা পূর্ব্বক অনেক সওদাগরকে বঞ্চনা করেন। এক্ষণে ধৃত হইয়া দুই বৎসর কারারুদ্ধ হইয়াছে।

মহা ভারতভূষণক শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র রায় জুবিলী উপলক্ষে মহাভারত কার্য্যালয়ে দরিদ্রদিগকে ২৫০ খানি বস্ত্র বিতরণ করিয়াছেন এবং বর্দ্ধমান জেলার নিজ গ্রামে ৩০০০ ব্রাহ্মণী ভোজন করাইয়া ভারতেশ্বরীর মঙ্গলোৎসব ঘোষণা করিয়াছেন অবগত হইয়া আমরা প্রীত হইলাম।

গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার বি, এল, পরিক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। ২০০জন পরীক্ষার্থি জনপ্রতি ইহার মধ্যে ১০জন মুসলমান ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসিয়েটিং রেজিষ্ট্রার মিঃ পি, কোরাম এবং হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী এই দুই জন থাকিয়া পরিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী আফিসে ৮ জন কেরাণীগিরি পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে ৪ জন বাঙ্গালি ছিলেন।

সার রিভার্স টমসনকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য বণিক সভায় এক অধিবেশন হইয়াছিল। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী কুকসাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সভাস্থ ইংরাজমণ্ডলীর মধ্যে মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর ছিলেন। ১০ হাজার টাকার চাঁদা উঠিতে স্থির হইয়াছে ১৬ই মার্চ্চ আমাদিগের গবর্ণর জেনারেল নিমন্ত্রিত হইবেন। যে টাকা সংগৃহিত হইবে তাহাতে একটী প্রস্তরমূর্ত্তি ও একখানি প্রতিকৃতি স্থাপিত হইবে।

বিবিধ সংবাদ

উক্ত স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সহিত যে থাকাপ্রবেশাধিকারের ছাড় ছিল না, এবং তিনি ফার্সি ভিন্ন অন্য ভাষায় কথা কহিতে পারেন নাই। হিন্দুকুশের তুষারপাতে সরলভাবে যাইতে না পারায় তাঁহাকে আফগান সীমান্তে উপনীত হইতে হয়। সীমা আমীর দল ইহার দুরবস্থা দেখিয়া পোষাক আদি দিয়া গন্তব্য পথে পাঠাইয়া দেন। এক্ষণে বোধ হয়, তিনি মধ্য আসিয়ায় উপস্থিত হইয়াছেন।

২৮এ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণে ঢাকার নবাব গণিমিয়া কে সি এস, আই, উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ঐ দিবস রাত্রে সাহেবদিগের মধ্যে ভোজ ও নগর আলোকমালায় ভূষিত হইয়াছিল। নবাব আসানুল্লা খাঁ বাহাদুর নিজ ব্যয়ে ঢাকার রাজপথে গ্যাসের আলোক দিবেন এইরূপ কথা হইয়াছে। ইহাতে মিউনিসিপালিটির যে টাকা বাঁচিবে তাহাতে দমকল রাখা হইবে।

২১এ ফেব্রুয়ারি সোমবার হাইদ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। পুত্ররত্নে রাজগণ প্রায়ই বঞ্চিত। এক্ষণে ভগবান এই নবপ্রসূত সন্তানটীকে রক্ষা করুন।

প্রিয়নাথ ও দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী করিম নামক একজন জুয়াচোর উকীলকে ধৃত করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইনি ওকালতীর সময় ৯০ হাজার টাকা জাল করিয়া পলায়ন করেন। কলিকাতার ফাটকে আনিয়াছিলেন। উক্ত স্থানের পুলিস আসিয়া ইহাকে লইয়া যাইবেন।

শতদ্রু নদীর উপর যে সেতু প্রস্তুত হইতেছিল এক্ষণে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সেতুটী কাশী ও জাগাঁর নবনির্ম্মিত সেতুর ন্যায় বৃহৎ। বড় লাট বাহাদুরের বেহার যাত্রাকালে এই সেতু খোলা হইবে। এই সেতু দ্বারা সিন্ধু এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল যোগ হইবে।

ঢাকার গণিমিয়া বাহাদুরের বাটীতে জমিদার সভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। জুবিলী উপলক্ষে শ্রীমতী ভারতেশ্বরীর নিকট সুবর্ণনির্ম্মিত একটী কৌটায় করিয়া স্বর্ণাক্ষরে একখানি অভিনন্দন ও এক জোড় পোষাক প্রেরিত হইবে। সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, পার্লেমেণ্টের প্রতিজ্ঞা, ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বহস্তে ভারতগ্রহণসময়ে প্রতিজ্ঞা ও আশা বাণী, সকলের ন্যায়সঙ্গত ইংলণ্ডেশ্বরীর ন্যায়নিষ্ঠা, এই কয়েকটী বিষয় স্বর্ণসূত্র দ্বারা এই বস্ত্রে লিখিত করিয়া দেওয়া হইবে। পৈতৃক অথবা অন্য উপায়ে প্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়াদির ক্ষমতা রহিত করিবার জন্য রৌপ্যসূত্রে লিখিত করিয়া একটী প্রার্থনা করা হইবে। জমিদার সভার এ প্রস্তাব গুলি বড় প্রীতিকর হইয়াছে।

ঢাকাপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে ত্রিপুরার অন্তর্গত নবিনগর থানার অধীন শ্রীরামপুর নামক গ্রামে গত পৌষমাসে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে ২৪টী লোকের মৃত্যু হয়। একজন মূর্খ গণক নিজ স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে উক্ত গ্রামবাসীদিগকে এই পরামর্শ দেয় যে, যদি তাহারা একটী জীবিত মনুষ্যকে কবর দিতে পারে তাহা হইলে আর কাহারও মৃত্যু হইবে না। ঐ সময়ে একজন মুসলমানের ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হইল। মৃতের আত্মীয়গণ ইহাকে প্রোথিত করিবার জন্য কবরের সমস্ত আয়োজন করিয়াছে, এমন সময়ে একটী পরিশ্রান্ত নাপিত ক্লান্ত হইয়া ঐ সমবেত লোকের নিকট তামাক খাইতে গমন করে। নির্ব্বোধ মুসলমানগণ ভণ্ড গণকের উপদেশ অনুসারে আগন্তুক পরামাণিকটীকে ধরিয়া শবের পরিবর্ত্তে উহাকেই গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া মাটী দিতে প্রস্তুত হয়। নাপিত এই সকল প্রাণনাশের ব্যবস্থা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করে। এই চীৎকারের শব্দে নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণ আসিয়া পরামাণিকটীকে রক্ষা করেন। পুলিস এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া মূর্খ মুসলমানদিগকে ধৃত করিয়া চালান দেন। এই মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সমীপে নীত হইয়াছে।

পুস্তক অথবা সংবাদপত্রাদির পাণ্ডুলিপির ফটোগ্রাফ রাখিবার জন্য বিলাতে একটী প্রস্তাব হইতেছে। এই ফটোগ্রাফ মুদ্রিত অক্ষর গুলি অণুবীক্ষণের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হইবে। পাণ্ডুলিপিগুলি অগ্নিতে অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইয়া না যায় এই জন্য বিলাতের একজন অভিধান প্রচারক পাণ্ডুলিপির ফটোগ্রাফ করিয়া রাখিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বুলগেরিয়ার পদচ্যুত রাজা প্রিন্স আলেক্জাণ্ডার এরূপ পীড়িত হইয়াছেন, যে একেবারে অচেতন হইয়া শয্যাগত হইয়া রহিয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে দশ মাসের মধ্যে ভারত গবর্ণমেণ্টের লবণ শুল্ক ব্যতীত স্থল ও জল পথে ৮২৬৯০০০ টাকা কষ্টম রাজস্ব আদায় করিয়াছেন। গত বর্ষে এই সময়ে ৭৯৫৬০০০ টাকা হইয়াছিল।

[illegible] অন্তর্গত সাইবিরিয়াতে শীতের এরূপ প্রাদুর্ভাব যে জল, দুগ্ধ আদি তরল পদার্থ সকল সর্ব্বদা জমিয়া যায়। এমন কি দুগ্ধ পর্য্যন্তও জমাট বাঁধিয়া যায়। দুগ্ধ জমিয়া যায় বলিয়া তথাকার লোকেরা কাঠির উপর দুগ্ধ জমাইয়া বিক্রয় করে। সাইবিরিয়াতে ইহাকে "একদল" দুগ্ধ কহে। আমাদিগের দেশে "দুগ্ধ ফেলিয়া দেওয়া" যেরূপ ব্যবহৃত হয়, উক্ত স্থানে সেইরূপ "দুগ্ধ ভাঙ্গিও না" বলে। দুষ্ট বালকেরা এই দুগ্ধ জমান ছড়ি লইয়া মারামারি করে। সাইবিরিয়ার দুগ্ধে ছেলেদিগের এরূপ দুগ্ধ ক্রীড়া বড় মন্দ দৃশ্য নহে।

রেঙ্গুনের ফ্লোটিলা কোম্পানির ষ্টীমার মান্দালাই যাইবার সময় একটী চড়ায় আটকাইয়া যায়। ষ্টীমারের সহিত দুই খানি নৌকা ছিল। ষ্টীমার খানি যেমন চড়ায় লাগিয়া যায় অমনি নৌকার দড়ি কাটিয়া যাওয়াতে কাপ্তেনের পা কাটিয়া যায় এবং তিনি সমুদ্রে পতিত হন। পরে তাহাকে জল হইতে উঠাইয়া তাহার জীবন রক্ষা করা হয়।

১৮৮৭ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সি ডিবিজনে ২য় শ্রেণীর ৭টী এবং ৩য় শ্রেণীর ১৩টী জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি বিতরিত হইবে। ২য় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি জেলায় জেলায় বিভক্ত হইবে না। সমুদায় ডিবিজনের মধ্যে যে ৭ জন সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাইবেন তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। ৩য় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি জেলায় জেলায় বিভক্ত হইবে। ২৪ পরগণায় ৪টী, নদীয়ায় ৩টী, যশোহরে ২টী, খুলনায় ২টী এবং মুর্শিদাবাদে ২টী প্রদত্ত হইবে।

ব্রহ্মদেশে যে সকল সৈন্য সামন্ত ইংরাজ প্রেরিত হইয়াছিল এক্ষণে আরও অধিক আবশ্যক হইয়াছে। শীঘ্রই দেশীয় পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হইবে। ব্রহ্ম বিদ্রোহ-ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে নিরস্ত হইবার কথা ত আমরা কিছুই শুনিতেছি না।

কাশীধামে বাঙ্গালীটোলায় ওলাউঠার বড় প্রকোপ হইয়াছে। অনেক বালক বালিকা মাতৃক্রোড় শূন্য করিয়া এবং সধবা কে এই জগতে নিকট হইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কাশীর বাঙ্গালীটোলায় বঙ্গবাসীদিগের প্রেতকল্পনা যত দিন উঠিয়া না যাইবে, ততদিন এই সকল কালান্তক পীড়ার হস্ত হইতে কেহ পরিত্রাণ পাইবে না।

মাহানদীর সেতুর উপর যে সেতু নির্মাণ হইতেছে আগামী শীত ঋতুতে তাহার কার্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। এই সেতুটী হুগলীর নবনির্মিত সেতু অপেক্ষা তিন গুণ বৃহৎ। সেতুটীর ভিত্তি এত গভীর স্থান হইতে নির্মিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য সেতুর গভীরতা বিষয়ে ইহার সহিত তুলনা হয় না।

এবার শিবরাত্রি সময়ে তারকেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশনে সাড়ে চার হাজার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল, সেখানে ত্রিবেণীতে প্রায় পঁচিশ হাজার যাত্রী হইয়াছিল। একখানি সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম এবারে তারকেশ্বরে দুই লক্ষ যাত্রী হইয়াছিল। বোধ হয়, এ সংবাদ তাঁহারা বাগবাজার হইতে পাইয়া থাকিবেন।

১৪ই ফাল্গুন রাত্রি দশটার পর তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে মেঘ ও বাতাস হইয়া কয়েক ফোটা জল পড়িয়াছিল।

এ সকল স্থানে অর্থাৎ তারকেশ্বর, দশঘরা প্রভৃতিতে জ্বালানী কাঠের কিছু কষ্ট। সাধারণ লোককে অধিকাংশ ঘুটের উপর নির্ভর করিয়া রন্ধন কার্য্যাদি সমাধান করিতে হয়। তবে অবস্থাপন্ন লোকেরা কয়লা আনাইয়া পাককার্য্য সমাধা করিতেছেন।

হুগলী জেলায় ইক্ষুর ও গোল আলুর অবস্থা এ বর্ষে উত্তম, ধান্যও বেশ জন্মিয়াছে।

এ সকল স্থান ম্যালেরিয়ায় এক দফা শেষ করিয়াছে। রাত্রি সাতটার সময়ে গ্রাম মধ্য দিয়া আসিবার সময় দেখিলাম রথ্যার উভয় পার্শ্বে বাড়ী ঘর; কিন্তু লোকের শব্দ নাই। সঙ্গিপথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম এ স্থানে কি সন্ধ্যার সময় সকলে শয়ন করে? তদুত্তরে সে কহিল মহাশয় ম্যালেরিয়া নীরব করিয়াছে। ঐ সকল গৃহে প্রায় মানুষ নাই। যে দুই একজন আছে তাহারাও মৃতপ্রায়।

বিলাতী টাইমসের প্যারিসস্থ সংবাদদাতা অবগত হইয়া লিখিয়াছেন রুষ ও অষ্ট্রিয়া এক মতে মিলিত হইয়া বুলগেরিয়ার বিভ্রাট মিটাইবেন। এক্ষণে যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই।

ভিজারাজা জুবিলী উপলক্ষে পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষত্রিয়দিগের শিক্ষার উন্নতির জন্য ২০ হাজার টাকা গবর্ণমেন্টের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এই টাকার সুদে ৪টী ৫ টাকা করিয়া ৭টী ৬ টাকা করিয়া এবং ৩টী ১০ টাকা করিয়া বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। যে সকল ক্ষত্রিয় ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় ও ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাহারা এই বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। ভিজার রাজের এরূপ উদ্যম বড় সন্তোষজনক। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার অধিক আলোচনা হয় তাহা আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা।

সুরতের উচ্চ বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব হওয়াতে তথাকার প্রজাহিতকরী সভা প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ভ্রমণকারীর পত্র।

তারকেশ্বর।

১১ই ফাল্গুণ কলিকাতা পরিত্যাগান্তর রাত্রি আটটার সময় ৺তারকেশ্বরে উপস্থিত হই। রজনীযোগে উপস্থিত হইলাম এবং উক্ত স্থান অপরিচিত, এ কারণ মোহান্ত মহারাজের আতিথ্যগ্রহণোদ্দেশে তদীয় আবাসে উপস্থিত হইলাম। মোহান্ত মহাশয় অতি আদরের সহিত গ্রহণান্তর সদালাপ ও সদ্ব্যবহারে যার পর নাই আমাকে সন্তোষ করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে প্রস্তাবিত স্থানের ইতস্ততঃ ভ্রমণান্তর প্রায় ১০টার সময় পরমারাধ্য ৺তারকনাথকে পূজা করিলাম। দেবাদিদেবের মূর্ত্তি শিলাময়; মস্তকে গহ্বর। প্রবাদ, পূর্ব্বকালে এই স্থান জঙ্গলময় ছিল। জঙ্গলীরা ঢেঁকির দ্বারা উক্ত গহ্বর উৎপন্ন করে। গহ্বরটী বিলক্ষণ মোটাও অন্যূন চার ফুট হইবে। ৺দেবের সেবাপদ্ধতি অন্যান্য দেবের ন্যায় নহে। অর্ঘাদ্যে যে কিছু পূজোপকরণ উপস্থিত হইবে তাবৎই গহ্বরে প্রদত্ত হইবে। প্রথমে মিষ্টান্ন, তার পর ফল মূলাদি, তার পর দুগ্ধ ও গঙ্গাজল। এ সকল দ্রব্যাদি দেওয়া শেষ হইলে, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনলেপন করিয়া দিয়া প্রথমতঃ ভাল ভাল পুষ্পগুলি অর্পিত হয়। পরিশেষে অন্য অন্য ফুলগুলি দেওয়া হয়। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপনের পর তাহাতে ত্রিদল বিল্বপত্র সংলগ্ন করিয়া দিলে অতীব মনোহারিণী মূর্ত্তি হয়। ঐ সময় "শূলী" নামের সত্যতা প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ যেন সর্ব্বাবয়বে ত্রিদল বিল্বদল ত্রিশূল রূপে বিরাজিত হয়।

আহা পার্ব্বতীপতির কি আশ্চর্য্য মহিমা! নানা দেশ হইতে কত প্রকারের যাত্রী বম বম শব্দে দিক বিমোহিত করিয়া প্রভুর পদতলে আসিয়া লুণ্ঠিত হইতেছে, এবং মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে ও নাটশালায় শত শত স্ত্রী পুরুষ হত্যা দিয়া পতিত রহিয়াছে। ভক্তির কত শত নরনারী গড়ি দিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে। আহা! তাহাদিগের তৎকালীন ভাবপূর্ণ অগাধ ভক্তিভাব অবলোকন করিলে ভক্তমাত্রেরই হৃদয় বিদ্রুতভাবে বিমোহিত হইবে সন্দেহ নাই। অধিকাংশ পীড়িত ব্যক্তিরই সমাগম দৃষ্ট হইল। অর্থকাম, আমোদ-প্রিয় ব্যক্তি এবং বেশ্যাগণও কতক কতক উপস্থিত দেখা গেল।

দেবাদিদেব মহাদেবের অপার মহিমার আভাস বিবৃত করিলাম। এক্ষণে তদীয় প্রতিনিধি মোহান্ত মহারাজের প্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। কেন না ইঁহার উপর বহুতর লোকের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে। মোহান্ত মহারাজ মাধবচন্দ্র গিরি মহোদয়কে কাগজে পূর্ব্বে হইতে দেখিয়া ছিলাম। বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ দেখিলাম। সাক্ষাতে তাঁহার আলাপ ও সদ্ব্যবহারে বিশেষ প্রতীয়মান হইল, যে ইনি একজন যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি। মহারাজের আধুনিক উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দৃষ্টে চিন্তা করিতে হইল এমত ব্যক্তি হইতে বিপরীত ঘটনা কিরূপে ঘটিয়াছিল। তবে কাল সকলি করিতে পারেন। কালের কুটিল চক্রে কখন কি ঘটে কেহই বলিতে সক্ষম হন না। আলাপকালে মহারাজও স্বীকার করিলেন কালের গতিতে সকলি ঘটিতে পারে। যাহা হউক, মোটের উপর এই বলি, এক্ষণে মোহান্ত পদ মহারাজ মাধবচন্দ্র গিরি দ্বারা সুশোভিত। আজ কাল ইনি সাত্ত্বিক কার্য্যেও বেশ মনোযোগী হইয়াছেন। কাশীধামে দুইটী শিব স্থাপনার্থে বহুতর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তারকেশ্বরে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, অতিথি-আলয়, প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। জুবিলী উৎসবে বহুতর কাঙ্গালী ভোজন করাইয়াছেন। যদিও এগুলি সৎকার্য্য তথাপি ইহার মধ্যে কথঞ্চিৎ ক্রুটার্থ মহারাজকে দেখাইয়া দিই যে, বিদ্যালয় চিকিৎসালয়, প্রভৃতি পাশ্চাত্য-প্রণালীতে স্থাপন না করিয়া, বৈদিক নিয়মে করিলে ভাল হইত। তারকেশ্বরের টোলে উন্নত ভাবে ছাত্র পড়িতেছে ও বিজ্ঞ কবিরাজে ঔষধ দিতেছে আমরা ইহাই দেখিতে ইচ্ছা করি।

উপসংহারে মহারাজকে আরো একটু বলিব। বোধ হয়, মহারাজ দেবালয়ের কার্য্য স্বচক্ষে কিছুই দেখেন না। বিশেষ ব্রাহ্মপ্রথায় শ্মশ্রুধারী, কালাপেড়ে ধুতী পরা, পার্শীকোট, ওয়াচ গার্ড বিভূষিত একটী বালককে মোহান্তের গদির প্রতিনিধি (ম্যানেজার) দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। আবার উক্ত প্রতিনিধি বাবু আগন্তুক

যাত্রীদিগকে পয়সার জন্য যেরূপ পেড়াপিড়ী করেন ও ভদ্রলোকের অভাগা কে নিকটে আসিতে অনুমত দেন তাহা অতি অপ্রীতিকর। আমরা দুই দিন দুই তিন ঘণ্টা অবধি তাঁহার নিকট বসিয়া এ সকল ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছি। আবার শুনিলাম, ম্যানেজার বাবু নাকি পেণ্ডাপ্রভৃতিকে প্রসাদ বিতরণে মুক্তহস্ত। গরিবগণ কিছুই পায় না। তারকেশ্বরের যে বাস্তব প্রতিনিধি হইতে হইলে প্রথমতঃ বয়সের প্রাচীনতা চাই। তৎপর ধীরতা, গম্ভীরতা, উদারতা, প্রভৃতি উচ্চগুণ সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। এ সকল গুণ প্রস্তাবিত ম্যানেজার বাবুর আছে বলিয়া বোধ হয় না। কেন না আমার সাক্ষাতেই অধীন চাকরদিগকে "শালা" প্রভৃতি বিশেষণে যেরূপ সমাদৃত করিতে লাগিলেন, তাহাতে উঁহাকে নিতান্ত অদূরদর্শী না বলিয়া থাকিতে পারি না। আর মোহন্তের পার্শ্বে বাবু সাজা কি ভাল দেখায়? মোহান্ত বংশে বসিলে তবে লোকের ভক্তি হইবে। তারকেশ্বরস্থ অনেক ব্যক্তিই আমার নিকট ম্যানেজার বাবুর অখ্যাতি করিয়াছে। বিশেষতঃ সেই হত মহারাজের দেবালয়ে আগন্তুক যাত্রী হইতে পেড়াপিড়ী করিয়া আয়বৃদ্ধির চেষ্টা কেন? সকলে জানে যে যাহা দেয় তাহাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক মোহান্ত একটু সতর্ক হইবেন, নচেৎ তাঁহার সততা, ভদ্রতা, উদারতা, এই কলঙ্কস্রোতে ভাসিয়া যাইবে। ন্যায়ের অনুরোধে এতগুলি বলিলাম, ক্ষমা করিবেন।

গতকল্য অপরাহ্নে তারকেশ্বর হইতে রওনা হইয়া বলবরা নামক স্থানে আসিয়াছি। বলবরার পঞ্চানন্দ অতি বিখ্যাত। এ স্থানের প্রশংসিত জমিদার বিশ্বাস মহাশয়েরা। এই ধর্ম্ম বিগ্রহের জন্য বিশ্বাস বাবুদের হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া অতীব প্রীত হইলাম। ইঁহাদের প্রজাগণও ইঁহাদের উপর অতিশয় সন্তুষ্ট। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এরূপ পরিবারের উন্নতি হইয়া হিন্দুধর্ম্মের পতাকা সংসারে উড্ডীয়মান হউক।

সংবাদ দাতার পত্র।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।

১৬ই ফেব্রুয়ারী মহাসমারোহের সহিত এখানে জুবিলী ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। জুবিলীর বন্দোবস্ত মৌলবী মহম্মদ এতিম তহসীলদার ও ট্রেজারি আফিসর মুন্সী বিহারীলালের উপর ন্যস্ত ছিল। দিবসে বেলা ৯টার সময় দরবার আরম্ভ হয়। কালেক্টরী কাছারীর সম্মুখে একটী সামিয়ানা খাড়া করিয়া তাহার নিম্নে দরবার হইয়াছিল। দুইটী অভিনন্দন পত্র পাঠের পর মিঃ নিউলক কালেক্টর বাহাদুর একটী বক্তৃতা পাঠ করেন। বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হইয়া ছিল। মুন্সী রামপ্রসাদ বাসভিতির তহসীলদার মহাশয়ও একটী পারসি পদ্য পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই পদ্যও বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহী ও সুমধুর হইয়াছিল। সে সময়েও অনেকগুলি লোকে খেলাৎ দেওয়া হইয়াছিল। উপস্থিত সভ্যদিগকে পান ও আতর দ্বারা সম্মানিত করা হইল। তৎপরে দরবার বন্ধ হইল। তথা হইতে স্থানীয় স্কুল গৃহে সকলে গমন করিলেন। কালেক্টর বাহাদুর ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ করিয়া একটী সংস্কৃত স্কুল খুলিলেন। এই সংস্কৃত বিদ্যালয় বেরিয়া নামক স্থানের একজন জমিদার মহাশয় একটী জমিদারী মুনাফা হইতে অর্পণ করিলেন। জমিদারী গবর্ণমেণ্টের হাতে দিলেন ইহার আয় হইতে এই সংস্কৃত বিদ্যালয়ের খরচ নির্ব্বাহ হইবে। অবশেষে বিদ্যালয়ের বালকদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইল। তৎপরে তথা হইতে সকলে আসিয়া স্থানীয় সরাইয়ের দ্বারে এক নূতন দৃশ্য দেখিলেন। সহস্রাধিক ভিক্ষুক উপস্থিত। সকলকে চাউল ও ডাউল প্রদত্ত হইল। এরূপ পরিমাণে দেওয়া হইয়াছিল যে সচ্ছন্দে একজনের এক দিনের আহার হইতে পারে। তাহারা সকলে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। এই উৎকৃষ্ট প্রস্তাবটী মুন্সী বিহারীলাল মহাশয়ের প্রস্তাব ছিল। তিনি এ প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে কেহ নিরাশ হয় নাই। মুন্সি বিহারীলাল আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র হইলেন সন্দেহ নাই। মুন্সি বিহারীলাল আর একটী সৎকর্ম্মের পত্তন করিয়াছেন। তিনি কিছু টাকা প্রদান করিয়াছেন তাহার সুদ হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উত্তীর্ণ ছাত্রকে একটী রৌপ্যপদক প্রতি বৎসর প্রদত্ত হইবে।

আর একটী সৎকর্ম্ম জুবিলীর দিনে সম্পন্ন হইয়াছিল। ঐ দিন হাসপাতালে যত রোগী ছিল এবং হাজতে যত কয়েদী ছিল তাহাদিগকে উত্তম রূপে ভোজন করান হইয়াছিল। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি বাবু গিরিশচন্দ্র মিত্র এই জেলার ডাক্তার মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকলকে ভোজন করাইয়াছেন।

তৎপরে সন্ধ্যাকালে সমস্ত সহর আলোকমালায় পরিশোভিত হইল। প্রত্যেক গৃহ আলোকমালায় সমস্ত রাত্রি সুশোভিত হইতে লাগিল। কাছারী ঘরগুলিতে যে প্রকার আলোক প্রদত্ত হইয়াছিল এ প্রকার অনেক দিন এখানে দৃষ্ট হয় নাই। নহবত বাজিতে লাগিল এবং তৎপরে আতসবাজীর আওয়াজ হইতে লাগিল। উভয় শব্দ মিলিয়া কর্ণকুহরকে বধির করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে নানাবিধ বাজি হইতে রাত্রিকালে নাচ ও গীতের অভাব ছিল না। আনন্দ গড়াইয়া যাইতে লাগিল। সহরের রাস্তার দুই ধারে বেড়া বাঁধিয়া তাহার উপর চিরাগ প্রদত্ত হইয়াছিল এবং পাঁচ ছয় শ্রেণী দীপমালা প্রদত্ত হইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি এইরূপে নানা আমোদে গত হইল।

১৭ই ফেব্রুয়ারি বেলা ১০টার সময় একটী সভা হয়। এই সভার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, এখানে একটী হাঁসপাতাল গৃহ এই জুবিলীর স্মৃতি জন্য প্রস্তুত করা হইবে তাহার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা। সভাস্থলে প্রায় ৫০০০ টাকার চাঁদা স্বাক্ষরিত হইল অবশেষে প্লিডারদিগের তরফ হইতে এই প্রস্তাব হইল যে আমরা আপনাদের মধ্যে অবস্থানুযায়ী চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সত্বর ট্রেজারিতে জমা করিয়া দিব।

আজ কাল এখানে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেশী হইয়াছে যে আটা টাকায় ১২। ১৬ সের পাওয়া যাইত, এক্ষণে তাহা ৮। ৯ সের পাওয়াও দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফসল মন্দ হয় নাই। তবে এ প্রকার মহার্ঘ হইবার কারণ অনেকে এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া থাকে যে, গবর্ণমেণ্ট গম খরিদ করিতেছে। কোন প্রকার পীড়ার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় না। শীতের প্রাবল্য কমিয়া আসিতেছে। চাউলও পূর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ হইয়াছে। ১০। ১২ দিন হইতে বালিয়া হইতে বক্সার পর্য্যন্ত একখানি ষ্টীমার চলিতেছে। তাহাতে লোক জনের যাতায়াতের অনেক সুবিধা হইয়াছে। এ বৎসর ষ্টীমারখানি যদি রীতিমত চলে, তাহা হইলে, ষ্টীমারের মালিকের বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যথানিয়ম কাজের [illegible] অভাব নাই।

এখানে বাবু নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় পোষ্টমাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি সদালাপী, কার্য্যদক্ষ এবং অকাতর পরিশ্রমী। সমস্ত কার্য্য যথানিয়মে চলিতেছে।

বিজ্ঞাপন

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে ঐ পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইবে।

সুলভ মূল্যে ইঞ্জিন বিক্রয়।

একটী পোর্টএবেল অর্থাৎ গাড়ী ইঞ্জিন দশটী অশ্বের বলে চালিত হয়।

একটী এষ্টেসনরি বা বসান ইঞ্জিন, পোনেরটী অশ্ববলে চলে এবং একটী বয়লার। তিনটী গুরুকী কল ৭১ ফুট বাঁস এই সকল দ্রব্য প্রায় নূতন, নিম্নের ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে অতি সুলভ মূল্যে পাইবেন। এফ, এ, ভ্যান্স ক্রোবার।

২৭ নং বাজনাবাণ-চৌধুরির ঘাট রোড। শিবপুর—হাওড়া।

সন ১৮৮২ সালের ১৪ আইনের ৩০ ধারা মতে বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে হাসনপুর নিবাসী রমানাথ বিশ্বাস ডিগ্রির বাদী হইয়া চৌকি বারুইপুরের দ্বিতীয় মুনসেফী আদালতের সন ১৮৮৭ সালের ৪ নম্বর একটী রাস্তার বাবত হাসনপুর ও রায়পুর গ্রামবাসীগণের পক্ষে রায়পুর নিবাসী কুশাই মণ্ডলের নামে নালিশ করায় সন ১৮৮৭ সালের ৮ই মার্চ্চ তারিখে ঐ মোকদ্দমার ইস্যু ধার্য্যের নিমিত্ত দিন অবধারিত আছে। তৎসম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে ঐ তারিখের পূর্ব্বে উক্ত আদালতে দর্খাস্ত ইতি সন ১৮৮৭। ২৪এ ফেব্রুয়ারি।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী।

দাম ১॥০টাকার পরিবর্ত্তে ১৲ ডাকমাশুল/১০

ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজার।

ইলকট্রো গ্যালভানীয়

অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত।

বি, এম, কার, নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক;
নং ২৮ মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই সর্ব্বব্যাধি নাশক অকৃত্রিম তাড়িত পদার্থ কেবল আমারি নিকট প্রাপ্তব্য। যাহারা কৃত্রিম তাড়িত পদার্থ অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া কোন ফল পান নাই তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমার ইলেকট্রো গ্যালভানীয় আফিসে পাঠাইলে আমার নির্ম্মিত প্রকৃত তাড়িত সংযুক্ত বস্তু অর্দ্ধেক মূল্যে পাইতে পারিবেন।

প্রশংসা পত্র।

১ নং। কলিকাতা ২৮ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটস্থ বি, এম, কর মার্কা সর্ব্বব্যাধি-নাশক অকৃত্রিম তাড়িত অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত বিশেষ ফলদায়ক—রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর, সোভাবাজার রাজবাটী, কলিকাতা।—৩০এ মাঘ ১২৯৭।

২ নং। বড় সন্তোষের সহিত বলিতেছি যে বাবু বি, এম, কারের তাড়িত কবচ, অনন্ত ও অঙ্গুরী নানা প্রকার জটিল রোগ দমনের বিশেষ ফলদায়ক, এবং আমিও কোন রকম পেটের পীড়া বশতঃ একটী অনন্ত ও অঙ্গুরী ব্যবহার করায় অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। ভরসা করি ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে আর কিছুদিন ব্যবহার করিলে আর বেশী বলিতে পারিব—রায় গিরিশচন্দ্র দাস বাহাদুর—জষ্টীস অফ দি পিস্, কলিকাতা,—এবং সুপারিণ্টেণ্ট, গবর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া, তোষাখানা, ফরেনডিপার্টমেণ্ট।—২৮ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,—৬ই মে: ১৮৮৬।

—❀❀—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহামেলায় এবং হোমওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—❀❀—

চুলের কলপ।

ইহা সহজে মাখা যায়, লাগাইতে কোন কষ্ট নাই। যেরূপ পক্ককেশ হউক না কেন ৫ মিনিটে গাঢ় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ৩।৪ মাস থাকিবে। মূল্য ১৲ টাকা।

রোজমের তৈল।

ইহা ব্যবহারে চারিদিকে গোলাপের গন্ধ বিস্তার করে, শরীর স্নিগ্ধ থাকে, শিরঃরোগের ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ।০ আনা।

অদৃশ্য কালি।

এই কালিতে লিখিবার সময় কিছুই দেখা যায় না পরে উহাতে অগ্নির উত্তাপ লাগাইবা মাত্র স্পষ্ট দেখা যাইবে। গোপনীয় পত্র লিখিবার আশ্চর্য্য উপায়। মূল্য ।০ আনা।

লিলি পাউডার।

সর্ব্ব প্রকার দাদের মহৌষধ মূল্য ৵০ আনা।

ব্লড পিউরিফায়ার।

এই সালসা ডাক্তার কবিরাজ ব্যবহার করেন। পোস, পাঁচড়া, গরমি, বাগী, পচা ও পারা দোষ সংক্রান্ত সমস্ত ঘা, ও কোষ্ঠ কাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৲ টাকা।

এ, সি, বসু এণ্ড কোং।
৭২ নং মছিয়ার্স ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অষ্টধাতু নির্ম্মিত অমোঘ অনন্ত।

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও প্রকাশিত।

৩৭ নং বেলেটোলা লেন, পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই "অনন্ত" স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীস, রাং দস্তা, লৌহ, পারদ এই অষ্টধাতুতে বিনির্ম্মিত। ইহা ক্রমান্বয়ে স্বর্ণের ন্যায় ধাতুর উপর অপর সাতটী ধাতু খচিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে প্রথম তুতিয়া অন্তে তরল পারদ স্থাপিত থাকায় এতদ্বারাই বিদ্যুতের কার্য্য উৎপাদন করিয়া অষ্ট ধাতুর গুণ ক্রমশঃ শরীরে প্রবেশ করাইতে থাকে ইহাতেই শরীরের রক্ত পরিষ্কার করতঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ পূর্ব্বক, ক্রমশঃ মেধা বৃদ্ধি হইতে থাকে, এই অনন্তকে জীবন রক্ষার মূল ঔষধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি মুক্ত কণ্ঠে বিশ্বস্ত রূপে বলিতেছি যে, এই সন্ন্যাসী প্রদত্ত, আমার এই অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত অনন্ত ধারণ করিলে পর শরীর সম্বন্ধীয় নানা প্রকার ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে হইবে না।

বিশুদ্ধ অষ্টধাতু নির্ম্মিত অঙ্গুরী

নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ অনন্ত ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অগ্রহায়ণ মাহা হইতে আমি নূতন অষ্টধাতু বিনির্ম্মিত অঙ্গুরী আবিষ্কার করিয়াছি, অনন্ত ও অঙ্গুরীর উভয়েরই রোগনাশক গুণ ও শক্তি একই প্রকার, যাঁহারা অঙ্গুরী লইবেন তাঁহারা যদ্যপি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের নাম বিনা খরচায় অঙ্গুরীর উপর খোদিত করিয়া দেওয়া যাইবে। যদ্যপি অঙ্গুরী অষ্টধাতু নির্ম্মিত না হয় তাহা হইলে মূল্য ফেরত দিব। অনেক মহোদয় ব্যক্তি অনুমান করেন যে পারা ইহাতে সংলগ্ন করা যায় না কিন্তু আমরা সাতিশয় যত্ন সহকারে পারা সংযোগ প্রণালী শিক্ষা করিয়াছি। আহার করিবার সময় অঙ্গুরী বাম হস্তে ধারণ করিয়া আহার করিবেন।

আজ কাল নানা প্রকার ঔষধি ধাতুনির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরীয় ইত্যাদি যাহা অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে, তাহা যে কত দূর সত্য আমরা তুলনা করিতে চাহি না; কিন্তু মহোদয়গণ রত্ন ভ্রমে কাচ ক্রয় করিবেন না। ছোট ও বড় প্রত্যেক "অনন্তর" মূল্য ২৲ টাকা, ডজন ২০৲ টাকা, প্রত্যেক অঙ্গুরী মূল্য ২ টাকা ডজন ২০ টাকা, প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬টী ।/০ আনা; ৭ হইতে ১২টী ॥/০ আনা। অর্ডার পাইলে ভ্যালু পেয়েবল পার্শেলে মাল পাঠান যাইবে। আর বিদেশীয় মহোদয়গণ অনন্ত ক্রয়কালীন অনুগ্রহ করিয়া হস্তস্থিত মাপ পাঠাইয়া দিবেন।

অনন্তর যে সকল স্থানে ধাতু খচিত হইয়াছে তাহা একএকটী করিয়া মিলাইয়া লইবেন। আর উক্তসন্ন্যাসীর আদেশমত দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবেন। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে ফটকিরির জল দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন, যাহারা কবচ মাদুলি লইয়া ঠকিয়াছেন তাহারা একবার পরীক্ষা করুন। গত বৎসর ১০০০ রোগি আরোগ্য হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা, সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন; প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার, পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০৲ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাসুল সমেত ৬॥০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কোন প্রকার রসিদ ষ্ট্যাম্প বা ডাক টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, শ্রবণকারীরপত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা অসত্য এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

৫৮/১ চাংড়িপোতা, সোমপ্রকাশ

"৩১ শ ভাগ।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

১৬শ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১২৲ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৸০,

১২৯৩ সাল। ১লা চৈত্র। ইং ১৮৮৭। ১৪ই মার্চ্চ।

৮ রিপনাব্দ। ১লা চৈত্র।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩৸০ টাকা।

বিজ্ঞাপন

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

সোমপ্রকাশকে উপহার।

(১)

প্রণমি ও পদাম্বুজে চন্দ্রমা (সোম) প্রকাশ।
স্বরগের শশী খসি মরতে বিকাশ।

আমার জনম পূর্ব্বে মাতি দেশ হিত-পর্ব্বে
বঙ্গ নিমীলিত নেত্র দেছ ফুটাইয়ে।
তাইতে যা কিছু এবে দেখিছে চাহিয়ে।

তোমার বচন সুধা জানেনাক দোষ দ্বিধা
করে নাই তোষামোদ ভীরুর মতন।
মুখে ক্ষীর গর্ভে বিষ কলস যেমন।

সুগুণ সুষমা রাশি হৃদয়ের তমোনাশি
শিখায়িছে স্বজাতিরে জাতীয় বর্দ্ধন।
মায়ের বেদনে যথা শিশুর রোদন।

যাহারা মনীষী হয় পরহিতে দীক্ষা লয়
তাই তুমি সেই মন্ত্রে রয়েছ মজিয়ে।
স্বার্থ, অর্থ, সুখ, দুঃখ সব তেয়াগিয়ে।

বল আর্য্য! কোন প্রাণে সদা মত্ত মদ্যপানে
দুর্ম্মতি লিটন লাট পীড়িল তোমারে।
ভাবিলনা দিগ্বিদিক্ পরিণাম তরে।

পর উপকার তরে স্বেচ্ছায় পীড়ক ক'রে
প্রস্তুত সঁপিতে প্রাণ যেই জ্ঞানবান
তাঁর যশ কবে, কিসে, হয়েছে নির্ব্বাণ?

এখন সে আছে কোথা তাহার পীড়ন প্রথা
দুর্ব্বলের যমদণ্ড মুদ্রণ জল্লাদ।
গিয়াছে স্বদেশে ফিরি ঘুচেছে প্রমাদ।

(২)

তোমার উজ্জ্বল নাম আর(ও) সমুজ্জ্বল।
কুয়াসা-তামস-মুক্ত-দীপ্ত-অংশুমাল।

কিন্তু রে মরম ব্যথা বড়ই দুঃখের কথা
এ সুখ সময়ে হায় হলো তিরোধান।
দ্বারিক চন্দ্রমা-বন্ধু সূর্য্য অবসান।

চন্দ্রমা ভক্তির ভরে ওই দেখ আঁখি ঝরে
ওই দেখ দাড়াইয়ে বঙ্গের সন্তান।
যাচিছে তাহার মুক্তি হয়ে একতান।

হে দারুণ "বঙ্গবাসী" তুমি বড় রঙ্গভাষী
সহযোগী বক্ষঃ ক্ষতে লবণ নিক্ষেপ।
এ কেমন ব্যবহার? বড়ই আক্ষেপ।

বঙ্গবাসী চটোনাক দুঃখ কি না ভেবে দেখ
আমিত অবোধ যুবা বুঝিনা সংসার।
বুঝিনা অকাল লীলা কেমন ধাতার।

সুতাপ্রশোচনানাস্তি, এখন বলছে অস্তি
ভুলে যাও দ্বেষ হিংসা বৈরিতা সাধন।
মিলে মিশে হেসে খেলে সুখী কর মন।

চন্দ্রমার সুপ্রকাশে, আজ(ও) যশ দিক হাসে
আজিও যে পূজনীয় এ বঙ্গ আগারে।
শীর্ষস্থানে আজ(ও) স্থান হিতৈষী সংসারে।

ওরে "বঙ্গবাসী ভাই" আমার(ও)বা তোর(ও)তাই
করিয়াছে উপকার ফুটায়েছে চোখ
কেন তবে নিন্দি তাঁরে দিতে চাও দুঃখ।

(৩)

ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ দীপ্ত প্রতিভায়।
জাগরূক সর্ব্ব স্থানে ব্যাপি তব কায়।

কত শত বজ্রাঘাত অশনি, উপলপাত
সহিয়াছ তবু তুমি কর্ত্তব্যে অটল।
উপবীত-ধারী যেন হিমানী অচল।

তব গুণ মনে হলে সকলি যাইগো ভুলে
ইচ্ছা হয় সমস্রোতে হই ভাসমান।
দেশ-হিত-ব্রত-যোগে করি তব ধ্যান।

উপেন্দ্র জীবন্ত তব যাঁর বন্ধু অভিনব,
সতত নিরত চিতে প্রবাহ সুধার,
ঢালিছেন সাধিবারে পর উপকার।

তাই আমি তব দ্বারে এসেছি ভিক্ষার তরে
দেও কিছু উপদেশ আশিষ বচন।
বুকে পরশিয়ে করি মস্তকে ধারণ।

ভুবে আছি তমোহ্রদে অন্ধকার পদে পদে
কত বিভীষিকা আজি দেখাইছে ভয়।
দারুণ এ জ্বালা আর প্রাণে নাহি সয়।

তাই বলি চন্দ্রমারে! হৃদয় কর্ষণ করে
শান্তিজলে সেচনিয়ে এসেছি হেথায়
মানসে বপিব বীজ রোপিব ধরায়

কৃপা করি ফিরি চাও অজ্ঞানে বুঝায়ে দেও
কোথা হতে কোন পানে ধায় জ্ঞানরব।
কি বাষ্প তা'হতে ওঠে কিবা সে সৌরভ।

(৪)

তাই আজি আশাপূর্ণ সানন্দ অন্তরে।
ভেটিতে এসেছি হেথা ভক্তি উপহারে।

তব গুণ গরিমার তুমিই তুলনা সার
এক মুখে বর্ণনায় আমিরে অক্ষম।
করুণায় সর্ব্বব্যাপি দিক্ শোভিব্যোম।

তব সার-গর্ভ লেখা তারকা অক্ষরে আঁকা
ভূষণে চন্দ্রমা তুমি কলঙ্কবিহীন।
জুড়াইতে অদ্বিতীয় নিদাঘ তুহিন।

এত যে সদগুণ ধর তবু যেন মনে মর
গাছে যদি যশোগুণ ফুতজ্ঞ পরাণে।
অমনি লজ্জায় মর বিনয় শরমে।

কবে সেই দিন হবে, যে দিন আমরা সবে,
শিখিব, পরিব গলে অমূল্য রতন।
তোমার এ ব্রত, শিক্ষা, কুহক, দর্শন,

পর দুঃখে দ্রব হও বিপদসাগরে ধাও
কর্ত্তব্য প্রখর স্রোতে সহাই উধাও।
আমিও মিশিব সঙ্গে একটু দাঁড়াও।

এ মতে কম্পনা কথা গায় তরু নাচে লতা,
আঁধার হৃদয় আজ, চন্দ্রমা প্রকাশ।
ও সুধা কিরণে ভাতি পূর্ণিমা আকাশ।

মনে রেখো চন্দ্রমারে! অকৃতী বঙ্গীয় ঘরে
নিঃস্বার্থ হিতের তরে স্নেহ প্রস্রবণ
রেখো খুলে ভুলিওনা এই নিবেদন।

শ্রীসতীন্দ্রনাথ নাথ রায়।
(ভুবনগর রাজবাটী)

—••—

সমালোচন-প্রতিবাদ।

বঙ্গসমাজের গ্রন্থ-পাঠকগণ মধ্যে বোধ হয় অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন যে, প্রায় ত তিন মাস অতীত হইল, জীবন-পরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্নতত্ত্বষ্টয়' নামক একখানি আধ্যাত্মিক, উচ্চভাবসমন্বিত, সরল অথচ হিন্দু মুসলমান ইত্যাদি প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত তত্ত্বগ্রন্থ জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উহাকে ভগবত্তত্ত্ব পিপাসু সর্ব্ব সাধারণেরই অল্পায়াস-বোধ গম্য করিবার নিমিত্ত যে কত যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বলাই দুঃসাধ্য। পাণ্ডুলিপি অবস্থায়ই তিনি উহার ভ্রমাদি শোধনের নিমিত্ত যত্নবান হওয়ায়, কলিকাতা নগরের ঠনঠনিয়া নিবাসী বহুজনপরিচিত, ভগবদ্ভক্ত, মহাত্মা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এবং ঐ নগরের মৃজাপুর নিবাসী হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ ও হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সুপণ্ডিত, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়, এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পরিদর্শন ও সংশোধনপূর্ব্বক এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন; জীবন-পরীক্ষা গ্রন্থ যাঁহাদের হস্ত-গত হইয়াছে তাঁহারা ইহা অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞ সমা-লোচক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়,

গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দকৃষ্ণ বসু, গৌরীশঙ্কর ঘোষাল, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে প্রকার উচ্চ অভিপ্রায় পত্র প্রদান করিয়াছেন, জীবন-পরীক্ষার পাঠক বৃন্দের তাহা অবিদিত নাই। এবং ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, হরিশচন্দ্র কবিরত্ন, সূর্য্যকুমার ন্যায়রত্ন, তারাকুমার কবিরত্ন, রামকুমার ন্যায়রত্ন প্রভৃতি শাস্ত্রদর্শী অধ্যাপক পণ্ডিতমণ্ডলীও যে ইহাকে বঙ্গভাষার এই শ্রেণীর একখানি অভিনব সর্ব্বজন-সমাদরণীয় গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বলা পুনরুক্তি মাত্র।

জীবন-পরীক্ষা জনসাধারণে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে (মুদ্রিত হইবার সময়) উল্লিখিত মহাত্মগণ এই গ্রন্থের অল্প বা অধিক অংশ পাঠ করিয়াই আপনাদের প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা হইলেও, গ্রন্থের বহু প্রচার-আকাঙ্ক্ষায় এবং সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত সাধারণ নিয়মানুসারে জীবন-পরীক্ষা সংবাদপত্র সমূহকেও সমালোচনার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে 'সোমপ্রকাশ' 'ভারতবাসী ও 'সময়' সম্পাদক এই গ্রন্থকে যে কত উত্তম ও আবশ্যকীয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তত্তৎ সংবাদ পত্র পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। ফলতঃ যিনি এই গ্রন্থের কিয়দংশও পাঠ করিয়াছেন, তিনিই ইহাকে মানবের পরোপকারী গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বিগত ১০ই ফাল্গুনের 'বঙ্গবাসীতে' সাহিত্য সংবাদ শীর্ষক সমালোচনস্তম্ভে জীবন-পরীক্ষা সম্বন্ধীয় যেরূপ সমালোচন পাঠ করিলাম তাহা অতীব চমৎকার জনক বলিয়া বোধ হইল। সর্ব্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত বঙ্গবাসিলিখিত প্রস্তাবের বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"* * * ঐতিহ্যাশ্রয়ী অথবা শ্রুতিসম্বল ব্যক্তি শাস্ত্রকারের আভাস অবলম্বনে চিত্তের ক্ষোভ নিবারণ করিয়াছেন। কবি স্বীয় কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া মানস পিপাসায় শান্তির উপায় বিধান করিয়াছেন। যিনি অধিকারী তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তদপেক্ষায় যাঁহার অধিকার অল্প, তিনি জনশ্রুতি ও পরিতুষ্টি লাভ করেন। অধিকারে উচ্চতর হইলেও কবি অধীরতা বশতঃ শাস্ত্র চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতে পারেন না। আমাদের বোধহয়, স্বপ্নচতুষ্টয়ের গ্রন্থকার এই জাতীয় ব্যক্তি। ইনি তত্ত্বকথার জন্য পথের পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, শাস্ত্রানুসন্ধানের ধৈর্য্য, অনুশীলনের সামর্থ্য হয় ত হারাইয়াছেন, এখন আত্মকুমার কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যের গূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অধ্যবসায় আমোদ জনক বটে। আমোদ উপভোগের অবসর যাঁহাদের আছে, নিজের কল্পনা যাঁহাদের হৃদয়ে লীলা ছাড়িয়া নিদ্রিতা হয় নাই, তাঁহারা এ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। কিন্তু জ্ঞানপিপাসু এ পুস্তক পড়িবেন কি না জানি না, কর্ম্মী এ পুস্তক পড়িবেন কি না জানি না। আর কেবল কল্পনার লীলা-লহরী দেখিবার জন্য যাঁহারা কাব্য-রসাস্বাদনে উৎসুক তাঁহারা বোধ হয় এ পুস্তক পড়িতে পারিবেন না।' সংসারের গতিই এইরূপ, মনের কথা বলিতে যত ব্যগ্রতা হয়, শুনিতে তত ব্যগ্রতা হয় না। প্রিয়নাথ বাবু যদি শ্রোতা পান, তাহা হইলে তিনি সৌভাগ্যশালী। তাঁহার সৌভাগ্য সুফল ফলিলে আমরা বাস্তবিকই সুখী হইব।"

এইরূপ লিখন দ্বারা শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্গবাসি-সম্পাদক মহাশয় যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বোধহয় যে, জীবন-পরীক্ষা যেন সর্ব্বসাধারণের পাঠযোগ্য গ্রন্থ নহে। কিন্তু তাঁহার উপেক্ষা ব্যঞ্জক ঐ সকল কথা বলিবার কারণ কি, তাহা জানিতে না পারিয়া, তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদে অসমর্থ হইলেও অগত্যা উহাতে বাধ্য হইতে হইল। অনেকের আদরের কোন বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষকে এক ব্যক্তি নিন্দার্হ বা উপেক্ষণীয় বলিয়া সংবাদপত্রে প্রচার করিলে, ঐ প্রকার ঘটনার কারণ জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

বঙ্গবাসী সম্পাদক মহাশয় জীবন-পরীক্ষা গ্রন্থকে ত প্রায় সকলেরই অপাঠযোগ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা প্রথমতঃ তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি, যে এই গ্রন্থখানি কি তিনি পাঠ করিয়াছিলেন? তাঁহার লিখনের ভঙ্গী দেখিয়া সকলেরই সহজেই প্রতীতি হইতে পারে যে, তিনি নিরপেক্ষ ভাবে এই পুস্তক পাঠ বা সমালোচনা করেন নাই। নতুবা যে গ্রন্থকে উপেক্ষণ করা হইয়াছে, তাহার উপেক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ করা হইল না কেন? তিনি যদি তাহা দেখাইয়া দিতেন, তাহা হইলে আমাদের আর কোন কথাই বলিবার ছিল না, কেন না, দোষগুণ বিচার দ্বারা উপকার করিবার জন্যই তাঁহাদের ন্যায় ব্যক্তিকে পুস্তকাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, সম্পাদক মহাশয়ের প্রথম কথা এই যে,—"কবি কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া মানস পিপাসার শান্তি করিয়াছেন।—এক্ষণে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, মহাশয়! হিন্দু, মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পূজনীয় কোন ধর্ম্মশাস্ত্র, আধ্যাত্মিক-চিন্তাশীল হৃদয়বান্ ব্যক্তির কল্পনা সম্ভূত নহে? যদি ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রই ব্যক্তি বিশেষের কল্পনা প্রসূত এ কথা স্বীকার্য্য হয়, তবে জীবন-পরীক্ষা কল্পনামাত্র ইহাও যদি কোন ধর্ম্মশাস্ত্র মত সম্প্রদায়ের (প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের) আপত্তি জনক বা বিরুদ্ধ না হয়, তবে সম্পাদক মহাশয়ের তাহাতে আপত্তি কি?

দ্বিতীয় কথা, "যিনি অধিকারী, (অবশ্য তত্ত্বজ্ঞান লাভেরই অধিকারী,) তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।" সম্পাদক মহাশয়ের এই কথা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, কেবল শাস্ত্রই মানবের তত্ত্ব-পথপ্রদর্শক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, শাস্ত্রব্যতীত মানব হৃদয়ের কি স্বাভাবিক কোন ক্ষমতা নাই? এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াও কি কেবল হৃদয়ের শক্তি দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না? যদি তাহা না যায়, তবে সম্পাদক মহাশয় বলিতে পারেন, শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন?

জীবন-পরীক্ষা-প্রণেতা "অধীরতা বশতঃ শাস্ত্র চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতে পারেন না" সত্য,—তিনি, 'শাস্ত্রানুশীলনে অসমর্থ' সত্য,—তিনি "তত্ত্বকথার জন্য পথের পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সত্য'—এবং তিনি 'এখন কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যের গূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ অধ্যবসায় আমোদ (বা উপহাস) জনক' হইতে পারে তাহাও সত্য,—কিন্তু মহাত্মন্! জিজ্ঞাসা করি, যিনি শাস্ত্রচর্চ্চায় মনোনিবেশে অধীর অথচ নিজ হৃদয় ভাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ চর্চ্চায় ধীর, তাঁহার অপরাধ কি? যিনি কোন হৃদয়বান শাস্ত্র প্রণেতার প্রণীত 'শাস্ত্র' গ্রন্থ হইতে তত্ত্বকথা না জানিয়াও হৃদয়বান পথের পথিককে তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা দ্বারাই কৃতকার্য্য হইতে পারেন তাঁহার অপরাধ কি? যিনি নিজ স্বাধীন কল্পনা বা চিন্তা দ্বারা নিজে বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যের গূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ

করিয়া দুরূহ শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে উপার পথ-প্রদর্শনে সমর্থ হইতে পারেন, তাঁহারই বা অপরাধ কি?

পাঠক! বলুন দেখি, সমাজের মঙ্গল সাধন যাঁহাদের অভিপ্রায়, তাঁহাদের দ্বারা এইরূপ কার্য্য ঘটিলে কি ক্লেশবোধ হয় না? এবং সম্পাদক মহাশয়! বলুন দেখি, যদি অপরাধ প্রদর্শন দ্বারা উপকার করিবার ইচ্ছা (ইহা ব্যতীত আর অধিক বলিবার আমাদের অধিকার নাই) না থাকে, তবে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে সমাজের সম্মুখে নিন্দা করিলে, কাহার না উহার কারণ জানিতে ইচ্ছা হয়?

আমরা বলিতেছি না যে, জীবন-পরীক্ষা অভ্রান্ত বা অখণ্ডনীয় গ্রন্থ হইয়াছে; এবং তাহা হওয়াও সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ, জীবন-পরীক্ষার ইহা প্রথম সংস্করণ মাত্র। সুতরাং ইহার অনেক স্থানেই দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু বাহা অনেকানেক হৃদয়বান পণ্ডিত ব্যক্তির অনুমোদিত বিশেষরূপ না দেখিয়া শুনিয়া তাহাতে দোষারোপ করা কি বঙ্গবাসিসম্পাদকের ন্যায় সুবিজ্ঞ ব্যক্তির উপযুক্ত কার্য্য?

উপসংহার সময়ে যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, আমোদ (অবশ্য আনন্দ বা নিত্যানন্দ নহে) উপভোগের যাঁহাদের অবসর আছে, বিজন কল্পনা যাঁহাদের হৃদয়ে লীলা ছাড়িয়া নিদ্রিতা হয় নাই, তাঁহারা এ গ্রন্থ পড়িতে পারেন। কিন্তু জ্ঞানপিপাসু এ পুস্তক পড়িবেন কি না জানি না, কর্ম্মী এ পুস্তক পড়িবেন কি না জানি না। আর কেবল কল্পনার লীলা লহরী দেখিবার জন্য যাঁহারা কাব্যরসাস্বাদনে উৎসুক তাঁহারা বোধহয় এ পুস্তক পড়িতে পারিবেন না। মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের উল্লেখিত কথাগুলির কোন অর্থই ত আমাদের সামান্যবুদ্ধি ধারণা করিতে পারিল না। অতএব ইহাও জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলাম যে, জীবন-পরীক্ষায় কি উল্লিখিত ব্যক্তিগণের পাঠ্য বা জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই নাই? না সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থখানি নিজের পাঠযোগ্য বিবেচনায় না দেখাইয়াই, এই ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন?

জীবন-পরীক্ষা যে আধুনিক মনুষ্যশরীরধারী মোহান্ধ প্রাণি-সমাজে এইরূপে উপেক্ষিত হইবে বিজ্ঞব্যক্তিমাত্রই তাহা অবগত আছেন, কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্গবাসি-সম্পাদক মহাশয়ের এপ্রকার বিসদৃশ ভাব প্রকাশের কারণ কি, তাহা বোধ হয় জীবন-পরীক্ষার বহু শাস্ত্রদর্শী পাঠকগণমধ্যেও কেহ বুঝিতে পারেন নাই। অতএব আমরা অনুরোধ করি, সম্পাদক মহাশয় জীবন-পরীক্ষার আদ্যোপান্ত পরিদর্শনানন্তর সমগ্র গ্রন্থের উপর তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ দ্বারা উত্তরপ্রাপ্ত্যুৎসুক ব্যক্তিদিগকে চরিতার্থ করিবেন।

শ্রীপ্রমদাকুমার মুখোপাধ্যায়,
জীবন-পরীক্ষা প্রকাশক।
১৩ নং যোড়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—•••—

জুবিলীর আমোদ!

(হরিণাকুণ্ড—যশোহর)

জুবিলি উপলক্ষে কত স্থানে কত হইয়াছে। স্বাধীন রাজপ্রাসাদ হইতে দীন, দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত এ আমোদে কেহই বিরত ছিলেন না। যে স্থানে যেমন তথায় সেইরূপই আমোদ, প্রমোদ হইয়াছে। এই সামান্য হরিণাকুণ্ড পুলিস ষ্টেশনের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারি বাবু শশিভূষণ সরকার ও সব পোষ্টমাষ্টার বাবু রামগোপাল সরকার এবং তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের আন্তরিক যত্ন ও কার্য্যকলাপ পরিদর্শনে (স্থানের অবস্থানুসারে) আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। ইহাঁরা পুলিস ষ্টেশনের সম্মুখে একটী সুরম্য বৃহৎ তোরণ ও উভয় পার্শ্ব হইতে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তোরণ করত ও উহা পত্র পুষ্প ও সোনার কৃত্রিম পুষ্প পতাকাদি দ্বারা সজ্জিত এবং আলোকমালায় আলোকিত ও নানা প্রকার আতসবাজি করিয়া যার পর নাই আনন্দ উৎকর্ষ করিয়াছেন ও গরিবদিগকে চাউলও বিতরণ করা হইয়াছে। পুলিসের ভার প্রাপ্ত বাবু এই উপলক্ষে একটী বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপন করিয়া উহাকে ভিক্টোরিয়া পাঠশালা নামে অভিহিত করিয়া রাজভক্তির আন্তরিক ও ঐকান্তিক পরিচয় দেওয়ায় আমরা যার পর নাই সন্তোষ লাভ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছি। কোন পুলিস কর্ম্মচারী এখানে আসিয়া কখনই এরূপ আমোদ কি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই। এস্থানে যদি বলা অনাবশ্যক তথাপি না বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না যে উক্ত শশি বাবু আমাদের গ্রামের নিকট একটী উত্তম নূতন হাট সংস্থাপন করিয়া আমাদের সাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সিংহ।

বলবিক্রম, বুদ্ধি কৌশলে অন্যান্য পশু অপেক্ষা সিংহ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এই নিমিত্ত ইহাকে পশুরাজ বলে। ব্যাঘ্র, ভল্লুক হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি বৃহদাকার বলশালী পশু থাকিতেও জগতে সিংহের প্রবল প্রতাপ সর্ব্বস্থানে ঘোষিত। বস্তুতঃ সিংহ উল্লিখিত বৃহৎকায় পশুদিগের ক্ষুদ্রতম ভল্লুকের সহিত যুদ্ধে সমকক্ষ কি না, তদ্বিষয়ে সময়ে সময়ে মনে সন্দেহের সঞ্চার হয়, যেহেতু ঘটনাক্রমে সিংহ অশ্বের পদাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ বিবরণ ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি। জনশূন্য অরণ্য সিংহের বসতি, পশুগণের প্রতি প্রভুত্ব বিস্তার তাহার চিরাভ্যাস; সুযোগ পাইলেই অপেক্ষাকৃত বলহীন মহিষ, মৃগ, মেষাদি আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের শোণিত পান করিতে থাকে। লোকালয়ে সিংহের প্রবেশের অধিকার নাই, যেহেতু মনুষ্যের বুদ্ধি কৌশলে পশুর চাতুরী কদাচ প্রতিযোগী হইতে পারে না, জনসমাজের তাড়নায় সে সতত শঙ্কিত। নির্বুদ্ধিতা দোষে মানবের কুহক-চক্রে নিপতিত হইলে, প্রাণপণে আত্ম-সংরক্ষণে যত্নবান হয়, তৎকালে সে যে অন্যান্য পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার সে জ্ঞান থাকে না যে রূপেই হউক, অবমাননা স্বীকার করিয়াও, জীবন রক্ষার কারণ যত্নবান হয় এবং এইরূপে মনুষ্যের হৃদয়ে অন্ধ-বিশ্বাসের উদ্রেক করিয়া আসন্ন বিপদজাল হইতে মুক্তিলাভ করে। বিষম বিপাকে নিক্ষিপ্ত হইলে, সময় সময়ে প্রাণত্যাগেও বাধ্য হয় কিন্তু স্বজাতিগৌরব সংরক্ষণে কদাচ স্খলিত হয় না, স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইল বলিয়া অন্যান্য সিংহের বধোপায় কখন আততায়ী পক্ষে প্রকাশ করে না। এই অদ্বিতীয় স্বজাতির প্রতি অনুরাগবশতঃ সিংহ সকলের প্রশংসার পাত্র। আপনাদিগের দলভুক্ত অপরসিংহকে বিপদ গ্রস্ত দেখিলে তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করে, সহজে কদাচ তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হয় না। একতানিবন্ধনসিংহ ধরণীতলে একাধিপত্য লাভ করিয়াছে। পশুমাত্রেই সিংহের নাম শ্রবণে স্তম্ভিত হয়। পরাক্রমে কোন্ পক্ষের জয় হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, তথাপি সিংহের গভীর গর্জ্জন শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তাহার বশীভূত হইতে অন্যান্য ইতরেতর পশু চেষ্টা পায়। এ বিষয়ে নিকৃষ্ট

শ্রেণীর পশুগণ ভাবিবিপদের আশঙ্কা বুঝিয়া আত্মসংরক্ষণে নিশ্চেষ্ট হইয়া, সিংহের মন তুষ্টিকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সুচতুর সিংহ কৌশলবলে তাহাদিগকে আয়ত্তাধীন করিয়া যথেচ্ছ ক্রমে ব্যবহার করে। যাহার প্রাণদণ্ড বিধান মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহার প্রাণ সংহার অবশ্যই হইবে, সে বিষয়ে পশুরাজের নিকট অনুনয় বিনয় নিষ্ফল। এইরূপ মোহ চক্রে শরণাগত পশুর উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করে যে, সে তাহার কিছুই জানিতে পারে না। পশুপতির অনুরাগভাজন হইলাম ভাবিয়া সে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে, কিন্তু বিবকুক্ষং পয়োমুখং একবারও ভাবিয়া দেখে না। উত্তরোত্তর প্রভুর অনুগ্রহ লাভ বাসনায় দেহ প্রাণ সমস্তই পশুরাজের চরণ প্রান্তে উৎসর্গ করিতে থাকে; মৃগ রাজও আয়ত্তাধীন পশুর সহিত মিষ্টালাপে, তাহার হৃদয়-গত ভাব বুঝিয়া, অজ্ঞাতসারে প্রপীড়ন আরম্ভ করে। হস্তী গণ্ডার প্রভৃতি বলিষ্ঠ পশুগণ নিজ নিজ শক্তি অনুসারে অপরাপর কোন পশুকেই গ্রাহ্য করে না, তাহাদিগের স্থূল বুদ্ধি বশতঃ

যে হইতে যে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে ক্ষণেক মাত্রও তাহা ভাবিয়া দেখে না, স্বেচ্ছা মতে, অবলীলাক্রমে নিবিড় গহন বনে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু পরিণামদর্শী, সূক্ষ্ম বুদ্ধি পশুপতির মোহ-জালে ক্ষণেক মাত্র নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদিগের আত্মরক্ষণ সাতিশয় দুরূহ হইয়া উঠে। প্রকৃত পক্ষে, গুণগুলে বলবীর্য্যাপেক্ষা কৌশলে অনেক কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে এবং এই নিমিত্তই সিংহ কোন কোন পশু অপেক্ষা হীনবল হইয়াও একমাত্র চাতুর্য্য পশু শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। যতকাল পর্য্যন্ত অন্যান্য পশু তাহাদিগের মত সুচতুর না হইবে তদবধি সিংহ জাতির প্রভুত্ব সমভাবেই থাকিবে, ক্ষণেকের নিমিত্তও তাহার তারতম্য লক্ষিত হইবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অদ্যাবধি কোন পশুজাতিই সিংহের বুদ্ধি কৌশল হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় নাই, যে হেতু বুঝিতে পারিলে তাহারা ও স্ব স্ব জাতীয় প্রাধান্য সংস্থাপনে সযত্ন হইত এবং উত্তরোত্তর সিংহের গুণাবলী অনুকরণ করিতে উদ্যত হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে সিংহ জাতি এক কালে লুপ্ত প্রায়। তাহাদিগের কেশর সঞ্চালনান্তর গভীর গর্জ্জনের এক্ষণে আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; প্রজানুরঞ্জন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন গুণে সেই সিংহজাতি সবংশে নির্ম্মূল হইয়াছে। পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নিবিড় বনভাগে পুরাকালে তাহাদিগের একাধিপত্য ছিল; এক্ষণে যদিও তাহাদিগের দুই একটী শাবক জীবিত থাকে তথাপি বহু দিবসাবধি তাহারা পৈতৃক বন-ভাগ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর গহন কাননে সংগোপনে বাস করিতেছে। অধিকন্তু তাহাদিগের জাতীয় শক্তি এক কালে লোপ পাইয়াছে, তাহারা মাংসাশী হইলেও দিনে দিনে ফলমূলাহারী হইয়া পড়িয়াছে; সে সকল সিংহ শিশু হইতে লোকালয়ের অথবা অন্য কোন পশুর অনিষ্ট হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যদিও সময়ে সময়ে তাহাদিগের কেহ কেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী, কীট, পতঙ্গাদি সংহার করিয়া আস্ফালন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের গৌরব বৃদ্ধির বিনিময়ে, মনুষ্যের কোপানলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কোন প্রকারে পাশবদ্ধ হইলেই তাহাদিগের প্রাণদণ্ড নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

কলিকাতা }
৮।৪ কাশীঘোষের লেন। }

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

মহোদয়, প্রায় বৎসরাধিক হইল আমাদের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট কাঁথি সবডিবিজনের অধীন পাইকবাড় গ্রামে একটি আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ছাত্রগণের ইংরাজী শিক্ষার জন্য একজন ইংরাজী শিক্ষকও নিযুক্ত হইয়াছেন। বিদ্যালয়ের কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে। বেতনের হার কম বলিয়া অতি দীন দুঃখীর সন্তানগণও অল্প ব্যয়ে ইংরাজী বাঙ্গালা শিখিতে পাইতেছে। সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীতে বেতনের হার ৵৹ তিন আনা এবং সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে ৸৹ বার আনা মাত্র। এই অনুন্নত স্থানে যে এরূপ বিদ্যালয় সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় ইহা বলা বাহুল্য মাত্র, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, স্কুল কমিটীর মেম্বরগণ ইহার উন্নতির জন্য একবারও ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না। এখানে পূর্ব্বে যে উন্নত পাঠশালাটী ছিল সেই সঙ্কীর্ণ জরাজীর্ণ পাঠশালাগৃহেই এখন স্কুলের কার্য্য চলিতেছে। ঐ ঘরটী এমন প্রশস্ত নয় যে, ন্যূনাধিক একশত ছাত্রের ইহাতে সমাবেশ হইতে পারে। সুতরাং অনেক সময় শিক্ষকগণকে স্কুলের সম্মুখীন তৃণাচ্ছাদিত অনাবৃত ক্ষেত্রে বসিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে হয়। স্কুল কমিটীর মেম্বরগণ স্কুলস্থাপনকালীন যেরূপ পৌরুষ ভাব দেখাইয়াছিলেন, আজ তাহার কিছুমাত্র লক্ষণ না দেখিয়া আমরা যথার্থই যার পর নাই মর্ম্মাহত হইয়াছি। গত ডিসেম্বর মাসে মেদিনীপুর জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহোদয় স্কুল গৃহের অবস্থা সন্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। তিনি মেম্বার মহোদয়গণকে ইহাও অবগত করাইয়াছেন যে, আগামী ফাল্গুণ মাসের মধ্যে স্কুল গৃহারম্ভ না হইলে তিনি অগত্যা স্কুলটি স্থানান্তরিত করিবার জন্য রিপোর্ট করিতে বাধ্য হইবেন। ফাল্গুন মাস প্রায় শেষ হইল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত গৃহনির্ম্মাণের কোন আয়োজন দেখিতেছি না। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গানারায়ণ পাণ্ডা, বাবু বৈদ্যনাথ ঘোষ ও বাবু শ্রীনাথচন্দ্র ঘোষ মহাশয়গণ আমাদের দেশের মুখ্য পাত্র। যদি তাঁহাদের দ্বারা এই সামান্য স্কুলটীর ব্যয় সঙ্কুলান না হয়, তবে জানিব এই স্থানের দীন দুঃখীলোকের ভাবী উন্নতি সুদূরপরাহত। যখন তাঁহাদের ন্যায় ধনাঢ্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন অভাবনিবন্ধন স্কুলটী উঠিয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক তাহার আর সন্দেহ কি? তবে এপর্য্যন্তও স্কুল ঘর, টেবল, বেঞ্চ চেয়ার, মানচিত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য উপকরণ সকলের অভাব দেখিয়া আমি অগত্যা সংবাদপত্রে এই বিষয়টী অবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, তাঁহারা অচিরে স্কুলের অসুবিধা সকল নিরাকরণ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হউন।

বশম্বদ
শ্রীজগন্নাথ বিশাল
পাইকবাড়, সবডিঃ কাঁথি (মেদিনীপুর।)

সোমপ্রকাশ।

১লা চৈত্র সন ১২৯৩ সাল

আমাদিগের সহযোগী লিবারেল বলেন যে, পেন্সিল্‌ভেনিয়ার এক জন ধর্ম্মযাজক কোন এক বিবাহ দিবার সময় বরের মুখে কোন মাদক দ্রব্যের গন্ধ পাইয়াছিলেন;

বিবাহ কার্য্য তখন প্রায় অর্দ্ধাংশে সমাহিত হইয়াছে, কিন্তু ঈদৃশ কুৎসিত গন্ধ পাইয়া পুরোহিত মহাশয় কোন মতেই বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। বলিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে কখনই মাদকদ্রব্যসেবিব্যক্তির বিবাহ কার্য্য সমাধান করিব না। পুরোহিতের মনস্বিত্ব ও প্রতাপ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। এইরূপ সর্ব্বত্র হইলে অনেক অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে।

—

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে, ঢাকার নবাব আসানুল্লা নিজ ব্যয়ে ঢাকা সহরে গ্যাসের আলোক প্রদান করিবেন। ইহা তাঁহার যথার্থ মহাবংশীয়ত্ব ও ঔদার্য্যের পরিচায়ক। ইহাতে দরিদ্রদিগকে উত্ত্যক্ত হইতে হইবে না। তাহাদিগকে কোন রূপ কর দিতে হইবে না। ইহাতে নিশ্চয়ই তাহাদিগের যথার্থ আনন্দ ও স্বচ্ছন্দতা লাভ হইবে। নতুবা সামান্য এক অলীক সুখের নিমিত্ত চিরকালই যে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে নিয়মিতরূপে প্রজাদিগকে ব্যয় সহ্য করিতে হইবে ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক ও ক্লেশাবহ।

২১এ ফাল্গুন শুক্রবার সেনেট সভার অধিবেশনে মহানুভব স্যার উইলিয়ম হণ্টার বলেন যে, কলিকাতা ইউনিভার্সিটির একান্ত কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা সিভিলসার্ভিসপ্রবেশে যাদৃশ অসঙ্গত বয়সের সীমা নিরূপিত আছে তাহা রহিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে, পবলিক্ সার্ভিস কমিসনের অধিবেশনকালমধ্যেই তাহাদিগের এক প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এ প্রস্তাবের নিরূপণাদি কার্য্য তখন স্থগিত রহিল। মহানুভব, উদারচেতাঃ হণ্টার সাহেবের ঈদৃশ যুক্তিপূর্ণ ও সহানুভূতিসূচক প্রস্তাবে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছি।

—০:০—

আজ কাল দেখা যাইতেছে রথ্যা পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণার্থে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ উদ্যোগী। ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইডেন বাহাদুর এ প্রথাটী দৃঢ়তর করিয়া যান, এ নিয়মটী যে সর্ব্বজনপ্রীতিকর সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেক স্থলে দৃষ্ট হয় কেবল বট ও অশ্বত্থের বৃক্ষ, কি অন্য জঙ্গল গাছ রোপিত হইতেছে। এই সকল বৃক্ষে কোন লাভ নাই কেবল ছায়ামাত্র. একারণ গবর্ণমেণ্টকে আমরা পরামর্শ দিই, রথ্যা পার্শ্বে রবার্ট বৃক্ষ রোপণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করুন। প্রস্তাবিত বৃক্ষ বট অশ্বত্থের ন্যায় ছায়া দান করিবে, অথচ লাভ হইবে। এ গাছ এদেশে জন্মিতে পারে। আমরা বর্দ্ধমান জেলার চকদিঘির রায় বাবুদিগের বাটীর নিকটে রাস্তার কিনারায় কয়েকটী রবার্ট গাছ দেখিয়াছি। ঐ বৃক্ষ গুলি আসামের বৃক্ষ হইতে ন্যূন বোধ হইল না, তবে এদেশে না হইবে কেন?

—

দামোদর হইতে বাহির হইয়া ইডেন কেনেল ডানকুনির মাঠে মিলিত হইয়াছে এ সংবাদ আমাদের পাঠকবর্গ মধ্যে অনেকে জ্ঞাত আছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নয় দশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে যে ঐ খালটী খোদাই হইল তাহার ফল কি হইতেছে? নাব্য কার্য্য চলে না, কৃষকগণ কৃষি অর্থে সুবিধা মত জল পায় না, তবে উপকারিতা কি? যদি কেবল কতকগুলি প্রজার পানীয় জলের কষ্ট নিবারণ উদ্দেশে হইয়া থাকে, তবে এত ব্যয় করিয়া খাল কাটা কেন? যে পরিমাণ লোকে পানীয় জল পাইতেছে, উহাদের ঐ কার্য্য জন্য কয়েকটী পুষ্করিণী খনন করিলেই হইত। ফলতঃ আমাদের বিবেচনায় এ খালটী অকর্ম্মণ্য। যাহা হইয়াছে তার আর কথা নাই, এক্ষণে যাহাতে উক্ত খালে নাব্য কার্য্য দ্বারা বাণিজ্য বৃদ্ধি ও জলের সাহায্যে কৃষির উন্নতি হয়, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

—

১৮৮৫ সালে গ্রীষ্মকালে দেশীয় সৈন্য বৃদ্ধির যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ করিবার আদেশ হইয়াছে, কিন্তু অধুনা ধনকোশের সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত তাহা কিছু দিন স্থগিত রহিল। ১লা এপ্রেল হইতে ৫টী নূতন পদাতি সৈন্যদল বৃদ্ধি হইবার শীঘ্রই আদেশ বাহির হইবে।

আমরা শুনিতেছি, যে আমেরিকায় এক প্রকার নূতন ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে, ব্যাধির নাম ওয়াক্ ডিজিজ্ অর্থাৎ ভ্রমণ-ব্যাধি। তত্রস্থ সংবাদদাতারা উক্তব্যাধিগ্রস্ত কোন ব্যক্তির অতি বিচিত্র বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ভার্জিনিয়াবাসী এক জন ৫৩ বৎসর বয়স্ক কৃষক ৮২১ দিন হইল এই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি যখন ভ্রমণ করিতে পান না তখন অত্যন্ত কষ্ট পান। ১০০ হাত দীর্ঘ এবং ৪ হাত প্রস্থ একটী স্থান মধ্যে তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২২ ঘণ্টা অবিশ্রাম বিচরণ করেন। বেড়াইতে বেড়াইতেই আহার, নিদ্রা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন। কোন একজন ব্যক্তি ইহার অবস্থা জানিবার জন্য সেইখানে উপস্থিত হইলে, ইনি তাহাকে বলেন যে 'আমি দৌড়াইতেও পারি না, আর স্থির থাকিতেও পারি না, কেবল ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইতেছি"। এ ব্যক্তির বসিয়া থাকিতে বড়ই কষ্ট হয়। পাঁচ জন ডাক্তার ইহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। এবিষয় শ্রবণে প্রায় সকলেরই এ প্রখর-সভ্যতা-পূর্ণ-সময়ে অবিশ্বাস হইতে পারে। কিন্তু এ ব্যাধিটী অধুনাতন বিশেষ সভ্য দেশেই হইয়াছে, অতএব কিঞ্চিৎ বিচার্য্য। নতুবা অন্য কোন অস্মাদৃশ অসভ্য কুসংস্কার-পূর্ণ দেশে হইলে ইহা ত একেবারেই অশ্রদ্ধেয় ও শ্রবণার্হ বলিয়া ব্যক্তিমাত্রেরই স্থিরীকৃত হইত।

—

মিঃ আমির আলি সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা সম্বন্ধে বলেন যে, মুসলমানেরা এক সময়ে বিলাতে ও ভারতবর্ষে পরীক্ষা বিষয়ে অনভিমত। ইহার ভাব ত আমরা

কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে মুসলমানগণ যে অত্যন্ত অদূরদর্শী তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। এক সময়ে পরীক্ষা হইলে যে কত দূর সুবিধা হইবে তাহা কি আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয়? তবে এরূপ কথা কেন শুনিতে পাই? তবে কি হিন্দুরা এ পক্ষ সমর্থন করিতেছেন বলিয়া মিঃ আমির আলি বিপরীত পক্ষ সমর্থন করিতেছেন? এরূপ হইলে মুসলমান দিগের কোন সুবিধা দেখিতেছি না। কিন্তু আবার শুনিতেছি যে অনরেবল মৌলবি আবদুল জব্বার মিঃ আমির আলির এরূপ সাক্ষ্যে অত্যাশ্চর্য্য হইয়াছেন। তবে এখন কার কথা সত্য? অবশ্য দুইটী বিপরীত বিষয় কখনই সত্য হইতে পারে না। এক মত অবশ্যই অলীক হইবে।

আমরা শুনিয়া অতি আশ্চর্য্য হইলাম যে ডিষ্ট্রিক্ট্ ও সেসন্ জজ মিঃ জে, জি, চার্লস্ পব্লিক সার্ভিস্ কমিসন সমীপে নিম্নলিখিত ভ্রমাত্মক বিষয় বিবৃত করিয়াও কোন সভ্য কর্ত্তৃক ইহার যাথার্থ্য বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হন নাই। উক্ত জজ মহাশয় বিবেচনা করেন যে, "লর্ড রিপণ কর্ত্তৃক ইউরোপীয়দিগের অচিহ্নিত সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে বাধা দেওয়া মহারাণীর ঘোষণাপত্রানুসারে অতি অবৈধ। উক্ত সিভিল সার্ভিসের ৬৮২ জন সভ্য মধ্যে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি সভ্য শতকরা ৮ জন করিয়াছিল, এবং যদি লর্ড রিপনের ঈদৃশ ব্যবস্থা আর কিছু দিন চলিত, তাহা হইলে ইউরোপীয়গণ শীঘ্রই এই হইতে অন্তর্হিত হইতেন। ১৮৬৪ সালে এই বিভাগে ৪৮৪ জন কর্ম্মচারী ছিল তাহার মধ্যে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি ৯০ জন, ১২২ জন মুসলমান এবং ২৭২ জন হিন্দু ছিলেন। ৮৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে কর্ম্মচারী দিগের সংখ্যা ৫৭২ ছিল। তন্মধ্যে ইউরোপীয় ফিরিঙ্গী প্রভৃতি ৭৫ জন, মুসলমান ৭১ জন, এবং ৪২৬ জন হিন্দু ছিলেন। কিন্তু ১৮৮৫ সালে ৬৭২ জনের মধ্যে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি ৫১ জন, মুসলমান ৬৫ জন এবং ৫৬৫ জন হিন্দু ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালায় ১৮৬৪ সালে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের অর্দ্ধ সংখ্যা কর্ম্ম পাইয়াছিলেন, ১৮৭৫ সালে সাত ভাগের এক ভাগ এবং ১৮৮৫ সালে দশ ভাগের একভাগ কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। যদিও বাঙ্গালায় মুসলমান শত করা ৫১ জন ও হিন্দু ৪৮ জন মাত্র"। আমরা স্বীকার করি যে, হিন্দুগণের সংখ্যা এ বিভাগে মুসলমানগণ অপেক্ষা অধিক। কিন্তু ইহার কারণ এই যে, কার্য্যক্ষম না হইলে ত আর কার্য্য দেওয়া যাইতে পারে না। মুসলমানগণ যদিও সংখ্যায় হিন্দুগণ অপেক্ষা অধিক, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষিত লোক অতি অল্পই আছে। সুতরাং হিন্দুদিগের সংখ্যা, অচিহ্নিত সিভিল সার্ভিস বিভাগে অধিক হইয়াছে। তাহার জন্য আর হিন্দুরা দায়ী নন। মাতা গুনতি হিসাবে ত আর কার্য্য নিয়োগ প্রভৃতি গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। আহারের বিষয় যদি হিসাব করিতে হইত, তাহা হইলে জজ সাহেবের একপ সিদ্ধান্ত কথঞ্চিৎ যুক্তিমূলক হইতে পারিত। কিন্তু এ বিষয়ে শিক্ষিত সংখ্যা ধরিয়া হিসাব করিতে হইবে, নতুবা দুই হাত দুই পা থাকিলেই যে অচিহ্নিত সিভিল সার্ভিসের একজন নিয়োগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে ইহা অতি অযৌক্তিক ও ভ্রমাত্মক।

ল্যাভেটার সাহেবের একজন ডেনিশ শিষ্য, এম, সোফস্ স্ক্যাক বলেন যে, নাসিকাদর্শনে মনুষ্যের চরিত্র স্থিরীকৃত হইতে পারে। তিনি বহুকাল ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদিগের নাসিকাদর্শন ও তাহাদিগের চরিত্রাদির অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, নাসিকার ভিন্ন ভিন্ন গঠনাদি হইতেই মনুষ্য চরিত্রের ঔন্নত্য অবনত্যাদি স্থিরীকৃত হইতে পারিবে। যাহা হউক, এক্ষণে সাহেবরা যে এ কথা বলিতেছেন তাহাতে, বোধহয়, অনেক বঙ্গীয় যুবকগণের দৃঢ় বিশ্বাস হইতে পারিবে। কিন্তু এ কথা আমাদের কাছে নূতন নয়। এ বিষয়ে হিন্দুরা বহুকাল চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া রাখিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই, উন্নতি সোপানারূঢ় উনবিংশশতাব্দীয় সুসভ্য বঙ্গীয় যুবকগণের প্রতীতি উৎপাদনে অসমর্থ ছিল। ঈশ্বরের কৃপায় যদি সকল বিষয়েই ঈদৃশ অনুসন্ধান হয়, তাহা হইলে অতি সুখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

—ooo—

ব্রহ্ম রাজ্যের পুলিশ জন্য ২০০০ সিপাই সৈন্য প্রয়োজন। এরূপ আশা ছিল যে, ব্রহ্মরাজ্যে নিযুক্ত সৈন্যদল হইতেই অনেকে ভলেণ্টিয়ার হইয়া এ অভাব পূরণ করিবেন কিন্তু এক্ষণে তাহা কিছুতেই সমাহিত হইতেছে না। সুতরাং ভারতবর্ষের দেশীয় সৈন্যদিগকে সাধারণতঃ ভলণ্টিয়ার হইতে দিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। পঞ্জাব এবং বোম্বাই দেশে ব্রহ্মরাজ্যের জন্য যে পুলিশবল সংগ্রহ হইতেছিল, তাহা এক্ষণে প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু উত্তর পশ্চিম বিভাগে ইহার কিছুই সম্পাদিত হয় নাই। যাহাই হউক ব্রহ্মরাজ্য এক গুরুতর সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

—ooo—

ভারতগবর্ণমেণ্ট উত্তর ব্রহ্মে সামরিক উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব করিতেছেন। যে সমস্ত সিপাইগণ যুদ্ধ কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে ঐ স্থানে বাস করিতে হইবে। তাহা হইলে এক কার্য্য দ্বারা দুই ফল ফলিবে, দেশ রক্ষা ও উপনিবেশস্থাপন। ইহা যদি কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে ভারত গভর্ণমেণ্টের ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

আমাদিগের সুযোগ্য সহযোগী হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন যে, জার্ম্মাণীতে যেরূপ

শিক্ষাপ্রণালী এ রূপ আর পৃথিবীর কোথাও নাই। তজ্জন্য জার্ম্মনীর লোকেরা সর্ব্বত্রই কার্য্য প্রাপ্ত হয়। জার্ম্মানীতে ৬০০০০ বিদ্যালয় আছে এবং মোটের উপর প্রত্যেক লোকের প্রতি বিদ্যাশিক্ষার্থ ১ সিলিং ৭ পেনস্ কবিয়া ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু বিলাত অধিক ধনাঢ্য হইলেও ইহাতে ৫৮০০০ বিদ্যালয় আছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি শিক্ষার্থ ১ সিলিং ৩ পেনস্ ব্যয় হয়।

মাড্রাস্ টাইমস্ বলেন যে দাক্ষিণাত্যে উকিল এবং এটর্ণি সংখ্যা এত অধিক হইযাছে যে তাঁহারা অতি সামান্য টাকা লইয়া মোকদ্দমা করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে ৪।৩ টাকাতে ও কার্য্যসমাধা করেন। বাঙ্গালোর দেশে আরও সস্তাদরে উকীল পাওয়া যায়। সেখানে সচরাচর তিন টাকায় একটী মোকদ্দমা চালিত হয়। শিক্ষার যখন এত উন্নতি, তখন এরূপ হওযার আর বিচিত্রতা কি? বাঙ্গালায় যখন ১ টাকা ।।০ আনায় উকীল মহাশয়গণ মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেছেন, তখন ইহা শ্রবণে আমরা অধিক আশ্চর্য্য হইতে পারিলাম না। ইহার পর যে আর কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

ষ্টেট্স্ মানের ভারের সংবাদদাতা ১২ই মার্চ সংবাদ দিয়াছেন যে, ক্যাম্বে মোকদ্দমাতে সিভিলিয়ান মিঃ উইলসনের দোষাদোষাস্থ সন্ধান জন্য যে কমিসন নিযুক্ত হয়, তাঁহারা উক্ত সাহেবকে ক্যাম্বের দেওয়ান মিঃ শ্যামরাও নারায়ণ লত্তের প্রতি অতি অযুক্ত ও কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করার জন্য দোষী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতের সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের নিকট এই বিষয় বিচার জন্য উপস্থাপিত হইবে।

উক্ত কমিসন্ এবং মিঃ যে সেক্রেটারি অব্ ষ্টেটকে এই অনুরোধ করিয়াছেন, যেন মিঃ উইলসন পেনসান পাইয়া কর্ম্ম হইতে অপসারিত হন। যাহা হউক, সত্যের যে অপলাপ হয় নাই- ইহাতে আমরা বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। এখন যথার্থ সুবিচার হইলে যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইব তাহা এ সামান্য লেখনী প্রকাশ করিতে পারিতেছে না।

বর্দ্ধমান রাজ্য।

আজ বহুকাল হইতে বর্দ্ধমান রাজ্য লইয়া কত প্রকার আন্দোলন হইতেছে। দেশীয় বিদেশীয় সংবাদ পত্র সমূহ ইহার কোন রূপ সুচারু ব্যবস্থা স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এ বিষয় লইয়া সংবাদ পত্রের এত ব্যতিব্যস্ততা কেন? ইহার উন্নতি কিম্বা অধোগতিতে ইহাদিগের কি কোন রূপ সুখ দুঃখের সম্ভাবনা? তাহা নহে, তবে কর্ত্তব্যপ্রতিপালনব্রতে ব্রতী হইয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন। অদ্য আমরাও সেই সূত্রে এ বিষয়ে কিছু বলিতে উদ্যত হইতেছি। বর্দ্ধমানের মহারাজার মৃত্যুর পর ঐ রাজ্য ইউরোপীয় কোন বিচক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত তত্ত্বাবধায়কের অভাবে অধুনা আর একজন নূতন ইউরোপীয় সিভিলিয়ান তত্ত্বাবধায়কহস্তে রাজ্যভার সমর্পিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। জনশ্রুতি যে, মহরাণী বনবিহারী কপুরের পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিবেন। যাহা হউক, এবিষয়ে আমরা এই বলিতে পারি যে দত্তক গ্রহণ অপেক্ষা আর কিছুই মঙ্গলকর নহে। যদি একান্তই রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিতে হয়, তবে এক জন বহুদর্শী হিন্দু ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিলে ভাল হয়। আমরা এরূপ বলিতেছি না যে, ইউরোপীয় সিভিলিয়ানগণ কার্য্যাক্ষম অথবা অদূরদর্শী, কিন্তু তাদৃশ কার্য্য নিপুণ ব্যক্তি হিন্দুদিগের মধ্যেও ভুরি ভূরি লক্ষিত হইতে পারে, তবে কেন হিন্দু রাজ্যে হিন্দু তত্ত্বাবধায়ক নির্ব্বাচিত হইবে না? হিন্দুদিগের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মস্থাপনাদি সম্বন্ধে হিন্দু ব্যক্তির যাদৃশ ঔৎসুক্য ও সহানুভূতি, এরূপ কাহারও হইতে পারে না ও হইবেনা। অতএব এ রাজ্যে এক জন হিন্দু তত্ত্বাবধারক দেখিলেই আমরা সুখী ও উৎসাহিত হইব সন্দেহ নাই। তদনন্তর দত্তক পুত্র গ্রহণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। রাজ্য যদি চিরদিনই পরহস্তগত রহিল তাহাতে ন আর বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা কি? যিনিই হউন না কেন সাংসারিক জীবমাত্রেই স্বার্থসম্পাদনাভিলাষী। সুতরাং এক রাজ্য হইতে দুই ব্যক্তির স্বার্থ সম্পাদিত হইতে গেলেই অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। দেখ প্রথমতঃ তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়ের ও তদনুচরবর্গের স্বার্থ। দ্বিতীয়তঃ রাজ সংসারের স্বার্থ। রাজ্য আয়তনে তাহাই রহিল, কিন্তু দুই দিক হইতে শোষিত হইতে লাগিল। সুতরাং উৎপাদ্য বস্তু রাজভাণ্ডার পক্ষে অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণ হইতে লাগিল। আর এক কথা যে, মহারাণীর দত্তক পুত্র গ্রহণ সম্বন্ধে কোন বাধা নাই। প্রথমতঃ, মৃত মহারাজার এ বিষয়ে অনুমতি আছে। দ্বিতীয়তঃ, উপযুক্ত পুত্রও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তৃতীয়তঃ, ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারেও কোন প্রতিবন্ধকতা লক্ষিত হইতেছে না। চতুর্থতঃ, এই দত্তক গৃহীত হইলে মহারাণী ও রাজ্য উভয়েরই মঙ্গল হইবে। অতএব যে কোন রূপেই দেখি না কেন, দত্তক গ্রহণ অতি প্রশস্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। যিনি এ বিষয়ে অনভিমত হইবেন তিনি রাজ্যের যথার্থ বন্ধুনন তিনি নিশ্চয়ই রাজ্যের ভবিষ্যৎ ধ্বংসের বীজ রোপণ করিয়া দিবেন। আমরা বলি যে, যদি এই বঙ্গদেশের গর্ব্বস্থান স্বরূপ প্রাচীন বিশাল বর্দ্ধমানরাজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মঙ্গল সম্পাদনে সকলের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে যাহাতে মহারাণী শীঘ্রই এক সদ্বংশীয় দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে পারেন তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের চেষ্টা ও প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য তাহা হইলেই মঙ্গল, নতুবা অচিরেই এই বহুকাল প্রচলিত সুবিখ্যাত বিশালরাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া উৎসাদিত হইবে।

প্রজানীতি।

এক্ষণে আমরা একটী গুরুতর সমস্যায় উপস্থিত হইতেছি। প্রজাই বা কিরূপ, আর নীতির ভাবই বা কি প্রকার? প্রথমতঃ এই কথাটীর একটু পরিষ্কার রূপে চিন্তা করা উচিত। কেন না বিষয়ের সবিশেষ নির্দ্দেশ না হইলে আলোচ্য বিষয় সকলে

সূক্ষ্মভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন না। তাই অদ্য প্রস্তাবিত বিষয়ের সাধ্যমত মীমাংসায় উপস্থিত হইলাম।

সম্রাট্ সদনে বাসীন্দা মাত্রেই প্রজা। ইহার মধ্যে ভূস্বামীও আছেন রায়তও আছেন। যখন এক রাজ্যেশ্বর অধীনে দুই প্রকার প্রজা, এবং ঐ উভয়প্রকার প্রজার স্বার্থ ও স্বামিত্ব ভিন্ন ভিন্ন, তখন একভাবে আন্দোলন ঠিক হয় না। আবার যখন সম্রাট্ সকাশে সাধারণেরই সুখ দুঃখ গোচর করার প্রস্তাব, তখন একজনকে ছাড়িয়া অপরকে গ্রহণ করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। রাজ্যাধিপ সম্মুখে সকলেই প্রজা। আর আমরা যখন মোটের উপর প্রজা-নীতি বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, তখন আমাদের সকলকে সমান চক্ষে দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু আবার এই দুই শ্রেণী হইতে বহুতর বিভাগের প্রতিও কটাক্ষ করিতে হইবে, নচেৎ আমাদের উদ্দেশ্য সম্যকপ্রকারে সাধন করা দুরূহ হইবে। কেন না এক ভূস্বামী বিবিধ প্রকার। রাজা, জমিদার, তালুকদার, ইজারদার, মোকররিদার প্রভৃতি কতক গুলি শ্রেণী। প্রজার মধ্যেও মৌরসদার, মিয়াদি, বন্দোবস্তভোগী, ঠিকাপ্রজা, কোর্পা; রাইয়ত বিভাগেও অনেক প্রকার আছে। প্রত্যেক শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন এতগুলিকে বিশদভাবে আলোচনার্থ গ্রহণ করিলে কতকালে প্রস্তাব শেষ হইবে ভাবিয়া স্থির করা দুষ্কর। এজন্য আমরা মোট দুই শ্রেণীর উপর নির্ভর করিয়া আবশ্যক মত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রতি কটাক্ষ করিতে সচেষ্ট হইব।

কালের বিষম গতিতে আইনের আধিক্য ও বিচিত্রতায় সহসা কোন বিষয়ের মর্ম্মভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। উল্লিখিত বিষয় গুরুতর হইলেও কেবল সময়োচিত নিতান্ত আবশ্যক প্রশ্ন বিবেচনায় আলোচনার্থে আমরা অগ্রসর হইতেছি, এ বিষয়ে আমরা সবজান্তা হইতে ইচ্ছা করি না। উপস্থিত দেশহিতকর মঙ্গলজনক কার্য্য সম্পাদনার্থে দেশীয় উচ্চনীচ সকল সম্প্রদায়ের আবশ্যক মত আমরা সাহায্য গ্রহণ করিব। যদি কোন সহযোগী সৎ উপদেশ দেন তাহাও আহ্লাদের সহিত প্রকাশান্তর বিবেচনা করিতে বাধ্য হইব। যেরূপ সর্ব্ব সাধারণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইতেছি, তদনুরূপ রাজপুরুষদিগের নিকটও আমরা সাহায্য পাইবার অধিকারী। তবে তাঁহারা ইহাতে কতদূর সদাশয়তা প্রকাশ করিবেন, তাহা জানি না। কিন্তু আমরা বিনয়সহকারে মন্তব্য গোচর করিলাম, এক্ষণে যেরূপ বিবেচনা হয় করিবেন।

কোন স্থান বিশেষ কি জেলা বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া আন্দোলন ঘটিবে না। কয়েকটী জেলা বা প্রদেশ কিম্বা দেশ উল্লেখে প্রবন্ধের উপসংহার করিতে হইবে। এরূপ প্রস্তাবে কেহ কেহ হয় তো প্রশ্ন করিতে পারেন, একাদিক্রমে একটী দেশ বা প্রদেশ লইয়া আন্দোলন হইবে, কি বিভিন্ন প্রকারে? ইহার উত্তর এই যে, এ সম্বন্ধে আমরা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইতে পারিব না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমরা বাঙ্গলা, বেহার, উৎকল, আসাম, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও নেপাল প্রভৃতির অধিকাংশ স্থান ইতিপূর্ব্বে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। (এবং মদীয় লক্ষিত উক্ত স্থান সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছে তাহা দৃষ্টে অনেকে বুঝিতে পারিবেন) অতএব আবার ঐ স্থানসমূহ গমনান্তর যতদূর যে বিষয় বুঝিব, অবস্থিতি স্থান হইতে স্থানান্তরের সহিত সমালোচনা পূর্ব্বক প্রকাশে যত্নবান থাকিব।

একটী গুরুতর অপরাধ ঘটিতেছে এই যে, আলোচ্য পথের অগ্রগামী হইতেছি। ভরসা করি সর্ব্বসাধারণে অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। কেননা মাদৃশব্যক্তির এতাদৃশ সাধ্য নাই। কেবল সোমপ্রকাশ জন্মদাতার অভিপ্রায় সাধনার্থ এ অসাধ্য ব্যাপারেও অগ্রসর হইতেছি। তবে সোমপ্রকাশ প্রকাশক গুরুদেবের আশীর্ব্বাদবলে বিচরণ করিব। তৎপর ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুকম্পা যেরূপ হয় তাহাই হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪ঠা মার্চ্চ শুক্রবার সেনেট্‌হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইউনিভার্সিটির ভাইস্ চ্যান্‌সেলার মান্যবর সার্ উইলিয়ম্ হন্টার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি সংক্রান্ত কতকগুলি কলেজ ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির সহিত সম্পৃক্ত হইতে পারে এই কথার উত্থাপন হয়। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, "যে পূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্‌সেলার মিঃ ইল্‌বার্ট্ এ বিশ্ববিদ্যালয়স্থ বালকগণ যাহাতে অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে তজ্জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখিয়াছিলেন এবং তাহারাও কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল।" তজ্জন্য সভাপতি এই মর্ম্মে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির ভাইস্‌চ্যান্‌সেলারকে পত্র লিখিতে এবং তাহার উত্তর প্রতীক্ষা করিতে বলেন। দ্বিতীয়তঃ, ছোটলাটের অধীনস্থপ্রদেশপ্রচলিত প্রাচীন ভাষা সমূহের পুনঃ সংস্কার ও অনুবাদ বিষয়ে উৎসাহ ও সাহায্য দান করিবার কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিতে সিণ্ডিকেট অনুরোধ করেন। সভাপতি এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ইহা দ্বারা দেশের যথার্থ উন্নতি সমাহিত হইবে। কিন্তু বিষয় নিতান্ত বিশদ নয় বলিয়া সকলেই এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবার নিমিত্ত সময় প্রার্থনা করিলেন। সুতরাং এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত আগামী সভা পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল। তদনন্তর আগামী বৎসরে ঠাকুর আইন অধ্যাপক নির্ব্বাচন হয়। ইহাতে ৬৫ জনের অধিক কৃতবিদ্য বিজ্ঞ সেনেটর সভ্য উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র আন্দোলন করেন যে, প্রথমে বিষয় নিরূপণ করিয়া পরে বক্তা নিরূপিত হইবে। কিন্তু ইহার কোন ফল হইল না। ৫ জন ব্যক্তি অধ্যাপক হইবার জন্য উক্ত ও অনুমোদিত হন। অবশেষে তিন জনের পক্ষে অতি অল্প সমর্থক থাকায় উহাদিগের কোন ফল হইল না। আর দুই জনের মধ্যে কোন ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবে ইহার আন্দোলন হইতে লাগিল। পরে শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সরকার এম, এ, শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন দাস অপেক্ষা ৪৩ জন অধিক সমর্থক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। এ বিষয়ে উপযুক্ত পাত্রই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সকল বিষয়ে এরূপ হইলে বড়ই সুখকর হয় সন্দেহ নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিন দিন সভ্য বৃদ্ধি হইতেছে, কার্য্যক্ষেত্র আয়তনে বৃহৎ হইতেছে, অধিবেশন নিয়তই হইতেছে, কিন্তু ইহার যথার্থ উন্নতি ত কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এই গত বি, এল, পরীক্ষাতে প্রশ্ন ঈদৃশ বিকৃত হইয়াছিল যে, অনেক ছাত্রগণই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। কন্ট্রাক্ট একট হইতে এমন অসঙ্গত প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল যে, বোধ হয়, বিশেষরূপ আইনদক্ষগণও ইহার সম্পূর্ণ উত্তর করিতে পারেন কি না সন্দেহ। কেবল আইনবিষয়ে কেন, এরূপ অভিযোগ আমরা সকল বিষয়েই শুনিতে পাই এবং এ আন্দোলন ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া বিলাত পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে শুনিতে পাই। ইহার একমাত্র কারণ, পরীক্ষক নির্ব্বাচনের অব্যবস্থা। অধুনা দেখিতে পাইতেছি যে, পরীক্ষক নির্ব্বাচন বিষয়ে পরীক্ষকের বিদ্যা বুদ্ধির কোন অনুসন্ধান নাই, কেবল যে ব্যক্তি অধিক তৈলব্যয় করিতে পারিবেন ও সিণ্ডিকেটের সভ্যদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া তাহাদিগের আনুকূল্য সংগ্রহ করিতে

পারিবেন তাহারাই এ কার্য্যে সকলমনোরথ হইবেন। বলা বাহুল্য যে যথার্থ কৃতবিদ্য ও মনুষ্যপদবাচ্য ব্যক্তিগণ এ কার্য্যে স্বভাবতঃই পরাঙ্মুখ। সুতরাং তাঁহাদের ভাগ্যে এ লাভ ঘটিয়া উঠে না। যদি কখন হয় ত সেটা ভুলক্রমে ও ঈশ্বরের একান্ত করুণার পরিচায়ক। অতএব, যখন এই মহামহোপাধ্যায়গণ ছাত্রপরীক্ষারূপ অকূলমহাসমুদ্রের কর্ণধার হইয়া বসিলেন, তখন তাঁহাদের নিজের মাহাত্ম্য প্রত্যেক পদেই দেখাইবেন বলিয়া যে কতরূপ বিভীষিকা দেখাইতে থাকিবেন। ইহার আর আশ্চর্য্য কি? সে বিভীষিকার যাহাদের অতি কঠিন প্রাণ তাহারাই অতি কষ্টে নিস্তার পায়, নতুবা অনেকেই ভীষণ উত্তালতরঙ্গমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ধন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বিদ্যার উন্নতির নিমিত্ত তোমার সৃষ্টি। বিদ্যার ঈদৃশ উন্নতি আর কিছুদিন হইলে দেশে বিদ্বান্ রাখিবার স্থানাভাব হইয়া পড়িবে। অতএব আমরা বলি, তোমার এ অলোকসামান্য পরিচালন-প্রণালী কিঞ্চিৎ ক্ষীণগতি হউক, তাহা হইলেই সকলের মঙ্গল।

সমালোচনা

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত দৃশ্য কাব্য। কলিকাতা ১০০। ১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট বাল্মীকিযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৲ টাকা। কাব্যখানির ভাষা সরল ও মধ্যে মধ্যে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দের প্রতি একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে ভাল হইত।

সিলেকসন, রেকর্ডস অব দি গভর্ণমেণ্ট, ইণ্ডিয়া—গবর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ ও বলপূর্ব্বক-বিধবাবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত তর্ক যুক্তি প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহার সমস্ত বিষয়ই প্রায় অনেকে অবগত আছেন। কারণ এ সকল বিষয় লইয়া বহুকালাবধি অনেক আন্দোলন হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক, সঙ্কলনকার তাঁহার ঈদৃশ পরিশ্রম জন্য যে বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

সাধারণ।—গয়ার জয়েণ্ট মাজিঃ মিঃ ম্যানেষ্ট সারণের একটিং মাজিঃ হইলেন। দৈনাজ সিংহের আসিঃ মাজিঃ মিঃ এ, জি, চক্রবর্ত্তী গয়ার সদরে, দিনাজপুরের আসিঃ জয়েণ্ট মাজিঃ কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব যশোহরের সদরে, ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিঃ শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যো ঢাকার সদরে এবং পাবনার ডেপুটী মাজিঃ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ চট্টো ফরীদপুরের সদরে বদলী হইলেন। আসিঃ কমিশনর মিঃ ফর্বস্ লোহারডাগার সদরে গেলেন। ছুটী প্রাপ্ত জয়েণ্ট মাজিঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত পাবনার সদরে একটিং ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। সিংহভূমের ডেপুটী কমিশনর লেফটেনাণ্ট কর্ণেল হপ্কিন্স দিনাজপুরের কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্টার কাণ্টনমেণ্টের ছোট আদালতের জজ হইলেন। বারাকপুরের কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্টার মেজর ডড্সওয়ার্থ দিনাপুরের কাণ্টনমেণ্টে গেলেন। তিনি পাটনার দিনাপুর মহকুমারও ভার পাইলেন। দিনাপুরের কাণ্টমেণ্ট মাজিঃ মেজর বইলু সিংহভূমের ডিপুটী কমিসনার হইলেন। ছুটীপ্রাপ্ত ডিঃ মাঃ শ্রীযুক্ত যবহল দেও নারায়ণ মজঃফরপুরের সদরে গেলেন। রাজসাহী নাটোরের ডিঃ মাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য হাবড়ায় বদলী হইলেন। ডিঃ মাঃ শ্রীযুক্ত রজনী কুমার দত্ত রাজসাহী রঙ্গপুরের নাটোর মহকুমার ভার পাইলেন। খুলনা সাতক্ষীরার ডিঃ মাঃ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ্র চট্টগ্রামের সদরে, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত সাতক্ষীরায়, এবং চট্টগ্রামের ডিঃ মাঃ শ্রীযুক্ত প্রভাতনাথ রায় নোয়াখালির সদরে বদলী হইলেন।

পুলিস। সিংহভূমের আসিঃ পুঃ সুঃ শ্রীযুক্ত হরিগোপাল মল্লিক ঐ জেলার পুরা সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত কাজ করিবেন। কটকের আসিঃ পুঃ সুঃ পুরী জেলার ভার পাইলেন।

শিক্ষা। ঢাকা কলেজের প্রোফেসর মিঃ তিল কৃষ্ণনগর কলেজের একটিং প্রিন্সিপাল হইলেন।

রেজিষ্টারী।—শ্রীযুক্ত গিরিধারী লাল মতিহারীর একটিং স্পেশিয়াল সব্‌রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন।

জেল।—ভাগলপুরের আসিঃ জেল সুঃ একটিং জেল সুপাঃ হইলেন।

চিকিৎসা।—নদীয়ার সিবিল সার্জ্জন সার্জ্জন মেজর ই, রসেল, পাটনার একটিং সিবিল সার্জ্জন ও বাঁকীপুর টেম্পল মেডিকেল স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। সার্জ্জন মিঃ আণশিন, কলিকাতা ইডেন হাসপাতালের একটিং রেসিডেণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত হইলেন।

বিচার।—গয়ার অতিরিক্ত মুন্সেফ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দেব, হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে অতিরিক্ত মুন্সেফ থাকিবেন। শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টো এম, এ, বি, এল, গয়ার সদরে, বারিষ্টার সৈয়দ আবদুর রহমান ঢাকার সদরে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখো, বি, এল, ঢাকা মুন্সীগঞ্জে, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সেন, বি, এল, মৈমনসিংহ বাজিৎপুরে, এবং শ্রীতারকচন্দ্র দাস, বি, এল, পূর্ণিয়ায় কৃষ্ণগঞ্জে একটিং মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন—৮ই মার্চ—গত রাত্রিতে হাউস্ অব কমন্সে মিঃ ব্র্যাডল সার ড্রমণ্ড উলফের মিসন-নির্ব্বাহার্থ ব্যয় রহিত করিতে এক আন্দোলন করেন কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইয়াছে।

সার জেমস ফারগুসান সার ড্রমণ্ড উলফকে বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন যে, তাঁহার মিসন সফল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

আয়রলণ্ডের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ নূতন সেক্রেটারি মিঃ আর্থর ব্যালফুর করেনসিঃ কমিসনের প্রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বার্লিন—৭ই মার্চ—রেকষ্টাগ্ সভায় আর্মি বিল প্রথম পঠিত হইল।

সেণ্টপিটার্সবর্গ—৮ইমার্চ—বুলগেরিয়ার বিদ্রোহে যাহারা সম্পৃক্ত ছিল তাহাদিগের হত্যাতে মস্কোগেজেট্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এবং প্রকাশ করেন যে, ইহারা রুষের জন্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ইহাতে অতি ভয়ানক ব্যাপার ঘটিবে।

লণ্ডন—৯ই মার্চ—রাইট অনারেবল এ, জি, ব্যালফুরের পদে মার্কুইস অব্ লোথিয়ান স্কটলণ্ডের সেক্রেটারি হইয়াছেন।

এইরূপ জনরব যে, রুষ কোনরূপ যুদ্ধে লিপ্ত না থাকিয়া সম্প্রতি শান্ত মূর্ত্তিতে থাকিবেন।

ব্রহ্ম সংবাদ।

ইংলিসম্যানের সংবাদদাতা বলেন সাগাবীণের নিকট ওনমিন নামক স্থানে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইউ জেলায় গত ৪ঠা মার্চ্চ বো হাহ্লা নামক মগ সর্দ্দারের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল। বো-হাহ্লা কেমেন্দিনং রাজকুমারের একজন লেপ্টেনাণ্ট। তিনি হত হইয়াছেন।

মগসেনা, মাণ্ডেরেঙ্গের রাস্তায় ইংরেজের দলকে আক্রমণ করিয়াছিল একজন সিপাহী হত ও এক জন আহত হইয়াছে।

চিন্দ্‌উইন নদের উত্তর তীরে মগসেনা দল বাঁধিতেছে।

কর্ণেল জলট নিমগিয়ান জেলায় মগেদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। লেপ্‌টেনাণ্ট প্রাইস এবং তিনজন সিপাহী গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন।

মাউবিনে বিষম অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

মেজর কারের সহিত মিন্দোয়া জেলায় মগেদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে ইংরেজদিগের ৪। ৫ জন গোরা সিপাহী হত হইয়াছে।

আমহার্ষ্ট ডিষ্ট্রিক্টের সীমান্তে ককামিয়ে মগসেনাগণ খাজাঞ্চিখানা আক্রমণ করিয়া ১২ হাজার টাকা লুঠপাঠ করিয়াছে। খাজাঞ্চিখানার একটা প্রহরী হত এবং একটা আহত হইয়াছে।

কলিকাতা।

এবার ভিন্ন ভিন্ন টোল হইতে ৬০টী ছাত্র উপাধি পরীক্ষা দিয়াছেন।

ময়দাপট্টীতে গঙ্গাধর সেন নামক এক ব্যক্তি অবিশুদ্ধ ঘৃত বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া তাহার ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

চন্দননগরের বিভার কাগজ খানি আমাদিগের নয়ন পথে আর পতিত হইতেছে না। এত আড়ম্বরের পর কাগজ খানির অন্তর্ধান হওয়া বড় দুঃখের কথা।

আগামী ১০ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার এ বৎসরের দ্বিতীয় দায়রার বিচার বসিবে। বিচারপতি মাক্‌কারসন দায়রায় বসিবেন।

বড়লাট আগামী ১৬ই মার্চ্চই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইবেন। তিনি দ্বারভাঙ্গা, দিল্লী, ডেরাডুন এবং আম্বালা হইয়া ৮ই এপ্রেল নাগাদ সিমলায় পঁহুছিবেন।

গত শুক্রবার ডিষ্ট্রিক চারিটেবেল সোসাইটীর অধিবেশনে ১৮৮৬ অব্দের রিপোর্ট গৃহীত, এবং রাজা দুর্গাচরণ লাহা ও মিঃ সি, এইচ, মুর সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলয়ের অধীনস্থ রেলওয়ে সমূহের কার্য্য নির্ব্বাহের ভার আগামী ১লা এপ্রেল হইতে বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের অধীন হইবে। এই দিনে আবার নর্দার্ণ ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল লাইনের কার্য্য নির্ব্বাহ ভার রেলওয়ের ডাইরেক্টর জেনারেলের হস্ত হইতে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হস্তে যাইবে। এখানকার কর্ম্মচারীরাও বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ হইবে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস সি, আই, ই, এসিয়াটিক সোসাইটির মেম্বর হইয়াছেন। তিব্বত সম্বন্ধে ইহাঁর দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তিব্বত ভাষার কতকগুলি দার্শনিক শব্দের সংস্কৃত ও ইংরাজী প্রতিশব্দ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

জুবিলী দিবস একটী ৮ বৎসরের কয়েদী খালাস পায়। গত বৃহস্পতিবার সে চুরির বিচারে আনীত হয়। সে বলে জেল তাহার ভাল। সে এখানে খেতে পায় না। সে এক্ষণে দায়রার বিচারের অধীনে আছে।

গত জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় ৭০৩টী সন্তান প্রসূত হইয়াছিল। ডিসেম্বরে ৮৬২ জন জন্মে ঐ মাসে ১১০৯ জনের মৃত্যু হয়। ডিসেম্বরে ১৩৩৭ জনের মৃত্যু হয়।

বিবিধ সংবাদ

গোয়ালিয়ারের রাস্তায় ১০০ জন ডাকাইত একখানি এক্কা ধরিয়া, ৩০০০ হাজার টাকা লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এই দস্যুদিগের সহিত ঘোড়া ও বন্দুক আদি এক প্রকার যুদ্ধের আসবাব ছিল। ইহারা বোধ হয় কোন রাজা লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে দলবলে সজ্জা করিয়া বাহির হইয়াছিল, পথিমধ্যে সুযোগ পাইয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া পলায়ন করে। আজ কাল চুরী, ডাকাইতির হাঙ্গাম চতুর্দ্দিক হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার ত কোন রূপ কঠোর শাসনের বন্দোবস্ত করিতেছেন না।

মধ্য এসিয়ার একটী পাহাড় হইতে ২৪ ঘণ্ট, ধরিয়া অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল। ক্রমাগত উত্তপ্ত গলিত মৃত্তিকারাশি বহির্গত হইয়াছিল। এই অগ্ন্যুৎপাতে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের কত ক্ষতি হইয়াছে জানা যায় নাই।

কাশ্মীর মহারাজ বিলাতের প্রদর্শনীতে হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের নেথারি ইষ্টীমেনের চার পাঁচ মাইল অন্তর, সাহেবগঞ্জ আজাপুর নামে একটী গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে একটী পুরাতন মন্দির দৃষ্ট হইল, মন্দিরটী প্রায় একশত ফুট উর্দ্ধ, কতদিনের নির্ম্মিত ঠিক হয়না। এই মন্দিরের উপরে একটী শাম্মলী বৃক্ষ হইয়াছে, উহার বেড় তিন হাতের কম নয়। এত বড় গাছটী মন্দিরের উপর হওয়াতে ও মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। ইহার গাঁথুনী কিন্তু মাটীর এই মন্দির সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। সে যে রূপ হউক, পাঠকগণ আমাদের দেশের স্থপতি বিদ্যার গৌরব দেখুন। মাটীর গাঁথুনী কতদিনের কেমন রহিয়াছে। আর আজ কালের পেট মোটা ইঞ্জিনীয়ারদিগের কার্য্য এদিকে নির্ম্মাণ হইতেছে অপর দিকে পপাত।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না থানার এলাকায় আজ কাল গরু চুরির প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। এই তিন মাস মধ্যে ৬। ৭টী গরু চুরি হয়। তন্মধ্যে বহুকষ্টে দুইটী চোরের কিনারা হয়, বাকী কিছুই হয় নাই। এরূপ গরু চুরির আধিক্যের কারণ স্থানীয় পুলিশের অকর্ম্মণ্যতাজনিত সকলেই অনুভব করিতেছেন।

৩রা মার্চ্চ বঙ্গেশ্বর পূর্ণিয়ায় আসিয়া নূতন রেলওয়েটী খুলিয়াছেন। রেলওয়ে খুলিবার সময় বলিয়াছেন যে ২। ৩ বৎসরের মধ্যে বেহার ও পূর্ণিয়া রেলপথ আসামের সহিত সংযুক্ত হইবে। পর দিন ভাগলপুরে যাত্রা করেন এবং তথাকার জলের কল খুলিয়া পূর্ণিয়ায় প্রত্যাগমন করেন।

মহীশূরের ডেপুটী কমিসনর আবদুল ক দের গত সপ্তাহে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি জুবিলি দরবারে পীড়িতাবস্থায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে ১৫ টাকা বেতনে মুন্সিগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হন। ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া নিজ ক্ষমতা গুণে মহীশূর রাজ্যে ডেপুটী কমিসনরের পদ প্রাপ্ত হন এবং ১৮৭০ অব্দে দিল্লীর দরবারে খাঁ বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বোম্বাইয়ের ধরমজি পুরুষত্তের বিখ্যাত সূতার কলটী দেনার দায়ে হাইকোর্টের ডিক্রিতে ১২ লক্ষ টাকা নীলামে বিক্রীত হইয়াছে।

হাইদ্রাবাদের নিজামের একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম কিন্তু বিধাতার এমনি বিড়ম্বনা যে গতপূর্ব্ব বুধবার সন্তানটী মাতৃক্রোড় শূন্য করিয়াছে। আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে। ভারতরাজগণের সন্তানদিগের দীর্ঘজীবনলাভপক্ষে ভগবানের যে কি বিড়ম্বনা আছে তাহা বলা যায় না।

দলীপ সিংহের যে পুত্রটী লণ্ডনের সহিত পরীক্ষা দিয়া সাণ্ডহষ্ট সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন ইনি ইংলণ্ডেশ্বরীর ধর্ম্মপুত্র বলিয়া অভিহিত। ইনি এক্ষণে প্রটেষ্টাণ্ট দলভুক্ত হইয়াছেন।

হাইদ্রাবাদের শান্তি মেলার প্রথম পুরস্কার ২২০০ টাকার একটী বাটী ছিল। ৬ জনে ঐ পুরস্কার পাইয়াছে। ইঁহার মধ্যে এক জনের অর্দ্ধেক অংশ আছে।

এইরূপ প্রচার যে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট সর্ব্বত্র জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন যে জুবিলি উৎসবে নিজ নিজ এলাকা মধ্যে কিরূপ কার্য্য হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত গবর্ণমেন্ট সমীপে অর্পিত করিতে হইবে।

বোম্বাইয়ের একটী ত্রিতল বাটীর পশ্চাদ্ভাগ পতিত হইয়া একটী পুরুষ ও স্ত্রীলোক হত ও পাঁচ জন আহত হইয়াছে। একটী গরুর মৃত্যু হইয়াছে ও আর একটী আহত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় নামক এক ব্যক্তি ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

সান্ ফ্রান্সিস্‌কোতে একটী থিয়েটার গৃহে অভিনয় কার্য্য হইতেছিল। এমত সময় হঠাৎ একটী বোম ফাটিয়া গিয়া এক ব্যক্তি আহত হয়। অনুসন্ধানে এইরূপ স্থির হয়, যে ব্যক্তি আহত হইয়াছে সে তাহার বসিবার আসনের নিম্ন হইতে বোমটী বাহির করিয়া লইয়াছিল এবং সেইটীতে অগ্নি সংযোগ করিয়া ষ্টেজের ভিতর নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল এমত সময়ে ফাটিয়া যায়। দর্শকদিগের এরূপ অভিসন্ধি বড়ই ভয়ঙ্কর।

কাবুলে বসন্ত এবং ওলাউঠার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই রোগে শত শত ব্যক্তির মৃত্যু হইতেছে।

২রা মার্চ্চ রাত্রি দশ ঘটিকার পূর্ব্বে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। যে দিবস ভূমিকম্প হয় তাহার পূর্ব্বে কয়েক দিবস ঋতুর বড় গোলযোগ গিয়াছিল। ইহা ভিন্ন বিজয়াণী নামক স্থানে ও দেরাদুনে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

আমেরিকায় এক প্রকার নূতন ছাতা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার উপরটী দেখিতে কাচের ন্যায়। বৃষ্টিরক্ষা পক্ষে বিশেষ সুবিধা বোধ হইতেছে। এ দেশে কি শীঘ্র আমদানী হইবে?

বুলগেরিয়া বিভ্রাটের মীমাংসা হইবার যে কথা হইতেছে, তাহাতে ইংরাজেরা যোগ দিবেন না। তাহার কারণ এই, ইংলণ্ড রুষের মতে মত দিতে পারিবেন না। তাহাতে বুলগেরিয়ার স্বার্থে আঘাত লাগিবে। অতএব প্রতিনিধিবর্গ যাহা মীমাংসা করিবেন ইংলণ্ডের তাহা স্বীকার্য্য হইবে।

গণ্ডক নদের উপর যে সেতু প্রস্তুত হইয়াছে তাহার পরিমাণ দুই হাজার ফুট।

গত মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে ব্রহ্মপুত্রার সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। আর কয়েক দল সৈন্য শীঘ্র প্রেরিত হইবে।

দারভাঙ্গার মহারাজ মুঙ্গেরের লক্ষ্মীশ্বর নামক স্থানে একটি কাচের কারখানা খুলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কাচ নির্ম্মাণ করিবার জন্য যে স্থানটি মনোনীত হইয়াছে উক্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণে বালি পাওয়া যায়। ইহাতে কার্য্যের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা হইতে পারিবে। একজন বোম্বাইবাসী এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবাসীরা যদি এই সকল শিল্প কার্য্যে মনোযোগী হন তাহা হইলে দেশের অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

গত বৎসর এপ্রেল মাস হইতে জানুয়ারি মাসের শেষ পর্য্যন্ত ভারতে ১৩৫৪৮৩০৬ টাকার স্বর্ণ এবং ৫২৫৪৯০৩১ টাকার রৌপ্য আমদানি হইয়াছে।

হলকারের মহারাজ শুভকরণ বলদেব নামক এক ব্যক্তির উপর ২৬০০০০ টাকার জন্য অভিযোগ করেন। কিন্তু বলদেবও উক্ত মোকদ্দমায় ডিক্রি পাইয়াছেন। মহারাজ এক্ষণে ৮৩ হাজার টাকার খরচার দায়িতে পড়িয়াছেন।

যুদ্ধ জোমযান প্রস্তুত করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের ২০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছে।

বর্ত্তমান রুষজারের পিতার ৪৩৫ জন রক্ষক ও সহচর ছিল। এক্ষণে বর্ত্তমান জার ১৫৯ জন কমাইয়া ২৪৬ জন করিয়াছেন। এই সকল রক্ষক ও সহচরদিগের মধ্যে ২৩ জন আজুটাণ্ট জেনারল, ৫৪ জন জেনারল এবং ১০২ জন এডিকং আছেন। এই সমষ্টির মধ্যে ৪৫ জন জর্ম্মণ কর্ম্মচারী আছেন।

ভ্রমণকারীর পত্র।

দশঘরা হইতে পত্র লিখিয়া তৎপর দিন চকদীঘি যাই। বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে চকদীঘি একটী গণনীয় স্থান। ঐ স্থানে ক্ষত্রি জাতীয় বাবু জমিদারেরা প্রসিদ্ধ এবং বনেদি। তিন চার ঘর প্রধান জমিদার, কিন্তু তাঁহাদের দেশ হিতকর কোন বিষয়ে যত্ন, কি অতিথিভদ্রলোকের অভ্যর্থনা, কোন কার্য্যেই আগ্রহ নাই। কেবল অট্টালিকা সুশোভিত করিবেন ও বাবুগিরি দেখাইবেন ইঁহাদের সম্পত্তির এই সার্থকতা।

চকদীঘিতে এক দিন থাকিয়া পর দিন হুগলী জেলার অন্তর্গত গুড়প নামক স্থানে গমন করি। এ গ্রামটী অতি প্রাচীন; অনেক ঘর বনেদি কায়স্থ বসবাস করেন। তন্মধ্যে নন্দী বাবুদিগের দেউল ও জলাশয় প্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন গুড়প দেশীয়-তন্তুবায়দিগের কাপড়ের একটী প্রধান আড্ডা। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ কাল বিলাতি বস্ত্রের প্রতিযোগিতাজন্য অন্য অন্য স্থানে যেরূপ দেশী তন্তুবায়দিগের দুর্দশা গুড়পেও তদনুরূপ।

চকদীঘি হইতে গুড়প ও দোয়াজ গ্রাম হইয়া বঁইচি ষ্টেশন প্রায় আঠার মাইল হইবে। এই সকল স্থান দিয়া যখন আমরা আসি দেখিলাম গুড়পে এক ভাল জলাশয় ভিন্ন আর কোথাও নাই; এবং রীতিমত রাস্তারও অভাব। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ভদ্রলোকের বাসও অনেক, এমত অবস্থায় এ সকল স্থানের জলকষ্ট ও পথের অসুবিধা অপনীত হওয়া একান্ত আবশ্যক। স্থানীয় নবীন লোকেল বোর্ড, আশা করি, এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

বঁইচি বেশ গণ্ডগ্রাম। বহুতর ভদ্রলোকের বাস। বঁইচি হইতে মেমারি আট মাইল রেলপথে আসি। মেমারির বাজারটী দীর্ঘ আয়তন ও বাণিজ্য বাহুল্য বশতঃ মহাজন দোকানঘর অনেক আছে। মেমারি ষ্টেশন হইতে মফস্বল যাইবার গো-যান অশ্ব-যান প্রভৃতি প্রস্তুত থাকে। আমরা গো-যানযোগে দক্ষিণ ছয় মাইল অন্তর মশাগ্রামে গমন করি। গ্রামটী বিলক্ষণ বর্দ্ধিষ্ঠ। অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাস। বিদ্যালয়, পাঠাগার, পোষ্টআফিস প্রভৃতি সকলি আছে। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম এই গ্রামের জনৈক বি, এল, বাবু বিদ্যালয় পাঠাগার প্রভৃতির উন্নতির প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন। শিক্ষিত হইয়া যদি তাঁহার ব্যবহার এরূপ হয় তাহা হইলে শিক্ষার ফল কি? অতএব আমরা যাহা শুনিয়াছি ভবিষ্যতে তাহা যেন মিথ্যা প্রমাণ হয়, বি এল বাবু এরূপ সতর্ক হইবেন।

মশাগ্রাম হইতে বড়শূল আট মাইল। বড়শূল হইতে কাম্‌ডি গ্রাম আঠার মাইল। একাদিক্রমে এই সকল স্থান দেখিতে দেখিতে কাম্‌ডি গ্রামে উপস্থিত হইয়া বড় সুখী হইয়াছি। গ্রামস্থ কায়স্থ ব্রাহ্মণ সকলে অতি অমায়িক; তাঁহাদের ব্যবহারে অত্যন্ত আপ্যায়িত হইতে হয়, আজ কাল মোকদ্দমা আধিক্যের দিনেও এ গ্রামে মোকদ্দমাদি আদৌ নাই। পূর্ব্বে এই স্থানে বর্দ্ধমান

জেলার একটী উপবিভাগ ছিল। এক্ষণে শাখা-খণ্ডটী উঠিয়া গিয়া জাহানাবাদে স্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রামের নিকট কাঁসার বাটী প্রস্তুতের বেশ একটী কারিকর আছে। কিন্তু উৎসাহ অভাবে উক্ত কার্য্যটী লুপ্ত প্রায় হইয়াছে।

কায়তি গ্রাম হইতে বর্দ্ধমান জেলা বোল মাইল। ঐ পথ অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধমানে আসিয়াছি।

যে সকল স্থান দেখিয়া আসিলাম, সমুদায় স্থলেই এবার ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে। ইক্ষু যব, আম্র প্রভৃতি সকল শস্যই সুবিধামত উৎপন্ন হইয়াছে।

সংবাদ দাতার পত্র

পাবনা।

গত সপ্তাহে অত্রস্থ জুবিলী উপলক্ষে আগন্তুক ভদ্র দলের মধ্যে কোন এক ব্যক্তিকে স্থানীয় পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অপমান করায় সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর তাহাকে ১০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

বনয়ারী নগরের প্রধান জমীদার বাবু বনমালী রায় বাহাদুরের নামে একজন পুলিস সবইন্‌স্পেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একটী রিপোর্ট করতঃ তাহার চরিত্র ও শাসনপ্রণালীতে দোষারোপ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে বনমালী বাবুকে একজন সচ্চরিত্র, সুবিচারক ও সত্যাশ্রয় বলিয়া বোধ হয়, এবং অত্রস্থ পূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেটবাও তাহাকে ঐরূপই জানিতেন এজন্য আমরা আশা করি উপস্থিত সিরাজগঞ্জের নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ইন্‌সপেক্টরের রিপোর্টের প্রতি সতর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখিয়া বনমালী বাবুকে অপকলঙ্ক হইতে মুক্তি প্রদান করতঃ পূর্ব্বতন ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়দিগের ন্যায় ইহাকে উৎসাহ দেবেন।

কিন্তু ঈশ্বর না করুন যদি ইন্‌সপেক্টরের রিপোর্টের কিয়দংশও সত্য হয়, তাহা হইলে সকল কর্ম্মচারীর অপরাধে শান্তিপ্রিয় বনমালী বাবুকে অন্যায় প্রজাপীড়কতা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে কলঙ্কিত হইতে হইতেছে, তিনি যেন অচিরে তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করতঃ সচ্চরিত্র ও উপযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা জমীদারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করেন।

কএক দিবসাবধি এ অঞ্চলে প্রায় প্রত্যহ প্রাতে ভয়ানক কোয়াসা হইতেছে, ইহাতে আম্র মুকুলের উপকার হইতেছে।

বনমালি বাবু জুবিলী উপলক্ষে যে কএকটী পুষ্করিণী খনন করিতে স্বীকার করিয়াছেন। তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে; ও দুলদুলিপুর-গবার একটী ঐরূপ পুষ্করিণী কাটা প্রায় শেষ হইয়াছে।

অত্রস্থ প্রধান জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী রায় বাহাদুরের নামে পুলিস সব-ইন্‌সপেক্টর কর্ত্তৃক যে একটী মিথ্যা অভিযোগের কথা উক্ত হইল, আহ্লাদের বিষয় যে সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিয়াছেন এবং অধিকন্তু প্রকাশ করিয়াছেন যে, সব্‌ইন্‌স্‌পেক্টরের রিপোর্টের যদি কিয়দংশও সত্য হইত, তাহা হইলে তাহাদিগের দলবদ্ধ হইবার কি আবশ্যকতা ছিল? যাহার প্রতি প্রথম অত্যাচার হইয়াছিল। সেই তো আমার নিকট আসিয়া অভিযোগ করিতে পারিত।

আমরা নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের সুবিচারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি।

অদ্য চারি রোজ হইল অত্রস্থ তিয়োর পাড়ার একজন প্রসূতি সন্তানের চরণমাত্র প্রসব করিয়া অবশিষ্টাংশ প্রসবের অক্ষমতা জনিত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া দুই দিবস যাবৎ যার পর নাই কষ্ট পায়, তৃতীয় দিবসে উহার অভিভাবকগণ স্থানীয় প্রধান চিকিৎসক রাম দাস বাবুকে আনিতে যায়, কিন্তু চিকিৎসক রাম বাবু রোগীর অবস্থা শুনিয়াই তাহার আসন্ন কাল উপস্থিত ভাবিয়াই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে রোগীর বাটী হইতে সংবাদ আসিল যে হতভাগিনী একটী মৃত কন্যা প্রসব করিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

কি দুঃখের বিষয় অত্রস্থ লোকেরা বিবাহ উপলক্ষে সাধ্যাতীত অর্থ ব্যয় করে, কিন্তু চিকিৎসার বিষয়ে কিরূপ ব্যয়কুণ্ঠ তাহা উপরোক্ত ঘটনাতেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

আমরা ভরসা করি অত্রস্থ দানশীল প্রধান জমিদার বাবু বনমালী রায় বাহাদুর স্থানীয় হতভাগ্য ব্যয়কুণ্ঠদিগের জীবন রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীদিগের থাকিবার স্থান ও পথ্যাদির উপায় করিয়া দেন। তাড়াসের বিখ্যাত নবীন কিশোরী চৌধুরাণীর পোষ্য পুত্রের বিরূপরাধী স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বে পুনরায় বিবাহ দিবার যে মোকদ্দমা চলিতেছিল তাহা হাইকোর্টের বিচারে নিবারিত হওয়া সত্ত্বেও গত সপ্তাহে সমারোহের সহিত বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, কি ভয়ানক হিংসা! কি দুর্দ্দমনীয় নীচপ্রবৃত্তি!

দেশি চাউল, ধান্য, মাস কলাই ও মটরের বাজার ক্রমশঃ সস্তা হইতেছে, গত সপ্তাহে এ অঞ্চলে অল্প বৃষ্টি হওয়ায় উপস্থিত শস্য সকল সস্তা হইতেছে। আম্র প্রভৃতির মুকুল সকল এখন আশাপ্রদ বোধ হয়।

রাণাঘাট।

সম্প্রতি রাণাঘাট সব্‌ডিভিজানের স্থানে স্থানে চুরির সংবাদ শুনা যাইতেছে। অন্য স্থানের কথা দূরে থাকুক নিজ রাণাঘাট সহরের ভিতরেই রীতিমত সিঁদচুরি হইতেছে। আমাদিগের প্রবল প্রতাপান্বিত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আমলে চুরি হওয়ার কথা শুনিলে আমরা বাস্তবিকই বিস্মিত হই!!

আবার কলেরার সময় আসিতেছে। গত অগ্রহায়ণ মাসে এই সাব্‌ডিভিজানস্থ শান্তিপুর, ফুলিয়া, সিমলা, বেলেডাঙ্গা, কাঞ্চীনগর, নবলা, নৃসিংহপুর, দাগাবারীপুর, বাগাঁচড়া এবং নিজ রাণাঘাট প্রভৃতি গ্রামে বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়া অনেকগুলি লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। অস্বাস্থ্যকর বস্তু ভক্ষণ, দূষিত জলপান প্রভৃতি বিসূচিকার নিদান। সংপ্রতি কুষ্টিয়ার পচা ইলিস মৎস্য এখানে আমদানি হইয়া বিলক্ষণ বিক্রয় হইতেছে। লোকে ৪।৫ পয়সায় এক একটী পচা ইলিশ ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিতেছে, আমরা ভরসা করি, আমাদিগের ডেপুটী বাবু এবং মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, ভাইস্ চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল মুনসি মহোদয় যাহাতে বাজারে পচা ইলিস মৎস্য বিক্রয় হইতে না পারে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবেন। শুদ্ধ পচা মৎস্য কেন, যে কোন ব্যক্তি অস্বাস্থ্যকর যে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবে তাহাকে কর্ত্তৃপক্ষেরা দণ্ডবিধির ২৭৩ ধারায় (অস্বাস্থ্যকর কি পানীয় দ্রব্য পীড়াজনক জানিয়া মনুষ্যের আহার কি পানার্থ বিক্রয় করণ) বিধানুসারে সাজা দিবেন। দুই একজন অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যবিক্রয়কারককে সাজা দিলেই সকলে সাবধান হইয়া যাইবে।

৩। এই সব ডিভিজনের গ্রামসমূহের

অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। নিজ রাণাঘাট, শান্তিপুর, চাকদহ, বীরনগর প্রভৃতি মিউনিসিপাল স্থান সমূহে নূতন নূতন রাস্তা ঘাট হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ সকল স্থানের দূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহে রাস্তার সম্পর্ক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজকাল লোকাল বোর্ড হইতে এক আধটী রাস্তা হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহা সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য। মফস্বলে গমন করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় সকল পল্লীই জঙ্গল পরিপূর্ণ। রাস্তা ঘাট কিছুই নাই। কোন্ দিক্ দিয়া গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে তাহা জানিবার উপায় নাই। আবার বর্ষাকালে গ্রামগুলি অপেক্ষাকৃত ভয়ঙ্কর হয়, সর্ব্বত্র আজানুপরিমিত কর্দ্দম। জঙ্গলের ভিতর কোন স্থলে শৃগাল ডাকিতেছে, কোথায়ও বন্যশূকর বিচরণ করিতেছে। কোন গ্রামের ভিতর হইতে দিবা দুই প্রহরের সময় আবার শৃগালে দুগ্ধপোষ্য বালককে মুখে করিয়া লইয়া গিয়া থাকে। শীতকালে গ্রামের ভিতর বাঘের উপদ্রব হয়। (পাঠকবর্গ! পল্লীগ্রামে কেন? নিজ রাণাঘাট সহরেও ব্যাঘ্রভয় হয়। গত কল্য ৯ই মার্চ্চ এই নাপিতপাড়ার ঈশান ঘোষের খোয়াড় হইতে, ব্যাঘ্রে একটী গোবৎস লইয়া গিয়াছে!!!) নিবিড় জঙ্গল হেতু গ্রামের মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুর গমনাগমনের উপায় নাই। বর্ষাকালে ঐ সকল জঙ্গলের মধ্যস্থ গর্ত্তগুলি পীড়ার আকর স্বরূপ; এজন্য পল্লীবাসি প্রজাগণের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কি জন্য পল্লীগ্রামবাসীরা রোড্‌সেস টাক্স দিয়া থাকে, তাহা অনেক স্থানের লোকে অবগত নহে। তাহারা ইহাকে গবর্ণমেণ্টের প্রজাপীড়ক কর মনে করিয়া থাকে। দেখা যাউক এবার রাণাঘাট সব্ ডিবিজনের নব নির্ব্বাচিত লোকাল ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বরগণ কিরূপ কার্য্য এবং পল্লীগ্রাম সমূহের কতদূর উন্নতি করেন।

যখন রাবণ রাজার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার (রাবণের) নিকট উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন "আপনি অতি প্রবীণ নীতিবিশারদ রাজা। আপনার নিকট কিছু নীতি বিষয়ে উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করি"। তদুত্তরে রাবণ রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে যে কয়েকটী নীতির উপদেশ প্রদান করেন, তন্মধ্যে একটী নীতি এই যে, আরব্ধকর্ম্মে বিলম্ব হইলে তাহা সম্পূর্ণ হয় না। আমাদিগের মাননীয় টম্‌সন্ বাহাদুরের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল আর কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই তিনি স্বদেশ চলিয়া যাইবেন। ইতিপূর্ব্বে রাণাঘাট ষ্টেশন হইতে ভগবান গোলা রেলওয়ের যে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল টম্‌সন তাহার কি করিয়া গেলেন? রাস্তার কার্য্য অনেক পরিমাণে হইয়া গিয়াছে. সার রিভার্স্ এই কার্য্যটী সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিলেই সুখের বিষয় হইত।

মূল্য-প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দিকপতিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সাধুহাটী ১০৲
„ „ কেদারনাথ দাস
যজহর ৭৲
„ „ পঞ্চানন সিংহ
কাটোয়া ৪৲
„ „ শরচ্চন্দ্র গোস্বামী
সন্তোষ ৩৸০
„ „ রামচরণ সেন
অম্বিকানগর ৩৸০
„ „ যোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
কালনা ৭৲
„ „ আশুতোষ চক
বেগুসরাই ৮৲
„ „ শ্যামাচরণ নাগ
বরদি স্কুল ১৪৲
„ „ অনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়
মিরগ্রাম ৩৷০
শ্রীমতী আন্নাকালী দেবী
কাশীরবাজার ১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস
বেলেবেড়া ৩৷০
„ „ জানকীবল্লভ সেন
কাঁচন গোঁটোলা ১০৲
„ „ অভয়াকান্ত ঠাকুর
চৌগ্রাম ৩৷০
„ „ রামসুন্দর দাস
চাকির পাশা গ্রাম ৪৲
„ „ শ্রীরামচন্দ্র লাহা
কামারপুকুরগ্রাম ৪৲
„ „ দেলদার আহম্মদ চৌধুরী জমিদার
চাঁদপুর গ্রাম ৪৲
„ „ কৃষ্ণগোপাল ঘোষ
কাশীপুর ৭৲
„ „ যাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র
মাণিকতলা ষ্ট্রীট ৩৸০
শ্রীমতী মহারাণী সিদ্ধেশ্বরী দেবী
বিজনী ১৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ কুণ্ডু
কুমারখালি ৪৲
শান্তিপুর পবলিক লাইব্রেরী
শান্তিপুর ১৲
„ „ রামনারায়ণ সরকার
মৌবভঙ্গ ৫৷০
„ „ তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
নগরাঘাট ৩৸০
„ „ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কুন্দগ্রাম ৩৸০
„ „ কালীনাথ মুখোপাধ্যায়
কুচবেহার ৩৷০
„ „ কালীপ্রসন্ন সরকার
খলিশপুর ৫৲
„ „ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
গজাটিকুরী ৪৲
„ „ রমানাথ সেন দেওয়ান
কাজলা ৭৲
„ „ মহাম্মদ মফিজুদ্দিন
উলীপুর ৩৷০
„ „ শ্রীনাথ সেন
হুগলী ৭৲
„ „ কিরণচন্দ্র সিংহ
ডাঙ্গাভাঙ্গা ৩৸০
„ „ কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়
কালীঘাট ৬৲
„ „ রামকানাই চক্রবর্ত্তী
হাঁসুড়ি ২৷০
অনরেবল কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর
ভবানীপুর ৫৲
„ „ গোপালচন্দ্র দাস
গাবরেড়ে ৩৲
„ „ সাকের মহম্মদ বৈদ্য
চ.ঘোষালী ৩৷০
„ „ রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল
বাওয়ালী ১০৲
শ্রীমৎ ঠাকুর লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ দেও বাহাদুর
গুরধরা ৭৲
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়
কৃষ্ণনগর ৪৲
রাজা যোতিপ্রসাদ গর্গ
মহিষাদল ১০
শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়গোপাল নন্দী
বড়দুল ৫৷০

বিশেষ সুবিধা।

সোমপ্রকাশের সুলভ মূল্য

৩ মাসের জন্য।

বর্তমান সনের এই ফাল্গুন মাসের মধ্যে যাঁহারা নূতন গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৪ টাকায় এই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র খানি পাইতে পারিবেন। এই সুলভ নিয়মের সময় অতীত হইলে (অর্থাৎ চৈত্র মাস হইতে) নূতন গ্রাহকগণকে সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহার পর সাধারণে এরূপ সুযোগ পাইবেন না। নূতন গ্রাহকগণ অধ্যক্ষের নামে ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা। এই ঠিকানায় মূল্যাদি পাঠাইবেন।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

ডাক্তার নন্দলাল মুখোপাধ্যায় কৃত।

সরল চিকিৎসা।

(দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্দ্ধিত. ডিমাই ১২ পেজী ৮ ফর্ম্মায় সম্পূর্ণ)

পল্লীগ্রামবাসী গৃহস্থ মাত্রেরই আবশ্যক। ডাঃ মাশুলাদির ব্যয় ৵৹ এক আনা, সুবরবন ডিস্পেনসারি, ভবানীপুর কলিকাতা।

—●●—

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়।

৪৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে ঐ পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইবে।

তৎকৃত

সরল ভৈষজ্য-প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজি ৩০০ পৃষ্ঠার বেশী। দাম ১॥৹টাকার পরিবর্ত্তে ১৲ ডাকমাশুল ⁄১০

ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজার।

ইলক্‌ট্রো গ্যালভানীয়

অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত।

বি, এম, কার নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক,
নং ২৮ মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই সর্ব্বব্যাধি নাশক অকৃত্রিম তাড়িত পদার্থ কেবল আমারি নিকট প্রাপ্তব্য। যাহারা কৃত্রিম তাড়িত পদার্থ অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া কোন ফল পান নাই তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমার ইলেকট্রো গ্যালভানীয় আফিসে পাঠাইলে আমার নির্ম্মিত প্রকৃত তাড়িত সংযুক্ত বস্তু অর্দ্ধ মূল্য পাইতে পারিবেন।

প্রশংসা পত্র।

১ নং। কলিকাতা ২৮ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটস্থ বি, এম, কর মহাশয় সর্ব্বব্যাধি নাশক অকৃত্রিম তাড়িত অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত বিশেষ ফলদায়ক— রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর, সোভাবাজার রাজবাটী, কলিকাতা।—৩০এ মাঘ ১২৯৩।

২ নং। বড় সন্তোষের সহিত বলিতেছি যে বাবু বি, এম, কারের তাড়িত কবচ, অনন্ত ও অঙ্গুরী নানা প্রকার জটিল রোগ দমনের বিশেষ ফলদায়ক, এবং আমিও কোন রকম প্রআবের পীড়া বশতঃ একটী অনন্ত ও অঙ্গুরী ব্যবহার করায় অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। ভরসা করি ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে আর কিছুদিন ব্যবহার করিলে আর বেশী বলিতে পারিব— রায় গিরিশচন্দ্র দাস বাহাদুর—জষ্টীস অফ দি পিস, কলিকাতা,—এবং সুপারিণ্টেণ্ট, গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, তোষাখানা, ফরেনডিপার্টমেণ্ট।—২৮ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,—৬ই মে: ১৮৮৬।

—●●—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।
প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মফঃস্বলের এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ব্যবস্থা ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স ব্যবস্থা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২ শিশির বাক্স ১০ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স ব্যবস্থাসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধপূর্ণ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্তব্য। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—●●—

চুলের কলপ।

ইহা জলের ন্যায় তরল, লাগাইতে কোন কষ্ট নাই। যেরূপ পক্ক কেশ হউক না কেন ৫ মিনিটে গাঢ় উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ৩।৪ মাস থাকিবে। মূল্য ১৲ টাকা।

রোজমের তৈল।

ইহা ব্যবহারে চারি দিকে গোলাপের গন্ধ বিস্তার করে, শরীর স্নিগ্ধ থাকে, শিরঃ রোগের ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ।৹ আনা।

অদৃশ্য কালি।

এই কালিতে লিখিবার সময় কিছুই দেখা যায় না পরে উহাতে অগ্নির উত্তাপ লাগাইবা মাত্র স্পষ্ট দেখা যাইবে। গোপনীয় পত্র লিখিবার আশ্চর্য্য উপায়। মূল্য।০ আনা।

লিলি পাউডার।

সর্ব্ব প্রকার দাদের মহৌষধ মূল্য ।০ আনা।

ব্লড পিউরিফায়ার।

এই সালসা ডাক্তার কবিরাজ ব্যবহার করেন। শোথ, মালী, গরমি ব্যাধী, পচা ও পারা দোষ সংক্রান্ত সমস্ত ঘা, ও কোষ্ঠ কাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়। মূল্য ১ টাকা।

এ, সি, বসু এণ্ড কোং।
৭২ নং মুকিয়ার্স ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অষ্টধাতু নির্ম্মিত অমোঘ
অনন্ত

পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক নির্ম্মিত ও প্রকাশিত।

৩৭ নং বেণেটোলা লেন, পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

এই "অনন্ত" স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীস, রাং দস্তা, লৌহ, পারদ এই অষ্টধাতুতে বিনির্ম্মিত। ইহা ক্রমান্বয়ে স্বর্ণের ন্যায় ধাতুর উপর অপর সাতটী ধাতু খচিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে প্রথম তুতিয়া অন্তে তরল পারদ স্থাপিত থাকায় এতদ্দ্বারাই বিদ্যুতীয় কার্য্য উৎপাদন করিয়া অষ্ট ধাতুর গুণ ক্রমশঃ শরীরে প্রবেশ করাইতে থাকে ইহাতেই শরীরের রক্ত পরিষ্কার করতঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ পূর্ব্বক ক্রমশঃ মেধা বৃদ্ধি হইতে থাকে, এই অনন্তকে জীবন রক্ষার মূল ঔষধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি মুক্ত কণ্ঠে বিশ্বস্ত রূপে বলিতেছি যে, এই সন্ন্যাসী প্রদত্ত, আমার এই অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত অনন্ত ধারণ করিলে সব শরীর সম্বন্ধীয় নানা প্রকার ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা আর কাহারও করিতে হইবে না।

বিশুদ্ধ অষ্টধাতু নির্ম্মিত অঙ্গুরী

নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ অনন্ত ধারণ করিতে অনিচ্ছুক সেই জন্য গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে আমি নূতন অষ্টধাতু বিনির্ম্মিত অঙ্গুরী আবিষ্কার করিতেছি, অনন্ত ও অঙ্গুরীর উভয়েরই রোগনাশক গুণ ও শক্তি একই প্রকার, যাঁহারা অঙ্গুরী লইবেন তাঁহারা যদ্যপি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের নাম বিনা খরচায় অঙ্গুরীর উপর খোদিত করিয়া দেওয়া যাইবে। যদ্যপি অঙ্গুরী অষ্টধাতু নির্ম্মিত না হয় তাহা হইলে মূল্য ফেরত দিব। অনেক মহোদয় ব্যক্তি অনুমান করেন যে পারা ইহাতে সংলগ্ন করা যায় না কিন্তু আমরা সাতিশয় যত্ন সহকারে পারা সংযোগ প্রণালী শিক্ষা করিয়াছি। আহার করিবার সময় অঙ্গুরী বাম হস্তে ধারণ করিয়া আহার করিবেন।

আজ কাল নানা প্রকার ঔষধি ধাতুনির্ম্মিত কবচ ও অঙ্গুরীয় ইত্যাদি যাহা অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে, তাহা যে কত দূর সত্য আমরা তুলনা করিতে চাহি না। কিন্তু মহোদয়গণ রত্ন ভ্রমে কাচ ক্রয় করিবেন না। ছোট ও বড় প্রত্যেক "অনন্তর" মূল্য ২, টাকা, ডজন ২০, টাকা, প্রত্যেক অঙ্গুরী মূল্য ২ টাকা ডজন ২০ টাকা, প্যাকিং ও পোষ্টেজ ১ হইতে ৬টী ।/০ আনা; ৭ হইতে ১২টী ।৵০ আনা। অর্ডার পাইলে ভ্যালু পেয়েবল পার্শেলে মাল পাঠান যাইবে। আর বিদেশীয় মহোদয়গণ অনন্ত ক্রয়কালীন অনুগ্রহ করিয়া হস্তস্থিত মাপা পাঠাইয়া দিবেন।

অনন্তর যে সকল স্থানে ধাতু খচিত হইয়াছে তাহা একএকটী করিয়া মিলাইয়া লইবেন। আর উক্তসন্ন্যাসীর আদেশমত দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবেন। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে কটকিরির জল দিয়া ধৌত করিয়া লইবেন, যাহারা কবচ অঙ্গুরি লইয়া ঠকিয়াছেন তাহারা একবার পরীক্ষা করুন। গত বৎসর ১০০০ রোগি আরোগ্য হইয়াছে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা, সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল ঔষধাদির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী
বিশেষ নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০, টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, কাগু বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কোন প্রকার রসিদ ষ্ট্যাম্প বা ডাক টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, ভ্রমণকারীর পত্র ও প্রাপ্ত প্রকৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

☞ এই পত্র ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৩১ শ ভাগ — "সর্ব্বদা সর্ব্বভূতিদাম্ব পার্থিবঃ সমতা কনিষ্ঠতা ন দীনতা।" — ১৭শ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০,

১২৯৩ সাল। ৮ই চৈত্র। ইং ১৮৮৭। ২২এ মার্চ্চ।
৮ রিপনাব্দ। ৮ই চৈত্র।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন

সোমপ্রকাশ এজেন্সি।

আজ কাল সকল বিষয়েই ব্যবসাদারির বাড়াবাড়ি হইয়াছে, এক রূপ কোন রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সংসা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বাসনা হয় না, আবার কর্ত্তব্য বিষয় সাধারণ্যে প্রচার না করিলে লোকে জানিতে পারেন না তজ্জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশে বাধ্য হইলাম।

বলা বাহুল্য সোমপ্রকাশ বিস্তৃতভাবে দেশ মধ্যে পরিচিত। ক্রমে সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ের ব্যয় অধিক হইতেছে। কার্য্যাধিক্য পরিপূরণ বাসনায় অত্র কার্য্যালয় হইতে একটী এজেন্সী বিভাগ খোলা হইল। আমাদের সহিত দেশীয় রাজা জমীদার মহোদয়দিগের সহিত সম্বন্ধ আছে, তদ্ভিন্ন সাধারণ্যে এখন হইতে যে কোন কার্য্যের প্রয়োজন হইবে অর্থাৎ দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয়, বাটী বা ভূম্যাদি খরিদ বিক্রয়, কোন রূপ ছাপার কার্য্য, মহাজনী দ্রব্য খরিদ বিক্রয়, আমরা সমুদায় করিতে প্রস্তুত আছি। যেরূপ কার্য্য হইবে, কার্য্য বিবেচনায় অন্য স্থান অপেক্ষা অল্প কমিশনে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে।

খরিদ করিয়া দ্রব্য পাঠাইতে হইলে আন্দাজ মত টাকা সহ আমাদের কার্য্যালয়ের ঠিকানায় এজেন্সী বিভাগের অধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে অবিলম্বে দ্রব্যাদি খরিদ পূর্ব্বক পাঠান যাইবে।

কোন গুরুতর কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের সহকারির নিকটস্থ হইয়া বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী।
এজেন্সী বিভাগের অধ্যক্ষ।

—০ ০—

এখন হইতে কোন রূপ কথা বার্ত্তা বা সোমপ্রকাশের মূল্য দিবার জন্য সোমপ্রকাশ ডিপজিটিতে যাইবার আবশ্যক নাই। নিম্নের ঠিকানায় সোমপ্রকাশ আফিসে আসিলেই সমুদয় কার্য্য শেষ হইবে।

আজ কাল সোমপ্রকাশ প্রেসে সকল প্রকার জব ওয়ার্ক ও পুস্তক মুদ্রণ কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে সম্পন্ন হইতেছে। চেক, দাখিলা, চিঠি, লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি যাবতীয় বিষয় ইংরাজি বাঙ্গালা নানাপ্রকার নূতন অক্ষর বর্ডার ও নকসা প্রস্তুত আছে। সমুদায় আবশ্যকীয় কার্য্য বিশ্বাসের সহিত সমাধা হইবে, সোমপ্রকাশ যন্ত্রে কখনই প্রতারণা প্রবঞ্চনা হয় নাই ও হইবে না, অতএব সাধারণে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাদিগের হস্তে সকল প্রকার কার্য্য অর্পণ করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধীয় সমুদায় চিঠি পত্র টাকা মণিঅর্ডার আদি সকলে আমার নামে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাইবেন। অপরের নামে পাঠাইবার আবশ্যক নাই, তাহাতে আমার হস্তগত না হইতে পারে, এ বিষয়ে যেন সকলের বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়, ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন—কলিকাতা।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ।

স্বপ্নে প্রদত্ত অতি আশ্চর্য্য দৈব ঔষধ।

নাসা, অর্শ, বাত ও পুরাতন জ্বর প্রভৃতি রোগের মহৎ ঔষধি, ধারণ করিবা মাত্র আরোগ্য লাভ করিতেছে, পূজার নিমিত্ত ষোল আনা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ।০ আনা। ঠিকানা শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস ঘোষ। ৪৬।১নং নেবু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

১

শ্মশান।

আহা! কি পবিত্র স্থান এ শ্মশান ভূমি,
জ্ঞানী মূর্খ, ধনী, দীন, প্রজা কি ভূস্বামী
নাহি বিভিন্নতা চণ্ডাল ব্রাহ্মণে,
জাতি ভেদ প্রথা নাইরে এ স্থানে,
শত্রু মিত্র সকলের মিলন যেথায়,
শ্মশান স্বরগ তুল্য নিশ্চয় ধরায়।

২

মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, দ্বেষ, হিংসা, পাপাচার
নাহি কভু এ স্থানে করয়ে ব্যবহার,
ধর্ম্মভাবে পূর্ণ এ পুণ্যের ঠাঁই,
গভীর নিস্তব্ধ কোলাহল নাই,
তাই তব ধাম ছাড়ি ভবের কাননে,
ধ্যান করে মহর্ষি শ্মশানে হৃষ্ট মনে।

৩

সংসারের মহামোহে যেই বিমোহিত
যে জন ধন গৌরবে অথবা গর্ব্বিত,
মোহ, অহঙ্কার, থাকে না তাহার,
এ স্থান মাহাত্ম্য কহিব কি আর,
হলেও মহাপাতকী পাষণ্ড হৃদয়,
তথাপি শ্মশানে তার ধর্ম্মভাব হয়।

৪

যে বলে শ্মশান দৃশ্য অতি বিভীষণ,
সে বিষম মায়াতে বিমুগ্ধ অনুক্ষণ,
বৈরাগ্যের স্থল শ্মশান নিলয়,
দেখে ভাবুকের হয় ভাবোদয়,
এ ভবনে সর্ব্বক্ষণ সাধুর উল্লাস,
অসাধুর অন্তরে উপজে মহাত্রাস।

৫

বিষম রোগতাড়নে শোক যাতনায়,
জড়ীভূত যেই জন জীবন্মৃত প্রায়,
সতত অশান্তি মানসে যাহার
বিফল মানব জীবন তাহার,
লভিয়া মহাশয়ন শ্মশানে শয়ন,
ভ্রান্তি দূর করে জীব শান্তি পায় প্রাণে।

৬

উপরে অনন্তাকাশে গ্রহ অগণন,
যাঁহার আদেশে শূন্যে করিছে ভ্রমণ,
যাঁহার আজ্ঞায় জগৎ জীবন,
দিবস রজনী বহে সর্ব্বক্ষণ,
ফল মূল, শস্য, খাদ্য বিবিধ প্রকার,
যোগান যিনি তাঁহার মহিমা অপার।

৭

সরসী, সাগর, হ্রদ নদ, জলাশয়,
বিতরে শীতল জল তৃষার সময়,
নাহিক অভাব প্রচুর সকল,
অক্ষয় ভাণ্ডার অবনি মণ্ডল,
বিশ্ব বিধাতার কিবা সুবিধান হায়,
পালিছেন সমভাবে বিশাল ধরায়।

৮

প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্যের যিনি অধীশ্বর,
জ্ঞানময় পরম পুরুষ পরাৎপর,
তাঁহারি আদেশে জনম, মরণ,
জগৎ ব্যাপিয়া করে বিচরণ,
অবসান হয় যবে জীবের জীবন,
সেকালে করহ কোলে হে দীন শরণ।

৯

হে বিভো! তব আদেশে নিস্তব্ধ শ্মশান,
নীরবে মানবে করে উপদেশ দান,
বধির মানব সে কথা শ্রবণে,
অনিত্য বিষয় মত্ত আলাপনে,
ভ্রমেও না ভাবে কভু নিকট মরণ,
বিকট মুখ ব্যাদানে ফিরে অনুক্ষণ।

১০

তব অভিপ্রায় প্রভো! এ বিশ্ব সংসার
চলিতেছে সুনিয়মে একই প্রকার,
সাধু কিম্বা পাপী কোন ভেদ নাই,
সমান করুণা শাস্ত্রে হেন পাই,
তাই দয়াময় ডাকি কাতর পরাণে,
বিতর পরম শান্তি অধম সন্তানে।

শ্রীগৌরসুন্দর চৌধুরী।
কাকিনা।

মহাশয়! শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের কলিকাতাস্থ "ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের" দ্বিতীয় বার্ষিকী পরীক্ষা গত ২২শে ফাল্গুণ তারিখে কলুটোলা ষ্ট্রিট ৩১ নং উক্ত বিদ্যালয় ভবনে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ শ্রীদয়াল চাঁদ সেন দ্বারা এবৎসর পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। ২য় বার্ষিকী পরীক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত ৩৫ জন ছাত্রের মধ্যে নিম্নোক্ত ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রথম বিভাগ।

১ম—শ্রীনৃসিংহচন্দ্র গুপ্ত, সেলুট-বর্দ্ধমান
২য়—শ্রীশ্রীনাথ দেব গুপ্ত চাঁদেরচর—ত্রিপুরা।
৩য় শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত বালুচর—মুর্শিদাবাদ।
৪র্থ—শ্রীবরদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ভবানীপুর—
৫ম—শ্রীশশিভূষণ ঘোষ পটুয়াটোলা লেন—কলিকাতা।

দ্বিতীয় বিভাগ।

শ্রীনরপদ গুপ্ত ভাজাঘোড়া—তারকেশ্বর। শ্রীগদাধর ত্রিবেদী অযোধ্যা। কুঞ্জবিহারী সেন তালতলা—কলিকাতা। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সোনড়া হুগলী।

মহাশয়! মহারাজ্ঞী শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর জুবিলী উপলক্ষে এই বিশাল ভারতরাজ্যে যে কত ধুমধাম হইয়া গেল, সে বিষয় কাহারই অগোচর নাই। প্রধান প্রধান নগর, বাজার, গ্রাম ও পল্লী প্রায় সর্ব্বত্রই সমারোহের সহিত আনন্দোৎসব হইয়া গিয়াছে। এমন দিন আর হইবে না। সে দিনের আগ্নেয় ক্রীড়া তোপ ধ্বনিতে দিগ্দিগন্তর প্রতিধ্বনিত হইয়া ভারতকে বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। আলোক ভয়ে, অন্ধকার একেবারে তিরোহিত হইয়া পররাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। গীত, বাদ্য ও নাচ তান সার সুরে, নিরানন্দ হৃদয় হইতে অপসৃত হইয়া, রাজার শত্রু হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি রাজা, কি প্রজা, কি সুখী, কি দুঃখী প্রায় সকলেই এক মনে এক প্রাণে, এই মহামহোৎসবে যোগ দান করিয়া, রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। সে দিন কি আর ফিরিয়া আসিবে? সে দিনের কথা চির দিনের জন্য ভারত সন্তানগণ, পুণ্য প্রদায়িনী তিথির ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে আলোচনা করিতে থাকিবেন। সদাশয় মহোদয় রাজভক্তগণের স্থাপিত কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল এই মহোৎসবের জাজ্বল্যমান প্রমাণ দিবে। যাহোহউক আমি এ বিষয় বাহুল্য বর্ণন করিয়া বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার একটী জমীদার এই উপলক্ষে যে, দুই একটী সদনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি কেবল তাহাই আপনার গোচর করিতে উপস্থিত হইলাম।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পটাসপুর পরগনার জমীদার মাননীয় শ্রীযুক্ত চৌধুরী

গোপেন্দ্র নন্দন দাস মহাশয় মহাশয়, এ জেলার জমীদারগণের মধ্যে একটী উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত জমীদার। ইহাঁর পৈতৃক জমীদারি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পটাসপুর এবং বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত ভোগরাই ও কামারদাচার পরগণা। ইতি পূর্ব্বে এই সকল স্থান মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকারভুক্ত ছিল। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণের বিশেষ সাহায্যে এই সকল স্থান গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে আসিয়াছিল। এই সকল কারণে এ যাবৎ ঐ সকল স্থান চৌধুরীর জমীদারি বলিয়া এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধ আছে। ইহাঁদের মত রাজভক্ত জমীদার এ প্রদেশে অতি বিরল।

এই জুবিলী উপলক্ষে ইনি আপন জমীদারির মধ্যে প্রত্যেক সদর কাছারিতেই ধুমধামের সহিত বাজি, রোশনাই ও নৃত্য গীতাদি দ্বারা এই মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহাঁর অধিকারস্থ প্রজাবৃন্দ গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে, পাড়ায় উঠানে বাড়ীর মঙ্গলচণ্ডীর নিমিত্ত, অশ্বত্থের উপর ঘটস্থাপন করিয়া শঙ্খধ্বনি ও আলোক দানাদির দ্বারা দীনদুঃখী সকলেই স্ব স্ব অন্তর্নিহিত রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা বলি এই প্রকৃত রাজভক্তি। যে দেশের অধিকাংশ প্রজাগণ, কেবল কৃষি কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যাহারা নিতান্ত অশিক্ষিত ও অসভ্য, তাহারাও আজ রাজ্ঞীর মঙ্গল কামনা করিয়া অচলা ভক্তির সহিত রাজ্যলক্ষ্মীর আরাধনা করিয়াছিল। আমরা বলি এইরূপ অনুষ্ঠানই অকৃত্রিম রাজভক্তির প্রধান উদাহরণ স্থল।

চৌধুরী মহাশয়, কেবল তামসিক ভাবে সাধারণের মনোরঞ্জন গোছ দুই চারিটী তুবড়ি বাজি দ্বারা রাজভক্তি প্রদর্শন করেন নাই। তিনি এই উপলক্ষে বহুসংখ্যক দরিদ্রগণকে অপর্য্যাপ্ত ভক্ষ্য ভোজ্য ও বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। স্বগ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। তথায় উক্ত মহোদয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে যে একটী মধ্যশ্রেণীর ইংরেজী ও বঙ্গ বিদ্যালয় চলিতেছে, উক্ত স্কুল গৃহটী এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি, পুরুষোত্তম যাত্রী দুঃখী যাত্রিগণের একটী বিশ্রাম গৃহ অর্থাৎ ধর্ম্মশালা আছে, এই দুইটী গৃহ পোক্তা প্রস্তুত করিয়া, তাহা জুবিলী উপলক্ষে মহারাণীর পবিত্র নামে উৎসর্গ করিবার প্রতিজ্ঞা করতঃ কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। ভরসা করি, তিনি এই সদনুষ্ঠান ২টী অচিরে সুসম্পন্ন করিয়া সাধারণের নিকট ধন্যবাদার্হ হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীকীর্ত্তিদা চন্দ্র বসু
কলিকাতা ১৮ নং মানিকতলা স্ট্রীট।

ঐক্যতা স্থাপন, না দলাদলি?

ইংরাজের সুশাসনে ভারতের শ্রীবৃদ্ধিকর অনেক প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। সভাদিসংস্থাপনে ও সংবাদপত্র মুদ্রাঙ্কনে দেশের অভাবাদি আন্দোলিত ও সাধারণে প্রকাশিত হইবার বিস্তর সুবিধা ঘটিয়াছে। বাস্তবিক এই সকল সদনুষ্ঠান দেখিলে মনে বিস্তর আশার উদ্রেক হয়। কিন্তু এই সকল গুরুকার্য্যভার বহন করিবার ক্ষমতা ভাবিতে গেলে আমাদিগকে যেমনি নিরাশায় নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। নানাপ্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আমাদের দৈহিক অবস্থার সঙ্গে মানসিক অবস্থাও বহুদিন হইতে শোচনীয় দশায় পতিত হইয়াছে। ইংরাজের উদার শাসনের গুণে আমাদের এই সমস্ত দৌর্ব্বল্য দিন দিন অল্প অল্প দূরীভূত হইবার উপায় হইয়াছে বটে, কিন্তু এ অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইতে বিলম্ব বিস্তর, অতএব নিজ নিজ অভাবাদি বুঝিতে পারিলে তাহার অপনোদনোপায় অভ্রান্তরূপে নির্দ্ধারণ করিতে এখনও আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম। সুতরাং সভা ও সংবাদপত্রাদি দ্বারা দেশীয়দিগের মধ্যে পরস্পর ঐক্যতাসংস্থাপন প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্য যথাযথরূপে অনুষ্ঠিত না হইয়া তদ্বিপরীতে বরং দলাদলির স্রোত দিন দিন প্রবলরূপে সংবর্দ্ধিত হইতে দেখা যাইতেছে।

সে দিন শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর পঞ্চাশবর্ষীয় রাজত্বের চিরস্থায়ী চিহ্ন সংস্থাপন জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা স্থানীয় লোকদিগের জ্ঞান বৃদ্ধির সুবিধাবিধান জন্য গ্রামে একটী সভা আহূত হয়, কিন্তু এই পরমোপকারী বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী এক ব্যক্তির সঙ্গে গ্রামবাসী কয়েকজন মহানুভবের কথঞ্চিৎ মানসিক অকুশলতা বর্ত্তমান থাকায়, তাঁহারা স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া সকলে এক মতে পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকের সদুদ্দেশ্য সাধনে ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে অতঃপরতঃ যত্নবান হইলেন; এবং মহাত্মাগণের মত স্থানীয় লোকদিগের প্রত্যেকের বাটিতে গিয়া, "একঘরে" করিবার ভয় প্রদর্শন প্রভৃতি ছল বল কৌশল প্রয়োগ পূর্ব্বক, তাহাদিগকে এই সদনুষ্ঠানে যোগদান হইতে নিবৃত্ত করিলেন। এতাদৃশ সৎকর্ম্মের সময় অন্ততঃ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকমাত্রেরই সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত; কিন্তু তিন চারিশত লোকের স্থলে ৮ জন মাত্র মহাত্মাকে উপস্থিত দেখিয়া বাস্তবিক আমরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম। বলা বাহুল্য যে সভার কার্য্যাদিও অনুষ্ঠানমাত্র সার হইয়া রহিল।

অতঃপর সেই নিঃস্বার্থ পরহিতৈষী বন্ধুর সঙ্গে আমরা নিতান্ত ভগ্নহৃদয়ে প্রত্যাগমন করিতে করিতে পথিমধ্যে দেখিলাম, গ্রামবাসী জনৈক উচ্চোপাধিক সম্ভ্রান্ত মহোদয়ের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে প্রায় শতাধিক লোক একত্রে সমবেত হইয়া আমাদিগের সদনুষ্ঠানের সমুচিত টীকে লক্ষ্য করতঃ (বঙ্গবাসীর অনন্য সম্বল) গগনভেদী বাক্যবাণ অজস্র বর্ষণ করিতেছেন এবং অপরাপর ভিন্নস্থানবাসী অভ্যাগত ও অপর কতক দল অবশীভূত প্রতিবাসীর প্রতিও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সময়োচিত শিষ্টাচার যথেষ্ট পরিমাণে প্রদর্শিত করিতে ক্রটী করিতেছেন না। এইরূপ ঘটনা সকল দেখিলে মনের ক্ষোভ অতি কষ্টে সংবরণ করিতে পারা যায়। নিতান্ত লজ্জা ও ঘৃণাজনক বলিয়া এই স্থানের নাম ও চক্রান্তকারীদিগের পরিচয়াদি প্রকাশ করিলাম না; যাহা হউক, ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যে এখনও তাঁহাদিগের মতি পরিবর্ত্তিত হউক। অধিকন্তু আশা করি, যে এই রূপস্বভাবযুক্ত অন্যান্য লোকেও অতঃপর স্বদেশহিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে বিরত হইবেন।

এইরূপ ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করিলে কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তি সাহসের সহিত বলিতে পারেন যে স্বদেশবাসীদিগের পরস্পর একতার অনেক পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে? মেলা প্রীতিভোজন ও যাত্রাভিনয়ের স্থলে অসংখ্য লোককে একত্র সমবেত দেখিলে যাঁহারা একতার চিহ্ন বলিয়া মনে করেন, সম্ভবতঃ কেবল তাঁহারাই ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলিয়া ইহা বিশ্বাস না করিতে পারেন। সে যাহা হউক,

যতদিন আমাদিগের অসদ্ভাববোধশক্তি সম্যক্ রূপে না জন্মিবে, ততদিন এইরূপ অপরের ভুত বাক্য পত্র বরণাভিপ্রায়ে মিত্র ·মা কর্ণ ছেদন প্রভৃতি নির্ব্বুদ্ধিতা প্রতিপাদক দৃশ্য নিবারণের উপায় নাই। দেশের অভাব সুস্পষ্ট রূপে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া সংবাদপত্রপরিচালকদিগের প্রধান কর্তব্য; কিন্তু অধুনা বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের পত্রিকাগ্রাহকের ও পাঠকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাঁহারা অনেকেই অল্পাধিক একদেশদর্শিতাদোষ বশতঃ অধিকাংশ সময়েই নিজ নিজ কর্তব্য কার্য্য রীতিমত প্রতিপাদন করিতে সক্ষম হয়েন না। যাঁহাদের কথা স্বদেশবাসিগণের পক্ষে উপদেশের ন্যায় গ্রহণযোগ্য, তাঁহারা স্বার্থস্রোতে কিম্বা অদূরদর্শিতাবশে নিজ কর্তব্য কার্য্য বিস্মৃত হইয়া সকল বিষয়েরই উপর যদি গোঁড়ামীপূর্ণ চক্ষে দৃষ্টিপাত করেন, তবে আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলিব? অতএব নিতান্ত ব্যবসায়জীবীর মত হুজুক প্রিয়তা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃত দেশহিত সাধন ব্রতে ব্রতী হওয়া তাঁহাদের নিতান্ত আবশ্যক। নেতা সুপথগামী না হইলে অনুগামিবর্গের বিপথে গমন বিচিত্র নহে।

শ্রী ব

সোমপ্রকাশ।

৮ই চৈত্র সন ১২৯৩ সাল

পাশ্চাত্য শিক্ষার কি সাহায্য? ইহার বলে কুলকামিনীগণও লজ্জা, নম্রতা, কোমলত্ব প্রভৃতি স্বর্গীয়গুণসমূহে জলাঞ্জলি দিয়া অতি অলোকসামান্য কার্য্য করিতেও অণুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। আমরা বলি যে এ প্রখর বিদ্যা ভারতবর্ষীয়দিগের সহ্য হইবে না। তাহাতে আবার অবলা কুলকামিনী! একান্ত শীতল পদার্থে যদি অত্যুষ্ণ দ্রব্য হঠাৎ অর্পিত হয়, তা হলে স্বতঃই বিষম বিকার উপস্থিত হয়। আমাদের এ তাহাই হইতেছে। শুনিলাম যে বোম্বাই মহিলা রুক্মবাই পাশ্চাত্য শিক্ষার তেজে একেবারে অহঙ্কারশূন্যা হইয়া স্বাধীন বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং এক কুৎসিত, অসভ্য, অনভিজ্ঞ, পুরুষ দাদাজি তাঁহার ধর্ম্ম্য স্বামী হইলেও তিনি উহার গ্রহণে অস্বীকৃতা এবং উক্ত স্বামীর বশবর্ত্তিনী হওয়া ও বহ্নিশিখার তুষারত্বপ্রাপ্তিসদৃশ। এ কুৎসিত বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের নিমিত্ত তিনি অভিযোগ করেন কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়াছেন। ইহাতে বোম্বাই সংবাদ পত্রগণ বিচারালয়ের উপর খড়্গহস্ত। কিন্তু কি করিবে বল হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্র ত আর ফিরিবার নয়।

—•••—

ভারত গভর্ণমেণ্ট সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে অন্যান্য বিভাগীয় কার্য্য কলাপাদির স্থিরীকরণার্থ আর একটী সমিতি নির্ব্বাচিত করিবেন। নিম্নলিখিত কার্য্যবিভাগে দেশীয় এবং ইউরোপীয়গণের প্রবেশাধিকার বিষয়ে এই সমিতি সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন:—একাউণ্ট, আর্কিয়লজি, কষ্টম্, এডুকেশন, ফরেষ্ট, জিয়লজিক্যাল সর্ভে, পোষ্ট আফিস, পবলিক্ ওয়ার্কস্, রেজিষ্টেশন, সল্ট, সর্ভে, এবং টেলিগ্রাফ্। এই সমিতিতে ৬ জন সভ্য থাকিবে এবং সার চার্লস্ টর্ণার সভাপতি হইবেন। পবলিক্ সার্ভিস কমিসনের যে সমস্ত ক্ষমতা এই সমিতিরও সেই সকল ক্ষমতা থাকিবে। উপরি উক্ত বিভাগ গুলি ভিন্ন কি আর কোন বিভাগের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না? ইহার কারণ কি? মেডিক্যাল বিভাগ কি অপরাধ করিল?

———

সিন্ধুদেশে এক অতি আশ্চর্য্য মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। এই মোকদ্দমাতে প্রবল প্রতাপ পুলিশের অতি আশ্চর্য্য ন্যায়পরতা প্রদর্শিত হইয়াছে। বিগত ৮ই জানুয়ারি সিন্ধু সুধার নামক এক খানি দেশীয় সংবাদ পত্রে একটী বিজ্ঞাপন বাহির হয়। এই বিজ্ঞাপনদাতা মিঃ সিল্‌ভিষ্টার এক জন সুবিখ্যাত ডাক্তার। তিনি ধাতু দৌর্ব্বল্যের এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। এখানে বলা উচিত যে, উক্ত সংবাদ পত্র খানি অতি স্পষ্টবাদী এবং নিরপেক্ষ বলিয়া পুলিশ মহোদয়দিগের বিষ নয়নে পতিত। এই বিজ্ঞাপন বিষয় পুলিশ কোন রূপে অবগত হইয়া সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে অশ্লীল বিষয় মুদ্রণ জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারার মতে অভিযোগ করেন। ২৮শে জানুয়ারিতে পুলিশের অ সিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কতকগুলি অনুচরসহ উক্ত সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া ৮ই তারিখের মুদ্রিত অবশিষ্ট সংবাদ পত্র গুলি গ্রহণ করিলেন। সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারী এবং মুদ্রককে তাঁহার সহিত পুলিশে গমন করিতে হইল, এবং জামিন দিবার পর মুক্তি পাইলেন। তৎপরে এই মোকদ্দমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থাপিত হইল। আসিঃ পুঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অভিযোগী হইলেন। তিনি সিন্ধু ভাষা কিছুই জানিতেন না, সুতরাং তাঁহাকে যখন কোন্ ভাগ অশ্লীল এ কথা জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি তখন উত্তারনয়ন হইয়া রহিলেন। তার পর তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে "আইন অনুসারে কোন বিষয় অশ্লীল?" তিনি উত্তর করিলেন "যুবা কি অন্যের পাশবর্ত্তিসম্বন্ধীয় যে কিছু লিখিত হয় তাহাই অশ্লীল।" যাহা হউক, মহাত্মার আইন জ্ঞান পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পুলিশ পক্ষে কেবল এক জন সাক্ষী উপস্থিত ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি কালা। সুতরাং এই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইল। সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারী ইহাদের নামে ক্ষতি পূরণের অভিযোগ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা কিরূপ অবস্থায় চালিত হয় ইহার অনুসন্ধান নিমিত্ত যে সমিতি নিয়োজিত হইয়া ছিল, তাঁহারা বিশেষ পর্য্যবেক্ষণানন্তর এই অনুরোধ করেন যে, এই পরীক্ষাতে পরিমিতি এবং ফিজিকাল্ জিওগ্রাফি রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। ইহার পরিবর্ত্তে ফিজিক্স্ প্রবর্ত্তিত হউক। এক্ষণে প্রত্যেক

উচ্চশ্রেণী ইংরাজি একটী ল্যাবরেটারি রাখিতে হইবে, এবং প্রবেশিকা শ্রেণীতে বৈজ্ঞানিক বিবিধ বিষয়ের অনুশীলন ও পরিদর্শনাদি কার্য্য করিতে হইবে। এরূপ বন্দোবস্ত বড় সহজ কথা নয়। যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে অনেক অল্পায়তন বিদ্যালয়ের উৎসাদন হইবে সন্দেহ নাই। তবে যে বিদ্যালয়ে এরূপ কোন ল্যাবরেটারি প্রস্তুত করিতে পারিবে না, সে স্কুলের ছাত্রগণ যদি কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র মাসিক বেতন দিয়া অন্য কোন সমৃদ্ধ বিদ্যালয় কিম্বা কলেজ হইতে বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসিতে পারে, তাহা হইলে একরূপ অনায়াসে কার্য্য সমাধা হইবে। কিন্তু তাহাও কষ্টকর।

আজ সোমপ্রকাশ সাধারণের নিকট বড় আক্ষেপের সহিত একটী বঙ্গের অশুভ সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইল। বঙ্গের মঙ্গলশ্রী, ললনাকুলের ভূষণ পুঁটিয়ার মহারাণী শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী ২৫শে ফাল্গুন মঙ্গলবার দিবা চারি ঘণ্টার সময় বারাণসী ধামে বিনশ্বর পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমে বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইয়া অবধি দেবী শরৎসুন্দরী কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য তাঁহার চিত্ত সতত ধাবিত হইত। যে কোন ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিত কেহ বিমুখ হইতেন না। বিদ্যালয়, রাস্তা ঘাট আদি দেশের সৎকার্য্যেই ইনি যে বিশেষ অগ্রসর ছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহার স্বামী রাজা যোগেন্দ্রনাথ একটী শিশু সন্তান রাখিয়া এবং ২॥০ লক্ষ টাকার বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি বিধবার হস্তে সমর্পণ করিয়া পরলোক গমন করেন। কুমার রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া কিছুকাল পরেই অকালে কালকবলে পতিত হইলেন। সুতরাং কিছুদিন মহারাণীকে পুনরায় বিষয়কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছিল। ১৮৭৪ অব্দের দুর্ভিক্ষে ইহার অনেক বদান্যতার পরিচয় আছে। ১৮৭৭ অব্দে দিল্লী দরবারে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মহারাণী উপাধি পান। লালপুর নামক স্থানের একটী চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গভাষায় ইহাঁর বিশেষ পারদর্শিতা থাকাতে প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয়ে নানা প্রকার ভাল ভাল বাঙ্গালা পুস্তক ও পত্রিকা যত্নের সহিত সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এক্ষণে এই অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী কুমারের এক মাত্র কন্যা জীবিতা আছেন। এক্ষণে পুঁটিয়ার বিষয়াদি কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে স্থাপিত হইল।

১লা মার্চ্চ হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বিনা মূল্যে এক এক খানি করিয়া ইণ্ডিয়া গেজেট দান করিয়া আমাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছেন। বঙ্গদেশের ৩৫ খানি ইংরাজিও বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে বিনা মূল্যে এক এক খানি গেজেট বিতরিত হইতেছে। এক্ষণে আমাদিগের ছোট লাট বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা যে, তিনিও যেন বঙ্গবাসীর উপর প্রসন্ন হইয়া সংবাদ পত্র সমূহকে এক এক খানি করিয়া কলিকাতা গেজেট দান করেন। হতভাগ্য বাঙ্গালা সংবাদ পত্র গুলি গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র দেখিতে পান না; কিন্তু ইংরাজি সম্পাদকগণ ইহাতে বিমুখ নহেন। আমরা এইরূপ গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতিতাদোষ উল্লেখ করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে মনোযোগী হইলে আমরা যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিব।———

মস্কো গেজেট বলেন যে, ইউরোপীয় পূর্ব্ব বিভাগ সম্বন্ধে রুষ, অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরির মধ্যে কোন রূপ মিটমাট হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এবিষয়ে জার্ম্মাণীর হস্তক্ষেপ বৃথা এবং ইহাতে কেবল রুষের সহিত বিরোধের সম্ভাবনা। ইউরোপে দিন দিন কেবল অশান্তির বৃদ্ধিই শুনিতে পাইতেছি। যাহাহউক, শান্তি স্থাপন একান্ত প্রার্থনীয়।

টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া বলেন যে, বিগত রবিবার বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট হাউসে মহামান্য লর্ড রে এবং প্রায় অন্যান্য ১২জন দেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে এক গুপ্ত মন্ত্রণা হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে গবর্ণমেণ্টের সকল উচ্চ শ্রেণী বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার যে জনরব হইয়াছে, তদ্বিষয়েই বিশেষ আন্দোলন হয়। "মহামান্য রে সাহেব উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে বলেন যে, তিনি কোন রূপেই উচ্চ শিক্ষার বিরোধী নন। এবং বোম্বাই দেশস্থ বিদ্যালয় উঠাইবার জনরব মিথ্যা ও অমূলক। তিনি বলেন যে, যেখানে অন্যান্য বিশেষ উচ্চ শিক্ষা দিবার সুবিধা আছে, তথাকার ২।১টী উচ্চ শিক্ষা বিদ্যালয় উঠাইয়া দিলেও তাদৃশ ক্ষতি নাই, কিন্তু এ প্রস্তাবও এখন গভর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্ট ব্যাবহারিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র দান করিবেন এবং বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র দান করিবেন।" মহামান্য রে সাহেবের ঈদৃশ যুক্তিমূলক প্রস্তাবে আমরা সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। আমরা ইচ্ছা করি যে, এ মহান্ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হউক।

হঙ্কঙ্গ ডেলি প্রেস্ বলেন যে, হঙ্কঙ্গে সৈন্যসংখ্যা অতি কম। অতএব গ্রেট ব্রিটেনের এই এবং অন্যান্য উপনিবেশ দৃঢ়ীকরণার্থ ভারতীয় সৈন্য ব্যবহৃত হউক। উক্ত পত্রিকা প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় সৈন্যদিগের প্রতি অধিক ব্যয় করিতে হয় না। শিক্, পঞ্জাবি, গুরখা, বেলুচী প্রভৃতি সৈন্যগণ অতি যুদ্ধ নিপুণ এবং ইউরোপীয় সৈন্যগণ অপেক্ষা বিশেষ কোন রূপ হীন পদ নহে। ইহারা স্বভাবতঃই বীরধর্ম্মাক্রান্ত এবং অতি বিশ্বাসযোগ্য। এ উপনিবেশে শিক্ কনষ্টেবলদিগের সাহস এবং সামর্থ্য সর্ব্বজনবিদিত। অতএব এই জাতীয় এক দল সৈন্য হইলে দেশের অবস্থা অতীব নিরাপদ হইবে সন্দেহ নাই।

এরূপ প্রচার যে, বিলাতে জুবিলি উপলক্ষে বিশেষ ব্যয় হইবে এবং তজ্জন্য পার্লিয়ামেন্টের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। মহারাণীর রাজ্যাভিষেককালে প্রায় ৪০০০০ পাউণ্ড মুদ্রা ব্যয় হয়, কিন্তু চতুর্থ উইলিয়মের রাজ্যাভিষেকে ৫০,০০০ এবং চতুর্থ জর্জের ২৪০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। জুবিলিতে অনেক বিষয়েই রাজ্যাভিষেকের অনুকরণ করিতে হইবে। এই মাসেই উইণ্ডসর ক্যাসল কিম্বা বকিংহ্যাম প্যালেসে প্রিভি-কাউন্সিলের এক বিশেষ অধিবেশন হইবে। তাহাতে এ বিষয়ে ব্যয় নির্ব্বাহাদি কার্য্যের বন্দোবস্ত হইবে। এই সভাতে প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্, ডিউক্ অব্ কেম্ব্রিজ, ক্যাবিনেট্ সভা, পারিবারিক প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, ক্যাণ্টারবরি এবং ইয়র্কের আর্ক বিশপ দ্বয়, লণ্ডনের বিশপ, মিঃ গ্ল্যাড্ষ্টোন্, লর্ড হার্টিংটন, লর্ড গ্র্যান্ভিল্ এবং লর্ড সিড্নি প্রভৃতি মহানুভবগণ আহূত হইবেন। উক্ত ব্যক্তিসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত করিয়া এক কার্য্যকরী সভা গঠিত হইয়া বিশেষ বিশেষ কার্য্যাদির বন্দোবস্ত হইবে। এ উপলক্ষে ওয়েষ্ট মিন্ষ্টার এবিতে প্রার্থনাদি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপ নিমিত্ত ১২০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইবার একরূপ স্থির হইয়াছে। আমরা আশা করি যে, ভারত অপেক্ষা অধিক ব্যয় হইবে। রাজা প্রজার প্রভেদ স্বর্গ পাতাল সদৃশ। কিন্তু যেরূপ আভাস তাহাতে বিশেষ সমারোহ বলিয়া বোধ হইতেছে না।

—০০—

১১ই ফেব্রুয়ারির পার্লিয়ামেন্ট মহাসভার বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সভ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অনেক নিরক্ষর ব্যক্তিরও মত গৃহীত হইয়া থাকে। গত সভ্য নির্ব্বাচন সময়ে গ্রেটব্রিটেনে সর্ব্ব সমেত ২,৯৯,৩৮১ জন লোকের সম্মতি গৃহীত হয়, তাহার মধ্যে ৮০,১৪৫ জন লোক নিরক্ষর। ইংলণ্ডে ও ওএল্সে ২,৪১৯২৭২ লোকের মধ্যে ৩৮,৫৮৭, স্কটলণ্ডে ৩৫৮১১৫ মধ্যে ৪,৮৩৬, এবং আয়র্লণ্ডে, ১৯৪,৯৯৪ মধ্যে ৩৩৭২২ সম্মতি দায়ক লোক নিরক্ষর দৃষ্ট হইতেছে। যাহা হউক, কেবল যে ভারত অশিক্ষিত ও অসভ্য তাহা নয়। এখানেও যে এখনও এরূপ লোক আছে তাহা অতি বিস্ময়াবহ! তবে এতদিন পর্য্যন্ত (মাস্ এডুকেসনে) সাধারণ পাঠনা কার্য্যে কি ফল হইল?

—০—

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে, আমাদিগের সুযোগ্য ব্যারিষ্টার ডব্লিউ সি, ব্যানার্জি মিঃ এ, ফিলিপ্সের অবকাশকালে বাঙ্গালার ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলের পদে কার্য্য করিবেন। মিঃ ব্যানার্জি আর একবার ঈদৃশ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া এমন সমদর্শিতা সুদক্ষতা সহ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেন্ট, বিচারপতি দেশীয়গণ প্রভৃতি সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহাঁকে এ বিভাগের শিরোরত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

——

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে মিঃ এচ্ এ, ককরেল সাহেব তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইতেছেন। তিনি ১৮৫৩ সালে ভারতে আগমন করেন এবং ক্রমিক সিভিল্ সার্ভিসের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কার্য্য করিয়া এক্ষণে রেভিনিউ বোর্ডের প্রধান সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। সুব্যবহার ও কার্য্যদক্ষতা হেতু তিনি পরিচিত মাত্রেরই প্রীতিভাজন হইয়াছেন। ১৮৭৩ সালে তিনি জষ্টিস্ অব্ দি পিস্ এবং কলিকাতা পুলিস্ কমিসনর সভার সভাপতি পদে কার্য্য করেন। ১৮৮০ সালে ছোট লাটের কাউন্সিলের সভ্য হন। ১৮৮৫ সালে আগষ্ট মাসে তিনি ছোট লাটের পদে কার্য্য করেন। সে সময় সার রিভার্স টমসন্ ছুটি লইয়াছিলেন। কিন্তু অত্যল্পকাল মাত্র কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া বিশেষ কোন রূপ শাসনসংস্কারাদি দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, ইনি যে এক জন সুদক্ষ, মনস্বী, ও শিক্ষিত কর্ম্মচারী, ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। আমরা ইহাঁর স্বাস্থ্য, সুখস্বচ্ছন্দতা ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

——

আমাদিগের সুযোগ্য সহযোগী হিন্দু-পেট্রিয়ট্ বলেন যে, অনারেবল স্যার উইলিয়ম হণ্টার ৮ মাসের ছুটি লইয়া ২রা এপ্রেল কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গমন করিবেন; এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলরের কার্য্য হইতে অবসৃত হইবেন। এ পদে কোন্ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে? তিন জন ভদ্র লোকের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অনারেবল মিঃ ক্রোবল্ এবং অনারেবল মিঃ পিলি। ডাক্তার মিত্রের বিবিধ বিষয়ক জ্ঞান, দেশবিখ্যাত পাণ্ডিত্য, প্রাবীণ্য, বহুদর্শিতা সুবিচারকত্ব, অসাধারণ কার্য্য পরিচালনসামর্থ্য প্রভৃতি সদ্গুণ হেতু তিনি এ মান্য প্রাপ্তির অতি উপযুক্ত এবং আমরা ভরসা করি যে, আমাদিগের মহামান্য সুবিজ্ঞ বড় লাট এই উদ্যমের সাফল্য সম্পাদনে সকলের কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবেন।

——

রঙ্গপুরের মৃগয়া।

আমাদিগের মহামান্য ছোট লাট বাহাদুর সার রিভার্স্ টমসন্ অধুনা পশ্চিমাভিমুখ হইয়াছেন। তিনি শীঘ্রই স্বদেশে গমন করিবেন। সূর্য্যদেব পূর্ব্বাচলে উদিত হইয়া সমস্ত দিন নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহার কিরণপ্রতাপে কেহ উল্লাসিত কেহ জর্জ্জরিত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহার উদয় অতি মঙ্গলকর। কোন কবি বলিয়াছেন:—

"ক্ষৌণী জীর্য্যতি মূর্চ্ছতি ক্ষিতিরুহঃ শুষ্যন্তি নীরাশয়াঃ
এষা বরনলিনী দিবাকরকরাঘাতনন্দাবিন্দতি"।

অর্থাৎ সূর্য্যের কিরণে পৃথিবী জীর্ণা, বৃক্ষ মূর্চ্ছিত ও জলাশয় শুষ্ক হয়, কিন্তু নলিনী তাদৃশ প্রখরকরস্পর্শেও সাতিশয় আনন্দিতা হয়। সূর্য্যদেব ক্রমে যখন পূর্ব্বাচল হইতে গগণমধ্যভাগ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাচল আরোহণের উদ্যোগ করেন, তখন ক্রমে ক্রমেই তাঁহার শান্তমূর্ত্তি হইতে থাকে। অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি যখন কিরণজালসংহার করিয়া নিজ স্বাভা-

বিক লোহিত মূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন জীব মাত্রেরই অতি সুখাবহ হন। তখন সকলেই তাঁহার নিকট সূর্য্যদেবের চিরাবস্থান প্রার্থনা করে। তখন সকলেই তদানীন্তন সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অতীত প্রাখর্য্যের বিষয় বিস্মৃত হইয়া যায়। তখন বোধহয়, যেমন সূর্য্যদেব সমগ্রজীবগণের অনুরাগ প্রাপ্ত হইবার লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছেন। ঠিক মধ্যপ্রতাপ টমসন সূর্য্যের অস্তগমন কাল উপস্থিত। এ বিশাল বঙ্গাকাশ হইতে তিনি তিরোহিত হইবার উপক্রম করিতেছেন। তিনি সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপস্থিত। আর তিনি চন্দ্রপুরের মুসলমানবিষয়ে অতি সুবুদ্ধিপূর্ণ ব্যবস্থা করাতে, ভারতবাসিমাত্রেরই অনুরাগরঞ্জিত হইয়া লোহিতবর্ণ হইয়াছেন। সকলে মুক্তকণ্ঠে তাঁহার সুখশীতলতার প্রার্থনা করিতেছে। কিন্তু চিরপ্রফুল্ল পাশ্চাত্যগণ ক্রমে হীনপ্রভ হইতেছেন। এরূপ বিচারে উহাদের সকলেই অতিমলিন ভাব ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু কি করেন, চিরকাল কখনই সমানভাবে অতীত হয় না। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।" যাহাই হউক, আমরা মহামান্য ছোট লাটের ঈদৃশ বিচারে অতিশয় প্রীত ও উৎসাহিত হইয়াছি সন্দেহ নাই। মফস্বলে এরূপ অত্যাচার যে কত সময় কত হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ইন্‌স্‌পেক্টার, সবইন্‌স্‌পেক্টর প্রভৃতি পুলিশকর্ম্মচারিগণ যে কি ভয়ঙ্করবস্তু তাহা সাক্ষাৎ দ্রষ্টাভিন্ন কেহই অনুমান করিতে পারে না। আমরা এক গল্প শুনিয়াছিলাম যে, কোন পল্লীগ্রামে ম্যাজিষ্ট্রেট্ এক সময়ে কোন বিষয় অনুসন্ধানে উপস্থিত হইয়া এক দরিদ্র বৃদ্ধার কোন রূপ সুবিচার করাতে বৃদ্ধা ম্যাজিষ্ট্রেটকে দারগা হইবার আশীর্ব্বাদ করে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পল্লীগ্রামস্থ সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, দারোগা প্রভৃতি মহাত্মাগণই সর্ব্বে সর্ব্বা। ইঁহাদের উপর বুঝি আর কেহই নাই। ইঁহারা সকল সময়েই যাদুর অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ করেন, প্রস্তাবিত বিষয়েও সেইরূপ করিয়াছেন। রঙ্গপুরের দেওয়ানের একটী হরিণ ছাড়া পাইয়া ইতস্ততঃ পথিমধ্যে বেড়াইতে থাকে। উক্ত স্থানের আসিঃ পুঃ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গটন ওয়ার্ড তাহাকে সাধারণের অনিষ্টকর বলিয়া হরিণটীকে গুলি করেন। মিঃ ষ্ট্যাক ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এই বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য জাইন উদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে উক্ত দেওয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে বলেন। আমরা শুনিতে পাইতেছি যে, এ সমস্ত কার্য্যই ঈর্ষাপরিচালিত। ইহাতে কোন বিষয়ই সত্য নাই। কোন সময়ে মিঃ সটন ওয়ার্ড বুধরাণসর্দ্দার দেওয়ানের নিকটে একটী হাতী চান, কিন্তু এ বিষয়ে বিফলমনোরথ হওয়াতে সম্ভবতঃ তিনি এই অবকাশ পাইয়া উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। মফস্বলবাসী হাকিমগণের পক্ষে এরূপ ব্যবহার স্বভাবসিদ্ধ। তাঁহারা মনে করেন জমীদার গণের হাতী ঘোড়া প্রভৃতি সাধারণসম্পত্তি। যখন ইচ্ছা হয় তখনই ব্যবহার করা যাইতে পারে। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট ইহার যে যথার্থ প্রতিবিধান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম এবং বোধহয়, যে এরূপ জুলুম মফস্বলে আর অধিক হইবে না। মিঃ সটনওয়ার্ডকে চট্টগ্রামে পাহাড়তর দেশে বদলি করা হইয়াছে। ইনি একজন তৃতীয়শ্রেণীস্থ আসিঃ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে কার্য্য করিতেছিলেন। এক্ষণে ৬ মাস পর্য্যন্ত তিনি আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে কার্য্য করিতে পারিবেন না, এবং তাঁহার উপরওয়ালারা তাঁহার চরিত্রাদির বিষয়ে উত্তম মত না প্রকাশ করিলে, কোন উন্নতির আশা রহিল না। মিঃ ষ্ট্যাক ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদচ্যুত হইয়া আসিঃ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন এবং আর এক ডিষ্ট্রিক্টে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। তিনি অন্ততঃ এক বৎসর পর্য্যন্ত কোন ডিষ্ট্রিক্টের ভার প্রাপ্ত হইবেন না। এবং তদনন্তর যদি সদ্ব্যবহার ও নিজ কার্য্যভারের নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করিতে পারেন তাহা হইলেই উন্নতির আশা। মিঃ নিউবারি পদত্যাগ করিবার দরখাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ছোটলাট বাহাদুর তাঁহাকে দ্বিতীয়শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টারের পদে অধঃকৃত করিয়াছেন। এই সমস্ত সুবিচার করাতে ছোটলাট বাহাদুর দেশাভিমুখে যাত্রা কালে সমগ্রভারতবাসীর আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। এই আশীর্ব্বচন তাঁহার নিখিল বিঘ্ন-নিবারক হইবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের সুযোগ্য সহযোগী হিন্দু পেট্রিয়ট এই সমস্ত পুলিশ অত্যাচারের এক যুক্তি যুক্ত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পুলিশকর্ম্মচারীদিগের বিশেষ শিক্ষাভাবই এই সমস্ত অত্যাচারের হেতু। প্রধান প্রধান গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের যদি কোন পুত্র কিম্বা ভ্রাতা ও আত্মীয় বর্গ বিশেষ কোনরূপ শিক্ষাবিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে না পারে, তাঁহারা তাহাদিগকে অমনি পুলিশবিভাগে প্রেরণ করেন, সুতরাং ঈদৃশ শোচনীয় পরিণাম হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আমাদিগের সহযোগী এই সুন্দর হেতু নির্দ্দেশ জন্য সকলেরই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। যাহা হউক, অবশেষে আমরা এই ইচ্ছা করি যে, ঈদৃশ শোচনীয় ও দুর্ঘটিত ব্যাপার আর যেন কাহাকেও না শুনিতে হয়।

প্রজানীতি।

গত সপ্তাহে আমরা একটী উপরিউক্ত শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। অদ্যও আবার তদ্রূপ শীর্ষ দিয়া প্রবন্ধ লিখিতেছি। এরূপ লেখার কারণ বোধহয় পাঠক মহোদয়গণকে বেশী বুঝাইয়া দিতে হইবে না। কারণ, আমরা যে প্রজানীতি আন্দোলনের সঙ্কল্প করিয়া মফঃস্বলে আসিয়াছি প্রস্তাবিত প্রবন্ধ তল্লিখিত নীতিমূলক। ভবিষ্যতেও এ সম্বন্ধে বহুতর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে, একারণ অদ্য পরিচয় দিয়া রাখি যে, মদীয় অবলম্বনীয় নীতি সম্বন্ধে যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশ হইবে উপরের লিখিত শীর্ষ থাকিবে। এক শীর্ষকে প্রস্তাবের সংখ্যা দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু যখন অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশের আশা, তখন কত সংখ্যা দিব এজন্য উপস্থিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলাম।

প্রজানীতি শব্দ শুনিবাই হয় তো অনেকে নানা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবেন। বলিবেন, এ আবার কি কাণ্ড? অথবা, ইহার অর্থই বা কি? অতএব প্রজানীতির আমরা কিরূপ অর্থ বুঝিতেছি, প্রথমতঃ সাধারণ্যে তাহা গোচর করা আবশ্যক।

ইহা শুনিতে যেরূপ নূতন, কার্য্যতঃ ও নূতন ভাব প্রকাশ পাইবে। কিন্তু মূল নূতন নহে, ইহা রাজনীতির রূপান্তর মাত্র। অর্থাৎ রাজার যেরূপ প্রজার প্রতি কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে প্রজারও রাজার প্রতি তদনুরূপ থাকা প্রকৃতিসিদ্ধ। যেরূপ পাট্টা, কবুলতি, উভয় দলিলই এক অর্থে লিখিত হয়, অথচ কয়েক শব্দ মাত্র ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক হওয়ায় দ্বিবিধ নামে পরিগণিত হইয়াছে। রাজনীতি প্রজানীতিও ফলতঃ দেখিতে গেলে সমান বিষয় বোধক।

আর রেঙ্গুন কারাগারে কোন প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে রুষসৈন্য তুরস্কে সংগৃহীত হইতেছে একথা রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন না।

লণ্ডন—১২ই মার্চ—গত রাত্রিতে হাউস অব কমন্সে মি. ডগ্‌লিউ স্মিথ কোন প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাহার আইরিশ ল্যাণ্ড বিল এই সেসন মধ্যেই পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিবেন।

মহারাণী ২৯শে তারিখে কানসে যাইবেন, তথায় কিছুদিন থাকিয়া এলাবেন্সে গমন করিবেন।

কন্যা ক্যানন এবং মাইস প্রদেশে অল্প পরিমাণে ভূমিকম্প হইয়াছিল।

সুয়েজ—১১ই মার্চ সিরাপিস নামক রণ-তরি এই কেনাল অতিক্রম করিয়া গমন করিয়াছে।

পোর্টস মাউথ ১১ মার্চ ক্রকোডাইল নামক রণতরি অদ্য এখানে পৌঁছিয়াছে।

লণ্ডন ১১ মার্চ—২২ শে ফেব্রুয়ারি কলিকাতা হইতে যে ডাক বিলাত অভিমুখে গমন করে তাহা ২৫ বোম্বাই নগরে পৌঁছে। অদ্য ব্রাণ্ডিসি পৌঁছিয়াছে এবং ৪ তারিখে লণ্ডন পৌঁছিবে।

ব্রহ্মযুদ্ধ।

গত ৭ই মার্চ মেঃ রিজেন থিবো সোয়াবোর সহিত কনসায় উপস্থিত হইয়াছেন। থাবিয়া জুকের নিকট এক বনের ভিতর হইতে কতক গুলি মগসেনা বাহির হইয়া ৯ জন সিপাহি ও একজন স্থবাদারকে আক্রমণ করে। ইহাতে দুইজন হত ও অবশিষ্ট আহত হয়। ঐ স্থানে হঠাৎ অগ্নি লাগিয়া অনেক গুলি গৃহ নষ্ট হইয়াছে।

মিনসিয়ানে দুইবার অগ্নি লাগিয়া ৪০ খানি গৃহ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

মেইকানের নিকট মগসেনা গণ ১০ জন ইংরাজ সৈন্যকে আক্রমণ করে। ইংরজের মধ্যে একজন হত ও অবশিষ্ট ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

৫ই মার্চ লেপ্‌টনাণ্ট কেরিক কোয়ুয়ের নিকটস্থ জঙ্গলে মগদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ৬ জন মগকে হত করিয়াছেন। এইরূপ প্রচার যে, উনথো সোয়াপে ইংরাজদিগের সহিত আর যুদ্ধ করিবেন না। তিনি ইংরাজকে ১০০ বন্দুক ও ১০০০০ হাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

কাপ্তেন গোলাইটলি সৈন্য লইয়া বোসো-য়েকে আক্রমণ করেন। ইহাতে মগদিগের ২২ জন হত এবং অনেকেই আহত হয়। ইংরাজের একজন সেনা আহত হইয়াছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি মগসেনা গণ রাত্রে দুইবার থাওয়াইগির চৌকি আক্রমণ করে। ওসিনের পুলিষ চৌকি আক্রমণ করিয়া অগ্নি প্রদান করে। দুইজন পুলিষ ম্যান হত এবং টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। ইউনে এক দল ইংরাজ সেনা রাস্তা নির্ম্মাণ করিতেছিল, মগেরা উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া এক জনকে হত এবং আর একজনকে আহত করিয়াছে। টংডুইঙ্গিতে জেনারল লকহার্টের সৈন্যদিগকেও মগেরা আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাদের প্রতাপ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে।

কলিকাতা

সে দিন গঙ্গার জোয়ারে দুইখানি নৌকা ডাঙ্গিয়া গিয়াছে। একখানিতে ৬ জন লোক ছিল, একজন বড় আঘাত পাইয়াছে।

সার রিচার্ড গার্থের একখানি চিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য একটী সভা হইয়াছিল। এই সভায় ১০৯০০ টাকা উঠিয়াছে। চিত্রখানি প্রস্তুত হইয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা ডফারিণ ফণ্ডে দেওয়া হইবে।

গত সোমবার দিবা দশ ঘটিকার সময় বহু বাজার বাঁশতলা গলিতে একব্যক্তি তাহার রক্ষিত বেশ্যার গলদেশে ছুরিকা দ্বারা এরূপ বিদ্ধ করে যে তাহাতেই এক প্রকার জীবনের অবসান হইয়াছিল। এক্ষণে হাসপাতালে রহিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এজেহার আদি লইয়া গিয়াছেন।

গত শনিবার রাত্রে গঙ্গার জোয়ার বড় বৃদ্ধি হইয়াছিল। একখানি পাটের নৌকা সুসুরির চড়ে গিয়া পড়িয়া গছিল, তাহাতে যে সকল লোক ছিল তাহারা অপর একখানি নৌকায় উঠিয়া রক্ষা পায়। আর এক খানি নৌকা ১৪ জন যাত্রীওয়ালা লইয়া শ্রীরামপুরের অভিমুখে যাইতেছিল। জোয়ারে ভাসিয়া গিয়া চড়ে গিয়া উলটাইয়া পড়ে। তথাকার একজন হিন্দুস্থানী ৫ জনকে রক্ষা করে। অবশিষ্ট ৯ জন নৌকা ধরিয়া ভাসিয়া যায়। আর এক খানি রমণের নৌকা ভাসিয়া গিয়াছে।

গত সোমবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে প্রবল বায়ুর সহিত বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হয় সেই বজ্রাঘাতে রসাপাগলা রোডে এক জন মুসলমানের মৃত্যু হইয়াছে। উহার নিকটে একটী হিন্দু বালক কিছু আঘাত পাইয়াছিল কিন্তু মৃত্যু হয় নাই।

গত মঙ্গল বার লেডি ডফারিণ শিবপুর ডাক্তার উদ্যানে উদ্ভিদ প্রদর্শনী দর্শন করিয়া বড় প্রীতা হইয়াছেন।

সার আলফ্রেড ক্রফট, ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও মিঃ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাকলটী অব আর্টের প্রতিনিধি সভ্য হইলেন।

হাইকোর্টের উকীল গণ সমবেত হইয়া মৃত উকীল কালীমোহন দাসের জন্য শোক প্রদর্শন করিয়া পরে স্থির করিলেন যে, তাঁহার একটী চিত্র প্রস্তুত করাইয়া লাইব্রেরীতে রাখা হইবে।

যোড়াসাঁকো নিবাসি রাণী রাজকুমারী দাসী তাহার স্বর্গীয় স্বামী প্রাণকৃষ্ণ দাসের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ডফরিণ ফণ্ডে ৫ টাকা সুদের হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিবেন। এই সুদে মেডিকেল কলেজের দুইটী ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

৫ই মার্চ যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৩৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৯৮ জন এবং তাহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২২২ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এবার ওলাউঠায় ৪১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ২২ জন ও তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে ১৩ জনের মৃত্যু হয়। জ্বর রোগে ৫৭ জন এবং উদরাময়ে ১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

আমাদিগের বিলাত গমনোন্মুখ ছোটলাটকে ইউরোপীয়গণ নানাবিধ সম্ভাষণপত্রাদি প্রদান করিতেছেন। বিগত শুক্রবার টাউনহলে এই উপলক্ষে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এ সভাতে মুসলমান, ইউরোপীয়গণই অধিক পরিমাণে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য জাতী ব্যক্তি অত্যল্প মাত্রই দৃষ্ট হইয়াছিল।

এক খানি গরুর গাড়ির গাড়মান ছাতাওয়ালা গলির মধ্য দিয়া গাড়ি লইয়া যাইতেছিল। এমত সময়ে দুইটী ১০।১২ বৎসরের মুসলমান বালক

বিশেষ সুবিধা।

READY FOR SALE.

Annotated Sanskrit B. A. pass Course for 1887-89 with copious grammatical notes, and aliteral Bengali Translation (English Translation to be out by the end of June 1887.) Containing Kadambari, Kiratarjuniya and Nagananda. Price Rs. 5, Postage and package 4 As. Price of the books separatly : Kadambari Rs 2 ; Kiratarjuniya Rs 1-8 As. Nagananda Re. 1-8 As. Postage, Packing &c 6 As.

IN THE PRESS, TO BE OUT BY THE END OF JUNE 1887. A literal English Translation of Sanskrit B. A. Pass Course 1887-89. Price for subscribers As. 12, for nonsubscribers Re 1-As. 4.

Annotated, translated, edited and published by Kailasa Chandra Vidyabhushana M. A. senior Professor, F. C. Institution, Calcutta. To be had of Canning Library, Peoples, Library, Central Library, Somprakasa office, & 16, Siva Narayan Das's Lane, Calcutta.

বিনা মূল্যে বিতরণ।

ডাক্তার নন্দলাল মুখোপাধ্যায় কৃত।

সরল চিকিৎসা।

(দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্দ্ধিত, ডিমাই ১২ পেজী ৮ ফর্ম্মায় সম্পূর্ণ)

পল্লীগ্রামবাসী গৃহস্থ মাত্রেরই আবশ্যক। ডাক মাশুলাদির জন্য /০ এক আনা, ছবর্বন ডিস্পেনসারি, ভবানীপুর কলিকাতা।

—●●—

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়।

১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত যাবতীয় পুস্তক এখন হইতে ঐ পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইবে।

সংস্কৃত

সরল ভৈষজ্য প্রকাশ

অর্থাৎ

সহজ মেটিরিয়া মেডিকা

১ম ভাগ।

গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে।

রয়াল ১২ পেজি ৬০০ পৃষ্ঠার বেশী।

দাম ১॥০ টাকার পরিবর্ত্তে, ডাকমাশুল/১০

ঐ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়

ম্যানেজার।

ইলকট্রো গ্যালভানীর

অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত।

বি, এম, কার নির্ম্মাণকর্ত্তা ও আবিষ্কারক।

নং ২৮ মুজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।

এই সর্ব্বব্যাধি নাশক অকৃত্রিম তাড়িত পদার্থ কেবল আমারি নিকট প্রাপ্তব্য। যাহারা কৃত্রিম তাড়িত পদার্থ অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া কোন ফল পান নাই তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমার ইলেকট্রো গ্যালভানীর আফিসে পাঠাইলে আমার নির্ম্মিত প্রকৃত তাড়িত সংযুক্ত বস্তু অর্দ্ধ মূল্যে পাইতে পারিবেন।

প্রশংসা পত্র।

১ নং। কলিকাতা ২৮ নং মুজাপুর ষ্ট্রীটস্থ বি, এম, কর মর্কা সর্ব্বব্যাধি নাশক অকৃত্রিম তাড়িত অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত বিশেষ ফলদায়ক—রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর, শোভাবাজার রাজবাটী, কলিকাতা।—৩০এ মাঘ ১২৯৩।

২ নং। বড় সন্তোষের সহিত বলিতেছি যে বাবু বি, এম, কারের তাড়িত কবচ, অনন্ত ও অঙ্গুরী নানা প্রকার জটিল রোগ দমনের বিশেষ ফলদায়ক, এবং আমি ও কোন রকম একাধের পীড়া সর্ব্বতঃ একটী অনন্ত ও অঙ্গুরী ব্যবহার করায় অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব অপর কেহ ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না। ব্যবহার করিলে আর বেশী বলিতে পারিব—রায় গিরিশচন্দ্র দাস বাহাদুর—জজ্জ অফ পিস, কলিকাতা,—এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, সেন্ট্রাল, করেন্সি ডিপার্টমেণ্ট।—২০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,—৮ই ফেঃ ১৮৮৬।

—●●—

১৮৭৪ অব্দে স্থাপিত।

শরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

প্রস্তুতকারী।

কলিকাতা মহাত্মার এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নিকট হইতে ঔষধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন।

মূল্য সুলভ।

ওলাউঠা চিকিৎসার ১২ শিশি ঔষধ ও কর্পূরের আরক সহ ৫ টাকা।

গৃহ-চিকিৎসার ২৪ শিশির বাক্স বাঙ্গালা পুস্তক সহ ৮ টাকা, ২৪ শিশির বাক্স ১৬ টাকা।

সাধারণ চিকিৎসার ৫১ শিশি ঔষধের বাক্স পুস্তকসহ ১৮ টাকা।

ডাক্তারদিগের উৎকৃষ্ট বাক্স ২৫ টাকা, সম্পূর্ণ ঔষধ সহ বাক্স ৫০ টাকা।

ইংরাজী বাঙ্গালা সচিত্র মূল্যনিরূপণপত্র বিনা মূল্যে দেওয়া। ঠিকানা ৫৫ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

—●●—

চুলের কলপ।

ইহা জলের ন্যায় তরল, লাগাইতে কোন কষ্ট নাই। যেরূপ পক্ব কেশ হউক না কেন ৫ মিনিটে গাঢ় উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ৩।৪ মাস থাকিবে। মূল্য ১ টাকা।

রোজমের তৈল।

ইহা ব্যবহারে চারি দিকে গোলাপের গন্ধ বিস্তার করে, শরীর স্নিগ্ধ থাকে, শিরঃ রোগের নাশ হয়। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১০ আনা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা, সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৶০ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি বার ধরা হইবে।

যেসকল ঔষধাদির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

মফস্বলে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট হুণ্ডি বরাত চিঠি মণি অর্ডার উহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কোন প্রকার রসিদ ষ্ট্যাম্প বা ডাক টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৶১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা,ভ্রমণকারীরপত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৩১ শ ভাগ ।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ।

১৮শ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা । অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০

১২৯৩ সাল । ১৫ই চৈত্র । ইং ১৮৮৭ । ২৮এ মার্চ্চ ।

৮ রিপনাব্দ । ১৫ই চৈত্র ।

অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র । শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা ।

পথে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক? ইহাতে সমাজ যদি প্রতিবাদী হন কিছু কালের জন্য আর বিচ্ছেদ জন্মাইবে, কিন্তু সমাজের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী ও হিন্দু সমাজের অনিষ্ট নিশ্চয়।

সম্প্রতি বারাশত অন্তর্গত ছোটজাগুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস ও বারাকপুরের সন্নিকটস্থ ইছাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বসু বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই কায়স্থ কুলসম্ভূত। এবং কায়স্থ সমাজ এক্ষণে অনেক বিষয়ে উন্নত হইয়াছে। জ্ঞান, মান, ধনে কায়স্থগণ অনেক দিন হইতে বিশেষ গৌরবশালী এবং চিরদিন তাঁহারা হিন্দু সমাজের দাসানুদাস। তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে এক্ষণে বিলাত প্রত্যাগত যুবকদিগকে নিজ সমাজভুক্ত করিলে হিন্দু সমাজ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে। কিন্তু কায়স্থগণের এরূপ ক্ষমতা নাই যে তাঁহারা চিরপূজ্য ব্রাহ্মণের উপদেশ না লইয়া ঐরূপ গুরুতর কার্য্যে লিপ্ত হন। ব্রাহ্মণগণ চিরদিন হিন্দুসমাজের অগ্রণী। তাঁহাদের পরামর্শ বিধান ভিন্ন হিন্দু সমাজ বর্ণাক্ষরেও চিরপ্রচলিত নিয়ম হইতে স্খলিত হইতে পারে না। তজ্জন্য বিনীতভাবে নিবেদন যে, হিন্দুদিগের চিরব্যবস্থাপকগণ সকলে মিলিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে হিন্দু সমাজে তাঁহাদের শিক্ষিত বিলাত প্রত্যাগত সন্তানদিগকে গ্রহণ করেন।

নিবেদক।

ঠিকানা জনৈক হিন্দু কায়স্থ।
নিবাধাই, দত্তপুকুর। শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

মহাশয়,—বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি. হুগলি এবং হাওড়া জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫২টী খোলাভাটী আগামী ১লা এপ্রেলে স্থাপিত হইবে হুগলি জেলার অধীন জাতাড়ার অনেক দিন হইতে একটী ডিষ্টিলারি আছে। ৩১শে মার্চ্চ এটী উঠিয়া যাইবে। এখানে একটী মদের দোকান আছে, তাহাতে ৮৵০ ।৯ টাকা বোতল বিক্রয় হওয়াতে লোকের মদ্য সেবনে প্রবৃত্তি অনেক কমিয়াছিল। সুতরাং এর বিক্রেতা মাহেনে এবং লাইসেন্সে মাসিক ২৫ টাকা গবর্ণমেণ্টকে দিয়া লাভ করিতে পারিত না, কিন্তু দেশের এক প্রকার মঙ্গল ছিল। এক্ষণে যে খোলাভাটী হইবে তাহার মাসিক কর ১০৭ টাকা। কিন্তু বিক্রেতা প্রতিদিন ২মন মদ চোলাই করিতে পারিবে এবং টাকায় ৩ বোতল বিক্রয় করিবে। আর প্রতি লোক ৬ বোতল মদ কিনিতে পারিবে। তাহা হইলে দুনীর ও মাত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশও উৎসন্ন যাইবে। আমরা ছোট লাটকে শীঘ্র একখানি দরখাস্ত করিব।

নিবেদক
শ্রীশশিভূষণ মিত্র।
জাতাড়া।

পাঞ্জাবে দুর্ভিক্ষ।

বিগত ডিসেম্বর মাস হইতে এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসে যে আটার মূল্য টাকায় ১৯। ২০ সের ছিল, তাহা ক্রমশঃ মহার্ঘ হইয়া এক্ষণে টাকায় ১১ সের দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কিছু গম আমদানী হওয়ায়, এখনও আটা টাকায় ১১ সের করিয়া পাওয়া যাইতেছে; নচেৎ কি হইত বলা যায় না। অত্রবাসীরা আটার দর টাকায় ২৪ সের হইলে বলিত "বড়া কাল পড়গিয়া" এক্ষণে তাহারা যে কি বলিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। অল্প উপায়ী গরিব দুঃখী লোকেরা গমের আটার পরিবর্ত্তে জোয়ার (মকা) ও ছোলা প্রভৃতির আটার রুটীতে উদর পূরণ করিতেছিল কিন্তু এক্ষণে ঐ সকলের দর টাকায় ৩২। ৩৩ সের হইতে ১৫।১৬ সের হওয়ায়, তাহারা শাক ও গোংলু (গাজর) সিদ্ধ, ও যে যত পরিমাণে রুটী খাইত, তাহার চতুর্থাংশ খাইয়া কোন ক্রমে জঠরানল নিবারণ করিতেছে। ভবিষ্যতে আরও কি হয় বলা যায় না।

বশম্বদ
শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী।

মহাশয়, শান্তি পর্ব্বের মোক্ষপর্ব্বাধ্যায়ে উদয়মুখ সূর্য্য ও বিবস্ত্রা পরবনিতার অবলোকন করা কদাপি বিধেয় নহে এই ছত্রটী আমি বুঝিতে পারিতেছি না। মহাশয়ের বিজ্ঞ পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ আমাকে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট আমি পরম বাধিত [illegible] উক্ত [illegible]

নিবেদক।
শ্রীশশিভূষণ মিত্র।
জাতাড়া।

মহাশয় অত্রত্য হরি সভার সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কার্য্য বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

২৫ শে ফাল্গুন মঙ্গলবার। অপরাহ্নে ৫ টার সময় ধর্ম্ম সংগীত। সন্ধ্যার সময় হরিনাম সংকীর্ত্তন, তৎপরে চাঁচর।

২৬ শে ফাল্গুন বুধবার। প্রাতে ৫ টার সময় দেবদোল ও শ্রীনারায়ণের ষোড়শোপচার পূজা, নগর সংকীর্ত্তন। মধ্যাহ্নে দরিদ্র দিগকে তণ্ডুলাদিবিতরণ। অপরাহ্ণ ৪ টার সময় শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যা, ধর্ম্মসংগীত, শান্তিপুর নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক বক্তৃতা সন্ধ্যার সময় শ্রীনারায়ণ আরতি ও হরিনাম সংকীর্ত্তন।

২৭ শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার। অপরাহ্ণ ৫ টার সময় সুনীতিসঞ্চারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন এবং উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতা। ধর্ম্ম সংগীত ও হরিনাম সংকীর্ত্তন।

নগর সংকীর্ত্তন শুনিয়া পুরবাসী ব্যক্তি মাত্রেই গীতকর্ত্তা নামাবর শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করতঃ হরিনাম গানে প্রমত্ত হইয়া সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতার গাম্ভীর্য্য, মাধুর্য্য ও চমৎকারিণী শক্তি দ্বারা সমাগত বালক বৃদ্ধ সকলেরই হৃদয় এক কালে বিমোহিত হইয়া গিয়াছিল। সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত বক্তৃতার কিছুই এস্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। তবে উপস্থিত এই বলিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম যে, যাহার উৎপত্তি আছে তাহার বিনাশও আছে; এই কথার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গোস্বামী মহাশয় আর্য্য ধর্ম্মকে সনাতন ও অনাদি ধর্ম্ম বলিয়া সপ্রমাণ করিলেন। সুতরাং এই ধর্ম্মের সহিত আধুনিক কোন ধর্ম্মেরই তুলনা করা যাইতে পারে না। কি খ্রীষ্টীয়, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি ব্রাহ্ম যে কোন, ধর্ম্মই হউক না কেন, তাহাদের উৎপত্তি

আছে, সুতরাং কোন না কোন সময়ে তাহারা বিনাশ ও লোপ পাইবেই পাইবে। এই আর্য্য ধর্ম্মের যথার্থ সুখ্যাতি; এই ধর্ম্ম হইতেই ভারতসন্তানদিগের কিসে বজায় থাকে, এই সমস্ত বিষয় গোস্বামী মহাশয় দুই দিবস ধরিয়া অতি বিশদ ও সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আর অধিক কি বলিব, গোস্বামী মহাশয়ের শুভাগমনে এতদ্দেশ পবিত্র হইয়াছে। আশা করি, তাঁহার ন্যায় পরম ভাগবতগণ ভারতের প্রত্যেক স্থানে এইরূপ সদুপদেশ প্রদান করিয়া ভারতের পুরাতন গৌরব রক্ষা করিবার উপায় বিধান ও মঙ্গলসাধন করিবেন ইতি।

জামালপুর ২৮শে ফাল্গুন ১২৯৩। } একান্ত বাধ্য শ্রীভোলানাথ গুপ্ত।

কাশ

১৫ই চৈত্র সন ১২৯৩ সাল।

কর্ণেল হগ্‌স হারেট যুদ্ধে ব্যোমযান ব্যবহৃত হওয়া প্রার্থনীয় এই বিষয় হাউস্ অব্ কমন্‌সে প্রস্তাব করিবেন। তিনি মিঃ ষ্ট্যান্‌হোপ্‌কে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, "যখন ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজারা এ বিষয়ে অভিমত আছেন, তখন আমাদিগেরও এবিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত কি না? এবং ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য এ বৎসরের হিসাবে কোনরূপ অর্থাদি সংগ্রহ হইয়াছে কি না?" এ বিষয় কার্য্যে পরিণত হইলে অনেক ফল হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

—••—

মহামান্য রাজপ্রতিনিধি অনারেবল সার আগষ্টাস্ রিভার্স টমসন্ কে, সি, এস, আই, সি, আই, ই কে ২রা এপ্রেল হইতে বঙ্গের শাসকত্ব পদ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। বড়লাট ছোটলাটের কার্য্যপ্রণালী জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই মাত্রা প্রদান করিয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত না তিনি বিলাতে যাইবার জন্য জাহাজে উঠিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার অধুনাতন ছোটলাট সম্বন্ধীয় মান্য ও উপাধিপ্রভৃতি অক্ষুণ্ণ ভাবে থাকিবে। ইহা মহান্ অনুগ্রহ সন্দেহ নাই।

—••—

আমাদিগের সহযোগী হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট ডাকাইত দিগের এখন ও কিছুই শাসন করিতে পারিতেছেন না। পুলিশ কি করিতেছেন? ইহার শাসন কি পুলিশের সাধ্যাতীত অথবা উপেক্ষিত? আমাদিগের ত কোন রূপই বিশ্বাস হয় না। শুনিতেছি যে, অধুনা জি, আই, পি, রেলওয়ের পথ হইতে ডাকাইতরা কতকগুলি রেল তুলিয়া ফেলিয়াছে। একখানি যাত্রিগাড়ী রেলপথচ্যুত হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ঠিক ঐ সময়ে যদি ডাকাইতরা আসিয়া উক্ত যাত্রিগণকে আক্রমণ করিত তাহা হইলে অনায়াসেই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিত। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহা হয় নাই। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্টের প্রজাপ্রতিপালনাদি দীর্ঘ প্রস্তাব সুচারুরূপে কেবল লিপিবদ্ধ হইলে কি উপকার হইবে? ইহা কার্য্যে পরিণত হউক। রাজ্যের উপদ্রব নিবারণে তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করুন। নতুবা সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই কোন না কোন অশুভ কার্য্য হইবার সম্ভাবনা।

—••—

পবলিক সার্ভিস কমিসন সমীপে যে সমস্ত প্রস্তাব ও সাক্ষ্য প্রদান হইয়াছে, তৎ শ্রবণে কলিকাতাস্থ কতকগুলি পাশ্চাত্য বণিক্ একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স কে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন, যে "যাহাতে এই সমস্ত প্রস্তাব কোন মতে কার্য্যে পরিণত না হয়, তদ্বিষয়ে আপনারা বিশেষ চেষ্টা করুন। এ সকল কার্য্যে পরিণত হইলে ভারতে ইংরাজশাসন তিরোহিত হইয়া ভারতীয় শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে। বোধ হয়, ইহাতে অচিরেই চিহ্নিত সিবিল সার্ভিস একেবারে দেশীয়গণ কর্ত্তৃক পরিপূরিত হইবে। সুতরাং কালে দেশের শাসন কার্য্য আর ইংরাজ কিম্বা অন্য কোন ইউরোপীয়হস্তে ন্যস্ত থাকিবে না। দেখুন যে সমস্ত বিচার বিভাগে উন্নতি হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ইউরোপীয় ডিষ্ট্রিক্ট্ অফিসিয়াল গণ। দেশীয়গণের ইহাদের সহিত কোন রূপেই তুলনা হইতে পারে না। ইউরোপীয়গণের পরিবর্ত্তে দেশীয়গণকে বিচারকার্য্যে নিযুক্ত করিলে ভারতে ইংরাজরাজ্যের উন্নতির কথা দূরে থাক ইহার স্থায়িত্ববিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হইবে। যাহা হউক, ঊনবিংশশতাব্দীর সুসভ্য পাশ্চাত্যগণের অভিপ্রায় শ্রবণে আমরা চমৎকৃত হইলাম।

—••—

এরূপ প্রচার ব্যয় সংক্ষেপ সমিতি কোন কোন গবর্ণমেণ্ট বিভাগীয় বেতনের বিষয়ে নিম্নলিখিত রূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এখন যেরূপ বাৎসরিক হিসাবে বেতনের নিয়মিত বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা না হইয়া কর্ম্মচারীরা একেবারেই নির্দ্ধারিত বেতন প্রাপ্ত হইবেন। যাঁহারা এক্ষণে ঐ নির্দ্ধারিত বেতনের অধিক প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহারা ভাতা হিসাবে উক্ত অধিকাংশ প্রাপ্ত হইবেন, কিম্বা ঐ বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়ের অনুরোধে উক্ত পদের সর্ব্বোচ্চ বেতন প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, এবং যাঁহারা উক্ত রূপ নির্দ্ধারিত বেতনের অল্প প্রাপ্ত হইতেছেন তাঁহারা একেবারেই ঐ নির্দ্ধারিত বেতন প্রাপ্ত হইবেন। ইহাতে অনেকেরই আশাভঙ্গ হইবে। বেতন-বৃদ্ধি, অধিক বা অল্পই হউক না কেন, কর্ম্মচারীকে স্ব স্ব কার্য্যে উৎসাহিত, এবং প্রগাঢ়যত্নের সহিত কর্ত্তব্যপ্রতিপালনে অভিনিবেশিত করে। আমরা বলি যদি ব্যয় সংক্ষেপ করিতেই হয়, তাহা হইলে অধুনাপ্রচলিত বেতনপ্রণালী একেবারে পরিবর্ত্তিত না করিয়া অল্প মাত্রায় বেতনের হ্রাস করিলেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

—

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে, শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ ক্ষেত্রের মকদ্দমাতে এত দিনের পর কতক পরিমাণে সুফল লাভ হইয়াছে। শুনিলাম যে, এই মকদ্দমাতে প্রাণদাতার জয়লাভ হই-

য়াছে। নিমন্ত্রণ এক্ষণে রিসিবারের হস্তে যাইবে না। যাহা হউক ধর্ম্মালয়ে যে যথার্থ ধর্ম্মের জয় হইয়াছে, ইহা নিতান্ত সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। ষড়যন্ত্রকারীদিগের দুর্নীতির কোন ফলই হইল না। আমাদিগের ইচ্ছা, যেন এই বিষয়ই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলিয়া স্বীকৃত হয়। এবিষয়ে আর যেন কোন রূপ আন্দোলন না হয়।

বর্দ্ধমান রাজ ইষ্টেট আমাদের বাঙ্গলার প্রধান ঘর। এ ঘরের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে সকলের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মাননীয় এষ্টেট ম্যান্‌স সম্পাদকের সহিত গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। সংপ্রতি মহারাণীর দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধেও এষ্টেট ম্যান্‌স প্রতিবন্ধকতাসূচক প্রবন্ধ লিখিতেছেন, অর্থাৎ এষ্টেট ম্যান্‌স বলেন বনবিহারি বাবুর পুত্রকে দত্তক লইলে বর্দ্ধমানস্থ কেহই সুখী হইবে না ও ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোন কথা আমরা অদ্য উল্লেখ করিব না। কেননা মহারাণীর বৈমাত্র ভ্রাতাকে যদি দত্তক লইতে বাধা না হইল, তবে বনবিহারি বাবুর পুত্রকে দত্তক লইতে কেন বাধা হইবে? আর আমরা বর্দ্ধমান জেলার সদর মফস্বল অনেক স্থল ভ্রমণ করিয়া জানিলাম, বনবিহারি বাবুর পুত্রকে দত্তক দেওয়াতে সাধারণে সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিতেছে; তবে এষ্টেট ম্যান্‌স অসন্তোষের সংবাদ কোথায় পান?

আমরা বিশেষ রূপে অবগত হইলাম, বনবিহারি বাবুর প্রতি সকলেই সন্তুষ্ট। বনবিহারীর প্রজারঞ্জকতা গুণ বিলক্ষণ আছে। বলা বাহুল্য যে মহারাজ আফতাব চাঁদ বনবিহারীকে পছন্দ করিয়া, তাঁহার জীবনকালেই কার্য্যভার অর্পণ করেন। বিশেষ বনবিহারী বিনয়ী, নম্র প্রকৃতি ও ষ্টেটের প্রকৃত হিতৈষী।

সকল পুরাতন ও বনেদি ঘরে সময়ে সময়ে শনির দৃষ্টি হয়। বোধ হয়, বর্দ্ধমানের রাজ ষ্টেটেও আজ কাল তাই ঘটিয়াছে। কেন না অনেকে রাজা মহারাণীর অনাত্মীয় সম্পত্তি বাবাকে পৃথক হয়, এরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করুন ইহা কি ষ্টেটের মঙ্গলজনক? যদিও ইংরাজের কোর্ট অব ওয়ার্ডের নিকট জেলা ভার হইতেছে কিন্তু ষ্টেটতো, সম্পত্তিগুলি আর বুদ্ধা রাজ্ঞীর কর্ত্তৃত্ব থাকিলে ষ্টেট হইতে বাহির হইয়া সম্পত্তিগুলি হস্তান্তর হইবে, তাহা হইলে ষ্টেটের কতদূর সুবিধা হইল, সকলে বিবেচনা করুন। যে বুদ্ধা রাজ্ঞীর সহোদরকে মহারাজ মহাতাপ চাঁদ বিশ্বাস করিতেন না, তিনি বৃদ্ধা মহিষীর একমাত্র সহোদর ভ্রাতা। আবার কতকগুলি অনাত্মীয় বরবার জুটিয়াছেন। রাজ্ঞীর সম্পত্তি হইলে তাঁহার ভ্রাতার লাভ, তাই তিনি নানা চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ইহা যে যুক্তি সঙ্গত নয় আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি।

এবারকার সময় পত্রিকার আকার দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও ভীত হইয়াছি। পত্রিকা খানির মস্তক দেখিতে পাইলাম না। প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠাটী কৃষ্ণবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া শ্বেত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। "সময়ের" অসময় ঈদৃশ আংশিক অঙ্গশূন্যতা দেখিয়া আমাদের মনে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন অঙ্গশূন্যতার আশঙ্কা উপস্থিত হইল। ভরসা করি যে, এ অভাব শীঘ্রই পরিপূরিত হইবে।

কলিকাতা—জুয়া চুরি।

আমরা সকলের মুখেই শুনিতে পাই যে, ইংরাজ রাজত্বে যেরূপ সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে, এরূপ আর কখন হয় নাই ও ভবিষ্যতে যে হইবে তাহারও কোন আশা নাই। কিন্তু ফলে তাহা দেখিতে পাই কই? এই কলিকাতা নগর মধ্যে যে কত শত ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইয়া যাইতেছে, তাহা পুলিশ কর্ম্মচারীরা কিছুই দেখিতেছেন না। আমরা দেখিতে পাই যে, এই সহরের প্রশস্ত রাস্তা এবং রথ্যা পার্শ্বে কোন এক গৃহে কতকগুলি লোক একত্রিত হইয়া নিলাম করিতে থাকে এ নিলামে সহরের লোক প্রায় কেহই যান না। যদি কোন পাড়া গেঁয়ে লোককে এই দুর্ব্বৃত্তগণ দেখিতে পায়, তাহার নিকট যাইয়া যাহাতে কিছু আদায় করিতে পারে তাহার চেষ্টা করে। ঐ দুর্ব্বৃত্তগণের কার্য্য এই যে, কোন অধিক মূল্যের বস্তুকে অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতেছি এইরূপ দেখাইয়া অজ্ঞব্যক্তিদিগকে লুব্ধ করে। পরিশেষে তাহাদিগকে অতি অপদস্থ ও অপমানিত করিয়া উচিত মূল্যের দ্বিগুণ ত্রিগুণ লইয়া থাকে। অল্প কয়েক দিন অতীত হইল শিয়ালদহের নিকট এইরূপ কার্য্য হইয়াছিল। এক জোড়া বিলাতি কাপড় নিলাম হইতেছিল। তাহার দর ৷৵০ আনা বলিয়া ডাকিতেছে। এমন সময় কোন এক বিদেশীয় ব্যক্তি ঐ কাপড়ের সাত আনা দর বলিলেন। বলিবামাত্রই তাঁহার নামে নিলাম সাব্যস্ত হইল। তিনি সাত আনা পয়সা দিয়া কাপড় যোড়াটী চাহিলেন, কিন্তু ঐ দুর্দান্ত পাষণ্ডগণ বলিল "কি বলেন মহাশয়? কেবল সাত আনা নয় দুই টাকা সাত আনা।" শুনিবামাত্র ভদ্র লোক একেবারে অজ্ঞান প্রায়। কিন্তু কি করেন, তাঁহাকে ঐ দরেই ঐ কাপড় লইতে হইল। নতুবা তাঁহার প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিবে। কিন্তু তখন দুর্ব্বলের কৃতান্ত স্বরূপ, প্রবলপ্রতাপের পাদ-পতিত প্রবল-প্রতাপ পুলিশ কর্ম্মচারী কোথা? তিনি দেখিয়া শুনিয়া দুর্ব্বৃত্তগণের দুরভিসন্ধিপরিপূরণ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অন্তর্হিত হইয়াছেন। ভদ্র লোকের মধ্যে কেহই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না, কারণ তাঁহারা জানেন যে, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপে তাঁহাদের কেবল অপমানিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা বলি যে, পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কি নাসারন্ধ্রে সর্ষপ তৈল প্রদান করিয়া সুখনিদ্রা অনুভব করিতেছেন? ইহার কিছু কি প্রতীকার করিবেন না? এরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার যদি রাজপ্রতিনিধির আবাস স্থান, বিশাল ভারতবর্ষের রাজধানী, অভিনব অগণ্য-প্রহরিগণ-রক্ষিত কলিকাতানগরেই হইতে লাগিল, তবে আর এত উদ্যোগ ও আয়াসের প্রয়োজন কি? আমরাই বা কেন অর্থ

ভীষণ কর তারে উৎকণ্ঠিত হই ? যদি করও দিব, আবার জুয়াচোরগণকেও কিছু কিছু দিব, তবে আর আমাদের সংসারধর্ম্মে প্রয়োজন কি ? বলুন না কেন যে, সকলেই স্ব স্ব বিষয়াদি আমাদিগের নামে উৎসৃষ্ট করিয়া জটাধারণ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন কর। তাহা হইলেই সব ক্লেশ দূরীভূত হইবে। আমাদিগের ইচ্ছা যে, যাহাতে এই সমস্ত ভয়ঙ্কর কার্য্য অচিরে দূরীকৃত হইয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগের মহামান্য রক্ষকগণ সচেষ্ট হউন। তাহা হইলেই প্রজাবর্গ সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

—•••—

সার রিভারস্ টমসন্‌কে অভিনন্দন পত্র দিবার বিষয়।

১৭ই মার্চ তারিখে সার রিভারস্ টমসন্‌কে অভিনন্দন পত্র দিবার নিমিত্ত টাউনহলে এক সভা হইয়াছিল। এই সভা প্রধানতঃ এংলো ইণ্ডিয়ান দলের লোকের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে দেশীয় মুসলমান ও বাঙ্গালি অতি অল্প পরিমাণে আসিয়াছিলেন। সার রিভারস্ টমসন্ যেরূপ ব্যক্তি, বোধ হয় ভারতবর্ষে এরূপ স্বপক্ষপাতী ছোট লাট কখনই হয় নাই। কিন্তু তিনি ছোটলাটের পদ পাইবার পূর্ব্বে অতি উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ভারতবর্ষে প্রায় ৩৬ বৎসর আসিয়াছেন। প্রথমতঃ বিলাত হইতে আসিয়াই ইনি বাঁকুড়ার জইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। এবং তদবধি বর্ম্মার চিফ্ কমিশনারের পদপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত এতাবৎ কাল অতিশয় সৎকার্য্য ও বঙ্গ দেশীয় লোকদিগের প্রতি অতিশয় উত্তম ব্যবহার করিতেন, সেই জন্যই ইডেন্ সাহেবের গমনের পর সার রিভারস্ টমসন্‌কে বাঙ্গালাদেশের ছোটলাট করিবার নিমিত্ত আমরা সকলে অনুরোধ করিয়াছিলাম। রিপণ সাহেবও তাঁহাকে সেই জন্যই ঐ পদ দিয়াছিলেন; কিন্তু সার রিভারস্ টমসন্ ছোটলাটের পদ পাইবা মাত্র আর যেন সে রিভারস্ টমসন্ রহিলেন না। যেন অন্য রিভারস্ টমসনের রূপ ধারণ করিলেন। ইনি ছোট লাটের পদ পাইবার পর সমুদয় দেশীয় হিন্দুগণের বিপক্ষে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ইনি সে দিন কৃষ্ণনগর কালেজের বালকদিগের বিষয়ে সম্পূর্ণ দেশীয়লোকদিগের বিপক্ষ হইয়াছিলেন। আর ইলবার্ট বিলের উপর সম্পূর্ণ বিপক্ষতাচরণ করেন। তৎপরে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এমন কি প্রায় ১৫০০ কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত প্রজারা উঁহার বিপক্ষে বড় লাট রিপণের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই এ সভা এংলো ইণ্ডিয়ান্ দলের লোক সমস্ত দ্বারা সংঘটিত, যে কয়েক জন হিন্দু ও মুসলমান ছিলেন তাঁহারা উঁহাদের পরামর্শে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। শুনিলাম ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা নাকি উঁহাকে অভিনন্দন দিবার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সভার প্রধান প্রধান সভ্যের মধ্যে কেবল মহারাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর ছিলেন। কারণ তিনি সার্ রিভারস্ টমসনের অতি প্রিয়তম বন্ধু, কিন্তু মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ও দুর্গাচরণ লাহা ও রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। যদি প্রধান প্রধান সভ্য সকল না রহিলেন তবে কিসের অভিনন্দন পত্র ? যে ব্যক্তি বাঙ্গালাদেশের শাসন কর্ত্তা হইয়া বাঙ্গালীদিগের বিপক্ষ হইলেন এমন ব্যক্তিকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া তাদৃশ যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। এ দেশীয় ব্যক্তিদের অভিনন্দন পত্র যেমন মহামূল্য হইবে এংলোইণ্ডিয়ানদিগের অভিনন্দন পত্র তত বহু মূল্য হইবে না। তাই বলি, ছোটলাট বাহাদুর এদেশীয় ব্যক্তিদিগের আন্তরিক ভক্তি বহু অভিনন্দন প্রাপ্ত হইলে বড়ই সুখকর হইত।

মদ্যপ্রাপ্তির বিশেষ সুবিধা।

আমাদিগের দেশে মদ্যজনিত যে কত ভয়ঙ্কর অমঙ্গল উপস্থিত হইতেছে, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। এই সুরার মোহিনী শক্তিতে কত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ একেবারে উৎসন্ন হইতেছেন। কত শত যুবক অকালে কাল কবলে পতিত হইয়া মাতা পিতা প্রভৃতি স্বজন বর্গের অনন্ত শোকের নিদান হইতেছে। কত শত অবলাগণ চিরবৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। অধিক কি, বলিতে গেলে, প্রায় সমস্ত অনিষ্টেরই সুরা একমাত্র কারণ। কিন্তু এই মহা বিষের প্রচলন দিন দিন আমাদিগের দেশে অধিক বিস্তার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এমন দেশে নাই, যেখানে কোন না কোন মদ্যবিক্রয়স্থান লক্ষিত হইবে না। অতিসামান্যগ্রামেও এক খানি মদ্যের দোকান দৃষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি, হয়ত ঐ পল্লীগ্রামে সুবিধা মত দৈনিক আহারীয় দ্রব্যাদিও পাওয়া যায় না, কিন্তু শৌণ্ডিকালয়ের বিশেষ সমৃদ্ধি দৃষ্ট হইবে। ইহার কারণ কি ? ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল এই যে, এ ব্যবসায়ে যাদৃশ লাভ হইবার সম্ভাবনা এরূপ আর কিছুতেই হইতে পারে না। এই ব্যবসায়ে গবর্ণমেণ্টেরও বিশেষ লাভ এবং বিক্রেতাদিগেরও বিশেষ লাভ, সুতরাং এ ব্যবসায়ের যে সমধিক উন্নতি হইবে তাহার আর সন্দেহ কি ? আবার দেখিতেছি যে, গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্রই খোলা ভাটী প্রচলনের প্রস্তাব করিতেছেন। তাহা হইলে যে কি ভয়ানক পরিণাম হইবে তাহা বলা দুঃসাধ্য। গবর্ণমেণ্ট কি একেবারেই অর্থপিপাসু হইয়া প্রজাবর্গের ভয়ানক অমঙ্গলকর বিষয় প্রবর্ত্তনে ও সঙ্কুচিত হইবেন না ? রাজস্ববৃদ্ধিই কি রাজার একমাত্র উদ্দেশ্য ? প্রজাদিগের হিত সাধন কি ধার্ম্মিক রাজার লক্ষ্য নয় ? প্রকৃতিরঞ্জনই রাজার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; অন্যান্য বিষয় গৌণ, ও প্রাসঙ্গিক রূপে পরিগণিত হইবে। কিন্তু আমরা অধুনা সে সমস্ত বিষয়ের একেবারেই বৈপরীত্য দেখিতেছি, আমরা শুনিতেছি যে, হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া গ্রামে খোলা ভাঁটি প্রবর্ত্তিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। এ প্রস্তাবে তত্রস্থ এবং তন্নিকটবর্ত্তিস্থানবাসী সকলেই একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া গবর্ণমেণ্টসমীপে প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু তাহাদিগের এ প্রয়াসে কি ফল হয়, তাহা বলা যায় না। কয়েক দিন অতীত হইল, উলুবেড়িয়া সবডিভিজনের অধিবাসী এবং দিবাসিগণ একত্রিত হইয়া মহামান্য ছোটলাটের

মে্যে যে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে মহামান্য শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর নানাস্থানীয় সভা সমূহ প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহার কোন এক মহোদয় ইংরাজ বাহাদুরগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মাধ্বীক মিশ্রিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা অতীব আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইলাম। তিনি বলিয়াছেন যে "ভারত মহিলাগণ ইংলণ্ড মহিলা গণের নিকট সতীত্ব শিক্ষা করিতেছে"। এই অলোকসামান্য সিদ্ধান্তের আমরা দুই প্রকার হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারি। হয় বক্তার এবিষয়ে বিশেষ অনভিজ্ঞতা অথবা ইংরাজদিগের একান্ত তোষামোদিত্ব। আমরা বলি, যদি তোষামোদ করিতেই হইবে, তবে অন্য কোনরূপ বিষয় উল্লেখ করিয়া উক্ত কার্য্য সমাধা করিলেই ত ভাল হইত। ভারতের অমূল্য রত্ন স্বর্গীয় তেজঃস্বরূপ এ অধোদ্ধবী সতীত্ব প্রণালীকে পদদলিত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি যদি জানিয়া শুনিয়া এরূপ নির্ব্বিকতাহীন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার এ পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। কিন্তু যদি তিনি এ বিষয়ে বিশেষ অনভিজ্ঞ হও য়াতে এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থায় সকলেই তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশে যথার্থ বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাপিত করিবেন সন্দেহ নাই। ভারত একণে যদিও নানা কারণ বশতঃ দৈহিক তেজঃশূন্য হইয়াছে, তথাপি সে প্রাচীন অলৌকিক মানসিক উৎকর্ষের কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। পার্থিব সকল বস্তুই দেখিতে পাই কিছু না কিছু আকরের গুণ ধারণ করিয়া থাকে। কোন কবি বলেন যে,

"আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ"

অর্থাৎ পদ্মরাগমণির খনিতে কখনই কাচের উৎপত্তি হইতে পারে না। তবে ইহাও আমাদিগের বিশ্বাস যে, যদি আর কিছুদিন ঈদৃশ পাশ্চাত্য সংসর্গ হেতু ভারতবাসিগণ বিদেশীয় রীতিনীতি শাকল্যে অনুকরণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে সুতরাং সে সনাতন আচার ব্যবহার অচিরেই এ দুর্ভাগ্য ভারতীয়গণকে ত্যাগ করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তা বলে এখনও যে ভারতসতীর আদর্শ জন্য পাশ্চাত্যসতীদের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইবে, তাহা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। আমরা অতি গর্ব্বের সহিত বলিতে পারি যে, সতীত্ব বিষয়ক ঈদৃশ উন্নত ও অনুকরণীয় প্রথা আর কোথাও নাই। ভারতসতীগণ নিজ সতীত্ব অক্ষত রাখিবার জন্য পার্থিব সুখসম্ভোগে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছেন; এমন কি অতি দুর্লভ জীবনকেও তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। বোধ হয়, এ বিষয়ে অধিক উদাহরণ [illegible] নাই। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। ইহাদিগের সতীত্ব তেজে মনুষ্য কি, দেবতারাও ভীত হইতেন। ঐ প্রাচীন কালের কথা দূরে থাক, যখন অতি নিকৃষ্টচরিত্র দুর্দ্দান্ত পাশব বৃত্তিপূর্ণ নরপিশাচ মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করিয়া ভারতীয় মহিলাগণের সতীত্ব নাশে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তাঁহারা প্রজ্বলিত চিতানলে এ নশ্বর পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য ধামে গমন করতঃ অনন্ত কাল অমর ভাবে সকলের নিকটেই আদরণীয় হইয়াছেন।

দেখ এ বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র কিরূপ আদেশ করিতেছেন "আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা"। অর্থাৎ যে স্ত্রী স্বামী পীড়িত হইলে পীড়িতা, আনন্দিত হইলে আনন্দিতা, বিদেশস্থ হইলে অতি মলিনা ও ক্ষীণা হন এবং পতির মৃত্যুতে সহমৃতা তিনিই সাধ্বী ও পতিব্রতা। হেন এমন বিধি আর কোন দেশে আছে? পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের স্বামীই একমাত্র পূজ্য দেবতা স্বরূপ, এই জন্য ভারতে স্ত্রীলোকদিগকে পতিদেবতা পতিব্রতা প্রভৃতি শব্দ বিশেষণদ্বারা অলঙ্কৃত করা হইয়া থাকে। যখন প্রবলপ্রতাপ বেণ্টিক বাহাদুরের সময়ে এই সহমরণপ্রথা বলপূর্ব্বক ভারত ভূমি হইতে অপনীত হইয়াছিল, তদবধি ভারতীয় সতীগণকে স্বজীবিত রক্ষা, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে ও স্বামীর মৃত্যুর পর অতিকষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। এরূপও শুনাযায় যে স্বামীর মৃত্যুদিবসে অথবা দুই চারি দিন পরেই ভার্য্যা মৃতা হইয়াছেন। যদিও সতীগণ স্বামি বিরহিত হইয়াও জীবিতা থাকিতে বাধ্য হন, তথাপি সে জীবন মরণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পার্থিব সমস্ত বিলাসাদি পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সেবা করতঃ যাহাতে পতিলোকে অচিরে গমন করিতে পারেন, তাহাই তখন তাঁহাদিগের একমাত্র ধর্ম্ম ও উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। এরূপ প্রথা অতি বহুকাল হইতেই ভারতভূমিতে প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু অধুনাতন কোন কোন মহাত্মারা স্বীয় প্রবলতর্কশক্তিবলে এই নির্দ্দিষ্ট প্রচলিত স্বর্গীয় ব্রহ্মচর্য্য প্রথা বিধবাদিগকে দূরীভূত করিয়া পার্থিব পরম স্ফূর্ত্তির উৎসাহ দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সে আশা নিশ্চয়ই বিফল হইবে। হিমাচল সদৃশ অচল এ সনাতন ভারতীয় প্রথা কি সামান্য অদূরদর্শি, অদীর্ঘ-বুদ্ধি-পরিচালিত তর্ক দ্বারা কর্ত্তৃক উৎপাটিত হইতে পারে? কখনই ইহা সম্ভব নহে। তবে বহুকাল সংসর্গে কিছু বিকার উপস্থিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু এ বিকার যাহাতে শীঘ্র প্রাপ্তিক হয়, তদ্বিষয়ে সকলেরই যত্নবান হওয়া [illegible] অতএব পদ্মরাগ মণিকে কাচের অনুকরণ করিতে বলা নিতান্ত অন্যায় ও শোচনীয় সন্দেহ নাই। ভারতীয় সতীত্বকে পাশ্চাত্য সতীত্ব সহ তুলনা করাই অতিহাস্যোদ্দীপক; তাহার পর আবার ভারতসতীর অনুকারী ও পাশ্চাত্য সতীত্ব অনুকরণীয়, ইহা বলা যে উন্মত্ত প্রলাপ তাহা কে না মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবে? ভারতে পতি ভার্য্যার দেবতা, বিলাতে ভার্য্যা পতির দেবতা; ভারতে পতি উপাস্য, বিলাতে ভার্য্যা উপাস্য; ভারতে পতি সেবা, বিলাতে ভার্য্যা সেবা; আর অধিক কি বলিব, ভারত এবং বিলাত উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সদৃশ বিপরীত হইলেও ইহাদিগকে শিষ্য শিক্ষক রূপে কল্পনা ও সিদ্ধান্ত করা কতদূর ভয়ঙ্কর, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু পাশ্চাত্য সতীত্ব বিষয়ে রেনল্ডস্ সাহেব যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা যদি যথার্থ হয়, তাহলে আর কিছুই বিশেষ বলিতে হইবে না। আলস্য পরিত্যাগে উক্ত পুস্তকের দুই এক পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই বিষয় বিশদ রূপে অবগত হইবে। যাহা হউক, বক্তা যেন আর এরূপ ভাব প্রকাশ না করেন, ইহা আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়।

সমালোচনা

ভারত কামিনী। প্রথম খণ্ড। কবিরাজ শ্রীদুর্গাচরণ দাস গুপ্ত প্রণীত। ইহাতে রমণী দিগের কুমারীকালে পিতৃগৃহে শিক্ষণীয়তা এবং বধূ কালে শ্বশুরালয়ে প্রতিপালনীয়তাবিষয়ক কতিপয় সুনীতি অতি প্রাঞ্জলভাষায় লিখিত হইয়াছে। আজ কাল স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ নিয়মে শিক্ষা দান করা হয়, তাহাতে বিলাসিতা, স্বার্থপরতা, বিদ্যাভিমানিতা প্রভৃতি অসদ্গুণের বৃদ্ধি এবং লজ্জা, পবিত্রতা, পতিপরায়ণতা প্রভৃতি স্ত্রীজনোচিত সদ্গুণের হ্রাস হইয়া থাকে। এই পুস্তকখানি পাঠ্য নির্দ্ধারিত হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি অনেক পরিমাণে সংশোধিত হইতে পারে। আমরা প্রত্যেক বঙ্গবালিকার হাতে ক্রীড়া পুতুলের ন্যায় এক এক খানি ভারত কামিনী দেখিলে সুখী হইব।

পারিতেছি না, চৌর ভয়ে রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারি না, ইহা নিতান্ত বিস্ময় ও আক্ষেপের বিষয়। রাণাঘাট সব ডিবিজনের মফঃস্বলের কথা দূরে থাকুক, লোকে নিজ হেড কোয়াটার রাণাঘাটেই রজনীতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেছে না। আমরা গত সপ্তাহে লিখিয়াছিলাম, "সংপ্রতি রাণাঘাট সব ডিবিজনের স্থানে স্থানে চুরির সংবাদ শুনা যাইতেছে। অন্য স্থানের কথা দূরে যাউক খাস রাণাঘাট সহরের ভিতরই রীতিমত সিঁদচুরি হইতেছে। আমাদিগের প্রবল ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আমলে চুরির কথা শুনিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হই॥" অদ্য কয়েক দিবস গত হইল আবার কয়েকটী চুরি হইয়া গিয়াছে। চোরে অত্রত্য রামলাল পোদ্দারের অষ্টমবর্ষীয় মন্মথ নামক পুত্রের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক পরিধেয় হইতে সোণার অনন্ত কাড়িয়া লইয়াছে। আবার গত পূর্ব্ব শনিবার রাত্রিতে এখানকার গোলাপী নাম্নী একটী মুসলমান বেশ্যার ঘরের দ্বারের কনকাট খুলিয়া চোরে ১৫০ দেড় শত টাকা নগদ, ৩ তিন ভরি সোনা, একটী সোনার নথ ও বস্ত্রাদি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে!!! স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ এই চুরির এ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারেন নাই। পারিবেন যে, তাহারও কোন ভরসা নাই। জিজ্ঞাসা করি, ইতি পূর্ব্বে মালিপোঁতার পোষ্ট অফিস হইতে আইরেন চেষ্ট সমেত ২৮৫ টাকা নগদ ও ১৩ টাকার টিকিটের যে চুরি হইয়াছিল, স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরা বা পুলিশে তাহার কি কিনারা করিয়াছেন? তাই বলিতেছি, ইহাঁরা মনে মনে যে অহঙ্কার করিয়া থাকেন যে, আমরা সবডিবিজান শাসন করিয়াছি, তাহা কেবল কাগজ কলমে—কাজে নহে।

৩। অদ্য মাননীয় কমিসনর সাহেব সবডিবিজন, মিউনিসিপাল আপিস, জেল পরিদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু পরিদর্শনের ফল আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। কিন্তু অত্রত্য বালক ও বালিকা বিদ্যালয় এবং দাতব্য চিকিৎসালয় পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়া গিয়াছেন। অত্রত্য স্বদেশহিতৈষী জমীদার মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ার ম্যান শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর সহিত জুবিলী উপলক্ষে এখানে শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে [illegible] অনেক কথা হইয়াছে। ঐ বিষয়ে সাহেব বাহাদুর যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। অত্রত্য উচ্চ শ্রেণির ইংরেজী বিদ্যালয় ৮ আট বৎসর পূর্ব্বে এখানকার মধ্য শ্রেণির বঙ্গ বিদ্যালয়ের সহিত মিলিত হইয়াছিল। ঐ মিলনের ফলে এই দীর্ঘকাল যাবৎ স্কুলটী সর্ব্বাংশে উন্নতি লাভ করিয়া আসিয়াছে। প্রেসিডেন্সি বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর মিঃ গ্যারেট সাহেব এই মিলনের প্রবর্ত্তয়িতা। রাণাঘাট স্কুলে এই নূতন প্রণালীর শুভ ফল দেখিয়া যশোহর, বারাসত, টাকী, বারাকপুর প্রভৃতির বড় বড় গবর্ণমেণ্ট স্কুলে এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ সকল বিদ্যালয় ও এই অভিনব প্রণালীর গুণে ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়া আসিতেছে এবং সংপ্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন সেলর মহামতি ডাক্তার হণ্টার মহোদয় সিণ্ডিকেটের একটী অধিবেশনে বঙ্গ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা সকলের মধ্যে পুনরায় বঙ্গ সাহিত্য পাঠনার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, রাণাঘাটের কতিপয় অদূরদর্শী অর্দ্ধশিক্ষিত যুবক, ইংরেজী স্কুলের বালকগণ বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়া "নষ্ট হইয়া যাইতেছে" বলিয়া বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান পাঠনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন বাসনায় শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর বাহাদুর সমীপে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ আবেদন পত্রে যদি ও অনেকের স্বাক্ষর আছে তাহা কিছু মাত্র বিস্ময়ের বিষয় নহে। কেননা সেই স্বাক্ষরকারীগণের অধিকাংশই গড্ডলিকাপ্রবাহ পতিত। তবে অধিকতর দুঃখ ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী মহাশয় ঐ আবেদন পত্রের সহিত যে মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছেন তাহা বিদ্যালয়ের নূতন সংস্কারপ্রার্থিগণের মতপক্ষপাতী। এখন আমরা অভিজ্ঞতম সুচতুর শ্রীমান ক্রফট্ বাহাদুরের উপযুক্ত আদেশ প্রতীক্ষায় রহিলাম। তিনি এমত গুরুতর বিষয়ের কিরূপ মীমাংসা করেন আমরা তাহা পরে লিখিব।

ঘাটাল।

মহাত্মা লর্ড রিপন বাহাদুর ভারতবাসিগণের হিতকামনায় স্বায়ত্ত শাসন প্রণালীর প্রথা প্রচলিত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, কিন্তু স্থানীয় লোক্যাল বোর্ডের দ্বারা স্থানীয় প্রজাসমূহের যে কতদূর ইষ্ট সিদ্ধি হইবে অদ্যাপি তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ঘাটাল মহকুমা একটী প্রধান স্থান। এ মহকুমায় অনেক কৃতবিদ্য, ধনী, মিথ্যী, সম্ভ্রান্ত, ও অসম্ভ্রান্ত, বহুতর লোকের বসতি আছে। চন্দ্রকোনা, দাসপুর ও ঘাটাল এই তিন থানায় ঘাটাল মহকুমা বিভক্ত। গত ভাদ্র মাসে চন্দ্রকোণা ঘাটাল দাসপুর এই তিন থানার ঘাটাল লোক্যাল বোর্ডের মেম্বরনির্ব্বাচনকার্য্য সমাধা জন্য স্থানীয় ভোটারদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল। মফস্বলবাসী প্রজাগণ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই আহ্লাদ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় এলাকাধীন থানায় উপস্থিত হইয়াছিল। প্রজাগণ কর্ত্তৃক ১২ জন মেম্বর নির্ব্বাচিত হয় পরে গবর্ণমেণ্ট হইতে ৬ জন মেম্বর নির্ণীত হইয়াছে। ঐ সকল মেম্বরগণ কর্ত্তৃক অনেক তর্ক বিতর্কের পর চিয়ারম্যান ও ভাইস চিয়ারম্যান মনোনীত হন, মেম্বর নির্ব্বাচন কালে প্রতি থানায় অনেক ধুমধাম হইয়াছিল। তদ্দৃষ্টে স্থানীয় প্রজা সকল আশা করিয়াছিল, মহকুমা পতি রাজকার্য্যের বাহুল্য প্রযুক্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত। ইহার দ্বারা যে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হইত, এক্ষণে তাহা দেশীয় ১৮ জন মহাত্মাদের হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় দেশের আশু নানা প্রকার শ্রীবৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ "পথ ঘাট সংস্করণ ও যে স্থলে নূতন সেতু প্রস্তুত আবশ্যক তাহা হইবে। যে পল্লীতে বিদ্যালয়ের অভাব ও যে গ্রামে চিকিৎসালয়ের অভাব, তাহা মোচন করিবেন"। প্রায় ৬।৭ মাস অতীত হইতে যায়, স্থানীয় প্রজাসমূহ ঘাটাল লোক্যাল বোর্ডের দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ কোন ফল লাভ হইল না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ডেঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু হরিমোহন সেন; বাবু রত্নাকর চট্টোপাধ্যায়, মৌলবী ফজলল করিম মহোদয় কর্ত্তৃক রোডশেষ ফণ্ড হইতে যে গ্রাম্য পথ গুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল, অদ্যাপি ঐ সকল পথগুলির সংস্করণ অর্থাৎ মেরামৎ হইল না। গতবর্ষীয় ঐ সকল পথের মধ্যে অনেক স্থান ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। সাধারণের গতিবিধির বিলক্ষণ অসুবিধা হইয়াছে। তাহা সংস্কার হওয়া দূরে থাক, যাহা ছিল তাহার মধ্যে কোন কোন স্থানে পথের উভয় পার্শ্ব ছাটিয়া জমির সামীল হইতেছে। কার্য্য মধ্যে পথের ওভারসিয়ার বাবু মধু সূদন সিংহ পথ সকলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। মধু বাবু মহকুমাস্থ সাধারণের সমাদরের পাত্র হইয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব ডেঃ মাজিষ্ট্রেট মৌলবী ফজলল করিম

বর্ষাদিগের গমনাগমনের পথ কাটিয়া জমির সামীল করিলে ওভারসিয়র মধু বাবু রিপোর্ট করিয়া ফৌজদারীতে পথ কাটার মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়া দেওয়াইয়াছেন, ইত্যাদি কারণে কেহ যাতায়াতের গতিবিধির পথের উভয় পার্শ্ব কাটিয়া জমির অন্তর্গত করিতে না। এক্ষণে শুনিতে পাই ওভারসিয়র মধু বাবু পূর্ব্বের মত ডেঃ মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু ফৌজদারী বিচার আদালতে আসিলে উহারা লোক্যাল বোর্ডের নিকট আবেদন করিয়া ফৌজদারী হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লোক্যাল বোর্ডে আনয়ন করিয়াছে। পথের তত্ত্বাবধায়ক মধু বাবু লোক্যাল বোর্ডের আদর্শ পত্র পাইয়া মফস্বলে পুনর্ব্বার আসিয়া বাদী ও প্রতিবাদীর জবানবন্দী ও উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া যাহা লোকাল বোর্ডে অর্পণ করিয়াছেন অদ্যাপি লোক্যাল বোর্ড হইতে তাহার নিষ্পত্তির কোন হুকুম সংবাদ অবগত হইতে না পারায় বিলক্ষণ উৎসুক আছেন। পরম্পরায় শুনা যায় লোকাল বোর্ড ওভারসিয়ারের তদন্তের কাগজ গুলি চাপিয়া রাখিয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহারই বা কারণ কি? একারণ অনেকেই বলিয়া থাকেন ডেঃ মাজিষ্ট্রেটের হস্তে এ সকল ভার ন্যস্ত থাকায় সাধারণের মঙ্গল ছিল। অনেক স্থানে রোডসেশ ফণ্ড হইতে নির্ম্মিত গ্রাম্য পথের উপর গোরু সকল খোঁটা পুতিয়া বন্ধন করে, তাহাতে সাধারণের গতি বিধির বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে কোন কোন স্থলে পথের সন্নিহিত বাসীরা সাধারণ গোমনুষ্যাদির গতিরোধ করিয়া থাকে। তবে রোডশেষ ফণ্ড হইতে অনর্থক অর্থব্যয় করিবার কারণ কি? বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিলাম যে নিরপেক্ষ ভদ্রলোক ওভারসিয়ার মধু বাবু এ সকল বিষয় লোকাল বোর্ডের মেম্বরবাবুদের গোচর করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, লোক্যাল বোর্ডের মেম্বর বাবুরা অদ্যাপি কিছু করেন নাই। সাধারণ রাস্তার উভয় পার্শ্বে মল মূত্র পরিপূর্ণ, কোন কোন স্থলে পচা দুর্গন্ধ ময় জলাশয় থাকায় সাধারণের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হইতেছে। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুরা মফস্বল পর্যটন কালে এ সকল আবশ্যকীয় স্থানে বিশেষ দৃষ্টি করিতেন। কোথাও নূতন পথের আবশ্যক হইলে পূর্ব্বতন ডেঃ মেজিষ্ট্রেটেরা স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইতেন, ঘাটাল লোক্যাল বোর্ডের মেম্বরগণ প্রভৃতির তো মফস্বল পর্যটন করিতে দেখি না যে, বিশেষ করিয়া [illegible] নিরীক্ষণ করিবেন। বিশেষতঃ লোক্যাল বোর্ডের মেম্বর প্রভৃতির ত বারবরদারীর ব্যবস্থা নাই। থাকিলেও বা কেহ কেহ ইদিক উদিক করিয়া বেড়াইতেন। সম্প্রতি মফস্বলবাসী অনেকে বলিয়া থাকেন যে, অনেকের হস্তে এ সকল ভার অর্পিত হওয়ায় সাধারণের অনেক অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা। ইহা অপেক্ষা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের বা মহকুমাপতির হস্তে অর্পিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এ সকল কার্য্য মেম্বরদিগের [illegible]কের প্রতি অংশ করিয়া দিলে অধিক উপকার দর্শিতে পারে। এবং এই সকল কারণেই মহাত্মা লর্ড রিপণ বাহাদুর এই স্বায়ত্ত-শাসন প্রণালীর উদ্ভাবন করেন, ও মহাত্মা লর্ড ডফরিণ বাহাদুর স্বায়ত্ত শাসন প্রণালীকে বিধিবদ্ধ করিয়া লোক্যাল বোর্ড ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। অতএব সাধারণের অভিপ্রায়, লোক্যাল বোর্ডের মেম্বরগণ প্রত্যেকে স্ব স্ব স্থান ভাগ করিয়া লইয়া মফস্বল পর্যটন করেন, ও লোক্যাল বোর্ড সকলে সমবেত হইয়া ঐসকল পর্য্যটনাদি কার্য্যের সমালোচনাদি করিয়া স্ব স্ব গুণের পরিচয় প্রদান করেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা, সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵৹ আনা, তাহার পর /৹ আনা। ইংরাজী অক্ষরে প্রকাশ হইলে ৷/৹ পয়সা করিয়া লাইন প্রতি ধার্য্য হইবে।

যেসকল কর্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদিগের নিকট আসিবে, তাহা প্রথম একবার বিনামূল্যে প্রচারিত হইবে। তাহার পর নিয়মানুসারে মূল্য লওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

সমর্থপক্ষে সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০৲ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য ডাক মাশুল সমেত ৬৷৹ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ৪৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর নামে নোট, হুণ্ডি বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কোন প্রকার রসিদ ষ্ট্যাম্প বা ডাক টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর /৹ এক আনা দিতে হইবে। কেবল ইংরাজী অক্ষরে প্রতি বার ৵১০ পয়সা করিয়া লাইন ধরা হইবে।

প্রেরিত, সংবাদদাতা, গ্রহণকারীরপত্র ও প্রাপ্ত প্রভৃতি যেসকল বিষয় নানা স্থান হইতে প্রকাশ জন্য আইসে তাহার মতামত বা কোনটী আইন বিরুদ্ধ বা সঙ্গত এবং সত্য মিথ্যা বিবেচনা বিষয়ে সম্পাদক, প্রিণ্টার বা প্রপ্রাইটার দায়ী নহেন।

এই পত্র ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

৩১ শ ভাগ। [illegible] [illegible] সংখ্যা।

১২৯৪ সাল। ২২এ চৈত্র। ইং ১৮৮৭। ৪ঠা এপ্রেল।

[illegible] মূল্য [illegible] ১০ টাকা [illegible]

বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশ এজেন্সি।

আজ কাল সকল বিষয়েই ব্যবসা দারির বাড়াবাড়ি হইয়াছে, একারণ কোন রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সহসা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বাসনা হয় না। আমার কর্ত্তব্য বিষয় সাধারণ্যে প্রচার না করিলে লোকে জানিতেও পারেন না। তজ্জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশে বাধ্য হইলাম।

বলা বাহুল্য, সোমপ্রকাশ বিস্তৃতভাবে দেশ মধ্যে পরিচিত। ক্রমে সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ের ব্যয় আধিক্য হইতেছে। ব্যয়াধিক্য পরিপূরণ বাসনায় অত্র কার্য্যালয় হইতে একটী এজেন্সী; বিভাগ খোলা হইল। আমাদের সহিত দেশীয় রাজা জমীদার মহোদয়দিগের সহিত সম্বন্ধ আছে, তদ্ভিন্ন সাধারণ্যে এখন হইতে যে কোন কার্য্যের প্রয়োজন হইবে অর্থাৎ দ্রব্যাদি [illegible] বিক্রয়, বাটী বা [illegible] খরিদ বিক্রয়, কোন রূপ ছাপার কার্য্য, মহাজনী দ্রব্য খরিদ বিক্রয়; আমরা সমুদায় করিতে প্রস্তুত আছি। যেরূপ কার্য্য হইবে, কার্য্য বিবেচনায় মূল্য যাহা অপেক্ষা অল্প কমিশনে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। খরিদ করিয়া দ্রব্য পাঠাইতে হইলে আন্দাজ মত টাকা সহ আমাদের কার্য্যালয়ের ঠিকানায় এজেন্সী বিভাগের অধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে, অবিলম্বে দ্রব্যাদি খরিদ পূর্ব্বক পাঠান যাইবে।

কোন গুরুতর কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের সহকারীর নিকটস্থ হইয়া বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী।
এজেন্সী বিভাগের অধ্যক্ষ।

-০০০-

এখন হইতে কোন রূপ কথা বার্ত্তা বা সোমপ্রকাশের মূল্য দিবার জন্য সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে যাইবার আবশ্যক নাই। নিম্নের ঠিকানায় সোমপ্রকাশ আফিসে আসিলেই সমুদয় কার্য্য শেষ হইবে।

আজ কাল সোমপ্রকাশ প্রেসে সকল প্রকার জব ওয়ার্ক ও পুস্তক মুদ্রণ কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে সম্পন্ন হইতেছে। চেক, দাখিলা, চিঠি, লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি যাবতীয় বিষয় ইংরাজি বাঙ্গালা নানাপ্রকার নূতন অক্ষর, বর্ডার, ও নক্সা প্রস্তুত আছে। সমুদায় আবশ্যকীয় কার্য্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে সোমপ্রকাশ কস্মে কখনই প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা হয় নাই ও হইবে না, অতএব সাধারণে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাদিগের হস্তে সকল প্রকার কার্য্য অর্পণ করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধীয় সমুদায় চিঠি পত্র টাকা মণিঅর্ডার আদি সকলে আমার নামে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাইবেন। অপরের নামে পাঠাইবার আবশ্যক নাই, তাহাতে আমার হস্তগত না হইতে পারে। এ বিষয়ে যেন সকলের বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়, ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন—কলিকাতা।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ।

স্বপ্নে প্রদত্ত অতি আশ্চর্য্য দৈব ঔষধ।

নাসা, অর্শ, নাড়ী ও পুরাতন জ্বর প্রভৃতি রোগের এই মহৎ ঔষধি প্রয়োগ করিয়া সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করিতেছে। পুনার [illegible] [illegible] প্যাকিং ও ডাকমাশুল [illegible] ঠিকানা [illegible] বাগ [illegible] রোড চাইনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

রাজপুর মিউনিসিপালিটীর ঔষধালয়।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়!

এই জুবিলীর মহোৎসবের সময় ভারতবর্ষের সকল স্থানে সকল সম্প্রদায়ের লোক উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিয়া নানা প্রকার স্থায়িকীর্ত্তি সকল সংস্থাপিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমাদের সুশিক্ষিত পল্লিস্থ মিউনিসিপালিটির দ্বারা যেরূপ স্থায়িকীর্ত্তি সংস্থাপিত হইল, অদ্য সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম; আশা করি, বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় গরীবের এই পত্র খানি প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রথমতঃ। রাজপুর মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত হরিনাভি ওয়ার্ড মধ্যে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী দাতব্য ঔষধালয় সংস্থাপিত হয়। তদনন্তর মিউনিসিপালিটি যখন উন্নত অবস্থায় পদার্পণ করেন, সেই সময় হইতে মিউনিসিপ্যাল কমিশনর মহোদয়দিগের হস্তে ঔষধালয়ের ব্যয়ভার ও তত্ত্বাবধারণের কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত হয়। অপিচ ইহার কার্য্যও অতি সুশৃঙ্খলরূপে চলিতে ছিল, এমন কি আমরা গৌরবের সহিত বলিতে পারি যে, ২৪ পরগণার মধ্যে যতগুলি দাতব্য ঔষধালয় আছে, কোনটীই ইহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। তাহার কারণ, উক্ত ঔষধালয়ের সুযোগ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র রায় মহাশয় রোগীদিগের বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতেন এবং মূল্যবান্ ঔষধ সকলও আনীত হইত। আমরা গবর্ণমেণ্ট পরিদর্শকের অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি যে, দাতব্য চিকিৎসালয়ের মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ও চিকিৎসাপ্রণালী সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, এমন কি, প্রত্যহ প্রায় ১০০।১৫০ রোগীকে চিকিৎসা করান হয়।

সম্পাদক মহাশয়! আপনি ও আপনার পাঠকেরা সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন যে, পল্লিগ্রামস্থ অধিকাংশ প্রজা নিঃস্ব, সেই জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা বিনা কতশত লোক কালকবলিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই ঔষধালয়টীতে যে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা হউক একণে আমাদের গৌরবের ও [illegible] মূলে [illegible] উপক্রম হইতেছে। [illegible] মিউনিসিপালিটী এই ব্যয় [illegible] হইয়াছেন যে, [illegible] ক্রমশ ঔষধালয়টীর [illegible]। বিনা কোন কাজে খরচ করাইবার প্রয়াস পান না; তাঁহারা একটুও বিবেচনা করিয়া দেখিলেন না যে, অল্প ব্যয়ে ইহা চালিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আরও অল্প ব্যয় কি রূপে সংসাধিত হইবে? তাহা আমাদের চর্ম্ম চক্ষের অতীত। সাধারণ গরিব প্রজার স্বাস্থ্যের উপর দেশের অনেক মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। যাহাদিগের এক কপর্দ্দকও সম্বল নাই, তাহারা যাহাতে কঠিন কঠিন পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করে, সে বিষয়ে সাধারণের মন যাহাতে আকর্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে বিহিত প্রয়াস পাওয়া অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। যদ্যপি আমাদের শরীর ভাল না রহিল, তবে আমাদের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন কি? আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন ও তাহার উৎকর্ষবিধানের জন্য মিউনিসিপালটির ফণ্ড হইতে টাকা ব্যয় করা ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগকে নীরোগী করা, উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী বিশেষ আবশ্যক বোধ হয়?

সে যাহা হউক, মিউনিসিপালিটীর ডাক্তারের বেতন প্রথমতঃ ৩৫, তৎপরে ৩০, তারপর ২৫, অবশেষে একণে ২০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে কি তাঁহারা উপযুক্ত ভাল ডাক্তার পাইবেন আশা করেন? কারণ, অল্প বেতনে ভাল লোক পাওয়া বড়ই সুকঠিন। এ বিষয় সাধারণে বিবেচনা করিলে অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমরা বোধ করি, ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য ডাক্তার বাবু কখনও অল্প বেতনে কার্য্য করিতে রাজি হইবেন না; সুতরাং যে এক জন নূতন ডাক্তার আসিবেন তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। এরূপ অল্প বেতনে ভাল ডাক্তার পাওয়া সুদূর পরাহত। ফলতঃ মিউনিসিপালিটী যদি একান্ত ব্যয় ভারে বিব্রত হইয়া থাকেন, তবে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি ঠিকাদারকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিবার ব্যয় ভার লাঘবের চেষ্টা করুন।

দ্বিতীয়তঃ। গত মাসে যে, মাসিক সভা হয় তাহাতে কোন কোন সুযোগ্য কমিশনর মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যয়ভার লাঘব করিবার জন্য আর একটী নূতন বন্দোবস্ত করিলে হয় এই যে, [illegible] সীমার বহিভূত (অর্থাৎ [illegible] মিউনিসিপালিটিকে কর দেয় না) এই [illegible] যদি কেহ এই ঔষধালয়ে ঔষধ [illegible] আইসেন তাহাদিগকে চিকিৎসা করা কিংবা ঔষধ বিতরণ করা হইবে না, তাহা হইলে মিউনিসিপালিটীর ব্যয় অনেক লাঘব হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহা হউক ইহা অদ্যাপিও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যদ্যপি ইহা কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে মিউনিসিপালিটির কমিশনরদিগের কীর্ত্তি দেশবিখ্যাত হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আপনার বিশ্বস্ত [illegible]।

কোদালিয়া }
৫ই চৈত্র ১২৯৩। } শ্রী[illegible]।

একটী সৎপ্রার্থনা।

আজ আমি ভারতবর্ষের হিন্দু রাজা জমীদার ও সকল শ্রেণীর লোকের নিকটে একটী গুরুতর বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিতে অগ্রসর হইলাম। আশা করি, তাঁহারা আমার এ সৎ প্রার্থনাটী পূরণ করিয়া হিন্দু নামের ও দানশৌণ্ডতার পরিচয় দিবেন। এ বিষয় কেবল আমার ক্ষীণকণ্ঠের স্বরে কতদূর ফল দর্শাইবে তাহা বলিতে অক্ষম। আমি ভরসা করি, এই সৎ কার্য্যটীর অনুকূল বিষয়ে মাননীয় সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় স্বীয় সম্পাদকীয় স্তম্ভে এ বিষয়ে সাহায্য জন্য সকলকে অনুরোধ করিয়া বাধিত করিবেন।

বিগত ৩রা ফাল্গুনের সোমপ্রকাশ পত্রিকার প্রেরিত স্তম্ভে যে রাজসাহীর অন্তর্গত পাঁচুড়িয়া গ্রামের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানীর প্রতিষ্ঠিত "বাঙ্গালা" নামধেয় একটী বৃহৎ সৌধ বাসের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, ঐ চণ্ডীমণ্ডপটী এ স্থানের একটী কীর্ত্তি এবং দেবালয়। উহা প্রস্তুতের পর এ পর্য্যন্ত আর তাহার কোনরূপ সংস্কার না হওয়ায় "বাঙ্গালাটী" এখন একবারে জীর্ণ। উহাতে যেরূপ বৃক্ষাদি উদ্ভিত হইয়াছে তাহাতে সত্বরেই যে রাণী ভবানীর এই বৃহৎ কীর্ত্তিলোপ হইবে, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পাঁচুড়িয়ার ঠাকুর মহাশয়গণের এখন এমত অবস্থা নাই যে, ঐ কীর্ত্তিটী তাঁহারা স্থায়ী রাখেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক

ত্তবাদীর বংশধরগণের অধিকৃত বর্ত্তমানে পোড়-মাটী। এখন দেশের ধনী মহাশয়গণ কৃপা-কটাক্ষ পাতিত না হইলে এই দেবালয়টীর সংস্কার হওয়া অসম্ভব। এই কার্য্যটী সম্পন্ন করিতে আর ৪০০৲ পর্য্যন্ত টাকার আব-শ্যক। এই পরিমাণ টাকা প্রাপ্ত হইতে উর্দ্ধ-সেনা। এখন এই বিষয়ের জন্য দেশের ধনিবর্গের সদ্যেক নিকট সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা এই প্রাচীন কীর্ত্তিটী রক্ষার্থে বদ্ধবান হইবেন। এ বিষয়ে যাঁহারা যে দান করিবেন তৎক্ষণাৎ এই বিজ্ঞাপ্ত সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া ঘোষিত হইবে। সকলে সাহায্যের টাকা পাহুড়িয়ার ঠিকানায় (পাহুড়িয়া, সিংড়া পোষ্ট, রাজসাহী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামে প্রেরণ করিবেন। কিমধিক মিতি।

গত ১৫ই চৈত্রের সোমপ্রকাশে শশিভূষণ মিত্র সাক্ষরিত জনৈক মহাশয় মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের মোক্ষপর্ব্বাধ্যায়ে উদরোদ্ভব দূর্ব্য ও বিষম্না পরমণিতার অবলোকন করা কদাপি বিধেয় নহে, এই সূত্রের ভাব ব্যক্তি জন্য সোম-প্রকাশের পাঠক মণ্ডলী সমীপে লিখিয়া জানা-ইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য বোধহয় সহজেই উদ্ঘাটিত হইতে পারে। উদরোদ্ভব দূর্য্যকিরণে শারীরিক পীড়া জননতা ও বিষম্না পরমণিতার অবলোকনে মানসিক রোগোৎপাদিকা শক্তি সমভাবে বিদ্যমান আছে। বালার্ক সংযোগে বিশেষ রোগপ্রবণতা আছে, ইহা আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রকার ও চিকিৎসাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত দিগের অবিদিত ছিল না। এবং মন্ত্রবিরহিতা পরস্ত্রীদর্শনও যে কন্দর্প পীড়ারূপ অপবিত্রতার উদ্দীপক তাহা স্বতঃ অনুমেয়। বালারুণ ও বিষম্না এ দুইই পরস্পরের উপমান ও উপমেয় রূপে মহাভারতকার কর্ত্তৃক একস্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত স্থলে একটী প্রাচীন শ্লোকের স্মরণ হয় যথা :—

ঞ্জকং ব্যংসং [illegible] বালার্কস্তরুণং দধি
[illegible] মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণিষট্

নিবেদক।
শ্রীবিজয়প্রসাদ মজুমদার।
[illegible], কালনা।

সোমপ্রকাশ।

২২এ চৈত্র সন ১২৯৩ সাল।

আমরা ক্রমাগতই অগ্নিকাণ্ডের কথা শুনিতে পাইতেছি। কয়েক দিবস অতীত হইল হাওড়ার অন্তর্গত সাত্রগাছী গ্রামে তিন দিবস উপর্য্যুপরি অগ্নি লাগিয়া অনেক দ্রব্যাদি ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। আবার শুনি-তেছি যে ১১ ই তারিখে ২৪ পরগণার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গা গ্রামে ভয়ানক অগ্নি কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। হিন্দু পেট্রিয়টের কোন সংবাদ দাতা বলেন যে "প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ স্থানস্থ গৃহাদি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে বহুসংখ্য গাভী ও অন্যান্য জন্তু দগ্ধ হই-য়াছে। প্রায় ৩।৫ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে। ৪ জন মনুষ্য মৃত ও আর ২ জন মৃতপ্রায় হইয়া হাসপাতালে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু ইহা অতি আহ্লাদের বিষয় যে স্থানীয় মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ গৃহ শূন্য দরিদ্র ব্যক্তিগণের যথাসাধ্য কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন"। কাল-নাতেও ঈদৃশ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ইহা অত্যন্ত কষ্টকর। স্থানীয় শান্তিস্থাপক গণ কি করিতেছেন? ইহার বিশেষ প্রতি বিধানে অগ্রসর হউন, নতুবা দেশ অচিরেই উৎসাদিত হইবে।

আমরা ১৮৮৫—৮৬ সালের বাঙ্গালার এড-মিনিষ্ট্রেসন রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে প্রথমতঃ ঐ বৎসরে শস্যাদি জন্মার কথা ও জলপ্লাবনাদি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই রিপোর্ট অধিবাসীদিগের মিতব্যয়িতা বিষয় বর্ণনা করিয়াছে :—"যদিও এ বৎসর শস্যের তাদৃশ সমৃদ্ধি হয় নাই, তথাপি সাধা-রণতঃ লোকদিগের অবস্থা তাদৃশ কষ্টকর হয় নাই। পাট ভিন্ন অন্যান্য শস্যাদি মাঝারি মত হইয়াছে। কলিকাতা ভিন্ন কেবল চারিটী ডিষ্ট্রিক্টে ১৮৮৫ সালে খুচরা দরে টাকায় ১৩ সেরেরও কম চাল বিক্রয় হই-য়াছে। কিন্তু অন্যান্য ৩৮টী ডিষ্ট্রিক্টে টাকায় ১৫ সেরেরও অধিক চাল বিক্রয় হইয়াছে। এমন কি বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম, যেখানে দুর্ভিক্ষজনিত বিশেষ দুরবস্থা হইয়াছিল, তথায়ও টাকায় গড়ে ১৬ সের ৯ ছটাক, ১৮ সের ১ ছটাক, এবং ১৫ সের ৩ ছটাক করিয়া চাল বিক্রয় হই-য়াছিল।

এগ্রিকলচার ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে উক্ত রিপোর্ট এই মত প্রকাশ করেন যে, ছোট-লাট ২ বৎসর এই নবীন কৃষি বিভাগের কেবল পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত দুই বৎসর অতীত হওয়াতে ছোটলাট এখন ভারত গবর্ণমেণ্টকে এই বিভাগের চিরস্থায়িত্ব জন্য অনুরোধ করিয়া-ছেন। এ বিভাগ দ্বারা কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে। অতএব এ বিভাগ দেশের বিশেষ উপকারী তাহার আর সন্দেহ নাই। এ বিভাগ যাহাতে চিরস্থায়ী হয় ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

বিগত ২১ মার্চ তারিখে পবলিক সার্ভি-সের সব কমিটী পুলিশবিভাগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সাক্ষ্য গ্রহণ অতি যৎসামান্য হইয়াছিল। কেবল ৩ জনের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল। পুলিষ বিভাগের বিশেষ সংস্কার প্রার্থনীয়। ২৩ এ তারিখে পাইলট সার্ভিস (সমুদ্রযানবিভাগীয়) সম্বন্ধে সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। এ বিভাগে দেশীয় ব্যক্তি উচ্চপদবীস্থ দৃষ্টি গোচর হয় না, সুতরাং ইউরোপীয়গণেরই সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল। ইউরোপীয়গণের সাক্ষ্য স্বাভা-বিক প্রথানুসারে দেশীয়দিগের বিরুদ্ধেই হইয়াছিল। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, অর্ণবযানাদিচালনে বিশেষ দক্ষতা, কৌশল ধৈর্য্য, যুক্তি, শক্তি, প্রভৃতি সদ্গুণের আবশ্য-কতা, কিন্তু ইহা দেশীয়দিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। যদিও দেশীয়গণ সমুদ্রের শান্ত অবস্থাতে কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু কিঞ্চিৎ

শক্তিকে আমরা এইরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিব। যেরূপ লোকের পালক পুত্র বলিয়া এক একটী পুত্র থাকে, অর্থাৎ ছেলেটী পালককে বাবা বলে, পালকও বালককে পুত্র বলেন, কিন্তু ঠিক পিতা পুত্র নির্ণয়ের মূলের অভাব। আমাদের বৃটীশ নীতি মূলক জমীদারগণও ঠিক এইরূপ। ইহা প্রকৃত রাজশক্তি হইতে দৃঢ় ভিত্তিসহ উৎপন্ন নয় অথচ রাজশক্তির অপভ্রংশমাত্র। ঔরস তনয়া দত্তক ও পালক পুত্র কয়েক ডিগ্রি উপরে চড়েন; বোধহয়, চিন্তাশীলের একথা অবিদিত নাই। আমাদের বৃটন পোষ্যগণ ঠিক সেইরূপ। রাজ শক্তি যাহা করিতে সমর্থ না হন, উক্ত কৃত্রিম শক্তি প্রজাশক্তি উপর অবাধে তাহা পরিচালন করিতে প্রয়াসী। দেখুন কোথাকার ধন কি ভাবে কোথায় ব্যবহৃত হয়! যাহা আদি, যাহা হইতে এ রাজ শক্তি বদ্ধমূল হইয়া তৎপর রাজশক্তির অংশ বিশেষ মাত্র উপলক্ষ করিয়া জীবন ধারণ করিল। তাহারাই আদি শক্তির হর্ত্তা কর্ত্তা! এই আধুনিক শাখাশক্তি মূলকে ইচ্ছামতে চালিত করিতে লাগিল ও স্থান বিশেষে লণ্ড ভণ্ড করিয়া তুলিতেছে। হায়, দেশের এমনি দুর্দ্দশা যে, আর মহত্ত্বের মহত্বে কেহ লক্ষ্য করে না। ইহা সাধারণশক্তির নিকট তটস্থ! আর রাজশক্তিরও কি এই ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল যে, জন্মদাতাকে, এক সামান্য নবীন প্রতিনিধি দ্বারা প্রপীড়িত করা। শুনিতেছি নাকি আজ কাল বৃটন পৃথিবীর মধ্যে জ্ঞানী। যদি তাই হয়, তবে জ্ঞানের কি এই মহিমা যে, পদে পদে জন্মদাতাকে দলন করা! এমন জ্ঞান যত শীঘ্র ভারত সমুদ্রের গর্ভস্থ হয় ততই মঙ্গল।

বোধ হয়; এক্ষণে অনেকে উপলব্ধ করিতে পারিলেন, যে প্রজানীতি বা প্রজাশক্তির কত অন্তরও নিরহ জমীদারি প্রথা। 'যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই', এই কথার যথার্থতা বর্ত্তমান ভূম্যধিকার নীতিতে পর্য্যবসিত হইতেছে। প্রকৃত যাহারা স্বত্ববান, তাহারা কেউ নয়, 'আর উড়ে এসে জুড়ে বসে, তিনি সর্ব্বে সর্ব্বা। প্রভুরা বলেন, আমার ভূমি। কোন গুরুতর স্বত্বের কথা হইলে লোকে বলে যেন ওর বাবা কেলে। আমরা উপস্থিত প্রথায় প্রথমতঃ ঠিক বাবা খুজিয়া পাই না। যদি রাজ শক্তি প্রকৃত জমিদার শক্তির জন্মদাতাও হয় তাহা হইলেও পৈতৃক কেলে সবও ঠিক করা যায় না, কেননা রাজ শক্তিরই আদিম স্বত্ব কই? তাঁহার নিজের থাকিলে উত্তরাধিকারীকে স্বীয় স্বত্বে স্বত্ববান করিতে পারিতেন। এমত অবস্থায় পাঠক মহোদয়গণ বিবেচনা করুন যথার্থ স্বত্ববানের পক্ষে ইহা পীড়াদায়ক হইতেছে কি না। বড় বড় রাজস্থাপকগণ অনেক বিধি ব্যবস্থার অনুদান করেন; আমরা আশা করি, আমরা যাহা দেখাইলাম ইহা সঙ্গত কি অসঙ্গত তাঁহারা একবার তদ্বিষয়ের গবেষণায় প্রবৃত্ত হউন।

সুসংবাদ।

অদ্য আহ্লাদের সহিত পাঠক মহোদয়গণকে একটী অতীব মঙ্গলময় দেশহিতকর সমাচার দিতে অগ্রসর হইলাম। আজকাল যে ভারতের কৃষির দুর্দ্দশা ও শিল্পের শেষ অবস্থা, বোধহয় এ কাহারও অবিদিত নাই। যেরূপ আমাদের গতিক তাহাতে ভারতে যাহা কিছু আছে, তাহাও লয় পাইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা বিলাতী শিল্পের মোহিনী মায়ায় মোহিত হইয়া আমাদের কি আছে না আছে তাহা ভ্রমেও চাহিয়া দেখি না, কিন্তু বিদেশীরা ভারতের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া সারসংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছে। অনেকেই হ্যামিলটন, কুকলেডি, প্রভৃতির রূপার ফলকরা কার্য্য আদরের সহিত গ্রহণ করেন ও তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ কোম্পানীরাই সিন্ধু ও কচ্ছ প্রদেশ হইতে রূপার ফলকরা দ্রব্য লইয়া গিয়া ইউরোপের নামাঙ্কারে এমন কি ভারতেশ্বরীর নিকট পর্য্যন্তও বিক্রয় করেন। পাঠক, এখন বিবেচনা করুন এমত অবস্থায় প্রস্তাবিত কার্য্যে ইউরোপ না ভারত শ্রেষ্ঠ? এইরূপ আমরা বহু দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। এখনও আমাদের দেশে যাহা আছে, তাহা প্রায় পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হায়, এমনি দেশের দুর্দ্দশা যে, সে বিষয় কেহই ভ্রমেও দৃকপাত করেন না। যদি কোন মহাত্মা এ বিষয়ে অগ্রসর হন, কার্য্য সাধনের পূর্ব্বেই নাম কিনিব ও আড়ম্বরে কার্য্য চালাইব, এইরূপ চিন্তায় পতিত হইয়া সব নষ্ট করেন। ইহার উদাহরণ আমাদের আনন্দ বাবুর কর্পোরেশন ফলতঃ এ কার্য্য বাবুদিগের নয়। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্টের ন্যায় লোক চাই। যিনি ব্যাগ হাতে করিয়া পদব্রজে পঞ্চাশ ক্রোশ গিয়া সভার যোগদিতেন। কংগ্রেস রাজনীতির উদ্ধার জন্য যেরূপ চেষ্টা পাইতেছেন, শিল্পে যদি তদ্রূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে অনেক কাজ হইত। বোধহয় তাঁহারাও আড়ম্বর প্রিয় এবং বড়লোক। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারায় এবিষয়ের আশা কম।

যাহা হউক সম্প্রতি কাশীমাটী মোকামে ভারতীয় কৃষি শিল্প সমিতি নামে একটী সমিতি স্থাপন হইয়াছে। এই সমিতির উদ্দেশ্য ভারতের লুপ্তপ্রায় শিল্পের উদ্ধার। ইহার অধ্যক্ষ বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়, সমস্ত দিন, ভ্রমণ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে অনুসন্ধানোত্তর বহুদর্শিতা লাভে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। আগামী বৈশাখ মাসে কার্য্য আরম্ভ হইবার আশা আছে। সোমপ্রকাশের বর্ত্তমান নবীন সহকারী এজন্য নানাস্থল ভ্রমণ করিয়া এ কার্য্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন ও অদ্যাপি করিতেছেন। অপূর্ব্ব বাবুর অনুষ্ঠানে ইনিও মিলিত হইয়া কার্য্য সমিতিকে দৃঢ়তর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের স্থির বিশ্বাস, কেবল প্রবন্ধ লিখিয়া কার্য্য হইবেনা। অতএব লেখাতেও যেমন আমরা অগ্রসর, তদনুরূপ আদর্শ কার্য্যক্ষেত্র স্থাপনার্থেও অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য বোধে অগ্রসর হইলাম। বোধহয়, সোমপ্রকাশের সহকারীর পক্ষে ইহা তত অসঙ্গত হইবে না। এক্ষণে দেশস্থ সকলকে সুগোচর করিতেছি যে, এই সর্ব্ব শুভ অনুষ্ঠানকারিণী সমিতির প্রতি সমস্বত্বঃপ্রতা প্রকাশে দেশের ও ভারত সন্তানগণের মুখোজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করুন।

ভারত গভর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়।

ইণ্ডিয়া গেজেটে ফাইন্যান্স মিনিষ্টার সার অকল্যাণ্ড কলভিন সুপ্রণালীসহকারে আগামী বৎসরের (১৮৮৭-৮৮) ভারত গভর্ণমেণ্টের আনুমানিক আয় ব্যয় ও স্থিত্যাদি বিষয়ক সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরের অর্থাৎ ১৮৮৫-৮৬ অব্দে যেরূপ আয় অপেক্ষা ব্যয়ের ভাগ অধিক হইয়াছিল, আগামী বৎসরে সেরূপ না হইয়া বরং কিঞ্চিৎ স্থিতি হইবে। ১৮৮৫-৮৬ অব্দের হিসাবে দেখিলাম যে, রাজস্ব আদায় ৭৪,৪৬৪,১১৭০ টাকা এবং ব্যয় ৭৭,২৬৫,৯২৩০ টাকা, সুতরাং ২৮০১,৭২৬০ টাকা ফাজিল হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসরের ফাইনান্সিয়াল এষ্টিমেটে যত টাকা ফাজিল হওয়া সম্ভাবিত হইয়াছিল, তদপেক্ষা অনেক কম টাকা ফাজিল হইয়াছে। ইহাও কতক সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। ১৮৮৬-৮৭ অব্দের হিসাবে দেখা

দিয়া পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছেন। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই, তাঁহারাও অন্ততঃ মাইনর ইংলিশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্যাম্বেল স্কুলে প্রবেশ করিয়া পড়িতেছেন। এরূপ ছাত্রেরা ক্যাম্বেল স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহারা কি কর্ম্মক্ষম হইতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। তবে আমাদের এইরূপ বোধ হয় যে, কোন কোন সহকারী আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনেরা এই অপবাদ প্রচার করিয়া দিয়াছেন। কারণ, যদ্যপি নেটিভ ডাক্তারেরা না থাকিতেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ইহাদের সকলকেই ১০০ হইতে ২০০ শত পর্য্যন্ত মাসিক বেতন দিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু অধুনাতন গবর্ণমেণ্ট অতি চতুর ও বিজ্ঞ। তাঁহারা স্বল্পব্যয়ে কার্য্যক্ষম নেটিভ ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়, জেল হাসপাতাল, ও পুলিস হাসপাতাল ইত্যাদি স্থানে সুচারুরূপে কার্য্য চালাইতেছেন। ইহার প্রমাণ আলিপুর ও বড়িশার দাতব্য চিকিৎসালয়। এই দুই চিকিৎসালয়ে গবর্ণমেণ্ট আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের পদে নেটিভ ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। এইরূপ অনেক সবডিবিজনে আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের পরিবর্ত্তে নেটিভ ডাক্তারেরা উত্তম রূপে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন, এবং সকল সিভিলসার্জ্জনেরাই ইহাদের উপর অতিশয় সন্তুষ্ট ও ইহাদের সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। ঐ সুখ্যাতি বাৎসরিক রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায়।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, কলিকাতার কমিসনারেরা ও কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষার তত্ত্বাবধারক ডাক্তার সিমসন সাহেব অল্পব্যয়ে বহুদর্শী নেটিভ ডাক্তারদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষার ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিয়া যাহাতে কলিকাতার প্রজাবৃন্দকে বিসূচিকারূপ ভয়ানক করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তাহার বিধান করিলে, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যশঃ ও সুখ্যাতি, এবং নিঃসহায় প্রজাগণের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা, এবং জগৎপাতা জগদীশ্বরের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবেন।

প্রাপ্ত।

মহোদয়, আমাদের দেশ যে, এক সময়ে সভ্যতার উচ্চ সোপানারূঢ় হইয়া তাৎকালিক সভ্যজনসমাজের বিস্ময় আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার স্থির নিশ্চয় বলিলেও বলিতে পারা যায়। তখনকার মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত মণ্ডলী অক্ষমনীয় সহিষ্ণুতা ও অনন্যসাধারণীয় অধ্যবসায় গুণে সাহিত্য, ন্যায়, জ্যোতিষ, ঐশিক তত্ত্ব প্রভৃতি দুর্ব্বোধ্য বিষয় সমূহের তীব্র সমালোচনা করিয়া যে সকল গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহার শতাংশের এক অংশও অধুনাতন সভ্যসমাজে প্রচলিত আছে বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না। সেই সময়ের আর্য্য রমণীগণও যে জ্ঞানালোক সম্পন্ন ও মার্জ্জিতবুদ্ধি ছিলেন, তাহারও বোধ হয় বিন্দু বিসর্গ সংশয় নাই। কোন কোন আর্য্য রমণী যে তৎকালে প্রখর জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকাশ পূর্ব্বক রমণী কুলের শিরোভূষণ হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? স্ত্রীলোক দূরে থাক সেই সকল অসাধারণ মেধাবিনী ললনাদিগের সদ্গুণ নিচয় আয়ত্তাধীন করা আজ কালের পুরুষের পক্ষেও এক প্রকার অসম্ভবনীয় ও দুরধিগম্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল সচ্চরিত্রা, উন্নতচেতাঃ, জ্ঞানালোকসম্পন্না প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ পাতিব্রত্য, অপত্যস্নেহ, দয়া, দাক্ষিণ্য, পতিভক্তি প্রভৃতি সদ্গুণসমূহের মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি স্বরূপ। তাঁহারা পতিকে দেববৎ পূজ্য ও উপাস্য বলিয়া ভাবিতেন; ও তাঁরা মনে করিতেন যে, স্বামীই স্ত্রীর ইহ সংসারের আরাধ্য দেবতা ও একমাত্র অবলম্বন. তাঁহার শুশ্রূষা ও মনস্তুষ্টি বিধানই তাঁহাদের অক্ষয় স্বর্গলাভের একমাত্র উপায়। স্বামী তাঁহাদের প্রতি পশুবৎ নৃশংস আচরণ করিলেও তাঁহারা কিছুমাত্র ক্ষুব্ধা হইতেন না। বরং মনে মনে আপন দোষের জন্য আত্মগ্লানি করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত ও অভীষ্ট কার্য্য কায়মনোবাক্যে সাধন করিতে তৎপরা হইতেন। অতি কুৎসিত ও নির্ধন হইলেও কোন স্বামী স্ত্রীর নিকট কখনই অনাদৃত বা উপেক্ষিত হইতেন না। পতিগৃহে অন্নাভাবে শীর্ণা ও কঙ্কালসার হইলেও কোন স্ত্রী একবারও ভুলিয়া স্বামীর প্রতি বিরক্তিসূচক ও ক্রোধব্যঞ্জক বাক্য প্রয়োগ করিতেন না; বরং কিসে নিজ পরিশ্রম লব্ধ যৎসামান্য উপার্জ্জনে স্বামীর শুশ্রূষা করিয়া আপনার জীবন সার্থক করিতে পারেন, সেই চিন্তাতেই সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। হে ভারত ললনাগণ আপনারাই ভারতের উন্নতির ভিত্তি; আপনাদের পুণ্যবলে ভারত ভূমি স্বর্গ তুল্য হইয়াছিল; কিন্তু হায়, পরিতাপের বিষয় এই যে আপনাদের শরীরসম্ভূতা অধুনাতন কামিনীকুলে সেই স্বাভাবিক, স্পৃহনীয়, পবিত্রতা প্রায় কিছু লক্ষিত হইতেছে না। স্বামীকে দেবতুল্য জ্ঞান দূরে থাক। এই কথা অধিকাংশ গোচর হইবামাত্রই অনেক ইদানীন্তন শিক্ষিতাগণ ভ্রূকুঞ্চিত করিতে থাকেন। তাঁহারা সাম্যনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক স্বামী স্ত্রী উভয়েই সমান ভাবিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। প্রাচীন ও অধুনাতন স্ত্রীগণের মধ্যে এবম্বিধ বিসদৃশ বৈষম্যের কারণ কি এই গুরুতর রহস্যের মূল অবধারণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

স্ত্রী শিক্ষা বর্দ্ধন ও সমাজের অনিষ্টকারিণী হইবার তিনটী প্রধান কারণ উপলব্ধি হইতেছে। প্রথম কারণ, শিক্ষা প্রণালীর সম্পূর্ণ বৈষম্য ও অবিশুদ্ধতা; দ্বিতীয় কারণ ধর্ম্ম শিক্ষার শৈথিল্য, তৃতীয় কারণ, অভিভাবক ও উপদেষ্টার অদূরদর্শিতা। প্রাচীন ভারত ললনাগণের বুদ্ধি ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার পবিত্র জ্ঞানবীজ সমূহ দেবকল্পগণের সাত্ত্বিক উন্নত চেতাঃ উপদেষ্টা কর্ত্তৃক রোপিত হইত। সুতরাং তাহা যে সুফল প্রসূ হইবে, ইহা এক প্রকার স্বতঃ সিদ্ধ। কিন্তু অধুনাতন ভারত ললনাগণের অবস্থা সম্পূর্ণ বিসদৃশ। ইহারা কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান লাভ করিয়াই আপনাদিগের অপরিপক্ব ভ্রমরুচির অনুমোদিত বীভৎস ভাবাপন্ন অলীক পুস্তকালোচনায় তদগতপ্রাণা হইয়া পড়েন; সুতরাং শিক্ষা তাঁহাদের পক্ষে সুফল প্রসবিনী না হইয়া বরং অনেক সময় বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। অধুনাতন রমণীগণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরও অনেক খর্ব্বতা বা শূন্যতা দেখা যাইতেছে। ধর্ম্ম সাধু অনুষ্ঠানের মেরুদণ্ড স্বরূপ, সুতরাং ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য কখনই সমাজে নির্দোষ ও হিতকারী বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। পুরাকালীন কামিনীগণ প্রফুল্লচিত্তে সমস্ত গৃহকার্য্য স্বহস্তে সমাধা করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেন, কিন্তু আজ কাল অনেক পরিবারকে এই সাধু সুখে বঞ্চিত হইতে দেখা যাইতেছে। মহিলাগণের মধ্যে ঐ উদার ভাব ক্রমে অপনীত হইতেছে। তাঁহারা স্বহস্তে গৃহ কার্য্য নির্ব্বাহ করা দূরে থাকুক, অনেক সময় আপনাদের পুত্র কন্যা লালন পালন ও ঈদৃশ কার্য্য সাধন ও কষ্টকর বলিয়া বিবেচনা করেন। রমণীগণই যে এই অনর্থের জন্য দায়ী আমি এমন বলিতেছি না। বরং সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক গুলি ভদ্র ব্যক্তি শিক্ষাভিমানী এই অনিষ্টের প্রবর্ত্তক হইয়াছেন। ইঁহারা [illegible] বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীসমাজে পাশ্চাত্য অনুমিত নীতি সমূহ প্রচার করাই সভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া

বয়স অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর। কিছু সম্পত্তিও আছে। যদ্যপি কেহ, শ্রীমোক্ষদা আর প্রকাশ না হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। উহাদের শোকের সীমা নাই হইয়াছে।

৩। অত্রত্য মিউনিসিপালিটীর ৪ নং ওয়ার্ডের কমিসনর বাবু মাধব চন্দ্র মুনসী মহাশয়ের মৃত্যু হওয়াতে ঐ পদ শূন্য আছে। ভোটার গণ কর্ত্তৃক শীঘ্রই আর একজনকে কমিসনর নির্ব্বাচন করা হইবে। আমরা ভরসা করি, উক্ত ওয়ার্ডের ভোটারগণ একজন যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন। যেন যাযাবরা, উ:জল্ট দেশীয় যবীর ন্যায় অকর্ম্মণ্য নিরক্ষর কমিসনর মনোনীত না করেন।

নলকুড়া।

১। বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধানাথ বসু মহাশয় জুথিলিতে নলকুড়া গ্রামে একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া গ্রাম্য লোকের ও পথিকগণের জলকষ্ট দূর করিবেন। ঐ পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ বৃক্ষাদির ফল সকলেই লইতে পারিবেন এবং উক্ত পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিতে পারিবেন। আমাদের আরও ইচ্ছা যে, একটী পান্থশালা স্থাপন করিলে ভাল হয়। তাঁহার এ মহৎ উদ্দেশ্য দেখিয়া অন্যান্য মহোদয়গণও স্থানে স্থানে জলকষ্ট দূর করিয়া ইহকালে পরকালে ও যশো ভাজন হউন।

২। ২৪ পরগণা বারাশতের অন্তর্গত জগন্নাথপুর গ্রামে অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়াছে। যদি গবর্ণমেণ্ট হইতে ৭৮ শত টাকা কিম্বা তাহার ধার দেওয়া হয়, তাহা হইলে তত্রস্থ বড় বড় পুষ্করিণীর পক্কোদ্ধার হইয়া নিকটস্থ গ্রামবাসিগণের পানীয় জলের অভাব দূর হয়।

এইরূপ হইলে মহারাণী ভবদ সমস্ত প্রজাবৃন্দেরই বিশেষ আশীর্ব্বাদ ও কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপন।

READY FOR SALE.

Annotated Sanskrit B. A. pass Course. for 1887-89 with copious grammatical notes, and a literal Bengali Translation (English Translation to be out by the end of June 1887.) Containing Kadambari, Kiratarjuniya and Naganands. Price Rs. 5, Postage and package 4 As. Price of the books separatly : Kadambari Rs 2 ; Kiratarjuniya Re 1-8 As. Naganands Re. 1-8 As. Postage, Packing &c 6 As.

IN THE PRESS, TO BE OUT BY THE END OF JUNE 1887. literal English Translation of Sanskrit B. A. Pass Course 1887-89. Price for subscribers As. 12, for nonsubscribers Re 1-As. 4.

Annotated, translated, edited and published by Kailasa Chandra Vidyabhushana M. A. senior Professor, F. C. Institution, Calcutta. To be had of Canning Library, Peoples, Library, Central Library, Somprakasa office, & 16, Siva Narayan Das's Lane, Calcutta.

বসন্ত নির্ণয়।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১) টাকা। ৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরীতে ও চাঁপাতলা ৪নং নিবেদন চন্দ্রের লেন গ্রন্থ কর্তার নিকট পাওয়া যায়।

১৮ নং টালা মেট্রোপলিটান প্রেসে।

ভ্রমণকারির ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(যন্ত্রস্থ)

বাঙ্গলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন।

মূল্য অগ্রিম চারি খণ্ডে ২.।

ডাকমাশুল ।০

সোমপ্রকাশের গ্রাহক ও বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীর অর্দ্ধ মূল্য ১. ডাকমাশুল ।০

প্রত্যেক খণ্ড ডাকমাশুল সহ ৷৵০

গতবারের ১০ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশের বিজ্ঞাপন দেখ।

এই ঠিকানায় মূল্য পাঠাইবেন। ।০

শ্রীউপেন্দ্রকুমার শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ গ্রাহক।

৪৮ নং তরুপ্রসাদ চৌধুরির লেন—কলিকাতা।

চুলের কলপ।

ইহা অপেক্ষা ভাল কলপ অদ্যাপিও কোন হই নাই। যেরূপ পাকা কেশ হউক না কেন ৫ মিনিটে গাঢ় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ৩।৪ মাস থাকিবে। মূল্য ১. টাকা।

রোজমের তৈল।

ইহা ব্যবহারে চতুর্দ্দিকে গোলাপের গন্ধ বিস্তার করে, শরীর স্নিগ্ধ থাকে, শিরঃ রোগের অব্যর্থ। মূল্য বড় শিশি ১. টাকা, ছোট ।০ আনা।

মৎস্য ধরিবার চার।

এই আরক এক টুকরা ইটকে লাগাইয়া তথাকার জলে ফেলিয়া দাও। যে পুষ্করিণী, হদ, বিল, ঝিল, বা নদীতে অল্প মাত্র মৎস্য আছে এই আরকের আকর্ষণে সমস্ত মৎস্য চারে আসিয়া জুট হইবে। মূল্য ১ নং (উৎকৃষ্ট) ১. টাকা ১।২ নং, মধ্যম) ।০ আনা।

লিলি পাউডার।

সর্ব্ব প্রকার দাদের মহৌষধ মূল্য ৵০ আনা।

বুড পিউরিফায়ার।

এই সালসা অত্যন্ত রক্তপরিষ্কারক ব্যবহার করুন। শোথ, মালী, গরমি, বাতী, পচা ও পারা দোষ সংক্রান্ত সমস্ত ঘা, ও কোষ্ঠ কাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি সত্বর আরোগ্য হয়। মূল্য ১. টাকা।

এ, সি, বসু এণ্ড কোং।

৭২ নং হরিতকী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ।০ ছোট বউ। ডাঃ মাঃ ।৵০

হরিদাসের গুপ্ত কথা প্রণেতা বাবু ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। অদ্ভুত ঘটনা পূর্ণ সুন্দর সামাজিক উপন্যাস, কলিকাতা যোড়াসাঁকো ৫২ নম্বর হরিতকী ষ্ট্রীট হিন্দু ডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য।

৩১ শ ভাগ। প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। ২০শ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০

১২৯৩ সাল। ২৯এ চৈত্র। ইং ১৮৮৭। ১১ই এপ্রেল।

৮ রিপনাব্দ। ২৯এ চৈত্র।

[illegible] টাকা মাত্র। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বার্ষিক [illegible] টাকা।

বিজ্ঞাপন

সোমপ্রকাশ এজেন্সি।

আজ কাল সকল বিষয়েই ব্যবসা [illegible] বাড়াবাড়ি হইয়াছে, একারণ কোন রূপ কার্য্য প্রবৃত্ত হইয়া সহসা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বাসনা হয় না। আবার কর্ত্তব্য বিষয় সাধারণ্যে প্রচার না করিলে লোকে জানিতেও পারেন না। তজ্জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশে বাধ্য হইলাম।

বলা বাহুল্য, সোমপ্রকাশ বিশেষভাবে দেশ মধ্যে পরিচিত। ক্রমে সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ের ব্যয় আধিক্য হইতেছে। ব্যয়াধিক্য পরিপূরণ বাসনায় অত্র কার্য্যালয় হইতে একটী এজেন্সী; বিভাগ খোলা হইল। আমাদের সহিত দেশীয় রাজা জমীদার মহোদয়দিগের সহিত সম্বন্ধ আছে, তদ্ভিন্ন সাধারণ্যে এখন হইতে যে কোন কার্য্যের প্রয়োজন হইবে অর্থাৎ দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয়, বাটী বা ভূম্যাদি খরিদ বিক্রয়, কোন রূপ ছাপার কার্য্য, মহাজনী দ্রব্য খরিদ বিক্রয়, আমরা সমুদায় করিতে প্রস্তুত আছি। যেরূপ কার্য্য হইবে, কার্য্য বিবেচনায় অন্য স্থান অপেক্ষা অল্প কমিশনে কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

খরিদ করিয়া দ্রব্য পাঠাইতে হইলে আন্দাজ মত টাকা সহ আমাদের কার্য্যালয়ের ঠিকানায় এজেন্সী বিভাগের অধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে অবিলম্বে দ্রব্যাদি খরিদ পূর্ব্বক পাঠান যাইবে।

কোন গুরুতর কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের সহকারীর নিকটস্থ হইয়া বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী।
এজেন্সী বিভাগের অধ্যক্ষ।

এখন হইতে কোন রূপ কথা বার্ত্তা বা সোমপ্রকাশের মূল্য দিবার জন্য সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে যাইবার আবশ্যক নাই। নিম্নের ঠিকানায় সোমপ্রকাশ আফিসে আসিলেই সমুদয় কার্য্য শেষ হইবে।

আজ কাল সোমপ্রকাশ প্রেসে সকল প্রকার জব ওয়ার্ক ও পুস্তক মুদ্রণ কার্য্য সুচারুরূপে ও সুলভ মূল্যে সম্পন্ন হইতেছে। চেক, দাখিলা, চিঠি, লেবেল, বিল, পিটিসন ও পুস্তকাদি যাবতীয় বিষয় ইংরাজি বাঙ্গালা নানাপ্রকার নূতন অক্ষর বর্ডার ও নকসা প্রস্তুত আছে। সমুদায় আবশ্যকীয় কার্য্য বিশ্বাসের সহিত সমাধা হইবে, সোমপ্রকাশ যন্ত্রে কখনই প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা হয় নাই ও হইবে না, অতএব সর্ব্বসাধারণে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাদিগের হস্তে সকল প্রকার কার্য্য অর্পণ করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধীয় সমুদায় চিঠি পত্র টাকা মণিঅর্ডার আদি সকলে আমার নামে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাইবেন। অপরের নামে পাঠাইবার আবশ্যক নাই, তাহাতে আমার হস্তগত না হইতে পারে, এ বিষয়ে যেন সকলের বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়, [illegible] নং, [illegible] চৌধুরীর লেন—কলিকাতা।

শ্রী[illegible] চক্রবর্ত্তী।
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষ।

স্বপ্নে প্রদত্ত অতি আশ্চর্য্য
দৈব ঔষধ।

দাদ, অর্শ, বাত ও পুরাতন জ্বর প্রভৃতি রোগের এই মহৎ ঔষধি সেবন করিয়া বহু আরোগ্য লাভ করিতেছে, পুনঃ [illegible] ষোল আনা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ।০ আনা। ঠিকানা শ্রীযুক্ত [illegible] দাস বেনে। [illegible] চাটুর্য্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

সাধা চিন্তা কিন্তু এক কথা।

১

খুঁজিয়াছি পারাবার
খুঁজিয়াছি ত্রিসংসার
খুঁজিয়াছি অন্ধকার বিজন কানন
তবু আঁখি না পশিল সুখ নিকেতন

২

খুঁজিয়াছি রমণীর বিস্তৃত অন্তর
তন্ন করিয়াছি খনিকের হৃদয় কন্দর
পশিয়াছে কতবার ঐশ্বর্য্য আগার
বৃথায় করেছি শূন্য যতন ভাণ্ডার

৩

ভাবিয়াছি কতবার খুজিলে পাইব সার.
সকলি অসার দেখি সকলেই যায়
এই কি রে সৃষ্টিস্থিতি এই কি সংহার?
এই কি কালের গতি নিয়তি প্রাকার?

৪

সুখের প্রত্যাশী নহি
থাকি থাকি তবু চাহি
তবু কেন থেকে থেকে উথলে পরাণ
পুনঃ তবে কেন যাচি প্রেম প্রতিদান

৫

আবার চন্দ্রমা কোলে
সংখন রেখা দিলে
কেন ভাবি সে সুখের স্বপনা সুন্দর
সুপতীর পাংশু যথা হতাশলোপ

৬

তাই ভাবি ভাবিবনা
তবু কেন এ যন্ত্রণা
আসে কার স্মৃতিপথে ধূমকেতু প্রায়
আবরিত অভাগার দুর্ভিক্ষ ছায়ায়

৭

অন্তর অন্তর মোর
ধূ ধূ করে অনিবার
কখন উদিত সূর্য্য কভু অন্ধকার
কাদম্বিনী দেশে কিন্তু করুণ সংহার

৮

[illegible] আমার পাশ
[illegible] হাতে
[illegible] খেলা [illegible]
[illegible] কেবল

৯

সোহাগের বধু সনে
কতই প্রফুল্ল মনে
শুধায়েছি কত কথা মনের মতন
তুষিয়াছি কত বার প্রেম আলিঙ্গন

১০

তখন আবার যে রে
অন্তর আবেগ ভরে
কেঁপে ওঠে দুরু করে আমাবে বারণ
ধুনো যথা স্পর্শে যবে অনল ইন্ধন

১১

তাই কি আমারে বিধি
কাঁদাইলে নিরবধি
তাই কি লিখেছ এই নির্ব্বন্ধ কঠিন
রহি যারে পুনরায় অন্তর মলিন।

১২

শতবার যদি পায়
অভাব বিযোগ কর
তবু কি কলঙ্ক তার হইবেক লোপ?
আপ্ত যদি কৃপা করি না করে প্রকোপ
তাই বলি ওরে বিধি
সৃজন করেছ যদি
অধীন করিয়ে কেন সৃজিলে আমায়
শৃঙ্খলে বাঁধিয়ে কেন পাঠালে ধরায়

১৪

ওই যে অন্ধুলী ভরে
মস্তক উঠেছে ধরে
বিস্তারি উন্নত বক্ষ জগৎ সকালে
গরবে গাইছে ওই স্বাধীন উল্লাসে

১৫

মাথায় বক্রিম হ্যাট
চায় যেন গ্যাটম্যাট
আশা আরো উচ্চ হয়ে গ্রাসিবেক সব
গ্রাসিবে ধরায় যাহা আছে সম্ভব

১৬

খুজিয়ে রেখেছে বুকে
স্বাধীনের কতসুখে
যেথায় জগতে যেন [illegible] দিয়া
তবুও বুঝিল না স্বাধীনীর হিয়া

১৭

যদিও [illegible] হত
[illegible] আমার মত
তাহাতে জগৎ আজি অশ্রু বিসর্জ্জনে
প্রতীকার অবশ্যই হত একদিনে।

১৮

হা অদৃষ্ট আমি আর
কি কহিব বার বার
যদি কবি নাহি কিছু বক্তব্য আমার
উপদেষ্টা নহি আমি নহি অষ্টোর

১৯

নাহি আর কোন আশা
বুঝিনা কার ভাল বাসা
শিখিয়াছি শুধু মাত্র অশ্রু বিসর্জ্জন
দুঃখীর আশার বাসা নির্জ্জনে রোদন

২০

কত যে ভাবনা হয়
ভাসি ভাসি চলি যায়
স্মৃতি সাগরের স্রোতে অজ্ঞান বেষ্টিত
কে কবে করেছে তার দিক নিরূপণ?

২১

শেষে অনন্তের তরে
জানি যাব কি প্রকারে
কোন্ গ্রন্থি বলে হায় খেলে বিদ্যুলো
অজ্ঞান, তমিরাম্বর বিস্মৃতির কূলে

২২

কিন্তু যে একটী কথা
হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা
কেমনে ভুলিব তাহা স্বপনা যতনে
পুষিছি হৃদয় মাঝে যাহারে গোপনে

২৩

আর ভাই বঙ্গবাসী
মাতা ভগ্নী পিসি মাসী
সবে মিলে কাঁদি আর অবনীর তরে
তোরা বিনা তাঁর আর কে আছে সংসারে

২৪

কে ওই বিষণ্ণ নারী
অপাঙ্গে বহিছে বারি
হৃদয় প্রাণের ঘরে আছে দাঁড়াইয়া
কি দেখিছে ভারতের অদৃষ্ট বসিয়া?

পরপারের আকরে যে কখনই কাচের উৎপত্তি হয় না, সদয় বাবুই তাহার উদাহরণ স্থল। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি ঈশ্বর ভক্তি পরায়ণ ও সদগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং তিনি (সদয়বাবু) সেই কুল উজ্জল করিবার নিমিত্ত এ সকল দানাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আপামর সাধারণ জনগণসমীপে প্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়াছেন।

উপসংহারে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদিগের এই বদনগঞ্জের বঙ্গবিদ্যালয়টী হীনাবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত সদয় বাবু প্রতিশ্রুত হইয়া সম্প্রতি আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া কলিকাতায় গমন করিয়াছেন। "অঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি।"

অতঃপর সদয়বাবু কর্ত্তৃক সেই আশ্বাস বাক্য কার্য্যে পরিণত হইলেই অপর নাই সকলেই চরিতার্থ হইয়া চিরসুখানুভব করিব। কিমধিকং নিবেদন ইতি।

একান্ত বশম্বদ।
শ্রীহারাধন দত্ত।
বদনগঞ্জ—চৈতন্যাব্দ ৪০২। ১৬ই চৈত্র ১২৯৩।
জেলা হুগলী।

সোমপ্রকাশ।

২৯এ চৈত্র সন ১২৯৩ সাল।

১৮ই চৈত্র বৃহস্পতিবার মিউনিসিপাল কমিশনরগণের এক বিশেষ মহাসভা আহূত হইয়াছিল। ঐ সভাতে বর্ত্তমান সভাপতি মিঃ হ্যারিসনকে ৬ মাসের ছুটী দেওয়া হইল। এই সময়ে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর বলেন যে, এই পদে কটন সাহেবকে নিযুক্ত করিবার জন্য বড়লাটের নিকট একখানি অনুরোধ পত্র প্রেরিত হউক। কিন্তু মিঃ কটন এ ব অতি জটিল ও গুরু বলিয়া এ বিষয়ের আন্দোলন নিরস্ত করেন। কিন্তু সকলেই এবিষয়ে স্বীকৃত ছিলেন। যাহা হউক, একার্য্যে কটন সাহেবকে নিযুক্ত করিলে, দেশীয়গণের বিশেষ সুবিধা হইত তাহার আর সন্দেহ নাই।

শুনিলাম যে, মহাত্মা পীমস্ সাহেব সার ষ্টুয়ার্ট বেলির অনুমতিতে রেভিনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। একথা দেশীয়গণের কর্ণকুহরে সুধা বর্ষণ করিবে। আমরা বলি যে, আর কেহ কি ইহাঁর অপেক্ষা এ কার্য্যে উপযুক্ত ছিলেন না? তবে কেন আর দেশীয়গণের এ সর্ব্বনাশের বীজ রোপিত হইল? ইনি দেশীয়দিগের বিরুদ্ধে পবলিক সার্ব্বিস সমীপে সে দিন যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তজ্জন্যই কি তাঁহার এই পুরস্কারলাভ হইল?

—•••—

দেশীয় করদরাজগণ তাঁহাদের রাজ্যের কারাগার সমূহের বিশেষ তত্ত্বাবধান করেন বলিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃত্বাধীন কারা অপেক্ষা অনেকাংশে সুচারুরূপে কার্য্য হইয়া থাকে, এবং তথাকার মৃত্যু সংখ্যাও এখানকার অপেক্ষা অনেক কম। আমরা হুলকার রাজের জেল রিপোর্টে দেখিলাম যে, "বন্দিগণের স্বাস্থ্য উত্তম। ইহাদের মধ্যে শতকরা রোগিসংখ্যা দৈনিক ২ এর কিছু অধিক এবং মৃত্যু সংখ্যা প্রায় ২। কিন্তু এখানকার জেলে যে বার খুব কম মৃত্যু সংখ্যা হইয়াছিল সেবারেও শতকরা ৪এর কিছু অধিক মৃত হইয়াছিল, এবং তাহাও বোধ হয় একবার হইয়াছিল। যাহা হউক ইংরাজগণ এত তত্ত্বাবধান ও পরিশ্রম সত্বেও যে দেশীয় রাজগণের নিকট এবিষয়ে অধঃকৃত হইলেন, ইহা অতি শোচনীয়।

ভারতগবর্ণমেণ্ট এই মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, ডিরেক্টর অব পবলিক ইনষ্ট্রকসনের পদে সিভিলিয়ান নিযুক্ত হইতে পারিবে না, এবং বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন যে, এ পদে শিক্ষাবিভাগীয় লোক নিযুক্ত হইবে। মহামান্য বড় লাট বলেন যে, এ পদে যিনি নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে অধ্যাপকও পরিদর্শক উভয় বিভাগীয় কার্য্যদিশিক্ষা করিতে হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যদি স্থানীয় কোন উপযুক্ত ব্যক্তি না পাওয়া যায় তাহা হইলে অন্যান্য স্থানীয় শিক্ষাবিভাগ হইতে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবে, তথাপি অন্য বিভাগের লোক গৃহীত হইবে না। বড় লাটের এ মত অতি প্রশংসনীয় ও সূক্ষ্মদর্শিতাসূচক সন্দেহ নাই।

—••—

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার বিয়ানাস্থ সংবাদ দাতা বিশ্বস্ত সূত্রে শ্রুত হইয়াছেন যে, রুষের ঈদৃশ ভয়োৎপাদক অবস্থা দেখিয়া চীন রাজ্য ক্যাসগার প্রদেশে প্রভূত সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। কি ভয়ানক! রুষভীতি চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিতেছে!

টাইমস্ পত্রিকার বিয়ানাস্থ সংবাদ দাতা বলেন যে, "রুষিয়া দেশে যুদ্ধ সজ্জার কথা সতত্তই শ্রুত হইতেছে। লেভ্যাণ্ট হেরাল্ড্ বলেন যে, কীফে ৩০০০০০ সৈন্য সংগ্রহ হইতেছে। রুষ পোলাণ্ডে গভর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের নিকটে সৈন্য কণ্ট্রাকটের টেণ্ডার লইতেছেন। ইহা অতি অসামান্য বিষয়। ইভানগোরোড্ ড্যাব্রেভা রেলওয়ে গাড়ী সংখ্যার এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ইহা প্রত্যহ ২০,০০০ সৈন্য লইয়া যাইতে পারে। রুষ পোলাণ্ডের দুর্গ সমূহ বিশেষ রূপে রক্ষিত হইতেছে। ৬ শতেরও অধিক গ্যাট্লিং প্রস্তুত আছে। এ সমস্ত সেণ্টপিটার্সবর্গ নোবেল্ কার্মে প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানাবিধ কামান ও অস্ত্রশস্ত্রাদি রুষদিগের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।' যাহা হউক, যখন চারিদিকেই এরূপ বার্ত্তা সতত্তই শুনা যাইতেছে, তখন বোধহয় শীঘ্রই কোন এক সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

—•••—

মহারাণারধি প্রচলিত এক প্রতিজ্ঞা পত্র অনুসারে রিজের রাজার অপ্রাপ্তবয়স্ক

অবধি তথায় এক রিজেন্ট সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালার মহারাজা, নাভা ও ঝিন্দের রাজ রাজেন্দ্রসহিত মিলিত হইয়া ভারতগভর্ণমেণ্টের নিকটে নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য এক প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করেন;—১ম, সটলেজ যুদ্ধের পর হইতে উক্ত রাজগণ যে মৃত্যু-দণ্ড আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, যেন সেই ক্ষমতার পুনঃ প্রাপ্তি হয়। ২য়, উক্ত তিন রাজসংসারেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজার সময়ে রিজেন্সি নিযুক্ত করিবার কালে তাঁহাদের সম্মতি গৃহীত হয়। ৩য়, যদি উক্ত কোন রাজা পুত্র সন্তান না রাখিয়া পরলোক গত হন, তাহা হইলে দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়, কিম্বা অন্য আর দুইজন রাজা মৃত রাজার বংশ হইতে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিবেন। ৪র্থ, কোন রাজসম্পর্কীয় স্ত্রীলোক রিজেন্সি সভায় প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইবেন না, কিম্বা রাজকীয় কোন কার্য্যে ভাগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না; অথবা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সমীপে কোনরূপ অভিযোগ করিতে পারিবেন না। এই সমস্ত প্রার্থনাই সকল হইয়াছিল। গভর্ণমেন্ট কেবল এই কথা বলিয়া ছিলেন যে, রাজবংশীয় কোন স্ত্রীলোকের বিষয়ে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন না। পাতিয়ালার মহারাজা নরিন্দার সিংহের মৃত্যু কালেই প্রথম ব্রিটিশ এজেণ্ট ও তত্রস্থ আর দুই জন রাজা মিলিত হইয়া রিজেন্সি নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

—

মান্দ্রাজ মেল পুনরায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট লর্ড ক্রসের নিকট হইতে, এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, অবিলম্বে স্থানীয় কামানের বারুদ প্রস্তুতের কারখানা বন্ধ করিতে হইবে। এইরূপ আদেশের কারণ আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

মহারাণী ভারতেশ্বরীর জুবিলী সময়ে ৪ জন ভারতবর্ষীয় করদ রাজা বিলাতে উপস্থিত থাকিবেন। মহারাজা হলকর এপ্রেল মাসের শেষ ভাগেই বিলাতাভিমুখে যাত্রা করিবেন। গন্দলের ঠাকুর সাহেব ত ইউরোপেই আছেন। মহামান্য কচ্ছের রাও এবং মর্ভির ঠাকুর সাহেব বোধ হয় শীঘ্রই লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা করিবেন। তাঁহারা ভারতবর্ষীয় সমস্ত করদরাজগণের প্রতিনিধি স্বরূপ তথায় উপস্থিত থাকিবেন, এবং মহারাণীর সমীপে এই মর্ম্মে এক বক্তৃতা করিবেন যে, "ভারতীয় করদরাজগণও অধিবাসিগণ বৃটিশ শাসনে নানা বিধ সুখ স্বচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হইতেছেন বলিয়া মহারাণীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।" এরূপ মত তাদৃশ যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না।

—

আমাদিগের সুযোগ্য সহযোগী হিন্দু-পেট্রিয়ট বলেন যে, প্রফেসার মারাজণ্টী অদ্ভুত বিষয় অনুসন্ধানের জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে পিরিনিয়াস উপত্যকায় এক জাতীয় কুব্জাবয়ব লোক দেখিতে পাইয়াছেন। উহাদিগের কেহই ৪ ফুটের অধিক উচ্চ নয়, এবং নিকটবর্ত্তী প্রদেশীয় লোকেরা উহাদিগকে ন্যানস্ বলে। প্রচলিত সৌন্দর্য্য মতে উহারা সুন্দর বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। উহাদের চুল লালবর্ণ, চক্ষু দীর্ঘ, নাসিকা অনুন্নত, দাঁত উঁচু, এবং মুখ যেমন লম্বা তেমনই চওড়া। কিন্তু তাহারা পরস্পরের সৌন্দর্য্যে পুলকিত এবং কখনও অন্য জাতির মধ্যে বিবাহ করে না। তাহারা সকলেই বর্ণজ্ঞানশূন্য। তাহাদের মধ্যে কেহই গুণিতে জানে না। কিন্তু প্রায় সকলেই আপন আপন নাম জানে এবং কেহ কেহ তাহাদের পিতা মাতার ও নাম জানে।

—

লণ্ডনের সংবাদ পত্রে একজন অষ্ট্রেলিয়াবাসী প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ স্বদেশের যত অকর্ম্মণ্য ও অকৃতকার্য্য লোকদিগকে তাহাদের উপনিবেশে প্রেরণ করেন। সম্প্রতি এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার যা কিছু ধন সম্পত্তি ছিল, সে সমস্তই নষ্ট করিয়াছেন, অবশেষে সম্বলশূন্য হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন তাঁহাকে আর কিরূপে প্রতিপালন করা যায়, কাজে কাজেই উপনিবেশের শাসন কর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করা হইল। এইরূপে যাহার কোথাও কিছু কাজ জুটিল না, তাহাকে অবশেষে কোন না কোন উপনিবেশে একজন প্রধান কর্ম্মচারী করিয়া প্রেরণ করা হয়। এমন স্থান আর কোথায় আছে?

—

ডার্বিনগরে একজন স্ত্রীলোক বাস করিতেছেন, তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ১০১ বৎসর। তিনি ষোড়শ লুই নামক সম্রাটের হত্যাকাণ্ড উত্তমরূপ স্মরণ করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত সম্রাটের হত্যাকাণ্ড ৯৪ বৎসর পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। ভারতেও এরূপ বৃদ্ধ এখনও ২।১টী দেখা যায়। কিন্তু আমরা অত্যন্ত ভীত হইতেছি যে, পাশ্চাত্য শিক্ষাদির প্রভাবে আমাদের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত, তাহাতে যে আর কিছু দিন পরে ৫০ বৎসরের অধিক কাহাকেই জীবন ধারণ করিতে হইবে না। ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে না।

—

কোন সহযোগী বলেন যে, "ক্যাম্বে কেশ" সম্বন্ধ উইলসন সাহেবের স্বপক্ষে বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। মিঃ উইলসনের পক্ষ হইতে প্রায় ২ হাজার গুজরাটদেশীয়গণ গভর্ণমেণ্টের সমীপে প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। এ কার্য্যের প্রবর্ত্তক কে? দেশীয়গণ না বিদেশীয় গণ?

—০০০—

আমাদিগের যোগ্য স্বদেশী ইণ্ডিয়ান মিরার বলেন যে, লাহোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ গোল যোগ হইয়েছে। শুনিতেছি নাকি প্রশ্ন পত্র সকল চুরি হইয়াছে এবং বাজারে বিক্রীত হইতেছে। এ বিষয় অনুসন্ধান জন্য সেনেট এক কমিটাপর সভা নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহা অতি দুঃখের ও লজ্জার বিষয় যে, সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত চৌর্য্য ও অসাধুতার ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে বার্লিনে যে সমস্ত পত্র আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে, তথায় সম্প্রতি যে সৈনিক চক্রান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে অতি গুরুতর বোধ হইতেছে। এখনও ঐ বিষয়ের রীতিমত অনুসন্ধান হইতেছে। এই সময়ের মধ্যে সেণ্টপিটার্সবর্গে মেরিন কর্পসের ৫ জন সেনাপতি ২জন মেরিন রক্ষক, পল্‌ক কর্পসের ২ জন, ও কনষ্ট্যান্টিনক ক্যাডেট কর্পসের ২ জন সভ্য, কর্পস্ অব্ পেজেসের ২ জন সভ্য এবং আর্টিলারি স্কুলের ২ জন ক্যাডেট ধৃত হইয়াছে। এখনও উরশে, চার্কফ্, এবং কীফ্ প্রদেশে অনেক বন্দি করা হইতেছে। এরূপ শ্রুত হওয়া যাইতেছে যে, ক্রনোস্টাড্‌বর্গে একজন সেনাপতিকে এ ষড়যন্ত্রের প্রধান পরিচালক বলিয়া ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ ষড়্‌যন্ত্রের কারণ এই যে, রাজ্য এখন কুশলে পরিচালিত হইতেছে, কিন্তু যাহাতে আর এরূপ না থাকিয়া সৈন্য ও অর্ণব পোতাধ্যক্ষ প্রভৃতির মধ্যে কোন বিদ্বেষ অসন্তোষ উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে এই সকল চক্রান্তকারিগণ চেষ্টিত হইতেছেন। যাহা হউক, ইহা অতি ভীষণ পরিণামসূচক সন্দেহ নাই। অন্তরঙ্গ অমাত্যবর্গের মধ্যে অণুমাত্র অশান্তিও অতিপ্রবলপরাক্রান্ত নৃপতিরও উৎসাদন করিতে সমর্থ হয়।

বিগত বি, এল, পরীক্ষার ফল দেখিয়া ইণ্ডিয়ান মিরার বলেন যে, "মেট্রোপলিটন কলেজ হইতে ৮৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে ও অন্যান্য ৯টী কলেজ হইতে সর্ব্ব সমেত ৬৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের যখন বিশেষ সমৃদ্ধ অবস্থা ছিল, তখনও তাহার এরূপ ফল হয় নাই।" আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে, প্রেসিডেন্সি কলেজে চির কালই ইউরোপীয় অধ্যাপক নিযুক্ত ছিল, তজ্জন্য ছাত্রদিগের ১০ টাকা করিয়া মাসিক বেতন গৃহীত হইত। কিন্তু ফলে বিশেষ ত উন্নতি দেখিতে পাই নাই। প্রথমতঃ, তিন বৎসর কাল বি, এল, পরীক্ষার জন্য ছাত্রগণকে কলেজে উপস্থিত হওয়া ও বেতন দেওয়াই ত জুলুমের কাজ, তাহার উপর আবার অল্প টাকা নয়, মাসিক ১০ টাকা! যাহা হউক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে এ বিষয়ে বিশেষসুবিধা করিয়াছেন, তাহাব আর সন্দেহনাই। আর যদি এ জুলুম প্রথা বিদূরিত হইয়া ইচ্ছাধীন ছাত্রগণের ল ক্ল্যাসে উপস্থিতি ও বেতন প্রদান প্রথা প্রচলিত হয়, তাহা হইলে যে বিশেষ সুখের বিষয় হইবে তাহা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন?

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান গত বৎসরের পুস্তকাদির তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে "আমাদের দেশে দিন দিন মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য বেশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। গত বৎসর বেঙ্গল লাইব্রারিতে ২৭৩১ খানি পুস্তক প্রেরিত হইয়াছে। ১৮৮৪ অব্দের পুস্তক সংখ্যাপেক্ষা গত বৎসরের পুস্তক সংখ্যা ৩৪১ খানি অধিক। ইহা বিশেষ বৃদ্ধি বলিতে হইবে। ১৮৮০ অব্দ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অব্দে গড়ে প্রায় ১৫০০ করিয়া পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু গত বৎসরে দেখিতেছি যে, প্রায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৮০ খানি পুস্তক অধিক হইয়াছে। ১৮৮১ অব্দ হইতেই পুস্তকাদির সংখ্যা বিশেষ রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। লাইব্রেরিয়ানের "পলিটিকল" শীর্ষক মত পাঠযোগ্য। তিনি বলেন যে, "বাঙ্গালা ভাষায় রাজনীতি বিষয়ক কোন পুস্তক কিম্বা মাসিক পত্রিকাদি কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা অতি বিস্ময়াবহ যে, এত রাজনৈতিক সভা গঠিত হইতেছে এবং সংবাদপত্রেও রাজনীতি সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু তথাপি বঙ্গভাষায় রাজনৈতিক পুস্তকের এই প্রথম আবির্ভাব। এই বিস্ময়াবহ বিষয়ের আমরা এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি যে, অধুনাতন সংবাদপত্রাদিতে যে সমস্ত রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত হয় তাহা সাধারণতঃ ক্রোধ চালিত ও অদূরদর্শিতাসূচক। যথার্থ রাজনীতি সম্বন্ধে কেহই বিশেষ অনুসন্ধান করেন না। কিরূপে অধুনা আন্দোলিত রাজনৈতিক বিষয়ের বিশেষ অনুশীলন হইবে অথবা ভারত শাসন সম্বন্ধ রাজকীয় বিধি প্রণালী প্রভৃতির বিশেষ সংস্কার হইবে, এ বিষয়ে কেহই চেষ্টিত হইতেছেন না। সুতরাং সুযুক্তি সহকারে লিখিত কোন রূপ রাজনৈতিক পুস্তকাদি এতাবৎকাল প্রকাশিত হয় নাই। গত বৎসর ৪।৫ খানি রাজনীতি বিষয়ক পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে একখানি পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম প্রকাশিত নাই, কিন্তু তাহার রচনা প্রণালী দেখিয়া ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তৃলিখিত বলিয়া বোধ হইল। দেশীয়গণকে ভলণ্টিয়ার নিযুক্ত করিলে রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল, ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। আর একখানি বাবু অমৃত লাল বসু কৃত। ইহাতে লর্ড রিপনের শাসন বিবরণ অতি প্রশংসাসহ লিখিত হইয়াছে"। লাইব্রেরিয়ান মহাশয়ের এরূপ কারণ নির্দ্দেশ কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহা আমরা বলিতে পারি না।

—•••—

অর্ণব যাত্রা।

অধুনা বিলাতপ্রত্যাগত হিন্দুযুবকদিগকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য যে কতরূপ আন্দো-

না। আমরা বলি যে, সমস্ত বিষয় ক্রমে পরি-বর্ত্তন চাই। নতুবা ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে বিক্রমাদিত্য অথবা ফিরোজ শাহ মিরাটের লক্ষ্ণৌ শিক্ষা করি-লেই যে বৈয়াকরণিক হইবে তাহা মনে করিও না। যে সমস্ত উপার্জ্জিত আবশ্যক পৃথিবীতে স্থ দিয়া যাইতে তাহাদের দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধন করি, তাহাতে যত্নবান হও। তাহা হইলেই যথার্থ জাতীয় ও পণ্ডিতের কার্য্য হইবে সন্দেহ নাই। নতুবা যে কৃত্রিম বিদ্যালয়ে, সে কৃত্রিমই বিজ্ঞান ও বিদ্যা, অর্থ তাহার পর সবই অজ্ঞান ও অ ব্যা পর্য্যবসিত হইবে।

—•••—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিগত বৃহস্পতিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পরীক্ষা সমূহ শেষ হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষার প্রশ্ন সমূহ এবৎসর উত্তম হইয়াছে। বি, এ, এফ, এ, এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রায় সকল প্রশ্ন গুলিই সাধারণতঃ পরীক্ষার্থি-গণের অনায়াসবোধ্য হইয়াছিল। কিন্তু কোন কোন দিনের প্রশ্ন দেখিয়া আমরা কিঞ্চিৎ বলিতে বাধ্য হইতেছি। এফ, এ পরীক্ষার সংস্কৃত ভাষার ও অঙ্কশাস্ত্রের দ্বিতীয় দিনের প্রশ্নে, কতকগুলি ভ্রম দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। পাঠক গণের অবগতি নিমিত্ত আমরা সেই প্রশ্ন গুলি উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। সংস্কৃত ভাষার প্রথম প্রশ্নপত্রের ৩য় প্রশ্নের তৃতীয় শাখা :— "Conjugate the root of যেনে &c and give also its prsent participle শতৃ and শানচ।" মনবাবু আত্মনেপদী ব্যবহৃত, ইহার উত্তর কি রূপে শতৃ প্রত্যয় হইবে আমরা বুঝিতে পারি-লাম না। আমাদিগের অল্পবুদ্ধিতে বোধ হয় যে, শতৃ and শানচ্ না লিখিয়া শতৃ or শানচ্ লিখিলে প্রকৃত হইত। উক্তরূপ প্রশ্ন দেওয়াতে পরীক্ষার্থিগণকে সন্দেহে পাতিত করা হই-য়াছে। সুতরাং এজন্য বালকগণের বিস্তর অনেক সময় অপব্যয় হইয়াছে। ঐ প্রশ্ন পত্রের ২য় প্রশ্নের দ্বিতীয় শাখায় লিখিত হইয়াছে "give the baseof দোর্জ্যাম্ and derive it in 1st 2nd, 3rd and 7th Cases ndings, ইহার অর্থ আমরা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। বোধহয় "derive" কথাটির পরিবর্ত্তে "deline" কথাটী ব্যবহৃত হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় দিব-সীয় সংস্কৃত ভাষার প্রথম পত্রের প্রথম প্রশ্নে উক্তরূপ ভ্রমদৃষ্ট হইল। আবার ঐ প্রশ্ন পত্রের ১ম প্রশ্নের প্রথম শাখাতে "অপি" শব্দটি আছে কিন্তু প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে "and অপিহি the third passage. যাহা হউক জলবত্ত ভ্রমে তাদৃশ ক্ষতি বোধ হয় নাই। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের পরীক্ষা দিবসে যেরূপ ত্রিগুণমিতির আইডেন্টিটি ও লগারিথম অঙ্কে ভ্রমদৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে ছাত্রদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। প্রথমতঃ তাহারা ঐ সামান্য অঙ্কগুলি উত্তর করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা হইল না। কি করে, পরীক্ষকের ভ্রম ইহা কখনই সম্ভব নয় এই স্থির করিয়া ছাত্রগণ আপনাদেরই ভ্রম হইয়াছে বলিয়া পুনর্ব্বার ঐ অঙ্ক কসিতে সচেষ্ট হইল তথাপিও ব্যর্থমনোরথ! এরূপ ২।৪ বার চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হওয়াতে পরীক্ষার্থি-গণকে সুতরাং উক্ত অঙ্ক গুলিকে অতি নৈরাশ্য সহকারে পরিত্যাগ করিতে হইল। ইহাতে পরীক্ষার্থিগণের বিশেষ ক্ষতি হইল এই যে, উক্ত অঙ্কগুলি ত হইলই না, তাহার পর আবার ঐ ভ্রমপূর্ণ অঙ্ক কসিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করাতে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া যাইল, সুতরাং অন্যান্য অঙ্ক গুলিও সুচারুরূপে উত্তর করা হইয়া উঠিল না। শুনিতে পাই যে, এই সমস্ত প্রশ্ন বিলাত হইতে মুদ্রিত হইয়া আসে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তথকার মুদ্রাকারকগণও কি আমাদের দেশের ন্যায়? তবে যে বিলাতের শিক্ষিত মুদ্রকের কথা এদেশে, সতত্ই শুনিতে পাই তাহা কি মিথ্যা? এ প্রশ্ন পত্রে যে সমস্ত ভ্রম দর্শিত হইল তাহা যে কেবল মুদ্রাকার গণেরই দোষ তাহা নয়, পরীক্ষকদিগের ও অন-বধানতা প্রযুক্ত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ইহাও অতি আশ্চর্য্য যে, ঈদৃশ বিশাল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষকেরও ভ্রম হইবে? আবার শুনিতে পাই যে, সমস্ত প্রশ্ন গুলিই মডারেটর গণ বিশেষ রূপে দেখিয়া সংশোধনান্তর মুদ্রিত করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতেও কি এ সমস্ত ভ্রম পতিত হইল না। তবে তাঁহারা কিরূপ পরি-দর্শন করেন? তাহাত আমাদের মনুষ্য সুলভ বুদ্ধির অতীত। যাহা হউক যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর কোন উপায় নাই। তবে আমরা এই বলি যে, এই ভ্রমপূর্ণ প্রশ্ন গুলির সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা হইতে বাদ দিয়া পরীক্ষার্থিগণকে যেন তাপহারে নম্বর দেওয়া হয়। আর তাহার উপরও তাহাদিগকে যেন কিছু সদয় ভাবে ঐ ঐ বিষয়ে পরীক্ষা করা হয়। কারণ ভ্রমসমূহে পতিত হইয়া বৃথা তাহাদের অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। অতএব আমাদের একান্ত অনুরোধ যেন পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইহাদিগের উত্তরপত্রগুলি দেখা না হয়। বিজ্ঞান শাস্ত্রের দ্বিতীয় দিনের প্রশ্ন গুলি তাদৃশ সুচারুরূপে নির্ব্বাচিত হয় নাই। উহার মধ্যে অনেক গুলিই অপ্রয়োজনীয় ও নির্দ্ধারিত পাঠ্য পুস্তক বহির্ভূত ছিল। এজন্য ছাত্রগণের তাদৃশ মনোরম হয় নাই। আর এক বিষয় দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। চিরকালই দেখিয়া আসিতেছি যে, বিজ্ঞান শাস্ত্রে ১০০ করিয়া পূর্ণসংখ্যা থাকে, কিন্তু এবার ইহাতে ৯৫ সংখ্যার অধিক দেখিতে পাইলাম না। প্রথম দিন ৫০ এবং দ্বিতীয় দিন ৪৫। ইহার ভাব কি? কেহ কেহ বলিলেন যে, মুদ্রণের ভ্রমে এইরূপ হইয়াছে। একটী প্রশ্নে তিন মাত্র সংখ্যা আছে, কিন্তু ঐ প্রশ্নটীর উত্তর লিখিতে অনেক সময় প্রয়োজন, এজন্য ঐ প্রশ্নের ৩ সংখ্যা না হইয়া ৮ সংখ্যা হইবে; তাহা হইলেই সমষ্টে ৫০ সংখ্যা হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে যে কি যথার্থ কথা তাহা যিনি পরীক্ষক ও যাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষীয় তাঁহারাই জানেন। আমরা যাহা দেখিলাম ও যাহা শুনিলাম, তাহাই প্রকাশ করি-লাম। যাহাই হউক, ইহা যদি ভ্রম হয় তাহাতে ও তাদৃশ ক্ষতি হইবার নয়। এই সমস্ত ভ্রম দেখাইবার আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, যাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেন এ সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাবধান হন। যদি বলেন যে, ভ্রম কাহার নাই? সকলেরই ভ্রম হইতে পারে। ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রশ্নে ভ্রম থাকিলে তাহা সেখানে পরীক্ষার সময় ছাত্রদিগকে বলিয়া দিবার যো নাই। ইহা অতি অন্যায় ও অনিষ্টকর। ভুল ২।১ টী থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাও একান্ত কর্ত্তব্য যে ঐ সমস্ত ভুল ছাত্রদিগকে তৎক্ষণাৎ অবগত করিতে হইবে। হয় এইরূপ নিয়ম প্রচলিত হউক; অথবা ভবিষ্যতে প্রশ্ন পত্রে আর যেন একটীও ভ্রম দৃষ্ট না হয়।

সার ষ্টুয়ার্ট কলভিন্ বেলি।

সার ষ্টুয়ার্ট বেলি উইলিয়ম বটারওয়ার্থ বেলির পুত্র। উইলিয়ম বটর ওয়ার্থ বেলি অনেক দিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। লর্ড আমহার্ষ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পিতা গবর্ণর জেনারেলের কাউন্সেলের মেম্বর

বিরুদ্ধে গ্রামবাসি গণ শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহামহিম স্যার এলফ্রেড ক্রফট সাহেব মহোদয়ের নিকট যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা তৎসম্বন্ধে গত বারের সোমপ্রকাশে অতি সংক্ষেপে দুই এক কথা লিখিয়াছিলাম। ঐ লেখার মধ্যে আবেদনকারিগণকে অদূরদর্শী অর্দ্ধশিক্ষিত বলা হইয়াছিল; তৎপাঠে আবেদনকারীগণের মধ্যে কেহ কেহ অতিশয় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আপনারা যে "অর্দ্ধ শিক্ষিত। নহেন তৎপ্রতিপাদনার্থ বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছেন। আবেদন প্রেরণে যে পূর্ণ শিক্ষিতের কার্য্য করা হইয়াছে এরূপ অভিপ্রায় ও প্রকাশ করিতেছেন। ক্ষমা করুক "অর্দ্ধ শিক্ষিত" এ বিশেষণ পাঠে তাঁহারা যখন এত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন বুঝা গেল যে তাঁহারা ' সংপূর্ণ সুশিক্ষিত।" "অর্দ্ধশিক্ষিত" বলায় লেখকের যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, ভরসা করি তাঁহারা পূর্ণ শিক্ষিত বলিয়া তাহা অবশ্যই মার্জ্জনা করিবেন।

রাণাঘাটস্থ বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রণালী সম্বন্ধে যখন এতদূর আন্দোলন হইতেছে, তখন ঐ বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা আবশ্যক মনে করি। অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে অত্রস্থ বিদ্যালয়ে কি প্রণালীতে শিক্ষা দান করা হইতেছে সোমপ্রকাশ পাঠকগণকে অগ্রে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা উচিত।

এই বিদ্যালয়ে দশটী শ্রেণী আছে। দশম শ্রেণীতে কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গালা পুস্তক ও শুভঙ্করী প্রণালীতে গণিত শিক্ষা দেওয়া হয়। নবম হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত পাঁচটী শ্রেণীতে যথাক্রমে এণ্ট্রান্স স্কুলের উপযুক্ত রূপে ইংরেজী সাহিত্য, ব্যাকরণ ও রচনাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় বিষয় অর্থাৎ গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, ও বিজ্ঞান যথাক্রমে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উপযুক্ত রূপে বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। পঞ্চম শ্রেণী হইতে বালকগণ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেয়। ঐ পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র উত্তীর্ণ হয়, তাহারাই চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারে। ঐ শ্রেণীতে যে কয় বৎসর ছাত্র থাকে সকলগুলিই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দানার্থ প্রেরিত হয়। বস্তুতঃ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাই ঐ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা স্বরূপ। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, কেহ উচ্চ শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় না। অনন্তর চতুর্থশ্রেণী হইতে প্রথমশ্রেণী পর্য্যন্ত ৪ চারিটী শ্রেণীস্থ এণ্ট্রান্স পরীক্ষার অনুরূপে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষা করে। প্রথম শ্রেণী হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেয়।

রাণাঘাটের বিদ্যালয়ে ৮ আট বৎসর যাবৎ এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উহা আমি বিগত ৬।৭ বৎসর দেখিয়া আসিতেছি। যে সকল ছাত্র এই প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া আসিতেছে বাঙ্গালা ভাষানভিজ্ঞ ছাত্রগণ অপেক্ষা তাহারা ইংরেজী ভাষায় ও গণিতাদি বিষয়ে অধিকতর স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। কেননা ভাষাজ্ঞান বাক্যরচনা, ব্যাকরণবৈচিত্র, ইতিহাস গণিতাদি বিষয়ে পূর্ব্বেই মাতৃভাষায় শিক্ষা করিয়া থাকে। কিঞ্চিন্মাত্র ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মাইলেই তাহারা অনায়াসে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষিত বিষয়-জ্ঞান সকল ইংরেজীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পারে। অর্থাৎ যে ছাত্র বাঙ্গালা ভাষায় জ্যামিতির কূটতত্ত্ব পাটীগণিতের দুরূহ প্রশ্নের সমাধানে কৌশল শিক্ষা করিয়াছে এবং ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয় সকল অভ্যাস করিয়াছে ইংরেজী ভাষায় ঐ সকল বিষয় শিখিতে ও বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করে না। মাতৃ ভাষায় যে সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা যায়, ছাত্রগণ ইংরেজীতে যে তাহা অতি সহজে আয়ত্ত করিতে পারে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের বার্ষিক ইংরেজী পরীক্ষার ফল দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। এমন কি, ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য অধ্যয়ন কালে কিছুমাত্র ইংরেজী শিক্ষা করে নাই, কিন্তু ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ৪ চারি বৎসরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, এরূপ উদাহরণ অনেক বঙ্গবিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমত স্থলে অত্রত্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যের সঙ্গে সঙ্গে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার উপযুক্ত রূপ ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতেছে, তখন ইহারা যে ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়া থাকে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যদ্ভাষাকে ভিত্তিভূমি করিয়া যে জাতীয় বালকগণকে প্রথম শিক্ষা দান করা হয়, তাহারা যে বয়সে যে সকল বিষয়ের সহিত যেরূপ পরিচয় লাভ করিয়া থাকে, প্রথমাবধি বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষা দান করিলে সে বয়সে সে সকল বিষয়ের সহিত সেরূপ পরিচয় লাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। [illegible] পাটীগণিত প্রভৃতির যে সকল উচ্চ অংশ শিক্ষা করিতে দেখা যায় এরূপ প্রণালী পরিশূন্য অন্য বিদ্যালয়ের সেরূপ ছাত্রগণ, অর্থাৎ যাহারা বিজাতীয় ভাষায় সমস্ত বিষয় শিক্ষা করে, তাহারা সে সকল বিষয়ের নিকটেও গমন করিতে পারে না। এই জন্যই আমরা এই প্রণালীর নিতান্ত প্রশংসাকারী ও পক্ষপাতী। ইংরেজীকে অর্থকরী বিদ্যা বলিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, রাণাঘাট বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী তাঁহাদিগের স্বার্থের অনুকূল কিম্বা প্রতিকূল নহে। তাঁহারা যদি এই প্রণালীকে প্রতিকূল মনে করিয়া থাকেন তবে বলিতে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা আপন স্বার্থও ভাল করিয়া বুঝেন না। এখানকার যে সকল ব্যক্তি সত্বর কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জনের জন্যই বালকগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রণালী তাঁহাদের পক্ষে আরও উপকারিণী; কেননা তাঁহাদের সন্তানগণ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া ইংরেজী ও বাঙ্গালা যে পরিমাণে শিক্ষা করিতেছে, তাহাতে আর উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা লাভ করিতে না পারিলেও তাহারা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হয় না। সেই অবস্থাতেই তাহারা কোন না কোন রূপে "দশ টাকা" উপার্জ্জনের পথ করিয়া পিতা মাতার সাহায্য করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু শুদ্ধ ইংরাজী স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রগণ যে পিতা মাতার কি কাজে লাগিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কেবল লাভের মধ্যে এই হয় যে, ইংরেজীর জল উদরস্থ হওয়ায় সন্তান বোধ পোষাকী হইয়া উঠে; তাহার পোষাক ও সাবান পমেটমের পয়সা যোগাইতে যোগাইতেই পিতামাতার প্রাণান্ত হইয়া যায়। অথচ "পূর্ণ শিক্ষিতগণের" কুহকে পড়িয়া ইহাঁরা ও আবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

আবেদনকারিগণের মধ্যে আর একটী সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, বালকগণ ছাত্রবৃত্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, উচ্চ শ্রেণীতে প্রমোশন পায় না তজ্জন্য এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে বিলম্ব হয় এবং সেই বিলম্ব নিবন্ধন বিলাতে গমন করিয়া সিবিল সার্বিস প্রভৃতি পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। বিদ্যালয়ের নিয়মাদি সংপূর্ণ অবগত থাকিলে এরূপ অমূলক কল্পনা করিয়া আবেদনকারিগণকে চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ হইতে হইত না। পঞ্চমশ্রেণীর যে সকল ছাত্রের পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই অধিক [illegible] অথবা যাহারা উপর্যুপরি ...